শ্রীপদামৃতসমুদ্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর
পদকর্তা—রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত
অনুপম বৈষ্ণব পদসংকলনগ্রন্থ
রাধামোহন ঠাকুর কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত
মহাভাবানুসারিণী টীকা সমেত।

ডক্টর উমা রায় এম. এ. (ট্রিপল). ডি. ফিল
কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯১

উৎসর্গ পত্র

যিনি আমাকে ১৯৪৫ সালে পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃতে লিখিত বন্দনা-অংশের সম্পাদনা কার্যের ভার আংশিক ভাবে দিয়েছিলেন এবং এই মহান গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী ও উৎসুক ক'রে তুলেছিলেন, বাংলাবিভাগের সেই তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ-কে

ও

যিনি আমাকে পদামৃতসমুদ্রের সম্পাদনাভার সম্পূর্ণভাবে দিয়েছিলেন, যাঁর কার্যকালে ও আনুকূল্যে পদামৃতসমুদ্রের পদ-অংশ ও মহাভাবানুসারিণী-টীকা-অংশ সম্পূর্ণ করবার অসাধারণ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম, বাংলা বিভাগের সেই তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ. পি. আর. এস. পি. এইচ. ডি-কে

এবং

যিনি বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের পরিদর্শক হিসাবে নিতান্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সর্বতোভাবে আমাকে সম্পাদনাকার্যে সাহায্য করেছিলেন—তাঁর মাতামহের স্বহস্তলিখিত পদামৃতসমুদ্রের সম্পূর্ণ পুঁথি দিয়ে ও নানা গ্রন্থ দিয়ে এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব শ্রীপাটে নিয়ে গিয়ে যিনি সম্পাদনকার্যে বহুল ভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন এবং যাঁর সহৃদয় সহায়তা ছাড়া এই গ্রন্থের সমাপন ব্যাপার আমার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হ'তনা—সেই ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার এম. এ, পি. এইচ. ডি, ভাগবত রত্ন-কে আমি পূর্বোক্ত দুই মনীষী সহ প্রথমেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আপনারা সারস্বত সমাজের ত্রিরত্ন। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রন্থটি আপনাদের উৎসর্গ করলাম। আমার জীবনের সুদীর্ঘকালব্যাপী অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল প্রকারান্তরে আপনাদেরই দান। আজ তা অবদানরূপে আপনাদেরই হাতে সমর্পণ ক'রে চরিতার্থ হলাম।

স্নেহধন্য

পিতরৌ বন্দে

(পিতা—৺ সতীশচন্দ্র রায় দেবশর্মা।
মাতা—৺ সুনীতিবালা দেবী।)

শ্রীশ্রীপদামৃতসমুদ্র

সূচীপত্র

লেখকানুক্রমিক সূচী

রাধামোহন (দুখী)

রামানন্দ রায়

রাধামোহন ঠাকুর সম্বন্ধে দু'চার কথা

পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর তাঁর মহাভাবানুসারিণী টীকার শেষে নিজের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ইতি শ্রীল-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-বৃদ্ধপ্রপৌত্র-শ্রীরাধামোহনঠক্কুরপ্রণীতা পদামৃতসমুদ্রস্থ মহা-ভাবানুসারিণী টীকা সম্পূর্ণা[১]।"

এই সুস্পষ্ট পরিচয়জ্ঞাপন লক্ষ্য না করেই রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন তাঁর সম্পাদিত পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থপ্রকাশের সময় লিখেছেন—

"পদামৃতসমুদ্র।
শ্রীল শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর
পৌত্র
শ্রীল শ্রীরাধামোহন ঠাকুর
প্রণীত ও সংগৃহীত
এবং
তৎকৃত টীকা সহিত।"

যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দের ভূমিকাতেও[২] রাধা-মোহনকে শ্রীনিবাসাচার্যের পৌত্ররূপে নির্দেশ করা হয়েছে।

জগদ্বন্ধু বাবু তাঁর গৌরপদতরঙ্গিণীর উপ-ক্রমণিকার ২৭০ পৃষ্ঠায় রাধামোহনকে শ্রীনিবাসাচার্যের প্রপৌত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র বা প্রপৌত্ররূপে রাধমোহনকে গণনা করলে শ্রীনিবাস আচার্য থেকে রাধামোহনের ব্যবধান যথাক্রমে দুই পুরুষ বা এক পুরুষ কম হয়ে পড়ে। অথচ পদামৃতসমুদ্রের প্রারম্ভেই রাধামোহন স্বীয় পরিচিতিসূচক যে শ্লোকগুলি রেখে গিয়েছেন মঙ্গলাচরণে সেগুলি বর্তমান থাকতে রাধামোহনকে পৌত্র বা প্রপৌত্র-রূপে উল্লেখ করা নিতান্তই বিস্ময়জনক।

রাধামোহন পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে যে তিরিশটি স্বরচিত শ্লোক দিয়েছেন—তার চতুর্থ শ্লোক থেকে সপ্তম শ্লোক পর্যন্ত ক্রমোর্দ্ধ্ব পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন[৩]। চতুর্থ শ্লোকে স্বীয় গুরু ও জনক জগদানন্দের বন্দনা করে পঞ্চম শ্লোকে জগদানন্দের গুরু কৃষ্ণপ্রসাদের উল্লেখ করেছেন। এই কৃষ্ণপ্রসাদ যে জগদানন্দের পিতাও ছিলেন তা রাধামোহন তৎকৃত উক্ত শ্লোকের টীকায় জানিয়ে দিয়েছেন।[৪] এই কৃষ্ণপ্রসাদ গোবিন্দগতির পুত্র এবং গোবিন্দগতি শ্রীনিবাসাচার্যের পুত্র[৫]।

১। রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত পদামৃতসমুদ্রের প্রথম সংস্করণ ১২৮৫ সন, ২৩ শে কার্তিক।

২। কর্ণানন্দের ভূমিকা—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

৩। "বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কম্।
গীতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎকৃপাশয়া॥ ৪॥
গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকৃষ্ণাখ্যং সর্বসিদ্ধিদম্।
প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেঽহং করুণার্ণবম্॥ ৫॥
শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্বতঃ।
তৎপুত্রাণাঞ্চ সর্বেষাং পাবনম্মহর্নিশম্॥ ৬॥
শ্রীনিবাসাচার্যবরং সভক্তং সনবোত্তমম্।
শ্রীরামচন্দ্রগোবিন্দকবীন্দ্রসহমাশ্রয়ে"॥ ৭॥

৪। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুবংশোদ্ভব-তৎস্বরূপ-শ্রীমজ্জগদানন্দ-সংজ্ঞক-শ্রীগুরোর্বন্দনং কৃত্বা পদক্রমেণ তজ্জনকং শ্রীলকৃষ্ণ-প্রসাদঠক্কুরং বন্দতে।"

৫। "শ্রীমদাচার্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিন্দমিতিসংজ্ঞকম্"।

পদামৃতসমুদ্রের বহরমপুরে মুদ্রিত ও শ্রাবণ ১৩১৫ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের উপসংহারে শ্রীরামদেব মিশ্র এই তথ্যটি উল্লেখ করেছেন—

"জগদানন্দ ঠাকুরের পুত্র রাধামোহন শ্রীনিবাস হইতে পঞ্চমস্থানীয় সুতরাং তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র[১]।

১৩৩৮ সনে প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ড পদকল্পতরুতেও এই তথ্য স্বীকৃত হয়েছে।

রাধামোহন ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমসাময়িক, যদিও বয়সে কিছু ছোট। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর পদসঙ্কলন গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ও ক্ষুদ্রতম সঙ্কলন গ্রন্থ ক্ষণদাগীতচিন্তামণির সঙ্কলয়িতা। রাধামোহন ঠাকুর ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সমসাময়িক হলেও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রাধামোহনের কোনো পদ ক্ষণদায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলনের পূর্বে রাধামোহন হয়তো কোন পদ রচনা করেননি। তিনি নিজেই তাঁর মঙ্গলাচরণের ১৭ থেকে ২০ সংখ্যক স্বরচিত শ্লোকের[২] স্বরচিত টীকায় লিখেছেন—

"পূর্বোক্তগীতকর্তৄণাং বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদীনাং যদ্যপি সর্বগীতানি পূর্ণানি সন্তি তথাপি মাদৃশাম্ অন্বেষণে কদাচিন্মন্দভাগাবশেন গীতৈকং গীতার্দ্ধং পাদৈকং বা ন লভ্যতে। তদা তেষাং পাদপদ্মং হৃদি বিচিন্ত্য রচনং কৃত্বা তদ্দাস্যামি যোজয়িষ্যামি।"

সুতরাং "দাস্যামি" ও "যোজয়িষ্যামি" ভবিষ্যদ্‌বাচক এই দু'টি ক্রিয়াপদের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে তিনি সম্ভবত ইতিপূর্বে অর্থাৎ ক্ষণদাগীতচিন্তামণির সঙ্কলন-কালে কোনো পদ রচনা করেননি। সম্ভবত এই কারণেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্বীয় সঙ্কলন গ্রন্থে সমসাময়িক রাধামোহনের কোনো পদ অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এমনও হ'তে পারে যে রাধামোহনের রচিত পদ বৃন্দাবনে পৌঁছয়নি।

স্বীয় সঙ্কলন-গ্রন্থের নামকরণ "পদামৃতসমুদ্র" রাধামোহন নিজেই করেছেন—

"পদামৃতসমুদ্রাখ্যঃ সদ্‌ভক্তগীতসংগ্রহঃ।
শ্রোতৄণাং হৃদয়ানন্দং কুর্যাৎ তদনুভাবতঃ" ॥২১॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ক্ষণদাগীতচিন্তামণি সঙ্কলন করবার পর রাধামোহন পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলন করেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "হরিবল্লভ" ও "বল্লভ" ভনিতায় স্বরচিত পদাবলী ক্ষণদায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাধামোহন পদামৃতসমুদ্রে প্রায় ৭৪০ টি পদ অন্তর্ভুক্ত করলেও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর "হরিবল্লভ" বা "বল্লভ" ভনিতার একটি পদও তাতে ধরেন নি। এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর সম্পাদিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণির ভূমিকায় "ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি-বৈশিষ্ট্য" নামক বক্তব্যে ঐ ১১ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"সম্ভবত তিনি বাংলাদেশে বসিয়া যখন পদ সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন শ্রীবৃন্দাবনে সঙ্কলিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণি তিনি দেখিতে পান নাই। অবশ্য এরূপও হইতে পারে যে রাধামোহন ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পদগুলির কাব্যসৌন্দর্য

১। উপসংহার—।৵০।

২। "আলোক্য গীতশাস্ত্রাণি সদ্ভক্তানাং কৃতানি তু।
সংগৃহ্যন্তে সুগীতানি কীর্তনস্যানুসারতঃ ॥ ১৭ ॥
পূর্বোক্তগীতকর্তৄণাং কদাচিদ্‌গানপোষকম্।
ন লভ্যতে যত্র গীতং বিচিন্ত্য হৃদি তৎপদম্ ॥ ১৮ ॥
দাস্যামি রচনং কৃত্বা তত্র তেষাং কৃপাবলৈঃ।
ক্ষমধ্বমপরাধং মে শ্রোতারোঽদোষদর্শিনঃ ॥ ১৯ ॥
মৎকৃতানি চ শোধ্যানি গীতানি করুণার্ণবাঃ।
তদা যদি ভবেদ্‌বাক্যং সুধাকং তু দয়ালুতা" ॥ ২০ ॥

যথেষ্ট মনে করেন নাই বলিয়া তাহা বাদ দিয়াছেন।"

উপরে উদ্ধৃত এই দু'টি সম্ভাব্য কারণের মধ্যে দ্বিতীয়টি যথেষ্ট বলে মনে করা যায় না। কারণ রাধামোহনের মত সুরসিক পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি যে

"দেখ সখি রসিক যুগল রসরঙ্গ।
অম্বর বিনহি   কিয়ে ঘনদামিনী
রহত্ত পরস্পর সঙ্গ॥
রাধাবদন-   মধুর-মধু মাধব
মুখ চষকে ভরি রিঙ্গ।
বিনহি সরোবর   কমল ফুলি কিয়ে
চন্দ্ররসে রহু ভিঙ্গ[1]।"

অথবা—

"মা মুদ মুঞ্চ পটান্তমিতি
স্ফুটকুটিলমুখং স্মিতমিশ্রম্[2]।"

ইত্যাদি পদের আলঙ্কারিক রীতিপ্রয়োগকৌশল ও পরিবেশিত রসের অভিযোজ্যতা অগ্রাহ্য করবেন বলে মনে হয় না।

ডক্টর মজুমদারের সম্ভাবিত প্রথম কারণটি বরঞ্চ সম্ভব বলে মনে হয়। সে সময়ে যাতায়াতের অসুবিধা ছিল। সংবাদ আদান-প্রদানের অনতিক্রমণীয় বিলম্বও ছিল খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে বসে বৃন্দাবনে সঙ্কলিত গ্রন্থের সুযোগ যথাসময়ে গ্রহণ করা রাধামোহন ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

রাধামোহন ঠাকুর ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যে সমসাময়িক ছিলেন তা ডক্টর মজুমদার তাঁর সম্পাদিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণির ভূমিকায় পরম্পরা-পীঠিতে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন।[3]

সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন—প্রতিভা সাধারণতঃ কোনো বংশে তিন পুরুষের বেশি একাদিক্রমে স্থায়ী হতে বড় বেশি একটা দেখা যায় না। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রভৃতির বংশে এক পুরুষের বেশি প্রতিভার স্ফুরণ হয় নি। অবশ্য ঠাকুর-পরিবারে এর ব্যতিক্রম অনেকটাই দেখা যায়। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের বংশে একাদিক্রমে পাঁচ পুরুষ ধরে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভক্তির বিমল ধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৬ কি ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি পরলোক গমন করেন। বহু সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীনিবাসের কালনির্ণয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য একাধারে কবি পণ্ডিত এবং বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক ছিলেন।

মাত্র পাঁচটি পদ রচনা করে শ্রীনিবাস কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। এটি বড় কম গৌরবের কথা নয়।

১। দ্বাদশ ক্ষণদা, কৃষ্ণা, দ্বাদশী, ১২৫ সংখ্যক পদ, ক্ষণদাগীত চিন্তামণি।

২। চতুর্বিংশ ক্ষণদা, শুক্লা নবমী, ২৪৯ সংখ্যক পদ, ক্ষণদাগীত চিন্তামণি।

৩। নরোত্তম ঠাকুর। শ্রীনিবাস আচার্য।
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী (শিষ্য)। গতিগোবিন্দ (পুত্র)
কৃষ্ণচরণ (দত্তক পুত্র)। কৃষ্ণপ্রসাদ (পুত্র)।
রাধারমন (পুত্র)। জগদানন্দ (পুত্র)।
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (শিষ্য)। রাধামোহন (পুত্র ও শিষ্য)।
(দ্রষ্টব্য—ক্ষণদা ২৯-৩০ পৃষ্ঠা, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য—১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩৬ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা।)

হরিদাস দাস বাবাজি-মহোদয় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে ১৩৯২ পৃষ্ঠায় "শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর শীর্ষকে লিখেছেন—

"আচার্য প্রভু মাত্র পাঁচটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।"

প্রসঙ্গত তিনি যে তিনটি পদের উল্লেখ করেছেন সেই তিনটি পদই পদকল্পতরুতে আছে। প্রথম পদটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ—"বদনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো"। পদকল্পতরুতে এটি ৭৯০ সংখ্যক পদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতরত্নাবলীর স্বল্পসংখ্যক পদ-সংগ্রহের মধ্যে এই সুন্দর পদটিকে স্থান দিয়েছেন।

মঞ্জরী-ভাবের সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর গুরু গোপালভট্ট বা গুণমঞ্জরীর[১] উদ্দেশে প্রার্থনাসূচক দু'টি পদ রচনা করেন। পদকল্পতরুতে "প্রেমক পুঞ্জ রি শুন গুণমঞ্জরি" ইত্যাদি ৩০৭২ সংখ্যক এবং "তুহুঁ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরি" ইত্যাদি ৩০৭৩ সংখ্যক পদ দুটি সেই প্রার্থনাসূচক পদ।

শ্রীনিবাসের আর একটি পদ ব্যঞ্জনাভঙ্গিতে আধুনিক রচনা বলে ভ্রম জন্মায়। "অনুখণ কোনে থাকি" ইত্যাদি এই পদটিকে মনোহর দাস মহাশয় "শ্রীআচার্য ঠাকুরের দ্বিতীয় পদ হয়।"—এই বলে উল্লেখ করেছেন[২]। পদকল্পতরুতে ৮৩৯ সংখ্যকরূপে ধৃত এই পদটিতে পাঠের কিছু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। পংক্তি-সংখ্যারও পার্থক্য আছে। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন তাঁর "বৈষ্ণবপদাবলী" গ্রন্থে যে পাঠ দিয়েছেন তা পদকল্পতরুর পাঠ। ক্ষণদায় পদটি ভনিতাহীন অসম্পূর্ণ অবস্থায়[৩] আছে। পদামৃত-সমুদ্রেও পদটি ভনিতাহীন। পদটি নরোত্তম দাসের ভনিতাতেও পাওয়া যায়।

পদটির ভাষার একটু নমুনা দেওয়া গেল—

"অনুখণ কোনে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের বাহিরে পরবাস।
হেন নাহি ক্ষিতিতলে আপনা বলিয়া বোলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ॥"

শ্রীনিবাস আচার্যের এই চারিটি পদ[৪] ছাড়া অন্য কোনো পদের উদ্দেশ হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নও দিতে পারেন নি। কিন্তু ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুঁথিতে (পৃষ্ঠা—৯০) শ্রীনিবাসের পঞ্চম পদটি পেয়েছেন। পদটি সম্ভোগশৃঙ্গারের—

"ধনি রঙ্গিনি ভোর।
ভোলল কানু গরবে করি কোর[৫]॥" ইত্যাদি।

১। "অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপাল ভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদ্‌আহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী" ॥ ১৮৪ ॥
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

২। অনুরাগবল্লী, ষষ্ঠ মঞ্জরী, ৪৩ পৃষ্ঠা, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ।

৩। চতুর্থ ক্ষণদা, কৃষ্ণা চতুর্থী, ৩৫ সংখ্যক পদ।

৪। (ক) "বদনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো" ইত্যাদি।
(খ) "প্রেমক পুঞ্জ রি শুন গুণমঞ্জরি"—ইত্যাদি।
(গ) "তুহুঁ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরি" ইত্যাদি।
(ঘ) "অনুখন কোনে থাকি" ইত্যাদি।

৫। পরবর্তী চরণ গুলি—
ধনি মন মানস সুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই চাঁদমুখে॥
ধনি মন মানয় বাধা।
কানুপরাভব জিতল রাধা॥
ভূমে পড়ি যায় মোহন বেণু।
রতিরণ অলসে অবশ ভেল কানু॥
ভণে শ্রীনিবাস দাস।
রাই কানু রঙ্গ দেখি সখিগণ হাস॥

পদটি ডক্টর মজুমদার "ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য"-নামক সঙ্কলন গ্রন্থে ৯৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন।

শ্রীনিবাসের পদগুলির রচনাকর্তৃত্ব সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন সংশয় পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর এই সংশয় যুক্তিসিদ্ধ নয়।

শ্রীনিবাস আচার্য পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনাও করে গেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন অপ্রামাণিক উক্তি করেছেন যে—

"তাঁহার সংস্কৃত রচনা কিছুই পাওয়া যায় নাই।"

কিন্তু হরিদাস দাস বাবাজি মহোদয় শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধাদামোদরের গ্রন্থাগারের ৪২৭ সংখ্যক পুঁথিতে ভাগবতের যে চতুঃশ্লোকী ভাষ্য পেয়েছেন তার রচয়িতা শ্রীনিবাস আচার্য। "শ্রীমন্-নরহরি-ঠক্কুরাষ্টক," "ষড়্গোস্বামিগুণলেশসূচক" ইত্যাদি "স্তব"-পদ শ্রীনিবাসের রচনা। শ্রীনিবাস আচার্যের চতুঃশ্লোকী টীকার উল্লেখ হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী "সাধনদীপিকায়" (২৫৮ পৃঃ) করেছেন।

শ্রীনিবাস গোস্বামিগণরচিত সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। গোপাল ভট্ট তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী এবং ব্রজমণ্ডলের অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি বৃন্দাবন থেকে প্রেরণ করেন। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের এই সকল আকর গ্রন্থের বঙ্গদেশে প্রচারের কৃতিত্ব প্রধানত শ্রীনিবাস আচার্যেরই প্রাপ্য।

এইসব কারণে এবং তাঁর প্রেমভক্তির প্রাবল্য দেখে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে তাঁকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলে সম্মান করা হয়ে থাকে।

তিনি এমন অগ্রগণ্য শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ছিলেন যে ভাগবতের ভ্রমরগীতার উপর তাঁর ব্যাখ্যা শুনে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বৃন্দাবন থেকে যে সব গ্রন্থ শ্রীনিবাস প্রথমে নিয়ে আসেন সেগুলির মধ্যে ছিল "উজ্জ্বলনীলমণি," "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু," "হরিভক্তিবিলাস," "বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী টীকা," "দানকেলিকৌমুদী," "বিদগ্ধ-মাধব," "ললিতমাধব," "হংসদূত," "লঘুভাগবতা-মৃত," "স্তবমালা," "লীলাস্তব," "উদ্ধবসন্দেশ," "পদ্যাবলী," "গীতাবলী," "নাটকচন্দ্রিকা," "মথুরা-মহিমা," "কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি," বৃহৎ ও লঘু "রাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা," "প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা," রঘুনাথ-দাসকৃত "দানকেলিচিন্তামণি," "স্তবাবলী," "মুক্তা-চরিত্র" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত "গোবিন্দলীলা-মৃত।" এইসব গ্রন্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্যাখ্যান ও প্রচার করবার জন্য কী শ্রেণীর মহতী ধী-শক্তির প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতেন। তাঁর লিখিত দু'খানি পত্রে জানা যায় যে পরবর্তী কালে তিনি আরো অনেক গ্রন্থ শ্রীনিবাসকে পাঠিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে ছিল—"রসামৃত সিন্ধু" শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ, "শ্রীমাধব-মহোৎসব", "গোপালচম্পূ", "হরিনামামৃত" লঘু-বৈষ্ণবতোষণী," "দুর্গাসঙ্গমনী", "হরিনামামৃত ব্যাকরণ" ইত্যাদি।

বৃন্দাবন থেকে প্রথমবার বঙ্গদেশে গ্রন্থাবলী আনবার সময় চুরি যাবার কাহিনীটি যে ভ্রমাত্মক তা ডক্টর মজুমদার প্রমাণ করে দিয়েছেন।[১]

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৬ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় "শ্রীনিবাস নরোত্তমের কাল নির্ণয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি এবং "ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য"—গ্রন্থে "শ্রীনিবাস-নরোত্তমের যুগ" (পৃষ্ঠা—৯৭-১৩৬) দ্রষ্টব্য।

অনুরাগবল্লীতে গ্রন্থ-চুরির কোনো বিবরণ নেই। "ভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তমবিলাস" গ্রন্থ দুটিতে গ্রন্থ-চুরির বিবরণ থাকলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ঝাঁপ দিয়ে রাধাকুণ্ডে প্রাণবিসর্জনের কোনো উল্লেখ নেই। বৃন্দাবন থেকে গ্রন্থাদি আনবার লক্ষ্যস্থল ছিল প্রথমে কাটোয়া, তারপর সেখান থেকে শ্রীনিবাসের নিবাসভূমি যাজিগ্রাম। এইখানে গোস্বামিগণের গ্রন্থাদি প্রতিদিনই আসত। শত শত বৈষ্ণব পান করতেন সেই সব গ্রন্থের অমৃত-ধারা। রৌদ্রতাপক্লিষ্ট শস্তকে মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে সরস করে তোলে, শ্রীনিবাসও তেমনি বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের ভাবধারায় অভিষিক্ত করে সংসারতাপক্লিষ্ট মানবকে সজীব করে তুলতেন।

শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে ফেরবার পর বীরহাম্বীরকে শিষ্য করেন। দু'তিন মাস গৌড় বাস করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করবার জন্য আবার উৎকলের দিকে যাত্রা করেন। পথে তাঁর গ্রন্থ চুরি গেলে তিনি হাম্বীরের রাজসভায় সেই সূত্রে উপস্থিত হন। এই পরিচয়ের ফলস্বরূপে বীর-হাম্বীর শ্রীনিবাসের শিষ্য হন।

শ্রীনিবাস নিজেই শুধু কবি ছিলেন না, আপন শিষ্যসম্প্রদায়ে স্বীয় শক্তি সঞ্চারিত করে প্রেরণাদানে তাঁদের কবিত্ব-শক্তিকেও উদ্বোধিত করে তুলে-ছিলেন।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দিকপাল রূপে গণ্য হতে পারেন নরোত্তম ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ এবং রামচন্দ্রের সহোদর মহাকবি গোবিন্দ-দাস কবিরাজ। বনবিষ্ণুপুরের দুর্দান্ত নৃপতি বীর-হাম্বীর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গুরুকৃপায় কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হন। শ্রীনিবাসের অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে গোকুলদাস ও গোপীরমণের নাম উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ কবিরাজের সমসাময়িক কবি গোবিন্দ চক্রবর্তীও শ্রীনিবাসের শিষ্য। তাঁর অন্য একজন খ্যাতনামা কবিশিষ্যের নাম মোহন দাস। এঁর তিরিশটি পদ পদকল্পতরুতে ধরা হয়েছে এবং আরো বহু সুন্দর পদ সজনীকান্ত দাসের পুঁথিতে সংরক্ষিত আছে। বংশীদাস শ্রীনিবাসের আর এক কবিশিষ্য। ডক্টর মজুমদার বলেন— "পদকল্পতরুধৃত 'বংশীদাস' ভনিতার ১৭টি পদের মধ্যে দুই চারিটি ইঁহার রচনা হইলেও হইতে পারে।"

শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে আট জন কবিত্বের জন্য "কবিরাজ" আখ্যা লাভ করেছিলেন। গোবিন্দ দাস কবিরাজ চৈতন্যোত্তর কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো ছিলেনই—চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগেরও যে কোনো কবির সঙ্গে প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সমর্থ বলে মনে করাটাও অনুচিত বা অযৌক্তিক হবে না। কর্ণপুর কবিরাজ, যিনি কর্ণামৃতের কবি কর্ণপুর নন—তিনিও "শ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচক"-নামে ৯১টি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছিলেন। নৃসিংহ কবিরাজের—

> "ব্রজনন্দ কি নন্দন নীলমণি।
> হরিচন্দন তিলক ভালে বনি।"[১] এবং
> "নব নীরদ নীল সুঠাম তনু।
> ঝলমল ও মুখ চান্দ জনু"[২]॥

ইত্যাদি পংক্তি কবিত্বশক্তির সূচক।

শ্রীনিবাসের মত এমন একজন সুকবি, বিদগ্ধ, পণ্ডিত ও ভক্ত বৈষ্ণব আচার্যের বংশধর রাধামোহনও

১। পদকল্পতরু—১৩২৪ সংখ্যক পদ।
২। পদকল্পতরু—১১৫৯ সংখ্যক পদ।

যে কবিত্ব, বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হবেন এ আর আশ্চর্য কি !

শ্রীনিবাসের প্রথম পুত্রের নাম ছিল বৃন্দাবন দাস। নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীজীব গোস্বামী[১]। শ্রীজীবগোস্বামী বৃন্দাবন থেকে পত্রযোগে বৃন্দাবন দাসের পাঠবিষয়ে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ প্রকাশ করতেন, যথা—"বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং—লেখ্যং কিঞ্চিদ্ অসৌ পঠতি নবেত্যপি।"

শ্রীজীবের চারখানি পত্রই সংস্কৃতে লিখিত। ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দশ তরঙ্গে পত্রগুলি উদ্ধৃত হয়েছে।[২]

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্যকে এতই প্রীতিপূর্ণ চক্ষে দেখতেন যে তাঁর বালক পুত্র বৃন্দাবন দাস পাঠ বিষয়ে আগ্রহী কি না সে সংবাদও নিতে ভুলতেন না।

বৃন্দাবন দাস অকালে পরলোক গমন করেন। ইনি শ্রীনিবাসের প্রথমা পত্নী ঈশ্বরী দেবীর গর্ভজ সন্তান ছিলেন।

বৃন্দাবন দাস গত হবার অনেক দিন পরে দ্বিতীয় পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভে শ্রীনিবাসের আর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এঁরই নাম গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ।

গতিগোবিন্দ কবি, সুগায়ক ও সুবাদক ছিলেন। ঘনশ্যাম কবিরাজের "গোবিন্দরতিমঞ্জরী"-নামক গ্রন্থ থেকে এই তথ্যটি জানা গেছে[৩]।

পদকল্পতরুর ২৩১৮ সংখ্যক পদটি নিত্যানন্দ-বন্দনাবিষয়ক। এটি গতিগোবিন্দের রচনা। পদটির সম্বন্ধে পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় বলেন—"পদকর্তার উহাতে কবিত্বশক্তি প্রদর্শনের বিশেষ অবসর মিলে নাই।"

গতিগোবিন্দের আর একটি পদ পদরত্নাবলীর ২৩১ সংখ্যক পদ। এই "রাইতনু শোভার ভাণ্ডার" ইত্যাদি পদটি সম্বন্ধে পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশ চন্দ্র বলেছেন—"গতিগোবিন্দ কেবল পিতার পরিচয়ে প্রসিদ্ধ হন নাই, তাঁহার নিজেরও কিছু পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা ছিল।"

"গোবিন্দরতিমঞ্জরী"-রচয়িতা ঘনশ্যাম গতি-গোবিন্দের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

পূর্বোক্ত "নাচে পঁহু নিত্যানন্দ ভুবন-আনন্দকন্দ" ইত্যাদি এবং "রাইতনু শোভার ভাণ্ডার[৪]"-ইত্যাদি পদ দু'টি ছাড়াও আর একটি পদ হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন তাঁর "বৈষ্ণব পদাবলী" নামক সঙ্কলন-গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন[৫]। পদটি নিত্যানন্দবিষয়ক—"নিতাই সুন্দর অবনী উজোর" ইত্যাদি।

১। পুত্রমধ্যে বৃন্দাবন দাস নাম যাঁর।
তেঁহো আচার্যের জ্যেষ্ঠ নন্দন প্রচার॥
পুত্র হৈবা মাত্র ব্রজে সংবাদ হইল।
শ্রীজীব গোস্বামী হর্ষে ঐ নাম থুইল॥
—ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ।

২। ভক্তিরত্নাকর—বহরমপুর সংস্করণ—পৃষ্ঠা ১০৩২-৩৬।

৩। ঘনশ্যাম কবিরাজ তাঁর "গোবিন্দরতিমঞ্জরী"-র মঙ্গলাচরণে গোবিন্দগতিকে "গান্ধর্বীয়কলাবিলাস-রসিকো গানপ্রবীণঃ" বলে স্বয়ং প্রণাম জানিয়েছেন।

৪। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন-সম্পাদিত "বৈষ্ণব পদাবলী" গ্রন্থে এই পদটির পাঠের বহুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পদটির আরম্ভে আছে—"মাধব তোহে কি বোলব আর॥"

৫। বৈষ্ণব পদাবলী—১০৬৬ পৃষ্ঠা।

বরানগর পাটবাড়ীতে গতিগোবিন্দ-রচিত "জাহ্নবীতত্ত্বমর্মার্থ" নামক একখানি গ্রন্থ আছে। "বীর-রত্নাবলী" নামে তাঁর রচিত আর একটি গ্রন্থের ভনিতায় আছে—

"মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দ্বে।
শ্রীনিবাসসুত কহে এ গতিগোবিন্দে॥"

গতিগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদও কবি ছিলেন। তাঁর রচিত দু'টি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে। পদ দুটি রসোদ্গার ও আক্ষেপানুরাগের এবং পদ সংখ্যা যথাক্রমে—২৪৩ ও ৯৪৪।

প্রথম পদটি—"আজু কেন হেন বাসি।
আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥"

দ্বিতীয় পদটি—

"ভালই বয়স ছিল যখন শিশুমতি।
অন্তরে অনল জ্বলে পিরীতি কিরিতি॥"

দু'টি পদেই চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়।

জগদানন্দও কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর পদ পদকল্পতরুর পরবর্তী জগদানন্দ এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক জগদানন্দের পদের সঙ্গে মিশে গেছে। বাস্তবিকই—

'মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপ শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী' ইত্যাদি পদ

এবং—"নিধুবনে দুহুঁ জনে চৌদিকে সখীগণে
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে রসমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি
কাঁদি কাঁদি কহেন বঁধুপাশে॥"

ইত্যাদি পদের রচয়িতা এক বলে মনে হয় না। বহির্জগতের চিত্রসৌন্দর্য এবং অন্তর্লোকের ভাবসুষমা পদগুলিতে যেন দুই বিভিন্ন লেখনীর সাক্ষর চিহ্ন বহন করে।

সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত সজনীকান্ত দাসের পদাবলীর পুঁথিতে ১০৬৩ সাল চিহ্নিত ৯৮ সংখ্যক পত্রাঙ্কে "জগদানন্দ"-ভনিতায় যে পদ পাওয়া গিয়েছে তা সম্ভবত রাধামোহন ঠাকুরের পিতা জগদানন্দের রচনা।

রাধামোহন ১৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৈষ্ণবসমাজে নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। এই নিরিখে মনে হয় তাঁর পিতা জগদানন্দের পক্ষে ১০৬৩ সাল বা ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে পদ রচনা করা অসম্ভব নয়। অবশ্য দীনানন্দ ঠাকুর ঐ পদটির রচনাকর্তৃত্ব তাঁর পূর্বপুরুষ জগদানন্দে আরোপ করেছেন। ইনি বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকটবর্তী জোফলাই গ্রাম-নিবাসী। পদটির প্রারম্ভে আছে—

—"যামিনী দিনপতি গগনে উদয় করু" ইত্যাদি।

"সুবল"-ভনিতায় দু'টি পদ পাওয়া যায়। একটি "দেখ নটবর নাচে শচীর কোঙর হে" এবং অন্যটি "মুরতি দামিনী মদনকামিনী" —ইত্যাদি।

এই পদপ্রসঙ্গে পদামৃতসমুদ্রের টীকায় আছে —"শ্রীমদাচার্যঠক্কুরবংশোদ্ভবশ্রীসুবলচন্দ্রঠক্কুরকৃতম্।" সুবল ঠাকুর ছিলেন গতিগোবিন্দের পুত্র এবং কৃষ্ণপ্রসাদের সহোদর ভ্রাতা। তাঁর দু'টি পদই সুন্দর এবং কবিত্বময়।

এই রকম একটি বিখ্যাত বংশে রাধামোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বংশানুরূপ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের অধিকারীও হয়েছিলেন। তিনি "পদামৃত-সমুদ্র" নামক পদাবলী-গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। স্বসংকলিত পদামৃতসমুদ্রের উপর সংস্কৃত ভাষায় টীকাও রচনা করেছেন।

টীকার নাম মহাভাবানুসারিণী। এই টীকায় বিভিন্ন পদের পাঠান্তর নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। দুরূহ শব্দ বাগ্‌ধারা ও বাক্যের উপরেও অর্থনির্ণয়-প্রসঙ্গে যথেষ্ট পর্যালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গানুরোধে রসপরিপাটীর সুনিপুণ বিশ্লেষণে তিনি পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও সুগভীর রসবোধের অন্তরঙ্গ পরিচয় রেখে গেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর যতগুলি সংকলন পাওয়া গেছে কোনোটিতেই এমন বৈষ্ণবীয় সংস্কারোচিত প্রামাণিক টীকা পাওয়া যায় না। পদবিন্যাস-প্রণালীতেও তিনি পদাবলী-গানের প্রয়োগরীতিকে সামনে রেখেছিলেন। পদসংকলনে ও তার টীকাটিপ্পনী রচনায় তিনি বিদ্যাবত্তার সঙ্গে প্রয়োগবিধিকেও সমান সমাদর করেছেন।

পরবর্তীকালের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য-রূপে রাধামোহন রসতত্ত্বে পরকীয়াবাদের সমর্থক ছিলেন। পদামৃতসমুদ্রে তিনি এমন ভাবে পদগুলির সন্নিবেশ করেছেন যে তা থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ ছিল পরকীয়ারতি-ভাবের।

পরকীয়াভাবে উপাসনার ইঙ্গিত সম্ভবত শ্রীচৈতন্য-দেব নিজেই রূপ-সনাতনকে দিয়েছিলেন। কেননা রামকেলিতে যখন তাঁদের সঙ্গে মহাপ্রভুর দেখা হয় তখন মহাপ্রভু বলেছিলেন যে পূর্বেই পত্রযোগে এই পরকীয়া-ভাবের উপাসনার কথা তিনি তাঁদের জানিয়েছিলেন[১]। গৃহকর্মে ব্যগ্র থেকেও যেমন নারী উপপতির সঙ্গে ভুক্ত সঙ্গমসুখ অন্তরে অনুভব করে ঠিক তেমনি ভাবেই কৃষ্ণের উপাসনা করতে হবে—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥[২]

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী পরকীয়াভাবের সমর্থক ছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকাভেদ প্রকরণে শ্রীরূপ নিজেই বলেছেন—

"নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে।
তত্তু স্যাৎ প্রাকৃতক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ[৩]॥"

এ বিষয়ে পূর্বাচার্যকৃত একটি প্রামাণিক উক্তিও তিনি দিয়েছেন—

"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ[৪]॥"

উজ্জ্বলনীলমণির উপর শ্রীজীবগোস্বামী তাঁর "লোচনরোচনী" টীকায় এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর "আনন্দচন্দ্রিকা' টীকায় যথাক্রমে গোপীদের স্বকীয়াত্ব ও পরকীয়াত্ব স্থাপনা করেছেন। রাধামোহন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতের অনুপন্থী ছিলেন।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীর—

"নিত্যপ্রেয়সীনাম্ এব তাসাং পরদারত্বভ্রমেণ যথা রসস্য বিবিঃ (বিবিধঃ ?) প্রকারবিশেষঃ সম্ভবতি।"—উক্তিটিকে আশ্রয় করে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সুনিপুণ ও সুতীক্ষ্ণ যুক্তি সহকারে বৃন্দাবন-লীলার পরকীয়াত্ব স্থাপন করেছেন। তিনি বলছেন—

১। তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্রীদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক পাঠালুঁ তোমারে॥
চৈতন্যচরিতামৃত—২।১।

২। চৈতন্যচরিতামৃত—২।১।

৩। উজ্জ্বল—৫।২।

৪। উজ্জ্বল—৫।৩—প্রাচীন উক্তি।

"তাসু পরবধূত্বস্ত ভ্রমঃ তত্ত্বে ঈশ্বরোঽপি ভ্রান্ত ইতি……সর্বমেতৎ কুমতং পরাহতম্। সা চ "অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্ত প্রতিষ্ঠিত" "ইত্যত্র লিখিতা এব।"

কৃষ্ণের উপপতিত্ব সম্বন্ধে আরো কিছু বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলেছেন—"দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্" —অর্থাৎ ব্রজবনিতাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ উপপতিত্ব। শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব সম্বন্ধ—শুধু পুরবনিতাদের সঙ্গে—"পতিঃ পুরবনিতানাম্"।

শ্রীজীব গোস্বামীর মতে "দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্" অর্থাৎ ব্রজবনিতাদের সঙ্গে এই যে উপপতিত্ব-রূপ দ্বিতীয় সম্বন্ধ সেটি কেবলমাত্র অবতারদশাতেই হয়ে থাকে—সর্বদা নয়। গোকুলকন্তারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়রূপে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁরা কৃষ্ণকে পতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন "উমাব্রতপরা"। আর যাঁরা কৃষ্ণকে উপপতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন "দুর্গাব্রতপরা"। অবশ্য এঁরা সকলেই কাত্যায়নীর উপাসনা করেছিলেন।

তাই লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী স্পষ্টতই বলেছেন—"অবতারাবসর এব প্রত্যায়িতং ন তু সর্বদা।" স্বমতের পরিপোষক একটি শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত করেছেন—

> "নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢা
> তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
> আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
> কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥"

লীলানিমিত্ত গোকুলললনারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন—এই তথ্যটি থাকায় কৃষ্ণের উপপতিত্ব কেবলমাত্র রসাস্বাদনের জন্ম—এই মতের পরিপোষক। আর একটি প্রমাণ শ্লোকও তিনি স্কন্দপুরাণ থেকে তুলেছেন—

> "বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ।
> হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহো নাস্তি কর্হিচিৎ॥

অর্থাৎ অনাদিকাল থেকেই ব্রজদেবীদের সঙ্গে কৃষ্ণের স্বকীয়াত্ব সম্পর্ক, অন্তপতি গ্রহণের কথাতো ওঠেই না। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে উপপতির সম্পর্ক একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তবু অবতরণ-লীলায় শ্রীরাধা প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উপপতিত্ব যুক্তিযুক্ত। পতিপ্রতিযোগী হিসাবেই শ্রীকৃষ্ণের উপপতিত্ব স্বীকার্য, অন্য ভাবে নয়—

"তাসাম্ অনাদিত এব শ্রীকৃষ্ণেণ সম্বন্ধঃ দূরত-স্তাবৎ পত্যন্তরং যেনামুতস্থা ঔপপত্যং সুসম্ভাব্যম্। তথাপি অবতারলীলাম্ অধিকৃত্য কৃতা ইত্যত্র গ্রন্থে শ্রীরাধাদিষু তদেবোপক্রম্য বক্তব্যমিতি পতিপ্রতি-যোগী ন পতিঃ চ ইতি অতিদিশ্যতে।

শ্রীজীবগোস্বামী বলছেন যে শুধু তাই নয়—অবতার-লীলাতেও কিছু সংখ্যক ব্রজকুমারীর সঙ্গে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পতি-ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। যাঁরা কৃষ্ণকে পতিভাবেই চেয়েছিলেন তাঁরা কাত্যায়নীর উপাসনা কালে কৃষ্ণকে পতিভাবে পাওয়ার প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন। এঁরা কুমারীই ছিলেন। এঁদেরই মধ্যে ছিলেন ধন্যা প্রভৃতি গোপকন্যা।

তাঁরা প্রার্থনা জানিয়েছিলেন কাত্যায়নীকে—

> "কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
> নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

অর্থাৎ "হে কাত্যানি! মহামায়া! মহাযোগিনি! অধীশ্বরি! নন্দগোপসুত কৃষ্ণকে আমাদের পতি রূপে দাও—হে দেবি তোমাকে প্রণাম জানাই।"

শুধু মাত্র প্রার্থনাই নয়, গান্ধর্বরীতিতে এঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহও হয়েছিল। শ্রীজীব গোস্বামী

এঁদের স্বকীয়াত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মূলমাধব-মাহাত্ম্যের উল্লেখ করে বলেছেন—

"ন কেবলং পতিভাব এব, কিং তর্হি বিবাহোঽপি জাত ইতি।" কেননা মূলমাধবমাহাত্ম্যে এই বিবাহের উল্লেখ আছে

—"মূলমাধবমাহাত্ম্যে শ্রূয়তে তত এব হি।

রুক্মিণ্যুদ্বাহতঃ পূর্বং তাসাং পরিণয়োৎসবঃ॥"

এই সব ধন্যাদি গোপকন্যকাদের কাত্যায়নী-ব্রতকালে কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার সংকল্প ছিল—

"ইতি—সংকল্পমাচেরুর্যা গোকুলকুমারিকাঃ।"

কিন্তু এ কথা যেন কেউ মনে না করেন—তাঁদের সংকল্পের কথাই বলা হয়েছে, সিদ্ধি লাভের কথা বলা হয়নি—শ্রীজীব বলছেন, কারণ গান্ধর্ববিবাহের কথাতেই প্রমাণ যে তাঁদের সংকল্প সিদ্ধ হয়েছিল—"তদেতচ্চ' 'যা ভূয়াম সিদ্ধা' ইতি স্বীকারময়গান্ধর্ব-বিবাহেন শ্রীমন্নন্দগোপসুতরূপপতিপ্রাপ্তিসংকল্পস্ত অত্রৈব সিদ্ধত্বাদ্ ইতি ভাবঃ।"

পরকীয়া রতির আশ্রয়ভূমি যে উপপতি তার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

"রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মং পরকীয়াবলার্থিনা।

তদীয়প্রেমবসতির্বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ। ১।১১।

—প্রেমের প্রগাঢ়তাবশত ধর্মকে লঙ্ঘন ক'রে—পরকীয়া অবলাকে কামনা ক'রে—তার প্রেমেই যে চিরদিন মগ্ন থাকে তাকে উপপতি বলে।

শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকটির উপর তাঁর টীকায় বলেছেন—

"রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মম্ ইতি সাধারণস্য উপপতেলক্ষণমত্র যল্লিখিতং তৎ খলু কৃষ্ণে তল্লক্ষণস্য বাস্তবাত্মাভাবাৎ তত্রাতিদেশ এব যুজ্যত ইতি বিবক্ষয়া স্বজনপ্রেমবশাবতারলীলা-বেশেন নিত্যলীলামননুসন্ধানস্য তস্য তাসাঞ্চ তাদৃশীনাং লীলাশক্তিঃ মায়য়ৈব লীলাবিশেষপরি-পোষণায় তাসু পরকীয়াত্বং প্রত্যায়য্য তত্রৌপপত্যং প্রত্যায়িতবতীতি।" অর্থাৎ উপরের শ্লোকে উপপতির যে লক্ষণ বলা হয়েছে কৃষ্ণে সে লক্ষণ প্রযুক্ত হতে পারে না। কারণ কৃষ্ণের পক্ষে সেটি নিতান্তই অবাস্তব। যদি কৃষ্ণে উপপতির ঐ লক্ষণ প্রয়োগ করতে হয় তবে তা করতে গিয়ে অতিদেশের আশ্রয় নিতে হবে।

"অতিদেশ" শব্দের অর্থ—মীমাংসা শাস্ত্রে আছে "অতিদেশো নাম ইতরধর্মস্য ইতরস্মিন্ প্রয়োগায় আদেশঃ।" অর্থাৎ একের ধর্ম অন্যে প্রয়োগ করা। অতিদেশ সম্বন্ধে এ ব্যাখ্যাও আছে—

"অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্মসংহতেঃ।

অন্যত্রঃ কার্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশ স উচ্যতে॥"—

অর্থাৎ একের ধর্ম যখন অন্যে সমর্পিত হয় তখন তাকে অতিদেশ বলে। যেমন—"গোসদৃশো গবয়ঃ" অর্থাৎ গরুর মতন গবয়। এখানে—গো-ধর্ম গবয়ে সমর্পিত।

কৃষ্ণসম্বন্ধে উপপতিত্ব এই ভাবেই কৃষ্ণের অবতারলীলায় ব্যাখ্যা করতে হবে।

ভক্তের প্রতি প্রেমবশত সেই লীলার আবেশে তিনি নিত্য লীলার কোন অনুসন্ধান করেন নি। মনোমত লীলাশক্তিকে মায়ার দ্বারাই রসবিশেষের পরিপোষনের জন্য তিনি গোপীদের পরকীয়ারূপে প্রকাশ করেছিলেন। এই হিসেবেই শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য প্রত্যায়িত হয়েছিল। সেই আবেশেই কৃষ্ণের নিত্যলীলার অনুসন্ধান ঘটেনি। পরকীয়াত্ব বা উপপতিত্ব প্রত্যায়িত হয়েছিল—এর অর্থ সত্যের মতো প্রতিভাত হয়েছিল।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রেমের উৎকর্ষ পরকীয়া রতিতেই অধিক—একথা রূপগোস্বামীও বলেছেন—

"অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।"

এ বিষয়ে ভরতমুনির মতও তিনি উল্লেখ করেছেন—

"বহু বার্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বং চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥"

—সে প্রেম গুরুজন প্রভৃতির দ্বারা নিবারিত হয়, সেখানে প্রেমের মধ্যে থাকে একটি গোপন করবার ভাব অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন কামুকতা এবং সে প্রেমে থাকে পরস্পরের জন্য একটি দুর্লভতার বেদনাময় আকুতি। আর সেই প্রেমেই রতি-ভাবের পরম প্রকর্ষ নিহিত।

এ বিষয়ে প্রাচীন রসবাদীরা অন্য কথা বলে থাকেন। তাঁদের মতে পরকীয়া রতি একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাদের যুক্তি এই—

মধুর রস বলতে শৃঙ্গার রস বোঝায়। প্রাণি-জগতে শৃঙ্গোদ্ভেদ যৌবনাগমের সূচক। যৌবন কালের ধর্ম সম্ভোগবাসনা। সংভোগবাসনা রিরংসা বা রমণেচ্ছা। শৃঙ্গার রস কিন্তু রিরংসাসর্বস্ব নয়। শৃঙ্গার বা মধুর রস ধর্মময় অর্থাৎ ধর্মসম্মত, উজ্জ্বল ও শুচি। এই কারণে অধর্মময় ঔপপত্যভাব শৃঙ্গার রসের পরিপোষক হতে পারে না। এমন কি অঙ্গী শৃঙ্গার রসের অঙ্গরূপেও ঔপপত্যভাব স্বীকার্য নয়। তাছাড়া 'উপপতি' শব্দটিও একটি নিন্দাগর্ভ শব্দ। এর অর্থ "জার।"

নাট্যশাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্র 'উপপতি' শব্দটিকে নিন্দার্থে গ্রহণ করেছে। নিন্দা হয় অনৌচিত্যবশত। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ ঔপপত্য ভাবকে অনৌচিত্যপ্রবর্তক বলেছেন।

অনৌচিত্য বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। অনৌচিত্য কাকে বলে বা কিসে হয়—সে বিষয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলছেন দুটি শ্লোকে—

"উপনায়কসংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ
বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ তথানুভয়নিষ্ঠায়াম্।
প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্যগাদিগতে
শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যম্"

—সাহিত্য দর্পণ—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ বিবাহিতা রমণীর চিত্ত যদি পরপুরুষ বা উপনায়কে আসক্ত হয় তাহলে অনৌচিত্য দোষ ঘটে। পরপুরুষ বা উপনায়ক বা উপপতি বিষয়ক রতি ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাই নিষিদ্ধ আলম্বনকে অযোগ্য বলে ধরা হয়েছে। আবার নায়কের অনুরাগ যদি মুনিপত্নী বা গুরুপত্নীর প্রতি ধাবিত হয় যেমন হয়েছিল গৌতমপত্নী অহল্যা বা বৃহস্পতিপত্নী তারার প্রতি—তাহলে সেই অনুরাগও অনুচিত বলে বিবেচিত হবে। বেশ্যা বা অবিবাহিতা যোষিৎ যদি বহুনায়কবিষয়ক রতির আস্বাদনে উন্মুখ হয় তবে তাও হবে অনৌচিত্য-দোষদুষ্ট এবং এই কারণে এদের ক্ষেত্রে শৃঙ্গার রস পরিপুষ্টি পায় না। কারণ বহুর প্রতি একের অনুরাগ হৃদয়াবেগের সে গাঢ়তা সম্পাদন করতে পারে না এবং তা হয় প্রগাঢ় রতিরসের প্রতিবন্ধক। আবার নায়িকা যদি নায়কের প্রতিপক্ষ প্রতিনায়কের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে সেটিও অনুচিত ব্যাপার বলে ধরতে হবে। অধম পাত্রের প্রতি অনুচিত অনুরাগ অথবা তির্যকপ্রাণিদের অপরিপুষ্ট রতি—তাও হবে অনৌচিত্যের ফলে রসাভাস মাত্র।

এঁদের মতে, যদি সাহিত্যে কোথাও ঔপপত্য বর্ণিত হয় তাহলে তা যেন অঙ্গীরস রূপে চিত্রিত না হয়। তবে অঙ্গরসে কখনো কখনো ঔপপত্য থাকতে পারে। আর যদি অঙ্গরসে থাকে তবে

তাহলে তা থাকবে হাস্যরসসৃষ্টির উপাদানরূপে অথবা জুগুপ্সা বা ভয়ানক রসের উপাদানরূপে।

কিন্তু এত আপত্তি সত্বেও শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণে এই ঔপপত্য বা পরকীয়া রতি প্রশস্ত বলে ধরেছেন। তাঁর মতে এক্ষেত্রে রসের কোনো হানি ঘটেনা বরঞ্চ রসের উৎকর্ষই ঘটে। উজ্জ্বলনীলমণির নায়ক প্রকরণে তিনি বলেছেন—

"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥

অর্থাৎ ঔপপত্যের লঘুত্বকল্পনা প্রাকৃত নায়কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কৃষ্ণসম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ তাঁতে ধর্মাধর্ম বিবেচনার অবসর নেই এবং তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন রসনির্যাস আস্বাদনের জন্যই।

পরপুরুষের প্রতি অনুরাগ নায়িকার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত নিন্দিত হয়েছে বহুস্থানে—এমনকি শ্রীমদ্‌ভাগবতেও।

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥"

এটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। এ বিষয়ে গোপীদের উক্তিও আছে—

"নিস্বং ত্যজন্তি গণিকা জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্"।

মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তিতেও ঔপপত্য নিন্দিত হয়েছে—

'আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্॥'

সুতরাং ঔপপত্যপ্রসঙ্গে লঘুত্ব, ভয়াবহত্ব, জুগুপ্সিতত্ব ইত্যাদি শব্দের দ্বারা স্পষ্টই ঔপপত্যের নিন্দা-ঘোষণায় তারই প্রতিস্পর্ধী রূপে দাম্পত্যের প্রশংসা ব্যঞ্জিত হয়েছে। অতএব "বহুবার্যতে যতঃ খলু"—ইত্যাদি শ্লোকটি দাম্পত্যেরই প্রশংসাসূচক বলে ধরতে হবে। যেমন "বহু বার্যতে ইত্যাদি অংশটির অর্থ হবে—"সপত্নী-প্রভৃতির দ্বারা বার্যমানা ইত্যাদি। দাম্পত্যরতি প্রশস্ত বলেই প্রশংসিত এবং ঔপপত্য—অপ্রশস্ত বলেই গর্হিত। শ্রীজীব গোস্বামী তাই বলেছেন—

"দাম্পত্য এব সপত্ন্যাদিকৃতবার্যমানত্বাদিনা দাম্পত্যে রতিঃ প্রশস্তা ভবতীত্যেব মতং, ন তু ঔপপত্যে রতিঃ প্রশস্তা স্যাৎ"।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্যই দেবাদিগণের ইচ্ছায় বা প্রার্থনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তবু স্ব-ইচ্ছা-বশত তিনি রসনির্যাস আস্বাদনের জন্য ঔপপত্য গ্রহণ করেছিলেন। অবতার-দশায় যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে—

"ভগবান্ অপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়াম্ উপাশ্রিতঃ॥

শরৎকাব্যকথা রাসপঞ্চাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের আপন আনন্দসম্ভোগের কথাই আছে।

"গোপী"—শব্দটি শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যাখ্যায় "লক্ষ্মী" শব্দের পর্যায়—"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ"। এক্ষেত্রে কান্ত হলেন কৃষ্ণ এবং কান্তা হলেন শ্রী বা লক্ষ্মী বা গোপী।

"শ্রী" বা "লক্ষ্মী" শব্দের দ্বারা "গোপী" অর্থ কি করে আসা সম্ভব—এমন সংশয় যেন কেউ মনে না পোষণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী বলছেন যে পাণ্ডবেরা কুরুবংশোদ্ভব ছিলেন সুতরাং "কৌরব"-পদবাচ্য তাঁরা হতে পারেন। তবে "কৌরব" বলে তাঁরা খুব কমই উল্লিখিতহয়েছেন এবং "পাণ্ডব" অর্থে "কৌরব"—শব্দের প্রয়োগ খুব কমই দেখা গেছে। অনুরূপভাবে "গোপী" অর্থে "লক্ষ্মী" শব্দের প্রয়োগও খুব কমই আছে। শ্রীজীবগোস্বামী বলছেন—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ"— এই স্থলে

"শ্রী" অর্থাৎ "লক্ষ্মী" শব্দটি "গোপী" অর্থেই ব্যবহৃত। লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলছেন—"শ্রিয় কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" ইতি "লক্ষ্মীসহস্র-শতসংভ্রমসেব্যমানম্" ইত্যত্র চ ব্রহ্মসংহিতায়াং খলু লক্ষ্মীত্বেন তা নির্দিশতি। তথাপি পাণ্ডবেষু "কুরু"-শব্দস্যেব তাসু লক্ষ্মীশব্দস্য প্রাচুর্যপ্রয়োগাভাবাৎ পাণ্ডবশব্দস্যেব গোপীশব্দস্যৈব প্রাচুর্যেণ প্রয়োগাৎ।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শ্রীজীবগোস্বামীর মতে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের স্বকীয়া-সম্বন্ধ। শাস্ত্র-বিচারে পরকীয়া-সম্বন্ধের কোনো সংগতিও নেই। অবতার-দশায় গোপীদের পরকীয়া-প্রতীতি থাকলেও তা মায়িক মাত্র। মায়িক অতএব অনিত্য পরকীয়া-সম্বন্ধের অবসানে দাম্পত্য-সম্বন্ধরূপ নিত্য সম্বন্ধ ব্যবস্থিত থাকে।

স্বমত সমর্থনে ললিতমাধব নাটক ইত্যাদি থেকে তিনি প্রমাণও তুলেছেন।

শ্রীজীবগোস্বামীর মতে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে বিরহ-ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে তা শুধু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ধরতে হবে। পূর্বরাগাদি শৃঙ্গারের ক্রমগুলি বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত। বিবাহোত্তর ক্রমলীলারস সম্ভোগে সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও ঋদ্ধিমান রূপে প্রকাশ পায়।

লৌকিক রসশাস্ত্রবিদেরাও বলে থাকেন যে প্রেম যদি বাধাময় না হয় তা হলে সেই প্রেম তেমন স্বাদুতা লাভ করতে পারে না। গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাম্পত্য সম্পর্ক অতএব প্রেমের স্বাদুতা আনবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঔপপত্য কল্পনা করা হলো। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসের পরিপোষক এই ঔপপত্য নিত্যমিলিত শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের পক্ষে ভ্রমাত্মক। উপপতি কল্পনার দ্বারাই তাই রসসৃষ্টি করতে হয়েছে—"উপপতীয়মানত্বেনৈব অসৌ উপপতি ইতি উপদিষ্টঃ।"

এই ঔপপত্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে লঘুত্বজনক হয়নি বরঞ্চ মহত্ত্বপোষক হয়েছে—"বিপ্রলম্ভাঙ্গস্য ভ্রমস্য সমৃদ্ধিমদাখ্য-সম্ভোগরসপোষকত্বাৎ তস্মিংস্তু ন লঘুত্বং যুক্তং কিং তু মহত্ত্বমেব।"

রসপরিপাটীর অভাব থাকে বলেই প্রাকৃত নায়কে ঔপপত্য লঘুত্বজনক। কৃষ্ণে ঔপপত্য লঘুত্বের জনক নয়। কারণ কৃষ্ণে নিকৃষ্টত্ব নেই। অপথ্য বুদ্ধিতে পথ্যভোজনেও যেমন পথ্য-ভোজনের উপকারই পাওয়া যায় তেমনি ঔপপত্য-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হলেও মহান্ উৎকর্ষ লাভ হয়ে থাকে—প্রাকৃত নায়কের পক্ষে এ সব সম্ভব নয়, অতএব "এতৎ পরিপাটীসদ্ভাবাভাবাৎ প্রাকৃত-নায়কে এব ন তু শ্রীকৃষ্ণে বাস্তবেন ঔপপত্যে ন লঘুত্ব-শব্দবাচ্যং নিকৃষ্টত্বং ঘটতে—অপথ্যবুদ্ধ্যা লোভাৎ ভুক্তবতি ভুক্তপথ্যত্ববৎ।"

যদিও গোপীদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তি আছে—"যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা" এবং উজ্জ্বল-নীলমণিতেও আছে—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক-যুগ্মানপেক্ষিণা"—এ ছাড়া প্রাচীন উক্তিও আছে—"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে" তবু এই পরকীয়া রতির উৎকর্ষ মেনে নিয়েও সেই পরকীয়া রতির নিত্যত্ব মানতে শ্রীজীবগোস্বামী নারাজ। তিনি বলছেন—ঔপপত্য বা পরদারত্ব শ্রীকৃষ্ণে নিত্যভাবে তো নেইই—থাকলেও তা মায়িক মাত্র। তাঁর মতে

"ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥"

এই উক্তির দ্বারা গোপীদের পরদারত্ব স্বীকৃত হলেও

তাতে আত্মপক্ষপোষক সন্তুষ্টি না পে'য়ে শেষপর্যন্ত বাদরায়ন মুনির সিদ্ধান্ত সম্মুখে ধরেছেন—

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়নদেহভাক্॥"

অর্থাৎ যিনি সমস্ত গোপীদের—তাঁদের স্বামীদের এবং ব্রজস্থ সমস্ত দেহধারীদের ক্রীড়নস্বরূপ দেহে বিরাজ করেন তিনিই অধ্যক্ষরূপ শ্রীভগবান। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অনাদিকাল থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে রাসাদিক্রীড়ায় লিপ্ত আছেন—অতএব পরদারত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না—"তস্মাদ্ অনাদিত এব তাভিঃ সমুচিতয়া রাসাদিক্রীড়য়া অবিচ্ছেদাৎ পরদারত্বং ন ঘটত এব।"

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর "আনন্দচন্দ্রিকা" টীকায় শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণের "ঔপপত্য" সম্বন্ধে মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ব্রজ-গোপীদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য অনিত্য ও মায়িক—এ মত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মানতে রাজি নন। শ্রীজীবগোস্বামীর "পতিঃ পুরবনিতানাম্," "তাসাম্ অনাদিত এব কৃষ্ণেণ সম্বন্ধঃ", "দূরতস্তাবৎ পত্যন্তরম্", "তথাপি অবতারলীলামধিকৃত্য অত্র গ্রন্থে শ্রীরাধাদিষু তদেব উপক্রম্য বক্তব্যম্', "যুক্তমেব পতিপ্রতিযোগিত্বেন উপপতিশ্চ" ইত্যাদি উক্তিগুলিকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করতে পারেন নি। শ্রীজীবগোস্বামীর "স্বজন-প্রেমবশাবতারলীলাবেশেন নিত্যলীলামননুসন্ধানস্য তস্য তাসাঞ্চ তাদৃশীনাং লীলাশক্তিঃ মায়য়ৈব রস-বিশেষপরিপোষায় তাসু পরকীয়াত্বং প্রত্যায়য্য তত্রৌপপত্যং প্রত্যায়িতবতীতি।" অথবা "দাম্পত্য এব সপত্ন্যাদিকৃতবার্যমানত্বাদিনা দাম্পত্যে রতিঃ প্রশস্তা ভবতি ইত্যেব মতং ন তু ঔপপত্যে রতিঃ প্রশস্তা স্যাদ্ ইতি। কথং তর্হি তেন তদ্ বাক্যেন ঔপপত্যে রতিঃ প্রশস্যতে। তত্র সমাধানম্।...... কৃষ্ণে তু অলঘুত্বে হেতুঃ রসনির্যাসেতি।" কিংবা "শ্রীকৃষ্ণেণ তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি" ইত্যাদি মন্তব্য বা ব্যাখ্যামূলক উক্তি ব্রজগোপীদের স্বকীয়াত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বলে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মনে করেন না।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে পরকীয়াত্ব মায়িক নয়। আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় তিনি এ বিষয়ে যুক্তিসম্মত স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে ব্রজ-গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া রতির নিত্য সম্পর্ক।

পরকীয়া বলতে অনূঢ়া ও পরোঢ়া দুইই বোঝায়। কাত্যায়নী ব্রতচারিণীদের মধ্যে উমাব্রতপরায়ণা গোপকন্যকারা ছিলেন স্বকীয়া এবং দুর্গাব্রতপরায়ণা গোপকন্যকারা ছিলেন পরকীয়া।

কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামী টীকায় দিচ্ছেন—"তত্র দুর্গাব্রতপরাঃ কন্যা ধন্যাদয়ো মতা ইতি। গান্ধর্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বম্ ইহ বস্তুতঃ ইতি চ॥"

শ্রীবিশ্বনাথের মতে শ্রীজীবের এই কথাটি ঠিক নয়—কারণ স্বকীয়া প্রকরণে উমাব্রত-পরাদের নাম থাকায় তারাই স্বকীয়া। পরকীয়া প্রকরণে দুর্গাব্রতপরা গোপকন্যকাদের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন —"স্বকীয়াপ্রকরণে উমাব্রতপরা উক্তা। 'অথ পরকীয়া' ইতি পরকীয়াধিকারে—তত্র দুর্গাব্রত-পরাঃ পরা এব কন্যা ধন্যাদয়ো মতা ইতি তদ্-ব্রতপরায়ণানাং ব্রতপরা এব কাশ্চিৎ পরকীয়া অপি উক্তা' ইতি কাত্যায়নীব্রতপরায়নাণাং দ্বৈবিধ্যম্ অবশ্যমেব ব্যাখ্যেয়ম্। তত্র দুর্গাব্রতপরাঃ কন্যা ধন্যাদয় ইত্যেতৎ পদং ব্যাখ্যায় স্বকীয়াসু এব প্রক্ষেপ্তব্যম্ ইতি চেৎ স্বকীয়াত্বস্য পৌনরুক্ত্যং

পরকীয়াপ্রকরণে তৎপাঠস্য বৈয়র্থ্যাং স্যাৎ—ইতি অনুসন্ধেয়ম্।"

শ্রীজীবগোস্বামীর-"মহ্যৈবা রংস্থথ ক্ষপা ইত্যনেন তাসাং সর্বাসামেব সিদ্ধমনোরথত্বং শ্রীকৃষ্ণেণ স্বীকৃতম্" এই ব্যাখ্যা—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে ভ্রমাত্মক। কারণ যাঁরা উমাব্রতপরা কেবলমাত্র তাঁরাই কৃষ্ণকে পতিরূপে চেয়েছিলেন ও পেয়েছিলেন। সুতরাং "সর্বাসাম্" শব্দটি সুপ্রযুক্ত হয়নি। তাছাড়া "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধাঃ"—এই কথা বলার পর "ভবিষ্যামি পতির্হি বঃ" এ কথা না বলে—মনে রাখতে হবে—"মহ্যৈবা রংস্থথ ক্ষপাঃ" এই কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং "পতি" বা পাণিগ্রহীতার উক্তি এটি নাও হতে পারে। বরঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের ঔপপত্য-সম্পর্কই বুঝিয়ে দিচ্ছে—এই হচ্ছে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মত।

উজ্জ্বলনীলমণির "তাস্বেব কিয়তীনাঞ্চ পতিভাবো হরাবভূৎ"—অংশের উপর শ্রীজীব টীকা দিয়েছেন—"কিয়তীনাম্ অপি তদ্‌ভাবযোগ্যানাং গোকুল-কুমারীণাং মধ্যে যাঃ কাশ্চিদ্ এবং সংকল্পমাচেরুঃ তাস্বেব তাসামেব ন তু অন্যাসাং গৃহস্থিতানাং পতিভাবো হরৌ অভূদ্ ইত্যর্থম্।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে এই ব্যাখ্যা ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট।

প্রথম দোষ—পাঠক্রম-উল্লঙ্ঘন। যেমন—"কিয়তীনাঞ্চ" পদের পরে "তাস্বেব" পদটি বসানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দোষ—"কিয়তীনম্" শব্দটির বৈয়র্থ্য ঘটেছে কারণ তিনি এই পদটির অর্থ ধরেছেন "সর্বাসাম্" যা মূল শ্লোকের পংক্তিতে নেই।

তৃতীয় দোষ—"তাস্বেব" এই সপ্তম্যর্থঘটিত পদের অর্থ তিনি "তাসাম্" এই ষষ্ঠ্যর্থে ধরেছেন।

তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন—

কিয়তীনাং মধ্যে যা ইতি "সংকল্পমাচেরুঃ" তাস্বেব তাসামেব "পতিভাবো হরাবভূৎ" ইতি ব্যাখ্যানে পাঠক্রমোল্লঙ্ঘনং, "কিয়তীনাম্" ইত্যস্য বৈয়র্থং ষষ্ঠ্যর্থে সপ্তম্যাশ্চাসিদ্ধেঃ ইতি দোষত্রয়ম্।"

শুধু তাই নয়—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে—শ্রীজীব গোস্বামী আরো কিছু ভ্রমাত্মক উক্তি করেছেন। যেমন—

"তত্র দুর্গাব্রতপরাঃ কন্যা ধন্যাদয়ো মতা"—এই উক্তিটি।

তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন যে এ ক্ষেত্রে স্বকীয়াপ্রকরণে দুর্গাব্রতপরা কন্যকারা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং তাতে স্বকীয়ার পুনরুক্তি-দোষ ঘটে—"অগ্রে তাশ্চ গোকুলকন্যাসু পতিভাবরতা হরৌ ইতি উমাব্রতফলং "পিঞ্ছাবতংসী পতিঃ"—ইত্যাদিনা স্বকীয়াপ্রকরণে উমাব্রতপরা উক্তা। অথ পরকীয়া ইতি পরকীয়াধিকারে—তত্র দুর্গাব্রতপরাঃ পরা এব কন্যা ধন্যাদয়ো মতা ইতি তদ্‌ব্রতপরা এব কাশ্চিৎ পরকীয়া অপি উক্তা ইতি কাত্যায়নীব্রতপরাণাং দ্বৈবিধ্যম্ অবশ্যমেব ব্যাখ্যেয়ম্। তত্র "দুর্গাব্রত-পরাঃ কন্যা ধন্যাদয়" ইতি এতৎ পদং ব্যাখ্যায়—স্বকীয়াস্বেব প্রক্ষেপ্তব্যম্—ইতি চেৎ স্বকীয়াত্বস্য পৌনরুক্ত্যম্ পরকীয়াপ্রকরণে তৎপাঠস্য বৈয়র্থ্যাং স্যাৎ—ইতি অনুসন্ধেয়ম্।"

এই উদ্ধৃতির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে—স্বকীয়া প্রকরণে উমাব্রতপরাদের উল্লেখ আছে। পরকীয়া-প্রকরণে ধন্যাদি দুর্গাব্রতপরাদের উল্লেখ আছে। যদি ধন্যাদি গোপকন্যাগণ স্বকীয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে স্বকীয়াত্বের পৌনরুক্ত্য ঘটে এবং পরকীয়াত্বের বৈয়র্থ্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

গোপকন্যাকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ

হয়েছিল—সে তথ্যও "শ্রূয়তে" এই পদ ব্যবহার করায় প্রমাণ বলে গৃহীত হ'তে পারে না। কারণ কিংবদন্তী কোথাও কোন অবস্থাতেই প্রমাণের মর্যাদা পায়নি—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর এই মত।

ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য সম্পর্ক, দাম্পত্য নয়—এবং এইখানেই পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠত্ব—"অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ"—উজ্জ্বল১।১৩।

এ বিষয়ে ভরতমুনির যে মত রূপগোস্বামী উল্লেখ করেছেন, তার অর্থ নিয়েও শ্রীজীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মধ্যে মতবিরোধ আছে। শ্রীজীবের ব্যাখ্যায় স্বকীয়াত্বের প্রতিষ্ঠা—কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ব্যাখ্যায় পরকীয়াত্বের প্রতিষ্ঠা।

এখন আবার একবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

ভরতমুনি বলেছেন—

"বহু বার্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বং চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥"

লোকসমাজ ও ধর্মনীতিতে যে প্রেম নিন্দিত, গোপন যার অবস্থিতি এবং পরস্পরের মিলন যেখানে দুর্লভসাধন—সেই পরকীয়া রতিকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন—পরমোৎকৃষ্ট এবং তুলনায় অন্য রতি অপকৃষ্ট"—"অন্যা অপকৃষ্টা ইত্যর্থ।"।

"অন্যাঃ" বলতে বোঝায় স্বকীয়া ও সাধারণী।

পরকীয়া রতি যে শ্রেষ্ঠ রতি এবং এ বিষয়ে যে প্রাচীন ও নবীন রসকোবিদ্‌গণের মধ্যে কোনো মত-বিরোধ নেই—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সে প্রসঙ্গে বলেছেন—"তত্র অন্যেষাম্ অপি রসবিদুষাং তত্তঃ অর্বাচীনানাং বৈমত্যং বস্তুতত্ত্বদৃষ্ট্যা নাস্তি।"

প্রাচীন রসশাস্ত্রে উপপতিকে কখনো নায়করূপে দেখানো হয়নি—তার কারণ লৌকিকে উপপতিত্ব রসপোষক নয়। তাই বিশ্বনাথ এ বিষয়ে রূপ-গোস্বামীর মত তুলে ধরেছেন—"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে"। কৃষ্ণ সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়—"কৃষ্ণে"—কারণ তিনি রসের পরমসার আস্বাদ করবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন—"রসনির্যাস-স্বাদার্থম্ অবতারিণি।"

প্রাকৃতে ঔপপত্যভাব দুঃখজনক—"তত্র ঔপপত্যস্য বৈধর্ম্যাৎ, তস্য চ দুরদৃষ্টজনকত্বাৎ, তস্য চ নরকপাতনিদানত্বাৎ পর্যবসানে দুঃখমাত্রোপাদানত্বেন তস্য লঘুত্বম্"।

ঔপপত্যের উন্মাদনাময় আস্বাদ শুধুমাত্র ইহ জীবনেই দুঃখজনক নয়। সাহিত্য-ইত্যাদিতেও তার আস্বাদন পরিণামে দুঃখজনক হয়ে থাকে। ধরা যাক—পরকীয়ারতিরসে অভিসিঞ্চিত একটি কাব্য পড়ছি কিংবা নাটক দেখছি। এখানে যদিও আমি নিজে পরকীয়া রতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নই কিন্তু কাব্য বা নাটক আমার সেই রতি আস্বাদনের সূচক হয়েছে। অতএব—"যদ্ধর্মকৃতস্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ"—এই ন্যায়ে চর্বণাদশায় সহৃদয় ব্যক্তি তদ্ভাবে ভাবিত হ'য়ে তাদ্রূপ্য লাভ করে ব'লে বৈধর্ম্যের স্পর্শ ঘটে এবং তা দুঃখজনক হয়। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধে এ কথা খাটে না কারণ তিনি ধর্মাধর্মের নিয়ন্তা কিন্তু ভোক্তা নন।

একথা যদি কেউ বলেন যে কাব্যপাঠ বা নাট্য-দর্শন কালে পাঠক বা দর্শকের যেমন বর্ণনীয় বিষয়-বস্তুর সঙ্গে তন্ময়ীভবন ঘটে তেমনি ঔপপত্যশালী কৃষ্ণের কথা স্মরণ বা মনন কালেও অধর্মের স্পর্শ ঘটতে পারে—তাহলে এ ক্ষেত্রে উত্তর হবে—অনুরূপ ব্যাপার স্বীকার্য নয় কেননা পরকীয়া রতি—যাতে রসের পরম উল্লাস ঘটে তা 'প্রধানরূপে' নির্বিষয় হ'য়ে পড়বে।

পরকীয়া রতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শুধু ভরতের মতেরই উল্লেখ করেন নি, অন্যান্য প্রাচীন মতেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন রুদ্রটের—

"বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা।

তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্" ॥ ৯ ॥

উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য এই যে প্রেমের রসোৎকর্ষ অতিলুলিত হয় তখনই, যখন বামতা, দুর্লভতা এবং গুরুজনাদিকর্তৃক নিবারণ সেখানে থাকে।

বিষ্ণুগুপ্তসংহিতাতেও আছে—

"যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্লভত্বং চ মৃগাক্ষীণাম্।

তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরম্ আসজ্জতে হৃদয়ম্" ॥

অর্থাৎ মৃগনয়নাদের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে যেখানে নিষেধ ও সুদুর্লভত্ব থাকে সেখানেই প্রেমিক হৃদয়ের পরমা তৃপ্তি। শৃঙ্গারতিলকে স্বীয়া পরকীয়ার তুলনা করে বলা হয়েছে—

"অনন্যশরণা স্বীয়া পণহার্যা পণাঙ্গনা।

অন্যান্য কেবলং প্রেমা তেনৈষা রাগিণী মতা" ॥

এই উক্তির তাৎপর্য স্বীয়ার পক্ষে গৌরবজনক নয়। কারণ শৃঙ্গারতিলকের মতে স্বীয়া নায়িকার যে স্বামীর প্রতি প্রেম সেটি বাধ্যতামূলক—অনন্যশরণ। তাছাড়া পণ দিয়ে বা পণ নিয়ে তাকে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু পরকীয়া নায়িকার থাকে শুধুই প্রেম —তাই সে প্রেমে বিজয়িনী। এই কারণেই পরকীয়া রতির অত্যন্ত আনন্দের সাক্ষী থাকে সহৃদয়ের হৃদয়—"পরোঢ়োপপত্যোরেব সকলহৃদয়সাক্ষিকো রসনির্যাসাস্বাদো দৃশ্যতে।"

তবু যে এই পরকীয়া রতি নিন্দিত হয়েছে তা শুধু অধর্মের স্পর্শ আছে ব'লে—"তয়োরেব···লঘুত্বম্ উক্তং তত্র কারণম্ অধর্মস্য স্পর্শ এব।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ধর্মাধর্মবিচারের উর্দ্ধে, তাই বলা হয়েছে—"ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থম-বতারিণি।"

শ্রীকৃষ্ণে পরোঢ়ার ঔপপত্য যে দোষের নয়, সে বিষয়ে রূপগোস্বামী ও কবিকর্ণপুরের অলংকার গ্রন্থ থেকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রামাণিক বচন উল্লেখ করেছেন। যেমন রূপগোস্বামী তাঁর নাটক-চন্দ্রিকায় বলেছেন—

"যৎ পরোঢ়োপপত্যস্য গৌণত্বং কথিতং বুধৈঃ।

তৎ তু কৃষ্ণংশ্চ গোপীশ্চ বিনেতি প্রতিপাদ্যতাম্" ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে ঔপপত্যজনিত রসের গৌণত্ব নেই—এটি অঙ্গী রস হিসাবেই পরিবেশিত হ'তে পারে।

অলংকারকৌস্তুভকারেরও এই মত—বিশ্বনাথ লিপিবদ্ধ করেছেন—

"অপ্রাকৃতে তু পরোঢ়ারমণীরতিরেব সর্বোত্তম-তয়া ভূয়সী শ্রূয়তে, ন তস্যাম্ অনৌচিত্য-প্রবর্তিতত্বম্ "অলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণমেতৎ ন দূষণম্ ইতি স্যায়াৎ তর্কাগোচরত্বাচ্চেতি।"

প্রকটলীলায় ঔপপত্য, অপ্রকটলীলায় দাম্পত্য —শ্রীজীব গোস্বামীর এই মত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের এই যে স্বকর্তৃক রসনির্যাসের আস্বাদ গ্রহণ তা প্রকট ও অপ্রকট দুই লীলাতেই সমানভাবে বর্তমান। সেই সব জন্মাদি লীলা প্রাপঞ্চিক জনের কাছে যখন কৃপাবশত প্রদর্শিত হয় তখন তা হয় প্রকট এবং যখন প্রাপঞ্চিক জনের কাছে প্রদর্শিত হয় না তখন তা হয় অপ্রকট। এই অবস্থাগত পার্থক্য ছাড়া স্বরূপগত কোন পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য প্রকট ও অপ্রকট লীলার মধ্যে নেই—

"তস্য তু—স্বকর্তৃকো রসনির্যাসাস্বাদঃ প্রকট-লীলায়াম্ অপ্রকটলীলায়াঞ্চ সদৈব বর্তত এব। তা

এব জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকজনেষু কৃপয়া দর্শিতাশ্চেৎ প্রকটাঃ। তা এব তচ্চক্ষুভ্যঃ তিরোহিতাঃ পিহিতাশ্চেদ্ অপ্রকটা উচ্যন্তে। ন তু প্রকটাপ্রকট-লীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষণ্যম্ অস্তি।"

এই মতের স্বপক্ষে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবতামৃতের প্রমাণও তুলেছেন—

অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্।

হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্পষ্টতই বলেছেন শ্রীজীবগোস্বামীর মত গ্রহণযোগ্য নয় কারণ রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে এই মতের প্রাতিকুল্যে প্রমাণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের—"তা বার্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ"-ইত্যাদি ৭ সংখ্যক শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের "তন্মনস্কাস্তদালাপাঃ"-ইত্যাদি ৩৬ সংখ্যক শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়ের "পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্"-ইত্যাদি ১৬ সংখ্যক শ্লোক, চতুর্থ অধ্যায়ের "এবং মদর্থোজ্ঝিতলোক"—ইত্যাদি ২০ সংখ্যক শ্লোক এবং পঞ্চম অধ্যায়ের—"কৃত্বা তাবন্তমাত্মানম্"-ইত্যাদি ২০ সংখ্যক শ্লোক।

এই সমস্ত শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণ যে রাসলীলা করেছিলেন—তা রসনির্যাস আস্বাদনের জন্যই এবং এই সব গোপীরা পরকীয়াই ছিলেন।

শ্রীজীবগোস্বামী যে বলেছেন প্রকট ও অপ্রকট লীলার যথাক্রমে নিত্য-দাম্পত্য ও মায়িক-ঔপপত্যের কথা—সে মতবাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলছেন—"ন চ অপ্রকটলীলায়াং সদা দাম্পত্যম্ এব, তথা তস্যা এব লীলায়া নিত্যত্বঞ্চ। পরোঢ়োপপতিত্বন্ত প্রকটলীলায়ামেব কিয়ন্তি দিনানি মায়িকম্ এব, ন তু বাস্তবম্ ইতি বক্তুং শক্যং, সর্বলীলামুকুটমণি-ভূতায়া রাসলীলায়া অপি আদিমধ্যাবসানেষু পরোঢ়োপপতিভাবময্যা মায়িকত্বে অনুপাদেয়ত্ব-প্রসক্তেঃ।"

লক্ষ্য রাখতে হবে যে "এব" শব্দটি যথাক্রমে "সদা দাম্পত্যমেব" "তস্যা এব লীলায়াঃ" "পরোঢ়োপপতিত্বং তু প্রকটলীলায়ামেব", "কিয়ন্তি দিনানি মায়িকম্ এব"—বাক্যাংশগুলিতে "দাম্পত্য", "প্রকটলীলা" এবং "মায়িক" শব্দের উপর জোর দিচ্ছে। অর্থাৎ শ্রীজীবগোস্বামীর মতে অপ্রকট লীলায় সর্বদা দাম্পত্যই আছে। সেই লীলাই নিত্য, পরোঢ়োপপতিত্ব মাত্র প্রকটলীলাতেই আছে এবং তা মায়িকই।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'এব' শব্দের এই প্রয়োগ যুক্তিহীন বলে মনে করেন এবং এ বিষয়ে শ্রীশুকের উক্তি, শ্রীভগবানের উক্তি ও শ্রীব্রজগোপীদের উক্তির উপরেই প্রমাণ স্থাপন করতে চান। রাসলীলার ঐ শ্লোক—যেগুলিকে "ভস্মপ্ত ঔপপত্যময়" অংশ বলা হয়েছে—সেগুলিকে বাদ দিয়ে রাসলীলার পরমস্বাদুতা কখনোই সম্ভব হতে পারে না, এই তাঁর মত। গোপীদের পরম-প্রেমোৎকর্ষ-প্রমাণক 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ"-ইত্যাদি অংশেরও অবাস্তবতা-প্রসক্তিবশত বৈয়র্থ্য এসে পড়ে। "যা মা ভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ, সংবৃশ্চ্য"—এই অংশের বাস্তবতা স্বীকার্য না হলে, এই অংশের দ্বারা সাধিত "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ"—ইত্যাদি অংশের দ্বারা ব্যঞ্জিত ভগবৎ-প্রেমবশীকারত্বেরও অবাস্তবত্ব এসে পড়ে। যদি বলা যায় —"পরমমায়াবী শ্রীভগবানের এই উক্তি গোপীজন-মনোরঞ্জনের জন্যই—অন্য আর কোনো তাৎপর্য

এতে নেই"—তাহলে বলতে হয় উদ্ধববাক্য যেমন "আসামহো চরণরেণুযুষাম্ অহং স্যাম্"-ইত্যাদি শ্লোক অথবা "যা দুস্ত্যজং স্বজনম্ আর্যপথঞ্চ হিত্বা"-ইত্যাদি শ্লোক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এই সব শ্লোকে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, পট্টমহিষীদের চেয়েও ব্রজগোপীদের প্রেমোৎকর্ষ অনেক অধিক। প্রেমোৎকর্ষের হেতুস্বরূপ স্বজন ও আর্যপথ ত্যাগ করা যদি প্রাতীতিক হয় তবে প্রেমোৎকর্ষও অবাস্তব এবং উদ্ধবের উক্তিও ভ্রান্ত হয়ে পড়ে—"স্বজনার্যপথত্যাগস্য প্রাতীতিকত্বেন তস্য হেতুত্ব-ব্যাপ্যাবাস্তবত্বাৎ তৎসাধিতো মহোৎকর্ষশ্চ অবাস্তব-স্তদ্বক্তা উদ্ধবশ্চ ভ্রান্ত আপদ্যতে স্ম।"

তাছাড়া অনাদিকাল থেকে আগম-বেদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে যে অষ্টাক্ষর মন্ত্র ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আছে তাতে এই পরোঢ়া ও উপপতিময় উভয় অর্থেরই প্রাধান্য থাকছে।

পরকীয়ারতিব্যঞ্জক অর্থব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ ব্যাকরণকেও মুখ্যত আশ্রয় করেছেন। তিনি বলছেন—"ন হি 'ব্রাহ্মণীজনবল্লভায় দীয়তাম্' ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণীনাং স্বীয়াত্বং প্রতীয়তে। যদি চ প্রতীয়তে তর্হি অজ্ঞৈরেব—ন তু ব্যাকরণালংকারাদিবহুদৃগ্‌ভিঃ বিজ্ঞৈঃ। তথাহি শব্দশক্তেঃ অদ্ভুত এব স্বভাবঃ। 'ইয়মস্য ব্রাহ্মণী'—ইতি নির্বিশেষণতয়া উক্তে ব্রাহ্মণ্যাঃ স্বীয়াত্বং প্রতীয়তে। 'অস্য এতে ব্রাহ্মণীজনা বল্লভাঃ তথা ব্রাহ্মণীজনানাময়ং বল্লভঃ' —ইত্যুক্তেঃ পরকীয়াত্বম্। অত্র অভিজ্ঞহৃদয়মেব প্রমাণম্। 'ইয়মস্য' ব্রাহ্মণী ইত্যাদ্যপি অপভ্রংশ-ভাষায়ামেব প্রযুজ্যতে, ন তু ক্বাপি বাক্যাদিষু কেনাপি অভিযুক্তেন।"

অর্থাৎ—"ব্রাহ্মণীজনবল্লভায়" (গোপীজনবল্লভায়"—অনুসরণে) বললে "ব্রাহ্মণী জনের স্বীয়াত্ব বোঝায় না। কিন্তু "ইনি এঁর ব্রাহ্মণী" বললে স্বীয়াত্ব বোঝায়। "এই সব ব্রাহ্মণী এঁরই বল্লভা" কিংবা "ব্রাহ্মণীগণের ইনিই বল্লভ"—এই কথা বললে পরকীয়াত্বকেই যে বোঝায়—তার প্রমাণ সহৃদয়ের হৃদয়। "ইনিই এঁর ব্রাহ্মণী"—এই ধরণের উক্তিও গ্রাম্য উক্তি বলেই ধরতে হবে—অভিজাতব্যক্তিরা এ ধরণের কথা একেবারেই বলেন না অর্থাৎ এ ভাবে শব্দ ব্যবহার করেন না—শিষ্টাচার নয় বলে।

তাছাড়া 'ব্রাহ্মণী' শব্দের দ্বারা স্বজাতীয়া "স্ত্রী" সব সময় বোঝায় না, ব্রাহ্মণেতরজাতীয়া "স্ত্রী"-ও বুঝিয়ে থাকে। যদি বল এখানে "ব্রাহ্মণী" শব্দ (গোপী শব্দ অনুসরণে) প্রকরণবলে স্বীয়া স্ত্রীকেই বোঝাবে তাহলে তার উত্তর—দেবমন্দিরে পূজাদি-প্রস্তাবে "ত্বম্ আত্মনো ব্রাহ্মণীম্ আকারয়" (তুমি নিজের ব্রাহ্মণীকে আহ্বান করো) এই বাক্যে "ব্রাহ্মণী" শব্দ আচার্যাণীকেও বুঝিয়ে থাকে—এমন কি দাসী-ভগিনী, স্বীয়া ভার্যা, পরকীয়া ভার্যা—সবই বোঝাতে পারে।

মন্ত্রের এ রকম অর্থ করলে কোনো দোষও হয় না—কারণ অলৌকিক ব্যাপারের ব্যাকরণও আলাদা—

"ব্রাহ্মণীমাকারয়"—ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণ্যা আচার্যাণী-ত্বস্য প্রতীতিঃ। বাহ্যপরিচর্যাদৌ দাসীত্বস্য, বাৎসল্য-প্রকরণে ভগিন্যাদিত্বস্য, স্বপুরস্থশয়নগৃহাদৌ স্বীয়-ভার্যাত্বস্য, নিভৃতকাননাদৌ পরকীয়াত্বস্যাপি সম্ভবেৎ। ন চ মন্ত্রয়োরেতাদৃশার্থত্বে কিঞ্চিৎ দূষণাবহত্বম্ আয়াতম্—অলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণমেতৎ ন দূষণম্ ইত্যুক্তেঃ।"

পরকীয়াবাদ প্রকটলীলায় মায়িক নয় এবং পরকীয়া রতিই মন্মথানন্দের পরা কাষ্ঠা—এই মতের প্রতিষ্ঠা ক'রে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

প্রকটলীলাকে নিত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—গৌতমীয় শ্রীগোপালস্তবরাজ, ক্রমদীপিকা এবং বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যানমন্ত্রের সাহায্যে—যাতে কৃষ্ণের জন্মাদি বিবিধ লীলার নিত্যত্ব বর্ণিত ও স্বীকৃত হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, লীলার নিত্যত্ব স্বীকার না করলে এই সব ধ্যানমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য থাকে না। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সেই সব মন্ত্রধ্যানে মন্ত্রোপাসকদের ধ্যান-পাকদশায় সেই সব লীলার সাক্ষাৎকার প্রকট লীলার নিত্যত্ব প্রমাণ করে। রামানুজাচার্যের‍ও এই মত এবং তা শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণের উপর নির্ভর করেই গৃহীত হয়েছে—"সর্বাসাম্ এব জন্মোপক্রমাণাং প্রকটলীলানাম্ উক্তত্বাৎ তন্মন্ত্রোপাসকানাম্ অত্রাদি-কালপরম্পরাগতত্বাৎ তেষাং ধ্যানপাকদশায়াং সাক্ষাৎকারায়ত্যাং তথা প্রাপ্তেশ্চ প্রকটলীলায়া এব নিত্যত্বম্ নিশাতম্।" "শ্রীরামানুজাচার্যাদেরপি জন্ম-কর্মপরিকরাদেরপি শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণকং নিত্যত্বম্ এব স্থাপিতম্।"

এই প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-মধুসূদন সরস্বতী-কৃত গ্রন্থ, শ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থ, পিপ্‌পলাদশাখার পুরুষবোধনী শ্রুতি ("একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো" ইত্যাদি), শ্রীবিট্‌ঠলনাথ গোস্বামীর বিদ্বন্‌মণ্ডল নামক গ্রন্থ ("বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে।

জারধর্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্বতোঽধিকম্ ॥")-ইত্যাদি থেকে বহুবিধ প্রমাণশ্লোক তুলে সিদ্ধান্ত করেছেন—"যৎকর্মবিশিষ্টস্য যস্য রূপস্য যন্নাম তৎকর্ম-বিশিষ্টং তদ্রূপং নিত্যমেব।"

প্রকৃত তত্ত্ব এই যে প্রকটলীলায় প্রত্যেকটি অংশই অনাদি ও অনন্ত অর্থাৎ নিত্য এবং ভক্ত-জনের সংস্কার অনুযায়ী সেই সেই লীলা-রসের অনুভবের উপযোগী।

সেই সব লীলারসের ক্রমাবির্ভাব কখনো ঘটে—কখনো বা আচ্ছাদিত থেকে যায়। সুতরাং প্রত্যেকটি লীলা প্রতিমুহূর্তেই ভক্তজনকর্তৃক আস্বাদনযোগ্য হওয়ায় এখনো ভক্তেরা সেইরূপ অনুভব করে থাকেন এবং ভগবৎ-প্রসাদও লাভ করে থাকেন।

শ্রীভগবানের আকার অনন্ত, প্রকাশ অনন্ত, জন্মকর্মরূপ লীলাও অনন্ত। অনন্ত তাঁর প্রপঞ্চ ও অনন্ত তাঁর বৈকুণ্ঠ। লীলাস্থানও অনন্ত। সেই সব লীলার পরিকরবর্গও অনন্ত। এমন কথা বললে চলবে না যে জন্মাদি ক্রিয়াস্বরূপ বলে এবং ক্রিয়ার আদি ও অন্ত আছে বলে এগুলিকে নিত্য বলা চলবে না; কারণ "স্বরূপশক্তিপ্রকাশিতত্বস্য নিত্যত্বস্য চ মিথো হেতুমত্তা জ্ঞেয়া"। অতএব—"জন্মাদি-লীলা"—"অনুকালম্ নিত্যমেব প্রাপ্নোতি, কদাচিদপি ন ত্যজতি ইত্যর্থঃ"।

যদি শ্রীজীব গোস্বামী বলেন "অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা নন্দনন্দনঃ"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের অনাদিকাল থেকেই দাম্পত্য-সম্বন্ধ তাহ'লে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য এই যে কেবলমাত্র "পতি"-শব্দের প্রয়োগ "দাম্পত্য"-সিদ্ধান্তের নির্ণায়ক হ'তে পারে না। কারণ "পতি"-শব্দ "স্বামী"-শব্দের মতই অন্যান্য অর্থকেও বুঝিয়ে থাকে। যেমন বোঝায় "বধূ" শব্দ। "কৃষ্ণবধ্বঃ" শব্দটি 'কৃষ্ণপত্নী'—বোঝায় না, কারণ "পরিণেতা" ও পরিণীতা অর্থেই 'পতি' ও বধূ শব্দের একমাত্র প্রয়োগ, এ কথা বলা যায় না। সমস্ত রসগ্রন্থে, এমন কি উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকাপ্রকরণেও রূপগোস্বামী "স্বাধীনপতিকা"-(স্বাধীনভর্তৃকা) শব্দটির "পতি" শব্দ পরকীয়া নায়িকা-প্রসঙ্গেই প্রয়োগ করেছেন। তন্ত্রেও দেখা গেছে উপপতি অর্থে 'পতি' শব্দের প্রয়োগ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে

"পরদারাভিমর্ষণ"-রূপ অভিযোগের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতেই আছে। "অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা নন্দনন্দনঃ"—এখানে "এব" শব্দের সম্পর্ক 'পতি'-শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ বলে "অবধারণার্থক"। সুতরাং পংক্তিটির অর্থ হচ্ছে—গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উপপতিত্ব সম্বন্ধ অনাদি বলেই অবশ্যস্বীকার্য। তা না হলে "এব" শব্দের ব্যবহার নিরর্থক হয়ে পড়ে এবং 'পরদারাভিমর্ষণে'র প্রসঙ্গও আসে না।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে এমন কথাও কারুর পক্ষে বলা চলবে না যে "পতিরেব ন তু অবতারলীলাবদ্ ভ্রমেণাপি উপপতিঃ", কারণ শ্রীজীব গোস্বামী স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে অবতারগত সমস্ত লীলাই নিত্য—"অবতারগতানাং সর্বাসাম্ এব লীলানাং শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈরেব নিত্যত্বেন ব্যবস্থাপিতত্বাৎ।"

রাসপঞ্চাধ্যায়ের "পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে (১০।৫।৭) "কৃষ্ণবধ্বঃ" শব্দটির দ্বারাও অনুরূপ ভাবে গোপীদের স্বকীয়াত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ "বধূ" শব্দের অর্থ শুধুমাত্র পত্নী নয়, আরো অনেক অর্থ আছে। "বধূশব্দস্তু স্ত্রীমাত্রভাব এব—বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ" ইত্যমরঃ (৩।৩।১০২)।

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে "বধূ"-শব্দ "কন্যা"-অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে "স্বামী" বলতেও পরিণেতাই শুধু বোঝায় না। পাণিনি-মতে "স্বামিন্ ঐশ্বর্যে।" ঐশ্বর্য বলতে বোঝায়—"প্রভুত্ব" অর্থাৎ মালিকানা। গোপালতাপনী-মতেও "স বো হি স্বামী ভবতি"—এখানে "স্বামী" অর্থে পরিণেতা নয়। 'অধিকারী'-সম্বন্ধেও 'স্বামী'-শব্দ প্রযুক্ত হয়ে থাকে, যেমন—'ভূস্বামী'। তাছাড়া—"লোকে হি যস্য হি যঃ স্বামী ভবতি স তস্য ভোক্তা ভবতি ইতি প্রসিদ্ধ্যা বস্তুতঃ স্বামিত্বং নাস্ত্যেব তৎপতীনাম্।" অর্থাৎ লোকে জানে, যে যার স্বামী সে তার ভোক্তা। গোপীদের স্বামীরা তাদের ভোক্তা ছিলেন না অতএব প্রকৃতপক্ষে তাঁদের স্বামিত্বই নেই।

রূপগোস্বামীর ললিতমাধব নাটকেও এর প্রমাণ আছে। দ্বারকালীলার পূর্বে ব্রজলীলায় শ্রীরাধার স্বকীয়াত্বের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না—"ন তু ব্রজভূমৌ সাক্ষাৎ।...পরকীয়াত্বস্যৈব অভীপ্সিতত্বং নির্ধারিতম্। 'ইত্যতস্তদনভীষ্টং স্বীয়াত্বং ব্রজে ন ব্যাখ্যেয়ম্।"

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নানা গ্রন্থ থেকে আরো বহুল পরিমাণে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন পরকীয়াত্বের সপক্ষে।

নারায়ণ ভট্টের "রসতরঙ্গিণী"-গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসে পরকীয়া প্রকরণে রাধা সম্বন্ধে উক্তি আছে—"মধুরে রাধিকা জ্ঞেয়া।"

অবশ্য একথা ঠিক যে পরকীয়া রতিতে দুঃখ-যন্ত্রণা অধিক—স্বকীয়াতে তা নেই। কিন্তু দুঃখ-যন্ত্রণা সেই তত বেশি অনুভব করে যার যত বেশি প্রেমের তীব্রতা ও গভীরতা থাকে। এ বিষয়ে উজ্জ্বল-নীলমণিকারের মত—

"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে॥"

এই রাগই আরো—আরো নিবিড় পরিপাক গ্রহণ করে প্রেমের ভাবদশায় উপস্থিত হয়। ভাবও আবার সান্দ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাবেই প্রেমের তীব্রতা কখনো হ্রাস পায় না—বরঞ্চ বিরহে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তার দীপ্তি।

স্বজন এবং আর্যপথ পরিত্যাগের দুঃখ যদি দুঃখ হয়েই থাকতো তবে মহাভাবের অনুরাগের কোনো পরমাশ্চর্য মহত্ত্বই থাকতো না। শ্রীকৃষ্ণ-

সম্বন্ধী এই অনুরাগ চরম দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে পরম আনন্দেরও জনক হয় ব'লেই মহাভাবে প্রেমের কোনো সীমা বা ইয়ত্তা থাকে না। যদি অপ্রকট-লীলায় স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগের দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি না হয় তা হ'লে অনুরাগও পরমা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। এই পরমা ইয়ত্তা না থাকলে "মহাভাব"-এর উদয়-ঘটা সম্ভব হয় না। সুতরাং অপ্রকট-লীলায় পরকীয়াত্ব নেই বলাটা সুসঙ্গত বা সুসমঞ্জস নয়—"অপ্রকটলীলায়াম্ যদি স্বজনার্যপথ-ভ্রংশকরণশীলত্বং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধস্য নৈবাস্তি, তদা রাগস্যাপি পরমেয়ত্তা নাস্তি; অস্যাম্ অসত্যাং মহাভাবস্যাপি অনুদয় ইতি নৈতৎ সমঞ্জসম্।"

শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া"—এবং যে তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়েছে—প্রকটলীলায় পরকীয়াত্ব এবং অপ্রকটলীলায় স্বকীয়াত্ব—তার রহস্য এইখানেই নিহিত। প্রকৃত পক্ষে প্রকটলীলার মতো অপ্রকট-লীলাতেও স্বজন ও আর্যপথভ্রংশ-রূপ লক্ষণযুক্ত যে ঔপপত্য তা শ্রীজীব গোস্বামীপাদপ্রমুখেরও স্বেচ্ছাভিমত মত এবং অপ্রকট-লীলায় দাম্পত্য পরেচ্ছাভিমত মত। এই ভাবেই পূর্বাপর সম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্বমতে পরকীয়াত্ব এবং পরমতে দাম্পত্য (অপ্রকটলীলায়) ব্যাখ্যা করতে হবে—

"তস্মাৎ প্রকটায়াম্ অপ্রকটায়াঞ্চ লীলায়াং স্বজনার্যপথভ্রংশলক্ষণম্ ঔপপত্যং তেষাং স্বেচ্ছাভিমতং মতম্। অপ্রকটলীলায়াং দাম্পত্যং তু পরেচ্ছাভিমতং মতম্। অতঃ সাধূক্তং তৈরেব পরমদয়ালুভিঃ"—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্বাপরসম্বন্ধং তৎ পূর্বমপরং পরম্।"

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন যে এই ঔপপত্য বিষয়ে অর্থাৎ নায়কের উপপতিত্ব বিষয়ে সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের যে বিশেষ আপত্তি ছিল তা নয়—কারণ নায়কের উপপতিত্ব সম্বন্ধে তাঁর আপন সম্মতি থাকলেও যেহেতু বেশির ভাগ ব্যক্তিরই এ বিষয়ে আপত্তি আছে এবং যেহেতু ভরতমুনির অসম্মতি আছে সেহেতু নায়কের ঔপপত্য তিনি সমর্থন করতে পারেন না।

ভাগবতের ১০।২৯।২০ থেকে আরম্ভ ক'রে ১০।২৯।৩৯ সংখ্যক শ্লোকের উপর সনাতন গোস্বামীর টীকা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনিও "ভবাম দাস্যঃ[১]"-অংশের অর্থ ঔপপত্যের আলোকেই ব্যাখ্যা করেছেন—"ঔপপত্যেন এব ত্বাং ভজামঃ।"[২]

বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের ২।৭।১১৬ সংখ্যক শ্লোকের[৩] টীকাতেও তিনি স্পষ্টতই বলেছেন—"এবং স্বপতি-পরাধীনত্বাদিনা নিভৃতং জারত্বেন শ্রীকৃষ্ণভজনম্ এব তাসাং পরমপ্রেমসম্পচ্চরমকাষ্ঠাসম্পাদকম্ ইত্যুক্তম্ এবাস্তি।" অর্থাৎ নিজপতির অধীন হয়েও গোপনে উপপতিরূপে শ্রীকৃষ্ণভজনা করাই তাঁদের পরম প্রেমসম্পদকে চরম কাষ্ঠায় অধিষ্ঠিত করেছিল।

এই সব প্রত্যক্ষ বা শাব্দ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর লোচনরোচনী টীকায় স্বকীয়া-বাদকেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ব'লে গ্রহণ করেছেন। তিনি

১। বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রিয়ং
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥

২। শ্রীশ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী—১০।২৯।৩৯ ॥ ১০।২৯।৩৬

৩। ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্যঃ এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধু বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

ব্রহ্ম-সংহিতা, বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিসহকারে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাম্পত্য সম্পর্কই আছে। অভিমন্যু, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি গোপের সঙ্গে রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীদের প্রকৃত পক্ষে বিবাহ হয় নি। যোগমায়া লোকের মনে অনুরূপ একটি প্রতীতি ঘটিয়েছিলেন মাত্র। গোপালতাপনী, গৌতমীয় তন্ত্র, কাশীখণ্ড, গোপালচম্পূতে পূর্বচম্পূর পঞ্চদশ পূরণ—এমন কি গীতগোবিন্দ পর্যন্ত উদ্ধার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। ভাগবতের "কৃষ্ণবধ্বঃ" (১০।৩০।২৬) শব্দটির উপর জোর দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে ভাগবতকারের মতেও গোপীরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের "বধূ"। কিন্তু ভাগবতেই এই মতের বিরুদ্ধে পরীক্ষিতের যে প্রবল উক্তি আছে সে কথার বিচার এ প্রসঙ্গে তিনি করেন নি। রাসপঞ্চাধ্যায়ে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন তুলেছেন যে ধর্মমর্যাদার বক্তা, কর্তা ও রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ কেন ধর্মবিরুদ্ধ পরদার-সংসর্গ করলেন[১]।

শ্রীজীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অনুকূলে ও প্রতিকূলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৈষ্ণব সমাজে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদের ব্যাপারে এক বিরাট সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। জয়পুরে এই প্রসঙ্গে যে বিচার সভা বসে তাতে স্বকীয়াবাদীদেরই জয়লাভ হয়। পরে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে নবাব মুরশিদকুলি খাঁয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় মুরশিদাবাদে যে বিচারসভা বসেছিল তাতে পরকীয়াবাদীদের নেতা ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। তিনি স্বকীয়াবাদীদের পরাজয় মানতে বাধ্য করেন। সেই সময় স্বকীয়াবাদীরা যে জয়পত্র[২] লিখে দিয়েছিলেন সেই জয়পত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুনরুদ্ধার করে সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম ভাগে (পৃ ৮—১০) মুদ্রিত করেন।[৩]

১৩০৬ সালের চতুর্থ সংখ্যায় একখানি এবং ১৩০৮ সালের প্রথম সংখ্যায় আর একখানি পরকীয়াবাদের জয়পত্রের দলিলও তিনি প্রকাশ করেন। দু'টি দলিলেই আছে যে রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিত বিচারে বসেছিলেন। বিচারের বিষয়বস্তু ছিল—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া অথবা পরকীয়া নায়িকা। এই পণ্ডিতেরা জয়পুরের মহারাজা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন—শ্রীরাধার স্বকীয়াত্ব স্থাপনের জন্য। অর্থাৎ রাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা—এই মত স্থাপনের জন্যই তাঁরা জয়পুর-নরপতি কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়েছিলেন।

পূর্বোক্ত দু'টি দলিলেই এই তথ্যের উল্লেখ আছে। রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিচারে তাঁরা পরাজিত হয়েছেন—এ কথাও তাঁরা স্বীকার করেছেন।

১। স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্‌ ব্রহ্মন্‌ পরদারাভিমর্শনম্‌॥ ১০।৩৩।২৮॥

২। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় বলেন—"১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে সেই দলিল রেজেষ্টিভুক্ত করা হয়। প্রবাদ যে এ সময়ে রাধামোহন ঠাকুরের বয়স ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল।" এই বিচারে বঙ্গদেশের সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পরিবারের সুপণ্ডিত নেতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ জয়পত্রে ঢাকার সোনারগাঁও পরগণার কোনো কোনো পণ্ডিতেরও স্বাক্ষর আছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ মধ্যস্থরূপে বিচারসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন কেননা সোনার গাঁও পরগণার কোনো প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বংশই দীক্ষিত বৈষ্ণব বলিয়া জানা যায় না।"

পদকল্পতরু, পঞ্চমখণ্ড ১৯৯ পৃঃ।

৩। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ, প্রথম সংখ্যা, সন ১৩০৮ পৃঃ ১০।

তাঁরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে শ্রীরাধা পরকীয়া। মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সমক্ষে এই সব পণ্ডিতদের লিখিত ভাবে স্বীকার করতে হয়েছিল যে রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিচারে তাঁরা পরাজিত হয়েছেন।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্য হিসাবে দলিল দু'টি খুবই মূল্যবান। কিন্তু দু'টি দলিলের মধ্যে তারিখ, ভাষা এবং পরাজিত পণ্ডিতদের নামের পার্থক্যও দেখা যায়। সুতরাং দলিল দু'টির সত্যতা সম্পর্কে কিছু সংশয় থেকে যায়। বিদ্যাপতির বিসফীর দানপত্রকে ইংরেজ সরকার যে জাল ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে এই ধরণের কারণই বিদ্যমান ছিল। কেননা ঐ দানপত্রে বিক্রম সম্বৎ, শকাব্দ ও লক্ষণ সম্বতের যে সব তারিখ উল্লিখিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে মিল ছিল না।

এই দু'টি দলিলের মধ্যেও দেখা যায় যে প্রথমটিতে তারিখ আছে ১১২৫ সাল, ১৭ই ফাল্গুন এবং দ্বিতীয়টিতে তারিখ আছে ১১৩৮ সাল, বৈশাখ। একই ঘটনার তারিখের মধ্যে এই রকম ১৩ বছরের পার্থক্য থাকা অসম্ভব। পরাজিত পণ্ডিতদের মধ্যে সাক্ষরকারীদের ভিতরেও দ্বিতীয় দলিলে উল্লিখিত জগদানন্দ দেবশর্মা ও ধরণীধর দেবশর্মার নাম প্রথম দলিলে নেই। প্রথম দলিলে মুসলমান সাক্ষরকারীদের মধ্যে কাজী ছদরুদ্দীনের নাম আছে। দ্বিতীয় দলিলে সে জায়গায় আছে কাজী সদরুদ্দীনের নাম। প্রথম দলিলে আর দু'জন মুসলমানের নাম আসান খাঁ এবং সেখ হিম্মনি। দ্বিতীয় দলিলে সে জায়গায় কেবলমাত্র সৈয়দ করমুল্লার নাম আছে।

দ্বিতীয় দলিলে কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য লিখছেন যে তিনি "জয়নগর" থেকে সোওয়া জয়সিংহ মহারাজের কাছ থেকে "স্বকীয়া ধর্মে"-র পরোয়ানা নিয়ে এসেছিলেন। মানা যেতে পারে যে পণ্ডিত মহাশয় ভূগোল জানতেন না কিন্তু ভূগোল না জানলেও কেউ "জয়পুর"-কে "জয়নগর" ব'লে উল্লেখ করে না।

এই সব দেখে মনে মনে সন্দেহ হয় যে দলিল দু'খানি বোধ হয় অকৃত্রিম নয়। দলিল দু'খানির ভাষাও অকৃত্রিমতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

তবে এ কথা অতি অবশ্যই মনে হতে পারে যে এই ধরণের কোনো ঘটনা না ঘটলে এমন নকল দলিলের উদ্ভবেরও সম্ভাবনা থাকত না। হয়তো অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল এবং জয়পত্রও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। তখনকার দিনে বিদ্বজ্জনেরা সংস্কৃত ভাষাতেই এসব দলিল লিখতেন। সাধারণ লোকে ঐ জয়পত্রের মর্মার্থের স্মারকলিপি হিসাবে হয়তো এই রকম দলিল তৈরি করে রেখেছিল।

অনুমান করা যেতে পারে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে রাধামোহন ঠাকুরের বয়স অন্তত পক্ষে চল্লিশ বছর হয়েছিল। এর চেয়ে কম বয়সে ঐ প্রকার গুরুতর বিষয় নিয়ে পরকীয়াবাদীদের নেতৃত্ব করা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না। তবে আরও দশ-বারো বছর পূর্বেও হওয়া বিচিত্র নয়—কারণ তা ব্যক্তিত্বের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও রাধামোহন ঠাকুর—এই দু'জনেই ছিলেন নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের সময় থেকে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। অবশ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রাধামোহন ঠাকুরের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। কেননা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ২০টি সর্গে বিভক্ত ১৩২৬টি শ্লোকসমেত শ্রীকৃষ্ণ-

ভাবনামৃত রচনা করেছেন এবং এজন্ত যথেষ্ট প্রসিদ্ধিও পেয়েছেন।

রাধামোহনের কোনো পুত্র বা কন্যা ছিল না। তাঁর পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন কুঞ্জঘাটার বিখ্যাত জমিদার ও প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ মহারাজা নন্দকুমার। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে একদিকে নবাব সরকারে, অন্যদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের কাছে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি হয়েছিল। অনুমান হয় রাধামোহন ঠাকুরের শেষ বয়সে মহারাজা নন্দকুমার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

পদকল্পতরুর সংকলয়িতা গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণব দাস রাধামোহনের শিষ্য ছিলেন। তবে এই রাধামোহন ছিলেন টেঁয়া গ্রামের অধিবাসী। ইনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের লোক।

আমাদের আলোচ্য রাধামোহন ঠাকুরের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার মালিহাটি গ্রামে। টেঁয়া নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর রাধামোহনের আর এক কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন।

জমিদারদের মধ্যে পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্র-নারায়ণও রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তিনি কুলগত শাক্তধর্ম ত্যাগ ক'রে তাঁর কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে রবীন্দ্রনারায়ণের সভাপণ্ডিত রাধামোহনের সঙ্গে তর্কে পরাজিত হ'য়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষককে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের জন্ত অনুপ্রাণিত করেন।

রাধামোহনের প্রভাবে নন্দকুমার বৈষ্ণব ইতিহাস-সম্পর্কিত বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। যেমন—নীলাচলে নিত্যানন্দ-প্রভৃতি সহ শ্রীচৈতন্য গদাধর-পণ্ডিতের ভাগবতপাঠ শ্রবণ করছেন, এই একটি চিত্র। এই দুষ্প্রাপ্য চিত্রটি কুঞ্জঘাটা-(সৈয়াবাদ) রাজবাড়ীতে সংরক্ষিত আছে।

রাধামোহন-সংকলিত পদামৃতসমুদ্রের গুরুত্ব অসাধারণ। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি পদামৃতসমুদ্রের অল্প কিছুদিন পূর্বে হয়তো সংকলিত হয়েছিল, কিন্তু পদামৃতসমুদ্রের তুলনায় মাত্র ৩০৮ পদ তিনি সংকলন করতে পেরেছিলেন। সুতরাং সমস্ত রসের পদ এতে স্থান পায় নি। পদকর্তাদের মধ্যেও বিশ্বনাথ মাত্র আটচল্লিশ জন কবির পদ ধরেছেন। তুলনায় রাধামোহন ঠাকুর সেস্থলে অন্তত একান্ন জন কবির পদ ধরেছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সংকলনে চণ্ডীদাসের রচিত কোনো পদ নেই। এজন্ত কোনো গবেষক এমন মন্তব্য করেছেন যে বৈষ্ণব সমাজ চণ্ডীদাসকে একেবারে বর্জন করেছিলেন। কারণ—রজকিনী রামীতে চণ্ডীদাসের আসক্তি। সুতরাং "নীচ"-যোষিৎসংসর্গকারীর রচিত পদাবলী বৈষ্ণব-গণের আস্বাদনীয় হওয়া উচিত নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অনুচিত, কারণ চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে মহাপ্রভু স্বয়ং পার্ষদসহ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন ক'রে পরমানন্দ লাভ করতেন। তবে কেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের একটিও পদ ধরেন নি তার কারণ অনুসন্ধেয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্বীয় ভাবসংস্কারের বৈশিষ্ট্যবশত আক্ষেপানুরাগের পদের উপর বিশেষ জোর দেন নি। তাঁর মানস-নেত্রের সম্মুখে যে শ্রীরাধা সুপ্রকট ছিলেন তিনি কখনো নিজের ভাগ্য নিয়ে আক্ষেপ করেন নি। অথচ প্রাক্‌চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদই আক্ষেপানুরাগসম্পর্কিত। ডক্টর বিমান-বিহারী মজুমদার মনে করেন যে সম্ভবত এই

কারণেই ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের পদ ধরা হয় নি। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মানস-অনুরঞ্জনের ফলে ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের পদ বিবর্জিত হয়েছে। পদামৃতসমুদ্রের কয়েকটি পদের প্রমাণ-সাক্ষ্যে ডক্টর মজুমদার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যদি চণ্ডীদাস বৈষ্ণব-সমাজকর্তৃক বর্জিত হতেন তবে রাধামোহন ঠাকুর চণ্ডীদাসের এতগুলি পদ স্বীয় সংকলন-গ্রন্থে উদ্ধৃত করতেন না। চণ্ডীদাসের প্রতি রাধামোহন ঠাকুরের শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ যে অসাধারণ ছিল তার প্রমাণ গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলচরণের সপ্তবারিধিতুল্য কবিগণের মধ্যে চণ্ডীদাসের নামোল্লেখ।[১]

রাধামোহন বিদ্যাপতিরও পদ ধরেছেন। কিন্তু এমন কতকগুলি পদ সেই সব পদের মধ্যে আছে যা কোনো মতেই মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা হ'তে পারে না। মিথিলার কবির ভাষা বাঙালী শ্রোতা ও পাঠকের কাছে বোধগম্য করার জন্য গায়ক ও লিপিকারেরা অনেক শব্দেরই পরিবর্তন সাধন করেছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু হাজার বার বদলালেও মৈথিল বিদ্যাপতির হাত দিয়ে—

"গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই লইয়া মরি।"

অথবা

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিও মোর নাম ছুই চারি॥"

ইত্যাদি পংক্তি লিখিত হতে পারে না।

এই ধরণের বাংলা পদ সম্ভবত শ্রীখণ্ডের ছোট বিদ্যাপতি-নামে খ্যাত কবিরঞ্জনের রচনা। চম্পতির ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর বেলায় রাধামোহন যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কবির পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন এই বাঙালী বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও যদি তেমনি এক আধ পংক্তি লিখে রেখে যেতেন তবে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি গুরুতর সমস্যার সমাধান হ'তে পারতো। গোবিন্দ কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচিত পদের তুলনামূলক বিচার ক'রে এই মন্তব্য স্বচ্ছন্দে করা যেতে পারে যে গোবিন্দ কবিরাজের পদের সঙ্গে গোবিন্দ চক্রবর্তীরও অনেক পদ মিশে গেছে ব'লে ধরতে হবে। উদাহরণ স্বরূপে "ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়"-পদটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পদ ভাষাতেই শুধু নয়, বাচনভঙ্গিতেও গোবিন্দ কবিরাজের অনুরূপ নয়। পদটি রাধামোহন কৃষ্ণের বর্ণনা বলে ধরেছেন—কিন্তু কৃষ্ণরূপবর্ণনার কোনো প্রতীকই এতে ব্যবহৃত হয় নি। পদটি ভাবগত ভাবে গৌর-নাগরীর পদ বলেই মনে হয়।

গৌড়ীয় রসতত্ত্বের আলংকারিক প্রস্থান চৈতন্যোত্তর যুগের। রাধামোহন পরবর্তী যুগের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পূর্ববর্তী যুগের পদাবলীর রসের উপস্থাপনা যে করেছেন তাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। টীকার বহু দুরূহ শব্দের অর্থোদ্ধার ক'রে তিনি পাঠককে এক বিপুল দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বহু পংক্তির রসানুকূল অর্থব্যঞ্জনায় পদ-মান বৃদ্ধি করেছেন। আধুনিক গবেষকদের মতো স্থানে স্থানে পাঠ বিচার ও পাঠান্তর সাধনও করেছেন।

কিন্তু পদামৃতসমুদ্রের সর্বাধিক গুরুত্ব অন্যত্র। তিনি পূর্ব পূর্ব পদকর্তাদের বিচ্ছিন্ন পদাবলীকে

১। বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দনঃ॥ ১১॥
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোঽন্যঃ সিন্ধুরূপকবীনকঃ॥
পৃথিব্যাং ধন্যসঙ্ঘাতে বর্তন্তে সিন্ধুরূপিণঃ।
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্॥

আলংকারিক রসসূত্রে বন্ধন করেছেন এবং তা করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। উপস্থাপনার ব্যাপারে যোগ্য পদের অভাব যে স্থলে যখনই হয়েছে তখনই তিনি নিজেই সে স্থলে পদ-রচনা করে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী পদকারের যে সব পদ তিনি ভগ্নাবস্থায় পেয়েছেন সে সব পদ তিনি পূরণ ক'রে দিয়েছেন। হয়তো একটি গীত পাওয়া যায় নি সে স্থলে তিনি পদকর্তার পদধ্যান ক'রে তদনুরূপ বা তৎস্বরূপ পদ-রচনা ক'রে দিয়েছেন। যে স্থলে গীতাংশ বা বা পদাংশ পান নি সে স্থলেও লব্ধপদের অনুধ্যান ক'রে সদৃশ ভাবে পূরণ করেছেন। এই ভাবে রস-ঘটের সমস্ত ছিদ্র মেরামত ক'রে তিনি একটি পূর্ণ কুম্ভ তৃষার্ত রসিক পাঠকের সম্মুখে স্থাপিত ক'রে তার রসপিপাসাকেই তৃপ্ত ক'রে গেছেন।

লীলাপদের মধ্যে রাধামোহন নৌকাবিলাসের পদকে কোনো স্থান দেন নি। নৌকাবিলাসের যে দু'টি পদ তিনি সংকলনে ধরেছেন, যথা "এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ" এবং "ধব লত লত হাসি মরমে মরম পশি নায়ে চাওই তুহঁ"—সে দু টি পদও তিনি টীকায় সম্ভোগ শৃঙ্গারের অন্তর্গত ব'লে ধরেছেন এবং নৌকাবিলাসের রূপকল্পে সম্ভোগবিলাসের প্রতীক রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

রাধামোহন ঠাকুরের রচিত মহাভাবানুসারিণী টীকাটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইতিপূর্বে ও পরেও কোনো বাংলা গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা রচিত হ'তে বড় একটা দেখা যায় নি। হয়তো তিনি সংস্কৃতে টীকা লিখেছিলেন—বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরহস্য রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে।

পদামৃতসমুদ্রে আপাতদৃষ্টিতে একান্ন জন কবির পদ ধৃত হয়েছে। এঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত পদসংখ্যা ২৫৯ এবং রাধামোহনের স্বরচিত পদসংখ্যা ২২৯টি। রাধামোহন যে নিজের রচনার প্রতি অত্যধিক মমত্ববশত এতগুলি পদ স্বীয় সংকলনে উদ্ধৃত করেছেন তা নয়। উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-অনুসারে রসানুযায়ী পালায় সাজাতে গিয়ে যে যে পদের অভাব বোধ করেছেন সেই সব পদ রচনা ক'রে অভাব পূরণ ক'রে দিয়েছেন। রসপুষ্টির আনন্দদানই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, নিজ কীর্তির "অহং"-ঘোষণা নয়।

রাধামোহন ঠাকুরের সংকলন-গ্রন্থে স্থান হওয়ায় অনেক কবির প্রভাব ও পরিচয় সম্বন্ধে সমস্যা সমাধান করবার অনেক সুবিধা হয়েছে। রাধামোহন "নরহরি"-ভণিতায় একটি পদ এবং ঘনশ্যাম ভণিতায় একটি পদ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তী। তাঁর পুত্র—নরহরি ও ঘনশ্যাম দু'টি ভণিতাতেই প্রায় পনের শত পদ রচনা করেছেন। নরহরি-ঘনশ্যাম ভণিতাযুক্ত যে দুটি পদ রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে ধরেছেন সে দু'টি পদ যে জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্ররচিত পদ নয় তা খুবই সুস্পষ্ট। কারণ এই জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র "নরহরি" বা "ঘনশ্যাম" বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমসাময়িক রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্তী কালের লোক।

ঘনশ্যামের যে পদ রাধামোহন ঠাকুর ধরেছেন তিনি হচ্ছেন গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম।

স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গের কথা নরহরি চক্রবর্তী নিজেই স্বকৃত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলেছেন—

> "নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
> পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে॥
> বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত।
> তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥

না জানি কি হেতু হইল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥"

গৌরপদতরঙ্গিণীতে গৌরনাগরীভাবের অনেক পদ নরহরির ভণিতায় ধরা হয়েছে। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরমহাশয়দের মধ্যেও কেউ কেউ ঐ নরহরির রচনাকে নরহরি সরকারের রচনা ব'লে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। নরহরি সরকার যে চণ্ডীদাসের ধারা অনুসরণ ক'রে সহজ ভাবে সহজ ভাষায় পদরচনা করতেন তা পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত পদ দু'টি থেকেও জানা যায়। আর ঐ আলোকেই প্রমাণিত হয় যে পদকল্পতরুতে শ্রীচৈতন্যের গম্ভীরার জীবন সম্বন্ধে যে সব পদ আছে তা নরহরি সরকারেরই রচনা। নরহরি চক্রবর্তী সহজ ভাষায় বড় একটা পদ লেখেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন যে তাঁর নাম কেন যে নরহরি ও ঘনশ্যাম দুইই হলো তা তিনি জানেন না। তাঁর রচিত ভক্তিরত্নাকরে উভয় ভণিতাযুক্ত বহু পদ পাওয়া যায়।

পদামৃতসমুদ্রের আর একটি বড় ঐতিহাসিক দান আছে। যথা—বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত উৎকট চণ্ডীদাস-সমস্যার নিরাকরণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার করার পর কয়েকজন পণ্ডিত ধুয়া তোলেন যে পদাবলীর যে শ্রেষ্ঠ পদগুলি চণ্ডীদাস নামে প্রচলিত আছে তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখকের রচনা। তাঁরা আরো বলেন যে শ্রীচৈতন্য ঐ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখকের রচনা আস্বাদন করতেন। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই চণ্ডীদাস বৈষ্ণব সমাজে অপাংক্তেয় হন। এই অদ্ভুত মতের সমর্থনের জন্য তাঁরা যে একটি মাত্র যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন তা হচ্ছে এই যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের একটিও পদ চয়ন করেন নি। কিন্তু বিশ্বনাথের প্রায় সমসাময়িক রাধামোহন ঠাকুর যে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত ন'টি পদ উদ্ধৃত করেছেন সে দিকে তাঁরা নজর দেন নি। পদকর্তা চণ্ডীদাস বৈষ্ণব সমাজে চিরকালই সমাদৃত কবি ছিলেন এবং আছেন। অবশ্য চণ্ডীদাস একজন নন—অনেক। রাধামোহন ঠাকুর নিজেই বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় চারটি (১২৪, ২৩৯, ৫৩১ ও ৫৫১), দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় একটি (৪৩৮) এবং বিশেষণহীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় (এবং এই জন্যই আদি ও অকৃত্রিম) চারটি (১২৯, ১৯৪, ৩২৬ ও ৬১২) মোট ন'টি পদ ধরেছেন।

রাধামোহন ঠাকুর স্পষ্ট ক'রে না ব'লে দিলে এ যুগের লোকের পক্ষে বৈদ্য গোবিন্দ দাস কবিরাজ এবং ব্রাহ্মণ গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর পদের মধ্যে পার্থক্য আবিষ্কার করা সম্ভব হতো না। গোবিন্দ চক্রবর্তী ছিলেন গৌরনাগরী ভাবের রসিক। গোবিন্দ কবিরাজের ভিতর সে ভাব বড় একটা দেখা যায় না।

যে সব কবির পদ রাধামোহনের সংকলনে স্থান পায়নি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই যে তাঁর পরবর্তী কালের লোক তা আমরা অন্য সূত্রেও জানতে পারি। যেমন উদ্ধব দাস ও তাঁর বন্ধু পদকল্পতরুর সংকলয়িতা গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণবদাস, কীর্তনানন্দের গৌরসুন্দর দাস, সংকীর্তনামৃতের দীনবন্ধু দাস এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদের দুই প্রতিভাবান কবি শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর—এই সব কবির কোনো পদই পদামৃতসমুদ্রে নেই কারণ থাকা সম্ভব নয়।

তবে নেতিমূলক প্রমাণ অবিসংবাদিত ভাবে বলবৎ নয়। রাধামোহন ঠাকুর বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষের পদ ধরলেও তাঁদের বড় ভাই গোবিন্দ ঘোষের কোনো পদ ধরেন নি।

পদকল্পতরুতে ও পরবর্তী সংকলন-গ্রন্থে

গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের নামযুক্ত পদ দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গোপাল ভট্ট ছিলেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ। অবশ্য তাঁর পক্ষে বাংলা পদ লেখা কিছু অসম্ভব নাও হ'তে পারে—কিন্তু রাধামোহন তাঁর পদ না ধরায় ঐ পদ সত্যই গোপাল ভট্টের রচনা কিনা—সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ থেকে যায়। রঘুনাথ দাস গোস্বামী অবশ্য বাঙালী ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের পদ্ধতি অনুসরণকারী কবি। তিনি মুক্তাচরিত, দানকেলিচিন্তামণি ও স্তবাবলী সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। বাংলায় তিনি কিছু রচনা করেছিলেন কিনা সে বিষয়েও একটা সংশয় থেকে যায়।

বীর হাম্বীর রাধামোহনের পূর্বপুরুষ শ্রীনিবাসের কৃপালাভ করেছিলেন। পদকল্পতরুতে তাঁর রচিত পদ ধরা হয়েছে। কিন্তু পদামৃতসমুদ্রে তাঁর কোনো পদ ধরা হয়নি। এখানে সংশয় জাগে যে সত্যই ঐ পদ বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের রচনা কি না। মুঘল যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হবার পরেও অর্থাৎ ১৬০৮ থেকে ১৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। অবশ্য যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে কোনো কবি যে এক আধটা কবিত্বের নিদর্শন রাখতে অক্ষম হন এমন কথা বলা যায় না।

পদামৃতসমুদ্রে কম বেশি মোট ৫১ জন কবির পদ সংগৃহীত হয়েছে। এঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের পদসংখ্যা সর্বাধিক। ব্রজবুলিতে লিখিত তাঁর পদসংখ্যা ২৫৯। গোবিন্দ দাস ভণিতায় বাংলা পদ পাওয়া যায় মোট ১১টি। এই বাংলা পদগুলির মধ্যে একাধিক গোবিন্দ দাসের পদ মিশে আছে। এমনকি এ কথাও মনে করা অসংগত হবে না যে গোবিন্দ কবিরাজ বাংলা ভাষায় পদ রচনাই করেন নি। গোবিন্দ কবিরাজের মত সংস্কৃত রসরাজ্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত, বিদগ্ধ ও রসিক স্বরচিতপদে গ্রাম্য শব্দ বা বাগ্‌ধারা ব্যবহার করবেন ব'লে মনে হয় না। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাক—

(১) "অবলা কি গুণ জানি ধরে।
রসিকমুকুটমণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেন করে ॥
মোর অঙ্গসঙ্গ-রসে লালসা হৈয়া বৈসে
বন্ধুয়া বোলয়ে জীলুঁ জীলুঁ।"

—৬০৪ সংখ্যক পদ

("লালসা হইয়া বৈসে"—বাক্যাংশ বিদগ্ধপণ্ডিত গোবিন্দ কবিরাজের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।)

(২) "এইত বৃন্দাবন পথে।
নিতি করি গতাগতে ॥
যদি হাতে করি লৈয়া সোনা।
তুমি কি না বোলে এক জনা ॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই"।

—৩৩৭ সংখ্যক পদ

(এই ছন্দোগত ত্রুটি ও গ্রাম্যতা গোবিন্দ কবিরাজের হাতে সম্ভব নয়।)

৩। "এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ নাহি আইল
কারু মুখে না পাই সংবাদ"।

—৪৩৭ সংখ্যক পদ

অথবা

"এমন আচার নাহি কর ডর
ধনাএগ আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবা পাছে" ॥

—৩৩৯ সংখ্যক পদ

অথবা

"যো মেন মলুঁ যো মেন মলুঁ।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আলুঁ ॥…
হাসিয়া বসিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রস-রঙ্গে ॥…
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতি উমতি কুলের খোঁটা ॥"

—২৭, ২৫৩

অথবা

"সোই রে বলি তার কি ধীর সন্ধান
তাকিয়া মারয়াছে বাণ
যেখানে পরাণ"।— ৮৩ সংখ্যক পদ

অথবা

"রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইলুঁ
পরাণ রাখিবার নয় ॥"

—২৮ সংখ্যক পদ

অথবা

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন কটাক্ষ বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়।

—২৯ সংখ্যক পদ

ইত্যাদি এই সব পদে কবির রচনাভঙ্গি (Style) গোবিন্দ কবিরাজের রচনাভঙ্গির সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য বহন করে না। লেখকের ব্যক্তিসত্তা যেখানে রচনায় আত্মপ্রকাশ করে সেখানে তা দুরপনেয়। গোবিন্দ চক্রবর্তীর নদীয়ানাগরী-ভাবের মানসিকতায় কৃষ্ণবিষয়ক পদ অনুরূপ রস ও বাগ্‌ভঙ্গি পরিত্যাগ করতে পারে নি। যেমন "সোইরে কি আর কুল ধরমে"—ইত্যাদি পদে।

এমনকি "নীল রতন কি এ নবঘন ঘটা"-ইত্যাদি পদের শব্দযোজনায় সৌন্দর্য ও অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য গোবিন্দ কবিরাজের রচনাকর্তৃত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও—

"কদম্বের কুঞ্জে কে শ্যাম চিকনিয়া।
রূপ দেখি আইলুঁ জাতি কুল মজাইয়া।"-ইত্যাদি

শ্রেণীর ভণিতিবৈশিষ্ট্য গোবিন্দ চক্রবর্তীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপ ভাবে—"ভালে সে চন্দন চান্দ"-ইত্যাদি পংক্তি গোবিন্দ কবিরাজের দিকে তুলাকোটি একটু হেলাতে না হেলাতেই—

সই কিবা সেই নয়ন নাচনি।
আঁখির হিল্লোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি।" ইত্যাদি

পংক্তি আবার গোবিন্দ চক্রবর্তীকেই মনে পড়িয়ে দেয়।

গোবিন্দদাস-ভণিতায় যে ক'টি বাংলা পদ পদামৃতসমুদ্রে ধরা হয়েছে সেগুলির সংখ্যা মোট ১১টি এবং এই ১১টি পদ থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো গেল যে এগুলির রচনাভঙ্গি, শব্দনির্বাচন, বাক্যগঠন এবং মানসিকতা গোবিন্দ কবিরাজের পদের অনুরূপ একেবারেই নয়।

পদকল্পতরুতে সতীশচন্দ্র রায় লিখছেন "পদামৃতসমুদ্রে গোবিন্দ কবিরাজের পদ সংখ্যা ২৭০"। কিন্তু পদামৃতসমুদ্রে নিশ্চিত ভাবে নিরূপিত গোবিন্দ কবিরাজের পদ আছে মাত্র ২৫৯। এগুলি ব্রজবুলিতে লিখিত। এগুলির সঙ্গে গোবিন্দ দাস ভণিতার বাংলা পদ ১১টি ধরলে ২৭০টি পদ হয়। "যো মেন মলুঁ"-পদটি দু'বার ধরা হয়েছে—২৭ ও ২৫৩ সংখ্যায়। কিন্তু এগুলির মধ্যেও "যো মেন মলুঁ" ২৭

সংখ্যক পদটির টীকায় রাধামোহন স্পষ্টতই পদকর্তারূপে গোবিন্দ চক্রবর্তীর নাম করেছেন—"বক্ষ্যমাণস্তু সখীং প্রতি শ্রীমত্যাঃ প্রত্যুত্তর-রূপগীতস্তু উচিতগৌরচন্দ্রে দাতব্যে তত্র শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তীঠক্কুরকৃতে সাহজিকগোপী-ভাবাক্রান্ত-কতিচিন্নবদ্বীপ-নাগর্য্যুক্তিবর্ণনময়ে "মো মেন মনু"-ইত্যাদি-গীতদ্বয়ে সংগ্রহকারেণ উদাহৃয়েতে।" সে ক্ষেত্রে এই পদটি বাদ দিলে ২৭০টি পদ গোবিন্দ কবিরাজের হয় না। তা'ছাড়া ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারকৃত গোবিন্দ দাসের পদাবলী"-গ্রন্থে রাধামোহনধৃত গোবিন্দদাস ভণিতার বাংলা পদ—"শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর"-পদটি গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদাংশে ধরা হয়েছে। সেটিকেও যদি বাদ দেওয়া যায় তা হ'লে গোবিন্দ কবিরাজের পদ সংখ্যা ২৬৭টি মাত্র—সতীশবাবুর মতে ২৭০টি একেবারেই নয়। এর থেকেও যদি "প্রেমক অঙ্কুর আত জাত ভেল (৪০৪), পদটি বাদ দেওয়া যায় তা'হলে পদসংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৬টি মাত্র।

অজ্ঞাত পদকর্তাদের মধ্যে "গোরাগুণে আছিলা ভালো"-ইত্যাদি ৭৩১ সংখ্যক পদটি সতীশচন্দ্র পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডের আলোচনা অংশে "বল্লভ দাস"-এর ব'লে নির্ণয় করেছেন।

সতীশচন্দ্র বলেন যে "অমূন্যধন্যানি দিনান্তরানি"-ইত্যাদি শ্লোকটির রচয়িতা মাধবেন্দ্রপুরী এবং এটি রূপগোস্বামীকৃত শ্লোক-সংকলন গ্রন্থ পদ্যাবলীতে ধৃত আছে। কিন্তু এই শ্লোকটি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ৪১ সংখ্যক শ্লোকরূপে উল্লিখিত হয়েছে এবং ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১ সংখ্যক শ্লোকরূপেই ধৃত হয়েছে।

পদকল্পতরুর চতুর্থখণ্ডে চতুর্থ শাখার ছত্রিশ পল্লবে বৈষ্ণবদাস লিখেছেন—রাধামোহন-প্রসঙ্গে -

"গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ সব তাঁহা লইয়া॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।"

উক্তিটি বিচার্য।

পদামৃতসমুদ্রে রাধামোহনের ২২৯টি পদ ধরা হয়েছে। কিন্তু পদকল্পতরুতে রাধামোহনের পদ-সংখ্যা ১৮২টি মাত্র আছে। এগুলির মধ্যেও পদামৃত-সমুদ্রে নেই এমন পদের সংখ্যা দশ। রাধামোহন কৃত "ইহ মধু যামিনী মাহ"-ইত্যাদি ২৬২ সংখ্যক পদটি পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের ভণিতায় ধরা হয়েছে কিন্তু পদামৃতসমুদ্রের অধিকাংশ পুঁথিতেই এটি রাধামোহনের ভণিতায় আছে। তরুর ১৯৮৪ সংখ্যক "মথুরা সঞে হরি"-ইত্যাদি পদটি রাধা-মোহনের ভণিতায় আছে। কিন্তু পদামৃতসমুদ্রে ৫৪৩ সংখ্যক এই পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। রাধামোহন স্ব-সংকলিত গ্রন্থে যেস্থলে নিজের ভণিতা দেননি সেখানে বৈষ্ণবদাস কি ক'রে পদটি রাধামোহনের ভণিতায় ধরেন!

পদামৃতসমুদ্রে ধৃত রাধামোহনের পদের অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা ২২৯ দেখা যায়। পদকল্পতরুতে এই বিষয়ে বলা হয়েছে যে ২২৮ পদ রাধামোহনের। কারণ পদামৃতসমুদ্রের ২৬২ সংখ্যক পদটি পদকল্পতরুতে রাধামোহনের ভণিতায় ধরা হয় নি।

অথচ বৈষ্ণবদাস লিখেছেন—"তাঁহার যতেক পদ সব তাঁহা লইয়া।" এক রাধামোহনের পদই তিনি ৪৭টি বাদ দিয়েছেন। এই বাদ দেয়া পদগুলির মধ্যে কীর্তনের রসৌচিত্যের দিক দিয়ে এমন

অনেক দাগী পদ আছে যা গাননির্বাহে অত্যন্ত অপরিহার্য। বিশেষ এই যে, রাধামোহন পদসংখ্যা শুধু স্বীকৃত করেন নি—লীলাকীর্তনে রসোচিত প্রয়োগের অপরিহার্যতার দিক দিয়েই পদ রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—

১। "আকুলচিকুর মিলিতমুখমণ্ডল"—ইত্যাদি ১৩১ সংখ্যক সম্ভোগের পদ।

২। "কয়লি কঠিন মৌন"—ইত্যাদি ১৯৯ সংখ্যক মানের পদ।

৩। "কি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর"—ইত্যাদি ১১২ সংখ্যক পূর্বরাগের গৌরচন্দ্রিকার পদ।

৪। "দেখ রি ইহ রাসরঙ্গ শ্যামসুখদ সাধিকা" ইত্যাদি ২৭৯ সংখ্যক রাসের পদ।

৫। "রাইক কুঞ্জগমন শুনি মাধব"—ইত্যাদি ৬৮ সংখ্যক অভিসারের পদ।

৬। "বাজে বাজে বলয়া"—ইত্যাদি ২৭৩ সংখ্যক রাসের পদ।

৭। "সঙ্কেতকুঞ্জে ভরমভরে জাগলুঁ"—ইত্যাদি ২০১ সংখ্যক মানের পদ।

৮। এছাড়া "তহচিত গৌরচন্দ্র"-বিষয়ক আরো অনেকগুলি পদ যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ত দু'টি পদসংকলনে রাধামোহনের পদ প্রায় অনুপস্থিত। যেমন—গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দে রাধামোহনের একটি মাত্র পদ ধরা হয়েছে। এটিই গ্রন্থের প্রথম পদ ও নন্দমহোৎসবের অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর 'তহচিত গৌরচন্দ্র'-বিষয়ক পদ। দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃতে রাধামোহনের একটি পদও ধরা হয়নি।

"তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লইয়া"—বৈষ্ণবদাসের এই উক্তি আরো একটি বিষয়ে নিরর্থক। পদামৃতসমুদ্রে রাধামোহনধৃত কবিকুলের মধ্যে অন্তত ৪ জন কবির পদ পদকল্পতরুতে নেই। তাঁদের নাম—বল্লভ দাসিয়া, বীরনারায়ণ, দুঃখী রাধামোহন এবং সুবল ঠাকুর। এঁদের লিখিত পদ সংখ্যা মোট—৬। পদগুলি যথাক্রমে—"আরে মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি" ও "মলুঁরে গোরা পহুঁ না ভজিয়া মলুঁ", "গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ", "পিয়া যত কয়ল সোহাগ" এবং "দেখ নটবর নাচে শচীর কোঙর হে" ও "মুরতি দামিনী মদনকামিনী"। ভাবে, ভাষায় ও রচনাভঙ্গিতে পদগুলি চিত্তগ্রাহী—তবু কেন এই পদগুলিকে বৈষ্ণবদাস স্বীয় সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেন নি তার কারণ বোঝা যায় না।

এই পদকর্তাদের মধ্যে সুবল ঠাকুরের পরিচয় স্বয়ং রাধামোহনই দিয়ে গেছেন—পদামৃতসমুদ্রের—"দেখ নটবর নাচে"-ইত্যাদি পদের টীকায়।

যেমন— "শ্রীমদাচার্যঠক্কুরবংশোদ্ভবশ্রীসুবলচন্দ্রঠক্কুরকৃতং "দেখ নটবর নাচে শচীর কোঙর হে" —ইত্যাদি গীতম্"।

শ্রীনিবাসকে শ্রীজীবগোস্বামী বৃন্দাবনে আচার্য-পদবীতে ভূষিত করেন। গোপালপুরগ্রামনিবাসী রাঘবেন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতী তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী, বিবাহের পর যাঁর নাম হয় গৌরাঙ্গপ্রিয়া। কিংবদন্তী—নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র প্রভুর চর্বিত তাম্বূল গ্রহণ ক'রে তিনি গর্ভবতী হন এবং তিন পুত্র ও তিন কন্যার জননী হন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন গতিগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি। গতিগোবিন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন সুবল চন্দ্র বা সুবলঠক্কুর। তিনি বিষ্ণুপুরনিবাসী ছিলেন। পদামৃতসমুদ্রে তাঁর রচিত

মাত্র দু'টি পদই আছে। কিন্তু এই দু'টি সুলিখিত পদ ছাড়াও যে তিনি আরো অনেক পদের রচয়িতা ছিলেন তা অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলি রক্ষিত হয় নি বা পাওয়া যায় নি।

দুঃখী রাধামোহন সম্বন্ধে কোনো পরিচিতি সতীশচন্দ্র পদকল্পতরুতে পঞ্চম খণ্ডে দেন নি এবং বৈষ্ণবদাস তাঁর পদও পদকল্পতরুতে ধরেন নি। মৃণালকান্তি-সম্পাদিত গৌরপদতরঙ্গিণীতেও দুঃখী রাধামোহন সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। রাধামোহন গোস্বামী নামে এক রাধামোহনের উল্লেখ ডক্টর মজুমদার তাঁর "ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী"-র ভূমিকায় পদামৃতসমুদ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তবে ইনিই সেই দুঃখী রাধামোহন কি না বলা যায় না।

"গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ"-ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে নরনারায়ণ ভণিতায় পাওয়া যায় এবং এই নরনারায়ণ যে মিথিলার রাজা নরসিংহ —সতীশচন্দ্র এই মন্তব্যই করেছেন। অবশ্য এটি তিনি অনুমান করেছেন মাত্র। যদি সতীশ-বাবুর মন্তব্য গ্রহণ করা যায় তাহ'লে নরনারায়ণ বা বীরনারায়ণকে মিথিলার রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত রাজা ব'লে ধরতে হয়। কিন্তু পদটির ভণিতাংশ নিয়েই আমাদের আগ্রহ। পদকল্পতরুর পূর্ববর্তী সংকলন পদামৃতসমুদ্র। সেখানে সমস্ত পুঁথিতেই 'বীর-নারায়ণ'-ভণিতা আছে। বৈষ্ণবদাস কেন এর ভণিতায় 'নরনারায়ণ' দিলেন?

বল্লভদাসিয়া আর একজন পদকর্তা। "গোরাগুণে আছিলা ভাল"-ইত্যাদি পদ সতীশবাবুর মতে তাঁর লিখিত। ইনিই বল্লভদাস (ক্ষণদার হরিবল্লভ নন) কিনা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না।

এই সম্পাদনা ব্যাপারে আমি পদকর্তাদের রচনাকর্তৃত্ব নিয়ে কোনো বিচার-বিতর্কে যাইনি। কবিরঞ্জন, কবিশেখর এবং বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি কি না, অনন্ত দাস ও দুখিয়া অনন্ত দাস বিভিন্ন কবি কি না, রাধামোহন ও দুঃখী রাধামোহন অভিন্ন কি না, বল্লভদাস ও বল্লভদাসিয়া ভণিতা একই জনের কি না—এই ব্যাপারে কোনো কূটতর্কে অবতীর্ণ হ'তে আমি চাই না। এ সব সমস্যা নিয়ে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বহু আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন—আরো কোনো অনাবিষ্কৃত নূতন তথ্য বা উপাদান না পাওয়া গেলে এ বিষয়ে আলোচনা ও নূতন আলোকপাত নিষ্ফল।

শুধু মাত্র, যে নামগুলি ভণিতায় পাওয়া গেছে, মাত্র সেইগুলির উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সূচীপত্রে তদনুসারে পদকর্তৃত্ব মেনে নিয়েছি। এ বিষয়ে কোনো অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা বা প্রচেষ্টা করিনি। তবে প্রসঙ্গত গোবিন্দ দাসের বাংলা পদের রচনাকর্তৃত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছি মাত্র। পূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলছি গোবিন্দদাস কবিরাজ কোনো বাংলা পদ লিখেছেন ব'লে আমার মনে হয় না। শুধু ভাষা নয়—মানসিকতার দিক দিয়েই একথা বলছি। বাংলা পদগুলি গোবিন্দ চক্রবর্তীর কিংবা গোবিন্দ আচার্যের অথবা অর্বাচীন কোন এক গোবিন্দদাস নামধারীর রচনা ব'লেই মনে হয়।

আরেকটি কথা। পামরি গোবিন্দদাস ও গোবিন্দদাসিয়া এবং বল্লভদাস ও বল্লভদাসিয়া সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু সূচীপত্রে আমি তাঁদের পৃথক ভাবেই উল্লেখ করেছি কারণ পদে যে নাম আছে সেই নামের ভণিতাই সূচীপত্রে দেওয়া সঙ্গত মনে করেছি।

রাধামোহনের পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে অনেকের

পদই পদামৃতসমুদ্রে নেই। পূর্বেই বলেছি যে ঘোষ-ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষের পদ ধরলেও রাধামোহন গোবিন্দ ঘোষের পদ গ্রহণ করেন নি। এঁদের মধ্যে মাধব ঘোষ কীর্তনে সর্বাধিক তৎপর ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস এ বিষয়ে লিখেছেন—

"সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর।
হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥"

যদিও গোবিন্দ ঘোষ হয়তো মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষের মত লীলাকীর্তন রচনা করেন নি কিন্তু তাঁর গৌরচন্দ্র-সম্বন্ধীয় পদ লীলাবেশমাধুর্যে লক্ষণীয়। অবশ্য রাধামোহন 'তদুচিত-গৌরচন্দ্র'-শীর্ষকে যে সব পদ ধরেছেন সে জাতীয় পদ গোবিন্দ ঘোষের নয়। এঁরা সকলেই মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও নবদ্বীপবাসী ছিলেন। পরে গোবিন্দ ঘোষ নীলাচলে মহাপ্রভুর সন্নিকটেই অবস্থান করেছিলেন।

রামানন্দ বসুর একটি পদও রাধামোহন ধরেন নি। অবশ্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণবদাসও তাঁর রচিত ৭টির বেশি পদ পদকল্পতরুতে দিতে পারেন নি। কিন্তু যে ক'টি দিয়েছেন সেগুলির রচনা রসমধুর ও রামানন্দ বসুর কবিত্বশক্তির স্বীকৃতি বহন করে। তাঁর স্বপ্নসম্ভোগ, পূর্বরাগ ও অনুরাগের পদ রাধামোহন দু'একটি দিতে পারতেন। হয়তো তাঁর পদের সন্ধান তিনি পান নি। হয় তো এই কারণেই শ্রীরাধার পূর্বরাগের "ধরণী শয়নে ঝরয়ে নয়নে"-ইত্যাদি গৌরীদাসের সুন্দর পদটিও পদামৃতসমুদ্রে স্থান পায় নি।

শ্রীচৈতন্যের সহচর কবিকুলের মধ্যে তিনি মাত্র ৭ জন কবির পদ পদামৃতসমুদ্রে ধরেছেন। তাঁরা হচ্ছেন নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, বংশীবদন দাস, মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ আচার্য ও বলরাম দাস।

নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদ। ইনি গৌরনাগরী ভাবের পদ রচনার আদি প্রবর্তক।

মহাপ্রভুর কিছু পূর্বে অর্থাৎ ন্যূনাধিক সাত বৎসর পূর্বে নরহরি শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং অকৃতদার ছিলেন। তাঁর পিতার নাম নারায়ণ।

নরহরি "ভক্তিচন্দ্রিকাপটল" ও "ভক্তামৃত অষ্টক" নামে দু'টি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। নবদ্বীপের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করবার সময় গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব ঘটে। "নরহরি"-ভণিতার "কিনা হৈল সই মোরে"-ইত্যাদি যে পদটি পদামৃতসমুদ্রে আছে সেই পদটি নরহরি সরকার রচিত ব'লে নিশ্চিত ভাবে মনে করা যায় না। পদকল্পতরুতে পদটি নাই। পদকল্পতরুর ১৩৩ পৃষ্ঠায় পদসূচীতে বিধৃত নরহরি-ভণিতার পদগুলি সরকার ঠাকুর ও চক্রবর্তীর নামে সতীশচন্দ্র ভাগ না ক'রে দিয়েছেন। তাতে কিন্তু ভাব-সাদৃশ্যের দিক দিয়ে এই পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা ব'লে মনে হয় না। সম্ভবত পদামৃতসমুদ্রে ধৃত এই পদটি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা নয়। "কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরিতি"-ইত্যাদি পদটি সুলিখিত এবং রচনাভঙ্গিতে চণ্ডীদাসের প্রভাব বহন করে। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন দেখিয়েছেন যে নরহরি সরকারের পদ চণ্ডীদাসের নামেও চলছে। আশ্চর্য এই যে রাধামোহন নরহরি সরকার ঠাকুরের গৌরলীলার পদের একটিও পদামৃতসমুদ্রে অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

বাস্তবিক পক্ষে রচনারীতির দিক দিয়ে বিচার করলে পদামৃতসমুদ্রে ধৃত "কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরিতি"-ইত্যাদি পদটিকে নরহরি সরকারের রচিত বলেই মনে করতে ইচ্ছা হয় কারণ তাঁর রচনাভঙ্গি সরল সুললিত বাংলা এবং চণ্ডীদাসের দ্বারা প্রভাবিত। লীলাপদ রচনায় সরকার ঠাকুরের ঝোঁক না থাকলেও তিনি এই শ্রেণীর পদ একেবারে রচনাই করেন নি এমন কথা বলা যায় না।

নরহরি ভণিতার এই একটি পদই রাধামোহন ধরেছেন।

নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরের রচয়িতা। তিনি বহু পদেরও রচয়িতা কিন্তু তাঁর পদে ব্রজবুলির মিশ্রণ দেখা যায়। এবং সাধারণত রচনাভঙ্গি প্রাঞ্জল নয়।

বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষ ঘোষ-ভ্রাতৃত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরাও চৈতন্যের সমসাময়িক কবিকুলের অন্তর্ভুক্ত এবং শুধু মাত্র পদরচনায় নয়—গীত-বাদ্যেও পারদর্শী ছিলেন। বাসুঘোষ সম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতকার লিখেছেন—

"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।"

মাধব ঘোষ সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতকার লিখেছেন—

"সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর।
হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥"

এঁরা গৌরাঙ্গ বিষয়ক যে সব পদ লিখেছেন তাতে তত্ত্বের প্রভাব অপেক্ষা গৌরাঙ্গের প্রতি হৃদয়বৃত্তির ব্যক্তিগত গাঢ়তা ও প্রেমময় সুষমাই অধিক।

পূর্বেই বলেছি গোবিন্দ ঘোষের কোনো পদ রাধামোহন তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। কিন্তু তাঁর রচিত "হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও"-ইত্যাদি পদটি, যে কোনো সংকলনের শোভাবর্দ্ধন করতে পারে। সম্ভবত পদটি গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে প্রয়োগের উপযুক্ত নয় ব'লেই বাদ গেছে।

চৈতন্যদেব থেকে মুরারি গুপ্ত বয়সে কিছু বড়ই ছিলেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যের প্রথম চরিতগ্রন্থকার। গ্রন্থের নাম মুরারি গুপ্তের কড়চা বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত। এই গ্রন্থটি অবলম্বন ক'রে কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য রচনা করেন। মুরারি গুপ্তের "সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও"—এই একটি মাত্র পদ পদামৃতসমুদ্রে স্থান পেয়েছে।

বংশীবদন বা বংশীদাস অথবা বংশী, ডক্টর মজুমদারের মতে একই ব্যক্তি। "ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি"-ইত্যাদি ২৪২ সংখ্যক পদটি বংশীদাস ভণিতায় আছে। এই পদটিই পদকল্পতরুতে বংশীবদন ভণিতায় ধরা হয়েছে।

বংশীবদন শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই তথ্যটি নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকরে দিয়েছেন। ইনি গৌরাঙ্গের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। কবিকর্ণপুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় রূপ-সনাতনের নামোল্লেখের পূর্বেই এঁকে নরহরি সরকার ও গোপীনাথ আচার্যের পরেই উল্লেখ করেছেন—"বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাস ঠক্কুরঃ।"

ডক্টর মজুমদার বলেন যে এই বংশীদাস শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য বংশীদাস নন।

বলরাম দাস নামে যে দুই পদকর্তা প্রসিদ্ধ তাঁদের একজন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন। দেবকীনন্দন তাঁর বৈষ্ণব-বন্দনায় তাঁর সম্বন্ধেই লিখেছেন—

"সঙ্গীতকারক বন্দো শ্রীবলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস"॥

ইনি সরল ভাষায় পদ রচনা করেছেন।

অপর বলরাম দাস গোবিন্দ দাস কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্যসিংহের পুত্র। তাঁর রচনারীতি আলঙ্কারিক।

এই দুই বলরাম দাসের পদ মিশে একাকার হ'য়ে গেছে। রচনারীতির উপর নির্ভর ক'রে হয়তো উভয়ের পদ পৃথক করা সম্ভব হ'তে পারে—তবে তা খুব সহজ ও নির্ভুল নাও হ'তে পারে। রাধামোহন বলরাম দাসের ভণিতায় মোট ১১টি পদ ধরেছেন এবং এইগুলির রচনাভঙ্গি সম স্তরের নয়। ৪০৫ সংখ্যক "কতয়ে বেরি বেরি রচব শেষ রি"-ইত্যাদি পদের সঙ্গে ৪০৬ সংখ্যক "কে মোরে মিলায়াঁ দিবে"-ইত্যাদি পদের তুলনা করলেই বোঝা যাবে প্রাচীন বলরাম দাস কোন জন।

শ্রীচৈতন্যের পরিকর কবিবৃন্দের মধ্যে রূপ গোস্বামী, নয়নানন্দ ও অনন্ত দাসের পদ রাধামোহন তাঁর পদামৃতসমুদ্রে ধরেছেন। রূপগোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের অমাত্য এবং শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার হয়েছিল ১৫১০-১৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে। সংসার-জীবনে তাঁদের কি নাম ছিল জানা যায় না, মহাপ্রভু তাঁদের নামকরণ করেন রূপ ও সনাতন। চৈতন্যপ্রসাদে রূপ কবিত্বশক্তির সার্থক অধিকারী হন। পদামৃতসমুদ্রে শ্রীরূপের ললিতমাধব নাটকের একটি শ্লোক ও হংসদূতের একটি শ্লোক ধরা হয়েছে। তাছাড়া সনাতন গোস্বামীর নামাঙ্কিত যে বারটি পদ রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে ধরেছেন সেগুলিও রূপের রচনা ব'লেই প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীজীব গোস্বামীর স্তবমালায় শ্রীরূপের লিখিত এইসব পদে সনাতনের নাম অতি সুকৌশলে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

নয়নানন্দ ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি গৌর-গদাধর তত্ত্ব ও পূজা প্রচারের একজন প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁর পূর্ব নাম কি ছিল জানা যায় না—নয়নানন্দ নাম রেখেছিলেন স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব।

পদামৃতসমুদ্রে রাধামোহন নয়নানন্দের একটি মাত্র পদ ধরেছেন। পদটি শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন-বিলাসবিষয়ক। এতেও গৌর-গদাধর তত্ত্বের কথাই পদান্তে নয়নানন্দ প্রচার করেছেন—

"নয়নানন্দের মনে আন নাহি জানে
আমার গদাধরের প্রাণ॥"

অনন্ত দাস ভণিতায় ৫টি পদ পদামৃতসমুদ্রে আছে। এ ছাড়া অনন্ত দাস দুখিয়া ভণিতাতেও একটি পদ পাওয়া যায়।

অনন্ত দাস নামা পদাবলীরচয়িতা একাধিক। পদকল্পতরুতে অনন্ত ও অনন্ত দাস ভণিতার পদগুলি পৃথক শীর্ষকে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমি পদামৃত-সমুদ্রের সূচীপত্রে এই পদগুলিকে একই শীর্ষকে ধরেছি। কারণ ভণিতায় বা রচনারীতির ভঙ্গিমায় কোনো পার্থক্য নেই। দুখিয়া অনন্ত দাস ভণিতায় ৮০ সংখ্যক "কি পেখলুঁ বরজরাজকুলনন্দন"-ইত্যাদি পদটিও এই অনন্ত দাসেরই রচনা। কিন্তু "দুখিয়া" বিশেষণটি থাকায় পৃথক শীর্ষকে ধৃত হয়েছে।

আমি পূর্বেই বলেছি যে সূচীপত্র-শীর্ষক আমি ভণিতা অনুযায়ী ধরেছি—পদকর্তৃত্বের বিচারের নিরিখে করিনি।

রাধামোহন যাঁদের ধরেছেন তাঁদের মধ্যে চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস এবং জ্ঞানদাস আছেন।

এছাড়া আছেন শ্রীনিবাসের কবি শিষ্যদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি কবি।

লোচন দাসের যে দু'টি পদ রাধামোহন ধরেছেন—সে দু'টির মধ্যে একটি পদ—"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ এই নিবেদন"-ইত্যাদি ৭৩৮ সংখ্যক গীত। পদামৃতসমুদ্রে এই পদের ভণিতায় লোচন দাসের নাম আছে ("এ দাস লোচনে কয়")। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের ১৩৫৭ এবং ৪৯৫, ৪৯৬ সংখ্যক পুঁথিতে এবং পদকল্পতরুর ৩০১৪ সংখ্যক পদে নরোত্তমের ভণিতা আছে। ডক্টর মজুমদারের মতে এই ভণিতাই ঠিক—পদামৃতসমুদ্রের ভণিতা লিপিকরপ্রমাদজ।

লোচন কবি চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা হিসাবে চৈতন্যচরিতকারও বটেন এবং ধামালি-পদের রচয়িতা হিসাবে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধিও লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকের—অনুবাদক হিসাবেও তাঁর শক্তি স্বীকৃত। জগন্নাথবল্লভের শ্লোকের ভাবানুবাদে তিনি মূল শ্লোকের কবিত্বকেও যেন পরাজিত করেছেন।

লোচন ছিলেন গৌরনাগরী-ভাবের উপাসক।

চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে কিছু গীতিপদ সন্নিবিষ্ট করেছেন। রাধামোহন বৃন্দাবন দাসের যে দু'টি পদ ধরেছেন সে দু'টিই চৈতন্য-ভাগবতের পদ। আর এক বৃন্দাবন দাসের অস্তিত্বও স্বীকার্য কেননা তাঁর বহু পদ পদকল্পতরু ও গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে স্থান পেয়েছে। সে বৃন্দাবন দাস অর্বাচীন।

কবি জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দের উপাসক এবং নিত্যানন্দ-শাখার অন্তর্ভুক্ত।—

"পীতাম্বর মাধবাচার্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥"—

ইনি নিত্যানন্দের পদ গৌরচন্দ্রিকার মতই রচনা করেছেন এবং ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জ্ঞানদাসের তিনটি "নিত্যানন্দ-চন্দ্রিকা"-র পদও ধরেছেন। কিন্তু তাঁর এই রীতি সমাদৃত হয়নি।

জ্ঞানদাস বর্দ্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রামানন্দ বসুর প্রভাব সত্ত্বেও জ্ঞানদাস তাঁর নিজস্ব রচনারীতির গঠনসুষমা ও ভাবরসের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছিলেন।

রাধামোহন জ্ঞানদাসের মাত্র দশটি পদ ধরেছেন। লক্ষণীয়—চণ্ডীদাসপ্রভাবিত কাহিনীমূলক কোনো পদ বা বিদ্যাপতিপ্রভাবিত "খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ"-ইত্যাদি পদ রাধামোহন ধরেন নি।

আরো কিছু পরবর্তীকালের কবিকুলের মধ্যে ১০ জন কবির পদ রাধামোহন তাঁর পদামৃত সমুদ্রে ধরেছেন—যথা—শ্রীনিবাস, নরোত্তম, গোবিন্দগতি, গোবিন্দ কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বীর হাম্বীর বল্লভদাস, বসন্ত রায়, যদুনন্দন ও রায় শেখর। তাঁদের মধ্যে শ্রীনিবাসের কবিকৃতি সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলেছি। শ্রীনিবাসের কাল সম্বন্ধে ডক্টর মজুমদার তাঁর "ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য"-গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে শ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫১৬।১৭ খৃষ্টাব্দ।

নরোত্তম ঠাকুর শ্রীনিবাসের চেয়ে বয়সে ১৪/১৫ বছর ছোট ছিলেন এবং শ্রীনিবাসের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি কীর্তনের নূতন পদ্ধতি স্থাপন করেছিলেন এবং বৃন্দাবনের কৃষ্ণপারম্যবাদের সঙ্গে গৌড়ের গৌরপারম্যবাদের সমন্বয় সাধন

করেন। ইনিই খেতুরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে যে ছ'টি বিগ্রহ স্থাপন করেন সেই উৎসবে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তিও স্থাপিত হয়। খেতুরীর উৎসব ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের পর পরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নরোত্তম ঠাকুর প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা রচনা করেন।

৭৩১ সংখ্যক "গোরাগুণে আছিলা ভাল ঠাকুর শ্রীনিবাস"-ইত্যাদি ভণিতাহীন পদটি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য বল্লভ দাসের রচনা। বল্লভদাস ভণিতায় আর একটি পদ রাধামোহন ধরেছেন। এটি ৭২৫ সংখ্যক "গৌরাঙ্গ পাতকি উদ্ধার করুণায়"-ইত্যাদি গীত। বল্লভ দাসিয়া ভণিতায় দু'টি পদ আছে—একটি ৭২৮ সংখ্যক "আরে মোর গৌরাঙ্গ গোঁসাঞি"-ইত্যাদি এবং অপরটি "মলুঁরে গোরা পহুঁ না ভজিয়া মলুঁ"-ইত্যাদি ৭২৪ সংখ্যক পদ। মনে হয় এই তিনটি পদও নরোত্তম-শিষ্য বল্লভ দাসেরই রচনা। রাধামোহন ঠাকুর "গোরাগুণে" ইত্যাদি পদের টীকায় লিখেছেন—

"গোরাগুণে আছিলা ভাল ঠাকুর শ্রীনিবাস।

নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দাদি দাস" ॥ ইতি চরণম্ এব অস্মৎপূর্বানুশীলিতকীর্তনানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। অন্যান্যচরণানাং বিহারাত্মকগানস্ত নাতিসুখদত্বাৎ ॥" —বহ সংস্করণ—৪৭৭ পৃষ্ঠা।

এখানে স্পষ্টতই দু'টি মুদ্রনপ্রমাদ অথবা লিপিকরপ্রমাদ আছে। একটি "জ্ঞেয়ম্", যার স্থলে হবে "গেয়ম্"। অন্যটি "বিহারাত্মকগানস্ত", যার স্থলে হবে "বিলাপাত্মকগানস্ত।" অন্যথায় "নাতিসুখদত্বাৎ"-পদটি নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। "গোরাগুণে আছিলা"-ইত্যাদি পদটিকে আমি সূচীপত্রে "অজ্ঞাত" শীর্ষকে ধরেছি কারণ পদে ভণিতা পাইনি। এটিতে পদকর্তৃত্বের কোনো প্রসঙ্গ নেই।

"বিলাপাত্মক" শব্দটি বসাতে চাই এই কারণেই যে পরবর্তী পংক্তিগুলি এবং অন্যপদেও এই ধরণের অর্থাৎ বিলাপাত্মক পংক্তি তিনি লিখে গেছেন যথা—

"একুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই ॥"

"উচ্ছিষ্টের কুক্কুর মুঞি আছিনু সেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিতে কতো কথা।
ভিটা পোওরিয়া কুকুর কান্দে বসতি আছি হেথা ॥"

পদটি গোবিন্দ কবিরাজেরও মৃত্যুর পর রচিত।

নরোত্তম ঠাকুরের ১৭টি পদ রাধামোহন ধরেছেন।

যদুনন্দন দাসের ১৯টি পদ রাধামোহন ধরেছেন। এই পদগুলির ভাষাগত বিচারে মনে হয় অন্তত দু'টি পদের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ যদুনন্দন দাস নন—যিনি কর্ণানন্দ ও রসকদম্বের রচয়িতা। ইনি হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এই দু'টি পদ যথাক্রমে পদামৃতসমুদ্রের ৩২২ সংখ্যক 'কানু-অনুরাগ কথা কি কহিব আর।"-ইত্যাদি এবং ৬৫৯ সংখ্যক "জটিলা আসিয়া এবে।"-ইত্যাদি। মিল-রচনায় যাঁর দক্ষতা নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে সুপ্রকট—

"তোহারি সঙ্কেত কুঞ্জে কুসুমশর পুঞ্জে
রহল একসরিয়া।
তনুমন বিরহ- দহনে ধনি দগধই
প্রাণ-হরিণী যায়ে জরিয়া ॥"—

তাঁর হাতে—

"শুনি সেই হর্ষমতি করয়ে প্রণতি স্তুতি
ত্বরান্বিতা কহয়ে বধূরে।
এই বিপ্র দ্বিজবর সুশীল সর্বগুণাকর
পৌরোহিত্যে বরহ ইহারে ॥" ইত্যাদি গীতে

পদান্তের অতি দুর্বল মিল কি করে সম্ভব? "বধূরে-র" সঙ্গে "ইহারে", "মতির" সঙ্গে "স্তুতি"র-মিল হাস্যকর। তা'ছাড়া শব্দ-নির্বাচন-শক্তিরও বহু পার্থক্য।

রায় বসন্ত ছিলেন নরোত্তমের শিষ্য। ভক্তি-রত্নাকরে এ কথাও লিখিত আছে যে তিনি শেষ বয়সে বৃন্দাবনবাসী হয়েছিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে রায় বসন্তকে বিদ্যাপতির চেয়েও বড় কবি বলেছেন—এটি অত্যুক্তি মাত্র। রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের সঙ্গে কেউ কেউ এঁকে এক ব্যক্তি ব'লে মনে করেন কিন্তু তিনি ছিলেন কায়স্থ আর ইনি ব্রাহ্মণ। গোবিন্দ দাসের পদে এর প্রমাণ আছে—

"গোবিন্দ দাস কহে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥"

পদকল্পতরু—২৪৩৪।

রায় শেখর ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। রঘুনন্দনের শিষ্য। তাঁর রচিত পদে শেখর ভণিতাও পাওয়া যায়।

কবি শেখর ভণিতায় পদামৃতসমুদ্রে চারটি পদ ধরা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১৪০ সংখ্যক "হাম দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু"-ইত্যাদি পদটি রামবৃক্ষ বেনীপুরী তাঁর "বিদ্যাপতি কী পদাবলী"-নামক সংকলনগ্রন্থে "শ্রীকৃষ্ণ কী শিক্ষা"-শীর্ষকে ধরেছেন। পদটি ডক্‌টর মজুমদার সম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী"-গ্রন্থে নেই। রামবৃক্ষ বেনীপুরী পদামৃতসমুদ্রের "তিল এক নয়ন ওত জীউ না সহ"-ইত্যাদি পদটিও তাঁর "বিদ্যাপতি কী পদাবলী"-নামক সংকলন-গ্রন্থে "শ্রীকৃষ্ণ কা বিরহ"-শীর্ষকে ধরেছেন।

কবি শেখরের চারটি পদই ব্রজবুলিতে লিখিত।

ডক্‌টর মজুমদার বলেন শেখর তাঁর পদে যেখানে ভণিতায় 'কবি' শব্দটি যুক্ত করেছেন সেখানে "কবি শেখর" এই বিযুক্ত ভাবে শব্দ-দু'টি ব্যবহার করেছেন। একত্রে নয়—"তিনি 'কহ কবি শেখর' লিখিয়াছেন—কিন্তু কবিশেখর লেখেন নাই।"

'কবিশেখর'-ভণিতাযুক্ত পদগুলির অধিকাংশই বিদ্যাপতির ব'লেই ধরতে হয়। "অধিকাংশ"-শব্দটি ব্যবহার করলাম এই জন্য যে, লিপিকরের প্রসাদে "কবি শেখর" এই বিযুক্ত শব্দ দু'টি "কবিশেখর" এই সংযুক্ত পদে পরিণত হ'তে কতক্ষণ! কাজেই বিচার ক'রেই কোনটি বিদ্যাপতির তা নির্ণয় করতে হবে।

'কবিরঞ্জন'-ভণিতায় রাধামোহন দু'টি পদ ধরেছেন, একটি ২৯২ সংখ্যক 'উদসল কুন্তলভারা' এবং অন্যটি ৬০০ সংখ্যক 'কি পুছসি এ সখি কানুক সনেহ।" দু'টি পদই বিদ্যাপতির কি'না (কবি-রঞ্জনের) এ নিয়ে মতান্তর আছে। ডক্‌টর মজুমদার এ দু'টি পদ তৎসম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী"-গ্রন্থে ধরেন নি। হরেকৃষ্ণ বাবুর মতে "কবিরঞ্জন" ভণিতার সমস্ত পদই শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির। সতীশচন্দ্রের মতে হরেকৃষ্ণ বাবু ভ্রান্ত। রামবৃক্ষ বেনীপুরীর "বিদ্যাপতি কী পদাবলী"-গ্রন্থেও পদ দু'টি সংকলিত হয় নি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মোট তিনটি পদ ধরা হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি বন্দনামূলক—৭২৯ সংখ্যক "শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ"-ইত্যাদি। অন্য দু'টির একটি ললিতমাধবের এবং অন্যটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের অনুবাদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী অনুবাদক হিসাবে ভাবানুবাদের পক্ষপাতী। পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত তিনটি পদই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত থেকে গৃহীত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার

পূর্বেই গোবিন্দলীলামৃত রচনা করেছিলেন এবং কবি হিসাবে যথেষ্ট মর্যাদাও লাভ করেছিলেন। গ্রন্থটি সংস্কৃতে রচিত।

গোপাল দাসের একটি পদ—"হরি হরি আমার এমন"-ইত্যাদি ৭১৮ সংখ্যক গীত রাধামোহন ধরেছেন। রসকল্পবল্লী-রচয়িতা ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। এঁর নাম রামগোপাল দাস—শ্রীখণ্ডের কবি। এঁরই পুত্র পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরীর লেখক।

পদামৃতসমুদ্রে গোবিন্দ দাস ভণিতায় ব্রজবুলিতে ২৫৯টি এবং বাংলায় ১১টি পদ আছে। এগুলির মধ্যে "মো মেন মলুঁ"-পদটি দু'বার ধরা হয়েছে। মোট—পদ সংখ্যা তাহলে দাঁড়ায় ২৭০টি। বলা বাহুল্য—গোবিন্দ চক্রবর্তী ও গোবিন্দ আচার্যের পদও এই ভণিতায় এগুলির মধ্যেই আছে। গোবিন্দ দাসিয়া ও পামরি গোবিন্দ দাস ভণিতাতেও যথাক্রমে ১+২=মোট ৩টি পদ ধরা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ২৭ সংখ্যক "মো মেন মলুঁ"-ইত্যাদি এবং ২৮ সংখ্যক "শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর-ইত্যাদি পদ দু'টির রচয়িতা যে গোবিন্দ চক্রবর্তী সে কথা রাধামোহন নিজেই টীকায় ব'লে গেছেন—"শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তীঠক্কুরকৃতে সাহজিকগোপী-ভাবাক্রান্ত-কতিচিন্নবদ্বীপনাগর্যুক্তিবর্ণনময়ে "মো মেন মলুঁ"—ইত্যাদিগীতদ্বয়ে সংগ্রহকারেণ উদাহৃিয়েতে"।

রাধামোহন চণ্ডীদাস ভণিতায় চারটি, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় একটি এবং বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় চারটি—মোট ৯টি পদ ধরেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের পদের ভাষা অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতন নয়। সম্ভবত ভাষাগত পার্থক্যটি কীর্তনীয়ার কণ্ঠে ক্রমশ ঘটেছে।

চম্পতি ভণিতায় মোট পাঁচটি পদ রাধামোহন ধরেছেন। এগুলির মধ্যে তিনটি পদ ব্রজবুলিতে লিখিত মানের পদ, অন্য দু'টি পদ প্রবাস বিরহের। এই দু'টি পদের মধ্যে একটি খাঁটি বাংলায় লেখা পদ। চম্পতি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিতর্ক আছে। ইনি বাঙালী অথবা উড়িষ্যাবাসী—বিতর্কের এই একটি সূত্র। তিনি বিদ্যাপতির সঙ্গে অভিন্ন কি না—বিতর্কের এই আর একটি সূত্র। রাধামোহন তাঁর ২৩৫ সংখ্যক "কি করব জপতপ দানব্রত নৈষ্ঠিক"-ইত্যাদি পদের টীকায় লিখেছেন—

"শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তশ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্র-শ্চম্পতি-রায়নামা মহাভাগবত আসীৎ। স এব গীতকর্তা। তস্য সিদ্ধিদশায়ামপি তন্নাম"।

অতএব ২৩৩, ২৩৪ ও ২৩৫ এই তিনটির পদকর্তার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু "মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে" এই ৪০৮ সংখ্যক পদটির রচয়িতা কি উড়িষ্যাবাসী চম্পতি রায়? অথবা কোনো বাঙালী কবি? চম্পতি তথা চম্পটী পদটী বাংলাতেও পাওয়া যায়।

জয়দেবের মোট আটটি পদ রাধামোহন ধরেছেন। এই আটটি পদের মধ্যে একটি পদ বন্দনার—"প্রলয়পয়োধিজলে"-ইত্যাদি ২ সংখ্যক গীত। অন্য সাতটি পদ অষ্টনায়িকার মধ্যে প্রোষিতভর্তৃকাকে বাদ দিয়ে অন্য নায়িকাদের উদাহরণ-পদরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—১৫২ সংখ্যক "রতি-সুখসারে"-ইত্যাদি গীতটি অভিসারিকার পদ। ৫৫৭ সংখ্যক "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহংগতয়া"-ইত্যাদি গীতটি বাস-কসজ্জিকার পদ। ১৭৩ সংখ্যক "পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্"-ইত্যাদি গীতটি বিরহোৎকন্ঠিতার পদ। ১৭৯সংখ্যক"কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্"-ইত্যাদি গীত বিপ্রলব্ধার পদ। ২০৮ সংখ্যক "রজনি-

জনিতগুরুজাগররাগকষায়িত"-ইত্যাদি গীতটি খণ্ডিতার পদ। ২২৬ সংখ্যক "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচিকৌমুদী"-ইত্যাদি গীতটিকে কলহান্তরিতার পদ ব'লে উল্লেখ করা যেতে পারে। "রাধাবদন-বিলোকনবিকশিত"-ইত্যাদি ৫৬০ সংখ্যক গীতটি কর্মগতরূপে না হ'লেও ভাবগতরূপে স্বাধীনভর্তৃকার পদ।

মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত একটি পদ রাধামোহন ধরেছেন। মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন ঈশ্বর পুরীর দীক্ষাগুরু। এই ঈশ্বর পুরীর কাছেই শ্রীচৈতন্ত দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছু জানা যায় না। চৈতন্ত-চরিতামৃতের আদি লীলার নবম পরিচ্ছেদে আছে—

"জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
ভক্তি-কল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর॥"

চৈতন্তচরিতামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাধবেন্দ্র-পুরীর প্রেমভক্তিময় জীবনের কিছু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সতীশচন্দ্র রায়ের মতে ইনি শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের কিছু পূর্বেই অপ্রকট হয়েছিলেন।

পদকল্পতরুতে কবি কর্ণামৃত-(লীলাশুক-বিল্বমঙ্গল) রচিত "অমূন্যধন্যানি দিনান্তরানি"-ইত্যাদি শ্লোকটি সতীশবাবু কেন মাধবেন্দ্রপুরীর নামে সূচীপত্রে দিয়েছেন—তা জানা যায় না।

পূর্বেই বলেছি সূচীপত্রে রূপ গোস্বামীর দু'টি পদের উল্লেখ করা হয়েছে—একটি ললিতমাধব নাটক থেকে এবং অন্যটি হংসদূত থেকে। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর নামাঙ্কিত পদগুলি রূপ গোস্বামী লিখিত ব'লে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

স্তবমালায় শ্রীজীবগোস্বামীর শ্লোক থেকেই এ বিষয়ে প্রমাণ গৃহীত হয়েছে—

"শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যতে॥"

পদামৃতসমুদ্রে রূপ গোস্বামীর পদের সংখ্যা দাঁড়ায় চোদ্দ।

রূপ গোস্বামীর প্রভাব বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে অপরিসীম। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত নূতন প্রেমধর্মের আলোকবর্তিকা চির উজ্জ্বল ক'রে রাখার ব্যাপারে রূপ গোস্বামীর দান অপরিসীম। তিনি শ্রীচৈতন্তের কৃপা লাভ ক'রে অপূর্ব কবিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রেমধর্মের রসতাত্ত্বিক ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, নাটকচন্দ্রিকা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, এবং হংসদূত ছাড়াও আরো কিছু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। যেমন—লঘুভাগবতামৃত, উদ্ধবসন্দেশ, স্তবমালা, বৃহৎ ও লঘু গণোদ্দেশদীপিকা, দানকেলি-কৌমুদী ইত্যাদি বহু গ্রন্থ এগুলির অন্তর্ভুক্ত। ইনি আনুমানিক ১৪১১ শক থেকে ১৪৮০ শক পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। রূপ-সনাতনের জীবন-কাহিনী সবিস্তার জানবার কোনো উপাদান নেই।

লীলাশুক ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় মহাপ্রভু কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকাবলীর আবৃত্তি শুনে ১১২টি শ্লোক লিখিয়ে আনেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নকল করিয়ে আনেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন যে শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভু তাঁর বিরহবেদনার প্রকাশে কর্ণামৃতের ৪টি শ্লোক বার বার আবৃত্তি করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গোপালভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং চৈতন্যদাস শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর বিস্তৃত টীকা রচনা করেছিলেন। বৃন্দাবনেই এই কাজটি হয়েছিল।

শঙ্করাচার্যের শিষ্য পদ্মনাভাচার্যের শিষ্যপরম্পরায়

বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। বিল্বমঙ্গলের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। নবম শতাব্দী অথবা একাদশ শতাব্দী কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি বর্তমান ছিলেন—এমন কথা বিভিন্ন পণ্ডিতেরা বলতে চেয়েছেন। ডক্টর মজুমদারের মতে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ছিলেন এবং ইনিই বৈয়াকরণ লীলাশুকের সঙ্গে অভিন্নও হ'তে পারেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ছাড়াও লীলশুক আরো অনেক গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেছিলেন। ডক্টর মজুমদার সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত"-গ্রন্থে লীলাশুক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের মাত্র ১১০টি শ্লোক নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু এখন তিন শতাধিক শ্লোকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কত তা এখনও সঠিক ক'রে বলা যায় না।

রামানন্দ রায়ের চারটি পদ পদামৃতসমুদ্রে ধরা হয়েছে। এগুলির মধ্যে তিনটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং একটি ব্রজবুলিতে লিখিত। সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক তিনটি জগন্নাথবল্লভ নাটক থেকে গৃহীত। "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি পদটি চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে আছে। এই পদটি গৌড়ীয় রসতত্ত্বের মধ্যমণি।

সিংহ ভূপতির তিনটি পদ রাধামোহন ধরেছেন। একটি রূপের—২৯৪ সংখ্যক "গৌর দেহ সুধারস"-ইত্যাদি গীত, দ্বিতীয়টি চাতুর্মাসিক বিরহের—৪৪৮ সংখ্যক "মোর বনে বনে"-ইত্যাদি গীত এবং তৃতীয়টি ভাবোল্লাসের ৫৪১ সংখ্যক "রে রে পরম প্রেম"-ইত্যাদি গীত।

এই পদগুলির রচনাকর্তৃত্বসম্বন্ধে মতান্তর আছে। "সকল সখি পরবোধি কামিনী"-ইত্যাদি ১৩৭ সংখ্যক পদটি পদকল্পতরুতে সিংহ ভূপতির নামে থাকলেও পদামৃতসমুদ্রে বিদ্যাপতির ভণিতায় পাওয়া যায়। মৈথিল "রাগতরঙ্গিণী"-নামক সংকলন-গ্রন্থে পদামৃতসমুদ্রধৃত তিনটি পদই আছে এবং সতীশচন্দ্র মনে করেন যে এই তিনটি পদই বিদ্যাপতির রচিত অথবা শিব সিংহ নৃপতি বা সংক্ষেপে সিংহ ভূপতির রচনা।

ভূপতি সিংহ সম্বন্ধে এর বেশি বিশেষ কিছু জানা যায় না।

দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেব থেকে আরম্ভ ক'রে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লীলাশুক বিল্বমঙ্গলকে স্পর্শ ক'রে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ বিদ্যাপতি থেকে রাধামোহন পর্যন্ত গীতিপদের বিচিত্র রসের ধারা পদামৃতসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ৭০০ বছরের কাব্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বলিষ্ঠ রূপ সংকলয়িতা রাধামোহনের হাতে প্রতিমার মতন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে।

লীলাকীর্তনের একটি প্রয়োগবিধিসম্মত পূর্ণাঙ্গ রসের বিন্যাস পদামৃতসমুদ্রে পাই—যা অষ্টাদশ শতাব্দীর বা উত্তরকালের অন্য কোনো সংকলনে নেই।

প্রসঙ্গত কীর্তন সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন।

কীর্তন শব্দের উৎপত্তি √কীর্ত্ ধাতু থেকে। এই ধাতুর অর্থ—"To mention, make mention of, tell, name, call, recite, repeat, relate, declare, communicate, commemorate, celebrate, praise, glorify" —Monier Williams.

কীর্তন শব্দের অর্থ—"1. telling, narrating. A temple 2. Fame, glory."-Apte's

'কীর্তন' শব্দ বলতে আমরা যা বুঝি তার অর্থ দেবতার নাম, গুণ বা লীলা কথন। সুতরাং কীর্তন শব্দটি যৌগিক শব্দ হিসাবে গ্রহীতব্য নয়, যোগরূঢ় শব্দরূপেই গ্রহীতব্য। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই অর্থই নির্দেশ করেছেন "নামলীলা-গুণাদীনাম্ উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।" সনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামী "ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনম্" ব'লে কীর্তনের লক্ষণ দিয়েছেন। সনাতন গোস্বামী "স্মরণ"-ক্রিয়া অপেক্ষা কীর্তন-ক্রিয়াকে অধিক সমাদর করেছেন—"ততঃ স্মরণাৎ কীর্তনং বরং—সর্বথা শ্রেষ্ঠমেব।" কারণ স্মরণ শুধুই মনের ব্যাপার, তাকে একাগ্র করা অতি দুষ্কর। কিন্তু মনের সঙ্গে শ্রবণ ও বাক্ ইন্দ্রিয় যুক্ত ক'রে ভগবানের নামোচ্চারণে যে সুখবিশেষ অনুভূত হয় তা অনন্তদুর্লভ "মনঃশ্রবণবাগিন্দ্রিয়াদ্বিব্যাপা-সুখবিশেষস্থাপাদনাৎ।"—ভক্তিসন্দর্ভ।

এ বিষয়ে শ্রীজীবের উক্তি আরও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন—কলিতে অন্য যে ভক্তিযোগ আছে তা হচ্ছে—কীর্তন। কারণ তা ভক্তি এনে দেয় —"কলৌ যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে—সা কীর্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব।"

শ্রীজীবগোস্বামীর মতে নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বিষয়ক কীর্তন ক্রমশ গেয়— অধিকারী ভেদে। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন নামকীর্তন, তারপর রূপধ্যানের নিমিত্ত রূপকীর্তন। তারপর শ্রীভগবানের গুণ কীর্তন। আরো অন্তরঙ্গ স্তরে—সর্বশেষে লীলাকীর্তনের রসাস্বাদন।

জীবগোস্বামী কীর্তনের অতি প্রশস্ত গুণ-ব্যাখ্যাপন করেছেন। শুধু কীর্তন নয়—সঙ্কীর্তনেও আরো অধিক গুণাধান করেছেন। তিনি বলেছেন—"বহুভির্মিলিত্বা কীর্তনং সঙ্কীর্তনম্ ইত্যুচ্যতে। তত্তু চমৎকারবিশেষযোগাৎ পূর্বতোঽপি অধিকম্ ইতি জ্ঞেয়ম্।"—ভক্তিসন্দর্ভ—ষট্সন্দর্ভ।

নামসঙ্কীর্তনে সকলের অধিকার—কেননা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ব'লে গেছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এই যে কীর্তন—এ হচ্ছে এক শ্রেণীর ভক্তিযোগ। দ্রব্য, জাতি, গুণ, ও ক্রিয়া নির্বিশেষে দীনজনে অপার করুণাময়ী এই ভক্তি—একথা শ্রুতি-স্মৃতি-প্রভৃতি গ্রন্থে বহু স্থলেই উল্লিখিত হয়েছে। কলিযুগের দৈন্য সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে—

"অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ॥"

অতএব এই কীর্তনের দ্বারাই সর্বযুগের মহাসাধনা লভ্য অর্থাৎ সর্বপ্রকার ফল অনায়াসেই লাভ হ'য়ে থাকে। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকীর্তনেই সমস্ত সুকৃতি লব্ধ হয়। "কীর্তনাৎ পরমাং শান্তিং... সর্বোৎকৃষ্টাং ভগবন্নিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি।"—ভক্তিসন্দর্ভ।

অনায়াসে কীর্তনের দ্বারা কলিযুগে এই পরমা প্রাপ্তি, কীর্তনাদির স্তর অতিক্রম না ক'রেও এবং এক হিসেবে অতিক্রম ক'রে, প্রেমের যে স্তরে ভক্তকে উত্তীর্ণ করে তারই নাম প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি। রাগভক্তি বলতে বোঝায় সেই প্রেম যার তুলনা—বিষয়ীর (ভক্তের) স্বাভাবিক বিষয়সংভোগেচ্ছাময় প্রবৃত্তিসংরাগ। ভক্ত যেখানে পঞ্চধা মুখ্য প্রেমভক্তির আনন্দ ব্যবহিত ভাবে অনুভব করেন সেখানেই রাগানুগা ভক্তি—"অথ রাগানুগা। তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়-সংস্তোগাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ! যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্যাদৌ।" ভক্তিসন্দর্ভ।

তাই সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে শ্রীভগবানের নাম, রূপ,

গুণ ও লীলা সম্ভোগ ভক্তের অতি প্রিয় আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তিও হয় কীর্তনে—অর্থাৎ রাগ-কীর্তনে বা লীলাকীর্তনে। লীলাকীর্তনের বিচিত্র সংকলন পদামৃতসমুদ্রে। এমন প্রয়োগকলাকৌশলময় বৈষ্ণব-পদসংকলন গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নেই।

এই কীর্তনপদসংগ্রহ গ্রন্থের নামকরণ রাধামোহন নিজেই করেছেন —পদামৃতসমুদ্র—"পদামৃতসমুদ্রাখ্যঃ সদ্‌ভক্তগীতসংগ্রহঃ।" কিন্তু গ্রন্থশেষে পণ্ডিত বাবাজীর পুঁথিতে আছে—"ইতি সমাপ্তশ্চায়ং পদামৃতসিন্ধুশ্চ"। পদকল্পতরুতে বৈষ্ণবদাস গ্রন্থটিকে উল্লেখ করেছেন—"পদামৃতসমুদ্র" ব'লে—"গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।"

রাধামোহন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন—সেটি হচ্ছে অনুবাদক রাধামোহন-প্রসঙ্গ। পদামৃতসমুদ্রে বিদগ্ধমাধব থেকে তিনটি শ্লোক তিনি অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন। তার প্রথমটি—৬২ সংখ্যক—"হামারি নিঠুর পণ"-ইত্যাদি গীত। বিদগ্ধমাধবের ২।৩৯ সংখ্যক এই অনুবাদ্য শ্লোকটি—

"শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঙ্ক্ষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা"।

রাধামোহনের অনুবাদে সম্পূর্ণ শ্লোকটির প্রথম চারটি চরণ যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদের আদর্শে রচিত হয়েছে। কিন্তু শেষের চারটি চরণ মূল শ্লোকের ভাবমোক্ষণে ভাবানুবাদের আদর্শে রচিত হয়েছে। যথা—

অব মঝু অন্তর জ্বলত তুষানল
সহই না পারই অঙ্গ।
হোই সমীরণ বাঢ়ই পুন পুন
দারুণ মদন তরঙ্গ॥"

ধিক জীবন ধন যৌবন আভরণ
ধিক মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন অনুগত বঞ্চিলে
পরিণামে ঐছন ফল॥

দ্বিতীয় শ্লোকটিও বিদগ্ধমাধবের— ২।৭৭)
দ্বিতীয় পদটি ৬৩ সংখ্যক—"নিজ সখীবদন" ইত্যাদি গীত। এই পদের আদর্শ মূল শ্লোকটি—

"অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরামিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজবল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥"

এই পদটির অনুবাদের প্রকৃতি ভাবপ্রধান। পূর্বে উল্লিখিত অনূদিত পদটি প্রথমে ছিল যথাসম্ভব প্রায় আক্ষরিক এবং পরে ছিল ভাবানুবাদ। কিন্তু এই পদটি পূর্ব থেকেই ভাবমূলক ব্যাখ্যার অনুগত অনুবাদ। যেমন "মুধা মা রোদীঃ" অংশের অনুবাদ করেছেন—

"মঝু লাগি যতন করলি দুখ পাওলি
দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুহু কাহে বিরস বদনে ঘন রোওসি
কিয়ে পুন করলি অকাজ॥"

"তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজবল্লরিরিয়ং"—অংশের কোনো অনুবাদ নেই। কিন্তু তার পরের পংক্তি "যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ"-অংশের অনুবাদ করেছেন—

"শুনহে সখি হে কর মোর উপকার।
ইহা বৃন্দাবনে দেহ তেয়াগব
মৃত তনু রাখবি হামার॥
কবহু শ্যামতনু- পরিমল পাওব
তবহুঁ মনোরথ পুর।

ইহ সব বচন শুনহি নাহি পারই
রভ রাধামোহন দূর"॥

অনুবাদটি ব্যাখ্যামূলক।

তৃতীয় পদটি ৬৫ সংখ্যক "রাধানাম রসনদী বিহি নিরমান" ইত্যাদি গীত। এটিরও আদর্শ বিদগ্ধমাধবের ৩।.৩ সংখ্যক শ্লোক—

"হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণবনবরসা বাহিনী রাধিকা ত্বাং
বাগ্‌বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাঃ করোষি"॥

এই শ্লোকের অনুবাদ ও টীকার যদি তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তাহ'লে বলতে হয় যে এই শ্লোকের অনুবাদে রাধামোহন ভাবগত আদর্শ অনুসারে করলেও ব্যাখ্যামূলক ভাবে করেন নি। টীকায় এই পদের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তদনুরূপ পদরচনা করলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অনুবাদের সঙ্গে তুলনীয় হতো। এখানে তিনি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন এবং সেটি আক্ষরিক বা ভাবগত কোনো অনুবাদই নয়। উপরন্তু নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি নিজস্ব ভাবে যোজনা করেছেন—

"এতত শুনল যব বচনবিশেষ।
দখিন নয়ন মুদি কয়ল নিদেশ॥
ধাই আওলোঁ হাম কহিতে সম্বাদ।
অব বিরমহ ধনি বিরহবিষাদ॥
করনিককুঞ্জে তুহুঁ করহ পয়ান।
তঁহি রাধামোহন মিলায়ব কান॥

পদসংকলয়িতারূপে রাধামোহন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার আছে। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেও গ্রন্থসম্পাদনা ব্যাপারে তাঁর যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তা এ যুগেও বিস্ময়জনক ব'লেই আলোচনার প্রয়োজন আছে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তিনি শুধু পাঠান্তরই ধরেন নি, সেগুলির সুনিপুণ বিচারও করেছেন। পাঠান্তর ধরার ব্যাপারে তিনি দু'টি দিকের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রথমত বিভিন্ন পুঁথিতে পদের যে পাঠ পেয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত গায়কের কণ্ঠে তিনি পদের যে পাঠ শুনেছেন। অর্থাৎ শুধু পুঁথিগত পাঠ নয়, গায়কের কণ্ঠগত প্রয়োগগত পাঠ-কেও ধরেছেন—গুরুত্ব দিয়েছেন—পাঠ নির্ণয় ব্যাপারে। এ সম্বন্ধে "পাঠো দৃশ্যতে" কিংবা "গীয়তে" শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ তার প্রমাণ।

শুধু পাঠান্তর ধরেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, তার সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ ব্যাখ্যা ও বিচারও করেছেন। আবার যখন পাঠ নির্ণয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি—সেখানে সহৃদয় পাঠককে নির্ণয় করবার অধিকারও দিয়েছেন—"ইতি পাঠশ্চিন্ত্যঃ"। আবার তীক্ষ্ণ কশাঘাতও করেছেন—যেমন—"ইতি পাঠো মূর্খৈর্গীয়তে"—"ইতি পাঠোঽয়মপপ্রয়োগঃ"।

পাঠান্তর প্রসঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের কিছু উদাহরণ দেওয়া দরকার এবং সব সময় তাঁর মতই গ্রহণযোগ্য কিনা তাও একটু সম্ভাব্য স্থলে দেখে নেওয়া দরকার।

১৮ সংখ্যক "মরকত মঞ্জু মুকুর"-ইত্যাদি পদে "তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন"-পংক্তিটির পাঠান্তর রাধামোহন উল্লেখ করেছেন "তনু ঘন চন্দন"। দু'টি পাঠের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে তিনি স্বমত ব্যাখ্যা করেছেন "তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন'—ইত্যেব পাঠঃ।" তবে অন্য পাঠ সম্বন্ধে তিনি পাঠক বা শ্রোতাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন—"তনু ঘন চন্দন ইতি পাঠশ্চিন্ত্যঃ"—এই কথা ব'লে। তাঁর সম্মত পাঠ সম্বন্ধে তিনি যুক্তিও যে দিয়েছেন—চতুঃসম বলতে বোঝায় কর্পূর, চন্দন, মৃগমদ ও

কুঙ্কুম। এই অনুলেপন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও অতি প্রসিদ্ধ অনুলেপন। "তনু ঘন চন্দন"—এই পাঠ ধরলে কর্পূর ও কুঙ্কুম বাদ যায়। তাই এই পাঠ গ্রহণ করা উচিত কিনা সেটি তিনি সুধী জনের উপর ছেড়ে দিয়েছেন—"কর্পূর-চন্দন-মৃগমদ-কুঙ্কুমানি শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গলেপানি চতুঃসমানি অতিপ্রসিদ্ধানি সন্তি। অতস্তেষাম্ উক্তি সঙ্গতা।"

রাধামোহন পাঠ নির্ণয়ে একাধিক পুস্তকের সাহায্য নিতেন। একটি মাত্র পুস্তকের কোনো পাঠ গ্রহণ করবার পূর্বে অনেক বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন। যেমন ১৩২ সংখ্যক "পরিহর এ সখি"-ইত্যাদি পদের একটি পাঠান্তর উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে এই পাঠটি একটি মাত্র পুস্তকে পাওয়া গিয়েছে। তাই গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবার আগে অর্থগত অসঙ্গতি দেখে তিনি পাঠটিকে বর্জন করেছেন। বর্জিত পাঠ—

"পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম।"

এই পাঠ একটি মাত্র পুস্তকে আছে এবং মুগ্ধা নায়িকা রাধা তখনও কৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হন নি ব'লে কৃষ্ণকে "পিয়া" ব'লে উল্লেখ করাতে অসঙ্গতি-প্রসঙ্গ এসে পড়ছে।

অতএব "দৃষ্টপাঠস্য সঙ্গতার্থানভিধানাৎ এক-পুস্তকদৃষ্টত্বাৎ চ লিপিকারপ্রমাদজত্বং বোধ্যম্"। সুতরাং লিপিকরপ্রমাদজ ব'লেই গ্রহণযোগ্য নয়। লিপিকরপ্রমাদজ না হ'লে অর্থের সঙ্গতি থাকত এবং একাধিক পুস্তকেও পাঠটি দৃষ্ট হতো।

অনেক সময় পাঠান্তরের স্থিত থাকলেও দু'টিকেই সমর্থন করেছেন। যেমন ১৩৩ সংখ্যক "হাম শিখাওব বচন বিশেষ"-ইত্যাদি পদে "অম্বরে ঝাঁপবি কেশ" এবং "অম্বরে ঝাঁপবি বেশ" এই দু'টি পাঠ আছে। দু'টি পাঠই সমর্থন করেছেন। "বেশ"-শব্দের অর্থ "Dress, apparel (Apte's) এবং এই অর্থেই "অম্বর" শব্দেরও ব্যবহার আছে—"Cloth, garment, clothing, dress (Apt s)। "অম্বর"-শব্দের তাহলে দুটি অর্থ পাচ্ছি বসন বা গুণ্ঠন এবং নিচোল বা অঙ্গাবরক বস্ত্র। নিচোল অর্থেও apparel-শব্দের ব্যবহার আছে—"Covering for the body" (Chamber's)। "কেশ"-পাঠে 'অম্বর'-শব্দের অর্থ "গুণ্ঠন"-ধরতে হবে এবং "বেশ"-পাঠে 'অম্বর-শব্দের অর্থ "নিচোল ধরতে হবে—"নিচোল" A wrapper (Apte's)। প্রথম মিলনপিয়াসী অভিসারিকার পক্ষে "বেশ"-পাঠটিই রাধামোহনের অনুমত ব'লে মনে হয়, কারণ "কেশ" শব্দটি তাঁর ব্যাখ্যায় "উপলক্ষণে" মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। উপলক্ষণের ব'লে অর্থ হবে "বেশভূষা"। "অম্বরে ঝাঁপবি কেশ" অংশের অর্থ হবে "ঘোমটা দেবে।" অম্বরে বা বসনে মুখ ঢাকবে—"কেশাবরণম্ ইতি উপলক্ষণম্। মুখাবরণং বোধ্যম্।"

কিন্তু "বেশ" পাঠটি ধরলে "সর্বাবরণং প্রথম-শিক্ষণম্"। ঐ পদেই "হাম শিখাওব চকিত বিশেষ"—মূল পদের এই পাঠস্থলে রাধামোহন টীকায় পাঠ ধরেছেন "হাম শিখাওব বচন বিশেষ"। তাঁর এই পাঠান্তর গ্রহণ যে স্বকপোলকল্পিত নয়—তার প্রমাণ পদামৃতসমুদ্রের বহু-সংস্করণের সূচী-পত্রেই পাওয়া যায়। ঐ সংস্করণে সূচীপত্রের টীকায় আছে যে মূলের "চকিত বিশেষ"-পাঠটি ভুল আছে—হবে "বচন বিশেষ"। "বচন"-শব্দের অর্থ "rule"-ও (Apte's) হয়। Rule"-শব্দের অর্থ Chambers'এ আছে—'Something established for guidance or direction'। এই

অর্থ হ'লে "বচন" পাঠটিই কাম্যতর কারণ এস্থলে নায়িকার আচরণ শিক্ষা বোঝাচ্ছে।

কিন্তু "চকিত বিশেষ"—পাঠটিরও স্বতন্ত্র এক সৌন্দর্য আছে। এই পাঠের মাধুর্য অধিক। চকিত অলংকার সত্ত্বজ স্বভাবজ অলংকার। উজ্জ্বলনীলমণিতে এর লক্ষণ আছে—"প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ"। (১১।৩১)। মুগ্ধা অথচ প্রিয়মিলনেচ্ছু নায়িকার পক্ষে ভীতিমধুর ভাবোদয় স্বাভাবিক হ'লেও সখীরা তাকে শৃঙ্গার-বিলাস শিখাতে উৎসুক।

পাঠান্তর বিচার করতে গিয়ে রাধামোহন বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে কখনো পরিত্যাগ করেন নি। ২০ সংখ্যক "অঞ্জন-গঞ্জন"-ইত্যাদি পদের ভণিতা অংশের "নিতি নিতি বিহরতি"—এই পাঠ পরিত্যাগ ক'রে "বিহরতু"-পাঠ সমর্থন করেছেন। কারণ—"বিহরতি ইতি পাঠো নাতিপুষ্টার্থকরঃ"। অর্থাৎ "বিহার করেন"—এমন কথা গ্রহণযোগ্য নয়—বৈষ্ণবীয় প্রেমার্তি এখানে তেমন ভাবে প্রকাশ পায়নি। "বিহার করুন" বা "বিহরতু" পাঠে সেই প্রেমার্তি সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই দৃষ্টিতে "বিহরতু" পাঠটি পুষ্টার্থকর হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

দু'টি অর্থকেই সমর্থন ক'রছেন—এর আর একটি উদাহরণ ৪৭ সংখ্যক "ও মুখ মণ্ডল-ইত্যাদি পদে। এই পদে "বান্ধুলীবন্ধ" এবং "বান্ধুলীবন্ধু" দু'টি পাঠই তাঁর দ্বারা সমর্থিত। দু'টি শব্দ-ব্যবহারের অর্থগত পার্থক্য নির্ধারণ ক'রে বলেছেন—প্রথম পাঠের অর্থ "বন্ধুককুসুমানুবন্ধে" এবং দ্বিতীয় পাঠের অর্থ "তৎকুসুমস্য মিত্রম্।"

কখনো বা পাঠান্তর উল্লেখমাত্র করেছেন, কোনো ব্যাখ্যা বা সমর্থনের কোনো কারণ দেখাতে উৎসুক হন নি। যেমন ৪৯ সংখ্যক "তুয়া অপরূপ"-ইত্যাদি পদে "অতনুশরজ্বালা"-পাঠের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত বলেছেন "নয়নশরজ্বালা ইতি বা পাঠঃ।"

কোনো কোনো স্থলে পাঠান্তর ধরলেও দু'টির মধ্যে তাৎপর্যত অর্থগত পার্থক্য যে নেই সে কথাও বলেছেন। যেমন ৬২ সংখ্যক "মধুর মধুর তুয়া রূপ"-ইত্যাদি পদে "মোহে না করু আন ছন্দ" অথবা "মোহে না কর আন ছন্দ" পাঠ দু'টিতে অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই সে কথাও বলেছেন—"মোহে না করু আন ছন্দ ইতি পাঠে স এবার্থঃ।"

কীর্তন গানের রসনির্বাহণ ব্যাপারে রাধামোহন গায়ককে পাঠ পরিবর্তনের যথেষ্ট অধিকারও দিয়েছেন। এমনকি স্বরচিত পদে তিনি নিজেই পাঠ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যেমন ৬৮ সংখ্যক "রাইক কুঞ্জগমন শুনি"-ইত্যাদি পদের প্রথম পংক্তিটি সম্বন্ধে বলেছেন যে অভিসার না করিয়ে যদি রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটানো কাম্য হয় তবে "কুঞ্জগমন" স্থলে "চরিত বচন"-শব্দটি গায়ক বসাতে পারেন। স্বকৃত পদে কীর্তনানুরোধে যদি পদ পরিবর্তন তাঁর অনুমত হয় তবে পরকৃত পদেও তেমন স্থলে পদ পরিবর্তন তাঁর মতে স্বীকার্য ব'লে মনে করে নিতে পারি। এই মর্মে তিনি মন্তব্যও রেখেছেন—

"এতত্তু ক্রমনিবন্ধযোজনাভাবাৎ মূলে ন লিখিতং কিংতু বুদ্ধ্যা প্রকারান্তরেণ গেয়ম্।"

এই প্রসঙ্গে রাধামোহন যে গীতটির উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে—

"রঙ্গিণী সঙ্গে তুঙ্গ মণি-মন্দিরে
দশ দিশ হেরয়িতে রামা।
কো জানে কি খেনে তোহে দিঠি লাগল
মুরুছি পড়ল সোই ঠামা॥"

পরবর্তী পংক্তিগুলি—

"মাধব কি তুয়া নয়ন সন্ধান।

"কুল গিরিরাজ লাজ ঘন কঞ্চুক (কণ্টক)
ভেদি মরম পরে হান॥

বিরহ বিষানলে ঝলত কলেবর
সঘনে লুঠই মহীপঙ্কা।

তুহুঁ সুপুরুষমণি তোহে চড়য়ে জনি
ধনীবধ বিপুল কলঙ্কা॥

সব সহচরী মিলি কত আশোয়াসব
বেদন কোই না জান।

গোবিন্দ দাস ভণ তোহারি পরশ পণ
নহ কৈছে রহত পরাণ॥"

পদটি বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরুতে নেই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে এটি ১০৯ সংখ্যক গীত। দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃতে এটি ১৬৩ সংখ্যক পদ। গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দেও ২।১।১৩৫ সংখ্যায় পদটি ধরা হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন পুঁথিতে এই পদ কিছু কিছু পাঠান্তর সহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গীতচন্দ্রোদয়েও এটি ১৫৩ সংখ্যক পদ। অর্থাৎ পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু ভিন্ন প্রায় সমস্ত প্রাচীন পদাবলীসংগ্রহ-গ্রন্থে পদটি সংকলিত হয়েছে। পদটি একে গোবিন্দ দাসের, তায় লীলাকীর্তনের রসপ্রক্রমের উপযোগী, তবু রাধামোহন কেন পদটি স্বীয় গ্রন্থে সংকলিত করেন নি তা একটু বিস্ময়জনক।. অথচ পদটি উল্লেখ করেছেন।

স্বকৃত সংস্কৃত পদের স্বরচিত টীকাতেও রাধামোহন পাঠান্তর ধরেছেন। যেমন ৮৪ শ্লোকের "রাধাকৃষ্ণং প্রণমা"-স্থলে টীকায় দিচ্ছেন "রাধাকৃষ্ণম্ ইতি সমাহারেণ একত্বম্। রাধাকৃষ্ণৌ ইতি বা পাঠঃ।"

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে ব্যাকরণমতে "রাধাকৃষ্ণৌ" পাঠটিই শুদ্ধ পাঠ। কিন্তু রাধামোহন "রাধাকৃষ্ণম্"-পাঠটিকেই প্রাথমিক মর্যাদা দিয়েছেন। এবং "ইতি সমাহারে একত্বম্" ব'লে সমর্থনও করেছেন। কিন্তু ব্যাকরণসম্মত সমাহার দ্বন্দ্ব এস্থলে হ'তে পারে না। সম্ভবত "সমাহার শব্দের অর্থ "সমুচ্চয়" ধ'রে ("সমাহারঃ সমুচ্চয়ঃ" অমর ৩।২।১৬) উভয়ের ঐক্যকে স্মরণ করেছেন।

রাধামোহন স্বকৃত বন্দনাংশের ২৮ সংখ্যক শ্লোকেও পাঠান্তর কল্পনা করেছেন—শ্লোকটীকায়।

ব্যাকরণের বিশুদ্ধ রীতিকে তিনি পাঠ নির্ণয়ের কাজে অবশ্যই যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। পদ-বিন্যাসের রীতিকে (syntax) অর্থনির্ণয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন ১৪ সংখ্যক "দিনে দিনে উন্নত"-ইত্যাদি পদের "শশিমুখি তোড়ল শৈশব দেহ"-পাঠটিকে তিনি ব্যবহিতান্বয় ও তৎফল-স্বরূপ অর্থগত অসঙ্গতির জন্য গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে "দেহ"-শব্দের ঠিক পূর্বেই "শশিমুখি"-শব্দটি থাকা উচিত ছিল, অন্যথা আসত্তির ব্যত্যয় ঘটে এবং এই কারণেই অর্থেরও সংগতি থাকে না। অতএব "শৈশব তোড়ল শশিমুখি-দেহ" এই পাঠই গ্রহণযোগ্য হবে—"শৈশব তোড়ল শশিমুখি দেহ"—ইত্যেব পাঠঃ"।

কোথাও বা পাঠনির্ণয়ে দু'টি পাঠকে রসগত বিচারের তাৎপর্যে সমার্থক ব'লে ধরেছেন। যেমন ১০৩ সংখ্যক "যাঁহা যাঁহা নিকশই"-ইত্যাদি গীতের ধ্রুব পদটি "দেখ সখি কো ধনি" এবং "এ সখি কো ধনি"—এই দুটি পাঠেরই সমার্থকত্ব নির্ধারণ করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে "এ সখি" এই পাঠ কোনো প্রাপ্ত পুঁথিতে পাই নি। ক্ষণদায় "দেখ সখি" স্থলে আছে "দেখলুঁ," কীর্তনানন্দে আছে "সজনি।" অন্য কোনো সংকলন গ্রন্থে ধৃত এই পদের পাঠান্তরেও এই পাঠ পাই নি।

এই পদের পাঠ সম্বন্ধে রাধামোহনের মত এই—সাক্ষাৎদর্শনজনিত পূর্বরাগের কোনো পদে এ ভাবে স্বদুঃখ নিবেদিত বা ব্যক্ত হয় নি। তাই পদটির অন্তর্গত তাৎপর্য সাক্ষাৎ উক্তিতে থাকতে পারে না। এই হিসেবে "এ সখি" অথবা "দেখ সখি" এই দুই পাঠের মধ্যে কোনো অর্থতাৎপর্যগত পার্থক্য নেই—"পরস্পর-সাক্ষাদ্দর্শনে সতি প্রেমবৈচিত্ত্যমানং বিনা পূর্বরাগাদৌ নিজদুঃখময়বর্ণনং কস্মিন্ গ্রন্থেঽপি ন শ্রূয়তে। অতঃ সাক্ষাদ্ উক্তির্ময়া ন ব্যাখ্যাতা। এবং পূর্বাচার্যবিদ্যাপতিঠক্কুরকৃত-ব্যবহিত-বক্ষ্যমাণ-গীতানুসারেণাপি সাক্ষাদুক্তির্ন বুধ্যতে ইতি বস্তুতঃ প্রত্যক্ষস্থ আভিরূপ্যবর্ণনম্।"

আপন রূপগুণের উৎকর্ষবশত নিকটস্থিত বস্তুরূপের সারূপ্যবিঘটনকে অভিরূপতা বলে। বিদ্যাপতির বক্ষ্যমান পদ "যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই"-ইত্যাদি গীতটি এর উদাহরণ।

আবার অনেক ক্ষেত্রে রাধামোহন কবিত্বের শক্তি-নিরিখে পাঠ গ্রহণ করেন নি। যেমন ১০৬ সংখ্যক "পেখলু অপুরব রামা"-ইত্যাদি পদে ব্যবহিতান্বয়দোষযুক্ত পংক্তিকে সুকবির রচনা ব'লে মনে করতে চান না ব'লেই সেক্ষেত্রে দোষটিকে "লিপিকরপ্রমাদজ" ব'লে মনে করেছেন। যেমন—

"বদন ভান জনু কনকলতা তনু

উয়ল পুনমিক চন্দা; ইত্যাদি পাঠো ব্যবহিতান্বয়াৎ লিপিকরপ্রমাদজঃ"। সুতরাং তাঁর মতে—

"কনকলতা তনু বদন ভান জনু

উয়ল পুনমিক চন্দা॥"

—এই পাঠটিই গ্রহণযোগ্য।

পাঠনির্ণয়ে তিনি ছন্দোবিজ্ঞানের সাহায্যও নিয়েছেন। ১২৬ সংখ্যক "ধনি ধনি গুণবতি রাধে"-ইত্যাদি পদের "চান্দহি দিনহি দীনা"-পংক্তিটি তাঁর মতে "লিপিকরপ্রমাদজ"-কারণ "অক্ষর-গণনয়া ছন্দোভঙ্গাৎ।" তাছাড়া অর্থের দিক দিয়েও অসঙ্গত কারণ "দিনহি দীনা"-অংশের অর্থ "দিন দিন দীন (কৃষ্ণপক্ষে) অথবা দিনের বেলায় দীন"—এই তাৎপর্যে উল্লেখের অযোগ্য। অবশ্য কেউ যদি এমন অর্থ করেন যে "কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত দিন দিন অথবা দিনের চাঁদের চেয়েও নিষ্প্রভ আজ বিরহজীর্ণ কৃষ্ণের অঙ্গ"—তা হ'লে অর্থগত সাফল্য বজায় থাকে। ছন্দোগত ত্রুটির দিক দিয়ে পাঠটি হওয়া উচিত ছিল "দিনহি-দিন দীনা"।

ঐ পদেই—"অঙ্গুরি, বলয়া পুন ফেরি।

ভাঙ্গি গড়াওব বুঝি কত বেরি॥"

স্থলে—" কুসুমবলয়া পুন ফেরি।

ভাতি বনাওব কত শত বেরি॥"

—পাঠটিকেও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং দু'টি পাঠকেই তানব-দশার ব্যঞ্জক রূপে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

"কুসুমবলয়া"-শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য দু'দিক দিয়ে ব্যাখ্যেয়। প্রথমত কুসুমনির্মিত বলয় যদিও অঙ্গতাপেই শীর্ণ হয়ে যায় তবু "ক্ষণে ক্ষণে"-শব্দ ব্যবহারের ফলে অঙ্গে তাপের মাত্রার আধিক্যের সঙ্গে তানব দশায় অঙ্গের দ্রুত ক্ষীণতাও বলা হ'য়ে যাচ্ছে এবং একজন্ম বিরহতপ্ত বিশীর্ণ হস্ত থেকে কুসুমবলয়ের দ্রুত বিভ্রংশ ঘটছে—এমন অর্থও করা যেতে পারে। তবে রাধামোহন "অঙ্গুরি বলয়া" পাঠটি অধিক সুপ্রযুক্ত ব'লে মনে করেন কারণ কুসুমবলয় দ্রুত নির্মাণ করা সহজ ব্যাপার, কিন্তু তুলনায় রত্নখচিত স্বর্ণবলয় নির্মাণ করা অত দ্রুত সম্ভব নয়। তাই এই পাঠটিকেই প্রথম উল্লেখ ক'রে সমর্থন জানিয়েছেন।

মনস্তাত্ত্বিক বিচারেও রাধামোহন উদ্যোগী কম নন—১৩৮ সংখ্যক পদে "করে ধরইতে করু করুণা কোটি"-পাঠের সমর্থন করেছেন, যদিচ পাঠান্তর দেন নি। তিনি বলছেন—রাধা একে পদ্মিনী নারী, তায় তরুণী। যদিও রাধা মদনকুতুকিনী কিন্তু বালিকা ব'লে প্রগল্‌ভসুরত-সম্ভোগের অযোগ্যা নায়িকা। তবু কৃষ্ণ সম্প্রয়োগতৃষ্ণাকুল হ'য়ে বলপূর্বক তৎকর্মে প্রবৃত্ত। তাই কৃষ্ণ-করস্পর্শে "শোক-স্থায়িভাবক-করুণরসাবির্ভাবকোটয়ঃ কতিপয়া ভবন্তি।"

অতএব—"করে ধরইতে করু করুণা কোটি" ইতি পাঠস্য অর্থো ব্যক্তঃ।"

কোথাও বা রচনারীতির সমতা রক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে রাধামোহন পাঠ নির্ণয় করেছেন। বিদ্যাপতি-রচিত অতি প্রসিদ্ধ ১৪৪ সংখ্যক "করিবর-রাজহংসগতিগামিনী"-ইত্যাদি পদের প্রথম পংক্তিটিকে রাধামোহন সঠিক পাঠ ব'লে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে "করিবর-রাজহংস জিনি গামিনী—ইত্যেব পাঠঃ। প্রতি চরণে "জিনি জিনি —ইতি শব্দপ্রাচুর্যদর্শনাৎ।"

ঐ পদেই ঠিক এই কারণেই "ভাউ-লতা-ধনু ভ্রমর-ভুজঙ্গিনী" পাঠ স্থলে "ভাউ-লতা-ধনু জিনিঞা ভুজঙ্গিনী"-পাঠ ধরেছেন—"ইত্যেবং বা পূর্বস্মরণাৎ পাঠঃ।"

ঐ পদে আর একটি পংক্তি আছে "বাহু-মৃণাল-পাশ-বল্লরী জিনি" এবং এর স্থলে রাধামোহন অন্য একটি পাঠ ধরেছেন—"বাহু-মৃণাল-ভুজ-বল্লরী জিনি।" কিন্তু এই পাঠান্তর টীকাকারের অনুমত পাঠ নয়। তাঁর মতে "ভুজ-বল্লরী ইতি পাঠো লেখকপ্রমাদজো ন তু তস্য মহাকবেঃ।" কারণ "বাহু" ও "ভুজ" শব্দ দু'টি সমার্থক। এ সত্ত্বেও রাধামোহন বলছেন যে অবশ্য সর্বত্র যদি এই পাঠ দেখা যায় ("ভুজবল্লরী" পাঠ) তবে "বাহু" ও "ভুজ" শব্দের মধ্যে অবান্তর ভেদ ধ'রে অর্থসঙ্গতি করতে হবে। অর্থাৎ পাঠকের কল্পনা-শক্তি ও রসগ্রাহিতাকেও তিনি এখানে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন—যদিও তিনি "ভুজ"-শব্দটিকে পংক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট দেখতে চান না কারণ "বাহুভুজয়োরভেদাৎ অসঙ্গতেঃ", তবু যদি সর্বত্রই "ভুজ"-শব্দটি পংক্তিতে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে তবে তা গৃহীত হোক। কিন্তু এমন স্থলে "বাহু" ও "ভুজ" শব্দ দু'টির অবান্তর ভেদ গ্রহণ করতে হবে—"বাহু-ভুজয়োরবান্তরভেদকল্পনয়া অর্থসঙ্গতিঃ করণীয়া।"

এক্ষেত্রে পাঠক এই ভাবে অবান্তর ভেদ কল্পনা ক'রে আনন্দ লাভ করতে পারেন—

"বাহু" শব্দের অর্থ "arm" এবং "ভুজ" শব্দের অর্থ "hand"। "ভুজ-বল্লরী" শব্দের সৌন্দর্যগত তাৎপর্য এস্থলে কুসুমিত লতার তুলনা ভুজে। রক্তিম করতল তার পুষ্পের বা নবকিশলয়ের তুলনা, আর লতাদণ্ডের তুলনা বাহু।

বাহু বা "arm" বলতে যদিও সম্পূর্ণ হস্ত বোঝাবে তবু বিশেষ ভাবে বোঝাবে কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাতের অংশ—যার বিশেষ পর্যায় "প্রগণ্ড"। —"কফোণিস্তু কূর্পরঃ স্যাদ্ অস্থোপরি প্রগণ্ডঃ"—(অমর মনুষ্যবর্গ, ৮০)—"The upper part of the arm—from elbow to the shoulder (—Apte's)। ভুজ বা "hand" বোঝাবে কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত অংশ যার বিশেষ পর্যায় "প্রকোষ্ঠ"। "প্রকোষ্ঠস্তস্য চাপ্যধঃ—(অমর মনুষ্যবর্গ ৮০)—"The forearm the part above the wrist (Apte's)। অথবা দু'টি অংশ মিলে যদিও বাহু বা ভুজ একার্থক শব্দ তবু

এই অবান্তর বা অন্তর্গত ভেদ ধ'রে নিয়ে অর্থ সঙ্গতি বজায় রাখতে হবে।

কোথাও বা রাধামোহন পাঠান্তরের উল্লেখ মাত্র করেছেন কিন্তু কোনো বিচার বা নির্বাচন করেন নি।

যেমন ১৫১ সংখ্যক "পৌখ রজনী"-ইত্যাদি গীতে। এখানে তিনি "চৌদিশে হিম হিমকর বন্ধ" স্থলে "চৌদিশে হিমকর কর-হিমবন্ধ" পাঠান্তরের উল্লেখ মাত্র করেছেন।

কিন্তু ছন্দের বিচার করলে দ্বিতীয় পাঠটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়—একথা পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন—যদিও রাধামোহন কোনো মন্তব্যই করেন নি।

১৭৭ সংখ্যক "কতহুঁ প্রেমধন"-ইত্যাদি পদের ভণিতা-অংশের পাঠ বহ-তে আছে "গোবিন্দ দাস কহ দীগভরাতি।" কিন্তু রাধামোহন টীকায় বলছেন—"গোবিন্দ দাস পঁহু দীগ ভরাতি ইত্যেব পাঠঃ।" কিন্তু শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি বলে এই পাঠটিতে "পঁহু" থেকে "কহ" পাঠটিই অধিক সমীচীন ব'লে মনে হয়, কারণ সখীরূপী গোবিন্দ দাসের এই উক্তি রাধাকে আশ্বাস দেবার জন্য।

জয়দেবের "কথিতসময়েহপি হরিরহহ"-ইত্যাদি ১৭৯ সংখ্যক পদে "মম বিফলমিদম্ অমলরূপ-যৌবনম্"-স্থলে "মম বিফলমমলরূপমপি যৌবনম্"-পাঠান্তরটি যোগ্যতর ব'লে নির্বাচন করেছেন কারণ মূল পাঠে যৌবনেরই প্রাধান্য কিন্তু পাঠান্তরে রূপ ও যৌবন—উভয়েরই প্রাধান্য সমান।

৪৭ সংখ্যক "ও মুখমণ্ডল জিত-শারদ সুধাকর"-ইত্যাদি পদে রাধামোহন দু'টি পাঠ ধরেছেন। প্রথমটি "ও মুখমণ্ডল জিত-শারদসুধাকর" এবং অন্যটি "ও মুখমণ্ডল জিতি শারদসুধাকর।" তাঁর মতে "জিত" শব্দের অর্থ "জ্যোতি" সুতরাং তুলনায় তাৎপর্য মুখমণ্ডলের জ্যোতি শারদসুধাকরের জ্যোতির তুল্য। "জিতি"-পাঠটিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন কারণ এক্ষেত্রে "বিরুদ্ধমতিকৃৎ" দোষ এসে পড়ছে। কেননা মনে হ'তে পারে যে শারদ সুধাকর মুখমণ্ডলকে জয় করেছে। তাছাড়া সমাসে "জিতি"-শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাঁর মতে "জ্যোতি"-অর্থে "জিত" ধরতে হবে এবং "মুখমণ্ডলজ্যোতি শারদ সুধাকরতুল্য অর্থে পাঠ হবে "ও মুখমণ্ডলজিত শারদ সুধাকর"।

কিন্তু "জিত"-শব্দটি নিষ্ঠান্ত √জি ধাতু নিষ্পন্ন রূপে নিলে শব্দটিকে বহুব্রীহি সমাসরূপে স্বচ্ছন্দেই ধরা যেতে পারে। অর্থগত সৌন্দর্যেরও কোনো হানি ঘটে না এবং "জিত" শব্দ থেকে অভাষাতাত্ত্বিক "জ্যোতি"-শব্দ ধরবার মত কষ্টকল্পনাও করতে হয় না। উপমেয়ের অভিপ্রেত উৎকর্ষও হয়।

৬৮১ সংখ্যক "কঞ্জচরণ যুগ"-ইত্যাদি পদের টীকায় "সঙ্গহি রঙ্গতরঙ্গিণী রঙ্গিণী মদনমোহনমনোমোহিনী ছাঁদে"-পংক্তির স্থলে তিনি পাঠান্তর দিয়ে বলছেন—"অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম কোটিমদনমনোমোহিনী ছাঁদে"-ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ তিষ্ঠতি।"

এই পাঠান্তরটি যে রাধামোহনের মনোমত নয় তা বাগ্‌ভঙ্গিতেই বোঝা যায়। তার কারণ—"কোটিমদনমনোমোহিনী" শব্দটি যে অর্থতাৎপর্য বহন করে তার চেয়ে ঢের বেশি গভীরতা আছে—"মদনমোহনমনোমোহিনী"-শব্দটির মধ্যে। কৃষ্ণ "মদনমোহন" কিন্তু তাঁর "মনোমোহিনী" রাধা। সুতরাং "মদনমোহনমনোমোহিনী"-শব্দটি অনেক বেশি সুপ্রযুক্ত ও চিত্তগ্রাহী। তাছাড়া মদনের মনোমোহিনী রাধা—এমন কথা অনুপাদেয়।

আলঙ্কারিক বিচারপদ্ধতিতেও রাধামোহন পাঠ নির্ণয় করেছেন। যেমন ৫ সংখ্যক "দামোদর-

রত্তিবর্দ্ধনবেশে"-ইত্যাদি পদের টীকায় রাধামোহন বলছেন—"নবশিখরে ইতি পাঠো ন রুচিরঃ—তত্র অপকৃষ্টাভিধানাৎ।" অর্থাৎ "নবশশিলেখে"-স্থলে "নবশিখরে"-পাঠটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ উপমান এস্থলে উপমেয় থেকে নিকৃষ্ট। এই উপমা-দোষটি সম্বন্ধে আলঙ্কারিক বামন লিখছেন "জাতি-প্রমাণ-ধর্ম-ন্যূনত্বোপমানস্য হীনত্বম্"(কাব্যালঙ্কারসূত্র—৪।২।৯) অর্থাৎ জাতি, প্রমাণ ও ধর্ম বিষয়ে উপমেয় থেকে উপমানের ন্যূনতা থাকলে উপমানের হীনতা হয় এবং তা দোষের হ'য়ে থাকে। রাধারূপের সঙ্গে "শিখর"-এর তুলনা করায় উপমানের হীনত্ববশত উপমেয়েরও হীনত্ব ঘটেছে। "শিখর"-শব্দের অর্থ এস্থলে "The bud of the Arabian Jasmine' অর্থাৎ "কুন্দকলি" অথবা "যূথিকাজালক"। অপ্রস্ফুটিত ফুলের কুঁড়ির সঙ্গে পূর্ণপ্রস্ফুটিত রাধা-রূপের তুলনা করায় এস্থলে হীনোপমত্ব দোষ ঘটেছে। রাধামোহন এস্থলে "নবশশিলেখে"-পাঠটিকে উপযুক্ত ব'লে মনে করেন। "লেখা"-শব্দের অর্থ "রাজি" ("লেখাস্তু রাজয়ঃ ইতি দ্বে নিরন্তর-পংক্তিসাধারণায়াঃ—অমর ২।৪।৪) অর্থাৎ নিরন্তর পংক্তি বা "ঠাস"-গাঁথা অর্থে 'লেখা' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। নবোদিত চন্দ্রসমূহকে যদি ঠেসে গাঁথা যায় তবেই তা রাধার সৌন্দর্যের উপমা হতে পারে। রাধামোহন তাই পাঠ ধরেছেন "নবশশিলেখে" অর্থাৎ "নবোদিত চন্দ্রের নিরন্তর পংক্তি। একাধিক নবোদিত চন্দ্রের নিরন্তর গাঁথনিতেই এ স্থলে অর্থগত সৌন্দর্যের তাৎপর্য।

পূর্বেই বলেছি যে রাধামোহন স্বরচিত শ্লোকে পাঠান্তর ধরেছেন। আশ্চর্য বোধ হয় যখন তিনি স্বরচিত পদেরও পাঠান্তর ধরেন। এ ব্যাপার অনেক কবিই ক'রে থাকেন, তবে সে করা হচ্ছে পূর্বরচনা সুমার্জিত করা। এ কিন্তু তা নয়। এ হচ্ছে একই রচনায় দু'টি সম্ভাব্য ভাব-শ্রুতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করা। ১৯২ সংখ্যক "পশু শচীসুত"-ইত্যাদি পদের পাঠান্তর নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হ'য়ে স্বকৃত পদের স্বকৃত টীকায় তিনি লিখছেন—"খণ্ডিতামৃতগর্বপ্রকোপম্ ইতি পাঠে 'খণ্ডিতোঽমৃতগর্বস্য প্রকোপো যেন। পক্ষে খণ্ডিতায়া ইব অমৃতরূপো ব্যভিচারিভাবো যস্য।" যে পাঠটি তিনি ধরেছেন তা হচ্ছে—'খণ্ডিতামৃতরস-নিরুপমরূপম্।' বলা বাহুল্য, পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে রাধামোহনধৃত পাঠ ছন্দোদুষ্ট। কেন না প্রত্যেকটি পংক্তি ১৬ মাত্রার, শুধু এই পংক্তিটি ১৭ মাত্রার। অথচ পাঠান্তরটি এই ছন্দোগত দোষ থেকে মুক্ত।

২২৬ সংখ্যক "বদসি যদি কিঞ্চিদপি"-ইত্যাদি পদে "দেহি" এবং "ধেহি" ক্রিয়াপদ দু'টি বহ্বর্থক। √দা এবং √ধা ধাতুনিষ্পন্ন পদ দু'টির অর্থ সম্বন্ধে রাধামোহন বলছেন—"ইতি পাঠেঽপি তদর্থঃ।" অর্থাৎ ক্রিয়াপদ দু'টি সমার্থক। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে পার্থক্য আছে এবং এ পার্থক্য রসপোষক। √দা ধাতুর অর্থ "To give, grant"—(Apte's), কিন্তু √ধা ধাতুর অর্থ "To put on or upon"। "মম শিরসি মণ্ডনং" যখন—তখন মাথার উপর পা রাখবার অনুরোধই কৃষ্ণ করেছেন এবং সে হিসাবে "ধেহি"-পাঠটিই অধিকতর সুপ্রযুক্ত হবে এবং তা সমার্থক নয় ব'লেই।

২৫২ সংখ্যক "ইহ মধুযামিনী মাহ"-ইত্যাদি পদে "খনিক পরশরস"-ইত্যাদি পংক্তিতে "খনিক"-স্থলে "খেনেক" এবং "বিহুমালা" স্থলে "বিধুমালা" পাঠদ্বয়কে তিনি নিন্দা করেছেন। সম্ভবত গ্রাম্যতা দোষ পরিহার করবার উদ্দেশ্যে তিনি "খেনেক"-

পাঠটি গ্রহণ করেন নি। "বিধুমালা"-পাঠটিকেও তিনি গ্রহণ করতে নারাজ, কারণ দৃষ্টান্তবিরোধ-দোষদুষ্ট। বাস্তব বোধের নিরিখেই তিনি উপমাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। জলধরে বিধুমালা কখনো দোলে না—দোলে বিদ্যুন্মালা।

পাঠ নির্ণয়ে তিনি লোকরুচিকেও অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করেন নি। যেমন ২৫৭ সংখ্যক "মুরুলী-মিলিত অধর"-ইত্যাদি পদের "গৌরী আরাধি শ্যাম নট সকরু"-পংক্তিতে "শ্যাম"-স্থলে "শাম" পাঠটিকেও সমাদর জানিয়েছেন। কারণ লোকে "শ্যাম"-স্থলে "শাম"-উচ্চারণই বেশি পছন্দ করে—"বন্ধা শ্যাম"-স্থলে ভাষয়া নির্বকারঃ "শাম" ইতি সর্বৈরুচ্যতে (ততঃ) স এব পাঠঃ।"

তাৎপর্য-গত অর্থভেদ না থাকলেও বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সূক্ষ্ম প্রয়োগকৌশলকেও তিনি পাঠ-নির্ণয়ে উপেক্ষা করেন নি। যেমন ২৮০ সংখ্যক "নিরুপমহেমজ্যোতি"-ইত্যাদি পদে "সঙ্গীত-রঙ্গ-তরঙ্গিত-চরণা"-পাঠকে "সঙ্গীতরঙ্গী তরঙ্গিত চরণা"—পাঠের পাশাপাশি রেখেছেন।

পূর্বেই একটি পাঠান্তর-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে রাধামোহন গ্রাম্য শব্দ ও অর্থকে পাঠবিচারে যথাসম্ভব পরিহার করতে চেয়েছেন। ৩৩৫ সংখ্যক "আহীর রমণী যত"-ইত্যাদি পদে "যদি পুন এমন বল তবে পাবে প্রতিফল" এই পংক্তির "তবে পাবে প্রতিফল"-অংশের স্থলে "মাথায় ঢালিব ঘোল"-পাঠটিকে তিনি রসপরিপন্থী ব'লে পরিত্যাগ করেছেন। রসপরিপাটীর অভাবের কারণ অর্থগত গ্রাম্যতা—"যদি পুন এমন বল, মাথায় ঢালিব ঘোল ইতি পাঠঃ ক্বচিদ্ দৃশ্যতে স তু নাতিরসদঃ।"

অনেক সময়ে পাঠ নির্ণয়ে তিনি যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তার প্রতিস্পর্ধী পাঠান্তরের কোনো উল্লেখ পদটীকায় পাওয়া যায় না। যে পাঠ পদে পাওয়া যায় সেই পাঠটিকেই তিনি নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ৪৪০ সংখ্যক "টারল হৈমন শিশিরক অন্ত"-ইত্যাদি পদে "ডরে নাহি ছোড়ত" পাঠটি। এটি মূল পদেই আছে। সেইটিকেই উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন—"ডরে নাহি ছোড়ত ইত্যেব পাঠঃ সুসঙ্গতঃ"।

এ ক্ষেত্রে মনে হয়—হয়তো কোনো পুঁথি কিংবা গায়কের কণ্ঠে তিনি এই পাঠটি দেখেছেন বা শুনেছেন। তাই সেই পাঠটি স্মরণ করেই তিনি তাঁর মন্তব্য পেশ করেছেন।

ঐ পদেই তাঁর উক্তি "ডহ ডহ ইতি শব্দো দেশ-ভাষায়াং দাহার্থ-বাচকঃ"—মূলের পাঠ দ্বারা সমর্থিত নয়। মূল পদের পাঠ "ডর ডর।" এস্থলেও তিনি এই পাঠান্তরের উল্লেখ করেন নি।

৩৪৫ সংখ্যক "রাধারমণ রমণীমোহন"-ইত্যাদি পদে "চন্দ্রকচারু বতংস"-স্থলে "চন্দ্রকচারু অবতংস"-পাঠটিকেও সমর্থন করেছেন কেন না ছন্দ বা অর্থের দিক দিয়ে দুটি পাঠেরই তুল্য মান স্বীকার্য।

৩৫২ সংখ্যক "হরি রঙ্গ কাননে"-ইত্যাদি পদে "চকরাক জোর" এবং "চকোরক জোর" পাঠ-দ্বয় উদ্ধৃত করেছেন। শেষের পাঠটি তরুতে ধৃত হয়েছে। "চকরা" শব্দের অর্থ চক্রবাক এবং "চকোর"—"চন্দ্ররশ্মিপানরুচি পক্ষিণি"—

টীকা—অমর—২।৫।৩৫

৩৭৩ সংখ্যক "নামহি অক্রূর"-ইত্যাদি পদে "কালি কালিত সাজ"-অংশে কোনো পাঠান্তর দেন নি কিন্তু পাঠান্তর যে তাঁর কাম্য ছিল তা বোঝা যায় যখন তিনি মন্তব্য করেন "পাঠান্তরশ্চিন্ত্যঃ।" এটি একটু বিস্ময়কর মন্তব্য, কারণ "চিন্ত্যঃ"-শব্দটি

বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় তো তিনি চিন্তা ক'রে পাঠান্তর কল্পনা করেছেন।

৪১৭ সংখ্যক "তোহারি বিচ্ছেদে ভরমে"-ইত্যাদি পদে "হামারি বিচ্ছেদে"-স্থলে রাধামোহন "হামারি বিচ্ছেদ"-পাঠটি ধরেছেন—"হামারি বিচ্ছেদ ইত্যেব পাঠঃ।" মনে হয় এখানে মূল পদেই কিছু মুদ্রণ-ঘটিত প্রমাদ আছে কেন না অর্থসঙ্গতির দিক দিয়ে এবং বিভক্তি ব্যবহারের ঔচিত্যের দিক দিয়ে "হামারি বিচ্ছেদে"-পাঠই সমীচীন। তবে রাধার বিক্ষিপ্ত-চিত্তের সূচক হিসাবে 'এ'-কারচ্যুতি সম্ভাব্য কারণ হ'তে পারে।

দু'টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপকল্পের পাঠান্তরকে অর্থগত তাৎপর্যের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি দু'টিকেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন—অনেক ক্ষেত্রে। যেমন ৪২১ সংখ্যক "ললিত কমল ফুল বালা"-ইত্যাদি পদের প্রথম পংক্তিটিরই তিনি পাঠান্তর ধরেছেন—"লুনিক পুতলি সম বালা।" রাধার দেহ-মনের পেলবতা প্রকাশ করবার জন্তই দু'টি উপমা প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথমটি—"ললিত কমলফুল" এবং দ্বিতীয়টি "লুনিক পুতলি।" "ললিত কমল ফুল" রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে রাধার তুলনা—কিন্তু সেই ফুল বিরহতাপে শুষ্কপ্রায়। প্রথম অরুণোদয়ে সম্ভঃপ্রস্ফুটিত রাধারূপ-কমলের সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য বুঝি কৃষ্ণবিরহরূপ মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রখর তেজ ধারণ করতে অসমর্থ। আবার "লুনি" অর্থাৎ নবনীত দিয়ে তৈরি যে পুতুল সেও তাপ পেলে গ'লে যায়। রাধাও তেমনি বিরহের প্রচণ্ড দুঃখের দাহ ধারণ করতে অসমর্থ। যদি কেউ বলেন "লুনি"-শব্দটি "লবণ"-শব্দ থেকেও তো আসতে পারে, সেক্ষেত্রে এ অর্থও তো হ'তে পারে যে বিরহের অশ্রুধারায় অভিসিঞ্চিত ও বিগলিত রাধা-দেহ নুনের পুতুলের তুলনা? কিন্তু 'লুনি' শব্দ যে লবণ থেকে আসেনি, পূর্বোক্ত সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে এ বিষয়ে রাধামোহন প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলছেন যে সাধারণ লোকে নবনীতকে 'লুনি' ব'লে থাকে—দেশিভাষায় এ রকম শব্দব্যবহারের চল আছে—"স তু 'নবনীত-শব্দস্য দৈশিক-ভাষয়া 'ল'-কারোচ্চারণে ন দোষঃ।"

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর মতো রাধামোহন ঠাকুর অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত সংস্কৃত বা দেশী শব্দের ভাষাগত টীকায় আঞ্চলিক শব্দের উল্লেখ করেছেন। যেমন ২৩৫ সংখ্যক "কি করব জপ তপ"-ইত্যাদি পদের "পৈড় কপুর যব না মিলব তব মিলব হরি সঙ্গে"-পংক্তিটির টীকায় তিনি বলছেন—

"অপক্বনারিকেলম্ উৎকলদেশীয়ৈঃ 'পৈড়' ইতি ভাষয়া উচ্যতে। কর্পূরমেলনেন তজ্জলং বিষতুল্যং ভবতি। অর্থাৎ ভক্ষণার্থং বিষং যদি ন প্রাপ্নোমি তদা তস্য সঙ্গে মেলনং করোমি।"

এখানে "পৈড়" বলতে যে অপক্ব নারিকেল বোঝায়, উৎকলের এই আঞ্চলিক ভাষাগত তথ্যটি তিনি জানিয়ে দিলেন।

সাধারণ লোকে কী ভাবে কথাবার্তা বলে অথবা সাধারণ্যে কী অর্থে শব্দটি প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধেও রাধামোহন অনেক ক্ষেত্রেই পাঠান্তরপ্রসঙ্গে আলোকপাত করতে ভোলেন নি। যেমন ৩৪ সংখ্যক "মরকত-দরপণ বরণ উজোর"-ইত্যাদি পদে "অনঙ্গ আগোর"-অংশে "আগোর"-শব্দের অর্থ যে 'আগোল' 'রলয়োরৈক্যাৎ'-নীতিতে, তা গ্রহণ ক'রে "আগোর" শব্দের অর্থ করছেন "আগোল" অর্থাৎ "রক্ষক।" তিনি বলছেন—"অদ্যাপি গৃহাদেঃ শস্যাদের্বা রক্ষকে দেশভাষয়া "আগোল"-ইতি

শব্দঃ কথ্যতে"। সংস্কৃত ভাষায় "অর্গল" শব্দ থেকে "আগোল" শব্দ এসেছে সুতরাং লক্ষণার সাহায্যে "রক্ষক" অর্থটি পাওয়া গেল।

ভাষায় লোকব্যবহার সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। যেমন ১৭৯ সংখ্যক "কথিত-সময়েঽপি হরিরহহ-"ইত্যাদি পদে "যামি হে কমিহ শরণং"-অংশে "হে"-শব্দটির উপরে তিনি টীকা দিচ্ছেন—"হে ইতি সখীসম্বোধনম্। অদ্যাপি লোকে সাক্ষাৎস্থিতে সম্বোধ্যমানে তন্নামাগ্রহণেন "হে" ইতি প্রযুজ্যতে"।

গীত-গোবিন্দের উপর বালবোধিনী টীকায় এই "হে" শব্দটি স্বগত সম্বোধনরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। রাধামোহনের ব্যাখ্যা লোকব্যবহারসম্মত।

৪৪০ সংখ্যক "টারল হৈমন শিশিরক অন্ত"-ইত্যাদি পদের "ডহ ডহ"-শব্দের উপর মন্তব্য করেছেন—"ডহ ডহ ইতি শব্দো দেশভাষায়াং দাহার্থবাচকঃ।"

পূর্বেই বলেছি যে এই ক্ষেত্রে মূলপদের পাঠ ও টীকার পাঠে সাদৃশ্য নেই।

এই রকম আরো অনেক স্থলে মূল পদের পাঠ ও টীকার পাঠে পার্থক্য লক্ষিত হয় এবং মূলপদের পাঠ সম্বন্ধে পরিচয়ের অভাবও টীকায় লক্ষিত না হ'য়ে থাকতে পারে না। এর কারণ হয়তো, যে সব পদের পাঠের উপর নির্ভর ক'রে টীকা লিখিত হয়েছে সেই সব পদ লিপিকরণের সময় লিপিকার অন্য কোনো পুঁথি বা গায়কের কণ্ঠ থেকে শুনে লিখেছেন। কিংবা অন্য কোনো পদসংকলন থেকে গ্রহণ করেছেন। যাঁরা এই ধরণের লিপিকরণের কাজে নিযুক্ত হতেন তাঁদের মধ্যেও অনেকেই বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে মনে হয় টীকার পাঠই অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য—কেননা টীকার উপর অসতর্ক হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

৪৫৪ সংখ্যক "পরখি পেখলোঁ পুরুষোত্তম পুরুষ পাহন জাতি"-ইত্যাদি পদে রাধামোহন পাঠান্তর ধরেছেন—'পুরুষ পুরুষোত্তম' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ, স তু চিন্ত্যঃ।" পাঠান্তর প্রসঙ্গে শুধু মাত্র দু'টি শব্দের উল্লেখ করায় একটু গোলযোগ থেকে যায়।

রাধামোহন কি পংক্তিটি এইভাবে সাজাবেন—"পরখি পুরুষ পুরুষোত্তম পেখলোঁ পাহন জাতি"? অথবা "পরখি পুরুষ পুরুষোত্তম পুরুষ পাহন জাতি"—এই ভাবে? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে "পুরুষ" শব্দটি অকারণে দু'বার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ক্রিয়া পদটি অনুক্ত থাকছে।

যদি "পরখি পরুষ পুরুষোত্তম পেখলোঁ পাহন জাতি"—এই পাঠ ধরা যায় তা হলে অর্থসঙ্গতি থাকে কারণ "পরুষ (কঠোর) শব্দের সঙ্গে "পাহন" (পাষাণ) শব্দের ভাবগত সাজাত্য আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ক্রিয়াপদটিকে স্থানান্তরিত করতে হয়। সে রকম স্থলে "পরুষ" শব্দের স্থলে "পুরুষ" শব্দটির ব্যবহার লিপিকরপ্রমাদজ ব'লে ধরতে হবে। কিংবা "পেখলোঁ পরখি পুরুষোত্তম পুরুষ পাহন জাতি"-এই ভাবে অন্বয় ক'রে নিতে হবে।

৬৩১ সংখ্যক "সুরধুনী তীরহি আজু শচীনন্দন"-ইত্যাদি পদে "হোর"-শব্দটির ব্যবহার নিয়ে রাধামোহন বলছেন—'হোর' ইতি ভাষাব্যবহারেণ ড-রয়োঃ-ঐক্যাৎ "হোড়" ইতি যদ্ব্যাখ্যা 'পণ' ইতি যাবৎ।" এখানেই প্রচলিত "হোড়" এই বাংলা শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ-উচ্চারণের উপর অন্যত্রও রাধামোহন আলোকপাত করেছেন। যেমন ৪২৫ সংখ্যক "সখি জনি কহ পরলাপ"-ইত্যাদি পদে "কারি"-শব্দটি "কাড়ি" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাধামোহন বলছেন "কাড়ি" ইতি লিখিতং ড়কার-রকারয়োরৈক্যাৎ।"

এইভাবে দেশী শব্দের উৎস সন্ধানে তিনি যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছেন। ১৫৬ সংখ্যক "অম্বরে ডম্বর"-ইত্যাদি পদে ব্যবহৃত "সৌতিনি" বা "সোতিনি" শব্দের উপর টীকা দিচ্ছেন—"সপত্ন্যা ভাষা "সৌতিনি" ইতি"।

"লাজ"—এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ "খৈ" সবাই আজ জানে। হয়তো রাধামোহনের সময় শব্দটি ততটা প্রচলিত ছিল না—তাই তিনি একটি পদ টীকায় লিখছেন—

"লাজহি লাজাঃ। "খৈ" ইতি যস্যাখ্যা।"

৫২০ সংখ্যক—"যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে"-ইত্যাদি পদের "এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব"-পংক্তিটির পাঠান্তর তিনি ধরেছেন—"এ সখি বিরহ-মরণ নিরবন্ধ"। এস্থলে "নিরদ্বন্দ্ব"-শব্দের অর্থ "নির্বিরোধ" এবং "নিরবন্ধ" শব্দের অর্থ তিনি দিয়েছেন "সংকল্প"। তাৎপর্যগতভাবে দু'টি শব্দই একার্থক—"বিরহে মরণমেব নির্দ্বন্দ্বং নির্বিরোধম্ ইত্যর্থঃ"। এর কারণ বিরহে কৃষ্ণপ্রাপ্তি না থাকলেও প্রাপ্তির আশা থাকে এবং তাতে দুঃখ সহনীয় হয়। কিন্তু মরণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি না হ'লেও বিরহ-দুঃখের অবসান ঘটে। বিরহে দুঃখ থাকলেও জীবদ্দশাতেই কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা থাকে এবং তাতে দুঃখ সহনীয় হয়। আর মরণে জীবদ্দশায় কৃষ্ণ-প্রাপ্তি না হলেও মরণোত্তর কালে পঞ্চভূতে মিশে গিয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা থাকে। সঙ্কটের কারণ বিরহজনিত বেদনা। সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব—কৃষ্ণমিলনে—পঞ্চভূতময় দেহে অথবা পঞ্চতন্মাত্রময় দেহে। সুতরাং কৃষ্ণপ্রাপ্তির দিক দিয়ে বিরহ-মরণের নির্বিরোধ অথবা বিরহে মরণের সংকল্প একই রূপে ফলপ্রদ।

৪৮৫ সংখ্যক "ঘন শ্যামর তনু"-ইত্যাদি পদের "ঘুম বিহন দিঠি করত অপার"-পংক্তিটির পাঠান্তর প্রসঙ্গে রাধামোহন লিখছেন—"ঘুম বিহিন দিঠে করত অপার"—ইত্যেব পাঠঃ। তেন সদৈব নিদ্রারহিতচক্ষুষি সদৈব অশ্রুপাতঃ। ন তু নিদ্রাভাবজনিত-তৎপতনম্।"

মুদ্রিত গ্রন্থের টীকার পাঠ "ঘুমবিহিন দিঠি।" কিন্তু টীকায় এই পংক্তির ব্যাখ্যা-অংশে আছে "দিঠে" সুতরাং "দিঠি" শব্দটি মুদ্রণ-প্রমাদ ব'লে ধরা যেতে পারে এবং "দিঠে" পাঠটিই গ্রহীতব্য ব'লে মনে করতে হবে।

৪৮৬ সংখ্যক "চিত অতি চপল"-ইত্যাদি পদের ষট্ সংখ্যক পংক্তি—"চুলকত চিত বিরহজ্বরে রাই।" রাধামোহন "চুলকত"-স্থলে পাঠান্তর ধরেছেন "চমকিত" এবং এর উপরে টীকা দিচ্ছেন—"চুলকত গণ্ডূষীকৃত ইত্যর্থঃ"। ঐ স্থলেই "চুলকত"-শব্দের পাঠান্তর "চমকিত"-শব্দের উপর টীকা দিচ্ছেন "চমকিত ইতি পাঠে তথৈবার্থঃ"। "তথৈবার্থঃ" বলতে কি বোঝাচ্ছে—সে সম্বন্ধে বলছেন—"এতেনাপি বিচিত্ততালক্ষণমোহানুভাবো গম্যতে।" অর্থাৎ মোহজনিত বিচিত্ততা—ভুল দেখা, ভুল শোনা বা ভুল ভাবা।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে "চুলকত" অর্থাৎ "গণ্ডূষীকৃত" এবং "চমকিত" "চমক-লাগানো" (বিশেষণ পদ) পদদ্বয়ের মধ্যে রাধামোহনের মতে অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু এটা কি ক'রে সম্ভব? "গণ্ডূষ"

এবং "চমক"—এই দু'টি শব্দের কোনো অর্থগত পার্থক্য নেই এটি কি গ্রহণযোগ্য মন্তব্য ?

সম্ভবত "চুলুক"-শব্দ থেকে "চুলুকিত>চুলকত" শব্দটি এসেছে ব'লে তিনি ধরেছেন। কিন্তু √চুলুম্প-ধাতু নিষ্পন্ন "চুলুম্পিত"-শব্দ থেকেই বরঞ্চ "চুলকত" শব্দটি এলেও আসতে পারে। এবং তা এসেছে ব'লে ধরলে "চমকিত"-শব্দের সঙ্গে অর্থগত ঐক্য সমর্থিত হ'তে পারে। √চুলুম্প ধাতুর অর্থ "to swing, rock, move to and fro, agitate"-Apte's। "চমকিত"-শব্দ থেকেও আমরা এই অর্থই পাই। সংস্কৃত বা তৎসম 'চমৎকরণ' শব্দ থেকে জাত 'চমকন' শব্দের অর্থ রামকমল শর্মার প্রকৃতি-বাদ অভিধানে আছে—"কাঁপন, ডরন।"-"চমকিত" শব্দটি বাংলা ভাষায় শুধু "বিস্মিত"-অর্থেই নয় "কম্পিত"-অর্থেও ব্যবহৃত হ'য়েথাকে। সেই হিসাবে "চুলকত" ও "চমকিত" একার্থক হ'তে পারে।

কিন্তু রাধামোহন যেখানে পাঠান্তর-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন— "গণ্ডূষীকৃত" এবং "চমকিত"-"তথৈবার্থঃ"-সেখানে তাঁর ব্যাখ্যা এত সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে—৪৮৬ সংখ্যক "চিত অত চপল"-ইত্যাদি পদটি দূর প্রবাসের ব্যাধিদশার পদ। ৪৮৯ সংখ্যক "ও নব নায়রী বালা"-পদ থেকে উন্মাদ দশার আরম্ভ। আলোচ্য পদটিতে বিচিন্তিতা-লক্ষণ মোহানুভাব বর্ণিত হয়েছে।

"চুলকত চিত" অংশের অর্থ ধরতে হবে ব্যাধিদশায় "চিত" অর্থাৎ কৃষ্ণের চিত্র হাতে নিয়ে রাধা মোহবশত চুম্বন করছেন। সেই অর্থেই "চমকিত"-শব্দটিরও অর্থ হবে "চুম্বিত"। 'চমকিত'-শব্দটিকে √চম্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ ধরতে হবে। √চম্ ধাতুর অর্থ—"To drink, sip, drink off"

তাই "চুলকত (চমকিত) চিত বিরহজ্বরে রাই" পংক্তিটির অর্থ হবে— কৃষ্ণের ছবিটি হাতে নিয়ে রাধা মোহগ্রস্ত হ'য়ে "চিত" বা চিত্রটিকে চুম্বন করছেন বা পান করছেন। "চিত"-শব্দটি "চিত্র"-শব্দজাত হিসাবে পদাবলীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথা "ভীতক চিত-ভুজগ হেরি যো ধনি চমকি চমকি ঘন কাঁপ"—গোবিন্দ দাস। আবার এ অর্থও হতে পারে —"বিরহজনিত তাপে রাধা তোমার দর্শন তৃষ্ণায় আকুল হয়ে তোমার ছবিটিকেই হাতে নিয়ে বার বার চুম্বন ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ করছেন, যেমন ক'রে জ্বরের ঘোরে শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তি বার বার জলপান করে।

রাধামোহন বলছেন—"জ্বর-শব্দেন ব্যাধিঃ স্পষ্টীকৃতা"। এখানে এই ব্যাধি—উন্মাদ দশার পূর্ববর্তী ব্যাধিদশা।

৫১৬ সংখ্যক "যব তুহুঁ লায়ল"-ইত্যাদি পদে তিনি "লায়ল"-স্থলে "বাঢ়ায়ল"-এই পাঠান্তরের উল্লেখ করেছেন—"বাঢ়ায়ল" পাঠঃ ক্বচিদ্ দৃশ্যতে"। তিনি "লায়ল" পদের প্রতি-পদ দিয়েছেন "বর্দ্ধয়-তাম্" কিন্তু তবু "বাঢ়ায়ল"-পাঠের প্রাধান্য দেননি। "রাধাপ্রেম বিভু তার বাঢ়িতে নাহি ঠাঁই"।

কারণ—"তথাপিও ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই।"—এই নীতি অনুসারে এবং "সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়" এই কথাটি মনে রাখলে "লায়ল" ও "বাঢ়ায়ল" এই দু'টি পাঠেরই তাৎপর্য রাধাপ্রেমের বিভুত্ব ও লীলাসহায়িকা সখীত্বের ভূমিকা যে এক—তা স্পষ্টই প্রতীত হয়।

৫৫৭ সংখ্যক "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া"-ইত্যাদি পদে প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে "রতিরভস-রশেন"-স্থলে রাধামোহন "রতিরভসরসেন" পাঠ ধ'রে ব্যাখ্যাও করেছেন। তবে "রভস"-শব্দের অর্থ

"বেগ" ধ'রে যে অর্থ করেছেন, "রস"-শব্দ ধ'রে সেই "বেগ"-অর্থটি বাদ না দিয়েও তা থেকেই উৎপন্ন যে "রস" তারই কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য দু টি শব্দেরই অর্থগত তুল্য চমৎকৃতি—যদি প্রথম অর্থটির তাৎপর্য হয় "কান্তি।"—বশঃ কান্তৌ—অমর ৩।২।৮। "কান্তি"-শব্দের অর্থ –"Beauty enhanced by Love"—Apte's। "রস"শব্দেরও অর্থ হয়—Beauty, Love।

৭২৫ সংখ্যক "গৌরাঙ্গ পাতকি উদ্ধার করুণায়"-ইত্যাদি পদে "গৌরাঙ্গ'-সম্বোধন কোনো কোনো পুঁথিতে দেখা যায় না। রাধামোহন এটি সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন—"সম্বোধনাভাবে দোষো জায়তে" কারণ সম্বোধন না থাকলে উক্তি-বিষয়ে শৈথিল্য ঘটে।

মূল পদের পাঠ এবং টীকায় উদ্ধৃত পদের পাঠে যে অনেক সময় ঐক্য দৃষ্ট হয় না, এই বিভিন্নতার কারণ—রাধামোহন যে পুঁথি থেকে পাঠ তুলেছেন সে পুঁথি থেকে পদের পাঠ পরবর্তী কালের লিপিকর হয়তো তোলেন নি। এরূপ স্থলে রাধামোহনের টীকার পাঠই প্রামাণিক ব'লে ধর্তব্য—একথা আগেই বলেছি। অনেক সময় রাধামোহন গায়কের কণ্ঠের পদ-গীত থেকেও পাঠ নির্বাচন করেছেন, পূর্বে আলোচিত এই কথাও মনে রাখতে হবে। তাছাড়া রাধামোহন যে একাধিক পুঁথির পাঠ দেখে পাঠ নির্বাচন করতেন—সে কথা রাধামোহনের টীকা থেকেই জানা যায়। এসব স্থলে টীকার অনুটীকায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

অনেক সময় প্রাপ্ত টীকার একটি বাক্যে হয়তো এক বা একাধিক অপেক্ষিত শব্দ অনুপস্থিত থেকেছে। এই স্থলগুলি লিপিকরপ্রমাদজ মনে ক'রে অথবা অনবধানজনিত ত্রুটি বিবেচনা ক'রে ঐ অপেক্ষিত সম্ভাব্য শব্দগুলি বন্ধনীচিহ্নিত অংশে যোজনা ক'রে দিয়েছি। অন্যথা অর্থসংগতির অভাব-প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

যেমন ১১৭ সংখ্যক "জীবন চাহি যৌবন বড় "রঙ্গ"-ইত্যাদি পদের টীকায় "ইতি জ্ঞাপি অনয়া ক্রোধাদিকং ন কৃতং (ইতি দৃষ্ট্বা) পুনরন্ত-ঈ'ত্যাদিকং তর্কিতম্ ইতি কা চিন্তা"-অংশে ("ইতি দৃষ্ট্বা") অংশ।

কোনো কোনো স্থলে এই শ্রেণীর শব্দ বা পদচ্যুতির জন্য বিপরীত অর্থও প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ স্থলে আমি সম্ভাব্য শব্দ বা পদটি বন্ধনীচিহ্নিত অংশে বসিয়েও দিয়েছি। যেমন ৪৮ সংখ্যক "শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব"-ইত্যাদি পদের টীকায় রাধামোহন বলছেন—"মেঘদর্শনাশ্রুপাতাৎ তমালালিঙ্গনাচ্চ প্রৌঢ়-লালসা প্রাপ্তা। দুর্গোৎসুক্যচাপল্যাদি-ভাবশাবল্যাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য বর্ণসাজাত্যাদ্ আলিঙ্গনস্পৃহা ন তু শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞানাদ্ ইত্যত (ন) "উন্মাদ লক্ষণাতি-ব্যাপ্তি"। অর্থাৎ রাধার এই দশা প্রৌঢ়-লালসা দশা, উন্মাদ দশা নয়। এই "ন"-শব্দটি টীকায় অনুপস্থিত ছিল এবং তাতে বিপরীত অর্থের প্রকাশ হচ্ছিল। তাই বন্ধনীচিহ্নিত অংশে "ন"-শব্দটি বসানো হয়েছে।

পদকর্তাদের প্রতি রাধামোহনের শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ ছিল অসাধারণ। ৩২৬ সংখ্যক "সই মরম কহিয়ে"-ইত্যাদি পদে আছে—"পিরিতি-নগরে বসতি তেজিয়া থাকিব গহন বনে।" পদটি চণ্ডীদাসের। অমরকোষে আছে "অটব্যরণ্যং বিপিনং গহনং কাননং বনম্"—২।৪।১। সুতরাং "গহন বনে"—অংশটিতে পুনরুক্তদোষ-প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। কিন্তু রাধামোহন পদকর্তা চণ্ডীদাসের

গায়ে এ আঁচড় লাগাতে দেবেন না। তাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী থেকে "গহন বন"-শব্দদ্বয় ব্যবহারের সমর্থনে বলছেন—"গহন বনে—'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্'—ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণদর্শনাৎ—"গহনং কাননং বনম্"-ইত্যমরস্বৈকপর্যায়তয়া বিরোধো নিরস্তঃ"। অর্থাৎ যদিও অমরকোষের মতে ছুটিই একই পর্যায়ের শব্দ তবু চণ্ডীতে এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ রীতি আছে ব'লে দোষ হয় নি।

কিন্তু "গহন" শব্দের অন্য অর্থও কোষান্তরে দৃষ্ট হয়। বিশ্ব বা হৈম কোষ অনুসরণে "গহন" শব্দের অর্থ "দুঃখ"-ও হয়। "দুঃখজনক বন"—'গহন-বন' এই ভাবে সমাসবদ্ধ পদ ধরলে মধ্যপদলোপী সমাসে অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে এবং এতে কোনো দোষপ্রসঙ্গও থাকে না।

আর একটি উদাহরণ এ বিষয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ৫০৯ সংখ্যক "গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ"-ইত্যাদি পদের অপেক্ষিত "বিশেষ" পদের স্থলে "বিশেখ" থাকায় ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাধামোহন অনুভব করেছেন। উপরোক্ত পংক্তিটির পরবর্তী পংক্তি "ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ।" কারোর কারোর মনে হ'তে পারে "রেখ" শব্দের সঙ্গে মিল দেবার জন্তেই "বিশেষ"-স্থলে "বিশেখ" শব্দ ধরা হয়েছে—এতে কবির কবিত্বশক্তির দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে কারণ মিল রচনায় তিনি সুপটু নন। এই সম্ভাব্য সন্দিহানতা নিরস্ত করবার জন্তই কি রাধামোহনের ব্যাখ্যা ?

পদটির ভণিতায় আছে—

"বীরনারায়ণ ভূপতি ভান।

বিজয় নারায়ণ ইহ রস গান"॥ "—এই দুই স্বল্পখ্যাত পদকর্তার হ'য়ে রাধামোহন "বিশেখ" শব্দ ব্যবহারের সমর্থনে বলছেন—"পাশ্চাত্যজনৈর্মূর্ধণ্য-ষকারোচ্চারণাভেদেন পদার্দ্ধচরণশেষবর্ণসাম্যং কৃতম্ ইত্যত্র জ্ঞেয়ম্।" অর্থাৎ পাশ্চাত্যদেশীয় ব'লেই পদকর্তাদ্বয় "বিশেষ"-শব্দকে "বিশেখ" বলেছেন কারণ এই ভাবেই তাঁরা মূর্ধণ্য-'ষ'-কার উচ্চারণ ক'রে থাকেন। সুতরাং মিল জমাবার জন্ম কৃত্রিম বর্ণসাম্য ঘটানো হয়নি, এই কথাই এস্থলে মনে রাখতে হবে।

রাধামোহন তাঁর সম্পাদনা-কার্যে শব্দার্থ-নির্ণয়ে শুধুমাত্র অভিধানকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ ক'রে সন্তুষ্ট থাকেন নি—সাহিত্য-রচনায় সেই শব্দের প্রয়োগগত অর্থকেও সমাদর করেছেন। যেমন ১৬ সংখ্যক "মধুকররঞ্জিতমালতীমণ্ডিত"-ইত্যাদি পদের একটি পংক্তি— "পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চননরগণ-করুণাবিতরণ-শীলম্"—এই পংক্তির উপর টীকায় রাধামোহন বলেছেন যে "অকিঞ্চন"-শব্দের অর্থ "দরিদ্র" ও "কিঞ্চন"-শব্দের অর্থ "ধনী"। এ বিষয়ে তিনি "ধরণী"-নামক শব্দকোষ গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতিই দিয়েছেন—"অকিঞ্চনো দরিদ্রে স্যাৎ কিঞ্চনো ধনিনি স্মৃতঃ।" অমরকোষে "কিঞ্চন" বা "অকিঞ্চন" শব্দ নেই। Apte's Sanskrit English Dictionary-তে আছে—"To a certain degree, a little." এ হিসাবে কিঞ্চন শব্দের অর্থ কখনই ধনী হতে পারে না (লক্ষণার সাহায্যেও)। কিন্তু রাধামোহন ধরণীর প্রমাণবাক্যকে জোরদার করেছেন গোবিন্দ দাসের একটি পদে, সেই অর্থে শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়ে। গোবিন্দদাস রচিত "পতিত হেরি কান্দে থির নাহি বান্ধে"-(এ পদটি রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে সংকলিত হয়নি) ইত্যাদি পদে একটি পংক্তি আছে—"বরণ-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন কারো কোনো দোষ নাহি মানে। এই প্রসঙ্গে রাধামোহন বলছেন—"অকিঞ্চনো দরিদ্রে

স্যাৎ কিঞ্চনো ধনিনি স্মৃতঃ”—ইতি ধরণিঃ। তথাহি শ্রীগোবিন্দকবিরাজঠক্কুরকৃত-‘পতিত হেরি কান্দে’ —ইতি গীতিকায়াং ‘বরণ-আশ্রম-কিঞ্চন-অকিঞ্চন কারো কোনো দোষ নাহি মানে—’ইত্যত্র তদর্থক-‘কিঞ্চন’-শব্দপ্রয়োগো দৃশ্যতে।”

এই যে অর্থনির্ণয় ব্যাপারে রাধামোহন শুধু মাত্র অভিধাননির্ভর ছিলেন না—সাহিত্যে সেই শব্দের প্রয়োগ-গত বিধিকেও বা বৈশিষ্ট্যকেও অনুধাবন করতেন তার আর একটি প্রমাণ—১১৭ সংখ্যক পদটীকায় আছে। পদটি বিদ্যাপতিরচিত “জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ”-ইত্যাদি। এই পদের “তুহুঁ যদি করসি করিয়ে অনুষঙ্গ”—পংক্তিটির “অনুষঙ্গ”—শব্দটি আমাদের লক্ষ্য। শব্দটির অর্থপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন—“ত্বদাজ্ঞা অস্মিন যদি ভবতি তদা অনুষঙ্গং প্রসঙ্গং করোমি। ‘অনুষঙ্গ’-পদস্য ‘প্রসঙ্গ’বাচকত্বং ‘দূরাদপানুষঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে’—ইত্যাদি শ্লোকে লভ্যতে”। অর্থাৎ যদিও “অনুষঙ্গ”-পদের অর্থ “Compassion, pity, tenderness”—আবার “close adherence বা connection”-ও(Apte's) হয়, কিন্তু এখানে “প্রসঙ্গ” অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। “প্রসঙ্গ” শব্দের অর্থও হয় “connection, association—Apte's। “অনুষঙ্গ”-শব্দটিকে এই অর্থই এখানে ধরতে হবে। বিদ্যাপতির পংক্তিটির অর্থ তাহলে হবে “তুমি যদি করুণা, দয়া বা স্নেহবশত অনুমতি দাও তাহলে তার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিই।

“প্রসঙ্গ” অর্থে “অনুষঙ্গ”—শব্দের ব্যবহারের সামর্থ্য দেখাবার জন্য রাধামোহন রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটক থেকে “দূরাদপানুষঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে”—ইত্যাদি শ্লোকের পংক্তি তুলেছেন।

রাধামোহন লীলাপদবর্ণনায় সম্ভোগসংক্রান্ত পদের ব্যাখ্যায় অনুৎসুক। তিনি গোপ্য বস্তুকে ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টিতে আলোচনা করতে চাননি। যেমন ৩৫০ সংখ্যক “এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ”-ইত্যাদি পদটির টীকায় লিখছেন—“অস্যার্থস্তু রসিকৈরনুধাবনীয়ঃ। রহস্যত্বাৎ নাতিবিবেচ্যতে”। অর্থাৎ রসিকেরা এই পদটির অর্থ অনুধাবন করবেন। এটি রহস্যময় গোপ্য ব্যাপার, তাই চুলচেরা আলোচনা করা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, রাধামোহন নৌকাবিলাসের পদগুলি সম্ভোগবর্ণনার রূপকে ধরেছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার অন্তর্গত নৌকাবিলাস—(“নৌখেলা লীলয়া চৌর্যং” —ইত্যাদি) তবু রাধামোহন পালা হিসাবে নৌকাবিলাসকে ধরেন নি এবং নৌকাবিলাসের পদকে অন্যভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ভাবেই ২৫২ সংখ্যক “ইহ মধু যামিনী মাহ”—ইত্যাদি সম্ভোগের পদের টীকায় “সুবীভিভাব্যম্”, ৬২৫ সংখ্যক “সহজই কাঞ্চন গোরা”-ইত্যাদি পদের টীকায় “অস্যার্থো রসিকৈর্জ্ঞেয়ঃ”, ৬২৯ সংখ্যক “ঢল ঢল কাঞ্চন”-ইত্যাদি পদের টীকায় “অস্য ভাবার্থো রসিকৈর্ধ্যেয়ঃ” ইত্যাদি উক্তি এ বিষয়ে অনুধাবনীয়।

পদামৃতসমুদ্রের কোনো কোনো পদ ভণিতাবিহীন। যেমন ৫২১ সংখ্যক “বিরহ আনলে যদি দেহ উপেখবি”—ইত্যাদি পদ।

যেমন

“জগভরি বিপুল— কলঙ্ক সব ঘোষব
দোসর কলমস বন্ধ।”—ইত্যাদি পদটিতে কোনো ভণিতা নেই এবং পদটি এই পর্যন্তই আছে। পদকল্পতরুতে পদটি ১৯৫৪ সংখ্যক পদরূপে ধৃত এবং ভণিতা গোবিন্দদাসের। পরবর্তী পংক্তিগুলি—

"সাজল কমলে কমলাপতি পুজহ
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দ দাস কহ আশ তব না পুরব
রাধামাধব সেব॥

রাধামোহন গোবিন্দ দাসের পদের "তৎকৃত-সংকলন"-গ্রন্থের সঙ্গে যে পরিচিত ছিলেন সে কথা রাগ-আলোচনা-কালে নিজেই টীকায় লিখে গেছেন। গোবিন্দদাসের সংকলন গ্রন্থে যদি এ পদ থাকত তা হলে রাধামোহন নিশ্চয়ই ভণিতাহীন অবস্থায় পদটিকে উদ্ধৃত করতেন না। সুতরাং একটু সংশয় থেকে যায়।

৪৪৬ সংখ্যক "গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ূর"-ইত্যাদি পদটিও ভণিতাহীন অবস্থায় পদামৃতসমুদ্রে ধৃত হয়েছে। পদটি পদকল্পতরুতে ১৭৩২ সংখ্যক পদরূপে ধৃত এবং ভণিতাংশটি এই রূপ—

"বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥"

পদামৃতসমুদ্রে ধৃত এই ভণিতাহীন পদ দু'টির সম্ভাব্য পদকর্তা সম্বন্ধে অথবা ভণিতা না থাকার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে রাধামোহন তাঁর টীকায় কোনো মন্তব্যই করেন নি।

৪৯৮ সংখ্যক "সখিগণ কন্দরে থোই কলেবর"-ইত্যাদি পদ এবং ৫০৬ সংখ্যক "নদী বহে নয়নক নীরে"-ইত্যাদি পদ দু'টির ভণিতায় নৃপতি শিব সিংহের নাম আছে। ৪৯৮ সংখ্যক পদটি পদ-কল্পতরুর ১৯৩০ সংখ্যক পদ। এই পদের টীকায় পদরসসার পুঁথির ভণিতায় যে পাঠ দেখা যায় তাতে বিদ্যাপতির নাম আছে। যথা "ভণয়ে বিদ্যাপতি—শিব সিংহ নরপতি।" "নদী বহে নয়নক নীরে"-ইত্যাদি ৫০৬ সংখ্যক পদটি পদকল্পতরুর ১৯৪০ সংখ্যক পদ। এই পদের ভণিতায় নৃপতি সিংহের নাম আছে। বৈষ্ণবদাস পদামৃতসমুদ্রের অনুসরণেই পদকল্পতরু সংকলন করেছিলেন—ভণিতার এই পরিবর্তন তিনি কেন করলেন তা অনুসন্ধেয়।

রাধামোহন-সংকলিত আরো কিছু পদের ভণিতা নেই। এগুলির মধ্যে আছে শ্রীনিবাস আচার্য রচিত "অনুখণ কোনে থাকি"-ইত্যাদি পদ। এ পদটি রাধামোহনের পূর্বপুরুষের রচনা। ভণিতাংশ না থাকা বিস্ময়জনক।

রাধামোহন রসতত্ত্বের আলোকে পদকর্তাদের পদাবলী পংক্তি ধ'রে ধ'রে আলোচনা করেছেন। তাঁর সুনিপুণ ব্যাখ্যায় অলংকারশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রের উপর যে তাঁর কতটা দখল ছিল তা স্পষ্টই প্রতীত হয়। যেমন বিদ্যাপতির ১৩৩ সংখ্যক "হাম শিখাওব চকিত (বচন) বিশেষ"-ইতাদি পদের টীকায় রাধামোহন প্রথম মিলন সময়ে নায়িকা ব্যবহারের মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেছেন। রাধামোহন টীকায় বলছেন যে নায়কের শয্যার নিকটে গমনের সময় প্রথমেই নব-নায়িকা বসনে নিজের সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রেই থাকে—কারণ, প্রথম সঙ্গমের লজ্জা। কিন্তু এই লজ্জা নায়িকার স্বাভাবিক ধর্ম ব'লে বিদ্যাপতি "পহিলহি"-শব্দটি অন্য ব্যঞ্জনায় পরবর্তী অন্য পংক্তিতে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলছেন যে "পহিলহি জাওবি শয়নক ওর"-এই পংক্তিতে "পহিলহি" শব্দটি নায়িকার কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। লজ্জা নারীর স্বাভাবিক ধর্ম ব'লে সেটিকে প্রথমেই ('পহিলহি'-শব্দে চিহ্নিত ক'রে) উল্লেখ করবার কোনো প্রয়োজনই নেই। কিন্তু অভিসারিকা নারীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নায়কের শয্যা-সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া—"পহিলহি যাওবি শয়নক ওর"।

আবার ১৩৫ সংখক "নামহি থাক মদনময়

জগনারী দরশন পরশন-সুখ-"ইত্যাদি পদে মুগ্ধা নায়িকাকে দেহসম্ভোগময় রতিসুখে প্রবৃত্তি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। রাধা মধ্যা নায়িকা অর্থাৎ তার মধ্যে মুগ্ধা ও প্রগল্ভার সুষমাময় সামঞ্জস্য। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সমাগমকালে রাধা মুগ্ধা নায়িকা। এই মুগ্ধা নায়িকাকে স্পর্শসুখময় সুরতক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করবার জন্য প্রথমেই কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করা প্রয়োজন। সখীরা তাই এই বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। সখীদের এই আচরণের ঔচিত্য রাধামোহন ব্যাখ্যায় সমর্থন করছেন—"স্পর্শসুরতয়োঃ সুখানুভবনং ভুক্তনায়িকায়াঃ মধ্যায়াঃ। মোহাৎ প্রণয়াদ্বা বন্ন ভবতি তস্মাত্র কীর্তনং মুগ্ধায়াঃ প্রবৃত্ত্যর্থম্। স্বহৃদয়ং সর্বসাক্ষি ভবতি ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ। অতস্তং স্পৃষ্ট্বা কীদৃক্ মর্মাভিলাষো ভবতি তেনৈব শ্রীকৃষ্ণস্য পরমসুখদাতৃত্বং প্রতীহি।" অর্থাৎ স্পর্শ এবং সুরতের যে সুখ অনুভূত হয় তা কেবল জানে যে মধ্যা নায়িকা—তারই পক্ষে রতিসুখ অনুভব করা সম্ভব হ'য়ে থাকে। মোহবশত বা প্রথম প্রণয়বশত যে সুখানুভব সম্ভব হয়না, তার এখানে গুণকীর্তন শুধু মাত্র মুগ্ধানায়িকাকে মিলনবিষয়ে প্রবৃত্তি দেবার জন্য। সব কিছুর সাক্ষি নিজেরই হৃদয়—এই রকম লোক প্রসিদ্ধি আছে। কাজেই কৃষ্ণকে স্পর্শ ক'রে নূতন অভিসারিণী রাধা নিজেই বুঝুন কী রকম অভিলাষ তাঁর মর্মস্থলে অনুভূত হয়—এবং তার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরমসুখদাতৃত্ব বা পরমসম্ভোগসুখদানের ক্ষমতা কী রকম প্রতীত হয়। গুণ বা রূপ দেখে নয়, একমাত্র শারীর স্পর্শের দ্বারাই বোঝা যায়—কে কাকে পরম সুখদান করতে সমর্থ! রাধামোহনের এই মন্তব্য মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত।

রাধামোহন ১৪৪ সংখ্যক "করিবর রাজহংসগতি-গামিনী"-ইত্যাদি পদের টীকায় আলঙ্কারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ-বিচার করেছেন। তিনি বলছেন যে "করিবর-রাজহংসগতি-গামিনী" পাঠ হ'তে পারে না এবং বিশুদ্ধ পাঠের জন্য ঐ অংশের "গতি"-শব্দের স্থলে "জিনি" শব্দটি দিতে হবে—"করিবর রাজহংস জিনি গামিনী ইত্যেব পাঠঃ। প্রতিচরণে 'জিনি জিনি' ইতি শব্দপ্রাচুর্যদর্শনাৎ।"

রাধা-কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই লীলানন্দহেতুক—এই বৈষ্ণবীয় তত্ত্বটি সম্বন্ধে রাধামোহন অত্যন্ত সচেতন। তিনি দানলীলার পদ ব্যাখ্যা-কালে সে কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন ৩২৯ সংখ্যক "সুন্দরি, শুনহ আজুক কথা"-ইত্যাদি পদের টীকায় বলছেন—"সুন্দরি, শুনহ আজুক কথা"-ইত্যাদি অভিসারানন্দকারণম্ আহ। এতেন দধ্যাদিবিক্রয়হেতুকদানলীলাং কেচিদ্ অনভিজ্ঞা যদ্ বদন্তি তন্নিরস্তম্"-অর্থাৎ যারা কিছু জানে না—অধ্যাত্ম জগতের আনন্দ যাদের অন্তরে পরিস্ফুরিত হয় না—তারাই হচ্ছে জীবনের পরম রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং তারাই সাংসারিক লীলার অনুসরণে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করতে চায়। কিন্তু এ লীলা যে আনন্দের লীলা—ভক্তচিত্তকে আকর্ষণ করবার জন্য রহস্যময় লীলা—যেমন ভাগবত বাক্যে আছে—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"

তা না জেনেই বলে যে রাধা মথুরার হাটে দধি-প্রভৃতি বিক্রি করবার জন্যই বেরুতেন—এবং কৃষ্ণ পথে আটকাতেন।

আলঙ্কারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থ নির্ণয়ের আর একটি উদাহরণ ২১০ সংখ্যক "মুখরিত-মুরলী-মিলিত মুখমোদনে"-ইত্যাদি পদ। এটি কলহান্তরিতা রাধার কাছে সখীর উক্তি। এই পদে একটি পংক্তি

আছে—"মাই! মোহন মুরতি মুরারি"-ইত্যাদি। এই পংক্তির উপর রাধামোহনের টীকা আছে—"শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি। 'মাই মোহন মুরারি'-ইতি মোহন মুরতিরয়ম্। "মাই" অত্র হে ইতি স্ত্রীজনমাত্রাণাং জাত্যুক্ত্যা বিস্ময়ে বাক্যালঙ্কারোঽয়ং, ন তু সম্বোধনং—শৃঙ্গার-রসে "মাতৃ"-শব্দস্য বৈরিরসবোধকত্বাৎ।" অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে "মাতৃ" সম্বোধন প্রতিকূল ভাবের উদ্বোধক। অতএব রসহানিপ্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাই শব্দটিকে বিস্ময়সূচক অভিব্যক্তি হিসেবে ধ'রে নিতে হবে।

পদকর্তাদের রচনায় পৌনরুক্ত্যদোষ—তা সে শব্দগতই হোক বা অর্থগতই হোক—পরিহার করবার জন্য রাধামোহন সততই উৎসুক। যেমন "স্থলকমলারুণরাতুল পদতল"-ইত্যাদি স্থলে পৌনরুক্ত্যদোষ যে হয় নি, রাধামোহন তা সযত্নে দেখিয়েছেন। অর্থগত পৌনরুক্ত্যদোষ থেকে ব্যাখ্যাবলে রাধামোহন পদকর্তাদের নিরাপদ সীমান্তে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছেন। যেমন ৪৭৮ সংখ্যক—"দারুদারুণ দয়িতদূষণ"-ইত্যাদি পদের টীকায় তিনি বলেছেন যে একে কাষ্ঠকঠিন দয়িতের দোষে পিষ্টহৃদয়া রাধা মদনানলে দগ্ধ হচ্ছেন, তায় দুঃসহ দ্বিতীয় 'পোড়া মদনাও' কম জ্বালা দিচ্ছে না।

দারু দারুণ দয়িত দূষণ দলত দোলত হিয়।
দুসহ দোসর দগধ দরপক দহনে দহদহ জীয়॥"

এখানে কেউ মনে করতে পারেন যে এস্থলে "মদন" বলতে কৃষ্ণকেই বোঝাচ্ছে আবার দয়িত" ব'লতেও কৃষ্ণকেই বোঝাচ্ছে—অতএব পৌনরুক্ত্যদোষ এসে পড়ছে।

তাই এস্থলে দু'টি বাক্যেই অর্থগত পৌনরুক্ত্য স্পষ্টতই প্রতীত হচ্ছে।

কিন্তু রাধামোহন বলছেন যে তা হয় নি—কারণ প্রথম বাক্যে "দয়িত" শব্দটি স্বামীকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ বাচ্যার্থে না হ'লেও ব্যঙ্গ্যার্থে স্বীয় পতিকে বোঝাচ্ছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'পোড়া মদন' ("দগধ দরপক") বলতে কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে। অতএব পৌনরুক্ত্য দোষ হচ্ছেনা—"উদ্গ্রাহপদে দয়িতশব্দস্য নিজপতেরপি শ্লেষেণ সূচনাৎ নার্থগতপৌনরুক্ত্যম্।"

অনেক সময় অনুভাব ও দশার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে (যেমন মোহ অনুভাব ও মোহ দশা) তা নিয়েও রাধামোহন আলঙ্কারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। যেমন ৪৮৪ সংখ্যক "করতলে চান্দ বদন রহ থির"-ইত্যাদি পদের টীকায় "মূর্ছা"-অনুভাব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বলছেন যে এই পদে "মূরছি মহী লুঠই"-অংশে মূর্ছা ব্যাধি-দশার অনুভাব মাত্র—মূর্ছা-দশা বা মোহদশা নয়। কেননা মোহ-(মূর্ছা) দশায় চেতনার চিহ্ন মাত্র থাকেনা, কিন্তু মোহ বা মূর্ছা অনুভাবে তা থাকে—"মূরছি মহী লুঠই"-ইত্যত্র মূর্ছা ব্যাধিদশানুভাবরূপমূর্ছা বোধ্যঃ। ন তু তদ্দশা, সর্বচরণে চেতনাসূচনাৎ। অত্রাপি চ "লুঠই"-ইত্যনেন বলবচ্চেতনাদর্শনাৎ। শীতস্পৃহা-তু পূর্বরাগে স্যাদত্র তু তদ্বৈপরীত্যমেব"।

রাধামোহন বহুক্ষেত্রে শব্দের উপর ব্যাকরণগত টীকা যোজনা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্য টীকার ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা উল্লেখ করলেও গ্রহণ করেন নি। যেমন ১৭৯ সংখ্যক "কথিতসময়েহপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্"-ইত্যাদি পদের দু'টি সমাসের ব্যাসবাক্য নিয়ে সম্ভব-স্থলে বালবোধিনী টীকার সঙ্গে মতভেদ দেখিয়েছেন। দু'টি সমাসের একটি "অমলরূপযৌবনম্" এবং অন্যটি "কৃতসুকৃতকামিনী।" "অমলরূপযৌবনম্"-এই সমাসের ব্যাসবাক্যে তিনি

'যৌবন'-শব্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং "রূপ"-শব্দটিকে বিশেষণের মর্যাদায় রেখেছেন—"অমলং নির্মলং রূপং যত্র তাদৃশং যৌবনম্।" বালবোধিনী টীকায় পাঠান্তর ধ'রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—"মম ইদং যৌবনং নির্মলং রূপমপি বিফলং ব্যর্থম্।" এই টীকায় রূপ ও যৌবনের বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব নেই। সুতরাং ছ'টি ব্যাখ্যা কর্মধারয় ও দ্বন্দ্বসমাসের ছায়ান্বিত ব্যাখ্যা।

"কৃতসুকৃতকামিনী"-অংশে বালবোধিনী টীকায় আছে কর্মধারয় সমাসের রূপ—"কৃতং সুকৃতং যয়া"-এইরূপ "কামিনী। এই ব্যাসবাক্যকে রাধামোহন ব্যাসবাক্য হিসাবে না ধরে অর্থ-ব্যাখ্যা হিসাবে ধরেছেন। তাঁর মতে "কৃতসুকৃতকামিনী" শব্দটিকে নিত্যসমাসরূপেই ধরতে হবে। বহুব্রীহি হিসাবেও নয়। কারণ বহুব্রীহি সমাস ধরলে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ এসে পড়ছে। বিধেয় পদের ঈপ্সিত প্রাধান্য যদি না থাকে তাহলে সেই সমাসে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটে। "কৃতসুকৃতকামিনী"-শব্দটিকে বহুব্রীহি সমাসরূপে ধরা এই কারণেই সম্ভব নয়। পূর্বেই বলেছি বিধেয়-পদের প্রাধান্য যেখানে ঈপ্সিত থাকে, কিন্তু সেই পদ যদি অপ্রধান হ'য়ে পড়ে তবে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটে। রাধামোহন তাই বলছেন—অর্থাৎ ব্যাসবাক্য করছেন—"সুকৃতেন কাময়িতুং শীলম্ অস্যাস্তাদৃশী। অত্র শীলে ণিন্ নিত্যসমাসশ্চ। বহুব্রীহির্নি কার্যস্তত্র বিধেয়াংশস্য 'কৃতসুকৃতস্য' গুণীভূতত্বাদ্ অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশদোষঃ স্যাৎ। যত্তু বালবোধিন্যাং 'কৃতং সুকৃতং যয়া' ইতি তদ্ অর্থকথনম্ এব কৃতং, ন তু সমাসবাক্যম্। অতএব পুনঃ কর্মধারয় বিগ্রহো ন কৃতঃ।"

এস্থলে আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়—পূর্বসূরীর প্রতি বৈষ্ণবোচিত শ্রদ্ধা এবং বিনয়বশত ব্যাকরণ-বিকল্পকের দোষোদ্‌ঘাটন না ক'রে অন্য আলোকে নিজমত সমর্থন করেছেন এবং কদাচ পরমত কদর্থন করেন নি।

২২৬ সংখ্যক "বদসি যদি কিঞ্চিদপি"-ইত্যাদি পদে "জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্"-অংশের ব্যাখ্যায় বালবোধিনী টীকা উল্লেখ ক'রে "পরভাগ"-শব্দের অর্থ "পরমশোভা"-ধরে আলোচনা করেছেন। রাধামোহন নিজে "পর"-শব্দের অর্থ দিয়েছেন "শ্রেষ্ঠঃ" বা "প্রেষ্ঠঃ"। কিন্তু "ভাগ" শব্দের অর্থ নির্দেশ করেন নি। "ভাগ"-শব্দের অর্থ "ভাগ্য"-ও হয়, "রূপ"-ও হয়—"ভাগো রূপার্ধকে ভাগ্যৈকদেশয়োঃ ইতি হৈমঃ।" সম্ভবত বালবোধিনীর পাঠ বা অর্থকে তিনি সম্ভাব্য ব'লে ধরেছেন মাত্র। রাধামোহনের মনোমত অর্থ হয়তো "ভাগ্য" কারণ রতিরঙ্গের পরম ভাগ্য বা সৌভাগ্য বা প্রিয়তা দেহের নিম্নার্ধ থেকেই আসে বা গণ্য হয়ে থাকে। সরস-অলক্তক-রঞ্জিত পদযুগলকে তিনি রতিরঙ্গের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য-দায়ক ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন, জয়দেবের অনুসরণে—"রতিরঙ্গস্য পরঃ শ্রেষ্ঠঃ (প্রেষ্ঠঃ) ভাগো যেন।"

ব্যাকরণের আলোকে সুসমর্থিত নয় এমন কিছু কিছু পদ রাধামোহন ব্যবহার করেছেন—যা অনুচিত ব'লে মনে হয়। যেমন ৭১ সংখ্যক "সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি"-ইত্যাদি পদের টীকায় রাধামোহন "সুকোমল্য"-শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি ব্যাকরণ-সম্মত নয়। হওয়া উচিত ছিল "সৌকোমল্য", যেমন সুকুমার শব্দ থেকে হয় সৌকুমার্য। এই 'সুকোমল্য' শব্দটি যে লিপিপ্রমাদ বা মুদ্রণবিভ্রাট থেকে নয়, তার প্রমাণ এই শব্দটি অন্যত্রও ব্যবহার করেছেন।

২০২ সংখ্যক "নখপদ হৃদয়ে তোহারি"-ইত্যাদি পদে "পদ"-শব্দটি বিশেষ্যপদ রূপেই গ্রহণ করতে

হবে, কেননা পরবর্তী ২০৩ সংখ্যক "কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুঁহু সুন্দরী"-ইত্যাদি পদে "চিহ্ন" শব্দটিও পূর্ববর্তী ২০২ সংখ্যক পদের "পদ"-শব্দের সমার্থক বিশেষ্য পদ রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাধামোহন কিন্তু এটিকে √ক্ষণ্‌+ক্ত="ক্ষত" এই বিশেষণ পদ হিসাবে ধ'রে যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে 'নখপদ'-শব্দটি "হৃদয়ং নখক্ষতং" এই অংশে হৃদয়ের বিশেষণ-রূপে স্থাপিত হয়েছে। এটিকে পদ-দোষ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। দোষ পরিহারের জন্য শব্দটিকে নিষ্ঠান্ত বিশেষণপদ-রূপে ধরা চলবে না, কারণ এর পর্যায় রূপে উক্ত 'চিহ্ন' শব্দটি বিশেষ্য পদ।

যেখানে সম্ভব বা প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই রাধামোহন ব্যাকরণগত টীকা যোজনা করেছেন। যেমন ২০৮ সংখ্যক "রজনিজনিতগুরুজাগর"-ইত্যাদি পদে "যা তব হরতি বিষাদম্‌"-অংশে টীকা দিচ্ছেন—"যা তব বিষাদং হরতি, অহরং, হরিষ্যতি চ—ইত্যর্থে বর্তমানসামীপ্যে লট্‌।"

৩৮৩ সংখ্যক "হরি নহ নিরদয়"-ইত্যাদি পদের টীকায় "সিনেহ"-শব্দের উপর ব্যাকরণঘটিত মন্তব্য লিখছেন—"সিনেহ্ ইতি স্নেহ-শব্দে-'স্নেহে বেত্তি' প্রাকৃতব্যাকরণসূত্রেণ যুক্তবর্ণস্য বিপ্রকর্ষে কৃতে তৎস্বরপূর্বতায়াম্‌ ইকারশ্চ কৃতো 'না ণ' ইতি 'ণ'ত্বং চ সাধিতম্‌।"

৫৪১ সংখ্যক "রে রে পরমপ্রেম পরাণ সঙ্গনি"-ইত্যাদি পদেরও "কোপ-কাজর"-অংশে "কাজর" শব্দটি যে"কার্য"-শব্দ থেকে এসেছে তা বিশ্লেষণ ক'রে না দেখালেও (যেমন কার্য শব্দ থেকে প্রথমে বিপ্রকর্ষবশত "কারজ"। সংস্কৃত য' প্রাকৃতে 'জ' এবং পরে বিপর্যাসবশত 'কারজ' থেকে 'কাজর') উল্লেখ করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তিনি এই ভাবে অনেক শব্দের উপরেই টীকা দিয়েছেন।

যেখানেই সম্ভব হয়েছে সেখানেই রাধামোহন প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সুপরিচিত বাংলা প্রতি-শব্দও দিয়েছেন। যেমন বলেছেন ৫১৬ সংখ্যক "কালিন্দী সলিল"-ইত্যাদি পদের টীকায়—"কুটমলঃ কোড়া ইতি যস্য আখ্যা"। আবার ৫৪১ সংখ্যক "রেরে পরম প্রেম পরাণ"-ইত্যাদি পদে" বলছেন—"সাঙ্গি ইতি 'সস্তা' যস্য ভাষা 'সুলভা' ইত্যর্থঃ"। ৭১২ সংখ্যক "হরি হরি"-ইত্যাদি পদের টীকায় বলেছেন "ভৃঙ্গারোঽত্র জলাধারবিশেষঃ 'ঝারী'-ইতি-খ্যাতঃ।"

রাধামোহনের টীকার ভাষা সাবলীল—রচনা-রীতি অতি সরল। কথ্য বাংলা ভাষার শব্দবিন্যাস-রীতির আশ্চর্য সুষমা তাঁর ভণিতি-ভঙ্গিতে—Style-এ।

রাধামোহনের সংস্কৃত ভাষায় রচনাশৈলী অতি সহজ ও সাবলীল। আমাদের কাছে তা বিশেষ আকর্ষণীয় এই কারণে যে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার গঠনরীতির কাছাকাছি অনেকটাই টানবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা বাগ্‌ধারাকেও উপেক্ষা করেন নি। দুরূহ বা প্রায় অপরিচিত সংস্কৃত শব্দকে দেশী বা আঞ্চলিক ভাষার প্রতিশব্দ দিয়ে সহজবোধ্য করেছেন এবং যেখানেই প্রয়োজন—সেখানেই সে সম্বন্ধে সামান্য টীকাও যোজনা ক'রে দিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরন দেওয়া যাক।

"সুতরাং"-শব্দের অর্থ সংস্কৃত অভিধানে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে—'better,' more excellently, exeedingly, very, very much, excessivly.—Apte's. "নিতরাং"-শব্দটিও এই অর্থেই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে—"Exceedingly, excessively, very much."—Apte,s। বাংলায় কিন্তু "সুতরাং"-শব্দটি "অতএব"-অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"অগত্যা, অবধারিত অর্থের অতিশয় ঔচিত্য" —প্রকৃতিবাদ অভিধান। রাধামোহন 'সুতরাং'-শব্দটিকে বাংলা-রীতেতেই প্রয়োগ করেছেন—যেমন "ইতি শ্রুত্বা মৌনে স্থিতাং পশ্যন্তী সুতরাং নর্ভয়া সতী"—"এই কথা শুনে রাধাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে, অতএব নির্ভয় হ'য়ে"—এই বাক্যে শব্দটিকে অবশ্য "অতিশয়"-অর্থেও ধরা যায়—এমন কথা কেউ বললে অন্য উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে রাধামোহন এই "অতএব" বা "অগত্যা" অর্থেই "সুতরাং" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন ১৮ সংখ্যক "মরকতমঞ্জু-মুকুর"-ইত্যাদি পদের টীকায় আছে—"পরিচয়াভাবাৎ নাম সুতরাং নোক্তম্" —পরিচয়ের অভাব, সুতরাং নামটি বলা হয় নি। এখানে "সুতরাং" শব্দটি "অতএব" অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ১২৮ সংখ্যক "গহন বিরহ"-ইত্যাদি পদের টীকায় আছে—"বালিকাবিরহেণ ত্রিজগন্মান-সাকার্ষকাদিরূপগুণবতো জনস্য, সুতরাং সর্ববিচার-করণসমর্থস্য এতাদৃগ্ দশা ন সম্ভবতি।"—ত্রিজগতের চিত্ত আকর্ষণ করবার মতন রূপ ও গুণ যাঁর, অতএব পরিপূর্ণ বিচারকরণে সমর্থ যে ব্যক্তি, বালিকার বিরহে তাঁর এরূপ দশা হওয়া সম্ভব নয়।" এখানেও "অতএব" অর্থে "সুতরাং"-শব্দের ব্যবহার ঘটেছে।

৪৭ সংখ্যক "ও মুখমণ্ডলজিত"-ইত্যাদি পদের টীকায় "অতএব" অর্থেই "সুতরাং"-শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—যেমন—"মধুরাদ্ অপি মধুরম্ অধর-পুষ্পস্য...মধ্বমৃতপানং বিনা কথং শান্তিঃ।... সুতরাং তৎপানে রুতে"-ইত্যাদি।—"মধুরের চেয়েও মধুর তার অধর-পুষ্প।...সেই অধর-মধুরূপ অমৃত পান না করা পর্যন্ত কোথায় শান্তি।...অতএব তা পান ক'রে"-ইত্যাদি।

তবে ঐ সংখ্যক পদের টীকাতে এক জায়গায় সংস্কৃত ভাষার প্রকৃত অর্থেও "সুতরাং" শব্দটি ব্যবহার করেছেন—যেমন "ত্রিভঙ্গরূপেণ তিষ্ঠন্ ভুবনস্থজনস্য মনো মোহয়ন্তি—সুতরাং নারীনাম্।" ত্রিভঙ্গরূপে অবস্থিত হ'য়ে ভুবনের সকল জনের মনোহরণ করেন—অতিশয় রূপে নারীদের।"

১১৭ সংখ্যক "জীবন চাহি যৌবন"-ইত্যাদি পদের টীকায় দেখি—"যাবন্নারী তস্য অনুরক্তা" অংশে "তার অনুরক্ত" এই ষষ্ঠ্যন্ত বাক্যাংশটি বাংলারই রীতি অনুসরণে লেখা হয়েছে। ঐ পদেই অন্যত্র "লজ্জা ন কিন্তু ইদম্ অকার্যম্"।—অংশে 'ন'-শব্দটি 'লজ্জা'-শব্দের পরে এসেছে—এ রকম পদবিন্যাসরীতি বাংলা ভাষাতেই দেখা যায় যেমন—লজ্জা নয়, কিন্তু এটি অকার্য। "কিন্তু"-শব্দটিও "But" এই অর্থে বাংলার মতই ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩৪ সংখ্যক "ন জানি এ প্রেমরস"-ইত্যাদি পদের টীকাতেও "দর্শনমাত্রেণ আলিঙ্গনেন মৎপ্রাণ-নিষ্ক্রামণরক্ষাং কঃ করিষ্যতি"-বচনটি যেন বাংলা বাগ্‌রীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় "দেখা মাত্র জড়িয়ে ধরলে প্রাণবেরুনো থেকে আমায় কে রক্ষা করবে"? সংস্কৃত রীতিতে হওয়া উচিত "প্রাণনিষ্ক্রামণাৎ কো মে রক্ষিষ্যতি"। বাংলা বাগ্-রীতিতে রাধামোহন পদবিন্যাস আরো অনেক ক্ষেত্রে করেছেন—যেমন বাংলায় বলা হয় "দেখিনি" ঠিক তেমনি ভাবে রাধামোহনও পদবিন্যাস করেছেন—"দৃষ্টা ন"। সংস্কৃতে পদ-বিন্যাসরীতিতে দেখা যায় "তেনাহং ন দৃষ্টা।" রাধামোহন লিখেছেন "তেনাহং দৃষ্টা ন।"

সংস্কৃত ভাষাকে তিনি ঠিক বাংলা ভাষার মতই পদবিন্যাসে সরল ক'রে তুলেছেন। একটু উদাহরণ দিচ্ছি—"হিতবাক্যং শৃণু। যদা প্রেম কর্তব্যং তদা

সুপুরুষং জ্ঞাত্বৈব, যত সুজনস্ত প্রেম হেমতুল্যং ভবতি।" এর পাশা পাশি বাংলা ভাষায় এই শব্দগুলিই বসিয়ে দেওয়া যাক—

হিতবাক্য শোনো। যদি প্রেম করতে হয় তো সুপুরুষ জেনেই কর যে হেতু সুজনের প্রেম হেম সমতুল্য হয়ে থাকে।

সমাসরচনাতেও বাংলা ভাষার ধারা—যেমন—"গানবাদ্যযুক্তযুবতীমুখসহগমন"। বাংলায় সমাসের শব্দ ভেঙে পাশাপাশি বসিয়ে দিলেই হলো—"গান-বাদ্যযুক্ত যুবতীমুখ সহ গমন।"

বাংলা অনুকার শব্দের অনুসরণে সংস্কৃতেও তিনি অনুকার শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেমন ৫৫ সংখ্যক নিরমল কুলশীল"-ইত্যাদি পদের টীকায়—"খনখনায়মানকটুবোধবাক্যং বক্তি।" বাংলায় বলি, খনখনে গলায় কতগুলো কটু কথা বলে গেল।" এই "খনখনায়মান"-শব্দের পাঠান্তর আছে "খলখলায়মান"—সেখানেও বাংলার অনুকার শব্দের-প্রভাব—"খলখলিয়ে কথা কইছে"—ইত্যাদি। প্রথমটির অর্থ কর্কশ ভাবে কথা বলা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ অনর্গল কথা বলা। বাংলারীতির সহজ ভঙ্গিতে সংস্কৃতে রচনা করার আর একটি উদাহরণ ২২৮ সংখ্যক "দেখ রাধামাধব ধারি"-ইত্যাদি পদের টীকা থেকে উদ্ধৃত করছি—"গবাক্ষদ্বারা দৃষ্টবতীং কাংশ্চিৎ "ধারী" ধারণাং কৃত্বা "পশ্য" ইত্যাদিকং কাচিৎ ব্যক্তি"। এখানে গবাক্ষ দ্বারা এবং "ধারণাং কৃত্বা" যতদূর সম্ভব বাংলারীতির কাছাকাছি এসে পড়েছে—"গবাক্ষ দ্বারা" এবং "ধারণা করে" (অবধার্য-স্থলে)।

আরেকটি উদাহরণ ৩০ সংখ্যক "নীলরতন কিএ"-ইত্যাদি পদের টীকা থেকে দিচ্ছি—

তস্ত চূড়ায়াং যে ময়ূরপক্ষা সন্তি তে মদনমহেন্দ্রধনুষ ইব পরমচমৎকারকারকাঃ।" বাংলায় এটি বিভক্তি বাদ দিলে একই রকম থাকবে—"তাঁর চূড়াতে যে ময়ূরপক্ষ আছে তা মদনমহেন্দ্র ধনুর মত অত্যন্ত চমৎকারকারক।" লক্ষণীয়—সংস্কৃতে পদবিন্যাসরীতিতে (Syntax) যে অবাধ স্বাধীনতা থাকে বাংলায় তা থাকে না এবং রাধামোহন যথাসম্ভব বাংলারীতির অনুসরণেই পদবিন্যাস রক্ষা করেছেন। এমন কি 'মদন ও মহেন্দ্রের ধনুর মত'—বাংলায় এই ষষ্ঠ্যন্ত একবচনের পদানুসরণে রাধামোহন "মদনমহেন্দ্রধনুরিব" বা "মদনমহেন্দ্রধনুষীব" না লিখে অর্থাৎ কর্তৃকারকের একবচন বা দ্বিবচনের পদ না লিখে "মদনমহেন্দ্রধনুষ ইব" এই ষষ্ঠ্যন্ত একবচনের পদই বসিয়েছেন।

আবার ৫৯ সংখ্যক "আঁচরে মুখশশী"-ইত্যাদি পদের টীকায় "নিশ্চিত্য জ্ঞাত্বা" শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন—সংস্কৃতে "নিশ্চিত্য"-দিলেই যথেষ্ট ছিল কিন্তু বাংলায় নিশ্চিত ভাবে জেনে" এই বাগ্রীতির অনুসরণে তিনিও দিলেন "নিশ্চিত্য জ্ঞাত্বা।"

বাংলায় যেমন "রাধাকৃষ্ণকে (প্রণাম করে)" এই একবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হয়, তেমনি রাধামোহনও ৮৪ সংখ্যক শ্লোকে বলছেন—"রাধাকৃষ্ণং (প্রণম্যাগ্রে)।" এটি বাংলা রীবিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবার স্বকৃত টীকায় তিনি নিজেই লিখছেন—"রাধাকৃষ্ণৌ-ইতি বা পাঠঃ।" তবে একবচন কেন? এমন সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিচ্ছেন—"রাধাকৃষ্ণম্ ইতি সমাহারেণ একত্বম্।" কিন্তু ব্যাকরণের নিয়ম মত দেবতাবাচক শব্দে এই সমাহারদ্বন্দ্ব হয় না। তবে যদি দেবতাদের প্রসিদ্ধ সাহচর্য না থাকে তাহলে সমাহার হ'তে পারে।

২২৪ সংখ্যক "সজল নয়নে রজনী জাগি"—ইত্যাদি পদের টীকাতেও "শ্রীকৃষ্ণ নায়িকা-

সহসম্ভোগং সংগোপ্য" বাংলারীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়—সংস্কৃতের অভ্যস্ত রীতিতে 'সহ'-শব্দটি থাকতো না—"নায়িকাসংভোগং" শব্দটিই যথেষ্ট হ'তো।

১৭৬ সংখ্যক "অরুণিত চরণে রণিত"-ইত্যাদি পদের টীকাতেও দেখি এই রকম বংলারীতিতে লেখা সংস্কৃত। "আমার সখীর নিকট গমনে বিলম্ব ঘটেছে" – এটি সংস্কৃতে রাধামোহন লিখছেন "মম সখ্যা নিকট গমনে বিলম্বিতা বৃত্তা"। এখানে কিন্তু "নিকটগমনে" পদে "নিকট" শব্দটি বিশেষণ পদ এবং এই হিসাবে হওয়া ভালো ছিল "মম সখী-নিকটগমনে" (সখীর নিকট-গমনে) দেরী হয়েছে। সে জায়গায় "সখ্যা নিকট-গমনে" হওয়ায় বিপরীত অর্থ বোঝাচ্ছে—সখীরই যেন কৃষ্ণের নিকটে যাওয়ার কথা। এটি বাংলারীতির অনুসরণে ভাষাগত ত্রুটি হয়েছে—ব্যাকরণগতও বলা যেতে পারে।

বাংলার রচনারীতির সহজ ভঙ্গিতে লিখিত তাঁর সংস্কৃত রচনা যে কত সাবলীল হ'য়ে উঠেছিল তার আর একটি নমুনা ৫১৬ "সংখ্যক "যব তুহুঁ লায়ল"—ইত্যাদি পদের টীকা থেকে দেওয়া যেতে পারে"—"পরমুখে ভবাদৃশ-ব্যতিরিক্তমর্মানভিজ্ঞবহিরঙ্গজনদ্বারা বার্তাপ্রেরণম্"-ইত্যাদি অংশটিকে বংলায় অনুবাদ করতে গেলে শুধু মাত্র "প্রেরণ"-শব্দটির ক্লীবলিঙ্গের প্রথমা বিভক্তিটি তুলে নিলেই হবে—যেমন—"পর মুখে ভবাদৃশব্যতিরিক্ত মর্ম-অনভিজ্ঞ বহিরঙ্গ জন দ্বারা বার্তাপ্রেরণ" ইত্যাদি। শুধু মাত্র "পরমুখে"-শব্দটি সম্ভবত ব্যাকরণসম্মত হয় নি। এস্থলে "পরমুখেন" শব্দটি বসালেই ঠিক হতো। বাংলায় আমরা বলি থাকি "পরের মুখে কথা শোনা"—এখানে "মুখ" শব্দে "একার" বিভক্তিই দিয়ে থাকি, যদিও দিই "করণ"-কারকে।

৫৫৭ সংখ্যক "নিভৃতনিকুঞ্জ"—ইত্যাদি পদের টীকায় "বশ আয়ত্তায়াং স্যাৎ বলমিচ্ছা-প্রভুত্বয়োঃ ইতি বিশ্বঃ"—ব'লে এটিকে "বিশ্ব"-নামক কোষ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু অমরকোষের টীকায় সূত্রটিকে "মেদিনী"-নামক কোসগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দের অর্থ ব্যাখ্যানেও ঐ ১৭৬ সংখ্যক পদ-টীকায় ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—"কুঞ্জর-করভ-করহি করবন্ধন'-অংশে "করভ" শব্দের অর্থ নির্ণয় করেছেন "কুঞ্জরকরভো হস্তিশাবকঃ।"

"করভ"-শব্দের অর্থ কিন্তু হস্তিশাবক নয়। "কুঞ্জরকলভ"-শব্দের অর্থ হস্তিশাবক হ'তে পারে। কিন্তু সেখানেও "কুঞ্জর"-শব্দটির আনর্থক্য এসে পড়ে কারণ কলভ'-মানেই "হস্তিশাবক"। "কলভো হস্তিশাবকঃ"—অমর ২।৮।৩৫। তবে Monier Williams এবং Apte's Sanskrit-English Dictionary-তে 'হস্তিশাবক' অর্থ আছে কিন্তু এই অর্থ কোনো কোষগত অর্থ নয়—সাহিত্যে শব্দ-ব্যবহারগত অর্থ। "করভ" শব্দের অর্থ দু'টি—প্রথম অর্থ—"মনিবন্ধাদ্ আকনিষ্ঠং করস্য করভো বহিঃ।"—অমর ২।৬।৮১। দ্বিতীয় অর্থ—"উষ্ট্রশাবক"—উষ্ট্র····"করভঃ শিশুঃ"। অমর—২।৯।৭৫। মেদিনীকোষেও 'করভ'-শব্দের অর্থ আছে "করভ···উষ্ট্রতৎসুতে" অর্থাৎ করভ শব্দ বলতে উষ্ট্র এবং উষ্ট্রশাবক দুইই বোঝায়। করি-শাবক" অর্থে "কলভ" ব্যবহার করেছেন কালিদাস "গন্তা সক্তঃ কলভতনুতাং" উত্তর মেঘ—৮৫।

"করভ' শব্দের অর্থ হাতির শুড়ও হয়। অবশ্য

রাধামোহন "করভ" শব্দের যৌগিক অর্থও দিয়েছেন —"কুঞ্জরস্য করাদপি ভা দীপ্তির্যস্য"।

রাধামোহনের পক্ষে এই বিভ্রান্তি একটু বিস্ময়কর, কারণ তিনি তাঁর টীকায় শব্দের অর্থ নির্ণয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বারবার অমরকোষের উল্লেখ করেছেন।

১৪৪ সংখ্যক "করিবর-রাজহংস"-ইত্যাদি পদের টীকায় "বাহুভুজয়োরবান্তরভেদকল্পনায়ার্থসঙ্গতিঃ করণীয়া"-অংশে "কল্পনায়ার্থসঙ্গতিঃ"-স্থলে "কল্পনয়ার্থসঙ্গতিঃ" হবে। তবে বহু-র এই পাঠপ্রমাদ মুদ্রণত্রুটি ব'লেই ধরতে হবে।

৪৭৬ সংখ্যক "তাপনীতীর"—ইত্যাদি পদের টীকায় "যত্নপূর্বক-সখীকর্তৃক-শয়নবিধাপনেন"-অংশে "যত্নপূর্বক"-স্থলে "যত্নপূর্বকম্" বাঞ্ছনীয় ছিল।

রাধামোহন সংস্কৃত ভাষাকে বাংলার মতন লোকভাষার কাছাকাছি আনবার সার্থক প্রচেষ্টা করেছেন। বাংলায় যেমন বলা হয় "জানবার ইচ্ছেয়" তিনিও লিখছেন—"জ্ঞাতুম্ ইচ্ছয়া" (৫৮ সংখ্যক পদটীকা)। "দেখবার সঙ্গে সঙ্গে" (সহার্থে তৃতীয়া) বাংলার এই ভঙ্গিতে "দর্শনমাত্রেণ" (১৩৪ সংখ্যক পদটীকা) ইত্যাদি। প্রায় সর্বত্রই সংস্কৃত রচনার ভঙ্গিতে তিনি বাংলারচনারই স্বাদ এনে দিয়েছেন। যেমন—"ততঃ আশ্বাসবচনং শ্রুত্বা ধৈর্যাদিকম্ অবলম্ব্য পুনস্তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া অন্যকার্যোপদেশেন সর্বত্র ভ্রমণং কর্তুং শ্রীকৃষ্ণ আরেভে। দিবসান্তরে কেনচিৎ প্রকারেণ তাং দৃষ্ট্বা"-ইত্যাদি (১০৫ সংখ্যক পদটীকা)। এটি বাংলায় হবে—"তারপর আশ্বাসের কথা শুনে, ধৈর্যাদি অবলম্বন ক'রে, পুনরায় তাকে দর্শন করবার উৎকণ্ঠায় অন্যকার্যোপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র ভ্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। তারপর দিবসান্তরে কোনো প্রকারে তাকে দেখে"-ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় সাধারণত পরপক্ষ "ননু"-শব্দ দিয়ে আরম্ভ হয়, বাংলায় আরম্ভ হয় "যদি বল"-ইত্যাদি দিয়ে। তাই "ননু মৎপতিরেব সুজনঃ পুরুষো ভবিষ্যতি"-ইত্যাদি স্থলে রাধামোহন লিখছেন—"যদি কথয়সি মৎপতিরেব সুজনঃ পুরুষো ভবিষ্যতি" ইত্যাদি।

কিছু কিছু ব্যাকরণগত প্রমাদও আছে। এ কথা আগেও বলেছি। আরো কিছু ব্যাকরণগত ত্রুটিও লক্ষণীয়। এজন্য লিপিকরকে দোষ দিলে কিছু বলবার নেই। টীকায় যা পাওয়া যায় সেই অনুসারে এই সব ব্যাকরণগত দোষ অবশ্য প্রক্ষালনীয়। যেমন ২৪২ সংখ্যক পদটীকায়—"অথ ধীরাপ্রগলভাত্ব গুণমোশ্রিত্য"-ইত্যাদি অংশে "ধীরাপ্রগলভাত্ব"-পদের সমাসে, "ধীরা"-এই স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং "প্রগল্ভাত্ব" অংশে "প্রগল্ভা"-এই স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যাকরণসম্মত নয়। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ "ধীরা-প্রগলভা"-অংশের "ধীরা" শব্দের আকার-লোপ হবে "স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্‌ভাষিতপুংস্কাদ্ অনূঙ্‌সমানাধিকরণে স্ত্রিয়ামপূরণীপ্রিয়াদিষু" (৬।৩।৩৪) এই পাণিনি-সূত্রের অনুসারী ৬।৩।৬৪ সংখ্যক "ত্বে চ" সূত্রানুসারে। সুতরাং শব্দটি হবে "ধীরপ্রগলভা"। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে "প্রগল্ভাত্ব"-অংশে অবশ্য স্ত্রীপ্রত্যয়ের লোপ বিকল্পে হ'তে পারে বার্তিকের "ত্বতলোর্গুণবচনস্য সূত্রানুসারে। অর্থাৎ—

"স্ত্রীবাচকস্য শব্দস্য পুংবাচকস্যেব রূপং স্যাৎ সমানাধিকরণে স্ত্রীলিঙ্গে উত্তরপদে"—কিন্তু ৮৩৬ সংখ্যক সূত্রের ৩৯২৭ বার্তিক অনুসারে গুণবাচক পদের পরে ত্ব ও তল্ প্রত্যয় থাকলে স্ত্রীপ্রত্যয়ের (বিকল্পে) লোপ হবে।

২৪৪ সংখ্যক "প্রাণপ্রিয় তুহু"—ইত্যাদি পদের টীকাতেও "ততঃ কোমলাত্বগুণম্ অবলম্ব্য"-ইত্যাদি অংশেও অনুরূপ ভাবে "কোমলাত্ব-স্থলে "কোমলত্ব" হবে—পূর্বে উল্লিখিত "ত্বতলোগুর্ণবচনস্ত"-বার্তিক-সূত্রানুসারে। ২৪৮ সংখ্যক "বহুখন"—ইত্যাদি পদের টীকাতেও "তদবিশেষস্পষ্টেন"-শব্দটিও অস্পষ্টার্থক। এর অর্থ কি "তদ্‌বিশেষং স্পষ্টম্" হবে? তা যদি হয় তবে "তদ্‌বিশেষস্পষ্টেন" পদটি কি শুদ্ধ প্রয়োগ হবে?

সমাসরচনায় অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ তিনি অনেক স্থলেই করেছেন। যেমন ৯৯ সংখ্যক "চিক্কণ চামরি"—ইত্যাদি পদের টীকায় "হেয়াংশবিশেষরহিতস্য কনকস্য কান্তিগ্রাসকর-পূর্বরূপস্য"-অংশে "কান্তি" শব্দটি বিধেয় হ'য়েও সমাসে গৌণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরপদে "অপূর্ব-রূপস্য" অংশটি পৃথক পদরূপে স্থাপিত হয় নি।

বিশেষ্য পদ যে স্থলে বিমর্শ অর্থাৎ প্রাধান্য না পেয়ে গুণীভূতত্ব অর্থাৎ অপ্রাধান্য প্রাপ্ত হয় সেখানে গৌণতা দোষ ঘটে। ১৯ সংখ্যক "মৃদুতর মারুত"—ইত্যাদি পদটীকাতেও "মরকতমণি-তলে বিম্বিতশশধরস্য "খণ্ডম্"-অংশে "বিম্বিত"-শব্দটি বিম্বিতং" হওয়া অপেক্ষিত ছিল। ঐ পদটীকাতেই "খেলাদোলায়িতমণিকুণ্ডলরুচিনা রুচিরাননেন"-অংশতেও "রুচির"-শব্দটি পরপদের সমাসান্তর্গত হওয়ায় গৌণতাবশত একই দোষে দুষ্ট হয়েছে।

এইভাবে পদটীকায় অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ বহু স্থলেই আছে। রাধামোহন ঠাকুরের মতন সুপণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে এই ত্রুটি কি ক'রে সম্ভব হলো তা বারবার মনে হয়। তবে এ দোষ থেকে মুক্ত স্বয়ং কালিদাসাদিও নন—যেমন কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে "দ্বিতীয়মৌর্বীম্ ইব কার্মুকস্য" পংক্তিটি। হওয়া উচিত ছিল "মৌর্বীং দ্বিতীয়াম্ ইব কার্মুকস্য"। ৭১ সংখ্যক "সৌরভে আগরি"—ইত্যাদি পদের টীকায় রাধামোহন লিখছেন—"সুনাগরী" "সুকোমলাদিগুণব্যতিরেকযুক্তা"—এস্থলে 'সুকোমল্য'' না হ'য়ে হওয়া উচিত "সৌকোমল্য" যেমন হয় "সৌশীল্য" "সুশীল" শব্দ থেকে।

১২৩ সংখ্যক "চম্পকদাম হেরি"—ইত্যাদি পদটীকায় "মন্নাম স্পষ্টগ্রহণং বিনা"-স্থানে "স্পষ্টং মন্নামগ্রহণং বিনা" হ'লেই ভালো হতো।

১৬৬ সংখ্যক "কুবলয়নীলরতন"—ইত্যাদি পদের টীকায় "রাত্রিন্দিনং" (পরিচিত শব্দ নয়) স্থলে সুপরিচিত নিপাতনসিদ্ধ "রাত্রিন্দিবং" শব্দটি সুনির্বাচিত হতো।

রাধামোহন একটি ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি দিয়ে আকর গ্রন্থের নাম উল্লেখে ভুল করেছেন। যেমন ৪৬৯ সংখ্যক "কাঁচা কাঞ্চন"-ইত্যাদি পদের টীকায় প্রবাস-বিরহে চিন্তা-দশার লক্ষণ দিতে গিয়ে বলছেন—

"ততঃ কাপি "কাঁচা কাঞ্চন"-ইত্যাদিনা শ্রীমত্যাশ্চিন্তাদশাং শ্রীকৃষ্ণম্ আবেদয়তি। তল্লক্ষণং যথা শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্তানিষ্টাপ্তিনির্মিতম্।
শ্বাসোঽধোমুখতা-ভূলেখবৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ।"

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লক্ষণ-শ্লোকটি উজ্জ্বল-নীলমণিতে নেই। আছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের চতুর্থ লহরীতে ব্যভিচারী ভাবের বিবরণে। উজ্জ্বলনীলমণিতে চিন্তার যে লক্ষণ শ্লোক উপনিবদ্ধ হয়েছে তা হচ্ছে পূর্বরাগ পর্যায়ে সমঞ্জসা-রতির বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক দ্বিতীয় দশারূপে। সে শ্লোকটি হচ্ছে—

"অভীষ্টাবাপ্ত্যুপায়ানাং ধ্যানং চিন্তা প্রকীর্তিতা।
শয্যাবিবর্তিনিঃশ্বাস-নির্লক্ষ্যপ্রেক্ষণাদিকম্"॥

সমর্থা রতির প্রবাস বিরহের প্রথম দশা-রূপে চিন্তার কোনো লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে দেওয়া হয় নি। তবে ব্যভিচারি-প্রকরণে প্রথমেই রূপগোস্বামী ব'লে দিয়েছেন—

"নির্বেদাদ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে পরিকীর্তিতাঃ।
ঔগ্র্যালস্যে বিনা তেঽত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥

এই শ্লোকের নিরিখেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর লক্ষণ শ্লোকটি তুলেছেন—শুধু "যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ" অংশটিতে উল্লেখব্যাপারে প্রমাদ ঘটেছে।

পূর্বেই একটা বিষয়ে সামান্যত উল্লেখ করেছি। পদ-প্রয়োগে অর্থগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি যে কতখানি সচেতন ছিলেন তার দু-একটি নমুনা এখন দেওয়া যাক।

৩০ সংখ্যক "নীলরতন কিয়ে নব ঘনঘটা"-ইত্যাদি পদে "কদম্বের কুঞ্জে কে শ্যাম চিকনিয়া"-পংক্তিটির "কদম্বের কুঞ্জে'-স্থলে "কদম্বের তলে" ব'লে আর একটি পাঠের উল্লেখ করেছেন। এবং এ কথাও বলেছেন—"কদম্বের তলে"-অংশের অর্থ কদম্ববৃক্ষের "তলে" (underneeth) নয়। এই অংশের অর্থ কদম্ব কুঞ্জের তলে।" 'তল'-শব্দের অর্থ—"A forest, wood"। "কদম্বকুঞ্জস্যৈব তলম্" বা "কদম্ব কুঞ্জের তলে" বলতে বোঝাবে "কদম্ব কুঞ্জ (bower) সমাকীর্ণ বন"।

সুতরাং "কদম্বের কুঞ্জে" ও "কদম্বের তলে"—এই দুটি পাঠের অর্থগত পার্থক্য নেই কারণ 'কুঞ্জ" শব্দের অর্থও বৃক্ষলতাগুল্মাদি-অধ্যুষিত স্থান—অর্থাৎ "বন"। সুতরাং "কদম্বের কুঞ্জে" ও "কদম্বের তলে—এই দু'টি পাঠের অর্থগত তাৎপর্য একই দেশাধিকরণের ঐক্যে বজায় থেকে—এই সূক্ষ্মবোধ তাঁকে অর্থগত ঐক্যসাধনে তৎপর করেছে।

১৯২ সংখ্যক "পশ্য শচীসুতম্"-ইত্যাদি পদের "খণ্ডিতামৃতরসনিরুপমকূপম্"-অংশের ব্যাখ্যায় তিনি রসতত্ত্বের একটি প্রশ্ন তুলেছেন। রসামৃতের পরিবেশক ব'লে মানপর্যায়ের পদ-কে যদি নিরুপম কূপ রূপে ধরা না হয় তা হ'লে কী ক'রে "খণ্ডিতামৃতরস"-শব্দটি ব্যবহার করা সম্ভব বা উচিত হয়? প্রশ্নটির উত্তর রাধামোহন নিজেই দিচ্ছেন—যদি কেউ মানকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করতে না চান, তাহলে বৈদ্যক শাস্ত্রের মতে "অমৃত"-শব্দের অর্থ "বিষ" ধ'রে নিতে পারে। অবশ্য তিনি এ কথাও বলেছেন, যেহেতু পূর্বোক্ত অর্থের তাৎপর্য সর্ব রসেরই আনন্দময়ত্বে, অতএব রসের অবান্তর ভেদ মানরসও অমৃতের মতনই আনন্দময়, সুস্বাদু ও জীবন-সঞ্জীবন—"যদি কেনচিন্মানরসস্য অমৃতত্বং ন মন্যতে তন্ন—রস-শাস্ত্রে সর্বরসস্য আনন্দময়ত্বস্য বর্ণিতত্বাৎ"। তাছাড়া প্রেমের মধ্যে যখন আসে নিশ্চিন্ততার জড়িমা তখন এই মানরসই সেই প্রেমকে নূতন ভাবে উজ্জীবিত ক'রে তোলে। তাই মানরস অমৃততুল্য এবং উপমাহীন। মৃতপ্রায় আঘাত যে প্রেমকে নবরসে সঞ্জীবিত করে, একথা রবীন্দ্রনাথও তাঁর "ঝুলন" কবিতায় বলেছেন।

সংস্কৃত শব্দের কবিবিবক্ষিত অর্থটির বাংলা প্রতিশব্দ যেখানেই সম্ভব হয়েছে সেখানেই রাধামোহন সে বিষয়ে মন্তব্য রেখেছেন। যেমন ৬৫ সংখ্যক "রাধানাম রসনদী"—ইত্যাদি পদের টীকায় তিনি লিখছেন যে—সেতু শব্দের অর্থ এখানে "বাঁধ"।

"সেতু" শব্দের অর্থ অনেক—"সেতুরালৌ স্ত্রিয়াং পুমান্, অমর ২।১।১৪—স্বে সেতোঃ 'পুল' ইতি খ্যাতস্য।" আবার অন্যত্র আছে—"বরণে বরুণঃ সেতুঃ তিক্তশাকঃ কুমারকঃ"—২।৪।২৫।—অমর।

"সেতুঃ নালৌ"-ইত্যাদি। কিন্তু কবিবিবক্ষিত অর্থ যে "বাঁধ" তা তিনি পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন—"নির্বন্ধো বন্ধনং 'বাঁধ' ইতি খ্যাতঃ"।

রাধামোহন ২১ সংখ্যক "নীরদনয়নে"-ইত্যাদি পূর্বরাগাদি প্রত্যেক প্রকরণের প্রারম্ভেই পদটীকায় তদুচিত গৌরচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক পদ গান করবার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি বলছেন —"গ্রন্থেঽস্মিন্ সর্বপ্রকরণে সমুচিতগৌরচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণাদিরূপবোধকগীতং প্রায়েণ দেয়মস্তি। তৎকীর্তনস্য অবচ্ছেদভেদার্থং পূর্বাপরগানরীত্যা বোধ্যম্"। এতে বোঝা যাচ্ছে যে লীলারসের অনুকূল গৌরচন্দ্রিকা অবশ্যই কীর্তনারম্ভে গেয়।

"গৌরচন্দ্রিকা"-শব্দটি এস্থলে যোগরূঢ়। যৌগিক ও রূঢ়ি অর্থেও শব্দটি পরিচিত হ'তে পারে কিন্তু কীর্তনগানে এটি যোগরূঢ় শব্দরূপেই গ্রাহ্য হবে। গৌর যে চন্দ্রিকা এই ব্যাসবাক্যে দু'টি শব্দই রূঢ়ার্থে প্রযুক্ত। "গৌরচন্দ্র সম্বন্ধীয়"-এই অর্থে শব্দটি যৌগিক। কিন্তু কৃষ্ণলীলাভাবনামৃতস্বাদু গৌরচন্দ্রের ভাবলীলাত্মক পদ বলতে যা বোঝায় তা যৌগিক অর্থকে বুঝিয়েও আরো কিছু অন্য অর্থ বুঝিয়ে থাকে। সেই অর্থ হচ্ছে বৃন্দাবনলীলারসিক-গৌরচন্দ্রসম্বন্ধী পদ। শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুরূপ গৌরচন্দ্র বর্ণিত হয় এই জাতীয় পদে, তাই রাধামোহন "গৌরচন্দ্রিকা" স্থলে "তদুচিত-গৌরচন্দ্র" শব্দটি বসিয়ে দিয়েছেন।

কীর্তনগান করবার সময় গায়কের প্রস্তুতি সম্বন্ধেও রাধামোহন চিন্তা করেছেন। ৫১ সংখ্যক "সহজে মুনিক"-ইত্যাদি পদের টীকায় বলছেন, কীর্তনে ভাবদশা পরিবেশনে কিছু রীতি মেনে চলতে হবে। যেমন "তানব"-দশার পদ গাইবার সময় মনে রাখতে হবে যে এই দশা উদ্বেগ ও জাগরদশা বিবর্জিত নয়। সুতরাং কীর্তনগানে গায়ক যেন দশা-প্রক্রম ভঙ্গ না করেন। তাঁর "অনেন উদ্বেগ-জাগরদশামিলিত-তানবদশামাহ"— উক্তির ব্যঞ্জনা এইখানেই।

৬৮ সংখ্যক "রাইক কুঞ্জগমন"-ইত্যাদি পদের টীকায় তিনি লীলাগান-রীতির প্রক্রম অনেক স্পষ্ট ক'রেই আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন যে অভিসার থেকে আরম্ভ ক'রে মিলন পর্যন্ত রস-পরিপাটী দু'ভাবে রক্ষিত হ'তে পারে। কি ভাবে হ'তে পারে সে বিষয়ে বলছেন—প্রথমত শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মহতী উৎকণ্ঠা, শ্রীরাধার অভিসার, সেই অভিসারের বার্তা শুনে শ্রীকৃষ্ণের অভিসার, পারস্পরিক দর্শনে সাত্ত্বিক ভাবোদয়, সখীশিক্ষিত শ্রীরাধার মৌগ্ধ্য-ভাবের প্রকাশ এবং প্রেমপরিপাটী প্রকাশ পূর্বক পরম-বিদগ্ধ সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বর্ণনা। এস্থলে "রাইক কুঞ্জগমন শুনি মাধব অচপল প্রেম অনুমানি"-ইত্যাদি পদটি গান করতে হবে, কেন না রাধার অভিসারের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ অভিসার করছেন।

কিন্তু যদি কীর্তনীয়া শ্রীরাধার অভিসার গমনের গান না ক'রেই মিলন ঘটাতে চান, তা হ'লে তিনি "রাইক কুঞ্জগমন শুনি মাধব"-এই অংশের "কুঞ্জগমন"-শব্দটি পরিবর্তিত ক'রে, তার বদলে "চরিত বচন"-শব্দ দু'টি বসাতে পারেন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে রাধা নিজ মন্দিরেই থাকবেন এবং সেখান থেকেই কৃষ্ণদর্শন ক'রে প্রেমাবেগে মূর্ছিত হ'য়ে পড়বেন। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে রাধা যদি হন অভিসারিণী, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি হবেন অভিসারয়িত্রী।

প্রথমে কীর্তনীয়া "রঙ্গিণী সঙ্গে তুঙ্গমণি-মন্দিরে"-ইত্যাদি পদটি গেয়ে নিয়ে তার পরে গাইবেন "রাইক চরিত বচন শুনি মাধব"-ইত্যাদি পদ।

এইভাবে পদের শব্দ পরিবর্তন ক'রে গান গাইবার প্রক্রমটি যদিও তিনি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেখান নি তবু কীর্তনীয়া যেন নিজের বুদ্ধিতেই এই রসপরিপাটীর ব্যাপারটি বুঝে নিয়ে কীর্তনগান করেন—"এতত্ক্রমনিবন্ধযোজনাভাবাৎ মূলে ন লিখিতম্। কিং তু বুদ্ধ্যা প্রকারান্তরেণ গেয়ম্ ইতি দিক্।"

বাস্তবিকই কীর্তনরস পরিবেশনের প্রতি এই সজাগ দৃষ্টি আর কোনো পদাবলী-সংকলন গ্রন্থে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায়নি। ৪৫ সংখ্যক "পুরবহি শচীসুত"-ইত্যাদি পদে মোহদশা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উদ্‌গ্রাহ চরণে অর্থাৎ প্রারম্ভিক চরণে উন্মাদ দশার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাধামোহন বলছেন যে সেই উন্মাদ দশা প্রকৃত পক্ষে মোহদশারই কারণ ব'লে ধরতে হবে।—"অত্র উদ্‌গ্রাহাদি-পদে উন্মাদো যো দৃশ্যতে স তস্যৈব কারণত্বেন উক্তঃ।" এই গীতের বিশ্রান্তি মোহদশাতেই। তবে যদি কেউ বলেন যে তৃতীয় চরণে তো মোহদশা থেকে চেতনা লাভের কথা আছে—যেমন—

"মধুর ভকতকুল কান্দি বেয়াকুল
যব হরি বোলল কাণে।
তবহি পুলককুল তনু মাহা উয়ল
থির ভেল সকল পরাণে॥"—তা শুধু-

মাত্র সঙ্কীর্তনগান নির্বাহনের জন্যই দেয়া হয়েছে। রূপগোস্বামীর "নাসাশ্বাসপরাঙ্মুখী"-ইত্যাদি শ্লোকের মধ্যেই এর সমর্থন পাওয়া যাবে। সুতরাং রসদোষ বা রসাভাসের কোনো সম্ভাবনা এস্থলে আসবে না—কীর্তনীয়ারা এই গান গাইবার ব্যাপারে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

২৫২ সংখ্যক "ইহ মধুযামিনী মাহ"-ইত্যাদি পদের টীকাতেও পালাগানের পদ্ধতির নির্দেশ আছে। নির্হেতুক মানের প্রকারান্তর-সূচক দু'টি গীত—২৫১ ও ২৫২ সংখ্যক পদ। ২৫২ সংখ্যক পদটীকায় রাধামোহন বলছেন—"এতদ্ গীতদ্বয়ং প্রকরণানুরোধেন লিখিতম্। বস্তুতস্তু প্রেমবৈচিত্ত্য-রসবৎ সম্ভোগগানান্তরমপি গানং কৃত্বা পুনঃ সম্ভোগ-গানঞ্চ কর্তব্যম্ ইতি সুধীভির্ভাব্যম্।" অর্থাৎ "রসবতী রাধা রসময় কাণ"-ইত্যাদি ২৫১ সংখ্যক এবং "ইহ মধুযামিনী মাহ"-ইত্যাদি ২৫২ সংখ্যক গান দু'টি মানপ্রকরণে বিষয়ানুরোধে অন্তর্ভুক্ত হলো। প্রেমবৈচিত্ত্য-রসোপযোগী সম্ভোগের পদ গীত হবার পরেও পুনরায় গান ক'রে সম্ভোগ রস গান করা উচিত। এই গাননির্বাহন-পদ্ধতির কথাটি রসিক সুধীজন যেন চিন্তা ক'রে রাখেন।

তাঁর পালাগানের পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ ও গায়কের সঙ্গে সহযোগিতা তিনি শুধু এই সীমাতেই আবদ্ধ রাখেন নি। গেয় পদের রসপ্রক্রম ও ভাববিন্যাসের পৌর্বাপর্যনির্ণয়ের পরেও ঐসব পদের গেয় রাগ সম্বন্ধেও তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা দিতে তিনি ভোলেন নি। যেমন গোবিন্দদাস-রচিত ৭ সংখ্যক "চম্পক-শোণ-কুসুম-কনকাচল"-ইত্যাদি পদটি গোবিন্দ দাসের স্বকৃত পদ-সংকলন গ্রন্থে যে "দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ"-রাগে গেয় ব'লে লিখিত আছে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন—"তৎকৃতে গ্রন্থেঽস্য দাক্ষিণাত্য-শ্রীরাগো দৃশ্যতে, কিং তু পূর্বাপরং গৌরীরাগেণ গানং শ্রুতম্—অতো গৌরী-রাগো লিখিতঃ।" অর্থাৎ যদিও পুঁথিতে লেখা আছে দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ তবু গায়কের কণ্ঠে এটি চিরকাল ধ'রে গৌরীরাগেই ঝঙ্কৃত হচ্ছে—তাই এটি গৌরীরাগেই গাইতে হবে।

এখানে আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে রাধা-মোহন প্রয়োগপরম্পরাকে কতটা মূল্য দিয়ে সমাদর

জানিয়েছেন এবং পুঁথিগত শাস্ত্র প্রমাণের চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতি তিনি কতটা অধিক উৎসুক ছিলেন! তিনি নিজেও একজন গায়ক ছিলেন এবং বহু আসরে গৌরীরাগেই গানটি গীত হ'তে শুনেছেন ব'লেই গৌরীরাগেই গানটি গাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি তথ্যও জানলাম যে গোবিন্দ দাসের স্বকৃত পদের সংকলনগ্রন্থ ছিল এবং সেটি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই সংকলিত হয়েছিল। গোবিন্দদাসরচিত একটি মাত্র পদ সংকলন গ্রন্থই ছিল না—একাধিক ছিল—এ তথ্যও জানা যায় ১৮ সংখ্যক পদটীকায়—"তৎকৃতবহুগ্রন্থেষু ধানসী দৃশ্যতে।"

কোথাও বা রাধামোহন কোনো একটি গীতের লোকপ্রিয় রাগের উল্লেখ ক'রেও পদকর্তা-নির্দিষ্ট রাগের উল্লেখই শুধু করেন নি, সেই রাগের লক্ষণ দিয়ে—রাগটিকে ঐ পদের প্রকৃত গেয় রাগের স্বীকৃতিও দিয়েছেন। যেমন—১৮ সংখ্যক পদ-টীকায় তিনি লিখছেন - "মরকতমঞ্জুমুকুর"-ইত্যাদি পদটি "লৌকৈঃ সাঙ্গে'ণ গীয়তে। তৎকৃতবহু-গ্রন্থেষু ধানসী দৃশ্যতে। অতস্তল্লক্ষণং (দীয়তে)।" মনে হয় রাধামোহন বহু গ্রন্থ দেখেছেন ব'লেই গীতটি গোবিন্দদাস যে রাগে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করেছেন সেই রাগই বহাল রেখেছেন।

গানের বা রাগের শাস্ত্রসমর্থিত সময় নির্দেশকেও পদের রাগবিচারে তিনি বিস্মৃত হন নি। ২১ সংখ্যক "নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে"-ইত্যাদি পদের টীকায় রাধামোহন বলেছেন যে এই পদটি লোকে প্রায়ই ললিত রাগে গেয়ে থাকে। কিন্তু কীর্তনের সময়ানুসারে গানটি শ্রীরাগেও গাওয়া যেতে পারে—"গীতস্যাস্য ললিতরাগেণ লোকৈঃ প্রায়েণ গানং ক্রিয়তে। কীর্তনানুসারেণ (কীর্তনানুসারসময়ানু-রোধেনাত্র) শ্রীরাগেণাপি কর্তব্যম্।"

রাগরত্নাকর নামক সঙ্গীতগ্রন্থে আছে "যথোক্তকাল এব এতে গেয়াঃ"—সম্ভবত এই কারণেই রাধামোহন শ্রীরাগেও গাইবার অনুমতি দিয়েছেন।

কী পর্যায়ে কোন গান গায়ক গাইবেন—এ বিষয়েও রাধামোহন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। ৩২৩ সংখ্যক "অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব"-ইত্যাদি পদটি বিদ্যাপতিরচিত একটি সুপ্রসিদ্ধ গীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বৈষ্ণব পদাবলী"-নামক সংকলনগ্রন্থে পদটি "মাথুর"-পর্যায়ে ধরা হয়েছে। মাথুর পদ বলতে সুদূর প্রবাসবিরহের পদ বোঝায়। কিন্তু এই পদটি যে সুদূরপ্রবাস-বিরহের পদরূপে গেয় নয় অর্থাৎ মাথুর পদ নয়—সে কথা রাধামোহন স্পষ্টই বলেছেন—"সর্বত্রৈব ভবিষ্যৎ-কালবোধক-'বকারস্ত' প্রয়োগাদ্ অনুরাগস্ত—"সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্"-ইত্যাদি লক্ষণাচ্চাত্র স এব স্থায়িভাবঃ। ন তু সুদূরপ্রবাসঃ। অন্যথা 'সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব'-ইত্যস্যাপি বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ স্যাৎ"। অর্থাৎ সর্বত্রই ভবিষ্যৎকাল-বোধক বিভক্তি প্রয়োগের ফলে, অনুরাগের যে লক্ষণ—'সর্বদা অনুভূত প্রিয়কেও যা নব নব রূপে প্রতিভাত করায়—'তাই প্রকাশ পাওয়ায়, অনুরাগই এখানে স্থায়িভাব—সুদূরপ্রবাস-বিরহ নয়। অন্যথা 'সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব'-অংশের অনভীপ্সিত বৈয়র্থ্য এসে পড়ে। অতএব পদটি সুদূরপ্রবাস-বিরহ বা মাথুর বিরহের পদ নয়, সে কথা রাধামোহন স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন।

পদামৃতসমুদ্রের "শ্রীযুতং জগদানন্দং বিধুং বন্দে"-ইত্যাদি অংশ বাদ দিলে প্রথম যে গীত, সেটি

সংকলিত হয়েছে শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গ 'সামোদদামোদর'-অংশ থেকে যে গানটি প্রথমেই আছে, সেটি হচ্ছে—"প্রলয়পয়োধিজলে"-ইত্যাদি। "বসন্তে বাসন্তী"-ইত্যাদি শ্লোকের শেষে অর্থাৎ জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের বন্দনা-অংশের শেষে মূল বক্তব্যের ভূমিকা শ্লোক "বসন্তে বাসন্তী"-ইত্যাদি। তার পরেই আরম্ভ হয়েছে মূল বর্ণিতব্য অংশ—শ্রীরাধার-বিরহ-মিলন ইত্যাদি লীলা। এই লীলার প্রথম গীত "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন"-ইত্যাদি। এটি গীতগোবিন্দের তৃতীয় গীত। সুতরাং "বসন্তে বাসন্তী"-ইত্যাদি শ্লোকের-অব্যবহিত পূর্বের "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডলধৃতকুণ্ডল"-ইত্যাদি গীতটিকে দ্বিতীয় গীত হিসাবেই ধরতে হবে। রাধামোহন তাঁর টীকায় "প্রলয়পয়োধি"-গীতের ব্যাখ্যায় বলছেন—"প্রলয়-ইত্যাদিনা 'বসন্তে বাসন্তী'-ইত্যন্তেন গীতস্যাস্য মালবরাগো রূপকতালঃ"। এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে যে "গীতস্য অস্য" এই একবচনান্ত পদের দ্বারা "প্রলয়পয়োধি"-থেকে "বসন্তে বাসন্তী"-পর্যন্ত যা উল্লিখিত আছে তা একটিই গীত? "শ্রিতকমলাকুচ"-ইত্যাদি গীতটিও তো রাধামোহনের উক্তির মধ্যেই এসে পড়ছে। পদামৃতসমুদ্রে কিন্তু এই গীতটি এবং "বসন্তে বাসন্তী"-গীতটি (?) উদ্ধৃত হয় নি।

রাধামোহন ঠাকুর পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন—"সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায় আদৌ সর্বরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মৎস্যাদ্যবতারিত্বেন সর্বরসাধিষ্ঠাতৃঃ অখিলনায়কশিরোরত্নতাং প্রতিপাদয়ন্ সর্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তে 'প্রলয়'-ইত্যাদিনা 'বসন্তে বাসন্তী' ইত্যন্তেন।"

এখন দেখা যাচ্ছে যে সর্বরসাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সর্বরসাধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভব হচ্ছে না—শুধু মাত্র "প্রলয়পয়োধিজলে"-ইত্যাদি দশাবতার-স্তোত্রের দ্বারা। এই স্তোত্রে যে সমস্ত রসের কথা বলা হয়েছে—পরবর্তী একটি শ্লোকে জয়দেব নিজেই সংক্ষেপে সেগুলির নামোল্লেখ করেছেন। দশাবতারের বর্ণনায় প্রকাশিত এইসব রসের নাম যথাক্রমে"—১ বীভৎসরস (মীন), ২ অদ্ভুতরস (কূর্ম), ৩ ভয়ানকরস (বরাহ), ৪ বৎসলরস (নৃসিংহ), ৫ সখ্যরস (বামন), ৬ রৌদ্ররস (পরশুরাম), ৭ করুণরস (রাম), ৮ হাস্যরস (হলধর), ৯ শান্তরস (বুদ্ধ), এবং ১০ বীররস (কল্কি)।

দেখা যাচ্ছে যে বর্ণিত রসগুলির মধ্যে সর্বরসরাজ শৃঙ্গারের কোনো উল্লেখ নেই। তাই জয়দেব গীতগোবিন্দে শৃঙ্গার রসের মূলভাবপোষক দ্বিতীয় গীতটি 'বন্দনা' অংশে দিয়েছেন। দ্বিতীয় গীতটি কিন্তু একান্তভাবেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক নয়—কেননা, এতে আছে লক্ষ্মীপতি নারায়ণের উল্লেখ, সীতাপতি রামচন্দ্রের উল্লেখ এবং আরো অনেক অসুরনিসূদন ভবভয়-হরণের কথাও। গোপীদের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু গোপীদের মধ্যেও স্বীয়া নায়িকা ছিল। শৃঙ্গার রসের পরকীয়া প্রকৃতির কথায় তাই—"বসন্তে বাসন্তী"-ইত্যাদি ভূমিকাশ্লোকে রাধাকে আনা হয়েছে। লক্ষ্মী-মধুসূদনের স্বকীয়া ভাবের প্রাধান্যই যে "শ্রিতকমলাকুচ"-ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশ পেয়েছে তা নিম্নোক্ত শ্লোকে দ্বিতীয় গীতটির শেষে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ॥"

এখন মনে একটি প্রশ্ন জাগে সর্বরসাধিষ্ঠাতা

শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে রাধামোহন "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল"-ইত্যাদি শ্লোকটি পদামৃতসমুদ্রে, অন্তর্ভুক্ত করেন নি কেন? তবে কি স্বকীয়া নায়িকা 'কমলা'-র 'কান্ত'-হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি উপস্থাপিত করতে চান না ব'লেই ঐ "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডলধৃতকুণ্ডল"-পদটি তিনি বর্জন করেছেন? রাধামোহন পদামৃতসমুদ্রে পরকীয়া নায়িকা শ্রীরাধার লীলা বর্ণনা করেছেন ব'লেই কি "জয়দেবের দ্বিতীয় গীতটির উল্লেখ করলেও বন্দনার অংশে উদ্ধৃত করেন নি?

টীকায় পদের উল্লেখ আছে অথচ গ্রন্থে সংকলিত হয়নি এমন আর একটি পদ ১৬ সংখ্যক "পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহি বান্ধে"-ইত্যাদি গীত। পদটি গোবিন্দ কবিরাজের রচিত। তবু তিনি এই পদটিকে টীকায় উল্লেখ করলেও সংকলনে স্থান দেন নি। পদের "কিঞ্চন"-শব্দের অর্থগত প্রয়োগ নিয়েই তিনি অধিক মনোযোগ দিয়েছেন।

এখানেও প্রশ্ন জাগে—কেন স্থান দেন নি? তবে এমন একটি শব্দ তিনি এই প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তাতে কারণটা অনুমান করা যেতে পারে। সেই শব্দটি "গীতিকা। এই পদটিকে তিনি "গীতিকা" ব'লে উল্লেখ করেছেন। পদটি "গীতচন্দ্র"-নয়—যে শব্দটি তিনি বিদ্যাপতির "আজু রজনী হাম"-ইত্যাদি পদ-প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন—"ততঃ "আজুরজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ"-ইত্যাদি গীতচন্দ্রঃ···।"

নাটক থেকে যেমন ক্ষুদ্রত্বব্যঞ্জক শব্দ "নাটিকা"-"গীত-চন্দ্র" থেকে তেমনি অপকর্ষ-ব্যঞ্জক শব্দ "গীতিকা"। অথবা অন্য কারণেও রাধামোহন পদটিকে বর্জন করেছেন কারণ পদটিকে "তদুচিত গৌরচন্দ্রঃ"-ব'লে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

এর থেকে রাধামোহন সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে হয়। সংকলক হিসাবে রাধামোহন পদ-কল্পতরুকার বৈষ্ণবদাস থেকে অধিক সতর্ক এবং তাঁর বৈদগ্ধ্যময় কলাকুশলতাও অধিক। এই খানেই তাঁর সঙ্গে বৈষ্ণবদাসের পার্থক্য।

বৈষ্ণবদাস যেখানে যত পদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন সেই সমস্ত পদই নির্বিচারে পদকল্পতরুতে স্তূপীকৃত করেছেন। কিন্তু রাধামোহন পালার রসোপযোগী পদগুলিই বেছে নিয়েছেন। পাকা মালীর মতন অপ্রয়োজনীয় গাছ-গাছালি উপড়ে ফেলে তিনি সুপরিকল্পিত পুষ্পোদ্যান রচনা করেছেন। বৈষ্ণবদাস সংগ্রহ করেছেন অনেক, কিন্তু রাধামোহন গৃহিনীপনা দেখিয়েছেন বেশি।

প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে বৈষ্ণবদাসের স্বীকারোক্তি। তিনি পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ছত্রিশ সংখ্যক পল্লবে বলেছেন—

> "আচার্য্য প্রভুর বংশে শ্রীরাধামোহন।
> কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন।
> যাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের নিবাস।
> যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
> গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
> জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
> নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
> তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লইয়া॥
> সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
> প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
> এই গীতকল্পতরু নাম কৈল সার।
> পূর্বরাগাদি ক্রমে চারিশাখা যার॥"

অর্থাৎ রাধামোহনের পদামৃতসমুদ্র দেখে তিনি সম্মোহিত হয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং সেই অনুপ্রেরণায় পর্যটন ক'রে "প্রাচীন পদ"-সমূহ সংগ্রহ ক'রেছেন। তিনি যে গ্রন্থ সংকলিত করলেন এবং যে ভাবে সাজালেন তার শিল্পগত মূল্য থেকে

রাধামোহনের পদামৃতসমুদ্র ভিন্ন তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত। শুধু পদ সাজাবার শিল্পসৌন্দর্য নয়, তার প্রয়োগরীতির স্বাপত্যে লীলাকীর্তনের পক্ষে পদামৃতসমুদ্র অধিক উপযোগীও বটে।

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অমূল্য এবং অসাধারণ টীকা "মহাভাবানুসারিণী"—যাতে এমন কোনো দিক নেই যা তিনি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকস্পর্শে দীপ্ত ক'রে তোলেন নি।

এখন আবার পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাক। ৬৮ সংখ্যক "রাইক কুঞ্জগমন শুনি"-ইত্যাদি পদের টীকাতেও রাধাকৃষ্ণের অভিসার থেকে আরম্ভ ক'রে মিলন পর্যন্ত প্রক্রম বর্ণনাকালে, মিলন ব্যাপারের প্রকারান্তরে গেয় পদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যে পদটির উল্লেখ করেছেন, সেই পদটিও তিনি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

সনাতন গোস্বামী-নামাঙ্কিত যে পদগুলি রাধামোহন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সে সমস্ত পদই পদকল্পতরুতে সনাতন ভণিতায় থাকলেও সূচীপত্রে সেগুলি রূপগোস্বামী রচিত ব'লে ধরা হয়েছে। এ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র লিখছেন—

"পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত সংস্কৃতের পদগুলিতে ইনি বিনয়বশত নিজ নামের ভণিতা না দিয়া সুকৌশলে তাঁহার পূজনীয় অগ্রজ সনাতনের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, সর্বত্রই 'সনাতন'-শব্দ শ্লিষ্টরূপে একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভণিতায় নামদর্শনে ভ্রান্ত হইয়া গোপীকান্ত দাস প্রভৃতি কোনো কোনো পদকর্তা ঐ পদগুলি সনাতন গোস্বামীর রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। যথা—

"শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী
বিবিধ ভাবতরঙ্গ।" (গোপীকান্ত দাস—কীর্তনানন্দ, ২৮ পৃঃ)

"গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলী
শুনইতে উনমত চিত।" (গৌরসুন্দর দাস, ঐ)

রূপগোস্বামীর "স্তবমালা" গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্বে আমাদেরও এরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। শ্রীজীব "স্তবমালার" মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

"শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সংগৃহ্যতে॥"—

অর্থাৎ রসামৃতকার গুরুদেব শ্রীরূপের কৃত "স্তবমালা" তাঁহার অনুজীবী জীবের দ্বারা সংগৃহীত হইল। এই স্তবমালার অন্তর্গত "গীতাবলী" হইতেই পদকল্পতরুতে আলোচ্য পদ বা গীতগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি যে রূপগোস্বামীর রচিত, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই উক্তি সত্ত্বেও রাধামোহন ঠাকুরের টীকায় ঐ পদগুলি সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না থাকায় সূচীপত্রে সনাতন গোস্বামীর নামই দেওয়া হলো।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর কোনো কোনো পদের উপর রাধামোহনের টীকা যোজনা করেছেন। কিন্তু বহরমপুর সংস্করণে ঐ টীকার ভাষা ও সতীশচন্দ্রের উদ্ধৃত টীকার ভাষা সর্বত্র এক নয়। উদাহরণ স্বরূপ ৬৪১ সংখ্যক "ঋতু-রাজাপিত"-ইত্যাদি পদটির উপর টীকার উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয় টীকার সাদৃশ্য ও পার্থক্য মূল টীকার উপর টিপ্পনী অংশে দেওয়া হয়েছে—সেটি দ্রষ্টব্য।

সতীশচন্দ্র কোথা থেকে টীকার এই পাঠ পেলেন তা জানান নি।

সতীশচন্দ্র অনেক সময় কোনো কোনো স্থলে রাধামোহনের টীকার উপর অনুচিত মন্তব্য করেছেন।

যেমন পদকল্পতরুর ১৬৪০ সংখ্যক অর্থাৎ পদামৃত-সমুদ্রের ৪০৪ সংখ্যক "প্রেমক অঙ্কুর আত যাত ভেল"-ইত্যাদি পদে। তিনি বলছেন—

"রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন—"আত আতপঃ তন্নামক-প্রচণ্ডরৌদ্র ইত্যর্থঃ। প্রেমবিলাপাৎ কণ্ঠরোধেন পকার-চ্যুতির্ন-দোষঃ।" অর্থাৎ 'আত' শব্দের অর্থ আতপ— কি না অঙ্কুরনাশক প্রচণ্ড রৌদ্র! প্রেমবিলাপ-জনিত কণ্ঠরোধহেতু 'আতপ'শব্দের প-অক্ষরচ্যুতি দূষণীয় নহে। বস্তুত কণ্ঠরোধহেতু 'প'-অক্ষরচ্যুতি অনুমান করিলে ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে 'আতপ'-শব্দের অপভ্রংশে "আতব"—"আতও"— "আতো"—"আত" নিষ্পন্ন হইতে পারে। কণ্ঠ-রোধহেতু অক্ষরচ্যুতি হইলে উদ্ধৃত পদে উহার অপর নিদর্শন না থাকা বিচিত্র বটে! সুতরাং 'আত' শব্দের শেষোক্ত ব্যুৎপত্তিই সমীচীন বোধ হয়।"

রাধামোহনের ব্যাখ্যার সমর্থনে অমরকোষ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায়, না গেলেও 'আতপ'-শব্দের অর্থ যে রৌদ্র তা বিবিধ কোষ গ্রন্থ থেকেই পাওয়া যায়। 'আতপ-শব্দের অর্থ সূর্যের তেজ, সূর্যের তাপ। সতীশচন্দ্রের ব্যাখ্যাগ্রহণে ভাষাতাত্ত্বিক নিশ্চিত প্রমাণ নেই, কারণ তাঁর মতানুসারে, 'আতপ'-শব্দের 'প'-বর্ণ 'ব'-বর্ণে রূপান্তর পাবে (এবং সেক্ষেত্রে তা থেকে বর্গীয় 'ব'-বর্ণই পাওয়া যাবে)। আর যদি স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হয়, তবে অ+অ=আকার হবে, 'ও'-কার হবে না। অন্তস্থ 'ব' হলে 'উ'-বর্ণ হতো এবং 'ও'-বর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকতো।

অমরকোষে 'আতপ'-শব্দের অর্থ আছে "প্রকাশোদ্যোত আতপঃ"-১।৪।৩৪। 'আতপ'-শব্দের অর্থ যদি প্রকাশ ধরা হয় এবং "জাত"-শব্দটি যদি "যাত"-শব্দের মৈথিলরূপ 'জাত' ধরা হয় তা হ'লে অর্থ হবে "প্রেমের অঙ্কুর প্রকাশ পাওয়া মাত্র গত হল" অর্থাৎ শুকিয়ে গেল। রাধামোহনের ব্যাখ্যা তাৎপর্যত এই অর্থেই অর্থাৎ প্রেমের অঙ্কুর রৌদ্রের তেজে শুকিয়ে গেল (জাত অর্থাৎ যাত)। পরের পংক্তি "প্রতিপদ চান্দ উদয়ে যৈছে যামিনী"— এই সমার্থক উপমাটি পূর্ব পংক্তির ব্যাখ্যাকে সমর্থনই করবে, কারণ দ্বিতীয় পংক্তিরও অর্থ "প্রতি-পদের চন্দ্র যেমন উদিত হওয়া মাত্র অদৃশ্য হয়ে যায়"। অবশ্য সতীশচন্দ্রের আপত্তি অর্থ নিয়ে নয় 'আতপ'- শব্দটির "আত"-রূপের যে ব্যাখ্যা রাধামোহন দিয়েছেন তাই নিয়ে। প্রেমাবেগবশত 'প'-কারের লোপ সতীশচন্দ্রের পছন্দ নয়। কিন্তু তিনি ভাষাতাত্ত্বিক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার থেকে বরঞ্চ অক্ষরচ্যুতি (haplology) সূত্রটি অধিকতর প্রযোজ্য ও কাম্য। আর 'অক্ষরচ্যুতি'ই যদি ধরা যায় তবে "প্রেমাবেগ-বশত চ্যুতি"-হ'তে আপত্তি কার বা কিসের?

সতীশচন্দ্র নিজেও এমন অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন "যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি"-ইত্যাদি পদের ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন—"যাঁহা যাঁহা ইত্যাদি। যেখানে যেখানে ক্ষীণ অঙ্গ জ্যোতি নির্গত হয় সেখানে সেখানে দীপ্তিযুক্ত বিদ্যুৎ (প্রকাশিত) হয়। বস্ত্রের ভিতর হইতে অঙ্গ জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া উহাকে ক্ষীণ বলা হইয়াছে।"

এই ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়। 'তনু' শব্দের অর্থ এস্থলে 'ক্ষীণ' নয়। 'তনু' শব্দের অর্থ এস্থলে 'সুন্দর'। রাধামোহন লিখেছেন 'তনু' শব্দের অর্থ "সূক্ষ্ম"—"তনোর্দেহাৎ সকাশাৎ যা সূক্ষ্মা জ্যোতিসূঃ

কান্তিঃ 'যাঁহা যাঁহা নিকশই'—যত্র যত্র বহির্ভবতি তত্র তত্র বিদ্যুচ্ছ্রেণীমিব দৃষ্ট্বা চক্ষুর্মনঃসহিতো মমাত্মা সচমৎকারত্রাসং প্রাপ্নোতি।" এই 'সূক্ষ্ম' শব্দের অর্থ—"Exquisite, nice" Aptes। "প্রামাণিক হিন্দী কোষ"-নামক অভিধানে 'তনু' শব্দের অর্থ আছে—"সুন্দর। বঢ়িয়া।"

এই অর্থই ঠিক অর্থ, কেননা অধিক চমৎকারিতা বহন করে। তাছাড়া বসনে ঢাকা অতএব কিছুটা ম্লান তনুর দীপ্তি কি "বিদ্যুৎশ্রেণীর" অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পারে? সতীশচন্দ্র লিখছেন—"দীপ্তিযুক্ত বিদ্যুৎ"—কিন্তু বিদ্যুতের বিশেষণ "দীপ্তিযুক্ত" দেওয়া নিরর্থক। বিদ্যুৎ মাত্রেই যেখানে প্রকাশিত সেখানেই তা দীপ্তযুক্ত।

সতীশচন্দ্র এই পদের "যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই"-অংশের 'চল'-শব্দের অর্থ করেছেন "থামিয়া থামিয়া। কিন্তু 'চল'-শব্দের অর্থ "যা স্থির নয়।" তাই থামার প্রশ্নই ওঠে না। রাধামোহন 'চল'-শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন—"গমনপারিপাট্যা শিক্ষা নৃত্যামিব" অর্থাৎ চলার ছন্দটি নৃত্যের মত। এখানে 'চলবার ছন্দটির' পরিপাটীর দিকে দৃষ্টি রেখেই অর্থ করেছেন—থামবার কোনো কথাই নেই।

পদকর্তাদের সম্বন্ধে রাধামোহনের টীকা থেকে কিছু কিছু জানা যায়। যেমন গোবিন্দ দাসের "চম্পক শোণ কুসুম"-ইত্যাদি পদের টীকায় লিখছেন—"তৎকৃতে গ্রন্থে অস্য দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীরাগো দৃশ্যতে।" এখানে "তৎকৃতে গ্রন্থে" অংশটি লক্ষণীয়। তিনি যে স্বীয় পদাবলী গ্রন্থের সংকলন রেখে গিয়েছিলেন সেটি রাধামোহনের টীকা থেকে জানি। আর একটি পদটীকাতেও আছে—"তৎকৃতবহুগ্রন্থেষু"-অর্থাৎ গোবিন্দ কবিরাজের একাধিক গ্রন্থে।

ভণিতা-বিচারে রাধামোহন যথেষ্ট ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন। এবং স্বল্পখ্যাত পদকর্তার পদপ্রসঙ্গে পদকর্তার পরিচয় দেবারও প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন ৯৬ সংখ্যক "দেখ নটবর নাচে"-ইত্যাদি পদের টীকায় তিনি বলছেন—"শ্রীমদাচার্য-ঠক্কুর-বংশোদ্ভব-শ্রীসুবলচন্দ্রঠক্কুরকৃতং "দেখ নটবর নাচে"-ইত্যাদি। "সুবল ঠক্কুর" যে রাধামোহন ঠাকুরের পূর্বপুরুষ ছিলেন এটি তিনি জানিয়ে দিলেন। ২৩৫ সংখ্যক "কি করব জপ তপ"-ইত্যাদি পদের টীকায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে এই চম্পতি রায় উড়িষ্যাদেশবাসী এক পদকর্তা। কোনো এক সময় চম্পতি রায় কে—এই প্রশ্ন তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। রাধামোহন তাঁর টীকায় লিখে রেখে গেছেন "শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্ত-শ্রীপ্রতাপরুদ্র-মহারাজস্য মহাপাত্র-শ্চম্পতিরায়নামা মহাভাগবত আসীৎ। স সব পদকর্তা। তস্য সিদ্ধিদশায়ামপি তন্নাম।" ৪০৮ সংখ্যক পদ-টীকাতেও তিনি চম্পতি রায় নামে পদকর্তার পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—"চম্পতিরায়নামা দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তরাজঃ কশ্চিদাসীৎ স এব পদকর্তা।"

এই উক্তিতে যে "দাক্ষিণাত্যঃ"-শব্দটি আছে তাতে এ সংশয় আসতে পারে যে "দাক্ষিণাত্যঃ"-বিশেষণটি কি দ্বিতীয় কোনো এক চম্পতি রায়কে বাঞ্জিত করছে? দাক্ষিণাত্য বলতেই বা কি বোঝাচ্ছে—দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ অথবা দাক্ষিণাত্যবাসী? রচনা-ভঙ্গিতে ২৩৫ সংখ্যক পদের "চম্পতি রায়" ৪০৮ সংখ্যক পদের "চম্পতি রায়" থেকে অনেক বেশি রচনাশক্তির অধিকারী। সতীশচন্দ্র-প্রমুখ সুপণ্ডিত পদসংকলন সম্পাদক ব্যক্তিরা চম্পতি নামা পদকর্তার প্রসঙ্গে বহু বিতর্কের অবতারণা করেছেন। রাধামোহনের টীকা থেকে মনে হয় যে "কী করব জপ তপ দানব্রত নৈষ্ঠিক"-ইত্যাদি পদের কর্তা

চম্পতি এবং "মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে"-ইত্যাদি পদের কর্তা চম্পতি এক ব্যক্তি নন।

২২ সংখ্যক "লাখবাণ কাঞ্চন জিনি"-পদটির ভণিতায় আছে "পামরি গোবিন্দ দাসের চিতবান্ধা ফান্দ।" এখানে "গোবিন্দদাস"-নামটি থাকলেও ইনি যে গোবিন্দ কবিরাজ নন (বিশেষ ক'রে 'পামরি'-বিশেষণটি লক্ষণীয়) সেকথা রাধামোহন টীকায় লিখছেন —"শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী ঠক্কুরকৃতং।" "গোবিন্দ দাসিয়া" ভণিতার পদও যে এই গোবিন্দ চক্রবর্তীকৃত তা রাধামোহন ঠাকুরের টীকা থেকে পাওয়া যায়। ৫২৩ সংখ্যক "মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব"-ইত্যাদি পদের শেষ পংক্তি "গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেত ধরি"-ইত্যাদি। রাধামোহন লিখছেন—"আভোগে তু শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী তব প্রাণবল্লভম্"-ইত্যাদি।

এই গোবিন্দ চক্রবর্তী রচিত ২৭ সংখ্যক "মো মেন মলু"-ইত্যাদি এবং ২৮ সংখ্যক "শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর"-ইত্যাদি পদের পরবর্তী ২৯ সংখ্যক "ঢল ঢল কাচ অঙ্গের লাবনি"-ইত্যাদি পদটিও এই গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলেই মনে হয়। পদের ভাষা পূর্ববর্তী পদের অনুরূপ। বর্ণনীয় বস্তু শচীনন্দন গৌরাঙ্গপ্রভু। কিন্তু রাধামোহন পদটি কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ব'লেই উল্লেখ করেছেন এবং রচয়িতার নামোল্লেখ-প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করেন নি। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় পদ ব'লে কিন্তু এটি মনে হয় না। কেন না কৃষ্ণসম্বন্ধী কোনো "লগ্ন" বা "সন্নিহিত" "তদীয়বিশেষ"-রূপ উদ্দীপন বিভাবের উপস্থিতি এখানে নেই। তাই রাধামোহনের উক্তি এখানে প্রমাণসমর্থিত নয়। মনে হয় পদটি গৌরাঙ্গসম্বন্ধীয় এবং "নদীয়ানাগরী"-ভাবের পদ।

সম্পাদনকালে অনূদিত পদের রূপ ও প্রকৃতি নিয়েও রাধামোহন তাঁর মন্তব্য রেখেছেন।

অনুবাদের দুটি প্রকার ভেদ আছে। একটি আক্ষরিক অনুবাদ, অন্যটি ভাবানুবাদ। পদামৃত-সমুদ্রের ৩৮৮ সংখ্যক পদ ভাগবতের শ্লোকানুবাদ। এই অনুবাদের আদর্শ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ের ১৯ থেকে ২১ সংখ্যক শ্লোকত্রয়। চৈতন্য-চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এই শ্লোকানুবাদ যে শব্দানুবাদ নয়, অর্থানুবাদ—সে কথা রাধামোহন তাঁর টীকায় মন্তব্য করেছেন—"না জানিস প্রেমমর্ম"-ইতি শ্রীভাগবপদ্যত্রয়স্য অর্থানুবাদমেতৎ।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাবানুবাদ বা অর্থানুবাদ-মূলক আরো পদ রাধামোহন পদামৃতসমুদ্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এগুলিকে নবীনা সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছেন—মৌলিক পংক্তির সঙ্গে একই পংক্তিতে আপন অর্থানুবাদমূলক সৃষ্টিকে পাশাপাশি রেখে।

রাধামোহন পদামৃতসমুদ্রে গৌরাঙ্গসম্বন্ধীয় যে সব পদ ধরেছেন সে সবই গৌরচন্দ্রিকার পদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌরাঙ্গ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তা একটি বিশিষ্ট সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এই কারণে লীলাপদের প্রারম্ভিক সূত্র হিসাবে গোবিন্দ দাসের "পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহি বান্ধে"-ইত্যাদি পদটি রাধামোহন টীকায় উল্লেখ করলেও সংকলনে সাজান নি।

রাধামোহন নিজের সংকলনের শেষাংশে গৌরাঙ্গ-সংস্কারের পরিচয় বেশ কতকগুলি পদে রেখে গিয়েছেন—যেমন—৬২৬ সংখ্যক "হেম সঞে অতি গোরা মধুরহাসিনী থোরা"-ইত্যাদি পদে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে "মধুরহাসিনী" বিশেষণ-পদের প্রয়োগটি

লক্ষণীয়। পর পর কতকগুলি পদেই এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার মাধুর্যৈকময়ত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় সংস্কার ১৯৩ সংখ্যক পদের গর্গোক্তির ব্যাখ্যায় রাধামোহন খুব স্পষ্ট ভাবেই তুলে ধরেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।"—এই উক্তির

আলোকে যা নরলীলার অনুরূপ নয় তা মাধুর্যৈক-ময়ত্ববিরোধী ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

ভাগবতের—"তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণ-সমো গুণৈঃ" ইতি গর্গোক্ত্যা লক্ষিতদেবগুণস্য সম্প্রতি গোবর্দ্ধনধারণেন প্রত্যক্ষীভূততদ্‌গুণস্য তব দেবত্বং ব্যক্তম্ অতো মানুষীণাম্ অস্মাকং দূরাদেব বন্দনং যুক্তম্।"—এস্থলে কৃষ্ণকে দেবতা বলায় রাধার কাছে কৃষ্ণগুণের অবনমন ঘটেছে।

রাধামোহনকৃত বহর টীকার ও সতীশচন্দ্র-উদ্ধৃত তরুর টীকার পাঠে অনেক সময় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়না, একথা পূর্বেই বলেছি। এ ছাড়াও পাঠের এই পার্থক্য বিভিন্ন টীকাতেও দর্শিত হয়। যেমন ১৮৯ সংখ্যক পদের টীকায়—"হরিণনয়নী-ইত্যাদিনা ততোঽপি গাঢ়দশাং কথয়তি"-এই অংশটি বহর মুদ্রিত গ্রন্থে নেই—মূল পুঁথির টীকায় আছে। ১৭৪ সংখ্যক পদের টীকা বহ-সংস্করণে নেই এটি মূল পুঁথিতে আছে। সেখান থেকেই বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হলো। ২২২ সংখ্যক "রাই কাতরবানী হেরইতে সহচরি"-ইত্যাদি পদটি বহ-সংস্করণে নেই। এটি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক-পুঁথি থেকে গৃহীত হলো।

পূর্বেই বলেছি পদের পাঠে ও টীকার পাঠে পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়েছে। যেমন ২২৫ সংখ্যক পদের পাঠ "সখীক সংবাদে লাজহি নাগর"-স্থলে টীকায় উদ্ধৃত পদের পাঠ—"সখীক সংবাদে জানহি নাগর"। এসব ক্ষেত্রে আমি পদের পাঠ স্থানে উল্লেখ করলেও টীকার পাঠ বদলাইনি। আমার মনে হয় পদের পাঠের চেয়েও টীকায় উদ্ধৃত পদের পাঠ অধিক নির্ভরযোগ্য। কারণ গায়কের মুখে মুখে পদের পাঠ যথেষ্ট ভাবে পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা রাখে কিন্তু সংস্কৃতে রচিত টীকার পাঠ পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা কম।

সংস্কৃত শব্দের সঠিক অর্থে ব্যবহারবিধিও তাঁর টীকায় সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এই চমকপ্রদ ব্যবহারের একটি উদাহরণ—'কল্লোল' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে। তিনি বলছেন—"কালিমকান্তেঃ কল্লোলঃ উর্মির্যত্র।" অমরকোষে 'কল্লোল'-শব্দের 'ঊর্মি' অর্থই আছে, অবশ্য বৃহৎ ঊর্মি অর্থে—যেমন—"তরঙ্গ ঊর্মির্বীচিঃ মহৎসু উল্লোলকল্লোলৌ।" অর্থাৎ মহৎ তরঙ্গ বোঝাতে কল্লোল শব্দটি ব্যবহার্য। আর একটি উদাহরণ ৪৬১ সংখ্যক পদে "কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ" অংশের "অনুবাদ" শব্দটি। 'অনুবাদ'-শব্দটি এস্থলে প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে—অনুবাদ অর্থাৎ অনুকথন বা "To quote" "Repetation"— —Aptes. "Saying after or again"—Monier Williams। ২০৬ সংখ্যক পদে "ভণিতম্"-শব্দের অর্থ দিয়েছেন—"অনুকথিতম্"। প্রসঙ্গত "শ্রীজয়দেবভণিতং রতিবঞ্চিতযুবতি-খেদমিদং"-অংশে ভণিতং কথাটির অর্থ রাধামোহন করেছেন—"অনুকথিতম্।" "ফিরভি কহনা"—প্রামাণিক হিন্দীকোষেও এই অর্থ।

রাধামোহন শব্দের অর্থবিচারে বিস্তর বাক্-

কৌশল দেখিয়েছেন—বিশেষ করে সংস্কৃত পদগুলি ব্যাখ্যাকালে। যেমন "খণ্ডিতামৃতরসনিরুপমকূপম্" কিংবা "লীলাপ্রকটিতরুদ্র প্রতাপম্" অথবা "প্রকলিত-পুরুষোত্তমসুবিবাদম্" বা "কমলাকরকমলাঙ্কিত-পাদম্"-ইত্যাদি অংশে।

উদ্ধৃতির ভ্রান্তি বা পার্থক্য নিয়ে কিছু বলা হয়েছে আগেই। ৫৫৭ সংখ্যক পদটীকায় অমরকোষ থেকে তিনি যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটি অমরকোষের বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যায় না। যেমন রাধামোহন বলছেন—"বিকারো মনসো ভাবঃ" —ইত্যমরঃ " কিন্তু অমরকোষে আছে—"পরিণামো বিকারো দ্বে সমে বিকৃতি-বিক্রিয়ে"—অমর ৩।২।১৫।

রাধামোহন পদ ব্যাখ্যায় অনেক স্থলেই মনোবিকলনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যেমন ৮৮ সংখ্যক "সখি রাধানাম কি কহিলে"-ইত্যাদি পদের টীকায়। শ্রীকৃষ্ণের নবপ্রেমের অনুরাগময় অথচ সতর্ক উক্তির ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন—"অত্র হর্ষ সঞ্চারী. মুখপ্রফুল্লতা অনুভাবঃ। কিংতু নিজ-মনোগত-লালসঃ কথিতো. ন উদ্বেগঃ। এবং পরিহাসরূপেণ প্রশংসয়া বা পুনরবহিত্থাপি সম্ভবতি। অতো নীতশেষে দর্শনস্পৃহা, ন তু সঙ্গমস্পৃহা ব্যক্তা।" অর্থাৎ নাম শুনেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, কিন্তু রাধার যে তাঁর প্রতি কোনো অনুরাগ আছে তা তখনও জানেন না। দূতীর কাছে তাই এমন ভাবে কথা কইছেন, যেন সেটি পরিহাসও হ'তে পারে, আবার প্রশংসাও হ'তে পারে। রাধা সম্বন্ধে তাঁর লালসা—তা সে যে কারণেই হোক না কেন, তাই শুধু প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু রাধার জন্ম কোনো উদ্বেগ প্রকাশ পায়নি। পূর্বরাগের সূচনা লালসা বা পাবার ইচ্ছায়। উদ্বেগ তার পরের অবস্থা—সেটি প্রেম আর একটু প্রগাঢ় হ'লেই সম্ভব। কারোর প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হ'লে প্রথমেই তাকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাই "ন উদ্বেগঃ"—বলা হয়েছে। কিন্তু রাধা কুলবধূ, সুতরাং তাঁকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করাটাও অসমীচীন হ'তে পারে—তাই বলা হলো—"পরিহাসমুখেন"—। এতে আত্মপ্রকাশের দৈন্ত নেই—কিন্তু জ্ঞাতব্য জানাও যেতে পারে।

ব্যাখ্যাকার রাধামোহনের এই বৈশিষ্ট্যময় কৃতিত্ব আরো অধিকভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে "হে দেব হে দয়িত"-ইত্যাদি পদের টীকায়। এই ভাবে ব্যাখ্যাকার রাধামোহনের বৈদগ্ধ্যের রসময় প্রকাশ, পাণ্ডিত্যের গভীর এষণা, রসিকতার সৌন্দর্যময় আবেশ ও মনস্তাত্ত্বিকতার বিপুল বৈচিত্র্য পদ-টীকার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

পদসংকলনের কাজে তিনি বহু গ্রন্থ সমীক্ষা করেছেন। তিনি যে বহু গ্রন্থ দেখে—পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে পাঠ নির্ণয় করেছেন—সে কথা নিজেই বলেছেন—৪৭২ সংখ্যক পদ টীকায়—"দৈন্তাদয়োঽপি ইত্যাদি গ্রহণাৎ—সর্বগ্রন্থেষ্বপি প্রাচুর্যদর্শনাচ্চ।"

আরো দু'একটি বিষয় প্রসঙ্গত এসে পড়ে। কীর্তন গায়কের কণ্ঠে "বড়াই" শব্দটি গেয় পদে খুবই শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বড়াই' লোলচর্মা বৃদ্ধা। কিন্তু রাধামোহন বলছেন—"বড়াই" হচ্ছেন "বৃন্দাদেবী" যাঁর নামে বৃন্দাবন। আর বৃন্দাবনের দেবীরা সকলেই রূপসী কিশোরী বা সুন্দরী তরুণী। ৩৩৭ সংখ্যক পদটীকায় রাধামোহন ব্যাখ্যা করছেন—"বড়াই—হে বৃন্দাদেবি!"

বিদ্যাপতির বহুপদের পদপূরণ করেছেন গোবিন্দ দাস কবিরাজ এবং তাতে রসতত্ত্বের আলোকে বিদ্যাপতির পদের ব্যঞ্জনা রূপান্তরিত হয়েছে। কোনো সময় বা তিনি পদপূরণ না ক'রে সমস্ত

পদটিকেই ভেঙে অন্যরূপ দান করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১০৪ সংখ্যক "যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই"—ইত্যাদি বিদ্যাপতির পদ এবং ১০৩ সংখ্যক "যাঁহা যাঁহা নিকশই তনু তনু জ্যোতি"-ইত্যাদি গোবিন্দ দাসের পদ—এই ছ'টি পদের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। বিদ্যাপতির পদে শুধুমাত্র কৃষ্ণের চিত্ত অধিকার করবার কথাই আছে—

"কি পেখলু অপুরব গোরি।
পৈঠল হিয় মাহা মোরি॥"—

কিন্তু গোবিন্দদাসের পদ আরো—আরো সুগভীর চেতনার দ্যোতক—

"দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি"॥

এই জীবন নিয়ে খেলার কথা রবীন্দ্রনাথের পংক্তি মনে করিয়ে দেয়—"আমার পরাণ নিয়ে কি খেলা খেলাবে ওগো পরাণপ্রিয়"।

হয়তো এই জন্যই রাধামোহন রসের গভীরতার বিচারে গোবিন্দ দাসের পদটাকে পূর্বে উপস্থাপিত করেছেন।

বিদ্যাপতির যে সব পদ গোবিন্দ দাস পূরণ করেছেন ব'লে আমাদের কাছে সমুপস্থিত আছে, রাধামোহনের পূর্বে আর কেউই সেগুলির রচনাকর্তৃত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে এই সব পদ—যথা "মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি (১১৮)", "কতয়ে কলাবতী যুবতি সুমুরতি (১১৯)", "সুন্দরি. রমণীজনম ধনি তোর (১২০)" ইত্যাদি পদগুলি যে বিদ্যাপতিরই রচিত এবং কালক্রমে আংশিকভাবে লুপ্ত সেই পদগুলি গোবিন্দ দাস পূরণ করে দিয়েছেন, একথা রাধামোহন ঠাকুর না জানালে আমাদের জানবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ উপরে উক্ত এই সব পদগুলির মধ্যে ১১৯ সংখ্যক "কতয়ে কলাবতী যুবতী সুমুরতি"-ইত্যাদি পদটি যদিও ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে আছে কিন্তু তার ভণিতায় শুধুমাত্র গোবিন্দ দাসেরই নাম আছে। পদটি যে প্রকৃতপক্ষে আংশিকভাবে বিদ্যাপতির রচিত তা রাধামোহনের টীকা থেকেই জানা যায়—যথা,

"অতএব বিদ্যাপতি ঠক্কুরেণ যদ্‌গদিতং গোবিন্দ দাসেন ময়া সাক্ষিরূপেণ প্রমাণত্বেন উক্তম্ ইতি"।

ক্ষণদার মূলপদে কোথাও বিদ্যাপতির নাম নেই।

১২০ সংখ্যক "সুন্দরি রমণীজনম ধনি তোর"—ইত্যাদি পদটি ক্ষণদায় নেই, পরবর্তী কালের সারদাচরণ মিত্র সংকলিত বিদ্যাপতির পদাবলী, যা খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই এই পদটি আছে, কিন্তু আরম্ভে আছে "ধনি ধনি রমণী"-ইত্যাদি।

এই পদটিও বিদ্যাপতির পদ ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় গোবিন্দ দাস প্রাপ্ত হয়েছিলেন—কারণ বিদ্যাপতির ভণিতায় পদটি আংশিক ভাবে—

তাকর অন্তর জ্বলত নিরন্তর
"বিদ্যাপতি ভালে জান।—এই পর্যন্তই আছে।

গোবিন্দ দাস পদপূরণ করলেন—

"কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই
গোবিন্দ দাস পরমাণ"॥

শেষের এই সংপূরক পংক্তিটি উজ্জ্বলনীলমণির তত্ত্বাশ্রয়ী পংক্তি। মহাভাব যা একমাত্র সমর্থা রতিতেই সম্ভব—"ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে"—তারই লক্ষণ হচ্ছে—"কল্পক্ষণত্বং তৎসৌখ্যেহপ্যার্তিশঙ্কয়া" ।—১৪।৭৯॥ এই রতিতেই কিঞ্চিৎ কালকে কল্প এবং কল্প কালকে কিঞ্চিৎ কা'ল ব'লে মনে হয়।

ক্ষণদায় বিদ্যাপতিকৃত "প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল"-ইত্যাদি ৪০৪ সংখ্যক পদটি ধরা হয়নি। বিদ্যাপতির এই পদটিকে বিমানবিহারী মজুমদার 'সন্দিগ্ধ' শীর্ষকে ফেলেছেন।

এই পদটিও গোবিন্দদাসের ভণিতাংশে চৈতন্য-প্রচারিত রসতত্ত্বাশ্রয়ী পদরূপেই পরিচিত হ'তে পারে। রাধামোহন টীকায় দিচ্ছেন—"তথা পূর্ব-নির্মিতং পূর্বার্দ্ধং চাবরকবিনা পরার্দ্ধেন পূরিতম্।" পদটির সম্পূর্ণ ভণিতাংশ নিচে দেওয়া হলো—

বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর।"

এই অংশটিতে রসতত্ত্বের একটি গভীর রহস্যময় দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিদ্যাপতি যা বলেছেন তাতে লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে—পরপুরুষ যে নায়ক সে ভুক্ত-নায়িকাকে এই প্রকার নির্মমভাবে শেষপর্যন্ত উচ্ছিষ্টের মতই পরিত্যাগ ক'রে থাকে অর্থাৎ কান্তাকে বিস্মৃত হয়। কিন্তু গোবিন্দদাস রসতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে ব্যাপারটি দেখেছেন—

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥"

বেদনা ছাড়া আনন্দ সান্দ্রতা প্রাপ্ত হয় না। তাই এই বিরহ—এই রসের বেদনা—এ ব্যাপার বিস্মৃতির বিশ্বাস-ঘাতকতা নয়।

গোবিন্দদাস যে বিদ্যাপতির দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন সে প্রমাণ আছে—১৬০ সংখ্যক "পেখলু অপুরব রামা"—ইত্যাদি পদে

"বিদ্যাপতি-পদ মোহে উপদেশল
রাধা রসময় কন্দা।
গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরল
যো হেরি লাগয়ে ধন্দা॥"

এ পদটিও সম্ভবত যুগল-বন্দী, অর্থাৎ বিদ্যাপতির পদে গোবিন্দদাসের পূরণ।

বন্দনা অংশের ১৭ থেকে ১৯ সংখ্যক শ্লোক বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেন না তিনি নিজেই বলছেন যে, যেখানে অন্য কবিদের গীত, গীতার্দ্ধ বা পদার্দ্ধ তিনি পাননি, সেখানে তাঁদের পদের ধ্যান ক'রে (পদ শব্দটি এখানে শ্লিষ্ট—অর্থ দু'টি—পংক্তি ও চরণ) সে সব পূরণ ক'রে দিয়েছেন।

"আলোক্য গীতশাস্ত্রাণি সদ্‌ভক্তানাং কৃতানি তু।
সংগৃহ্যন্তে সুগীতানি কীর্তনস্থানুসারতঃ॥
পূর্বোক্তগীতকর্তৄণাং কদাচিদ্‌গানপোষকম্।
ন লভ্যতে যত্র গীতং বিচিন্ত্য হৃদি তৎপদম্॥
দাস্যামি রচনং কৃত্বা তস্য তেষাং কৃপাবলৈঃ।"

কিন্তু সেই সব রচনা কোন কোন পদে কী ভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা জানবার বা বোঝবার কোনো উপায়ই তিনি রাখেন নি। যেমন, ধরা যাক—বিদ্যাপতির যে সব পদ গোবিন্দদাস পূরণ করেছেন সেগুলি কি তিনি গোবিন্দদাসের স্বকৃত পদগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন অথবা বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের চরণধ্যান করে নিজেই বসিয়ে দিয়েছেন। কিংবা আরো যে সব পদের পুরো, আধখানা বা একটি চরণ পান নি এবং তিনি রচনা ক'রে দিয়েছেন—সেগুলির সম্বন্ধে যদি কিছু উল্লেখ করতেন তাহলে তাঁর টীকা আরো মূল্যবান হতো।

যেখানে লীলাগানপোষক গীত একেবারেই পাননি সেখানে নিশ্চয়ই তাঁর ভণিতাতেই পদগুলি রচনা ক'রে দিয়েছেন—এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায়।

সতীশচন্দ্র তাঁর পদকল্পতরুতে পদকর্তাদের সম্বন্ধেও সুদীর্ঘ চিন্তাশীল আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। ডক্টর মজুমদারও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট

আলোচনা করেছেন। আরো অনেক সুধী ব্যক্তিই এ কার্যে ব্রতী হয়েছেন। বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদের ভণিতা-বিচার অনেক ক্ষেত্রেই এক অসাধ্যসাধন ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। এর কারণ অনেক। তার মধ্যে পদকর্তাদের স্বকৃত পদগ্রন্থের অভাব, ইতিহাস-চেতনার দৈন্যবশত গায়ককর্তৃক ইচ্ছামত ভণিতার পরিবর্তন, এবং পদসংরক্ষণকালে পদকর্তৃত্ব সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বৈষ্ণব পদের রচনাকর্তৃত্বের সত্যতা নির্ণয়ে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে।

পদগুলির রাগ ও তাল সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। রাধামোহন প্রতিটি পদের উপরে রাগ ও তালের উল্লেখ করেছেন—কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এবং সম্ভবত সেটি লিপিকর প্রমাদবশতই ঘটেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসব রাগ ও তালের অনেকগুলির সঙ্গেই কীর্তনীয়াদের অনেকেরই কোনো পরিচয় নেই।

রাধামোহন নিজে একজন সুগায়ক ছিলেন এবং শাস্ত্রীয় মার্গসঙ্গীতের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের কোন কোন রাগ রাধামোহনের কালে অন্য কোন রাগের নামে উল্লিখত হচ্ছিল, এসম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ ছিল এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সে বিষয়ে উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেন নি। যেমন ৮ সংখ্যক পদটীকায় তিনি লিখছেন—"গীতস্যাস্য পঞ্চম-নামা রাগঃ—মঙ্গল ইতি নাম্না গৌড়ে বিখ্যাতঃ।"

অনুরূপ ভাবে ১৬ সংখ্যক "মধুকররঞ্জিত"-ইত্যাদি পদের টীকায় তিনি লিখছেন—"খম্ভাবতী পাহিড়া ইতি যস্যাঃ খ্যাতিঃ"।

কোথাও বা তিনি রাগ নির্বাচন-ব্যাপারে লোক-প্রয়োগকে অধিক সমাদর করেন নি। যেমন ১৮ সংখ্যক "মরকতমঞ্জু-মুকুর"-ইত্যাদি পদের রাগ ও তাল সম্বন্ধে লিখিত আছে "ধানসী রাগ-ডাঁশ-পাহাড়িয়াতালাভ্যাং সাঙ্গরাগ-পটতালাভ্যাং বা," সেখানে রাধামোহন এই দু'টি রাগের মধ্যে সাঙ্গরাগকে প্রাধান্য দেননি এবং গীতকর্তার গ্রন্থে যে রাগের উল্লেখ আছে সেই রাগটিকেই গায়ককে গাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। তৎকালীন গায়কেরা সাঙ্গরাগেই গানটি গাইতেন কিন্তু যেহেতু গীতকর্তা গোবিন্দ দাসের বহু গ্রন্থে গানটি ধানসী-রাগে গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই রাধামোহন ধানসী রাগেরই লক্ষণ দিয়েছেন—"এতত্তু লোকৈঃ সাঙ্গেণ গীয়তে। তৎকৃত-বহুগ্রন্থেষু ধানসী দৃশ্যতে। অতস্তল্লক্ষণং যথা"-ইত্যাদি।

আবার এও দেখা গেছে যে পদকর্তা-নির্বাচিত রাগকে উপেক্ষা ক'রে তিনি লোকপ্রযুক্ত রাগের উপরেই স্বীয় অনুমতি রেখেছেন। যেমন ৭-সংখ্যক পদটীকায় "শ্রীমদ্‌গোবিন্দদাসকৃতং গীতম্। ...তৎকৃতে গ্রন্থেঽস্য দাক্ষিণাত্য-শ্রীরাগো দৃশ্যতে কিংতু পূর্বাপরং গৌরীরাগেণ গানং শ্রুতম্। অতো গৌরীরাগো লিখিতঃ।" অর্থাৎ যদিও পদকর্তা দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগে গাইতে বলেছেন, তবু বরাবর এই পদটি গায়কেরা গৌরীরাগেই গান ক'রে থাকেন ব'লে গৌরীরাগই বহাল রইল।

আবার অনেক ক্ষেত্রে রাগনির্বাচনে লোকপ্রয়োগ পরিত্যাগ না করেও শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী অন্যরাগে গাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ২১ সংখ্যক "নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে"-ইত্যাদি পদের টীকায় লিখছেন "গীতস্যাস্য ললিতরাগেণ লোকৈঃ প্রায়েণ গানং ক্রিয়তে। কীর্তনানুসারেণ শ্রীরাগেণাপি কর্তব্যম্। অতএব স লিখিতঃ।"

যদিও রাধামোহন "শ্রীরাগেণাপি"-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তবু তিনি লোকমার্গ অনুসরণ করতে রাজী

হন নি, কারণ তিনি ললিত রাগের লক্ষণ না দিয়ে শ্রীরাগের লক্ষণই দিয়েছেন। এই ২১ সংখ্যক পদের পুর্বে আর কোনো পদের ললিতরাগ নির্দিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ললিত রাগের লক্ষণ না দেওয়ায়, এই পদগীতটি ললিতরাগে গাওয়া যে তাঁর অনুমত নয় সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

এই ২১ সংখ্যক পদের টীকায় রাগ প্রসঙ্গে আর একটি অংশ আছে—"কীর্তনানুরোধেন" বা "কীর্তনানুসারসময়ানুরোধেনাত্র।" এই সমাসটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে রাধামোহন কীর্তনগানের সময়-অনুসারে রাগ-পরিবর্তনের সমর্থনও করতেন। এখনও যাঁরা কীর্তন-গান করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই, সকালে কীর্তনের আসর বসলে, যে গান ললিত রাগে গেয়ে থাকেন, বিকেলে আসর বসলে সে গান পুরবী রাগে গান করেন।

ললিত রাগ প্রথম প্রহরে গাওয়া হয়, শ্রীরাগ চতুর্থ প্রহরে। সম্ভবত এই পদটি বৈকালীন গেয় পদ, কারণ শ্রীরাগ অপরাহ্লের রাগ। চতুর্থ প্রহর বলতে বোঝায়—যদি সকাল ছটায় সূর্য ওঠে তাহলে বেলা তিনটে থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত সময়। রাগ মাত্রেই বিশেষ কারণ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে গেয়, একমাত্র রাজাদেশ ছাড়া। রাগরত্নাকরে এ সম্বন্ধে বিধানও দেওয়া আছে—"যথোক্তকাল এব এতে গেয়াঃ।"

রাগনির্দেশ কালে টীকার কোথাও কোথাও বিভ্রান্তিজনক উক্তি আছে। যেমন ৪ সংখ্যক পদের টীকায় আছে—"ইত্যস্যাপি ভৈরবরাগঃ।" এখানে "অস্য আপ"-অংশ টুকুই বিভ্রান্তিজনক। এই পদের পুর্বে অন্য কোনো পদ বা গীতে ভৈরবরাগের উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে "ইত্যস্যাপি"-অংশে 'অপি'-শব্দের ব্যবহার একেবারেই নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। তবে যদি লিপিকর-প্রমাদবশত কোন পদ ছাড় গিয়ে থাকে তো সে কথা আলাদা।

কতকগুলি পদে রাগের উল্লেখ থাকলেও তালের উল্লেখ নেই। এর দু'টি-ব্যাখ্যা হ'তে পারে। হয় লিপিকরপ্রমাদবশত তাল উল্লিখিত হয়নি, নয় যে কোনো তালেই পদগুলি গাওয়া যেতে পারে। ১০৩-১০৬, ১১১, ১১২, ১১৬, ১২৮ ইত্যাদি সংখ্যক পদগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোনো কোনো পদের রাগের উল্লেখ না ক'রে বলা হয়েছে—"যথারাগঃ।" এতে মনে হয় কতকগুলি পদে রাগনির্বাচনের অধিকার রাধামোহন গায়ককে দিয়েছেন।

রাধামোহন তাঁর পদামৃতসমুদ্রে যে সব রাগের উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে, অনেকগুলিই এখন অপ্রকট বা অন্য নামে পরিচিত। তাঁর উল্লিখিত শুদ্ধ রাগের সংখ্যা মোট ৬০। ছায়ালগ রাগ ও সঙ্কীর্ণ রাগগুলিকে পৃথক ভাবে ধরলে প্রায় ১০০।

কোনো কোনো পদে একাধিক রাগের উল্লেখ আছে। প্রশ্ন জাগে, এই রাগগুলির মধ্যে কি তবে যে কোনো একটি রাগে কীর্তন গান করবার স্বাধীনতা রাধামোহন গায়ককে দিয়েছেন অথবা একই গানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাগ গাইতে হবে?

এমন সংশয় জাগত না যদি না লেখা থাকতো, সিংহ ভুপতি রচিত ৪৪৮ সংখ্যক "মোর বনে বনে সোর শুনত"-ইত্যাদি পদশীর্ষকে "সুরটমিশ্র জয়মন্তী"-শব্দটি। সুতরাং যেখানে লেখা আছে "কর্ণাটবেলাবলীভ্যাং কুন্তলকুমুদ-তালাভ্যাঙ্ক" (৪১ সংখ্যক পদশীর্ষক) তখন মনে এমন কথা আসা আশ্চর্য নয় যে হয়তো গায়কের ইচ্ছানুসারে এটি হয় কর্ণাট রাগে, নয় তো বেলাবলীরাগে গাওয়া

যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে সঙ্গে ব্যবহৃত কুন্তল বা কুমুদতাল হবে।

৬০টি যে শুদ্ধরাগের কথা বলা হলো তার মধ্যে অনেকগুলিরও পূর্বার্ধে "দাক্ষিণাত্য" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—দক্ষিণাত্য তোড়ী, দাক্ষিণাত্য পুরবী, দাক্ষিণাত্য ধানসী, দাক্ষিণাত্য মালব ও দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ। শুধু তাই নয় "পাশ্চাত্য" শব্দটিও কয়েকটি রাগের পূর্বে বসানো আছে। যেমন—পাশ্চাত্য ধানসী এবং পাশ্চাত্য ধানসীকড়খা। অনুরূপ ভাবে "ঐশান্ত" শব্দটিও পাওয়া যায়। যেমন—ঐশান্ত গুর্জরী, ঐশান্ত ধানসী, ঐশান্ত পঠমঞ্জরী ও ঐশান্ত ভাটিয়ারী।

এই তিনটি দিক বা দেশ নির্দেশক শব্দ রাগকে কি ভাবে বিশিষ্টগুণের ব্যঞ্জক ক'রে তুলছে তা ভেবে দেখা দরকার। দাক্ষিণাত্য রাগগুলি হিন্দুস্থানী রাগগুলি থেকে শ্রুতির গণনায় পৃথক ভাবে অধিষ্ঠিত থাকে—এটি সর্বজনবিদিত তথ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য ও ঐশান্ত শব্দদু'টি কী অর্থ বহন করে তা জানতে পারিনি।

রাধামোহন এমন অনেক রাগের নাম করেছেন যার উল্লেখ কোনো সঙ্গীতগ্রন্থেই পাইনি। যেমন করুণ রাগ, কহু রাগ, কুহক রাগ, তরুণ রাগ এবং পুরাণ রাগ।

যে ষাটটি রাগকে শুদ্ধ রাগ বলে উল্লেখ করেছি শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলির সবকটিই যে শুদ্ধ রাগ তা নয়।

রাগের আলোচনায় আরো একটি প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাধামোহন "রাগলক্ষণ" ব'লে যে সব শ্লোক তুলেছেন, সেগুলির কোনটিই রাগের লক্ষণনির্দেশক কোনো শ্লোক নয়—রাগের ধ্যানমূর্তি মাত্র।

এই ধ্যানমূর্তিগুলির সঙ্গে রাগশ্রবণজনিত ভাবের কোনো সম্পর্কই নেই। যেমন "দীপক"-রাগ বলতে আমরা বুঝি এমন একটি রাগ যার ওজোগুণ বেশি—শুনলে হৃদয়ে শৌর্য উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন—

> "যৌবনেরি পরশমণি
> করাও তবে স্পর্শ।
> দীপক তানে উঠুক ধ্বনি
> দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।...
> ব্যাঘাত আসুক নব নব
> আঘাত খেয়ে অচল রব।"

কিন্তু দীপক রাগের ধ্যানমূর্তি সঙ্গীতদর্পণে আছে—

> "বালারতার্থং প্রবিলীনদীপে
> গৃহেঽন্ধকারে সুভগং প্রবৃত্তঃ।
> তস্যাঃ শিরোভূষণরত্নদীপে
> লজ্জাং দধৌ দীপকরাগরাজঃ" ॥

অর্থাৎ বালিকারমণার্থ অন্ধকার গৃহে প্রবেশ ক'রে, সুখকর সম্ভোগে প্রবৃত্ত হ'তেই বালিকার শিরোরত্নের আলোক দেখে দীপকরাগ লজ্জিত হয়ে পড়লেন। 'ভগ' শব্দের অর্থ—Amorous dalliance.

—Apte's.

এই কি দীপক রাগের ভাবমূর্তি!

কিংবা ধরা যাক—কামোদ রাগের বা রাগিণীর ধ্যানমূর্তি। প্রথমত কেউ বা এই রাগকে পুরুষরূপে কল্পনা করেছেন—কেউ বা নারীরূপে। যিনি পুরুষরূপে ধ্যান করেছেন—যেমন রাগরত্নাকরে—তাঁর মতে—

> "অক্ষমালাং করে ধৃত্বা রসালাংস্তারবীবচম্।
> জপন্ জহ্নুসুতাতীরে কামোদঃ পরিকীর্তিতঃ ॥"

এখানে কামোদের তপস্বীমূর্তি।

কিন্তু সঙ্গীতদর্পণে নারীরূপে ধ্যেয়া এই রাগের বিরহিণী মূর্তি—যেমন—

পীতং বসানা বসনং সুকেশী
বনে রুদন্তী পিকনাদদূনা।
বিলোকয়ন্তী বিদিশোঽতিভীতা
কামোদিকা কান্তমনুস্মরন্তী।।"

আবার নারদসংহিতার এই কামোদ রাগেরই নারীরূপে ধ্যানমূর্তি—সম্ভোগলীলাচটুলা। যেমন—

"ভর্তাসমং পার্থিনি হেমবর্ণা
পয়োবিহারেণ সরোরুহানি।
বিচিন্বতী সৌরভমোদমানা
কামোদরাগিণ্যুদিতা বিদগ্ধৈঃ ॥"

কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাধামোহন উদ্ধৃত এই সব ধ্যানমূর্তি সমাজ-ইতিহাসের জন্য কিছু উপাদান-ঘটিত মূল্য রাখলেও রাগ-রাগিণীর লক্ষণের দিক দিয়ে কোনো মূল্যই দাবী করতে পারে না। রাগ-রাগিণীর বৈশিষ্ট্যসূচক স্বর-শ্রুতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণের পক্ষে এই সব কবিকল্পনার (অনেক সময় অতি উদ্ভট কল্পনা) কোনো সম্পর্কই নেই। রাধামোহন নিজে শাস্ত্রীয় মার্গের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর রাগ ও তালের সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও সংস্কার ছিল। ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যে তা নিহিত ছিলনা এবং তিনি পারিবারিক সঙ্গীতসাধনার সংস্কারকেও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তবু রাগের ধ্যানমূর্তিকে রাগের লক্ষণ ব'লে তিনি কেন উল্লেখ করলেন—জানি না।

রাধামোহন যে সব রাগের উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি রাগ এখন একেবারে অপরিজ্ঞাত—কীর্তন সমাজে।

রাধামোহন মোট ৫১টি অবিমিশ্র রাগের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া পদশীর্ষকে অন্য রাগের সঙ্গে তিনি আরো কয়েকটি রাগের উল্লেখ করেছেন—যেমন—করুণ, তরুণ, তিরোথা (তিরোথিয়া), স্তুংখি, দেশ এবং সুরট্ট। পূর্বোক্ত এই সব অবিমিশ্র রাগের মধ্যে কল্প, কুহক, কৌড়ব, পুরাণ, বালা এবং শরশরা রাগের বিবরণ কোনো রাগগ্রন্থে পাইনি। 'কোড়া' রাগ ব'লে একটি রাগ আছে, তবে সেটি যে ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে 'কৌড়ব' রাগ থেকে এসেছে—একথা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না। তেমনি তোড়ী ও তুরী রাগের ঐকাত্ম্য নির্দেশ করবার মতন কোনো উপাদান হাতে পৌঁছয়নি।

মিশ্রিত ভাবে যে সব রাগের নাম আছে সেগুলির মধ্যেও "করুণ", "তরুণ", "তিরোথা" "স্তুংখি" রাগেরও কোনো বিবরণ পাইনি। দেশ ও সুরট্ট রাগ অবিমিশ্র ভাবে কোনো পদশীর্ষকে নেই।

এক একটি পরিচিত রাগেরও প্রকারবৈচিত্র্য সম্বন্ধে সব জানা যায় না—যেমন রিতোথা ধানসী ও বালা ধানসী। শুদ্ধ ধানসী ও ধানসী—এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য কি—এ কথাও ও মনে হয়! তরুণশ্রী, করুণশ্রী, করুণভৈরবী ও করুণবরাড়ী সম্বন্ধেও জানবার উপায় নেই—কারণ করুণ ও তরুণ রাগের কোনো লক্ষণসূত্র পাওয়া যায় না। তাছাড়া মুদ্রণ-প্রমাদবশত 'করুণ' রাগ 'তরুণ' রাগে পরিণত হয়েছে কি না তাই বা কে জানে! 'পুরাণ'-সিন্ধুড়া ও 'প্রাচীন' সিন্ধুড়া কি একই রাগ?

আরো প্রশ্ন মনে আসে। "গুর্জরী তোড়ী" পদের অর্থ যদি হয় গুজরাট-প্রদেশে প্রচলিত তোড়ী, তবে ঐশান্ত গুর্জরী শব্দের তাৎপর্য কি?

"ঐশান্ত"-পূর্বপদযুক্ত ধানসী, পঠমঞ্জরী ও ভাটিয়ারী রাগের বৈশিষ্ট্যই বা কোন তাৎপর্যে? "দক্ষিণাত্য"-পূর্বপদযুক্ত তোড়ী, ধানসী, পুরবী, মালব ও শ্রীরাগ যে শ্রুতিগত পার্থক্যেই হিন্দুস্তানী রাগ

থেকে বিভিন্ন—এ কথা বোঝা গেলেও "পাশ্চাত্য"-পূর্বপদযুক্ত এবং "কড়খা"-পরপদযুক্ত মানসী রাগের বৈশিষ্ট্য কি তা জানা যায় না।

যে সব পরিচিত রাগে পদশীর্ষকে মিশ্র-উল্লেখ আছে সেগুলি সম্বন্ধেও একটু অস্পষ্টতা থেকে যায়। প্রথমত এই দু'টি রাগের কি মিশ্রণজনিত একটি অনন্য রূপ এখানে বিবক্ষিত হয়েছে অথবা কীর্তনের পদের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন রাগ ব্যবহৃত হয়েছে? এই সব রাগের মধ্যে কয়েকটির নাম কর্ণাটবেলাবলী, গৌরীনট, ইত্যাদি। কয়েকটি রাগের ক্ষেত্রে ঠাট ও স্বরের নানা ভেদ আছে—এগুলিকেই বা কি ভাবে—মিশ্রণ বা পার্থক্য বজায় রেখে গাইতে হবে—একথা অনেক নাম-করা কীর্তনীয়াকেও জিজ্ঞাসা ক'রে সদুত্তর পাইনি। খ্যাত ও অখ্যাত একাধিক কীর্তনীয়া যা বলেন তা থেকে জানা যায় যে মায়ের কাছ থেকে শিশু যেমন ক'রে কথা কইতে শেখে, কীর্তনীয়াদের মধ্যেও অনেকেই তেমনি ভাবেই গুরুর কাছ থেকে গান গাইতে শিখেছেন। শিশু যেমন ভাষার ব্যাকরণ জানে না, এঁদের মধ্যেও অনেকেই তেমনি রাগের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করেন নি বা এ সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্যও রাখেন না। তাছাড়া অনেক সময় গুরুর বিদ্যা গোপন করবার প্রবৃত্তি রাগ-রাগিণীর রূপ-পরিচয়ের বিলুপ্তিরও কিছুটা কারণ ঘটিয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

কীর্তনকে লোকসঙ্গীতের মধ্যে কেউ কেউ ধরেছেন। কেউ কেউ বা কীর্তনকে ধ্রুপদ গানের সঙ্গে তুলনা ক'রে থাকেন।

ধ্রুপদ গান প্রধানত বীর, শৃঙ্গার ও ভক্তি-রসাত্মক। গানের গতিতে তরল চাঞ্চল্য নেই এবং তা গাম্ভীর্যপূর্ণ। ধ্রুপদে সাধারণত থাকে চৌতাল, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, তীব্রতাল, রুদ্রতাল এবং ব্রহ্মতাল। কলাবন্ত গায়ক বলতে ধ্রুপদ-গায়ককেই বোঝায়। কলাবন্তদের বাণী হিসাবে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—খাণ্ডার, নোহার, ডাগর এবং গোবরহার। খেয়ালের চেয়ে ধ্রুপদের ক্ষেত্র অনেক অধিক বিস্তৃত।

ধ্রুপদে সাধারণত স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারিটি ভাগ থাকে। তবে কোনো কোনো ধ্রুপদ গানে শুধুমাত্র স্থায়ী ও অন্তরাই দেখা যায়।

ধ্রুপদ গানকে অনেকে জোরদার বা মর্দানা-গান ব'লে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বলিষ্ঠ, সংযত এবং সাধক প্রকৃতির না হ'লে যথাযথভাবে ধ্রুপদগায়ক হওয়া যায় না।

এইবার কীর্তনের সঙ্গে ধ্রুপদের যাঁরা সাদৃশ্য অঙ্গীকার করেন তাঁদের মত উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

ধ্রুপদগানে গীতারম্ভে রাগের আলাপচারি থাকে যার ফলে রাগপত্তন ঘটে। এইটিই পরবর্তী কালে আপত্তন নামে অভিহিত হয়েছে। কীর্তনেও আমরা গীতারম্ভের পূর্বে আলাপের একটি ভূমিকা লক্ষ্য করি।

ধ্রুপদের মতো কীর্তনেও স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ আছে। তবে কীর্তনে সেগুলি যথাক্রমে উদ্গ্রাহ, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ নামে পরিচিত। কিন্তু কীর্তনে এই স্তরগুলি ক্রমোন্নত ব'লে তুকের পর স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। এইভাবে দেখি ভণিতাংশের পর কীর্তনগান কখনো স্থায়ীতে বা উদ্গ্রাহচরণে ফিরে আসে না। শাস্ত্রীয় রীতিবিশুদ্ধি কীর্তনে সমাদৃত হয়েছে।

তালের দিকেও ধ্রুপদের সঙ্গে কীর্তনের মিল

আছে। সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থের তালাধ্যায়ে এমন সব তালের নাম ও বিবরণ আছে যা বাংলার কীর্তন ছাড়া আর কোনো গানে পাওয়া যায় না অর্থাৎ প্রযোজ্য হয় না। লীলাকীর্তনের গায়কী, তাল-প্রয়োগপদ্ধতি এবং সঙ্গীতের সূচনায় শান্তরসের পরিবেশন ধ্রুপদ সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৈষ্ণব সাধকোত্তম নরোত্তম ঠাকুর ছিলেন লীলাকীর্তনের প্রবর্তক এবং তিনি ছিলেন ধ্রুপদী হরিদাস স্বামীর শিষ্য। তাই লীলাকীর্তনের প্রবন্ধ-ভঙ্গীতে ধ্রুপদেরই রাগ ও রূপের সমারোহ।

নরোত্তম ঠাকুর ছিলেন গরাণহাটির লোক। কীর্তনের চার শ্রেণীর বৈচিত্র্যে গরাণহাটী-রীতি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আর এই গরাণহাটী পদ্ধতি বা রীতি ধ্রুপদের মতই বিলম্বিত, স্থির, ধীর এবং প্রসন্ন-গম্ভীর। ধ্রুপদ গানের সঙ্গে যেমন তাল, রাগ বা বাদ্যের সমাবেশ অপরিহার্য, বাংলার পদাবলী কীর্তনের ধারাতেও তেমনি আছে কীর্তন গানের পাঁচটি অঙ্গের অপরিহার্যতা—

(১) কথা—(মূল গায়কের)।

(২) দোহা—গানের সময়ে শ্লোক, পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদির উক্তি।

(৩) ব্যাখ্যা—পদাবলীর বিশ্লেষণ বা সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাগর্ভ ব্যাখ্যা গান।

(৪) তুক—অজ্ঞাতনামা পদকর্তার পদ।

(৫) ছুট—গানের মধ্যে তাল-ফেরতা এবং একই গানে বিভক্ত সুরের বৈচিত্র্য।

কীর্তন গানের গায়নপদ্ধতির সঙ্গে ধ্রুপদ গানের অনেকাংশেই মিল আছে। ধ্রুপদে বাঁধা লয়ের উপরে গীত হয়। কীর্তন গানেও বিলম্বিত বাঁধা লয়ের উপর গীত হয়। খেয়াল গানের স্বাধীনতা ধ্রুপদে বা কীর্তনে নেই অর্থাৎ পদের শব্দগুলি বাঁধা-ধরা তাল-মাত্রার উপরেই প্রয়োগ করতে গায়ক বাধ্য থাকেন।

ধ্রুপদে যেমন মীড়, গমক ও বোলতান ব্যবহৃত হয় এবং মূল গানটিকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দে লীলায়িত ক'রে তোলা হয়, কীর্তন গানেও অনুরূপ রীতি দেখা যায়।

কীর্তনের বড় দু-ঠুকি তাল ধ্রুপদের ধামার তালের মত। বড় দু-ঠুকি তাল ১৪ মাত্রায় গান করা হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে মীড়, গমক ও বোলতানের প্রয়োগ হয়।

কীর্তনে ব্যবহৃত আরো কতকগুলি তাল আছে—যা পাখোয়াজের তাল-মাত্রা ও ছন্দের সঙ্গে সাজাত্য বহন করে। যেমন –

(১) চৌতালের সঙ্গে দোজ তালের সাদৃশ্য (১২ মাত্রার তাল)

( ) ধামারের সঙ্গে বড় দু'ঠুকির সাদৃশ্য (১৪ মাত্রার তাল)।

(৩) সুরফাঁক তালের সঙ্গে আড় তালের সাদৃশ্য (১০ মাত্রার তাল)।

রাগের মধ্যে দেশ, পটদীপ, মল্লার, ভীমপলশ্রী, গৌরী, বিভাষ, খাম্বাজ, কামোদ, বিলাবল, ভৈরবী, সুহই, কেদার, পটমঞ্জরী প্রভৃতি রাগের পরিবেশন-রীতিরও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

প্রসঙ্গত কীর্তন গানের তাল সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। লীলাকীর্তনের তাল ধ্রুপদের তালের মতই বানী-প্রধান। কীর্তন ও ধ্রুপদের যে নিজস্ব অধ্যাত্ম সম্পদের ঐশ্বর্যময় ভাব ও রসের বৈশিষ্ট্য তা যেন তালের মর্দানির অতিরিক্ত দৌরাত্মের দ্বারা ব্যাহত না হয়—সেদিকে গায়কের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

প্রেমাবেগ যেমন প্রথমে হৃদয়ে স্থির সৌন্দর্যে বিরাজ করে এবং ক্রমশ পরিচয়ের প্রগাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে চলমানতা ও চঞ্চলতাকে আশ্রয় ক'রে নানা বৈচিত্র্যে লীলায়িত হ'য়ে ওঠে- কীর্তন গানও তেমনি স্থির ধীর বিলম্বিত লয়ে আরব্ধ হ'য়ে ক্রমশঃ মধ্য লয় ও দ্রুত লয়ে নানা বৈচিত্র্যে লীলায়িত হ'য়ে ওঠে। তবে কীর্তনে লৌকিক প্রেম নয়—প্রেমভক্তির প্রকাশ ঘটে ব'লে তা স্বরূপতই স্বাদুতম হ'য়ে ওঠে।

কীর্তনে প্রত্যেক পদের সঙ্গেই আখর যোজনা করবার পদ্ধতি আছে। উদ্দেশ্য—পদের ভাবার্থকে আরো সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ক'রে তোলা।

অবশ্য এখানে একটি বিতর্কের সম্ভাবনা আছে। শিক্ষিত সহৃদয় রসিক যেখানে শ্রোতা ও বোদ্ধা, সেখানে এ ধরণের আখর যোজনার প্রয়োজন বা অবকাশ আছে কিনা। মনে হতে পারে নেই। কারণ আখর-যোজনার মধ্যে ব্যাখ্যামূলক যে স্থূলতা আছে তা রসিকের সরসহৃদয়গ্রাহ্য হয় ব'লে আমার মনে হয় না। তবে কীর্তন-আসরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুই শ্রেণীর লোকেরই সমাবেশ হ'য়ে থাকে এবং কীর্তনপদাবলীর ব্যঞ্জনাময় পদবিন্যাসের ও রসপ্রকাশের তাৎপর্য সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয় ব'লে আখর দেওয়া অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছে। সূত্রের টীকাভাষ্য যোজনা ও পদাবলীর আখর-যোজনা—একই তাৎপর্যে হ'য়ে থাকে—প্রথমটি তত্ত্বান্বেষী, দ্বিতীয়টি রসান্বেষী।

কীর্তন গাইবার রীতিরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

কীর্তন গাইবার সময় গায়ক স্বাধীনভাবে তালের মাত্রা-বিভাগ সাজিয়ে তাতে পদের শব্দ বসিয়ে গাইতে পারেন, লয় কিন্তু বাঁধা লয়ই থাকে। এ বিষয়ে অর্থাৎ লয়ের নিয়ন্ত্রণে গায়কের স্বাধীনতা নেই।

প্রতিটি তাল ও ফাঁকের মধ্যে যে শব্দ সাজানো থাকে—তার উপরেই তাল ও স্বরের প্রয়োগ করতে হয়। বাদকও গানের অনুগত হ'য়ে লয় বা ঠেকা বাজাতে থাকেন। কিন্তু যখন পদের আখরযুক্ত কাটান গান আরম্ভ হয়, তখন বাদক মুক্ত হস্তে হাত, ঘাত, মাতান, মান ইত্যাদি বাজাতে পারেন এবং গায়ককেও সেই বাদ্যের অনুসারেই গান গাইতে হয়। মান বা মূর্ছনা বাদ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত—এইটেই গাইবার রীতি। বাদ্যের ভাব ও গতি বুঝেই তখন গান সম-গতিতে চলতে থাকে। কিন্তু মান বা মূর্ছনা শেষ হওয়া মাত্র গায়ক ও বাদক উভয়েই আবার পূর্বরীতিতে ফিরে আসবেন অর্থাৎ পূর্বের মতই লয়ের মদত করবেন। এস্থলে বাদকের কর্তব্য—মূর্ছনা বাজিয়ে সমের ঘরে পৌঁছবার পূর্ব মুহূর্তেই অর্থাৎ সমের ঠিক পূর্বমাত্রা থেকেই বাদ্যের গতি সম্ভবমত একটু বিলম্বিত ক'রে সমের ঘরে বাদ্য শেষ ক'র নেওয়া। কারণ কীর্তন গানের সঙ্গতের রীতিই হচ্ছে গানকে পূর্বগতিতে সমের ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং গানের অনুগত হয়েই বাদককে তখন লয়ের বাদ্য বাজাতে হবে।

রাধামোহন ঠাকুর তাঁর পদামৃতসমুদ্রের পদ-শীর্ষকে যে সব তালের নাম করেছেন সেগুলির সংখ্যা অনধিক ৫০। এগুলির মধ্যে কতকগুলি তালের নাম বদলে গেছে—যেমন—নন্দন, আদি, ললিত ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেন, নন্দন তাল এখন দু-ঠুকি, আদিতাল ১০ মাত্রার বড় আড়তাল এবং ললিত তাল ছোট দুঠুকি নামে পরিচিত। এখন কীর্তন গানে অনেক তাল—যেমন, কুমুদ, খঞ্জন, গর্গদ, গন্ধর্ব, গমক, জয়জয়ন্ত, জয়ন্ত, জয়মঙ্গল, দশমাঙ্কর, ধ্রুব, প্রনতি, প্রতিচঞ্চু, প্রতিচঞ্চুপুট, প্রতিদশাঙ্ক, প্রতিধ্রুব, প্রতিনিঃসারক, প্রতিমঠক,

প্রতিরূপক, বরৈক, বিজয়ানন্দ, মধুর, মিশ্রনন্দন, শেখর, সম্পক ও সার্ঙ্গপট অর্থাৎ রাধামোহন ব্যবহৃত ৫০টি তালের মধ্যে—২৬টি তালই অপ্রচলিত হ'য়ে পড়েছে। এগুলির মধ্যে অনেক তালই প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থের তালাধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু এখন কীর্তনীয়াদের মধ্যে এই তালগুলি লুপ্ত তাল রূপেই গণ্য হ'য়ে থাকে। তিন-চারটি তাল অন্যনামেও চলছে, আগেই উল্লেখ করেছি—তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে রাধামোহন-উল্লিখিত তালগুলির মধ্যে এখন মাত্র তের চোদ্দটি তালই স্বনামে কীর্তনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

লয় ভেদে এই তালগুলিকে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। কীর্তনে যে তাল-গুলি অধিক প্রচলিত সেগুলির নাম ডাঁসপাহাড়িয়া, দশকোশী, সম, রূপক, বিষমপঞ্চম, তেওট, একতালি, ঝাঁপতাল, দোঠুকী, শশিশেখর, বীরবিক্রম, ইন্দ্রভাষ-মদনদোলা, আড়, যতি ইত্যাদি। "ধরা" ও "পোট" তাল ছ'টি "স্ফুটাধরা" বা "ধারধরা" ও "পট" তালের পরিবর্তিত নাম হ'তে পারে।

এই তাল সম্পর্কিত যে "তালফেরতা"-শব্দ ব্যবহৃত হয়—সেটি কীর্তনের একটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 'তালফেরতা' বলতে বোঝায় কীর্তনের একই গানে পাঁচ-ছ'টি তালের প্রয়োগ। জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি"-ইত্যাদি পদে আটটি তালফেরতা দেখা যায় ব'লে এই গানটির তালের নামই হ'য়ে গেছে—"বদসি অষ্টতাল"। রাধামোহন-উল্লিখিত তালগুলির মধ্যে অনেক তালই দক্ষিণভারতীয় তাল এবং সম্ভবত এই কারণেই ক্রমশ এগুলি অপ্রচলিত হ'য়ে পড়ে। অথ গৌড়তালাঃ"—বলে যে ২৯টি তাল শ্রীকৃষ্ণর সসঙ্গীত-সংগ্রহে ধরা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ৫টি তাল রাধা-মোহন ধরেছেন। সে গুলি গৌড়-অষ্টতালের অন্তর্গত জ্যোতি (যতি), চন্দ্রশেখর, গঞ্জন, রূপক ও সম।

উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতে কথা, রাগ ও তালের এক আশ্চর্য সুষমা যেমন দৃষ্ট হয়—কীর্তনেও তেমনি দেখা যায়। এইজন্য কীর্তনকে মার্গসঙ্গীতের মধ্যেই ধরা উচিত—লোক সঙ্গীতের মধ্যে নয়। কীর্তনের যে চারটি বিভাগ আছে তার মধ্যে—

১। গরাণহাটী কীর্তনে ১০৮টি তালের ব্যবহার

২। মনোহরশাহী কীর্তনে ৫৪টি তালের, ব্যবহার,

৩। রেণেটীতে মোট ২৬টি তালের ব্যবহার ও

৪। মন্দারিণীতে মাত্র ৯টি তালের ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য এই তালগুলির মধ্যে সবগুলির নামই যে পরিজ্ঞাত—তা নয়।

ঝাড়খণ্ডী পদ্ধতির কীর্তন এখন লুপ্ত। অনেকে এখন এই পদ্ধতির কীর্তন সম্বন্ধে উৎসুক হয়েছেন এবং বিদ্যাপতির পদাবলী যে ভাবে মিথিলায় গীত হয় সেই রাগপ্রধান পদ্ধতিকে ঝাড়খণ্ডী পদ্ধতি বলতে আগ্রহী হয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন গরাণহাটী (গড়ের হাট, গোপালপুর, রাজশাহী জেলা?) কীর্তনের পশ্চাদ্-ভূমিতে বিরাজ করছে ধ্রুপদ, মনোহরশাহী কীর্তনের পশ্চাতে খেয়াল এবং রাণীহাটি (রেণেটী) ও মন্দারিণী কীর্তনের পশ্চাতে আছে টপ্পা-ঠুংরি—তা হ'লে বলতে হয় এসব অলস কল্পনা মাত্র। খেতুরীর উৎসব হয়েছিল গরাণহাটী পরগণায় খেতুরী গ্রামে—নরোত্তম ঠাকুরের নেতৃত্বে। এর পরে যাজি-গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর কীর্তনের আখড়া রাখেন বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর মনোহরশাহ পরগণায়। এর থেকে গরাণহাটী ও মনোহরশাহী নাম ছ'টি এসেছে—এর সঙ্গে কীর্তনের রসপ্রকৃতিগত বা প্রয়োগনৈপুণ্যগত কোনো বৈলক্ষণ্য কীর্তনীয়ারা

স্বীকার করেন না। কথাটা আর একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

নবদ্বীপ ব্রজবাসীর মতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীর ছায়া যথাক্রমে গরাণহাটী, মনোহরশাহী, রেণেটী ও মন্দারিণীতে পড়েছে। ধ্রুপদের প্রকৃতি যেমন গম্ভীর, গরাণহাটী কীর্তনের প্রকৃতিও তেমনি গম্ভীর। খেয়ালের প্রকৃতি যেমন চঞ্চল, মনোহরশাহী কীর্তনের প্রকৃতিও তেমনি চঞ্চল। ময়নাডাল ও শ্রীখণ্ডে মনোহরশাহী কীর্তনের আধিপত্যকেন্দ্র। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের মতও নবদ্বীপ ব্রজবাসীরই অনুরূপ।

ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে গরাণহাটীর যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে গরাণহাটী শাস্ত্রোক্ত রাগরাগিণীতেই গাওয়া হতো। ভক্তিরত্নাকরের (১০।৫৩৯) উক্তিতে—

"বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট-কারণে॥
রাগিনী-সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনাদি প্রকাশিলা।"

এর থেকে যদি মন্তব্য উদ্ধার করতে হয়, তা হ'লে বলতে হয় যে আধুনিক কালে কীর্তনীয়ারা যে পদ্ধতিতে গান করেন তাতে এ ছাপ নেই। পূর্বেকার সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ারা, যেমন—বনমালী দাস, পণ্ডিত বাবাজী, গিরিধারী দাস প্রভৃতি বিখ্যাত কীর্তনীয়া যাঁরা, তাঁরা সকলেই ধ্রুপদ শিখে পরে কীর্তন শিখলেও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। ধ্রুপদ পদ্ধতির ছাপ আধুনিক কীর্তনের কীর্তনীয়ারা অনেকেই গানের প্রারম্ভে রাখলেও পরে আর রাখেন না। বাইশটি শ্রুতির ভাগ আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেই পাওয়া যায় না—কীর্তনে আর কী ক'রে পাওয়া যাবে! সুতরাং গরাণহাটী কীর্তনে ধ্রুপদী ঢঙ, একথা এখন আর বলা চলে না।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর খেতরীর উৎসব থেকে রাঢ় দেশের প্রাচীন গীতের ধারা ক্রমশ পরিবর্তিত হ'তে থাকে—এমন কথাও কেউ কেউ বলেন। সুতরাং মনোহরশাহী কীর্তনের তথাকথিত চঞ্চল প্রকৃতিও বদলাতে সুরু করে,—একথা বলা যেতে পারে। বিভিন্ন পদ্ধতির কীর্তনীয়ারা জনপ্রিয়তার প্রেরণায় পদ্ধতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেন নি। ফলে—পদ্ধতিগুলির মিশ্রণ হ'তে থাকে। বিভিন্ন পদ্ধতির প্রধান প্রধান বিশিষ্ট লক্ষণগুলি—যেমন গাম্ভীর্য, চমৎকারিতা, কারুকার্যময় সৌন্দর্যবৈচিত্র্য, চটুলতা ইত্যাদি—গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে সব পদ্ধতির মধ্যেই চালু হ'য়ে যায়। গরাণহাটী, মনোহরশাহী, রেণেটী, মন্দারিণী ও কাড়খণ্ডী—এই পাঁচ পদ্ধতির বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতির সাক্ষাৎ এখন আর কীর্তনে পাওয়া যায় না।

কীর্তনের আধুনিক দুই পদ্ধতি যা দেখা যায় তা—"বসা"-গান ও "দাঁড়"-গান, অর্থাৎ—বটুক গান ও আসরী গান—তাতে হয়তো আংশিক ভাবে ধ্রুপদ ও খেয়ালের ছায়ায় গরাণহাটী ও মনোহরশাহীর ঝাঁকি-দর্শন মিলতে পারে, কিন্তু সেখানেও কোনো রাগপ্রয়োগবৈশিষ্ট্যময় ধ্যানমূর্তির স্থির সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না। রেণেটীকে লঘু সুরতালের কীর্তন ব'লে ধ'রে নিলে যদিবা কিছু কিছু সান্ত্বনা লাভ হ'তে পারে, মন্দারিণী ও কাড়খণ্ডী এমন একেবারেই অদৃশ্য।

হালকা কীর্তনের চুটকী রূপকে কেউ কেউ রেণেটীর বৈশিষ্ট্য বলেন কিন্তু এও দেশগত ব্যাপার, স্বরূপগত ব্যাপার নয়। রসকীর্তন খেতুরীর উৎসবেই নরোত্তম ঠাকুর প্রথম প্রবর্তিত করেন ১৫৭৬- এর পর। এখন পূর্বপ্রসঙ্গে আসা যাক। কীর্তনের "লয়"

বলতে কীর্তনের "ঠেকা" বোঝায়। আদি গানের সঙ্গে যে বাজনা বাজিয়ে সঙ্গত করা হয় তাকেই কীর্তন-সমাজে "লয়" বা চলতি কথায় "ঠেকা" বলা হয়।

রাঢ় প্রদেশে প্রায় ১৩০ বছর আগেও বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ দলের গানবাজনার উৎকর্ষ কিংবদন্তী হ'য়ে উঠেছিল। যেমন ময়নাডালের কীর্তনে বড় দশকোশী তালের গানবাদ্য, পাঁচথুপীতে তেওট তালের গানবাদ্য এবং কাঁদিপুরে দোঠুকী তালের গানবাদ্য। ছোটখাট স্বল্পখ্যাত দলেরও এই প্রকার কিছু কিছু খ্যাতির কথা শোনা যায়।

এই সব দলের গানবাদ্যের বিশেষ বিশেষ রাগ ও তালের মধ্যে পার্থক্যও দেখা যায়। যেমন ময়নাডালে যে পদটি যে সুরে বা লয়ে গাওয়া হয়, পাঁচথুপীতে তা অন্য সুরে ও লয়ে গাইতে শোনা যায়। এই ভাবে পদাবলীর পদ-গীতগুলি বিভিন্ন সুরে, তালে ও লয়ে বিভিন্ন দল বিভিন্ন বৈচিত্র্যে গেয়ে থাকেন। রাধামোহনের টীকা থেকেও গায়কদের প্রয়োগরীতির এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। একই পদে বিভিন্ন সুর-তালের প্রয়োগের বিভিন্ন নিদর্শনের ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনাচার্য রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এবং অন্যান্য কীর্তনগায়কের নিকট যথেষ্টই পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থাৎ বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন রাগ-তাল-যুক্ত হ'লেও, মূলতঃ এই পদগুলি একই প্রণালীবদ্ধ হওয়ায়, একই প্রাচীন জাতকীর্তনের রূপলক্ষণযুক্ত গান হওয়ায় এবং তদুপরি ভাব বা রসের কোনো ব্যতিক্রম না ঘটায় অনেক ক্ষেত্রেই এই কীর্তনগান নূতন রসায়নঘটিত বৈচিত্র্যে মধুরতর ও গভীরতর আবেদনযুক্ত হ'য়ে উঠেছে।

এই ব্যাপারটিকে অর্থাৎ বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন রাগ-তাল-লয়ের ব্যবহারকে নিয়মবিরুদ্ধ বলা অনুচিত হবে। কারণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি মনে করা কখনই উচিত হবে না। নবায়ন সর্বদাই সমর্থনযোগ্য। প্রাচীন কীর্তনের রূপলক্ষণ বজায় রেখে যদি কীর্তনে নূতনতর মাধুর্য সঞ্চার করা যায় তাতে কার আপত্তি হ'তে পারে? স্বাধীন সৃষ্টি যদি প্রাচীনকে বাতিল না ক'রে নবতর রূপের সন্ধান দেয়, তবে তা আরো রসাল হ'য়ে ওঠে। একে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ ব'লে নিন্দা করা যায় না। প্রতিমার চালচিত্রে, পটুয়াশিল্পী যেমন কাঠামোর নক্সা বজায় রেখে নূতন রঙ ও রেখায় অন্তঃপুরণ ক'রে থাকেন এবং আপন কল্পনা অনুযায়ী তা করবার স্বাধীনতা রাখেন, তেমনি কীর্তনশিল্পীরও সুরের নবরূপায়নের কিছু স্বাধীনতা অবশ্যই স্বীকার্য হবে। তবে এ কার্যে সাফল্যের সাক্ষর রাখতে পারেন কীর্তনাচার্যেরাই। জ্ঞানসিদ্ধ গায়ক ও বাদকেরাই এতে অধিকারী হবেন—যে কোনো ব্যক্তি নন।

রাধামোহন ঠাকুরও কোথাও কোথাও তাঁর পদটীকায় এই ধরণের রাগপ্রবৃত্তির সহায়ক উক্তি করেছেন। যথাস্থানে সেটি আলোচিত হয়েছে।

কীর্তনগানে তালের বিচিত্রতা নানা ভাবে দেখানো হয়। পদের ঠেকা-বাজনার পরে বিবিধ প্রকার বৈচিত্র্যজাত হাত, ঘাত, লহর, মান, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি কারুকার্য দেখানো হয়। প্রতিটি উচ্চাঙ্গ তালের সঙ্গে এবং লঘু তালের সঙ্গেও নানান সুছন্দে বাজনা বেজে থাকে। তবে লক্ষ্য রাখতে হয়—যাতে রসাভাস না ঘটে। যেমন মাথুর-গানের বিধুর সুকুমার সুরের সঙ্গে প্রবল নৃত্যাচ্ছন্দের তাল যেন না বাজে!

রসপুষ্টিই কীর্তনের তালের লক্ষ্য। রসহানি নয়।

কীর্তন গান সাধারণ শ্রোতার জন্য আসরেই গাওয়া হয়। কীর্তনের আসরে ভক্তির একটি স্থির বায়ুমণ্ডল থাকে—কারণ শ্রোতারা ভক্তজন। ভক্তেরা হবেন প্রেমিক—ভক্ত এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

ভালো কীর্তনগানের পক্ষে আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে—যেমন খোল ও করতালের ভালো বাদক। কীর্তনীয়াকে হ'তে হবে সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী, সৌম্যদর্শন এবং শুধু রাগ-তালে পাণ্ডিত্য থাকলেই থাকলেই চলবে না—থাকতে হবে ভক্তিভাবও।

এখন কীর্তনের আসর সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। শ্রোতারা আসনে অথবা মৃত্তিকায় সমভাবে বসবেন এবং তাঁদের ধূমপান, তাম্বূলচর্বণ বা গল্পগুজব করা চলবে না।

যেখানে কীর্তন হবে সেখানে তুলসী ও শ্রীচৈতন্যের মাল্যভূষিত মূর্তি বা চিত্র থাকা চাই। গঙ্গাজলে আসর ও গায়কের অঙ্গ শুদ্ধ রাখতে হবে, কারণ কীর্তনগানকে কীর্তনীয়ারা রাধাকৃষ্ণের বাঙ্ময় মূর্তি ব'লেই মনে করেন।

আসরে কীর্তনের মূলগায়ক মধ্যস্থলে থাকবেন। তাঁর ডানদিকে থাকবেন শির দোহার। শির-দোহার অর্থাৎ মুখ্য দোহারও রাগ-তালে অভিজ্ঞ হবেন এবং থাকবে তাঁর লয়জ্ঞান ও রসবোধ। মূল গায়কের বাঁদিকে থাকবেন কোল-দোহার—যাঁর কাজ হচ্ছে শির-দোহারের মুখের গান ধ'রে নেওয়া। অনুরূপ ভাবে ডান দিকে থাকবেন শির-বাদক, যাঁর থাকবে যথেষ্ট তালজ্ঞান। মূল গায়কের বাঁদিকে থাকবেন কোলবাদক—যিনি শির-বাদকের বাজনার অনুসরণ করবেন। অন্যান্য দোহার ও বাদকও থাকতে পারেন—তবে তাঁরা থাকবেন এঁদের পেছন দিকে।

কীর্তন গান সুরু হবে তখনই যখন কোলবাদক দাঁড়িয়ে উঠে শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ ক'রে "হাতটি" বাদ্য বাজাতে আরম্ভ করবেন। এই "হাতটি" বাদ্যে থাকে নানাপ্রকার সুঠাম ছন্দের বোল—এবং এই বাদ্যের উদ্দেশ্য একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে শ্রোতৃমণ্ডলের চিত্তকে একাগ্র ক'রে তোলা। এর পরেই মাল্য-চন্দন দান-পর্ব—প্রথমে শ্রীখোলে, তারপর করতালে ও পরে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে। তারপর কীর্তনীয়ার কণ্ঠে মাল্য-অর্পণ এবং ললাটে চন্দন-লেপন। এর পরেই হবে যথাক্রমে দোহার, বাদক ও সমবেত বৈষ্ণব ও সজ্জন ভক্তজনকে মাল্য-চন্দন-দানপর্ব। মাল্য-চন্দনে পরিবেশই শুধু সুরভি হ'য়ে উঠবে না—"কীর্তনস্বরূপ" শ্রীভগবানের আবির্ভাবকেও ত্বরান্বিত ক'রে তুলবে। পূর্বে উল্লিখিত "হাতটি" বাদ্যের দ্বারা গৌরচন্দ্রকে আবাহন করা শেষ হ'লে গৌরচন্দ্রিকা গানের সূচনা হয়। এই গৌরচন্দ্রিকার গান বা "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" গান দাঁড়িয়েই পরিবেশন করতে হয়। কারণ দেবতার আবির্ভাব-স্থলে তাঁর আবির্ভাবমুহূর্তে দাঁড়িয়ে ওঠাই শিষ্টাচার। ব'সে গৌরচন্দ্রিকা গান করা শিষ্টাচারবহির্ভূত ব্যাপার।

গৌরচন্দ্রিকা গান বড় তালে গাইতে হয়—এইটেই রেওয়াজ। বড় তাল বলতে বোঝায় সমতাল, যতি সমতাল, বড় দশকোশী ইত্যাদি। গৌরচন্দ্রিকা দাঁড়িয়ে গাইবার পর ইচ্ছে করলে কীর্তনীয়া ব'সে গাইতে পারেন। বাদকদের দাঁড়ান নৃত্য বা বসা সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতা আছে ব'লেই তাঁরা গানকে নাচিয়ে বা মাতিয়ে বা থিতিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

আর একটি কথা। গায়ক ও বাদকের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়।

কীর্তনের ভাষা ও ভাব অনেক সময় এত কঠিন এবং এত গভীর যে সব শ্রেণীর শ্রোতার পক্ষে সমভাবে বোঝা সম্ভব নয়। তা-ছাড়া এর তত্ত্বের দিকটিও এত রহস্যময় যে ব্যাখ্যাপন ছাড়া এর মাধুর্য ও গাম্ভীর্য অনুভব করা সম্ভব নয়। কারণ মহাজন-পদাবলীর দু'টি অংশে রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির প্রকাশ। একটি সাধ্যতত্ত্ব, অপরটি সাধনতত্ত্ব। এই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব মধুর ও লঘুভাবে পরিবেশন করা কম শক্তি ও সহানুভূতির কাজ নয়।

পালাকীর্তনের সমাপ্তি ঘটে রাধাগোবিন্দের যুগলমিলনে। এর পরে ওঠে রাধাগোবিন্দের জয়ধ্বনি। তার পরে ষড়্‌গোস্বামীর বন্দনা গান। এরপর হরিনামধ্বনিতে কীর্তনের সমাপ্তি।

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে সংকীর্তন সম্বন্ধে উক্তি আছে—

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতসাধনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥

যদি এই অধ্যাত্ম-প্রতিশ্রুতিকে কেউ আজকের এই দিনে বিশ্বাস না করেন তাহলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নেই—কারণ মানবচরিত্র এতো দুর্জ্ঞেয় ও বিচিত্র যে ইতিহাসের দিক দিয়েও এই প্রতিশ্রুতির যথেষ্ট মূল্য আছে।

এবার সম্পাদনা কার্য ঘটিত আমার কিছু নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করছি। ১৯৪৫ সালে খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় আমাকে পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃতে রচিত বন্দনা-শ্লোকগুলি সংশোধন ক'রে অনুবাদ ক'রে দিতে বলেন এবং এজন্য তিন মাসের জন্য Research Assistant Scholarship দেন। এগুলি আমি অনুবাদ ক'রে দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি কোনো কাজে লাগাতে পারেন নি, কারণ তাঁর ইচ্ছা সত্ত্বেও পদামৃতসমুদ্রের সম্পাদনা কার্যে হাত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ramtanu Research Assistant Scholar রূপে নিযুক্ত হ'য়ে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাজ করি, কিন্তু সে সময় আমি মূলত আমার D. Phil-এর গবেষণা কার্যে ব্যস্ত থাকায় পদামৃতসমুদ্রের কাজে হাত দিতে পারি নি। শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় যখন বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি আমাকে পদামৃতসমুদ্রের কাজে ব্রতী করেন। তবে আমি সে সময় বেথুন কলেজের অধ্যাপিকাপদে কাজ করছিলাম ব'লে কোনো স্থায়ী বৃত্তি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পদামৃত-সমুদ্রের কাজ এই সময়ে শেষ করতে তিন চার বছর লেগেছিল। কিন্তু শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে এই গ্রন্থের প্রকাশন ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র যখন পাণ্ডুলিপি বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন তখন নাভানা প্রেসে এই গ্রন্থটি ছাপাবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু মাত্র ২৭ ফর্মা ছাপাবার পরেই তাঁরা, অর্থকরী ব্যাপারে মতবিরোধের ফলে এই গ্রন্থ ছাপাবার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তারপর দীর্ঘকাল গ্রন্থটি পড়ে ছিল, ছাপাবার কোনো ব্যবস্থাই কর্তৃপক্ষ করেন নি। শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ হন তখন এই গ্রন্থটি ছাপাবার আবার নূতন উদ্যোগ আরম্ভ হয়। শ্রীতুষারকান্তি মহাপাত্রের অক্লান্ত আগ্রহে গ্রন্থটির ছাপাবার কাজ দ্রুত ভাবে কিছুদিন চললেও প্রেসের দিক থেকে নানা কারণে প্রকাশনার বিলম্ব ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে আমি চক্ষুরোগে

আক্রান্ত হ'লে এক নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রায় সাড়ে তিন বছর ছাপার কার্য চলবার পরে এখন এতদিনে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

পদামৃতসমুদ্রের সম্পাদনা কার্যে ব্রতী হয়ে আমি দু-একটি শব্দ কোনো পুঁথি বা গ্রন্থের টীকার পাঠে না পেলেও মুদ্রণপ্রমাদরূপে নির্ধারণ ক'রে অর্থের সুপ্রযোজ্যতার দিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে, স্থানে বসিয়ে দিয়েছি। যেমন জয়দেবের "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া"-ইত্যাদি পদের ভণিতার উপর যে টীকা আছে এতে "কর্তৃসুখং তনোতু"-স্থলে "শ্রোতৃসুখং তনোতু" ক'রে দিয়েছি। গীতগোবিন্দের উপর অসংখ্য টীকা আছে—হয়তো কোনোটিতে এই শব্দটি থাকতে পারে এই ভরসায়।

কোথাও কোথাও বন্ধনীচিহ্নের মধ্যেও নূতন শব্দ বসাতে হয়েছে, অন্যথায় বাক্যগত অন্বয় সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হতো না; এমনকি কি কোনো কোনো স্থানে বিপরীত অর্থ-প্রসঙ্গও এসে পড়ার আশঙ্কা ছিল।—যেমন ৪৮ সংখ্যক পদে যেখানে রাধামোহন স্পষ্টই বলছেন "ন তু উন্মাদ ইতি"—সেখানে "প্রৌঢ় লালসা প্রাপ্তা···বর্ণসাক্ষাত্যাদালিঙ্গনস্পৃহা ন তু শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞানাৎ ইত্যত (ন) উন্মাদলক্ষণাতি-ব্যাপ্তিঃ।"—অংশে "ন"-শব্দটি বন্ধনীর মধ্যে না দিলে বিপরীত এবং অনভীপ্সিত অর্থ এসে পড়ত। সুতরাং বন্ধনীচিহ্নিত অংশে "ন"-শব্দটি বসিয়েছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদামৃতসমুদ্র সমেত যে সাতখানি পদসংকলন গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচখানির সঙ্গে পদামৃতসমুদ্রের পাঠান্তর উল্লেখ করেছি। শান্তিনিকেতনে রক্ষিত "পদমেরু"-নামক সংকলন পুঁথিটির নাম বা অনুলিপির তারিখ নেই ব'লে সেটিকে বাদ দিয়েছি। পাঠান্তর উল্লেখ প্রসঙ্গে যে পাঁচটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি সেগুলি যথাক্রমে—

১। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি,
২। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাসের —গীতচন্দ্রোদয়,
৩। গৌরসুন্দর দাসের—কীর্তনানন্দ,
৪। গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণব দাসের—পদকল্পতরু (গীতকল্পতরু) এবং
৫। দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃত।

রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রের পাঁচটি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। এই পাঁচটি পুঁথি থেকে পাঠান্তর দিয়েছি ও পাঠ নির্ণয় করেছি। কিন্তু মূল উপজীব্য পুঁথি ডক্টর বিমান-বিহারী মজুমদার আমাকে দিয়েছিলেন। এই পুঁথিটি পদের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পুঁথি এবং এতে মহাভাবানু-সারিণী টীকাও সম্পূর্ণ ভাবেই আছে। মুদ্রিত পুঁথিরও সাহায্য নিয়েছি—সেটি মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ও পরিশোধিত এবং ১২৮৫ সন কার্তিকে প্রকাশিত পদামৃতসমুদ্রের প্রথম সংস্করণ। বহরমপুর সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ ঘটে ১৩১৫ সনের শ্রাবণ মাসে। প্রকাশ করেন রামদেব মিশ্র। তিনি একটি ভূমিকাও সংযোজিত করেছেন। গ্রন্থসমাপ্তির শেষে নিম্ন-লিখিত অংশটি আছে—

"॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন পরি-শোধিতস্য শ্রীপদামৃতসমুদ্রস্য শ্রীরাসবিহারী সাংখ্য-তীর্থ-পরিশোধিতং দ্বিতীয়সংস্করণং সম্পূর্ণম্ ॥ * ॥ শ্রীহরিঃ। শ্রীহরিঃ। শ্রীহরিঃ। শ্রীহরিঃ ॥ * ॥
সন ১৩১৫ সাল। ১০ই পৌষে।"

দেখা যাচ্ছে প্রকাশকের "বিজ্ঞাপনে" ও ভূমিকায় যে

তারিখ আছে, গ্রন্থ সমাপ্তির পরের তারিখের সঙ্গে তার প্রায় ছ'মাসের পার্থক্য।

গ্রন্থের উপসংহারটিও প্রকাশকের রচিত ব'লেই মনে হয়। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন গ্রন্থের উপসংহার রচনা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

উপসংহারে আছে—

১। রাধামোহন ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এতে আছে—রাধামোহনের পূর্বপুরুষ শ্রীনিবাস আচার্য নদীয়া জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের উত্তরে গঙ্গাতীরে স্থিত চাকন্দী গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের ঔরসে এবং লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে ১৪৩৩ শকের কাছাকাছি বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিনীনক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের নামই—চৈতন্যদাস। শ্রীনিবাস প্রথমে চাকন্দীর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে ব্যাকরণ, অভিধান, অলংকার ও অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পিতার মৃত্যুর পর মাতুলালয় যাজিগ্রামে বাস করেন এবং নিকটেই শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের কাছে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। যাজিগ্রাম সে সময়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং বৈষ্ণবের কেন্দ্রভূমি ছিল। তখন নবদ্বীপ, খড়দহ, শ্রীখণ্ড, কাঞ্চনগড়িয়া, কাটোয়া, বুধইপাড়া, সৈয়দাবাদ, বোরাকুলী, খেতুরী, বুধরি প্রভৃতি গ্রামে বৈষ্ণবদের আড্ডা ছিল কিন্তু কেন্দ্র স্বরূপ ছিল যাজিগ্রাম। শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে থাকা কালীন দু'টি বিবাহ করেন—প্রথমা যাজিগ্রামের গোপালদাস চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদী (বিবাহোত্তর নাম ঈশ্বরী) এবং দ্বিতীয়া গোপালপুর গ্রামের রাঘবেন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতী (বিবাহোত্তর নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া)। এঁরই গর্ভে তিন কন্যা হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতা এবং তিন পুত্র যথাক্রমে বৃন্দাবন (অল্প বয়সেই গত), রাধাকৃষ্ণ ও গতিগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি জন্মলাভ করেন। হেমলতা নিঃসন্তান ছিলেন এবং গতিগোবিন্দের পঞ্চম পুত্র রাধামাধবকে পোষ্য নেন। এঁরই পত্নী কুন্দলতা। গতিগোবিন্দের পাঁচ পুত্র—যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রসাদ, সুবলচন্দ্র, সুন্দরানন্দ, হরিশ ও রাধামাধব। কৃষ্ণপ্রসাদের দুই পুত্র যথাক্রমে জগদানন্দ ও মধুসূদন। জগদানন্দের প্রথমা পত্নীর গর্ভে যাদবেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। জগদানন্দের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে যে পাঁচ পুত্র জন্ম লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চারজনের নাম উল্লিখিত হয়েছে—যথাক্রমে রাধামোহন, মদনমোহন ভুবনমোহন ও শ্যামমোহন।

এই সংস্করণে "গ্রন্থের ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে ২।১ কথা", "চতুঃষষ্টিপ্রকার রসবিবৃতি", "দুরূহ শব্দার্থ", "প্রধান প্রধান বিষয়ের সূচীপত্র", "ভিন্ন ভিন্ন অবান্তর দশা ও লীলার সূচীপত্র", এবং পদামৃত সমুদ্রের "বর্ণমালানুসারে সূচীপত্র"-ও আছে।

এই সংকলন, গ্রন্থের পদগুলি টানা ভাবে সাজানো। ছন্দোঘটিত যে বৈচিত্র্য এই পদগুলিতে আছে তা পংক্তির আকারে সাজিয়ে দেখানো হয়নি। আমি আমার সম্পাদিত পদামৃতসমুদ্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিয়েছি এবং প্রত্যেকটি পদের পংক্তি ছন্দের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজিয়েছি।

মহাভাবানুসারিণী টীকাটিও মুদ্রিত গ্রন্থে ভুলে পরিপূর্ণ। সেগুলিও শুদ্ধ ক'রে এবং যেখানে অর্দ্ধ পংক্তি বা একটি পংক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, কিংবা সম্পূর্ণ শ্লোকটিই উদ্ধৃত হয়েছে—সেগুলির পূর্ণ উদ্ধৃতি এবং উপযুক্ত স্থলে কোথা থেকে পংক্তিটি নেওয়া হয়েছে—সে সমস্তই উল্লেখ করেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পুঁথিগুলি আমার উপজীব্য ছিল, এখন সেগুলির একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগুলির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮ এবং ৩১১৯।

৩৪৫ সংখ্যক পুঁথিটি খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১ থেকে ৯৫ পর্যন্ত। প্রারম্ভে পুঁথি-পরিচিতি-পত্রে লেখা আছে—"প্রায় ১৫০ শত বৎসরের প্রাচীন"। পুঁথিটি দৈর্ঘ্যে ১৩″ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৪″ ইঞ্চি। তুলট কাগজ, প্রায় বাদামি রঙ, কিন্তু পত্রগুলি নমনীয় প্রকৃতির। মুড়িয়ে দিলেও ভেঙে যায় না। হস্তাক্ষর স্পষ্ট। "শ্রীযুতং জগদানন্দবিধুং বন্দে"—ইত্যাদি শ্লোক থেকে "তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি" পদ (পদটি সম্পূর্ণ) পর্যন্ত আছে। পুঁথিটিতে রাধামোহন ঠাকুরের মহাভাবানুসারিণী টীকা নেই। এই পুঁথিটিকে আমি ক-পুঁথি নামে চিহ্নিত করেছি।

৩৪৬ সংখ্যক পুঁথিটিও খণ্ডিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ অনুসারে পুঁথিটি সম্পূর্ণ। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব এই যে এতে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বর্ণন অংশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আছে। কিন্তু মূল গ্রন্থটির এটি একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। পুঁথিটির পত্র সংখ্যা ১—১৪ পর্যন্ত। প্রারম্ভে পুঁথিপরিচিতিতে আছে—"প্রায় ১০০ শত বৎসরের প্রাচীন"। পুঁথিটি দৈর্ঘ্যে ১৩১/২″ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৪১/২″ ইঞ্চি। তুলট কাগজ, হালকা বাদামি রঙ এবং পত্রগুলি তেমন পুরাতন নয়। "সৌরভসেবিত পুষ্পবিনির্মিত"-ইত্যাদি শ্লোক থেকে "সুরতভিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি"—ইত্যাদি পদ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বর্নি এতে আছে। হস্তাক্ষর স্পষ্ট কিন্তু বানান ভুলে পরিপূর্ণ। পুঁথিটিতে শব্দপাতজনিত ছন্দপাতও আছে। যেমন ৩ সংখ্যক "নারদকমলাসনকৃত বন্দন"—অংশে "কৃত" শব্দটি নেই। ফলে অর্থই বদলে গেছে—ছন্দপাত ছাড়াও। ৬ সংখ্যক পদে আরো মারাত্মক ভুল আছে। যেমন "পিঞ্ছখচিত-কঞ্চিত-কচভার"-স্থলে আছে "পিঞ্ছখচিত কুঞ্চিতকুচভার", যা কৃষ্ণরূপ-বর্ণনায় একেবারেই অসম্ভব। ৬০ ও ৬১ সংখ্যক পদ দুটি গোবিন্দ দাসের ভণিতায় আছে—এটিও বিবেচ্য। পুঁথিতে মহাভাবানুসারিণী নামা টীকা নেই। এই পুঁথিটিকে আমি খ-পুঁথি নামে চিহ্নিত করেছি।

৩৪৭ সংখ্যক পুঁথিটিও খণ্ডিত। এটির পত্র-সংখ্যা ৫৮ থেকে ৯০ এবং ৯৬ থেকে ১২৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ অনুসারে ৩৪৭ সংখ্যক পুঁথিটি "প্রায় ১০০ শত বৎসরের প্রাচীন"। কিন্তু পুঁথিটির তুলট কাগজ এমন ভঙ্গপ্রবণ যে মনে হয় এটি ৩৪৬ সংখ্যক পুঁথি থেকেও অধিক প্রাচীন। পুঁথিটি দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিদধিক ১২″ এবং প্রস্থে ৫১/৪″ ইঞ্চি। বাদামি রঙের তুলট কাগজের পত্রগুলি ভঙ্গপ্রবণ। "রাইক মানবিরহ জানি"-ইত্যাদি পদ থেকে "অঙ্গে অনঙ্গজ্বর মরমে বিষম শর"-ইত্যাদি পদ পর্যন্ত এতে আছে। মহাভাবানুসারিণী টীকা এতে আছে। এই পুঁথিটিকে আমি গ-পুঁথি নামে চিহ্নিত করেছি।

৩৪৮ সংখ্যক পুঁথিটির পদাংশ সম্পূর্ণ। পত্র সংখ্যা ১ থেকে ১০৫ পর্যন্ত। একটি সূচীপত্রও আছে। পুঁথির শেষে অনুলিখন কাল উল্লিখিত আছে—"ইতি শ্রীপদামৃত সিন্ধু জদ প্রাপ্ত তদলিখিতমিদং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস বৈষ্ণবেন সাঃ রাইপুর সকাব্দা ১৭৮৪ কার্তিকস্য", অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। এই পুঁথিটি কীটদষ্ট। তুলট কাগজগুলি নরম নয়, বরঞ্চ বেশ মজবুত ও শক্ত। গ্রন্থ লিখন কাল এখন থেকে কিঞ্চিদধিক ১২০ বছর পূর্বের। গ্রন্থটি দৈর্ঘ্যে ১৫১/২ "ইঞ্চি, এবং প্রস্থে ৫″ ইঞ্চি। কালি কোথাও বেশ গাঢ়, কোথাও বা ফিকে। পুঁথিটিতে রাধামোহন ঠাকুরের টীকা যোজিত হয়নি।

এই পুঁথিটিকে আমি ঘ'-পুঁথি ব'লে চিহ্নিত করেছি।

৩৯১৯ সংখ্যক পুঁথিটিও অসম্পূর্ণ। এটির ক্রম সংখ্যা ১, ৫, ৭-১৬, ২৮-৬১ এবং ৬৩-২১১। এর অনুলিখন কাল পুঁথির শেষে আছে। যথা—"১২৬৬ সাল তারিখ, ২৪শে ভাদ্র"। সুতরাং এটি কিঞ্চিদধিক ১২০ বৎসরের। তুলট কাগজের পত্রগুলি তেমন বাদামি রঙ ধারণ করেনি। কালো রঙের কালিতে পদগুলি লিখিত, কিন্তু রাগ তাল ইত্যাদি লাল কালিতে লিখিত হয়েছে। প্রথম শ্লোক থেকে শেষ পদটি আছে বটে কিন্তু কিছু পদ এই পুঁথিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। হস্তাক্ষর অতি সুন্দর এবং স্পষ্ট। এতে রাধামোহনের মহাভাবানুসারিণী টীকাও আছে। পুঁথিটি দৈর্ঘ্যে ১০" ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৭" ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠায় রাধামোহনের রচিত "শ্রীযুতং জগদানন্দং বিধুং বন্দে"-ইত্যাদি সমস্ত শ্লোকই আছে। এরপর চারিটি পৃষ্ঠা নেই। পুনরায় ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা বাদ। তারপর ৭ পৃষ্ঠা থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সংস্কৃত পদগুলি সাজানো হয়েছে। এই পদগুলি সনাতন-নামাঙ্কিত।

১৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"ইতি শ্রীগীতাবলি সম্পূর্ণম্। ১২৬৬ সাল তারিখ ১৭ই পৌষ, সাক্ষর —শ্রীগোপালনাথ মিত্র সাকিম পডোটা"।

এরপর আবার কতকগুলি পৃষ্ঠা নেই। পুনরায় ২৮ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হয়েছে—"কানুক সঙ্কেত বচনে সুধামুখী" ইত্যাদি পদ। এই পুঁথি ঙপুঁথি নামে চিহ্নিত করেছে।

বরাহনগর পাটবাড়ীর পুঁথি দৈর্ঘ্যে ১২" এবং প্রস্থে ৬½"। গ্রন্থের পরিচিতিপত্র নেই। কাগজ ঈষৎ ময়লা হালকা বাদামী রঙের নমনীয় প্রকৃতির তুলট কাগজ। কালো কালিতে লেখা, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পত্রসংখ্যা ১-৭৩ এবং ৮৩-১৭৪। কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসরের পুরাতন ব'লে মনে হয়। পুঁথিতে সূচীপত্র আছে। এ পুঁথিটিও খণ্ডিত। রাধামোহনের টীকা আছে। "শ্রীযুতং জগদানন্দং"-ইত্যাদি শ্লোক থেকে আরম্ভ ক'রে "নখপদ হৃদয়ে তোহারি"-ইত্যাদি পদ পর্যন্ত আছে। এরপর পুনরায় "শুন মাধব রাধা সাধীন ভেলা"-ইত্যাদি থেকে আরম্ভ ক'রে "সমবয় বেশ ভূষণ ভূষিত তনু"-ইত্যাদি পদ পর্যন্ত আছে। পুঁথি সংখ্যা ২৬৫৩।

আমার মূল উপজীব্য পুঁথি সেটি সেটি পদসংকলন ও টীকার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ একটি পুঁথি। এই পুঁথিটি কীর্তনসম্রাট, বৈষ্ণব তত্ত্বে প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্যশালী এবং বৃন্দাবনে নিত্যধামগত অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজি মহাশয়ের সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত সম্পূর্ণ ও সংশোধিত পুঁথি। পুঁথিটি দৈর্ঘ্যে ১৩" ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৫" ইঞ্চি। পত্রগুলির বর্ণ ঈষৎ বাদামি, হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও স্পষ্ট এবং কালো কালিতে লেখা। এই পুঁথি ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের অধিকারে ছিল। তিনি ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের অনুরোধে পুঁথিটি আমাকে সুদীর্ঘকালের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।

গ্রন্থারম্ভে আছে—"। শ্রীশ্রীকিশোরীবনরারী জয়তিতরাম্॥" এবং টীকার প্রারম্ভে আছে—"শ্রীশ্রী গৌরগোপাল জয়তিতরাম্। শ্রীশ্রীকিশোরীবনয়ারী জয়তিতরাম্"॥

এর পরেই আরম্ভ হয়েছে মূল পুঁথির পদ-পাঠ এবং টীকার পাঠ। পত্র সংখ্যা মোট ২০৭ (অর্থাৎ ৪১৪ পৃঃ)। গ্রন্থের অন্তে আছে—"॥ * ॥ ইতি শ্রী পদামৃতসমুদ্র পদ সমুদ্র ॥*॥" কিন্তু এই অংশ কাটা।

অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজীর পুঁথি এখানেই শেষ হয়নি। এর পরেও তিনি মূল পুঁথির

পদ অংশে যোগ করেছেন—সংস্কৃতে লেখা রাধামোহন ঠাকুরের স্বরচিত ন'টি শ্লোক। এই শ্লোক কয়েকটি যোগ করায় গ্রন্থের সম্পাদন-সৌষ্ঠব যে বৃদ্ধি পেয়েছে এতে কোনো সংশয় নেই।

পুঁথির অন্তে এই ন'টি শ্লোকের পর গ্রন্থের নামকরণ আছে। যেমন—"ইতি সমাপ্তোঽয়ং শ্রীপদামৃত সিন্ধুশ্চ ॥ * ।

শ্রীরাধাদামোদর জয়তিতরাম্ ॥"

পুথির অন্তে আর একখানি পত্র আছে—তাতে দুঃসাধ্য-উদ্ধার কতকগুলি আক্ষরিক আঁকিবুকি আছে। হয়তো লিপিকরের নাম এতেই নিহিত হ'য়ে আছে।

এই পুঁথিটি সম্ভবত অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজীর স্বহস্তলিখিত পুঁথি নয় ব'লেই আমার ধারণা, যদিও শুনেছিলাম এটি তাঁর স্বহস্তলিখিত পুঁথি। সমাপ্তির ন'টি সংস্কৃত শ্লোকগুলিই তার প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করতে পারি। অন্তত সংস্কৃত শ্লোক গুলিতে বানান ভুল এত অবিশ্বাস্য পরিমাণে বেশি যে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা একথা কল্পনাও করা যায় না। সাধারণ লেখাপড়া জানা ব্যক্তির পক্ষেও নয়। যেমন—"শ্রীকুণ্ডে স্থরতিং ময়ি ব্রজবনে বাসং রুচিঃ কীর্তনে" -স্থলে "শ্রীকুণ্ডে শুরতিং মই ব্রজবনে বাশং রুচিকীর্তনে।" ইত্যাদি। এই অর্দ্ধ পংক্তিতেই পাঁচটি বানান ও ব্যাকরণগত প্রমাদ।

বহর সংকলন শেষ হয়েছে "শ্রীগুরুবৈষ্ণব তোমার চরণ"-ইত্যাদি পদে। তার পরেই আছে—"॥ * ॥ ইতি শ্রীভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্নতনু-শ্রীপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্যবৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠক্কুর সংগৃহীতঃ শ্রীপদামৃতসমুদ্রঃ সম্পূর্ণঃ ॥ * ॥"

আর একটি কথা অবশ্যস্বীকার্য যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাচখানি পুঁথি ব্যবহার করেছি সেগুলি খণ্ডিত হ'লেও পদের পাঠোদ্ধারে আমি যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি। এই সব পাঠান্তরের তালিকা আমি প্রতিপদের নিচেই দিয়েছি, যাতে অনুসন্ধানী পাঠক-গবেষকের চিত্তে এগুলি কিছু আলোকপাত করতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাচখানি খণ্ডিত পুঁথি, পাটবাড়ীর ২৬৫৩ সংখ্যক একখানি খণ্ডিত পুঁথি এবং পণ্ডিত বাবাজীর সম্পূর্ণ পুঁথি এই সাতখানি উপজীব্য পুঁথির কথা এবং বহরমপুর সংস্করণের মুদ্রিত গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ—২৩শে কার্তিক ১২৮৫ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩১৫) কথা আমি পুর্বেই বলেছি। যদিও এই গ্রন্থ ও পুঁথিগুলি ভ্রমপ্রমাদে পরিপুর্ণ, তবু পথপ্রদর্শক হিসাবে আমি পুঁথির সংগ্রহকারকদের এবং মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়কে অন্তরের অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার সম্পাদনা কার্যেও বিদগ্ধ ও পণ্ডিতজনের চক্ষে অনেক ত্রুটি ধরা পড়তে পারে এবং সেগুলি যদি তাঁরা পত্রযোগে আমাকে জানান তো কৃতজ্ঞ থাকবো—কারণ পরবর্তী সংস্করণ দেখা যদি ভাগ্যে থাকে তবে তা সংশোধন করতে পারব। রাধামোহনের সম্পাদনায় যে সব সামান্য বিচ্যুতি আমার চোখে পড়েছে সেগুলিও আমি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি—এবং সেটি সম্পাদকের কাছে পাঠকের আকাঙ্খিত সততার জন্যই করতে হয়েছে, পাণ্ডিত্যাভিমানিতার জন্য নয়। তাই রাধামোহনের ভাষাতেই বলি—"ক্ষমধ্বমপরাধং মে শ্রোতারোঽদোষদর্শিনঃ।"

বর্ণাশুদ্ধি, ভুল উদ্ধৃতি, ব্যাকরণপ্রমাদ, পদচ্যুতি, বাক্যচ্যুতি, ব্যাখ্যাবিভ্রান্ত ইত্যাদি নানাপ্রকার দোষে কণ্টকিত মুদ্রিত সংকলন গ্রন্থের এবং হস্তলিখিত পুঁথিগুলির বহুলাংশ অশিক্ষিত বা

স্বল্পশিক্ষিত মুদ্রাকর বা লিপিকরের দোষেই যে ঘটেছে, এটি অপ্রতিবাক্য সত্য।

মুদ্রিত পদগুলি যখন পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম তখন একটি পদ ক'-পুঁথিতে চোখে পড়ে। এই পদটি বহতে নেই, অন্য পুথিতেও নেই। আমার সম্পাদিত গ্রন্থে এটি ক'পুথি থেকে সংগ্রহ ক'রে গ্রথিত করেছি। "রাই কাতর বানী শুনয়িতে সহচরী"-ইত্যাদি এই পদটি ২২২ সংখ্যক পদ রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এই পদ গোবিন্দ দাসের ভনিতায় উল্লিখিত ও ব্রজবুলিতে লিখিত হ'লেও গোবিন্দ কবিরাজের পদ ব'লে মনে হয় না, কারণ ভাবগত বা আঙ্গিকগত কবিত্বশক্তির পরিচয় এতে নেই।

বহ-সংস্করণে কয়েকটি পদের টীকা নেই—যেমন ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫ ও ৭৩২। ২২২ সংখ্যক পদটি ক'পুথি থেকে গৃহীত কিন্তু ক'পুথিতে টীকাই নেই। ৬৩৩, ৬৩৪ ও ৬৩৫ সংখ্যক পদের টীকা কোনো পুঁথিতেও পাইনি। ৭৩২ সংখ্যক পদের টীকাও নেই কিন্তু এ সম্বন্ধে টীকায় উপর মন্তব্যে যথেষ্ট আলোচনা করেছি।

সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকের জন্য মূল পদাংশের নিচে টীকার অতি প্রয়োজনীয় অংশগুলির সারাংশ আলোচনা বাংলায় দিয়েছি, এটি বিমানবিহারী মজুমদারের অভিপ্রেত ছিল। তত্ত্ব ও রসবিশ্লেষণের দিক দিয়ে এগুলি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় আমাকে শুধু বন্দনা শ্লোকগুলিরই অনুবাদ করতে বলেছিলেন কিন্তু সম্পাদনা কার্যে ব্রতী হ'য়ে দেখলাম—এ বিষয়ে আরো কিছু করা প্রয়োজন।

শুধু পদাংশেই নয়—টীকার উপরেও টীকা, টিপ্পনী এবং মন্তব্য যোগ করতে হয়েছে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার সময় পাঠান্তর নির্ণয় করতেই আমার সব চেয়ে বেশি সময় লেগেছে। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, পদকল্পতরু, কীর্তনানন্দ ও সংকীর্তনামৃত গ্রন্থের সংকলকেরা সকলেই রসজ্ঞ ভক্ত, বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং অল্পবিস্তর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং রাধামোহন যে সব পদ ধরেছেন, এঁদের সংকলনে সেই সব পদের উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর অনুসন্ধান ক'রে পদামৃতসমুদ্রের এই সংকলনে স্থান দিয়েছি। হস্তলিখিত পুঁথির পাঠান্তর, মুদ্রিত পুঁথির পাঠান্তর একত্রে থাকায় কোন পদের আদি ও অকৃত্রিম রূপ কি ছিল তা নির্ণয় করা ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে সহজ হবে ব'লে মনে করি।

বহুবর্ষব্যাপী এবং বহুবর্ষসাধ্য এই সম্পাদনা কার্যের সঙ্কটগুলি সহজেই সকলে অনুমান করতে পারবেন। কিন্তু শুভকার্যে সাহায্য-হস্ত সকলেই প্রসারিত করেন। পূর্বেই বলেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের তৎকালীন কর্ণধার শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই কার্যের সম্পূর্ণ ভার আমাকে দিয়েছিলেন।

শশিভূষণ দাশগুপ্তের অনুরোধে ডকটর বিমানবিহারী মজুমদার আমাকে তাঁর পদামৃতসমুদ্রের সম্পূর্ণ পুঁথিই শুধু দেননি, সম্পাদনা কার্যেও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াও বরানগর পাটবাড়ীতে গ্রন্থাগার-অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও কাছাকাছি খড়দা, মায়াপুর, নবদ্বীপ ইত্যাদি বৈষ্ণব ঘাঁটিগুলির সঙ্গেও পরিচয় লাভের সুযোগ তিনিই করিয়ে দিয়েছিলেন।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ও বিমানবিহারী মজুমদার মহোদয়কে এই কার্যে ব্রতী ও আপ্রাণ

সাহায্য দান করার জন্ম আমি অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ রইলাম।

গ্রন্থসম্পাদনা প্রসঙ্গে আরো দু'জনের নাম আমাকে অবশ্যই করতে হবে—তাঁদের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সাহায্য ছাড়া এই কার্য সম্পাদিত ও সম্পূর্ণ হ'য়ে প্রকাশ করা কখনোই সম্ভব হতো না। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কোনোভাবেই আমার সম্পাদনা কার্যে বিন্দুমাত্র মতামতের বাধার সৃষ্টি করেন নি—এবং আমাকে টীকা-টিপ্পনী-ব্যাখ্যা ইত্যাদি যোজনা করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এটি যে কতখানি অভিজ্ঞতার ঔদার্য ও জ্ঞানসমুদ্রাবগাহন-প্রীতি তা সহজেই প্রত্যক্ষ ও অনুমেয়। আমি এই প্রসঙ্গে তাঁকে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় জন বাংলা প্রকাশনা সমিতির সচিব ডক্টর তুষার কান্তি মহাপাত্র। প্রেস ঠিক করা, প্রেসে পাঠান, প্রুফ আনানো ইত্যাদি ব্যাপার ধৈর্য-সীমায় কী ধরণের প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে তা প্রেস-সক্রান্ত ব্যাপারে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁরাই জানেন। অবিচল ধৈর্যে তিনি আমার গ্রন্থটিকে, যে ভাবে মুদ্রণযন্ত্রের কবল থেকে মুক্তি দিলেন তা অবিস্মরণীয়। আমি তাঁকেও আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আবার এই দু'জনকে ধন্যবাদ সহকারে স্মরণ করছি এই জন্ম যে গ্রন্থ প্রকাশনে অর্থ ব্যয়ের কোনোপ্রকার উল্লেখ এবং বিক্রয়-নীতির চাপ আমার উপর দেননি। আমি স্বচ্ছন্দ মনে কাজ করেছি এবং কাজ করার স্বাধীনতা পেয়ে খুশি হয়েছি। মুদ্রণ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্ম শ্রীসুকুমার মিত্রকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কার্যের সূত্রপাত থেকেই তিনি সংযুক্ত ছিলেন।

প্রথমে শ্রীপীযুষকান্তি মহাপাত্রের প্রচেষ্টায় নাভানা প্রেস ও পরে ডক্টর তুষারকান্তি মহাপাত্রের প্রচেষ্টায় শ্রীকান্ত প্রেস মুদ্রণ ব্যাপারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নাভানা আর্থিক চাপ সৃষ্টি ক'রে ২৭ ফর্মা ছাপার পর ছাপা বন্ধ করে। শ্রীকান্ত প্রেসের আনুকূল্যময় কর্তৃত্বে শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এজন্ম তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনা ব্যাপারে আরো কিছু সাহায্য আমি সঙ্গীতরসিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে পেয়েছি। এঁদের মধ্যে মার্গসঙ্গীতের প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীপ্রবুদ্ধ চ্যাটার্জি, কীর্তনের তাল সম্বন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীভোলানাথ দত্ত, সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনগায়িকা কীর্তনকলাভারতী শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী, রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক শ্রীমৃগাঙ্ক-শেখর চক্রবর্তী, মণিপুর নর্তনালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিপিন সিং প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী চৌধুরী কীর্তনের রাগ ও তাল সম্বন্ধে শুধু মুখের আলোচনায় নয়—কণ্ঠের সুরে ও হস্তের তাল-মাত্রায় কীর্তন গানের বৈশিষ্ট্য আমার চোখে প্রত্যক্ষ ক'রে তুলেছিলেন। এজন্ম তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

এইসঙ্গে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে যাঁরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের অকুণ্ঠ অধিকার দিয়েছেন এবং বরানগর পাটবাড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী মহাশয়কে, কলিকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের বাংলাগ্রন্থ বিভাগের শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজকে এবং সাহিত্য পরিষদের শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারাধ্যক্ষকে। এবং পরিশেষে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান নন্দনকুমার রায়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সে আমার সূচীপত্র ও পরিশিষ্টগুলির সমস্ত প্রেস কপি ক'রে দিয়েছে—অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে।

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেল। এর কারণ বৈষ্ণবতত্ত্ব ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ কোনো ভালো প্রুফরীডার আমি পাইনি। সুতরাং আমাকেই সমস্ত প্রুফ দেখতে হয়েছে। আমি ১৯৭২ সাল থেকে চক্ষুপীড়ায় ভুগছি। ঈশ্বরের কৃপায় শেষ পর্যন্ত যে নিজেই প্রুফ সংশোধন করতে পেরেছি এজন্য বার বার মনে পড়ছে—সেই শ্লোক— "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
মূকং করোতি বাচালম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
পরমানন্দমাধবম্॥"
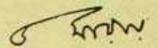
অলমতিবিস্তরেণ।

পদামৃত সমুদ্র

১

*শ্রীযুতং জগদানন্দ[1]-বিধুং বন্দে মহাপ্রভুম্।
তং চৈতন্যতত্ত্বং মূর্দ্ধা রাধিকা-কৃষ্ণ-বিগ্রহম্॥ ১॥
দয়োদ্ধৃতজগজ্জনঃ স্ফুরদমন্দগৌরদ্যুতিঃ
স্ব[2]-ভক্তনয়নোৎসবঃ প্রবরভক্তিদাতা প্রভুঃ।
কলৌ কলিতবিগ্রহো হৃদয়কৃষ্ণভাবান্বিতঃ
সনাতনতত্ত্বর্মুদা জয়তি কোঽপি লোকাশ্রয়ঃ॥ ২॥
পঙ্গুর্ষতি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্খো বেদার্থবিদ্ ভবেৎ।
কৃপালেশেন যস্যাহং বন্দে তং গুরুমীশ্বরম্॥ ৩॥
বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কম্।
গীতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎকৃপাশয়া॥ ৪॥
গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকৃষ্ণাখ্যং সর্বসিদ্ধিদম্।
প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেঽহং করুণার্ণবম্॥ ৫॥

টীকা—শ্রীযুত জগদানন্দবিধু মহাপ্রভু যিনি চৈতন্যতত্ত্ব ও রাধিকাকৃষ্ণবিগ্রহ—তাঁহাকে প্রণাম করি। ১॥

যিনি করুণাবশত জগজ্জনকে উদ্ধার করিয়াছেন, যাঁহার গৌরদ্যুতি উজ্জল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি স্বীয় ভক্তগণের নয়নানন্দস্বরূপ, যিনি প্রেমভক্তি দাতা, যিনি কলিযুগে দেহধারণ করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় কৃষ্ণভাবান্বিত এবং যিনি সনাতনতত্ত্ব সেই লোকাশ্রয় কোনো একজন জয়লাভ করুন॥ ২॥

যাঁহার কৃপালেশ লাভ করিয়া পঙ্গু ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে, মূর্খ বেদার্থবিদ হয় সেই ঈশ্বরস্বরূপ গুরুকে আমি বন্দনা করি॥ ৩॥

যাঁহার কৃপালেশের আশায় গীত-রূপ বেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই চৈতন্যদাতা গুরু জগদানন্দকে বন্দনা করি। ৪।

সর্বসিদ্ধিদ করুণার্ণব প্রসাদপদসংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণাখ্য গুরুর প্রকাশককে আমি বন্দনা করি। ৫।

রাধামোহন প্রথম শ্লোকে আপন ইষ্টদেবতাগণকে স্মরণ করিতেছেন। মহাভাবানুসারিণী টীকায় তিনি শ্লোকটির তিনটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন—প্রথম ব্যাখ্যা শ্রীগুরুপক্ষে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যপক্ষে ও তৃতীয় ব্যাখ্যা শ্রীসচ্চিদানন্দপক্ষে। তৃতীয় ব্যাখ্যার পরে তিনি আর একটি ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভেদ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গুরুপক্ষে—জগতের আনন্দদায়ক যেমন চন্দ্র শ্রীযুত জগদানন্দও সেইরূপ জগতের আনন্দদায়ক। চন্দ্র যেরূপ অন্ধকার নাশ করিবার জন্য জ্যোৎস্না দান করে গুরু জগদানন্দও সেইরূপ অজ্ঞান নাশ করিয়া ভক্তির অমৃত দান করেন। ভবসাগর হইতে নিস্তার করিয়া তিনি প্রেমভক্তি দান করিতে সমর্থ তাই তিনি মহাপ্রভু। (ভবসাগর হইতে নিস্তারের অর্থ মুক্তিলাভ। প্রেমভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। তাই "নিস্তারপূর্বক' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে)। তিনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্বরূপ পরম চৈতন্যকে দান করিয়াছেন এবং রাধাকৃষ্ণকে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া শিষ্যগণকেও গ্রহন করাইয়াছেন। তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি।

চৈতন্যপক্ষে—নানা শক্তিবিশিষ্ট (শ্রীযুত), প্রেম-দানাদিদ্বারা জগতের আনন্দবিধানকারী (জগদানন্দ), সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (রাধিকাকৃষ্ণবিগ্রহ), অতি প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা (চৈতন্যতত্ত্ব), কলিযুগপাবনাবতারকে (মহাপ্রভুকে) কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি।

---

* খ-পুথির প্রারম্ভে আছে 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তাম্। শ্রীশ্রীগুরুর্জয়তি।' এবং প্রথম শ্লোকের পর আছে—"বন্দে ইতি সর্বত্র যোজ্যম্।"

১ জগদানন্দং—বহ।

২ সভক্ত—ক-পুথি

শ্রীকৃষ্ণপক্ষে—রাধাকৃষ্ণের আনন্দরসপরিণত শ্রীমূর্তিকে (রাধিকাকৃষ্ণবিগ্রহ), সর্বলক্ষ্মী-মহিষী ইত্যাদির প্রকাশক হ্লাদিনীর সারশক্তিযুক্তকে (শ্রীযুত), সর্বাবতার ইত্যাদির প্রকাশক সৎ ও চিৎ শক্তিযুক্তকে (চৈতন্যতনু), জগতের ও ভক্তগণের আনন্দবিধানকারী (জগদানন্দবিধু) মহান্ প্রভুকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি।

অথবা—অসমোর্দ্ধসৌন্দর্য-মাধুর্য-লাবণ্যাদিযুক্তকে (শ্রী-যুত), জগতের আনন্দচন্দ্রকে (জগদানন্দ), প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিশালী ও মহান সত্তাকে (মহাপ্রভু), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যাঁহার তনু এমন ঈশ্বরমূর্তিকে (চৈতন্যতনু) অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি।

মন্তব্য—এস্থলে গুরুপক্ষে ব্যাখ্যা সর্বাগ্রে দেওয়া হইয়াছে। কারণ ভগবৎসত্তার সহিত গুরুসত্তার অভেদ আছে। আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ", "আচার্যচৈত্ত্যবপুষা"—ইত্যাদি ভাগবতোক্ত শ্লোক তাহার প্রমাণ।

শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং[১] ভুবি সর্বতঃ।
তৎপুত্রাণাঞ্চ সর্বেষাং পাদপদ্মমহর্নিশম্ ॥ ৬ ॥
শ্রীনিবাসাচার্যবরং সভক্তং সনরোত্তমম্।
সরামচন্দ্রগোবিন্দকবীন্দ্রমহমাশ্রয়ে ॥ ৭ ॥
রূপসনাতনৌ বন্দে ভট্টযুগ্মং পুনঃ পুনঃ।
শ্রীজীবং রঘুনাথঞ্চ সর্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীচৈতন্যমহং[২] বন্দে সাবধূতং প্রভুং বরম্।
সাদ্বৈতং করুণাসিন্ধুং সগণং সস্বরূপকম্ ॥ ৯ ॥
শ্রীরাধাং কৃষ্ণচন্দ্রঞ্চ ললিতাদিসখীগণম্।
বৃন্দাদেবীঞ্চ তৎস্থানং বন্দে তৎস্থানবাসিনম্ ॥ ১০ ॥

টীকা—জগতে সর্বখ্যাত শ্রীগোবিন্দগতিকে বন্দনা করি। তাঁহার সকল পুত্রগণের পাদপদ্ম বন্দনা করি। ভক্তগণ ও নরোত্তমের সঙ্গে আচার্যবর শ্রীনিবাসের এবং রামচন্দ্রের সহিত গোবিন্দ কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করি। ভট্ট-যুগলকে, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে এবং সর্বাভীষ্টপ্রদায়ক শ্রীজীব ও রঘুনাথকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। অবধূত-নিত্যানন্দসমেত বরপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে—অদ্বৈতসমেত স্বরূপ-সমেত ও গণসমেত, সেই করুণাসিন্ধুকে বন্দনা করি। বন্দনা করি শ্রীরাধাকে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে, ললিতাদিসখীগণকে, বৃন্দাদেবীকে, বৃন্দাবনকে এবং বৃন্দাবনস্থ সকল প্রাণীকে।

(গোবিন্দ গতি বা গতি গোবিন্দ শ্রীনিবাসাচার্যের পুত্র। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও পৌত্র জগদানন্দ। রাধামোহন জগদানন্দের পুত্র ও শিষ্য দুইই। রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীনিবাসের দুই নয়নতুল্য ছিলেন।

ভট্টযুগ্ম অর্থাৎ গোপালভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস পূর্বোক্ত ভট্টযুগলের সহিত বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী নামে খ্যাত।)

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ[৩]।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো[৪] রামানন্দশ্চ নন্দদঃ ॥ ১১ ॥
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোঽন্যসিদ্ধকৃষ্ণকবীনকঃ[৫]।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥ ১২ ॥
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্।
যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৩ ॥

টীকা—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবীশ্বর জয়দেব, প্রেমযুক্ত লীলাশুক, আনন্দদাতা রামানন্দ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এবং অন্যান্য কৃষ্ণভক্ত কবিগণ—যাঁহারা পৃথিবীতে সুধন্য, সিদ্ধরূপী এবং বিজ্ঞবর—সেই সপ্তবারিধিতুল্য যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেই সর্বসিদ্ধি লাভ করা যায়, তাঁহাদিগকে বন্দনা করি।

---

১ বেদিতং—ক-পুথি।
২ প্রভু—মূল পুথি।

৩ জয়দেবকবীশ্বরঃ—বহ।
৪ লীলা-শুক-প্রেমযুক্তো—খ-পুথি।
৫ অন্য : সিদ্ধকৃষ্ণ : কবীনক :—মূল পুথি।
অন্য : সিদ্ধকৃষ্ণকবীন্দ্রক :—খ-পুথি।

বিদ্যাপতি—মৈথিল বিদ্যাপতি।
চণ্ডীদাস—পদাবলীর চণ্ডীদাস।
লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল।
রামানন্দ—রায় রামানন্দ—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও মাধবেন্দ্র পুরীর প্রশিষ্য।
গোবিন্দকবীন্দ্র—গোবিন্দ কবিরাজ।

সর্বাভীষ্টপ্রদাতৄংশ্চ সর্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ।
সর্বভাগবতান্ বন্দে দন্তে তৃণধরো হ্যহম্[1] ॥ ১৪ ॥
আচার্যপ্রভুবংশাংশ্চ বন্দতে তৎকুলোদ্ভবঃ।
কোঽপি দুষ্টঃ পরীবারাংস্তদেকগতমানসান্ ॥ ১৫ ॥
কাহং ধূলিসমঃ কেদং স্পর্শনং রসবারিধেঃ।
কিংতু সম্ভাব্যতে তত্র মহদাজ্ঞা বরং বলম্ ॥ ১৬ ॥
আলোক্য গীতশাস্ত্রাণি সদ্ভক্তানাং[2] কৃতানি তু।
সংগৃহ্যন্তে সুগীতানি কীর্তনক্রমানুসারতঃ ॥ ১৭ ॥
পূর্বোক্ত[3]-গীতকর্তৄণাং কদাচিদ্গানপোষকম্।
ন লভ্যতে যত্র গীতং বিচিন্ত্য হৃদি তৎপদম্ ॥ ১৮ ॥
দাস্যামি রচনং কৃত্বা তত্র তেষাং কৃপাবলৈঃ।
ক্ষমধ্বমপরাধং মে শ্রোতারোঽদোষদর্শিনঃ ॥ ১৯ ॥
মৎকৃতানি চ শোধ্যানি গীতানি করুণার্ণবাঃ।
তদা ময়ি ভবেদ্ব্যক্তা যুষ্মাকং তু দয়ালুতা ॥ ২০ ॥
পদামৃতসমুদ্রাখ্যঃ সদ্ভক্তগীতসংগ্রহঃ[4]।
শ্রোতৄণাং হৃদয়ানন্দং কুর্যাৎ তদনুভাবতঃ[5] ॥ ২১ ॥

টীকা—সকল অভীষ্ট বস্তুর প্রদাতা ও সকল সিদ্ধিবিধায়ী সকল ভক্তগণকে আমি দন্তে তৃণধারণ করিয়া বন্দনা করি। শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর বংশধরগণকে ও তাঁহাতে একান্তচিত্ত তাঁহার পরিবারগণকে তাঁহারই বংশোদ্ভূত কোন এক দুষ্ট ব্যক্তি (এ স্থলে রাধামোহন নিজেকে বিনয়বশত দুষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) বন্দনা করিতেছে।

কোথায় আমি ধূলির তুলনা, কোথায় বা সেই রস সমুদ্রের স্পর্শন! কিন্তু মহান্ জনের বরণীয় আজ্ঞা যে স্থলে আছে সেস্থলে তাহাও সম্ভব। সদ্ভক্তগণ রচিত গীত শাস্ত্রগুলি দেখিয়া কীর্তন অনুসারে এই সুন্দর গানগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত গীতকর্তাগণের গানপোষক গীত কোন কোন স্থলে পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহাদের ভাবগুলি হৃদয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া আমি তাঁহাদেরই কৃপাবলে পদ রচনা করিয়া দিতেছি। অদোষদর্শী শ্রোতৃগণ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমার রচিত পদগুলি করুণাসাগর তাঁহারা যদি শুধরাইয়া দেন তবেই আমার প্রতি তাঁহাদের দয়া সুব্যক্ত হইবে। সদ্ভক্ত গীত সংগ্রহের নামকরণ করিলাম পদামৃতসমুদ্র। ইহার ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রোতৃগণ আনন্দ লাভ করুন।

রাধামোহন বলিতেছেন—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গীতকর্তাগণের গীতগুলির কোন কোনটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় নাই। কোন কোন গীত পাওয়াও যায় না। কতকগুলির বা অর্ধেক নাই এবং কতকগুলিতে একটি পাদ নাই। এক্ষেত্রে তিনি সেই গানগুলির ভাববস্তু হৃদয়ে চিন্তা করিয়া পূরণ করিয়া দিতেছেন। যদিও ইহা একপ্রকার অপরাধ কিন্তু তিনি সহৃদয় ভক্তগণের কৃপা ভিক্ষাপূর্বক ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ—উদ্দেশ্য তাঁহাদেরই রসবোধ পরিতৃপ্ত করা। অবশ্য ইহাতে তাঁহার পদরচনায় অক্ষমতাবশত কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইবে—ইহার জন্য তিনি প্রার্থনা করিতেছেন যেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক সংশোধন করিয়া লন। তাহা ছাড়া 'ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা মাত্রেই জনগণের পাপনাশ করিয়া থাকে' এ কথা ভাগবতে আছে। তাই তিনি আত্মপবিত্রতার জন্য অসামর্থ্য সত্ত্বেও গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কেহ বলেন—যিনি পূর্বকৃত কবিগণের গীতে পাদমাত্র সংযোজন করিতেও অক্ষম, তিনি কিরূপে পদামৃতসমুদ্রে গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন—তবে তাঁহার বক্তব্য এই যে ভগবানের নাম গ্রহণে ও লীলাস্বাদনে সকলেরই যে অধিকার আছে, সেই অধিকারবশতই তিনি ভগবৎসম্বন্ধীয় পদরচনায়

১ অহং—ক-পুথি।
২ স্বভক্তানাং—খ-পুথি।
৩ পুরোক্ত—ক-পুথি।
৪ সদ্ভক্তগীতসংগ্রহঃ—ক-পুথি।
৫ -ভাবিতঃ—মূল পুথি।

প্রবৃত্ত হইয়াছেন—আত্মসম্বন্ধে কবিখ্যাতি লাভ করিবার জন্য নহে।

জনোঽয়মতিকাতরো হৃদয়দস্যুনা লুণ্ঠ্যতে
তথাপি বত ঘোষণাপ্রবরকর্ম কুর্বন্নহো।
নিগৃহ্য তদিমং কৃপাপ্রবর লোকসঙ্ঘৈঃ প্রভো
তথা[1] কুরু যথা ভবদ্‌ভজনসদ্মনি প্রাণিমি ॥ ২২ ॥
লবার্দ্ধমপি মানসং করুণ নৈব ভীতিং ভজেৎ
কথং ভবদুপাসনা ভবতু মন্দভাগ্যস্য মে।
তথা কুরু যথা ভবচ্চরণপদ্মসদ্বাসনা
ভবেদনিশমত্র হি স্বগণভাগ্যসিদ্ধেঃ প্রভো ॥ ২৩ ॥

টীকা—অতিকাতর এই ব্যক্তিকে (রাধামোহন স্বয়ং) হৃদয়দস্যু লুণ্ঠন করিতেছে (নানা বিষয়চক্রে ঘুরাইয়া পীড়ন করিতেছে)। তোমার ঘোষণা রূপ মহান কর্মে আমি নিযুক্ত। হায় (তবুও এইরূপ পীড়ন)! অতএব ইহাকে ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত নিগ্রহ করিয়া—হে কৃপাপ্রবর, হে প্রভু, এমন কিছু কর যাহাতে আমি তোমার ভজনা করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারি।

হে করুণ, আমার মন লেশমাত্র ভীত নহে (পরিণাম স্মরণ করিয়াও)। মন্দভাগ্য আমি কিরূপে তোমার উপাসনা করিব! অতএব হে প্রভু, এমন কিছু কর যাহাতে তোমার স্বগণমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবার মতন ভাগ্যলাভ করিবার উপযোগী তোমারই চরণপদ্মের চিন্তার বাসনা দিবারাত্র হইতে পারে।

রাধামোহন বলিতেছেন যে মানস দোষে দুষ্ট তিনি শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণকে আটটি শ্লোকের দ্বারা ("জনোঽয়মতিকাতর" ইত্যাদি ২২ সংখ্যক শ্লোক হইতে "দয়া তব সুবিশ্রুতা" ইত্যাদি ২৯সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত) আপনার উদ্ধার ও প্রেমসেবা প্রাপ্তিকে মুখ্য এবং আরব্ধ গ্রন্থসংকলনের সমাপ্তিকে আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফলরূপে প্রার্থনা করিতেছেন।

এস্থলে তিনি মনকে দস্যুর সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং 'অয়ম' শব্দের দ্বারা 'অহম্' বা 'আমি'-কে বুঝাইতেছেন। প্রত্যক্ষভাবে 'আমি' না বলিয়া 'এই' বলিবার কারণ শিষ্টাচারঘটিত দৈন্যবোধ।

২৩ সংখ্যক শ্লোকে 'করুণ' সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে যদি কেহ (শ্রীগুরু বা শ্রীকৃষ্ণ) বলেন যে তুমি এরূপ জ্ঞানবান হইয়া নীতিশিক্ষাবলে হৃদয়দস্যুকে কেন নিবারিত করিতেছ না তবে ইহাই বলি যে আমি অসমর্থ। অতএব তুমি করুণা কর। তাই তোমাকে 'করুণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি।

অমন্দগরলাধিকং বিষয়পুঞ্জমত্যাশয়া
সুখং বত ভবিষ্যতীত্যনিশমত্র যন্মানসম্।
ক্ষণং তব পদাম্বুজং স্মরতি নৈব পাপাশয়ং
তথা কুরু জগদ্‌গুরো চরণপদ্মলুব্ধং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
অগণ্যবরপাপিনামতিগরিষ্ঠপাপাত্মনঃ
কুকর্মভবদোষতঃ শমনদণ্ডপাত্রস্য মে।
ত্বমেব করুণার্ণবঃ শরণমত্র সংসারিণঃ
প্রকৃষ্টকরুণাং প্রভো বিতর যাদবেন্দ্রপ্রিয় ॥ ২৫ ॥

টীকা—সুখ নিশ্চিতই হইবে—এই আশায় দিবারাত্র আমার মন তীব্র গরল হইতেও ভয়ঙ্কর বিষয়সমূহ ভোগ করে, এই পাপাশয় মন ক্ষণমাত্রও তোমার পদকমল স্মরণ করে না। হে জগদ্‌গুরু, তাই বলিতেছি—এমন কর যেন সে তোমার চরণপদ্ম স্মরণ করিতে লুব্ধ হয়।

অগণ্য মহাপাপীদের মধ্যে পাপাত্মা আমি সর্বাধিক মহাপাপী। কুকর্ম করিয়া অনেক দোষের ভাগী আমি মৃত্যু দ্বারা দণ্ডনীয়। করুণাসাগর তুমিই এস্থলে সংসারী জনের শরণ। হে প্রভু, হে যাদবেন্দ্রপ্রিয়, তুমি প্রকৃষ্ট করুণা বিতরণ কর।

রাধামোহন বলিতেছেন—যদি বল—সর্বদা আমার (শ্রীগুরু বা শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করিয়া অহিতকর বিষয়-বাসনা হইতে মনকে নিবৃত্ত করা তোমার তো সাধ্যের মধ্যে, অতএব তাহা কর নাই কেন? তবে বলি—তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে কারণ বিষয়গরল পান করিয়া চিত্ত আমার বিপথগামী। তাই, সুখ হইবে—এই ভাবিয়া অতি তীব্র বিষ অপেক্ষাও তীব্রতর অহিতকর

[1] প্রভো তথা—খ পুথি (এই পাঠে ছন্দোদোষ প্রসঙ্গ)।

বিষয়পুঞ্জ অতি আনন্দে পান করিতেছি। তুমি জগদ্গুরু তাই তুমি সকলেরই নিয়ন্তা—অতএব আমাকেও তুমিই নিয়ন্ত্রিত কর অর্থাৎ বিষয়-বিষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত কর।

যদি বল—কলিযুগে মানসপাপে দোষ নাই, অতএব অনুশোচনা করিবার কোন কারণ নাই। তবে বলি আমি কেবলমাত্র মানসপাপী নহি—পরন্তু পাতককার্যকারী পাতকীও বটে।

বিশেষ টীকা—বৈষ্ণবগণ অহিত কর্মকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—পাপ ও অপরাধ।

স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে কথিত চৌর্যাদি কার্য পাপ। ইহা প্রধানত নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, জাতিভ্রংশকর, মলাবহ ও প্রকীর্ণ। এইগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—চৌর্য, প্রাণিহত্যা, পরস্ত্রীগমন, অসৎ প্রলাপ, অপ্রিয়ভাষণ, খলতা, মিথ্যা, লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, সুরাপান, অভক্ষ্যভক্ষণ ইত্যাদি।

এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান স্মৃতিশাস্ত্রে আছে এবং প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের মূলীভূত কারণ অবিদ্যার বিনাশ না হইলেও কৃতপাপের প্রাক্তনিকত্ব ফলের নাশ ঘটিয়া থাকে। পাপের ফল দেহে ও মনে রোগ-শোকাদি দ্বারা দৃষ্ট হয়।

অপরাধ কিন্তু গুরুতর। ভক্তি শাস্ত্রে আছে—অপরাধ চারিপ্রকার—সেবাপরাধ, নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ এবং ভগবদপরাধ।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে অনাত্ম বস্তু সম্বন্ধে অহিত কর্ম পাপ ও আত্মবস্তু সম্বন্ধে অহিত কর্ম অপরাধ। এস্থলে রাধমোহন অনাত্মবস্তু-সম্বন্ধীয় পাপ বা পাতকের কথা বলিতেছেন।

> প্রসীদ ময়ি পামরে কুজনমূঢ়পাপাশয়ে
> সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ করুণ কর্ণধার প্রভো।
> সদৈব পতিতং নিজপ্রবরদোষসংঘৈরমুং
> জনং প্রিয় জনার্দন শ্রিতপদাজনাবং[1] তব ॥ ২৬ ॥

> সুদুষ্টমপি[2] মাং জনং সুখয় ভক্তিসৌখ্যৈঃ পরং
> স্বকর্মভবদোষতস্তৃষিতমত্র দুর্বাসনম্।
> তবে ভবদুপাসনা-ভবন-ভাগ্য[3]-দানাৎ প্রভো
> বদান্যবর সদ্গতে ব্রজবিনোদ ভক্তপ্রিয়[4] ॥ ২৭ ॥

টীকা—কুজন, মূঢ়, পাপাশয় ও পামর আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে করুণাময়, হে কর্ণধার, হে প্রভু, হে প্রিয় জনার্দন, এই ভবসাগর হইতে নিজের প্রবল দোষসমূহের দ্বারা পতিত ও তোমার পদকমলরূপতরণীতে আশ্রিত এই ব্যক্তিকে সম্যকরূপে উদ্ধার কর।

অতিশয় দুষ্ট ও ভক্তিদরিদ্র আমাকে ভক্তিসুখ দান কর। নিজের কর্মদোষ হইতে জাত এই সংসারে আমি তৃষ্ণাযুক্ত ও দুর্বাসনাযুক্ত। হে প্রভু, হে বদান্যবর, হে সদ্গতি, হে ব্রজবিনোদ, হে ভক্তিপ্রিয়! সংসারে তোমার উপাসনা করিবার মত ভাগ্যদান কর।

> প্রভো ন হি তবোজ্জ্বলপ্রথিতবর্ত্মসীমামহং
> কদাপ্যগমমুৎপথপ্রগতিশীলপাটচ্চরঃ।
> ন মৎসদৃশমন্তুকৃৎ কুমতিরস্তি দেবাবণা-
> বমুং কুরু জনং কৃপাপ্রবলপাশসংযাবৃতম্[5] ॥ ২৮
> দয়া তব সুবিশ্রুতা পতিতসঙ্ঘনিস্তারিণী
> জড়াচিৎচিদয়প্রকরমুখ্যসংক্ষোভিনী।
> অতঃ প্রপতিতে ময়ি প্রবরদোষমূঢ়ে জনে
> দয়াং কুরু যথা প্রভো চরণপদ্মভক্তির্ভবেৎ ॥ ২৯

টীকা—হে প্রভু, তোমার উজ্জ্বল প্রেমরসের পথের সীমাতেও আমি গমন করি নাই। উৎপথে ধাবনশীল আমি পাটচ্চর (বাটপাড়) মাত্র। হে দেব, আমার মতন অপরাধকারী কুমতি পৃথিবীতে নাই। তোমার প্রবলকৃপারূপরজ্জুসমূহ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বাঁধিয়া ফেল।

পতিতসংঘের ত্রাণকারিণী তোমার দয়া সম্যকরূপে বিশ্রুত। মায়াব্যাপ্ত চিদ্ হইতে উৎপন্ন কামক্রোধাদির

---

১ জনাদিনাশ্রিতং—বহ।

২ দুর্বৃত্তম্—বহ।

৩ -যোগ্য- —ক-পুথি।

৪ ব্রজবিনোদভক্তপ্রিয়—বহ।

৫ কৃপাপ্রবল পাশসংযাবৃতম্—বহ।

দ্বারা আমার চিত্তকে শোধন করিবার শক্তি তোমার দয়ারই আছে। অতএব হে প্রভু, প্রকটদোষে মূঢ় ও সম্যকরূপে পতিত আমাকে দয়া কর—যেন চরণপদ্মে ভক্তি হয়।

ইদং হৃদয়বর্ত্তনপ্রথিতমেব[১] পদ্যাষ্টকং
গুরোশ্চরণমাধুরীস্মরণৈকক্রিয়ো[২] যঃ পঠেৎ।
স তস্য করুণার্ণবঃ কৃপণবৎসলো যৎ প্রভুঃ
করোতি করুণাং বরাং কলিকৃতাপরাধস্য হি। ৩০

টীকা—এই আটটি পদ্য হৃদয়ের গতি বুঝাইয়া দিতেছে। কলিযুগের অপরাধ করিয়াছে এমন ব্যক্তিও যদি গুরুর চরণমাধুরীস্মরণে একনিষ্ঠ হইয়া এই পদ্যাষ্টক পাঠ করে তবে তাহাকে করুণাসাগর দীনবৎসল প্রভু পরমা কৃপা করিয়া থাকেন।

২

মালবরাগেণ[৩] রূপকতালেন[৪] চ গীয়তে।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর—জয় জগদীশ হরে। ১

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ—জয় জগদীশ হরে। ২

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ—জয় জগদীশ হরে। ৩

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ—জয় জগদীশ হরে। ৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ—জয় জগদীশ হরে। ৫।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ—জয় জগদীশ হরে। ৬।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরঘুপতিরূপ—জয় জগদীশ হরে। ৭।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ—জয় জগদীশ হরে। ৮।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধ[৫]শরীর—জয় জগদীশ হরে। ৯।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর—জয় জগদীশ হরে। ১০।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ—জয় জগদীশ হরে। ১১।

টীকা—হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি মীনরূপ ধারণ করিয়া নৌকার ন্যায় অক্লেশে প্রলয়-সমুদ্রজলে মগ্ন বেদকে ধারণ করিয়াছিলে। ১

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি কচ্ছপরূপ ধারণ করিয়া তোমার অতি বিপুল পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে রাখিয়াছিলে। ধরণী ধারণ করিয়াছিলে বলিয়া তোমার পৃষ্ঠদেশ শুষ্ক ব্রণচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া গৌরবযুক্ত হইয়াছিল। ২

১ প্রথিতম্—ক-পুথি। ২ স্মরণবিধিয়ো—খ।

৩ মালব রাগের লক্ষণ খ-পুথিতে আছে—
"নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রবিম্বঃ শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ।
সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মালবরাগরাজঃ॥"

৪ রূপকতালের লক্ষণ আছে—
"বিরামান্তঃ দ্রুতঃ দ্বন্দ্বং রূপঃ স্যাৎ বিলক্ষণম্।"

৫ বৌদ্ধ—খ-পুথি।

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি শূকররূপ ধারণ করিয়া তোমার দশনাগ্রে ধরণীকে রক্ষা করিয়াছিলে। সেই সময় তাহাকে চন্দ্রের কলঙ্কচিহ্নের মতন দেখাইতেছিল। ৩

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়া তোমার করপদ্মের আশ্চর্য নখশৃঙ্গের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভ্রমরকে বিদীর্ণ করিয়াছিলে। ৪

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি অদ্ভুত বামনরূপ ধারণ করিয়া বিক্রমণের দ্বারা বলিকে ছলনা করিয়াছিলে। তোমার চরণের নখ হইতে নিসৃত জলে জনগণকে পবিত্র করিয়াছ। ৫

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়রুধিরময় জলে জগৎকে স্নান করাইয়া পাপ ও ভবতাপ দূর করিয়াছ। ৬

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে দিক্‌পতিগণের কাম্য রাবণের মস্তকগুলি দিকে দিকে রমণীয় উপহার রূপে দিয়াছিলে। ৭

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তুমি হলধর রূপে অবতীর্ণ হইয়া শুভ্র দেহে মেঘের ন্যায় বসন ধারণ করিয়াছিলে। তোমার হলের আঘাতের ভয়ে সঙ্কুচিত যমুনার ন্যায় সেই বসনের শোভা ছিল। ৮

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া পশুহত্যা দেখিয়া সদয় হৃদয়ে যজ্ঞবিধায়ক শ্রুতিবাক্যের নিন্দা করিয়াছিলে। ৯

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধূমকেতুর ন্যায় ভয়ঙ্কর তরবারি ধারণ করিয়াছিলে। ১০

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমার জয়, তুমি দশবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিলে। জয়দেবকবিকৃত এই দশাবতার-স্তুতি শ্রবণ কর—ইহা উদার, শুভদ, সুখদ ও ভবসার।

৩

কেদাররাগমঠকতালাভ্যাং[১] গীয়তে।

শ্রীরত্নসেবিত-
পুষ্পবিনির্মিত-
নির্মলবনমালাপরিমণ্ডিত!
মন্দতরস্মিত-
কান্তিকরম্বিত-
বদনাম্বুজনববিভ্রমপণ্ডিত!
জয় জয় মরকতকন্দলসুন্দর!
বরচামীকর-
পীতাম্বরধর!
বৃন্দাবনজনবৃন্দপুরন্দর! ॥ ধ্রু ॥
নবগুঞ্জাফল-
রাজিভিরুজ্জ্বল!
কেকি[২]শিখণ্ডকশেখরমঞ্জুল!
গুণবর্গাতুল-
গোপবধূকুল-
চিত্তশিলীমুখপুষ্পিতবঞ্জুল!
কলমুরলীকল[৩]-
পূরবিচক্ষণ!
পশুপালাধিপহৃদয়ানন্দন!
গিরিশসনাতন-
সনকসনন্দন-
নারদকমলাসনকৃতবন্দন!

---

১ কেদারমঠকতালৌ—খ-পুথি।

২ কেলি—ক-পুথি।

৩ কলমুরলীকুল—খ-পুথি।

এই পদ হইতে খ-পুথির আরম্ভ

খ-পুথি, গ-পুথি, ঘ-পুথিতে টীকারূপে আছে যে "এতৎ পদং শ্রীরাস-বিহারে বর্ণিতম্।" এই পদ ও পরবর্তী পদ সম্বন্ধে আছে—"পীতাম্বরাঃ পদদ্বয়ম্।"

কেদাররাগ সম্বন্ধে ঘ-পুথিতে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—

"স্ত্রিয়াবিরহসন্তাপতপ্তোঽথিতো হুংকারকৃতিঃ।
কেদাররাগঃ শ্যামোঽয়ং যুবা সর্বাঙ্গসুন্দরঃ॥"

টীকা—স্বরভি পুষ্প দ্বারা অতি নিপুণভাবে রচিত নির্মল বনমালায় ভূষিত তুমি!

মৃদু স্মিত হাস্য ও লাবণ্যে সুন্দর বদন-কমলের নব নব বিভ্রমে তুমি পণ্ডিত!

তোমার জয়—তোমার জয়। তুমি মরকত কন্দলের ন্যায় সুন্দর। শ্রেষ্ঠ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ পীতবসন তুমি ধারণ করিয়াছ। তুমি বৃন্দাবনজনসমূহের পালক ইন্দ্রসদৃশ।

নবগুঞ্জাফলরাজিতে তুমি উজ্জ্বল। ময়ূরপুচ্ছচূড়ায় তুমি সুন্দর। অতুল-গুণ-সমন্বিত গোপবধূগণের চিত্তরূপ ভ্রমরের পুষ্পময় অশোকতরু তুমি।

মধুর ও অস্ফুট মুরলীধ্বনি করণে তুমি নিপুণ। তুমি পশুপালকগণের অধীশ্বরের হৃদয়ের আনন্দদাতা।

গিরিশ, সনাতন, সনক, সনন্দন, নারদ ও কমলাসন ব্রহ্মা দ্বারা বন্দিত তুমি!

বিশেষ টীকা—মন্দতরস্মিত ইত্যাদি—স্ফারিত অধরোষ্ঠের প্রান্তভাগে লগ্ন যে হাস্যে দন্ত লক্ষিত হয় না তাহাই স্মিতহাস্য। অতি বিদগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের এই স্মিতহাস্য আরো সূক্ষ্ম ও সুকুমার। তাহার সৌন্দর্য মুখপদ্মের সৌন্দর্যকে বর্ধিত করিয়াছে। তাহার দ্বারা তিনি নবীনা রমণীগণের বিভ্রম বিষয়ে বিশেষ রূপে অভিজ্ঞ হইয়াছেন।

অথবা তাঁহার মত মুখপদ্মের ভঙ্গিমা প্রকাশ করা অন্য কোন বিদগ্ধের পক্ষে অসাধ্য।

৪

ভৈরবরাগ[১]প্রতিমণ্ঠকতালৌ।

অপঘনঘটিতসুস্বর্ণঘনসার!

পিঞ্ছখচিতকুঞ্চিতকচভার!

জয় জয় বল্লবরাজকুমার!

রাধাবক্ষসি হরিমণিহার! ॥ ধ্রু ॥

রাধাধৃতিহরমুরলীতার[২]!

নয়নাঞ্চলকৃতমদনবিকার।

রসরঞ্জিত রাধাপরিবার!

কলিতসনাতনচিত্তবিহার!

টীকা—অঙ্গে তোমার কুঙ্কুমকর্পূরের অবলেপন, কুঞ্চিত কেশ তোমার ময়ূরপুচ্ছে শোভিত। হে গোপরাজনন্দন—তোমার জয়—তোমারই জয়। তুমি রাধাবক্ষে ইন্দ্রনীলমণি হারের তুলনা।

তুমি মুরলীতানে রাধার ধৈর্য হরণ করিয়াছ। তোমার অপাঙ্গ ভঙ্গিতে তাহার প্রেমবিকার। তুমি রাধিকা-যূথকে প্রেমরাগে রঞ্জিত করিয়াছ। তুমি সনাতনের চিত্তে চিরকাল বিহার করিতেছ।

৫

ভৈরবীরাগ[৩]-জয়মঙ্গলতালাভ্যাং গীয়তে।

দামোদররতিবর্দ্ধনবেশে!

হরিনিষ্কুটবৃন্দাবিপিনেশে![৪]

রাধে জয় জয়[৫] মাধবদয়িতে।

গোকুলতরুণীমণ্ডলময়ি তে![৬] ॥ ধ্রু ॥

---

১ ভৈরবী রাগ প্রতিমণ্ঠকতালৌ (ক, গ-পুথি)।
খ-পুথিতে ভৈরবরাগের লক্ষণ আছে—তল্লক্ষণঃ
—গঙ্গাধারী ত্রিকপালমালা বিভূষিতো ভস্মবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
দিগম্বরস্তাণ্ডবপণ্ডিতোঽয়ং গৌরীপতি-ভৈরব-নামধেয়ঃ।

২ রাধাধৃতিহরমুরলিনিতার—ক-পুথি।

৩ ভৈরবীলক্ষণ—
"তল্লক্ষণং যথা সঙ্গীতচিন্তামণৌ
সরোবরান্তিকস্ফটিকস্য মণ্ডপে সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চয়ন্তী।
তানপ্রয়োগপ্রতিবদ্ধগীতিগৌরীতনুর্নারদ-ভৈরবীয়ম্॥"—খ-পুথি।

৪ হরিমণিখুটবৃন্দাবিপিনেশে—খ-পুথি।

৫ জয় জয় রাধে—খ-পুথি।

৬ গোকুলতরুণীমণ্ডলমহি তে—খ-পুথি। এই পাঠটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল।
মূল পুথি, ক-পুথি, ঘ ও খ-পুথির পাঠ—
"গোকুলতরুণীমণ্ডলমোহিতে।"

বৃষভানূদধিনবশশিলেখে।
ললিতাসখি[১] গুণ-[২]রমিতবিশাখে!
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে![৩]
সনকসনাতনবর্ণিতচরিতে!

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবর্ধনকারিবেশধারিণী তুমি। শ্রীকৃষ্ণের গৃহসন্নিকটে স্থিত বৃন্দাবনের ঈশ্বরী তুমি। রাধা—জয় তোমারি জয়—তুমি মাধবের দয়িতা, গোকুলের তরুণীকুল-পূজিতা তুমি!

যেমন নবশশিলেখা সমুদ্রের, তেমনি তুমিও জনক বৃষভানুর আনন্দবর্ধিনী। ললিতা তোমার সখী। ললিত সখিজনোচিত গুণে তুমি বিশাখা সখীকে আনন্দ দিয়াছ। হে করুণাময়ি, তুমি আমায় করুণা কর। সনক সনাতন তোমার চরিত বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশেষ টীকা—রাধামোহন বলিতেছেন যে রাধা শ্রীকৃষ্ণের সর্বসুখদায়িনী, সর্বশক্তির মধ্যে বরীয়সী হ্লাদিনী শক্তি। রাধাতে সব কিছু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তাই সনাতন গোস্বামী সমস্ত অমঙ্গলধ্বংসকারী রাধাবিষয়ক এই গীতটি পুনরায় (শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগীত গাহিবার পরেও) গাহিতেছেন।

রাধামোহন ঠাকুর "ললিতাসখীগুণরমিত বিশাখে" পংক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দুইটি অর্থ দিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় "ললিতাসখি গুণরমিতবিশাখে"—এইরূপ একটি পাঠ না ধরিলে প্রথম অর্থটি হয় না।

৬

মন্দাররাগ-কন্দর্পতালৌ[৪]।

নিন্দিতশশধরনিরুপমনখরং
হৃদগততিমিরবিনাশকশিখরম্।
বন্দে রাধামাধবচরণং
ভক্তজনানাং কেবলশরণম্॥ ধ্রু॥
পরমানন্দকমতিশয়ললিতং
ব্রজযুবতীকুললোভকচরিতম্।
অহমতি পামরঃ[৫] পাপবিশিষ্টো[৬]
রাধামোহনসংজ্ঞকদুষ্টঃ।

টীকা—যাঁহাদের চরণের তুলনাহীন নখরসৌন্দর্য চন্দ্রকেও নিন্দিত করিয়াছে, হৃদয়স্থিত অন্ধকারের বিনাশকারী উদয়শিখর সদৃশ যাহা ভক্তদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, রাধামাধবের সেই চরণ বন্দনা করি। পরম-আনন্দ-দানকারী এবং অতিশয় ললিত সেই যুগলচরণ ব্রজযুবতীগণের লোভের কারণ। আমি রাধামোহন নামক ব্যক্তি অতিশয় পামর ও পাপ-বিশিষ্ট।

মন্তব্য—রাধামোহন টীকায় "শিখর" শব্দের সাধারণ অর্থ "অগ্রভাগ" দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে অর্থের কোনো সুষ্ঠুতা হয় না। কোনো কিছুর "অগ্রভাগ" তিমির-বিনাশক হয় কি করিয়া? অতএব "শিখর"-শব্দের অর্থ উদয়শিখর ধরিয়া লইতে হইবে—তবে অর্থ সঙ্গতি হইতে পারে।

পাঠান্তর—

১ ললিতা ও সখী এই দুটি দীর্ঘস্বরান্ত শব্দের ব্যবহারে ছন্দঃপাত প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। অতএব হয় "ললিতাসখিগুণ"—ইত্যাদি অথবা "ললিতসখীগুণ"—ইত্যাদি হওয়া উচিত।

২ গণ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি

৩ করুণাভাবি-তে—খ-পুঁথি।
করুণাভরিতে—ক-পুঁথি। এই পাঠটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল।

৪ "শম্ভুদ্যুতিপলিতনিন্দিতশারদেন্দুঃ
কোঽপি নায়কমলং রুচিরং বসানঃ।
শান্তঃ প্রসন্নবদনঃ সুবিহারচারী
মল্লার এষ কথিতঃ পৃথুলস্বকর্ণঃ।"—ঘ-পুঁথি।
(মল্লাররাগ-কন্দর্পতালৌ—ঘ-পুঁথি)

৫ ঘ-পুঁথিতে "পামর" স্থলে "পরম" শব্দ ছন্দোদোষ প্রসঙ্গ বশত গ্রহণযোগ্য নয়।

৬ পাপবিনিষ্ঠঃ—ক-পুঁথি।

৭

গৌরীরাগৈক[১]-তালিতালাভ্যাং গীয়তে।

চম্পক-শোন-　　　কুসুম-কনকাচল
　　জিতল গৌরতনুলাবণি রে।
উন্নত গীম　　　সীম নাহি অনুভব
　　জগমনোমোহন ভঙনি[২] রে॥
জয় শচীনন্দন　　　ত্রিভুবনমণ্ডন[৩]
　　কলিযুগকালভুজগভয়খণ্ডন॥ ধ্রু॥
বিপুল-পুলক-কুল-　　　আকুল কলেবর
　　গরগর অন্তর প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনি　　　গদ গদ ভাষণি
　　কত[৪]মন্দাকিনী নয়ন[৫]-ঝরে॥
নিজ গুণে[৬] নাচত　　　নয়ন[৭] ঢুলায়ত[৮]
　　গায়ত[৯] কত কত[১০] ভকতহি মেলি।
যো[১১] রসে ভাসি　　　অবশ মহীমণ্ডল
　　গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি॥

ক্ষ—১৫।১, ভ—৮৮১ পৃঃ, তরু—৩,
কী—১৩৭ পৃঃ।

টীকা—গৌরাঙ্গের দেহের লাবণ্য চম্পক, শোণপুষ্প ও হেমগিরিকে পরাজিত করিয়াছে (গৌরবর্ণের আভা যাহা এখানে লাবণ্য রূপে কথিত হইয়াছে, তাহা শ্বেতাভ চম্পক, রক্তিমাভ শোণপুষ্প এবং স্বর্ণাভ হেমগিরির বর্ণের সংমিশ্রণেরও অধিক)।

উন্নত গ্রীবাভঙ্গির সৌন্দর্যের সীমা অনুভবে আসে না (এ স্থলে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য গতির সৌন্দর্য্য ব্যক্তিত হইয়াছে)।

তাঁহার গ্রীবাভঙ্গির শোভা জগতের সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে।

ত্রিভুবন শোভা স্বরূপ শচীনন্দনের জয় হউক। তিনি কলিযুগরূপ কৃষ্ণসর্পের ভয় খণ্ডন করিয়াছেন।

তাঁহার দেহ বিপুল রোমাঞ্চে আকুল এবং তাঁহার হৃদয় প্রেমে বিভোর।

তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন এবং গদগদস্বরে কথা কহিতেছেন। তাঁহার নয়নরূপ নির্ঝরে কত মন্দাকিনী ঝরিতেছে।

তিনি নিজের গুণে বা রসে (কেননা তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ) নাচিতেছেন এবং নয়ন ঢুলাইতেছেন। কত ভক্ত তাঁহার সহিত মিলিয়া গান গাহিতেছেন।

যে প্রেমরসে ভাসিয়া মহীমণ্ডল অবশ হইয়াছে গোবিন্দদাস তাহার স্পর্শমাত্রও পাইল না।

(শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ। তাঁহার গুণাদিও স্বরূপভূত। অতএব এস্থলে গুণ ও রস একার্থক। তবু রসশব্দ অধিক ব্যঞ্জনাময় বলিয়া 'রস' পাঠই অধিক গ্রহণযোগ্য।)

পাঠান্তর—

১ দাক্ষিণাত্য শ্রী—ক্ষ, বেলোয়ার—কী।
　"কান্তঃ মনোজকুচকুঙ্কুমনিপীড়িতাঙ্গঃ
　কামং নিবেশ্য হরিচন্দনলিপ্তপৃষ্ঠে।
　কল্পদ্রুমপুষ্পমপুণায়নপিষ্টকাদৈঃ
　সংকুলকণ্ঠবিরতঃ মধুমাসি গৌরী॥"
　　　　—ঘ—পুঁথি।
২ ভাঙনি—ক্ষ, কী, ঘ-পুঁথি।
৩ জয় শচীর নন্দন ত্রিভুবন আনন্দ মণ্ডন— ঘ-পুঁথি
　নন্দন—ক্ষ, কী, (শোভার কথা বলা হইতেছে, সুতরাং মূলোদ্ধৃত 'মণ্ডন' পাঠই ভালো।)
৪ কতহুঁ—ক-পুঁথি।
৫ নয়নে—ক্ষ।
৬ রসে—ক্ষ। তরু। (গুণ অপেক্ষা 'রস' পাঠে অর্থ ভালো হয়।)
৭ নয়ান—ঘ-পুঁথি।
৮ ঢুলাওত—ক্ষ।
৯ গাওত—ক্ষ।
১০ শত—ক-পুঁথি।
১১ ও—ছাপা বহি।
　তরুতে জয় শচীনন্দনের পর এবং ভয়খণ্ডনের পর "রে" যোগ করা আছে।

৮

মঙ্গলরাগ*—দশকোষীতালো।

জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল-নটন সুঠান।
কীর্তন-আনন্দ[১] শ্রীবাস রামানন্দ[২]
মুকুন্দ বাসু গুণ গান॥ ধ্রু॥
দ্রাং দ্রিমিকি দিমি[৩] মাদল বাজত
মঞ্জীর মধুর[৪] রসাল।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল
মীলল পদতলে[৫] তাল॥
কেহ[৬] দেই গোরা অঙ্গে[৭] সুগন্ধি চন্দন
কেহ[৮] দেই মালতী রসাল।[৯]
পিরিতি ফুলশরে মরম[১০] ভেদল
ভাব[১১] সহচরি ভাল[১২]॥
কেহ বোলে রে[১৩] গোরা জানকীবল্লভ
রাধা-[১৪] প্রিয় পাঁচবাণ।
নয়নানন্দের[১৫] মনে আন নাহি[১৬] জানে
আমার[১৭] গদাধরের প্রাণ॥

ক্ষ—৩০।১, সং—১।

টীকা—এই পদটি যে কোনো মহোৎসব উপলক্ষ্যে অধিবাসের পদরূপে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে গীত হইয়া থাকে। নয়নানন্দ গদাধর-পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবাদ আছে তিনি বাল্যকালে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবাস-রামানন্দ-মুকুন্দ-বাসু—ইঁহারা নিমাই পণ্ডিতের নবদ্বীপলীলার অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য কীর্তন করিতেন। এখানে যে রামানন্দের কথা বলা হইয়াছে তিনি রামানন্দ রায় নহেন, তিনি কুলীন গ্রামের রামানন্দ বসু।

মুকুন্দ হইতেছেন মুকুন্দ দত্ত, একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তন-গায়ক এবং প্রভুর সহাধ্যায়ী বাসুদেব দত্তের বড় ভাই।

বাসু শব্দে বাসুদেব ঘোষ ও বাসুদেব দত্ত—উভয়কেই বুঝাইতে পারে।

ভাব সহচরি ভাল—কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয় বিভোর হওয়া মাত্র সাত্ত্বিক ভাবের উদয়প্রকর্ষ ঘটে। এস্থলে সহচরি বা সহচরের সঙ্গ-রূপকে ভাবোদয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাঠান্তর—

* "বিলাসিনী চামরচালনেন
লক্কানিলোহলংকৃতহেমপীঠঃ।
গন্ধর্ববরাট্ কাঞ্চনকান্তিরাঢ্যঃ
শ্রীমানয়ং পঞ্চমনামধেয়ঃ।
অয়ং রাগঃ মঙ্গল ইতিখ্যাতঃ।"—ঘ-পুঁথি।
(কেদার—ক্ষ, কামোদ—সং)

১ কীর্তন-আনন্দে—ক্ষ, কীর্তনমণ্ডলে—সং, ক-পুঁথি।
২ রামানন্দে—ক্ষ, ক-পুঁথি।
৩ দাঁ দাঁ দিমি দিমি—ক-পুঁথি।
৪ মধুর মঞ্জীর—ক্ষ (মন্দিরা বাদ্য)।
মধুর মঞ্জিরা—সং (পদভূষণ বিশেষ)।
৫ পদতল—ক্ষ।
৬ কো—ক্ষ।
৭ গোরা অঙ্গে—ঘ-পুঁথির এই পাঠ ছন্দানুরোধে সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইল। "অঙ্গে" পাঠ—ক-গ, মূল পুঁথি ও বহ।
৮ কো—ক্ষ।
৯ মালতী মাল—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১০ মরমে—খ-পুঁথি।
১১ ভাবে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১২ ভাবে সহচর ভোর—ক্ষ, ভাবে সহচরি ভোর—সং।

---

১৩ কেহ বলে—ঘ-পুঁথি।
কোই কহত—ক্ষ, কেহ বলে—খ-পুঁথি।
১৪ রাধার—ক্ষ, সং, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি ঘ-পুঁথি।
১৫ নয়নানন্দ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৬ নাহিক—ক্ষ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১৭ আমারি—সং, ঘ-পুঁথি, হামারি—ঘ-পুঁথি
গোরা আমার—বহ।
তরুতে 'সুঠান' 'গান', 'রসাল', 'মালতীমাল', 'ভাবে সহচর ভোর', 'পাঁচবাণ' এবং 'গদাধরের প্রাণ' শব্দের পর 'রে' আছে।

জানকীবল্লভ—মুরারি গুপ্ত রামভক্ত ছিলেন এবং গৌরাঙ্গকে রামচন্দ্রের সহিত অভিন্ন দেখিতেন।

রাধাপ্রিয় পাঁচবাণ—বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

৯

মঙ্গলরাগ-দশকোশী তালৌ*।

শ্রীবাস-অঙ্গনে বিবিধ[১]-বন্ধনে
নাচত নিত্যানন্দ রায়[২]।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সভে[৩] দেখিবারে ধায়॥ ধ্রু॥
ভকত মণ্ডল গায়ত[৪] মঙ্গল
বাজত[৫] খোল করতাল।
তার[৬] মাঝে উনমত নিতাই নাচত
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়াল॥
[হেম স্তম্ভ জিনি বাহুর[৭] সুবলনি
সিংহ জিনিয়া[৮] কটিদেশ।
চন্দ্র আনন[৯] কমল লোচন[১০]
মদন-মোহন বেশ॥][১১]

গরজে পুন পুন [১২]লম্ফ ঘন ঘন
মল্ল-বেশ ধরি[১৩] নাচই।
অরুণ লোচনে প্রেম বরিষণে[১৪]
অবনি-মণ্ডল সিঞ্চই॥
ধরনি মণ্ডল[১৫] প্রেমে বাদল[১৬]
করল অবধূত চান্দ[১৭]।
না জানে নরনারী ভুবন দশচারি
সভাই রূপ হেরি কান্দ॥[১৮]
শান্তিপুরনাথ গরজে অবিরত
দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া চরণ[১৯] করেন[২০] রোদন
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার[২১]॥
মুকুন্দ কুতূহলী কাঁদয়ে[২২] ফুলি ফুলি
ধরিয়া গদাধর কোর[২৩]।
নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম[২৪]
সঘনে ভাইয়া ভাইয়া[২৫] বোল॥

---

* তথা—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ বিনোদ—ক্ষ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ নাচে নিত্যানন্দ রায়—ক্ষ ; নাচত নিত্যানন্দ রায়—ক-পুঁথি। ক-পুঁথির এই পাঠটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল। "গৌরাঙ্গ" পাঠ—খ, ঘ, বহ ও মূল পুঁথি।
৩ সবাই—ক্ষ ; বহ ; সভাই—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ গাওত—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৫ বাজে—ক্ষ।
৬ 'তার'—ক্ষ'তে নাই, ক-পুঁথিতে নাই।
৭ বাহু—ক্ষ।
৮ জিনি—ক্ষ।
৯ বদন—ক্ষ।
১০ নয়ন—ক্ষ।
১১ তরুতে, উপজীব্য মূল পুঁথিতে, খ-পুঁথিতে ও ঘ-পুঁথিতে "হেমস্তম্ভ জিনি হইতে মদনমোহন বেশ" পর্যন্ত নাই।

১২ লম্ফে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১৩ মল্ল ধরি—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৪ বরিষনে—ক্ষ। ক-পুঁথির পাঠ "বরিষণে"। এই পাঠে অন্ত্যানুপ্রাস বজায় থাকে বলিয়া ক-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল। "বরিখয়ে" পাঠ খ, ঘ, মূল পুঁথি ও বহর।
১৫ মণ্ডলে—ক্ষ।
১৬ প্রেমের বাদল—ক্ষ। এই পাঠে ছন্দের মাত্রা বজায় থাকে। প্রেমের বাদর—ক-পুঁথি।
১৭ চাঁদে—ক-পুঁথি।
১৮ রূপ হেরি হেরি কান্দ—ক্ষ। সভাই রূপ হেরি কান্দ—খ-পুঁথির এই পাঠ মিলাইবা পূর্ব চরণে "চান্দ" আছে।
১৯ শ্রীচরণ— ক্ষ ; বহ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২০ করয়ে—ক্ষ, বহ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২১ শ্রীবাস পণ্ডিত উদার—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২২ কান্দয়ে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২৩ গদাধর কোল—বহ, গদাধরের কোর—ক-পুঁথি, খ—পুঁথি।
২৪ অবিরাম—খ-পুঁথি।
২৫ হরি হরি—ক্ষ ; ভায়া ভায়া—ক-পুঁথি।

না জানে দিবা নিশি প্রেমভরে[1] ভাসি
সকল সহচরবৃন্দ।
বৃন্দাবনদাস প্রেমপরকাশ
নিতাই চরণারবিন্দ।[2]

ক—৩০।২, ভ—৮৮৪ পৃ তরু—২৬৬

টীকা—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রাধামোহন ঠাকুরের পূর্বে পদটি শঙ্কর ঘোষের ভনিতায় পাইয়াছিলেন। তিনি ক্ষণদায় যে পদটির যে পাঠ ধরিয়াছেন তাহা রাধামোহন ধৃত পাঠ অপেক্ষা অনেক স্থলেই ভালো বলিয়া মনে হয়। রাধামোহন পদের প্রথমে "নাচত গৌরাঙ্গ রায়" পাঠ ধরিয়াছেন। আর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "নাচে নিত্যানন্দ রায়" পাঠ দিয়াছেন। সমস্ত পদটি নিত্যানন্দের বর্ণনা। সুতরাং বিশ্বনাথধৃত পাঠই ঠিক।

"ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ারা"—গৌরাঙ্গের ভাবেতে নিত্যানন্দ উন্মত্ত।

"মল্লবেশ ধরি নাচই"—বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ প্রভুর মল্লবেশই বর্ণনা করিয়াছেন।

জ্ঞানদাসও নিত্যানন্দের বর্ণনায় লিখিতেছেন—

"দেখ প্রবল মল্লবেশধারী।"

"ভুবন দশ চারি"—চতুর্দশ ভুবন।

"শান্তিপুরনাথ"—অদ্বৈত।

"ধরিয়া গদাধর কোর"—গদাধর নিমাই পণ্ডিতের সর্বাধিক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। গৌর-নিত্যানন্দ-উপাসনার পূর্বে গৌর-গদাধর উপাসনা প্রবর্তিত হয়—চৈতন্য চরিতের উপাদান পৃ. ৬৩০, পরিশিষ্ট—(ক) ৩২ পৃ।

"ঠাকুর অভিরাম"—নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ সহচর। খানাকুল কৃষ্ণনগরে ইহার শ্রীপাট। ইনি অলৌকিক যোগশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। বৈষ্ণববন্দনায় বলা হইয়াছে যেরূপ কাষ্ঠ বত্রিশ জন বহন করিতে পারে সেইরূপ কাষ্ঠ তিনি হাতে বাঁশীর মত লইয়া বাজাইতেন।

পদটিতে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার নিদর্শন দেখা যায়। শঙ্কর ঘোষ নামে একজন ডম্ফবাদ্যবিশারদ নিত্যানন্দ-ভক্তের কথা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মত গ্রহণ করিয়া এই পদটিকে শঙ্কর ঘোষের রচনা বলিয়া ধরাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

১০

ধানসীরাগ-দশকোশী-তালাভ্যাম্।

বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম[3] রে
তাহে শোভে নানাফুলদাম।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
চলিতে না পারে গোরা চান্দ[4] গোসাঞি রে,
বলিতে না পারে আধবোল।
ভাবে বিহ্বল হইয়া[5] হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই[6] কোল। ধ্রু।
গমন মন্থর গতি জিনি মদ-মত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।[7]

পাঠান্তর—

১ প্রেমরসে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।

২ ক'তে ভণিতা অন্যরূপ। যথা—

"না জানে দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি
সকল সহচরবৃন্দে।
শঙ্কর ঘোষ দাস করত প্রতি আশ
নিতাই চরণারবিন্দে।

৩ অনুপম—ক।

৪ চাদ—ক-পুঁথি।

৫ ভাবেতে অবশ হৈয়া—ক, ভাবে অবশ হইয়া—ক-পুঁথি।

৬ দিয়ে—ক-পুঁথি।

৭ ভাবাবেশে চলি যায়—খ-পুঁথি।
ভাবাবেশে ঢুলি চলি যায়—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের[১] রবি
গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এ হেন[২] সম্পদ কালে গোরা না ভজিনু[৩] হেলে
তুয়া[৪] পদে না করিলুঁ[৫] আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র[৬] ঠাকুর শ্রী-[৭]নিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।

ক্ষ—১১।১, তরু ৩২৫।

টীকা—বিমল হেম জিনি ইত্যাদি—বাসু ঘোষ প্রভৃতি সমসাময়িক পদকর্তাদের পদে দেখা যায় যে শ্রীগৌরাঙ্গ ফুল পরিতে বড় ভালবাসিতেন।

কদম্বকেশর জিনি—কদম্বপুষ্পের পর্ণগুলি রোমের তুলনা। বিকশিত সমস্ত পর্ণগুলি মিলিয়া যেন একটি সুষমাময় সৌন্দর্যের সৃষ্টি, অনুরূপভাবে গৌরাঙ্গের সর্বাঙ্গের পুলকরোমাঞ্চ যেন একটি সুষম পুলকরোমাঞ্চ। কদম্ব-পুষ্পের পীতাভ রেণুবিন্দুগুলিকে ঘর্মবিন্দুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

অরুণ বসন ছবি—প্রভু নবদ্বীপলীলাতেও অরুণ বসন পরিতে ভালোবাসিতেন। পবনে চঞ্চল বসনের সহিত জল-তরঙ্গের তুলনা করা হইয়াছে।

আচণ্ডালে ধরি দেই কোল—রাধামোহন বলেন প্রভু ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল পর্যন্ত সকল জাতিকে আলিঙ্গন করিতেন।

পাঠান্তর—

১ যে প্রাতঃকালের রবি—মূল পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
যেন প্রভাতের রবি—বহ।
জিনি প্রভাতের রবি—ক-পুঁথির এই পাঠ গৃহীত হইল।
২ হুদ—ক্ষ।
৩ ভজিলাঙ—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৪ হেন—ক্ষ।
৫ করিলাম—বহ, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, বহ।
৭ প্রভু মোর—ক পুঁথি।

১১

সিন্ধুড়ারাগ-দশকোশীতালৌ*।

গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজগুণে[৮] গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি
জগতে পরাওলি[৯] হার॥ ধ্রু॥
কলি-তিমিরাকুল অখিল লোক[১০] দেখি
বদনচান্দ-[১১] পরকাশ।
লোচন প্রেম- সুধারস[১২]-বরিখণে[১৩]
জগজন[১৪]-তাপবিনাশ॥
ভকত কলপতরু অন্তরে অন্তরু
রোপলি[১৫] ঠামহি ঠাম।
যছু পদতল[১৬] অব- লম্বন[১৭] পথিক
পূরল নিজ নিজ কাম॥
ভাব-গজেন্দ্রে[১৮] চড়ায়ল[১৯] অকিঞ্চন[২০]
ঐছন পহুঁক বিলাস।
সংসার-কালকূট- বিষে তনু দগধল[২১]
একলি গোবিন্দদাস॥

ক্ষ-১৮।১।

* "কুন্দপ্রকরসন্ততমকরন্দপানমত্তালিকূজিতৈরপি দূয়মানা।
কান্তং শরাম্বমিলিতং কটু ভাষন্তী মানোন্নতা
বদতি সিন্ধোড়াটে সিন্ধুড়া। ইতি।"

—ঘ-পুঁথি।

৮ নিজগুণ—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৯ পরাওল—ক্ষ, পরাওলি—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১০ জীব—ক-পুঁথি। ১১ চাঁদ—ক্ষ; গ-পুঁথি।
১২ প্রেমহুধা—(বহ) ভুল পাঠ—কারণ ছন্দঃপাত হয়।
১৩ বরিখনে—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৪ জগজনের—ক-পুঁথি।
১৫ রোপল—ক্ষ। এই পাঠই ভাল কারণ প্রথম পুরুষের উক্তি।
১৬ পদতলে—ক-পুঁথি।
১৭ অবলম্বই—ক-পুঁথি।
১৮ গজেন্দ্র—ক্ষ, বহ, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ পুঁথি।
১৯ চড়ায়ে—বহ, চড়াওলি—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২০ অকিঞ্চনে—ক।
২১ সংসার কালকূট বিষে দগধল—বহ, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

টীকা—গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু-অবতার—করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ক্ষীরসমুদ্র যাহা বিষ্ণুর শয়নভূমি তাহাও করুণাসিন্ধু অপেক্ষা গৌরবযুক্ত নহে—ইহাই কবির বলিবার উদ্দেশ্য। ক্ষীরসমুদ্রের চিন্তামণিরত্নগুলি সকলকে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দরিদ্রকেও নামচিন্তামণি দিয়াছেন। এস্থলে দরিদ্র শব্দ প্রেমহীন জন অর্থাৎ ভাবদরিদ্র অর্থে ব্যবহৃত। ক্ষীরসমুদ্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি কিন্তু চন্দ্র রাত্রিতেই শোভা পায় ও তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। কিন্তু গৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র সর্বদাই সমানরূপ শোভাবিশিষ্ট। ক্ষীরসমুদ্র হইতে উৎপন্ন অমৃতের অধিকার শুধুমাত্র ইন্দ্রাদি দেবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমামৃত-বৃষ্টি দান করিয়া জগজ্জনের দেহ-মন-গত সন্তাপ দূর করিয়া অমৃত দান করিয়াছেন। ক্ষীরসমুদ্রে একটি কল্পতরু ছিল তাহা স্বর্গে নীত হইয়া দেবগণেরই চক্ষুগোচর হইয়াছে। আর সে কল্পতরুও কামনা অনুসারে ফলদান করে। প্রভু কিন্তু ভক্তরূপ কল্পতরুকে সর্বত্রই রোপন করিয়াছেন এবং সে কল্পতরুগুলিও বংশানুক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই কল্পতরুর বৈশিষ্ট্য এই যে না চাহিতেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়। ক্ষীরসমুদ্র হইতে উদ্ভূত ঐরাবত নামে গজ ইন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছিল। ইনি কিন্তু দরিদ্রকেও ঐরাবতেরও নিন্দাকারী ভাব-গজেন্দ্র-সমূহ দান করিয়াছেন। প্রভুর বিলাস এইরূপই চমৎকারকারী।

সংসার কালকূট বিষে দগধল—সংসারই কালকূট নামক অতি তীব্র বিষ। এই বিষে গোবিন্দদাস দগ্ধ হইয়াছেন—এই কথা কবি গোবিন্দদাস স্বয়ং বলিতেছেন। কিন্তু টীকাকার রাধামোহন বলিতেছেন যে—না—তাহা নহে। তিনি শিবেরই ন্যায় নীলকণ্ঠ হইয়া বিষকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন—জীর্ণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা জারিত হন নাই। শিব কৃষ্ণের অংশ অর্থাৎ আদি পুরুষ গোবিন্দের অংশ। এই হিসাবে গোবিন্দদাস শব্দের অর্থ শিবও হইতে পারে। ইহাই টীকাকার রাধামোহনের অর্থব্যঞ্জনার ভিত্তিভূমি।

১২

বিভাসরাগৈকতালীতালাভ্যাম্*।

বন্দে বিশ্বম্ভরপদকমলম্।

খণ্ডিতকলিযুগজনমলমমলম্॥[১]

সৌরভকর্ষিতনিজজনমধুপম্।

করুণাখণ্ডিতবিরহবিতাপম্।

নাশিতহৃদগত[২]-মায়াতিমিরম্।

বরনিজকান্ত্যা জগতামচিরম্॥[৩]

সততবিরাজিতনিরুপমশোভম্।

রাধামোহন-কলিতবিলোভম্।

বিশেষ টীকা—রাধামোহন বলিতেছেন—অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদি দেবগণ, অসুর-নিশাচর, খেচর-জলচর, ধরাধর-বনচর, স্থাবর-জঙ্গম ও চণ্ডালাদি যাঁহার পরম অসমোর্দ্ধ দয়ালুতাদিগুণদ্বারা উদ্ধার পাইয়াছেন সেই করুণার অবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গ্রন্থকারকে শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপগত লীলার গূঢ়তা প্রকাশের উপযোগী গ্রন্থ-করণ-সামর্থ্য—যা গ্রন্থকারকে উদ্ধার করিবে—দিন।

"নাশিত-হৃদ্গত"—ইত্যাদি তাঁহার পদকমলের অদ্ভুত চমৎকারিত্বকে বুঝাইয়া দিতেছে।

টীকা—বিশ্বম্ভরের পদকমলের বন্দনা করি। তাহা নির্মল এবং কলিযুগের জনগণের পাপনাশক। তাহার সৌরভে ভক্তজনরূপ মধুপ আকৃষ্ট হইয়াছে। বিরহের বিশেষ তাপ তিনি করুণাদ্বারা খণ্ডিত করিয়াছেন। আপনার শ্রেষ্ঠ কান্তি দ্বারা জগতের সকলের হৃদয়-দৌর্বল্যের মায়া-তিমিরকে তিনি নাশ করিয়াছেন। সর্বদাই তিনি

* ভুজসঙ্কাশিতভুজগতাং ত্রিয়াধরাধারনরসেন ভূপঃ।
পর্বতকুমোপাধানো বিলাসঃ স্বয়ং সন্নিত্রোথিতলাসিতো যঃ।
"বন্দে"—ইত্যাদিনা পদকমলস্যাদ্ভুতচমৎকারিত্বং কলিতো জনিতঃ।"
—খ-পুঁথি

পাঠান্তর—

১ 'জনমমলং' খ-পুঁথির এই পাঠ ছন্দোদোষদুষ্ট।

২ নাশিতজনমোহ—মূল-পুঁথি।

৩ এই পংক্তিটি ক-পুঁথিতে নাই।

অতুলনীয় শোভায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি পদকর্তা রাধামোহনকে বিলোভিত করিয়াছেন।

১৩

তথা[1] রাগেন মঠকতালেন চ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র দয়া কর মোরে।
তোমার নিগূঢ়লীলা স্ফুরুক আমারে॥ ধ্রু॥
অলৌকিক-লীলা লাগি তোমার অবতার।
অনন্ত না পান অন্ত[2] জীব কোন ছার॥
ঐছে দয়া না করিলা[3] কোন অবতারে।
জড় অন্ধ মহাপাপী[4] তরাইলা সংসারে॥
এই ভরসায় প্রভুর চরণে ধরি কয়।
রাধামোহনদাসের যৈছে[5] রস-জ্ঞান হয়[6]॥

টীকা—জয় জয় গৌরচন্দ্র—অন্য যুগে অবতীর্ণ হইয়া ইনি অসুরাদি বধের দ্বারা জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ইনি অসুরাদি বধ না করিয়াও জয়যুক্ত হইয়াছেন। শুদ্ধমাত্র দয়ার দ্বারা পাষণ্ডাদি উদ্ধার করিয়াছেন—ইহাই তাৎপর্য।

অলৌকিক লীলা লাগি—অলৌকিক লীলা শ্রীবৃন্দাবনগত ও শ্রীনবদ্বীপগত নিগূঢ় লীলা। যদিও অলৌকিক লীলার অন্ত অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং বাসুকিও পান না—তবু অনন্তাদির নিকটও যাহা দুর্জ্ঞেয় এবং অলৌকিক সেই লীলা জড় ও অন্ধজনকেও দেখাইয়া তিনি মহোত্তমা লীলাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠান্তর—

১ বিহাগ—বহ। (দ্বিতীয় সং)
২ অনন্ত অন্ত না পান—বহ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
অনন্ত না পায় অন্ত—গ-পুঁথি।
৩ করিলে—বহ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ রাধামোহনের ঐছে—বহ।
রাধামোহনদাসে ঐছে—ক-পুঁথি।
৬ রাধামোহনদাসের ঐছে সব জ্ঞান হয়—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

১৪

বরাড়ী*রাগ-মঠক-[7]তালাভ্যাম্।

জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরভক্তবৃন্দ।
কৃপা করি মোর শিরে ধর পদদ্বন্দ্ব॥ ধ্রু॥
পাতকী উদ্ধারহেতু এই অবতার।
মো সম পতিত সংসারে নাহি আর॥
নিরঙ্কুশ দয়াসিন্ধু[8] এই ত নিশ্চয়।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় ক্ষয়॥
সর্বার্থসাধক সর্ববল কৃপাসার।
যাচে রাধামোহনদাস[9] তরাহ[10] সংসার॥

টীকা—গৌরভক্তগণ অথবা গৌরাঙ্গ স্বয়ং এমনই কৃপার সিন্ধু যে তাঁহাদের বা তাঁহার কৃপা অনিবার্য—প্রাপ্তিবিষয়ে কোনো অন্তরায় নাই।

১৫

তোড়ী**-দশকোশীতালো।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব অবতার সার।
নাম প্রেম দিয়া সব[11] তরাইলা সংসার[12]॥ ধ্রু॥

* "বিনোদবতী রচিতকচ গৌরী সকম্পনা চামরচালনেন।
কর্ণে দধানা সুরপুষ্পগুচ্ছং বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাড়ী॥"
—চ-পুঁথি

৭ তথা—খ-পুঁথি।
৮ কৃপাসিন্ধু—বহ।
৯ রাধামোহন—বহ।
১০ তরাহ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
** "উদ্ভিন্নপক্ষোজ্জ্বলচারুনেত্রা কুরঙ্গনারং ফলমঙ্কুরেণ।
সংক্রীড়য়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠে তোড়ীরনিন্দীবরকামরম্যা॥"
—ঘ-পুঁথি।
১১ সকল—বহ, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
১২ করাইলা উদ্ধার—ঘ-পুঁথি।

অধম দুর্গতজনের[১] করিলা[২] উদ্ধার।
এই[৩] "তো ভরসা চিত্তে মুঞি হমু পার"॥
এই বড় গুর হয়[৪] আমার অন্তরে।
মো সম পাতকী[৫] নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
নিরপরাধ পাপী যত তারা হইলা[৬] পার।
সাপরাধ মহাপাপী মুক্তি জীব ছার॥
সকল খণ্ডিতে[৮] পারে করুণা তোমার॥
লোক শাস্ত্রে[৯] শুনি অতি ভরসা আমার॥
এ জন[১০] উদ্ধার করি দেখাও[১১] নিজ বল।
রাধামোহন যশঃ গায় আর ভুবন সকল॥

টীকা—সাপরাধ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ, নামের নিকট অপরাধ প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অপরাধের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রে নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনকে পাপ এবং শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনের নিয়মকে লঙ্ঘন করাকে অপরাধ বলে। যাহাদের অপরাধ নাই অথচ পাপী তাহারা সহজেই উদ্ধার পাইতে পারে। কবি নিজে মহাপাপী এবং অপরাধযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধামোহন স্বকৃত টীকায় বলিতেছেন—যে তিনি সংসারসাগর পার হইবার নৌকারূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন—সাপরাধ আপনার উদ্ধারের জন্য।

তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বলা হইতেছে যে অপরাধযুক্ত মহাপাতকীকে উদ্ধার করা রূপ অসম্ভব কার্যকেও তোমরা সম্ভব করিয়াছ এবং এজন্য তাহারা তোমাদের যশঃকীর্তন করুক।

যদিও তাঁহারা অনায়াসেই এইরূপ শক্তিজ্ঞাপক কার্য করিতে পারেন, তবু কবি নিজের নিন্দনীয় কার্যকে স্মরণ করিয়া সংসারসাগর হইতে আপনার উদ্ধার অসম্ভব ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া চঞ্চলচিত্ত হইয়াছেন।

সামান্যতঃ পূর্বরাগোচিত গৌরচন্দ্রো যথা—

১৬

ঘণ্টাবতী-*মঙ্গল রাগাভ্যাং
রূপক-মঠকতালাভ্যাং।

মধুকররঞ্জিত- মালতীমণ্ডিত-
জিতঘনকুঞ্চিতকেশম্।
তিলকবিনিন্দিত- শশধররূপক-
যুবতিমনোহরবেশম্॥
সখি কলয় গৌরমুদারম্।
নিন্দিতহাটক- কান্তিকলেবর-
গর্বিতমারকুমারম্॥ ধ্রু॥

মধুমধুরস্মিত- লোভিততনুভৃত-
মনুপমভাববিলাসম্[১২]।
নিজ-নবরাগ-বি- মোহিত[১৩]-মানস-
বিকথিতগদ্‌গদভাষম্॥
পরমাকিঞ্চন- কিঞ্চনরগণ-
করুণাবিতরণশীলম্।
ক্ষোভিতদুর্মতি- রাধামোহন-
নামক[১৪]-নিরুপমলীলম্॥

তরু-২১৬৬।

পাঠান্তর—

১ অধর্ম দুর্গত জনে—খ-পুঁথি।
২ করিলে—বহ, ঘ-পুঁথি। করাইলা—খ-পুঁথি।
৩ এই—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ মুই হ পামর—খ-পুঁথি।
৫ হয়ে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৬ পতিত—ঘ-পুঁথি।
৭ হইলে—বহ। হৈল—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৮ খণ্ডাইতে—ঘ-পুঁথি।
৯ লোকে শাস্ত্র—বহ। লোকশাস্ত্র—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১০ হেন জন—ক-পুঁথি।
১১ দেখাহ—খ-পুঁথি।

* "বাসো বসানা শরদভ্রশুভ্রং বিপঞ্চিবেণীপরিকর্মদক্ষা।
বৃন্দাবনাত্রী চতুরাননস্য ঘণ্টাবতী সকলসুন্দরী সা।
—ঘ-পুঁথি।

১২ -বিকাশম্—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
১৩ মোহিত—ঘ-পুঁথি। (এই পাঠে ছন্দপাত অনিবার্য।)
১৪ নায়ক—ক-পুঁথি।

টীকা—সখি, গৌরাঙ্গকে দেখ, যাঁহার অঙ্গকান্তি স্বর্ণকান্তিকেও জয় করিয়াছে, রূপগর্বিত মদন অপেক্ষাও ইনি সুন্দর। ইঁহার কুঞ্চিত কেশপাশ—যাহা ভ্রমরখচিত এবং মালতীপুষ্পে শোভিত হইয়া মেঘকেও জয় করিয়াছে। যুবতীমনোহারিবেশধারী ইঁহার তিলকের শোভায় চন্দ্রও নিন্দিত। মধু হইতেও মধুর ইঁহার মৃদুহাস্যে চরাচর লুব্ধ। ইঁহার ভাববিলাসও উপমাহীন। পূর্বাবতারের নবরাগে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে ইনি গদ্‌গদভাষী। ধনী বা দরিদ্র নির্বিশেষে ইনি করুণা বিতরণ করিতেছেন।

রাধামোহন বলিতেছেন—বিভাব অনুভাব ব্যভিচারি ও সাত্বিক ভাবযুক্ত যে উৎকৃষ্ট স্থায়িভাব—পূর্বরাগরূপা রতি, তাহারই রসে যে গৌরচন্দ্র রসময় সেই গৌরচন্দ্রের দয়ালুতাদিগুণবৈশিষ্ট্যের কথা এখন থাকুক। আহা, রাধামোহন নামে যে দুর্মতি আছে তাহাকে তিনি আপনার অতুলন লীলায় আকৃষ্ট করিয়াছেন!

মারকুমার—মার শব্দের অর্থই মদন (বৌদ্ধ শাস্ত্রে)। এস্থলে কুমার শব্দের অর্থ কিশোর ধরিলে কিশোরমদন এই এই অর্থ পাওয়া যায় এবং তাহাতে মদনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

১৭

নটরাগেণ* কন্দর্পতালেন চ।

মৃদুলমলয়জপবনতরলিত-
চিকুরপরিগতকলাপকম্।
সাচিতবলিতনয়নমন্মথ-
শঙ্কুসঙ্কুলচিত্তসুন্দরীজনজনিতকৌতুকম্।
মনসিজকেলিনন্দিতমানসম্।
ভজত মধুরিপুমিন্দুসুন্দরবল্লবীমুখ[১]-লালসম্। ধ্রু।
লঘুতরলিতকন্ধরং হসিতলবমতিসুন্দরং
গজপতিপ্রতাপরুদ্রহৃদয়াঙ্গতমন্দিরম্।
সরসং রচয়তি রামানন্দ রায়[২] ইতি চারু।

* তুরঙ্গমস্তম্ভনিবদ্ধরাগঃ স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ ধৃতাসিনটোঽয়মুক্তঃকিল কাশ্যপেন॥"

পাঠান্তর—

১ -কুল—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

২ -রায়—ক-পুঁথিতে নাই।

টীকা—প্রথমেই বিষয়ালম্বনের লক্ষণ লেখা উচিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন শ্রীমদ্ রামানন্দরায় পূর্বরাগোচিত প্রার্থনাময় পদটি রচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গুলি মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করুক—যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ইন্দুসুন্দরমুখে সতৃষ্ণ, যাঁহার হৃদয় ভাবিকেলিনিমিত্ত আনন্দিত, যাঁহার চিকুরশোভী ময়ূরপুচ্ছ মৃদুমলয়পবনে হিল্লোলিত। মন্মথের অঙ্কুশ সদৃশ ঈষৎবক্র তাঁহার নয়ন ব্রজসুন্দরীগণের কৌতুকবিধায়ী।

রাধামোহন বলিতেছেন যে সেই অনুপম সুন্দরের সর্বাঙ্গ-ধ্যান দূরে থাকুক—এক অঙ্গ যে লঘুতরলিত কন্ধর (স্কন্ধ) তাহারই ভজনা কর। তাহাই বা কেন—এক অঙ্গের সৌন্দর্য-ধ্যানও সহজ নহে, একান্ত অধরের হাস্যের কণামাত্র যাহা অমৃত হইতেও অধিক চিত্তাকর্ষক—তাহাই হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সকল বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ে লীন হউক।

১৮

ধানশীরাগ* ডাঁসপাহাড়িয়াতালাভ্যাং
সাঙ্গ-পটতালাভ্যাং বা।

মরকতমঞ্জু- মুকুরমুখমণ্ডল-[৩]
মুখরিত-মুরলিসুতান।
শুনি পশুপাখী- শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহই উজান॥[৪]
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ্র[৫]।
কামিনী মনহি মূরতিময় মনসিজ
জগজন নয়ন-আনন্দ॥

* "ধনেশ্বরী—নীলাম্বুজশ্যামমোহনদেহকান্তি-
বিলোলনয়না বিপিনে ভ্রমন্তী।
কান্তং বিলিখ্য ফলকে প্রবিলোকয়ন্তী
ধানাসিকা নিগদিতা কবিভূষণেন। ইতি।"

৩ মরকত-মুকুর—নী,
অন্যান্য গ্রন্থে—মরকত-মঞ্জু মুকুর।

৪ চন্দ্র—নী, কী, তরু।

তনু-অনুলেপন[১] ঘনসার চন্দন[২]
মৃগমদ কুঙ্কুমপঙ্ক।[৩]
অলিকুলচুম্বিত অবনি-বিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক।
অতি সুকুমার চরণতল শীতল
জিতল[৪] শরদরবিন্দ।
রায়সন্তোষ-[৫] মধুপ-অনুদন্তিত[৬]
নন্দিত-দাসগোবিন্দ॥

গী-৬ পৃঃ
কী—৩৩ পৃঃ, তরু—২৭১৫

টীকায় রাধামোহন বলিতেছেন—"কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ্র"—এস্থলে বাক্যসমাপিকা ক্রিয়া নাই—তাহার কারণ প্রথম দর্শনের বৈবশ্য ও লজ্জা এবং পরিচয়ের অভাব। শ্রীরাধা শ্যামচন্দ্রকে প্রথম দেখামাত্র ভালবাসিয়াছেন। কিন্তু আলাপ পরিচয় কিছুই হয় নাই; তাই যেন আপনার হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া লজ্জায় বিবশ হইয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর কবির মনোভাবেরও উদ্ঘাটন করিয়াছেন—পদব্যাখ্যায়। এই শ্যামচন্দ্র কামিনীচিত্তে মূর্তিমান অনঙ্গ এবং জগতের নয়নানন্দ কারণ তাঁহার সমান বা অধিক রূপশ্রী আর কাহারও নাই। তাঁহার মুরলীতান ত্রিভুবনের মানসাকর্ষী। তাঁহার অঙ্গে অতিপ্রসিদ্ধ চতুঃসম অনুলেপন। কেয়ূর বনমালা প্রভৃতি স্বর্ণ-রত্ন ও পুষ্পপত্ররচিত অলংকারে তিনি সুন্দররূপে ভূষিত।

গোবিন্দ শব্দের অর্থ গোপ। নন্দিতদাসগোবিন্দের অর্থ যাঁহার দ্বারা দাসতুল্য গোপগণ আনন্দিত। কিংবা নন্দিতদাস শব্দটি পৃথকভাবে গ্রহণ করিয়া অর্থ হইবে আনন্দিত হইয়াছেন দাস অর্থাৎ ভক্তগণ যাঁহার দ্বারা এরূপ শ্রীকৃষ্ণ। গোবিন্দ শব্দের যৌগিক অর্থ ধরিলে হইবে গোপরূপ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত গোপবেশধারী। পদটিতে সম্বোধন না থাকায় ইহা শ্রীরাধিকার স্বগতোক্তি বলিয়া ধরিতে হইবে।

সন্তোষ রায়—গোবিন্দ কবিরাজ সঙ্গীতমাধব নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন। ঐ নাটকের অবতরণিকা হইতে ভক্তিরত্নাকরে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সন্তোষ দত্ত পদ্মাতীরবর্তী গোপালপুর নগরের অধিপতি এবং তাঁহারই আদেশে কবি এই নাটক লিখিয়াছেন।

পাঠান্তর—
১ তনু তনু অনুলেপন—তরু।
ও ঘন চন্দন তনু অনুলেপন—কী।
২ চরণাদ্ধ "তনু তনু অনুলেপন ঘন চন্দন"—খ-পুঁথি।
৩ কুঙ্কুম মৃগমদ পঙ্ক—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৪ জিতল—খ-পুঁথি।
৫ কত কত ভকত—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৬ কত কত ভকত মধুপ-অনুসন্তিত—কী।

১৯

কেদাররাগাদি তালৌ।

মৃদুতর-মারুত- বেল্লিত-পল্লব-
বল্লীবলিত-শিখণ্ডম্।
তিলকবিড়ম্বিত- মরকত-মণিতল-
বিম্বিত-[৭] শশধরখণ্ডম্॥
যুবতি-মনোহর-বেশম্।
কলয় কলানিধি- মিব ধরণীমনু
পরিণতরূপবিশেষম্। ধ্রু।
খেলাদোলা- য়িতমণিকুণ্ডল-
রুচি-[৮] রুচিরাননশোভম্।
হেলাতরলিত- মধুরবিলোচন-
জনিতবধূজনলোভম্॥
গজপতি-রুদ্রন- রাধিপ-চেতসি
জনয়তু মুদমনুবারম্।
রামানন্দ- রায়-কবি-ভণিতং
মধুরিপুরূপমুদারম্॥

তরু—২৭১১

৭ নিন্দিত—ক-পুঁথি।
৮ খ-পুঁথিতে নাই (চক্ষুপাত হইয়াছে)।

টীকা—অতি মৃদু পবনে ঈষৎ কম্পিত পল্লবিত লতায় শ্রীকৃষ্ণের চূড়া (অথবা ময়ূরপুচ্ছ) বেষ্টিত। তিলকে অঙ্কিত ললাট যেন মরকত মণিতলে শশধরখণ্ড প্রতিবিম্বিত। যুবতীর চিত্তাকর্ষক বেশপরিহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখ—ধরণীতে যেন চন্দ্র রূপোৎকর্ষ লাভ করিয়া অবতীর্ণ! লীলাভরে আন্দোলিত তাঁহার মণিকুণ্ডলের সৌন্দর্যে আনন-শোভা সুন্দরতর। অব্যক্ত শৃঙ্গারের প্রকাশ হেলা—সেই হেলায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার ঈষদারক্ত লোচনযুগ—দেখিয়া বধূরা লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

রাধামোহন বলিতেছেন—রামানন্দ রায়ের এই ভণিতি মধুরিপুর উদাররূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণে অনুরক্ত রসিক-ভক্ত গজপতি-উপাধিযুক্ত শ্রীপ্রতাপরুদ্রনামা নরপতির চিত্তে বারবার আনন্দ দান করুক। রামানন্দ এস্থলে নিজেকে প্রথম পুরুষরূপে অভিহিত করিয়া প্রবল কৌশলে আপনাকে নেপথ্যে রাখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা সখীর উক্তি।

রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে জগন্নাথবল্লভ নাটক লিখিয়াছিলেন এবং সেইজন্য ঐ নাটকের ব্যাখ্যাতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যের নাম নাই; সুতরাং এই পদের ব্যাখ্যায় রাধামোহন নিজস্ব ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

২০

সিন্ধুড়ারাগ-মধুরতালাভ্যাম্।

অঞ্জন-গঞ্জন জগজন-রঞ্জন
মেঘ-[১]পুঞ্জ জিমি বরণা।
তরুণারুণ থল-[২] কমলদলারুণ
মঞ্জির-রঞ্জিত চরণা॥

দেখ সখি[৩]! নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস-[৪] হাস বিকাশিত
চান্দ মলিন ভেল লাজে॥ ধ্রু॥
ইন্দীবর-বর-[৫] গরববিমোচন-
লোচন-মনসিজফান্দে[৬]।
ভাউভুজগপাশে বাঁধল[৭] কুলবতী
কুলদেবতী মন কান্দে॥
ভ্রমরকরম্বিত জানুবিলম্বিত
কেলিকদম্বক[৮] মাল।
গোবিন্দ দাস চিতে নিতি নিতি বিহরউ[৯]
ঐছন মুরুতি রসাল॥

টীকা—অঞ্জনের গঞ্জনকারী যে মেঘপুঞ্জ জগতের নয়ন-হৃদয়-রঞ্জন তাহা হইতেও অধিক শ্যাম ও সুন্দর এই কৃষ্ণচন্দ্র। নবোদিত সূর্য ও স্থলকমলের রক্তিমা অপেক্ষাও সুরক্তিম ইহার চরণ দুটি মঞ্জীরে অলংকৃত। সখি দেখ, রসিকশেখর কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। ইহার কেবল সুধাময়—যাহাতে কলঙ্ক নাই এমন চাঁদমুখের হাসি দেখিয়া লজ্জায় চন্দ্র মলিন হইয়াছে। যে লোচন দুটি নীলপদ্মযুগলের গৌরব নাশ করিয়াছে তাহারা মদনের ফাঁদ। ভ্রূ যেন নাগপাশ; তাহাতে কুলবতীগণ বদ্ধ হইয়াছে। তাই কুলদেবী রোদন করিতেছেন। জানুপর্যন্ত লম্বিত ভ্রমরযুক্ত কেলিকদম্বের মাল্য মদনেরই মৃগবন্ধনী জাল—ইহা বোদ্ধব্য।

অঞ্জন-গঞ্জন ইত্যাদি পদের শব্দগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের পৃথক পৃথক বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া রাধামোহন বলিতেছেন

পাঠান্তর—

১ জলদ—কী, তরু।

২ তরুণ অরুণ থল—খ-পুঁথি।

৩ 'সখি'-শব্দটি—খ-পুঁথি ও ঘ-পুঁথিতে নাই।

৪ সুধাময়—কী, বহ, খ-পুঁথি।

৫ যুগ—কী, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৬ মনমথ—কী, তরু।

৭ বান্ধল—গ-পুঁথি।

৮ কেলি করম্বকি—ঘ-পুঁথি।

৯ বিহরই—কী, বিহরতু—ঘ-পুঁথি।
বিহরত—বহ।

যে—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামদেহ অঞ্জনের গঞ্জনকারী, জগতের লোচনানন্দ এবং মেঘপুঞ্জজয়কারী। তাঁহার নূপুরশোভিত চরণ দু'টির রক্তিমা স্থলকমলকে জয় করিয়াছে, যে স্থলকমলের রক্তিমা নবোদিত সূর্যের রক্তিমার তুলনা।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণে জাতরত্যাঃ শ্রীমত্যাঃ সখীপ্রশ্ন-প্রত্যুত্তরয়োর্গীতব্যয়োস্তত্সূচিত গৌরচন্দ্রো যথা[১]—

২১

শ্রীরাগ* -দশকোশীতালৌ[২]।

নীরদ নয়ন[৩] নীরঘন সিঞ্চনে
পুলকমুকুল অবলম্ব।
স্বেদমকরন্দ[৪] বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত[৫] ভাবকদম্ব॥
কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীর উজোর॥ ধ্রু।
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু
ভকতভ্রমরগণ[৬] ভোর।
পরিমলে[৭] লুবধ[৮] সুরাসুর ধাবই
অহনিশি[৯] রহত অগোর[১০]॥
অবিরত প্রেম- রতন-ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে[১১] দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহ দূর॥

গী—১৮, তরু—৬৭, কী—২৬০ পৃঃ

নীরদ নয়নে—নয়ন সজল বলিয়া মেঘের তুলনা।

নীরঘন সিঞ্চনে—সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের ঘনঘন উদয়ে বারবার অশ্রুপাত হইতেছে।

স্বেদমকরন্দ—মকরন্দ=পুষ্পমধু। মধু ঈষদারক্তবর্ণ। স্বেদকে ঈষদারক্তিম মধুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে কারণ গৌরাঙ্গদেবের যখন সাত্ত্বিক ভাব উদ্দীপ্ত হইত তখন উৎকট রোমাঞ্চের ফলে রোমকূপ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়া স্বেদবিন্দুর সহিত ক্ষরিত। তাই তাঁহার সাত্ত্বিক ভাবের স্বেদবিন্দু ছিল ঈষদারক্তিম। চৈতন্যচরিতে আছে—

"উদণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥
মাংসব্রণসহ রোমবৃন্দ পুলকিত।…
সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম॥"

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা—১৩ পরিচ্ছেদ

ভাবকদম্ব—ভাবসমূহ, ভাবরূপ কদম্ব। কদম্ব এস্থলে শ্লিষ্ট শব্দ, অর্থ দুইটি—সমূহ ও পুষ্পবিশেষ।

নটবর গৌরকিশোর—নটবর ও কিশোর শব্দ দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ নরবপু ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছেন। তিনি চিরকিশোর। তাই শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভেদ ব্যঞ্জনার জন্য শ্রীচৈতন্যেরও বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে নটবর ও কিশোর। তিনিও রাধার ভূমিকায় লীলা করিয়া গিয়াছেন তাই তিনিও শ্রীকৃষ্ণের মতন নটবর অর্থাৎ নটশ্রেষ্ঠ। চব্বিশ বৎসরে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন—তখন তিনি কিশোর ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ তাৎপর্যই এই বিশেষণের কারণ।

পাঠান্তর—

* "যথা। চণ্ডতুন্ডঃ শ্যামতনুস্ত্রিনেত্রঃ
পীতাম্বরো যৌবনমালাযুক্তঃ।
বিক্রীড়তি সপ্রিয়াবশাঙ্গঃ
শ্রীরাগনামা ভবতীহ রাগঃ॥" —খ-পুঁথি

১ এই অংশ খ-পুঁথিতে নাই।
২ -তালাভ্যাঃ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ নয়নে—বহু, গ-পুঁথি।
৪ মরন্দ—তরু, গী, কী, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৫ বিকসল—কী।
৬ ভ্রমরা—খ-পুঁথি।
৭ পরিমল—তরু, কী।
৮ লোভে—কী।
৯ নিশিদিশি—ক-পুঁথি।
১০ আগোর—খ-পুঁথি।

১১ চরণ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

অভিনব হেমকলপতরু—গৌরাঙ্গ কল্পতরুর তুলনা। তবে তিনি দ্বিতীয় কল্পতরু নহেন—অভিনব কল্পতরু। তাঁহার অভিনবত্ব নানামুখী। যথা :—

(১) তিনি হেমময় কল্পতরু। স্বর্গের কল্পতরু তাহা নহে। গৌরাঙ্গের গাত্রবর্ণ "চম্পকশোনকুসুমকণকাচল" জিনিয়া—তাই এই বিশেষণ।

(২) স্বর্গের কল্পতরু স্বর্গের মন্দাকিনী তীরে স্থিত, ইনি মর্তে সুরধুনী-তীরে অবস্থিত। নবদ্বীপগঙ্গাতীরে—ইহাই তাৎপর্য।

(৩) স্বর্গের কল্পতরু স্থাবর, কিন্তু ইনি সঞ্চরণশীল।

(৪) পুষ্প বৃক্ষশাখাগ্রেই প্রস্ফুটিত হয়—এস্থলে চরণ-তলে।

(৫) ভ্রমর বা মধুপ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে মধু পান করিয়া থাকে। কল্পতরুর পুষ্পেও ভ্রমর চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ কল্পতরুর চরণপুষ্পে ভক্তরূপ ভ্রমরগণ বিভোর হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের পুষ্পান্তর-স্পৃহা নাই। অর্থাৎ প্রেমভক্তি যাহার হৃদয়ে জাগরূক তাহার আর স্পৃহান্তর আসিবে কেন?

(৬) স্বর্গের কল্পতরু শুধু ফলই দেয় আর তাহার পরিমলে শুধুমাত্র দেবতারাই আনন্দিত হন। কিন্তু এস্থলে সুর ও অসুর (লক্ষণার দ্বারা—ধার্মিক ও পাষণ্ড) দুইই আনন্দ লাভ করেন ও অগোর অর্থাৎ বিভোর হইয়া থাকেন।

(৭) কল্পতরুর নিকটে যাহা কামনা করা যায় শুধুমাত্র সেই কামনাই পূর্ণ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গরূপ কল্পতরু বস্তুরূপ ফলপ্রদান করেন। সেই বস্তু হইতেছে প্রেমবস্তু। এস্থলে ভগবৎপ্রেমবস্তু লাভ করিয়া সর্ব-কামনা নিরাকৃত হয়। ভগবৎপ্রেমভক্তি অনুভব করিলে অন্য কোনো স্পৃহা থাকে না—ইহাই কবির বিবক্ষা।

রাধামোহন বলিতেছেন—নিজ নয়ন-স্বরূপ-মেঘ কর্তৃক অবিরত বৃষ্টিসিঞ্চনে অভিনব দেহকল্পতরু মুকুলিত করিয়াও পূর্বরাগোচিত সাত্ত্বিকাদিভাব অভিব্যক্ত করিয়া পরমাদ্ভুত লীলাকে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

এই গ্রন্থের সর্বপ্রকরণে শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণাদির রূপবোধক গীত যে প্রায়ই দেওয়া হইয়াছে তাহা পূর্বাপর গানের রীতি অনুসারে কীর্তনের অবচ্ছেদ-ভেদের জন্য।

২২

সুহইরাগ* -বরৈকতালশ্চ[১]।

লাখবান কাঞ্চন জিনি।

রসে চর চর [গোরা] অঙ্গে[২] মুঞি[৩] যাউ নিছনি। ধ্রু॥

কি কাজ শারদ[৪] কোটি শশী।

জগত করিলে আলো[৫] গোরামুখের হাসি॥

দেখিয়া রঙ্গিমাধরকাঁতি।

মলা মলা[৬] অনুরাগে এ বর যুবতী॥

সুদশন শিখরমুরতি।

মরমে ভরমে জাগে পিরিতি আরতি॥

ভাঙ[৭] গঞ্জে মদনধনুকী।

কুলবতী উনমত[৮] কৈল দুটি আঁখি॥

অলকা তিলক[৯] ভালে শোভে।

পাঠান্তর—

* "সিন্দূরবিন্দুঃ মম ভালদেশে
পত্রাবলিকাপি কপোলভিত্তৌ।
অলক্তসিক্তং কুরু পাদমেনং
কান্তঃ বসন্তী সুহই প্রসিদ্ধা॥"

—ঘ-পুঁথি।

১ বরা একতালীতালশ্চ—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।

২ গোরা শব্দ তরুতে ও উপজীব্য পুঁথিতে আছে কিন্তু গী ও কী-তে নাই। দ্বিতীয় চরণটি ক ও মূল পুঁথিতে আছে—"প্রেমে অঙ্গ চর চর গোরা মুকি যাউ নিছনি। ঘ-পুঁথির পাঠ—"রসে অঙ্গ চর চর গোরা অঙ্গের"।

৩ মু—তরু, মো—গী।

৪ শরদ—গী, কী, তরু।

৫ আলা—তরু। "জগত করয়াছে আল"—ক-পুঁথি। জগত করিল আলো—ঘ-পুঁথি।

৬ মইল মইল—গী, মলুঁ মলুঁ—ঘ-পুঁথি।

৭ ভাঙ্—তরু।

৮ উনমতি—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।

৯ তিলকা—গী।

রঙ্গিনীর মনে রঙ্গ বাঢ়ে ঐ লোভে।
[চাঁচর চিকুর কবরী।
নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি॥
চন্দন-কেশর-মাখা তনু।
রঙ্গিনীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছে[1] বনু॥][2]
মদন বিজয়ী দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জিয়ে কামিনী[3] অবলা॥
রাঙ্গাপ্রান্ত পীত পটবাস।
পহিরণ নিতম্বিনীর[4] রস-অভিলাষ॥
অরুণ চরণে নখচান্দ।
পামরি[5] গোবিন্দদাসের চিত[6]-বান্ধা কান্দ॥
গী—৬৯, কী-৬৮ পৃঃ, তরু-২৬৭

টীকা—রাধামোহন বলিতেছেন—দৃষ্ট স্বর্ণ হইতে লক্ষ গুণ উজ্জল জাম্বুনদ নামক স্বর্ণকেও জয় করিয়াছে আমার প্রাণের নির্মল সামগ্রী অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য। যদি মনে করা হয় স্বর্ণসাদৃশ্যে স্বর্ণের কাঠিন্য আসিয়া পড়িতেছে—তাই বলা হইল 'রসে চর' ইত্যাদি।

রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন যে এই পদটি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা—গোবিন্দদাস কবিরাজের নহে। গোবিন্দ দাস কবিরাজ কোথাও নিজ নামের বিশেষণ রূপে পামর বা পামরী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। গোবিন্দ চক্রবর্তী গোবিন্দ কবিরাজেরই মতন শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য।

গোবিন্দ কবিরাজের বাড়ী ছিল তেলিয়া বুধরি (মুর্শিদাবাদ জেলা) আর গোবিন্দ চক্রবর্তীর বাড়ী বোরাকুলি গ্রামে (মুর্শিদাবাদ জেলা)।

পাঠান্তর—

১ লেপিয়াছে—খ-পুঁথি।
২ বন্ধনী চিহ্নিত এই অংশ ক-পুঁথিতে নাই।
৩ যুবতী—ক-পুঁথি।
৪ নিতম্বিনী—গী, তরু।
৫ পামরি—খ-পুঁথিতে নাই।
৬ চিতে—খ-পুঁথি।

২৩

কানবরাগ* -বিজয়ানন্দতালাভ্যাম্।

পুন পুন গতাগতি করু[7] ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত।
আজু হাম কি[8] পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র[9]।
করতলে করই বয়ন[10] অবলম্ব॥ ধ্রু॥
ছলছল নয়ন কমল সুবিলাস[11]।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ[12]।
রাধামোহন কছু না পাওল[13] থেহ॥

টীকা—এ স্থলে পূর্বরাগোচিত লালসা দশা প্রকাশ পাইয়াছে।

পদটিতে চণ্ডীদাসের সুপ্রসিদ্ধ "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার" পদটির প্রভাব দেখা যায়।

লালসা দশা—অভীষ্টপ্রাপ্তির জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহাকে লালসা বলে। ইহার ব্যভিচারী ভাব—ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা, শ্বাস ইত্যাদি। ইষ্টকে দেখিবার ইচ্ছা কিংবা প্রাপ্তির ইচ্ছাই ঔৎসুক্য। চপলতা রাগবশত অথবা বিরাগবশত হইতে পারে। এ স্থলে রাগবশত চপলতা।

* মন্দারপুষ্পগ্রথিতবনমালাবিভূষিতঃ।
তপ্তচামীকরাভাসঃ কানড়ঃ পরিকীর্তিতঃ॥"
—খ-পুঁথি।

৭ কর—তরু।
৮ নাহি—তরু, খ-পুঁথি।
৯ চন্দ—ক-পুঁথি।
১০ নয়নে—ক-পুঁথি।
১১ -বিলাস—ক-পুঁথি।
১২ বরতনুদেহ—তরু।
১৩ পায়ল—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

২৪

বেলাবলীরাগঃ* -কন্দর্পতালে।

বরণি না হএ রূপ[১] বরণ চিকণিয়া[২]।
কিএ ঘনপুঞ্জ কিএ কুবলয় দল
কিএ কাজর কিএ ইন্দ্রনীলমণিঞা ॥ ধ্রু ॥
বিকচ-সরোজ-ভান মুখমণ্ডল
দিঠি-ভঙ্গিম নটখঞ্জন-জোর।
কিএ মুখমাধুরী[৩] হাস উগারই
পিবি[৪] আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর[৫] ॥
অঙ্গদ-বলয়া[৬]-হার-মণিকুণ্ডল-
চরণ-[৭]নূপুর-কটিকিঙ্কিণি কলনা[৮]।
অভরণ-কিরণ-বরণ অতি[৯]চরচর
কালিন্দী জলে[১০] যৈছে চান্দকি[১১] চলনা[১২] ॥
কুঞ্চিত[১৩] কেশ বেশ[১৪] কুসুমাবলী
(তহু-পর শোভে শিখি-চান্দকি চান্দে)[১৫]
অনন্তদাস পহু অপরূপলাবণি
সকল যুবতী মন (পড়লহি)[১৬] ফান্দে[১৭] ॥

ক্ষ—৪।৩

২৫

বরাড়ীরাগেকতালীতালে।

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
খেনে তনু মোড়সি করি[১৮] কত ভঙ্গ।
অবিরল[১৯] পুলক-মুকুলে ভরু অঙ্গ।
এ ধনী মোহে না করু অরু[২০] ছন্দ।
জানলুঁ ভেটলি শ্যামর[২১] চন্দ্র[২২] ॥ ধ্রু।
ভাব কি গোপসি গুপত না[২৩] রহই।
মরমক বেদন বদনে[২৪] সব কহই ॥

যথা—

* "দয়িতায় বরা মুকুরে প্রিয়া তরঙ্গী চীনাংশুকমম্বরেঠৌ।
খড়্গং স্মরন্তী শ্রবমিষ্টদেবঃ বেলাবলী নীলসরোজকান্তিঃ।"

—ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ ক-পুঁথিতে "রূপ" নাই।
২ চিকনিঞা—ঘ-পুঁথি। এই পুঁথিতে এই পদে হএ স্থলে হয়ে, কিএ> কিয়ে ইত্যাদি বানান ব্যবহৃত হইয়াছে।
৩ কিয়ে মধুর মৃদু—ক্ষ, ক-পুঁথি।
কিএ মৃদু মাধুরী—বহ।
৪ পি পি—বহ, ঘ-পুঁথি।
৫ পড়লহি ভোর—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ বলয়—ক্ষ, বহ।
৭ কনক—ক্ষ; চরণে—ক-পুঁথি।
৮ কলনা—ক্ষ। সম্পূর্ণ চরণটি গ-পুঁথিতে—
"চরণ নূপুর কোটি কিঙ্কিণি কলনা।"
৯ অভরণ বরণ কিরণ কিএ—ক্ষ, বহ, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
১০ তীরে—ক-পুঁথি।
১১ চাঁদকি—ক-পুঁথি।
১২ ছলনা—গ-পুঁথি।
১৩ সুকুঞ্চিত—ক্ষ।
১৪ বেশ—ক্ষ; এস্থলে 'বেশ' শব্দ মূল পুঁথিতে নাই, খ ও ঘ পুঁথিতে থাকায় ছন্দগণনার জন্য গৃহীত হইল।
১৫ বাজিত মত্ত শিখি পুচ্ছক ছাঁদে।—ক্ষ।
তহুপর শোভে শিখি চান্দকি চান্দে—বহ।
১৬ অনন্তদাসের মন যুবতীক লোচন
চূড়া নিরখিতে পড়লহি ফাঁদে।—ক্ষ
'পড়লহি' শব্দটি মূল পুঁথিতে না থাকিলেও ছন্দানুরোধে অন্যত্র হইতে নেওয়া হইল। ক খ ও গ পুঁথিতেও "পড়লহি" নাই।
১৭ কান্দে—ঘ-পুঁথি।
১৮ কয়—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
১৯ অবিরত—পী।
২০ আন—ক্ষ, বহ।
২১ শ্যামরু—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২২ চন্দ—পী, ক্ষ, বহ, ক-পুঁথি।
২৩ নাহি—ক-পুঁথি।
২৪ বদন—ক্ষ; গং; তরু; বহ, ক-পুঁথি।

যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল॥
আনছলে অঞ্জন[৮] আনছলে পন্থ।
সঘন[৯] গতাগতি করসি একান্ত॥
দূরে রহু গুরুজন-গৌরব[১০] লাজ।
গোবিন্দ দাস কহ[১১] পড়ল অকাজ[১২]॥

ক্ষ—২।৩, সং—১৯০, গী—১২৯,
তরু—৭০।

রাধামোহন বলিতেছেন যে যদিও কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং তিনি শৃঙ্গাররসনির্যাস আস্বাদন করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অতএব শৃঙ্গার-রসাস্বাদনলীলায় তিনিই মুখ্য ব্যক্তি কিন্তু তবু পূর্বরাগের উদাহরণে প্রথমে তাঁহার কথা বলা হয় নাই; কারণ ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমোৎকর্ষ শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ই "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন—বলিয়া, অলংকারশাস্ত্রমতে প্রথমে নায়িকার পূর্বরাগ বর্ণনীয় বলিয়া এবং সর্বশেষে ব্রজরমণীগণের মধ্যে রাধাই শ্রেষ্ঠা বলিয়া তাঁহারই পূর্বরাগ অগ্রে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বরাগের দর্শন-শ্রবণাদিজনিত নানা প্রকারভেদ আছে। কিন্তু রাধামোহন সাক্ষাদ্দর্শনজনিত পূর্বরাগের বর্ণনাই আগে দিতেছেন। সমর্থরতিরূপ প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশ দশা ব্রজসুন্দরীগণের পক্ষেই সম্ভব। যদিও রাধিকার কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে সকল তথ্য সখীরা জানিতেন তবু রাধামুখ হইতে তাহা শ্রবণেচ্ছু হইয়া কোনো সখী রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

"নিশসি" শব্দের দ্বারা দীর্ঘশ্বাস, "করতলে বদন" ইত্যাদির দ্বারা চিন্তা, "খেনে তনু" ইত্যাদির দ্বারা ঔৎসুক্য-ঘূর্ণা-চাপল্যাদি বুঝিতে হইবে। এই পদে বিশেষ ভাবে "লালসা"-দশা প্রকাশিত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে এই ভাবের উদাহরণ শ্লোক আছে—

"অমুরবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনশ্চ প্রবিশন্ত্যদো
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি।
অগণিতগুরুত্রাসা শ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরি দৃশোর্দ্বয়ম্॥"

২৬

তথারাগতালাভ্যাং গীয়তে।

কি তুহুঁ ভাবসি রহসি একন্ত[১]।
ঝর ঝর[২] লোচন[৩] হেরসি পন্থ॥
কহ কহ চম্পকগোরি[৪]।
কাঁপসি কাহে সঘন[৫] তনু মোরি॥ ধ্রু॥
ঘামকিরণ বিনু ঘামই অঙ্গ।
না জানিয়ে কানুক[৬] প্রেমতরঙ্গ॥
জলধর দেখি বহয়ে ঘনশ্বাসে[৭]।
বিশোয়াস কর[৮] রাধামোহন দাসে[৯]॥

টীকা—গোবিন্দদাসের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী কেননা রাধামোহনের ব্রজবুলি পদেও তাহার অনুরণন শোনা যায়।

ঘাম—রৌদ্র (হিন্দী)। সংস্কৃত মূল শব্দ ঘর্ম হইতে যাহার অর্থ গ্রীষ্ম।

পাঠান্তর—

১ আঞ্জন—ক্ষ; গী।
২ সঘনে—গী; তরু; বহ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৩ গৌরব-আগজন—ক-পুঁথি।
৪ কহে—বহ, ক-পুঁথি।
৫ আকাজ—বহ।

১ একান্ত—খ-পুঁথি।
২ ঝার ঝার—ক-পুঁথি।
৩ লোচনে—খ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ চম্পকগোরী—ক-পুঁথি, চম্পকগোরি—খ-পুঁথি।
৫ সঘনে—ক-পুঁথি।
৬ কানুক—ক-খ-পুঁথি। কানুক—বহ, খ-পুঁথি।
৭ ঘন-সাস—ক-পুঁথি। ঘনশাস—খ-পুঁথি।
৮ করু—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৯ দাস—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পদটি উদ্বেগদশার। সখী রাধাকে বলিতেছে—শ্যামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তোমার এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। তোমার নবপ্রেম-জ্বর অনুভূত হইতেছে। সখীকে বিশ্বাস করিলে অমঙ্গল নাই, বরঞ্চ তাহাতে সকলই মঙ্গল হইবে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে বিদগ্ধমাধব হইতে অনুরূপ একটি পদ উল্লিখিত আছে—

"চিন্তাসন্ততিরদ্য কৃন্ততি সখি স্বান্তস্থাং কিং তে দ্যুতিং
কিংবা সিকতি তাম্রমম্বরমতিস্বেদাম্ভসাং ভম্বরম্।
কম্পশ্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থৈর্যং কথং বা বলাৎ
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ॥"

২৭

অতো বক্ষ্যমানোচিত গৌরচন্দ্রো যথা—

ধানসীরাগোৎসাহতালৌ।

মো মেন মলুঁ মো মেন মলুঁ[১]।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইলুঁ[২]। ধ্রু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল চলই[৩] বাটে॥
হাসিয়া হাসিয়া[৪] সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রস রঙ্গে॥
থিরবিজুরী করিএ৷ একে।
সেহ নহে[৫] গোরা অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনি ভাঁ়ুর দোলা।
মোর হিয়ামাঝে করিছে খেলা॥
চান্দ মলিন[৬] বদনচান্দে[৭]।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কান্দে॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুঁটা[৮]।
যুবতী উমতি কুলের খোঁটা॥
তাহে তঙ্গুম্ম বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেজিঃ সে সুরে॥

তরু—২৭৭

টীকা—রাধামোহন টীকাতে বলিয়াছেন যে এই পদটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর লেখা। গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত নাগরীভাবের পদগুলি গোবিন্দ চক্রবর্তীরই রচনা বলিয়া ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারও মনে করেন। অনেকগুলি নাগরীভাবের পদ বাসু ঘোষের নামে প্রচলিত আছে। গৌরাঙ্গ অপরূপ সুন্দর তরুণ যুবক—তাঁহাকে দেখিয়া নবদ্বীপের তরুণীরা বিমুগ্ধ হইতেন ইহা স্বাভাবিক। পণ্ডিতেরা কেহ কেহ কিন্তু বলেন—"গৌরাঙ্গ যে তাহাদের আবেগে সাড়া দিবেন ইহা সম্ভাব্য নহে —কেন না বৃন্দাবনদাস জোর দিয়া বলিয়াছেন যে প্রভু অশেষ চাপল্যের মধ্যেও কখনও পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না—

"অতএব মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বোলে॥"

চৈঃ ভাঃ

বাসু ঘোষের যে সব পদে এমন কথা আছে যে শ্রীগৌরাঙ্গ নাগরীদিগকে আঁখি ঠারিয়া পাগল করিলেন সে পদগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা হয়। গোবিন্দ চক্রবর্তী এখানে গৌরাঙ্গকে শুধু নাগরই করিয়া আঁকেন নাই, তাঁহার ব্যবহারে সাধারণ সৌজন্য ও ভদ্রতার বালাই রাখেন নাই। কেননা ভদ্রসন্তান "সাতপাঁচ সখী" মিলিয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতেছেন দেখিয়া নিজের রসিক বন্ধুদের সঙ্গে চোখ ঠারাঠারি করেন না"।

পাঠান্তর—

১ মো মেলে মঁলু মলুঁ—বহ, ক-পুঁথি। এই পাঠটি টীকাতেও ধৃত হইয়াছে।

২ আলু—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, তরু।

৩ দেখিলু—তরু।

৪ রঙ্গিয়া—তরু, খ-পুঁথি, রসিয়া—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৫ সে নহে—তরু।

৬ উনমতি—বহ। ঝলমলি—তরু।

৭ ছান্দে—তরু। চাঁদে—ক-পুঁথি।

৮ ছটা—ক-পুঁথি।

এইরূপ সমালোচনা হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া রাধামোহন ঠাকুর পরবর্তী পদের টীকায় ইহার নিরসন করিয়াছেন। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে এমন কোনো হৃদয়-ভাব নাই যাহা ভগবানের চরণে সমর্পণ করা না যায়। প্রাচীন মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রাবলীর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন।

তনুসুখ—মলমলজাতীয় সূক্ষ্ম বসন।

মন্তব্য—এই পদটি রাধামোহন ঠাকুর আবার ২০৩ পৃষ্ঠায় (বহর—২য় সংস্করণ) ধরিয়াছেন।

২৮

শ্রীরাগৈকতালীতালেৌ

শচীর কোঙর[1] গৌরাঙ্গসুন্দর
দেখিনু আঁখির কোণে[2]।
অলখিতে চিত হরিঞা লইল
অরুণ নয়নের বাণে[3] ॥
সই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে নদিয়া নগরে
নাগরী না রবে ঘরে ॥ ধ্রু ॥
রমণী[4] দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া[5] মনে[6] দঢ়াইনু
পরাণ রহিবার নয় ॥
কোন কুলবতী[7] যুবতী ইহার
বুকয়ে[8] রসবিলাস।
তাহার[9] চরণ হৃদয়ে ধরিয়া[10]
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥

তরু—১৩৩; কী—১৬৮;

টীকা—এটিও গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া মনে হয়। কেননা তাঁহার গৌরাঙ্গ "রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া রসময় কথা কয়।"

অরুণ নয়নের বাণে—মহাপুরুষের যে অষ্টাঙ্গ রক্তিমা থাকে তাহার অন্যতম—নয়নের অরুণিমা।

মহাপুরুষের বত্রিশ লক্ষণ—

"পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রি-হ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্।

সপ্তরক্ত—যথা—নেত্রান্ত, পাদতল, হস্ততল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ। অধর ও ওষ্ঠ পৃথক ধরিলে অষ্টাঙ্গ রক্তিমা।

রাধামোহন বলিতেছেন যে—কলিযুগের পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি অধর্মক্লিষ্ট সকল নরনারীর সংসারচক্রে ভ্রমণের হেতুস্বরূপ শৃঙ্গারাদিভাবের অনর্থকারিতা বিনাশ করিবার জন্য অবতীর্ণ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেন। তাহা হইলে নানাভাবে তাঁহার গৃহে আগত নায়িকাগণের পরনারী ও পরপুরুষবিষয়ক শৃঙ্গারসূচক কটাক্ষাদি দুষ্টতা কি করিয়া সম্ভব! অতএব এই জাতীয় পদের একটি গভীর ব্যঞ্জনা স্বীকার্য। পূর্বাবতারে কৃষ্ণই ছিলেন বিষয়ালম্বন—ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার আশ্রয়ালম্বনের ভাবে ভাবিত হইয়া কোনো এক নদীয়া-নাগরী শ্রীগৌরাঙ্গকৃত কটাক্ষাদিকে আপনাতেই অভিযোগরূপে জানিয়া নিজসখীর প্রতি গাঢ় গূঢ়তা জানাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের সবত্রই কৃষ্ণস্ফূর্তি।

পাঠান্তর—

১ কুড়র—ঘ-পুঁথি।
২ দেখল নয়ন কোণে—কী; দেখিনু আঁখি কোণে—খ-পুঁথি।
৩ নয়নবাণে—তরু, কী, ক-পুঁথি।
নয়নবাণে—বহ। নয়ানের বাণে—ঘ-পুঁথি।
৪ কামিনী—কী।
৫ নিচয় করিয়া—কী।
৬ মন—ঘ-পুঁথি।
৭ গুণবতী—তরু, বহ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি। গুণবতী—ঘ-পুঁথি।
৮ বুকএ—খ-পুঁথি। বুকএ—ঘ-পুঁথি।
৯ ধরিঞা—ঘ-পুঁথি।
১০ তাহারি—ঘ-পুঁথি।

অতএব কৃষ্ণপ্রেমবশতই সেই কটাক্ষাদি প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ গৌরাঙ্গ অবতার মুখ্যভাবে আশ্রয়ালম্বনের অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবের আধার। তাই তাঁহার কটাক্ষাদি কোনো দোষের নহে। যদি নদীয়ানাগরীগণ তাঁহার আশ্রয়ালম্বন ভাব সম্বন্ধে কিছু নাও জানেন তথাপি দোষী নহেন। বরঞ্চ এস্থলে স্বীয় ভাবের প্রাতিকূল্য না ঘটায় গুণ বলিয়াই ধরিতে হইবে।

এইভাবে এইজাতীয় সমস্ত পদেরই অর্থ করিতে হইবে।

২৯

কানড়রাগ-শেখরতালো।

ঢল ঢল কাঁচ[১] অঙ্গের লাবণি
অবনি বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গহিললে[২]
মদন মুরুছা পায়॥
কে বা সে নাগর[৩] কি খেনে দেখিলুঁ[৪]
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত ব্যাকুল[৫]
কেন বা সদাই ঝুরে। ধ্রু॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন কটাক্ষ[৬] বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া[৭] পড়িয়া মাতল[৮] ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া[৯] বুলে।[১০]
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল[১১]
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে[১২] পরিণামে
দাস গোবিন্দে[১৩] কয়॥

গী—১৬২, তরু—১৬২

টীকা—পদটি রাধামোহন ঠাকুরের টীকানুসারে কৃষ্ণবিষয়ক। কিন্তু বাঁশী, পুচ্ছ, পীতাম্বর ইত্যাদি শব্দের কোনো উল্লেখ বা ইঙ্গিত না থাকায় পদটি গৌরাঙ্গবিষয়ক বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। গৌরাঙ্গবিষয়ক হইলে ইহা নদীয়া নাগরী ভাবের পদরূপে গৃহীত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে পদকর্তা গোবিন্দ চক্রবর্তী হইতে পারেন। "হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়" পংক্তিটি গোবিন্দ চক্রবর্তীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

মালতী ফুলের মালাটি ইত্যাদি—পংক্তিগুলিতে স্বভাব-সৌন্দর্যের নিখুঁত বর্ণনা। মধুপানমত্ত ভ্রমর সত্যই উড়িতে পারে না এবং পাখা কাঁপাইয়া নিজেকে কেন্দ্র করিয়াই ঘুরিতে থাকে।

এস্থলে মালতীফুলের মালা "হিয়ার মাঝারে" দুলিতেছে

পাঠান্তর—

১ কাঁচা—গী, তরু। চর চর কাচা—খ-পুঁথি, চরচর কাচ—ক-পুঁথি। চরচর কাঁচা—ঘ-পুঁথি।
২ তরঙ্গহিল্লোলে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ কিবা সে নাগর—তরু, গী, বহু।
৪ দেখিনু—ঘ-পুঁথি।
৫ বেয়াকুল—তরু, বহু।
বিয়াকুল—গী, ক-পুঁথি।
৬ কটাখে—গী, তরু। কটাক্ষে—ক-পুঁথি।
৭ উলটীয়া—ক-পুঁথি।
৮ মাতাল—খ-পুঁথি।
৯ ঘুরিঞা ঘুরিঞা—খ-পুঁথি।
১০ বোলে—ক-পুঁথি।
১১ বাধল—তরু। বাঁধল—গী।
১২ হএ—ঘ-পুঁথি।
১৩ গোবিন্দ—তরু, গী।

অর্থাৎ পুষ্পমাল্যটি দীর্ঘাকার নহে। গৌরাঙ্গবিষয়ক বহুপদে মালতীফুলের মালার কথা আছে। কৃষ্ণের গলার মাল্য বনমালা—যাহা আজানুলম্বিত। মালতীফুলের মালার বর্ণনা কৃষ্ণের চূড়ার ময়ূরপুচ্ছকে ঘিরিয়া। ইহাতেও পদটি গৌরাঙ্গবিষয়ক বলিয়াই মনে হয়।

ঢল ঢল কাঁচ অঙ্গের লাবণি—মুক্তাফলের উপর জ্যোতির যে তরলতা—অঙ্গের লাবণ্য তাহারই তুলনা। সেই তরলজ্যোতির্ময় লাবণ্য এত অধিক যে নদীর মত বহিয়া যাইতেছে। তাহাতে হাসির তরঙ্গ উঠিতেছে। সে হাসির সৌন্দর্য বিশুদ্ধ—তাহাতে কোনো কামনার কলুষতা নাই—তাহা দিব্য—তাহা অলৌকিক। তাই মদন মূর্চ্ছিত হইতেছে।

রাধামোহন ঠাকুর পদটি কৃষ্ণবিষয়ক বলিয়াছেন—"কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ্র"—পদে শ্যামরূপ যিনি দৃষ্ট হইয়াছেন তিনি কে ইহা না জানিয়া তাঁহার নাম উচ্চারিত হইয়াছে। এখন শ্রীরাধা অতিশয় চমৎকারক শ্যামচন্দ্রের রূপ বর্ণনা করিয়া নিজের লালসা—যাহা পূর্বরাগের প্রথম দশা—ব্যক্ত করিতেছেন।

"না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল"—এস্থলেও লালসাই ব্যাধিরূপেণ কথিত হইয়াছে। কারণ অনুভাবগুলি লালসা দশার অনুরূপ—ব্যাধিদশার নহে।

৩০

শ্রীরাগৈকতালীতালৌ।

নীলরতন কিয়ে নবঘন ঘটা।
লখিল[১] লখিল নয় সে না অঙ্গছটা[২] ॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা[৩]।
মদনমহেন্দ্রধনু কিবা দিল দেখা ॥
কদম্বের কুঞ্জে কে[৪] শ্যাম চিকণিয়া[৫]।
রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া[৬] ॥ ধ্রু[৭] ॥
বদন কমল কি এ[৮] পুর্ণিমক চন্দ।
অধর কিশলয় কি এ বান্ধুলিবন্ধ[৯] ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলিক সানে[১০]।
কুলল আঁখির লাজ সাঁধাইল[১১] কানে ॥
নয়নযুগল কি এ ভ্রমর বিরাজ[১২]।
অলখিতে দংশএ[১৩] যুবতী হিয়া মাঝ ॥
গোবিন্দ দাস কহে সে না দিঠি বিষে।
না পিলে বদন-[১৪] সুধা কেবা জিয়া[১৫] আইসে।

ক্ষ—২২।৩, গী—২১৪, কী—৬৭ পৃঃ।

মত্ত ময়ূরের পাখা—

(১) পবন কম্পিত ময়ূর পুচ্ছ।
(২) কৃষ্ণ সংস্পর্শে আনন্দিত ময়ূরপুচ্ছ।
(৩) কৃষ্ণ চূড়ায় স্থান পাইয়া গর্বিত ময়ূর পুচ্ছ।
(৪) সুন্দর ময়ূর পুচ্ছ।

পাঠান্তর—

১ লখিয়ে—ক্ষ, গী।
২ অঙ্গের ছটা—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৩ চূড়ার উপরে ময়ূরের পাখা—বহুর পাঠ।
"মত্ত" শব্দহীন এই পাঠ স্পষ্টতই ছাপার ভুল।
৪ কি বা—বহু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৫ কদম্বতলাতে সই শ্যাম চিকনিয়া—ক্ষ।
কি পেখনু কদম্বতলে শ্যাম চিকনিয়া—গী।
দেখিনু কদম্বতলে শ্যাম চিকনিয়া—কী।
চিকনিয়া—ক-পুঁথি।
৬ বিকাইয়া—কী।
৭ এপদটি ঘ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৮ কিয়ে—গ পুঁথি।
৯ অধর বঁধুলী কি এ কিশলয় ফাঁদ—ক্ষ।
অধর সুকিসলয় বাঁধুলীবন্ধ—গী।
১০ মুরলীর সানে—ক্ষ, গী, কী।
মুরলীর তানে—বহু।
১১ সন্ধাইল—ক্ষ।
সাদাইল—গী; সাজাইল—কী।
সাঁজাইল—ক পুঁথি (ছাপার ভুল)।
১২ মত্ত অলিরাজ—ক্ষ।
১৩ দংশে—ক্ষ, গী, কী।
১৪ অধর—ক্ষ, গী, কী, ক-পুঁথি।
১৫ জিয়ে—ঘ-পুঁথি।

মদনমহেন্দ্রধনু—

মদনের পুষ্পধনু—নানাবর্ণপুষ্পরচিত যথা—

(১) নীলাভ শ্বেতবর্ণ অরবিন্দ।

(২) রক্তবর্ণ অশোক।

(৩) মধুশ্যামবর্ণ চূত।

(৪) বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ নবমল্লিকা।

(৫) নীলবর্ণ ইন্দীবর।

ইন্দ্রধনুও সপ্তবর্ণ—যথা লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, গাঢ়নীল ও বেগুনি। ময়ূরপুচ্ছেও বিবিধ বর্ণ দৃষ্ট হয়।

ভ্রমর বিরাজ—(১) ভ্রমর-উজ্জ্বল।
(২) ভ্রমর-তুল্য।

গোবিন্দ দাস কহে ইত্যাদি—বিষ-তোলা হয় মুখদ্বারা শোষণ করিয়া। এস্থলে মুখশোষণক্রিয়া মুখ-চুম্বনের ব্যঞ্জক।

রাধামোহন বলিতেছেন—পদটি রাধার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে। রাধা বলিতেছেন—কদম্বকুঞ্জে শ্যামচিক্কণতনু এ কে যাঁহাকে দেখিয়া জাতি-কুল-ধর্ম লঙ্ঘন করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি! তাঁহাতে আমার প্রেম জন্মিয়াছে—ইহা তো কুলাঙ্গনার রীতি নহে। তাঁহার পরমাশ্চর্য সেই অঙ্গছটা দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়াছে তাই স্থিরনিশ্চয় করিতে না পারিয়া সন্দেহ জাগিতেছে—ইহা কি নীলকান্তমণির ঘটা? না, তাহা নহে, কেন না—তাহা অতি কঠিন। তবে কি ইহা বিদিস্থিত নবীন ও অপূর্ব মেঘপুঞ্জ? চূড়ার ময়ূরপক্ষগুলি মদনের ধনু ও মহেন্দ্রের ধনুর মতন পরম চমৎকার-কারক। বদন কি পদ্ম না চন্দ্র? অধর অত্যন্ত কোমল নবোদ্গত পল্লবের মত রক্তিম—বাঁধুলি ফুলের মত আরক্তিম। (পূর্বগীতে অর্থাৎ "কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ্র" ইত্যাদি গীতে মুখরিত-মুরলিস্বতান" ইত্যাদি পদে যাহা স্বগত ভাবে কথিত হইয়াছে তাহাই এখন "অতি সুমধুর" ইত্যাদি পদে স্পষ্টভাবে কথিত হইতেছে।) আরও আশ্চর্য এই যে নয়নযুগলই বিরাজমান ভ্রমর এবং তাহা অলক্ষিতে যুবতী-হৃদয়কে এমনভাবে দংশন করিতেছে যে সে ভিন্ন আর কেহই তাহা জানিতে পারিতেছে না। রাধামোহন আরও বলিতেছেন যে—এস্থলে যুবতিহৃদয় পদ্মাদিরূপে উপমেয় যেন না করা হয় কারণ ভ্রমর কর্তৃক পুষ্পদংশনে বিষজ্বালা সম্ভব হয় না। (অতএব ধরা যাইতে পারে যে দীর্ঘভ্রূযুগসমন্বিত কৃষ্ণাক্ষিতারকা সর্পের সহিত তুলনীয় যাহার দংশনে যুবতীর হৃদয় বিষজ্বালায় জর্জরিত হইয়াছে এবং যাহার নিরাকরণ মুখশোষণ অর্থাৎ চুম্বন দ্বারাই সম্ভব।)

কোনো কোনো পুঁথিতে "কদম্বতলে" পাঠ আছে। রাধামোহন বলিতেছেন সে স্থলেও "কদম্বকুঞ্জের তলে" অর্থ ধরিতে হইবে।

৩১

ধানশীরাগ—যতিতালৌ।

মরকতরতন মুকুরবরলাবণি
প্রতি তনু পিরিতিপসার।
শারদচান্দ[১] কান্দ[২] মুখমণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণবিহার।
সজনি কে নব নাগর-রাজ।
তরণিতনয়া-তট-[৩] নিকট-নীপতরু-
হেলন নটবররাজ[৪]।
নাচত ভাউ[৫] মদনধনুভঙ্গিম
নটখঞ্জন দিঠিজোর।

পাঠান্তর—

১ চাঁদ—ক-পুঁথি।
২ ফাঁদ—ক-পুঁথি।
৩ তটে—খ-পুঁথি।
৪ তরণি-তনয়া-তট নীপতরু হেলন
নটবর সুন্দর রাজ।—ক-পুঁথি।
৫ ভাঙ—বহু, ভাঙ—ক-পুঁথি।

বান্ধুলি[১]-অধরে মুরলিরবমাধুরী
উনমতায়ল[২] মন মোর।
উড়ত চূড়[৩] চারু[৪] শিখিচন্দ্রক
মলয়পবনসঙ্গে মেলি।
যদুনন্দন ভণ নয়নরসায়ন
মদন[৫]-রসায়ন-কেলি।

নাগররাজ—প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, পৌরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধপ্রধান।

তরণিতনয়া—সূর্যকন্যা যমুনা।

নীপতরু—কদম্ববৃক্ষ—যাহা বর্ষাঋতুতে পুষ্পিত হয়। ইহার অপর নাম এইজন্য ধারাকদম্ব।

রাধামোহন বলিতেছেন—পূর্ব পূর্ব পদে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া এখন পরিচয় জানিতে চাহিতেছেন—সে নাগররাজ কে—যমুনাতটের নিকটে কদম্ব-তরুতলে নট-বররাজরূপে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন?

৩২

গান্ধাররাগ—সমতালো।

ইন্দীবরবর- উদরসহোদর-
মেদুর-মদহর-দেহ।
জাম্বুনদমদ- বৃন্দ[৬]-বিমোহিত-
অম্বরবরপরিধেয়[৭]।
সজনি কো সোই[৮] নব[৯] যুব-রাজ[১০]।
মোহনমুরলি- মুরলিরুচিরানন
দাহন-কুলবতীলাজ। ধ্রু।
মোতিমসার[১১] হার উরঅম্বর
নখতরদামক ভান।
করিকরগরব- কবলকর সুন্দর
সুবলন বাহ সুঠান[১২]।
মদগজরাজ- লাজ গতি মন্থর
জগ ভরি ভরই অনঙ্গ[১৩]।
যদুনন্দন ভণ সো নন্দনন্দন
চন্দনশীতল অঙ্গ।

পাঠান্তর—

১ বাঁধুলি—ক পুঁথি।
২ উমতায়ল—ক-পুঁথি।
৩ চূড়ে—খ-পুঁথি।
৪ চারু—ক-পুঁথি।
৫ মন্ন মন—বহ, মদন—ক-পুঁথি।
৬ বিন্দু—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ অম্বরবরপরিবেহ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৮ কো সোই স্থলে কে—বহ।
৯ বর—ক-পুঁথি।
১০ নাগর—বহ।

টীকা—যদুনন্দন দাস বিদগ্ধমাধব ও গোবিন্দ-লীলামৃতের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাই শ্রীরূপের পদ্যাবলীর নিম্নলিখিত কবিতাটিও প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। পদটি—

ইন্দীবরোদরসহোদরমেদুরশ্রীর্বাসো
দ্রবৎকনকবৃন্দনিভং দধানঃ।
আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহারবক্ষা কোঽয়ং যুবা
জগদনঙ্গময়ং করোতি॥
পদ্যাবলী—১৫৭ সংখ্যক শ্লোক।

জাম্বুনদ—মেরুমন্দর পর্বতের জম্বুবৃক্ষগুলি হইতে জম্বুফলগুলি পাকিয়া উচ্চ হইতে পতিত হইয়া চূর্ণিত হইয়া যায়। তখন তাহাদের রস সঞ্চিত হইয়া যে নদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহারই নাম জম্বুনদী। ইহা ইলাবৃতবর্ষে। এই নদীর দুই তীরের জম্বুরসসিক্ত মৃত্তিকা পবন ও সূর্যকিরণসম্পাতে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণে পরিণত। এই স্বর্ণ শুধু দেবগণই ব্যবহার করেন। ভাগবতে জাম্বুনদের এই ইতিহাস আছে।

মোতিমসার হার—"হার" শব্দের অর্থ মুক্তার মালা। "মোতিমসার হার" অর্থাৎ "মুক্তাহার" শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ-মুক্তা-নির্মিত মালা।

১১ মোতিমসার—খ-পুঁথি। মোতিম—ক-পুঁথি।
১২ সুঠাম—বহ।
১৩ বহতে "জগভরি" শব্দ নাই। ইহা স্পষ্টতই ছাপার ভুল।

রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন—সম্মোহনকারী মুরলী-বাদনে অভ্যস্ত, তাঁহার সুন্দর আনন কুলবতীগণের লজ্জাকে বার বার দগ্ধ করিয়া দিতেছে। ইহাতে উদ্বেগ-অবস্থা সূচিত হইতেছে। অনুপম প্রত্যঙ্গের রূপ বর্ণনায় ধ্যানরূপ চিন্তা বুঝাইতেছে।

৩৩

ধানসীরাগ—নন্দনতালো।

চূড়হি চূড়ে[1] শিখণ্ডিশিখণ্ডক-[2]
মণ্ডিতমালতীমাল[3]।
সৌরভে উনমত ভমরা-ভমরী[4] কত
চৌদিশে[5] করত ঝঙ্কার॥
সজনি কো কহ কাম অনঙ্গ।
কেলিকদম্বতলে সো রতিনায়ক
পেখলু নটবরভঙ্গ॥ ধ্রু॥
কতহুঁ বিষম[6] শর নয়নতূণ ভর
সকরু ভাঁউ-কামান[7]।
নাগরী-নারী- মরম মাহা[8] হানই
লখই না পারই আন[9]॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল[10]
দোলত মকর-[11] আকার।
গোবিন্দদাস অতএ অনুমানল[12]
মদনমোহন অবতার॥

ক্ষ—১৯১৩, কী—৬৬ পৃঃ, তরু—১৪

কেলিকদম্ব—কেলি নিমিত্ত কদম্ব। কদম্বতরুবিশেষ।

মকর—সমুদ্রজন্তুবিশেষ।

শ্রুতিমূলে ইত্যাদি—কীর্তনানন্দে পাঠ আছে

—"শ্রুতিমূলে জলধর অঙ্গ মনোহর
ছটায় চাহিল নহে।
ঈষত হাসিয়া মনের আকুতে
অরুণ নয়ানে চাহে॥
কি পেখনু বর বিনোদ নাগর
কেলিকদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসিল আনন্দ-জলে॥
মালতী মাল দিয়া কুন্তল টানিয়া
ময়ূরপুচ্ছের চান্দে।
রঙ্গিণীলোচন খঞ্জন বান্ধিতে
পাতিলে বিষম ফান্দে॥
মকরকুণ্ডল সঙ্গে অনঙ্গ দোলায়ে
গণ্ড দরপণ ভালে।
তালে সে মদন দেখি তাহে প্রতিবিম্ব
গোবিন্দদাস অনুমানে।"

সম্ভবত দুইটি পদ এস্থলে মিশিয়া গিয়াছে। "শ্রুতিমূলে জলধর" পাঠটি অর্থহীন।

রাধামোহন বলিতেছেন—"ইনি নন্দনন্দন", পূর্বপদে গীতকার-কর্তৃক (যিনি এস্থলে সখীভাবে ভাবিত) ইহা উক্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া—"নন্দনন্দন তবে মনুষ্য

পাঠান্তর—

১ চূড়হি চূড়—ক্ষ। চূড়ক চূড়ে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
চূড়ক চূড়—গ-পুঁথি।

২ ময়ূর শিখণ্ডক—তরু। শিখণ্ডক মণ্ডিত—ক্ষ ও কী। শিখণ্ড শিখণ্ডক—খ-পুঁথি, গ পুঁথি।

৩ মালতীমধুকরমাল—ক্ষ, কী।

৪ ভমরা-ভমরী—ক-পুঁথি। ভ্রমর-ভ্রমরী—খ-পুঁথি।

৫ চৌদিকে—তরু। চৌদিশে—ক-পুঁথি।

৬ উষম—ক্ষ, কী। কুসুম—ক-পুঁথি।

৭ ভাঁউ-কামানে—ক্ষ, তরু। ভাঙ্কামান—ক-পুঁথি। ভাঙ-কামান—খ-পুঁথি (কামান শব্দ ফারশি "কমান" অর্থাৎ ধনু হইতে আসিয়াছে)।

৮ -মরমপর—ক্ষ।

৯ আনে—তরু, ক্ষ।

১০ শ্রুতিমূলে জলধর অঙ্গ—কী।

১১ মানে—খ-পুঁথি।

১২ অবধারল—ক্ষ। (এই পাঠ ভালো মনে হয়।)

[illegible] এতাদৃশ গুণ ও রূপ এবং আমাদিগের মতন কুলাঙ্গনাগণের বিমোহনকারিত্ব মনুষ্যে সম্ভব নহে"—এইরূপ চিন্তা করিয়া রাধা বলিতেছেন যে ইনি তাহা হইলে কন্দর্প। কামকে মিথ্যাই অনঙ্গ বলা হইয়াছে। কদম্বের তলে নটবর রতিপতি মদনকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যিনি ভ্রূধনু সঞ্চালিত করিয়া নয়নের তূণ হইতে বিষম অপাঙ্গদৃষ্টি-রূপ বাণ মারিতেছেন। তাঁহার সেই শরসন্ধান কেবলমাত্র সেই জানে যাহার হৃদয়ে তাহা লগ্ন হয়।

৩৪

ধানসীরাগ-দশকোশীতালো*।

মরকতদরপণবরণ উজোর।
হেরয়িতে[১] প্রতি অঙ্গ[২] অনঙ্গ আগোর।
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান[৩]।
হানল অতএ কুসুমশর বাণ[৪]।
এ সখি কাহে[৫] ভেটলোঁ নন্দনন্দনা[৬]।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা। ধ্রু।
তৈখনে দখিন[৭] পবন ভেল বাম।
সহই না পারিএ[৮] হিমকর নাম।
সাজহ[৯] শেজ কমলদল পাতি[১০]।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ সাতি[১১]।
তাহি রহল মন[১২] লোচন লাগি।
ধৈরজ লাজ গেল দুহুঁ[১৩] ভাগি[১৪]।
কি[১৫] ফল একল বিকল[১৬] পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ[১৭] মীলব কানু[১৮]।

ক ৭।৩, সং-৩৫৩, গী—২৩০,
কী—৫৬, তরু—৫৭।

দখিনপবন—দখিন শব্দটি শ্লিষ্ট। অনুকূল ও দক্ষিণ-দেশাগত—এই দুইটি অর্থ।

রাধামোহন বলিতেছেন—পূর্বদৃষ্ট সেই পুরুষ "নন্দ-নন্দন" ইহা শুনিয়া বিস্ময় লজ্জা ও শঙ্কায় অভিভূতা রাধা—তাঁহার সহিত আমার মিলন হইবে না—ইহা ভাবিয়া বিষাদ দৈন্য ও চাপল্য ইত্যাদি মিশ্রিত ভাবে ভাবিত হইলেন ও গাঢ়-উদ্বেগবশতঃ দশমী দশা অর্থাৎ মৃত্যুদশা আকাঙ্ক্ষা করিলেন। বলিলেন—সখি, তুমি যে নন্দনন্দনের পরিচয় দিলে তাঁহার সহিত কেনই বা আমার দেখা হইল! সেই দেখা হইবার পর হইতেই আমার সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে কেননা গৃহ হইয়াছে বন, চন্দন হইয়াছে অগ্নি। যদি বল—"কেন গৃহ ও চন্দনের এইরূপ মুহুর্মুহু দুঃখদায়কত্ব সম্ভব হইল",—তাহা হইলে

পাঠান্তর—

* নন্দনতাল—বহু।
১ অজাচত (অযাচত ?)—ঘ-পুঁথি।
২ অঙ্গে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ নয়ন—ঘ-পুঁথি।
৪ অতএ হানল রে কুসুমশরবাণ—সং।
৫ ঘাটে—ঘ-পুঁথি।
৬ কাহে ভেটলোঁ সখি ব্রজমোহনা—সং। ভেটলোঁ স্থলে ভেটনু—বহু, খ-পুঁথি।
৭ দক্ষিণ—ঘ-পুঁথি।
৮ পারই—ক-পুঁথি, ঘ—পুঁথি।
৯ সাজল—সং।
১০ পাতি—বহু। পাতে—খ-পুঁথি।
১১ লেউ নিজ সাতি—বহু। লেই নিজ সাতি—খ-পুঁথি। (সাঁতি—শান্তি)।
১২ রহু—খ-পুঁথি।
১৩ তাহে রহল দুহু—সং। তাঁহি রহল দুঁহু—বহু।
১৪ দূরে রহু জাগি—খ-পুঁথি। দুহুঁক গেল ভাগি—সং। দূরে গেল ভাগি—ক।
১৫ কী—ক-পুঁথি।
১৬ বিকল—সং।
১৭ কহে—ক-পুঁথি।
১৮ কান—খ-পুঁথি।

বলি—শোন। অনঙ্গ তাঁহার রক্ষক (আগোর শব্দের অন্ত রূপ আগোল—র এবং ল-এর অভেদ বলিয়া। এখনও দেশগ্রামে গৃহশস্যাদির রক্ষকের নাম আগোল।) তাই দর্শনমাত্র সর্বদাই পুষ্পময় ধনুর্বাণযুক্ত অনঙ্গ এবং তাঁহার আজ্ঞাকারী অস্ত্রধারী পুরুষ আমার দ্বারা দৃষ্ট হইবামাত্র সেই আজ্ঞাকারী পুরুষ অরুণ নয়নের কটাক্ষ-ইঙ্গিতে গূঢ়রূপে অনঙ্গকে কি যেন আজ্ঞা করিল এবং সেই কুসুমশর কন্দর্প আমাকে বাণ মারিল। সেই হইতেই মন্দির হইল অরণ্য, চন্দন হইল অগ্নি, দক্ষিণানিল হইল বাম এবং চন্দ্রের নাম পর্যন্ত শুনিতে পারিতেছি না। (যদি বল—তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র যদি এইরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে দর্শন করিবার সময়ই ইহা ঘটিয়াছে, তাহার পর হইতে হইয়াছে—এ কথা বলিতেছ কেন—তাহা হইলে বলি—শোন,) তাঁহাকে দর্শন করিবার সময় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে সে সকল লক্ষ্য করি নাই। এখন লক্ষ্য হইতেছে। অতএব এখন কমলদলশয্যা রচনা কর। তাহাতে শয়ন করিয়া গন্ধ-চন্দন-চন্দ্রাদির অসহত্ব অনুভব করিয়া কুলযুবতীর পক্ষে পরকীয় প্রেমের যোগ্য মৃত্যুদণ্ড উচিত ভাবে গ্রহণ করিব। যদি বল যে এরূপ কেনই বা বলিতেছি—যাহা তত্র কার্য তাহাই সম্পন্ন করিব—তাহা হইলে শোন—বলি। আমার আর ফিরিবার পথ নাই। তাহাতেই মন ও চক্ষু নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এ প্রাণ বিফলে বহন করিয়া লাভ কি?

রাধার কথা শুনিয়া শেষ পংক্তিতে সখী স্পষ্টতই আশ্বাস দিতেছেন।

৩৫

শ্রীগান্ধাররাগ—চন্দ্রশেখর তালো।

চর চর[১] সজল- জলদতনু শোহন
মোহন অভরণ[২] সাজ।
অরুণনয়ন[৩]-গতি বিজুরিচমক[৪] জিতি
দগধল কুলবতী লাজ॥
সজনি যব ধরি[৫] পেখলু কান।
তব ধরি জগ ভরি তরল কুসুমশর
নয়নে[৬] না হেরিএ আন। ধ্রু।
মধু মুখ দরশি বিহসি[৭] তনু মোড়ই[৮]
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানি এ কোন[৯] মনোরথে আকুল
কিশলয়দলে করু দংশ।
অত এ সে মঝু মন জলতঁহি অনুখন[১০]
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোআশল[১১]
অবহুঁ না মীলল কানু[১২]॥

ক—২৫১৪, সং—১৯৩, গী-২২১
কী—৩৫, তরু—৭০

কিশলয়দলে করু দংশ—দংশনরূপ অনুভাবের দ্বারা হৃদয়ের প্রেমভাব প্রকাশ। কিশলয় কোমল ও রক্তিমাভ—তাহা অধরদলের প্রতীক।

রাধামোহন বলিতেছেন—'মরকতদরপণ"—ইত্যাদি পদে সখীরূপী পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশ্বাস দিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধিকার দশা বলিবার

পাঠান্তর—

১ চলচল—বহ, ক, তরু, সং।
২ আভরণ—ক, বহ।
৩ -নয়ান—খ-পুঁথি।
৪ চমকে—ক, খ-পুঁথি।
৫ যাইতে—ক, সং, তরু। ('যব ধরি'—এই পাঠই ঠিক কেননা পরবর্তী চরণে 'তব ধরি' আছে।)
৬ নয়ানে—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ নিশসি—সং।
বিরসি—ক।
৮ মোড়সি—ক।
৯ কোন মনে—ক-পুঁথি।
১০ জলত অনুখন—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১১ আশোআসল—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১২ কান—ক-পুঁথি।

অগ্র গিয়াছেন। কিন্তু রাধা প্রেমচপলা তাই কাল-বিলম্ব সহিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অগ্র সখীকে বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের তরল-লাবণ্যময় দেহ-সৌন্দর্য সজল জলদের সৌন্দর্য অপেক্ষাও অধিক চিত্তাকর্ষক। ময়ূর-পুচ্ছ ও মুক্তামালা প্রভৃতি নানাবর্ণ বস্ত্রাভরণ ইন্দ্রধনুপংক্তির মতন মনোহারী। তাঁহার অরুণ নয়নের চপলভঙ্গি বজ্র-জনিত চমৎকারিতাকেও অর্থাৎ বিদ্যুৎকেও হার মানাইয়াছে এবং তাহার দ্বারা কুলবতীর লজ্জা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়াছে। যখন হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছেন তখন হইতেই রাধা তাঁহার সেই অঙ্গরক্ষকের আজ্ঞাকারী ও রাধার হৃদয় ভেদনকারী কুসুমশর কন্দর্পকে সর্বত্রই দেখিতেছেন। কিন্তু সেই বাণও অপূর্ব—কারণ অন্য বাণ হৃদয়ে লগ্ন হইলে প্রাণহননের কারণ হয় আর এ বাণ হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াও প্রাণহানি ঘটায় নাই—পুষ্পশরবিদ্ধা রাধা—হায়—এখনও জীবিতা থাকিয়া অশেষ বেদনায় কাতরা। কিন্তু একটু আশার আলোক আছে—কৃষ্ণও হয়তো তাঁহাতে অনুরক্ত। তাহা না হইলে তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ কিশলয় দংশন করিবেন কেন? কিন্তু ইহাও মনে হইতেছে—তাহা হইলে এতক্ষণ কৃষ্ণ আসিতেন, সখীও এত বিলম্ব করিত না।

গোবিন্দ দাস সখীভাবাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—রাধে তোমাকে আমি বৃথাই আশ্বাস দিয়াছিলাম—দেখিতেছি। শ্যামসুন্দর এখনো যে আসিলেন না!

৩৬

ততো বক্ষ্যমাণোচিতগৌরচন্দ্রো যথা—

ধানসীরাগ-মধুরতালৌ।

গৌরবরণ মণিআভরণ
নাটুয়া মোহনবেশ।

পাঠান্তর—

১ ভুলল—খ-পুঁথি।

দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলিল[1]
টলিল[2] সকল দেশ।
মনুঁ মনুঁ সই দেখিয়া গৌরাঙ্গ ঠাম[3]।
বদিতে যুবতী[4] কি বিধি গড়ল
কামের উপরি[5] কাম॥ ধ্রু॥
চম্পা[6] নাগেশ্বর মল্লি ধরে ধর
বিনোদকেশর[7] সাজ।
ও রূপ দেখিতে যুবতি উমতি
ছাড়ল[8] ধৈরজ লাজ॥
সে ভঙ্গি[9] দেখিয়া পতি উপেখিয়া
নদীয়ানাগরী কান্দে।
ভণে[10] বলরাম আপনা নিছিল[11]
সে পদনখর-[12] চান্দে[13]॥

তরু—২১০৯।

টীকা—ডক্টর মজুমদার মনে করেন—যেসব পদে গোবিন্দ দাসের ভাষা ও অলঙ্কারের অনুকরণ করা হইয়াছে সে সব পদ মহাপ্রভুর সমকালীন দ্বিজ বলরামদাসের নহে। সেগুলি বৈষ্ণবদাস কথিত "কবিনৃপবংশজ" বৈদ্য বলরাম দাসের।

নদীয়া নাগরীভাবের পদগুলির ভাববস্তুতে ঐতিহাসিক

২ টলিল—তরু, বহু। ঢুলিল—খ-পুঁথি।
৩ গৌর—তরু, গ-পুঁথি। গোরার—বহু।
৪ যুবতি বদিতে—ক-পুঁথি।
৫ উপর—বহু; উপরে—তরু, বহু-টীকা।
৬ চাঁপা—তরু।
৭ কেশের—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি তরু। (কেশর শব্দের অর্থও কেশ হয়)।
৮ ছাড়ল—তরু, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৯ ও রূপ—তরু।
১০ ভণে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১১ নিছিনু—খ-পুঁথি, ঘ-পুথি। আপন নিছনি—ক-পুঁথি।
১২ পদ নখের—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১৩ গোরা পদ নখ চাঁদে—তরু। সে পদ নখের চাঁদে—ক-পুঁথি।

সত্যতা কিছু নাই। যিনি সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহার এরূপ নাগরালিভাব সম্ভব ছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐকাত্ম্য স্থাপনের জন্য কোনো কোনো পদকর্তা এইরূপ ভাবের কল্পনা করিয়াছেন।

রাধামোহন বলিতেছেন—বিষয়ালম্বনরূপ গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রগাঢ় লালসায় প্রাণাধিকা সখীকে দুঃখিতা দেখিয়া কোনো এক নদীয়ানাগরী দৌত্যের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া বলিতেছেন যে বিধাতা কি যুবতীজনের প্রাণহরণের জন্য ঐ কন্দর্পকে সৃষ্টি করিয়াছেন? কন্দর্প-পীড়িতা কুলাঙ্গনাগণের পতির প্রতি উপেক্ষাই হয়—মৃত্যু হয় না। ইনি বিচিত্রকর্মকারী অভিনব কামদেব। (কারণ সর্বজনজাত কামদেব অনুরাগী কিন্তু) ইনি শৃঙ্গার বিষয়ে উদাসীন। তাঁহার সেই ঔদাস্য দেখিয়া আমার সখী মৃত্যুর মুখে—তাই আমিও মরিতেছি। যদি বল ইহা কিরূপে সম্ভব হয় তাহা হইলে বলি শোন। তাঁহার রূপ দেখিয়া আমার সখী উন্মাদ হইয়া ধৈর্য ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার মণিময় আভরণ ও পুষ্পাদিগ্রহণ বিষয়ীর অনুরূপ শৃঙ্গার-কামনাকে বুঝাইয়া দিতেছে। অথচ ঔদাস্যও দেখিতেছি। যদি বল সখীর এই অবস্থা দেখিয়া দৌত্য কর নাই কেন—তাহা হইলে বলি—শোন। নবদ্বীপের নাগরীগণ যাঁহার জন্য পতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলই কাঁদিতেছে তিনি তাহাদিগকে স্বীকার করিতেছেন না বলিয়া তাহারা দৌত্য হইতে নিরস্ত হইয়াছে। তাই বলরাম কবিরাজ ঠাকুর নাগরীভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন যে তাঁহার প্রাণ গৌরাঙ্গের চরণের বালাই গ্রহণ করুক। গৌরাঙ্গের মঙ্গল হউক।

যদি কেহ কোনপ্রকারে এই পদের লালসাময় ব্যাখ্যা করে তাহা হইলে গ্রহণযোগ্য হইবে না কারণ বাচ্যার্থ সেরূপ নহে এবং সেরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা দ্বারাও লভ্য নহে। তাহা ছাড়া পদের তিনটি চরণে নারীমোহনস্বরূপ ব্যঞ্জের এবং যুবতী পদের পুনরুক্তি আছে। প্রকরণানুসারে এই পদটি যথাসম্ভব গেয়।

৩৭

তত্তদ্ভাবাক্রান্তস্য শ্রীগৌরচন্দ্রস্য দশ দশা যথা—

তত্র লালসা*।

কামোদরাগ – প্রতিমণ্ঠকতালৌ।

কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন
ভারত কাহে ঘনশ্বাস।
খেনে[১] করতলে অব- লম্বই মুখচান্দ[২]
খেনে খেনে রহত উদাস॥
দেখ নব ভাবতরঙ্গ।
যো অভিলাষহিঁ প্রকট নবদ্বীপ
তাকর নাহিক ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন[৩] চাহ চপলমতি
জিতগতিমত্তগজরাজ[৪]।
পুনপুন ঐছন হেরত ফুলবন
কছু[৫] নাহি বুঝিএ কাজ॥
ঐছন ভাঁতি করি তারল ত্রিভুবন
ভাসায়ল প্রেমামৃতদানে।
রাধামোহন পুন[৬] বিন্দু না পাওল[৭]
আপন করমবিধানে[৮]॥

তরু—৩৮

পাঠান্তর—

* "তত······লালসা" পর্যন্ত খ-পুঁথিতে নাই।
১ ক-পুঁথিতে "খেনে খেনে" পাঠ ছন্দঃপাত দোষে দুষ্ট।
২ মুখশশী—তরু। মুখচাঁদ—ক-পুঁথি।
৩ নয়নে—তরু।
৪ জিতগতিমত্তদ্বিজরাজ—ক-পুঁথি।
জিতি গতিমত্ত দ্বিজরাজ—বহ।
৫ কিছু—বহ। কছু—ক-পুঁথি।
৬ 'পুন' শব্দ পদকল্পতরুতে নাই। এরূপ স্থলে পদামৃতসমুদ্রের পাঠই গ্রহণীয় কারণ সংকলয়িতাই স্বয়ং পদকর্তা।
৭ পাওল—খ-পুঁথি।
৮ বিধানে—ক-পুঁথি।

রাধামোহন বলিতেছেন যে—এইবার আশ্রয়ভাবাক্রান্ত অর্থাৎ রাধাভাবাক্রান্ত গৌরাঙ্গের লালসাদি দশ দশাকে বর্ণনা করিয়া "কুসুমিত-কানন" ইত্যাদি পদ উদাহৃত হইতেছে। এই পদে দীর্ঘশ্বাস ও চাপল্য স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে। করতলে মৃণালদন্ড দ্বারা চিন্তা ও "পুনপুন ঐছন হেরত ফুলবন" ইত্যাদি পদ দ্বারা লালসা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যদিও "কুসুমিত কানন হেরি" পূর্বেই বলা হইয়াছে তথাপি পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটে নাই কারণ সে ক্ষেত্রে সঞ্চারী ভাব চাপল্যেরই প্রকাশ হইয়াছে (এস্থলে লালসা ব্যঞ্জিত)। তাহা ছাড়া পূর্বক্ষেত্রে "কুসুমিত কানন" উদ্দীপন বিভাবে পর্যবসিত।

৩৮

উদ্বেগো যথা*—

সিন্ধুড়ারাগ—ধ্রুবতালৌ।

কানড়[১] কুসুম হেরি শচীনন্দন
করতলে মুখবিধু[২] আপি।
অনুভাব[৩] বেকত করত নব অনুরাগ
তনু মন দুহুঁ উঠি[৪] কাঁপি॥
অপরুব[৫] গৌরবিলাস।
যো বর-ভাব- বিভাবিত অন্তর
সোই রতিক পরকাশ॥ ধ্রু॥
ঘামহি ভিগল সকল কলেবর
বিবরণ দিশই কাঁতি।
নয়নক নীরহিঁ সিঞ্চই[৬] ভূতল
শাঙন মেঘকি[৭] ভাঁতি॥
গদগদ কণ্ঠহিঁ[৮] করত হরিকীর্তন
অদভূত জড়ীভূত[৯] অঙ্গ।
রাধামোহন কহ কুহকে নাচিয়ে[১০] যত্ন
না বুঝিয়ে[১১] ও নব রঙ্গ॥

তরু—১৫৭

রাধামোহন বলিতেছেন—এই পদে লালসা মিলিত উদ্বেগ দশা বর্ণিত হইয়াছে। অনুভাবগুলি স্পষ্টতই দৃশ্যমান (—যথা রোমাঞ্চ, বেপথু, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ ও স্তম্ভ। প্রলয় বা মূর্চ্ছা উপলক্ষণে বোদ্ধব্য)। পূর্বরাগে স্বরভঙ্গের কথা অন্যান্য পদেও পূর্বাচার্যেরা বর্ণনা করিয়াছেন। "জড়ীভূত অঙ্গ"—এস্থলে জাড্য পঞ্চমী দশা নহে—সাত্ত্বিক দশা।

কানড়—পুষ্পবিশেষ। নীলপদ্ম বা শ্বেতপদ্ম। "কানড় ছাঁদে কবরী বাঁধে"—এস্থলে কানড় শব্দ বিশেষ এক শ্রেণীর কবরীবন্ধনের নাম। হয়তো নীলপদ্মের আকৃতির অনুকরণে রচিত কবরীর নাম কানড় হইয়াছে। কিংবা কর্ণাটপ্রদেশের রমণীগণের পুষ্পবিরচিত কবরীবন্ধনের উল্লেখ এস্থলে করা হইয়াছে।

৩৯

জাগর্যা যথা—

ধানশীরাগ—যতিতালৌ।

কাহে পুন গৌরকিশোর।
জাগত যামিনী যনু ব্রজকামিনী
নব-নব-ভাব[১২]-বিভোর॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

* খ-পুঁথিতে নাই।
১ কানন—ক-পুঁথি।
২ মুরলী—তরু, গ-পুঁথি।
৩ অনুভাবে—খ-পুঁথি।
৪ উঠৈ—বহ, তরু। উঠৈ—ক-পুঁথি।
৫ অপরূপ—তরু, বহ।
৬ চঞ্চল—খ-পুঁথি।
৭ মেঘক—তরু।
৮ কণ্ঠে—তরু।
৯ সো পুন—তরু।
১০ নাচাওই—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি। নাচিএ—ক-পুঁথি।
১১ বুঝএ—খ-পুঁথি।
১২ ভাবে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।

কাঞ্চনবরণ ভেল পুন[১] বিবরণ
গদগদ হরি হরি বোল।
মুখ অতি নীরস শবদহি[২] বুঝিয়ে
মনমথ-মথনহিলোল[৩]॥
স্তম্ভ কম্প অরু[৪] অঙ্গ পুলক ভরু
উতপত সকল শরীর।
ঘন ঘন[৫] শ্বাস বহত লুঠত মহী
নয়নহি বহ ঘননীর॥
ঐছন ভাতি করত কত বিতরণ
প্রেম-রতন-বর দীনে।
আপন করমদোষে ও ধনে বঞ্চিত
রাধামোহন দাস মতিহীনে[৬]।

টীকা—এই পদটিও পূর্বপদের মতন সাত্ত্বিকভাবান্বিত গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

ব্রজকামিনীগণ যেমন রজনী জাগিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিত তেমনি গৌরকিশোরও নব নব ভাবে বিভোর হইয়া রজনী জাগরণ করিতেছেন। তাঁহার সোনার মত রঙ বিবর্ণ হইয়াছে। মুখ শুষ্ক—গদ্‌গদ শব্দে তাঁহার হৃদয়ের প্রেমসমুদ্রের ভাবতরঙ্গের মথনহিল্লোল বুঝা যাইতেছে। স্তম্ভ, কম্প ও রোমাঞ্চে দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গ প্রেমতাপে তাপিত হইয়াছে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছেন, নয়ন দিয়া অশ্রু ঘন ঘন প্রবাহিত হইতেছে। এই ভাবেই তিনি দিব্য প্রেম-রত্ন বিলাইতেছেন। আপন কর্মদোষে মতিহীন রাধামোহন প্রেমধনে বঞ্চিত হইল।

রাধামোহন বলিতেছেন—এই পদে লালসা মিশ্রিত উদ্বেগদশার সহিত জাগর্যা দশা যুক্ত হইয়াছে।

শ্যাম নবরস…জাগু পুরবক প্রেম—

এস্থলে "শ্যাম নবরস" শব্দ গভীর তাৎপর্য বহন করিতেছে। শৃঙ্গার রস শ্যামবর্ণ। 'শ্যাম নবরস' বলিতে এ অর্থে বুঝাইবে "অভিনব শৃঙ্গার রস"। ইহা অভিনব কারণ ইহা অপ্রাকৃত। দ্বিতীয়ত ইহা রাধার ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের আত্মপ্রেম অনুভব।

আবার "শ্যাম নবরস" বলিতে "শ্যামের নবরস" এই ভাবে শ্যাম সম্বন্ধীয় নব নব রস—এই অর্থও হইতে পারে। কিংবা শৃঙ্গার রসরাজ শ্যাম স্বয়ংই নবরসস্বরূপ।

৪০

অথ তানবং যথা—

কেদাররাগ—সমতালো।

দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম।
যো[১] রূপ লাবণি দেহ সুগঠন[২]
দেখি ঝুরে কোটি[৩] কাম॥ ধ্রু॥
সেই ভাবভরে ক্ষীণ[৪] দিশই
পরম দুবর দেহ[৫]।
তবহুঁ দীপতি[৬] উজর ঐছন
যৈছে[৭] চান্দকি রেহ॥
শ্যাম নবরস করত কীর্তন[৮]
স্বরই ও নবরূপ।

পাঠান্তর—

১ বাহে—ক-পুঁথি।
২ শবদহুঁ—ক-পুঁথি।
৩ মনমথ পথ নাহি লোল—ক-পুঁথির এই পাঠ-সম্ভবত লিপিপ্রমাদ।
৪ অশ্রু—খ-পুঁথি।
৫ "ঘন"—(একবার মাত্র) ক-পুঁথির পাঠ ছন্দোদোষযুক্ত।
৬ রাধামোহন দাসহীনে—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি। রাধামোহন দীনে—ক-পুঁথি।

১ ও—বহ।
২ সুগঠনী—তরু, খ-পুঁথি।
৩ কত—ক-পুঁথি।
৪ পরম—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ নব দেহ—খ-পুঁথি।
৬ দিশত্তি—বহ। (ছাপার ভুল?)
৭ যৈছন—ক-পুঁথি।
৮ কীর্তনে—ক-পুঁথি।

তেজি অহনিশ[১] ভ্রমই দশদিশ[২]
আত নবরসকূপ ॥
ঐছে[৩] দ্বিজপতি বিহরে নিতি নিতি[৪]
আগু পুরবক প্রেম।
রাধামোহন চিতহিঁ অনুমান[৫]
ও রূপ জগজনক্ষেম ॥

তরু—১৬২

টীকা—ক্ষীণ দিশই—ক্ষীণ দেখা যাইতেছে। ক্ষীণত্ব তানব-দশা-জনিত।

তবহুঁ দীপতি ইত্যাদি—তবুও যেন চাঁদের রেখার মতন উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছে।

'বহু'-তে দিশতি (দীপতি স্থলে) পাঠ আছে। ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের টীকাতেও দিশতি পাঠ আছে। ইহা ছাপার ভুল না হইলে অর্থ হইবে—তবুও দেখাইতেছে (যেন চাঁদের রেখার ন্যায় উজ্জ্বল)।

৪১

জড়িমা যথা—

কর্ণাটবেলাবলীভ্যাং কুস্তল-কুমুদতালাভ্যাঃ।*

আজুহাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ দেখলুঁ
নব নব ভাব[৬]-বিভোর।
দিন রজনী কিয়ে[৭] কছুই[৮] না জানত
নয়নহি অবিরত লোর ॥

পাঠান্তর—

* তালক—খ-দ-পুঁথি।
১ অহনিশি—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ দশদিশি—তরু, খ-পুঁথি।
৩ ঐছন—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ ঐছে নিতি নিতি বিহরে দ্বিজপতি—তরু। ঐছে দ্বিজপতি বিহরে নিতি নিতি—খ-পুঁথি।
৫ অনুমানল—বহু।
* তালক—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ ভাবে—তরু, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ কর—ক-পুঁথি।
৮ কছু—তরু; কিছু—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

সঘনি হেরইতে লাগয়ে[৯] ধন্দ।
ঐছন প্রেম কতিহুঁ[১০] নাহি হেরিএ[১১]
নিরুপম নবরসকন্দ। ধ্রু।
শত শত[১২] ভকত উচ[১৩] করি[১৪] বোলত
কছুই না[১৫] শুনই[১৬] বাত[১৭]।
হুহুত[১৮] শবদ করই[১৯] পুন ঘন ঘন
প্রেমবতী[২০] নারীক জাত[২১]।
হরি হরি শবদ কাণহিঁ যব[২২] পৈঠত
তবহি ভারত ঘনশ্বাস।
ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে
ভণ[২৩] রাধামোহনদাস ॥

তরু—১৬৪।

টীকা—রাধামোহন বলিতেছেন—এস্থলে "প্রেমবতী" বলিতে রাধিকাকেই বুঝাইতেছে—কারণ রাধাপ্রেমের লক্ষণ এস্থলে সুপ্রকট।

শতশত ভকত—ভক্তেরা "প্রভু প্রভু" শব্দে তাঁহাকে ডাকিলেও সাড়া পাইতেছেন না। কিন্তু 'হরি হরি' শব্দ শুনিলেই চেতনা পাইতেছেন।

ভ্রমময় বাদ—মোহন মহাভাবের অন্তর্গত চিত্রজল্প।

পাঠান্তর—

৯ লাগই—খ-পুঁথি।
১০ কহুঁ—বহু।
১১ হেরই—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১২ সতত—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৩ উচ্চ—তরু, বহু।
১৪ হরি—ক-পুঁথি।
১৫ ক-পুঁথিতে নাই।
১৬ শুনত—তরু (শু-এর দীর্ঘ উকার ছন্দানুরোধে।) শুনই—খ-পুঁথি।
১৭ বাতি—খ-পুঁথি।
১৮ হুহুতি—তরু, বহু, খ-পুঁথি।
১৯ করত—তরু।
২০ প্রেমবতি—ক-পুঁথি।
২১ জাতি—খ-পুঁথি।
২২ যব—শব্দটি খ-পুঁথিতে নাই।
২৩ কহ—তরু।

নবরসকন্ধ—"কন্ধ" স্থলে "কন্দ" থাকিলে ভালো হইত। "স্কন্ধ হইতে "কন্ধ" আসিয়াছে ধরিলে ইহার অর্থ হইবে "সমূহ"।

৪২

বৈয়গ্র্যং যথা—

শ্রীরাগ-সমতালৌ*।

কাঞ্চন-কমল নিন্দি মুখ সুন্দর
কাহে পুন ঝামর ভেলি[১]।
করতল[২] সতত করই অবলম্বন
ছোড়ত[৩] কৌতুক কেলি[৪]॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিলাস।
অভিনব ভাব বেকত কিএ[৫] করতহি
কিএ ইহ সহজ প্রকাশ॥ ধ্রু॥
কহতহিঁ গদগদ কৈছনে বিছুরব
ভেল মুঝে শামর দায়।
ইহ দুখ হাম কহই না পারি[৬]
হৃদি সঞে কৈছে বাহিরায়॥
খেনে খেনে[৭] করু খেদ খেনে খেনে নিরবেদ
অনুরাদি কতহু সঞ্চারি।
রাধামোহন পাপী[৮] কিছুই না[৯] বুঝল[১০]
ও রূপ জগমনোহারী[১১]॥

তরু—১৬৭

টীকা—অভিনব ভাব…সহজ প্রকাশ—এই যে গৌরাঙ্গের ভাববৈচিত্র্য—ইহা কি এক নূতন আস্বাদনার সৃষ্টি করিয়াছে অথবা ইহা তাঁহার স্বভাবের সরল প্রকাশ? গৌরাঙ্গ কৃষ্ণস্বরূপ—সুতরাং ইহা রাধাভাবে ভাবিত তাঁহার স্বগতপ্রেমের অনুভব মাত্র। ইহা তাঁহার "সহজ প্রকাশ"।

৪৩

ব্যাধির্যথা*—

বরাড়ীরাগ—বৃহদেকতালীতালৌ।

লাখবান হেম জিতি অপরূপ গোরা দ্যুতি[১২]
দিশই পাণ্ডুর কাঁতি।
অভিনব প্রেম তপন তপত তনু
নব অনুরাগিণী ভাঁতি॥
ইহ দুখ বড়ই হামারি।
ও সুখময় তনু মদনমথন জনু
তাহে এত কো সহ পারি॥ ধ্রু॥
কোই জন মুখ ভরি যব কহ হরি হরি
তব বহু[১৩] শ্বাসতরঙ্গ।
সজল কমলদল পরশে ভসমতুল[১৪]
দেখি মঝু কাঁপই[১৫] অঙ্গ॥

পাঠান্তর—

*খ-পুঁথিতে এই পদটির পূর্বে "বৈয়গ্র্যং"-শীর্ষকে উদ্ধৃত "ভাবহি পদ গদ" ইত্যাদি পদটি প্রকৃতপক্ষে উন্মাদ দশার পদ।

১ ভেল—বহ, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ করতলে—তরু।
৩ ছোড়ল—তরু। ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ কেল—বহ।
৫ কিয়ে—ক-পুঁথি
৬ পারিএ—তরু, খ পুঁথি, গ-পুঁথি। পারিয়ে—ক-পুঁথি, পারই—বহ।
৭ খেনে—তরু, খণে খণে—ক-পুঁথি।

* উন্মাদো যথা—ঘ-পুঁথি।
৮ পাপ—ঘ-পুঁথি।
৯ কছু নাহি—তরু। কছুই না-ঘ-পুঁথি।
১০ বুঝল—তরু (ছন্দানুরোধে দীর্ঘ উকার)।
১১ রূপ জগমোহন হারি—ক-পুঁথি।
১২ দ্যোতি—ঘ-পুঁথি (জ্যোতি)।
১৩ বহু—ক-পুঁথি।
১৪ ভেল—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৫ কাঁপয়ে—ঘ-পুঁথি।

ঐছন ভাঁতি ভকতগণ তনু গুণ[1]
অহনিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুন[2] ও রস না বুঝিয়ে[3]
মনহি করয়ে[4] অনুতাপ॥

তরু—১৬৯

টীকা—দ্যূতি—দ্যুতি।

ও সুখময় তনু⋯কো সহু পারি—ঐ দেহ সুখভোগ করিয়াছে। এখন মদনমথনজনিত এত দুঃখ কি করিয়া সহ্য করিবে?

৪৪

উন্মাদো যথা—

মল্লাররাগ—যতিতালৌ*।

ভাবহি গদগদ কহত শচীসুত
কো ইহ আনন্দধাম।
নীল উতপলদল নিন্দি কলেবর
অপরূপ মোহন শ্যাম॥
সজনি অদভুত প্রেম উনমাদ।
ঐছন নবভাব দেখি[5] ভকত কত[6]
ভাবহি করত বিষাদ। ধ্রু॥
খেনে খেনে[7] রোয়ত খেনে খেনে[8] হাসত
বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ।
নয়নক নীর ঢরকত ঝর ঝর[5]
যৈছন[6] গঙ্গ-তরঙ্গ।
অনিমিখ নয়নহি[7] নিরখই দশদিশ
ছোড়ত দীর্ঘনিশ্বাস।
যাচে রাধামোহন সো পদ অনুখন[8]
হোয়ে[9] জনু বর অভিলাষ॥

তরু—১৭০

মন্তব্য—এই পদটি খ-পুঁথিতে 'বৈয়গ্র্য'-দশার উদাহরণ-রূপে "আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ পেখল" ইত্যাদি পদের পর দেওয়া হইয়াছে। রাগ ও তাল সম্বন্ধে আছে "শ্রীরাগ সমতালৌ"।

টীকা—"**খেনে খেনে⋯গঙ্গতরঙ্গ**"—ইহা দিব্যোন্মাদ দশার বর্ণনা। গঙ্গাতরঙ্গের সহিত অশ্রুজলের তুলনা অশ্রুর দিব্যত্বজ্ঞাপনের জন্য।

ঐছন নবভাব করত বিষাদ—রাধামোহন বলিতেছেন যে ভক্তগণের বিষাদ গৌরাঙ্গের বিষাদ দেখিয়া। ইহার দ্বারা প্রভু-ভক্তের ঐকাত্ম্য বুঝাইতেছে। অন্যথায় ইহা ইষ্টদ্বেষ হইত।

৪৫

মোহো যথা—

গুর্জররিরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

পূরবহি শচীসুত ভাবহি উনমত
পেখলু কত শত বেরি।

পাঠান্তর—

*খ-পুঁথিতে ভ্রমবশত লিখিত হইয়াছে—"বৈয়গ্র্যং যথা শ্রীরাগ সমতালৌ।" এই পদটি ঘ-পুঁথিতে নাই।

১ ঐছন ভাঁতি কত কত গণ তনু গুণ—খ-পুঁথি।
২ পহু—ক-পুঁথি।
৩ বুঝিয়া—তরু, মূল পুঁথি। বুঝি এ—খ-পুঁথি।
৪ করত—খ-পুঁথি, ক-পুঁথি।
৫ দেখে—ক-পুঁথি।
৬ সব—তরু, 'কত'-শব্দ খ-পুঁথিতে নাই।
৭ ক্ষণে ক্ষণে—খ-পুঁথি।
৮ ক্ষেণ—খ-পুঁথি।

৫ ছর-ছর—খ-পুঁথি।
৬ ঐছন—ক-পুঁথি।
৭ নয়ন—খ-পুঁথি।
৮ অনুক্ষণ—মূল পুঁথি।
৯ হোয়—তরু।

এবে[১] দিন দিন পুন নব নব শতগুণ
বাঢ়ল হাম অব হেরি[২] ॥
সজনি কোই না পাওই ওর।
হোর[৩] দেখ শ্যাম কহই পুন তৈখন[৪]
ভূতলে পড়লহি ভোর ॥ ধ্রু ॥
মধুর-ভকত-কুল কান্দি বেয়াকুল[৫]
যব হরি বোলল কাণে।
তবহি পুলককুল[৬] তনু মাহা উয়ল
থির ভেল সকল পরাণে ॥
ঐছন ভাব- রতন-পরিপূরণ[৭]
কাহুক কহি নাহি দেখি।
কাঠপুতলি যেন[৮] কুহকহি নাচয়ে[৯]
তৈছে[১০] রাধামোহন লেখি ॥

তরু—১৭৬

টীকা—রাধামোহন বলিতেছেন যে উদ্‌গ্রাহ চরণে (প্রথম পংক্তিতে) 'উনমত' শব্দটি দেখিয়া মনে হইতে পারে যে ইহা উন্মাদ দশার পদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। উন্মাদ এস্থলে মোহের প্রতি কারণ মাত্র।

কাঠপুতলি ইত্যাদি—কাঠের পুতুল যেমন মায়ায় নাচে তেমনি রাধামোহনও চৈতন্যের বর্ণনা দিতেছেন। অথবা চৈতন্য স্বয়ং পুত্তলিকার ন্যায় মায়াবলে (প্রেমবশে) নাচিতেছেন এবং রাধামোহনও যাহা দেখিয়াছেন—তাহাই লিখিতেছেন।

পাঠান্তর—

১ কবে—বহ।
২ অব হাম হেরি—তরু।
৩ হোর—বিস্ময়সূচক অব্যয়। হের—বহ।
৪ তৈখনে—তরু।
৫ কান্দিয়ে আকুল—ক-পুঁথি।
৬ পুলকাকুল—খ-পুঁথি।
৭ পরিপুরল—ক-পুঁথি।
৮ জনু—তরু।
৯ কুহকে নাচায়ত—তরু, কুহকহি নাচএ—খ-পুঁথি গ-পুঁথি। কুহকহি নাচত—ক-পুঁথি।
১০ ঐছে—তরু।

৪৬

দশমীদশা যথা—

তথা রাগতালৌ।

যছু মুখ লাবনি কত কুলকামিনী
হেরয়িতে মানে আগোর।
সো অব বরজ- রমণী-শিরোমণি
নব নব ভাব-[১] বিভোর ॥
অপরুব[২] গোরা অবতার।
ঐছন প্রেমধন বিতরই[৩] জগজন
তারল সকল সংসার ॥ ধ্রু ॥
গদ গদ কহত মোহে[৪] যদি নিকরুণ
নাগর করুণাক[৫] সীম।
অখিল-রসামৃত সকল-সুধাকর
বিদগধ গুণহি গরিম ॥
এত কহি তৈখনে করল প্রিয়ক হেরি[৬]
দশমী দশা পরকাশ।
কান্দি ভকত সব[৭] উচ হরি বোলত
কহ রাধামোহন দাস ॥[৮]

তরু—১৭৭

টীকা—পদটিতে চৈতন্যাবতারের দুইটি উদ্দেশ্যের কথাই বলা হইয়াছে। প্রথম—"ঐছন প্রেমধন বিতরই

১ বরজক—তরু।
২ ভাবে—তরু, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ অপরূপ—তরু, বহ, খ-পুঁথি।
৪ বিতরয়ে—তরু, বহ। বিতরল—খ-পুঁথি। বিতরায়—ক-পুঁথি।
৫ মোহে—তরু, খ-পুঁথি, ক-পুঁথি।
৬ করুণা—তরু। "করুণাক" পদটি খ-পুঁথিতে নাই।
৭ কেরি—তরু (কেলি অর্থে)
৮ সাঙ্গোপাঙ্গ কৃষ্ণ নাম—ক-পুঁথি।
৯ এই পংক্তিটি খ-পুঁথিতে বিকৃত রূপে আছে—"উচ বোলত রাধামোহন দাস।"

জগজন তারল সকল সংসার"—এই অংশে চৈতন্যাবতারের গৌণ উদ্দেশ্য নামবিতরণ ও জগদুদ্ধার এবং "গদ গদ কহত" হইতে "দশা পরকাশ" পর্যন্ত মুখ্য উদ্দেশ্য রাধা-প্রেম অনুভব বর্ণিত হইয়াছে।

প্রিকয়—কদম্ব।

৪৭

কামোদরাগ-দশকোশীতালো।

ও মুখমণ্ডল জিত[১] শারদ[২] সুধাকর
তনুরুচি তরুণ তমাল।
চূড়া[৩] চারু শিখণ্ডক-মণ্ডিত
মালতী মধুকর মাল॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কানু[৪]।
বহই ত্রিভঙ্গ[৫] ভুবন-মনোমোহন
মধুর মুরলী করু গান॥ ধ্রু॥
টলমল[৬] অলক[৭] তিলক[৮] ঝল ঝলকই[৯]
ভাঁউকি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী-বরত- বিমোচন[১০] লোচন
বিষম কুসুমশর বাণ॥
বান্ধুলী-বন্ধু অধরে মধু-মাখন[১১]
মধুর মধুর মৃদুহাস।
যছু আমোদে[১২] মদন মদমন্থর[১৩]
বদতহি[১৪] গোবিন্দদাস॥

সং—৩২৬, কী—৩৫

টীকা— ও মুখমণ্ডল……তরুণ তমাল—ঐ মুখ শরৎকালীন চন্দ্রকে এবং দেহকান্তি নবীন তমাল তরুকে জয় করিয়াছে।

রাধামোহন প্রথম পংক্তিটিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১) ও মুখমণ্ডল জিতশারদসুধাকর

(২) ও মুখমণ্ডলজিত শারদ সুধাকর

প্রথমপক্ষে "জিতশারদসুধাকর" মুখমণ্ডল শব্দটির বিশেষণ। দ্বিতীয় পক্ষে "মুখমণ্ডলজিত" পদটির অর্থ মুখমণ্ডলজ্যোতি। এ ক্ষেত্রে অর্থ হইবে ঐ মুখমণ্ডলের জ্যোতি শরৎ কালীন চন্দ্রের ন্যায়।

"ও মুখমণ্ডল জিতি"—এইরূপ আর একটি পাঠ পাওয়া যায়। রাধামোহনের মতে ঐ পাঠটি দুষ্ট। কারণ বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। সমাসেও অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নহে বলিয়া রাধামোহন মনে করেন যে এই পাঠ গীতকর্তারও অনুমত নহে।

তনুরুচি তরুণ তমাল—তনুরুচি 'জিত-তরুণ-তমাল' এই অর্থে লইতে হইবে।

চূড়া চারু…… মধুকর মাল—চূড়া চারু=চূড়া সুন্দর। এবং তাহা "শিখণ্ডক মণ্ডিত"—ময়ূর পুচ্ছের দ্বারা শোভিত। "মালতী মধুকর মাল"—মালতী মধুকরমালা মণ্ডিত অর্থাৎ চূড়ায় যে মালতীপুষ্প রহিয়াছে তাহাকে ভ্রমরপংক্তি ঘিরিয়া রাখিয়া তাহার শোভাবর্ধন করিয়াছে। 'মাল'-

পাঠান্তর—

১ জিতি—সং, ঙ-পুঁথি।
২ শরদ—মূল পুঁথি, সং, কী।
৩ চূড়ায়ে—খ-পুঁথি।
৪ ধনি ধনি নব নাগরবর কান্হে—সং।
" " ধনি নবনাগর কান—ক-পুঁথি।
৫ ত্রিভঙ্গী—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ চল চল—সং (এই পাঠটি ভাল)।
৭ অলকা—ক-পুঁথি।
৮ তিলক-শব্দ খ-পুঁথিতে নাই।
৯ ঝলমলকই—সং। (ভ্রমাত্মক পাঠ)
১০ বিলোচন—খ-পুঁথি।
১১ অধর মধু মাখল—সং।
অধরে মধু মাখই-বর।
অধরে মধু মাখন-ক-পুঁথি।
অধরে মৃদু মাখনে—খ-পুঁথি।
১২ আমোদ—বর।
১৩ মদনমদে মন্থর—খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১৪ গাওত—সং।
ভণতহি—কী, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

শব্দটিকে মালতী ও মধুকর উভয়ের সহিত যুক্ত করিলে অর্থ হইবে চূড়া মালতীমালায় মণ্ডিত এবং তাহার সৌরভে লুব্ধ মধুকরমালার দ্বারাও মণ্ডিত।

রাধামোহন বলিতেছেন যে "মধুকরমাল" শব্দের দ্বারা ভুবনস্থ কীটাদিরও মনোহরত্ব ও তাহাদের মালার ন্যায় বিন্যাসকে বুঝাইতেছে।

ধনি ধনি বনি নব নাগর কান্থ—ধনি ধনি=ধন্যে ধন্যে—রাধামোহন বলিতেছেন যে ত্বরাবশত দুইবার সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

'বনি' শব্দের অর্থ "কৃতবেশ" অর্থাৎ যাহার বেশভূষা করা সমাপ্ত হইয়াছে। নবীন নাগর শ্রীকৃষ্ণকে দেখ—কেমন সুন্দর তাহার বেশ ভূষা।

"ধনি ধনি" পদের বিশেষণত্ব স্বীকার করিলে ইহা বেশের ধন্যত্ব বুঝাইবে। এস্থলেও দুইবার ধন্য ধন্য বলিবার তাৎপর্য মনোহারিত্বের আতিশয্য।

ভুবনমনোমোহন—ত্রিভঙ্গরূপে দাঁড়াইয়া ভুবনের সকল লোকের মনকে যিনি মোহিত করেন। সুতরাং নারীগণের মনকে যে মোহিত করিবেন ইহা আর আশ্চর্য কি!

অথবা "মধুর মুরলী করু গান"—ইহারই বিশেষণ "ভুবনমনোমোহন"। এমন মধুর ভাবে তিনি বাঁশি বাজাইতেছেন যে ভুবনস্থ সকল লোকের মন মোহিত হইয়াছে—নারীগণের কথা বলিবার আর প্রয়োজন কি!

টলমল অলক······গোবিন্দদাস—তাঁহার চূর্ণকুন্তল আন্দোলিত হইতেছে। ভ্রূযুগলের কম্পন কন্দর্পধনুর কম্পনের ন্যায়। কুলবতীর পাতিব্রত্যরূপ ব্রতের ভঙ্গ যাহাতে হয় এইরূপ তাঁহার লোচনের বিষমতা—যাহার প্রতিকার নাই।

রাধামোহন বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূধনু মদনধনু এবং তাঁহার লোচন পুষ্পধনুর পুষ্পবাণ। এই বাণ বিষম অর্থাৎ ইহার বিষক্রিয়ার কোনো প্রতিকার নাই। কিন্তু সত্যই কি কোনো প্রতিকার নাই? রাধামোহন পদের ব্যঞ্জনা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন যে আছে। সে প্রতিকার হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের বান্ধুলীপুষ্পের ন্যায় রক্তিম অধরে যে মধু আছে—যাহা সকল মধু অপেক্ষাও মধুরতর, তাহা হইতেছে অধরের মৃদু হাস্য। সেই মধুরূপ অমৃত-পান না করিলে কিসের শান্তি! যদি বল—কিসে জানিলে যে তাহাতে বিষম কুসুমশরের জ্বালার শান্তি হইবে—তাহা হইলে বলিতেছি—শোনো। যে অধর-পুষ্পের হাসির সৌরভ মদনের গর্বকেও হ্রাস করিতেছে তাহার মধু পান করিলে যে মদন জ্বালার নিবারণ হইবে—ইহা আর আশ্চর্য কি!

"বান্ধুলীবন্ধু" পদে বন্ধু শব্দের অর্থ মিত্র। প্রকরণের সহিত মিলাইয়া "সদৃশ" অর্থ ধরিতে হইবে।

৪৮

অথ লালসা যথা—†

বরাড়ীরাগ-বৃহদেকতালীতালৌ।

শুনয়িতে চমকই গৃহপতিরাব।
তুয়া মঞ্জীররবে উনমতি[১] ধাব॥
নাহ না চিহ্নই[২] কাল কি গোর[৩]।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাঁহা তুহু গৌরী আরাধলি কান[৪]।
জানলুঁ[৫] রাই তোহে[৬] মন মান॥ ধ্রু॥
স্বামিক শয়নমন্দিরে নাহিঁ উঠই।
একলি গহনকুঞ্জে মহী[৭] লুঠই॥

পাঠান্তর—

† খ পুঁথিতে নাই।
১ উনমথ—ঘ-পুঁথি।
২ হেরই—ঘ-পুঁথি।
৩ গোর—নী, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ কাহ্ন—মূল পুঁথি।
৫ পেখলুঁ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ তুয়া—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ কুঞ্জ মাহা—নী, তরু, কী।

পতিকরপরশে মানই[১] জনজাল[২]।
বিজনে[৩] আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী-নিশান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজনবচন[৪] শুনই না শুনই[৫]॥
ঐছন যতহু মরম[৬] অভিলাষ।
কতহু[৭] নিবেদব[৮] গোবিন্দদাস॥

গী—২১৫, কী—৮৩, তরু—৩৯

টীকা—অমিতার্থা দূতী রাধাকে যে আশ্বাস দিয়াছিল তাহা নির্বাহ করিবার জন্য প্রাণাধিকা সখী রাধিকার প্রৌঢ় লালসা দশার কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছে।

রাধা ত্রিভুবনে রূপে গুণে সুলক্ষণে তুলনাহীনা। সেই অভূতপূর্বা রাধাই যদি তাঁহার বশীভূত হইল তবে কৃষ্ণের সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? কোন তীর্থে গিয়া তিনি পার্বতীমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিলেন? স্ত্রী এখনও পতিসম্ভাষণ করে নাই; তাহার মনে এরূপ প্রকট প্রেম ও ও মিলন-লালসা কি রূপে সম্ভব যদি না দৈবশক্তি ইহার পিছনে থাকে?

পতিকর পরশে—স্বামীর করস্পর্শে। কিন্তু রাধা-মোহন বলিতেছেন যে পতিকর শব্দের অর্থ প্রতিকিরণ বা ছায়া। এই ছায়ার স্পর্শকেও রাধা জঞ্জাল বলিয়া মনে করিতেছে। সম্ভবত এই ছায়া পতি বা স্বামীর ছায়া। স্বামীর করস্পর্শ এই অর্থটি তিনি গ্রহণ করেন নাই সম্ভবত এই জন্য যে আয়ান কোনো দিন রাধাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

১ জলয়ে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ জনু জাল—খ-পুঁথি।
৩ নির্জনে—খ-পুঁথি।
৪ বচনে—খ-পুঁথি।
৫ শুনই নাহি শুনই—তরু।
খরির সম মানই—কী, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ পরম—গী।
৭ কতয়ে—গী, কতেক—কী।
কত সে—খ পুঁথি।
৮ নিবেদিব—খ-পুঁথি।

রাধামোহন বলিতেছেন যে মেঘদর্শনে অশ্রুপাত, তমাল তরুকে আলিঙ্গন ইত্যাদি অনুভাব প্রৌঢ়-লালসাজনিত; কারণ ইহাতে ঘৃণা ঔৎসুক্য চাপল্য ইত্যাদি ভাবের মিশ্রণ আছে। তমাল-আলিঙ্গনের কারণ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সহিত তাহার সাদৃশ্যাহুভবে। এস্থলে তমালতরুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞানবশত আলিঙ্গন নহে। সে ক্ষেত্রে ইহা উন্মাদের লক্ষণ হইত। বিদগ্ধ মাধবে যে শ্লোক আছে—

"দূরাদপাঙ্গসঙ্গতঃ প্রতিমিতে তন্নামধেয়াক্ষরে
সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুহুর্বেপথুঃ।
আঃ কিংবা কথনীয়মন্যদলিতে দৈবান্নবাম্ভোধরে
দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎসুকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি।"

এই শ্লোকেও উন্মাদের সদৃশ আচরণ মাত্র, উন্মাদের আচরণ নহে—ইহাই বুঝিতে হইবে।

৪৯

অথোদ্বেগঃ[†]

পাশ্চাত্যধানসী কড়খা ইতি খ্যাতৈকতালীতালৌ[*]।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ[১] ধাব।
পরশক লাগি আগি বহু অন্তর[২]
জীবন রহ কিয়ে[৩] যাব॥

পাঠান্তর—
† খ পুঁথিতে নাই।
* গুহইরাগ—ক্ষণদা। কড়খা—তরু। ধানসী—গী।
কড়খা ইতি খ্যাতঃ পাশ্চাত্ত্যধানসীরাগৈকতালীতালৌ।
খ-পুঁথি, ক-পুঁথি—বহু।
ধানসীরাগৈকতালো—ঘ-পুঁথি।
১ দৌ—গী।
২ অন্তরে—তরু।
৩ রহতকি—ক্ষ। রহত কি এ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেম-অগেয়ান[1] দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত[2] পতঙ্গী। ধ্রু।
কহত সংবাদ কহই না[3] পারই
কাহে বিশোআসব বালা।
অনুখন ধরণী- শয়নে[4] কত মেটব
সুতনু অতনুশরজালা[5]।
কালিন্দীকূল কদম্বক[6] কানন
নামে নয়ন ঝরু[7] বারি।
গোবিন্দদাস কহই[8] অব মাধব
কৈছে জীবই[9] বরনারী।

ক—১৪।৭, গী—১৬০, কী—৮৬, তরু—১৫৮

টীকা—দূতীর কথা শুনিয়া ও ভাবপরীক্ষার জন্ম না শুনিবার ভাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নীরব রহিলে দূতী ঈর্ষার সহিত রাধার প্রৌঢ় উদ্বেগ দশার কথা বলিতেছেন।

তোমার অপূর্ব রূপ দূর হইতে দেখিয়াই রাধার লোচন ও মন বেগে ধাবিত হইয়াছে—কিন্তু এখনও লগ্ন হয় নাই।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে এস্থলে কেবল রূপের উৎকর্ষ বলা হইয়াছে এবং রূপের উপযুক্ত গুণের অভাবও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা নিন্দাগর্ভ স্তুতির উদাহরণ।)

নিবিড় স্পর্শের জন্ম হৃদয়ে উদ্বেগের অগ্নি জ্বলিতেছে, এখন এই তাপে জীবন থাকিবে কি না তাহাই সন্দেহ। যদি তোমার স্পর্শরূপ অমৃতবর্ষণ হয় তবেই সেই উদ্বেগের অগ্নিনিবারণ ও প্রাণসংরক্ষণ হইতে পারে।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে উদ্বেগের লক্ষণ মনঃকম্প সেই লক্ষণ এই পংক্তিতে আছে।)

মাধব, তোমাকে আর কত ভাবে বলিব। প্রকৃত কথা শোনো। প্রেম দহনসদৃশ, যাহা পায় তাহাই পোড়ায়—তাহার কোনো চেতনা নাই। অগ্নিতে যেমন পতঙ্গ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারায়, প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া রাধাও সেইরূপ পুড়িয়া মরিবার উদ্যম করিতেছে।

অথবা প্রেমে জ্ঞানহারা হইয়া রাধা আলোক দর্শনে পতঙ্গের ন্যায় মরিবার জন্ম—তুমি তো অকরুণ—তোমার রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিতেছে।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে এস্থলে প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশম দশা মৃত্যুর কথা বলা হয় নাই। কেন না সেস্থলে দূতীপ্রেরণের কোনো অর্থ হয় না এবং "জীবন রহ কি এ যাব"—এই সংশয়েরও কোনো তাৎপর্য থাকে না। তাহা ভিন্ন দশমী দশার অনুভাবের উল্লেখও এস্থলে নাই। অতএব এস্থলে চপলস্বভাবের উক্তিতা এবং প্রেমের কৌটিল্য বোদ্ধব্য।)

যাহা অবশ্য কথনীয় তাহাও কুলাঙ্গনারা বিশ্বাসপূর্বক বলে না। এখন কিরূপে তোমার দ্বারা কৃত মন্মথজ্বালা দূরীভূত হইবে?

যদি ইঙ্গিতে বল যে তবে বুঝি এই কাজ সম্পন্ন করিবার জন্যই সে নিজ হৃদয়ের ভাবকে তোমার গোচরে আনিয়াছে, তাহা হইলে বলি শোনো।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে দূতী আপন প্রিয় সখী শ্রীরাধার কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উক্তিগুলি গোপন করিয়া "কালিন্দী কূল" ইত্যাদি পংক্তিতে ফলের দ্বারা ফল-কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন।)

তাহার দিন কেমন যাইতেছে একথা কেহ জিজ্ঞাসা

পাঠান্তর—

১ আগেয়ানে—খ-পুঁথি।
২ দহই—খ পুঁথি।
জানিয়ে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ নাহি—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ শয়ন—খ-পুঁথি।
৫ নয়নশরজালা—এই পাঠটি রাধামোহনের টীকায় পাঠান্তর রূপে ধৃত হইয়াছে।
৬ কদম্বকো—ক।
৭ নয়ন ভরু—ক। নয়ানে ভরু—খ-পুঁথি।
নয়নে ভরু—খ-পুঁথি।
৮ কহত—ক, খ-পুঁথি।
৯ জীবব—ক, গী, খ-পুঁথি। জীয়বি—তরু।
জীবইব নারী—বহু।

করিলে যদি কোনো প্রকারে কালিন্দীকূল ও কদম্ব কানন প্রভৃতির নাম ওঠে তাহা হইলে তাহার নেত্র অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া ওঠে। অতএব কালিন্দীকূলকদম্ববিহারিত্বই এস্থলে তাহার এই দশার হেতু। শ্রীকৃষ্ণের বাহুকাঠিন্ম দেখিয়া স্বীয় সখীর প্রেমবশ্যজনিত বৈক্লব্যের জন্ম পুনরায় "মাধব" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

৫০

অথ জাগর্য্যা যথা— ক

পঠমঞ্জরীরাগ—বৃহদেকতালীতালৌ।

লোচন শ্যামর   বচনহ[১] শ্যামর
শ্যামর[২] চারুনিচোর[৩]।
শ্যামর[৪] হার   হৃদয়মণি শ্যামর[৫]
শ্যামর সখী করু কোর।
মাধব ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী   মতি উমতায়লি
কি[৭] তুহুঁ মোহিনী[৮] জান॥ ধ্রু।
মরমহু[৯] শ্যামর   পরিজন পামর[১০]
শ্যামর[১১] মুখ অরবিন্দ।
ঝরঝর লোরে[১২]   হিলোলত[১৩] কাজর
বিগলিত লোচন নিন্দ।
মনমথ সাগর   রজনী উজাগর[১৪]
নাগর তুহুঁ পুন[১৫] ভোর।[১৬]
গোবিন্দ দাস   কতহুঁ[১৭] আশো আসব
মিলয়হ[১৮] নন্দকিশোর॥

গী—২২৩, কী—৯১, তরু—৪০

টীকা—তুমি নিজ সখীর প্রেমোৎকর্ষ সর্বপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছ, আমার কেবলমাত্র রূপের প্রশংসা করিয়াছ। অন্ত কোনো গুণের জন্ম প্রেমাদি হয় না। সুতরাং আমার প্রতি তোমার সখীর প্রেম সঞ্জাত হয় নাই—হয়তো অন্ত কোনো নায়কের প্রতি সে প্রেমবতী কিংবা কোনো রোগের দ্বারা আক্রান্তা—এমন কথা যদি কটাক্ষেও কৃষ্ণ বলিতে চাহেন তাহা হইলে পূর্বেই তাহার প্রতিকারকল্পে দূতী বলিতেছেন—

হে শ্যাম—তুমিই তাহার মোহন, কেননা তোমার প্রতি তাহার যে প্রেম তাহাই প্রৌঢ়-রতি-জনিত লালসা-উদ্বেগ-জাগর্যা—তাহার এই তিনটি দশার প্রতি কারণ। মাধব—এ বিষয়ে তুমি আর অন্ত কোনোরূপ কথা বলিও না, কেননা আমার নিকট হইতে সকলই শুনিলে। তুমিই সেই স্থিরচিত্তা কুলবতী বধূর পাতিব্রত্যে নিষ্ঠা দূর করিয়া তাহাকে উন্মত্তাসদৃশ করিয়া তুলিয়াছ।

পাঠান্তর—

ক খ-পুঁথিতে নাই।
১ বচনহিঁ—গী, কী, তরু।
২ শ্যামরু—কী।
৩ চারু নিচোল—বহু, ক-পুঁথি।
নীল-নিচোল—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ শ্যামরু—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৫ শ্যামরু—ঘ-পুঁথি।
৬ কোল—খ-পুঁথি।
৭ কিয়ে—গী, কী, তরু, খ-পুঁথি।
কিএ—খ-পুঁথি। কিয়ে—ক পুঁথি।
৮ মোহন—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৯ মরমহি—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১০ শ্যামর—ঘ-পুঁথি।
১১ কামর—ক-পুঁথি।
১২ ঝরুঝরু লোরহি—গী, কী, তরু, ক-পুঁথি।
ঝরঝর লোচনহি—খ-পুঁথি।
ঝর লোচনে—খ-পুঁথি।
১৩ লোলিত—কী তরু, গী, ক-পুঁথি।
লোলত—খ-পুঁথি।
হিলোলিত—বহু।
১৪ জাগর—খ-পুঁথি।
১৫ অতি—গী, কী। কিয়ে—তরু।
১৬ তুঁহু নাগর পুন ভোর—খ-পুঁথি।
১৭ কতএ—গী, কী।
১৮ মিলব—গী; মিলহ—কী।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে এস্থলে গাঢ়লালসার কথা বলা হইয়াছে, উন্মাদদশার কথা নহে, কেননা উন্মাদদশার অনুভাবগুলির একটিরও উল্লেখ এস্থলে নাই।)

তুমি নিশ্চয়ই মোহন, উচাটন প্রভৃতি তান্ত্রিক বিদ্যা জান, অন্যথায় তাহার এরূপ দশা সম্ভব নহে।

যদি বল যে কিরূপে তুমি জানিলে যে সে আমার প্রতিই অনুরক্ত—তাহা হইলে বলিতেছি শোন।

তাহার লোচনে শ্যামল কজ্জল, বদনেও শ্যাম কথা, শ্যাম শাটী তাহার পরিধানে। শ্যামবর্ণ মণিহার তাহার কণ্ঠে, তাহার মধ্যস্থ দোলকমণিটিও শ্যামবর্ণ। সে শ্যামা সখীর ক্রোড়ে শায়িত। তাহার মর্মেই যে শ্যাম রহিয়াছেন।

পরিজনকে সে সহিতে পারিতেছে না (নির্জনে শ্যাম-চিন্তাই এখন তাহার একমাত্র সান্ত্বনা)। বিরহ তাপে তাহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া শুধু শ্বেতপদ্মের ন্যায় হইয়াছে। তাহার চোখের কাজল ঝরঝর অশ্রুধারার হিল্লোলে গলিয়া পড়িয়াছে—এমনকি তাহার চোখ হইতে নিদ্রাও যেন সেই অশ্রুধারায় নির্গলিত হইয়া গিয়াছে। মন্মথ-সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, রাত্রি বিনিদ্রভাবে যাপন করিতেছে অথচ নাগর তুমি আপনভাবে বিভোর হইয়া রহিয়াছ। কৃষ্ণ, তুমিই তাহার অনুরক্তির একমাত্র হেতু। তাহার এইপ্রকার ব্যবহার কোনো ব্যাধির লক্ষণ নহে। সখীরূপী পদকর্তা আর তাহাকে কতই আশ্বাস দিবে যে নন্দকিশোর মিলিত হইবেই!

(রাধামোহন বলিতেছেন যে রাধা উদ্বেগের জন্য কালবিলম্ব সহিতে না পারিয়া কৃষ্ণের বর্ণের সদৃশ বলিয়াই লোচনাদিতে কজ্জলাদির অনুশীলন করিয়াছেন। সুতরাং তমালতরুকে আলিঙ্গন করাও কৃষ্ণবর্ণসাদৃশ্যজনিত বলিয়া উন্মাদদশার ভ্রান্তি এস্থলে হইতে পারে না। কারণ ইহা বুদ্ধিপূর্বক।)

৫১

অথ তানবং যথা—†

গান্ধাররাগ—পঠতালো।

সহজে তুনিক[1] পুতলী গোরী[2] ।
জারল বিরহ আনলে[3] তোরি[4] ।
বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ ।
শ্যামরি সোঙরি তোঁহারি[5] নাম ॥
মাধব কহলু তোয় ।
সমতি না দেই দিন রজনী রোয়[6] ॥ ধ্রু ॥
অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল ।
পাণ্ডুর ভৈগল ধুতুর তুল ॥
কুন্তল কবরী উগহি লোল ।
সুমেরু উপরে চামর[7] ডোল ॥
গলায়ে এ গজ- মোতিম[8] হার ।
বসন বহিতে গরুআ[9] ভার ॥
অঙ্গুল-অঙ্গুরী[10] বলয়া ভেল ।
জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল ॥

ক—১৮।৫, গী—২২৬ কী—২৪, তরু—৬১

টীকা—'শ্যামবর্ণ অন্য কোনো পুরুষ কি নাই—এই কথা যদি ইঙ্গিতেও বুঝাইয়া কৃষ্ণ মৌন থাকেন—তাই দূতী

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে নাই।

১ তুনিকো—ক।

২ গুরি—খ-পুঁথি। গোরি—ক-পুঁথি। গৌরী—ঘ-পুঁথি।

৩ অনলে—কী, বহ। অনল—ক।

৪ তুরি—খ-পুঁথি।

৫ তুঁহারি—বহ। তুহরি—খ-পুঁথি। তো হরি—ক-পুঁথি।

৬ শুনহ মাধব কি কহ তোয়।
সমতি না দেই দিন যামিনী রোয়।—ক।
সুমতি না দেই দিনরজনী রোয়—কী।
সমতি না দেই সতত রোয়—তরু।

৮ মোতি—মুল পুঁথি।

৯ গুরুয়া—তরু, বহ, গী, গরুয়া—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুথি।

১০ অঙ্গুলে অঙ্গুরী—ঘ-পুঁথি।

কৃষ্ণের উত্তর পাইবার পূর্বেই পুনরায় শ্রীরাধার উদ্বেগ-জাগরণ-মিলিত তানব দশার কথা বলিতেছেন।

হে মাধব, তোমার দর্শন মাত্রেই তাহার তোমাকে পাইবার তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে। কিন্তু তোমাকে সে এখনও পায় নাই—তাই সে জীর্ণা—উদ্বিগ্না। নাম ও নামীতে অভেদ, তাই নাম শুনিয়াই সে তোমারই নাম জপিতেছে। এই প্রৌঢ়োদ্বেগে তাহার বিশুদ্ধ কাঞ্চন বর্ণ শ্যামবর্ণ হইয়াছে।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে এস্থলে উদ্বেগই বুঝিতে হইবে ; কেননা উদ্বেগের লক্ষণ 'বৈবর্ণ্য' স্পষ্টতই দৃষ্ট হইতেছে। 'দিনরজনী রোয়'-এই বাক্যে 'জাগরণ' বুঝাইতেছে। পদটির শেষে 'তানব' দশা স্পষ্ট।)

তাহার অরুণ অধর যাহা বাঁধুলি ফুলের উপমা—তাহা এখন ধুতুরা ফুলের ন্যায় বিবর্ণ হইয়াছে। তাহার ফুলসজ্জিত কবরী এখন শিথিল হইয়া বুকে দুলিতেছে—মনে হইতেছে যেন সুমেরু পর্বতের উপরে চামর দুলিতেছে। (চামর এস্থলে কেশকলাপের তুলনা এবং স্বর্ণনির্মিত-শৃঙ্গোপম রাধার বক্ষোযুগলের তুলনা স্বর্ণশৃঙ্গ সুমেরু।) গলায় তাহার গজমুক্তার হার। কিন্তু সে এতই কৃশ ও সুকুমার হইয়া পড়িয়াছে যে অঙ্গের বসনও এখন তাহার নিকট ভার বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহার আঙুলের আংটি এখন হাতের বালা হইয়াছে। এমনই সে দুঃখার্তা।

জ্ঞান কহ দুখ মদন দেল—পূর্বোক্ত রাধা-বারতা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে নিজেই বলিতেছেন—আমার জ্ঞান বলিতেছে—যে তাহার দুঃখ মদনই দিয়াছে।

অথবা শ্রীকৃষ্ণপক্ষপাতী পদকর্তা জ্ঞানদাস বলিতেছেন—তাহার এই মদনাবেশ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হইয়াছে—ইহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কোনোরূপ মণিমন্ত্র বা ঔষধাদি ব্যবহার করেন নাই। কটাক্ষাদি-স্বাভিযোগও করেন নাই।

জারল বিরহ আনলে তোরি—এই পংক্তিটিতে 'বিরহ' শব্দটির তাৎপর্য লইয়া রাধামোহন বলিতেছেন—'বিরহ' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন ইহাকে প্রবাস-জনিত মলিনাঙ্গতা ও তানব দশা বলিয়া মনে না করে। কেন না সে স্থলে ইহাতে দশাবর্ণনায় ক্রমভঙ্গ-দোষপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

'বিরহ' শব্দটি প্রযুক্ত হইলেই যে ইহা প্রবাস বিরহ বলিয়া ধরিতে হইবে ইহার কোনো যৌক্তিকতা নাই। গোবিন্দদাস কবিরাজের "রঙ্গিনীসঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দির" ইত্যাদি পূর্বরাগ বর্ণনাত্মক পদে "বিরহ বিষানলে জলত কলেবর" পংক্তিটিতে 'বিরহ'-শব্দের প্রয়োগ ইহার প্রমাণ। এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও মিলিবে। বর্তমান আলোচ্য পদেও। 'সমতি না দেই'—ইত্যাদি পংক্তি লজ্জা ব্যঞ্জিত করিতেছে বলিয়া এবং পদশেষে 'জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল' এই পংক্তিতে মদন জনিত দুঃখের প্রাগম্য পূর্বরাগেই সম্ভব বলিয়া 'বিরহ' শব্দ ব্যবহৃত হইলেও এই পদটি প্রবাস-বিরহের পদ নহে।

মন্তব্য—রাধামোহনের মতে বিরহ শব্দটি সর্বদাই যে 'প্রবাসবিরহ' বুঝাইয়া থাকে তাহা নহে। কেন না এই শব্দটি পূর্বরাগের পদে ও অন্যান্য ভাবের পদেও দেখা যায়। বর্তমানে আলোচ্য পদটিকে প্রবাস বিরহের পদ বলিয়া ধরিয়া লইলে অবশ্য কোনো গোলমাল থাকে না কিন্তু রাধামোহনের মতে এই পদটি প্রবাসবিরহের পদ হইতে পারে না। কারণ প্রথম প্রেমের লজ্জা ও আর্তি ইহাতে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

'বিরহ'-শব্দের এই তাৎপর্য প্রাচীন আলঙ্কারিকগণেরও সম্মত। সেখানে 'বিরহ' শব্দের অর্থ—নায়ক-নায়িকা এই উভয়ের মধ্যে একতরের প্রেম-সঞ্চার-জনিত বেদনা—"বিরহস্তু একদেশস্থিতয়োরপি একতরস্যানুরাগাৎ।"

বর্তমান পদে রাধার প্রেমসঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণের হয় নাই—তাই রাধার বেদনা কৃষ্ণ যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। এই হিসাবে রাধামোহনকৃত 'বিরহ' শব্দের বিশেষ অর্থই এস্থলে সমর্থনযোগ্য।

৫২

অথ জড়িমা। যথা†—

তিরোথা-ধানসী রাগৈকতালীতালৌ*।

থোরি বয়স ধনি ভাল মন্দ নাহি জানি
খেলই সখীগণ[১] সাথ[২]।
বাট-ঘটিত[৩] তুয়া কামদ রূপ[৪] হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ[৫]।
শুন মাধব ইথে কাহে বোলসি আন।
তুহু[৬] চপল মতি[৭] পুন[৮] তাহে কুলবতী
নীচয়ে তুহু সে নিদান। ধ্রু।
তঁহি তুহু সুমধুর মুরলী আলাপলি
মুনিজনমোহন সোয়।
মুরলীক শান[৯] শ্রবণে যব পৈঠল
তবহি চঞ্চল ভই রোয়।
তদবধি[১০] জাগর ক্ষীণ[১১] কলেবর
দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম বিষমে[১২] জড়িত ভেল অন্তর
কছুই[১৩] না শুনই[১৪] কান।
ব্রজ-সুধাকর বোলয়ে সব জন
কাহে[১৫] অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ অব যাই মীলহ
মরমে রহয়ে[১৬] জানি শেল।

তরু—১৬৫।

টীকা—কৃষ্ণের রূপই রাধাকে প্রেমার্তা করিয়াছে, অন্যথা তাহার যে বয়স সে বয়সে স্বভাবত এইরূপ মনোভাব ঘটিতে পারে না। তাহার বাল্যভাব সাহজিক। যদিও তাহার বয়ঃসন্ধি কাল উপস্থিত তবু তাহাতে বাল্যভাবেরই আধিক্য। তাই সে এই বয়সেও সখীদের সঙ্গে যমুনাকূলে খেলা করিত। পথে তোমার কামদ রূপ দেখিয়াই তাহার এই জড়িমা অবস্থা।

মাধব, শোন—তুমি অন্যপ্রকার কথা বলিও না। তুমি স্বভাবতই চঞ্চলচিত্ত, সে কুলবতী অতএব স্বভাবতই অচপলচিত্তা। আজ তাহার এই বিচিত্রতার জন্য তুমিই দায়ী। একে তোমার রূপ কামদ, তাহাতে তোমার মুরলীধ্বনি অতি মধুর—তাহা শুনিয়া মুনিজনেও বিমোহিত হয়। সুতরাং তাহার কানে মুরলীধ্বনি পশিবামাত্র যে সে আকুল হইয়া রোদন করিবে তাহা আর আশ্চর্য কি?

বিরহবেদনায় জাগিয়া জাগিয়া তাহার কলেবর ক্ষীণ হইয়াছে। তোমার রূপ অন্তরে অন্তরে ধ্যান করিয়া তাহার বহির্দৃষ্টি লুপ্ত হইয়াছে তাই তাহার আর—আলোক-অন্ধকারের অনুভব নাই। কখন রাত্রি কখন দিন—কিছুই সে জানে না। তোমার মুরলীধ্বনি এখন সে নিয়তই অন্তরে শুনিতেছে তাই তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় আর বহির্মুখী নহে। তোমার প্রেম তাহাকে—তাহার সমস্ত সত্তাকে অন্তর্লোকে আসীন করিয়াছে তাই তাহার বহিঃসত্তা জড়বৎ।

সখী তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে—তোমাকে তো সকলে ব্রজসুধাকর বলে তবে রাধার প্রতি তুমি এরূপ দুঃখদ

পাঠান্তর—তরু

† খ-পুঁথিতে নাই।
* ধানশী—খ-পুঁথি।
১ সহচরি—তরু।
২ সাথ—ক-পুঁথি।
৩ বাট-ঘাট—খ-পুঁথি।
৪ কামরূপ—ক পুঁথি।
৫ পরবাদ—ক-পুঁথি।
৬ তু—খ-পুঁথি।
৭ ও অচপল মতি—তরু। তু চপলমতি—খ-পুঁথি।
৮ "পুন"—খ-পুঁথিতে ও ঘ-পুঁথিতে নাই।
৯ মুরলীনিশান—তরু।
১০ তব ধরি—তরু, ঘ-পুঁথি। তব ধনি—খ-পুঁথি।
১১ খীন—ক-পুঁথি।
খিন—খ-পুঁথি।
১২ বিষমে—তরু, ক-পুঁথি।
১৩ কিছুই—খ-পুঁথি।
১৪ শুনলু—খ-পুঁথি।
শুনত—ক পুঁথি।
১৫ তাহে কাহে—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি ঘ-পুঁথি।
১৬ রহত—খ-পুঁথি।
রহই—ক-পুঁথি।

কেন—কেন তাহার প্রতি তুমি অকরুণ। সে কি এই ব্রজেরই অধিবাসিনী নহে ?

রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পদে লালসা দশা হইতে জড়িমান্তিম দশা বুঝিতে হইবে। "বরজ সুধাকর" (টীকায় পাঠ আছে "বরজসুধাকর") শব্দের দ্বারা কাকু-অনুনয় বুঝাইতেছে।

৫৩

তথারাগতালৌ।

কাঞ্চন গোরি ভোরি বৃন্দাবনে

খেলই[1] সহচরী মেলি[2]।

তুয়া দিঠি মিঠি[3] গরলে তনু জারল[4]

তৈখনে শামরি[5] ভেলি[6]।

মাধব সো অবিচল কুলরামা।

মরমহি গোই রোই দিন যামিনী

গুণি গুণি তুয়া গুণগামা। ধ্রু।

গুরুজন অবুধ[7] মুগধমতি পরিজন

অলখিতে[8] বিষম বেয়াধি।

কি করব ধনি মণি- মন্ত্র-মহৌষধি

লোচনে লাগল সমাধি॥

খেনে খেনে অঙ্গ- ভঙ্গ[9] তনু মোড়ই

কহত ভরমময় বাণী।

শামর[10] নামে চমকি তনু ঝাঁপই

গোবিন্দদাস কি এ জানি॥

তরু—১৬৬

রাধামোহন কৃষ্ণ মুখে বলিতেছেন—যদি বল যে ইহানিষ্ঠ সকল জ্ঞানই যদি তাহার লুপ্ত হইয়া থাকে তবে আর আমি গিয়া কি করিব তাহা হইলে বলি শোনো। সে বাল-স্বভাবা কিন্তু তবু এখন কন্দর্পবশীভূতা। তোমাকে দেখিয়া অবধি তাহার এই জড়িমা দশা, তথাপি তোমার নাম শুনিলেই সে সচেতনা হইতেছে।

সে বাল্যভাবে বিভোর হইয়া সখীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে খেলা করিয়া সময় যাপন করে। সুতরাং তাহার মদনাবেগ-কাল উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তথাপি তাহার আজ এই দশা। কাঞ্চন অপেক্ষাও বিশুদ্ধোজ্জ্বলবর্ণা সে আজ তোমার চিন্তায় শ্যামবর্ণা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার এইরূপ পীড়িতাবস্থাতেও সে গোপনে দিবারাত্র তোমার নামই এবং তোমার গুণগ্রামই স্মরণ করিতেছে। শুধু তাহাই নহে—স্মরণ করিতেছে এবং বেদনায় রোদন করিতেছে। তাহার মহাকামদাহ তোমার গরল-মধুর দৃষ্টিবিক্ষেপেই ঘটিয়াছে।

(রাধামোহনের মতে—এস্থলে 'গুণ' শব্দটি দ্ব্যর্থক ব্যঞ্জনাময়। স্তুতিপক্ষে ইহার অর্থ 'অবিরুদ্ধ গুণ'। কিন্তু এই উক্তি যদি সখী ঈর্ষার সহিত করিয়া থাকেন—ঈর্ষার কারণ রাধার যেস্থলে বেদনা—কৃষ্ণের সে স্থলে কোনো বেদনা নাই—তাহা হইলে অত্যস্তুতিরস্তুতবাচ্যধ্বনি-বশতঃ এস্থলে "বিরুদ্ধ গুণের" প্রতীতি হইবে। সে স্থলে অর্থ হইবে—অকরুণ তোমার নির্মমতা স্মরণ করিয়াই সে দিবারাত্র কাঁদিয়া মরিতেছে।)

সে অবিচলকুলরামা—তাহার এই চাঞ্চল্য কন্দর্পবশত। কিন্তু অবোধ গুরুজনেরা ভাবিতেছে—বুঝি কোনো অসাধ্য ব্যাধি হইয়াছে। তাই তাহারা মণিমন্ত্র-মহৌষধি প্রয়োগ করিতেছে। কিন্তু সেই সকলে কি ফল হইয়াছে ? সেগুলি কোনোরূপ ক্রিয়াশীল হয় নাই।

দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে সমাধিতে মগ্না হইয়া আছে। হৃদয়ে তাহার পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি পাইতেছেন। তাহাতেই তাহার মন ডুবিয়া গিয়াছে। বাহিরে তাই জ্ঞান নাই। সে মুনির ন্যায় সমাধিপ্রস্ত।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে এইরূপ সমাধিলক্ষণের

পাঠান্তর—

১ বিহরই—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

২ মেল—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৩ মিঠ—খ-পুঁথি। মীঠে—ক-পুঁথি।

৪ গরলে ভরল তনু—খ-পুঁথি।
গরলে জরল—খ-পুঁথিতে নাই।

৫ শামরু—খ-পুঁথি ঘ-পুঁথি।

৬ ভেল—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৭ অবোধ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৮ অলখিত—তরু, রহ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৯ অঙ্গে ভঙ্গে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি। ১০ শ্যামরু—খ-পুঁথি।

কথা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে গোস্বামী-গণ উল্লেখ করিয়াছেন।)

মুনিদের মতন সমাধিতে মগ্ন—অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট জ্ঞানহীন। এরূপ অবস্থাতেও ক্ষণে ক্ষণে শুষ্কীভূত হস্তপদ ইত্যাদি অবয়বের বৈবশ্যবশত ইতস্তত পরিচালনা এবং ভ্রমময়ী বাণী পরিলক্ষিত হইতেছে। এইরূপ অবস্থাতেও যদি গুরুজন হইতে দূরে লইয়া গিয়া নির্জন বনে কখনো কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় তখন কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া রাধা অঙ্গাদি আবৃত করে। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ভূষণ যে লজ্জা তাহার জ্ঞানও যেক্ষেত্রে তিরোহিত সেক্ষেত্রে তাহার বৈবশ্য কতখানি তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে কৃষ্ণপ্রেমেই তাহার এই অবস্থা—অন্য আর কোনো কারণ অনুমেয় নহে।

৫৪

অথ বৈয়গ্র্যং যথা†—

সুহইরাগ—সমতালো।

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান।
সো অব¹ বিষশর ধনি মন মান॥
শুন² মাধব তুয়া খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার॥ ধ্রু॥
তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আন জন যাহা লাগি করে পরকার॥
মন অবধারি কহ শুসংবাদ।
ভণ রাধামোহন যাউ* বিবাদ॥

তরু—১৬৮

টীকা—এত শুনিয়াও কৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া দূতী তাঁহার হৃদয় জানিবার জন্য রাধার বৈয়গ্র্যদশার কথা বলিতেছে। এই বৈয়গ্র্য দশার কারণ কৃষ্ণের উপেক্ষা। উপেক্ষার ফল বড় ভয়ানক। হয়তো পরিণামে উন্মাদদশা। তাই রাধামোহন ইহাকে "উপেক্ষাগূঢ়বিভীষিকাময়ী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দূতী বলিতেছে—হে মাধব, তোমার যে রূপকে জগতের সকলে আনন্দভরে ধ্যান করে তাহাকেই রাধা বিষাক্ত শরের মত মনে করিতেছে। তোমার ভাব গাম্ভীর্য সহিতে না পারিয়া রাধা নিজ জীবনধারণকে ভার বলিয়া মনে করিতেছে।

(রাধামোহনের মতে এখানে বৈয়গ্র্য দশার সমস্ত অনুভব স্পষ্টতই দৃষ্ট হইতেছে। বৈয়গ্র্য দশার অনুভব—অবিবেক, নির্বেদ, খেদ, অসূয়া ইত্যাদি। অবিবেক অর্থাৎ ভালমন্দ বিবেচনা। রাধা আনন্দজনক রূপকে বিষাক্ত শর বলিয়া মনে করিতেছেন। নির্বেদ অর্থাৎ নিরাসক্তি—এস্থলে স্বীয়জীবন সম্বন্ধে। খেদ অর্থাৎ দুঃখ—এস্থলে কৃষ্ণকে না পাইবার দুঃখ। অসূয়া অর্থাৎ অদোষে দোষ আবিষ্কার—এস্থলে সর্বগুণময় কৃষ্ণকে গুণহীন মনে করিয়া বিস্মরণের চেষ্টা।)

কৃষ্ণকে মনে রাখিবার জন্যই সকলে চেষ্টা করে কিন্তু রাধা বিস্মৃত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এখন মন স্থির করিয়া তাহাকে আশার সংবাদ দাও। সখীরূপী রাধামোহন বলিতেছেন যে তাহা হইলে সকল বিবাদ দূর হইবে।

'রাধামোহন' শব্দে কৃষ্ণ বুঝাইলে অর্থ হইবে—হে রাধামোহন—তুমিতো রাধাকে মোহিত করিয়াছ এখন তাহাকে আশার কথা জানাও তাহা হইলে সে সংশয়মুক্ত হইবে—আশায় প্রাণধারণ করিবে।

৫৫

অথ ব্যাধি যথা†

বরাড়ীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্*।

নিরমল কুল শীল কাঞ্চনগোরী।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহ জর¹ তোরি॥²

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে নাই।
অথ বৈয়গ্র্যং—খ-পুঁথি।
১ অব—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ 'শুন'—তরুতে নাই।
* যাউক—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

† খ-পুঁথিতে নাই।
* বরাড়িরাগ একতালিতালো—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১ ঘরে—কী। জর—জ্বর।
২ তোরি—কী।

অহুখণ খল খল নিগদই রাই।
নিশি দিশি রোয়ই সখীমুখ চাই॥
শুন শুন গোকুলমঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক মরমে[১] ভেলি বাম॥ ধ্রু॥
তুয়া রূপ জগজন লোচনশোহ[২]।
একল তাক নয়ন মন মোহ॥
রসবতী নিরখয়ে নয়ন পাসরি।
সোঙরিতে তাক নয়ন[৩] ঝরু বারি॥
আন ধনি বিছুরি করত আন কাম।
তাকর মনহি না ভাওই[৪] আন॥
তুহুঁ[৫] বরনাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব[৬] আন॥

গী—১২০, কী—৯১, তরু—১৭০।

টীকা—রাধামোহন বলিতেছেন যে—পূর্ব গীতে রাধা কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইতে চাহিতেছে ইহা বলায় হয়তো কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়াছেন। তাই দূতী পুনরায় অত্যন্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে রাধার ব্যাধিদশার কথা বলিতেছে—কাঞ্চনগৌরাঙ্গী রাধা নির্মল-কুলশীলযুক্তা। তাহাকে উত্তাপক তোমার বিরহজ্বর পাণ্ডুবর্ণা করিয়াছে। প্রতিক্ষণেই সে খলখল কটু বাক্য বলিতেছে সুতরাং তাহার নির্মল শীল এখন বিপরীত হইয়া উঠিল। হে শ্যাম—তুমি তো গোকুলের মঙ্গলকারক—তবে সেই গোকুলবাসিনীর প্রতি তোমার এই অকরুণা কেন? সকলের মঙ্গল বিধান করাই তোমার কাজ—তবে বুঝি আমাদের প্রতি দৈব প্রতিকূল বলিয়াই তাহার এই দশা।

পাঠান্তর—

১ হৃদয়—তরু, মরম—খ-পুঁথি।
২ জগমনলোচন মোহ—কী।
জগমনলোচন শোহ—বহু।
৩ নয়নে—ক-পুঁথি।
৪ ভাওত—তরু।
ভাবই—কী।
ভায়ই—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৫ তুহিঁ—ক-পুঁথি।
৬ করব—কী।

তোমার রূপ জগজ্জনের লোচনশোভা অর্থাৎ আনন্দজনক। একমাত্র তাহার কাছেই সেই রূপ নয়ন ও মনের মোহকারক। রসবতী রমণী তাহাকে নয়ন প্রসারিত করিয়া দেখে কিন্তু দেখা দূরের কথা তোমাকে স্মরণ করিলেই তাহার দুই চক্ষু জলভারে আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিরোধ করে এবং অনিবার অশ্রু ঝরিতে থাকে। অন্য রমণী তোমাকে বিস্মৃত হইয়া অন্য কাজে মন দেয়, কিন্তু তাহার মনে তুমি ভিন্ন আর কিছুই স্থান পায় না। তাহার হৃদয় জুড়িয়া তুমিই বিরাজ করিতেছ। তোমার মতন রসিকজনের নিকট আর কি বলিব। দূতীরূপী পদকর্তা বলিতেছেন—বলিবার মত আর কীই বা আছে! সবই তো বলা হইল।

৫৬

মঙ্গলরাগ-দশকোশীতালৌ।

অদভুত রূপ দৈবে হেরি দূর সঞে
উনমত[১] পরশকি[২] লাগি।
বরজক সীম করল[৩] গতাগতি
লাজ-কুলভয়[৪] দুহুঁ[৫] ত্যাগি।
মন তনু[৬] কাঁপি চপল ভেল অন্তর
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তব ধরি জাগর শোষিত অন্তর
বড়ই বেকত পদভাষ।
শুন মাধব তুয়া অপরূব[৭] ফান্দ।
সো ধনি সুবরি খীয়ত[৮] বৈছন
অসিত চতুর্দশী চান্দ।

১ উনমতি—বহু, মূল পুঁথি, খ-ঘ-পুঁথি।
২ পরশক—তরু, খ-পুঁথি।
৩ করত—তরু। করতলে—খ-পুঁথি (ভুল পাঠ)।
৪ লাজকুল—খ-গ পুঁথি।
৫ দূরে—তরু।
৬ মনতহি—খ-ঘ-পুঁথি।
৭ তুয়াজল অপরূপ—তরু, ক-খ-পুঁথি।
৮ খিয়ত—বহু, মূল-পুঁথি।

কবহি গেয়ান- শূন হই চাহই
না চিন্হই[১] নিজসখীবৃন্দ।
রমণীক[২] হুঢ়তি কতিহুঁ নাহি[৩] পেখলুঁ[৪]
শুনইতে লাগই[৫] ধন্দ॥
প্রেমগজদলন সহই না[৬] পারই[৭]
জীবইতে করই ধিকার।[৮]
অন্তরগত তুহুঁ[৯] নিরগত করইতে
কত কত করত সঙ্কার।
অথির নয়নশর ঘাতে বিষমজ্বর
ছটফট জ্বলজ শয়ান।
রাধামোহন কহ[১০] ইহ অপরূপ নহ[১১]
যাহে লাগয়ে পাঁচ বাণ॥

তরু—১৭১।

টীকা—এখনও পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ মৌন আছেন দেখিয়া স্বভাবতই দূতীর মনে ঈর্ষার উদয় হইতে পারে কারণ রাধা যখন কৃষ্ণের জন্ম ব্যাকুলা—কৃষ্ণ তখন উদাসীন। অবস্থার বৈপরীত্য দেখিয়া রাধাপক্ষপাতিনী সখীর মনে দুঃখজাত ঈর্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঈর্ষা-কাতর হইয়া অপ্রিয় উক্তি করিলে কার্যভঙ্গ হইতে পারে—যে কাজের জন্ম আসা, তাহাই নষ্ট হইয়া যাইবে হয়তো!—তাই সে ভাব গোপন রাখিয়া আর একবার রাধার অবস্থা সামগ্রিকভাবে দেখানো হইতেছে।

পাঠান্তর—

১ চিনই—খ-পুঁথি।
২ মুরলীক—খ-ঘ-পুঁথি (পাঠটি লিপিকর প্রমাদজ।)
৩ না—তরু, খ-ঘ-পুঁথি।
৪ পেখই—ঘ-পুঁথি।
৫ লাগয়—খ-ঘ-পুঁথি।
৬ নাহি—তরু।
৭ পারিএ—খ ঘ-পুঁথি।
৮ ধিকার—ক-খ-ঘ-পুঁথি।
৯ পুনি—ঘ-পুঁথি।
১০ রাধামোহন পহু কহ—ক-ঘ-পুঁথি। রাধামোহন পহুক—খ পুঁথি
১১ ইহ অপরূপ নহে—ঘ-পুঁথি।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে "অদ্ভুত রূপ দৈবে হেরি দূরসঙ্কে" ইত্যাদি বাক্য নিন্দাগর্ভস্তুতিবোধক। এই বাক্যগুলিতে লালসা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাধি দশা পর্যন্ত সকল দশা পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম চরণে "অদ্ভুদরূপ তুহুঁ ভাগি" পর্যন্ত লালসা দশা; অনুভাব—ঔৎসুক্য ও চাপল্য। তাহার পরের অর্ধ চরণে "মমতহু...বহত নিশ্বাস" পর্যন্ত উদ্বেগ দশা; অনুভাব—নিঃশ্বাস ও চাপল্য। ইহার পরের অর্ধচরণে "তবধরি ...গদভায়" পর্যন্ত জাগর্যা দশা; অনুভাব—গদগদ বচন।

"শুন মাধব তুয়া রূপ অপরূপ ফান্দ"—এস্থলে নিন্দাগর্ভ স্তুতি।

"সোধনি...চান্দ" পর্যন্ত ধ্রুবপদে তানবদশা।

"কবহি গেয়ান...লাগই ধন্দ" পর্যন্ত জড়িমা দশা—অনুভাব হুঢ়তি।

"প্রেম গজদলন...করত সঙ্কার" পর্যন্ত বৈয়গ্র্য দশা—অনুভাব নির্বেদ।

"অথির নয়নশর...জ্বলজ শয়ান" পর্যন্ত ব্যাধি দশা—অনুভাব শীতস্পৃহা।)

পদকর্তা রাধামোহনের প্রভু কৃষ্ণ বলিতেছেন যে কন্দর্প শরপীড়িতার পক্ষে এরূপ হওয়া আশ্চর্য নহে।

৫৭

অথোন্মাদঃ। যথা—

বরাড়ীরাগেণ স্ফুটাধরাক্-খতিতালাভ্যাম্।[†]

রাইক লিখন শুনহ তহুঁ কান[১]।
যৈছন তাকর জ্বলত পরাণ[২]॥ ধ্রু॥
মঝু হিয়া বিন্ধসি[৩] করি তুহুঁ রোখ।
কাহে মদনে পুন দেয়সি দোখ॥

† "স্ফুটাধরা" খ-পুঁথিতে নাই।
১ তুহুঁ কান—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ যৈছন জ্বলত তাকর প্রাণ—খ-পুঁথি।
৩ নিন্দসি—ক-পুঁথির এই পাঠটি লিপিকরপ্রমাদবশত।

দিশি দিশি মদন কতিহুঁ নাহি[১] পেখি[২]।
তুয়া অদভুত রূপ যাঁহা যাঁহা[৩] দেখি॥
তব ধরি ছটফট জীবন হুতাশ।
পুছত ইহ[৪] রাধামোহনদাস॥

টীকা—কৃষ্ণের কথা শুনিয়া প্রস্তুতবক্তৃত্বাদিগুণযুক্তা দূতী বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ, রাধার পত্র শোনো, সে লিখিয়াছে, কি ভাবে তাহার প্রাণ জ্বলিতেছে। তুমি কোপবশত আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছ অর্থাৎ নিষ্ঠুরবাক্য বলিতেছ। কিন্তু এস্থলে কন্দর্পের কি দোষ! কন্দর্প কি আমাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়াছে? না, তাহাকে তো কোথাও দেখিতে পাইতেছি না, বরঞ্চ তোমারই অদ্ভুত রূপ সর্বত্র দেখিতেছি। তোমাকে দেখিয়া অবধি হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে, জীবনে ধিক্কার আসিয়াছে। পদকর্তা সখীরূপী রাধামোহন তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে—ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই।

(রাধামোহনের মতে—ইহা উন্মাদদশার পদ, কারণ তাহার প্রধান লক্ষণ সর্বদা তন্ময়স্কতা ও সর্বত্র ইষ্টস্ফূর্তি বা ইহাতেই তিনি আছেন এইরূপ ভ্রান্তিবোধ এস্থলে স্পষ্টতই দৃশ্যমান।)

৫৮

শ্যামগুর্জরীরাগাভ্যাং রূপককন্দপতালাভ্যাম্।*

গোপকুমার- সমাজমিমং সখি
পৃচ্ছ কদা হু গতোহহম্।
কথমিব মামহু- পশ্যতি দিশি দিশি
কথমিব কলয়তি মোহম্॥

পাঠান্তর—

* তালৌ—ক-পুঁথি
১ না—ক-পুঁথি।
২ দেখি—ক-পুঁথি।
৩ যাঁহা তাঁহা—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ ইহা—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
† এই অংশ খ-পুঁথিতে নাই।

সখি পরিহর বচনবিলাসম্।
গোপশিশূনাং বিদিতমিদং মম
জনয়তি গুরুপরিহাসম্॥ ধ্রু॥

যদি চ কুলাচল- যাপি[১] কুলস্থিতি-
রনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতিবিকলা
বালে কিল করণীয়া॥

গজপতিরুদ্রমুদে মধুসূদন-
বচনমিদং[৩] রসিকেষু।
রামানন্দরায়- কবিভণিতং
জনয়তু মুদমখিলেষু॥
(গীতাবলী) স্তবমালা—শ্রীরূপ গোস্বামী

টীকা—দূতীর বচন শুনিয়া রাধার হৃদয়ভাব এখনও পূর্ববৎ কিনা জানিবার জন্য যেন কিছুই কৃষ্ণ জানেন না এইভাবে নিজমুখে স্বীয় ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন।

হে সখি, তোমার বচনবিলাস পরিত্যাগ কর। গোপশিশুরা যদি একথা জানিতে পারে তাহা হইলে আমি অত্যন্ত পরিহাসের বিষয় হইব। ইহারা এখনও শিশু সুতরাং শৃঙ্গাররস সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। সুতরাং তাহাদের পরিহাসকে আমি ভয় করি। কিন্তু পরিহাসের কথা তো পরে। তাহার পূর্বে, এই যে কিছু দূরে আমাদের চোখের সম্মুখেই গোপকুমারগণ রহিয়াছে—তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর—কবে আমি সেখানে গিয়াছি। আমি একটি বা দুটি গোপশিশুকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছি না যে পূর্বেই উৎকোচ দিয়া তাহাদের অনুরূপ বলিতে শিখাইয়া দিয়াছি—সকলকেই জিজ্ঞাসা কর। সকলকে তো শিখাইয়া ভুলাইয়া মিথ্যা কার্যে প্ররোচিত করা যায় না। সুতরাং স্পষ্টই বলিতেছি যে আমি কখনও তোমরা যে স্থানের কথা বলিতেছ—সে স্থানে যাই নাই। তাহা হইলে কি করিয়াই বা সে আমাকে দিকে দিকে

পাঠান্তর—

১ "জাতি"—ক-পুঁথি।
৩ বালমিহ—ক-পুঁথি।

দেখিতেছে, কি ভাবেই বা মোহ পাইতেছে? যাক—সকলই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। কুলবতী ইনি যদি কুলমর্যাদা পরিহার করেন তবে—হে বালিকে, তাহা হইলে কি আমাতেই সেই অতিবিকলা রতি করিতে হইবে অর্থাৎ তিনি যদি কুলমর্যাদা ত্যাগ করেন তো করুন, তাহাতে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি আমাকে জড়াইতেছেন কেন?

(রাধামোহনের মতে—'সখি' শব্দটী দুইবার দুইটি বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাই পুনরুক্ত দোষ ঘটে নাই।)

মহারাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের উপাধি গজপতি। তাঁহার আনন্দবিধানের জন্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ম হইতে অদ্বিতীয় সত্তা রামানন্দ রায়—এই কবিতায় যে মধুসূদনের এই-প্রকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সকল রসিক-জনের সুখবিধান করুক।

৫৯

সুহইরাগ-সমতালাভ্যাম্।†

আঁচরে মুখশশী গোয়[১]।
ঝরঝর লোচনে রোয়[২] ॥
কারণ বিহু খণ[৩] হসই।
উতপত দীঘ নিশসই ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম ॥ ধ্রু।
তাতল তনু নাহি ছুটই।
সতত মহীতলে লুঠই[৪] ॥
কারক কিছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই ॥

জগ ভরি কুলবতীবাদ।
কা দেই[৫] কহই সংবাদ ॥
গোবিন্দদাস আশোআসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে ॥

টীকা—কৃষ্ণের কথা শুনিয়াও শেষে 'আমাতেই তাহার' রতি নিশ্চিত করণীয়া এই শ্লেষবাক্যে আশ্বাসের ইঙ্গিত নিশ্চিতরূপে জানিয়া দূতী এখন স্বীয়া সখী শ্রীরাধার এই তীব্র অভিলাষজনিত উন্মাদদশাতেও ধৈর্যশালিত্ব ও শ্রীকৃষ্ণৈকশরণত্ব সম্বন্ধে বলিতেছে।

যদিও পূর্ব পূর্ব দশায় শ্রীরাধার কৃষ্ণানুরক্তি ঐকান্তিক তবু বৈয়গ্র্যদশায় তাঁহাতেও কৃষ্ণবিস্মরণের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা ইচ্ছাতেই পর্যবসিত হইয়াছিল—রাধা কৃষ্ণাভিলাষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ উন্মাদদশায় তাঁহার কৃষ্ণৈকশরণত্ব বিশেষ-ভাবেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

"কারণ বিহু খণ হসই"—এই বাক্যে উন্মাদ ব্যঞ্জ্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উন্মাদদশায় অট্টহাসের কথা আছে।

"সুন্দর শ্যাম"—এস্থলে স্তুতি স্পষ্ট। নিন্দাপক্ষে অর্থ হইবে "অপূর্ব শ্যাম" অর্থাৎ এমন কালো আর দেখা যায় নাই। অন্তরে বাহিরে মলিন—ইহার অন্তর্গত ভাব।

"প্রেমক ইহ পরিণাম"—রাধার প্রেমের উৎকর্ষ দশা অতিশয় উৎকট আর অবিদগ্ধ কৃষ্ণ তুমি প্রেমের প্রথম দশাতেও পৌছাইলে না।

তাতল তনু নাহি ছুটই"—তাপ দেহ ছাড়িতেছে না।

"সতত মহীতলে লুঠই"—ইহার দ্বারা বিপরীত ক্রিয়া বুঝাইতেছে অর্থাৎ সে বিরহতাপে জীর্ণ হইয়া ধরণীতলে লুটাইতেছে আর তুমি নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া আছ।

"কো অছু বেদন সহই"—কে তাহার মত দুঃখ সহ্য করিবে। ইহার দ্বারা রাধার ধৈর্য বুঝাইতেছে। শ্রীরূপ-গোস্বামী ধৈর্যের লক্ষণ দিয়াছেন—দুঃখসহিষ্ণুতা।

···জীবই তুয়া অভিলাষে"—তুমিই তাহার একমাত্র শরণ। তোমার জন্মই সে প্রাণধারণ করিয়া আছে।

পাঠান্তর—

† তালৌ—ক-পুঁথি।
১ গোই—বহু. ক-পুঁথি।
২ রোই—বহু. ক-পুঁথি।
৩ খেনে—ক-পুঁথি। খনে—খ-পুঁথি।
৪ এই পংক্তিটি ক-পুঁথিতে নাই।
৫ কানই—ক-পুঁথি

৬০

অথ মোহো যথা*—

ধানসীরাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

যব তুয়া[1] নয়ন মুরলী বিষ জারল
তব মনমোহন ভেল।
নিচল কলেবর পড়ল ধরণীতল
পরিজনে লাগল শেল॥
আন উপদেশে তুঁহারি[2] নাম তৈখনে
দৈবহি উপনীত কেল।
সোই শবদ পুন কানে সন্তায়ল[3]
ঐছনে চেতন ভেল॥
মাধব কি কহব সোই[4] অনুরাগ।
ঐছন ভাতি[5] দশা হোয়ে[6] পুন পুন
না বুঝিয়ে জাগ না জাগ॥ ধ্রু॥
কিয়ে জানি দশমী দশা যদি নিচয়ে
উছই[7] তুয়া অভিলাষে[8]।
আশা পরম দুখদ পুন মেটউ[9]
নহ কহ সুখদ নৈরাশে[10]॥
যাচিত[11] লখিমি উপেখয়ে যো[12] জন
কভু নহে তাহারি কল্যাণ।
অতএ তুরিতে চল রমণীরতনে মিল
রাধামোহন যশ গান॥[13]

তরু—১৭৭।

টীকা—মৌন কৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি। এস্থলে রাধার মোহ দশা কথিত হইতেছে।

প্রথমে রাধা তোমাকে দেখিয়াছে, তাহার পর তোমার মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়াছে। তাহার বিষাদ উত্তরোত্তর দর্শনশ্রবণাদিজনিত বিষে তাহার চিত্তসম্মোহ আনিয়া দিয়াছে। তোমার নাম শুনিলে সে কিছু চেতনা পাইতেছে। হে মাধব! তোমাতে তাহার পরম অদ্ভুত অনুরাগের কথা আর কি বলিব! কেননা এই প্রকার স্বল্পচেতনা দেখিয়া সে জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি তথায় গিয়া হয় তাহার সর্ব দুঃখ খণ্ডন কর, নয় তাহাকে এমন নৈরাশ্যজনক বাক্য বল যে সে এই অস্থানে অনুরাগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুস্থ অবস্থা ফিরিয়া পাক।

কিয়ে জানি দশমী···সুখদ নৈরাশে—তাহার এই মোহ দশা দেখিয়া ভয় হইতেছে—বুঝিবা এই নবমী দশা হইতে দশমী দশা মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন তাহার প্রাণরক্ষা করিতে গেলে হয় তাহার আশাকে ফলবতী কর না হয় সুখদ নিরাশাকে সে লাভ করুক।

আশা বলবতী না হওয়া পর্যন্ত দুঃখময়ী কারণ তীব্র অভিলাস হইতে নানা অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। নিরাশার দুঃখদত্ব তাৎকালিক কারণ পরিণামে সে মন হইতে অভিলাষকে দূর করিয়া প্রশান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই পদকর্তা দূতীমুখে আশাকে 'পরম দুখদ' এবং নিরাশাকে 'সুখদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যাচিত লখিমি—যে লক্ষ্মী নিজে হইতে উপস্থিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

* খ-পুঁথিতে নাই।
১ তুহু—খ-পুঁথি।
২ তোহারি-তরু—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৩ সান্ধাওল—ক-পুঁথি।
৪ সো—তরু।
৫ ভাতি—খ-পুঁথি।
৬ দিনহি মোহে—তরু। দশা হোএ—খ-পুঁথি।
৭ ডাক—তরু।
৮ অভিলাস—খ-পুঁথি।
৯ দুখ মেটউ—খ-পুঁথি।
দুখ পুন মেটউ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১০ নিরাস—খ-পুঁথি।
১১ যে—খ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১২ যাচত—খ-পুঁথি।

১৩ গোবিন্দ দাস যশ গান—খ-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৬১

মল্লাররাগ-সমতালৌ।

রাইক রাগ কহলি বহু মোয়।
কৈছনে[1] ঐছন[2] সাহস হোয়॥ ধ্রু॥
পরনারী-গ্রহণ দহন সম তাপ[*]।
ধরম-মরম-জ্ঞানী কো করু পাপ॥
তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে লব দোখ।
জাগর দূরে রহু সপনহি রোখ॥
শুনি সখী কান্তুক বচন অনুবন্ধ।
কহ রাধামোহন লাগল ধন্দ[৪]॥

টীকা—দূতীর কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন। দূতী কথিত এই লোকোত্তরীয় দশা সত্য কিনা ইহা নিশ্চিত রূপে জানিবার জন্য উপেক্ষার সহিত বলিতে লাগিলেন যে রাধার এরূপ সাহস কি করিয়া সম্ভব হইল।

এই পদটি বিদগ্ধমাধবের "সঙ্গী মে মধুমঙ্গলো"— ইত্যাদি পদের অনুসরণে লিখিত।

জাগর দূরে রহু স্বপনহি রোখ—স্বপ্নেও যদি আমার লেশমাত্র দোষের কথা শোনে তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থাতেই আমার উপর কোপ প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বপ্নেই যদি এইরূপ তবে জাগ্রদ্ অবস্থায় কিরূপ হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ।

৬২

পঠমঞ্জরীরাগ-ধরানন্দ-দশকোশীতালৌ।

হামারি নিঠুর পণ শুনই ইন্দুমুখী
ভাঙ্গই প্রেম-অঙ্কুর।
দুখিত[১] হৃদয়[২] মাহা ধৈরজ ধরি পুন
ও সুখ করে জানি দূর॥
কিয়ে জানি পাপ মদন কদন শরে
তেজই নিরুপম দেহ।
হা হা মনোরথ সব কৈলুঁ[৩] আনমত
কি করব অব হাম[৪] থেহ॥ ধ্রু॥
অব মঝু অন্তর জলত তুষানল
সহই না পারই অঙ্গ।
হোই সমীরণ বাঢ়ই[৫] পুন পুন
দারুণ মদনতরঙ্গ।
ধিক জীবন[৬]-ধন যৌবন[৭]-আভরণ
ধিক মোর এ সুখ[৮] সকল।
কহ রাধামোহন[৯] অনুগত বঞ্চিলে
পরিণামে ঐছন ফল॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শুনিয়া খেদ অসূয়া অশ্রু বৈবর্ণ্য প্রভৃতি ভাবতরঙ্গে উন্মথিত হইতে হইতে সখী প্রাণাধিকা রাধার নিকট চলিয়া গেলে কৃষ্ণ অনুতপ্ত হইয়া "হামারি নিঠুর" ইত্যাদি বলিতেছেন।

এই পদটি বিদগ্ধমাধবের "শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা" ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণে লিখিত।

পাঠান্তর—

* "তাপ" খ-পুঁথিতে নাই।
১ কৈছন—খ-পুঁথি।
২ ঐছনে—খ-পুঁথি।
৩ "পাপ"—ক-পুঁথির এই পাঠ লিপিকরপ্রমাদজ।
৪ গোবিন্দ দাস কহ লাগল ধন্দ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১। দোগিত—খ-পুঁথি।
২। হৃদ—খ-পুঁথি।
৩। কৈল—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪। 'হাম' খ-পুঁথিতে নাই।
৫। বাঢ়ল—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬। যৌবন—খ-পুঁথি।
৭। জীবন—খ-পুঁথি।
৮। দুখ—খ-পুঁথি (লিপি-প্রমাদ বলিয়া মনে হয়), ঘ-পুঁথি।
৯। গোবিন্দ দাস কহ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৬৩

অথ মৃতিঃ। যথা—*

পঠমঞ্জরীমিশ্র-বরাড়ীরাগ-দশকোশীতালো।

নিজ সখীবদন হেরি সুধামুখী
বুঝি কহে গদ গদ বাত।
রসিক সুনাহ[১] মোহে যদি উপেখল
কাহে তাপাওসি গাত॥
মঝু লাগি যতন কয়লি দুখ পাওলি[২]
দৈবহি যদি নহ[৩] কাজ।
তুহুঁ কাহে বিরস-[৪] বদনে[৫] ঘন রোওসি
কিয়ে পুন কয়লি অকাজ॥
শুন হে[৬] সখি হে কর মোর পর[৭] উপকার।[৮]
ইহ[৯] বৃন্দাবনে[১০] দেহ তেয়াগব[১১]
মৃত তনু রাখবি হামার[১২]॥ ধ্রু॥
কবহুঁ শ্যামতনু- পরিমল পাওব[১৩]
তবহুঁ[১৪] মনোরথ পূর।
ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই
রহু রাধামোহন দূর[১৫]॥

তরু—১৫

টীকা—পরম দুঃখে রোদনমুখী সখীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কৌশলে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে রাধা বলিতেছেন যে এইবার তিনি দশমী-দশা-রূপা সখীকে আশ্রয় করিবেন। কৃষ্ণবিরহে ভৃঙ্গ, মন্দানিল প্রভৃতি তাঁহার বিরহযন্ত্রণাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে পরম উপকার করিয়াছে। কৃষ্ণবিরহিত এই জীবন না রাখিতেই তিনি মনস্থ করিয়াছেন।

এই পদটি বিদগ্ধমাধবের "অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি" —ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণে লিখিত।

৬৪

বরাড়ীরাগ-সমতালো

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন-লোচন-অমিয়া-স্বরূপ[১]॥
রূপ চাহি গুণ নহে ঊন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী[২] করি শূন॥
সুন্দরী মোহে না করু[৩] আন ছন্দ।[৪]
হাম বলি যাঙ[৫] তুয়া মুখচন্দ॥ ধ্রু॥

---

* খ-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—

১ সুন হে—ক-পুঁথি।
২ পায়লি—তরু, ঘ-পুঁথি। পাহল—ক-পুঁথি।
৩ নহে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ বিরস—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ বদন—তরু।
৬ হে—ক, গ, ঘ-পুঁথিতে নাই।
৭ ক-পুঁথিতে নাই। এই—ঘ-পুঁথি।
৮ শুন সখি কর তুহুঁ পর উপকার—তরু।
৯ ইহরি—ঘ-পুঁথি।
১০ বিরিন্দাবনে—ক-পুঁথি।
১১ উপেখব—তরু।
১২ মোর—ক-পুঁথি।
১৩ পাওব—ঘ-পুঁথি।
১৪ তবহি—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৫ গোবিন্দ দাস রহু দূর—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

---

১ অমিঞাসরূপ—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ মোহে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ করহ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
কর—ক-পুঁথি।
৪ ইথে নাহি রহ আন ছন্দ—গ।
সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ—তরু।
৫ তোহার—ক-পুঁথি।

তবহুঁ সফল দিন মোর[৬]।
রাই শুতব যব কানুক কোড়[৭]॥
হম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহি মনোরথ পুরাব[৮] তোহারি[৯]॥
যতন করব হম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই[১০]।
গোবিন্দ দাস ভালে জান।
কানুক জলত পরাণ[১১]॥
ক—৬১৬, গী—২৪০, তরু—৪৬।

টীকা—রাধার মুখে মরণোদ্যমের কথা শুনিয়া প্রিয়সখী বলিতেছেন—তুমি মৃত্যুবরণ করিবে কেন? হে সখি, মধুর তোমার রূপ জগজ্জনের লোচনের অমৃতস্বরূপ। রূপ হইতে গুণও কিছু মাত্র কম নহে। তুমি যদি প্রাণত্যাগ কর তাহা হইলে পৃথিবী শূন্য হইয়া যাইবে। সুন্দরী, মোহে পড়িয়া এরূপ কথা বলিও না, নিশ্চয়ই তাহার সহিত তোমার মিলন ঘটিবে। তোমার সহিত তাহার যেদিন মিলন ঘটিবে সেইদিনই আমার জীবন সফল হইবে। যদি যমুনাজলেও প্রবেশ করিতে হয় তাই করিব—তবু তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। কানু তোমার বশে থাকে—এই হইবে আমার চেষ্টা।

সখীরূপী পদকর্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে—রাধার ন্যায় কৃষ্ণেরও যে প্রাণ জ্বলিতেছে—সে কথা তিনি ভালো করিয়াই জানেন।

(রাধামোহন বলিতেছেন—'মোহে' শব্দের অর্থ এস্থলে —'ব্যামোহে'। 'মোহে'—শব্দ অস্মদ্ অর্থেও প্রযুক্ত আছে। কিন্তু সে অর্থ এখানে প্রযোজ্য নহে।

"মোহে না কহ আন ছন্দ"—এই পাঠে—মোহে পড়িয়া কৌশল করিয়া অন্য রূপ কহিও না—অর্থ হইবে।

এই পদটি গান করিবার পর ঈর্ষাবশত এবং কৃষ্ণমিলনে কালবিলম্ব অসহ্য হওয়ায় "প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থগান উপগেয় হইতে পারে। এই শ্লোকের অর্থগানটি চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত "উপজিল প্রেমাঙ্কুর" ইত্যাদি।

অর্থাৎ রাধামোহন বলিতেছেন যে "মধুর মধুর তুয়া রূপ" ইত্যাদি পদটি গাহিবার পরেই "উপজিল প্রেমাঙ্কুর" ইত্যাদি চৈতন্যচরিতামৃতে ধৃত অর্থগানটি গেয়—

"উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগর-রাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী বধে সাবধান॥
সখি হে! না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈলুঁ প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভালো-মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণ-ডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে—নারি উকাশিতে॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয় না লয় জীবন॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্য জন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য ধরিবারে॥
কৃষ্ণ কৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি! তোর এ ব্যর্থ বচন।

পাঠান্তর—

৬ তবহিঁ সফল তনু মোর—ক।

৭ যব তুহুঁ শুতবি কানুক কোর—তরু।
যব তুহুঁ বৈঠবি কানুক কোর—ক।

৮ পুরব—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৯ পুরব হামারি—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি (এই পাঠটি গ্রহণযোগ্য)।

১০ হরি যৈছে তুয়া নয়নপথ হোই—ক।

১১ গোবিন্দদাস পরমাণ।
তুয়া বিনে কানু কি ধরয়ে পরাণ—ক।

জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন।
শত বৎসর পর্যন্ত জীবের জীবন-অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি॥
অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখসমুদ্রেতে ডারে॥

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—১৯-২৬

৬৫

ধানশী রাগ—দশকোশীতালো।

রাধানাম[১] রসনদী[২] বিহিনিরমাণ।
ত্রিভুবন[৩] যাকর নাহিক সমান॥
শুন শ্যামসিন্ধু জগজীবন-নিধান[৪]।
সো পদ বিনু তুহুঁ কেবল[৫] জড় জান॥ ধ্রু॥
লঙ্ঘন করল গুরুলোক ধরাধর[৬]।
মিলব মনোরথ রতন আকর[৭]॥
ভাঙ্গল নিজকুল ধরম নিবন্ধ।
ধরতরু পরিহরু[৮] রাগহি অন্ধ॥
বেগে ধাওল[৯] তুয়া পরশক [রঙ্গে[১০]।
বিমুখ করসি কাহে শবদ তরঙ্গে[১১]॥
এতহু শুনল যব বচন বিশেষ।][১২]
দখিন নয়ন মুদি কয়ল[১৩] নিদেশ॥[১৪]
ধাই আওলোঁ হাম কহিতে সবাদ।
অব বিরমহ ধনি বিরহবিবাদ॥
করণিকাকুঞ্জে তুহুঁ করহ পয়ান।
তঁহি রাধামোহন মিলায়ব কান॥[১৫]

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে শ্রীরাধিকার নিকট আসিয়া—সঙ্কেতস্থান কর্ণিকারকুঞ্জে অগ্রে গমন করা উচিত—এই কথা সখী বলিতেছেন।

রাধা একটি রসময়ী নদীর নাম, যেমন নদীর নাম থাকে যমুনা—গোদাবরী। কিন্তু এই রাধানাম্নী রসনদী ষড়্বিধ রসের আস্বাদনদায়িকা অর্থাৎ বাসনানুসারে অভীষ্টরসদা এবং কল্পতরু ও কামধেনুর উপমা।

(পক্ষে শ্রীরাধা উজ্জ্বলরসরূপা, ভাবাদির আবর্তযুক্তা ও অতিগভীরা।

উভয়পক্ষেই ত্রিভুবনে নিরুপমাস্বরূপ সাদৃশ্য।)

হে শ্যামবর্ণ সমুদ্র—তুমি জগতের সকল জলের নিধান স্থান। তুমি যদি সেই রাধানাম রসনদীর বিশ্রামস্থান না হও তাহা হইলে তুমি কেবলমাত্র জলস্বরূপ।

(পক্ষে—হে শ্যাম, তুমি জগতের সকল প্রাণীর প্রাণবিহারস্থান। তুমি যদি সর্বাশ্রয়ত্ব-গাম্ভীর্যাদি-গুণ-রহিত হও তাহা হইলে তুমি জড় অর্থাৎ মূর্খ ও বৈদগ্ধ্য-কারুণ্য-গুণাদি রহিত হইবে।)

ভুবনে সুমেরু-বিন্ধ্য-হিমালয় ইত্যাদি যে গুরুতর

পাঠান্তর—

১ রাধাকান—ক-পুঁথি।
২ রসনিধি—ক-পুঁথি।
৩ ত্রিভুবনে—ক-পুঁথি।
৪ জীবন-নিধান—খ-পুঁথি। জীবন নিদান—ঘ-পুঁথি।
৫ জগত—ক-পুঁথি।
৬ সরাসর—গ-পুঁথি।
৭ অকর—খ-পুঁথি।
৮ ধরত রূপ রূপ—গ-পুঁথি।

৯ ধরল—গ-পুঁথি।
১০ আবেশে—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
১১ এই পংক্তিটি খ-পুঁথিতে নাই।
১২ এই অংশটি খ-পুঁথিতে নাই, ঘ-পুঁথিতেও নাই।
১৩ করল—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১৪ নিদেশে—খ-পুঁথি।
১৫ গোবিন্দদাস তহি মীলব কান—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

উক্ত বপ্র অর্থাৎ পর্বত তাহাদেরও লঙ্ঘন করিয়াছে এই রাধানদী। ইহার দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে এই নদী পরম তেজস্বিনী অকৃত্রিমা ও নরলোক কর্তৃক তাহার আত্মস্থান বা উৎস অদৃষ্ট।

(পক্ষে পতি-পিতা-শ্বশুরাদি অত্যুন্নত গুরুজনেরও আজ্ঞালঙ্ঘনকারিণী এই রাধা তোমার ভাগ্যবশেই তোমাকে পাইতে উৎসুক হইয়াছে। সে অন্যের অলভ্যা রাজকন্যা, বরাঙ্গী, সৌন্দর্যময়ী ও বৈদগ্ধ্যগুণশালিনী।)

পদ্মরাগাদি নানারত্নের আকর সেই শ্যাম সমুদ্র।

(পক্ষে সুরম্যাঙ্গ ইত্যাদি চৌষট্টিপ্রকার গুণের আকর এই শ্রীকৃষ্ণ।)

নিজপ্রবাহের বেগ দ্বারা সেই নদী সেতুবন্ধন ভগ্ন করিয়াছে। এস্থলে "নিজ-কুল-ধরম নিবন্ধ" এইরূপে 'অসমস্ত' পদ ধরিতে হইবে।

(পক্ষে নিজকুলের ধর্মনিবন্ধ যাহার দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে—এই অর্থ। এস্থলে "নিজকুলধরমনিবন্ধ" এইরূপ 'সমস্ত' পদ ধরিতে হইবে।)

কৈলাসের বটবৃক্ষের ন্যায় ধবনামক তরু অধিক বিস্তৃত, উচ্চতর এবং তাহার মূল অনেক নদনদীর গতিপথ রুদ্ধ করিয়াছে। ইহার উপাখ্যান পুরাণান্তরে আছে।

এই তরুকে পরিহার করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য স্রোতোবেগে অন্ধতুল্যা হইয়া, কণ্টকবন ইত্যাদি লঙ্ঘন করিয়া রাধানাম্নী নদী ছুটিয়া যাইতেছে।

(পক্ষে—রাধা কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়োৎকর্ষবশত স্থায়ি-ভাবে পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্ধের ন্যায় কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন।)

উভয়পক্ষেই এই ছুটিয়া চলা স্পর্শের জন্য। সমুদ্রপক্ষে পদকর্তার অভিপ্রায় এই যে ঘটঘটায়মান তরঙ্গশব্দ করিয়া করিয়া সমুদ্র কেন নদীকে বিমুখ করিতেছে। রাধাপক্ষে পদকর্তার অভিপ্রায় এই যে নানারূপ বিরূপ কথা বলিয়া যথা "সঙ্গী যে মধুমঙ্গল" ইত্যাদি এবং "রাইক রাগ কহলি" ইত্যাদি—কৃষ্ণ কেন রাধাকে বিমুখ করিতেছে।

সখীর এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ দক্ষিণ নেত্র নিমীলিত করিয়া মিলন নির্দেশ দিলেন। সেই কথা বলিবার জন্য সখী রাধার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। বলিতেছে—সখি—এখন বিরহজনিত বিষাদ দূর কর। (বিরহ-শব্দের অর্থ এস্থলে পূর্বে আলোচিত অর্থেই লইতে হইবে। রাধা বিষাদযুক্তা হইয়া ছিলেন কারণ তিনি ভাবিতেছিলেন যে একা তিনিই কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা—কৃষ্ণের কোনো অনুরাগ তাঁহার প্রতি নাই।) তুমি করণিকা কুঞ্জে গিয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা কর। সেখানে সখীরূপী পদকর্তা রাধামোহন তোমার সহিত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া দিবেন।

৬৬

মঙ্গলরাগ-দশকোশীতালৌ।

কানুক সঙ্কেত বচনে সুধামুখী
উছলিত অন্তর হোয়।
তৈখনে মনমাহা[১] করতহিঁ সংশয়
সুদিবস কিয়ে হব মোয়[২]॥

দেখ সখি প্রেমক রীত।
অকুশল বিনহি কবহুঁ[৩] নিজ অন্তরে[৪]
কুশল[৫] না হয়ে[৬] উপনীত।[৭] ধ্রু
পুন আশোআসে চলল বররঙ্গিনী
কত শত ভাবে বিভোর।
বেশ পসাহন সবহুঁ বিছুরল[৮]
পাওল সঙ্কেত ওর॥

পাঠান্তর

১ মাহ—বহ।
২ সুদিবস করহ আমায়—ক-পুঁথি।
৩ কবহিঁ—ঘ-পুঁথি।
৪ অন্তর—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৫ কুশলে—খ-পুঁথি।
৬ হোয়—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ ক ও গ পুঁথিতে এই স্থলে ধ্রুবপদ আছে। অন্যান্য পুঁথিতে নাই।
৮ বিছরল—খ-পুঁথি।

তাঁহি যাই পুন কুঞ্জ[৯] হেরি শুন
অতি[১০] উতকন্ঠিত ভেল।
আনন্দ অন্তরে নাগর আনিতে
যদুনন্দন উঠি[১১] গেল ॥

পাঠান্তর—

৯ কুঞ্জে—খ-পুঁথি।
১০ যতি—খ-পুঁথি।
১১ চলি—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৬৭

ভূপালীরাগ-ধ্রুবতালো।

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম তোহে দেউ[১] উপদেশ[২] ॥ ধ্রু ॥
পহিলহিঁ বৈঠবি শয়নক[৩] সীম।
হেরয়িতে[৪] পিয়ামুখ মোড়বী গীম ॥
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পাণি।
মৌন[৫] করবি পহুঁ[৬] পুছয়িতে বাণী।
যবে[৭] হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে ধরবি উলটী মোহে কাঁপি[৮] ॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাঁঠ।
কাম গুরু হোই শিখাওব পাঠ[৯] ॥

ক্ষ—৪।৯, গী—২৪২, তরু—৪৯।

পাঠান্তর

১ দেউ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
দেহব—ঙ-পুঁথি। তোহে দেহব—ঐরূপ শব্দবিন্যাস।
২ দেহব তোহে উপদেশ—ক্ষ, তরু।
৩ স্বামিক—খ-পুঁথি।
৪ হেরি—ক্ষ। হেরইতে—ক-পুঁথি।
৫ মৌনী—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ পিয়—ক্ষ। পুন—ক পুঁথি, খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৭ যব—ক-পুঁথি।
৮ এই দুইচরণ ক্ষণদাতে নাই।
৯ কাম গুরু হোই শিক্ষাহব পাঠ—খ-পুঁথি।
কামগুরু হোই শিখায়বি পাঠ—ঘ-পুঁথি।

টীকা—সংকেতিত কর্ণিকার কুঞ্জে গমন করিয়া সখীদের প্রাণাধিকা রাধা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলে তাহার ঔদার্যে সন্দিহানা কোনো সখী এই পদে কিছু বলিতেছে।

বিদ্যাপতি কহ...শিখাওব পাঠ—অন্য এক সখীরূপী পদকর্তা বিদ্যাপতি বলিতেছেন যে এই, কেলিচাতুরির কথা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হইবে না। কামদেবই স্বয়ং গুরু হইয়া ইহার পাঠ শিখাইয়া দিবেন।

মন্তব্য—এই পদটির কেলিচাতুরির বর্ণনা বাৎস্যায়নের অনুরূপ। বিদ্যাপতি যতটা ভক্ত কবি ছিলেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক কলারসিক শিল্পী ছিলেন।

৬৮

মঙ্গলরাগ[১]—দশকোশীতালো।

রাইক কুঞ্জ- গমন শুনি মাধব
অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলয়িতে গমন কর[২] নব নাগর
আনন্দে আপনা না জানি ॥
চলয়িতে খলই চলই নাহি পারই
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম- কদলী[৩] দেখি[৪] আকুল
গদ গদ পুছে সোই নারী।
ঐছন বহুত[৫] যতনে পহুঁ মীলল
দুঁহু হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।

পাঠান্তর—

১ "রাগ"—শব্দটি ক ও খ-পুঁথিতে নাই।
২ করল—ক-পুঁথি।
কয়—খ-পুঁথি।
করল—ঙ-পুঁথি।
৩ কলি—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ হেরি—তরু।
৫ বহুত—খ-পুঁথিতে নাই।
বহু—খ-পুঁথি।

দুঁহু মন মান[৬] সফল ভেল[৭] জীবন
দুহুঁক গলয়ে প্রেমলোর ॥
ধৈরজ করি[৮] হরি অঙ্কল পরশিতে
ধনিক সুগধি পরকাশ।
রাধামোহন পহুঁ[৯] চিতে[১০] ক্ষণ সংশয়
পিছে[১১] বুঝল পরিহাস ॥

তরু—৫০।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীর গমন, অনন্তর রাধার কুঞ্জে-গমন বার্তা জ্ঞাপন ও শ্রীকৃষ্ণের অভিসার হইতে আরম্ভ করিয়া মিলন পর্যন্ত রসপরিপাটী বর্ণিত হইয়াছে।

রাধামোহন বলিতেছেন যে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের মহতী উৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর পরস্পরকে দর্শন করিয়া সাত্ত্বিকভাবের ঔর্জিত্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অনন্তর সখীগণ কর্তৃক শিক্ষিত নবনায়িকার মৌগ্ধ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং এ সকলই পরম স্নিগ্ধ সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ ভালো করিয়াই জানিয়াছেন।

রাধামোহন বলিতেছেন যে যদি শ্রীমতীর অভিসার না গাহিয়াই মিলন-গান করা হয় তাহা হইলে "রাইক কুঞ্জগমন শুনি" না গাহিয়া "রাইক চরিত বচন শুনি"—এই পাঠ গানে ধরিতে হইবে।

তাহা ছাড়া
"রঙ্গিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দির
দশদিশ হেরয়িতে রামা।
কো জানে কি খেনে তোহে দিঠি লাগল
মুরুছি পড়ল সোই ঠামা।"—ইত্যাদি পদটি
গাহিয়া "রাইক চরিত বচন শুনি মাধব
অচপল প্রেম অনুমানি।"—ইত্যাদি
গাহিয়া সংকীর্তন নির্বাহ করিতে হইবে।

এই সকল ক্রম মূলে যদিও লিখিত হয় নাই তবু প্রকারান্তরে বুঝিয়া লইতে হইবে।

অচপল প্রেম :— ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যে ভাব-বন্ধন ধ্বংস হয় না তাহাই প্রেম নামে অভিহিত হয়। কৃষ্ণের নিকট হইতে এ পর্যন্ত কোনো প্রতিদান না পাইয়াও রাধার যে একনিষ্ঠ প্রেম—তাহাই "অচপল প্রেম।"

পদে পদে হেমকদলী দেখি আকুল :— যাইতে যাইতে প্রতি পদক্ষেপেই হেমকদলী দেখিয়া আকুল হইয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কোথায় সেই নারী।

এই পংক্তিটিতে রাধামোহনের গতানুগতিক কার্য-প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। হেমকদলী সুন্দরী স্ত্রীলোকের উরুর তুলনা। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আকুল হইতেছেন অঙ্গবিশেষের সাদৃশ্য অনুভব করিয়া—ইহা প্রীতিপ্রদ কবিত্বকল্পনা হয় নাই। বরক খ ও ঘ পুঁথিতে যে "হেমকলি" পাঠ আছে তাহাই অধিক গ্রহণযোগ্য। সে ক্ষেত্রে অর্থ হইবে প্রতি পদক্ষেপে হেমপুষ্পের কলিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন সেই রাধার কথা। রাধাও এই হেমকলিকাটির ন্যায় তপ্ত কাঞ্চনবর্ণাভা ও বয়ঃসন্ধিগতা সুকুমারী নায়িকা।

৬৯

শ্রীগান্ধাররাগ-দশকোশীতালৌ।

থরহরি কাঁপয়ে[১] গদ গদ ভাষ।
লাজে বচন নাহি[২] করে পরকাশ ॥
শুন শুন কানু করয়ে ধনী ভীত[৩]।
কবহুঁ না জানে ইহ[৪] সুরতক[৫] রীত ॥ ধ্রু ॥

৬ মানস—তরু।
৭ ক-পুঁথিতে নাই।
৮ ধরি—তরু।
৯ গোবিন্দদাস পহুঁ—গ-পুঁথি।
১০ চিত্তে-খ-পুঁথি।
১১ বুঝল—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ কাঁপ এ—তরু।
২ না—ক-পুঁথি।
৩ শুন শুন কানুকর এ তনু ভীত—তরু, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ "জানে ইহ" স্থলে "জানই"—তরু।
৫ সুরতকি—খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

তুহ হোয়বি চন্দন সম শীত।
তোঁহে সোঁপলু ইহ[৬] বালচরিত ॥
রভস করবি বুঝি বিদগধ রায়।
যৈছন[৭] সুকুমারী দুখ নাহি পায় ॥
নিয়ড়ে রাখি ইহ হাম[৮] সব যাই।
এত কহি সখী সব রহল ছাপাই ॥
দুহুঁ কর কেলি দরশক আশে।
কব হেরব রাধামোহন দাসে[৯] ॥

তরু—৫১।

টীকা :—এই পদটি "চেতস্তামাতি তন্মের্মিভিরলম্" ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণে লিখিত। বিদগ্ধমাধবের অনুসরণে এস্থলে প্রাণাধিকা সখীকে কৃষ্ণহস্তে সমর্পণ করিয়া সখীরা লীলাদর্শনে উৎসুক হইয়া নিকুঞ্জজালপথে মুখ রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছে। রাধা মুগ্ধা নায়িকা তাই প্রথম সমাগমে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ—

মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতচেষ্টাসু সব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা ॥

উজ্জ্বলনীলমণি—নায়িকাভেদপ্রকরণ

৭০

ভূপালীরাগ-সমতালৌ।

পহিলহিঁ রাধামাধব মেলি[১]।
পরিচয় দুলহ দূরে রহুঁ কেলি ॥ ধ্রু ॥

অনুনয় করইতে[২] অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকন[৩] নখে লিখু ধরণী ॥
অঞ্চল[৪] পরশিতে চঞ্চল[৫] কাপ।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥
বিদগধ নাগর[৬] অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল[৭] হেম ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী[৮]।
দেই রতন পুন লেওলি চোরি[৯] ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস[১০] ॥

ক্ষ—২০।১০ (জ্ঞানদাস),
সং—২৭, কী—১৭০, তরু—৫২।

টীকা—"দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম"—এই চরণের পর সংকীর্তনামৃতে দশটি চরণ নূতন পাওয়া যায়।—যথা—

মাতল মনসিজ দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ ॥
শুনই না পাবই লহলহ ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরয়িতে উপজল হাস ॥

পাঠান্তর—

৬ তোহে সোঁপলু—খ-পুঁথি।
তোহে সোঁপলু হাম—ঘ-পুঁথি।
৭ যৈছনে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৮ হাম—ঘ-পুঁথি।
৯ কব হেরব গোবিন্দ দাস—খ-পুঁথি।
কব ইহ হেরব গোবিন্দ দাসে—ঘ-পুঁথি।

১ রাধামাধব পহিলহিঁ মেলি—সং।
২ করইতে—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ বিলোকনে—কী।
বিলোকিত—সং।
বিলোকি—ক্ষ।
বিলোক-এ—খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ চঞ্চল—ক পুঁথি।
৫ অঞ্চল—ক-পুঁথি।
৬ মাধব—ক্ষ, সং।
৭ পায়ল—ক-পুঁথি।
৮ হাসি দরশি মুখ ঝাঁপই গোই—ক্ষ।
৯ বদনে শশী জনু বেকত না হোই—ক্ষ।
খ ও ঘ-পুঁথিতে "চোরি" স্থলে "চুরি"।
১০ নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রতি আশ।
জ্ঞানদাস-কহে গুরুয়া পিয়াস ॥—ক্ষ।

ঘাম বিন্দু মুখ সুন্দর জ্যোতি।
কনয় কমল মাঝে পরি গেল মোতি।
কুচযুগ কনয়-ধরাধর জানি।
হৃদয়ে পড়ল বলি পহুঁ দিল পানি।
কাঁপল গিরিধর কাঁপল গোরি।
গোবিন্দদাস লখই পহুঁ ভোরি।

মন্তব্য—ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন যে দীনবন্ধু দাস সংকীর্তনামৃত সঙ্কলনের সময় গোবিন্দদাসকৃত রাধামাধবের মিলনের দুইটি স্বতন্ত্রপদ একত্র করিয়া গাঁথিয়াছেন। পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু ও কীর্তনানন্দে যে পদ ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত সংকীর্তনামৃতে প্রদত্ত অতিরিক্ত চরণ কয়টির কোনোই সামঞ্জস্য নাই।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পদটি জ্ঞানদাস ভণিতায় পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনশ' বছরের প্রাচীন রাধাকুণ্ড গোবর্ধন বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের পুঁথিতে ডক্টর মজুমদার এই পদ গোবিন্দদাস ভণিতাতেই পাইয়াছেন। জ্ঞানদাসের রচনা শৈলীর সহিত এই পদের বিশেষ মিলও দেখা যায় না।

টীকা—নিকুঞ্জজালান্তর্গত হইয়া স্বাভাবিক ভাবোল্লাসবতিমতী সখীরা লীলা-দর্শন-জনিত আহ্লাদে মগ্ন হইয়া পরস্পরকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ-কৌশল বর্ণনা করিতেছেন।

নায়ক-নায়িকা যেস্থলে ভয়-লজ্জা-ইত্যাদির জন্য উপচার হইতে বিরত হইয়া সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে আনন্দ লাভ করে তাহাই পূর্বরাগের পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

পদকর্তা সখীরূপী গোবিন্দদাস আনন্দে প্রথম সমাগম লীলা দেখিতেছেন।

৭০

কেদারবিহগড়া—যতিতালো।*

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরী
কনকলতা সম সাজ।
হরিচন্দন বলি কোড়ে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গমরাজ।
অব কিয়ে করব উপায়[১]।
কাল ভুজগ কোড়ে ছোড়ি মৃগধী সখী
গমন যুগতি না জুয়ায়[২]। ধ্রু।
চন্দ্রক চারু ফণাগণ মণ্ডিত
বিষ-বিষমারুণ[৩] দিঠি।[৪]
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে[৫]
দশনক দংশন মীঠী[৬]।
এক[৭] সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহিঁ
পুলকিনী কাঁপই[৮] রাই।
গোবিন্দদাস কহ মেলি[৯] সবহুঁ সখী
বুঝহ[১০] পরশ অবগাই।

তরু—১০১, কী—১৭১।

টীকা—অনন্তর সখীরা ভাবিলেন—আমরা এস্থলে থাকিলে লজ্জায় প্রাণাধিকা রাধিকা সম্ভোগসুখ অনুভব করিতে পারিবেন না। তাই তাঁহারা অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইয়াও রাধাকৃষ্ণের দুর্ত্যজ্য লীলাদর্শনের আহ্লাদে ও রাধার মুগ্ধানায়িকাত্বের কথা স্মরণ করিয়া সম্পূর্ণ মিলন বারণ করিয়া একে অন্যকে বলিতেছেন—

সৌরভসম্পন্না অর্থাৎ পদ্মগন্ধা রাধিকা সুকোমলতা

পাঠান্তর—

* কেদাররাগ-যতিতালো—বহু।
১ কহ সখী, অব কৈছে করব উপায়—কী।
২ জায়—খ-পুঁথি।
৩ ক-পুঁথি ধৃত "বিসম সমারুণদিঠি" পাঠটি লিপিকরপ্রমাদজ।
৪ বিসে বিষ মারুণ দিঠ—কী (পুঁথি পাঠের দোষ)। ঙ-পুঁথিতে "দিঠি" স্থলে "দীঠ" আছে)।
৫ অনুমানি—কী।
৬ দশন-দংশন-মীঠ—ঙ পুঁথি।
দশ নথ দাশন মীঠ—কী।
৭ একু—কী, ক পুঁথি। এ—খ-পুঁথি।
৮ পুলকিনী কাঁপই (স্ফুরতি)—খ-পুঁথি। পুলকি নিকাসই—খ-পুঁথি।
৯ মিলি—খ-পুঁথি।
১০ বুঝই—ক-পুঁথি।

প্রভৃতি গুণযুক্তা। বয়সে সে নবীনা। কনকলতার মতন সে তনুদেহা ও উজ্জ্বলবর্ণা। যেমন সর্পরাজ হরিচন্দন তরুকে আশ্রয় করে তেমনি কৃষ্ণও রাধিকাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে ভুজঙ্গ শব্দের অর্থ বহুবল্লভ নায়কবিশেষ। এই অর্থ কোষগ্রন্থেও পাওয়া যায়। ভুজঙ্গ শব্দের অর্থ সর্প। ভুজঙ্গম শব্দের অর্থও সর্প। সুতরাং সাদৃশ্যবশত 'ভুজঙ্গমরাজ' বলিতে এস্থলে বহুবল্লভ নায়কশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। সৌরভ-যুক্তা লতার সহিত রাধিকার তুলনা হইয়াছে। সৌরভ-যুক্তা অর্থাৎ পুষ্পিতা লতা—রাধা পুষ্পিতা বা নবযৌবনা নায়িকা। অতএব নায়ককর্তৃক আলিঙ্গনের যোগ্যা।)

এখন মুগ্ধা সখী বলিতেছেন—রাধিকাকে কালভুজঙ্গের ক্রোড়ে ত্যাগ করিয়া যাওয়া অনুচিত। (কৃষ্ণরূপ ভুজঙ্গ বা কৃষ্ণবর্ণ ভুজঙ্গ অথবা কৃষ্ণসর্প বা কালসাপ এই অর্থে কালভুজগ শব্দ প্রযুক্ত। এস্থলে 'কালভুজগ' শব্দ পৌনরুক্ত দোষে দুষ্ট নহে, কারণ দর্শনজনিত হর্ষে শব্দের পৌনরুক্ত ঘটিয়াই থাকে। তাহা ছাড়া 'কালভুজগ' শব্দের অর্থ এস্থলে কালসাপ। পূর্বত্র 'ভুজঙ্গম' শব্দের অর্থ বহুবল্লভ নায়ক। উপরন্তু শব্দ দুইটিও পৃথক।)

সখীগণ মুহূর্ত অবস্থান করিয়া দেখিলেন যে রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে পূর্বরাগজনিত দুঃখকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—প্রেমবিলাসেও প্রবৃত্তা হইয়াছেন। রসিকাজনোচিত নৈপুণ্যবশত রাধার চিত্তভাব অনুমান করিয়া আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হইয়া সখীরা শ্রীকৃষ্ণরূপ ভুজঙ্গমের পরম অদ্ভুত বিষামৃতদায়ক লীলার কথা বলিতেছেন।

এই কৃষ্ণ ভুজঙ্গরাজ। ভুজঙ্গের থাকে ফণা। ইহারও মাথায় ফণার ন্যায়ই চন্দ্রচিহ্নিত চন্দ্রক বা ময়ূরপুচ্ছ। ভুজঙ্গের বিষের অপেক্ষাও ইহার বিষ অধিক। নব-কাল-কূটসমূহ হইতেও অতি বিষম-ক্ষোভকারক ইহার দৃষ্টি অরুণবর্ণ যাহার বলে দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিয়াই ইনি রাধাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। শ্রীমতীর অধর সেই ভুজঙ্গের দংশনজনিত আনন্দে উৎফুল্ল। ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। কারণ সর্পদংশনে কেহ উৎফুল্ল হইয়াছে ইহা শোনা যায় নাই এবং সর্পও যে অধর দংশনে প্রবৃত্ত হয় ইহাও কেহ শোনে নাই। সুতরাং অদ্ভুত এই কৃষ্ণ-ভুজঙ্গের দংশন।

(পাঠান্তরে আছে "দশ নখ দংশন মীঠ" সে ক্ষেত্রে অর্থ হইবে দশ নখের আঘাত মিষ্ট। রাধামোহনের টীকায় এ পাঠ ধৃত হয় নাই।)

অমৃত অতি শীতল। এই কৃষ্ণরূপ ভুজঙ্গের পরমাদ্ভুত দশনদংশন বিষ না ঢালিয়া অমৃত ঢালিয়াছে। রাধার লুব্ধ অধর দেখিয়া মনে হইতেছে সেই অমৃতের স্বাদও মিষ্ট। এখন প্রশ্ন এই—রাধার রোমাঞ্চিত দেহ যে কম্পিত হইতেছে তাহা কি অমৃতের শৈত্যে অথবা প্রথম সমাগমের ভয়ে।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে রাধার সখীরা রাধাকে ঘিরিয়া থাকেন যেমন পুষ্পকে ঘিরিয়া থাকে কিশলয়দল। রাধার সখীরা রাধা অপেক্ষা বয়সে বড়। কিন্তু রাধিকার আজ্ঞা বিনা কৃষ্ণসঙ্গ সম্ভব নয়। তাই সখীদের উক্তি হইতে মিষ্টত্বের অনুমানে এবং এই কম্পন শীতজনিত বা ভীতিজনিত এই সন্দেহে—বোঝা যাইতেছে যে বয়োজ্যেষ্ঠা সখীদের কৃষ্ণসঙ্গম এখনও হয় নাই। বিদগ্ধমাধবাদি কোনো গ্রন্থেও এরূপ সঙ্গমের কথা বলা হয় নাই।)

সখীদের এই কথা শুনিয়া গীতকর্তা গোবিন্দদাস পরিহাস করিয়া বলিতেছেন যে কৃষ্ণের স্পর্শরূপ অমৃতে অবগাহন করিয়া তোমরা জান যে কৃষ্ণকর্তৃক এই দশন-দংশন কিরূপ মিষ্ট।

৭২

ভূপালীরাগ-ধ্রুবতালৌ।

সুরতপিয়াসে[১] ধয়ল[২] পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরলনয়ানী॥

পাঠান্তর—

১ সুরতভিয়াসে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ ধরল—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

হঠ পরিরম্ভণে পরবশ[৩] গাত।
নহি নহি বোলি ধুনায়ই[৪] মাথ॥
অভিনব-মদনতরঙ্গিনী রাই।
শ্যাম মতঙ্গ[৫] রঙ্গ অবগাই॥ ধ্রু॥
চুম্বনে সঙ্কুচই[৬] লোচন-তার।
পিবইতে অধর রচই সিতকার॥
নখর পরশে ধনি চমকই গোরী[৭]।
দশনিতে চমকি উঠই তনু মোড়ি॥
কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ।
আনো আনমন[৮] মনসিজ উনমাদ[৯]॥
তৈখনে বোধ তবহি পরসাদ[১০]।
গোবিন্দদাস কহ রসময়িবাদ[১১]॥

ক্ষ—৫।১০, সং-৪৬, তরু-৫৩, ১৩০।

ইতি—শ্রীপদামৃতসমুদ্রে [মধ্যাহ্নরূপ] সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনম্॥

টীকা—এটিও সখীদের উক্তি—রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় পারম্পরিক আলোচনা।

---

৩ পরশিতে—তরু, ঙ-পুঁথি।
৪ ধুনায়ত—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৫ মাতঙ্গ—ক-পুঁথি।
তরঙ্গ—খ-পুঁথি।
৬ সকুচই—সং। সঙ্কোচই—ক-পুঁথি।
সকোচই—খ-পুঁথি।
৭ নখপরশেকসি চমকই গোরি—ক-পুঁথি।
৮ আনসর (শর ?)—ক-পুঁথি।
আনো আন—খ-পুঁথি।
পরশই—সং।
৯ গোবিন্দদাস কহ রসময়িবাদ—ক্ষ।
অন অনোমনে মনসিজ উনমাদ—সং।
১০ তৈখনে বোধত রাইপরসাদ—সং।
তৈখনে বোধত হরিপরসাদ—বহু।
১১ বিষম বিবাদ—ক-পুঁথি।

অথ রসোদ্গারঃ।

৭৩

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা—

ললিতরাগ—নন্দনতালো।

দেখ দেখ গৌর প্রেমরসধাম।
পদনখে জিতল কতহুঁ শশিকুল
লাখ লাখ মদযুত[১] কাম॥ ধ্রু॥
চকিত বিলোচনে[২] সব দিশ চাহই[৩]
কাঁপই চম্পক অঙ্গ।
আপাদমস্তক[৪] পুলকহিঁ পূরিত
নিরুপম ভাবতরঙ্গ।
খেনে মৃদু হাসি কহই সো পিরিতি
যৈছন হেম দশবাণ।
শ্যামসুনাগর[৫] মোর প্রাণমনোহর
কহইতে ঝরই নয়ান॥
ভাবহিঁ বিবশ কহই বরজ-রস
অভিনব[৬] তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ সার মহাভাব অবতার
ভণ রাধামোহন দাস[৭]॥

তরু—২৪৮।

টীকা—রসোদ্গারের রসসম্পাদক গৌরচন্দ্রের তদ্ভাব-বোধক পদ।

পাঠান্তর—

১ মদমত্ত—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
২ বিলোকনে—তরু, ক-পুঁথি।
৩ হেরই—তরু।
৪ আপদমস্তক—তরু।
৫ শ্যামনাগর—তরু, বহু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ ক-পুঁথিধৃত 'অভিনব' পাঠটি সঙ্গত বোধে ধৃত হইল। "বহু" ও মূল পুঁথির "অভিনয়" পাঠ লিপিকর প্রমাদজ বলিয়া মনে হয়।
৭ ভণতহি গোবিন্দদাস—খ-পুঁথি।

৭৪

ততঃ শ্রীকৃষ্ণরূপং[১] যথা—
কহরাগ[২]-চন্দ্রশেখরতালাভ্যাম্ গীয়তে[৩]।

জয় জয় গোকুলচন্দ।
ব্রজ-নবযুবতিক মানসকন্দ। ধ্রু[৪]
পিরিতি মুরতি[৫] কিয়ে নব রসকন্দ।
নবঘনরুচির বরণ-অনুবন্ধ॥
সুখময় শীতল চন্দন অঙ্গ।
নব নব ভাবতরঙ্গিত রঙ্গ॥
অভিনব-নাগরী-জীবিতবন্ধু[৬]।
রাধামোহনপহুঁ রূপক সিন্ধু॥

পাঠান্তর—
১ ততো রূপঃ—ক-পুঁথি।
২ কৌ—ক-পুঁথি।
৩ এই শব্দটি ক-পুঁথিতে নাই।
৪ ধ্রুবপদ চ-পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে।
৫ মুরতি—ক-পুঁথি।
৬ অভিনব নাগঃ জীবিতবন্ধু—চ-পুঁথি।

৭৫

বিভাষরাগ—দশকোশীতালৌ।

চৌদিশ[১] চকিত নয়নে[২] মন[৩] হেরসি[৪]
ঝাঁপসি ঝাঁপল[৫] অঙ্গ।
বচনক ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে[৬]
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥

পাঠান্তর—
১ চৌদিকে—তরু, সং, কী।
২ নয়ন—ক-পুঁথি।
৩ বন—বঃ, ক-পুঁথি। ধন—কী, সং, তরু।
৪ হেরই—খ-পুঁথি।
৫ ঝাঁপল ঝাঁপসি—ক-পুঁথি।
৬ পারই—কী।

শুন[৭] সুন্দরি কি[৮] ফল পরিজন বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানলুঁ[৯] তুহুঁ[১০] পএ[১১] সাঁচি॥ ধ্রু॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখি।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এত দিনে পেখলুঁ[১২] আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ ন হেরসি
জিতল কি[১৩] মনমথরাজ।
গোবিন্দদাস[১৪] কহই অব[১৫] বিরমহ[১৬]
মৌনহি সমুঝল কাজ॥
সং—২৭৬, গী—২৭২, কী—
২৫৩, তরু—২২৭।

প্রভাতকালে কেলিকুঞ্জ হইতে আগত রাধার হৃদয়ানুরাগ জানিবার জন্য লীলাভরে কোনো সখী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

(রাধামোহন বলিতেছেন—রাধিকার আগমন প্রকার নিত্যলীলা পর্যায়ে বর্ণিত হইবে। তাহাও এস্থলে যথাসম্ভব গান করিতে হইবে।

মন্তব্য—নিত্যলীলা প্রকরণে কুঞ্জভঙ্গের গানে রাধার

৭ 'শুন' আর কোথাও নাই। কিন্তু খ-পুঁথিতে আছে।
৮ কী—ক-পুঁথি।
৯ জানল—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১০ তুয়া—চ-পুঁথি।
১১ পহু—কী।
পয়ে—সং, ক-পুঁথি।
জানলু হিয়া মাঁহা সাঁচি—তরু।
১২ পেখনু—কী।
১৩ জীতলি—তরু। জীতল—খ-পুঁথি।
১৪ গোবিন্দ—চ-পুঁথি।
১৫ কবি—তরু, সং।
সখি—কী।
১৬ বিরম—খ-পুঁথি।

একেলা প্রত্যাবর্তনের কোনো পদ নাই। "সহচরী দেখি লাজে কমলমুখী"—ইত্যাদি পদটি কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণকে ঘিরিয়া সখীদের লীলাদর্শনের পদ।

"কতহুঁ যতনে দুহু নিজ নিজ মন্দিরে"—ইত্যাদি পদও প্রসঙ্গানুরোধে সখীসমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা বলিয়া ধরিতে হইবে।

নিত্যলীলার রসোদগার-পর্যায়ে কতকগুলি পদ আছে যেগুলি সখীদের সঙ্গে রাধার কৃষ্ণসম্ভোগজনিত আনন্দ-চর্বনার ব্যাপাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবত রাধামোহন সেই পদগুলির উল্লেখ এস্থলে করিয়াছেন।)

চারিদিকে চকিত চোখে ঘনঘন চাহিতে চাহিতে চলিতেছ—ভয় বুঝি কেহ দেখিতে পাইল ('বন' পাঠে অর্থ হইবে চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বনের দিক নিরীক্ষণ করিতেছ—কৃষ্ণ এখনও সেখানে আছেন কিনা), আবৃত অঙ্গ পুনরায় আবৃত করিতেছ, তোমার বচন-ভ্রান্তি বুঝিতেছি না—কি বলিতে কি বলিতেছ—সখি জিজ্ঞাসা করি, এই রঙ্গ কোথায় শিখিলে।

সুন্দরী, শোন—পরিজনকে বঞ্চনা করিয়া কি ফল! (টীকায় 'বাঁচি'-র অর্থ রঞ্জন রহিয়াছে। সম্ভবত ভুল পাঠ। যদি পাঠ ভুল না হয় তাহা হইলে অর্থ হইবে পরিজনের চোখে অন্য রঙ লাগাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন, তোমার মনের রঙ বা রাগ তো স্পষ্টই ধরা পড়িয়াছে।) শ্যামচন্দ্র বিদগ্ধ নাগর, তাঁহার গুপ্ত প্রেমসম্পদ তোমার হৃদয়পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ("পয়ে বা পয়" পাঠ হইলে অর্থ হইবে—সুনাগর শ্যামচন্দ্রের গুপ্তপ্রেমধনের কথা তোমার পয়ে সত্য করিয়া জানিলাম।)

পদকল্পতরুর পাঠ "জানলু হিয়া মাঁহা সাঁচি"। এস্থলে অর্থ হইবে—জানিলাম—কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ তোমার সত্য—অন্যথায় এরূপ আনন্দ উছলিয়া পড়িত না। তোমার এই হাসি তোমার মর্মকে প্রকাশ করিতেছে। শুধু হাসি নহে, তোমার প্রতি অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গিমা হৃদয়ের কৃষ্ণানুরাগকে প্রকাশ করিতেছে। অঞ্চলগ্রন্থিতে অথবা পুঁটুলীতে সোনা থাকিলে যেমন মুখে তাহার আনন্দ ঝলকিয়া ওঠে তেমনি হৃদয়ের শ্যামপ্রেম তোমার নয়নজ্যোতিতে ঝলকিয়া উঠিতেছে। মনোরথ তোমার নিবিড় অবগাহন—সেখানে তুমি আনন্দে অধীর হইয়া যেন আর পথ দেখিতে পাইতেছ না—মন্মথরাজ জয়লাভ করিল—না তুমি মন্মথরাজকে জয় করিলে?

সখীরূপী পদকর্তা বলিতেছেন যে—আর বলিও না—আর বলিবার প্রয়োজন নাই। রাধা যে মৌন অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার কথা বুঝা গিয়াছে।

৭৬

সিন্ধুড়ারাগ-সমতালো।

যো গিরিগোচর বিপিনহি সঞ্চরু[১]
কৃশকটি করু[২] অবগাহ।
চন্দ্রকরুচির-[৩] সটাপরিমণ্ডিত[৪]
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
এ ধনি[৫] ভালে তুহুঁ হরিণীনয়ান[৬]।
সো চঞ্চল[৭] হরি হিয়াপঞ্জর ভরি
কৈছনে ধয়লি[৮] শয়ান[৯]॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

১ সঞ্চর—ক-পুঁথি।
২ কর—ক-পুঁথি।
৩ চন্দ্রক চারু—তরু। চন্দ্রক চারু-রুচির—গ-পুঁথি।
৪ এই চরণাংশটি গ-পুঁথিতে আছে—
"চন্দ্রককরুচিরস টাপবিমণ্ডিত"।
৫ সুন্দরী—তরু।
৬ হরিণনয়নী—তরু। হরিণি নয়ান—ক-পুঁথি (লিপিকর-প্রমাদবশ)।
৭ সামঞ্জ—গ-পুঁথি।
৮ করলি—ক-পুঁথি।
৯। কৈছনে ধয়লি শেয়ানী—তরু।
কৈছনে করলি সয়ান—ক-পুঁথি।

কত বরদন্তী করহি কর বারই[১০]
দশনহি গণ্ড বিদারি।
রণ[১১] করে[১২] খরতর নখরশিখর[১৩] সঞ্চে
মোতিম বনহি বিথারি॥
অধরসুধা দেই পুনহি[১৪] জীয়ায়ই[১৫]
পুন নিরমদ করি তেজ।
গোবিন্দ দাস ভণ তাক শয়ন পুন
অহর্নিশি[১৬] কিশলয় [সেজ[১৭]]॥

তরু—৭০৬

টীকা—রাধা মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া পরম উল্লাসভরে কোনো সখী বলিতেছেন "যো গিরিগোচর" ইত্যাদি।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে হরি ও হরিণী এই দুটি শব্দ শৃঙ্গাররসের বীরত্ব ও মৃদুত্বকে যথাক্রমে ব্যঞ্জিত করিতেছে বলিয়া প্রথম সঙ্গমকে বুঝাইয়া দিতেছে। শেষ বচনের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সুরতক্রিয়ায় পরমসুখদত্ব বুঝাইতেছে।)

পর্বতের নিকটস্থ অরণ্যে কুশকটি যে সিংহ সঞ্চরণ করিয়া ফেরে—গভীর-গহন-স্রোতে যেন অবগাহন করে—চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রসুন্দর কেশর যাহার ভূষণ (কৃষ্ণপক্ষে ময়ূরপুচ্ছশোভিত-কেশযুক্ত) ও যে ঈষদারক্তিম কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে সেই চঞ্চল কৃষ্ণের হৃদয়ের নিকটে—হে হরিণীলোচনা (অতএব তুমি হরিণীর তুলনা) মৃদু ও সুকুমারী—তুমি কি করিয়া শয়ন করিয়া রহিলে? ("সো চঞ্চল হরি / হিয়াপঞ্জর ভরি / কৈছনে ধরলি শেয়ানী"—তরুর এই পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে—সেই চঞ্চল সিংহকে চতুরা তুমি কি করিয়া হৃদয়পিঞ্জরে অবরুদ্ধ করিলে?—তরুর পাঠটিই ভাল।) কত হস্তিনী তাহার উদ্যত কর স্বীয় কর দিয়া নিবারণ করিয়া দশন দ্বারা তাহার কপোলদেশ বিদারণ করিয়াছে, নখরাগ্রভাগ দিয়া খরতর রণ করিয়াছে—তাহাদের কুম্ভ বিদীর্ণ হইয়া মুক্তা বনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—নায়িকাপক্ষে অর্থ হইবে কত প্রচণ্ডবেগা নায়িকা সুরত-রণে তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই—তাহারা সরভসে হাত দিয়া ঠেলিয়াছে, দশনক্ষত তাহার কপোলে চিহ্নিত করিয়াছে, খরনখর দিয়া সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে এবং তাহাদের বক্ষস্থ মুক্তামালা সম্ভোগকালে ছিঁড়িয়া ছিটিয়া পড়িয়াছে—এমন রসিকশেখরকে তাহারা অধরসুধা দিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছে, আবার মদশূন্য করিয়া ত্যাগ করিয়াছে—এমন যে হরি তাহাকে তুমি কি করিয়া বাঁধিলে—তুমি তো নবীনা মুগ্ধা নায়িকা সুতরাং মৃদুবেগা। সখীর এই প্রশ্নে সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে প্রশ্ন করিয়া আর কি হইবে—এখন কৃষ্ণের দিবারাত্রের শয়ন হইয়াছে বৃন্দাবনের তরুতলের কিশলয়শয্যা। ইহাতেই বুঝা যায় রাধাই তাঁহাকে অপার আনন্দ দিতে পারিয়াছে—আর কেহ নহে।

১০ বারত—তরু।
কত বরবন্থি রহি কর বারই—ক-পুঁথি।
১১ রন—তরু।
১২ করু—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১৩ নখ-শিখর—ক-পুঁথি।
নখরশিখরে—গ-পুঁথি।
১৪ পুনহিঁ—ক-পুঁথি।
১৫ জিয়াবই—ক-পুঁথি।
১৬ অহনিসি—ক-পুঁথি।
১৭ মূল পুঁথিতে নাই।

৭৭

তথা[১] রাগতালৌ।

কাজর ভ্রমর তিমির যমু[২] তনু রুচি
নিবসই কুঞ্জকুটীর।

পাঠান্তর—
১ যথা—গ-পুঁথি।
২ জিনি—কী। জনু—ক-পুঁথি।

বাঁশি-নিশানে[৩] মধুর বিষ উগরই[৪]
গতি অতি কুটিল সুধীর ॥
শুন[৫] সজনি[৬] কানু সে ব্রজভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয়-[৭] চন্দনরুহে লাগল
ভাগল[৮] ধরমবিহঙ্গ[৯] ॥ ধ্রু ॥
লোচন কোণে পড়ল যব নাগরী[১০]
রহই না পারই থির[১১]।
কুঞ্চিত অরুণ অধর[১২] ধরি পিবই[১৩]
কুলবতী-[১৪] ব্রতসমীর ॥
এক অপরূপ[১৫] নয়নবিষ তাকর
মেটই দশনক দংশে।
ও বিষ ঔষধ[১৬] বিষ অবধারল
গোবিন্দদাস পরশংসে[১৭] ॥
তরু—৭০৮, কী—২৫৮।

টীকা—শ্রীমতী এইবার উত্তর দিতেছেন।

তাঁহার দেহকান্তি কাজল, ভ্রমর ও অন্ধকার অপেক্ষাও কৃষ্ণ, তিনি থাকেন কুঞ্জকুটীরে। তাঁহার বাঁশির সুরে মধুময় বিষ উদ্গীর্ণ হয়, এবং তাঁহার গতি অতিশয় ধীর।

সজনি, শোন, কানু হইতেছে ব্রজের ভুজঙ্গ। সে আমার হৃদয়ের চন্দন তরুকে আশ্রয় করিল—এখন ধর্মের পাখী সেখান হইতে উড়িয়া গিয়াছে।

নাগরী যখন তাঁহার অপাঙ্গের কটাক্ষ দেখে—সে স্থির থাকিতে পারে না। সর্প যেরূপ বায়ুভোজন করিয়া থাকে সেও সেইরূপ কুলবতীর পাতিব্রত্য ব্রত ভাঙ্গিয়া দিতে তাহাদের কুঞ্চিত অরুণ অধর সুধা পান করে।

তবে একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। সেই কৃষ্ণ-ভুজঙ্গের কটাক্ষ-বিষ দশন-দংশনেই মিটিয়া যায়। সর্বজ্ঞ পদকর্তা গোবিন্দদাস সায় দিয়া বলিতেছেন—বিষেই তো বিষের নিবারণ হইয়া থাকে।

মন্তব্য—রাধামোহন বলিতেছেন যে বলাৎকার বা বলপূর্বক কৃষ্ণের এই সম্ভোগ প্রক্রিয়া কৃষ্ণপ্রেমের পরমা-কর্ষকত্বকেই বুঝাইয়া দেয়। এস্থলে স্তুতিগর্ভ নিন্দা হইয়াছে ইহা রসিকজনেই বুঝিবেন।

॥ অস্যানন্তরে ॥ "বেণুক ফুক মদনানলে" ইত্যাদি গীতং যথাসম্ভবং গেয়ম্'[১] ॥

অথ অনুরাগঃ।

৭৮

অত্র গৌরচন্দ্রো যথা—

বরাড়ীরাগ প্রতিমঠকতালো।

নিরুপম কাঞ্চন- কাঁতি কলেবর
মুখ জিতশারদচান্দ।

---

৩ বাঁশি নিশানে—মূল-পুঁথি, বহ।
বাঁশির নিশানে—খ-পুঁথি।
৪ উগারই—ঙ-পুঁথি।
৫ 'শুন' নাই।
৬ সজনী—তরু।
৭ হৃদয়ে—ঘ-পুঁথি।
৮ ভাঙ্গল—কী (পাঠটি অনুপ্রাসের দিক দিয়া অনুমত হইলেও অর্থের দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য নহে।) ভাঁগল—ক-পুঁথি।
৯ ধরমবিহঙ্গ—গ-পুঁথি।
১০ পড়ত যব নাগর—কী।
পড়ল যাই নাগরী—বহ।
পড়ত যব নাগরী—তরু।
১১ থীর—ক-পুঁথি।
১২ অধরে—ক-পুঁথি।
১৩ পীবই—ক-পুঁথি।
১৪ কুলবতি—তরু (ছন্দানুরোধ ছাড়া এস্থলে 'ই'-কার হইবার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না।)
১৫ অপরূব—মূল পুঁথি।
১৬ ঔখদ—কী।
১৭ প্রশংসে—ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ এই অংশটি ক-ক-পুঁথিতে আছে। কিন্তু বহ-তে নাই।

তনু[১]-সুখবসন পহিরণ অদভুত
জগমনমোহন ফান্দ॥
সজনি গৌরাঙ্গ কি হেরলু[২] হাম।
নব অনুরাগভরে[৩] সোই[৪] আকুল
বুঝলু[৫] বচনকু[৬] ঠাম॥ ধ্রু॥
খেনে খেনে কহত সোই ব্রজনন্দন
নয়নে না হেরলু[৭] খোর।
পুন কহ নাগর বিদগধ আগর
সোই বান্ধল মন মোর॥
ঐছন ভাতি করত কত নব নব[৮]
অনুভব[৯] মনহি[১০] বিচার।
রাধামোহন পহুঁ[১১] করতহি নিতি নিতি
যছু লাগি ইহ অবতার॥

টীকা—তনুসুখ বসন—তনুসুখ নামক বসন অথবা তনুর পক্ষে সুখদায়ক বসন। মসলিন বিশেষ।

খেনে খেনে কহত… বান্ধল মন মোর—কখনো তিনি বলিতেছেন—সেই ব্রজনন্দনকে তো কোথাও ক্ষণেকের জন্যও দেখিলাম না। আবার বলিতেছেন—সেই শ্যাম নাগর বিদগ্ধজনের অগ্রবর্তী—সেই আমার মন বাঁধিয়াছে। (পরস্পর বিপরীত এই সকল উক্তির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে গৌরাঙ্গ অনুরাগের রসসমুদ্রে ডুব দিয়াছেন। প্রতিক্ষণেই নব নব রূপে তিনি কৃষ্ণকে অনুভব করিতেছেন।)

পাঠান্তর—

১ তন—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি।
২ হেরল—ক-পুঁথি।
৩ ভাবে—গ-পুঁথি।
৪ সোই সদা—ক-পুঁথি।
৫ বুঝলু—ক-পুঁথি।
বুঝল—ঘ-পুঁথি।
৬ বচনক—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ "না হেরলু" স্থলে ঘ-পুঁথিতে আছে—"নেহারই"।
৮ করত নব অনুভব—ক-পুঁথি।
করত কত নব—ঘ-পুঁথি।
৯ ক-পুঁথিতে নাই।
১০ মনহি করত—ক-পুঁথি।
১১ গোবিন্দদাস পহুঁ—ঘ-পুঁথি।

৭৯

জয়জয়ন্তীরাগ-জয়মঙ্গলতালাভ্যাম্।

নন্দনন্দন নীকে নাগর
নবীন ঘনরস দেহ।
নীল উতপল নবীন নীরদ
নিন্দি নিরুপম দেহ॥
নিরখি সো রূপ ঠাম।
নলিনীনায়ক-[১] নন্দিনী-তট
নটত জনু নব কাম॥ ধ্রু॥
নূতন নীপ- নিকেত[৩] নিকটহিঁ
নিয়ত করতহিঁ নাট।
নবীন নাগরী নগরে[২] না রহ[৪]
নিয়ড়ে নিরন্তর হাট॥
নয়ন-নাচনে নিজহিঁ নব রাগ[৫]
করায়ে যে নিতি নীত।[৬]
নিজক পদতলে নীত বান্ধই
এ রাধামোহন চিত॥

তরু—২৬৬৫।

নলিনীনায়কনন্দিনীতট—পদ্মের নায়ক সূর্য। ইহা কবিপ্রসিদ্ধিবিশেষ। সূর্যের তনয়া যমুনা। ইনি সংজ্ঞারও কন্যা। তাহারই তীরে অর্থাৎ যমুনা তীরে।

নীকে—হিন্দীশব্দ।

পাঠান্তর—

১ নলিন—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ নগর—ক-পুঁথি। নাগর—ঙ-পুঁথি।
৩ নিকেতনে—ঘ-পুঁথি।
৪ রহি—ঘ-পুঁথি।
৫ নাগর—ঘ-পুঁথি।
৬ নিতি—ঘ-পুঁথি।

নূতননীপনিকেত—নবীনকদম্ববাটী অর্থাৎ কদম্বকুঞ্জবাটিকা।

৮০

সিন্ধুড়ারাগ-জয়ন্তত্তালৌ।

কি পেখলুঁ বরজ- রাজ[কুল][1]-নন্দন
রূপে হরল[2] পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক[3] নয়ান॥ ধ্রু॥
একে সে চিকণ তনু কাঞ্চন অভরণ
কিরণহিঁ[4] ভুবন উজোর।
দরশনে লোরে আগোরল লোচন[5]
না চিহ্নিলুঁ[6] কাল কি গোর॥
সহজে দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জদল
তাহে কত ফুলশর সাজে।
ও রূপ বিলাস হাস নাহি পেখলুঁ[7]
শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সরস কপোল দোলত[8] মণিকুণ্ডল
ঝাঁপল দিনকর[9] ভাস।
ও রূপ লাবনি দিঠি ভরি না পেখলুঁ[10]
ভুখিয়া অনন্তদাস॥

ক—১৪।৩, অ—৩৮২।

পাঠান্তর—

১ বরজরাজকুলনন্দন—ক। এই পাঠটি ক-পুঁথি, চ-পুঁথি ও টীকায় আছে বলিয়া গৃহীত হইল।
২ "রহল"—ক-পুঁথির, ঘ-পুঁথির ও ঙ-পুঁথির এই পাঠটি লিপিকর-প্রমাদজ।
৩ নাথ—ক।
৪ কেবলহি—ঘ-পুঁথি।
৫ লোচনে—ঘ-পুঁথি।
৬ চিনিলু—ক।
৭ দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে—ক।
৮ দোল—ক। দোল—ব-পুঁথি।
৯ দিনমণি—ক-পুঁথি।
১০ পেখলু—ক।

টীকা—পুনরায় চাপল্যবশতঃ কৃষ্ণের রূপ ও নিজের দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন।

মন্তব্য—রাধামোহন এই পদটির উপর কিছু আলঙ্কারিক টীকা দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই পদটি পূর্ব্বরাগবতীর উক্তি নহে। কেননা কৃষ্ণ যে রসনিধি—এরূপ অনুভব এবং সে অনুভূতির অভাবে অধিকনয়ন পাইবার বাসনা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া "না চিহ্নিলু কাল কি গোর" এবং "শেল রহল হৃদি মাঝে" এই উক্তি দুটিও পূর্ব্বরাগবতীর পক্ষে সম্ভব নহে।

বস্তুত অনুরাগের স্বভাব এই যে অনুভূত বিষয়েরও অননুভূতের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। সে ক্ষেত্রেও পূর্ব্বরাগবতীর মিলনের পরও এই উক্তি হইতে পারে, অন্তত অসম্ভব নহে।

৮১

শ্রীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

ভালে সে চন্দন-চান্দ কামিনীমোহন ফান্দ[1]
আন্ধারেতে[2] করিয়াছে[3] আলা।
মেঘের উপরে কিবা[4] সদাই উদয় করে
নিশি দিশি[5] শশী ষোল কলা॥
সই কিবা সেই[6] নয়ন-নাচনি[7]।
আঁখির হিলোলে[8] মোর পরাণ-পুতলি দোলে
দিতে চাহোঁ[9] যৌবন নিছনি॥ ধ্রু॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ নখ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।

পাঠান্তর—

১ ফাঁদ—তরু।
২ আন্ধারে—তরু, ক-পুঁথি। আঁধারেতে—বহু, গ-পুঁথি।
৩ করিয়া আছে—তরু।
৪ চাঁদ—ক-পুঁথি।
৫ প্রতি অঙ্গে—ক-পুঁথি।
৬ সে—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭ নয়ন চাহনি—তরু। নয়নে নাচনি—ক-পুঁথি।
৮ হিল্লোলে—ঘ-পুঁথি।
৯ চাহি—তরু। চাহ—ঘ-পুঁথি।

হেরয়িতে সেই[১০] মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে[১১] পাসরিতে ॥
কুল শীল যত ছিল মনে লাগে তাহা[১২] গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের[১৩] চিতে[১৪] ঐছন লাগয়ে[১৫]
নব অনুরাগের স্বরূপ ॥

তরু—২৬৯।

টীকা—অনন্তর অনুরাগবতী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণরূপ স্মরণ করিয়া নিজকুলধর্মাদি বিসর্জন দিতে মনস্থ করিতেছেন।

ভালে সে চন্দনচান্দ…করিয়াছে আলা—তাঁহার কপালে চন্দন-নির্মিত চাঁদ যেন কামিনীকে মোহিত করিবার ফাঁদ, তাহা অন্ধকারকে আলো করিয়াছে। অন্ধকার—কৃষ্ণের কালো রূপ—বা অন্তরের বিষাদ। কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বিষাদ অপসরণ করে। চন্দন চাঁদ কৃষ্ণের কালো রূপকে আরো উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

আঁখির হিল্লোলে…যৌবন নিছনি—তাঁহার নয়নের চঞ্চল দৃষ্টিতে আমার হৃদয় নাচিতেছে। আমি তাঁহাকে যৌবন বিলাইয়া দিতে চাহি।

---

১০ সোই—ক-পুঁথি।
১১ পারি—ঙ-পুঁথি।
১২ সব—তরু।
১৩ গোবিন্দ দাস—বহ।
১৪ চিত্তে—ক-পুঁথি।
১৫ লাগয়ে গো—তরু।

৮২

কামোদরাগেণৎসাহতালো।

কপালে চন্দন চান্দ[১] নাগরীমোহন ফান্দ[২]
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মোঁ পুনি ঠেকিনুঁ[৩] ও না ফান্দে ॥
সোই[৪] কি আর কি আর[৫] বল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লইয়া[৬]
পরাণে বান্ধিয়া[৭] থোব তারে ॥ ধ্রু ॥
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ[৮] কান্দে পুনমিক চান্দ[৯]
লাজ-ঘরে ভেজিয়া[১০] আগুনি।
নয়ান কোনের[১১] বাণে হিয়ার মাঝারে[১২] হানে
কি বা ছুটি[১৩] ভুরুর নাচনি[১৪] ॥
আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইনুঁ[১৫]
কালা অঙ্গে পড়িছে বিজুরি।
সে রূপে[১৬] দড়াইনুঁ মনে[১৭] ও[১৮] রূপ যৌবন সনে
আপনা[১৯] সাজইঞা[২০] দিব[২১] ডালি ॥

পাঠান্তর—
১ চাঁদ—কী।
২ ফাঁদ—কী।
৩ ঠেকিলা—ক-পুঁথি।
৪ সই—কী।
৫ ক-পুঁথিতে একবার মাত্র "কি আর" আছে।
৬ নিয়া—ঙ-পুঁথি।
৭ বাঁধিয়া—কী।
৮ ছাঁদ—কী।
৯ চাঁদ—কী।
১০ ভেজাইয়া—কী।
১১ নয়ান—ক-পুঁথি।
১২ ভিতরে—কী।
১৩ দুই—কী।
১৪ নাচনী—ক-পুঁথি।
১৫ আই আই মরু মরু কি রূপ দেখিয়া আনু—কী।—ক-পুঁথি।
১৬ স্বরূপে—ক-পুঁথি।
সরূপ—ক-পুঁথি।
১৭ স্বরূপে দড়াইনু মনে—কী।
স্বরূপ দড়াইনুঁ মনে—ঙ-পুঁথি।
১৮ এ—কী, বহ।
১৯ আপনী—ক-পুঁথি।
২০ আপনে সাজাইয়া—কী।
আপনা সাজাইয়া—বহ।
২১ দিমু—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

কি খেনে দেখিলুঁ তারে না জানি কি কৈল মোরে[২২]
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাসে কয়[২৩] ও রূপ দেখিয়া তায়[২৪]
কোন বা পামরী[২৫] রহে[২৬] ঘরে ॥
কী—৭৩।

টীকা—পুনরায় কৃষ্ণরূপ স্মরণ করিয়া অতিশয় ভাবের উদয় বশতঃ শ্রীরাধিকা পূর্বোক্ত ভাবের কথাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন।

নাগরীমোহন ফান্দ—নাগরীকে মোহিত করিবার ফাঁদ বিশেষ।

---

২২ না জানি কি কৈল মোরে কি খণে দেখিনু তারে—কী।
২৩ বলরাম দাস বোলে—কী।
বলরাম দাস কহ—ক-পুঁথি।
২৪ ও রূপ দেখিলে—কী।
ও রূপ দেখিয়ে—ঙ-পুঁথি।
ও রূপ দেখিয়া—ক-পুঁথি।
ও রূপ হেরিয়া কোন—ঘ-পুঁথি।
২৫ পামরি—কী।
২৬ পামরী রহিতে পারে—ঘ-পুঁথি।

৮৩

ভাটিয়ারীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

সোই রে —বলি, কি আর কুলধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ[১]
হানিল[২] মরমে ॥
সোই রে —বলি, না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাইতে দেখি[৩]
বাঁশিয়ার বয়ান[৪] ॥
সোই রে —বলি, তার[৫] কি ধীর[৬] সন্ধান।
তাকিয়া[৭] মারিয়াছে[৮] বাণ[৯]
যেখানে পরাণ ॥
সোই রে[১০] —বলি, কি রূপ দেখিলুঁ[১১]।
দেখিয়া মোহন রূপ
আপনা নিছিলুঁ[১২] ॥
সোই রে —বলি, কি রূপ সাজনি।
যাচিয়া যৌবন দিব
শ্যামরূপের নিছনি[১৩] ॥
সোই রে —বলি, মনে তাহাই[১৪] জাগে।
গোবিন্দদাস কহে
নব অনুরাগে ॥
তরু—৭৪৯, কী—৭৫, গী—১৫৩।

মূল পুঁথিতে ও ঘ-পুঁথিতে "সোই রে" স্থলে দ্বিতীয় স্তবক হইতে "সই এবে" পাঠ আছে। পদকল্পতরুতে প্রথম স্তবক হইতেই "সই এবে" পাঠ আছে। সঙ্গতির দিক দিয়া বিচার করিয়া মুদ্রিত গ্রন্থের "সোই রে" পাঠ গৃহীত হইল। কীর্তনানন্দেও "সই রে"—পাঠ আছে। এই পাঠটি ভাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানান পরিবর্তিত হইল না।

টীকা—পুনরায় কটাক্ষ স্মরণ করিয়া শ্রীরাধা আত্মোদ্‌ঘাটন করিতেছেন।

পাঠান্তর—
১ নয়ানের বাণে—ঘ-পুঁথি।
নয়ানবাণে—ঙ-পুঁথি।
২ হানিলে—কী, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ দেখোঁ—ঘ-পুঁথি।
৪ জাগিতে ঘুমাইতে দেখোঁ বাঁশিয়ার বয়ান—বহু। ক-পুঁথি।
জাগিতে ঘুমিতে দেখ বাঁশী আর বয়ান—কী।
জাগিতে ঘুমিতে দেখি বাঁশিয়ার বয়ান—তরু।
জাগিতে ঘুমাতে দেখো বাঁশিয়াবয়ান—ঘ-পুঁথি।
৫ তারে—ঙ-পুঁথি।
৬ "ধীর"—ক-পুঁথিতে নাই।
৭ ডাকিয়া—ঘ-পুঁথি।
৮ মেরেছে—বহু।
মারায়াছে—তরু।
৯ "বাণ"—ক-পুঁথিতে নাই।
১০ সইরে—ঘ-পুঁথি।
১১ দেখিনু—কী।
১২ নিছিনু—কী।
১৩ শ্যামের নিছনি—কী, ক-পুঁথি।

৮৪

॥ অথ শ্রীমত্যাঃ মুগ্ধাত্বম্ ॥

রাধাকৃষ্ণং প্রণম্যাগ্রে কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।
গুর্বাদিকং বৈষ্ণবঞ্চ প্রকারভেদ উচ্যতে॥
অত্যন্তাধিকমধ্যায়া রসশাস্ত্রানুসারতঃ।
সংক্ষিপ্তো নাম সম্ভোগো বর্ণিতঃ পূর্বরাগতঃ॥
অশেষনায়িকাবস্থাঃ শ্রীমত্যাঃ সম্ভবন্ত্যতঃ।
বিষয়ালম্বনত্বেন মুগ্ধাত্বং লিখ্যতেঽধুনা॥

টীকা—রাধাকৃষ্ণকে অগ্রে প্রণাম করিয়া অনন্তর কৃষ্ণ-চৈতন্য, ও গুরু প্রভৃতিকে এবং বৈষ্ণবজনকে প্রণাম করিয়া [অথবা রাধাকৃষ্ণের একীভূত বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে অগ্রে প্রণাম করিয়া অনন্তর গুরুবর্গ ও বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিয়া] নায়ক নায়িকার সংক্ষিপ্তসম্ভোগের প্রকারভেদ কথিত হইতেছে।

রসশাস্ত্রানুসারে অত্যন্তাধিকমধ্যা নায়িকার পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত নামে সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমতীর নায়িকাবস্থায় অনন্ত প্রকারভেদ সম্ভব। তাই এখন শ্রীরাধিকাকে বিষয়ালম্বনরূপে লইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের বিষয়ীভূতা করিয়া তাঁহার মুগ্ধা অবস্থা বর্ণিত হইতেছে।

৮৫

তত্র শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রো যথা—
সুহই রাগ দশকোশীতালো।

কুন্দন-কনয়া[১] কলেবর-কাঁতি[২]।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকক[৩] পাঁতি[৪]॥
প্রেমভরে ঝরঝর লোচনে চায়।
কত মন্দাকিনী তঁহি[৫] বহি যায়[৬]॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কো বিহি মিলাওল আনি[৭]॥ ধ্রু॥
জপি জপাএ মধুর নিজ নাম[৮]।
গাই গায়াওএ[৯] আপন গুণগান॥
নাচি নাচাওয়ে বধির জড়[১০] অন্ধ।
কতিহঁ না পেখিয়ে[১১] ঐছন বন্ধ[১২]॥
আপহি ভোরি[১৩] ভুবনে[১৪] করু ভোর।
নিজ পর নাহি[১৫] সভারে দেই কোর[১৬]॥
আসল প্রেমে অখিল নরনারী[১৭]।
গোবিন্দদাস তঁহি যাউ বলিহারী[১৮]॥

তরু—২২১৪, কী—৩৪, সং ২০।

পাঠান্তর—

১ কনয়—সং, তরু।
২ কাতি—সং।
৩ পুলক—তরু, ঙ-পুঁথি।
৪ পাতি—সং।
৫ তহি—সং, কী। তাঁহি—ঙ-পুঁথি।
৬ কতহুঁ মন্দাকিনি তহিঁ বহি যাও—তরু।
৭ করুণায় কো বিহি মিলাওল আনি—সং।
করুণায় কো বিহি মেলাওল আনি—পদ।
৮ মধুর হরিনাম—সং, ক-পুঁথি।
৯ গাওয়াবে—কী।
১০ জন—কী।
১১ পেখি—ক-পুঁথি।
১২ কতিহুঁ না পেখলু ঐছন পরবন্ধ—তরু।
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন পরবন্ধ—কী।
কতিহু না পেখিয়ে যেন পরবন্ধ—ঙ-পুঁথি।
কতিহো না দেখলো ঐছন পরবন্ধ—সং।
কতিহু না পেখি ঐছন পরবন্ধ—ক-পুঁথি।
১৩ ভোরী—কী।
১৪ ভুবন—তরু, কী, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
জগত—সং, জগতে—ঙ-পুঁথি।
১৫ নাহিক—ঙ-পুঁথি।
১৬ নিজপর নাহি সভারে দেহি কোর—কী।
নিজপর না জানে সভারে দেই কোর—সং।
১৭ নরনারি—তরু, সং।
১৮ গোবিন্দদাস তহিঁ যাঁও বলিহারি—বহ।
গোবিন্দদাস কহে যাও বলিহারি—তরু।
গোবিন্দদাস তহিঁ জাঁও বলিহারি—সং।
গোবিন্দদাস তহিঁ যাও বলিহারি—কী।

টীকা—এখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদিজনিত পূর্ব্বরাগের অবস্থা ও তদুচিত গীত বর্ণিত হইতেছে। তাহার পূর্ব্বে তদুচিতভাবময় শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ণনা—"কুন্দন কনয়া" ইত্যাদি পদে উক্ত হইল।

সোনা কুঁদিয়া অঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে যেমন হয় গৌরাঙ্গের অঙ্গ কান্তি সেইরূপ। তাঁহার প্রতি অঙ্গে রোমাঞ্চের উপর রোমাঞ্চ। তিনি চাহিয়া আছেন—সে নয়নে প্রেমের অশ্রু বহিতেছে যেন অসংখ্য মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছে। এই অশ্রু ভগবৎপ্রেমোত্থ বলিয়াই দিব্য মন্দাকিনীপ্রবাহের সহিত তুলনীয়।

দেখ, গুণমণি গৌরাঙ্গকে দেখ। করুণা করিয়া কোন বিধি ইঁহাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের মধুর নাম ইনি নিজে জপিতেছেন, অন্যকেও জপিতে প্রেরণা দিতেছেন। তিনি তো নিজেই কৃষ্ণস্বরূপ—তাই কৃষ্ণগুণ-গ্রাম স্মরণ করার অর্থ নিজেরই গুণগ্রাম স্মরণ করা। তিনি কৃষ্ণগুণ নিজে স্মরণ করিতেছেন অন্যকেও স্মরণ করাইতেছেন। তিনি নিজে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতেছেন এবং বধির, জড় ও অন্ধব্যক্তিগণের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি উদ্দীপিত করিয়া আমাদেরও নাচাইতেছেন। এমনটি কোথাও আর দেখা যায় নাই। নিজে বিভোর হইয়া তিনি ত্রিভুবনকে বিভোর করিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার নিকট আত্মপর ভেদ নাই—সকলকেই কোল দিতেছেন। গৌরাঙ্গপ্রেমে—কৃষ্ণপ্রেমে সকল নর-নারী মাতিয়া উঠিয়াছে—গোবিন্দ দাস বলিহারি দিতেছেন।

মন্তব্য—কৃষ্ণপ্রেমে যখন সকল নর-নারী মাতিয়া উঠিয়াছিল তখন তো গোবিন্দদাস ছিলেন না। তখন বর্ত্তমান থাকিলে সে সুখের প্রত্যক্ষ আস্বাদ তিনিও পাইতেন। কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব নহে বলিয়া দূর হইতে তিনি শুধু বলিহারিই দিতে পারিতেছেন—ইহার অধিক তাঁহার আয়ত্তে নাই। এস্থলে পদকর্তার ক্ষোভ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

৮৬

মঙ্গলরাগ-ষষ্ঠকতালো।

দেখ সখি গৌর পরম অনুপাম।

শৈশব তারুণ লখই না পারি এ[১]
তবহুঁ[২] জিতল কোটি কাম। ধ্রু।

সুরধুনীতীর সবহিঁ সখা মেলি
বিহরই[৩] কৌতুকরঙ্গী।

কবহুঁ[৪] চঞ্চলগতি কবহুঁ[৫] ধীরমতি[৬]
নিন্দিতগজগতি[৭]-ভঙ্গী॥

থীর নয়নে খেনে[৮] ভোরি নেহারই
খেনে পুন কুটিল কটাখ।

কবহিঁ[৯] ধৈরজ ধরি[১০] রহই মৌন করি
কবহিঁ[১১] কহয়ে[১২] লাখে লাখ॥

রাধামোহনদাস[১৩] কহই সতি শুনহ[১৪]
ইহ নহ বয়স বিলাস।

যছু লাগি কলিযুগে প্রকট শচীসুত
সোই ভাব পরকাশ।

তরু—৭৬।

টীকা—এই পদটি বয়ঃসন্ধির গাননির্বাহক গৌরচন্দ্রিকা।

পাঠান্তর—

১ পারিয়ে—তরু। পারই—খ-পুঁথি।
২ তবহি—খ-পুঁথি।
৩ বিহরয়ে—তরু।
৪ কবহিঁ—বহু।
৫ কবহিঁ—বহু।
৬ ধীরগতি—চ-পুঁথি।
৭ গজগতি—বহু।
৮ খ-পুঁথিতে 'খেনে' নাই।
৯ কবহুঁ—তরু।
১০ "ধরি" শব্দটি ক-পুঁথিতে নাই।
১১ কবহুঁ—তরু।
১২ কহই—খ পুঁথি।
১৩ গোবিন্দদাস কহ—খ-পুঁথি।
১৪ 'শুনহ'—তরুতে নাই।

(শ্রীচৈতন্য যে রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এ কথা স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে।

৮৭

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রূপম্। যথা—

ধানসীরাগ প্রতিমঠকতালৌ।

অভিনব-জলধর-রুচির সুদেহ[১]।
পীতাম্বর[২]-বর[৩] তড়িত থীর[৪]-রেহ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোকুল-ভাগি।
ব্রজনবরমণী[৫] যাক মন লাগি॥ ধ্রু॥
কত কোটি চান্দ জিনিয়া বরমুখ।
যাকর দরশনে মিটই[৬] সব দুখ॥
নিরুপম জলধিরূপ অবতার।[৭]
রাধামোহন[৮] পহুঁ মুরুতি শিঙ্গার[৯]॥

তরু—২৪১৩।

টীকা—ব্রজাঙ্গনা-বিনোদী গোকুলচন্দ্রকে এই পদে স্মরণ করা হইতেছে।

পাঠান্তর—

১ সুনেহ—ঙ-পুঁথি।
২ পিতাম্বর—তরু।
৩ —বর—ঘ-পুঁথি।
৪ থির—তরু।
৫ রমণি—তরু। ব্রজরমণী—ক-পুঁথি।
৬ মিটয়ে—তরু। মেটই—ঘ-পুঁথি।
৭ নিরুপম জলধি অবতার—মূল পুঁথি।
নিরুপম-রূপ-জলধি-অবতার—তরু, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
নিরুপমরূপ কলা-অবতার—ক-পুঁথি।
৮ গোবিন্দ দাস—ঘ-পুঁথি।
৯ রাধামোহন মুরতি শিঙ্গার—মূল পুঁথি।
রাধামোহন পহু মুরতি শিঙ্গার—তরু।

রাধামোহন পহুঁ মুরুতি শিঙ্গার—মূর্তিমান শৃঙ্গারের তুলনা—পরমোজ্জ্বল রসময় দেহ।

॥ অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ ॥[১]

নায়িকানাং বিষয়ালম্বনত্বেন নায়কচূড়ামণেঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্রয়ালম্বনত্বং পূর্ব্বাচার্য্যৈর্লিখিতম্। অতঃ কথ্যতে তৎ।

৮৮

তত্র শ্রীমত্যা নামশ্রবণং যথা—

বালারাগ-যতিতালৌ†।

সখি রাধানাম কি[২] কহিলে।
শুনি কাণ মন জুড়াইলে॥ ধ্রু॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ঐ নামে কি আছে[৩] মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥
চিতে নিতে মুরতি বিকাশ।
অমিয়াসাগরে যেন বাস॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যদুনন্দন মন[৪] কাঁদ[৫]॥

টীকা—আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ পুংসাং পশ্চাৎ তদিঙ্গিতৈঃ—এই নীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বিষয়ালম্বনরূপে এবং শ্রীরাধা আশ্রয়ালম্বনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়ালম্বনরূপে এবং শ্রীরাধাকে বিষয়ালম্বনরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়ালম্বনরূপে বর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং তদনুসারেই এই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইতেছে।

পাঠান্তর—

† বালা—যতিঃ—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১ শ্রীকৃষ্ণপূর্ব্বরাগঃ—মূল পুঁথি।
২ কে—ঙ-পুঁথি।
৩ আছয়ে—ক-পুঁথি।
৪ নাহি—ক-পুঁথি।
৫ কান্দ—ঘ-পুঁথি।

এস্থলে রাধানাম শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগোৎপত্তি।

রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন যে কথাপ্রসঙ্গে রাধানাম শ্রবণ করিয়া লালসার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সেই সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—রাধার কথা। এস্থলে হর্ষ সহচারী ভাব ও মুখপ্রফুল্লতা অনুভাব (হৃদয়ভাবের দৈহিক প্রতিফলন)। এস্থলে যদিও কৃষ্ণের মনোগত লালসা প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু উদ্বেগ প্রকাশ পায় নাই। উক্তিগুলি পরিহাসরূপেই হইয়া থাকুক বা প্রশংসালোচনই হোক উভয়ক্ষেত্রেই অবহিত্থা বা আপন মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা হইতে পারে। এই কারণেই পদটির শেষাংশে দর্শনস্পৃহা প্রকাশ পাইয়াছে—সঙ্গমস্পৃহা নহে।

পদকর্ত্তা যদুনন্দন বলিতেছেন যে সত্যই কি তাই—শুনিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা যাইতেছে।

(যদুনন্দন কাঁদিতে চাহিতেছেন কেন? কারণ আনন্দ। এইবার পূর্ব্বরাগ ও তাহার পর বিচিত্র লীলাবারিধিকল্লোল। তাই আনন্দে যদুনন্দনের নেত্রে জল আসিতেছে।

৮৯

বালারাগ-যতিতালাভ্যাম্[*]

রাধানাম কি[1] কহিলে আগে।
শুনইতে মনমথ জাগে॥
সখি! কাহে কহলি[2] উহ নাম।
মন মাহা নাহি লাগে আন॥ ধ্রু॥
কহ তছু অনুপম রূপ।
বুঝল মো অমিয়া-স্বরূপ[3]॥
দেখইতে আঁখি করে আশ।
কহ রাধামোহন দাস[4]॥

পাঠান্তর—

* ধানারাগ-তালাভ্যাং—ক-পুঁথি।
১ কে—চ-পুঁথি।
২ কহলি—চ-পুঁথি।
৩ অমিঞা রসরূপ—ক-পুঁথি। অমিয়া-সরূপ—ঘ-পুঁথি।
৪ কহতহি গোবিন্দ দাস—চ-পুঁথি।

টীকা—"আমার এই গোপন করিবার ইচ্ছা দেখিয়া আমাদের উভয়েরই সঙ্গম বাসনা থাকা সত্ত্বেও আমার অনুরাগ ব্যক্ত করিবার ইচ্ছায় এই দূতী মৌন হইয়া আছে। সুতরাং স্পষ্ট করিয়া না বলিলে কিছু হইবে না। অতএব নিজ মুখে আপন হৃদয়ে যে প্রেম জাগিয়াছে তাহার জাগরণদশা ও উদ্বেগদশা বলা উচিত"—এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সখীকে—"রাধানাম কি কহিলে" ইত্যাদি বলিতেছেন।

৯০

ধানসীরাগ-রূপতালৌ।

খেনে খেনে[1] নয়নকোণ[2] অনুসরই।
খেনে খেনে বসন[3] ধুলি তনু[4] ভরই॥
খেনে খেনে দশন[5] ছটাছট[6] হাস।
খেনে খেনে অধর আগে গহ[7] বাস॥
চৌকে[8] চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ[9]॥
হৃদয় মুকুলিত হেরি হেরি থোর[10]।
খেনে আঁচর দেই খেনে হএ[11] ভোর[12]॥

পাঠান্তর—

১ খণে খণে—কী।
খনে খনে—ক (সর্ব্বত্র)।
২ কোণে—ক, তরু।
৩ বসনে—ঘ-পুঁথি।
৪ 'তনু' ক্ষণদায় নাই।
৫ দশনকো—ক।
৬ ছটাছটি—ক, তরু।
৭ গহে—ক, করু—তরু। গহু—ক-পুঁথি।
৮ চৌচকি—তরু, চোয়েকিত—কী।
৯ পাঠক করি অনুবন্ধ—ক।
১০ হেরি থোরি থোরি—ক। হেরি থোর—ঘ-পুঁথি।
১১ হয়—ক-পুঁথি, বহু; ভই—ক।
১২ ভোরি—ক।

বালা শৈশব তারুণ ভেঠ।
লখই না পারই[১৩] জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কাণ।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই[১৪] না জান[১৫]॥

ক—১।৬, কী—১৫০, তরু—৮৩।

টীকা—কৃষ্ণের কথা শুনিয়া দূতী ভাবিল যে নাম শ্রবণেই যদি এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে বয়সের সর্বাশ্রয়ী সৌন্দর্যবর্ণনায় না জানি কি হইবে, কীরূপই বা উৎকণ্ঠা হইবে, কেমনই বা বুদ্ধিকৌশল অবলম্বন করিবে—তাহা বাজাইয়া দেখিব। ইহাই মনে করিয়া শ্রীমতীর সৌন্দর্যাদি গোপন করিয়া তারুণ্য ও শৈশবকে অবলম্বন করিয়া যুদ্ধের রূপকে কৃষ্ণের নিকট "খেণে খেণে নয়নকোণ" ইত্যাদি এবং "শৈশব-যৌবন দরশন ভেল" ইত্যাদি পদদুটির দ্বারা রাধিকার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিতেছেন।

প্রথমে নয়নকোণের চাঞ্চল্যের কথা বলায় তারুণ্যের প্রাধান্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তাহার পর অঙ্গের ধূলি-ধূসরত্বের কথা বলায় শৈশবের প্রাধান্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণের প্রথমার্ধে অট্টহাস ইত্যাদির দ্বারা বাল্যের এবং দ্বিতীয়ার্ধে বস্ত্রদ্বারা মুখাবরণ করায় কৈশোরের প্রাধান্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এইভাবে তৃতীয় চরণে বাল্যের ও চতুর্থ চরণে প্রথমে তারুণ্যের বল ও পরে বাল্যের বল কথিত হইয়াছে।

১৩ পারয়ে—ক-পুঁথি।
১৪ চিনই—কী, ঘ-পুঁথি।
১৫ ভণিতার দুই চরণ ও তাহার পূর্ব দুই চরণের পরিবর্তে ক্ষণদাতে আছে—
দূতী সেয়ানী করহ সোই ঠাটি,
পণ্ডিত হাম পড়াওব পাঠ।
চেতন মন্থ অবকেতনতন্ত্র
অবগাহি লেহ শিখহ রসমন্ত্র।
আপন তন কাঞ্চন হামে দেই
যতনহি প্রেমরতন ভরি লেই।
বিদ্যাধরক ইহ জীব।
ইহ বিনু দোহকো জীউ না জীব।

রাধামোহন বলিতেছেন যে উভয়ের তুল্যবলের কথা বলা হইলেও বাক্‌কৌশলে বাল্য বয়সেরই আধিক্য সূচিত হইয়াছে—কারণ পরিশেষে বাল্যভাবের কথাই বলা হইয়াছে।

বিদ্যাপতি দূতীমুখে বয়ঃসন্ধির কথা বর্ণনা করিতেছেন।

[ক্ষণদায় যে অতিরিক্ত পাঠ আছে তাহার অর্থ হইবে—দূতীর কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—দূতী, তুমি অতি চতুরা। এখন এমন ব্যবস্থা কর যাহাতে আমি রতিপণ্ডিত হইয়া তাহাকে কামকলায় শিক্ষা দিতে পারি। আমার মনে কন্দর্পতন্ত্র স্পষ্টই প্রতীত রহিয়াছে; এখন তাহাতে অবগাহন করিয়া সে রসমন্ত্র শিখিয়া লউক। সে আমাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের দেহ দান করুক এবং পরিবর্তে যত্নভরে প্রেমরত্ন গ্রহণ করুক। সখীরূপী পদকর্তা বলিতেছেন যে ইহাতেই তোমাদের প্রাণ; ইহা বিনা তোমাদের দুইজনেরই কেহই বাঁচিবে না।]

৯১

বাঙ্গালরাগ-কন্দর্পতালৌ।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল-বলে[১] ধনি দ্বন্দ পড়ি গেল॥ ধ্রু॥
কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু উঘারি[২]।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু বিথারি[৩]॥
থীর নয়ন অথীর কছু[৪] ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল[৫]॥

পাঠান্তর—

১ দোহ বলেবলে—ক।
২ উঘারি—তরু, উঘার—ক।
এই পংক্তিটি ঘ-পুঁথিতে নাই।
৩ বিথার—ক, বিথারি—তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৪ নাহি—তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ এই পংক্তিটির পর ঘ-পুঁথিতে পরের পংক্তি আছে—
"হেরইতে মন মোর মনমথ ভেল।" এই পংক্তিটি অর্থের দিক দিয়া গ্রহণের অযোগ্য। "কছু ভেল" স্থলে ঘ-পুঁথিতে "ভেল নাহি" পাঠ গ্রহণীয়ক।

চঞ্চল চরণ চিত অঞ্চল ভান[৬]।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
ধৈরজ কর[৭] পিছে[৮] মিলাওব আন[৯]॥

ক্ষ—১১৫, কী—১৩৮, তরু—১০৪।

টীকা—তাহার পর অত্যুৎকন্ঠিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্পষ্টতই যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া শৈশব ও যৌবন উভয়কেই তুল্যবলশালীরূপে বর্ণনা করিয়া অবশেষে সখী মিলনের আশ্বাসবচন "শৈশব যৌবন দরশন ভেল" ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছে।

রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পদেও "জাগল মনসিজ" এই দুইটি শব্দের অর্থ হইতেছে—যদিও মদন তাহার চিত্তে জাগিয়াছে তবু সে নিমীলিত নয়ন; অর্থাৎ মদন জাগিলেও সে তাহার কার্য করিতে পারিতেছে না কারণ তাহার চক্ষু মুদ্রিত। ফলে বাল্যভাবেরই অতিপ্রাবল্য বুঝাইতেছে।

(ক্ষণদা ও কীর্তনানন্দের অতিরিক্ত পাঠের অর্থ—বিদ্যাপতি বলিতেছেন—অবধান কর—সেই বালিকার অঙ্গে পঞ্চবাণ ফুলশর হানিয়াছে।)

মন্তব্য—এই পদটিতে শৈশবের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় পূর্ববর্তী পদটিই পরবর্তী পদ রূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। কেন না পূর্ববর্তী পদে যৌবনের ঈষদ্ উন্মেষের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এই পদে স্পষ্টতই তাহার পূর্ববর্তীকালের দৈহিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

৬ চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চলভান—ক্ষ, ঙ-পুঁথি।
চরণ চপল গতি চঞ্চলভান—কী।
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চলভান—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
(প্রকৃত পাঠ হওয়া উচিত 'অঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান'।)
৭ করহ—ক-পুঁথি।
৮ চিতে—ক-পুঁথি।
৯ বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ।—ক্ষ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরকান।
বালিক অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ। কী।
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
ধৈরয ধরহ মিলাওব আন।—তরু।

৯২

ধানসীরাগ-নন্দনতালো।

না রহে গুরুজন মাঝে[১]।
বেকত[২] অঙ্গ না ঝাপাওই লাজে[৩]॥
বালিকা সঙ্গে যব রহই[৪]।
তরুণী পাই পরিহাস তঁহি[৫] করই[৬]।
মাধব তুয়া লাগি ভেটলু রমণী[৭]।
কো কহ[৮] বালা কো কহ[৯] তরুণী॥ ধ্রু॥
কেলি-রভস যব শুনে[১০]।
আন হি হেরি ততহিঁ দেই কানে[১১]॥
ইথে যদি কোই করই[১২] পরচারি[১৩]।
কান্দন মাখি[১৪] হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা চরিত রসিক পুন[১৫] জানে॥

কী—১৩৭, তরু—১০৫।

পাঠান্তর—
১ মাঝ—কী।
২ গোপত—ক-পুঁথি।
৩ ঢাকয়ে লাজ—কী।
৪ বালিকা সঙ্গে যব রহই—তরু।
বালাজন সঙ্গে বাস—কী।
৫ তহঁ—ক-পুঁথি।
৬ তরুণী পাই তাঁহি পরিহাস—কী।
৭ মাধব পেখলু সো বরনারী—কী।
৮ কহে—তরু, ঙ-পুঁথি।
৯ কহে—ঙ-পুঁথি।
১০ কেলিকথন যব শুনে—কী।
১১ আনত হেরি তাঁহি দেই কাণে—কী।
আন নাহি হেরি ততহিঁ দেই কাণে—তরু।
১২ করব—খ-পুঁথি। করয়—ঙ-পুঁথি।
১৩ ইথে কোই কর পরচারি।
১৪ ঝাঁখি—ক-পুঁথি।
১৫ গুন—তরু, কী।

টীকা—দূতীর বচন শুনিয়া রাধিকার বাল্যভাবের আধিক্যের কথা জানিয়া যদি কৃষ্ণ বলেন—তবে কেন তাহার নাম বলিয়া আমাকে পীড়ন করিতেছ—যদি কৃষ্ণ এই ভাবে নিজের বৈবশ্যকে প্রকাশ করিয়া অবসাদ-গ্রস্ত হন তাই সখী রাধার তারুণ্যভাবের প্রাধান্যের কথা বলিতেছে এবং তাহার জন্যই যে সে শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতী হইয়া আসিয়াছে তাহাও এই পদে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

রাধামোহন দূতীর ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করিতেছেন—কৃষ্ণ, তুমি তো পরমরসিক, তোমারও সঙ্গমকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাহার স্বামী অবিদগ্ধ—এই নব-তারুণ্যের মাধুর্য ব্যঞ্জনা সে কি করিয়া বুঝিবে। তোমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট কেননা উভয়েরই চিত্তাকর্ষক গুণাবলী বর্তমান। সুতরাং তোমার জন্যই এই রমণী সৃষ্ট হইয়াছে।

হামারি সপদি[৪] তোহে কহ কথি রূপ।
শ্রবণরসায়ন অমিয়াস্বরূপ[৫]॥
নামহিঁ যাক অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন[৬] প্রেমতরঙ্গ॥

তরু—৮৪, ১০৭।

টীকা—দূতীর বচন শুনিয়া—"পূর্বোক্ত গীতদ্বয়ে বাল্যের প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, অনন্তর আমার বিহ্বলতা দেখিয়া তৃতীয় গীতটিতে কিঞ্চিৎ যৌবনের প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে সুতরাং এই ধূর্তার অস্থির বচনে বিশ্বাস নাই, এ আমাকে প্রতারণা করিবে, সুতরাং এখন কি করা কর্তব্য। যাহাই হউক, অনুনয় করিয়া বয়সের যাথার্থ জানিব"—এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় "রাধাবয়স কহসি তুহুঁ মোর" ইত্যাদি পদে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন।

---

৪ শপথি—তরু। সপতি—খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ অমিয়াসরূপ—খ-পুঁথি।
৬ গোবিন্দদাস কহ—খ-পুঁথি।

৯৩

বরাড়ীরাগ-শেখরতালৌ।

রাধাবয়স[১] কহসি তুহুঁ মোর।
মন মাহা মনসিজ তব কাহে মোর॥
ইথে যদি সজনি না করু আনছন্দ।[২]
বুঝলম সকলি[৩] কহসি পুন বন্দ॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

১ রাধাবয়সি—খ-পুঁথি।
২ ইথে যদি সজনি কহসি নানা ছন্দ—তরু ৮৩।
ইথে যদি সজনি না করু নানা ছন্দ—ঙ-পুঁথি।
ইথে যদি জানি করু নানা ছন্দ—তরু ১০৭।
ইথে যদি সুন্দরী করু নানা ছন্দ—খ-পুঁথি।
ইথে যদি সজনি না কর আন ছন্দ—বহ।
ইথে যদি করহ নানা ছন্দ—ক-পুঁথি।
৩ সকল—তরু—১০৭।

৯৪

ধানসীরাগ-ধ্রুবতালৌ[৭]।

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥
অবকে মদন বাঢ়াওল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥
শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ।
খত দেই তেজল ত্রিবলি[১] তিন রেহ॥ ধ্রু॥
এবে ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ॥[২]

পাঠান্তর—

৭ নন্দনতালৌ—ঙ-পুঁথি।
১ তরুণি—ক-পুঁথি।
২ উপজল হাস লাজ ভেল মিঠ—ঙ-পুঁথি।

দিনে দিনে অনঙ্গ[৩] আগোরল অঙ্গ।
দলপতি পরাভবে[৪] সৈনক[৫] ভঙ্গ॥
তাকর আগে তুহারি[৬] পরসঙ্গ।
বুঝি করব[৭] ধৈছে[৮] নহ কাজ ভঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন ফোয়॥
রাধারতন[৯] ধৈছে তুয়া হোয়॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া দূতী দৃষ্টিভঙ্গি করিয়া ও মৃদু হাসিয়া যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"তোমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল, কারণ রাধা তো সুলভ্যা নহে। তাই আমি তাহার প্রকৃত রূপের কথা বলি নাই। তোমাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। পরে সময় বুঝিয়া মিলন ঘটাইব। এখন তাহার প্রকৃত রূপের বর্ণনা শোন।

দূতী বলিতে লাগিল—পূর্বে যুদ্ধের রূপকে বাল্য ও তারুণ্যের মধ্যে যে প্রবল দ্বন্দ্বের কথা বলিয়াছি তাহাতে ক্রমে ক্রমে বাল্যের পরাজয় ঘটিয়াছে।

এখন দিনে দিনে পীন পয়োধর উন্নত, নিতম্ব বর্দ্ধিত ও কটিদেশ ক্ষীণ হইয়াছে। সুতরাং বাল্যের পরাজয় স্পষ্টতই দৃষ্ট হইয়াছে। পাক্ষিগ্রাহ মদন তারুণ্যকে বলদান করায় তারুণ্যই অধিক বলশালী হইয়াছে। এস্থলে শৈশবকে সেনাপতি বলা হইয়াছে। সেনাপতির সৈন্যদল হইতেছে চাঞ্চল্যাদি ক্রিয়া। যদি সেনাপতি পলায়ন করে তবে সৈন্যদলও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এস্থলে শৈশবের পরাজিত হইয়া পলায়ন করার ফলে তাহার চাঞ্চল্যাদি ক্রিয়াও যৌবনাগমে নিবারিত হইল—ইহাই তাৎপর্য। বাল্য পরাজিত হইয়া মরণভয়ে শশিবদনার দেহরূপ রাজ্য ত্যাগ করিল। ত্যাগ করিবার পূর্বে ত্রিবলিরেখার ছলে খত লিখিয়া গেল। তাহাতে এই জানা গেল যে বাল্যকাল মরে নাই—অন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। (এখনো যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করিয়া যদি কেহ কাকুতি মিনতি করে তাহা হইলে মহাবীর ব্যক্তি তাহার প্রাণ হনন করেন না। ধর্মসূত্রেও আছে যে রণচ্যুত ভীত শরণাপন্ন শত্রুকে ধর্মবেত্তা হনন করেন না। এই কথাই বিদ্যাপতি ঠাকুর পদটিতে কৌশলে বলিয়াছেন।

রাধামোহন বলিতেছেন যে আর একটি পাঠ আছে —"শশিমুখি ছোড়ল শৈশব দেহ"—কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য নহে কারণ অন্বয় ব্যবহিত হইয়া পড়ে, শশিমুখি ও দেহ শব্দের মধ্যে আরও দুইটি শব্দের উপস্থিতি আছে এবং অর্থেরও এই কারণেই অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে। সুতরাং ইহা লিপিকরপ্রমাদজনিত। কিন্তু যদি অর্থ ধরা যায় যে—শশিমুখী তাহার শৈশবোচিত দেহ ছাড়িয়া যৌবনোচিত দেহ ধারণ করিল—তাহা হইলে অসঙ্গতি হয় না।)

এখন যৌবনাগমে দৃষ্টি বঙ্কিম হইয়া উঠিয়াছে, লজ্জা আসিয়াছে এবং হাসিটি মিষ্ট হইয়াছে। দিনে দিনে অনঙ্গদেব যেন অঙ্গ অধিকার করিতেছেন। দলপতি শৈশবের ভঙ্গ ঘটায় চাপল্যাদি সেনাগণও চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এখন যে কোনো কথা যে কোনো সময় বলা যাইবে না। সুতরাং যাহাতে তোমার কার্যোদ্ধার হয় সেই মত তাহার নিকট সময় বুঝিয়া তোমার কথা বলিব। সুকবি বিদ্যাপতি সখীরূপে বলিতেছেন যে যাহাতে রাধারূপ নারীরত্ন তোমারই হয় তাহাই করিব।

অজ্ঞানন্তরং শ্রীকৃষ্ণনিকটে সখীকৃতবয়ঃসন্ধিবর্ণনম্
অক্রং সম্ভবপরং গেয়ম্।

৩ অঙ্গ—ঢ-পুঁথি।
৪ পরাজব—ঢ-পুঁথি।
৫ শৈশব—মূল পুঁথি।
৬ তোহারি—ক-পুঁথি, ঢ-পুঁথি।
৭ করবি—ঢ-পুঁথি।
৮ ঐছে—ঢ-পুঁথি।
৯ রাধারতন—ঢ-পুঁথি।

ততো দর্শনম্।

৯৫

তত্র শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রো যথা—

দাক্ষিণাত্যপূরবী।

নদীয়ার[1] মাঝারে ও না রূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ ॥ ধ্রু।
অলক[2] তিলক শোহে মুখের পরিপাটী।
রসে[3] ডুবু ডুবু করে[4] রাঙ্গা আঁখি দুটি।
অধরে ঈষত হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি পরাণ[5] কোথা রয় ॥
হিয়ার দোলনে[6] দোলে বকুল[7] ফুলের মালা।
কত রসলীলা জানে কত রসকলা ॥
বংশীবদনে[8] কয় শুনলো আজলি।
তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালী ॥

ভক্তিরত্নাকর—৯০৬ পৃঃ।

টীকা—দর্শনজনিত পূর্বরাগনির্বাহের জন্য "নদিয়ার মাঝারে ও না রূপ" ইত্যাদি পদে মঙ্গলরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্মরণ করা হইতেছে। পূর্বে শ্রবণজনিত পূর্বরাগের কথা বলা হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ নদীয়া—ঙ-পুঁথি।
২ অলকা—ক-পুঁথি।
৩ রসভরে—ক-পুঁথি।
৪ "করে"—শব্দটি ক-পুঁথিতে নাই।
৫ প্রাণ—ক-পুঁথি।
৬ মালার—ক-পুঁথি।
৭ রঙ্গন—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৮ ভক্তিরত্নাকরে এই পদটি দেবকীনন্দন ভণিতায় পাওয়া যায়।

৯৬

জয়জয়ন্তী রাগ।

দেখ নটবর নাচে
শচীর কোঙর[1] হে[2]।
হেমবরণ[3] গোরা তনু
প্রেম ভরে ভোরা অনু[4]
মধুর হসনকণ
জনমনোহর হে ॥ ধ্রু।
অরুণ-বরুণ-ধর[5]
নয়নহি চর চর[6]
তরুণ করুণ মধু[7]
মোতিলরঞ্জব হে।
দেখি প্রিয় গদাধর
বিপুল পুলক ভর
এছো টেড়ে ভাঙ ধর[8]
কামধনু ভরহে।

পাঠান্তর—

১ কোঙ—ক-পুঁথি। সম্ভবত লিপিপ্রমাদ।
ক-পুঁথিতে মাত্র এই প্রথম পংক্তিটি আছে।
২ ক-পুঁথি ও ঘ-পুঁথিতে এই প্রথম পংক্তির পর ধ্রুবপদ চিহ্ন আছে।
৩ হেমভরে—গ-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক মনে হয়।
হেমবর—ঙ-পুঁথি।
৪ মন—মূল পুঁথি।
৫ ধর—বহু (অর্থশূন্য)। অরুণ-বরণধর কি অরুণ-বসন-ধর হইবে? বসন শব্দ না ধরিলে 'অরুণ-বরণ' শব্দটি উহ্য বসনের বিশেষণ রূপে ধরিতে হইবে। ঙ-পুঁথির পাঠ "অরুণ বরণ ধর নয়নহি নীর ধর"—ইহাতে 'ধর' শব্দের অর্থ গ্রহণ ধরিলে "অরুণ বরণ" শব্দটি নয়নের বিশেষণ হইবে।
৬ নীর চর—ধর, ঘ-পুঁথি।
৭ "মধু" ঙ-পুঁথিতে নাই।
৮ মূল পুঁথি, খ ও ঙ-পুঁথির পাঠ "এছো টেড়ে ভাঙ ধর" সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহার অর্থ হইবে—"এমন বঙ্কিম ভঙ্গি ধারণ করে।" এই পাঠটি গৃহীত হইল।

হেরি ফেরি[৯] নিত্যানন্দ
লাজে[১০] হেট বয়ন চন্দ্র
ইহ রসগন্ধ পাওভে
সুবল সুগড় হেঁ।

টীকা—শ্রীগৌরাঙ্গ সকললোকমনোহর মধুর স্মিতহাস্য করিতে করিতে নাচিতেছেন; আর তাঁহার অরুণ নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া রাধাভাবাক্রান্ত গদাধর পণ্ডিত প্রেমবশে এরূপ ভ্রূভঙ্গি ধারণ করিলেন যে স্বয়ং কাম সেই ভ্রূধনু দেখিয়া ভয় পাইলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন—কারণ তিনি বলরামের অবতার; সেইজন্য ছোটভাই-এর প্রেমলীলার ভাব দেখিয়া মাথা হেঁট করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনার আদিম রূপ যে গৌর-গদাধর উপাসনা (গৌর-নিত্যানন্দ নহে, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াও নহে) —ইহা "চৈতন্যচরিতের উপাদান"-গ্রন্থে ডক্টর মজুমদার প্রমাণিত করিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন যে পদকর্তা সুবল ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্যের বংশজ। রাধামোহন নিজে শ্রীনিবাসের বৃদ্ধপ্রপৌত্র; "কর্ণানন্দ" হইতে জানা যায় যে সুবলচন্দ্র গতিগোবিন্দের পুত্র ও শ্রীনিবাসাচার্যের পৌত্র। সুবল শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতাদেবীর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার খ্যাতি।
শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়।
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর শিষ্য মহাশয়॥

(দ্বিতীয় নির্যাস)

৯ ফিরি—ঘ-পুঁথি।
১০ নাচে—ঘ-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক।

৯৭

দাক্ষিণাত্যশ্রীঃ।

পৌগণ্ড বয়স শেষ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভুরুর নাচনি করে কিবা সে অন্তর॥
লাজে অবনত মুখ আর[১] আঁখি দুটী।
বুঝিতে না পারিনু[২] যুক্তি তার পরিপাটি[৩]॥ ধ্রু॥
বাম নয়নে তহিঁ[৪] কটাক্ষ করয়।
মধুর মধুর স্মিত করে বুঝিল[৫] না হয়॥
কুন্দন কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি।
রাধামোহন[৬] পহুঁ ভাবে কুতূহলী॥

তরু—১০২।

টীকা—অনন্তর বিষয়ালম্বনরূপ শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রের বর্ণনা রাধামোহন করিতেছেন। ইনি এখন পৌগণ্ড বয়সান্তে প্রথম কৈশোরে অবস্থান করিতেছেন।

পৌগণ্ড—ছয় হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত বয়সকাল।
"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনঞ্চ ততঃ পরম্॥"
(—ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে
টীকায় শ্রীধরস্বামী কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোক।)
"বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডকৈশোরমিতি তৎত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি॥
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাৎ ততঃ পরম্॥
ভক্তি রসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ।

পাঠান্তর—
১ রাঙ্গা—ঘ-পুঁথি।
২ "না পারিনু" স্থলে "নারিনু"—ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ বুঝিতে নারিনু এই ভাব পরিপাটী—তরু, পদরসসারের—"বুঝিতে নারিনু যুক্তি ভাবপরিপাটী"—পাঠটি ভাল মনে হয়।
৪ পুনু—তরু।
৫ বুঝল—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ গোবিন্দদাস—ঘ-পুঁথি।

৯৮

তত্র শ্রীকৃষ্ণরূপম্। যথা—

গান্ধাররাগ-সমতালৌ।

জয় জয় গোকুল-মঙ্গল শ্যাম।
ব্রজ-নবনাগরী- ভাব-বিভাবিত[১]
মুরলী মুরলী সোই নাম।[২] ধ্রু।
রূপ অনুপ ভুবনজনমোহন
শোহন[৩] নটবর বেশ।
কালিয়দমন মদন জিতি লাবণি
চূড়হি[৪] কুঞ্চিত কেশ।
নবঘন ইন্দ্র- মণীন্দ্র কলেবর
লোচন কমলক ভান।
কত কোটি শারদ চান্দ জিনি শোভিত
ঢলঢল[৪]বিমল বয়ান।
পদতল অরুণ কমল জিতি উজর
মুনিমানস মুরছান।
রাধামোহন[৫] পহুঁ প্রেমহি আগর[৬]
নাগর অবহিঁ[৭] সুজান।

টীকা— এখন আশ্রয়ালম্বনরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি হইতেছে। গোকুলের মঙ্গলকারক শ্যামের জয় হোক—জয় হোক। ব্রজনাগরী রাধার ভাবে বিভাবিত অর্থাৎ রাধার অনুরক্ত তাঁহার মুরলীতে রাধা নাম ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার অনুপম রূপ ভুবনের সকল লোককে মোহিত করিতেছে, তাঁহার নটবরোচিত বেশও অতি সুন্দর। তিনি কালিয় নাগকে দমন করিয়াছেন, তিনি বীর। আবার লাবণ্যেও তিনি মদনকে জয় করিয়াছেন। মাথায় তাঁহার কুঞ্চিতকেশ-বিরচিত চূড়া। তাঁহার কলেবর নূতন মেঘ ও শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় শ্যামকান্তি। তাঁহার নয়নযুগল পদ্মের পর্ণের ন্যায় আয়ত সুন্দর। নির্মল মুখখানি তাঁহার লাবণ্যে ও রূপে ঢলঢল করিতেছে—যেন কোটি কোটি শরৎকালীন চন্দ্রকেও জয় করিয়াছে। তাঁহার দুইখানি রক্তিমোজ্জ্বল পদতল রক্তকমলকেও জয় করিয়াছে, মুনিগণ সেই পদের ধ্যান করিয়া সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। পদকর্তা রাধামোহন বলিতেছেন যে প্রভু আমার, প্রেমে বরীয়ান্, রসিক নাগর ও সহৃদয়।

পাঠান্তর—

১ ভাবে বিভাবিত—খ-পুঁথি।
২ সোই—ক-পুঁথি।
৩ চূড়হি—খ-পুঁথি (এই পাঠটি ভালো।)
৪ টলটল—ঙ-পুঁথি।
৫ গোবিন্দদাস—খ-পুঁথি।
৬ "প্রেমতি আগর"—ক-পুঁথি।
৭ অবহিঁ অবহিঁ—ক-পুঁথি।

৯৯

তত্র বিষয়ালম্বনস্য পূর্বরাগোচিতরূপং যথা—
নটরাগ-দশকোশীতালাভ্যাং গীয়তে।

চিকণ[১]-চামরি- চামরচয়রুচি
পদম[২]-বিলম্বিতকেশা।
কান্তিকলাযুত কামিনী[৩]-মদহর
ত্রিভুবনবিজয়িবেশা[৪]।
হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা।
কুন্দন কনয়ক[৫] কান্তি[৬]-কবলকর[৭]
নিরুপম রূপক শালা[৮]। ধ্রু।
ইন্দীবর-বর- গরবগরাসিত-
খঞ্জনগঞ্জননয়না।
কোমলবিমল কমলক কৌশল-
জিত-স্মিতবিকশিত[৯]-বয়না।

পাঠান্তর—

১ চীকন—ক-পুঁথির এই শব্দটি ছন্দের দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য।
২ পরম—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৩ কালিম—খ-পুঁথি।
৪ বেশ—ক-পুঁথি।
৫ কনক—ঙ-পুঁথি।
৬ কুন্দনকনকাঁতি—খ-পুঁথি।
৭ কুন্দন কনককান্তি কবল করি—ক-পুঁথি।
৮ মালা—ক-পুঁথি।
৯ স্মিত বিকাশিত—খ-পুঁথি।

থলকমলারুণ রাতুল পদতল
জিতচান্দ নখচান্দশোভা[১০]।
হেরয়িতে লাবণি অমিয়াসার জিনি
রাধামোহন[১১]-মনলোভা ॥

টীকা—শ্রীমতীর নাম শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী রতি সঞ্জাত হইল। শ্রীমতীর সখীর সহিত কথোপকথন হইয়াছে বটে কিন্তু এখনো দেখা হয় নাই। দৈবাৎ সেই দিন তিনি রাধাচিন্তায় বিভোর হইয়া কালীয়হ্রদের উপকণ্ঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সর্বজ্ঞ তবু তাঁহার সম্মুখেই কালীয়হ্রদের বিষাক্ত জল সম্বন্ধে অজ্ঞানতা-জনিত অনবধানতায় গোবৎসাদি বিষজল পান করিয়া মূর্ছিত হইল। পরে কোনো ক্রমে সেদিকে অবহিত হওয়াতে বৎসগুলিকে বিষমূর্ছিত দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—কালীয় নাগের মস্তকে আমি বহুক্ষণ নৃত্য করিব; আমার এই নৃত্যের কথা শুনিয়া আমাতে অনুরক্ত ব্রজবাসীগণ এস্থলে আসিবে; তখন তাহাদের সংসর্গে আমার আনন্দকৌমুদী রাধাও আসিবে। আসিলে তাহার সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি দেখিয়া নেত্র সফল করিব। এই সকল কথা ভাবিয়া বৎসগুলিকে চেতন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যোগমায়া সকল ব্রজবাসীর চিত্তবৈকল্য ঘটাইলে সকলে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। ইহার পূর্বে অঘবধাদি মারণ ব্যাপারে একটিও ব্রজবাসী উপস্থিত করানো হয় নাই। এখন যে সকল ব্রজবাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণের রাধাদর্শনেচ্ছায় যোগমায়ার মায়াবিস্তার। সকল ব্রজবাসীর মধ্যে রাধাও ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের স্বগতোক্তি চিকণচামরি-চামরচয়চি" ইত্যাদি। ইহার চামরীর মসৃণ ও উজ্জ্বল চামরের ন্যায় কুঞ্চিত কেশ পক্ষশোভিত—ইনি কে? কান্তি ও কলানৈপুণ্য যে সকল কামিনীগণের অতিপ্রকট তাঁহাদের—শুধু তাঁহাদের কেন—সর্ব ভুবনেরই রমণীগণের গর্ব হরণ করিতে পারেন এই সুবেশা—আহা কে এই অপূর্বদর্শনা বালা? ইনি রূপের মন্দির—ইহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের কান্তিকেও জয় করিয়াছে। (রাধামোহন বলিতেছেন প্রথম দর্শনে পরিচয়ের অভাবে এবং ভাবের উন্মাদনাবশত নাম বলা হইয়া উঠে নাই।) ইন্দীবরের বর গর্ব গ্রাসকারী ইহার নয়ন খঞ্জনকেও গঞ্জনা দিতেছে। স্মিতহাস্যশোভিত বদনের সৌন্দর্যে ইনি কোমল ও বিমল কমলের সৌন্দর্যকে জয় করিয়াছেন। ইহার রক্তিম পদতল স্থলকমল অপেক্ষাও নির্মল ও রক্তিম। ইহার নখচাঁদের শোভা আকাশের চাঁদের শোভাকেও জয় করিয়াছে। (রাধামোহন বলিতেছেন যে এস্থলে পুনরুক্ত দোষ হয় নাই। কারণ 'নখচান্দ' শব্দে চাঁদ শব্দের অর্থ দীপ্তিশালী' ধরিতে হইবে।) অমৃতের সারাংশকেও জয় করিয়াছে ইহার লাবণ্য তাহা দেখিয়া কৃষ্ণও লোভী হইয়া উঠিয়াছেন।

(পদকর্তা রাধামোহন বলিতেছেন যে 'রাধামোহন' শব্দটি ব্যবহার করিবার একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য আছে। প্রথমত উভয়ের পারস্পরিক দর্শন ঘটিলে রাধিকার প্রেম সঞ্জাত হইল। সুতরাং কৃষ্ণ হইলেন রাধামোহন। তাহার পর কৃষ্ণের চিত্তও রাধাতে লগ্ন হইল সুতরাং রাধাও রাধামোহন কৃষ্ণেরও চিত্তলোভা হইলেন।

পক্ষে পদকর্তা স্বয়ং রাধার চরণামৃত পাইতে উৎসুক—ইহাই তাৎপর্য।)

১০০

শ্রীগান্ধাররাগঃ।

কালিয়[১]-দমন দিন মাহ।
কালিন্দী-কেলি[২]-কদম্বক ছাহ।

১০ নখচান্দশোভা—খ-পুঁথি।
১১ গোবিন্দ দাস—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ কালি—তরু, কী, খ-পুঁথি।
২ কালিন্দীকূল—তরু, কী। কালিন্দীতীর—খ-পুঁথি।

কত শত নব ব্রজবালা[3]।
পেখলু যেন[4] থির বিজুরিক মালা॥
তোহে কহোঁ সুবল সাঙ্গাতি[5]।
তব ধরি হাম না জানো[6] দিনরাতি॥ ধ্রু॥
তহিঁ ধনি মণি দুই চারি।
তহিঁ মোর[7] মনমোহিনী একু নারী[8]॥
সো রহু মঝু মন পৈঠী[9]।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দীঠী[10]॥
অনুখন তিহিক সমাধি।
কো জানে ঐছন[11] বিরহবেয়াধি॥
দিনে দিনে খীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নব নেহা[12]॥

গী—৩৮১, কী—১১৩, তরু—৫৬।

টীকা—সেই দিন নন্দাদি গুরুজন ছিলেন বলিয়া লজ্জায় পরিচয়-প্রশ্ন করা হয় নাই। তাই পরদিন সখীভাবাক্রান্ত সুবলকে উদ্দেশ করিয়া রাধাকে দর্শন করার ফলে যে প্রৌঢ়ানন্দ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতেই বাহজ্ঞানরহিত হইয়া রসিক-শিরোমণি কৃষ্ণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত গোবিন্দ কবিরাজকে আপন পূর্বরাগ দশা জানাইতেছেন। (গোবিন্দ কবিরাজের হৃদয়ে কৃষ্ণের পূর্বরাগ-দশা তাঁহার কৃপাবশত প্রকাশিত হইয়াছিল সুতরাং ইহা কিছুই অসম্ভব নহে—রাধামোহনের এইরূপ মত।) উন্মাদ-দশাবশত বাহজ্ঞান-রহিত হওয়ায় সেই দিনকে অর্থাৎ পূর্বদিনকে বহুকালগত পূর্বদিন বলিয়া উল্লেখ করা স্বাভাবিক। "তব ধরি হাম না জানো দিন রাতি"—ইত্যাদির দ্বারা প্রেমবশতই তাঁহার কালনিরূপণে অক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। বহুকাল মননে রসপুষ্টিও ঘটিয়াছে। "কত শত ব্রজ নববালা"—ইত্যাদির দ্বারা রাধাযূথগত সখীগণকে দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া স্থিরবিদ্যুৎমালার সহিত তাহাদের উপমা দিয়া সমস্ত সখীগণেরই স্তুতি করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে ললিতাদিকে দেখিয়া আনন্দজনিত মোহে আবৃত হইয়া "তহি ধনি মণি দুই চারি" ইত্যাদির দ্বারা সংখ্যা স্থির করিতে প্রেমবৈকল্যবশত তিনি যে অসমর্থ তাহাই বলিতেছেন। তাহাদের মধ্যে যে একজন তাঁহার এই প্রেমমোহের বলবৎ কারণস্বরূপ তাহা "তঁহি মোর মনোমোহিনী একু নারী" ইত্যাদির দ্বারা বলা হইয়াছে।

(রাধামোহন এই অংশের তাৎপর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—যদিও কৃষ্ণ সর্বজ্ঞত্বাদি-গুণযুক্ত, সুতরাং রাধার রূপলক্ষণাদি শুনিয়া তাঁহাকে সহজেই চিনিতে পারিতেন এবং কালীয়নাগের মস্তকে নৃত্য করিয়া রাধাকে সেস্থলে লইয়া আসিয়া কে রাধা তাহা জানিয়া লইবেন—এই সংস্কার মনোমধ্যে ছিল তবু রাধাকে দর্শন করিয়া প্রৌঢ়ানন্দবশত উন্মাদ দশা উপস্থিত হইলে নিত্যানবস্বরূপ চিদ্‌ঘন-আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণেরও সেই পূর্বসংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইল না।

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"। "রসই তিনি, রসকে উপলব্ধি করিয়াই পরম আনন্দ লাভ হইয়া থাকে"—এই সকল বেদবাক্যার্থ, "কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি" ইত্যাদি শ্লোকার্থ এবং "আমিহো না জানি" ইত্যাদি চৈতন্যচরিতামৃতের বচন হইতে বোঝা যায় যে প্রেমজনিত মোহেই প্রেমের রসোৎকর্ষ।")

রাধাকে দর্শন করা অবধি সে যেন তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিল। সেই হইতে প্রেম-ধূমে তাঁহার চোখে আর ঘুম রহিল না। অনুক্ষণ রাধার সমাধিতেই মগ্ন হইয়া রহিলেন—বিরহব্যাধি যে ঐরূপ কেই বা জানিত!

---

৩ কতশত ব্রজ নববালা—তরু, মূল পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
কত শত নব ব্রজবালা —কী (এই পাঠটি—ক-পুঁথিতেও আছে, ভাল বলিয়া গৃহীত হইল।)
৪ জনু—কী, তরু, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ পুঁথি।
৫ সাঙ্গাতি—তরু, সাঙ্গাতি—কী।
৬ জানি—তরু, কী, ঘ-পুঁথি।
৭ পুন—তরু,কী। ক, খ ও ঙ-পুঁথিতে নাই।
৮ "মনমোহন এক নারি"—ক-পুঁথির পাঠ।
৯ পৈঠ—ঘ-পুঁথি।
১০ দিঠ—ঘ-পুঁথি।
১১ ঐছন—তরু, কী।
১২ গোবিন্দদাস কহ অদ্ভু নব নেহা—কী। গোবিন্দদাস কহ মঙ্গলোত্তা—ক-পুঁথি।

দিনে দিনে (এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রেমমোহজনিত বিস্মৃতি-বশত পূর্ব দিনকে বহুকাল বলিয়া মনে করা হইয়াছে) দেহ খীণ হইয়া গেল। পদকর্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন—যে নবপ্রেমের ইহাই রীতি।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে যদি কেহ বলে—শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি সুবলের প্রতি তাহা হইলে ইহাই বক্তব্য যে সেরূপ ক্ষেত্রে সুবলের চুপ করিয়া থাকাটা অবৈদগ্ধ্য ও মূঢ়তার জনক হইত। সুতরাং ইহা গোবিন্দদাসের প্রতিই প্রযোজ্য।)

১০১

ধানশীরাগেণোৎসাহতালেন।

হেরইতে হেরি না[১] হেরি।
পুছয়িতে কহই[২] ন কহ পুনবেরি॥
চতুর সখী সঙ্গে বসই।
রসপরিহাসে[৩] হসই না[৪] হসই॥
পেখলুঁ[৫] ব্রজনবনারী।
তরুণিম শৈশব[৬] লখই না পারি॥ ধ্রু॥
হৃদয়-নয়ন-গতিরীতি[৭]।
সো কি এ[৮] আন নহত[৯] পরতীতি[১০]॥
ঐছন হেরইতে গোরি।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি॥
তবহুঁ[১১] কুসুমশর জোর[১২]।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে[১৩] মোর[১৪]॥
গোবিন্দদাস চিতে[১৫] জাগ।
চান্দকি লাগি সুরজ উপরাগ॥

ক্ষ—২১৩, সং—২৮, গী—৪০৪,
কী—১১৯, তরু—৮১।

টীকা—পূর্বগীতে "ঐছে নবনেহা"—এই প্রত্যুত্তরদানকারী ব্যক্তিকে কৃষ্ণ বলিতেছেন—"তুমি যে বলিতেছ যে প্রীতির ইহাই রীতি কিন্তু তাহাতো উভয়নিষ্ঠা বিনা সম্ভব হয় না—লোকে এই কথাই বলে। আমাতে তাহার রাগ উপজাত হইয়াছে কিনা তাহা জানিতে পারি নাই তাই বলিতেছি যে তাহার হৃদয়ের ও নয়নের গতি ও রীতি আমার প্রতি না অন্য কিছুর প্রতি—তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। অর্থাৎ তুমি যে বলিতেছ—আমার প্রতি সে নবানুরাগিনী তাহা কি সত্য অথবা বালিকাজনোচিত স্বাভাবিক চাঞ্চল্যবশত তাহার নয়ন-মনের চাঞ্চল্য।

যদি বল তুমি তো কৃষ্ণ অতি বিদগ্ধ পুরুষ, তুমি কি তাহার কোনো কটাক্ষাদি অভিযোগ লক্ষ্য কর নাই? তাহা হইলে বলিতেছি শোন। আমি তাহাকে নিকটে পাইবার সুতরাং সাক্ষাদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাই নাই বটে কিন্তু দূতী পাঠাইয়াছি। সে আসিয়া বলিয়াছে যে তাহাকে দেখিতে দেখিতেই দেখিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম—কিন্তু সে উত্তর দিতে গিয়াও দিল না। সুতরাং রসপরিহাসে যোগ দিয়া সে হাসে কি হাসে না তাহা বলা কঠিন। যদি বল সখীদের সহিত যদি সে পরিহাস করে তবেই সে রসিকা, আর যদি সখীরা পরমরসিকা হয় তাহা হইলে তো চিন্তাই নাই; তাহা

পাঠান্তর—
১ পুন—ক-পুঁথি।
২ পুছই না—খ-পুঁথি।
৩ হাস পরিহাস—ক্ষ।
৪ নাহি—ঙ-পুঁথি।
৫ পেখলোঁ—সং।
৬ সে সব—সং।
৭ রীতে—ক্ষ, তরু। রিত—খ-পুঁথি।
৮ "এ" শব্দটি ক-পুঁথিতে নাই।
৯ নহ—ঙ-পুঁথি।
১০ নহে পরতীতে—ক্ষ।
নহত পরতীতে—তরু। নহত পরতীত—খ-পুঁথি।
১১ তবহি।
১২ জোর—ক্ষ; জোরি—তরু।
১৩ হিয়—ঙ-পুঁথি।
১৪ হিয়ে মোরি—তরু। হিয়া মোর—খ-পুঁথি।
১৫ চিত—ঙ-পুঁথি।

হইলে বলি শোন—তাহার চতুরা সখীদের রসপরিহাস চাতুরী আমি কিছু বুঝিলাম না। যদি বল সে সকল কথা থাক—মনে তাহার তারুণ্য আসিয়াছে কিনা নাই বা জানিলে—দেহে তাহার যদি তোমার হৃদয়-রস-কারক যৌবনকাল উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলেই তো চিন্তা দূর হইল—তাহা হইলে বলি শোন—আমি সেই ব্রজের নূতনা নারীকে দেখিয়াছি—কিন্তু তাহার তারুণ্য বা শৈশব অবস্থা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। (রাধামোহন বলিতেছেন যে নবনারী বলাতে বোঝা গেল যে কৃষ্ণ তাহাকে পূর্বে দেখেন নাই—সে অদৃষ্টপূর্বা, এবং তাহার তারুণ্য বা শৈশব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাঁহার হয় নাই।)

যদি বল তুমি রসিক হইয়াও যদি কিছুই না জানিয়া থাক—সে রসিকা কিনা, তাহার বয়স কত, সে কটাক্ষাদি অভিযোগ করিয়াছে কিনা তবে মূঢ়তাবশত তাহার উপর প্রেম-ভাব জাগ্রত করিয়া মহাদুঃখের পর্বতারোহণ করিয়া লাভ কি—তাহা হইলে বলি শোন—আমি ইচ্ছাপূর্বক প্রেম করি নাই কিন্তু সেই গোরীকে দেখিবামাত্র সে আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া রহিয়া গেল—আমি তাহাকে চিত্তে স্থাপন করি নাই। তাহাকে দেখিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পধনু মদন আসিয়া পুষ্পশরে আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। এখন হৃদয় হইতে যদি সে নিষ্ক্রান্ত না হয় তাহা হইলে কিরূপে বাঁচিব? (রাধামোহন বলিতেছেন যে রাধা কৃষ্ণের অভীষ্টা নায়িকা; তবুও যে তাহার নিষ্ক্রান্তি কৃষ্ণ স্বয়ং কামনা করিতেছেন তাহার কারণ ইষ্টদ্বেষ ব্যঞ্জিত হইয়া এস্থলে প্রেমোৎকর্ষকেই প্রমাণ করিতেছে। ইষ্টদ্বেষ পূর্বরাগের অনুভাববিশেষ। সুতরাং এক্ষেত্রে গোবিন্দদাস কবিরাজ রসামৃতসিন্ধুকৃত অনুভাবানুসারে যথার্থই পূর্ব-রাগের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। "তবহি কুসুমশর জোর"—এই চরণে পূর্বরাগজনিত উন্মাদদশাপন্ন কৃষ্ণ প্রলাপ করিয়াছেন তাই পদচ্যুতি অলংকার হইয়াছে। আবার পদচ্যুতিরূপ দোষও হইয়াছে। তুমি কৃষ্ণ পরম-নির্দোষ; তবুও তুমি এইভাবে কুসুমশরঘাত-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ—তোমার প্রেমোন্মাদ-দশা উপস্থিত হইয়াছে তাই তোমার বাক্যভ্রমরূপ অনুভাব দেখিতেছি। অবশ্য এই প্রেমোন্মাদজনিত বাক্যভ্রমে পূর্বরাগের রস পরমা পুষ্টি লাভ করিয়াছে।

কুসুমশর শব্দের অর্থ কন্দর্প। 'জোর' শব্দের অর্থ 'সন্ধান করিয়াছে'। এস্থলে এই উভয়পদের মধ্যে আর একটি পদ অপেক্ষিত আছে—তাহা 'কর্মপদ'। এই কর্মপদ 'বাণ'-শব্দ। আদিচরণের মধ্যে তাহা না থাকায় পদচ্যুতি দোষ ঘটিয়াছে। যদিও পরপদার্ধে 'বাণ' পদ আছে তবু কুসুমশর ও বাণ শব্দদুটির অন্বয় ব্যবহিত হওয়ায় পূর্বার্ধে অন্বয়যোজনা একেবারেই সম্ভব হয় না। অতএব পদচ্যুতি-রূপ দোষ ঘটিয়াছে বলিতে হইবেই।

যদি বলা যায় 'কুসুমশর' শব্দটি বহুব্রীহি নহে কর্মধারয় সমাস—কুসুমগুলি শরস্বরূপ—তাহারই সন্ধান বা ক্ষেপন ঘটিয়াছে তাহা হইলেও কর্তৃপদ বলা হয় নাই বলিয়াই পদচ্যুতিরূপ দোষ হইয়াছে বলিতেই হইবে।

অতএব মহাকবিরাজ-রাজ পরমরসিক গোবিন্দদাস কবিরাজ যখন অনায়াসেই লিখিতে পারিতেন—

"তবহি মদনশর জোর।
অলখিত ছুটি ফুটল হিয়া মোর।"—সে স্থলে
"তবহুঁ কুসুমশর জোর।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়া মোর।" লিখিবার

তাৎপর্য যে অন্যত্র তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই কর্মপদচ্যুতিরূপ দোষ অথবা কর্তৃপদের অনুপস্থিতিরূপ দোষ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগজনিত উন্মাদদশার রসময় বাক্যের পুষ্টিকারক। যেমন—"করোতি নাদং মুরলী রলী রলী"—ইত্যাদি শ্লোকে "রলী রলী" ব্যর্থ শব্দ হইয়াও বাক্যগুণের কারক। এইরূপ এই পদচ্যুতিরূপ দোষও পূর্বরাগজনিত উন্মাদদশার পুষ্টিসাধন করিয়াছে।)

অনন্তর কৃষ্ণের অতিশয় বৈবশ্য দেখিয়া গীতকর্তা প্রকারান্তরে আশ্বাস দিতেছেন যে কৃষ্ণের এই পূর্বরাগ—এ যেন চাঁদের জন্য সূর্যের উপরাগ।

কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের কলা সূর্যে গমন করে অতএব সূর্য-চন্দ্র

একত্রে থাকে। এইজন্ত অমাবস্তায় চন্দ্রের নিমিত্ত সূর্যগ্রহণ হইয়া থাকে। তাহারা উভয়েই সমধর্মাক্রান্ত হইয়া সমান পীড়া অনুভব করে; বরঞ্চ চন্দ্রের পীড়াই অধিক হইয়া থাকে। গ্রহণের দৃষ্টান্ত দিয়া পদকর্তা বলিতেছেন যে রাধা চন্দ্ররূপা, তুমি সূর্যরূপ। তোমার হৃদয়ে কন্দর্পবাণ প্রবিষ্ট হইয়া সূর্য গ্রহণকালে রাহুর স্থায় চন্দ্রসূর্য উভয়েরই পীড়া জন্মাইতেছে; উপরন্তু রাধার জন্তই তোমার পীড়া উপস্থিত হওয়াতে কন্দর্পবাণের লক্ষ্যস্থল তাহাকেই জানিবে।

এ-স্থলে কবিপ্রৌঢ়োক্তিজনিত অপহ্নুতি অলঙ্কার ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

১০২

শ্রীরাগোৎসাহতালো।

সহচরী মেলি চললি[১] বররঙ্গিনী
কালিন্দী করই[২] সিনান।
কনয়া[৩] শিরিষ- কুসুম যনু[৪] তনু রুচি
দিনকর কিরণে মৈলান[৫] ॥
শুন[৬] সজনি সো ধনি চিতক[৭] চোর।
চোরিক[৮] পন্থ তোরি দরশাওল[৯]
চঞ্চল নয়নক ওর ॥ ধ্রু ॥

কোমল চরণ[১০] চলতি[১১] অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল[১২]।
হেরইতে[১৩] হামারি সজল দিঠী পঙ্কজ[১৪]
দুহুঁ পাচুক করি লেল ॥[১৫]
চীত নয়ন যব[১৬] দুহুঁ চোরাওল[১৭]
শূন হৃদয় অবমানি[১৮]।
মনমথ পাপ[১৯] দহনে তহিঁ জারল[২০]
গোবিন্দ দাস ভান[২১] জানি ॥

গী—৩৫৫, কী—১২৬, তরু ২০৪।

টীকা—সমস্ত পদেই ধ্রুবচরণে প্রায়ই সম্বোধনপদ দৃষ্ট হয় কিন্তু—"হেরইতে হেরি না হেরি"—ইত্যাদি পূর্ব পদে সম্বোধন পদ নাই; তাহার কারণ প্রেমমোহজনিত উন্মাদদশা। পূর্বপদে "গোবিন্দদাস চিতে জাগ" ইত্যাদির দ্বারা গোবিন্দদাস স্বয়ং প্রত্যুত্তর করিলেও কৃষ্ণ উন্মাদদশা হইতে কিঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে সুবল বলিয়া সম্বোধন না করিয়া সখীরূপে সম্বোধন করিলেন। সেইদিন রাত্রে যমুনাকূলেই কৃষ্ণ বাস করিলেন। পরদিনে প্রত্যূষে গোদোহনের মুহূর্তে রাধা যখন সখীদের সহিত যমুনায় স্নান করিয়া চলিয়া গেলেন তখন কৃষ্ণ তাঁহার গমন-পরিপাটীর কথা বলিয়া তাঁহাকে নির্দয় দস্যুরূপে উল্লেখ

পাঠান্তর—

১ চলল—গী, ঢ-পুঁথি।
২ করত—ঢ-পুঁথি।
৩ কাঞ্চন—গী, তরু, কনয়—কী (বিকৃত পাঠ)
৪ জিনি—গী। জিতি—ঢ-পুঁথি।
৫ মিলান—কী (বিকৃত পাঠ)
৬ 'শুন'—কী, গী ও তরুতে নাই।
৭ ক-পুঁথিতে ও ঘ-পুঁথিতে "চীতক" শব্দে আদি দীর্ঘস্বর ছন্দানুরোধে উপযুক্ত।
৮ চোরক—ঢ-পুঁথি।
৯ দরশায়লি—গী, কী, তরু।

১০ চরণে—ঘ-পুঁথি।
১১ চলত—তরু, কী; চলই—গী।
১২ বালুক বেলি—গী; বাল করেণ—কী।
১৩ হেরই—গী।
১৪ পঙ্কজে—গী, কী।
১৫ লেল—তরু, লেলি—গী।
করিলেন—কী (দুষ্ট পাঠ।)
১৬ যদু—তরু, গী।
১৭ দুহুঁ সে চোরায়লি—গী, তরু।
১৮ মান—কী, তরু।
১৯ তাপ—ঘ-পুঁথি।
২০ তনু জারত—গী, তরু।
২১ ভালে—ক-পুঁথি, ঢ-পুঁথি।

করিয়া সখীরূপে গোবিন্দদাসকে আপনার হৃদয়বৈবশ্যের কথা বলিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ বলিতেছেন—সেই রাধাই আমার হৃদয়রূপ ধনকে হরণ করিয়া লইয়াছে; আমার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমাকে মোহিত করিয়া আমার সম্মুখ দিয়া আমারই ধন হরণ করিয়া ভাল মানুষের মতন সে চলিয়া গেল।

তাহার দেহকান্তি কনকশিরীষ-কুসুমতুল্য। এইভাবে রাধার সৌন্দর্য ও সুকুমারতার আধিক্যের কথা বলিয়া আবার মনে করিলেন যে উপমা যথাযোগ্য হয় নাই। কারণ শিরীষকুসুমের কান্তি সূর্যালোকে ম্লান হয় না, কিন্তু রাধা এমনই সুকুমারী যে সে সূর্যকরস্পর্শে ম্লান হইয়া যায়। সুতরাং রাধা তুলনাহীনা। এইরূপ অতুলন সৌন্দর্যাদি কোনো "বাটপাড়" স্ত্রীলোকে থাকা দূরের কথা, মহা-সাধুজনের বনিতাদিতে থাকাও অসম্ভব। অতএব তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিল। অনন্তর অন্তরঙ্গজনের ন্যায় নির্ভয়ে স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া ধার্মিকদর্শনা ও সামাজিকরূপা তুল্যরূপা গুণবতী সখীদের সঙ্গে চলিয়া গেল। এইজন্য তাহাতে আমার আরো অধিক বিশ্বাস জন্মিল। তাহার পর মোহিত করিয়া (ভাবাবেগে কৃষ্ণ "মাম্" বা "আমাকে" কথাটি বলিতে পারিলেন না) যে সংক্ষিপ্ত বিপরীত ও গুপ্ত পথে চৌর্যাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় সেই পথে আমার প্রাণকে পাঠাইয়া দিল। যদি বল সেই পথ কিরূপ তবে বলি শোনো। তাহার চঞ্চল নয়নের সীমাই সেই পথ। সেই পথে সে আমার প্রাণ আনিয়া হৃদয়রূপ ধন অপহরণ করিল।

আরো এক আশ্চর্য কথা শোনো। যখন দিনের এক প্রহরেই বালুকা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, যখন অতিশয় কোমল চরণে যাইতে তাহার ক্লেশ হইতে লাগিল, যখন তাহার পদযুগলের সৌন্দর্যে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তখন আমার সজল পথের ন্যায় নয়নযুগলকে শীতল ও কোমল দেখিয়া সে নিজগুণে নিজের পাদুকা করিয়া লইল। (রাধামোহন ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছেন—অন্য বস্তু আমার নয়নের সম্মুখে থাকিলেও তাহা দেখিতে পাই নাই, কেবলমাত্র তাহার পদযুগলই দেখিয়াছি।)

এইভাবে আমার প্রাণকে ধনশূন্য করিয়া অর্থাৎ হৃদয় ও নয়ন দুইই চুরি করিয়া—"রাজদ্বারে এই ব্যক্তি হয়তো চৌর্যের কথা তুলিয়া ফুৎকার করিবে" এই ভাবিয়া নিজ সখা পাপী মদনের সাহায্যে সে এখন আমার দেহ দাহন করিতেছে। অথবা মদনই পাপাগ্নি বস্তুকাষ্ঠ, তাহার দ্বারা (এস্থলে মদনকে অগ্নির সহিত রূপায়িত করা হইয়াছে—সুতরাং রূপকালঙ্কার ব্যঞ্জিত হইয়াছে) আমাকে পুড়াইতেছে—মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, গোবিন্দদাসরূপিণী সখীই এস্থলে প্রমাণ—কেননা গোবিন্দদাস, তুমি একথা ভালো করিয়াই জানো।

১০৩

বরাড়ীরাগ:

যাঁহা যাঁহা নিকশই[1] তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমক মতি[2] হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে[3] চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল[4] কমলদল খলই॥
দেখ সখি[5] কো ধনি সহচরী মেলি[6]।
হামারি জীবন সঞে করতহিঁ খেলি[7]॥ ধ্রু॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ্ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই[8] কালিন্দী হিলোল॥

পাঠান্তর—

১ নিকসয়ে—তরু, পী।
২ চমকময়—পী, তরু।
৩ চরণ—ক্ষ, তরু।
৪ যুগল—পী (ভুল পাঠ)।
৫ সজনি—পী, দেখলুঁ—ক্ষ।
৬ মেল—ক-পুঁথি।
৭ খেল—ক-পুঁথি।
৮ উছলল—ক্ষ।

যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন[৯] পরই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল[১০] ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কাণ।
চিহ্নিত[১১] যাই চিহ্নই[১২] নাহি জান[১৩]॥

ক—১২।৩, গী—৫৮৯, কী—১৩৩, সং—২৬।

টীকা—বিদ্যাপতির সুপ্রসিদ্ধ পদ

"যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই" —ইত্যাদি পদের অবলম্বনে লিখিত।

পূর্বগীতে "আমার হৃদয় ও নয়ন হরণ করিয়া পশ্চাৎ দেহকে পুড়াইয়া দিতেছে"—এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ পুনরায় ভাবিলেন—"আহা, যদি শীঘ্র আমার দেহকে ভস্মীভূত করিয়া দিত তবে সর্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতাম। অথচ তাহা না করিয়া সখীদের সঙ্গে দিকে দিকে আবির্ভূত হইয়া আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে জড়তায় মূর্ছিত করিয়া কেবল তাহারই বশীভূত আমার মন ও নয়নের সহিত আমার প্রাণকে হাস্য-প্রসাদ দান করিয়া অর্থাৎ প্রকারান্তরে পীড়ন করিয়া শুধুমাত্র দুঃখই দিতেছে। অতএব এই রমণী পাটচ্চরী (বাটপাড়) নহে; সম্ভবত এই রমণী কুহকিনীগণমিলিতা কোনো প্রতিহারিকা দেবী। ইহা সত্য কিনা তাহা প্রশ্ন করিলেই জানা যাইবে।"

৯ দৃগঞ্চল—ক।
১০ উতপলবন—গী, ক, তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি। উতপললন—ঘ-পুঁথি।
১১ চিনত—ক-পুঁথি।
১২ চিহ্ন—ক-পুঁথি।
১৩ চিনলহি রাই চিনই নাহি জান—ক।
চিনলহ রাই চিনই নাহি জান—তরু।
চীনই রাই চীনই নাহি জান—গী।
অপরার পাঠে—সবত্রই "যাঁহা, যাঁহা" ও "তাঁহা তাঁহা" স্থলে—"যহি যহি" ও "তহি তহি"।

এই ভাবিয়া কৃষ্ণ বলিলেন—"দেহ হইতে যেখানেই সূক্ষ্ম জ্যোতি নির্গত হইতেছে সেখানেই বিদ্যুৎ-ছটার ন্যায় আমার চক্ষু, মন ও অন্তরাত্মাকে চমৎকৃত ও ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। (রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পংক্তি দুইটির তাৎপর্য এই—"অবগুণ্ঠনে আবৃত শ্রীমতীর যে অঙ্গদ্যুতি সূক্ষ্ম বস্ত্রজাল হইতে অতিসূক্ষ্মভাবে নির্গত হইতেছে তাহার অতিশয় চাকচিক্য ত্রাসভাবের সঞ্চার করিতেছে। এস্থলে অঙ্গদ্যুতিকে বিদ্যুতের সঙ্গে বর্ণনা করায় দৃষ্টিস্তম্ভ ও গাত্রকম্প ব্যঞ্জিত হইল। রসামৃত-সিন্ধুতেও আছে—বিদ্যুৎপাত ও হিংস্র পশু-ইত্যাদির গর্জন জনিত হৃদয়-ক্ষোভকে ত্রাস বলে। রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ, ভ্রম ইত্যাদি ইহার কার্য।)

যেখানে যেখানে পরম আনন্দের জনক অতিশয় অরুণবর্ণ চরণদুটির গমনপরিপাটীতে নৃত্যভঙ্গিমা জাগিয়া উঠে অথবা যেখানে যেখানে অতিশয় অরুণবর্ণ চরণদ্বয় প্রথম উপন্যাসের পর দ্বিতীয়বার অগ্রে উপন্যস্ত হয় তখন যেন স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠে। (এস্থলে হর্ষ ব্যঞ্জিত হইয়াছে, ইহার অনুভাব সুখ প্রফুল্লতা।) হে সখি, কে এই ধন্য কুহকিনী রসবতী যে আমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও মোহিত করিয়া নানাভাবের সৃষ্টি করিতেছে এবং সহচরীগণের সহিত মিলিত হইয়া পূর্বোক্ত মরণধর্মাক্রান্ত আমার মন ও চক্ষুর সহিত আমার প্রাণকেও লইয়া কখনো ভয় কখনো আনন্দ জাগাইয়া খেলা করিতেছে—অথচ মারিতেছে না।

যেখানে যেখানে ভ্রূকৌটিল্য করিতেছে সেখানে সেখানে কালিন্দী-জলতরঙ্গ-শ্যামতার বিস্তার ঘটিতেছে। অতএব পূর্বোক্ত নয়ন-মনের সহিত আমার জীবনকেও নিমজ্জিত করিতেছে (এস্থলে আবেগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। রসামৃতসিন্ধুতে আছে এই আবেগ চিত্তের সম্ভ্রম ও ইহা অষ্টবিধ। এস্থলে প্রিয়োৎপুলক ব্যঞ্জিত হইয়াছে।)

যেখানে যেখানে তরল নয়নের কটাক্ষ পড়িতেছে সেখানে সেখানে নীলোৎপলবনের বিস্তার ঘটিতেছে অর্থাৎ সেই নীলোৎপল—যাহা পঞ্চশরের একটি শর মাত্র—তাহা বহুলীকৃত হইয়া নয়ন-মন-সমেত আমার প্রাণকে চিন্তায় অচৈতন্যরূপ নিদ্রায় বিবশ করিয়াছে (অথবা মোহগ্রস্ত

করিয়াছে। এস্থলে অনুভাব—জাড্য অথবা নিশ্চেষ্টা। রসামৃতসিন্ধুতে নিদ্রার লক্ষণ আছে যে চিন্তা, আলস্য, নিসর্গক্লম ইত্যাদি জনিত অচেতন দেহাবস্থাকে নিদ্রা বলে। ইহার অনুভাব—অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জাড্য, শ্বাস ও চক্ষুমুদ্রনাদি।)

যেখানে যেখানে মাধুর্যমিশ্রিত হাস্য সেখানে সেখানে শুভ্র ও সুরভি কুন্দকুসুম বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। যদি বল ইহা আর এমন কি একটা গুণের কথা হইল—কুন্দকুসুমের সেরূপ সৌরভাদি গুণ নাই—তাই আবার বলিতেছি শোনো। তাহার হাস্য এরূপ অতিশয় শুভ্র ও নির্মল যে তাহা কুমুদ কুসুমকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। (অমরকোষে আছে—শাদা হইলে কুমুদ ও কৈরব নামে আখ্যাত হয়)। এরূপ সুন্দর, সুরভি ও শুভ্র হাস্যাদি "পাটক্ষরে (বাটপাড়) সম্ভব হইতে পারে না অতএব এই রমণী নিশ্চয়ই অন্য কেহ হইবে। (এস্থলে বিতর্ক বোদ্ধব্য। ইহার অনুভাব ভ্রূক্ষেপ। রসামৃতসিন্ধুতেও আছে—বিমর্ষ বা সংশয়াদি হইতে বিতর্ক বা উহ উপস্থিত হয়। ইহার অনুভাব—ভ্রূক্ষেপণ, শির ও অঙ্গুলি সঞ্চালন ইত্যাদি।)

গীতকর্তা গোবিন্দদাস উত্তর দিতেছেন—শ্রীরাধা ত্রিভুবনে অসমোর্দ্ধ রূপ, গুণ, সৌন্দর্য, লাবণ্য, আভিরূপ্য ইত্যাদির দ্বারা চিহ্নিতা ও বিখ্যাতা। কিন্তু তুমি তাহার রূপাদি দর্শন করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছ যে তাহাকে চিনিতে পারিতেছ না। (এই রাধা তোমারই জন্য চিহ্নিত অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রিয়া—পদকর্তার উক্তি হইতে এরূপ গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনাও পাওয়া যাইতেছে।)

রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন—পূর্বদর্শনজনিত অতিশয় আবেশ উপস্থিত হইলে তিনি রাধাকে দিকে দিকে স্ফুরিত হইতে দেখিতেছেন। কৃষ্ণ তাঁহার অর্ধবাহ্য দশায় প্রত্যঙ্গের আভিরূপ্য বর্ণনা করিয়া "এ সখি কো ধনি সহচরি মেলি" ইত্যাদি ধ্রুবপদে "হামারি জীবন সঙ্গে করতহি খেলি" বলিয়া আপন হৃদয়গত দুঃখ ব্যক্ত করিতেছেন। ("দেখ সখি কো ধনি" এইরূপ পাঠেও পূর্বানুভূতকে অর্থাৎ রাধাকে যেমন দেখিয়াছেন তেমনটি স্মরণ করিয়া নিজ দুঃখ সখীকে জানাইতেছেন।) সহচরীগণের সঙ্গে মিলিয়া আমারই প্রাণ লইয়া, খেলা করিতেছে অর্থাৎ আমাকে দুঃখ দিতেছে। "দেখ"—এই ধ্রুবপদগত পদের অর্থ ইহা নহে যে "এ কে, তাহাকে দেখ"। "দেখ—আমার জীবন লইয়া কিরূপ খেলিতেছে" —এই বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলেও ইহার অন্তর্গত ভাবটি পরিপুষ্ট হয়না। পরস্পর সাক্ষাৎ দর্শন ঘটিলে প্রেমবৈচিত্ত্য ও মান না হওয়া পর্যন্ত পূর্বরাগের পদে নিজের দুঃখময় বর্ণনা কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এইজন্য ইহা বাচ্যার্থে ব্যাখ্যাত হইবে না। পূর্বাচার্য বিদ্যাপতিঠাকুরের "যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই" এই বক্ষ্যমাণ পদটিতেও সাক্ষাৎ উক্তি অর্থাৎ বাচ্যার্থের প্রাধান্য ধরা হইবে না।

প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতি অঙ্গের আভিরূপ্য বর্ণনা। উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার লক্ষণ আছে যে যখন স্বকীয় গুণের উৎকর্ষবশত নিকটস্থিত বস্তুর সহিত সারূপ্য বর্ণিত হয় তখন প্রাজ্ঞজন তাহাকে আভিরূপ্য বলিয়া উল্লেখ করেন।

১০৪

পূর্বরাগঃ।

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি[১] সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরিতরঙ্গ॥
কি হেরলুঁ[২] অপুরব[৩] গোরি।
পৈঠল হিয় মাহা মোরি॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

১ তাঁহা তাঁহা—গী, তাঁহি (সরোরুহ) -সং। তাহি তাহি—ক-পুঁথি।

২ হেরিনু—কী, হেরলোঁ—সং, হেরিলোঁ—বহু।

৩ অপুরূপ—গী, কী, সং ; অপরূপ—ক-পুঁথি।

যাঁহা যাঁহা নয়ন[৪] বিকাশ।
তাঁহি[৫] কমল পরকাশ॥
যাঁহা লহু[৬] হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিয়া বিকার[৭]॥
যাঁহা যাঁহা[৮] কুটিল কটাখ।
তাঁহি[৯] মদনশর লাখ॥
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর[১০]॥
পুন কিএ দরশন পাব।
তব মোহে[১১] ইহ দুখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥

সং—২৭, গী—৩৮, কী—১৩৩।

কৃষ্ণসখীরূপে শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ যখন প্রত্যুত্তর করিলেন "চিহ্নিত যাই চিহ্নই নাহি জান" তখন নিজের অপেক্ষাও অধিক স্নেহযুক্ত সখীরূপ শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর আসিয়া পড়িলেন। তিনি "যাঁহা যাঁহা নিকসই" ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য শুনেন নাই। সুতরাং সেই অবশ্রুত পূর্বগীতির ভাবটি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলতার সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যযুক্ত নিজ দশামিলিত বাক্যান্তর দ্বারা "যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই" ইত্যাদি পদে বলিতেছেন।

রাধামোহন বলিতেছেন যে এই গীতের ব্যাখ্যা পূর্ববৎ করিতে হইবে। বিদ্যাপতি কতকগুলি বিশেষ্যপদ ব্যবহারের তাৎপর্য বিশেষণের মধ্য দিয়া করেন নাই। তাই বিশেষণের গম্যমান অর্থ লিখিত হইতেছে। চরণকমল আরক্ত বলিয়া "সরোরুহ" শব্দটি রক্তকমল বা রক্তগর্ভকমল বলিয়া ধরিতে হইবে। "অপুরব" শব্দের দ্বারা "পূর্বে অদৃষ্ট" এই অর্থ এবং "পৈঠল হিয়া মাহা মোরি" এই বাক্যের অর্থ ধরিতে হইবে—বলাৎকার বা জোর করিয়া সে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। "যাঁহা যাঁহা নয়ন··· কমল পরকাশ"—এস্থলেও অসিত কমল অর্থাৎ নীলপদ্ম বুঝিতে হইবে। কারণ নায়িকার চক্ষু দুইটি প্রায়ই কবিগণ সুনীল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। "যাঁহা লহু হাস সঞ্চার" হইতে আরম্ভ করিয়া "মদনশর লাখ" পর্যন্ত পংক্তিগুলির তাৎপর্য বিষামৃতের ন্যায় রাধার হাসি ও কটাক্ষের সুখদুঃখদত্বকে প্রকাশ করিতেছে। "অব তিন ভুবন অগোর"—ইহার অর্থ—এখন সর্বত্রই তাহার রূপ দেখিতেছি। পূর্বগীতেও পূর্বাচার্য শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের বর্ণনাভিপ্রায় অনুসারে শ্রীমতীর পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই পদ—ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "পুন কিএ দরশন পাব"—এই পংক্তিতে স্পষ্টতই পরোক্ষ উক্তি বুঝা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া বিদ্যাপতি-রূপ সখী প্রত্যুত্তর করিতেছে—আমি তাহাকে চিনি, কিন্তু তোমার গুণ দেখিয়াই তাহাকে আনিয়া তোমার সঙ্গে মিলাইয়া দিব।

১০৫

তিরোতিয়া-ধানসীরাগঃ।

অপুরব পেখলু রামা[১]।
কনকলতা-অবলম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা॥ ধ্রু॥

---

৪ বয়ান—সং; বয়নবিলাস—কী।
৫ তাঁহা তাঁহা—গী, সং। তাঁহি তাঁহি—ক-পুঁথি।
৬ যাঁহা যাঁহা—কী।
৭ বিস্তার—ক-পুঁথি।
বিকাশ—খ পুঁথির এই পাঠে মিলের অসঙ্গতি।
৮ যাহা—ক-পুঁথি।
৯ তাঁহা—খ-পুঁথি।
১০ আগোর—গী।
১১ মন্থু—সং। মোর—ক পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ অপরূপ পেখলু রামা—কী, ক-পুঁথি।
অপরূপ পেখলুঁ রামা—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

নয়ন নলিনী দৌ অঞ্জনে রঞ্জই[2]
ভাঙ বিভঙ্গিবিলাসা[3]।
চকিত চকোর জোর[4] বিধি বান্ধল
কেবল কাজর-পাশা[5]।
গিরিবর-গরুয়া[6]-পয়োধর-পরশিত[7]
গীম গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনীধারা।
পয়সি[8] পয়াগে যাগ শত যাগই
সোই পাএ[9] বহুভাগি।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক[10]
গোপীজন অনুরাগী[11]॥

কী—১১৫, তরু—৫৯।

সখীরূপী বিদ্যাপতির আশ্বাস-বচন শুনিয়া ধৈর্যাদি অবলম্বন করিয়া পুনরায় তাহার দর্শনোৎকণ্ঠায় অন্য কার্যছলে সর্বত্র ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কোনো দিন কোনো এক প্রকারে রাধাকে দেখিয়া অনুরাগবশত পূর্বানুভূতাকেও অদৃষ্টপূর্বা মনে করিয়া কাহাকেও সম্বোধন না করিয়া "অপুরব পেখলুঁ রামা" বলিয়া স্বয়ং বিলাপ করিতে লাগিলেন। পূর্বোক্ত পদাংশের অর্থ—পূর্বে অদৃষ্টা মনোরমার দেখা এইমাত্র হইল। "অপুরব" ইহার সংস্কৃত শব্দ "অপূর্ব"— ন পূর্ব ইতি অপূর্ব—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পূর্বদৃষ্টা রমণীকে অদৃষ্টপূর্বা বলিয়া উল্লেখ করায় অনুরাগ-রূপ প্রেমবিপাককে বুঝাইয়া দিতেছে। অনুরাগের লক্ষণও উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে যে সর্বদা অনুভূত প্রিয়কেও যাহা প্রতিক্ষণে নব নব রূপে অনুভব করায়—নব নব রাগরঞ্জন বিস্তার করিয়া—তাহাকে অনুরাগ বলে। ইহার তাৎপর্য এই যে সর্বদা অনুভূত প্রিয়কেও নব নব রূপে অনুভূত করায়—এই অর্থে "সদানুভূতমপি"—এই শব্দে "অপি"—শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে একবার অনুভূত হইয়া অননুভূতের ন্যায় বোধ হওয়াতে এই অনুরাগ অতিশয় রসপুষ্টির কারণ হইয়া থাকে। "কনকলতা"—এই শব্দের দ্বারা শ্রীরাধার অঙ্গের তত্ত্ব এবং প্রকরণ-বলে বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তির কথা বলা হইল। "হরিণহীন হিমধামা" এই শব্দের দ্বারা নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রাদিপদ উক্ত হওয়ায় মুখরূপ চন্দ্র কর্তৃক মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অতিশয় শীতলকরণ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

"গিরিবরগরুয়া" ইত্যাদি পংক্তিতে কামদেব অভিষেককর্তা, কণ্ঠ কম্বুতুল্য এবং পয়োধর কনকশম্ভু ও গিরিবরের সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে। রাধামোহন বলিতেছেন যে পূর্বাপর বয়ঃসন্ধি বর্ণিত হওয়ায় গিরিবরের সহিত তুলনা উচ্চতাংশে নহে শোভাংশে—ইহাই ধরিতে হইবে। (এইভাবে কনকশম্ভুর সহিত বর্ণনা ও সৌন্দর্য গরিমাংশে তুলনীয় বলিয়া ধরিতে হইবে।) "পয়সি পয়াগে" ইত্যাদি পংক্তিতে শ্রীরাধার বহুভাগ্যলভ্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

নয়ন নলিনী দৌ ইত্যাদি—নয়ন নলিনী বা নীলকমলতুল্য—বর্ণ ও আকার উভয় দিক দিয়া। ভ্রূর নানা বিভঙ্গ চঞ্চল চকোরের সহিত তুলনীয়। চন্দ্রের সহিত মুখের তুলনা এস্থলে আক্ষিপ্ত। পর্যাপ্ত জোৎস্না পান করিয়া চকোর চলিয়া যাইতেছে না কেন—তাহার কারণ নয়নের কজ্জল-রজ্জু দিয়া সে আবদ্ধ। বঙ্কিম ভ্রূ ও দীর্ঘ কজ্জল রেখা শ্রবণ পার্শ্বে একটি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে ইহাই কবিবিবক্ষা।

২ রঞ্জল—তরু, কী।
৩ ভাঙ্ বিভঙ্গিবিলাস—তরু।
ভাঙকি ভঙ্গিবিলাসা—কী।
৪ জোরে—তরু।
৫ পাশ—তরু।
৬ গরুয়া—ক-পুঁথি।
৭ পরশত—তরু, পরশক—কী।
৮ "পয়সি"—ক-পুঁথির এই পাঠ প্রমাদক।
৯ সো পাওয়ে—তরু। সোই পাবযি—ক-পুঁথি।
১০ কো কুলনায়ক—তরু।
১১ গোপীজন অনু নারী—ক-পুঁথি।

১০৬

তিরোতিয়া-ধানসীরাগঃ।

পেখলু^১ অপুরব^১ রামা।
কুটিল কটাখ^২ লাখ শর বরিখণে
মন বান্ধল বিহু দামা॥ ধ্রু॥[৩]
পহিল রাগ ধনি মুনি মনোমোহিনী
গজবর জিনি গতি [৪] মন্দা।
কনকলতা তনু বদন ভান[৫] জনু
উয়ল পুনমিক চন্দা॥
কাঁচা কাঞ্চন গাঁচ ভরি দৌ কুচ
চুচুক মরকত শোভা।
কমল কোড়ে[৬] জনু মধুকর শুতল
তাঁহি রহল মনোলোভা॥
বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল
রাধা রসময়[৭] ছন্দা।
গোবিন্দ দাস কহ কৈছন হেরল
যো হেরি লাগয়ে[৮] ধন্দা॥

কী—১১৯।

বিদ্যাপতির কোনো পদ দেখিয়া গোবিন্দদাস এই পদরচনা করিয়াছেন—ইহা তিনি ভনিতাতেই স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রচলিত পদের মধ্যে ইহার দুই একটি উপমা দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্বপদে রাধার অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা বলা হইয়াছে। ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ—ইহা প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—শ্রীরাধা লাখ লাখ বঙ্কিম কটাক্ষ-বৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে পিঞ্জর সৃষ্টি করিলেন তাহাতেই তাঁহার অতি চঞ্চল মনোরূপ বিহঙ্গ ধরা পড়িল—এজন্য রজ্জুর প্রয়োজন হইল না। রাধার প্রথম বয়সে অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিতেই বৈদগ্ধ্য অতুলনীয়, কেন না তাহার ধীর মন্দ গতিই বুঝাইয়া দিতেছে তাহার চিত্তের অতিশয় ধৈর্য ও গাম্ভীর্য। তাহার রূপ ও গুণ যে স্থলে মুনিদেরও মন মোহিত করিতেছে সেস্থলে কৃষ্ণের নিজের কথা আর কি বলিবার আছে। সেই রূপবতীর দেহযষ্টি কনকলতার ন্যায় নাতিপুষ্ট অর্থাৎ তনু ও সুকুমার। "বদন ভান যনু" ইত্যাদি পংক্তির অর্থ—বদনের দীপ্তি এরূপ যেন পূর্ণিমায় অনেক পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। রাধামোহন বলিতেছেন "চন্দা" শব্দটি ব্যবহারের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে এস্থলে বহুবচন কবিবিবক্ষিত।

"সিন্দুর ভানু যনু তড়িতলতা তনু
উজরি পুনমিক চন্দা"

—এইরূপ একটি পাঠান্তর আছে। সেস্থলে অর্থ হইবে সিন্দুরবিন্দু রক্তিম সূর্য তুল্য, তনুদেহ বিদ্যুল্লতার সহিত তুলনীয় (যেহেতু বিদ্যুৎ মেঘ ছাড়া থাকে না অতএব বাচ্যার্থের পোষক রূপে মেঘ ব্যঞ্জিত হইল। এই মেঘ লম্বিত কেশ অর্থাৎ এলায়িত কুন্তলের উপমা।) তনুদেহ যদিও তড়িল্লতার সহিত তুলনীয় হইয়াছে তবু তাহাতে মুখ ও পদনখ-(উপলক্ষণে হস্তাঙ্গুলির নখও ধরিতে হইবে) রূপ চন্দ্রসমূহ উদিত হইয়াছে। বিদ্যুত স্বভাবতই অত্যুজ্জ্বল—তাহাতে চন্দ্রসমূহ উদিত হওয়ায় আরো উজ্জ্বল হইয়াছে—লৌকিকে ইহা লক্ষিত হয় না—তাই এস্থলে অদ্ভুতোপমা লক্ষিত হইতেছে।

"বদন ভান যনু কনকলতা তনু
উয়ল পুনমিক চন্দা।"

—এইরূপ আর একটি পাঠান্তর আছে। কিন্তু "বদন ভান যনু"-র সহিত "উয়ল পুনমিক চন্দা"—অংশের ব্যবধান থাকায় ('কনকলতা তনু' অংশের দ্বারা) অন্বয় ব্যবহিত

পাঠান্তর—

১ অপরূপ—খ-পুঁথি।
২ কটাখন—ক-পুঁথি।
কটাক্ষ—খ-পুঁথি।
৩ ধ্রুবপদচিহ্ন খ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৪ গজবর গতি জিনি—ক-পুঁথি।
৫ ভানু—ক-পুঁথি, খ-পুঁথির এই পাঠ লিপিকরপ্রমাদজ বলিয়া মনে হয়।
৬ কোর—কী, খ-পুঁথি।
৭ রূপময়—ক-পুঁথি।
৮ লাগল—কী, খ-পুঁথি।

হইয়া পড়িতেছে। রাধামোহন ঠাকুর তাই এই পাঠটিকে লিপিকরপ্রমাদজ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাঁচা কাঞ্চন (এস্থলে পাকা সোনা নহে) যাহা দেবভোগ্য জাম্বুনদ-পঙ্ক অর্থাৎ তরলিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ তাহাই বিশিষ্ট ছাঁচে ঢালিয়া অতিসৌষ্ঠবশালী পয়োধর নির্মিত হইয়াছে। তাহাদের অগ্রভাগের শোভা মরকতের ন্যায় শ্যামল। রাধামোহন বলিতেছেন যে শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধিতে বাল্যের কিছু অংশ থাকায় মনের চাঞ্চল্যবশত অন্যমনস্কতায় বস্ত্রাদি বিবর্তনকালে অথবা বাতাসে বসন উড়িয়া সরিয়া যাওয়াতে বক্ষঃসৌন্দর্য দর্শন সম্ভব হইয়াছিল। অনন্তর লতান্তরস্থিতা সখা তাঁহার কথা শুনিয়া নিকটে আসিয়া পরিহাস করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন—বিদ্যাপতি যাহার নাম তাহার উপদেশক্রমে আমি প্রশ্ন করিতেছি—তোমার কি মনোরূপ পতঙ্গের বশকারক ফাঁদ হইতেছে রসময়ী রাধা যাহাকে দেখিয়া তুমি ধাঁধায় পড়িয়াছ অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা আক্রান্ত উন্মাদের ন্যায় শুদ্ধ হইয়াছ?

প্রকৃত কথা এই যে বিদ্যাপতিকৃত তিনটি চরণ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আর একটি চরণ পূর্ণ করিয়া পদটি সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। তাই পদকর্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে বিদ্যাপতি ঠাকুর কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াই যেন তিনি কৃষ্ণের কথার এই প্রত্যুত্তর দিতেছেন। (অন্য সকল অর্থ পূর্বের ন্যায়।)

১০৭

কামোদরাগঃ।

রতন-মঞ্জরী ধনি লাবণি-সায়র
অধরহিঁ বান্ধুলি-রঙ্গ।
দশন-কাঁতি[১] কত দামিনী ঝলকই[২]
হসইতে অমিঞা-তরঙ্গ॥
সখি হে[৩] যাইতে পেখনুঁ রাই।
মোরে[৪] হেরি সুন্দরি তরমহি চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই॥ ধ্রু॥
পদ দুই চারি চলয়ে[৫] ধব নাগরি[৬]
বহই[৭] নিমিখ শর জোরি।
বিষম বিশিখ শর অন্তর জর জর[৮]
সরবশ লেহল[৯] মোরি॥
মঝু মন গুণ যশ[১০] ধৃতি[১১] মতি ধাধস
লেই চলল বর বালা[১২]।
গোবিন্দদাস কহ[১৩] বুঝই[১৪] না পারিয়ে[১৫]
জপতহি[১৬] তুয়া গুণমালা॥

কী—১২৫, তরু—১৯৯।

পুনরায় অতিশয় ঔৎসুক্যবশত শ্রীকৃষ্ণ "রতনমঞ্জরী ধনি" ইত্যাদি বলিয়া কিরূপ দর্শন হইল তাহাই বলিতেছেন। ধন্য সেই রত্নের মঞ্জরী, লাবণ্যের সমুদ্র—তাহার প্রতি অঙ্গের সৌন্দর্য দেখিয়া কৃষ্ণমন বিকল। যেমন সমুদ্রে মগ্ন হইলে লোকে বিকল হইয়া পড়ে—তেমনি কৃষ্ণও রাধার লাবণ্যসাগরে ডুবিয়া বিকল হইয়াছেন। দশনকান্তিতে কত প্রকারে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে—তাহা দেখিয়া কৃষ্ণচিত্ত ত্রাসে মূর্ছিত হইয়া

পাঠান্তর—

১ দশন কিরণ—কী। দশনক পাতি—ক-পুঁথি।
২ ঝলকত—তরু, কী।
৩ সজনি—তরু।
৪ মুঝে—তরু; মঝু—কী।
৫ চলই—ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ চলই বর নাগরি—তরু।
চলনি ধব নাগরি—কী।
৭ বহলি—কী, তরু।
৮ কুটিল কটাখ কুসুমশর বরিখনে—কী।
৯ লেয়লি—কী, তরু, ক-পুঁথি।
১০ যশোজ্জ্বল—কী।
১১ ধৃতী—তরু।
১২ লেই চললি সব বালা—তরু, কী।
১৩ কহে—ক-পুঁথি।
১৪ বুঝয়ে—ক-পুঁথি।
১৫ গোবিন্দদাস কহই অব মাধব—তরু, কী।
১৬ জপ তুয়—ঘ-পুঁথি।

পড়িতেছে আবার পর মুহূর্তেই হাসির অমৃততরঙ্গ পান করিয়া চেতনালাভ করিতেছে।

কৃষ্ণ বলিতেছেন—হে সখি, পথে তাহাকে যাইতে দেখিলাম। অনন্তর সেই অনির্বচনীয়া সুন্দরী প্রিয় ও অভয়দ আমাকে দেখিয়াও ভ্রমবশত আমাকে ভয়দ মনে করিয়া চঞ্চলা হইয়া চকিত অলঙ্কারে চমৎকৃত হইয়া চলিতে লাগিল। (প্রিয়ের সম্মুখে ভীতির অস্থানেও মহদ্ভয় অনুভূত হইলে যে শোভার সঞ্চার হয় তাহাকে চকিত অলঙ্কার বলে।) এইভাবে দুই চারিপদ গিয়া পুনরায় স্থির হইয়া আমার প্রতি তাহার পঞ্চল কটাক্ষশর সন্ধান করিল। সেই কটাক্ষ শরই বিষমশর কন্দর্পের শরবিশেষ। তাহাতেই আমার হৃদয় জীর্ণ করিয়া সমস্ত ধন হরণ করিয়া লইল। আমার নিজের মন, সত্ত্বাদিগুণ, কীর্তি, ধৈর্য, নিষ্ঠা, সাহস ইত্যাদি সমস্ত ধন লুট করিয়া সেই রমণীরত্ন চলিয়া গেল।

সখীরূপী গীতকর্তা আশ্বাস দিতেছেন—সেও তোমার গুণাবলী জপ করিতেছে—অতএব আশ্বস্ত হও।

১০৮

গান্ধাররাগ-সমতালৌ।

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদনসঞ্চার[১]।
সরবশ লেই পালটী পুন বাঁধল[২]
রঙ্গিণি রঙ্গনেহার[৩]॥
সজনি কো দেই দারুণ বাধা[৪]।
নয়নক সাধ আধ নাহি পুরল
পালটী না হেরনুঁ রাধা। ধ্রু॥

ঘন ঘন আঁচর[৫] কুচগিরি ঝাঁপর[৬]
হাসি হাসি তাহি পুন হেরি।[৭]
মঝু মঝু মন হরি[৮] কনয়া কুম্ভ ভরি
মুহরি রাখলি[৯] কত বেরি॥
ধব মন বান্ধল ইন্দ্রিয়[১০] ফাঁফর[১১]
তাহে[১২] মিলল আন আন।
কাঠক পুতলি[১৩] তাহে মন মুরছিত[১৪]
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সং—২৩, গী—৩৮৪, কী—১২০,
তরু—২০০।

পূর্বগীতের শেষে সখীরূপী পদকর্তার মুখে কৃষ্ণও যখন শুনিলেন যে রাধা কৃষ্ণের গুণমালা জপ করিতেছে—তখন তিনি বলিলেন—তুমি যে বলিতেছ রাধা আমার প্রতি অনুরক্ত তাহা আমি বুঝিলাম না। বরঞ্চ তাহার অতিনির্দয় রাজার ন্যায় ব্যবহারে আমার যেরূপ চিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়াছে তাহার কথা শোনো। কাঞ্চনকমল পবনবেগে যেমন উলটাইয়া পড়ে তাহাতে কমলের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো কথা ওঠে না সেইরূপ শ্রীরাধাও কার্যান্তরবশে আমার দিকে মুখ ঘুরাইয়াছিল—ইহাতে তাহার অনুরাগ বা অনুরাগের অভাব কিছুই ব্যক্ত হয় নাই। (প্রকৃত তথ্য এই যে পথে কৃষ্ণকে একবার দর্শন করিয়া রাধার সাধ মিটে নাই তাই স্বর্ণকমলের ন্যায় সুন্দর গৌর মুখখানি ফিরাইয়া কৃষ্ণকে আবার দর্শন

পাঠান্তর—

১ সঞ্চারি—তরু, প্রচার—সং।
২ বাঁধই—সং, বিহুলি—তরু।
বিঁধই—ক-পুঁথি।
৩ রঙ্গনেহার—সং, রঙ্গনেহারি—তরু।
৪ হরি হরি কো দিল দারুণ বাধা—সং।
৫ আঁচরে—সং।
৬ ঝাঁপই—সং।
৭ হাসিতে হাস মুখ ফেরি—সং।
৮ হেরি—ক-পুঁথি।
৯ রাখই—সং। রাখত—ক-পুঁথি।
১০ ইন্দ্রিয়গণ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১১ মঝু মনবারণ ইন্দ্রিয়গণ ফাঁপের—সং।
১২ তাহি—সং।
১৩ মুরতি—সং।
১৪ তাহি মন মুরছই—সং।
তাহে মন মুরছাই—খ-পুঁথি।

করিল। এস্থলে হৃদয়াবেগ বা অনুরাগই পবনের সহিত তুলনীয়।) সে আমার ধৈর্য, মতি ইত্যাদি ধন অপহরণ করিয়াছে—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহা লইয়াও পুনরায় সে বঙ্কময় কটাক্ষপাত করিয়া আমাকে বিঁধিল। আহা, সে যে এরূপ কঠিনহৃদয়া তবু তাহার রূপ ও মাধুর্যের আকর্ষণ অনিবার্য (তাই একবার দেখিয়া নয়নের সাধ অর্ধেকও পূরণ হইল না, ফিরিয়া আর একবার দেখিলাম না।) কে এই দারুণ অন্তরায় সৃষ্টি করিল।

মেঘের ন্যায় নিবিড় (নীল) তাহার অঞ্চলাগ্রভাগ গিরির ন্যায় শোভমান পয়োধরের কঞ্চুলিকা (নীল মেঘে যেমন পর্বত আচ্ছাদিত থাকে, নীল অঞ্চলে তেমনি তাহার বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত)। হাসিয়া হাসিয়া বারবার সে আবার তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে যেন আমার মন কাটিয়া স্বর্ণকুম্ভে নিক্ষেপ করিয়া বার বার শীলমোহর দিয়া রক্ষা করিতেছে।

সর্বেন্দ্রিয়প্রধান মন আবদ্ধ হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও সেই স্থলেই আবদ্ধ হইল। তাহা, তাহার পরম আকর্ষণ-শক্তি আমার ন্যায় চেতন ব্যক্তিকে কেন, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অচেতন বস্তুরও মন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো তাহাকেও মূর্ছিত করিবে (অথবা আমার মতন চেতন ব্যক্তিকেও মনের জড়িমাদশা আনিয়া কাষ্ঠপুত্তলের ন্যায় অচেতন বস্তুতে পরিণত করিবে।)

হে গোবিন্দদাস, তাহার অত্যাশ্চর্য অনিবার্য আকর্ষণ-শক্তি কি তুমি জান না, খুব ভালো করিয়াই জানো।

১০৭

ধানশীরাগঃ।

নিরমল বদন কমলবর-মাধুরী
হেরইতে ভৈগেলুঁ[1] ভোর।
অলখিতে রঙ্গিনী- ভাউ-ভুজঙ্গিনী
মরমহি দংশল মোর॥

সজনি[2] ঘর ধরি পেখলুঁ[3] রাই।
মদনমহোদধি- নিমগন মঝু মন
আকুল কূল নাহি পাই॥ ধ্রু॥
বঙ্কিম হাসি[4] বিলোকন চঞ্চল[5]
মঝু পরি[6] যো দিঠি দেল।
কিয়ে[7] অনুরাগিণী কিয়ে[8] বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরমক বেদন মরমহি জানত[9]
সদয় হৃদয় তাঁহা[10] চাই।
গোবিন্দদাস পহুঁ[11] নিতি নব[12] কৌতুক
লাগয়ে[13] রসবতী রাই॥

ক—১৬১৩, সং—৩১, দী—
৩৭৭, কী—১২০, তরু—১৯২।

পুনরায় পূর্বকথা বলা হইতেছে। "ঘর ধরি পেখলু রাই"—অর্থাৎ যেদিন হইতে রাধাকে দেখিয়াছি—ইহাই ধ্রুবপদ। যদি বলা হয়—কৃষ্ণ, তুমি তো রাধার পূর্বাপর-কৃত অভিযোগ নিজেই দেখিয়াছ—একথা তুমি নিজেই বলিয়াছ। তবে কেন তুমি এত আকুল হইয়াছ?

কৃষ্ণ তাই বলিতেছেন—রাধার নির্মল বদনকমলের মাধুর্য অতিশয় মাদক। তাহার সেই সৌন্দর্যমধু নয়নের

পাঠান্তর—

১ ভৈগেল—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

২ শুন সজনি—ক।

৩ পেখলু—ক।

৪ বঙ্কিম হাস—ক-পুঁথি, তরু। বঙ্কিম হাসি—ক, ক-পুঁথি।

৫ বিলোকন অঞ্চলে—ক, কী, তরু।
বিলোকন অঞ্চল—ক-পুঁথি।

৬ বিলোচন—ঘ-পুঁথি।

৭ কি এ—ঘ-পুঁথি।

৮ কি এ—ঘ-পুঁথি।

৯ জানয়ে—কী, ঙ-পুঁথি। মঝু পর চঞ্চল—ঘ-পুঁথি।

১০ তঁহি—কী, তরু, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

১১ কহ—কী। পঁহুক—ঘ-পুঁথি।

১২ ঙ-পুঁথিতে নাই।

১৩ লাগই—কী। লাগল—ক, তরু, ঘ-পুঁথি।
মনে লাগল—ক-পুঁথি।

পানপাত্রে সামান্য পরিমাণ পান করিয়াই মত্তের ন্যায় বিচিত্ততাপ্রাপ্ত হইয়াছি। উপরন্ত তাহার ভ্রূভুজঙ্গের দংশন-গরলে জর্জরিত হইয়া আমি অতিশয় বিবেচনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং তাহার হাস্য ও অপাঙ্গভঙ্গি কিরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল অর্থাৎ সে কি অনুরাগিনী অথবা বিরাগিনী, তাহা জানিতে পারি নাই। তাই আমার মর্মব্যথা আর কাহারও পক্ষে জানা সম্ভব নহে। আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া রহিয়াছে। যদি না তাহার হৃদয় দয়া করিয়া অধরামৃত দান করে তাহা হইলে এই মর্ম-বেদনা ঘুচিবার নহে। যদি সে শৃঙ্গাররসে উৎসুকা হইয়া প্রেমতৃষ্ণী আমাকে স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলেই আমার দুঃখ দূর হইবে—তাহার দয়ালুতাও প্রকাশিত হইবে।

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া সখীরূপী গীতকর্তা প্রত্যুত্তর করিতেছেন—গোবিন্দদাসের প্রভু কৃষ্ণের অন্তঃকরণে রাধা নিতাই নবীনার ন্যায় দয়াশূন্যা ও শৃঙ্গাররসে অনভিজ্ঞার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধা রসবতী ও দয়াবিশিষ্টা।

এস্থলে শ্রীমতীর মুগ্ধা-নায়িকাত্ব প্রধানভাবে বর্ণনীয়। সুতরাং শ্রীমতীর অভিযোগাদি স্পষ্টরূপে খ্যাত হইলে রসোচিত উল্লাস সম্ভব হয় না। এই হেতু

"রতনমন্দির মাহা বৈঠল সুন্দরী
সখী সঙ্গে রস পরথাই।"—ইত্যাদি

পদ এস্থলে উদাহৃত হইল না।

১১০

ধানসীরাগ-যথাসম্ভবতালৌ।*

যব ধরি পেখলুঁ সো মুখ লাবনি
অপরূব নয়ন[১] সন্ধান।
তব ধরি মনুপর[২] বরিখে কুসুমশর
দিনরজনী নাহি জান।
সখি সব[৩] শুন মোর মরমক বাত।
বিরহক ধূমে ছটফট অন্তর
জীবন[৪] না রহে সোয়াথ। ধ্রু।
সবে যদি সদয়- হৃদয়ে তাহে আনহ
আরতি কহি তছু পাশ।
তব মনু তনু মন জীবন সঙ্গে পুন
কেবল যহু নিজ দাস।
যদুনন্দন কহ অব দুখ বিরমহ
সব সখী হোই একু[৫] ঠাম।
চলিতহিঁ ঐছনে রাই মানাইয়া
পুরায়ব তুয়া নিজ কাম।

রাধা রসবতী পূর্বপদে সখীরূপী পদকর্তার মুখে একথা শুনিয়া বিদ্যাপতি প্রভৃতি পদকর্তারূপী সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণ মিলনের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন "যব ধরি পেখলুঁ সো মুখ লাবণি" ইত্যাদি।

রাধাকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণ ভাবে বিবশ হইয়াছিলেন। তাই কোন সখী উপস্থিত ছিল বা ছিল না তাহা জানিতে পারেন নাই। এইজন্য পুনরায় পূর্বাপর দশা সংক্ষেপে বলিতেছেন—যেদিন হইতে তাহার মুখলাবণ্য ও অপূর্ব কটাক্ষসন্ধান দেখিয়াছেন সেই দিন হইতে তাঁহাতে কুসুমশর বর্ষিত হইতেছে। তিনি সখীদের মর্মবেদনা বলিতেছেন—বিরহ ধূমে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে—জীবনে সোয়াস্তি নাই। যদি সখীরা দয়ার্দ্র চিত্তে রাধাকে লইয়া আসে তবে রাধার নিকট তিনি নিজ অন্তর মেলিয়া ধরিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার তনু, মন ও জীবন কেবলমাত্র রাধারই দাস হইবে (হইয়া সুখী হইবে)।

পাঠান্তর—

* কামোদরাগ-মল্লনতালৌ—মূল পুঁথি।

১ নয়ান—খ-পুঁথি।

২ "মনু পর" ঙ-পুঁথির এই পাঠ মিলের দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল। অন্য পাঠ "মনু পাঞ্জি"।

৩ "সব" ক-পুঁথিতে নাই।

৪ জীবনে—ক পুঁথি।

৫ এক—ক-পুঁথি।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া রাধার নিকট যাইবার পরামর্শ সখীগণ করিলেন। সখীদের অভিপ্রায় বুঝিয়া গীতকর্তারূপ সখী দৃঢ় আশ্বাস দান করিলেন। সেই আশ্বাসবাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম আনন্দিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন—সখীরাও গমনের উত্তম করিলেন।

ইতি সখী গতাঃ। তদবসরে পুনরুক্তমাহ।

১১১

কল্যাণরাগঃ।

মুরতি দামিনী
মদনকামিনী[১]
বদন যামিনিকান্ত রে।
তছু চিবুকে মৃগমদ-
বিন্দু-ছন্দহি
হামারি হিয়ে রহু লাই রে॥ ধ্রু॥
নাসা-মোতিম
যৈছে তিলফুল
ঝুলত অমিয়াক বিন্দু রে।
দিঠি রঙ্গ[২]-ভঙ্গিম
বহে তরঙ্গিম[৩]
যনু অনঙ্গক সিন্ধু রে[৪]॥
গণ্ডমণ্ডল
দোলত কুণ্ডল
হামারি জিউ তছু সঙ্গ রে[৫]।
শ্যামভামিনী
ভুজগকামিনী
নিন্দি তাণ্ডবিভঙ্গ[৬] রে।
সুন্দর সিন্দুর
বিন্দু কোবহি
উজর[৭] বেণীবিলাস রে।
ভুজগারি-ভ্রাতর
কালভুজগিনী
কীয়ে করত গরাস রে॥
কুটিল অলকক[৮]
মাল ঈষত
চলতি মৃদুগতি বাতরে।
হামারি মরমহি
পরম দারুণ
রহই[৯] কামকবাত রে॥
হাসি থোরহি
বদন মোরই[১০]
চীর-আঁচরে ঝাঁপি রে।
লেল[১১] সরবস
মোর জোরহি
তোরে তনু অব কাঁপি রে॥
সোই সুমধুর
অধরমধু বিনে[১২]
কাহ্নু না ধরে প্রাণ রে।
এ জন জীবন
রহত কৈছন[১৩]
সুবল করহ বিধান রে॥
(ইতি পূর্বরাগবিবেচনম্ – ঙ-পুঁথি)

পাঠান্তর—

১ "মদনকামিনী" শব্দটি ক-পুঁথিতে নাই। দমন-যামিনী—খ-পুঁথির ও ঙ-পুঁথির পাঠ।

২ রঙ্গিম—বহ।

৩ হেরত রঙ্গিম—বহ। "বহে তরঙ্গিম" এই অংশটি ক-পুঁথিতে নাই।

৪ খ-পুঁথিতে এইস্থানে ধ্রুবপদচিহ্ন।

৫ সঙ্গে—ঙ-পুঁথি।

৬ বিভঙ্গি—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৭ উজল—ক-পুঁথি।

৮ অলক—ক-পুঁথি।

৯ রহই—খ-পুঁথি।

১০ মোর হি—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

১১ লেল—বহ, ক-পুঁথি।

১২ বিনি—খ-পুঁথি।

১৩ কৈছনে—ক-পুঁথি।

দৌত্যনিমিত্ত সখীরা চলিয়া গেলে সেখানে সুবল-সখা আসিয়া উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ তাহাকে রাধার রূপের কথা বলিতে লাগিলেন।

রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পদটির শেষে শ্রীকৃষ্ণের দশমী দশা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাধা রূপে অতুলনা। তাঁহার কান্তিছটা বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্টিবিভ্রমকারিণী – বিদ্যুল্লতার ন্যায় তাহার দেহবল্লরী তনু ও উজ্জ্বল। সে যেন স্বয়ং রতি, মুখখানি যেন চন্দ্র। চিবুকে তাহার যে মৃগমদবিন্দু অঙ্কিত হইয়াছে তাহারি ছন্দে কৃষ্ণের হৃদয় ছন্দায়িত হইয়া উঠিয়াছে। নাসিকা তিলফুলের তুলনা, নাসার মুক্তা যেন অমৃতের বিন্দু (তিলফুলমধু)। দৃষ্টি বঙ্কিম ও ভঙ্গিমাময়, রঙ্গভরে যখন তাহার অপাঙ্গভঙ্গি ঘটে তখন যেন অনঙ্গের সিন্ধু তরঙ্গিত হইয়া বহিয়া যায়। তাহার গণ্ডমণ্ডলে কুণ্ডল যখন দোলে তখন কৃষ্ণের হৃদয়ও তাহার সহিত দুলিতে থাকে। সে কৃষ্ণভামিনী (কৃষ্ণের হৃদয়েচ্ছা এস্থলে প্রকট হইয়াছে) এবং কৃষ্ণসর্পিণীকেও নিন্দা করিতেছে তাহার বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গি। উজ্জ্বল তাহার বেণীর বিলাস-বিন্যাস, তাহারই কোলে সিন্দুরচিহ্ন (-বিন্দু-রেখা), ভুজগারি গরুড়ের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই যেন সেই বেণীরূপ কাল-ভুজঙ্গিনী তাহার ভ্রাতা অরুণকে গ্রাস করিতেছে। মন্দ মন্দ বাতাসে তাহার কুঞ্চিত কেশের উপরে বিন্যস্ত ফুলমালা দুলিতেছে (অথবা তাহার ললাটের উপরে মালিকার ন্যায় কুঞ্চিত অলকের বিন্যাস মন্দ মন্দ বাতাসে উড়িয়া পড়িয়া দুলিতেছে—কৃষ্ণের মনে হইতেছে যেন পরম দারুণ অর্থাৎ নিষ্ঠুর কন্দর্পদেব তাঁহার মর্মস্থলে করাত চালাইতেছে (করাতের সহিত তুলনায় কুঞ্চিতালকই মালার ন্যায় দুলিতেছে বুঝা গেল)। সে ঈষৎ হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসনের অঞ্চলে ঢাকিয়া যেন আমারই সর্বস্ব জোর করিয়া লইয়া গেল—তাহাতেই বিভোর হইয়া আমার দেহ যেন কম্পিত হইতেছে (ভয়ে, আনন্দে, সুখে?)। এখন তাহার সুমধুর অধরমধু বিনা কৃষ্ণের প্রাণ-ধারণ সম্ভব নহে। তাই তিনি সুবলকে তাঁহার জীবন রক্ষার উপায় খুঁজিতে বলিতেছেন।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্তদূতী।
তত্র গৌরচন্দ্রো—যথা।

১১২

পাহিড়া রাগ:

কি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর
মুরতি জগমনোহারি।
কি দিয়া কেমন বিধি নিরমিল[১] গোরা তনু
আকুল কুলবতী নারী॥ ধ্রু॥
বিফল[২] উদয় করে গগনে সে[৩] শশধরে
গোরারূপে আলা[৪] তিন লোকে।
তাহে এক অপরূপ যেবা দেখে চান্দমুখ
মনের আন্ধার নাহি থাকে॥
ঢলঢল হেমমণি কিয়ে থির দামিনী[৫]
ঐছন বরণক আভা।
তাহে নাগরালি বেশ ভুলাইল সব দেশ
মদন-মনোহর শোভা॥
যতি-সতী-মতি হত গেল মেনে[৬] কুলব্রত
আইল জগত-চিত-চোর।
রাধামোহনে[৭] কয় গোরা না ভজিলে নয়
এ ঘরকরণে দেহ ডোর॥

টীকা—যতি-সতী-মতি হত…জগতচিতচোর—যতি জ্ঞানমার্গের সাধক, সতী বিবাহিত স্বামীতে লগ্নচিত্তা—কিন্তু তাহারাও গৌরাঙ্গের ভক্তিমার্গের সাধনার এবং

পাঠান্তর—

১ নিরমিলা—বহ। নিরমাণ—ক-পুঁথি।
২ বিফলে—খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ 'সে'—খ-পুঁথিতে নাই।
৪ আল—খ-পুঁথি।
৫ সৌদামিনি—ক-পুঁথি।
৬ মেন—ক-পুঁথি।
৭ হরিকৃষ্ণ দাসে—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি। গোবিন্দদাস—খ-পুঁথি।

তাহাও আবার পরকীয়া রতির (রাধার কৃষ্ণপ্রেম) রসে লোলুপ। সুতরাং এ পর্যন্ত যাহা গতানুগতিক ছিল তাহা ভঙ্গ হইল। এইজন্যই যতি ও সতীর চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। চৈতন্য এই অপূর্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতের চিত্তহরণ করিয়াছেন।

১১৩

ধানশীরাগ-ধ্রুবতালৌ।

নবকাম সুললিত দেহ অনুপম[1]।
ভকতের বশ[2] নিজজন-মনোরম[3]॥
শচীর দুলাল গোরা অলপ বএস।
অতি অপরূপ সখি মনোহরবেশ॥ ধ্রু॥
তাতে অতি সুমধুর বচন-চাতুরী।
অমিঞার সার জিনি তাহার মাধুরী॥
বুঝল না যায় নবভাবের বিলাস।
পদধরি[4] কহে রাধামোহন-দাস[5]॥

টীকা—নবকাম-সুললিত…মনোহর-বেশ—এই দুইটি চরণে (চারিটি পংক্তি) রাধাভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 'নবকাম' অর্থাৎ নবযৌবন ও রূপমাধুর্যের কথা বলা হইয়াছে।

অবশিষ্ট দুইটি চরণে (চারিটি পংক্তিতে) চাতুরী ও অবোধ-নবভাববিলাসের কথায় রতিবামতা ও সখীবশতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

রূপং যথা।
তত্র বিষয়ালম্বনস্য।

পাঠান্তর—
১ অনুপাম—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ রস—ক-পুঁথি।
৩ নিজজনধাম—ক-পুঁথি।
৪ পদে—ক-পুঁথি।
৫ পদ ধরি কহে তহি গোবিন্দদাস—ঘ-পুঁথি।

১১৪

মালশীরাগেণ†।

জয়[1] জয় যুক[2]-ভানুনন্দিনি শ্যামমোহিনি রাধিকে।
খঞ্জনগঞ্জননয়নরঞ্জন[3]-বয়ন-কোটি-ইন্দুনিন্দিকে[4]॥ ধ্রু॥
ভালহি সিন্দুর বিন্দু চন্দন কুটিল কুন্তল মস্তকে[5]।
জিনিঞা ফণিমণি[6] বেণী লম্বিত কবরী-মালতীমালিকে॥
মন্দমৃদুহাস অমিঞা পরকাশ কাম কতশত মোহিতে[7]।
কনয়া দশবাণ[8] জিনিঞা সুবরণ[9] বিচিত্র অম্বর অঙ্গেতে[10]॥
কমলদল জিনি ও পদতল ধনি রতন মঞ্জীর পাদকে[11]।
গোবিন্দদাস তথি মাগয়ে ভকতি নমোনমো দেবি রাধিকে[12]॥
তরু—২৬৬৮, কী—৯৮।

টীকা—রাধা এই পদে বিষয়ালম্বন। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার শ্রীকৃষ্ণমোহন অসমানোর্ধ্ব রূপ বর্ণনা করা হইতেছে।

† -রাগঃ—ঘ-পুঁথি।
পাঠান্তর—
১ জয়তি—তরু।
২ বৃষভানুনন্দিনি—ঘ-পুঁথি।
বৃষভানুকুমারী—তরু।
৩ অঞ্জন—তরু।
৪ বদন কত ইন্দু নিন্দিতে—তরু।
৫ তরুতে নাই। এই স্থলে আছে—"মন্দ আধ হাসি সুধা পরকাশি বিজুরি কত শত ঝলকিতে"।
৬ মণি—তরু।
৭ শোহিতে—তরু।
৮ শতবাণ—তরু।
৯ কান্তিকলেবর—তরু।
১০ কিরণজিত কমলাঙ্গিকে—তরু।
১১ পাদুকে—ঘ-পুঁথি।
১২ এই পাঠ পদরসসারে আছে। কিন্তু পদকল্পতরুর ভণিতাংশ অন্যরূপ। যথা—
রতন মন্দির মাঝে সুন্দরি বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাসগোবিন্দ প্রেম মাগয়ে সেহি চরণ সমাধিয়া॥

"শ্যামমোহিনা"—শব্দের দ্বারা রাধার রূপ দেখিয়া নিশ্চয়ই কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন—ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

"গোবিন্দদাস"-ইত্যাদি ভণিতাংশে পদকর্তারই উক্তি। 'দেবি'—এই সম্বোধন রাধার পরমকান্তিমত্ত প্রকাশ করিবার জন্য।

১১৫

নটরাগ-শেখরতালৌ।

বিদগধশেখর ভুবনমনোহর
অপরূপ সুন্দর শ্যাম।
ব্রজপতিনন্দন নয়ন-আনন্দন
জিতল কত কোটি কাম॥
সজনি কি মোহন নটবরবেশ[১]।
জনমনোরঞ্জন যনু ঘনচন্দন
মূরতি পিরিতিবিশেষ॥ ধ্রু॥
বিশেষহি নিজজন অনুগত অনুক্ষণ
পালক ভকতনিদেশ[২]।
নিরুপম গুণগণ নিরুপম[৩] লাবণি
নিরুপম[৪] কুঞ্চিত কেশ॥
নিরুপম বসন ভূষণ মণি-অভরণ
কি কহব পদনখ শোভা।
রাধামোহন পহুঁ নিতি নব নূতন
নূতন[৫] নারীক লোভা[৬]॥

পাঠান্তর—

১ নটবরঠাম—বহ, মুল-পুঁথি। ক ও খ-পুঁথির পাঠ "নটবরবেশ" গৃহীত হইল।
২ ভুবনপালকনিদেশ—খ-পুঁথি।
পালত ভকতনিদেশ—ক-পুঁথি।
৩ নিরুপাম—ক-পুঁথি।
৪ নিরুপাম—ক-পুঁথি।
৫ এই শব্দটি ক-পুঁথিতে নাই।
৬ এই চরণাংশটি খ-পুঁথিতে আছে—
"ত্রৈছন কামুক আভা।"

টীকা—অনন্তর রাধার নিকটে গিয়া তাহার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত কৃষ্ণকে রাধার যোগ্য বিবেচনা করিয়া পরম আনন্দের সহিত কোনো সখী কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছে "বিদগধশেখর ভুবন মনোহর" ইত্যাদি দ্বারা।

জনমনোরঞ্জন যনু ঘনচন্দন—এস্থলে ঘনচন্দনের বর্ণ বা সৌরভের অংশে কৃষ্ণের সহিত তুলনা দেওয়া হয় নাই। ঘনচন্দন যেরূপ জগজ্জনের মনোরঞ্জক কৃষ্ণও সেইরূপ জগজ্জনের মনোরঞ্জন। রঞ্জন বা আনন্দদায়কত্ব অংশে উভয়ের সাধর্ম্য।

১১৬

নটরাগঃ।

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি যব[১] সুপুরুখ জানি॥ ধ্রু॥
সুজনক প্রেম হেমসমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হ'য়ে মূল॥
টুটইতে না[২] টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছন বাঢ়ত মৃণালক সুত॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সবহু কণ্ঠে নহে[৩] কোইল বাণী॥
সকল সময়ে নহে[৪] ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণহ বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীতি[৫] বুঝহ বিচারি॥

তরু—১০৭, কী—১৬২।

টীকা—ইহার পর কৃষ্ণের নিকট যে আশ্বাস দান করা হইয়াছিল তাহা পালন করিবার জন্য মুগ্ধা নায়িকা

পাঠান্তর—

১ অব—তরু।
২ নাহি—তরু।
৩ নাহি—তরু; নহ—কী, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ নহ—কী।
৫ রীত—কী; রীতি অব—তরু।

শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া সখী সহসা কিছু বলিতে অক্ষম হইয়া পড়িল। তখন সখীরূপী বিদ্যাপতি আসিয়া প্রথমে অস্পষ্টভাবে সামান্যরূপে প্রেমের করণপরিপাটীর কথা বলিয়া রাধার মনোবৃত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিতেছেন—হে পদ্মিনি রাধে! হিতকথা শোনো। যদি প্রেম করাই কর্তব্য মনে কর তবে সুপুরুষ দেখিয়া প্রেম করিবে কেননা সুজনের প্রেম হেমতুল্য হইয়া থাকে। অগ্নিতে যেমন স্বর্ণ দগ্ধ করিলে স্বর্ণ আরো উজ্জল হইয়া ওঠে সেইরূপ সুপুরুষের প্রেম মানরূপ অগ্নিতে কঠিন বাক্যরূপ দণ্ডের আঘাতে আরো উজ্জল হইয়া ওঠে। এই জন্যই সুপুরুষের প্রেমের মূল্যাধিক্য। অনুরূপভাবে মৃণালকে ভগ্ন করিলেও যেমন তাহার দুইটি খণ্ডের মধ্যে তন্তুর বন্ধন ছিন্ন হয়না সেইরূপ নায়িকার দৌজন্যবশত প্রেমভঙ্গে ও সুপুরুষের স্বভাবগুণে প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না।

যদি বল—আমার স্বামীই হইবে সেই সুজন পুরুষ, মুগ্ধা নায়িকা আমার আর অন্যে কি প্রয়োজন, ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত দেখা যাইবে তবে তাহার উত্তর শোনো। সমস্ত গজে গজমোতি থাকে না, সকল কণ্ঠে কোকিলের মধুময় বাণী শোনা যায় না, সকল ঋতু বসন্ত ঋতু নহে এবং সমস্ত পুরুষ ও নারীও গুণবন্ত নহে। তাই বিদ্যাপতিরূপা সখী (দূতী) বলিতেছেন—তুমি বরনারী—শোনো। প্রেমের রীতি বুঝিয়া দেখ—সেকি পুরুষমাত্রে থাকে? তাহা থাকে না। যেখানে তাহার গাঢ়তা সেখানেই প্রেম করণীয়—স্বামী যদি সুপুরুষ না হয় তাহা হইলে সেস্থলে প্রেম কিরূপে সম্ভব?

১১৭

ভূপালীরাগ-সমতালো॥

জীবন চাহি যৌবন বড়[১] রঙ্গ।
তবে যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥ ধ্রু॥
সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ জনি[২] ছাড়[৩]।
দিনে দিনে চান্দকলা যৈছে বাঢ়[৪]॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী[৫] কানু রসকন্দ[৬]।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহু যদি কহসি করিয়ে[৭] অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরিতি হোয়ে[৮] লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
অতে[৯] তাহে অনুরত বরজসমাজ॥
ভণয় বিদ্যাপতি[১০] ইথে নাহি[১১] লাজ।
রূপগুণবতীক[১২] ইহ বড় কাজ॥

তরু—১১০, কী—১৬৩।

সখীর (দূতীর) কথা শুনিয়া রাধা মৌনবতী হইয়া রহিলেন। তাই দূতী নির্ভয় হইয়া কৃষ্ণে প্রেম করা উচিত—এই কথা "জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ" ইত্যাদি পদে বলিতেছে।

নারীগণের জীবন হইতেও যৌবন অধিক সুখদ হইয়া থাকে। সাধারণত বাঁচিয়া থাকাই বড় সুখ—তাহার অপেক্ষা বড় সুখ নাই। কিন্তু রমণীগণ সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না, যৌবনই তাহাদের অতিশয় সুখের কারণ। কিন্তু সেই যৌবনও অতিবিদগ্ধ সুপুরুষের সঙ্গম বিনা অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য সুপুরুষের প্রেম কখনও পরিত্যাগ করিতে নাই কারণ তাহা চন্দ্রকলার ন্যায় দিনদিন বাড়িয়া চলে।

পাঠান্তর—

১ বর—খ-পুঁথি।
২ নাহি—মূল পুঁথি।
৩ ছাড়ি—তরু, খ-পুঁথি; ছোড়ি—কী।
৪ সম বাঢ়ি—তরু। যো হি বাঢ়ি—খ-পুঁথি।
৫ রসবতী—তরু।
৬ রসবন্ত—কী।
৭ করিয়া—মূল পুঁথি। করিয়ে—খ-পুঁথি।
৮ হয়ে—তরু।
৯ আর—তরু, কী; অব—মূল পুঁথি।
১০ বিদ্যাপতি কহে—তরু।
১১ নাহিঁ—খ-পুঁথি।
১২ রূপগুণবতীকা—তরু।

দূতীর এই কথা শুনিয়াও রাধার ক্রোধ হইল না, উপরন্তু মনে মনে যেন সে হাসিতেছে—ইহাই অনুমান করিয়া দূতী ভাবিল—যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে চিন্তার কিছু নাই—নির্ভয়ে নায়করূপে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকাশ্যে বলিল—তুমি যেরূপ নায়িকা-শিরোমণি সেও সেইরূপ নায়কশিরোমণি সুতরাং তোমাদের মিলন অনুরূপ মিলন হইবে। যদি আজ্ঞা কর তবে প্রসঙ্গ উত্থাপন করি (অনুষঙ্গ শব্দের প্রসঙ্গার্থে ব্যবহার "দূরাদপ্যনুষঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে" ইত্যাদি শ্লোকেও পাওয়া যায়)। তাহা ছাড়া গোপন প্রেম অতিশয় সুখদ। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বৈদগ্ধ্যগুণাকর পুরুষও আর নাই। তাই ব্রজের সকল নারী তাহাতেই অনুরক্তচিত্তা। এক্ষেত্রে তোমারই বা দোষ কিসের? তাই বলি লজ্জা করিও না। যদি বল—লজ্জার কথা নহে, ইহা অকার্য তাই অনুচিত, তবে বলি শোনো—রূপ-গুণবতীগণের ইহাই মহৎ কার্য। সুতরাং রূপগুণবতী তুমি, তুমিও ইহাতে ঔৎসুক্যবতী হও।

১১৮

যথারাগঃ।

মুদিতনয়নে[1] হিয়া ভুজযুগ চাপি।
সুতি রহল তঁহি[2] কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি[3] নামহি তোর[4]।
তবহুঁ[5] মিলিয়া[6] আঁখি চাহে মুখ মোর[7]॥
শুন ধনি[8] ইথে নাহি কহি[9] আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু॥
যোই নয়নভঙ্গি না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে এবে[10] লোরতরঙ্গ॥
যোই অধর সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীঘনিশাস॥
বিদ্যাপতি ভণ[11] মিছু[12] নহ ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ তঁহি[13] সাখী[14]॥

গী—৩২৬, তরু—৯৩, কী—১৪৮।

"কুলাঙ্গনাগণের অন্যপুরুষসঙ্গ অত্যন্ত অনুচিত, উপরন্তু মুগ্ধা নায়িকা সেই রাধার আমাতে অনুরাগ আছে কিনা জানিনা, তবুও যে ইহারা রাধাসঙ্গলাভকে বৃহৎ কার্যরূপে বর্ণনা করিতেছে তাহার প্রথম কারণ এই যে আমার তরলতা প্রকাশ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য"—এই ভাবিয়া কৃষ্ণ প্রত্যুত্তরদান বৃথা মনে করিয়া নয়ন মুদিয়া শুইয়া রহিলেন। দূতী বলিতে লাগিল—যাহার নয়নভঙ্গিতে অনঙ্গও মূর্ছিত হয়, সেও তোমার অনুরাগে রোদন করিতেছে। যে অধরের মাধুর্য ত্রিভুবনের চিত্তাকর্ষক সেই অধর আজ তোমার অনুরাগজনিত বিরহনিঃশ্বাসে ম্লান হইয়া গিয়াছে। আমি বিদ্যাপতিরূপী সখী মিথ্যা বলিতেছি না—গোবিন্দদাস (পদকর্তারূপ অন্য এক সখী) তুমিই বল—তাহার অনুরাগ আছে কি নাই! (প্রকৃতপক্ষে এস্থলে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির খণ্ডিত পদটি পূরণ করিয়া দিলেন ইহাই বুঝিতে হইবে।)

পাঠান্তর—

১ নয়নে—কী।
২ হরি—তরু।
৩ কহলহিঁ—বহু।
৪ তোরি—তরু।
৫ তবহিঁ—তরু, বহু, কী, ক-পুঁথি।
৬ মেলিয়া—তরু, কী, ক-পুঁথি।
৭ মোরি—তরু।
৮ ধনিরি—তরু।
৯ "নাহি কহি" স্থলে "নাহিক"—ক-পুঁথি।
১০ শ্রবে—তরু, কী। স্রব—ক-পুঁথি।
১১ কহে—তরু। কহ—ক-পুঁথি।
১২ মিছা—ক-পুঁথি।
১৩ তাহে—তরু। তহিকুত—ক-পুঁথি।
১৪ সাখি—তরু।

১১৯

শ্রীরাগনন্দনতালেৌ† ।

কতয়ে[1] কলাবতী যুবতি সুযুবতি
নিবসতি[2] গোকুল মাহ ।
হরি অব হাসি রভসে পুন কাহুকে
কুটিল নয়নে[4] নাহি চাহ ॥
সুন্দরি অতয়ে কহিয়ে অনুমান ।
শুভখনে স্বামি- বরত তুহু ছোড়লি
নারীবরত নিল কাণ[5] । ধ্রু ॥
তুয়া নিজ নাম- গাম ঘন গাবই[6]
সো একু আখর রঙ্ক ।
শুনইতে রাতি রতন রতিরাতুল
চমকই তুহারি আশঙ্ক[7] ॥
তুয়া গুণগাম নাম ঘন[8] গাবই
অবেকত মুরলীনিশান ।
সহচরীকোড়ে[9] ভোরি তোহে ডাকই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

ক—১৭১৬, গী—৩৯২, কী—১৫২, তরু—৯২ ।

পূর্বগীতে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাই পুনরায় ব্যাখ্যাত হইতেছে। দূতী বলিতেছে—গোকুলে যত যুবতী আছে তাহারা যে কেবল যৌবনবতী তাহাই নহে, কেলিকৌশলবতীও বটে, উপরন্তু সুতনুবতী। কৃষ্ণের তোমাতে আসক্তিসত্ত্বেও তাহারা কৃষ্ণে আসক্তচিত্তা। তাই তাহারা সর্বদা কৃষ্ণের নিকট আসিতেছে কিন্তু কৃষ্ণ হাস্য করিয়া রভসনিমিত্ত কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। যদিবা কখনও করেন তো সাধারণভাবেই করেন—সে দৃষ্টি রসোপযোগিনী নহে (এই অর্থ "রভস" শব্দ ও "পুনঃ" শব্দের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে)। হে সুন্দরি, অতএব অনুমান করিতেছি শুভক্ষণে তুমি স্বামীব্রত ত্যাগ করিয়াছ এবং কৃষ্ণ নারীব্রত স্বীকার করিয়াছেন। (যিনি জগতের নারীকুল এমনকি স্বয়ং লক্ষ্মীর দ্বারা অন্বেষিত সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও তোমার আজ্ঞাধারী হইতেছেন—ইহাই ভাবার্থ।)

যদি বল—অনুমানে কি কাজ হইবে, সেতো আমার নামও কখনো শুনে নাই, এমন ক্ষেত্রে আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ কি করিয়া সম্ভব—তবে বলি শুন। তাঁহাকে তোমার দুই অক্ষরযুক্ত সম্পূর্ণ নামের (রাধা) কথা আর কি বলিব! তাঁহাকে তোমার সেই নামের একটি অক্ষর বলিলেই অর্থাৎ 'রা' বলিলেই অথবা তাই বা কেন তাঁহার সমুখে 'র' এই বর্ণটি উচ্চারণ করিলেই—এমনকি 'রাতি', 'রতন' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় প্রথমে 'রা' বা 'র' উচ্চারিত হইলেই তোমার কথা মনে পড়িয়া চমৎকৃত হইয়া উঠেন। ধৈর্য অবলম্বন করা দুরূহ হইয়া পড়ে। সে সময়ও তোমার গুণসমূহের কথা মুরলী বাজাইয়া গান করেন। নিজমুখে করিতে পারেন না কেননা সে সময়ে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়াতে স্বরভঙ্গাদিজনিত অসামর্থ্য থাকে। অবশ্য তাহাতেও প্রেমবৈবশ্যজনিত অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আবার আর এক কথা শোনো। অত্যন্ত প্রিয়তমা নায়িকার ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়াও ভ্রমবশতঃ তোমার নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকেন—এই যে কথা বিদ্যাপতি ঠাকুর বলিয়াছেন—আমি তাহাতে প্রমাণ—আমি সঙ্গীতজ্ঞ গোবিন্দদাস।

রাধামোহন বলিতেছেন যে—পূর্বগীতে সামান্যভাবে লালসাদশার কথা বলা হইয়াছে। এই পদে 'দুরাদপাহুসঙ্কত' ইত্যাদি পদের অনুসরণে গাঢ় লালসা অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঔৎসুক্যও স্পষ্ট। সহচরিক্রোড়ে শয়ান করিয়া রাধার নাম শুনিয়া ঘূর্ণাও স্পষ্ট।

পাঠান্তর—

† তালের নাম খ ও ঙ পুঁথিতে নাই।
১ কত যে—তরু।
২ নিবসই—ক, কী, মূল পুঁথি।
৩ অব হরিষে—খ-পুঁথি।
৪ নয়ানে—ক-পুঁথি।
৫ কাহ্ন—খ-পুঁথি।
৬ রাই তবি কি কহব—কী। রাই ভরি কি কহব—ক।
৭ আতঙ্ক—ক-পুঁথি। এই পাঠটি ভালো নহে।
৮ কত—তরু।
৯ কোরে—মূল পুঁথি।

১২০

তিরোথাধানী রাগঃ।

সুন্দরি রমণীজনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝাঁথয়ে[১]
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥
চাতক চাহি তিয়াসল[২] অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা[৩]।
তরু লতিকা- অবলম্বনকারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা[৪]॥
কেশ পসারি যবহুঁ তুহুঁ[৫] আছলি
উর পর অম্বর আধা।
সো সব সোঙরিতে[৬] কানু ভেল আকুল
কহ ধনি[৭] কোন সমাধা[৮]॥
তাকর অন্তর জ্বলই[৯] নিরন্তর
বিদ্যাপতি ভালে জান।
কিঙ্কিত কাল কলপ করি মানই[১০]
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

পুনরায় বিদ্যাপতিঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির দ্বারা রমণীর চিত্তাকর্ষকসামর্থ্য ও তজ্জনিত সর্বনায়কশিরোমণির ব্যঞ্জিত করিয়া প্রৌঢ় লালসা ও উদ্বেগের কথা বলিতেছেন।

হে সুন্দরি! তোমার রমণীজন্ম ধন্য। কোথায় তাহাকে পাইবার জন্য সর্বলোক ধ্যান করিতেছে, আর কোথায় তিনি নিজেই তোমার ধ্যানে বিভোর হইয়া মুনিজনের মত বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িয়াছেন। আহা—কি আশ্চর্য, অতিশয় ধন্যা তুমি। তুমি রাধা—চাতক, চকোর ও লতার তুলনা আর কৃষ্ণ-মেঘ, চন্দ্র ও তরুর তুলনা। চাতকই মেঘের জন্য, চকোর চন্দ্রের জন্য এবং লতা তরুর জন্য ব্যাকুল হইবে ইহাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু এস্থলে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে—দেখিতেছি মেঘ চাতকের জন্য, চন্দ্র চকোরের জন্য এবং তরু লতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। চাতকের একমাত্র গতি মেঘ তবু মেঘই যদি চাতকের জন্য পিপাসিত হইয়া থাকে, অনুরূপভাবে চকোর ও লতার জন্য যদি চন্দ্র ও তরু ব্যাকুল হইয়া উঠে তবে ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে চাতকাদির অনন্যগতিসূচক মেঘাদির উৎকণ্ঠাবিশিষ্টতা অন্য ললনার প্রতি অভিলাষশূন্য শ্রীকৃষ্ণেরই (যিনি মেঘাদির সহিত তুলনীয়) রাধার জন্য উৎকণ্ঠার সহিত তুলনীয় এবং ইহার দ্বারা কৃষ্ণ যে রাধার প্রতি অনুকূল ইহাও ব্যঞ্জিত হইল এবং গাঢ় লালসাও ধ্বনিত হইল।

যদি বল—কোনো সময়ে কি সে আমাকে ভালো করিয়া দেখিয়াছে—অর্থাৎ তোমার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ করিতেছ যে সে দেখে নাই, তাহা হইলে বলি শোনো। একদা তুমি কেশ এলাইয়া বসনে পয়োধর অর্ধাবৃত করিয়া বলিতে গেলে—তাহাকে সর্বাঙ্গ দেখাইয়াছিলে—এখন আবার এ কিরূপ ছলনা করিতেছ, তাহা বল। (অথবা অনাবৃতাঙ্গী-রূপে কৃষ্ণ তোমাকে পূর্বেই দেখিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্মরণ করিয়া জগতের জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় ব্যাকুলতা ঘটিয়াছে, এখন তাঁহার সান্ত্বনার উপায় কি বল।) আরও শোনো—সর্বদা তাঁহার হৃদয় জ্বলিতেছে—বিদ্যাপতিরূপী সখী আমি তাহা ভালোরূপেই জানিয়াছি। তোমার সঙ্গ বিনা তিনি স্বল্পকালকেও কল্পকালতুল্য দুঃখদ বলিয়া মনে করিতেছেন, গোবিন্দদাস-রূপী সখী তাহা নিজচক্ষে দেখিয়াছে।

পাঠান্তর—

১ রোয়ই—কী।
২ পিপাসল—ক-পুঁথি।
৩ চান্দা—ঙ-পুঁথি।
৪ ধান্দা—ঙ-পুঁথি।
৫ তুহাঁ—কী।
৬ সোঙরি—কী, ক-পুঁথি।
৭ সখী—কী, খ-পুঁথি।
৮ ইহার পর কীর্তনানন্দে অতিরিক্ত পাঠ—
কবে হুঁহুঁ হসইতে দশন দেখায়লি
করে কর জোরি হিয়া মোর।
অলখিতে দিঠি করি হৃদয় পসারলি
পুন হেরি সখী করি কোর॥
৯ জ্বলত—ক-পুঁথি।
১০ মানয়ে—খ-পুঁথি।

২২১

শ্রীরাগদশকোশীতালৌ।

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিঝর[১] ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে[২] মলয় সমীরণ
জলত যো[৩] চন্দনপঙ্ক॥
অব[৪] অবধারলু রে কানু, তুয়া পরশক[৫] রঙ্ক।
নাগরী[৬]-কোরে তোরি[৭] মুরছায়ই
অপরূব[৮] মদন-আতঙ্ক॥ ধ্রু॥
জনু নব[৯] জলধর ধরণি লোটায়ই[১০]
আকুল চিকুর বিথারি[১১]।
রাধা নামে নয়নঘন বরিখয়ে[১২]
আরতি কহই না পারি॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রমণী-শিরোমণি
কানু সে যাহে[১৩] একান্ত[১৪]।
তুয়া পদপঙ্কজ ভালে না ছোড়ই[১৫]
গোবিন্দদাস মতি-মন্ত[১৬]॥

ক্ষ—২২।৫, পী—৩২৮, তরু—২১৯।

পাঠান্তর—

১ নিরন্তর—তরু।
২ "কিয়ে" শব্দ।
৩ হি—তরু। ও—ঘ-পুঁথি।
৪ "অব" ঘ-পুঁথি ও ক-পুঁথিতে নাই।
৫ পরশকো—ক্ষ।
৬ নাহরী—তরু।
৭ তো বিনু—ক্ষ, তরু।
৮ অপরূপ—বহ, ক-পুঁথি।
৯ বর—ক-পুঁথি।
১০ লোটায়ত—তরু।
১১ বিথার—তরু।
১২ বরিখই—ক্ষ।
১৩ তোহারি—তরু, যাক—ক্ষ।
১৪ একন্ত—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৫ নাহি ছোড়ত—তরু।
১৬ মতিমন্ত—ক-পুঁথি।

বিদ্যাপতিকর্তৃক "গোবিন্দদাস পরমাণ"—এই উক্তিতে গোবিন্দদাসের প্রতি কটাক্ষ করায় তিনি "কিয়ে হিমকর কর" ইত্যাদি পদে প্রৌঢ়োদ্বেগদশা বর্ণনা করিতেছেন। সখীরূপী পদকর্তা বলিতেছেন—হে রাধে, হে আমার ঈশ্বরি! "তাকর অন্তর জলই নিরন্তর" ইত্যাদি কথায় শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা প্রকট হইয়াছে তাহা জানাইয়াছি। তাহাতে যেন কটাক্ষভঙ্গিতে তুমি জানাইলে যে এস্থলে চন্দ্রকিরণাদি সেবনই তাহার ঔষধ। কিন্তু বলি শোনো—এ সকলে কোনো কাজ হয় নাই। তাহার অঙ্গে চন্দনপঙ্ক দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা শুষ্ক হইয়া যায় (উদাত্ত অলঙ্কার) কেননা লৌকিকে ইহা হয় না। অলৌকিক সম্পত্তি বর্ণনাই উদাত্ত অলঙ্কারের লক্ষণ)। চন্দ্রকিরণ দূরে থাক—পর্বতে প্রবাহিত অতি শীতল নির্ঝরের জল কৃত্রিম জলপ্রবাহে (ফোয়ারায়) প্রবাহিত করিয়া (কারণ বিরহজীর্ণ নায়কের নির্জন বনে যাইবার মত সামর্থ্য নাই) তাহাকে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টাও বৃথা হইয়াছে। (যদিও "প্রবাহে নির্ঝরো ঝর" এইসূত্রে ত্রিকাণ্ডমতে নির্ঝরেরই অপর নাম ঝর তবু "ঝর" শব্দের অর্থ ফোয়ারা ধরিলে পৌনরুক্ত্য দোষ হয় না।) অনুরূপভাবে পুষ্পশয্যা, অতিকোমল কমলপত্রের কিশলয়-শয্যা এমন কি শীতল ও সুরভি মন্দমলয়ানিলও ব্যর্থ হইয়াছে। এগুলি সবই অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত হওয়ায় তাহাতে আর কৃষ্ণের স্পৃহা নাই। একমাত্র স্পৃহা তোমাতেই। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাধিদশার আশঙ্কা নিরস্ত হইল—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তোমার স্পর্শের ভিখারী। এই যে কটাক্ষভঙ্গিতে বলিতেছ—আমি বালিকা মাত্র—আমাতে কৃষ্ণের অভিলাষ কেন—বরঞ্চ যুবতী নারীতে তাহার অভিলাষ অনুশীলিত হউক—তবে বলি শোনো। নাগরীর ক্রোড়ে শয়ান করিয়াও কৃষ্ণ তোমার দর্শনজনিত অপূর্ব মদনত্রাসে মূর্ছিত হইতেছেন। এরূপ কোথাও দেখা যায় নাই—তাই কৃষ্ণের এই প্রেম অপূর্ব।

(পূর্বগীতে "সুন্দরি রমণীজনম ধনি তোর"—বিদ্যাপতির উক্তির দ্বারা আপন অভীষ্ট বস্তুর (কৃষ্ণপ্রেমের) অমর্যাদা কিছুমাত্র সহিতে না পারায় পুনরায় মর্যাদাপূর্বক দূতী

"ধনি ধনি তুহুঁ ধনি" ইত্যাদি প্রথায় তাহারই অনুবদন করিতেছে।)

ধন্যভাগ্যা যে সকল ধন্যা রমণী আছে তুমি তাহাদের অপেক্ষাও ধন্যা। রমণীগণের শিরোমণিস্বরূপা তুমি রাধা কারণ অশেষ-ব্রহ্মাণ্ডগত চরাচর পর্যন্ত সকলের বিস্ময়ের পাত্র এবং ত্রিভুবনের নারীগণের চিত্তাকর্ষক অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সীমা যাহাতে নাই এমন শ্রীকৃষ্ণ একান্তই তোমার অনুগত। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণের জন্য অভিসার না করা পর্যন্ত মতিমান্ গোবিন্দদাস তোমার চরণ ত্যাগ করিবে না।

যন্নু নবজলধর···কহই না পারি—এস্থলে কৃষ্ণ নবীন মেঘের তুলনা। তিনি ধরণীর ধুলায় লুটাইতেছেন তাঁহার চূড়া শিথিল হওয়ায় চিকুরকলাপ আকুল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে—চূড়ার মালতীমালা বিস্রস্ত। রাধা নাম শুনিয়া নয়ন ঘন ঘন অশ্রুধার ঝরাইতেছে।

তুলনীয় বস্তু—(১) চিকুর—মেঘপুঞ্জ (বিস্রস্ত মালতী-মালা তড়িৎ—ইহা ব্যঞ্জিত।)

(২) রাধানাম—শীতল পবন।

(৩) অশ্রু—বৃষ্টিধারা।

গোবিন্দদাস মতিমন্ত—ক পুঁথির পাঠ মতি মন্দ। গোবিন্দদাসের অন্যান্য ভণিতার সহিত ভাবের দিক দিয়া তুলনা করিলে "মতি মন্দ" পাঠটিই উপযুক্ত হয়। কোনো পদকর্তা নিজেকে "মতিমান্" বলিয়া উল্লেখ করিবেন—ইহা অবিশ্বাস্য। কিন্তু টীকায় রাধামোহন "মতিমান্ অর্থে 'মতিমন্ত' পাঠটিই ধরিয়াছেন। সেক্ষেত্রে মতিমান্ শব্দের অর্থ 'বুদ্ধিমান্' বা ধীমান না ধরিয়া রাধাকৃষ্ণে ভক্তিমান (মতি শব্দের অর্থ নিষ্ঠা ধরিয়া এই অর্থ করা হইল) অর্থ ধরিতে হইবে।

১২২

ধানশীরাগ-ধ্রুবতালৌ।

রসবতী সরস পরশ মুখ বন্ধে।
কি করব চন্দন-ইন্ধন-পঙ্কে॥
সুতনু করকিশলয় যাঁহা আগি[১]।
কি ফল তাঁহা তরুকিশলয় ভাগি॥[২]
শুন শুন রমণীশিরোমণি রাধে।
তো বিনু কানুক সব ভেল বাধে[৩]॥ ধ্রু॥
পদুমিনি কোড়ে যো তাপ না তেজ।
কি ফল তাঁহি কমলদল শেজ॥
বিধুমুখী চুম্বন[৪] যাহে না শোহাই।
কি করব তাহা বিধুকিরণ বিগাই[৫]॥
এত দিনে দূর গেল[৬] সব দুখ[৭] ভান।
জানলু তুয়া অব[৮] অনুচর কাণ॥
অতএ সে নাগরী[৯] জনি কহ আন।
গোবিন্দদাস তোঁহারি গুণ গান।

কী—১৫২।

টীকা—তুমি রাধা, মৃদু হাসির ইঙ্গিতে ইহাই যদি, বলিতে চাও—"তুমিই তো এইমাত্র (পূর্বপদে) বলিলে যে তিনি নাগরীর কোলে বিভোর হইয়া মূর্চ্ছালাভ করিতেছেন। আমার নাম শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাতাদির দ্বারা তোমাদের মনকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন। "স্ত্রীসম্পর্ক-তিলাতসী"-ইত্যাদি বৈদ্য বচন হইতে জানা যায় যে অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া দাহ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বহু নারী অনুশীলনের ফলে পিত্তবৃদ্ধিজনিত দাহ উপস্থিত হইয়াছে—(সুতরাং আমার ইহাতে কি করিবার আছে!)। কেবল বায়ুনাশক নির্ঝরপ্রবাহ বা ফোয়ারার

পাঠান্তর—

১ আলি—কী।
২ কি কর তাহা তরু কিশলয় ভাগি।—কী (আঁগি হইলে ভাল হয়)।
৩ তো বিন সব ভৈল কানুক বাধে—কী।
৪ বিধুমুখচুম্বনি—ক-পুঁথি।
৫ কিরণাবগাই—ক-পুঁথি।
৬ গেও—কী।
৭ দুর—কী।
৮ অব তুয়া—কী, ক-পুঁথি।
৯ নাগরী—কী।

জলে কি হইবে, আমার ন্যায় বালিকাসঙ্গমেও বা কি ফল! সুতরাং বায়ু-পিত্তহর চন্দনপঙ্ক, কিশলয়, কমল ও চন্দ্রকিরণ সেবা ইত্যাদির অনুশীলন করুক—বারবার করুক" তাহা হইলে বলি শোনো।

ঈষদ্ হাস্য করিয়া পরিহাসপূর্বক দূতী রাধিকাকে বলিল—প্রেমযন্ত্রণানাশক প্রেমবতীর করস্পর্শে যাঁহার মুখকৌটিল্য হইয়া থাকে তাঁহার নীরস চন্দনকাষ্ঠের পঙ্কে আর কি হইবে! শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় স্ত্রীজনের অনুশীলন করেন না। (যুবতীর করকিশলয় যেস্থলে অগ্নিতুল্য বলিয়া মনে হয় সেস্থলে তরু-কিশলয়ে আর কি হইবে! রমণীশিরোমণি রাধাকে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সকল কিছুকেই অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেছেন। পদ্মিনী নারীর কোড়ে শয়ান করিয়াও যাঁহার দেহতাপ যাইতেছে না—তাঁহার কমলপত্রের শয্যায় আর কি কাজ!) চন্দ্রমুখীর চুম্বন যাঁহার ভালো লাগে না—চন্দ্রকিরণ তাঁহার কি করিবে! ("রসবতী সরসপরশ মুখবন্ধে" হইতে আরম্ভ করিয়া "কি করব তাহা বিধু-কিরণ বিথাই" পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নায়িকাকর্তৃক স্পর্শন-আলিঙ্গন-চুম্বনাদির মহা পীড়াদায়কত্বের কথা বলা হইয়াছে। রাধামোহন বলিতেছেন যে বৈদ্যক-শাস্ত্রমতে "পদ্মিনী তু ত্রিদোষঘ্নী যদি স্যাৎ প্রাপ্তযৌবনা" অর্থাৎ প্রাপ্তযৌবনা পদ্মিনী নারী বাত-পিত্ত-কফের প্রশমনকারিণী। সুতরাং অন্তরঙ্গজনলভ্য পরমদাহ-হরবিশেষ পদ্মিনী নারীর স্পর্শাদিতেও যাঁহার শান্তি হইল না তাঁহার পক্ষে চন্দনাদি আর কি করিতে পারে?) তাই রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধে আর কোনো সংশয়ই থাকিতে পারে না। অধুনা অনুচরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ তোমারই অনুসরণ করিতেছেন। অতএব হে নাগরি রাধে! আর এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিও না। এমন কথা বল যাহাতে তাঁহার নিকট তোমার গুণগান করিতে পারি (অর্থাৎ এমন প্রেমবাক্য বল যাহাতে কৃষ্ণের নিকট তোমাকে মহতী প্রেমবতী নায়িকারূপে উল্লেখ করিতে পারি)।

১২৩

সুহই রাগ-যতিতালৌ*।

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত[1]
লোচনে বহে[2] অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর[3] জাগয়ে[4] নিরন্তর[5]
ধনি[6] ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানুনন্দিনী জপয়ে রাতি[7]-দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে[8] মধুর বাণী
স্বপনে না পাতয়ে[9] কাণ॥ ধ্রু॥
'রা' ইহ বলই[10]—'ধা' বলই[11] না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুষমণি লোটায়ে ধরণি পুনি[12]
কো কহ আরতি ওর॥

পাঠান্তর—

* ম-পুঁথিতে রাগ-তালের নাম নাই।
১ মুরছি রহ মাধব—ক।
চিত কম্পি—পী।
২ বহু—ক।
৩ তুয় রূপ অন্তরে—পী।
তুয় রূপমন্তর—ক।
৪ জপয়ে—ক-পুঁথি।
৫ জপয়ে নিরন্তর—ক।
৬ কাঁদে—ক।
৭ রাত্রি—ক-পুঁথি।
৮ কহই—ক, কহয়ে—পী। কহই—বহ।
৯ পাতই—ক।
১০ রা বলি ধা বলি—ক।
রা কহি ধা পহঁ—তরু।
১১ কহই—তরু, বোলই—পী।
১২ এই কলি ক-পুঁথিতে নাই।
পুরুখরতনবর ধরণী লোটাইই—পী।

গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল[১৩]
কাহ্নুক সকল[১১] সংবাদ।
নিচয়ে[১২] জানহ তুছু দুখ খণ্ডক[১৩]
কেবল তুয়া পরসাদ॥

গী—৩২৪, ক—৪।৬,
কী—১৫৩, তরু—৮৯।

টীকা—পূর্বোক্ত পদগুলিতে যে দশার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট বা গাঢ়তাপন্ন প্রৌঢ়োদ্বেগদশার কথা পুনরায় বলা হইতেছে।

চম্পকদাম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন অতিশয় কম্পিত হইতেছে (ইহাতে প্রৌঢ়োদ্বেগদশা সূচিত)। এই কারণে তাঁহার লোচনযুগল রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে—স্পষ্টতই তোমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, (অনুরাগপদের দ্বারা এস্থলে মাঞ্জিষ্ঠনামা রক্তিমারাগ বুঝাইয়া দিল। উজ্জ্বলনীলমণিতে মাঞ্জিষ্ঠ-রাগের লক্ষণ আছে যে যাহা কখনো নষ্ট হয় না এবং যাহা অনন্যসাপেক্ষ তাহাই মঞ্জিষ্ঠা-রাগ। যে প্রেম হৃদয়ে থাকিলে প্রেমজনিত দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হয় তাহাই রাগ। রাগের প্রকারভেদ রক্তিমা, তাহারই প্রকারভেদ আবার মঞ্জিষ্ঠা। এই মঞ্জিষ্ঠারাগ রাধামাধবের মধ্যেই বর্তমান আছে)। হে সুন্দরী, ধন্য তোমার সৌভাগ্য কেননা নিরন্তর তোমার রূপই তাঁহার অন্তরে জাগিতেছে। রাধায় তাঁহার প্রেমের আরো এক স্পষ্টতর লক্ষণ শোনো—তিনি সর্বদাই বৃষভানুনন্দিনী জপিতেছেন, ভ্রমেও অন্য নাম মুখে আনিতেছেন না। উপলক্ষণ দ্বারা বুঝা গেল যে লক্ষ লক্ষ সুন্দরী রমণী তাঁহাকে মধুর বাক্য বলিতেছে তবু তিনি স্বপ্নেও তাহাতে কাণ দিতেছেন না। তাহারা স্পর্শ করিলেও কৃষ্ণের সুখ নাই বরঞ্চ মুখকৌটিল্য করিতেছেন।

যদি বল—জপ শব্দের দ্বারা অতিশয় লঘু উচ্চারণ বুঝায় (তন্ত্রেও আছে—মন্ত্রের অতি লঘু উচ্চারণকে জপ বলে), তবে তোমরা কি করিয়া শুনিলে, কি করিয়াই বা আমার নাম স্পষ্টরূপে না শুনিয়া আমাতে প্রেম কল্পনা করিলে; তবে শোনো—বলি। তোমার নাম স্পষ্টই শোনা গিয়াছে যদিও সম্যক্‌রূপে নহে। যেমন 'রা' এই অক্ষরটি বলিয়া আর "ধা" এই অক্ষরটি বলিতে পারিতেছেন না—নয়ন হইতে অশ্রুর ধারা ঝরিতেছে—রাধা নামটি সম্যক্‌ভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না। 'রা' অক্ষরটি উচ্চারণ করা মাত্র সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়াতে (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—মহাভাবে এই অষ্টসাত্ত্বিক উদ্দীপ্ত ভাবের পরাকাষ্ঠাকে সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব বলে) সেই পুরুষরত্ন ধরণীতে লুটাইতেছেন, কে তাঁহার আর্তির সীমা অবধারণ করিবে, কে তাঁহার অভিলাষের গাঢ়তার কথা বলিতে সমর্থ? (এস্থলে নিঃশ্বাস, চাপল্য, স্তম্ভ, অশ্রু ও চিন্তা অনুভাবরূপে বর্ণিত হইয়াছে।)

তুয়া রূপ অন্তর ইত্যাদি—'খ'-পুঁথির পাঠ—"তুয়াগুণ মন্তর" এস্থলে অর্থ হইবে তোমার গুণমন্ত্র বা তোমার গুণের কথা তাঁহার অন্তরে নিরন্তর জপিত বা গুঞ্জরিত হইতেছে।

১২৪

ধানসীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্[১]।

সে যে নাগর গুণের ধাম।
জপয়ে[২] তুহারি[৩] নাম॥
শুনিতে তুহারি[৪] বাত।
পুলকে[৫] ভরয়ে গাত॥

১৩ নিবেদলু—ক-পুঁথি।
১১ এতহুঁ—তরু।
১২ নিশ্চয়ে—ক-পুঁথি।
১৩ তুহু দুখ খণ্ডহ—গী।

পাঠান্তর—
১ ধুই—ক-পুঁথি।
তোড়িরাগ-পটতালৌ—খ-পুঁথি।
২ জপয়ে সদাই—কী।
৩ তোহারি—কী, তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৪ তোহারি—কী, তরু, খ-পুঁথি।
৫ পুলক—কী, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

সে যে[৬] অবনত করি শির।
লোচনে[৭] ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি॥
এ ধনি[৮] কহিয়ে তাহারি রীতে[৯]।
আন না বুঝবি[১০] চিতে॥ ধ্রু॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

কী—১৫০, তরু—২৪।

টীকা—পূর্ববাক্যকে পুষ্ট করিবার জন্য কেহ সেই উদ্বেগদশাবোধক এবং পূর্ববাক্যাহরূপ "সে যে নাগর গুণের ধাম" ইত্যাদি বাক্য বলিতেছে। সেই নাগর কৃষ্ণ নাগরীগণকে একান্তভাবে বশীভূত করিয়াছেন, সর্বগুণের আকর তিনি, এবং অসমোর্ধ্বচতুঃষষ্টিগুণশালী; কিন্তু তবুও তিনি সর্বদাই রাধার নাম জপ করিতেছেন। (যাঁহার অসমোর্ধ্বরূপশ্রী চরাচরের বিস্ময়কারিণী তাঁহারও বিস্ময়কারিণী রাধা—ইহাই ভাবার্থ।) রাধার কথা শুনিয়া তাঁহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তিনি মস্তক অবনত করিয়া আছেন; নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে হাত উলটাইয়া ইঙ্গিতে উত্তর দিতেছেন। তাঁহার বিষয়ে এই যে সকল কথা বলা হইতেছে ইহা যেন রাধা অন্যরূপে ব্যাখ্যান না করে। কৃষ্ণের কিছুমাত্র ধৈর্য নাই—সেই কথাই বড়ু চণ্ডীদাস এই পদে গাহিতেছেন।

রাধামোহন বলিতেছেন যে শির অবনত করিয়া থাকা এবং লোচন হইতে অশ্রু-পতন—এ সকলই স্তম্ভ, চিন্তা ও অশ্রুরূপ অনুভাবকে বুঝাইয়া দিতেছে।

৬ তরুতে 'সে যে'—নাই।
৭ নয়নে—কী।
৮ 'এ ধনি'—তরুতে নাই।
৯ চিতে—কী।
১০ বুঝব—কী।

১২৫

তোড়ীরাগ-পটতালাভ্যাম্।†

শুন শুন গুণবতি রাই।
তোহে[১] বিনু আকুল কানাই।[২] ধ্রু।
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি[৩] যামিনী জাগি॥
ঝীণ[৪] তনু মদনহুতাশে[৫]।
তেজই উতপত শ্বাসে[৬]॥
চিত্র[৭]-পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুন[৮] আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার॥

গী—৩৮০, কী—১৪৭, তরু—২৫।

টীকা—অন্য কোন এক সখী আবার কৃষ্ণের নিকট গমনসূচক এবং কৃষ্ণের জাগর্যাতানবদশাবর্ণনমূলক রূঢ় বাক্য রাধাকে বলিতেছে।

হে রাধা তুমি গুণবতী—দয়াদিগুণযুক্তা (অতএব তুমি কৃষ্ণকে দয়া কর। তোমার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। তোমাকে স্পর্শ করিবার তীব্র বাসনা প্রবাহে তিনি দগ্ধ হইতেছেন—সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছেন (এই জাগর্যাদশা বর্ণনায় "ছটফট"—শব্দটি ব্যবহার করায়

† ধানশীরাগৈকতালি—খ-পুঁথি।
১ তো—কী, গী, তরু।
২ কানাই—কী, গী, তরু।
৩ ছটফট—মূল পুঁথি, কী।
৪ দহে—গী।
৫ হুতাশ—গী।
৬ শ্বাস—গী, শাস—খ।
৭ চীত—খ-পুঁথি।
৮ দুটি—কী, তরু; দউ—গী।

গদ-লক্ষণ সূচিত হইয়াছে)। মদন-হুতাশে তাঁহার তনু ক্ষীণ—(তানবদশা) এবং তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। চিত্রের পুত্তলিকার ন্যায় তিনি স্থির—(স্তম্ভ সাত্ত্বিকভাব ও দৌর্বল্য অনুভাব),—তাঁহার মর্মবেদনা কেহ বুঝিতেছে না। "পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি"—এই অর্ধবাক্য কথনের দ্বারা এবং "নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি"—এই বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জাড্যযুক্তত্ব সূচিত হওয়ায় বুঝা গেল যে ইহা জড়িমা দশা নহে, পরন্তু জলিতসাত্ত্বিকভাব (রসামৃতসিন্ধুতে আছে—দুইটি বা তিনটি সাত্ত্বিকভাব যখন যুগপৎ স্বপ্রকট দশা লাভ করে এবং দমন করা কঠিন হইয়া পড়ে তখন জলিতসাত্ত্বিকভাব হয়)। সখীরূপী জ্ঞানদাস সোজা কথা বলিতেছে—এখন রাধার যাওয়া উচিত।

১২৬

সুহইরাগ—সমতালো।†

ধনি ধনি গুণবতি রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে[১]। ধ্রু ॥
চান্দহি দিনহি দিন[২] হীনা[৩]।
সো পুন পালটি খেণে খেণে খীণা ॥
অঙ্গুরি বলয়া পুন ফেরি।
ভঙ্গি গঢ়াওব বুঝি কত বেরি ॥
তুহারি চরিত নাহি জানি[৪]।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি[৫] ॥

কী—১৪৭।

† ক-পুঁথি ও খ-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ কি সাধ বিষাদে—কী (বিকৃত পাঠ)।
সাধ বিসাধে—নহ।
২ দিন দিন—কী।
৩ দীনা—নহ, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৪ জানে—কী।
৫ হানে—কী।
শেষের পংক্তি দুইটি ক-পুঁথিতে আছে—
"বিদ্যাপতি কহ শিরে কর হানি।
করহ উচিত নিজ চিত জানি ॥"

টীকা—অন্য কোনো এক সখী অনুনয়ের সহিত শ্রীমতীর নিষ্ঠুরতা ও শ্রীকৃষ্ণের কেবল তানবদশার কথা বলিতেছে।

হে রাধে, তুমি ধন্য—তুমি ধন্য। তুমি সর্বগুণযুক্তা সতী, মাধব সর্বসৌন্দর্য-মাধুর্যাদি লক্ষীর পতি সুতরাং সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের নিবাস স্থান। এমন যে মাধব কৃষ্ণ তাঁহাকে নিজসঙ্গরূপ প্রসাদামৃত দান না করিয়া তাঁহার ভাবী দশমদশা অর্থাৎ মৃত্যুদশা ঘটাইয়া তোমার কোন বাসনা সিদ্ধিলাভ করিবে? যদি বল আমি মুগ্ধা বালিকাবয়সী মাত্র – আমার সঙ্গে এখন সঙ্গম সম্ভব নহে—ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন হয় তো দেখা যাইবে—তাহা হইলে শোনো বলি। চন্দ্রকলা কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া থাকে (রাধামোহন বলিতেছেন—"চান্দহি দিনহি দীনা"—বলিয়া যে পাঠান্তর আছে তাহা লিপিকর প্রমাদজ বলিয়া গ্রহণ-যোগ্য নহে) কিন্তু সেই কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষণে ক্ষণেই ক্ষীণ হইতেছেন। অতএব ক্ষণকালের বিলম্বও সহিবার নহে। কৃষ্ণ আর কতবার অঙ্গুরী ও বলয় ভাঙিয়া ভাঙিয়া গড়াইবেন! (রাধামোহন বলিতেছেন—

"কুসুম বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি বনাওব কত শত বেরি ॥—এই পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। উভয় পাঠেই তানবদশা অভিব্যক্ত হইয়াছে।) বিদ্যাপতি সখীরূপে নিজের শিরে করাঘাত করিতেছেন—রাধার রীতচরিত তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

১২৭

বরাড়ীরাগঃ।

কাঞ্চনযূথিকুসুমময়[১] গোরি।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি ॥

পাঠান্তর—
১ কাঞ্চন যোথিকমলময়—ক-পুঁথি।
(কাঞ্চন-যূথী-কমল-ময় ?)
কাঞ্চনজোতিকুসুম সম—তরু।
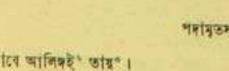
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই[২] তায়[৩]।
সো তনুতাপে[৪] ভসম ভই যায়[৫]।
শুন শুন অহে[৬] বৃকভানুকুমারি।
তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি ॥ ধ্রু ॥
ঝামর ভেল নীল উতপল অঙ্গ[৭]।
লোরে না হেরয়ে[৮] নয়নতরঙ্গ।
বিগলিত মুরলী খুরলী বহু দূর।
অনুখন মান দহন ভরি পুর[৯] ॥
বিথুরল পিঞ্ছমুকুট পরিপাটী।
সহচরী মেলি মরত জীউ ফাটি[১০]।
জীউ রহত অব তুয়া রস আশে।
তোহারি চরণে কহ[১১] গোবিন্দদাসে ॥

গী—৩২৭, কী—১৫৬, সং—৩৫,
তরু—৯০।

টীকা—পূর্বগীতে "শিরে কর হানি" ইত্যাদি ভণিতায় বিদ্যাপতি ঠাকুর স্বয়ং যে কথা বলিয়াছেন তদনুসারে রাধার অঙ্গের অভাবে অন্যবস্তুতে রাধাকে আক্ষিপ্ত করিয়া "কাঞ্চনযূথিকুসুমময়" ইত্যাদি এবং "গহনবিরহ গহ লাগি" ইত্যাদি দুইটি গীতে গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদদশা বর্ণনা করিতেছেন।

কাঞ্চনযূথীকুসুম দিয়া তোমার কুসুমময় অঙ্গ যত্নপূর্বক নির্মাণ করিয়া তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া যেই কৃষ্ণ সেই পুষ্পপুত্তলী আলিঙ্গন করিতে যান তৎক্ষণাৎ তাঁহারই তনুর তাপে তাহা ভস্ম হইয়া যায়। হে বৃকভানুকুমারি! শোনো—তোমারই বিরহানলে মুরারি জ্বলিতেছেন। তাঁহার নীলোৎপলতুল্য অঙ্গ বিরহতাপে ঝামর হইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রিতাবস্থাতেও যে মুরলী শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করেন না তাহাও প্রেমবিরহবৈবশ্যবশতঃ কর হইতে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং সেই মুরলী বাজাইবার অভ্যাস তো দূরে গিয়াছেই, উপরন্তু নিরন্তর মদনাগ্নিতে পরিপূর্ণভাবে দগ্ধ হইতেছেন (পরিপূর্ণ শব্দের চলিত বাংলায় "ভরিপুর" এখনো দৃষ্ট হয়—রাধামোহন বলিতেছেন)। যাঁহার মুরলীকলকূজিত ত্রিজগতের মানদাকর্ষি সেই ব্যক্তির এহেন দশা শোচনীয় সন্দেহ নাই। অতএব তোমার চরণে সমস্ত নিবেদন করিলাম। যাহা বিহিত তাহাই অনুষ্ঠিত হউক। যদি নিবেদন কানে না তোলো তাহা হইলে তাহা আমাদেরই দুর্ভাগ্যমাত্র—আর কি করিতে পারি বল।

রাধামোহন বলিতেছেন—পুষ্প দিয়া প্রতিমা নির্মাণ করা যায় না কিন্তু কৃষ্ণ তাহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—ইহার দ্বারা এবং কুসুমপ্রতিমাকে রাধাভ্রান্তিতে আলিঙ্গন করা—ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদদশা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

২ আলিঙ্গয়ে—ক পুঁথি।
৩ তাই—ঘ-পুঁথি।
৪ তনুপরশে—ঘ-পুঁথি।
৫ যাই—ঘ-পুঁথি।
৬ শু—তরু।
গী—তে, ও বা ওহে—কোনো সম্বোধন নাই।
৭ ঝামর নীল উতপলদল অঙ্গ—তরু, কী, মূল পুঁথি।
ঝামর ভেল উতপলদল অঙ্গ—ক-পুঁথি।
৮ হেরই—গী, ঘ-পুঁথি। হেরিয়ে—ক-পুঁথি।
৯ পরিপুর—ক-পুঁথি।
১০ ঙ-পুঁথিতে এই স্থলে প্রশ্নবচিহ্ন আছে।
১১ চরণে কহে—তরু, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
চরণ কহ—ঙ-পুঁথি।

১২৮

সুহই রাগঃ †।

গহন বিরহ গহ লাগি।
রজনী পোহায়ই[১] জাগি ॥

পাঠান্তর—

† ঘ-পুঁথিতে রাগের নাম নাই।
১ পোহাওই—ক পুঁথি।
পোহাওল—ঙ-পুঁথি।

করতহি তোহারি বেয়ান।
নিঝরে ঝরই[২] নয়ান॥
এ ধনি জানি[৩] কহ আন।
তো বিনু[৪] বেয়াকুল[৫] কাণ॥ ধ্রু॥
শীতল[৬] পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোড়[৭]॥
সো রস পরশ না পাই।
মুরছিত[৮] ধরণী লোটাই॥
মন মাহা মদনতরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড়ত[৯] অঙ্গ॥
কহত ভরমময় ভাষ[১০]।
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

গী—৩২৫, কী—১৫৭, তরু—৯১।

টীকা—যদি স্মিতহাসির ইঙ্গিতে ইহাই বল—ভুবনের মানস আকর্ষণ করিবার মত রূপগুণবান্ জনের অতএব সর্বপ্রকার বিচার-বিবেচনা করিবার মত শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির বালিকা-বিরহে এরূপ দশা সম্ভব নহে, সুতরাং ইহা বায়ুপিত্তজ ব্যাধি—কিঞ্চিৎ গ্রহবৈগুণ্যও সঙ্গে জড়িত আছে"—তাহা হইলে বলি শোনো। গহনে অর্থাৎ নিবিড় অরণ্যে তোমার বিরহরূপ গ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি যামিনী জাগিয়া পোহাইতেছেন। তোমার ধ্যান তিনি সর্বদা করিতেছেন এবং নির্ঝর-প্রবাহের ন্যায় তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা ঝরিতেছে। ধন্যা তুমি রাধা, আমরা স্বচক্ষে তাঁহার এই অনুভাব দেখিয়া আসিলাম—তবু যদি তুমি অন্যপ্রকার বল তবে আর কি বলিবার আছে? উপরন্তু তোমাকে না পাইয়া ত্রিজগন্মানসাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণও তোমার রূপে গুণে আকৃষ্ট হইয়া অধুনা নিগুণের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তোমার বিরহে উত্তপ্ত দেহকে শীতল করিবার জন্য যে সকল স্নিগ্ধ দ্রব্য তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে জলার্দ্র শীতল উত্তরীয় পীতাম্বর, তাহা যখন উত্তপ্ত দেহ হইতে সরাইয়া তরু শাখায় কেহ ঝুলাইয়া রাখিয়াছে তখন সেই লম্বিত পীতবসনকে "তুমি" এই ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া তোমার স্পর্শসুখ না পাইয়া মূর্ছিত হইতেছেন। মূর্ছিত হইয়া ধরণীতে লুটাইতেছেন (এস্থলে উন্মাদ-দশা স্পষ্ট)। "ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ"—ইহার দ্বারা এবং "কহত ভরমময় ভাষ"—ইহার দ্বারা বিপরীত ক্রিয়া বুঝাইতেছে। এই সকল অবস্থার কথা শুনিয়াও যদি বল গ্রহবৈগুণ্য—তবে প্রত্যক্ষদর্শী সখীরূপী গোবিন্দদাস আমি আর কি বুঝাইব বল? "তো বিনু বেয়াকুল কান"—এই ধ্রুবপদটির অর্থটি বুঝিয়া তোমার মনে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই কর।

২ ঝরয়ে—ক-পুঁথি।
৩ জনি—কী, তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৪ বিনে—ক-পুঁথি।
৫ আকুল—তরু, মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ শিথিল—ঙ-পুঁথি। এই পাঠটিও বেশ ভাল।
৭ কোল—গী।
৮ মুরছি—গী।
মুরছই—কী।
৯ মোড়ই—গী, তরু।
১০ কহতহি গদগদ ভাষ—গী।
কহত ভরমময় হাস—ক-পুঁথি।

১২৯

পুরবীরাগ-ছুটীতালাভ্যাং গীয়তে॥

এ ধনি এ ধনি	বচন শুন।
নিদান দেখিয়া	আইলু[১] পুন॥ ধ্রু॥
দেখিতে দেখিতে	বাঢ়ল[২] ব্যাধি।
যত তত করি	না হয়ে সুধি[৩]॥

পাঠান্তর—
১ আইনু—কী, আইল—ক-পুঁথি।
২ বাঢ়য়ে—গী।
৩ নাহি ঔষধী—কী।
৪ না হয় থির—কী।

না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খায়ে আহার না পিয়ে নীর[৩]॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোঁহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি আছয়ে[৪] চাই॥
তুলা আনি[৬] দিনু নাসিকা কাছে[৭]।
তবে সে বুঝিনু[৮] শোয়াস আছে॥
আছয়ে শোয়াস না রহে জীব[৯]।
বিলম্ব না সহে আমার[১০] দিব॥
চণ্ডীদাসে[১১] কয় বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔখদ রাধা[১২]॥

গী—৩২৯, কী—১৫৯, তরু—২৮।

এই দুই চরণ—"না বান্ধে...নীর"—গী—তে নাই। এস্থলে কী—তে অতিরিক্ত আছে—
শুতল কুতল সোঙরি রাধা।
কহই বচন না বুঝি আধা।

৪ রৈয়াছে—তরু, চ-পুঁথি; রহিলা—গী;
র'হয়াছে—মূল পুঁথি, খ-পুঁথি।
রএয়াছে—ক-পুঁথি।

৬ থানি—তরু, গী, কী, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, চ-পুঁথি

৭ নাকের কাছে—কী; নাসিকা মাঝে—তরু, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি
নাসিকার মাঝে—চ-পুঁথি।

৮ দেখিনু কেবল—কী। বুঝিল—ক-পুঁথি।

৯ আছয়ে শ্বাস না রহে জীব—ক-পুঁথি।

১০ মোহর—কী।

১১ চণ্ডীদাস—ক-পুঁথি।

১২ মূল-ধৃত পাঠ গীতচন্দ্রোদয় ও পদকল্পতরুতেও আছে। কিন্তু কীর্তনানন্দে ভণিতা—
গোবিন্দদাসের বিরহবাধা।
ইহার ঔখধ, কেবল রাধা।
এই পদটির ভাব ও ভাষা দেখিয়া চণ্ডীদাসেরই রচনা বলিয়া মনে হয়। কীর্তনানন্দের ভণিতা প্রক্ষিপ্ত। গোবিন্দদাস নিরলঙ্কার পদ রচনা করেন নাই। ডক্টর মজুমদারের চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ) ইহা প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের পদ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

টীকা—সখীগণ বিদ্যাপতিগণের ইঙ্গিতে কোনো এক সখী স্থানান্তরে গিয়া মুহূর্তকাল পরে পুনরায় আসিয়া কৃষ্ণের মোহদশা "এ ধনি এ ধনি বচন শুন" ইত্যাদির দ্বারা বর্ণনা করিতেছে। দ্রুতভাবে সম্বোধনের জন্য 'এ ধনি'—দুইবার বলা হইয়াছে।

হে ধন্যা রমণীশিরোমণি রাধা, তুমি ধন্যা, কেন না তুমি কৃষ্ণের প্রেমসৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। কৃষ্ণের বিপরীত অবস্থা দেখিয়া শীঘ্র আমি আবার এস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। পূর্বে উদ্বেগদশা বলা হইয়াছে, এখন হঠাৎ তাঁহার বিরহ-ব্যাধির অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে চেতনা লুপ্ত হইয়াছে। আমি বহুচেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সম্যকরূপে জ্ঞান ফিরাইতে পারি নাই। চিকুরবন্ধন, চীরপরিধান, অন্নাদিভক্ষণ, জলপান ইত্যাদি কিছুই তিনি করেন না। আরো এক আশ্চর্য কথা শোনো। তাঁহার স্বাভাবিক নবজলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ কাঞ্চনবর্ণা তোমার নাম পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া স্বর্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যাক্ এ কথা। আরো শোনো কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় তিনি নির্নিমেষ হইয়া রহিয়াছেন—মনুষ্যাদি কিছুই চিনিতে পারিতেছেন না। সে কথাও না হয় ছাড়িয়া দিতেছি। তিনি জীবিত আছেন কিনা জানিবার জন্য তাঁহার নাসাগ্রে শ্বাসপরীক্ষার জন্য তুলাখণ্ড ধরিয়াছিলাম এবং তাহাতেই জানিলাম যদি বা এখন অতিসূক্ষ্মরূপে প্রাণবায়ু বহিতেছে, তোমাকে না পাইলে তাহাও আর বেশিক্ষণ বহিবে না। অতএব দিব্য দিতেছি—আর বিলম্ব করিও না। এই বিরহপীড়ায় একমাত্র মহৌষধি তুমি, তুমি যাওয়া মাত্রই সকল কিছুর শান্তি হইবে।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে এস্থলে পূর্বরাগের মোহ-দশা বোধ্য। ইহার অনুভাব নৈশ্চল্য-পতনাদি। কৃষ্ণের এই অবস্থাকে জড়িমা-দশা বলা যাইবে না কারণ জড়িমা দশায় শ্বাস ক্ষীণ হয় না।

বহুবল্লভ কৃষ্ণের পূর্বরাগের লালসা হইতে আরম্ভ করিয়া দশম দশা পর্যন্ত বর্ণনা শ্রীরূপগোস্বামিগণ ক্রমানুসারে করেন নাই, শ্রীবিদ্যাপতিঠাকুর প্রভৃতি কবিগণও করেন নাই। অতএব রাধামোহনঠাকুর নূতন পদ রচনা করিয়া দেন নাই, পূর্বাচার্যকৃত যে সকল বর্ণনা পাইয়াছেন তাহাই

সাজাইয়া দিয়াছেন। মোহদশায় সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাবাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা একান্ত দুর্লভ—প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ স্বর্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দশমদশা মৃত্যুদশা ব্রজদেবী ছাড়া অন্যত্র অসম্ভব কেননা সমর্থারতি ভিন্ন পূর্বরাগে দশ দশা সম্ভব নহে। উজ্জ্বল-নীলমণিতেও আছে—যে সমর্থা রতি প্রৌঢ়রতি কারণ ইহাতে লালসাদশা হইতে আরম্ভ করিয়া মরণপর্যন্ত দশটি দশা ঘটিয়া থাকে।

১২০

অত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

তোড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

আজু এক অপরূব গৌরাঙ্গের ভাব।
শুনিয়া বুঝহ এই[১] করি অনুভাব। ধ্রু।
সোনার বরণ তনু অতি মনোহর।
লাবণ্যের সীমা তাঁর প্রথম কৈশোর।
কৃষ্ণগুণ কেহ যদি কহে তাঁর[২] পাশে।
লাজে অবনত মুখ করে উপহাসে।
পুনরপি কহে ভাবে[৩] তোমরা যাই ভজ।
আমার উচিত নহে এহ[৪] বড় লাজ।
এতেক কহিতে গোরায়[৫] ছল ছল আঁখি।
ভাবের বিকার হেন মন[৬] দেয় সাখী।
যাচে রাধামোহন বান্ধা[৭] চরণে তাঁহার।
প্রেমলবকণিকা এই জগতের সার।

টীকা—প্রত্যুত্তর-গান-নির্বাহক শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রকে রাধা-মোহন স্বরচিত পদের দ্বারা স্মরণ করিতেছেন। রাধা-ভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া কোনো এক ভক্ত স্বীয় বান্ধবকে বলিতেছেন।

লাবণ্যের সীমা তাঁর প্রথম কৈশোর—তাঁর লাবণ্য প্রথম কৈশোরে যতখানি বর্ধিত হইতে পারে তাহাই হইয়াছে—প্রথম কৈশোরে সম্ভাব্য লাবণ্যের সীমা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রথম কৈশোর অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল।

লাজে অবনত মুখ করে উপহাসে—এস্থলে উপহাস শব্দের অর্থ স্মিতহাস্য।

পাঠান্তর—

১ ইহা—ক-পুঁথি।
২ তার—মূল পুঁথি।
৩ তারে—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৪ এই—বহ।
৫ গোরা—বহ, ক-পুঁথি।
৬ মনে—খ-পুঁথি।
৭ গ-পুঁথিতে নাই।

ততো রূপম্।

১৩১

বেলোয়াররাগ কন্দর্পতালো।

আকুল-চিকুর- মিলিত মুখমণ্ডল
কুণ্ডল গণ্ডহি দোল।
পীতাম্বর উরে পহিরণ অঞ্চল
চঞ্চল মদনহিলোল।
সজনি অপরূপ সুন্দর শ্যাম।
মুনিমনোমোহন রমণীবিমোহন
মোহিত রাইক নাম। ধ্রু।
ব্রজনবনাগর বরগুণ আগর
সাগর রূপহি ওই।
নিখিল-কলাগুরু কেলি-কল্পতরু
ত্রিভুবনে অরু[১] নাহি কোই।
ভাববিভাবিত অন্তর গরগর
মন্থর পদগতি ভঙ্গী[২]।
রাধামোহন পহু মনহি জাগয়ে মুহু
আপন নিজরস-সঙ্গী[৩]।

পাঠান্তর—

১ আর—বহ, ক-পুঁথি।
২ -ভঙ্গ—ক-পুঁথি।
৩ -সঙ্গ—ক-পুঁথি।

টীকা।—অনন্তর প্রত্যুত্তর-গান-নির্বাহিকা গৌরচন্দ্রিকার পর তদুচিতরূপ শ্রীকৃষ্ণকে "আকুলচিকুরমিলিতমুখমণ্ডল" ইত্যাদি স্বকৃত গীতে রাধামোহন স্মরণ করিতেছে।

১৩২

সুহইরাগ-বৃহদেকতালীতালেী।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব কাহ্নুক ঠাম[১] ॥ ধ্রু ॥
বচনক চাতুরী হাম নাহি জান[২]।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান[৩] ॥
সহচরী মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানি[৪] আপন[৫] কেশ ॥
কভু নাহি শুনিয়ে[৬] সুরতক বাত।
কৈছনে[৭] মিলব মাধব সাথ ॥
সো নব[৮] নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি[১০] অলপ গেয়ান।
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব তোয়।[১১]
অব কি মিলন[১২] সমুচিত হোয়[১৩] ॥*
গী—৪ ৬, কী—১৬৪, ক—২১৭, তরু—৫১১।

টীকা—অনন্তর পূর্বোক্ত মোহদশার কথা শুনিয়া স্বাভাবিকরতিজনিত চিত্তের পরমার্দ্রতা সত্ত্বেও মুগ্ধা-নায়িকাত্ব সফল করিবার জন্য গূঢ়রূপে কৃষ্ণের নিকট নিজের গমনের কথা রাধা বাঞ্জিত করিয়াও স্পষ্টভাবে মুগ্ধা নায়িকার পক্ষে যেরূপ উচিত সেইরূপ "পরিহর এ সখি" ইত্যাদি কথা বলিতেছে।

হে সখি—এরূপ কথা বলিও না। (একটি পাঠান্তর আছে—"হরিহরি এ সখি তোহে পরণাম। হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম।" এই পাঠটি রাধামোহন অর্থের অসঙ্গতির জন্য ও একটিমাত্র পুস্তকে আছে বলিয়া লিপিকর-প্রমাদজ বলিয়া মনে করিয়া গ্রহণ করেন নাই।) বচন-চাতুরী আমার জানা নাই, কি করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব! যদি বল—তুমি তো পরমচতুরা—কটাক্ষ ভঙ্গিতে এইমাত্র তুমি কোন না চাতুর্যের প্রকাশ কর নাই—তাহা হইলে বলি শোনো। বাগ্‌যুদ্ধের জন্য সেস্থলে যাইতেছি না। এখনও পর্যন্ত আমি চুল বাঁধিতে জানি না—নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ যে আমার বালিকাবস্থা এখনও যায় নাই। সুরতের কথা আমি কদাপি শুনি নাই—সুতরাং কৃষ্ণের নিকট যাওয়া বৃথা। যদি বল—তোমাকে দেখিলেই তাঁহার পীড়ানিবৃত্তি হইবে—সুরত বিনাও একজাতীয় সুখ হইবে তাহা হইলে বলি শোনো। সে নবীন নাগর রসিকব্যক্তি—তাহার হয়তো সুখ হইবে কিন্তু তাহাতে আমার কি? এখন আমি অনভিজ্ঞা,

পাঠান্তর—

১ সো পিয়া ঠাম—ক, গী।
সো কানু ঠাম—তরু।
২ বচন-চাতুরী হাম কছু নাহি জান—গী।
৩ ইঙ্গিতে না জানিয়ে কৈছন মান—ক।
ইঙ্গিতে না বুঝিএ না জানিয়ে মান—ঢ-পুঁথি।
৪ জানিয়ে—তরু, কী, ক-পুঁথি।
সহচরী মেলি…আপন কেশ"—এই দুই চরণ কপদায় নাই।
৫ আপনক—ঢ-পুঁথি।
৬ কবহু না জানিয়ে—ক।
৭ সুরতকি—ঘ-পুঁথি।
সুরত-করাত—ঙ-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক।
৮ কৈছে—ক।
৯ বর—ক, তরু।
১০ হাম নব নাগরী—ক।

১১ ভনয়ে বিদ্যাপতি কি বোলব তোয়।
১২ মীলব—ক-পুঁথি।
১৩ আজুক মিলন সমুচিত হোয় ॥—ক।
* এই পদটি ক-পুঁথিতে "না জানিয়ে প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ" পদটির পরে সঙ্কলিত হইয়াছে।

তাহাতে বচনচাতুরী জানি না। সুতরাং আমার মানহানি হইবে, পরে অবশ্যই তাঁহার সহিত মিলিত হইব।

দূতী ও সখীরূপী বিদ্যাপতি বলিতেছেন—তোমাকে আর কি বলিবার আছে—যদি তাঁহার ঐরূপ দশার কথা শুনিয়াও এইপ্রকার বাক্য বল। বরং শোনো, মিলন যদি চাও তবে—এখনই তাহার উপযুক্ত সময়—অন্যথায় পরে কি প্রয়োজন। (কৃষ্ণের জীবনাশঙ্কা এখন উপস্থিত—কোনো অঘটন ঘটিলে পরের প্রশ্ন ওঠে না—ইহাই কবিবিবক্ষা।)

১৩৩

কানড়রাগ-দশকোশীতালৌ।

হাম শিখাওব বচন[১] বিশেষ।
পহিরণ অম্বরে ঝাঁপবি কেশ। ধ্রু।
পহিলহি জাওবি[২] শয়নকি[৩] ওর।
আধ নেহারবি বঙ্কিম থোর॥
যবে[৪] পিয়া করে ধরি লেউ নিজ পাশ।
মৌনে রহবি ধনি গদ গদ ভাষ॥
পিয়াপরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
নহি নহি[৫] বোলবি নয়নবিভঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কি কহব[৬] হাম।
আপে গুরু হোই শিখাওব কাম॥*

কী—১৬৪

পাঠান্তর—

১ চকিত—বস্থ, চরিত—মূলপুঁথি, ক-পুঁথি, ৩-পুঁথি। টীকায় রাধামোহন "বচন" পাঠ ধরিয়াছেন বলিয়া তাহাই গৃহীত হইল।

২ আয়বি—৩-পুঁথি।

৩ শয়নক—কী।

৪ যব—কী।

৫ নয় নয়—ক-পুঁথি।

৬ কহ—খ-পুঁথি।

* এই পদটি ক-পুঁথিতে "ধাকুলচিকুরমিলিতমুখমণ্ডল" পদটির পর লিখিত হইয়াছে।

টীকা—রাধার কথায় কৃষ্ণদূতী বলিল—পূর্বে সকলই বলা হইয়াছে। তথাপি মানরক্ষণপ্রকার শিক্ষা তোমাকে দিব—তাহা শোনো। পরিধানবসনে তুমি মুখ ঢাকিবে (উপলক্ষণে 'কেশ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎস্থানে 'বেশ' এই পাঠ ধরিলে সর্বাঙ্গের আবরণ বুঝায়। যদিও সর্বাবরণের শিক্ষা প্রথমে দেওয়া হয় তথাপি তাহা নায়িকা-সাধারণের স্বাভাবিকধর্ম বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে সে শিক্ষার প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রথম শিক্ষা বলিয়া তাহার উল্লেখও হয় নাই)।

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় সান্নিধ্যলাভের জন্য তাঁহার শয্যার নিকট যাইবে। তৎপরে বঙ্কিম কটাক্ষে ঈষৎ অবলোকন করিবে। যখন প্রিয়তম হাত ধরিয়া নিজ-পার্শ্বে টানিয়া লইবে তখন মৌন রহিবে অথবা গদগদ ভাষায় কথা কহিবে। প্রিয়তম আলিঙ্গন করিলে অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া নয়নের বিচিত্র ভঙ্গিমায় নিষেধ করিতে থাকিবে। সখীরূপী বিদ্যাপতি বলিতেছেন যে তিনি আর কীই বা শিক্ষা কতটুকুই বা দিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বয়ং কন্দর্পই গুরুর ন্যায় শিক্ষা দিয়া থাকে।

১৩৪

শ্রীরাগ-মঠকতালৌ।

না জানিয়ে[১] প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ[২]।
কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখসঙ্গ॥

পাঠান্তর—

১ জানি—তরু।

২ রতি—কী, তরু, ক-পুঁথি।
রীতিরঙ্গ—বস্থ, মূল পুঁথি। ক-পুঁথির পাঠ ধৃত হইল।
(মূলধৃত পাঠে প্রথম সমাগমে নবাগতা নায়িকার মুখে যতটা শোভা পায়—এই পাঠে ততটা পায় না কেননা ইহাতে প্রাগল্‌ভ্য প্রকাশ পাইয়াছে—যাহা সময়োচিত নহে।)

তোহারি বচনে[৩] যব[৪] করব পিরীতি[৫]।
হাম শিশুমতি অতি[৬] অপযশ-ভীতি[৭]॥
সখিহে—হাম[৮] কি আর বলিব তোয়।[৯]
পিয়া সঙ্গে[১০] রভস করহ নাহি হোয়॥ ধ্রু॥
কান্থ[১১] বর নাগর নব[১২] অনুরাগী[১৩]।
পাঁচ শরে মদন মনোভব জাগি[১৪]॥
দরশনে[১৫] আলিঙ্গন করবহিঁ[১৬] সোই।
জীউ নিকলে যব[১৭] রাখিবে[১৮] কোই[১৯]॥
বিদ্যাপতি কহ মিছুই তরাস।
শুনহ যৈছন[২০] তাক বিলাস[২১]॥

কী—১৬৩, তরু—৬৪।

টীকা—যদি বল এ সকল কথা শোনা আছে। পূর্বোক্ত কারণ ছাড়া অন্য কারণও আছে যেজন্য আমি কৃষ্ণসঙ্গ করিতে চাহি না; সে কারণ হইতেছে প্রেমের রস, রীতি বা রঙ্গ কিছুই আমি জানি না। অন্য কথা আর কীই বা বলিব—আমার স্বামীর সহিতেই কোনোদিন মিলন হয় নাই, তাই বলিতেছি প্রেম সম্বন্ধে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। রতিরঙ্গে নৈপুণ্যজ্ঞানবিশেষহীন আমি সুরত-ক্রিয়ার কিছুই জানিনা—এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত কিরূপে সুষ্ঠুভাবে মিলিত হইব। উপরন্তু শুধুমাত্র তোমার কথায় যদি প্রেম করণীয় হয় তাহা হইলে আমার ন্যায় শিশুমতির দ্বারা তাহা হইবার নহে কারণ তাহাতে অপযশের সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া—প্রকৃত কারণ শোনো। একে সে মহান্ নাগর, তাহাতে নব অনুরাগী, তাহাতে সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ তাপন ও স্তম্ভন—এই পঞ্চবাণে পীড়িত হইয়া আছে এবং বিনিদ্র অবস্থায় কালযাপন করিতেছে সুতরাং আমাকে দর্শন করা মাত্র যখন সে প্রবলভাবে আলিঙ্গন করিবে তখন সেই শ্বাসরোধী অবস্থা হইতে কে আমাকে বাঁচাইবে? রাধার এই সকল কথা শুনিয়া সখীরূপী বিদ্যাপতি বলিতেছে যে—মিথ্যাই রাধা ভীত হইতেছে।

৩ চরণে—ক-পুঁথি।
৪ যদি—তরু।
৫ পিরীত—তরু, কী, ঙ-পুঁথি।
৬ তাহে—তরু, কী।
৭ অপযশভীত—তরু, কী, ঙ-পুঁথি।
৮ "হাম"—শব্দ খ-পুঁথিতে "বলিব"-শব্দের পর আছে।
৯ এ সখি এ সখি কি বোলব তোয়—কী।
সখি হে হম অব কি বোলব তোয়—তরু।
১০ তা সঙে—তরু।
কানু সঙে—কী।
১১ সো—তরু, কী।
১২ রস—ক-পুঁথি।
১৩ অনুরাগ—তরু, কী।
১৪ মনোরথে জাগ—তরু।
মনোরথ জাগ—কী।
১৫ দরশি—কী, দরশে—তরু।
১৬ দেয়ব—তরু, কী।
১৭ মর—ক-পুঁথি।
১৮ রাখবি—খ-পুঁথি।
রাখব—ঙ-পুঁথি।
১৯ জিউ নিকসব যব রাখব কোই—তরু, কী
২০ শুনহ ঐছে নহ—তরু।
২১ বিনাশ—খ-পুঁথি।

১৩৫

সিন্ধুড়ারাগ-দশকোশীতালৌ।

নামহি যাক মদনময় জগনারী[১]
দরশন পরশক সুখ।
পরশ সুরত-সুখ কো করু অনুভব
তুহুঁ কাহে তাহে[২] বিমুখ॥
সুন্দরি দূরে কর মিছুই তরাস।
আপন হৃদয়-সখি[৩] কাহে না পুছহ[৪]
কৈছে মরম-অভিলাষ॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—
১ মদনময় নারী—ক-পুঁথি।
২ তাহে হোত—মূল পুঁথি।
৩ সাখি—মূল পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ পুছই—ক-পুঁথি।

এক সখী বাত কহয় যব ঐছন
মৌনহি[৫] অনুমতি দেল।
তবহি সখীগণে[৬] বেশ বনাওত
আনন্দে[৭] নিমগণ ভেল॥
পুন সভে[৮] কর গহি রাই অভিসারলী[৯]
লীলা[১০] দরশকি[১১] আশে।
ঐছন সময় দরশ কিয়ে[১২] পাওব
কহ রাধামোহন দাসে[১৩]॥*

টীকা—পূর্বোক্ত সখীরূপী বিদ্যাপতি ঠাকুরের ইঙ্গিতে অন্য এক সখী শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মুগ্ধা নায়িকার প্রথম সংসর্গজনিত অতিশয় সুখাতিশয্যের কথা "নামহি যাক মদনময়" ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছে।

হে সুন্দরি! মিথ্যা ভয় পাইতেছ। যাঁহার নাম শুনিয়াই জগতের সকল নারী মদনবাণাহত হইয়া পড়ে, দর্শন করিলে স্পর্শ সুখ লাভ করে এবং স্পর্শ করিলে সুরতসুখ অনুভূত হয় তাঁহার সুরতে যে আনন্দোপলব্ধি হয় তাহা কে জানে! (কেহই জানে না কারণ মধ্যা নায়িকা সুরতসম্ভোগকালে আনন্দমোহে মূর্ছিত হইয়া পড়ে সুতরাং তাহার পক্ষেও সে আনন্দ জানা সম্ভব নহে;—এস্থলে তবু যে সম্ভোগানন্দের কথা বলা হইল তাহা কেবল মুগ্ধা নায়িকা রাধাকে কৃষ্ণমিলনে প্রবর্তিত করিবার জন্য।) নিজের হৃদয়কেই জিজ্ঞাসা কর—কি তাহার অভিলাষ। তাহাতেই বুঝিবে শ্রীকৃষ্ণের পরমসুখপ্রদত্ব কিরূপ!

ইহা শুনিয়া লজ্জায় মৌনবতী হইলে "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" রীতি অনুসারে রাধার অনুমতি আছে বুঝিয়া আনন্দসমুদ্রে মগ্ন সখীরা বেশভূষা করাইয়া জোর করিয়া করাকর্ষণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাদর্শন করিবার জন্য রাধাকে অভিসার করাইল।

দূতী বাক্যের দ্বারা বিচ্ছেদাভাববশত এবং কীর্তনের অবচ্ছেদভাবের অভাববশত এস্থলে গৌরচন্দ্রই কৃষ্ণরূপে লিখিত হইয়াছে—বুঝিতে হইবে।

৫ ইঙ্গিতে ক-পুঁথি।
৬ সখীগণ—মূল পুঁথি, ক পুঁথি, খ-পুঁথি।
৭ আনন্দ—ক-পুঁথি।
৮ সবে—তরু। সখী—খ-পুঁথি।
৯ অভিসারল—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
১০ নাহ—খ পুঁথি।
১১ দরশক—খ পুঁথি।
১২ কি—ক-পুঁথি।
১৩ কহতহি গোবিন্দদাসে—খ-পুঁথি।
* এই পদটি ক-পুঁথিতে "পরিহর এ সখি তোহে পরণাম" পদের পরেই লিখিত হইয়াছে।

১৩৬

সিন্ধুড়া রাগ-দশকোশীতালে।

সখীগণ সঙ্গে চলু[১] নবরঙ্গিণী
শোভা[২] বরণি না হোই[৩]।
কত শত চাঁদ চরণতলে নীছই[৪]
লাখ মদন তাঁহি[৫] রোই॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম রঙ্গ।
পদ দুই চারি চলত পুন[৬] ফীরই
ভীতহি[৭] কম্পিত অঙ্গ॥ ধ্রু॥
ঐছন ভাতি আয়ল[৮] যাঁহা মাধব
ঠাড়হি পুন রহ দ্বারি[৯]।

পাঠান্তর—
১ চললি—তরু; চলল—ক-পুঁথি।
২ সো শোভা—ক-পুঁথি।
৩ হোয়—তরু।
৪ এই পংক্তিটি খ-পুঁথিতে আছে—
"কতশত চান্দ চরণে পরি কান্দই"
৫ তহি—তরু, ক-পুঁথি, গ পুঁথি।
৬ ফের—খ-পুঁথি।
৭ ভীত—তরু।
৮ আওল—তরু।
৯ দ্বারহি রহ পুন দ্বারি—তরু।

অদভুত মনহি বিলাস[১০] উনমুখ
তবহি নয়নে[১১] ঝর বারি ॥
পুন পরবোধি[১২] নিকটহিঁ আনিঞা
কহে সখী সুমধুর[১৩] বাণী ।
বুঝি করবি রতি জগত দুলহ অতি
কমলিনী গোঁপলু[১৪] আনি ।
আপন করি তোঁহে এই[১৫] যৈছে[১৬] জানয়ে[১৭]
ঐছন করবি আচার ।[১৮]
মধুসূদন পুন চন্দন বিলেপন
বর কুসুমে সুশিঙ্গার ॥[১৯]
কহ রাধামোহন ঐছন শুভদিন
আর কিয়ে[২০] হোয়ব হামারি[২১] ।
নিজ জন জানি সেবনে নিয়োজব
সদয়[২২] হৃদয়[২৩] মোহে গোরী ॥

তরু—১১৩।

টীকা—এখন মুগ্ধা নায়িকার অনুরূপ অভিসারক্রম, নবীন বয়স, কামাদিগুণবিশেষপ্রকার "সখীগণ সঙ্গে" ইত্যাদি পদে বলা হইতেছে। এখানে রাধার বয়ঃসন্ধিজনিত বিশেষভাবাক্রান্ত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

নবরঙ্গিণী—এই পদের দ্বারা নবরসত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

কতশত চাঁদ ইত্যাদি—যাহার বয়ঃসন্ধিতেই কেবলমাত্র চরণতলের শোভা সন্দর্শন করিয়া অসংখ্য চন্দ্র পদতলেই লুটাইতেছে এবং লক্ষ লক্ষ মদনদেবতা আপন আপন সৌন্দর্যকে নিন্দা করিয়া রোদন করিতেছে তাহার যৌবনাবস্থায় কী অপূর্ব শোভাসম্ভার হইবে তাহা কে বলিতে পারে—ইহাই কবির বক্তব্য।

"পহিল সমাগম রঙ্গ"—ইত্যাদির দ্বারা নবকামত্ব এবং "পদ দুই চারি চলত" ইত্যাদি হইতে "তবহিঁ নয়নে ঝরু বারি"—এই পর্যন্ত অভিসারচেষ্টায় অতিলজ্জাবশত গোপনসুন্দর প্রযত্ন জ্ঞাপিত হইয়াছে (রাধা দুই চারি পদ চলিয়া প্রথম সমাগম কল্পনায় ভয়ে কাঁপিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। এইভাবে মাধব যেখানে আছেন সেইখানে আসিয়া বহির্দ্বারে সঙ্কোচবশত দাঁড়াইয়া রহিল। মন তাহার বিলাসে উন্মুখ তবুও অনাস্বাদিত সুখ-কল্পনায় ভয় মিশিয়া রহিয়াছে বলিয়া নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল) এস্থলে উজ্জ্বল নীলমণিতে "মুগ্ধা নববয়ঃকামা" ইত্যাদি পদ দ্রষ্টব্য।)

আপন করি তোহে" ইত্যাদি—শব্দোত্থব্যঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ "কুসুমে সুশিঙ্গার" শব্দোত্থব্যঙ্গের দ্বারা এই পাঠ ধরিলে বুঝা গেল চন্দন ও কুসুমের দ্বারা রাধার সুবেশীকরণসেবা তোমার কর্তব্য। আর যদি ধরা যায় "কুসুমেষু (সু) শিঙ্গার" তাহা হইলে অর্থ হইবে কুসুমেষু অর্থাৎ কন্দর্প, তাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া অর্থাৎ প্রেমভাবে ভাবিত হইয়া রাধার সুবেশীকরণ তোমার কর্তব্য।

প্রথম পক্ষের সহিত যোগ রাখিয়া "কহ রাধামোহন" ইত্যাদি চরণের অর্থ হইবে—পদকর্তা সখীভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন যে তাঁহার কি এরূপ সৌভাগ্য হইবে যে রাধারাণী করুণাবশত (—কেননা তাঁহার এমন কোনো সুকৃতি নাই যাহাতে এরূপ সৌভাগ্য হইতে পারে)—তাঁহাকে নিজ জন জানিয়া চরণসেবায় নিযুক্ত করিবেন।

---

১০ বিলাসন—তরু।
১১ নয়ানে—খ-পুঁথি।
১২ পরবোধিয়া—তরু।
১৩ মধুরিম—ক-পুঁথি।
১৪ গৌপিনু—তরু, গৌপনু—ক-পুঁথি।
১৫ ইহ—তরু। এহ—খ-পুঁথি।
১৬ ঐছে—খ-পুঁথি।
১৭ জানত—তরু। জানিয়ে—খ-পুঁথি।
১৮ বিচার—ঙ-পুঁথি।
১৯ কর কুতূহলে শুনিঙ্গার (শৃঙ্গার)—ক-পুঁথি। এই পাঠটিও ভাল।
২০ আর কিএ—তরু, ক-পুঁথি।
২১ ঐছন হোয়ব মোরি—তরু।
আর কিয়ে হোয়ব মোরি—বহু।
২২ জলদ—খ-পুঁথি।
২৩ হৃদয়ে—ক-পুঁথি।
হৃদয়ে—ঘ পুঁথি।

দ্বিতীয় পক্ষে অর্থ হইবে—রাধামোহন অর্থাৎ কৃষ্ণ (রাধা যে অভিসারে আসিয়াছেন তাহাতেই বুঝা গেল —তিনি কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত) বলিতেছেন যে তাঁহার কি এরূপ শুভদিন আসিবে যেদিন তিনি ফুলচন্দনে রাধাকে সাজাইবেন—সাজাইবেন ষোড়শশৃঙ্গারে আপন হৃদয় প্রতিমাকে। রাধা কি সদয়া হইয়া কৃষ্ণকে সেরূপ সেবায় নিযুক্ত করিবে?

পদকর্তা রাধামোহন স্বকীয় টীকায় বলিতেছেন যে 'স' ও 'শ'-কারের ভেদ গ্রহণ না করিয়া তিনি "কুসুমে সুসিঙ্গার (কুসুমেষু শিঙ্গার)" শব্দকে মূল করিয়া ব্যাখ্যা দ্বয় রচনা করিয়াছেন।

ষোড়শ শৃঙ্গার—স্নান, নাসামুক্তা, নীলশাটী, ধারণের রজ্জিলাসূত্র, বেণী, কিরীট, অঙ্গানুলেপন, কেশ-কুসুম, মালা, লীলাপদ্ম, মুখতাম্বুল, চিবুকে তিলস্তবক, কজ্জল, অলক্তক, তিলক ও সুচিত্রণ।

১৩৭

মঙ্গলরাগ-চঞ্চুপুটতালো।

সকল সখী পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
যনু বান্ধি ব্যাধ[1] বিপিনে সো মৃগী
তেজই জীব নিশাস[2]॥
বৈঠলি[3] শয়ন সমীপে[4] সুবদনী
যতনে সমুখ না[5] হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশ দিশি[6]
দেলি[7] মনমথ কোয়॥

পাঠান্তর—

১ ব্যাধা—তরু, কী।
২ জীবন নাশ—তরু।
৩ বৈঠি—তরু।
৪ সমীপহি—খ পুঁথি।
৫ নাহি—খ পুঁথি।
৬ দশদিশ—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৭ দেই—তরু।

কঠিন কাম কঠোর কামিনী
মানে[8] নাহি পরবোধ।
নিবিড় নীবীবন্ধ[9] কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ॥
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কতিহু নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে[10] পরাণ পরিহরে[11]
পূরব কি রতি[12] আশ॥
কান্ত কাতর[13] কতহু কাকুতি
করত কামিনী পায়।
প্রাণপীড়ন রাই মানই[14]
বিদ্যাপতি কবি গায়[15]॥

কী—১৬৬, তরু—১১৫।

৮ মনে—তরু।
৯ নিবন্ধন—ক-পুঁথি। নিবন্ধ—খ-পুঁথি।
১০ পরশে—কী।
১১ প্রাণ পরিহরু—তরু।
১২ রতি—তরু, খ পুঁথি। খ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল। রীতি—বহ, মূলপুঁথি, ক-পুঁথি।
১৩ কাতরে—তরু।
১৪ মানহ—কী।
১৫ তরুতে "করত কামিনী পায়"—এর পর আছে—

কি জানি কি পর- কার অব দুহুঁ
কছুই নাহি অবধায়।
দিবস চারি গো- ঙাহ মাধব
করহ রতি সমাধান।
বড়ই কাজ সো বড়ই ধীরজ
সিংহ ভূপতি ভাণ॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরসসার ও পদরত্নাকরের পুঁথিতে এই অংশের পরিবর্তে পাইয়াছেন—

প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায়।

পদটি ভূপতি সিংহেরও হইতে পারে, বাঙ্গালা বিদ্যাপতি কবিরঞ্জনেরও হইতে পারে। খুব সম্ভব মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা ইহা নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা সুন্দর চরণ "অধরে অধিক নিরোধ"। ইহা ভাবব্যঞ্জক কিন্তু নিরলঙ্কার।

টীকা—রাধাকে সমর্পণ করিয়া সখীরা নিকুঞ্জজালের রন্ধ্রপথে মুখ রাখিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন অন্য একজনকে "সকল সখী পরবোধি কামিনী"—ইত্যাদি গীতে পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে এবং এখন যাহা ঘটিতেছে সেই সকল কথা বলিতে লাগিল।

সমস্ত সখীরা নবকামিনী রাধাকে প্রবোধ দান করিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে রাখিয়া গেলেন। এখন রাধা বিপিনে ব্যাধবদ্ধা হরিণীর ন্যায় তীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস মোচন করিতেছে। শয্যার নিকটে গিয়াও সে ইচ্ছা করিয়াই কৃষ্ণের সম্মুখীন হইতেছে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মন সুরততৃষ্ণাযুক্ত হইয়া দশ দিকে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছে আর ফুৎকার করিয়া মদনকে ডাকিয়া বলিতেছে—হে মদন, ইহার মধ্যে আবির্ভূত হও যেন আমার কার্যসিদ্ধি ঘটে। এইরূপে বহুবার ফুৎকার করিয়াও যখন মদনের আবির্ভাব ঘটিল না তখন মদনদেবকে কঠিনচিত্ত ছাড়া আর কি বলিবার থাকিতে পারে। কৃষ্ণের ন্যায় পরমাদ্ভুত নায়কের অতিশয় মদনপীড়া দেখিয়াও যখন এই নবকামা নারী প্রবোধ দিতে নায়কে প্রসন্ন হইল না তখন ইহাকেও ইচ্ছাপূর্বক কঠোরহৃদয়া ছাড়া আর কি বলিবার আছে! রাধা যে কঠোরচিত্তা তাহার প্রমাণ—নীবিবন্ধ নিবিড়—অবশ্য ভয়েও ইহা হইতে পারে। ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া আছে কিছুতেই কথা বলিবে না। সকল অঙ্গ পট্টবস্ত্রে আঁটিয়া বসিয়া আছে। হাত দিয়া স্পর্শ করিতে গেলে এমন ভাব দেখাইতেছে যেন প্রাণত্যাগ করিবে। তাহা হইলে কি ভাবেই বা কৃষ্ণের আশাপূর্তি হইবে! কোনোরূপ দৃগ্‌ভঙ্গির দ্বারা অথবা স্পর্শ করিয়া কিংবা অন্য কোনো প্রকারে রাধা কৃষ্ণের পরিতোষ বিধান করিবে না—তাহা হইলে এখন উপায় কি!

১৩৮

কামোদরাগ—যতিতালো।

বালি-বিলাসিনী-আকুল[1] কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে কর[2] করুণা কোটি॥
হঠ পরিরম্ভণে[3] নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল॥
নয়নক অঞ্চলে চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ॥

কী—১৬৭।

টীকা—ইহার পর কোনো এক সখী অপরা বিয়স্থা (কারণ রাধার সলজ্জ কেলির অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে) কোনো সখীকে বলিতেছে—তুমি (পূর্ব গীতে) যাহা বলিয়াছ তাহা আর বলিও না কারণ যদিও রাধা মিলনোৎসুক। তবু তাহার বালিকাবয়স অন্তরে আনিয়া যোক্তো যে শ্রীকৃষ্ণ সুরতে অযোগ্যা এই বালিকাতে সম্প্রয়োগের জন্য তৃষ্ণাকুল হইয়া হঠাৎ বলপূর্বক সেই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং রাধা যদিও মদনকৌতুকিনী এবং নবকামা তবু লজ্জাধিক্যবশত তাঁহার বলপ্রয়োগ চেষ্টাকে সমর্থন করে নাই। তাহার কারণ প্রথমত রাধা পদ্মিনী নারী অতএব স্বল্পকামা, তাহার উপর তরুণী অতএব করস্পর্শে কাতর হইয়া পড়িতেছে—করুণরসের স্থায়িভাব শোকের আবির্ভাব পুনঃপুনঃ ঘটিতেছে। বলপূর্বক আলিঙ্গন করিলে সে বারবার নিষেধ করিতেছে যেন সিংহের কবলে পড়িয়া হরিণী শঙ্কায় ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।

পাঠান্তর—

১ নাগর—ঘ-পুঁথি।

২ করত—কী, রহ, ক-পুঁথি। করত—ঙ-পুঁথি।

৩ করি—কী।

এই সময় অন্য এক সখী রাধার নয়নের চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিতেছে—দেখ এখনও রাধার নয়নে চাঞ্চল্য সুতরাং তাহার মনে এখনও কন্দর্প আবির্ভূত হয় নাই। কন্দর্প যদি আবির্ভূত হইত তাহা হইলে নয়ন স্থির হইয়া নিমীলিত হইত।

১২৯

শ্রীরাগ-যতিতালে।

ধরি সখী আঁচরে[১] ভরি উপচঙ্ক।
বৈঠি না বৈঠই হরি পরিয়ঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই[২] পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥
নুবধল মাধব মুগধিনী[৩] নারী।
ও অতি বিদগধ এ[৪] অতি গোঙারি॥ ধ্রু॥
পরশিতে তরসিত[৫] করহি কর ঠেলই।
হেরয়িতে বয়ান[৬] নয়নে[৭] জল খলই॥
হঠপরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাম্বরে[৮] ঝাঁপ॥
সুতলি ভীত পুতলী সম গোরী।
চিত[৯] নলিনী অলি রহল[১০] আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহ ইহ[১১] পরিণাম[১২]।
রূপক কূপে[১৩] মগন ভেল কাম[১৪]॥

ক্ষ—১১১১, সং—৪৭, কী—১৬৯, তরু—১০০।

টীকা—এখনও সকল লোকেই পূর্বদৃষ্ট অতিশয় সুখ-দুঃখজনিত কার্যের অনুকথন করিয়া থাকে। তাই হর্ষ ও বিষাদে উন্মথিত হইয়া কোন এক সখী তৎকালদৃষ্ট আদ্য, মধ্য ও বর্তমান লীলা "ধরি সখী আঁচরে" ইত্যাদি বাক্যে গবাক্ষের বাহিরে অবস্থিত কোন এক ব্যক্তিকে বলিতেছে—

এই গীতে প্রথম দুইটি চরণ অর্থাৎ "ধরি সখী আঁচরে" হইতে "আগোরল নাহ" পর্যন্ত পূর্বদৃষ্ট আদ্যলীলার অনুকথন। তাহার পর "নুবধল মাধব" ইত্যাদি হইতে "চুম্বনে বদন পটাম্বরে ঝাঁপ" ইত্যাদি পর্যন্ত গবাক্ষপথে দৃষ্ট মধ্যলীলার অনুকথন। তাহার পর "সুতলি ভীত পুতলী সম গোরী" ইত্যাদি গবাক্ষপথে দৃষ্ট বর্তমান লীলার অনুকথন। "সুতলি ভীত পুতলী" ইত্যাদি দ্বারা বুঝা গেল যে ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত পুত্তলীর ন্যায় রাধা যে শয্যায় শয়ান করিয়া আছে তাহা তাহার স্বতঃপ্রবৃত্ত অভিলাষকে জ্ঞাপন করিতেছে না। চিত্রিত নলিনীকে আবৃত করিয়া অলি যদি লীন থাকে তাহাতে যেমন সে মধু ইত্যাদি পানজনিত সুখ অনুভব করে না তেমনি কৃষ্ণও ভিত্তিপুত্তলীর ন্যায় শয়ান রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন মাত্র—সম্ভোগজনিত সুখ অনুভব করিতেছেন না।

সখীরূপী গোবিন্দদাস এ-কথা শুনিয়া বলিতেছেন—"না, তাহা নহে। রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনকালে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ কৃষ্ণ তো অসমোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচর; সেই কৃষ্ণকেও আবার রূপসম্পদে মুগ্ধ করিয়াছেন—কিনিয়া ফেলিয়াছেন রাধা। তাই রাধারূপে

পাঠান্তর—

১ আঁচর—ক্ষ, খ-পুঁথি। ক-পুঁথি ও টীকায় 'আঁচরে' পাঠ আছে বলিয়া তাহাই গৃহীত হইল।
২ 'চলই'—তরুতে নাই।
৩ মুগধল—ক্ষ, সং।
৪ এই—ক-পুঁথি।
৫ তরসি—ক্ষ, সং, খ-পুঁথি।
৬ বয়ন—খ-পুঁথি।
৭ নয়নে—খ-পুঁথি।
৮ পটাঞ্চলে—ক্ষ, তরু।
৯ চিত্র—সং।
১০ রহলি—ক্ষ; রহত—সং, ক-পুঁথি। রহই—তরু।
১১ কহই—তরু।
১২ ক-পুঁথিতে এই পংক্তিটির পরে—"গোবিন্দদাস কহই পরণাম"।
১৩ রূপকূপে—ক-পুঁথি।
১৪ কাম—খ-পুঁথি।

বিমোহিত কৃষ্ণ আনন্দে বিভোর হইয়া আছেন—রস-সম্ভোগতৃষ্ণা যেন দূরীভূত হইয়াছে; রাধারূপের অমৃত পান করিয়া তাঁহার যেন সকল কামতৃষ্ণা দূরে গিয়াছে। রূপের কূপে কাম ডুবিয়া গিয়াছে।

মধ্যাপ্রকরণোক্তং "সুরত তিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি" —ইত্যাদি [গীতমপ্যত্র গেয়ম্। সম্ভবতাস্যা নিত্য-মধ্যাত্বাৎ॥][1] ইতি পদামৃতসমুদ্রে মুগ্ধায়ুরূপ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনবিবেচনম্॥

টীকা - এই পদটি গাহিবার পর রাধামোহন বলিতেছেন যে মধ্যা নায়িকা রাধার সহিত সম্ভোগবর্ণনায় "সুরততিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি" (৭১ সংখ্যক পদ, রচনা—গোবিন্দদাস) ইত্যাদি পদ গেয়। "ইত্যাদি" পদের দ্বারা "চৌদিশ চকিত নয়নে বন হেরসি", "যো গিরিগোচর বিপিনহি সরুক" এবং "কাজর ভ্রমর তিমির যনু তরু রুচি" এই তিনটি পদও গেয় বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

যদিও এই পদগুলি মধ্যা নায়িকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য এবং মুগ্ধা নায়িকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে তবু রাধা নিত্য মধ্যা নায়িকা বলিয়া মুগ্ধাসম্ভোগেও এই গীতগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থটির প্রথমে মুগ্ধাসম্ভোগ না দিয়া মধ্যাসম্ভোগ দিবার কারণ এই যে অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে "আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ পুংসাং পশ্চাৎ তদিঙ্গিতৈঃ" সূত্রবলে প্রথমে রাধার রাগ বর্ণনীয়। তাহা মুগ্ধা নায়িকায় সঙ্গত নহে বলিয়া প্রথমে শ্রীরাধার পূর্বরাগে ও তজ্জনিত সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে মধ্যা নায়িকার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রসোদ্গারঃ।

[মুগ্ধা রসোদ্গারং ন করোতীতি কিংবদন্ত্যস্তি। অতোঽস্যা রসোদ্গারঃ কুত্রাপি পূর্বাচার্যৈঃ ন বর্ণিতঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য তু তদ্রসোদ্গারঃ সম্ভবতি॥][2]

পাঠান্তর—

১ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ ক-পুঁথিতে নাই।

২ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ স্থলে ক-পুঁথিতে আছে—"শ্রীকৃষ্ণস্য রসোদ্গারঃ। কুত্রাপি পূর্বাচার্যৈর্ন বর্ণিতঃ।

টীকা—মুগ্ধা নায়িকা সম্ভোগশৃঙ্গারের পর কখনো রসোদ্গার বা ভুক্ত সম্ভোগের আনন্দ-কৌতুক বর্ণনা করে না—এইরূপ একটি কিংবদন্তী আছে। না করিবার কারণ —স্বাভাবিক লজ্জার আতিশয্য। এই কারণেই পূর্বাচার্যগণ কোথাও মুগ্ধা নায়িকার রসোদ্গার বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মুগ্ধা-নায়িকা-সম্ভোগজনিত রসোদ্গার সম্ভব বলিয়া তাহা বর্ণিত হইল।

১৪০

স যথা—

বিভাষরাগ-নন্দনতালো।

হাম[1] দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হাম[2] হেরইতে ধন কাঁপ।[3]
সুরতশিঙ্গার[4] আজি ধনি আয়লি
পরশিতে থরহরি কাঁপ॥
সখি হে[5] কানুক ইহ অবধারী।
সকল কাজ হাম বুঝলুঁ বুঝায়লুঁ
না বুঝল[6] অন্তর নারী॥ ধ্রু॥
অভিমত কাম নাম পুন শুনইতে
রোখই গুণ দরশাই।
অরিসম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে
আপন মনোরথ সাই॥
অন্তরে জীউ অধিক করি মানয়ে[7]
বাহিরে না গণয়ে দাসে[8]।

পাঠান্তর—

১ হামে—তরু।

২ হামে—তরু।

৩ তনু ঝাঁপ—তরু (এই পাঠটি সঙ্গত)।

৪ শিঙ্গারে—তরু, ক-পুঁথি।

৫ শোন হে—তরু।

৬ বুঝলুঁ—তরু।

৭ মানিএ—ক-পুঁথি।

৮ বাহিরে লাগয়ে উদাসে—তরু (এই পাঠটি ভাল)।

কহ[১] কবিশেখর সহজ বিষয়রত
বিদগধ প্রেমবিলাসে[২] ॥

তরু—২৫৯।

এখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সংক্ষিপ্তসম্ভোগান্তর রসোদ্গার।

টীকা—আমাকে দেখাইবার জন্য কতপ্রকার বেশভূষা করিয়া রাধা আসিয়াছে কিন্তু আমাকে দেখিয়াই ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল (আমাকে দেখিয়া লজ্জায় বেশভূষা আবৃত করিয়া রাখিল—তরুর পাঠানুযায়ী)। সুরত শৃঙ্গার করিবার জন্য সে আসিয়াছিল অর্থাৎ সুরতোচিত শৃঙ্গার বেশ ধারণ করিয়া সে আসিয়াছিল—কিন্তু আমি স্পর্শ করিতেই থর থর কাঁপিয়া উঠিল। হে সখি—আমি কৃষ্ণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার এই প্রত্যয় দৃঢ় হইল যে সকল কাজই আমি বুঝি ও বুঝাইতে পারি— কেবলমাত্র নারীর হৃদয় ছাড়া।

দেখ কিরূপ বিপরীত তাহার কার্যাবলী। কাম বা সম্ভোগ তাহার অভিমত অথচ তাহার নাম শুনিবামাত্র সতীত্বাদি গুণ দেখাইয়া কোপ করিতে লাগিল। শত্রুর ন্যায় গঞ্জনা দিতেছে—আবার মিত্রের ন্যায় মনোরঞ্জনও করিতেছে—সে কখন কি বলিতে চায় তাহা একমাত্র তাহার মনোরথই জানে। মনে মনে সে আমাকে প্রাণ হইতেও অধিক বলিয়া মনে করে—অথচ বাহিরে দাস বলিয়াও গণ্য করে না (—ঔদাস্য দেখায়—তরুর পাঠানুযায়ী)। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া সখীরূপী কবিশেখর বলিতেছেন—আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিতেছি—শোনো। রাধার কৃষ্ণপ্রেম স্বাভাবিক ও তাহা কৃষ্ণরূপ বিষয়ালম্বনে নিয়তই বর্তমান। তবে যে তুমি বলিতেছ—তাহাকে বুঝিতে পার নাই—সে কেবল প্রেমবিলাসে বৈদগ্ধ্যবশত। প্রেমের গতি স্বভাবতই কুটিল, সে সোজা পথ ধরিয়া চলে না।

পাঠান্তর—

১ কহে—ক-পুঁথি।
২ কহ কবিশেখর অনুভব জানহ
বিদগধ কেলি বিলাসে।

১৪১

তথা চ ধানশীরাগ-যতিতালৌ।

করে কর ধরি যে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥
রামা[১] শপথি করহুঁ তোর।
সেই[২] গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর[৩] ॥ ধ্রু ॥
গলিত বসন লুলিত ভূষণ
ফুয়ল কবরীভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার ॥
নিভৃত কেতন[৪] হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা[৫]।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা[৬] ॥

কী—২৭০, তরু—২৬০।

পাঠান্তর—

১ সখা—কী।
২ সোই—তরু।
৩ "কি গতি মোর"—ইহার পরে কীর্তনানন্দে অতিরিক্ত—
অরুণ্ধতী করি রস পশারল
লাগল হৃদয়ে বাণ।
সে সব সোঙরি মদন দহন
সংশয় হইল প্রাণ ॥
নব পয়োধরে দরশ পরশে
অধর অমিয়া দেল।
হঠ আলিঙ্গনে সব কলেবর
পুনহি অঙ্কুর ভেল।
৪ নিকেতনে—কী।
৫ রাধা—ক-পুঁথি।
৬ বাধা—ক-পুঁথি।

টীকা—যৈছে হিমকর ইত্যাদি—(এই পদটি কৃষ্ণের উক্তি) রাধার বদন চন্দ্রের তুল্য। তাহাতে যখন সে হাসে তখন মনে হয় যেন শুভ্র কুমুদ ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্র যেন মৃগ ত্যাগ করিয়া কুমুদ ফুল কোলে করিয়াছে।

আহা উহু করি ইত্যাদি—শৃঙ্গারকালীন শীৎকার শব্দ।

নিভৃত নিকেতন—নির্জন কুঞ্জ।

বাধা—পীড়া।

অথ অষ্টস্থ যন্নায়িকাঃ[১]

শ্রীগুরুং গৌরচন্দ্রঞ্চ সকলত্রং সভক্তকম্।
শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রঞ্চ নমামি স্বগণান্বিতম্[২]।
অথাভিসারিকা বাসসজ্জা[৩] চোৎকন্ঠিতা তথা।
বিপ্রলব্ধা ততো জ্ঞেয়া খণ্ডিতা চ ততো ভবেৎ॥
কলহান্তরিতা চৈব ক্রমাল্লিখতি কোঽপি তাঃ।
কৃপয়া শ্রীগুরোর্বিদ্যাপত্যাদেরনুসারতঃ॥
প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্তৃকা।
লিখিষ্যতেঽত্র তে পশ্চাৎ প্রক্রমস্য প্রভেদতঃ॥

টীকা—সকলের ত্রাণকারী ভক্তগণসমেত এবং স্বগণান্বিত শ্রীগুরু, গৌরচন্দ্র ও শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রকে শ্লোককর্তা নমস্কার জানাইতেছেন।

অনন্তর তিনি শ্রীগুরুর কৃপায় শ্রীবিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের অনুসরণে অষ্টনায়িকার মধ্যে ছয়টি নায়িকার উপর লিখিত গীতাবলী সাজাইয়া দিতেছেন—সম্ভবমত রচনা করিয়া অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন।

পাঠান্তর—

১ ঘ-পুঁথিতে নাই।

২ সগণান্বিতম্—ঘ-পুঁথি।

৩ বাসকসজ্জা—ঘ-পুঁথির এই পাঠ ছন্দোদোষযুক্ত।

প্রক্রমের প্রভেদ অনুসারে প্রোষিতপ্রেয়সী এবং স্বাধীন-ভর্তৃকা সম্বন্ধীয় পদাবলী পরে উপন্যস্ত হইতেছে।

(অষ্টনায়িকাকে পর পর উপন্যস্ত না করিয়া দুইভাগে সাজাইবার কারণ এই যে অভিসারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কলহান্তরিতা পর্যন্ত নায়িকা অবস্থাগুলি পরম্পরাশ্রয়ী একটি অবিচ্ছিন্ন সময়ের সূত্রে গ্রথিত। প্রোষিতপ্রেয়সী দূরপ্রবাসবিরহের পর; সুতরাং কলহান্তরিতার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

স্বাধীনভর্তৃকার সহিত কলহান্তরিতার অবস্থার ক্রমাগত কোনো সম্বন্ধ আছে কি না তাহাও বিচার্য। মানে শেষপর্যন্ত রাধারই নতি স্বীকার সুতরাং স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার পক্ষে তাহা স্বীকার্য নহে। এইজন্যই রাধামোহন অভিসারিকা হইতে কলহান্তরিতা পর্যন্ত ছয়টি অবস্থার ক্রমান্বয় দেখাইয়া অন্য দুইটি অবস্থাকে প্রসঙ্গান্তরে উপন্যস্ত করিয়াছেন।)

রাধামোহন বলিতেছেন—অভিসারিকা বাসকসজ্জা ইত্যাদি ছয়টি অবস্থা একদিনে নায়ক-নায়িকার মিলন না হইলেও ঘটিত হয় বলিয়া একত্রে ধরা হইয়াছে। মিলন হইলেও এই ছয়টি অবস্থা পর পর সম্ভব বলিয়াও একত্রে ধরা হইল।

১৪২

কামোদরাগসমতালৌ।

ব্রজ-অভিসারিণী- ভাববিভাবিত
নবদ্বীপচান্দ বিভোর।[১]
অভিনব[২] তৈছন করত পুলকি[৩] তনু
নয়নহি আনন্দলোর॥

পাঠান্তর—

১ উজোর—ঙ-পুঁথি।

২ অভিনয়—তক, বহ।

৩ পুলক—ঙ-পুঁথি।

দেখ দেখ প্রেমসিন্ধু-অবতার।
তঁহি পুন নিমগণ নাহি জানে রাতিদিন
বুঝি সো মহাভাব সার ॥ধ্রু॥
নিশবদ মণ্ডন অঙ্গহি পহিরণ[৪]
গতি অতি ললিত সুধীর।
বৃন্দাবন ভানে চকিত বিলোকনে[৫]
পাওল সুরধুনী তীর ॥
কেবল কৃষ্ণ- নামগুণ-কীর্তন
করতহি পরমানন্দে[৬]।
রাধামোহনদাস[৭] আশ রাখত জানি
সো প্রভু চরণারবিন্দে ॥

তরু—৩৫২।

শ্রীরাধার ভাব ও রূপকে অঙ্গীকার করিয়া রাধাপ্রেম আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিসারিকা অবস্থার স্বীকাররূপ ঘটনাকে আপন ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে ইচ্ছুক কোনো এক ব্যক্তি "ব্রজ-অভিসারিণী" ইত্যাদি গীতে বর্ণনা করিতেছেন।

"বুঝি সো মহাভাবসার" এই অংশে "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ বুঝিতে হইবে। (এই শ্লোকের বিস্তৃত অর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

নিশবদ-মণ্ডন—যে অলঙ্কারে কোনো শব্দ হয় না। অথবা "নিশবদ মণ্ডন" এইভাবে বিযুক্ত দুইটি শব্দ ধরিলে অর্থ হইবে—এমনভাবে চলিতেছে যাহাতে অলঙ্কারের কোনো শিঞ্জনধ্বনি হইতেছে না।

পাঠান্তর—

৪ পহিরল—ক-পুঁথি।
৫ বিলোকন—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ পরম আনন্দে—তরু।
৭ গোবিন্দদাস—ঘ-পুঁথি।

বৃন্দাবনভানে…সুরধুনী তীর—বৃন্দাবন মনে করিয়া চারিদিকে সশঙ্কভাবে চাহিতে চাহিতে যমুনা মনে করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

১৪৩

কামোদরাগ-ছুটাদশকোশীতালাভ্যাম্।

নন্দনন্দন
চন্দ্র[১]-চন্দন-
গন্ধনিন্দিত-
অঙ্গ।
জলদসুন্দর
কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর-[২]
ভঙ্গ। ধ্রু।
প্রেম-আকুল[৩]
গোপ-গোকুল-
কুলজ-কামিনী-
কন্ত।
কুসুমরঞ্জন
মঞ্জু বঞ্জুল-
কুঞ্জ-মন্দিরে[৪]
সন্ত ॥
গণ্ডমণ্ডল-
বলিত কুণ্ডল
উড় চূড়[৫]-শি-
খণ্ড।

পাঠান্তর—

১ চন্দ—তরু।
২ সুন্দর—ঘ-পুঁথি।
৩ প্রেমে আকুল—ঘ-পুঁথি।
৪ মন্দির—তরু।
৫ উড়ে চূড়ে—তরু, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি এবং ঙ-পুঁথি। চূড়ে উরে—ঘ-পুঁথি।

কেলিতাণ্ডব-
তালপণ্ডিত-
বাহুদণ্ডিত-
দণ্ড ॥
কঞ্জলোচন
কলুষমোচন,
শ্রবণরোচন
ভাষ[৬]।
অমল-কমল-[৭]
চরণ-কিশলয়-[৮]
নিলয় গোবিন্দ
দাস ॥
তরু—২৪১৯।

টীকা—এখন বিষয়ালম্বনরূপে সিদ্ধ এবং প্রস্তুত শ্রীকৃষ্ণকে "নন্দনন্দন" ইত্যাদি গীতে স্মরণ করিতেছেন।

চন্দ্র-চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ—চন্দ্র (কর্পূর) ও চন্দনের (মিশ্রিত বা অমিশ্রিত অবস্থা) গন্ধকে নিন্দা দিয়াছে যাঁহার অঙ্গের সুগন্ধ—এমন যে কৃষ্ণ (নন্দনন্দন)। রাধামোহন ব্যাখ্যা করিয়াছেন "কর্পূর-চন্দন-মিশ্রিত" গন্ধ।

জলদসুন্দর…সিন্ধুরভঙ্গ—অঙ্গ যাঁহার কান্তিতে জলদের ন্যায় স্নিগ্ধসুন্দর, কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাচিহ্নিত এবং গতি ভঙ্গিতে অর্থাৎ বলবীর্যগমনাদিগুণে হস্তীকে জয় করিয়াছে।

প্রেম-আকুল—এই শব্দটিকে "সমস্ত" পদের অংশরূপে ধরিলে ইহা "গোপ…কামিনী" অংশের বিশেষণ হইবে। পৃথক পদরূপে ধরিলে কৃষ্ণের বিশেষণ।

রাধামোহন অর্থ করিয়াছেন—গোপগণের গোকুলকুলজা অভিজাতা কামিনীগণের যিনি কান্ত বা কমনীয় নায়ক। "গোপ" শব্দটি ব্যবহার করায় গোপকুলজা ভিন্ন অন্য নারী গ্রহণ না করা সূচিত হইয়াছে।

কুসুমরঞ্জন—এই শব্দটিকে সমস্ত পদের অংশরূপে ধরিলে মন্দিরের বিশেষণ হইবে। পৃথকভাবে ধরিলে কৃষ্ণের বিশেষণ। পূর্ব অর্থটি রাধামোহনসম্মত।

গণ্ডমণ্ডলবলিত কুণ্ডল উড়ু চূড় শিখণ্ড—কুঞ্জ-গৃহে অভিসারিকা নায়িকার সহিত মিলিত হইবার জন্য অবস্থান করিয়া কৃষ্ণ নিজের নবজলধরবিভূষিত কান্তির দ্বারা ময়ূর-তাণ্ডবনৃত্যে পারদর্শিতা দেখাইতেছেন—ইহাই ভাবার্থ।

কেলীতাণ্ডবতালপণ্ডিত বাহুদণ্ডিতদণ্ড—যিনি কেলিবিষয়ক তাণ্ডব তালে পণ্ডিত এবং যিনি বাহুর দ্বারা দণ্ডকে ধিক্কৃত করিয়াছেন।

কঞ্জলোচন—পদ্মলোচন।

অমল-কমল-চরণ-কিশলয়-নিলয়— এস্থলে কিশলয় শব্দের অর্থ 'পর্ণ' ধরিতে হইবে।

১৪৪

ধানসীরাগ-পঠতালো।

করিবর-রাজহংস-গতি-[১]গামিনী
চললহি[২] সঙ্কেতগেহা।
অমলা-তড়িদ্দণ্ড-হেমমঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥
জলধর-তিমির-চামর জিনি কুন্তল
অলক ভৃঙ্গ-শৈবালে।
ভাঁউ-লতা-ধনু-ভ্রমর-ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে।
নলিনী-চকোর-শফরী-বর-[৩] মধুকর-
মৃগী-খঞ্জন জিনি আঁখি।

পাঠান্তর—
৬ ভাস—বহু, ক-পুঁথি।
৭ কোমল—তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৮ নিলয়—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ জিনি—তরু। গতি জিনি—ঙ-পুঁথি।
২ চললিহ—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ সব—বহু, মূল পুঁথি। সহ—ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি। তরুতে "বর" পাঠ। ক-পুঁথিতেও "বর" পাঠ থাকায় যোগ্যতর বিবেচনায় এই পাঠটি গৃহীত হইল।

নাসা তিলফুল-গরুড়চঞ্চু জিনি
গৃধিনী শ্রবণ বিশেখি ॥
কনকমুকুর-শশী-কমল জিনিঞা মুখ
জিনি বিম্ব[৪] অধর প্রবালে[৫] ।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ-করগবীজ[৬]
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥
বেল-তালযুগ-হেমকলস-গিরি-
কঠোরি জিনিঞা কুচ সাজা ।
বাহু মৃণাল-পাশ-বল্লরী জিনি
ডমরু-সিংহ জিনি মাজা ॥
লোমলতাবলী শৈবাল[৭]-কজ্জল
ত্রিবলী তরঙ্গিনী রঙ্গা[৮] ।
নাভি সরোবর-সরোরুহদল[৯] জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুযুগ কদলী-করিবরকর জিনি
স্থলপঙ্কজ পদ-পাণি ।
নখ দাড়িমবীজ-ইন্দু-রতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া[১০] বাণী ॥
[ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ যুবতি[১১]
রাধা রূপ অপারা ।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা[১২] ॥]
তরু—২৭১ ।

পাঠান্তর—

৪ বিম্বু—তরু ।
কম্বু—ক-পুঁথির এই পাঠ সম্ভবত লিপিকর প্রমাদজ ।
৫ পহারে—তরু ।
৬ কুন্দ-করগযুগ—ক-পুঁথিতে নাই ।
৭ শৈবল—তরু ।
৮ বঙ্গা—ঙ-পুঁথি ।
৯ সরোরুহ জলজ—ঘ-পুঁথি ।
১০ অমিয়ার—ঘ-পুঁথি ।
১১ মুরতি—তরু ।
১২ ক-পুঁথিতে এবং ঙ-পুঁথিতে 'ভণয়ে বিদ্যাপতি…অবতারা' পর্যন্ত বন্ধনীচিহ্নিত ভণিতার অংশটি নাই ।

টীকা—এখন প্রথমেই আশ্রয়ালম্বনশিরোমণি শ্রীরাধার রূপাদিকাবর্ণনাময় অভিসারের কথা শ্রীবিদ্যাপতি বলিতেছেন ।

"করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী"—এই পাঠের সঙ্গে অর্থ করিবার সময় "জিনি" শব্দটি দিতে হইবে কারণ রাধামোহন বলিতেছেন যে পরবর্তী তুলনাগুলিতে "জিনি"-শব্দের প্রাচুর্য থাকায় প্রথম চরণেও "জিনি" আছে বুঝিয়া লইতে হইবে ।

ইহা যে অভিসারের পদ তাহার প্রমাণ—"চললহি" শব্দটির প্রয়োগ ।

রাধা সঙ্কেত-গৃহে চলিতেছেন—তাঁহার গতিভঙ্গী করিবর ও রাজহংসকে পরাজিত করিয়াছে, তনু ও রুচু দেহ অমলিন বা উজ্জ্বল বিদ্যুদ্বল্লরী ও হেমমঞ্জরীকে সৌন্দর্যে জয় করিয়াছে। তাঁহার কুন্তল স্নিগ্ধতায় ও মসৃণতায় জলধরকে, প্রগাঢ়তায় ও বিপুলতায় অন্ধকারকে এবং আকৃতির চারুতায় চামরকে জয় করিয়াছে। তাঁহার অলক বা চূর্ণকুন্তল কৃষ্ণতায় ও কৌটিল্যে ভৃঙ্গ ও শৈবালকে জয় করিয়াছে। রাধামোহন বলিতেছেন যে এস্থলে যদিও "জিনি" শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই তবু তদ্ভাবসম্বন্ধবশত—অর্থাৎ মূলভাবের সহিত সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া "জিনি" শব্দটি ধরিয়া লইতে হইবে। অবশ্য অন্তর্গত অন্বয়বলেও "জিনি" শব্দটি পাওয়া যাইতে পারে ।

তাঁহার ভ্রূযুগল লতা, ধনু, ভ্রমর ও ভুজঙ্গিনীকে জয় করিয়াছে। ভ্রূর সহিত ভুজঙ্গিনীর তুলনা তাহার কৌটিল্যাংশের। ভ্রূ-রোমের প্রারম্ভের গুচ্ছগত স্থূলতার ও প্রান্তের সূক্ষ্মতার সহিত ভুজঙ্গিনীর ক্রমসূক্ষ্ম কৌটিল্যের তুলনা। "ভাউ লতা-ধনু জিনিঞা ভুজঙ্গিনী"-এরূপ পাঠেও পূর্বোক্ত অর্থ ।

তাঁহার ললাটদেশ অর্ধচন্দ্রের আকৃতিবিশিষ্ট ও অনুরূপ কান্তিময় ও মসৃণ। নয়ন দুটি নীলপদ্ম, চকোর, শফরী, সর (পাঠান্তরে), মধুকর, মৃগী ও খঞ্জনকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ আকৃতিতে নীলপদ্মকে, মত্ততায় চকোরকে, উজ্জ্বলতায় শফরীকে, সজলতায় ও স্বচ্ছতায় সরসীকে, কৃষ্ণতায়

মধুকরকে, সরলতায় মৃগীকে এবং চঞ্চলতায় খঞ্জনকে জয় করিয়াছে।

তাঁহার নাসা তিলকুসুম ও গরুড় চঞ্চুকে জয় করিয়াছে। তিলকুসুমের আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও গরুড়চঞ্চুর অত্যধিক বক্রতা পরাজয়ের কারণ।

তাঁহার শ্রবণ গৃধিনীকে জয় করিয়াছে। রাধামোহন বলিতেছেন যে "বিশেখি" শব্দটি থাকায় 'জিনি' শব্দার্থ আসিয়া পড়িতেছে। পশ্চিমদেশীয়েরা মূর্ধণ্য ষ-কারের উচ্চারণ 'খ'-কারের ন্যায় করে বলিয়া "বিশেখি" ও "বিশেষি" একই শব্দ বলিয়া ধরিতে হইবে।

তাঁহার মুখ কনকমুকুরকে মসৃণতায় ও ঔজ্জ্বল্যে, শশীকে আনন্দদায়কত্বে ও স্নিগ্ধতায় এবং কমলকে সরসত্বে ও কোমলতায় জয় করিয়াছে।

তাঁহার অধর বিম্বফলকে পুষ্টতায়, প্রবালকে বর্ণে এবং কিশলয়কে (প্রবালকে) কোমলতায় জয় করিয়াছে।

তাঁহার দশন মুক্তাকে কান্তিতে, কুন্দকে বর্ণে এবং করগবীজকে অর্থাৎ দালিমদানাকে আকারে পরাজিত করিয়াছে এবং কণ্ঠ আকারে কম্বুকে জয় করিয়াছে।

তাঁহার পয়োধর বেলকে আকারে, তালফলকে আয়তনে, হেমকলসকে উজ্জ্বলতায়, গিরিকে কঠোরতায় এবং কটোরা বা বাটিকে দৃঢ়বদ্ধতায় হার মানাইয়াছে।

তাঁহার বাহু মৃণালকে শুভ্রতায়, পাশকে আকর্ষকত্বে, এবং বল্লরীকে কোমলতায় হার মানাইয়াছে। রাধামোহন বলিতেছেন যে "বাহু মৃণাল-পাশ ভুজ বল্লরী" বলিয়া যে পাঠান্তর পাওয়া যায় তাহা লেখক-প্রমাদজ, মহাকবির ত্রুটি নহে, কারণ এ ক্ষেত্রে বাহু ও ভুজ শব্দের একার্থতা-বশত অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে। যদি এই পাঠটি অর্থাৎ "বাহু মৃণাল ভুজবল্লরী" অধিকাংশ পুঁথিতে দেখা যায় তাহা হইলে বাহু ও ভুজের অবান্তর ভেদ গ্রহণ করিয়া (ভুজ—হস্ত, বাহু—কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত) অর্থের সঙ্গতি করিতে হইবে।

তাঁহার মধ্যস্থল ডমরু (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) ও সিংহের মধ্যভাগ অপেক্ষাও সুচারুরূপে ক্ষীণ। তাঁহার রোমলতা-বলী শৈবাল ও কজ্জলকে এবং ত্রিবলীরেখা নদীর তরঙ্গকে জয় করিয়াছে। (অথবা ত্রিবলীকেই এস্থলে তরঙ্গিনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।)

তাঁহার নাভি সরোবরকে গভীরতায়, পদ্মপর্ণকে আকৃতিতে এবং নিতম্ব গজকুম্ভকে হার মানাইয়াছে।

তাঁহার উরুযুগ কদলী ও করভকে জয় করিয়াছে এবং হস্ত-পদ স্থলপঙ্কজকেও হার মানাইয়াছে।

তাঁহার নখ বেদানার দানাকে রক্তিমায়, ইন্দুকে আকৃতিতে এবং রত্নকে উজ্জ্বলতায় হার মানাইয়াছে।

পিককণ্ঠ হইতেও তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—অপূর্ব রূপবতী এই যুবতীর রূপের কোনো সীমা নাই। (লখিমাদেবীকে কি ইঙ্গিত করিতেছেন ?) রাজা শিবসিংহ নারায়ণের একাদশ অবতারের রূপ। বিষ্ণুর দশাবতারের কথা শোনা যায়—ইনি একাদশ অবতার।

(সম্ভবত লখিমাদেবীকে রাধার সহিত তুলনা করায় রাজা শিবসিংহকে নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করিতে হইয়াছে।)

১৪৫

কামোদরাগ-দশকোশীতালৌ।

দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই।

চকিত বিলোচনে[১] চাহই সব[২] দিশ

প্রেমসিন্ধু অবগাই। ধ্রু।

এক সখী সঙ্গে চলু নবনাগরী[৩]

নাগর-সঙ্কেতকুঞ্জ।

মল্লিকা-মালতী- কুসুম-বিথারিত

গুঞ্জিত[৪] যহিঁ[৫] অলিপুঞ্জ।

পাঠান্তর—

১ বিলোকনে—তরু, ক-পুঁথি।
২ দশ—তরু।
৩ নবরঙ্গিনী—খ-পুঁথি।
৪ গুঞ্জত—ক-পুঁথি।
৫ তঁহি—তরু।

নিশবদ মণ্ডন অঙ্গহিঁ ভূষণ[৬]
তৈছন নূপুর চরণে।
সিন্দুর চন্দন কজ্জল উজ্জল
কৃত অবগুণ্ঠন বদনে॥[৭]
শিরীষ কুসুম পরশে যো পদতল
বরণিত হোত মেলান।
সো অব কণ্টক- কঙ্কর-বাটহি
রাগহি[৮] করত পয়ান॥
ইথে বুঝি প্রেম প্রবল নব[৯] বিধি হোই
সিরজই বিপরীত বন্ধ।
দাস রাধামোহন কিছু নাহি[১০] বুঝই
যাতে নাহি সো রস গন্ধ॥
তরু—২৭২।

টীকা—লজ্জায় আপন অঙ্গে আপনি লীন হইয়া, সমস্ত ভূষণশব্দ স্থগিত করিয়া অবগুণ্ঠিতা হইয়া স্নেহশালিনী এক সখীর সঙ্গে প্রিয়কে অভিসার করিবে—অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত এই বিধানমত "দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই" ইত্যাদি পদে সামান্যভাবে অভিসারের প্রথমাবস্থা দেখানো হইতেছে। সেই অভিসারিকা কান্তকে অভিসার করায় অথবা নিজে অভিসার করে এবং অভিসারের কালানুযায়ী বেশ ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নী বা তামসী—এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে—অলঙ্কারশাস্ত্রের এই লক্ষণানুযায়ী প্রথমেই "যে কান্তকে অভিসার করায়"—এইরূপ অভিসারিকার বর্ণনা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন যে সঙ্কীর্তনরসনির্বাহক শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর অভিসারয়িত্রী (যে অভিসার করায়) অপেক্ষা অভিসারকর্ত্রীর (যে অভিসার করে) উদাহরণ অধিক দিয়াছেন। তাই পূর্বোক্ত গীতের প্রাচুর্যের অভাববশত এবং পরোক্ত গীতের প্রাচুর্যের সম্ভাববশত রাধামোহন প্রথমেই অভিসারকর্ত্রী রাধিকার পদ তুলিতেছেন।

প্রেমসিন্ধু অবগাই—প্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া।

শিরীষ কুসুম পরশে যো পদতল ইত্যাদি—শিরীষকুসুমের স্পর্শে যে পদতল মলিন হইয়া পড়ে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহাই এখন কণ্টক ও কঙ্করপূর্ণ পথে পথে অনুরাগভরে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রেম নূতন বিধির প্রবর্তন করে এবং স্বাভাবিক পথের বিপরীত পথে চলিতে পারে। সখীরূপী পদকর্তা বলিতেছেন—এই প্রেমরসের (যাহা কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণগত) লেশস্পর্শও যাহাতে নাই তাহা তিনি বুঝিতে চান না।

পাঠান্তর—

৬ অঙ্গবিভূষণ—তরু।
৭ এই পর্যন্তই পদকল্পতরুতে আছে। উহাতে ভণিতা নাই।
৮ বেগে—ঢ-পুঁথি।
৯ "প্রবল নব" স্থলে "পুরল"—ক-পুঁথি।
১০ "কিছু নাহি" স্থলে "কিছুই না"—ক-পুঁথি।

১৪৬

শ্রীরাগ-রূপকতালৌ।

নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল
ও[১] নব নাগর সঙ্গ।
পন্থঘটিত দুখ সবহুঁ[২] দূরে গেল[৩]
বাঢ়ল মনোভব-রঙ্গ[৪]॥
দেখ[৫] অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু।
দুহুঁক দরশরসে ভাব-লহরি সনে[৬]
উছলল প্রেমক সিন্ধু॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

১ ক-পুঁথিতে নাই।
২ সব—ক-পুঁথি।
৩ গেও—তরু।
৪ মদন-তরঙ্গ—ক-পুঁথি।
৫ দেখ দেখ—তরু।
৬ সঙ্গে—তরু।

দুহুঁক[7] আলোকনে[8] দুহুঁ পুলকাইত
লোচনে আনন্দলোর।
বিবরণ কাঁপ ঘাম ভেল গদগদি[9]
স্তবধ ভেল পুন ভোর॥
ঐছন ভাব না[10] হেরিয়ে ত্রিভুবনে
ঐছন নিরুপম লেহ।
দাস রাধামোহন চিতে নিচয় করু
এক[11] পরাণ ভিন[12] দেহ॥

তরু—২৭৩।

টীকা—ইহার পর সর্বপ্রকার অভিসারিকার মিলনরঙ্গ "নব অভিসারিণী দুহুঁহি ভেটল"—ইত্যাদি গীতে দেখানো হইতেছে।

দুহুঁক দরশ-রসে ভাব-লহরি সনে ইত্যাদি—রাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া অষ্টসাত্ত্বিকভাবে বিবশ হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিয়াছে। প্রেমকে সিন্ধুর সহিত তুলনা করায় সাত্ত্বিক-ভাবগুলিকে লহরীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

বিবরণ কাঁপ ইত্যাদি—বৈবর্ণ্য, বেপথু, স্বেদ, স্বরভেদ, স্তম্ভ ও প্রলয় এই ছয়টির কথা বলা হইয়াছে—উপলক্ষণে অশ্রু ও রোমাঞ্চ বুঝিতে হইবে।

এক পরাণ ভিন দেহ—তুলনীয় "একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ"।—স্বরূপদামোদর।

পাঠান্তর—
৭ দুহু—ক-পুঁথি।
৮ অবলোকনে—ক-পুঁথি।
৯ গদ গদ—তরু।
গদগদী—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১০ নাহি—ঘ-পুঁথি।
১১ এবু—ঘ-পুঁথি।
১২ ভিন্নু—ক-পুঁথি।

১৪৭

প্রকারান্তরম্।

ধানশীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

ত্বং কুচবলিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥
হরিমভিসর সুন্দরি সিতবেশা।
রাকা রজনিরজনি গুরুরেখা॥ ধ্রু॥
পরিহিতমাহিষদধিরুচিসিচয়া।
বপুরর্পিতঘনচন্দননিচয়া॥
কর্ণকরম্বিতকৈরবহাসা।
কলিতসনাতন-সঙ্গ-[1]-বিলাসা॥

গীতাবলী।

টীকা—অনন্তর জ্যোৎস্নাভিসারিকা শ্রীরাধিকার বর্ণনা "ত্বং কুচবলিত"—ইত্যাদি দ্বারা করা হইতেছে।

হে সুন্দরি! শুক্লবেশ ধারণ করিয়া তুমি হরিকে আনন্দ দিবার জন্ম অভিসার কর। এই পূর্ণিমা রজনী এখন গভীর সুতরাং গুরুজনাদির উপস্থিতির সম্ভাবনা নাই। অতএব নিঃশঙ্ক চিত্তে অভিসার কর।

বক্ষস্থলের উপর শুভ্র মুক্তামালা দুলাইয়া দাও। স্মিতহাসিতে চন্দ্রকিরণ আরও নিবিড় শুভ্র করিয়া তোলো। মাহিষ দধির স্তায় অতিশয় শুক্লরুচি বিশেষ বস্ত্র পরিধান কর। অঙ্গে ঘনচন্দন লেপন কর। কর্ণের নীচভাগে ধৃত শুভ্র কুমুদকুসুমের শ্বেতরুচির ন্তায় হাস্ত করিয়া তুমি সনাতন কৃষ্ণের সহিত বিলাস কর।

(পক্ষে "সনাতন গোস্বামী" পদকর্তার এই নাম ব্যঞ্জিত হইয়াছে।)

পাঠান্তর—
১ রঙ্গ—ঘ-পুঁথি।

১৪৮

ধানশীরাগ—রূপকতালাভ্যাম্।

কুন্দকুসুম[১] ভরি[২] কবরীক ভার।
হৃদয়ে[৩] বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দনে[৪] চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥
চাঁদিনী[৫] রজনী উজোরলি[৬] গোরী।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি॥
ধবলিম বিভূষণ অম্বর বলই[৭]।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরযিতে পরিজন লোচন ভুলই[৮]।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মাহা পুরই[৯]॥
পুরতি[১০] মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি[১১] করয়ে পার॥
সুরত[১২] শিঙ্গারকি রীতি সমভাব[১৩]।
মিললি নিকুঞ্জে কহ[১৪] গোবিন্দদাস॥

ক্ষ—২৬৮, কী—২১০ তরু—৩০৫, ৭৫৩।

পাঠান্তর—

১ কুসুমে—তরু, কী, ঘ-পুঁথি।
২ ভরু—তরু। করু—কী, ঘ-পুঁথি। করি—ঙ-পুঁথি।
৩ হৃদয়—ক্ষ, ক-পুঁথি।
৪ চন্দন—তরু। চন্দনে রচিত—কী।
৫ চান্দনী—তরু, ক্ষ, ঘ-পুঁথি। চাঁদনী—কী, ক-পুঁথি। চন্দনে—ঙ-পুঁথি।
৬ উজাগরী—কী। উজোরল—ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭ বনই—তরু, বলয়ী—ক্ষ। ধরলই—ঘ-পুঁথি।
৮ ভুর—কী; ভুল—তরু, ক্ষ, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৯ মহা বুর—তরু, কী। মাহবুর—ক্ষ। মাহাপুর—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১০ পুরবতী—কী। পুরতি—ঘ-পুঁথি।
১১ 'কি' তরুতে নাই।
১২ মুরতি—ক্ষ, কী; পুরতি—ক-পুঁথি।
১৩ পিরিতিময় ভাব—ক্ষ।
কিরিতিসম ভাব—তরু, কী। কিরিতিময় ভাব—ঘ-পুঁথি।
১৪ কহে—ক-পুঁথি।

টীকা—বহরমপুরের মুদ্রিত পুঁথিতে এই পদটি ও পরবর্তী পদটির কোনো টীকা পাওয়া যায় নাই। ক-পুঁথিতে এই পদের টীকা আছে—"কুন্দকুসুম" ইতি "শুরু দুরু বরুই" ইতি স্পষ্টার্থঃ।

শুক্লাভিসারে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া যাইবার জন্য শুভ্রবেশভূষা-ধারণের কথা রসশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তদনুসারে রাধার কবরীতে কুন্দকুসুমের মালা (কবরী—পুষ্পখচিত কেশবিন্যাস যাহা মস্তকের পশ্চাদ্দেশে করা হইয়া থাকে)। বক্ষস্থলে মুক্তাহার, নির্মল কর্পূরে মিশ্রিত চন্দনের অনুলেপন অঙ্গে অঙ্গে—রাধার শুভ্র নির্মল সৌন্দর্যে পূর্ণিমা রজনী যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হরিকে অভিসার করিবার রভস-রসে রাধা বিভোর। তাহার বিভূষণ ধবল, বসন ধবল—সুতরাং ধবল কৌমুদীতে সে মিশিয়া গিয়াছে।

১৪৯

শুরু দুরু বরুউ[১] উজর[২] চন্দ।
দুরুজন[৩] নয়ন পদহি পদ ফন্দ॥
ঐছে[৪] অতি দুরতর পন্থ সচার[৫]।
ততহি কলাবতী চলু অভিসার॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত[৬]।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিত[৭]॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

১ বরু—তরু, ঘ-পুঁথি।
২ উজোরল—তরু, ঘ-পুঁথি।
৩ দুরজন—তরু।
৪ তাহে—তরু। ঐছন—ক-পুঁথি।
৫ সকার—তরু, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ রীতি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭ জিতি—ঐ পদের পাঙক্তির মিল।
ইহার পর পদরসসারে ও পদরত্নাকরে অতিরিক্ত দুইটি কলি আছে। যথা—

গাঁহা ধনি ধাধসে ভাও ধুনান ॥
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচ বাণ ॥
সো তোঁহে কুঞ্জ মিলল নিরবাধ[৮]।
গোবিন্দদাস কহ পুরল সাধ[৯] ॥

তরু—১০১৭।

সখীর উক্তি—কৃষ্ণের নিকট।

টীকা—উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে শুভ্রবেশা রাধা মিশিয়া যাওয়াতে গুরুজন কোনোক্রমেই তাহাকে দেখিতে পায় নাই সুতরাং অতিশয় প্রবঞ্চিত হইয়াছে। দুর্জন ব্যক্তির দৃষ্টিও চন্দ্রালোকের ফাঁদে পড়িয়া রাধাকে দেখিতে পায় নাই। এইভাবে অতি দূর পথ সঞ্চরণ করিয়া কলাবতী রাধিকা অভিসার করিতে চলিল। হে মাধব! প্রেমের রীতি কি আর বলিব! তোমার অনুরাগে রাধা ত্রিভুবনকে জয় করিয়াছে।

(পদরসসার ও পদরত্নাকরে ধৃত পাঠ অনুসারে)—পতির ভুজবন্ধনকে ভুজগবন্ধন জ্ঞান করিয়া জোর করিয়া ছাড়াইয়া এবং পদাঘাতে পর্বতসদৃশ কুলগৌরবকে ভাঙিয়া সে অভিসারে যাত্রা করিয়াছে—সুতরাং মন্দির কপাট উন্মোচন করা তো তাহার পক্ষে অতি লঘু কাজ—তাহার ভয়ে সমুদ্রও পথ দিয়া মর্যাদা দান করিতেছে।

যেখানে ধনী ঘনঘন ভ্রূকম্পন করিতেছে সেখানে অগণিত পঞ্চশর ধাবিত হইতেছে। সে তোমার কুঞ্জে নির্বাধে প্রবেশ করিয়াছে। সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন—যে এতক্ষণে সাধ পূরিল রাধার—কৃষ্ণের—এমনকি পদকর্তারও।

পতিভুজ-ভুজগবন্ধ করে তোড়ি।
চরণক ঘাতে কুলাচল ভারি ॥
তাহে কি কহব লঘু মন্দির কপাট।
ডরে মরিয়াদে সিন্ধু দেই বাট ॥

৮ নিরবাধে—ক-পুঁথি।
৯ সাধে—ক-পুঁথি।

১৫০

শ্রীরাগ-যতিতালো[০]।

প্রকারান্তরমভিসারয়িত্র্যা যথা—
হিমঋতু নিশি দিশি দিশি বহ[১] বাত।
হিমকর-শীকর-নিকর-নিপাত ॥
মদন জলধি জলে তঁহি দেই ঝাঁপ।
মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ ॥
এ সখি[২] দূর[৩] কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল কত[৪] কাণ ॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতী।
সুখময় শেজ বিছাঁয়ল[৫] রাতী ॥
তহঁ[৬] হেন নাগরি হরি হেন নাহ।
ধনি ধনি মনসিজ রসনিরবাহ ॥
শুনইতে ঐছন সহচরী বোল[৭]।
মধুরিম হাসি গোরী তনু মোর ॥
হরি পরিপূরিত মানস কাম।
গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগাম[৮] ॥

তরু—৩৩৭।

টীকা—অনন্তর প্রকারান্তরে শীতাভিসারয়িত্রীর মিলনের কথা "হিমঋতু নিশি" ইত্যাদি গীতে বলা হইতেছে। "দিশিদিশি" শব্দের অর্থ সর্ব দিকে।

শীতের রাত্রি- সর্বদিক হইতেই শীতল বায়ু বহিতেছে। চন্দ্রের জ্যোৎস্নার শৈত্যাতিশয্যে শিশির যেন জমিয়া

পাঠান্তর—
০ যতিশ্রী—ঢ-পুঁথি।
১ বহই—ক-পুঁথি।
২ সুন্দরি—তরু।
৩ দুরে—তরু।
৪ তেল—তরু।
৫ "শেজ বিছাঁয়ল" স্থলে ঢ-পুঁথির পাঠ—শেজ বি ছাঁয়ল"।
৬ তুহুঁ—তরু, ক-পুঁথি।
৭ বোল—তরু, ক-পুঁথি, ঢ-পুঁথি।
৮ গুণ—ঢ-পুঁথি।

স্ফরিয়া পড়িতেছে। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে মিলন-তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল এবং সেই তৃষ্ণা মিটাইবার জন্যই যেন তিনি মদন-সমুদ্রে সেই হিমশীতল রাত্রেও ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রাধার শয্যায় শ্রীকৃষ্ণ কাঁপিতে কাঁপিতে (শীতে? আনন্দে? সাত্ত্বিকভাব বেপথুর উদয়ে?) প্রবেশ করিলেন। সখী, তাই দেখিয়া রাধাকে বলিল—সখী, তুমি এখনও কপট নিদ্রায় শায়িত আছ! তোমার নীল নিচোলে কৃষ্ণকে আবৃত কর। মন্দির ঝলমল করিতেছে, মণিময় দীপ জ্বলিতেছে, শয্যা সুখময়, রাত্রি দীর্ঘ; তাহাতে তোমার মতন নাগরী ও কৃষ্ণের মতন নাগর। ধন্য ধন্য এই কন্দর্পের বদনির্বাহন।

সহচরীর কথা শুনিয়া মধুর হাসিয়া রাধা পাশ ফিরিলেন—কৃষ্ণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সখীরূপী গোবিন্দদাস তাঁহাদের গুণগ্রামের কথা গাহিতেছেন।

রাধা এস্থলে অভিসার করেন নাই, কৃষ্ণকে করাইয়াছেন তাই এই পদটি অভিসারয়িত্রীর উদাহরণ।

১৫১

ভূপালীরাগঃ।

পৌখ[১] রজনী পবন বহ[২] মন্দ।
চৌদিশে[৩] হিম হিমকর বন্ধ[৪]।
মন্দিরে রহত সবহুঁ[৫] তনু কাঁপ[৬]।
জগজন শয়নে[৭] নয়ন রহু ঝাঁপ[৮]।
হে[৯] সখি হেরি চমক[১০] মোহে লাই।
ঐছন সময়ে অভিসারলি রাই। ধ্রু।
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ।
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে লখই নহ[১১] কোই।
কোমল চরণ[১২] তুহিনে নাহি দলই[১৩]।
কণ্টক[১৪] বাটে কতিহুঁ নাহি টলই।
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিন যাঁহা[১৫]নূতন[১৬] নেহ।

তরু—৩২৬, কী—২১৮।

টীকা—পৌষজ্যোৎস্নাভিসারিকা রাধা কৃষ্ণের সহিত নিকুঞ্জমন্দিরে বিলাস করিতেছেন—ইহাই জ্ঞেয়। পরে কোন সখী তথায় আসিলে অন্য এক সখী তাহাকে পূর্ববৃত্তান্ত "পৌখরজনী"—ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছে।

পৌষের রাত্রি মৃদু মৃদু শীতল বাতাস বহিতেছে। চারিদিকে হিম হইতেও শীতল হিমকরের কিরণ দীপ্তি পাইতেছে। (রাধামোহন বলিতেছেন যে এস্থলে "হিমকর"—শব্দের যৌগিক অর্থের সফলত্ব লক্ষণীয়। তিনি একটি পাঠান্তরও ধরিয়াছেন—"চৌদিশে হিমকর কর হিমবন্ধ।")

এক সখী অন্য সখীকে বলিতে লাগিল—হে সখি এমন হিমরাত্রে রাধাকে অভিসার করিতে দেখিয়া আমার চিত্ত চমৎকৃত হইল। ঐরূপ সুখময় শেজ পরিত্যাগ করিয়া—এমনকি উচ্চ-কুচকঞ্চুকও ভ্রমবশত পরিধান না করিয়া

পাঠান্তর—
১ পৌখলি—তরু।
২ বহে—তরু।
৩ চৌদিকে—কী।
৪ চৌদিশে হিম হিমকর কর বন্ধ—তরু (এই পাঠটি ঠিক।)
চৌদিশে চৌদিশে হিমকর বন্ধ—ঙ-পুঁথি।
চৌদিকে হিমকর হিমহি বন্ধ—কী।
৫ সকল—খ-পুঁথি।
৬ কাঁপি—কী।
৭ নয়নে—কী।
৮ ঝাঁপি—কী।
৯ এ—কী, তরু, ক-পুঁথি।
১০ চমকি—কী, চমকে—ক-পুঁথি।
১১ নাহি—তরু, খ পুঁথি।
১২ চরণে—কী, খ পুঁথি।
১৩ দোলই—কী।
১৪ কণ্টকী—কী।
১৫ কী-তে 'যাঁহা' নাই।
১৬ গুণলেহ—ক-পুঁথি।
নওল—ঙ-পুঁথি।

একটি মাত্র শুভ্রবসনে দেহ আবৃত করিয়া সকলের অলক্ষিতে রাধা কুঞ্জের দিকে চলিয়া গেল। তাহার কোমল চরণ তুহিনেও দলিত হইল না, কণ্টকময় পথেও টলিল না। সখীর কথা শুনিয়া গোবিন্দদাস বলিতেছেন —ইহা আর এমন কি আশ্চর্যের কথা—নূতন প্রেমের পথে কোনো কিছুই অন্তরায় হইতে পারে না।

রাধামোহন বলিতেছেন—"হিমঋতু নিশি" এবং "পৌষরজনী" এই দুইটি পদ যদিও সম্ভোগবোধক তথাপি পূর্বপদে অভিসারয়িত্রী রাধিকা অপেক্ষা অভিসারিকা রাধিকার অধিক ঔৎসুক্য প্রদর্শিত হওয়ায় সঙ্কীর্তনের পক্ষে অধিক পরিমাণে পোষকত্ব ঘটিয়াছে।

আর একটি কথা। পূর্বপদটি গান করিলে এই পদটিও অবশ্য-গেয় কারণ পূর্বপদে কিছু পরিমাণে 'মান' দেখা যায়। পরবর্তী পদে সমাপ্ত সম্ভোগের বর্ণনা রহিয়াছে, কেননা কৃতসম্ভোগ যুগলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছে এক সখী অন্য এক সখীকে। ইহারা দুইজন অভিসারের দর্শিকা থাকায় রসাস্বাদের ব্যঞ্জনাও অনুরূপ হইয়াছে।

১৫২

প্রকারান্তরঞ্চ।

গুর্জরীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

রতিসুখসারে গতমভিসারে
মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশম্॥

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী॥ধ্রু

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে নমু তে তনুসঙ্গত-
পবনচলিতমপি রেণুম্॥

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে[১]
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্॥

উরসি মুরারে- রুপহিতহারে
ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে
রাজসি সুকৃত[২]-বিপাকে॥

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং[৩]
ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে
নিধিমিব হর্ষনিদানম্॥

হরিরভিমানী রজনীরিদানী-
মিয়মপি যাতি[৪] বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং
পূরয় মধুরিপুকামম্॥

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে
ভণতি পরমরমনীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং
নমত[৫] সুকৃতকমনীয়ম্॥

টীকা—তমোভিসারকে এখন পর পর তিনটি গীতে অভিসারের প্রকারান্তর রূপে দেখানো যাইতেছে। প্রথম গীতটি জয়দেবের "রতিসুখসারে গতমভিসারে" ইত্যাদি,

---

পাঠান্তর—

১ বিচলিত-পত্রে—ক-পুঁথি।
২ সুকৃতি—ক-পুঁথি।
৩ বিগলিতবসনা পরিহৃতরসনা—ক-পুঁথি।
৪ যাতু—ক পুঁথি।
৫ নমতু—ক-পুঁথি।

দ্বিতীয়টি গোবিন্দদাসের "নীলিম মৃগমদে" ইত্যাদি—এবং তৃতীয়টিও গোবিন্দদাসের "গুরুজননয়ন-বিধুন্তুদ"—ইত্যাদি।

সখী বলিতেছে—রাধে, যমুনাতীরে ধীরসমীর নামে যে অতিপ্রসিদ্ধ বন আছে সেখানে বনমালী কৃষ্ণ অপেক্ষা করিতেছেন। যমুনাতীরে মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতেছে। কৃষ্ণ মদনেরও চিত্তহারী বেশ পরিধান করিয়াছেন—মদনের বেশ অপেক্ষাও মনোহর তাঁহার বেশ। সেখানে তোমারই অভিসারের অপেক্ষায় তিনি আছেন—অন্ত কর্মে যান নাই, বা অন্তের অভিসারাপেক্ষায় রহেন নাই। অভিসারেরই তো ফল রতিসুখের সারানুভব তাই তিনি অভিসার স্থানে প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব হে নিতম্বিনি। সেখানে যাইতে বিলম্ব করিও না, তোমার হৃদয়েশ্বরকে অভিসার কর।

যদি বল—কিরূপে জানিলে যে তিনি আমাকেই ডাকিতেছেন—তবে বলি শোনো। তোমাকে সঙ্কেত করিয়া তোমার নাম ধরিয়া মৃদু মৃদু বেণু বাজাইতেছেন। তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া প্রচলিত পবনে বাহিত ধূলি-কণাকেও তিনি বহুমান দিতেছেন। যদি ধূলিকণা সম্বন্ধেই এরূপ সমাদর দেখা যায় তবে প্রত্যক্ষভাবে তোমার সাক্ষাতে কি হইবে বুঝিয়া দেখ। তোমার জন্ম তাঁহার মহতী উৎকণ্ঠা ইহাতেই বুঝা যায়।

তাঁহার উৎকণ্ঠা কিরূপ প্রবল তাহা শোনো। বৃক্ষ হইতে পাখি উড়িয়া ভূমিতে পড়িলে তাহার পতনে অথবা পড়িবার সময় পাখার হাওয়ায় পাতা নড়িয়া গেলে তিনি প্রস্তুত হইবার পূর্বেই বুঝি তুমি আসিয়া পড়িলে—এই শঙ্কায় শয্যা রচনা করিতে থাকেন এবং সচকিত নয়নে তোমার পথ দেখিতে থাকেন। অতএব হে সখি, নীলবসন পরিধান করিয়া তিমিরময় কুঞ্জে অভিসার কর। মুখর মঞ্জীর পরিত্যাগ কর কেননা চলিবার সময় নূপুর আরো চঞ্চল হইয়া অধিক গুঞ্জন করিবে তাহাতে অভিসার-গমনে বাধা আসিবে যেমন গাম্ভীর্যাদিগুণশূন্ত হইলে রিপু অতি শীঘ্রই বিনাশক হইয়া উঠে। হে গৌরাঙ্গি, মুরারির বক্ষস্থলে সন্নিবিষ্ট মুক্তাহার চঞ্চলা বকপংক্তির মত। সুতরাং তিনিও মেঘের তুলনা। তথায় তুমিও সুকৃতির ফলোন্মুখিতাবশত পীত তড়িতের ন্যায় বিপরীত বিহার-কালে শোভা পাও। শৃঙ্গাররসের উপযুক্ত পরিপাক বিপরীত রতি। তাহাও শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই বিধেয়। তুমি ভাগ্যবতী তাই তোমাকেই তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। পঙ্কজনয়না রাধা, তুমি নবকিশলয় শয্যায় তোমার জঘন আবরণশূন্ত করিয়া নিবেশ করিবে কেন না কৃষ্ণ তাহার পূর্বেই তোমার নীবিবন্ধ উন্মোচন করিয়া বসন দূরে নিক্ষিপ্ত করিবে (এস্থলে "বিগলিত" "পরিহৃত" ইত্যাদি শব্দে ভবিষ্যৎ অর্থে 'ক্ত' প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা 'ভাবী' অর্থে 'ভূত'-বৎ অঙ্গীকার-বশত 'ক্ত'-প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে)। সেই নিরাবরণ জঘনস্থল শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের কারণ হইবে যেমন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে নিধিলাভ আনন্দের কারণ হইয়া থাকে।

আরো শোনো। হরি অতিশয় চিত্তসমুন্নতিবান্ ব্যক্তি ("অভিমানী"—পাঠ ধরিলে, কেননা "মান"—শব্দের অর্থ 'চিত্তসমুন্নতি')। "অভিমানী"—পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে—হরির তোমাতেই একান্ত আসক্তি (বালবোধিনী ধৃত অর্থানুসারে)। সুতরাং আর কোনো রমণী তাঁহার অভিলাষ পূরণ করিতে পারিবে না। এদিকে রজনীও শেষ হইতে চলিয়াছে। সুতরাং আমার কথা শোনো, শীঘ্র অভিসার কর (বালবোধিনী টীকানুসারে "গমনং কুরু"—এই অর্থে না ধরিয়া "বচনং শৃণু" এই অর্থ করা হইয়াছে।)। "সরবচনং" শব্দের অর্থ—যে বচনে রচনাপরিপাটী দৃষ্ট হয়। অথবা শব্দটিকে ক্রিয়াবিশেষণ হিসাবেও লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং অর্থ হইবে অতি নিপুণতার সহিত স্পষ্ট করিয়া যাহা বলিবার বলিয়াছি; এখন কৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ কর।

শ্রীজয়দেব কবি হরিকে ভজনা করিয়া এই পরমরমণীয় গীত রচনা করিয়া বলিতেছেন—হে শ্রোতৃগণ, আপনারা আনন্দিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করুন, তিনি অতিশয় দয়ালু, সুকৃতির দ্বারা তিনি বাঞ্ছনীয় হন মাত্র, প্রাপ্য হন না।

১৫৩

কামোদরাগ—নন্দনতালাভ্যাম্।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুরঞ্জলি[১]
নীলিম হার উজোর।
নীলবলয়গণে[২] ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরলি নীলনিচোল॥
সুন্দরি হরি-অভিসার কি লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল[৩] শ্যামরি
কুহু-যামিনী ভয় ভাগি[৪]॥ ধ্রু॥
নীল অলক[৫] কুল অলিকহি লোলত[৬]
নীল তিমিরে চলু[৭] গোই।
নীলিম কাসরে[৮] নলিনী হিলোত[৯]
লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে[১০] করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতএ অনুমানল[১১]
রাই চললি[১২] অভিসার॥

ক—৬১৫, কী—১৮৯।

পাঠান্তর—

১ অনুরঞ্জই—ক। অনুরঞ্জন—কী।
২ নীল বলয়গণ—ক, "গণে"—নাই—ক-পুঁথি।
৩ ভেলি—ক, কী।
৪ ভাগি—ক, কী, ক-পুঁথি। লাগি—বঙ্গ।
৫ অলকাকুল—ক, ক-পুঁথি।
৬ অলিকে হিলোলত—ক। অলীক হিলোলত—কী।
অলক হিলোলিত—ঘ-পুঁথি।
৭ তনু—ঘ-পুঁথি।
৮ নীল নলিনী জনু—কী।
নীল নলিন বৈছে—ক।
৯ শ্যামরু সায়রে—ক।
শ্যামর সায়রে—কী।
১০ চৌদিগে—ক-পুঁথি।
১১ অনুমানই—ক। অনুমানহ—কী।
১২ চলল—কী।

টীকা—স্বীয় সখীর বচন শুনিয়া পরম আনন্দ ভরে অধীর হইয়া রাধা গোপনে অভিসার করিবার জন্য তিমিরোচিত বেশ রচনপূর্বক অভিসার করিতেছেন। এখন পদকর্তা তাহারই পরিপাটী বর্ণনা দিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন দেখাইতেছেন।

রাধার অঙ্গে অনুলেপন নীল কস্তুরীপঙ্ক দিয়া, কণ্ঠে উজ্জ্বল নীলার রত্নহার, ঐরূপ নীলরত্নে রচিত তাঁহার হস্তের বলয়সমূহ, পরিধানেও নীল বসন। সুন্দরী রাধা কৃষ্ণের নব অনুরাগে গৌরী হইয়াও শ্যামা হইলেন—কুহু যামিনীর ভয়ে। অর্থাৎ তাঁহার বিদ্যুৎস্নিত তনুবল্লরী কৃষ্ণরজনীর পরিবেশে যদি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে তাই সেই অঙ্গদ্যুতি ঢাকিবার জন্য তিনি নীল অনুলেপনাদি ধারণ করিয়া অভিসার করিতেছেন।

তাঁহার চূর্ণকুন্তল অতি কৃষ্ণবর্ণ। তাহাও গুচ্ছে গুচ্ছে ললাটে আন্দোলিত হইয়া অষ্টমীর চন্দ্রফলকের ন্যায় ললাট আবৃত করিয়া ফেলিল। এইভাবে নীলবর্ণা হইয়া নীলতিমিরে আত্মগোপন করিলেন। যেমন নীল দীঘিতে নীল নলিনী হেলিতে দুলিতে থাকিলেও কেহ তাহা লক্ষ করিতে পারে না, পদ্মিনী নারী রাধা নীলবেশা হওয়ায় নীল নলিনীর ন্যায় সেই তিমির-দীঘিতে কাহারও দৃষ্টিতে পতিত হইলেন না।

১৫৪

বরারীরাগ—ধ্রুবতালৌ।

গুরুজন-নয়ন-বিদুন্তর মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখচন্দ॥
কুহু যামিনী ঘনতিমির দুরন্ত।
মদনদীপ দরশায়ল পন্থ॥
চলু[১] গজগামিনী[২] হরি-অভিসার।
গতি অতিমন্থর আরতি বিথার॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

১ চললি—ক, তরু।
২ নিতম্বিনী—ক, তরু।

রস-ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলাকমল[৩] তেজল বরনারী[৪]।
পরিহরি মৌলিক মালতীমাল।
তোড়ল[৬] মনিময় গীমক হার[৬]॥
নব অনুরাগ ভরমভরে ভোরি[৭]।
নিন্দয়ে[৮] পীনপয়োধর গোরী[৯]॥
বেশ শেষ রহু নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে[১০] কহ[১১] গোবিন্দদাস॥

ক্ষ—১৫।৬, কী—১৮৯
তরু—৯৯০।

টীকা—গুরুজনের নয়নরূপ অমঙ্গলজনক রাহুর নিকট হইতে আপনার মুখচন্দ্র নীল বসনে আচ্ছাদিত করিয়া রাধা অভিসারে চলিলেন। অমাবস্যার রাত্রি সুতরাং তিমির অতি নিবিড়। রাধার হৃদয়ে যে প্রেমের দীপ জ্বলিতেছিল তাহারই আলোক যেন পথ দেখাইয়া দিল। গজগামিনী হরি-অভিসারে চলিয়াছেন, বিপুল অনুরাগে চরণ আর চলিতে চাহিতেছে না। রসের আবেগে দুই চারি চরণ চলিবার পর রাধা বুঝিলেন যে এমন মন্থর গতি লইয়া সঙ্কেত কুঞ্জে পৌছাইতে পারিবেন না। তাই ভার বোধে দেহকে লঘু করিবার জন্য বরনারী রাধা লীলাকমল ত্যাগ করিলেন। তাহার পর মাথার মালতী-মালাও পরিত্যাগ করিলেন। অলঙ্কারও ভার স্বরূপ মনে করিয়া গ্রীবাদেশের মণিময় হার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন অনুরাগে ধনীর বিভ্রম জাগিল তাই সকল ভূষণ পরিত্যাগ করিয়াও দেহ লঘু হইল না দেখিয়া তিনি ভার মনে করিয়া আপন পীন পয়োধরেরও নিন্দা করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র নীলবসনে দেহ আবৃত করিয়া তিনি নিকুঞ্জে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন।

পাঠান্তর—

৩ নীল কমল—ঘ-পুঁথি।
৪ বুধনারী—ঙ-পুঁথি।
৫ তেজল—তরু।
৬ তোড়লি গীমক মণিময় হার—ক্ষ।
৭ ভরমে ভেলি ভোর—ক্ষ।
৮ নিন্দই—ক্ষ, কী। নিন্দহি—বহু।
৯ জোরি—তরু, কী। জোর—ক্ষ।
১০ কুঞ্জে—ক-পুঁথি।
১১ কহে—ক্ষ। কহ—ঘ-পুঁথি।

১৫৫

কেদার রাগ—সমতালো।

ভীতক চিত- ভুজগ[১] হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে[২] আপন তনু ঝাঁপই[৩]
কর দেই ফণিমনি ঝাঁপ॥
(শুন[৪]) মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ[৫]।
তুয়া অভিসার-[৬] রভসে[৭] বর[৮]- নাগরী
জীবই বহু পুন ভাগ[৯]॥ ধ্রু॥
যো পদতল থল- কমল-সুকোমল[১০]
ধরণী-পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট-বাটহি[১১]
আওত যাত[১২] নিশঙ্ক॥

পাঠান্তর—

১ পুতলি—বহু, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
২ আঁধিয়ারে—বহু। আঁধিয়ারে আরে—ক-পুঁথি।
৩ ছাপই—তরু।
৪ তরুতে 'শুন' নাই। ঘ-পুঁথিতে নাই।
৫ অনুরাগী—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ অভিসারে—তরু।
৭ শ্রবণ—তরু।
৮ নব—তরু।
৯ ভাগী—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১০ যো পদ থল কমল সুকম—ক-পুঁথি।
১১ বাটহি সঙ্কট—ঘ-পুঁথি।
১২ আয়ত যায়ত—তরু।

মন্দির মাঝ সাঁঝে নাহি[১৩] তেজই[১৪]
দেহলী মানই[১৫] দূর।
অব কুহ-[১৬] যামিনী বিপিনে[১৭] একাকিনী
গোবিন্দ দাস[১৮] কহ ফুর॥

তরু—১০০২।

টীকা—অনন্তর সঙ্কীর্তনের পক্ষে সুখদায়ক বর্তমান গীতে নিবদ্ধ সখীবচন শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধরাগবাঞ্জক।

ভীতক চিতভুজগ হেরি—ভিত্তিগাত্রের চিত্রিত ভুজগ দেখিয়া।

যো পদতল ইত্যাদি—যে পদতল সুকোমল স্থল-কমলের তুলনা এবং যাহা ধরণীর স্পর্শে চমকিয়া ওঠে এখন তাহাই কণ্টকময় সঙ্কটময় পথে নিঃশঙ্ক হইয়া যাতায়াত করিতেছে।

দেহলী—দেউড়ি।

মন্দিরমাঝ ইত্যাদি—যে রাধা কখনো সন্ধ্যায় গৃহ পরিত্যাগ করে নাই এবং দেহলীকেও যে দূর বলিয়া এতদিন মনে করিয়াছে সেই এখন রাত্রিতে গভীর অরণ্যে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছে। ইহার অনুপম প্রীতি স্বীয় জীবনরক্ষার কথাও চিন্তা করে না।

পাঠান্তর—

১৩ নাহি নাহি—ক-পুঁথি।
১৪ সাঝ নাহি তেজত—তরু।
১৫ মান এ—তরু।
১৬ অবহুঁ—বহু।
১৭ চলয়ে—তরু। চললি—ঘ-পুঁথি।
১৮ 'দাস'—ক-পুঁথিতে নাই।

১৫৬

প্রকারান্তরম্।

বালাধানশী-রাগ।

অম্বরে ডম্বর[১] ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির[২] না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু[৩]।
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু॥
অব জনি সজনি[৪] করহ বিচার।
শুভক্ষণে[৫] ভেল পহিল অভিসার॥ ধ্রু॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ[৬] মোর।
তঁহি পহিরাওহ নীল নিচোল॥
কি ফল উচ কুচে[৭] কঞ্চুক[৮] ভার।
দূর কর মোতিনি[৯] মোতিম[১০] হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলী লাগি।
গুরুজন ঘুমল অবহুঁ কি[১১] জাগি॥
চলইতে দিগভরম জনি হোই[১২]।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোই[১৩]॥

তরু—৩৪২, ২৮৬।

টীকা—মহানুরাগিণী রাধার বর্ষাভিসার "অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ"-ইত্যাদির দ্বারা দেখানো হইতেছে। আকাশ

পাঠান্তর—

১ ডম্বরু—ঘ-পুঁথি।
২ তিমিরে—তরু, ক-পুঁথি।
৩ চন্দ্র—ঙ-পুঁথি।
৪ সাজনি—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ শুভখন—তরু, বহু। শুভযোগে—ক-পুঁথি।
৬ ঘন লেপহ—ক-পুঁথি।
৭ কুচ—ক-পুঁথি।
৮ উচ-কুচ-কঞ্চুক—তরু।
৯ মৌতিনি—তরু, ঙ-পুঁথি।
১০ মোতিনি—ক-পুঁথি, মূলপুঁথি। মৌতলি—ঙ-পুঁথি।
১১ কি এ—তরু, ঘ পুঁথি।
১২ হোয়—তরু।
১৩ গোয়—তরু।

নবমেঘে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং বাহিরে এরূপ তিমির যে কেহ নিজের দেহ দেখিতে পারিতেছে না। রাধার মনে প্রেমপারাবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রাধা বলিতেছেন—সখি, এখন আর বিচার করিও না। প্রথম অভিসারের পক্ষে ইহাই শুভক্ষণ। এখন এই গৌর দেহ কৃষ্ণ কস্তুরী পঙ্কে অনুলেপিত কর। নীল শাড়ী পরাইয়া দাও। বক্ষস্থলে কঞ্চুক পরিবার প্রয়োজন কি? এই যে মুক্তাহার সপত্নীর ন্যায় যাহা প্রিয়মিলনের অন্তরায়—ইহাও দূর কর। সখী তুমি দেহলীতে গিয়া দেখ, গুরুজনেরা ঘুমাইয়া আছে না জাগিয়া আছে। চলিতে ভাবভোরে বিভোরা রাধার যদি দিগ্‌ভ্রান্তি হয়—এই আশঙ্কায় সখীরূপী গোবিন্দদাস গোপন হইয়া সঙ্গে চলিতেছে।

১৫৭

মল্লার রাগঃ।

কি করব মৃগমদ-লেপন[১] তোর[২]।
কি ফল[৩] পরিহরি নীল নিচোল[৪]॥
শরদ-চান্দমুখী এ তুয়া হাস।
বিঘটল[৫] তিমির ভেল পরকাশ॥
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
যব অভিসারবি হরিক উদেশ॥
আচরে ঝাঁপেউ[৬] আননচন্দ।
দূর কর কামিনী কিঙ্কিনী মন্দ[৭]॥
নূপুর মুখ ভরি তূলকপুঞ্জ।
মন্থর গতি চলু কেলিনিকুঞ্জ॥

পাঠান্তর—

১ লেপনে—ঘ-পুঁথি।
২ জোর—বহু।
৩ ফলে—ঘ-পুঁথি।
৪ নিচোর—কী।
৫ বিঘটন—কী।
৬ ঝাঁপই—কী। ঝাঁপব—ক-পুঁথি। ঝাঁপহ—ঘ-পুঁথি।
৭ বন্ধ—কী।

চলইতে চৌকী নগরপুরমাঝ।
জনি মণিকঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ[১]॥
তিমির পন্থ যব হোত[২] সন্দেহ।
গোবিন্দদাসক[৩] সঙ্গে করি লেহ॥

কী—১৮০।

টীকা—শ্রীমতীর কথা শুনিয়া তাঁহার অসমোর্দ্ধরূপকে ঢাকিয়া সেবা করিবার উপযুক্ত সিদ্ধদেহ এবং রাধার সহিত তাঁহার সখিত্বে অভিমানী করি সঙ্গে যাইতে চাহিয়া বলিতেছেন—"কি ফল মৃগমদ" ইত্যাদি।

নূপুর মুখভরি…কেলিনিকুঞ্জ—নূপুরের মুখ তুলা দিয়া বুঁজাইয়া ধীরে ধীরে কেলিকুঞ্জে চল।

চলইতে চৌকী…কিঙ্কিনী বাজ—নগরে ও গৃহে অস্ত্রধারী রাজকীয় পুরুষ পাহাড়া দিতেছে। সুতরাং মণিকঙ্কণের কিঙ্কিনী যেন না বাজিয়া উঠে।

১৫৮

ধানসীরাগ-নন্দনতালৌ।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে সঙ্কিল[৪] পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দারুণ দরদর দোল।[৫]
বারি কি বারব[৬] নীলনিচোল॥
এ সখি[৭] কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু[৮] মানস-সুরধুনী পার॥

পাঠান্তর—

১ "কিঙ্কিনীবাজ" স্থলে "ঝঙ্কার বাজ"—ঘ-পুঁথি।
২ হোতি—ঘ-পুঁথি।
৩ গোবিন্দদাস—কী।
৪ শঙ্কিল—তরু।
৫ তঁহি অতি দুরতর বাদর দোল—তরু।
৬ বারই—তরু। বারব—ক-পুঁথি। বারবি—ঘ-পুঁথি।
৭ সুন্দরি—তরু।
৮ রহ—তরু।

ঝন ঝন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে[৬] মরম জলি যাত[৭]॥
দশ দিশ দামিনী দহন-বিথার।
হেরইতে উচকই[৮] লোচন-তার॥
ইথে জনি অব তুহুঁ[৯] তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি[১০] দেহ॥
গোবিন্দদাস কহে[১১] এত[১২] কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতন[১৩] নিবার॥

৯৮৭—তরু।

টীকা—অনন্তর গুরুজনের বার্তা জানিবার জন্য দেহলী পর্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ভাবপরীক্ষার জন্য অথবা স্নেহাধিক্যবশতঃ কোনো সখী "মন্দির বাহির কঠিন কপাট" ইত্যাদির দ্বারা যাইতে বারণ করিতেছে।

শ্রীমতি, তুমি কুলবধূ—গৃহবাসিনী। অভিসার করিতে হইলে এই গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে হইবে। তাহাতে আবার বাহির হইবার পথে কঠিন কপাট। যদিবা কোনোরূপে বাহির হইলে—পথে নানা আশঙ্কা। বৃষ্টিতে পথ পিছলও হইয়াছে। উপরন্তু ঘন ঘন বৃষ্টির ধারাবর্ষণ হইতেছে। এই দুর্যোগে কৃষ্ণের নিকটে কিরূপে যাইবে? কৃষ্ণ তো আছেন সেই মানসগঙ্গার পরপারে।

ঝন ঝন শব্দে ঘনঘন বজ্রপাত হইতেছে, শুনিবা মাত্র যেন মর্মস্থল পুড়িয়া যাইতেছে। দশদিকে বিদ্যুতের জ্বালা-বিস্তার, দেখিবামাত্র নয়নের তারা উচ্চকিত হইয়া উঠিতেছে। এমন দুর্যোগ সত্বেও যদি তুমি গৃহ ছাড়িয়া যাও তবে জানিলাম—প্রেমের জন্য তুমি দেহকেও উপেক্ষা করিতেছ।

সখীর ভর্ৎসনাবাক্য শুনিয়া রাধার মুখভাব নিরীক্ষণ করিয়া অন্য এক সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন—ইহাতে আর বিচার করিবার কি আছে। যে বাণ মুক্ত হইয়াছে—তাহা কি আর ফিরিয়া আসে? রাধার চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছে—এখন আর ইহাকে ফেরানো যাইবে না।

৬ শ্রবণ—ঘ-পুঁথি।
৭ শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত—তরু।
৮ উছলনি—ঘ-পুঁথি।
৯ ইথে যব সুন্দরি—তরু।
১০ কহ—তরু, ঘ-পুঁথি।
১১ ইথে—তরু।
১২ উপেখ—ঘ-পুঁথি।
১৩ যতনে—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

১৫৯

ধানসীরাগ-কন্দর্পতালো।

কুলমরিযাদ-কপাট উদঘাটলুঁ[১]
তাহে কি কপাটকি[২] বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধুসম[৩] পৈরলুঁ[৪]
তাহে কি তটিনী[৫] অগাধা॥
সহচরি[৬] মঝু পরিখণ কর[৭] দূর।
কৈছে[৮] হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥ ধ্রু॥
কোটি কুসুমশর বরিখে যছু পরি[৯] বরিখত[১০]
তাহে[১১] কি জলদজল লাগি।

পাঠান্তর—
১ উদ্‌ঘাটল—কী।
২ কাঠকি—তরু। কাঠিনকি—ঙ-পুঁথি।
৩ সিন্ধু যব—ঘ-পুঁথি।
৪ পৈরল—কী, ঘ-পুঁথি। পঙরলু—তরু। সমাপরলু—ক-পুঁথি।
৫ যমুনা—ঘ-পুঁথি।
৬ সজনি—কী।
৭ করু—ঘ-পুঁথি।
৮ যৈছে—তরু।
৯ পর—ঙ-পুঁথি।
১০ বরিখয়ে যছু পর—তরু।
যছু পরি বরিখত—কী।
বরিখত যছু পর—ক-পুঁথি।
১১ তাঁহা—কহ।

প্রেমদহন-দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি ॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু-অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি অভিসর[১]
সহচরী পাওল বোধ ॥
কী—১৮১, তরু—৯৮৮।

টীকা—পূর্ববর্তিনী সখীর কথা শুনিয়া রাধা "কুলমরিয়াদ কপাট" ইত্যাদি বচনে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন।

যছু পদতলে···তনু অনুরোধ—যাহার পদতলে আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছি তাহার নিকট অভিসার কালে কি তনুর চিন্তা অন্তরায় হইবে?

১৬০

কামোদরাগ-শেখরতালাভ্যাম্।

মেঘ-যামিনী চলল[২] কামিনী
পহিরহিঁ[৩] নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক
ছোড়ি মঞ্জীর বোল[৪] রে। ধ্রু ॥
গুরুয়া কুচভরে চলত[৫] উলট[৬] পদ
পীন জঘনক ভার রে[৭]।
হেরি[৮] দামিনী ফটিকতরু জানি[৯]
চমকি ধরু নীরধার রে[১০]।
পেখি[১১] ফণিমণি দীপ জনু জনি
বাম কর দেই ঝাঁপ[১২] রে।
জানি যুবতী সোই ফণিপতি[১৩]
সঘন[১৪] তনু উঠ কাঁপ রে ॥[১৫]
প্রাণবল্লভ ভেটব দুলহ[১৬]
পূরব মনোরথ[১৭] আশ রে।
ঐছে পাই গেহ[১৮] সফল করু[১৯] দেহ
ভণহু[২০] গোবিন্দ দাস রে ॥
কী—১৮৩, তরু—৯৯৩।

টীকা—অনন্তর গমনপ্রকার "মেঘযামিনী" ইত্যাদি দ্বারা বর্ণিত হইতেছে।

চলত উলটপদ—পদস্খলন হওয়ায়। ইহার কারণ বক্ষঃস্থলের গুরুত্ব ও জঘনের পীনত্ব।

হেরি দামিনী···নীরধার রে—বিদ্যুদ্দর্শনে চমৎকৃতা হইয়া তৎকালে চিন্তামণিভূমিজাত স্ফটিকতরুভ্রমে স্থূল-

পাঠান্তর—

১ গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর—তরু।
গোবিন্দদাস কহ অব তুহুঁ আগুসর—কী।
২ চললি—তরু।
৩ পহিরি—তরু। পহিরলি—কী।
৪ বোল—তরু। বোল—কী, ক-পুঁথি।
৫ চল—তরু। চলিতে—কী।
৬ আধ—ক-পুঁথি।
৭ 'রে'—ক-পুঁথিতে নাই।
৮ হেরিয়া—ক-পুঁথি।
৯ জিনি—কী।
১০ 'রে'—ক-পুঁথিতে নাই। ঙ-পুঁথিতে সম্পূর্ণ চরণাংশটি আছে—'চমকি ধরলি ধাব রে'।
১১ দেখি—তরু, ক-পুঁথি।
১২ ঝাঁপি—তরু, ক-পুঁথি।
বিষম অহিপতি দেখিয়া যুবতি—ক-পুঁথি।
১৩ জানিয়া যুবতী বিষম তাঁহি পতি—কী।
জানি যুবতী এহি ফণিপতি—তরু।
১৪ সঘনে—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১৫ উঠে কাঁপি—তরু।
১৬ ভেটব দুর্লভ—ঙ-পুঁথি, তরু (এই পাঠটি ভাল)।
১৭ পুরল মনমথ—তরু।
পুরব মনরথ—ঙ-পুঁথি।
১৮ ঐছন পাই গেহ—তরু।
ঐছন যছু লেহ—কী।
১৯ তনু—কী।
২০ ধরত—তরু।

জলধারা-ধারণের ইচ্ছা করিলেন। ইহা লোকাতিশয়জনিত বর্ণনা।

পেখি ফণিমণি……ঝাঁপরে—ফণিমণি দেখিয়া রাধা ভাবিলেন যে অন্ধকারে দীপ জ্বলিতেছে। তাই এই দীপজ্যোতিকে তিমিরাভিসারের অন্তরায় জানিয়া বাম কর দ্বারা আবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

ঐছে পাই গেহ ইত্যাদি—এইভাবে কৃষ্ণের সঙ্কেতগৃহ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দেহের সাফল্য লাভ করিলেন।

১৬১

কেদাররাগ-মঠকতালাভ্যাম্।

মণিময় নূপুর[১] যতনে আনি ধনি
সো পহিরলি নিজ হাত।[২]
কিঙ্কিনী গীমে হার[৩] বলি পহিরলি[৪]
হার সাজাওলি[৫] মাথ॥
সখি হে[৬] অপরূপ পেখলু আজ।
হরি-অভিসার-[৭] ভরমভরে সুন্দরী
বিছুরল সাজ-বিসাজ॥ ধ্রু॥
ঘন আন্ধিয়ার রজনী জিনি কাজর
গরজত[৮] বরিখয়ে[৯] মেহ।
বিথথরে[১০] তরল দুতর[১১]-পথ-পাতর
একলী চললি তেজি গেহ[১২]॥
চতুল[১৩] মনোরথে দোসর মনমথ
পথ[১৪] বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহ ইহ[১৫] নব নাগরী[১৬]
ঐছন[১৭] ভেটলি কান॥

তরু—১০০৮।

টীকা—পুনরায় অন্য কোনো এক সখী "মণিময় নূপুর"—ইত্যাদির দ্বারা বিভ্রমালঙ্কারের কথা বলিতেছেন।

বল্লভের প্রাপ্তিকালে মদনাবেশের আধিক্যবশতঃ হার-মাল্যাদি আভরণের স্থানবিপর্যয়কে বিভ্রম বলে। কৃষ্ণকে অভিসার করিবার সময়ে শ্রীমতীর এই সকল বিভ্রমের কথা এক সখী অপরা সখীকে বলিতেছেন।

হার=শ্রেষ্ঠমুক্তানির্মিত মালা।

চতুল মনোরথে ইত্যাদি—রাধার চিত্তরূপ রথে অন্য এক মন্মথ অর্থাৎ কৃষ্ণ আরূঢ় হইয়াছেন—তিনি পথ-বিপথ না মানিয়া সেই চিত্তকে চালনা করিতেছেন। (অথবা—রাধার অভিলাসে অপর এক কন্দর্প অধিষ্ঠিত হইয়াছে—সে তাহাকে অভিসারকালে পথ-বিপথ দেখিতে দিতেছে না।

১৬২

কামোদরাগ—দশকোশীতালৌ।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।

পাঠান্তর—

১ মঞ্জীর—তরু।
২ পহিরল দুই হাত—তরু।
৩ গীমহার—ঙ-পুঁথি।
৪ কিঙ্কিনী গীমহার বলি পহিরল—তরু।
কিঙ্কিনী গীমে হার পহিরলি—ঘ-পুঁথি।
৫ সাজাওল—তরু।
৬ সুন্দরি—তরু। হরি হে—ঙ-পুঁথি।
৭ অভিসারে—ক পুঁথি।
৮ গরজয়ে—ঙ-পুঁথি।
৯ বরিখত—তরু।

১০ বিথরর—তরু। বিথথরে—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি। এই পাঠ গৃহীত হইল। বিথ করে—বহু।
১১ দুস্তর—বহু।
১২ একলি তেজলি নিজ গেহ—ক-পুঁথি।
একলি তেজলি গেহ—ঙ-পুঁথি।
১৩ চাবি—তরু।
১৪ পন্থ—তরু।
১৫ এ—ঘ-পুঁথি।
১৬ কহই ব্রজনাগরী—তরু।
১৭ ঐছনে—তরু। একলি—ঙ-পুঁথি।

নিজ করকমলে[১] চরণযুগ মোছই
হেরয়িতে[২] চিরথির আঁখি ॥
সজনি[৩] পিরীতি-মুরতি-অধিদেবা।
যাক[৪] দরশনে সব দুখ মেটই[৫]
সোই আপনে করু সেবা ॥ ধ্রু ॥
হিম সম[৬] শীতল নীরহি[৭] তীতল
নিজ করে[৮] মাজই[৯] মুখ।
সজল নলিনীদলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি তাম্বুল বদনে[১০] পুরি
মধুর[১১] সম্ভাষই কাণ।
গোবিন্দ দাস কহ[১২] নাহ রসিক পুন[১৩]
রাই করু[১৪] অমিয়াসিনান ॥
সং—২৩৩, তরু—৭৫৪।

পাঠান্তর—

১ নিজ পীতনিচোলে—সং।
২ হেরই—তরু।
৩ তরুতে 'সজনি' শব্দ নাই।
৪ যাকর—তরু, সং।
৫ মীটল—তরু। মিটল—সং।
মেটই—ক-পুঁথি।
৬ কর—তরু, খ-পুঁথি।
৭ নিরমহি—বহু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৮ করতলে—তরু।
৯ মোছই—সং।
১০ বদনে তাম্বুল—ঘ-পুঁথি।
১১ সরস—সং।
১২ ভণ—তরু, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি। ভণে—সং।
নাহ রসিক পন—ঙ-পুঁথি।
১৩ নাগর রসিক পনে—সং।
নিতি নব কৌতুক—তরু, ঘ-পুঁথি।
১৪ রাইক—তরু, সং, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
রাইকে—ঙ-পুঁথি।

১৬৩*

সুহইরাগ—মঠকতালাভ্যাম্।

"আজু কৈছনে[১] তেজলি গেহ"।
—"কে জানে কৈছন[২] তোহারি সনেহ[৩]"॥
"গুরুজন ভয়ে কিনা কাঁপ"।
"—তুহুঁ অনুরাগ[৪] সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ"॥
"তুহুঁ[৫] কৈছে হেরলি রাতি"।
—"মরমহি উজর[৬] বিরহক[৭] বাতি"॥
"দূরতর[৮] পন্থ সঞ্চার"।
—"চঢ়ল মনোরথ[৯] অছু[১০] কি বিচার"॥
"একলী আওলি এত দূর"।
—"আগহি আগে[১১] কুসুমশর শূর"॥
"আগে[১২] করহুঁ তুহুঁ কোড়"।
অবহি নাগর তনু তনু জোর" ॥[১৩]

---

* ঙ-পুঁথিতে ৯২ সংখ্যক পত্র না থাকায় ১৬৩ হইতে ১৬৬ সংখ্যক পদ নাই।

পাঠান্তর—

১ কৈছে—তরু, ক-পুঁথি।
২ কৈছে—ক-পুঁথি। কৈছনে—ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ সিনেহ—তরু। সনেহ—বহু। সুনেহ—ক-পুঁথি।
নেহ—ঙ-পুঁথি।
৪ ঘন আন্ধিয়ারে—তরু।
৫ কুহু—তরু।
৬ উজল—তরু।
৭ মনমথ—তরু (এই পাঠটি ভাল।)
৮ দূতর—তরু।
৯ মনোরথে—তরু, ঙ-পুঁথি।
১০ ইথে—তরু।
১১ ঙ-পুঁথিতে নাই।
১২ আগে—তরু।
১৩ মীলল দুহুঁ জন তনু তনু জোর—তরু।
অবহি লাগল তনু তনু জোর—মূল পুঁথি, বহু।
অবহি নাগর তনু মোর—ক-পুঁথি।
অবহি নাগর তনু তনু জোর—ঘ-পুঁথি।
ঘ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।

রাধামাধব ভাব[১]।
কি কহব[২] মুগধল গোবিন্দ দাস ॥

তরু—১০০০।

টীকা—ইহার প্রতি শ্লোকের প্রথম পংক্তিটি কৃষ্ণের উক্তি ও দ্বিতীয়টি রাধার উক্তি। যথা—

কৃষ্ণ—"আজু কৈছনে তেজলি গেহ।"
রাধা—"কে জানে কৈছন তোহারি সনেহ।"
কৃষ্ণ—"গুরুজন ভয়ে কি না কাঁপ।"
রাধা—"তুহুঁ অনুরাগ সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ"। ইত্যাদি।

রাধামাধব ভাব ইত্যাদি– গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে রাধামাধবের সংলাপন শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

১৬৪

শ্রী-গান্ধার-মঙ্গল-গুর্জরীরাগৈক-রূপক-সম-নন্দনতালৈশ্চ।

ঘন ধনি ঘন সঙ্গে ভেল[৩] বাহার।
ঝর ঝর বরিখে[৪] জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহ[৫] ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার ॥
কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি।
এতহুঁ দুস্তর[৬] তরি[৭] তোহে মিলু গোরী ॥ ধ্রু ॥
ঝলকত বিজুরি নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলতহি[৮] খলত[৯] সঘন মহীপঙ্ক ॥
উঠইতে উজর ফণিমণি[১০] হেরি।
কনয়-দণ্ড[১১] বলি ধরু কত বেরি ॥
ঐছন গৌপল তোহে নিজ দেহ।
কো জানে[১২] কৈছন[১৩] তোহারি সনেহ[১৪]।
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাসক[১৫] ভরম দূর গেল ॥

তরু—১০০৩।

টীকা—ইহার পর কোনো সখী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার মহানুরাগ ব্যক্তি করিয়া "ঘন ধনি ঘন সঙ্গে"—ইত্যাদি বচন বলিতেছেন।

কর ঠেলন নহ······তোহে মিলু গোরী—অন্ধকার এরূপ প্রগাঢ় যেন হস্তগ্রাহ্য বস্তু অথচ তাহা হাত দিয়াও ঠেলিয়া ফেলা যায় না। এরূপ অন্ধকারে একমাত্র মন্মথ যদি স্বয়ং পথ না দেখাইতেন তো শ্রীমতীর আসা সম্ভব ছিল না অর্থাৎ এরূপ অন্ধকারে শ্রীমতীর প্রেমই শ্রীমতীকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছে। মাধব, কি আর বলিব! তোমারই পুণ্যফলে এই দুস্তর পথ অতিক্রম করিয়া রাধা তোমার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

১৬৫

অথ বাসকসজ্জা

তদুচিতগৌরচন্দ্রো যথা—

মল্লার রাগ– যতিতালৌ।

সুরধুনী-তীর তরুণতর তরুতল
তলপিত মালতীমালে।
বৈঠি বিশদবর- বাসিত কুঙ্কুমে
তিলক বনায়ত ভালে ॥

পাঠান্তর—

১ রাধামাধব রূপবিলাস—ক-পুঁথি।
২ না বুঝল—তরু।
৩ ভেলি—গ-পুঁথি।
৪ বরিখয়—ঘ-পুঁথি।
৫ নহে—তরু, ক-পুঁথি। নহি—ক-পুঁথি।
৬ দুর—তরু।
৭ তর—ক-পুঁথি।
৮ চলইতে—তরু, ঘ-পুঁথি।
৯ খলই—তরু।
১০ ফণিমণি উজর—তরু।
১১ কনক—তরু। কনয়া—ঘ-পুঁথি।
১২ অপরূপ—তরু।
১৩ কৈছনে—ঘ-পুঁথি।
ঐছন—তরু।
১৪ সুনেহ—তরু, ক-পুঁথি। সলেহ—ঘ।
১৫ গোবিন্দদাস—তরু।

হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
গোকুলনায়ক বিহরই নবদ্বীপ[1]
তরুণীভাবপরকাশ॥ ধ্রু॥
চমৎকৃত চারু চন্দ্রযুত চন্দন
চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।
নিজবরভাব- বিভাবিত অন্তর
ঐছে ভকত গুন[2] সঙ্গে॥
রাকা রজনি রজনিকর রমনক
রাতুল পদনখ-ফান্দে।[3]
রাধামোহন দুষ্টদ্বিরেফচিত
মদন[4] দাস করি বান্ধে[5]॥

তরু—৩২৮।

টীকা—এখন বাসকসজ্জা-গান-নির্বাহক শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র "সুরধুনীতীর"—ইত্যাদি গানে অনুভূত হইতেছেন।

সুরধুনীর তীরে নবীনতর তরুতলে মালতীমালায় শয্যারচনা করিয়া শুভ্র বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া (ইহাতে বুঝা গেল যে জ্যোৎস্নাভিসারের গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা হইল) সুরভি কুসুমে ললাটে তিলক আঁকিতেছেন গৌরচন্দ্র। গৌরাঙ্গের বিলাস কিরূপ বুঝি না! তিনি স্বয়ং গোকুলনায়ক হইয়া নবদ্বীপে শচীনন্দনরূপে বিহার করিতেছেন এবং এখন তরুণীভাবে ভাবিত হইয়াছেন; অর্থাৎ বাসকসজ্জার অবস্থা প্রাপ্তা শ্রীরাধার ভাবকে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার চিত্রিত অঙ্গে তিনি কর্পূর মিশ্রিত চন্দন দিয়া চিত্র করিতেছেন—চারু ও চমৎকৃতিজনক সেই অঙ্গ, চারু ও চমৎকৃতিজনক সেই কর্পূরচন্দন—চারু ও চমৎকৃতিজনক সেই চিত্রণ! কৃষ্ণবিষয়ক শ্রেষ্ঠ ভাবে অন্তর বিভাবিত করিয়া তিনি অনুরূপ ভক্তগণ সঙ্গে বিহার করিতেছেন। পূর্ণিমা রাত্রি—চন্দ্রমা আনন্দদায়ক—সেও তাঁহার রক্তিমসুন্দর পদনখের ফাঁদে বাঁধা পড়িয়াছে। সেই ফাঁদে রাধামোহন নামে দুষ্ট এক দ্বিরেফের চিত্তও দাসের ন্যায় আবদ্ধ হইয়াছে—রসিক-ভক্ত-রূপ ভৃঙ্গের কথা আর কি বলিবার আছে। ইহাতে গৌরাঙ্গের তথা শ্রীরাধার পরমসৌন্দর্যাদির চমৎকারজনকত্ব যথাক্রমে উক্ত ও ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
১ নবদ্বীপে—তরু, ক-পুঁথি।
২ গণ—তরু।
৩ ছান্দে—মূল পুঁথি। চান্দে—ক-পুঁথি। ছান্দে—ঘ-পুঁথি।
৪ রমন—তরু, বহ।
৫ বাঁধে—ক-পুঁথি।

১৬৬

বেলোয়াররাগ—দশকোশীতালো।

কুবলয়-নীলরতন-দলিতাঞ্জন-
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ[1]।
কুঞ্চিত কেশ খচিত-শিখিচন্দ্রক
অলকাবলিত-ললিতানন চান্দ[2]॥
আওত রে নব নাগর কাণ।
ভাবিনীভাববিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন॥ ধ্রু॥
মধুরাধর হি হাস অতি মনোহর
তঁহি অতি সুমধুর মুরলী বিরাজ।
ভাউ[3] বিভঙ্গিম তঁহি[4] কুটিল নেহারনি[5]
কুলবতী উনমতি[6] দূরে রহু লাজ।
গজগতি[7] ভাঁতি গমন অতি মন্থর
মণিমঞ্জীর বাজত রণঝণিঞা[8]।

পাঠান্তর—
১ সুছাদ—ক-পুঁথি। সুছান্দ—ঘ-পুঁথি।
২ চাঁদ—ক-পুঁথি।
৩ ভাঙ—তরু।
৪ তরুতে 'তঁহি' নাই। না থাকাই ছন্দোপযোগী।
৫ নেহারই—ঘ-পুঁথি।
৬ উমতি—তরু, কী, বহ, ঘ-পুঁথি।
৭ গজপতি—তরু, কী।
৮ রুনুঝুনিয়া—তরু, ঘ-পুঁথি।

হেরইতে কোটি[৯] মদন[১০] মুরছায়ত
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি ধনিএ[১১]।

কী—৬৩, তরু—২৪২৩।

টীকা—এখন বাসকসজ্জাবস্থাগতা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অভিসারের জন্য সৌত্যকর্মে নিযুক্তা কোনো এক সখী সঙ্কেতিত বাসগৃহের দিকে আসিবার কালে শ্রীকৃষ্ণের রূপ—সর্ব-অমঙ্গল-নাশক রূপ পথে যেমন দেখিয়াছেন সেইরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

কৃষ্ণের সুন্দর বর্ণ কুবলয়কে কোমলতায়, নীলরত্নকে দীপ্তিতে, দলিতাঞ্জনকে গাঢ়তায় এবং মেঘপুঞ্জকে স্নিগ্ধতায় জয় করিয়াছে। কুঞ্চিত কেশ ময়ূরপুচ্ছে শোভিত এবং আননচন্দ্র চূর্ণকেশে ভূষিত হইয়া সুন্দর দেখাইতেছে। নবীন নাগর কৃষ্ণ আসিতেছেন। রাধার প্রেমে অন্তর তাঁহার বিভোর—দিন ও রাত্রির চেতনা হারাইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ভাবে রাধা বিভোরা। সুতরাং রাধা আশ্রয়ালম্বন। তিনি এখন বাসকসজ্জাবস্থাগতা, সেই প্রতীক্ষমানা রাধার কথা চিন্তা করিয়া অনুরাগে বিভাবিতহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ দিনরজনীর জ্ঞান হারাইয়াছেন—ইহাই মর্মার্থ। (ইহার দ্বারা কৃষ্ণেরও আশ্রয়ালম্বন-অর্থ প্রতীত হইল। অতএব উভয়ের বিষয়ালম্বনত্বও বাধিত হইল)।

একে মধুর কৃষ্ণের অধর, তাহাতে মনোহর হাসি, উপরন্তু অতি সুমধুর মুরলী সেই অধরে বিরাজ করিতেছে। বঙ্কিম তাঁহার ভ্রূযুগল—তাহাতে আবার বঙ্কিম চাহনি—লজ্জাত্যাগ তো সামান্য কথা কুলবতী রমণীরা স্বামী ও কুলে নিষ্ঠাকেই অর্থাৎ মতিকেই ত্যাগ করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গজের ন্যায় তাঁহার গমন অতিশয় মন্থর—মণিমঞ্জীর রুনুঝুনু বাজিতেছে (রাধার অভিসারে চরণে মঞ্জীর ধ্বনি কৃষ্ণ)। যাহাকে দেখিবামাত্র কোটি মদন মূর্চ্ছা যায় সেই কৃষ্ণ রাধার জন্য প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে—ধন্য সেই রমণীশ্রেষ্ঠা রাধা, ধন্য সেই প্রেমাভিসারিণী রাধা ধন্য সেই কৃষ্ণপ্রেমগর্বিতা রাধা।

১৬৭

কলহংসরাগ রূপকতালেন।
কুসুমাবলিভিরুপরচয় তল্পম্।
মালাকামমণিসরকল্পম্[১]।
প্রিয়সখি কেলিপরিচ্ছদপুঞ্জম্।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্॥ ধ্রু॥
মণিসম্পুটে নয় তাম্বূলম্।
শয়নাঙ্কলমপি পীতদুকূলম্।
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধম্।
মাধবমাত্ত সনাতনসন্ধম্।

টীকা—"কুসুমাবলিভিঃ"—ইত্যাদি দ্বারা বাসকসজ্জাবস্থা দেখানো হইতেছে। আপন দেহ ও গেহকে যথাযোগ্য বসনে-ভূষণে অলংকরণে সজ্জিত করিয়া যে কান্তের সঙ্কেতিত আগমনের অপেক্ষা করে সে বাসকসজ্জা নায়িকা।

রাধা বলিতেছেন—হে প্রিয়সখি! কুসুমে দিয়া শয্যা রচনা কর। রেবমণিহার তুল্য মণিহার অর্থাৎ মণিখচিত মুক্তাহার ভাল করিয়া গাঁথ ('মণিসর' শব্দটি বহু শ্লোকে দেখা যায়)। কেলি-পরিচ্ছদগুলি কুঞ্জে সাজাইয়া রাখ। মণিরচিত তাম্বূলাধারে তাম্বূল ভরিয়া রাখ এবং শয়নাঙ্কল ও পীতবর্ণ দুকূলও আনিয়া রাখ। কেন না স্বাপ্নিপ্রতিজ্ঞ মাধব এস্থলে শীঘ্রই আসিতেছেন। মাধব যখন আসিবেন বলিয়াছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, কেন না তিনি প্রতিজ্ঞা ও মর্যাদাকে কখনও লঙ্ঘন করেন না।

---

৯ ক্রত—তরু।
১০ মনমথ—তরু।
১১ গোবিন্দদাসকে ধনি ধনি ধনিয়া—কী।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া—তরু। গোবিন্দদাস কহে ধনি ধনি ধনিঞা—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ "মাল কামমর—মূল পুঁথি ও বহর, এই পাঠটি ছন্দোপাত-দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। তরুতে "মালাকামহ" পাঠটি ক-পুঁথিতেও পাওয়া যায়। ছন্দোদোষহীন বলিয়া ক-পুঁথির এই পাঠটি গৃহীত হইল।

(পক্ষে "সনাতনসঙ্গঃ"—শব্দের অর্থ হইবে "সনাতন গোস্বামীর সহিত"। এস্থলে সনাতন গোস্বামী সখীরূপী।)

১৬৮

কামোদরাগ-ঝাঁপকতালৌ।

বাসিত বারি কর্পূরিত তাম্বূল
কুসুমিত মদনশয়ান।
উজর দীপ সমীপহি জাহর
বিরচহ চারুবিতান॥
সখি হে কহই না যায়[১] আনন্দ।
ঋতুপতি-রাতি অবহু নব নাগর[২]
মিলবহু শ্যামর চন্দ। ধ্রু।
কুসুমিত মৌলি রসালক পরিমলে
ভ্রমর[৩] ভ্রমরী রহু ভোর।
মদন মদালসে[৪] সগরিহঁ[৫] যামিনী[৬]
সুখে বঞ্চব হরিকোর॥
বিধি[৭] পায়ে লাগি মাগি এহি এক[৮] বর
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দ দাস কহই হরিপরশহিঁ[৯]
সো পুন হোত সন্দেহ॥

ক্ষ—২৩৮, তরু—৩০৮।

পাঠান্তর—

১ যাই—ক্ষ ; যোয়ে—ক-পুঁথি।
২ নাগরি—ক-পুঁথি।
৩ ভ্রমরা—ক-পুঁথি।
৪ মনোরথে—ক্ষ, তরু।
৫ সগরি—তরু, সবহু—ক-পুঁথি।
৬ সুযামিনী—ক-পুঁথি।
৭ বিহি—ক্ষ, তরু, ক-পুঁথি।
৮ মাগি নিব এক—তরু।
মাগি এক বর—ক-পুঁথি।
মাগি লব এক বর—ক-পুঁথি।
৯ গোবিন্দদাস কহ হরিক পরশহিঁ—ক-পুঁথি।

টীকা—মদনশয়ান—কেলিশয্যা।

বিধিপায়ে লাগি......মঝু দেহ—মধ্যা নায়িকার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ- মোহান্তসুরতক্ষমত্ব। সম্ভোগকালে চেতনপ্রার্থনার দ্বারা মধ্যানায়িকার লক্ষণ এস্থলে সুস্পষ্ট।

মোহান্তসুরতক্ষমা অর্থাৎ যে আনন্দমূর্চ্ছা পর্যন্ত সুরত বিষয়ে সমর্থা।

১৬৯

কেদাররাগ-প্রতিমঠকতালৌ।

উজর রাতি শেষ নব কিশলয়
বাসিত তাম্বূলবারি।
এহি উপচারে[১] আজু হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি॥
শুন সহচরি[২] কি করু বেশ-বনানি[৩]।
কানু পরশমণি পরশক বারণ[৪]
আভরণ সোতিনী মানী[৫]। ধ্রু।
দূরে কুণ্ডল দূরে[৬] কঙ্কন কিঙ্কিণী[৭]
দূরে নূপুর এহি রাখি[৮]।

পাঠান্তর—

১ উপচার—খ-পুঁথি।
২ সজনি—তরু।
৩ বনান—তরু।
বনালি—বহ।
৪ পরশক বাধক—তরু, খ-পুঁথি।
পরশক বাধন—তরু, খ-পুঁথি।
পরশক কারণ—বহ।
৫ সৌতিনী মানি—ক্ষ। সোতিনি মান—তরু।
৬ হাথক কঙ্কণ দুর—ক-পুঁথি।
সোতিনি মানী—বহ, খ-পুঁথি।
৭ দূরে দূরে মণিকঙ্কণ—ক্ষ।
কুণ্ডল-কিঙ্কিনি—ক-পুঁথি।
৮ দূরে নূপুর ইহ রাখি—ক্ষ।
দূরে দূরে নূপুর রাখি—তরু।

মৃগমদ সিন্দুর[৯] লোচন[১০] কাজর
পদ যাবক রতি-সাখী ।
সো তনু পরশি[১১] পুলক যন্তু[১২] বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি[১৩] ধনি ধনি
কানু[১৪]-মরম তুহুঁ জান ।

ক—২৩।৯, তরু—৩০৯ ।

টীকা—"উজর রাতি শেষ নব কিশলয়" ইত্যাদির দ্বারা রাধার প্রেমোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে ।

"শুন সহচরী" ইত্যাদি—'ধনানি' ও 'মানী' পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে—সহচরি ! শোনো—বেশ রচনা করিলে কি ফলের জন্য ? কানু স্পর্শমণির তুলনা—তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিতে যাইতেছি—সুতরাং তাঁহার দেহের সঙ্গে স্পর্শ ঘটিবার অন্তরায় মাল্যাভরণ তো সপত্নীতুল্য ।

'ধনানি' ও 'মানি' পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে—সহচরি ! বেশ রচনা করিয়া কি ফল লাভ হইবে ? যখন কানুরূপ স্পর্শমণিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে যাইতেছি তখন এই যে আভরণ যাহা তাঁহার দেহ স্পর্শের বাধক হইবে তাহাকে সপত্নী তুলাই মনে করিতেছি ।

দুইটি কর্ণে কুণ্ডল, দুইটি করে কিঙ্কিনীযুক্ত কঙ্কণ, এবং দুই চরণে নূপুর শুধু রাখিব । আর থাকিবে অঙ্গে অঙ্গে মৃগমদের অনুলেপনা, ললাটে সিন্দূর, লোচন কজ্জল ও পদদেশে যাবকরেখা—এইগুলি হইবে রতির সাক্ষী । এখন হৃদয় শুধু চমকিত হইতেছে এই ভাবিয়া যে যদি কৃষ্ণ অঙ্গ-স্পর্শ করিয়া উৎকট রোমাঞ্চে দেহ কণ্টকিত হয় তবে তো আলিঙ্গন নিবিড় হইবে না !

সখীর কথা শুনিয়া সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন—রাধা, তুমি ধন্য কেন না তুমি সুন্দরী, রসিকা ও প্রেমিকা—কারণ কৃষ্ণের মর্ম তুমি বুঝিয়াছ—তাঁহার জন্য নিজ তনুকে সাজাইয়াছ, রসের বাধক বস্তুকে পরিহার করিয়াছ এবং তাঁহার সুখের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছ । তাই তুমি ধন্যা—ধন্যা—ধন্যা ।

১০ লোচনে—তরু ।
১১ পরশে—ক, তরু, বহ, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি ।
১২ জনি—ক, তনু—ক-পুঁথি ।
১৩ তুহুঁ—ক-পুঁথি ।
১৪ কানু—খ-পুঁথি ।

১৭০

কামোদরাগ-রূপকতালো ।

সাজল কুসুম শেষ পুন সাজই
জারই জারল বাতী ।
বাসিত খপুর কপূরে পুন বাসই[১]
তৈগেল মদনভরাতি ।
আজু রাই সাজলি বাসকশেষ[২] ।
মনমথ লাখ মনোরথে ধারল[৩]
অঙ্গে অনঙ্গ[৪] নাহি তেজ ।। ধ্রু ।
ঘন ঘন আভরণ[৫] অঙ্গে চড়ায়ই
থরে থরে তেজই তাই ।
সচকিত নয়নে[৬] চমকি থেনে[৭] উঠই[৮]
হেরই[৯] নিজতনু ছাই ।
কাতর বচনে সম্ভাষই সহচরি
কাহে বিলম্বয়ত কান ।
গোবিন্দ দাস কহই অব শুনিয়ে[১০]
সংকেত মুরলী নিশান ।

ক—১৯।৮, তরু—৩।৮, সং—৩৬১ ।

পাঠান্তর—
১ বাসিত কুসুম চন্দনে পুন বাসই—সং ।
২ আজু ধনি বাসক শেষ—ক ।
৩ বাঁধল—সং ; বাঁধই—ক ।
৪ অনঙ্গ—তরু, ঙ-পুঁথি । গ-পুঁথির এই পাঠটি গৃহীত হইল । অঙ্গে অঙ্গে—ঙ-পুঁথি । অঙ্গ—বহ, মূল পুঁথি । অঙ্গে—ক-পুঁথি ।
৫ অভরণ—গ-পুঁথি ।
৬ চকিত বিলোকনে—তরু ।
৭ খন—তরু ।
৮ উঠয়ে—তরু ।
৯ হেরত—তরু ।
১০ না শুনিয়ে—খ-পুঁথি ।

টীকা—সাজল কুসুম ইত্যাদি—রাধা বাসকসজ্জা নায়িকা—অতিশয় প্রেমবৈবশ্যবশত তাই মদনভ্রান্তি ঘটিল। তিনি কুসুমে সজ্জিত শয্যা আবার ফিরিয়া সাজাইলেন, অলখ প্রদীপ আবার জ্বালাইলেন। সুবাসিত তাম্বুল আবার কর্পূরে সুবাসিত করিলেন। আজ রাই বাসকসজ্জা হইয়া সাজিয়াছেন। তাঁহার মদনাভিলাষ লক্ষ রূপে অঙ্গে অঙ্গে ধাবিত হইল—("অঙ্গে অনঙ্গ" পাঠে অর্থ হইবে 'অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ আবেশ' তাঁহার মদনাভিলাষকে লক্ষ ভাবে অভিব্যক্ত করিল)।

রাই ঘন ঘন নব নব আভরণ অঙ্গে ধারণ করিলেন ও ত্যাগ করিলেন। নিজ তনুর ছায়া দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে (ছায়ার বর্ণ কৃষ্ণ তাই এই ভ্রান্তি) ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইয়া সচকিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। কাতর বচনে সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণের বিলম্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিলেন—ঐ শোনো, কৃষ্ণের মুরলী সঙ্কেত, তিনি আসিতেছেন।

১৭১

গুর্জরীরাগ-অভিসারো।

ঘন ঘন নীপ সমীপহি[১] শুনিয়ে
সঙ্কেতমুরলীনিশান।
রহি রহি বাম পয়োধর স্ফুরই[২]
তেঁ[৩] বুঝি মিলব কান।
দেখ সখি পাপ চতুরথী[৪] চাঁদ।
হরি-অভিসার[৫] এহি বিলম্বায়ত
পাতি কিরণময় ফাঁদ[৬]॥ ধ্রু।

মনহি মনোরথে চলল মনোভব[৭]
ধৈরজ ধরণ না যাত।
মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে[৮]
আভরণ[৯] দূর কর গাত॥
ধরণী শয়ন এক[১০] মোহে শোয়ায়ত
কুসুমশয়নে জীব[১১] কাঁপ।
গোবিন্দদাস কহ গহন[১২] প্রেমগহ
দহনে দেওআয়ল[১৩] ঝাঁপ॥

টীকা—"ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে" ইত্যাদি পদে প্রেমোৎকণ্ঠার প্রগাঢ় দশা দেখানো হইয়াছে। যদিও অভিসার বিষয়ে কৃষ্ণের মহতী উৎকণ্ঠা তবু চতুর্থীর চন্দ্র কিরণজাল বিস্তার করাতে বিলম্ব হইতেছে। নায়ক কৃষ্ণ যে অবশ্যই আসিবেন—তাহার নানা সূচক দেখা দিতেছে। কেন না থাকিয়া থাকিয়া বাম পয়োধর স্ফুরিত হইতেছে, কৃষ্ণের মুরলী সঙ্কেতধ্বনিও ঘন ঘন নিকটেই শোনা যাইতেছে। মনের অভিলাষ মন্মথের বশে—আর তাই ধৈর্যও সহিতেছে না, মণিময় মুক্তাহার ভার বলিয়া মনে হইতেছে—সখি, সকল আভরণ অঙ্গ হইতে নামাইয়া দাও। আমাকে মৃত্তিকায় শোয়াইয়া দাও—কেন না কুসুমশয়নের কথা মনে হইলে প্রাণ কাঁপিতেছে—(এস্থলে রাধিকার মিলনভীতি—যাহা একপ্রকার প্রেমবিলাস মাত্র, প্রকাশিত হইয়াছে)। সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন—রাধে, তোমার এই নিবিড় ও গভীর রহস্যময় প্রেমোৎকণ্ঠাই (গহন'-শব্দের অর্থ পুংলিঙ্গে "পরম-পুরুষ।" সেই অর্থ ধরিলে অর্থ

পাঠান্তর—

১ সমীপরে—ক-পুঁথি।
২ সঞ্চই—ক। স্ফুরয়ে—খ-পুঁথি।
৩ তেঁই—ক।
৪ চতুর্থীক—ক, ক-পুঁথি। চতুর্দিক—খ-পুঁথি।
৫ অভিসারে—খ-পুঁথি।
৬ ফাঁদ—খগ, ক-পুঁথি
৭ মনোরথ—গ।
৮ লাগত—ক।
৯ আভরণ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১০ ধ.নীশয়নে এক—ক-পুঁথি।
১১ তনু—খ-পুঁথি।
১২ কহল—ক-পুঁথি (এই পাঠটি অসঙ্গত।)
১৩ দেওয়াইল—ক। দহাওল—ক-পুঁথি।
দেয়াওল—খ-পুঁথি।

হইবে "পরমপুরুষের প্রতি তোমার এই সুগভীর প্রেমোৎকর্ষ") প্রেমের জ্বালাময় অনলে তোমাকে নিক্ষেপ করিয়াছে।

১৭২

কেদাররাগ-নন্দনতালো।

উজর শশধর দীপ পজারল[১]
অলিকুল-আম্বর-ভোল।
হনয়িতে হরিণী নয়নী হরশায়ই
ওহি ওহি পিকু[২] বোল॥
শুন[৪] মাধব মনমথ কিরত আহেরা[৫]।
একলী কুঞ্জে[৬] ধনি ফুলশরে জর জর
পন্থ নেহারই[৭] তোরা। ধ্রু॥
তুহুঁ অতি মন্থর[৮] গমন দুরন্তর[৯]
মধুযামিনী অতি ছোটি।
সো[১০] ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখ মানই যুগ কোটি॥
আশাপাশ[১১] গলে লেই বৈঠলি
প্রেম কলপতরু-ছায়।[১২]
না জানি কি অমিয়া গরল ফল পাবই[১৩]
গোবিন্দ দাস রস গায়[১৪]।

ক—১১।১৩, তরু—৩১৮।

টীকা—অনন্তর অমিতার্থা দূতী অতিদ্রুত চরণে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া রাধিকার দশা "উজর শশধর দীপ পজারল"—ইত্যাদি দ্বারা নিবেদন করিতেছে।

হরিণনয়নী রাধিকা হরিণীর তুলনা। মদন ব্যাধের তুলনা। সেই হরিণী-রূপা রাধা বনপথে যখন আপন দয়িতের অপেক্ষা করিতেছে তখন মদনরূপ ব্যাধ তাহাকে মারিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। ব্যাধের প্রজ্বালিত মশাল আজিকার মধুরাত্রির উজ্জ্বল শশধর। ব্যাধ যেমন গোপনে থাকিয়া শিকারের পিছু ধায় মদনও তেমনি অদৃশ্য থাকিয়া রাধাকে আক্রমণ করিতেছে। বন ঘিরিবার সময়ে নানা বাদ্য বাজাইয়া শিকারকে ব্যাকুল করিয়া যেমন বেষ্টে আনা হয় তেমনি অলিকুলের গুঞ্জনধ্বনিতে রাধাকে আরো অধিক ব্যাকুল করিয়া তাহার মদনজ্বালা ঘনাইয়া তোলা হইতেছে। সেই ধন্যা রমণী একাকিনী ফুলশরে জর জর হইয়া (হরিণীপক্ষে ব্যাধের নিক্ষিপ্ত বাণে জর জর হইয়া) তোমার পথের দিকে চাহিয়া আছে (হরিণীর পক্ষে নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতেছে)।

তুমি অতিশয় মন্থর গতিতে চলিয়াছ—যাইতে হইবে অনেক দূর ("চলবি তুরন্তর" পাঠে অর্থ হইবে—এখনই চল), দেখ—চৈত্ররজনী কত অল্পকালস্থায়িনী, সুতরাং বিলম্বে কি ফল? তাহাতে সেই রাধা প্রতি মুহূর্তের বিলম্বকে যুগ কোটি বলিয়া মনে করিতেছে, নিরন্তর ঘর-বাহির করিতেছে। প্রেমের কল্পতরুর তলে সে আশারজ্জু লইয়া বসিয়া আছে—কে জানে সেই কল্পতরু তাহাকে বিষফল দিবে না অমৃতফল দিবে! (যদি বিষফল দেয় তবে বুঝিয়া দেখ হাতে তাহার

পাঠান্তর—

১ দীপক জারল—ক, ক-পুঁথি। দীপ পযারল—তরু।
২ বোল—ক।
৩ পিক—ক।
৪ অপরার 'শুন'—নাই।
৫ অহেরা—ক। পদকল্পতরুতে আরম্ভ এই পাক্তি হইতে—"মাধব মনমথ ফিরত অহেরা"।
৬ নিকুঞ্জে—ক।
৭ নিহারত—ক-পুঁথি।
৮ 'মন্থর' শব্দটি বইতে নাই। সম্ভবত লিপিকরপ্রমাদ।
৯ চলবি তুরন্তরে—ক।
১০ ও—ক।
১১ মোহানপাশ—ক-পুঁথি।
১২ মূলে—ক, ক-পুঁথি।
১৩ কিয়ে অমিয়া কিয়ে গরল গরল ফল—ক।
১৪ গোবিন্দ দাস কহ দুয়ে।—ক।
গোবিন্দদাস না জেহই কুলে—ক-পুঁথি।

রজ্জু, তরুর শাখা তাহার সম্মুখে)। গোবিন্দ দাস অমিতাগী দূতী রূপে বলিতেছেন রসময়ী রাধার প্রেমরসের কথা।

'আশাপাশ' শব্দের দ্বারা পদটি যে বাসকসজ্জা অবস্থার পদ তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল।

১৭৩

গোণ্ডকিরীরাগ-রূপকতালো।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।

নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ধ্রু ॥

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।

পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥

বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া।

জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।

মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥

ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।

হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্ ॥

হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।

বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্।

রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥

টীকা—আবার অন্য এক সখী অলক্ষিত হইয়া দ্রুত আসিয়া পূর্বপদে বর্ণিত বাসকসজ্জাবস্থায় প্রেমোৎকর্ষ হইতেও অধিক প্রেমোৎকর্ষবান প্রৌঢ়ানন্দজনিত উন্মাদদশার কথা "পশ্যতি দিশি দিশি" ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছে।

হে নাথ, হে যাচকবাঞ্ছাপূরক হরি! হে মনোহর! সেই রাধা দিকে দিকে তোমাকে তাহার অধরের মধুর মধুপান করিতে দেখিতেছে। তাহাতেই প্রেমবৈবশ্যবশত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—তুমি যে আস নাই এ জ্ঞান তাহার নাই, তাই তজ্জনিত উৎকণ্ঠাও নাই (এইরূপ অর্থ উত্তরোত্তর প্রতি শ্লোকের পর ধরিতে হইবে)। আবার তোমার নিকটে যাইবার ঔৎসুক্যে বলবতী হইয়া চলিবার মত স্থানে কয়েক পদমাত্র চলিয়া প্রেমবৈবশ্যবশত যাইতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। সে ধবল মৃণালের ও নবপল্লবের বলয় ধারণ করিয়াছে এবং কল্পিত রতিকলায় আপনার প্রেমতৃষ্ণা নিবারিত করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। অন্যথা উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা হইয়া এতক্ষণে দশমী দশা মৃত্যুদশা লাভ করিত। এস্থলে বিসকিশলয়ের দ্বারা 'বলয়করণ' উপলক্ষণ ধরিতে হইবে, সুতরাং ময়ূরপুচ্ছ ইত্যাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বেশানুকরণও বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণভাবে ভাবিত রাধার এই বর্ণনা "মুহুরবলোকিত" ইত্যাদি চরণে স্পষ্ট হইয়াছে। রাধা ভাবিতেছেন যে—আমিই মধুরিপু কৃষ্ণ তাই বারবার স্বদেহগত কিশলয়-বলয়াদি দ্বারা আপনার অলঙ্করণ অবলোকন করিতেছেন এবং কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করিতেছেন। (এখানে "লীলা"-রূপ অলংকার প্রদর্শিত হইয়াছে। উজ্জ্বল নীলমণিতে আছে রম্য বেশ-ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণকে লীলা বলে।)

আবার আশ্বস্ত হইয়া সখীকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হরি কেন এখনও অভিসারে আসিলেন না, কেন বিলম্ব করিতেছেন!

ইহার পরই মেঘসদৃশ নিবিড় অন্ধকারকে কৃষ্ণ আসিয়াছেন মনে করিয়া আলিঙ্গন করিতেছে, চুম্বন করিতেছে। তোমার আসিবার অধিক বিলম্ব দেখিলে বিলাপ করিবে, রোদন করিবে। (এস্থলে ভবিষ্যৎকালে বর্তমান ব্যবহার—"বর্তমানসমীপ্যে লট্" বিধি অনুসারে।) অতএব অতিশীঘ্র অভিসার কর।

বাসকসজ্জা সম্বন্ধে অলংকার শাস্ত্রে আছে—ইহার চেষ্টা বা প্রয়াস রতিকেলি বিষয়ে সঙ্কল্প, প্রিয়তমের আসিবার পথনিরীক্ষণ, সখীগণের বিনোদবার্তা, মুহুর্মুহু দূতীকে উপেক্ষণ করা ইত্যাদি।

প্রকারভেদ সম্বন্ধে আরো উক্তি আছে—এই নায়িকা হৃষ্টা, স্বাধীনপতিকা, বাসসজ্জা, অভিসারিকা ও মণ্ডিতা রূপে পঞ্চ পরমা নায়িকা। খিন্না মণ্ডনবর্জিতা ইত্যাদি

অপরা নায়িকার কথাও আছে। প্রকৃতপক্ষে বহু গ্রন্থে বাসকসজ্জা নায়িকা সম্বন্ধে বিবিধ উক্তি আছে।

শ্রীজয়দেব কবির এই গীতটি মধুরের ভক্ত রসিকজনের পরমানন্দ বিধান করুক।

মন্তব্য—পূজারিগোস্বামিবিরচিত টীকায় এই গীতটির অর্থ কিছু বিভিন্ন আছে। তিনি লিখিতেছেন—রাধার জন্য রাধার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এই বৈকল্য শ্রবণ করিয়া রাধা যেন দশমীদশায় পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া কোনো এক সখী ব্যগ্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুনরায় আসিয়া রাধার বাসকসজ্জাবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

ধ্রুবপদের অর্থ ("নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে") তিনি দিয়াছেন—হে নাথ, হে হরি, বাসগৃহে রাধা প্রতিক্ষণে আকুল হইতেছে। তোমার প্রতি সে আসক্ত বলিয়া সে তোমার সন্তাপ ভোগ করিতেছে—তুমি তাহার নাথ। তুমি হরি—তাহার লজ্জাধৈর্যাদি হরণ করিয়াছ। লজ্জাধৈর্যহীনা সন্তাপযুক্তা তাহার দশা এখন শোনো।

সে তোমাকে বিজনে দিকে দিকে দেখিতেছে—তাহার সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তুমি তাহাকে মনে মনে একবারও স্মরণ করনা। তাই তুমি তাহার সন্তাপের কারণ হইয়াছ। কল্পনা করিতেছে তুমি তাহার অধরমধু পান করিতেছ; পাঠান্তরে—তুমি অপরা এক রমণীর অধরমধু পান করিতেছ। (এই পাঠান্তর গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ রাধার এখানে দিব্যোন্মাদ অবস্থা। পরবর্তী পংক্তিগুলিতে বিশেষ করিয়া "জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া" স্থানে স্পষ্টতই নিজের সম্বন্ধেই কল্পনার কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে যুগপৎ তুমি তাহার চিত্তে লোভ ও হর্ষ উৎপাদন করিয়াছ।

যদি বল—যদি এরূপ তাহার প্রেম তবে সে নিজে আমার নিকট আসিতেছে না কেন? তবে বলি শোনো। তোমাকে অভিসার করিবার উৎসাহে জোর করিয়া কয়েক পা চলিয়াই আর চলিতে পারিতেছে না বলিয়াই আসিতে পারে নাই।

যদি বল—এমনই যদি তাহার অবস্থা তবে সে কিরূপে বাঁচিয়া আছে? তবে বলি শোনো। মৃণাল ও পল্লবের কঙ্কণ ধারণ করিয়া সে কেবল তোমার রতিচিন্তা করিয়াই জীবিত আছে।

ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জামালা ইত্যাদির দ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া সে নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেছে এবং তোমার অনুকরণ করিতেছে।

পুনরায় কৃষ্ণস্ফূর্তি তিরোহিত হইলে কেন হরি দ্রুত অভিসারে আসিতেছে না এই বলিয়া বারবার সখী আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে।

আবার অতিশয় প্রেমাবেশবশত তোমাকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া কৃষ্ণ আসিয়াছে বলিয়া মেঘতুল্য প্রচুর অন্ধকারকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতেছে।

পুনরায় তোমার মূর্তি তিরোহিত হইলে লজ্জা ত্যাগ করিয়া তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বিলাপ ও রোদন করিতেছে।

জয়দেব কবির এই গীত শৃঙ্গাররসে ভাবিত যাঁহাদের অন্তঃকরণ তাঁহাদের আনন্দ বিধান করুক। ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে শৃঙ্গাররসাবিষ্ট ভক্ত-কর্তৃক এই গীত আস্বাদনীয়—ইহাই জয়দেবের বক্তব্য।

১৭৪

কামোদরাগ-একতালো।

বাসকগেহ[১] গমন শুনি শ্যামর

দেয়ই বেণুনিশান।

তিলে[২] মধু গমন বিলম্বহি[৩] সো ধনি

কলপ মানিয়[৪] অনুমান[৫]॥

পাঠান্তর—

১ বাসক গেহ—ক-পুঁথি।

২ তিন—তরু।

৩ বিলম্বহ—ক-পুঁথি।

বিলম্বনে—খ-পুঁথি।

৪ কলপ কোটি—তরু।

৫ এই চরণাংশটি খ-পুঁথিতে আছে—"কোটি কলপ করি মান।"

ধনি ধনি রাইক সোহাগ।
যো জগজীবন যুবতী প্রাণধন
তাঁহারু[৬] পরাণ সম জাগ॥ ধ্রু॥
তছু প্রেমে[৭] আকুল মৌলি-বকুলফুল
আভরন পন্থহি ডারি।
চলল সিন্ধুর[৮] গতি নাহি জনসঙ্গতি
উপনীত ভেল যাহা নারী॥
দেখি ধনি নাগর আনন্দ-আগর[৯]
সফল দেহ করি মান।
জীবন যৌবন বাসগেহ পুন
যো কিছু আপন বিতান॥
আনন্দ সায়রে[১০] নিমগন সখীগণ
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস।
সো সুখসিন্ধু বিন্দু পরশ লাগি
যাচে রামমোহন দাস॥[১১]

অ—৪৩২, তরু—২৮৪।

সতীশচন্দ্র রায়-মহাশয় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে এই পদটি রাধাবল্লভ ভণিতায় ধরিয়াছেন। কিন্তু রাধামোহন নিজে যখন এই পদটি তাঁহার নিজের ভণিতায় ধরিয়া পদামৃতসমুদ্রে স্থান দিয়াছেন তখন এটিকে আর কোনো কবির রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবদাসও পদকল্পতরুতে পদটি রাধামোহনের ভণিতায় ধরিয়াছেন।

টীকা—এই পদটির কোনো সংস্কৃত টীকা রাধামোহন দেন নাই।

বাসকগৃহে রাধার গমন কথা শুনিয়া শ্যামচন্দ্র বেণু বাজাইয়া সঙ্কেত করিলেন যে আসিতেছি, কারণ এক তিল যাইতে বিলম্ব হইলে সুন্দরী রাধা কল্পকাল বলিয়া অনুমান করিবে। ধন্য ধন্য রাধার সৌভাগ্য! যিনি জগতের জীবন ও যুবতীর প্রাণধন, তাঁহারই প্রাণস্বরূপা এই রাধা।

রাধাপ্রেমে আকুল কৃষ্ণের চূড়া হইতে আসিবার সময়ে পথে বকুলফুল ছড়াইয়া গেল। জনশূন্য পথ দিয়া গজগমনে তিনি রাধার নিকট আসিয়া পৌছিলেন। রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ চরম আনন্দে নিজ দেহ চরিতার্থ হইল বলিয়া মনে করিলেন। শুধু দেহ নহে—জীবন, যৌবন, বাসগেহ যাহা কিছু আপন বলিয়া মনে করিতেন সকলই যেন কৃতার্থ হইল। দুইজনের উল্লাস দেখিয়া সখীরা আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। তাহাদের সেই রাগাত্মিকা প্রেমজনিত সুখসমুদ্রের বিন্দুমাত্রকে স্পর্শ করিতে রাগানুগাপ্রেমমার্গে মঞ্জরীসাধনায় রাধামোহন ইচ্ছুক হইয়াছেন।

অথোৎকণ্ঠিতা।
তদুচিত-গৌরচন্দ্রো যথা।

১৭৫

কামোদরাগ-সমতালৌ।*
দেখ দেখ পুর্ণতম অবতার।
যছু গুণগানে গবাশনগণশক্রে
গরবহি পাওল পার॥ ধ্রু॥
গোপীগণ-প্রাণ- বল্লভ যো জন
সো শচীনন্দন হোই।
গোপীগণগুণ গায়ে[১] গৌর পুন
হোই[২] রজনী বসি রোই।
চৌদিশে চাঁদ- চাঁদিনী[৩] চাহি চমকিত
চিত অতি পাই তরাস।

---

৬ তাহারি—তরু।
৭ প্রেম—ক-পুঁথি।
৮ সুন্দর—ক-পুঁথি।
৯ আনন্দে আগর—ক-পুঁথি।
১০ আনন্দ-সাগরে—খ-পুঁথি।
১১ যাচত গোবিন্দ দাস—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
* কেদাররাগ-সমতালৌ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১ গায়ে—তরু; গাওয়ে বহ।
২ সোই—ক-পুঁথি।
৩ চন্দ্র-চাঁদনি—খ-পুঁথি।

কাঁপি কহয়ে কাহে কান্থ নাহি[4] মিলন

কি ফল কায় বিলাস ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি[5] করতহি কীর্তন

কান্থক কামন মর্ম।

কহ রাধামোহন ভাবে ভোর পহুঁ

ভণ যুগপাবন ধর্ম ॥[6]

তরু—৩৩৩।

টীকা—এখন উৎকণ্ঠিতা-রসাত্মক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রকে "দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার"—ইত্যাদি দ্বারা পদকর্তা স্মরণ করিতেছেন।
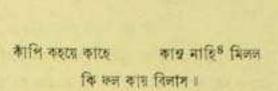
গবাশন=গোখাদক, চণ্ডাল।

বিপ্র শব্দের অর্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি। প্রমাণ শ্লোক—

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।

বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে ॥

"বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাৎ" ইত্যাদি পদানুসারে বিপ্র হইতে কুল পবিত্র হয়—জানা যায়। এস্থলে কীর্তনের দ্বারাই গবী গণসহিত সংসার সাগরের পার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব গৌরাঙ্গের মহাকরুণাবশতঃ পাবকত্ব অভিব্যক্তিত হইয়াছে। গোপীগণের গুণসমূহে গৌরবর্ণ হইয়া রাত্রে প্রচ্ছন্নবেশ করিয়া উৎকণ্ঠাবশত রোদন করিতেছেন।

কান্থক কামন মর্ম ইত্যাদি—কান্থ শ্রীকৃষ্ণের কামনা বা প্রাপ্তি বাসনা তাঁহার মর্মে তাই তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া কীর্তন করিতেছেন। রাধামোহন বলিতেছেন—এরূপ বিরহবেদনার্ত হইয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তনরূপ যুগপাবন ধর্মের উপদেশ দিতেছেন।

মর্মার্থ এই যে কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন দুইটি কারণে—প্রথম মুখ্য কারণ—রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমআস্বাদন (বর্তমান পদে উৎকণ্ঠিতা-রাধাপ্রেমের আস্বাদন) এবং দ্বিতীয় যুগধর্ম প্রচার অর্থাৎ নামসঙ্কীর্তন।

এস্থলে গৌরাঙ্গের মুখে "কৃষ্ণ" উচ্চারিত হইতেছে তাহার কারণ রাধা উৎকণ্ঠিতা হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। পদকর্তা বলিতেছেন—ইহা কেবল মুখ্য ভাবজনিত নহে, গৌণ-উদ্দেশ্যজনিতও বটে।

১৭৬

বেলোয়ার-রাগঃ।

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর

আধ আধ পদ চলনি রসাল।

কাঞ্চনবঞ্চন বসন মনোরম

অলিকুল-মিলিত ললিত বনমাল ॥

ধনি ধনি আওয়ে বনি মদনমোহনিয়া[1]

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম রহই ত্রিভঙ্গিম

গীমদোলনিয়া[2] ॥ ধ্রু ॥

মাঝহি খীন পীন উর অম্বর

প্রাতর-অরুণ-কিরণ মণিরাজ।

কুঞ্জরকরভকরহি[3] করবঞ্চন

মলয়জ-কঙ্কণবলয় বিরাজ ॥

অধর সুধাধর[4] মুরলী তরঙ্গিণী

বিগলিত-রঙ্গিণী-হৃদয়-দুকূল।

মাতল নয়নভ্রমর যহু ভ্রমি ভ্রমি

উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-ফুল ॥

রোচন তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক

বেড়ল রমণীমনমধুকর-মাল[5]।

---

৪ না—ক-পুঁথি।

৫ কহি—তরু।

৬ এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—

১। ধনি আওএ মদনমোহনিয়া—ক-পুঁথি।

ধনি ধনি আওয়ে মদনমোহনিয়া—গ-পুঁথি।

ধনি ধনি আওয়ে মদনমোহনিয়া—কী।

তালে বনি আওত মদন মোহনিয়া—তরু।

২ ভঙ্গিম নয়ান নাচনিয়া—কী।

৩ "কুঞ্জর করহি করহি"—ক-পুঁথি।

৪ অরুণ—কী।

৫ গান—গ-পুঁথি।

গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরতি[৬]
তুহুঁ[৭] নাগরবর তরুণ তমাল॥

বী—৩৬, তরু—২৪২৪।

টীকা—অনন্তর উৎকণ্ঠিতা নায়িকা কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতী "অরুণিত চরণে"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্মরণ করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের অরুণবর্ণ চরণে মণিনূপুর গুঞ্জরিত হইতেছে। রসভরে তিনি আধ-আধ পদে চলিতেছেন। তাঁহার মনোহর বসনের বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য স্বর্ণকেও গঞ্জনা দিতেছে তাঁহার ললিত বনমালার সৌরভে অলিকুল আকৃষ্ট হইয়া মধুলোভে বসিয়াছে। ধন্য তুমি ধনী। একে কৃষ্ণ রূপে স্বভাবতই মদনমোহন, তাহাতে আবার তিনি সাজিয়া অভিসারে আসিতেছেন। অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার অনঙ্গের তরঙ্গ হিল্লোলিত হইতেছে। তিনি গ্রীবা ভঙ্গ করিয়া ত্রিভঙ্গিম হইয়া রহিয়াছেন (পাঠান্তর অনুসারে—রঙ্গময় ও বঙ্কিম তাঁহার নয়ননৃত্য।)

মধ্যাঙ্গ তাঁহার ক্ষীণ। উরঃস্থল তাঁহার নীল। প্রাতঃকালীন অরুণের সর্বোত্তম কিরণের ন্যায় এবং মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও রক্তিম তাঁহার বসন। কুঞ্জরকরভ=হস্তিশাবক অথবা কুঞ্জরের কর অপেক্ষাও ভা—দীপ্তি যাহার এমন যে কর =হস্ত, তাহাতে করবন্ধন অর্থাৎ কিরণযুক্ত চন্দনকাষ্ঠনির্মিত কঙ্কণ ও বলয় বিরাজ করিতেছে। অধরের অমৃতপ্রবাহযুক্ত মুরলীরূপা তরঙ্গিণীর বেগে রঙ্গিণীগণের হৃদয়ের দুইকূল (পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সংস্কারবন্ধন) ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে (অথবা রঙ্গিণীগণের বক্ষস্থল হইতে পট্টবস্ত্র বিগলিত হইয়া পড়িতেছে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে। এই অর্থে স্বীয়া সখী রাধার উৎকণ্ঠিতায় দূতী মনে মনে স্মরণ করিয়া লইলেন)। তাঁহার নয়ন প্রেমে প্রমত্ত হইয়া বার বার কটাক্ষপাত করিতেছে যেন কর্ণের ভূষণ স্বরূপ উৎপলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতাল ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে। তাঁহার তিলক অতি মোহন, চূড়ায় মোহন ময়ুর পুচ্ছ—তাহাকে ঘিরিয়ে যে সুরভি মালা তাহাতে মধুকরবৃন্দ শোভা পাইতেছে—যেন ঐগুলি মধুকর নয় রমণীগণের মন—চূড়ার শোভায় সেখানেই লগ্ন হইয়া আছে। এইজন্যই সে আমার সখী রাধিকার নিকট আসিতে বিলম্ব করিতেছে, কেন না একাধিক সঙ্কেতস্থানে একাধিক নায়িকার আকর্ষণে সে মত্ত হইয়া আছে। "বেড়িল" শব্দের দ্বারা এই অর্থ ব্যঞ্জিত হইয়াছে—রাধামোহন এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (অথবা "গান" পাঠে—উহা ভ্রমরের গান নহে ভ্রমরোপম রমণীমনের সঙ্গীত।) সখীরূপী গোবিন্দ দাস বলিতেছেন তরুণ তমালের উপমা তুমি প্রেমিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—তুমি আমার চিত্তে নিত্য বিহার কর।

(পদটিতে অঙ্গের বর্ণনা পদদেশ হইতে ক্রমশ উপরে উঠিয়া গিয়াছে ইহা লক্ষণীয়। অনুরূপ ভাবে রূপবর্ণনার রীতি সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়।) তুলনীয়—

"চিত্রং বতাস্য চরণারবিন্দং
চিত্রং বতাস্য বদনারবিন্দম্।
চিত্রং বতাস্য নয়নারবিন্দং"—

১৭৭

শ্রীরাগ-রূপকতালৌ।

কতহুঁ প্রেমধন হিয় মাহা সাঁচি—
পরিজন[১]-নয়ন পহরি কত বাঁচি,
হাম রহ সঙ্কেত[২], আনত[৩] কান—
একলী কুঞ্জে কুসুম-শর হান।

---

৬ বিহরই—তরু, বহ।
৭ হুঁহি—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।

পাঠান্তর...
১ গুরুজন—তরু, খ-পুঁথি।
২ সঙ্কেতে—তরু।
৩ অনত রহ—তরু।

এ সখি হৃদয়ে জ্বলত মন্মথ আগি—
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি। ধ্রু।
যাকর লাগি মনহি মন গোই
গড়ল মনোরথ চড়ল না[৪] সোই।
কুলবতী চরিত পিরীতি লাগি খোই—
হা হরি—অব রহোঁ[৫] কাননে রোই।
পন্থ নেহারি নয়নে লয় লাগ—
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগ[৬]।
অবহুঁ না মিলল শ্যামরকাঁতি—
গোবিন্দদাস পহুঁ[৭] দীগ ভরাতি।
ত—৩৬২।

টীকা—এই পদে রাধার উৎকণ্ঠিতা অবস্থা দেখানো হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণ আছে—প্রিয়তম না আসিলে অথবা দেরি করিলে যে উৎসুকা হইয়া অবস্থান করে রসিকজন কর্তৃক সেই নায়িকা বিরহোৎকণ্ঠিতা-রূপে নির্ণীতা। ইহার চেষ্টা যথা—হৃদয়তাপ, বেপথু, কারণচিন্তা, অরতি, বাষ্পমোক্ষ, নিজের অবস্থাকথন ইত্যাদি।

রাধামোহন বলিতেছেন—'পন্থ নেহারি' ইত্যাদি চরণ—এই পদটি যে বাসসজ্জার পদ, বিপ্রলব্ধার নহে, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। এখনও শ্যামকান্তি প্রভু আসিলেন না। সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের দিগ্‌ভ্রান্তি হইয়াছে।

১৭৮

গান্ধার রাগ।

দেখ সখি অটমীক[১] রাতি—
আধ রজনী বহি যাতি। ধ্রু।
দশদিশ অকণিম ভেল—
আধ চান্দ উই গেল।
অব হরি না মিলল রে—
বিহি মোরে বঞ্চল রে।
বিঘটন হরিক[২] সন্দেশ—
কাহে বনাওল বেশ।
কাহুক নহ ইহ সারি
ধনি জনি হোয়ে কুলনারী।
কৈছনে ধরব পরাণ,
কো অব সহ[৩] ফুলবাণ।
গোবিন্দদাস যব[৪] জান
তব জানিব মিলব[৫] কান।
ক—৮১০, রসমঞ্জরী—১৭ পৃ—
পীতাম্বর দাসের ছাপা।

টীকা—পূর্বপদ হইতেও এই পদে উৎকণ্ঠার গাঢ়তর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

অটমীক রাতি—কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি।

এই পদটিও বিপ্রলব্ধার পদ নহে কারণ "অব হরি না মিলল" ইত্যাদি চরণে আশা ব্যক্তিত হইয়াছে, একেবারে নিরাকৃত হয় নাই।

বিঘটন হরিক সন্দেশ— কৃষ্ণের সংবাদ নাই।

পাঠান্তর—

৪ না চড়ল—তরু।
৫ হা হা হরি করি—তরু। হা হরি অব রহ—ক-পুঁথি।
৬ লাগি—তরু, ক পুঁথি, খ পুঁথি।
৭ অনুরাগি—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৮ পহুঁ—তরু। এই পাঠটি রাধামোহন টীকাতেও ধরিয়াছেন। বহু বা ক-পুঁথিতে এই পাঠ নাই। খ-পুঁথিতে আছে বলিয়া সম্যক বিবেচনায় এই পাঠ ধৃত হইল।

পাঠান্তর—

১ কো—ক।
২ কানুকো—ক, খ-পুঁথি। অপদার পাঠ—
কাহে বনাওল বেশ।
বিঘটন কানুকো সন্দেশ।
৩ এত সহে—ক। অব সহে—ক-পুঁথি।
৪ রস—ক-পুঁথি।
৫ অবহি মিলাওব—ক। অপদার এই পাঠটিই ছন্দের দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য।

১৭৯

মালবরাগ-যতিতালাভ্যাম্।

কথিতসময়ে[১] হরিরহহ ন যযৌ বনম্।

মম বিফলমিদমমলরূপযৌবনম্[২]॥

যামি হে কমিহ শরণং—সখীজনবচনবঞ্চিতা॥ ধ্রু॥

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।

তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্॥

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।

কিমিতি[৩] বিসহামি বিরহানলচেতনা॥

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।

হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥

মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।

কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী॥

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।

স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া॥

অহমিহ নিবসামি ন বিগণিতবনবেতসা।[৪]

স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা॥

হরিচরণশরণজয়দেব-কবি-ভারতী।

বসতি হৃদি[৫] যুবতিরিব কোমলকলাবতী॥

টীকা—যদি বল কিছুসময় পরেই সে আসিবে—তবে বলি শোনো। 'হে' এই শব্দটি সখিসম্বোধনে প্রযুক্ত। এখনও লোকে সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাহাকে সম্বোধন করিতে হইলে তাহার নামগ্রহণ করিয়া 'হে' এই শব্দেরও প্রয়োগ করে। শ্রীবালবোধিনী টীকায় ইহা স্বগতসম্বোধন বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূজারিগোস্বামীর টীকাতেও এইভাবে উক্তিটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ওহে! এই বনে কাহার শরণ লইব। কেন না সখীরাই আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া বঞ্চনা করিয়াছে। কেন কথিত সময়ে সে—সখীর নিকট যে সময়ে আসিতে প্রতিশ্রুত ছিল—সে সময়ে আসে নাই। শুধু যে এই সংকেত স্থানে আসিয়া পৌঁছায় নাই—তাহাই নহে, এই স্থান হইতে দূরতর বনভাগেও আসিয়া পৌঁছায় নাই, কারণ মুরলীর কোনো ধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি না। অতএব আমার এই নির্মলরূপযুক্ত যৌবন' ব্যর্থ হইয়া গেল (পরবর্তী পাঠে 'অমল রূপ ও যৌবন ধরিতে হইবে) তাহার সহিত সঙ্গম করিবার জন্য রাত্রিতে বনে পর্যন্ত আসিয়াছি বলিয়াই কন্দর্প বিষমশরে আমাকে বিদ্ধ করিতেছে। আমার মতন অজ্ঞা রমণীর মরণই বরণীয়। এইজন্যই ব্যর্থ কার্যে নিযুক্তা হইয়া আমি—কি দুঃখ—বিরহানল সহ্য করিতেছি। (বালবোধিনী টীকায় কেতন শব্দের অর্থ দেহ ধরিয়া অবিতথ কেতনা শব্দের অর্থ ব্যর্থদেহা ধরা হইয়াছে। পূজারিগোস্বামীর টীকাতেও এই অর্থ ধরা হইয়াছে।) হায়! তাহার বিরহাগ্নি ধারণ করিয়া মহাতাপদায়ক বহুদূষণযুক্ত বলয়াদি মণিভূষণ ধারণ করিয়াছি। স্বভাবতই কঠিন ভূষণাদির দুঃখদায়কত্ব থাকা তো সম্ভাবিত। কিন্তু এমন যে সর্বসুখদ মধুর চৈত্ররজনী তাহাও হরি বিনা আমাকে বিকল করিতেছে। এবং যখন আমি বিরহে বিকল—তখন অন্য এক সুকৃতিকারিণী রমণী (হায় আমি তো পুণ্যবতী নহি) হরির সহিত রতিসুখ অনুভব করিতেছে, সে তাহার সুকৃতিবশতই হরিকে পাইয়াছে।

(রাধামোহন বলিতেছেন যে "কৃতসুকৃতকামিনী" শব্দটি বহুব্রীহি সমাসরূপে গ্রহীতব্য নহে কেন না ইহাতে "কৃতসুকৃত"—এই বিধেয়াংশ গুণীভূত হইয়া পড়ে বলিয়া অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ আসিয়া পড়ে। অতএব "সেই সুকৃতির দ্বারা কামনা করিবার শীল যাহার সে" এই ভাবে শীলে ণিন্ প্রত্যয়যুক্ত হইবে এবং নিত্যসমাস বলিয়া ধরিতে হইবে।

বালবোধিনী টীকায় "কৃতং সুকৃতং যয়া" এই শব্দগুলি থাকিলেও এগুলিকে ব্যাসবাক্য বলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই কেন না এস্থলে অর্থ মাত্র বলা হইয়াছে; সমাসবাক্য নহে।

পাঠান্তর—

১ কথিতসময়েঽপি—গীত, অষ্টমসংস্করণ, বসুমতী।

২ "মম বিফলমমলরূপমপি যৌবনম্"—এই পাঠটি রাধামোহন টীকায় ধরিয়াছেন।

"মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্"—শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ—অষ্টম সংস্করণ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির।

৩ "কিমিহ"—ঐ।

৪ "খণ্ডিতবনবেতসা"—ঐ।

৫ "বসতু"—ঐ।

অতএব "কৃতহৃকৃতকামিনী" এইভাবে কর্মধারয় করিবারও প্রয়োজন নাই।)

যে মালা সুকোমল ও সুখদ বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছি সে মালাও কুসুম হইতেও সুকুমার এই তনুকে দুঃখদান করিতেছে। তাহারা যেন কন্দর্পের পুষ্পশর হইয়া আমাকে আঘাত করিতেছে। কন্দর্পের শর পুষ্পময় এবং অদৃশ্য সুতরাং তাহারা বাহ্য দেহ ভেদ না করিয়া অন্তর ভেদ করিতেছে বলিয়াই বিষমশীল। মধুসূদন ভ্রমরতুল্য চঞ্চল বলিয়া সে মনে মনেও আমাকে স্মরণ করে না। আর আমি মূর্খের ন্যায় ভ্রমরতুল্য চঞ্চলচিত্ত তাহার জন্য এই বেতসবনকেও বন বলিয়া মনে করি নাই।

হরিচরণে শরণগ্রহণকারী শ্রীজয়দেবের এই বাণী ভক্তের হৃদয়ে রাজিত হউক। কামীপুরুষ যেমন অতিসুখস্পর্শা শৃঙ্গার-জনিত ভাব-হাব-হেলাদি নানা কৌশলবতী কোমলা ও কলাবতী রমণীকে হৃদয়ে ধারণ করে তেমনি রসিক শ্রোতাও এই শ্রুতিসুখজনিকা বাচনা-ব্যঙ্গালংকারকৌশলবতী এই বাণীকে গ্রহণ করুক।

১৮৯

কামোদরাগ-মঠকতালৌ।

কানুক সন্দেশে[1] বেশ বনিয়া অলো ঁ।[2]

সঙ্কেতকেলিনিকুঞ্জে[3]।

মাধবী-পরিমলে ভরি তনু জারই[4]

ঢুকরই মধুকরপুঞ্জে[5]।

শুন সহচরি অবহু[6] না মিলল দারুণ[7] কান।

নিলজ চিত[8] পিরিতি অনুরোধই[9]

তেঁ নাহি যাত পরাণ॥ ধ্রু॥

কানুক[10] বচন[11] অমিয়ারস-সেচন[12]

বেচলোঁ।[13] তনু-মন-জাতি।

নিজ কুল-দূষণ ভূষণ করি মানলুঁ[14]

তেঞি ভেল ঐছন গীতি।

হিমকরকিরণে[15] গমন অনুরোধল[16]

কি কল চলবহুঁ গেহ[17]।

গোবিন্দদাস কহ[18] যাহ[19] সতি জানউ[20]

কানু কি ভেজল নব[21] লেহ॥[22]

ক—৮।১১, সং—৩।৬৪

তরু—৩৬১।

টীকা—পুনরায় পূর্বপদে বর্ণিত অবস্থা হইতেও অতিশয় উৎকণ্ঠা "কানুক সন্দেশে বেশ বনিয়া"—ইত্যাদি পদে প্রদর্শিত হইতেছে।

পাঠান্তর—

১ কাহ্নক সন্দেশ—সং।

২ বনাওলোঁ—সং।

বনি আওলুঁ—তরু, ক-পুঁথি। বনি আওলু—ক। সম্ভবত এই পাঠটিই রাধামোহন টীকায় ধরিয়াছেন।

৩ সঙ্কেতকেলিনিকুঞ্জ—তরু, সং, ক-পুঁথি।

৪ জারল—ক, খ-পুঁথি। জারএ—সং।

৫ পুঞ্জ—তরু, সং, ক-পুঁথি।

৬ শুন সজনি আজু—ক।

সজনি—তরু।

৭ 'দারুণ' শব্দটি ক-পুঁথিতে নাই।

৮ "নীলজ চীত"—ক-পুঁথিতে যুত এই বানান ছন্দাশ্রয়ী।

৯ অনুরোধত—ক।

১০ কানুকো—ক।

১১ বচনে—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

১২ সেচনে—তরু, ক, সং, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।

১৩ বেচলু—তরু। বেচলুঁ—ক, ক-পুঁথি।

১৪ মানলু—ক। মানলোঁ—সং।

১৫ কিরণ—ক।

১৬ অব রোধল—ক।

১৭ মন্দির চলত সন্দেহ—ক, সং।

১৮ যাই—বহ।

১৯ কহ—বহ, মূল পুঁথি।

২০ কহই শুন সুন্দরি—ক। যাই সখী জানউ—খ-পুঁথি।

২১ খ-পুঁথিতে নাই।

২২ কানু কি ভেজল লেহ—সং।

কানুকো ঐছন লেহ—ক।

মাধবী পরিমলে ইত্যাদি—একেই মাধবী পরিমলে তনু জরজর হইয়াছে তাহাতে আবার মধুকরসমূহ গুঞ্জন করিতেছে। কৃষ্ণের জন্য চিত্ত এইজন্য আরো উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

নিলজ চিত্ত ইত্যাদি—চিত্ত নির্লজ্জ তাই এখনও সে প্রেমে অনুরক্ত হইয়া আছে এবং এইজন্যই এখনও দেহ ছাড়িয়া যায় নাই।

হিমকরকিরণে ইত্যাদি—চন্দ্রের কিরণে কৃষ্ণের আগমন নিরুদ্ধ করিয়াছে। আর এখন এস্থলে থাকিয়া লাভ কি? গৃহে ফিরিয়া চল।

এস্থলে যদিও বিপ্রলব্ধা অবস্থা সূচিত হইতেছে তবু পুনরায় দূতীপ্রেরণের কথা শেষ চরণে বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা উৎকণ্ঠিতার পদ বলিয়াই ধরিতে হইবে।

গোবিন্দদাস যাই ইত্যাদি—"ঋতুপতি রাতি বিরহজ্বরে জাগরি" ইত্যাদি পদের টীকায় রাধামোহন এই চরণের পাঠ ধরিয়াছেন—"গোবিন্দদাস কহ যাই গতি জানউ"। যদিও "যাই" ও "কহ" শব্দের বিপর্যয় ঘটিয়াছে মাত্র তবু ইহাতে অর্থেরও বিপর্যয় ঘটে বলিয়া টীকার পাঠ গৃহীত হইল না। গোবিন্দদাস সখীরূপী—তাঁহাকে রাধা আদেশ করিতেছেন যাইয়া জানুক সে কেন বিলম্ব ঘটাইতেছে। রাধাই আজ্ঞানির্দেশক—গোবিন্দদাস আজ্ঞাবাহক। কিন্তু টীকার পাঠে "গোবিন্দদাস কহ" বলিলে গোবিন্দ দাসকেই আজ্ঞানির্দেশক ধরিতে হয়। ইহা টীকাকারসম্মত নহে। অতএব টীকার পাঠটি প্রমাদজনিত বলিয়া ধরা হইল।

অথ কালভেদেনোৎকণ্ঠিতা।

১৮১

কামোদরাগ-সমতালৌ।

ভুজগে ভরল পথ[1] কুলিশপাত শত
আর কত[2] বিঘিনি-বিথার।
কুলবতীগৌরব বামচরণে ঠেলি
কুঞ্জে করল[3] অভিসার॥
সজনি[4] কি ফল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহু না মিলল কাণ॥ ধ্রু॥
যতয়ে[5] মনোরথ ততঁ[6] ভেল অনরথ
কানুক পিরিতি অভিলাষে[7]।
না জানি এ[8] কোন কলাবতী বান্ধল
ভাউ-ভুজঙ্গিনী[9] পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দদাস কহ এ দুহুঁ সংশয়[10]
নিরসব[11] রসিক মুরারি॥

সাং—৩৬১, তরু ৩৪৭।
রসমঞ্জরী—১৮।

টীকা—এখন বর্ষা ঋতুতে সংকেত স্থানে নায়িকা গমন করিলে তাহার উৎকণ্ঠিতা অবস্থা "ভুজগে ভরল পথ"—ইত্যাদির দ্বারা বর্ণিত হইতেছে। ইহা যে উৎকণ্ঠিতার পদ তাহার প্রমাণ—"অবহুঁ না মিলল কাণ" ইত্যাদির পদগুলি। "গোবিন্দদাস কহ এ দুহুঁ সংশয়"—এই পদগুলিতে যে দুইটি সংশয় ব্যক্ত হইয়াছে তাহার প্রথমটি হইতেছে—কোনো রতিকলাকুশলা রমণীর কটাক্ষ-

পাঠান্তর—
১ সেথ (সেথা)—ক-পুঁথি।
২ কত কত—সং।
৩ করনু—তরু, সং।
৪ হরি হরি—সং।
৫ যতহি—সং।
৬ সব—তরু।
৭ কাহু পরশরস আশে—সং।
কানু পিরিতি অভিলাষে—তরু।
৮ ক-পুঁথিতে নাই।
৯ ভাউ-ভুজঙ্গম—সং।
১০ কহয়ে দুহুঁ সংশয়—তরু।
কহই দুহু সংশয়—সং।
কহয়ে অব সংশয়—ক-পুঁথি।
১১ নিরসল—সং।

ভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের আত্মসমর্পণ এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে—রাধার অভিসারের কথা জানিতে পারিয়া গুরুজন কর্তৃক কটূক্তি-ভাষণ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে এই দুইটি সংশয়ই মিথ্যা। কৃষ্ণ নিজে আসিয়াই ইহার নিরসন করিবেন। গীতকর্তা নিজে "সংশয়"-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া "মিথ্যা"—এই ভাবটি ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

"না জানি এ কোন কলাবতী" ইত্যাদি—এই চরণে "না জানি" এই পদ দুটি ব্যবহৃত হওয়ায় হেতুতর্করূপ অনুভাব লক্ষিত হইতেছে সুতরাং ইহা উৎকণ্ঠিতা অবস্থাকেই জ্ঞাপিত করিতেছে—বিপ্রলব্ধা অবস্থাকে নহে।

১৮২

গুর্জরীরাগ-যতিতালাভ্যাম্।

ঋতুপতিরাতি বিরহজ্বরে জাগরি
দূতী উপেখলি রামা।
প্রিয়সখি[১] বোলি মোহে পাঠাওলি
অতএ আয়লুঁ তুয়া ঠামা॥
শুন মাধব, কর-জোড়ে কহলম[২] তোয়।
মনমথ রঙ্গে[৩] তরঙ্গিত লোচনে[৪]
নিমিখ না[৫] হেরবি মোয়॥ ধ্রু।
দূর কর আলস অনতহি[৬] লালস
চাতুরী-বচনবিভঙ্গ।
বরু জীবন[৭] তোহে[৮] নিরমঞ্ছণ
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ॥
যাহে পির সোঁপহ[৯] কোড়পর হৃতেই
সো যদি করু বিপরিতে।
পিরীতিক রীত[১০] কৈছনে মেটব[১১]
গোবিন্দদাস রহু চিতে[১২]॥

প—৮।১৩, তরু—৩২০।
রসমঞ্জরী—১১।

টীকা—প্রাসঙ্গিকতাবশতঃ প্রাবৃটকালসংকেতস্থা নায়িকা রাধার অত্যুৎকণ্ঠা "ভুজগে ভরল পথ, কুলিশপাত শত" ইত্যাদি পদে দেখাইয়া, এখন আবার পূর্বোক্ত "কাহুক সন্দেশে"—ইত্যাদি পদের "গোবিন্দদাস যাই কহ সতি জানউ" এই চরণের অনুবৃত্তি ধরিয়া "ঋতুপতি রাতি" ইত্যাদি পদে পূর্বোক্তিগোদিত সখীপ্রৌঢ়তা দেখানো হইতেছে।

এই পদটি অভিনব। রাধা সখীকে দূতী করিয়া পাঠাইয়াছেন। সখী কৃষ্ণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সখী নিত্যসখী যাহার সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে সখী প্রকরণে আছে—

"সখ্যেনৈব সদা প্রীতা নায়িকাত্বানপেক্ষিণী
ভবেন্নিত্যসখী সা তু·····।····
দূত্যাস্তু কুর্বতী সখ্যাঃ সখী রহসি সঙ্গতা।
কৃষ্ণেন প্রার্থ্যমানাপি স্যাৎ কদাপি ন সম্মতা।"

অর্থাৎ যে সখী সখ্যরসেই তৃপ্ত সুতরাং নায়িকাত্বে কোনো বাসনা নাই সেই নিত্যসখী। এই নিত্যসখী যখন দূতী

পাঠান্তর—

১ প্রিয় সহচরী—তরু, খ।
২ কহিছো মো—ক্ষ। কহহ মো তোহে—ক-পুঁথি।
৩ সঙ্গে—ক-পুঁথি।
৪ লোচন—ও-পুঁথি।
৫ তুহু না—ক্ষ।
নিমিখে না—ক-পুঁথি।
৬ আনহি—ক্ষ, তরু।
আনতহি—ক-পুঁথি।
৭ বরু হাম জীবন—খ।
বরু জীবন হাম—তরু, ক-পুঁথি।
৮ এই পাঠটি মূল পুঁথি ইত্যাদিতে "তোহে" আছে। "তোহে" থাকিলে ভাল হইত।
৯ সোঁপি—ক্ষ, তরু।
১০ পন্থ—ক্ষ।
১১ ঐছে তঁহ মিটব—তরু, খ।
১২ গোবিন্দদাস চীতে কীতে—তরু, খ।

হইয়া নির্জনে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করে তখন যদি কৃষ্ণ তাহাকে প্রার্থনা করে তবু কখনও তাহাতে সম্মত হয় না। এই দূতী আপ্তদূতী। যাহার লক্ষণ রাধামোহন টীকায় আংশিক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েঽপি"। অর্থাৎ যে প্রাণ গেলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। এস্থলে এই দূতী রাধাপ্রেরিত।

উদাহরণস্বরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে একটি শ্লোক উপন্যস্ত হইয়াছে—

"দূতেনাদ্য সুহৃজ্জনস্য রহসি প্রাপ্তাস্মি তে সন্নিধিং
কিং কন্দর্পধনুর্ভয়ঙ্করমমূং ভ্রূভঙ্গমুদ্যচ্ছসি।
প্রাণানর্পয়িতাস্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবীচন্দ্র তে
ন ত্বেতামসমাপিতপ্রিয়সখীকৃত্যাঙ্গবল্লীং তনুম্॥"

অর্থাৎ সখীর অঙ্ক দৌত্য গ্রহণ করিয়া আজ তোমার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি কেন কন্দর্পধনুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ঐ ভ্রূবিভঙ্গ করিতেছ। বরং এখন প্রাণ বিসর্জন করিব তবু হে বৃন্দাবনচন্দ্র। অসমাপিত-প্রিয়সখীকৃত্যে নিয়োজিত এই তনু দান করিব না।

বর্তমানে আলোচ্য পদটিতে অনুরূপ ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে।

যাহে শির সোঁপই ইত্যাদি—যার কোড়ে মাথা রাখিয়া যে শুইয়া থাকে সে যদি তাহার বিপরীত আচরণে লিপ্ত হয় তাহা হইলে প্রীতির রীতি কিরূপে রক্ষিত হইবে? এই কথা সখীরূপী গোবিন্দ দাসের চিত্তে রহিয়াছে।

১৮৩

গান্ধাররাগ-যতিতালৌ।

তোঁহারি সঙ্কেতকুঞ্জে কুসুমশর-
পুঞ্জে রহলি[1] একসরিয়া।
তত্থুবন বিরহদহনে ধনি দগধই
প্রাণ-হরিণী যায়ে জরিয়া॥
মাধব ধৈরজ গমন তোহারি।
ও ধন লাখ কলপ করি মানই
তলপ ভরয়ে দিঠি বারি।
তোঁহারি সন্দেশ আশে ধনি কুলবতী
খোয়ল কুল তনু-কাঁতি।
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই
হানই খর শর-পাঁতি।
পরাণ প্রেম-আশ-গুণে বান্ধল
তাব না নিকসই বদনে।
ভণয়ে যদুনন্দন সো যদি টুটয়ে[1]
অতএ চলহ সোই সদনে॥

তরু—৩৩৬।

টীকা—এই পদটিতে সর্বকালের উপযুক্ত দৌত্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৮৪

বালারাগঃ।

সখিমুখে শুনইতে সুনয়নি[২] দুখ,
কি কহব কাণু কিছু কহত না মুখ।
নয়নক নীর নয়ন সঙে বারি—
চলইতে টলমল চলই না পারি।
ধাধসে মিলল সুন্দর শ্যাম।
সব দুখ দূরে গেল পূরল কাম।
হেরইতে দুহুঁ মুখে[৩] দুহুঁ মুখ ইন্দু
উছলল দুহুঁ মনে মনোভব সিন্ধু।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ তনু এক—
শ্যামর[৪] গোরী কিরণে রহই[৫] রেখ।

পাঠান্তর—
১ রহল—তরু।

পাঠান্তর—
১ ভণে যদুনন্দন সো জনি টুটয়ে—তরু।
২ "শুন জনি"—বহ মূল পুঁথি ইত্যাদির পাঠ সম্ভবতঃ ভুল। তাই ক-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল
৩ মুখে—বহ
৪ শ্রাম—ক-পুঁথি
৫ রহ—ক-পুঁথি

দুহুঁ দুহুঁ জীবন মিলু একু ঠাম—
আনন্দরসে দুহুঁ হরল গেয়ান।
দুহুঁ দুহুঁ প্রেম পূরল দুহুঁ সাধ,
হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ।

টীকা—এই পদটি উৎকণ্ঠিতা নায়িকার উৎকণ্ঠাদশার অবসানে মিলনবর্ণনা।

"শ্যামর গোরী কিরণে বই রেখ"—অর্থাৎ কে শ্যাম কে রাধা তাহা আকৃতি দেখিয়া বুঝা যাইতেছে না। শুধুমাত্র তাহাদের অঙ্গদ্যুতির রেখা দ্বারাই চেনা যাইতেছে।

অথ বিপ্রলব্ধা।

১৮৫

অত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

কেদাররাগ-সমতালৌ।

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র অবতার।
যো গুণকিরীতনে তাপদগধ জীব
সুখসাগর ভেল[১] পার। ধ্রু।
সো অব ভাব- বিভাবিত অন্তর
কান্দই সুরধুনীতীর।
যাকর নয়নশর গোপী-মরম-জর
তঁহি বহ দুখময় নীর।
খেণে খেণে কহই কাণু মোহে না মিলল
কি ফল পাপ-শরীর[২]।
ইহ যৌবন-ধন সগরহি[৩] ভূষণ
কি ফল বাস কুটীর।
এত কহি ধরণী- তলহিঁ পুন মুরছই
ধকধকি খীনহি শ্বাস[৪]।
কো পুন ভাব দুতর[১] রজনী মাহা
ভণ রাধামোহন দাস।

তরু—৬১৭।

টীকা—এখন প্রস্তুত-(বিপ্রলব্ধা) ভাববিশিষ্ট শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রকে "দেখ দেখ গৌরচন্দ্র—ইত্যাদির দ্বারা পদকর্তা স্মরণ করিতেছেন।

"সো অব ভাববিভাবিত" ইত্যাদি—চরণে গৌরচন্দ্র প্রস্তাবিত বিপ্রলব্ধাভাবে বিভাবিত।

কহই কাণু মোহে না মিলল ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত তাপমূর্ছাদিভাব শ্রীরাধায় যেরূপ ঘটিয়াছিল এস্থলে গৌরচন্দ্রেও সেইসকল অনুভাব স্পষ্ট।

১৮৬

ধানশীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

কানড়-কুসুম-কোমল[২]-কাঁতি,
মাথেময়ূর-শিখণ্ডক পাঁতি।
আকুল অলিকুল বকুলক মাল,
চন্দনচান্দবিরাজিত ভাল।
মদনমোহন মূরতি কাণ,
সোঙরি উমতি যুবতী পরাণ। ধ্রু।
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচন লোল[৩],
নাসা উন্নত মতিম জোর[৪],
বঙ্কিম গীম অমিয়া-মিঠি বোল,
কাঞ্চনকুণ্ডল গণ্ডহি লোল;
মণিময় আভরণ অঙ্গবিরাজ,
পীত নিচোল তঁহি পর সাজ,
অরুণ চরণে মণিমঞ্জীর বাব—
গোবিন্দদাস আন নাহি ভাব।

পাঠান্তর—
১ গেল—ঙ-পুঁথি।
২ কী পাপ হামারি শরীর—ক-পুঁথি।
৩ সগরহি—ক-পুঁথি।
৪ খেনেহি নিশাস—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ দুরত—ক-পুঁথি।
২ সুকোমল—ক-পুঁথি।
৩ লোচন যোর—ক-পুঁথি। লোচনে লোল—ঙ-পুঁথি।
৪ মোতি উজোর—ক-পুঁথি।

টীকা—অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় সখীবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপ "কানড়-কুসুম-কোমল"—ইত্যাদির দ্বারা রাধা স্মরণ করিতেছেন।

১৮৭

তোড়ীরাগঃ।*

কোমলকুসুমাবলিকৃতচয়নম্।
অপসারয় নীলারতিশয়নম্॥
শ্রীহরিরদ্য ন লেভে সময়ে।
হস্তকনং সখি শরণং কময়ে।
বিধুতমনোহরগন্ধবিলাসম্।
ক্ষিপ যামুনতটভুবি পটবাসম্।
লক্ষময়েহি নিশান্তিমযামম্।
মুঞ্চ সনাতনসঙ্গতিকামম্।

টীকা—এখন "কোমলকুসুমাবলি"—ইত্যাদি পদে শ্রীরাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থা দেখানো হইতেছে।

সঙ্কেত করিয়াও দৈবাৎ প্রাণবল্লভ যদি আসিতে না পারেন তবে ব্যথিতহৃদয়া নায়িকা বিপ্রলব্ধারূপে কথিত হইয়া থাকে। নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, গ্লানি ইত্যাদি ইহার চেষ্টা।

রাধা বলিতেছেন—হে সখি, এখনও কৃষ্ণ আসিলেন না। হায়! শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার শরণদাতা রক্ষক আর কেই-বা আছে ('অয়ে' শব্দের অর্থ পাইব বা গমন করিব। এস্থলে বর্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যদর্থে লট্)। এখন কোমল কুসুমশ্রেণিনির্মিত নীলারতিশয়ন দূর কর। মনোহর গন্ধবিলাসযুক্ত পটবাস (চূর্ণবিশেষ) যমুনাতীরে ফেলিয়া দাও। যদি বল রাগ করিতেছ কেন—আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছে মাত্র তাহা হইলে বলি শোনো। ঐ দেখ রাত্রির শেষ প্রহর সমাগত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমাভিলাষ ত্যাগ কর (পক্ষান্তরে সনাতনগোস্বামিসহ শ্রীকৃষ্ণের আগমন-আশা ত্যাগ কর। এস্থলে সনাতন গোস্বামী সখীরূপী)।

---

* গৌরীরাগঃ—ক-পুঁথি।

১৮৮

ধানশীরাগ।

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে[১]
অধর নীরস ঘন শাস।
করতলে বদন সঘন[২] অবলম্বই
গুণ[৩] গণি জীবন নিরাশ[৪]॥
মাধব কাহে আশোআসলি[৫] রামা।
সগরিহ যামিনী যাপি[৬] পোহায়লি
কামিনী সঙ্কেতঠামা॥ধ্রু॥
হরি হরি বোলি ধরণী ধরি রোওত[৭]
বোলত গদ গদ ভাখ।
নীল গগণ হেরি তোহারি ভরম ভরে
বিধি সঞে মাগয়ে পাখ॥
কি করব চন্দ্র- চন্দন ঘন-লেপন
কিশলয়-ধরণীশয়ান[৮]।
আন বেয়াধি আন পএ ওখধি[৯]।
গোবিন্দদাস নাহি মান[১০]॥

তরু—৩৬৬।

টীকা—"পন্থ নেহারি" ইত্যাদি পদে রাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থার বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতীগমন সূচিত হইয়াছে।

কি করব চন্দ্র-চন্দন-ঘন-লেপন—কর্পূর মিশ্রিত চন্দনের ঘন অনুলেপনে আর কি ফল হইবে!

পাঠান্তর—

১ লোচন—ক-পুঁথি।
২ সঘনে—তরু।
৩ গুনি—ক-পুঁথি।
৪ জীবনেরাশ—তরু।
৫ আশোয়াশল—ঢ-পুঁথি।
৬ জাগি—তরু।
৭ উঠই—তরু।
৮ কুসুম—তরু।
৯ ঔখধ—তরু।
১০ জান—তরু।

১৮৯

কেদাররাগ-দশকোশীতালো।

হরিণীনয়নী[১] তেজি নিজ মন্দির
অবইত[২] সঙ্কেতঠামা।
তৈখনে চান্দ উদয় ভেল দারুণ
পসারল কিরণক দামা॥
মাধব তোহে কি বোলব আন।
বিষম কুসুমশর[৩] পাঁজর জরজর
ধনি যনি তেজয়ে[৪] পরাণ॥
মোতিম হার ভার হিয়[৫] জারই
করকঙ্কণ ভেল কন্ধ।
সহচরী কোড়ে ভরি তনু মোরই
লোরে ধরণী করু পঙ্ক॥
কিশলয়-শয়নে থির নাহি বাঁধই[৬]
চন্দন-পবনে মুরছাই।
গোবিন্দদাস কহ ইহ হরি অভিসরু[৭]
যতখণে[৮] জীবই রাই॥

তরু—৩১৭।

টীকা—দূতীর উক্তি। "অবইত সঙ্কেতঠামা"—অর্থাৎ প্রাপ্তসঙ্কেতস্থানা।

পাঠান্তর—

১ হরিণনয়নি ধনি—তরু।
২ অবইতে—তরু।
৩ কুসুমশরে—তরু।
৪ তেজই—তরু।
৫ হিয়ে—তরু।
৬ বান্ধই—ক-পুঁথি, মূল পুঁথি।
৭ গোবিন্দদাস কহই হরি অভিসর—তরু।
৮ যতি—তরু।

১৯০

ধানশীরাগ-যতিতালো।

শুন শুন মাধব বিদগধরাজ।
ধনি যদি পেখবি[১] না কর[২] বেয়াজ[৩]॥ ধ্রু॥
নব-কিশলয়দলে সুতলি নারী।
বিষম কুসুমশর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন[৪] ভেল আগি।
জীবন ধরব এ[৫] তুয়া দরশক[৬] লাগি॥
অনেক[৭] যতনে কহু আখর আধ।
না জানিয়ে[৮] অব[৯] কিয়ে ভেল পরমাদ॥
নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কাণ।
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান॥

ক্ষ—১২।৫, তরু—৩২১।

টীকা—পূর্বোক্ত পদে বর্ণিত দশা হইতেও উৎকট দশা দেখিয়া অন্য এক সখী "শুন শুন মাধব বিদগধরাজ"—ইত্যাদি বচনে কৃষ্ণকে রাধার অবস্থার কথা শুনাইতেছেন।

"জীবন ধরব এ"—"জীবন ধরবএ" (ধরবয়ে) ধরিতে হইবে।

পাঠান্তর—

১ দেখবি—তরু, ক্ষ, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, ত-পুঁথি।
২ সহে—তরু, ক্ষ।
৩ বিয়াজ—মূল পুঁথি, বেয়াজ—ক-পুঁথি।
৪ পবনে—ক-পুঁথি।
৫ জীউ ধরয়ে—ক্ষ; জীবন ধরয়ে—তরু, ত-পুঁথি।
ধরে—ক-পুঁথি।
৬ দরশন—তরু, ক্ষ, ক-পুঁথি, ত পুঁথি।
৭ কহই—ক্ষ।
৮ জানিয়া—ত পুঁথি।
৯ আহু—ক্ষ।

১৯১

ধানশীরাগ-যতিতালো।

চলিলা নাগর-[১] রাজ ধনি দেখিবারে[২]।
অথির চরণযুগ আরতি বিথারে[৩]॥ ধ্রু॥
সেঙরিতে সো[৪] প্রেম অবশ[৫] ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল[৬] মদনতরঙ্গ॥
সুশীতল[৭] কুঞ্জবনে[৮] সুতি আছে রাধে।
ধনি মুখচান্দ হেরই[৯] পহুঁ সাধে[১০]॥
অধর কপোল আঁখি[১১] ভুরুযুগ মাঝ।
পুনপুন[১২] চুম্বই বিদগধরাজ॥
অচেতন[১৩] রাই সচেতন[১৪] ভেল।
মদনজনিত দুখ[১৫] সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দ[১৬] ভোর[১৭]।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর[১৮]॥

তরু—৩২২, ক্ষ—১২।৬।

পাঠান্তর—

১ রসিক—ক্ষ।
২ ভেটিবারে—ক্ষ।
৩ অপারে—ক্ষ।
৪ অন্যত্র 'সো'—নাই।
৫ অথির—ক-পুঁথি।
৬ উথলল—ক্ষ।
৭ শীতল—ক্ষ।
৮ নিকুঞ্জ—ক্ষ।
৯ হেরি—ক-পুঁথি।
১০ ধনি মুখ নিরখিতে পহুঁ ভেল সাধে—ক্ষ।
১১ আঁখি—ক-পুঁথিতে নাই।
১২ ঘনঘন—ক্ষ।
১৩ অচেতনা—ক্ষ।
১৪ সচেতনা—ক্ষ।
১৫ তাপ—ক্ষ।
১৬ আনন্দে—ক-পুঁথি।
১৭ বিভোর—ক্ষ।
১৮ দুহুঁ দুহুঁ মিলনে সুখের নাহি ওর—ক্ষ।

টীকা—অনন্তর পরস্পরের প্রেমোৎকর্ষমিলনের বর্ণনা "চলিলা নাগররাজ" ইত্যাদি পদে পরিবেশিত হইয়াছে।

১৯২

অথ খণ্ডিতা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

ভৈরবরাগৈকতালীতালাভ্যাম্[১]।
পশ্য শচীসুতমনুপমরূপম্।
খণ্ডিতামৃতরসনিরুপমকূপম্॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণরাগকৃতমানসতাপম্।
লীলাপ্রকটিতরুদ্রপ্রতাপম্॥
একটিতপুরুষোত্তমসুবিষাদম্।
কমলাকরকমলাঙ্কিতপাদম্॥
রোহিতবদনতিরোহিতভাষম্।
রাধামোহনকৃতচরণাশম্॥

টীকা—অনন্তর খণ্ডিতারসাত্মক শ্রীগৌরচন্দ্রকে "পশ্য শচীসুত" ইত্যাদি দ্বারা পদকর্তা স্মরণ করিতেছেন।

অনুপমরূপ শচীসুতকে দেখ। ইনি অমৃতরসের নিরুপম কূপ খনন করিয়াছেন। (পক্ষে খণ্ডিতা নায়িকার মানামৃতরসের নিরুপম কূপ খনন করিয়াছেন। মানরসের অমৃতত্ব কেহ যদি স্বীকার না করেন তবে তাহা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না কারণ রসশাস্ত্রে সর্বরসেরই আনন্দময়ত্ব অঙ্গীকার করা হইয়াছে। যদি লৌকিক দৃষ্টান্তের অনুসরণে খণ্ডিতার অমৃতময়ত্ব স্বীকৃত না হয় তবে বলি বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রচলিত অর্থকে গ্রহণ না করিয়া "অমৃত" শব্দের অর্থ "বিষ" ও ধরা হোক।

এই পংক্তিটির আর একটি পাঠ আছে—"খণ্ডিতামৃত-গর্বপ্রকোপম্"। ইহার অর্থ হইবে যাঁহার দ্বারা অমৃতের গর্বের প্রকোপ খণ্ডিত হইয়াছে। পক্ষে—খণ্ডিতার ন্যায়

পাঠান্তর—

১ ভৈরবরাগ—ক-পুঁথি।

অমৃতরূপ গর্বপ্রকোপ (ব্যভিচারিভাববিশেষ) যাঁহার—এমন যে শচীসুত।

কৃষ্ণরাগকৃতমানসন্তাপম্—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশত অর্থাৎ সাধকাভিমান থাকায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য যিনি মানস তাপ ভোগ করিতেছেন—এমন যে শচীসুত।

লীলাপ্রকটিতরুদ্রপ্রতাপম্—লীলানিমিত্ত যিনি রুদ্র প্রতাপ অর্থাৎ ক্রোধের উত্তাপ প্রকাশ করিয়াছেন—এমন যে শচীসুত। পক্ষে কৃষ্ণবিষয়ক ক্রোধ বা লীলায় যিনি শ্রীরুদ্রপণ্ডিতের অথবা গজপতির প্রতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে লীলার দ্বারা যিনি শিবের প্রতাপের ন্যায় প্রতাপ প্রকট করিয়াছেন। (রাধামোহন ছন্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া "রুদ্রপ্রতাপ" শব্দের উপর একটি টীকা দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে "প্রহ্রে বা" সূত্রানুসারে এস্থলে "দ্র" অক্ষরটির 'অকারে'র লঘুত্ব স্বীকার করিতে হইবে।)

প্রকটিতপুরুষোত্তমসুবিষাদং— শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তমনামা এক ব্যক্তির সু-বিষাদ যিনি প্রকৃষ্টভাবে দূর করিয়াছেন। পক্ষে ধৃষ্টনায়করূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যিনি সু-বিষাদ অর্থাৎ সংকেত করিয়া আগমন না করায় আশাভঙ্গজনিত অতিশয় বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কমলাকরকমলাঞ্চিতপাদম্— পিপ্পল গ্রামের শ্রীকমলাকরনামা কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা যাঁহার পদযুগল পদ্মপুষ্পের দ্বারা পূজিত হইয়াছে। অথবা কমলাকর অর্থাৎ ব্রহ্মা যাঁহার পাদযুগল পদ্মপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়াছেন। অথবা কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মীর করকমলের দ্বারা যাঁহার পদযুগ পূজিত হইয়াছে। অথবা কমলা নামে কোনো এক নারী যাঁহার পদযুগ করকমলের দ্বারা পূজা করিয়াছেন।

রোহিতবদনতিরোহিতভাষম্—উভয়পক্ষেই অর্থাৎ গৌরাঙ্গপক্ষে ও রাধাপক্ষে—ক্রোধ-ভাবের দ্বারা রক্তবর্ণবদনে ভাষা যাঁহার তিরোহিত হইয়াছে।

রাধামোহনকৃতচরণাশম্—রাধামোহন যাঁহার চরণের আশা করেন। পক্ষে—যদিও তিনি স্বয়ং রাধামোহন তবু মানভঙ্গের আশায় রাধার চরণের আশা রাখেন অর্থাৎ রাধাভাব স্বীকার করেন। অর্থাৎ রাধার নিকট হইতে "মোহন মহাভাব" যাঁহার এমন যে গৌরাঙ্গ। "মোহন" "মোদন"-মহাভাবের প্রবিশ্লেষ দশার ভাব—"মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ"।

১৭৩

শ্রীরাগ-কন্দর্প তালৌ।[১]

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতম্।
ব্রজবনিতাকুচকুঙ্কুমললিতম্॥
বন্দে গিরিধরপদ[২] কমলম্।
কমলাকরকমলাঞ্চিতমমলম্॥ ধ্রু॥
মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ম্।
অচপলকুলরমণীকমনীয়ম্॥
অতিলোহিতমতিরোহিতভাষম্।
মধুমধুপীকৃতগোবিন্দদাসম্॥

টীকা—অনন্তর খণ্ডিতোচিতরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা "ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ"—ইত্যাদির দ্বারা দেখাইতেছেন।

এই পদের পক্ষান্তরব্যাখ্যা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত। এখন উপস্থিত অর্থাৎ খণ্ডিতোচিত রসের ও ভাবের বাস্তার্থ লিখিত হইতেছে।

হে গিরিধর! তোমার পদকমল দূর হইতে বন্দনা করিতেছি—(এস্থলে অবহিত্থাজনিত গৌরব স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ রাধা আপন ভাব গোপন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব স্বীকার করিতেছেন)।

"ভট্টারকপাদাঃ সমাদিশন্তি"—এস্থলে 'পাদ'-শব্দ যেরূপ সম্মানার্থে প্রযুক্ত হইয়া সম্মানীয় ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া দিতেছে সেইরূপ 'গিরিধরপদ'-শব্দটির "পদ"অংশটিও

পাঠান্তর—

১ শ্রীরাগ—ক-পুঁথি।

২ "পদযুগকমলম" হবে কি?

গিরিধর কৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং রাধা বলিতেছেন—হে নন্দাত্মজ, গর্গমুনি তোমাকে গুণে নারায়ণতুল্য বলিয়াছেন; লক্ষিতদেবগুণ তুমি সম্প্রতি গোবর্ধন ধারণ করিয়া সেইগুণকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেবত্ব ব্যক্ত করিয়াছ। অতএব মানবী আমরা, আমাদের উচিত তোমাকে দূর হইতেই বন্দনা করা। (পদকর্তার বিবক্ষা সম্বন্ধে রাধামোহন বলিতেছেন যে অন্য নাগরিকার বক্ষোজরূপ গিরি ধারণ করিয়া কৃষ্ণ গিরিধর ইহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে)।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতম্—অন্য নায়িকার ভূষণকৃত ধ্বজাদিসদৃশ চিহ্নযুক্ত।

ব্রজবনিতাকুচকুঙ্কুমললিতম্—মুক্তজন যেস্থলে গমন করে (ব্রজতি) তাহা ব্রজ বা বৈকুণ্ঠ (যৌগিক অর্থ)। তথাকার বনিতা অর্থাৎ নায়িকাগণের কুচকুঙ্কুমের দ্বারা ললিত বা সুন্দর। পক্ষে গূঢ়ব্যঙ্গলভ্য অর্থে ঘোষপল্লীতে তোমার সদৃশ দেবীর কুচকুঙ্কুমের দ্বারা শোভিত বা সুন্দর।

কমলাকরকমলাঞ্চিতমমলম্—কমলা লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর কর-পদ্মের দ্বারা পূজিত। গূঢ়পক্ষে—কমলানাম্নী কোনো যূথেশ্বরীর করকমল দ্বারা পূজিত।

মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ম্—গূঢ়পক্ষে—নায়িকার নূপুর বদল হইয়া চরণে থাকায় যিনি রমণীয়।

অচপলকুলরমণীকমনীয়ম্—অচপলকুলরমণীকর্তৃক যাহার কমনীয়কান্তি সংস্কারযুক্ত হইয়াছে। এই বিশেষণের দ্বারা নায়িকারও অতিচঞ্চলত্ব অবলক্ষিত হইয়াছে।

অতিলোহিতমতিরোহিতভাগম্—নায়িকার পদযুগের অলক্তকে যিনি অতিলোহিত। অতএব অলুপ্তকান্তি।

মধুমধুরীকৃতগোবিন্দদাসম্—গোবিন্দ স্বয়ং তুমি আজ যাহার দাস সেই নায়িকা গোবিন্দদাসা (অপ্রধান হওয়ায় ঊপপ্রত্যয়ান্ত-দাসী-শব্দান্ত হইল না)। তুমি নিজ দেহকমলের মধুর দ্বারা মধুরীকৃত করিয়াছ সেই গোবিন্দদাসকে। অতএব তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বশীভূত (এই বশীভূত রূপ-অর্থ ব্যঞ্জিত অর্থ)।

১৯৪

তত্র ধীরমধ্যা যথা

ললিত রচনা—যতিতালি+

ভাল হইল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম[১] মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চান্দমুখ চাই। ধ্রু॥
আই আই পড়িছে রূপ·· কাজলের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা॥
খরনখ দশন[২] অঙ্গ জরজর।
তাহে সে[৩] কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর॥
নীলপাটের শাড়ী কোঁচার দোলনি[৪]।
রমণীরমন হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবকরঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা[৫] কাজে॥
চারিপানে চাহে নাগর আঁচরে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের[৬] লাজ ধুইলে না ঘুচে॥

তরু—৪০৩, রসমঞ্জরী—৫৩।

টীকা—পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে এই পদটি তাঁহার পিতা গোপালদাসের ভণিতায় আছে। পিতার রচনা সম্বন্ধে পুত্রের সাক্ষ্য নিশ্চয়ই খুব প্রামাণিক। সেইজন্য ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই পদটি ধরেন নাই।

শ্রীরাধার মানরসের জন্য উপনীত খণ্ডিতাবস্থা যদিও নিত্যধীরাধীরামধ্যাত্ব তবু নায়িকার অবস্থার অনন্ত ভেদ

পাঠান্তর—

\+ ললিত রাগঃ—ক-পুঁথি।
১ দেখিনু—তরু। দেখিলাঙ—ক-পুঁথি।
২ দশনে—তরু।
৩ ক-পুঁথিতে নাই।
৪ বলনি—তরু, রস, চ-পুঁথি।
৫ কোন—ক-পুঁথি।
৬ চণ্ডীদাস বলে—ক-পুঁথি।

হইতে পারে বলিয়া, গানের পোষক বলিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে লৌকিকেও আদিতে ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক ব্যবহার দেখা যায় বলিয়া "ভাল হইল আরে বন্ধু"— ইত্যাদির দ্বারা প্রথমে মানের ধীরমধ্যার দেখানো হইতেছে। খণ্ডিতার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে— মিলনের নিরূপিত কাল রক্ষা না করিয়া যাহার প্রিয় নায়ক অন্য রমণীকে ভোগ করিয়া এবং ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হয় সে খণ্ডিতা নায়িকা। রোষ, নিঃশ্বাস, তূষ্ণীম্ভাব ইত্যাদি ইহার লক্ষণ। অবশ্য খণ্ডিতা নায়িকা যে সর্বদাই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা নহে—কোনো কোনো সময় থাকে এই মাত্র। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে মানের উদাহরণে ইহার প্রমাণ আছে। উক্ত গ্রন্থে ধীরমধ্যার লক্ষণ আছে—ধীরা নায়িকা বক্রোক্তির দ্বারা, উপহাস-বিদ্রূপের দ্বারা এবং রোষের দ্বারা প্রিয়কে ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। বর্তমান উদাহরণে ইহা স্পষ্টই প্রতীত।

কপট না কর ইথে কোপিনি থোর।
কাতর অন্তর না করহ মোর॥
কামিনী কুকরম কত যে* হামারি।
কহ রাধামোহন পহু কর হারি॥

তরু—৬০৪।

টীকা—শ্রীরাধার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ শঠগুণ অবলম্বন করিয়া "কলধৌতকান্তি" ইত্যাদির দ্বারা রাধাকে বলিতে লাগিলেন। শঠনায়কের গুণ সম্বন্ধে উজ্জ্বল নীলমণিতে আছে—সম্মুখে যে প্রিয়কথা বলে এবং অন্যত্র প্রায়শই বিপ্রিয় কাজ করিয়া থাকে এবং নিগূঢ় অপরাধও করে তাহাকে বুধজন শঠব্যক্তি বলিয়া থাকেন।

এই পদটিতে সর্বত্রই প্রিয়োক্তি স্পষ্ট। "কোপে করসি তুহুঁ কত মত ভান"—ইত্যাদির দ্বারা অন্য নায়িকার রতি-চিহ্নোপলক্ষিত অপরাধ গোপন করা হইয়াছে। "এখন কহ মনের কথা"—ইত্যাদি পূর্বপদে উক্ত প্রশ্নের ইহা প্রত্যুত্তর।

১৯৫

রামকিরীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

কলধৌতকান্তি-কলেবর গোরী।
কান্থকি কত দুখ না জানসি থোরি॥
কৈতব না কহো এ তুয়া কাথ।
কোপে করসি তুহুঁ কত মত ভান॥
কুসুমিত কাননে জাগলুঁ[১] তুয়া লাগি।
কেবল করণ উচিত হিয়ে[২] লাগি॥
কুসুমশ্হার কয়লুঁ[৩] কত বাধে[৪]।
কণ্ঠে করসি যদি পূরয়ে সাধে॥

পাঠান্তর—
১ জাগল—ঙ-পুঁথি।
২ হিয়—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, মূলপুঁথি।
৩ কুসুমক—তরু।
৪ কয়ল—ক-পুঁথি।
৫ বাধে—বহু।

১৯৬

বিভাষরাগ-নিকারকতালৌ।+

আকুল চিকুর চারু শিখিচন্দ্রক[১]
ভালহি[২] সিন্দুরদহনা।
চন্দন চান্দ মাহা[৩] লাগল মৃগমদ[৪]
তেঁ[৫] বেকত তিন নয়না॥
মাধব অব তুহুঁ শঙ্করদেবা।

পাঠান্তর—
* কতয়ে—তরু।
+ বিভাষরাগ-নারেকতালৌ।
১ চূড়োপরি চন্দ্রক—তরু।
২ ভালে সে—সং।
৩ মাঝে—সং।
৪ মৃগমদ লাগল—তরু।
৫ তাহে—তরু, তৈঁহু—সং।
৬ পুণ্যফলে—সং।

জাগর পুণফলে[৭] প্রাতরে ভেটলে^ঁ।
দূরহি দূরে রহু সেবা ॥ ধ্রু ॥
চন্দনরেণু-ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল।
তোঁহারি বিলোকনে[৮] মঝু মনে[৮] মনসিজ
মনোরথ[৯] সঙ্গে জরি গেল ॥
তবহু^ঁ[১০] বসন ধর কাহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহ ইহ পর অম্বর[১১]
গণইতে লেখি না লেখি ॥

তরু—৪০৪, রসমঞ্জরী—৩৬,
সং—৩৭৮।

টীকা—পদটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুসরণে লিখিত। শ্লোকটি—

চূড়াচন্দ্রকমত্রিতালিকতটে সিন্দূরমুদ্রা শিখা
ভবচ্চন্দনচন্দ্রমধ্যবিলসৎকস্তুরিকালোচনম্।
তেন ত্র্যম্বকতৈব লোকদহনা দগ্ধঃ স মে মন্মথ-
স্তদ্ধ্রুবং প্রণমাম্যমাধবমহো আমপাদিগ্বাসসম্ ॥

পূর্বপদে হৃদয়ে দয়তা ও কুচমহার-গ্রহণ-প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন। এখন তাঁহাকে রাধা "আকুল চিকুর" ইত্যাদ দ্বারা বারণ করিতেছেন। হে মাধব, জাগ্রত পুণ্যফলে প্রভাতেই তোমার দেখা পাইলাম এখন তুমি শঙ্করদেব হইয়াছ, অতএব দূর হইতেই তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আমি মানুষী সুতরাং তোমার প্রার্থনা পুরণ করিব এমন শক্তি নাই।

তোমার কেশ অবিন্যস্ত এবং তাই সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ এলাইয়া পড়িয়াছে। কপালে সিন্দুর-চিহ্ন অগ্নির তুলনা। ললাটে তোমার চন্দনের যে চাঁদ অঙ্কিত ছিল তাহাতে মৃগমদ চিহ্ন লাগিয়াছে অতএব দেখিতে অগ্নিবর্ষী তৃতীয় নয়নের মত হইয়াছে। তোমার অঙ্গে চন্দনের অনুলেপন মর্দন-হেতু ধূলিরেণুর মতন হইয়া সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়াছে—তাহা শিবের অঙ্গের ভস্মের তুলনা। এবং শিবের দৃষ্টিতে যেমন কাম পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল তেমনি তোমার ঐ দৃষ্টিপাতে এখন আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেমের বাসনা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এমন তোমার সাদৃশ্য শিবের সহিত তবে তাহার দিগম্বর-রীতি উপেক্ষা করিয়া বসন পরিধান করিয়াছ কেন? রাধার এই কথা শুনিয়া সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন—নায়িকার বস্ত্রের সহিত বস্ত্র যখন পরিবর্তিতই হইয়াছে তখন আর অম্বর পরিধান করিয়া আছে—এমন কথা বলিবার মত নহে।

এস্থলে শিবরূপের সহিত সমতা তথা সোৎপ্রাস বক্রোক্তির প্রয়োগ অতি সুস্পষ্ট। অনুরূপ সংস্কৃত শ্লোক—

স্বামিন্ যুক্তমিদং তবাঞ্জনবালকুন্ত্রৈঃ সর্বতঃ
সংক্রান্তৈর্ধৃতনীললোহিততনোর্যচ্চন্দ্রলেখাধৃতিঃ।
একং কিন্তবলোচয়ামাহচিতং হংহো পশূনাং পতে!
দেহার্ধে দয়িতাং বহন বহমতামত্রাসি যন্নাগতঃ ॥
(উজ্জ্বলনীলমণিধৃত)

১৯৭

তৎপ্রত্যুত্তরম্।

সুহই-রাগ-কন্দর্পতালো।

সহজই গোরী রোখে[১] তিনলোচন
কেশরী জিনিয়া মাঝা খীণ[২]।
হৃদয়ে[৩] পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈলসুতা কর চিহ্ন[৪] ॥

---

৭ হরশনে—সং।
৮ মন—তরু।
৯ মনরথ—সং।
১০ অবহু^ঁ—সং।
১১ গোবিন্দদাস কহই পর অম্বর—তরু, সং, ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ রোখ—ক-পুঁথি।
২ কেশরি জিনি মাঝ খীণ—তরু।
৩ হৃদয়—তরু, সং।
৪ চীন—তরু।

সুন্দরি আজু[৫] তুহুঁ চণ্ডীবিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
দেওবি মোহে আধ অঙ্গ॥ ধ্রু॥
কালিয় কুটিল ভাঁউ ভুজঙ্গম[৬]
সম্বরু তাকর দন্ত।
পশুপতি দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে[৭]
ইহ[৮] নহ শুম্ভ-নিশুম্ভ॥
দহন-মনোভবে তোঁহি[৯] জীয়াওবি
ঈষত হাস-বরদানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডএ[১০]
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

তরু—৪০৬, সং—৩৭১।

টীকা—পদটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুসরণে বিরচিত। শ্লোকটি—

গৌরী কেশরিমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈঃ
কাঠিন্যাদবিদিতাদ্রিরাজতনয়া কালী ভবোর্ত্তন্ততঃ।
ত্বং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন স্থামহং শঙ্করঃ
তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্দ্ধাঙ্গমঙ্গীকুরু॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ধৃষ্টনায়কগুণ অবলম্বন করিয়া "সহজই গোরী রোখে তিন লোচন" ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যুত্তর করিতেছেন। ধৃষ্টনায়কের লক্ষণ—অন্য তরুণীর ভোগচিহ্ন যাহার অঙ্গে স্পষ্ট, যে নির্ভয় এবং মিথ্যাবচনদক্ষ সেই ধৃষ্ট নায়ক। হে সুন্দরি! আজ চণ্ডগুণ দেখাইয়া তুমি চণ্ডী হইয়াছ। স্বাভাবিক গৌরবর্ণ আছে বলিয়া তুমি গৌরী। চক্ষুর অর্ধভাগ চালনা করিয়া তুমি ত্রিলোচনা হইয়াছ। বচন শুনিয়া মনে হইতেছে তোমার হৃদয় পাষাণ; অতএব তুমি যে শৈলসুতা তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অতএব আমি যদি শঙ্কর হইয়া থাকি তবে তো তোমারই কিঙ্কর আমি—আমাকে তোমার দেহের অর্ধাঙ্গ দাও। কৃষ্ণবর্ণ কুটিল ভ্রূ-ভুজঙ্গের দন্ত সম্বরণ কর ("ভাঙু যুগ ভঙ্গিম"—পাঠে অর্থ হইবে—কালীয় নাগের ন্যায় কুটিল ভ্রূর ভঙ্গিমা সম্বরণ কর)। পশুপতি শিব দোষ করিলে এত রোষের কি আছে? আমি তো শুম্ভ-নিশুম্ভ নহি। তোমার চিত্তের দগ্ধ মদনকে তুমিই ঈষৎ হাস্যরূপ বরদানে বাঁচাও। তুমি যদি প্রসন্ন হও তাহা হইলে সমস্ত বিবাদই মিটিয়া যায়—ইহাতে সাক্ষী পদকর্তা গোবিন্দদাসই প্রমাণ।

এই পদের "দগ্ধ কন্দর্পকে ঈষৎ হাস্যরূপ বরদানে পুনরুজ্জীবিত কর" এই মর্মের উক্তিতে সামবাক্য কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই সামবাক্যও মিথ্যাবচনদক্ষতাবশত ধৃষ্টনায়কবচনে পরিণত হইয়াছে কেন না "হৃদয় পাষাণ" ইত্যাদি চরণে সর্বত্রই কৃষ্ণের নির্ভয়তাদি ব্যঞ্জিত হইয়াছে। "যব হাম শঙ্কর"—ইত্যাদিস্থলে অপরাধগোপনের চেষ্টায় বুঝা যাইতেছে যে ইহা ধৃষ্টনায়কেরই বচন।

৫ অব—তরু, সং।
৬ ভাঙু যুগ ভঙ্গিম—তরু।
৭ রোখ এত না বুঝিয়ে—সং।
৮ হাম—তরু।
৯ তুহুঁ সে—সং, মোহে—ক-পুঁথি।
১০ খণ্ডব—সং, খণ্ডই—ক-পুঁথি।

১৭৮

বরাড়ীরাগ-চন্দ্রশেখর তাল॥[†]

শঙ্করবরতে আজু পয়বেশলি[১]
দারুণ গুরুজন-রোল[২]।
অতয়ে সে সরস পরশ[৩] বিহি বাধল
কি কহ নয়নহিলোল[৪]॥
মাধব তোঁহারি চরণে পরণাম।
দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল
কহলহুঁ বিহি ভেল বাম॥ ধ্রু॥

† ক-পুঁথিতে তালের উল্লেখ নাই।

পাঠান্তর—
১ পয়বেশলু—ক-পুঁথি।
২ রোল—ক-পুঁথি।
৩ "সে সরস পরশ" স্থলে ক-পুঁথিতে "সেখ রস পরশ" আছে।
৪ নয়নহি লোল—তরু, ক-পুঁথি।

দূর কর হার তোঁহারি করবিরচিত
অব রহু বেশক সাধ।
শ্রবণহ এহু কুসুম যব হেরই
ননদি করত পরমাদ॥
এ মধুমাস আশ হাম বঞ্চিত
জনি কহ কপট বিলাস।
করসঙ্কেত কতহুঁ সমুঝাওব
কহ তুহুঁ গোবিন্দদাস॥

টীকা—ধৃষ্টনায়কগুণাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণের বচন শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ হওয়া সত্ত্বেও, ধীরত্বগুণ অবলম্বন করিয়া রাধা তুষ্ণীম্ভূত হইলেন এবং সঙ্কেতের দ্বারা "শঙ্করবরতে আজু পরবেশনু"—"ইত্যাদি যাহা বলিলেন তাহাই—"কি ফল নয়নহিলোল"—এবং "দূর কর হার তোঁহারি কর-বিরচিত" ইত্যাদি দ্বারা উপপন্ন হইল (এই দুইটি উক্তিই কিঞ্চিৎ প্রাগল্‌ভ্যযুক্ত, তাই মধ্যা নায়িকার উক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে)।

যদিও "কণ্ঠে নাস্ত্র করোমি দুর্ব্বতহতা" ইত্যাদি শ্লোকের (উজ্জ্বলনীলমণি—নায়িকাভেদপ্রকরণে ধীর-প্রগল্‌ভার উদাহরণ শ্লোক) সামর্থ্যবশত "শঙ্করবরতে আজু পরবেশল" ইত্যাদি পদকে ধীরপ্রগল্‌ভার উদাহরণ বলা উচিত কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে ইহা প্রগল্‌ভা নায়িকার ধীরাভেদের উক্তি নহে। কেন-না ইহা উক্তই হয় নাই—সঙ্কেত করিয়া জানানো হইয়াছে মাত্র।

"**এ মধুমাস আশ হাম বঞ্চিত ইত্যাদি**—এখন তোমার সহিত আমার কি আর কথা হইবে। এই মধুমাসে ধৃত কঠিন এক ব্রত আমার দয়িতের সহিত মিলনের আশায় বাধক হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে তোমার মত বহুবল্লভের আর কি ক্ষতি (তোমাতে একনিষ্ঠপ্রেমা দুর্ব্বতহতা আমারই ক্ষতি—ইহাই ভাবার্থ)।

হস্তের সঙ্কেত করিয়া আর কত বুঝাইব। (এই উক্তিতে রাধার মৌন বুঝা যাইতেছে।)

১৯৯

গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।
করলি কঠিন মৌন কামরিপু কামহিঁ
না করলি করকশ মান।
কাঞ্চন-কমল- কবল-কর-মুখরুচি
কাহে তব কোকনদ-ভান॥
কোপিনি কাতরে কর পরসাদ।
কেবল ক্রীতদাস মোহে জানিও
কর দূর কৈতব বাদ॥ ধ্রু॥
কাঁহা করলি ইহ কোপক শিখন
কতিহুঁ না হেরলুঁ রেহ।
কথনক কৌশল কতবিধ জানসি
করণ উচিত নহ এহ॥
কছুই করয়ে কভু নিজজন কলমখ
করইতে হয়[১] কর দণ্ড।
কহ রাধামোহন পহুঁক করণ নহ
কোমলহুঁ কোপক চণ্ড॥

টীকা—রাধার অতিশয় কোপ দর্শন করিয়া তাহার মানকে গোপন রাখিয়া "করলি কঠিন মৌন" ইত্যাদির দ্বারা কেবল সামবাক্য বলিতেছেন। সামবাক্য অর্থাৎ প্রিয়বাক্যের কথন। নায়কবাক্যে এই সামবাক্য যথেষ্ট রহিয়াছে। কৃষ্ণ বলিতেছেন—কামরিপু শিবের ব্রত-কামনায় তুমি মৌনগ্রহণ করিয়াছ—কর্কশমানের জন্য নহে, ইহাই যদি সত্য হয় তবে তোমার যে মুখশ্রী কাঞ্চন-কমলকেও লজ্জা দিয়াছে তাহা কেন রক্তকমলের ন্যায় হইয়াছে! কোপিনি! প্রসন্ন হও। আমাকে কেবল ক্রীতদাস জানিয়া ছলনার কথা দূর কর। এমন কোপ করিতে শিখিলে কোথায়? ইহার রেখামাত্র আর কোথাও দেখি নাই। বলিবার কৌশলই বা কতপ্রকার

পাঠান্তর—

১ হয়ে—ঙ-পুঁথি।

আয়ত্ত করিয়াছ। কিন্তু কিছুই উচিত মত কর নাই। আপনার জন যদি কোন দোষ করিয়া ফেলে তবে তাহাকে কর-দণ্ড দিতে পার কিন্তু এমনভাবে ত্যাগ করিতে পার না।

প্রস্থানুবন্ধোত্তরং যথা।

২০০

গান্ধাররাগোৎসাহতালৌ।[†]

আদরে বাদর   করি কত বরিখসি
বচন অমিয়ারসধারা।
ও রসসাগরে[১]   ডুবি মরত হম
পুণফলে পাওল[২] পারা॥
মাধব বুঝলোঁ[৩] তোহে অবগাহি।
নাগরী লাখ   ভরল তুয়া অন্তর
কো পয়বেশব তাহি[৪]॥ ধ্রু॥
কি ফল ইঙ্গিত   নয়ন তরঙ্গিত
সঙ্গীত মনমথ ফান্দে।
তুহুঁ নাগরগুরু   মোহে পড়াওলি
কপট প্রেমময় বান্ধে॥
দূর কর লালস   রসিকশিরোমণি
ব্রজরমণীগণ-দেবা।
গোবিন্দদাস   কতহুঁ[৫] গুণ গাওত
হরিচরণে[৬] মঝু সেবা॥

তরু—৩৭৬।

† গুজ্জরীরাগ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ সায়রে—ক-পুঁথি।
২ পাওলুঁ—তরু।
৩ বুঝহ—ক-পুঁথি।
৪ অনুরূপ ভাব সত্তসঈতে আছে—
"মহিলা-সহস্স-ভরিএ তুহ হিঅএ সুহঅ সা অমাঅন্তী।
দিঅহং অণণ্ণকম্মা অঙ্গং তণুঅং পি তণুএই। ৮২। দ্বিতীয় শতক।
৫ কহ তহুঁ—বহ।
৬ তুয়া—তরু।

টীকা—এই পদটিতেও সামবাক্য কথিত হইয়াছে। "হরিচরণে মঝু সেবা" বলিয়া শ্রীমতী প্রকারান্তরে কৃষ্ণকে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছেন।

রাধা সখীমুখে বলিতেছেন—আদরের বাদল সৃষ্টি করিয়া বচনের অমিয়রসধারার কত বর্ষণই করিতেছ। সেই বর্ষণে রসের সমুদ্র সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতে ডুবিয়া আমি মরিতে মরিতে, মনে হইতেছে যেন পুণ্যফলে পার পাইয়া গিয়াছি। মাধব! তোমার হৃদয়ের প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করিয়া বুঝিলাম লক্ষ লক্ষ নাগরীর উপস্থিতিতে পূর্ণ তোমার হৃদয়ে নিতান্তই স্থানাভাব। কাহার সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে! (আমি আশা ছাড়িয়া দিয়াছি সুতরাং) আর ইঙ্গিতেই বা কি ফল, নয়ন তরঙ্গিত করিয়াই বা কি ফল—বাঁশীর সঙ্গীতে কামের ফাঁদ পাতিলেই বা কি! প্রেমিক তুমি আমার প্রেমের গুরু; আমাকে কপট প্রেমের পাঠ পড়াইয়াছ। ব্রজরমণীগণ সকলেই তোমার দেবতা, অতএব হে রসিকশিরোমণি, আমার আশা ত্যাগ কর। সখীরূপী গোবিন্দদাস তোমার (কৃষ্ণের) হইয়া কতই না গুণবাখ্যান করিতেছে কিন্তু দূর হইতেই আমি তোমাকে নমস্কার জানাইতেছি। অথবা সখীরূপী গোবিন্দদাসের মাধ্যমে তোমার গুণ গাহিয়াই তোমার চরণে দূর হইতে নমস্কার জানাইতেছি।

২০১

কুহকরাগ-কন্দর্পতালৌ।

সঙ্কেত কুঞ্জে   ভরমভরে আগলুঁ
আনত[১] মাধবীকুঞ্জ।
পিকু[২]কুলরাব[৩]   রাব[৪] ভেল তো বিহু
মদনশেল অলিগুঞ্জ॥

পাঠান্তর—

১ আনতি—ক-পুঁথি।
২ পিক—বহ।
৩ রব—ক-পুঁথি।
৪ বজ্র—ক-পুঁথি।

মানিনি ইথে নাহি তুয়া পরতীত।
অতএহি দাস দোষ যদি দৈবহি
করু তব এ নহে উচিত। ধ্রু।
যা বিনু শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে
যা বিনু গতি নাহি মোর।
সো অবিচারে মারই[১] যদি নিজজনে
সো দুখ কো করু ওর।
খলজনবচনে কাহে মোহে তেজসি
বোখসি বিনুহি বিচার।
রাধামোহন পহুঁ নিবেদিই তুয়া পদে
নিজজনে কর অঙ্গীকার।

টীকা—অনন্তর কৃষ্ণ অতিশয় অনুনয়ের সহিত "সঙ্কেত-কুঞ্জ" —ইত্যাদি বচনে নিজের অপরাধ গোপন করিতেছেন।
(এই পর্যন্ত ধীরমধ্যার মানপ্রকরণ বর্ণিত হইল।)

তত্র ধীরাধীরমধ্যা যথা।

২০২

সুহইরাগ-মঠকতালো*।
নখপদ হৃদয়ে[২] তোঁহারি।
অন্তর জলত হামারি।
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর।
কাহে মিনতি কর কাণ।
তুহুঁ হাম[৩] একই[৪] পরাণ। ধ্রু।
হাম উজাগরি[৫] রাতি।
তুয়া আঁখি[৬] অরুণিম কাঁতি।
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁ ভেলি[৭] গদগদ ভাষ।
যো নাহি[৮] তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুঁহু শ্যাম[৯] অঙ্গ।
অতএ চলহ নিজবাস।
কহতহি গোবিন্দদাস।

তরু—৪২৩, সং—৩৮০।

টীকা—বিচার না করিয়াই রাগ করিতেছ—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে রাধা আরও অধিক কোপবতী হইয়া সাহজিক ধীরাধীরাগুণ অবলম্বন করিয়া "নখপদ হৃদয়ে তোঁহারি"—ইত্যাদি দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন। ধীরাধীরা নায়িকা অশ্রুময় চক্ষে প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে। কৃষ্ণ যে বলিয়াছেন—ভ্রম-বশত কুঞ্জান্তরে প্রবেশ করিয়া তোমার আশায় জাগিয়া রাত কাটাইয়াছি এবং নিদ্রিত হইলে স্বপ্নেও রাধা বিনা অন্য কাহাকেও দর্শন করিনা তাহা—রাধা স্বীকার করিতেছেন।—সত্য, কৃষ্ণ ও তিনি একপ্রাণ। তাই কৃষ্ণকে তিনি সখীমুখে বলিতেছেন—কেন এত মিনতি করিতেছ! আমি ও তুমি তো একপ্রাণ। দেখ—(নায়িকাদত্ত) নখক্ষত তোমার বক্ষে কিন্তু তাহার জ্বালা আমার অন্তরে। অধরে তোমার কজ্জল (নায়িকার চক্ষুচুম্বনজনিত) কিন্তু মলিন হইল আমারই বদন। আমি তোমার অপেক্ষায় রাত জাগিয়া কাটাইলাম কিন্তু অরুণবর্ণ হইল তোমারি চক্ষু। কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে আমার—কিন্তু তুমিই গদগদ কণ্ঠ হইয়াছ। তবে তোমার তনুসঙ্গ আমার তনু পায় নাই বলিয়া আমি গৌরাঙ্গী রহিয়াছি আর তুমিও শ্যামাঙ্গ রহিয়াছ। অতএব নিজবাটীতে গমন কর। সখীরূপী গোবিন্দদাসও সেই কথাই বলিতেছেন।

* সুহইরাগ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ মারয়ে—বহ।
২ হৃদয়—ক-পুঁথি।
৩ হাম তুহুঁ—সং।
৪ একুই—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ উজাগর—সং, ক-পুঁথি।
৬ দিঠি—তরু, সং।
৭ রহু—তরু।
৮ সবে নহ—তরু।
৯ শ্যামর—বহ।

"হামারি রোদন অভিলাষ"—বাক্যের দ্বারা বাষ্পযুক্তার এবং "অতএ চলহ নিজবাস"—বাক্যের দ্বারা অধৈর্য বুঝাইয়াছে বলিয়া এস্থলে নায়িকার ধীরাধীরাত্ব। "কহতহি গোবিন্দদাস"—বচনের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে গোবিন্দ দাস মৌনযুক্তা রাধার কথারই প্রতিফলন করিতেছেন।

অনুরূপ সংস্কৃত পদ—

"ত্বং পীনোরসি পাণিজক্ষতমিতো জাজলাতে মে মনঃ
ত্বদ্‌বিম্বাধরচুম্বিকজ্জলমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখম্।
যামিন্যাং মম জাগরাত্তব দৃশৌ শোণায়মানে ততো
দেহান্তিং কিমু যাচসে হি ভগবন্নেকৈব যন্মৌ তনুঃ॥"

২০৩

বিভাষরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্*।

কাঁহা নখচিন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরী
এ নব কুঙ্কুম-রেহ।
কাজর-ভরমে[১] মরম[২] কিয়ে গঞ্জসি
মৃগমদ-পদ পুন এহ[৩]॥
সুন্দরি[৪] মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি[৫] মানসি
দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ॥ ধ্রু॥
গৈরিক হেরি বৈরিসম[৬] মানসি
উরহি[৭] যাবক ভানে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখী নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোঁহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
ভৈ গেল অরুণ নয়ান[৮]।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

তরু—৪২৪, সং—৩৮১।

টীকা—এখন শ্রীমতীর মুখ হইতে ভর্ৎসনাময় বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া কৃষ্ণ ধৃষ্টনায়কত্ব আশ্রয় করিয়া রাধিকার উদ্দেশ্যে "কাঁহা নখচিন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরী"—ইত্যাদির দ্বারা সখীকে বলিতেছেন। (রাধা-মোহন বলিতেছেন যে এই পদটির অর্থ "নখাঙ্কা ন শ্যামে"—ইত্যাদি শ্লোকের অর্থানুসারে কর্তব্য।'

শ্লোকটি— "নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ং
ন লাক্ষাক্তঃক্রুরে পরিচিনু গিরের্গৈরিকমিদম্।
প্রিয়ং ধ্বংসে চিত্রং বত মৃগমদেঽপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতা স্থিতিরভূৎ॥"

অর্থাৎ—হে শ্যামে! ইহা নখচিহ্ন নহে, গাঢ় কুঙ্কুমের রেখাসমূহ। হে ক্রুরে! বক্ষে ইহাও অলক্তক নহে, গিরির গৈরিক বলিয়া চিনিয়া লও। আশ্চর্য! এই মৃগমদকে তুমি অঞ্জন বলিয়া মনে করিতেছ। তরুণি! তোমার দৃষ্টি কেন স্থবিরার মতন হইয়াছে—পরিচিত বস্তু চিনিয়াও চিনিতেছ না!

পদের অর্থ সুগম।

২০৪

সুহইরাগ—মঠকতালৌ*।

মাধব কাহে কান্দায়লি হামে।
চল চল[১] সো ধনি ঠামে॥ ধ্রু॥

* বিভাষরাগ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ ভরমে—ক-পুঁথি।
২ মরমে—তরু, সং।
ভরমে—ক-পুঁথি।
৩ ঘন মৃগমদ পদ এই—তরু।
মৃগমদ মদ পুন এই—ক-পুঁথি।
৪ মানিনি—সং, ভামিনি—তরু।
৫ বিন্দু—সং।
৬ বৈরি করি—সং।
৭ উর পর—তরু, সং, উপরি—বহু।
উরপরি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।

* ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—

৮ অরুনিম ভেল নয়ান—তরু, সং।
১ চলি যাহ—তরু।

তুহারি[২] হৃদয়-অধিদেবী।
তাক[৩] চরণ যাউ[৪] সেবি॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহিঁ করহ পুন রঙ্গ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কি ফল মৃগধিক[৫] ধাম॥
এত কহ গদগদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

তরু—৩৭৪, ৪২৯।

টীকা—এইবার সখীমুখে নহে, রাধা স্বয়ং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজমুখে বলিতেছেন "মাধব কাহে কান্দায়সি হামে"—ইত্যাদি।

রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পদটির অর্থ "গোপেন্দ্র-নন্দন ন রোদয়"—ইত্যাদি এবং "তামেব প্রতিপদ্য কামবরদাম্"—ইত্যাদি পদদ্বয়ের সাহায্যে বুঝিতে হইবে। প্রথম শ্লোক—

"গোপেন্দ্রনন্দন ন রোদয় যাহি যাহি
সা তে বিধাস্যতি রুষং হৃদয়াধিদেবী।
যন্মৌলিমালাহৃতযাবকপদ্মযুগ্মঃ
পাদদ্বয়ং পুনরনেন বিভূষয়াস্তু॥

(উজ্জ্বল নীলমণি, নায়িকাভেদ-
প্রকরণ—২৫ শ্লোক।)

দ্বিতীয় শ্লোক—

"তামেব প্রতিপদ্য কামবরদাং সেবস্ব দেবীং সদা
যস্যাঃ প্রাপ্য মহাপ্রসাদমধুনা দামোদরামোদসে।
পাদালক্তচিতং শিরস্তব মুখং তাম্বূলশেষোজ্জলং
কণ্ঠশ্চায়মুরোজকুঙ্কুমলসন্নির্মালামাল্যাঙ্কিতঃ॥"

প্রথম শ্লোকের অর্থ—

হে গোপেন্দ্রনন্দন, যাও—যাও, আমাকে কাঁদাইও না। এখানে থাকিলে তোমার সেই হৃদয়াধিদেবী ক্রুদ্ধ হইবে। তোমার শিরোমালা যাহার পদযুগের অলক্তক হরণ করিয়াছে তাহারই পদযুগের দ্বারা পুনরায় তোমার মস্তক বিভূষিত হোক।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ—

তাহাকেই তুমি কামবরদা দেবী রূপে জানিয়া সর্বদা সেবা কর—যাহার মহা প্রসাদ পাইয়া হে দামোদর! এখন তুমি উল্লসিত হইয়াছ। তোমার মস্তকে তাহার পায়ের অলক্তকচিহ্ন ব্যাপ্ত, তোমার মুখ তাহারই চর্বিত তাম্বূলে উজ্জল, এবং তোমার এই কণ্ঠও তাহার বক্ষঃকুঙ্কুমের আসঙ্গবশত নির্মাল্যস্বরূপ মাল্যে ভূষিত হইয়াছে।

২০৫

ভৈরবরাগ—চন্দ্রশেখরতালৌ*।

থির নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরয়িতে
কুসুম-পরাগ তহিঁ লাগি।
নয়নক আরকত বাঢ়ল অতিশয়
তাহে পুন যামিনী জাগি॥
মানিনি মিছই বাঢ়াওসি মান।
কুঙ্কুম নখপদ গৈরিক অলকত
রোখে করসি সোই ভান॥
তুয়া আগে পুন পুন করল[১] নিবেদন
ইহ সব মিছই মান।
নহত পরাধন করব[২] তুয়া আগে
সাঁচ কি মিছই[৩] জান॥

* ক-পুঁথিতে নাই।

---

২ তোহারি—ক-পুঁথি, তরু।
৩ তাকর—তরু।
৪ যাহ—তরু।
৫ মৃগধিনী—তরু।

পাঠান্তর—
১ করিয়ে—তরু।
২ করতহিঁ—তরু।
৩ মিছ ইহ—তরু।

তুয়া বিহু[৪] শয়নে স্বপনে নাহি হেরিয়ে
তুয়া অনুগত হাম কান।
রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে
ইথে নাহি জানহ আন॥

তরু—৩৭৩।

টীকা—পুনরায় কৃষ্ণ শঠগুণ অবলম্বন করিয়া অতএব সামবাক্যের আশ্রয় লইয়া "থির নয়নে ধনি" ইত্যাদি দ্বারা রাধার উত্তরের প্রত্যুত্তর করিতেছেন।

(ধীরাধীরমধ্যার মানপ্রকরণ বর্ণিত হইল।)

তত্র ধীরমধ্যা যথা

২০৬

সুহইরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

যামিনী জাগি অলস দিঠি পঙ্কজ[১]
কামিনী অধরক রাগ।
বাঁধুলী-অরুণ অধরে[২] ভেল কাজর
ভালে পরি[৩] অলকত[৪] দাগ॥
মাধব দূর কর কপট সুলেহ[৫]
হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণে হেরি[৬]
চল তুহুঁ তাকর গেহ[৭]॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

৪ বিনে—তরু।
১ পঙ্করে—তরু।
২ অধর—সং।
৩ ভালে—সং।
৪ অলতক—তরু, সং।
৫ সিনেহ—সং। সুনেহ—তরু।
"কপট সুলেহ" স্থলে "কপটক নেহ"—ক-পুঁথি।
৬ হাথক কঙ্কণ কিয়ে দরপণ হেরিএ—সং।
হাথক কঙ্কণ দরপণে হেরব—ক-পুঁথি।
৭ অতয়ে চলহ নিয় গেহ—ক-পুঁথি।

সো স্মর-সমর- সুধীর-কলাবতী
রতিরণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে হানি উর[৮] অম্বর
প্রেমরতন হরি নেল[৯]॥
প্রেমধনহীন পুরুষে অব[১০] কো ধনি
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিহু হার সাখী এক তুয়া হিয়ে[১১]
দোসর গোবিন্দদাস॥

সং—৩০২, তরু—৪০৯।

টীকা—অনন্তর অতিশয় ক্রোধযুক্তা অধীরমধ্যা হইয়া "যামিনী জাগি" ইত্যাদি দ্বারা রাধা প্রত্যুত্তর করিতেছেন। অধীরার লক্ষণ (মধ্যা নায়িকার) উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে যে অধীরা নায়িকা ক্রোধবশত পরুষ বাক্যের দ্বারা বল্লভকে নিরস্ত করে।

পূর্বগীতে "নহত পরীখন করব তুয়া আগে"—ইত্যাদি যাহা কৃষ্ণকর্তৃক উক্ত হইয়াছে তাহারই উত্তরে রাধা বলিতেছেন—হে মাধব তোমার এই কপট স্নেহ ত্যাগ কর; কেননা যেস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেস্থলে পরীক্ষার কোনো প্রশ্নই উঠে না। হাতের কঙ্কণকি কেহ দর্পণ দিয়া দেখে। অতএব তুমি তাহার নিকটেই যাও—যাহার নিকট গত রজনীতে ছিলে (এস্থলে কৃষ্ণের প্রতি নিরাশবাক্য বলায় নায়িকার অধীরাত্ব)।

সো স্মর-সমর-সুধীর-কলাবতী ইত্যাদি—সুরতক্রিয়াকে এস্থলে সমরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। প্রতিনায়িকা প্রতিস্পর্ধী বীরের ন্যায়। সে যেরূপ যুদ্ধে সুধীর ও নিপুণ এই নায়িকাও সেইরূপ সুরতকেলিকলায় সুধীরা ও নিপুণা। সুতরাং সংগ্রামে প্রতিযোদ্ধার ন্যায় সেই নায়িকাও সুরতসংগ্রামে বিমুখ হয় নাই। কৃপাণ

৮ উক্ত—সং, উর—ক-পুঁথি।
৯ নেল—তরু।
১০ রোব—ক-পুঁথি।
১১ গুণ বিহু হার সাখি অব তুয়া হিয়ে—সং।

দিয়া যেমন বীর বিপক্ষের বক্ষস্থল ভিন্ন করিয়া প্রাণহরণ করে তেমনি এই নায়িকাও নখরাঘাতে (কেলিকলা-বিশেষ) নায়কের হৃদয় বিক্ষত করিয়া তাহার প্রেমধন অধিকার করিয়াছে। ধনহীন পুরুষের ন্যায় প্রেমহীন নায়ক কোনো সুন্দরীর বিশ্বাসভাজন হয় না। আর তুমি তো অবিশ্বাসের কাজই করিয়াছ—তোমার হৃদয়ে নিহিত রতিকালে ছিন্নসূত্র মুক্তাহারই তাহার প্রথম প্রমাণ (পদকল্পতরু ব্যাখ্যানুসারে—নখক্ষতসমূহের মালাই তাহার প্রথম প্রমাণ)। দ্বিতীয় প্রমাণ আমার এই সখীরূপী গোবিন্দদাস। *

২০৭ক

ললিতরাগ-প্রতিমণ্ঠকতালৌ।

কোপহৃদয়ে মঝু অঙ্গ না হেরসি
ভাল ভাঁতি আঁখি পসারি।
খলজন বচনহিঁ কছু নাহি শুনসি
সাঁচহি বচন হামারি॥
মানিনি যব কোপ করবি অন্তরায়।
গুণ-অবগুণ ভাল- মন্দ বিচারণ
তবহিঁ বুঝন ভাল যায়॥ ধ্রু॥
ঐছন ভাঁতি নিজ নয়নকোণে পুন
হেরসি হামারি নয়ান।
হামারি হৃদয় হৃদয়ে অবধারিয়ে
নখপদ অছু অনুমান॥
ইথে যদি দোষ- লেশ তুহুঁ পায়বি
তবহুঁ করবি অপমান।
রাধামোহন পহুঁ কহ নহ আনমত
যথি তুহুঁ একই পরাণ॥

তরু—৪১০।

টীকা—পুনরায় কৃষ্ণ "কোপহৃদয়ে মঝু অঙ্গ না হেরসি"—ইত্যাদি বচনের দ্বারা সান্ত্বনয় প্রত্যুত্তর করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—হে মানিনি! ক্রোধ ত্যাগ করিয়া লোকে বিচার করে, ভদ্রাভদ্র-বিবেচনা কুপিত ব্যক্তির থাকে না। আপন সখীর খলবচনে বিশ্বাস করিয়া ক্রোধ-বশত তুমি আমার অঙ্গে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করিতেছ না—একথা আমি সত্য বুঝিয়াই বলিতেছি। সুতরাং ঐরূপ কোপ ত্যাগ করিয়া নিজের নয়নের কোণে আমার নয়ন দেখ। তাহার পর আমার বক্ষস্থল দর্শন করিয়া নিজমনে বিচার করিয়া দেখ ইহা নখচিহ্ন অথবা কুঙ্কুমচিহ্ন। ইহার পরেও যদি আমার লেশমাত্র দোষ দেখ তবে অপমান করিও (নয়নে নয়ন পড়িলে মানভঞ্জন অবশ্যই হইবে—ইহাই ভাবার্থ)। পক্ষে—যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া আপন হৃদয়ে আমার হৃদয় ধারণ করিয়াও দোষ দেখিতে পাও তবেই অপমান করিও। পক্ষে "নয়ন কোণে পুন হেরসি" এই বচনের পুনঃ শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে যদি পুনরায় আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দোষ দেখিতে পাও —তবেই অবমাননা করিও। তৃতীয়-পক্ষে—নিজজনের দোষের অপবারণ কর্তব্য।

সখীরূপী রাধামোহন বলিতেছেন—ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে কেননা তোমরা দুজনেই "একই পরাণ।"

২০৮

ভৈরবী রাগ—যতিতালাভ্যাস।

রজনী[১]জনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্॥
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥ ধ্রু॥
কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্॥

---

* এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
১ রজনি—বসুমতী সংস্করণ—৮।

বপুরহহবতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্।
মরকতশকল[২]-কলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্॥
চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্॥
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্॥
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমতো[৩] বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্॥
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দয়বালচরিত্রম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতং রতি[৪]-বঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের বচন শুনিয়া কিঞ্চিৎ অধিক কোপপূর্বক এবং তাহা হইতেও অধিক ধৈর্য অবলম্বন করিয়া "রজনীজনিতগুরুজাগর" ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা দ্বারা অন্যনায়িকাসম্ভোগজনিত রতিচিহ্ন স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিতেছেন। "হরি হরি" শব্দ দুটি খেদে ব্যবহৃত। কৃষ্ণের বচনের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হওয়ায় অতিশয় হেয়তাবশত রাধা তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা নাসাস্পর্শ করিয়াছেন—ইহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

হে মাধব! তুমি যাও—হে কেশব! এইস্থান হইতে তুমি যাও। যদি বল তোমাতে একান্ত অনুরক্ত আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব—তবে শোনো—হে পদ্মনয়ন কৃষ্ণ, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। যে গোপিনী তোমার কামোদ্বেগহেতুক বিষাদ হরণ করিয়া থাকে, করিয়াছে অথবা করিবে—তাহারই সেবা কর গিয়া।

(পূজারী গোস্বামীর টীকানুসারে অর্থ—হে পদ্মলোচন কৃষ্ণ—তোমার সুন্দর চক্ষুতে কৃত্রিম প্রীতির ভাব আনিয়া তুমি মুগ্ধা রমণীকে বঞ্চনা করিয়া থাক। কিন্তু তোমা হইতেও বঞ্চনবিষয়ে চতুরা কোনো রমনী সহজ প্রেমে অনভিজ্ঞ তোমাকে ছলনা করিয়া বঞ্চনা করিয়াছে; তোমার কামবিষাদ অপনোদন করিবার ছলনায় আপনারই সুখ সম্পাদন করিয়া লইয়াছে। সুতরাং তোমারই চিন্তাহরণ চতুরব্যাপারা সেই রমণীর অনুগমন কর। এস্থলে "অনুগচ্ছ" এই লোট প্রয়োগ তৎস্ফূর্তিসম্ভাবনায়। বালবোধিনী টীকাতেও এই অর্থ আছে।)

হে মাধব—তোমার নামই বলিয়া দিতেছে যে তুমি অনিয়তপ্রিয়। হে কেশব—তোমার নামেই প্রমাণ রতিকেলির জন্যই তোমার কেশবন্ধন শিথিল হইয়া থাকে। হে সরসীরুহলোচন—তোমার নয়নের অর্ধনিমীলিত ভাবের কারণ রতিজনিত নিশিজাগরন।

সকল রজনী জাগিয়া কাটাইয়াছ। তাই জাগরজনিত গুরুশ্রমে এবং নায়িকার প্রতি অনুরাগে নয়ন তোমার অরুণ ও অলস। তোমার নয়নের পরমাবেশ জানাইয়া দিতেছে সেই রমণীর প্রতি তোমার তীব্র অনুরাগ। সুতরাং তোমার নয়নের রক্তিমা স্পষ্টতই অনুরাগের আনন্দিত রসাভিনিবেশকেই প্রমাণিত করিতেছে। সুতরাং তুমি যে চক্ষুতে চক্ষু রাখিয়া বিচার করিতে বলিলে—এখন তুমিই আমার চক্ষুতে চাহিয়া দেখ যে তোমার জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া আমার কি অবস্থা হইয়াছে। দেখিয়া নিজেই বিচার করিয়া আমার বিষয়ে নিরস্ত হও।

হে কৃষ্ণ! আরও শোন। তোমার দন্তের আবরণ ঐ যে ওষ্ঠাধর—উহাও তোমার গাত্রবর্ণের ন্যায়ই কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তোমার সেই রমণীর কজ্জলিত লোচন চুম্বন করিয়াই তোমার ওষ্ঠাধরের এই দশা ঘটিয়াছে।

অনুরূপ ভাবে মদনযুদ্ধে খর নখরের ক্ষতজনিত রেখায় তোমার ঐ শ্যামল দেহ মরকতখণ্ডে স্বর্ণরূপে অর্পিত স্বর্ণলিপির ন্যায় রতিজয়লেখার ন্যায় দেখাইতেছে। অতএব তুমি যে বলিয়াছ—আমার সর্বাঙ্গে চাহিয়া দেখ—দেখিয়া বিচার কর—তাহা দেখিলাম এবং বিচারও ঠিকমতই করিলাম। অতএব নিরস্ত হও।

তোমার ঐ মহৎ বক্ষঃস্থল পূর্বোক্ত নায়িকার গলিত অলক্তকরাগে সিক্ত হইয়া অন্তর্গত মদনদ্রুমের নবপল্লবসমূহকে বাহিরে দেখাইতেছে। সুতরাং তুমি যে বলিলে

২ -সকল- —বহ।
৩ কথমথ—বসুমতী সংস্করণ ৮।
৪ শ্রীজয়দেবভণিতরতি— ৯।

তোমার বক্ষঃস্থল কুঙ্কমানুলেপিত—তাহাও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল।

তোমার সেই নায়িকা রতিকালে তোমার অধরে যে দশনক্ষত দান করিয়াছে তাহা দেখিয়া আমার চিত্ত খিন্ন হইতেছে। তুমি যে কিছু পূর্বে বলিয়াছ—তুমি ও আমি একপ্রাণ—তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখন কি করিয়া আমার বপুর সহিত তোমার ঐ বপুর ঐক্য প্রতিপন্ন করিবে? কখনই করিবে না। হে কৃষ্ণ—তোমার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়াই তোমার বিচার করিলাম—এখন তুমি আমার বিষয়ে নিরস্ত হও।

হে কৃষ্ণ—তোমার দেহের ন্যায় তোমার মনও শীঘ্রই মলিনতর হইবে। অন্যথা কেনই বা তুমি আমার ন্যায় অনুগত ও কন্দর্পজ্বরপীড়িত ব্যক্তিকে এমন ভাবে বঞ্চনা করিয়া পীড়িত করিবে? অনুগত জনকে পীড়ন করায় তোমার অধর্মিত্ব ও নিষ্ঠুরত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। (এস্থলে "অথ" শব্দ শব্দের নানার্থবশত "অন্যথা"-বাচী অব্যয় শব্দ)।

তোমার নিষ্ঠুরত্ব ও অধর্মিত্ব তোমার কার্যের দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে। তুমি যুবতীজনকে বধ করিবার জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়া থাক; সুতরাং পীড়ন করা তো সামান্য কথা, তুমি যে আমার প্রাণ হরণ কর নাই ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমার এই অভিযোগ মিথ্যা নহে কেন না বধূজনবধ-ব্যাপারে তোমার নির্দয়ত্ব বাল্য বয়সেই পুতনাবধে সুবিদিত হইয়া আছে। অতএব এই প্রৌঢ় কৈশোরে যে তাহা কি আকার ধারণ করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয় (এই বাক্যে রাধার মহাতিকোপ ব্যক্ত হইয়া, সেই স্থান হইতে কৃষ্ণভয়ে তাঁহার নিজগৃহে গমনেচ্ছা ব্যঞ্জিত হইল)।

শ্রীজয়দেব বলিতেছেন—হে রসিকজন! রতিবঞ্চিতা খণ্ডিতা যুবতী রাধার এই বিলাপ সুধা অপেক্ষাও মধুর। ইহার মাধুর্য অপ্রাকৃত ও অসমোর্দ্ধ সমর্থারতির বিলাসরূপ রসে পরিপূর্ণ। অতএব এই রতিকে শ্রীবৈকুণ্ঠাদি দেবালয়েও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া জানিও (বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্যজ্ঞানবশত এই রতি অব্যক্ত রূপে অবস্থিত থাকিতে পারে)।

অথ কলহান্তরিতা।

তত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

২০৭*

বিভাষরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

মানবিরহ ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে উতপত লোর[১]॥
আরে মোর[২] গৌরাঙ্গচান্দ।
অখিল জনের[৩] মন-লোচন-ফান্দ॥ ধ্রু॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন[৪] তারা।
প্রলাপ-সন্তাপভাবাদি-ভোরা॥
কহইতে গদ গদ[৫] ধিক মোর বুদ্ধি।
অভিমানে না ভজিনু[৬] কানু গুণনিধি॥
কাহারে কহিব দুখ কেবা পাতিয়ায়[৭]।
মঝু মন[৮] লোচন[৯] কৈছে জুড়ায়॥
হেন[১০] রূপে তারল[১১] সব নর-নারী।
রাধামোহন[১২] কহে কিছু নহিল হামারি॥

তরু—৪৩২।

টীকা—এখন শ্রীগৌরাঙ্গের কলহান্তরিতার ভাব পদে বর্ণিত হইতেছে।

* এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—

১ তপতহিঁ লোর—তরু। পদরসসারে 'উতপত' পাঠ আছে। ইহাই উপযোগী। তরুতে 'উতপল' ছাপার ভুল বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।
২ আরে মোর আরে মোর—তরু।
৩ জীবের—তরু।
৪ নয়ন—চ-পুঁথি, মূলপুঁথি।
৫ হাসিয়া কহয়ে—তরু।
৬ উপেখলুঁ—তরু। এই পাঠটি ভাল।
৭ হইল মনের দুখ কি বলিব কায়—তরু।
৮ মনে—ক-পুঁথি।
৯ জীবন—তরু।
১০ এই—তরু।
১১ উদ্ধারিলা—তরু।
১২ এ রাধামোহন—তরু।

২১০

মায়ুররাগ—দশকোশীতালো।

মুখরিত-মুরলী- মিলিত-মুখমোদনে
মরকত-মুকুর[১]র মৈলান[২]।
মানিনি-মান- মথন মৃচুকায়নি[৩]
মুনিমানস-মুরছান[৪]॥
মাই মোহন-মুরতি মুরারি।
মনইতে মরমে মনোরথ মাধুরী
মনমথ মনমথ[৫] মারি॥ ধ্রু॥
মুকুলিত-মল্লি[৬]- মধুর মধু-মাধুরী
মালতী-মঞ্জুল মাল।
মন্দ-মরন্দ-[৭] মুদিত-মত্ত-মধুকর
মণ্ডিত মৌলি-মন্দার॥
মাথহিঁ মোর- মুকুট মদমন্থর
মণিময়ুখ-মণিস্মান।
মঞ্জু মঞ্জীর মহিম মহিমাময়
গোবিন্দদাস গুণগান॥

কী—৪৫, তরু—২৪২৬।

টীকা—অনন্তর স্বীয় সখীর কলহান্তরিতা অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণই এই বৈলক্ষণ্যের কারণ—এই অনুমান করিয়া "মুখরিত মুরলী"—ইত্যাদির দ্বারা কোনো সখী উদ্দীপন-মিলিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছে।

কৃষ্ণের মুখরিত-মুরলী-মিলিত মুখের আনন্দজনক সৌন্দর্যে মরকতনির্মিত দর্পণ মলিন হইয়া যায়। তাঁহার মৃদু বঙ্কিম হাস্য মানিনীর মানকে মথিত তো করেই এমন কি মুনিজনের মনকেও মূর্ছিত করে। "মা গো"—কৃষ্ণের কি মোহন "মুরতি"। (এস্থলে "মা গো"—শব্দটি স্ত্রীজাতির প্রত্যেকেরই বিস্ময়সূচক উক্তিবিশেষ সুতরাং বাক্যালঙ্কারবিশেষ—সম্বোধনে প্রযুক্ত পদ নহে। কেননা সম্বোধনে প্রযুক্ত হইলে বাচ্যার্থে "মা গো" শব্দই ধরিতে হইত এবং সে ক্ষেত্রে প্রস্তুত শৃঙ্গার রসের বৈরী রসের উপস্থাপনা হইত।)

সর্বদাই আমাদের মনে বর্তমান আছেন অতএব মনই তাঁহার বয়স। সেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী মনে মনে অনুমান করিলে কন্দর্প যে মনো মথন করিয়া মারিয়া থাকে—ইহাই প্রতীত হয়। যে হেতু কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কন্দর্প আর দেখিতেছি না অতএব তিনিই সর্বোপমর্দক মদনদেব। পুরুষজাতি তপস্বিগণেরও তিনি মূর্চ্ছাকারক। অতএব তাঁহার ঈষদ্ হাস্যও এই মানিনীর মনে উদ্ভূত হইয়া ইহার মান যে মথিত করিবে তাহা আর আশ্চর্য কি?

কৃষ্ণের মালা মুকুলিত মল্লিকা ও মালতী ফুলের মধুর আনন্দময় মাধুর্যে সুন্দর এবং তাঁহার মাথার মন্দার পুষ্প অলস ও পুষ্পরসে আনন্দিত মত্ত মধুকরসমূহে মণ্ডিত।

("মন্দার" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে রাধামোহন ঠাকুর "পারিজাত"—শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পারিজাত ও মন্দার বিভিন্ন-জাতীয় স্বর্গ তরু।)

পাঠান্তর—

১ মকুর—তরু, মূল পুঁথি।
২ মুচুকায়নি—তরু, মুচকায়নি—ক-পুঁথি।
৩ মিলান—ক-পুঁথি।
মলান—চ-পুঁথি।
৪ মুরছান—ক-পুঁথি।
৫ মনমথে—মূল পুঁথি।
৬ মুকলিত মল্লির—ক-পুঁথি।
৭ মরস বন্ধ—ক-পুঁথি।
৮ মন—তরু, মূল-পুঁথি, চ-পুঁথি।

স্বগতং যথা।

২১১

বরাড়ীরাগ—ধ্রুবতালো।

চরণনখর মণিরঞ্জনছান্দ[১]।
ধরণী লোটায়ল গোকুলচান্দ॥

পাঠান্তর—

১ চরণ-নখ ঽমণিরঞ্জন ছান্দ।
চরণ নখর—মণি রঞ্জিত চান্দ—ক পুঁথি।

চরকি চরকি পড়ু লোচনে[২] লোর।
কতরূপে মিনতি[৩] কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান[৪]।
অবহুঁ না[৫] নিকসয়ই[৬] কঠিন পরাণ॥
রোখতিমির এত বৈরি কি[৭] জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান॥
নারীজনমে হাম না করিলোঁ ভাগি[৮]।
মরণ শরণ ভেল মানকি[৯] লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর রাই[১০]।
রোওসি[১১] কাহে কহ[১২] ভাল সমুঝাই[১৩]॥

তরু—৪৫২, সং—৪১৭,
রসমঞ্জরী—৩৭।

টীকা—প্রথমত কলহান্তরিতার স্বগত-চিন্তন "চরণ-নখর মণিরঞ্জন" ইত্যাদি দ্বারা দেখাইতেছেন। যে নায়িকা সখীগণের সম্মুখে পদপতিত বল্লভকে সরোষে নিরস্ত করিয়া পরে অনুতপ্ত হয় তাহাকেই কলহান্তরিতা নায়িকা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, নিঃশ্বসিত ইত্যাদি তাহার চেষ্টাজনিত লক্ষণ।

রোখতিমির ইত্যাদি—রোষরূপ তিমির যে এত বৈরী হইবে তাহা কি জানিতাম! তাহারই ফলে কৃষ্ণরূপ মহারত্নকে গৈরিক বলিয়া মনে করিয়াছি।

২ লোচন লোর—তরু, সং।
৩ বিনতি—সং।
৪ "কয়ল হাম মান"—স্থলে ক-পুঁথিতে আছে "কিয়ে করলহু মান"।
৫ অব নাহি—সং, বহু।
৬ নিকসই—ক-পুঁথি।
৭ "বৈরি ক"—ক-পুঁথি।
'ক' সম্ভবত "কো"।
৮ "করিলোঁ ভাগি" স্থলে ক-পুঁথিতে "ফলভাগি" পাঠ আছে।
৯ মানক—তরু।
১০ ধনী রাই—তরু।
১০ রোহত—ক-পুঁথি।
১১ ভাল—ঙ-পুঁথি।
১২ কহত—ক-পুঁথি।
মোহে—ঙ-পুঁথি।
১৩ সংকীর্তনামৃতে ভণিতা অন্য রকম—
"কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারী।
প্রেম-অমিয়া-রসে ডুবত মুরারি॥"
রসমঞ্জরীতেও এই পদ কবিরঞ্জনের ভণিতায় ধৃত হইয়াছে।

২১২

সুহইরাগ—কন্দর্পতালৌ।

যাকর চরণ- নখরুচি হেরয়িতে
মুরছিত[১] কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে[২] ধুলি[৩] লোটায়ল
পালটি না হেরলোঁ[৪] হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি[৫] অভাগি।
ব্রজকুলনন্দন- চান্দ উপেখলু
দারুণ মানকি লাগি॥ ধ্রু॥
কাতর দিঠি[৬] মিঠি বচনামৃতে[৭]
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ[৮]- সীম নাহি আনলু[৯]
অব হিয়ে[১০] তুষদহ[১১] দাহ॥

পাঠান্তর—
১ মুরছয়ে—সং।
২ পদতল—ঙ-পুঁথি।
৩ ধরণি—তরু।
৪ হেরনু—বহু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ করম—ক-পুঁথি।
৬ দিঠে—ক-পুঁথি। দীঠ—ঙ-পুঁথি।
৭ বচনামৃত—ক-পুঁথি।
৮ শ্রবণক—সং।
৯ আনলোঁ—সং।
শ্রবণ…আনলুঁ স্থলে "শ্রবণে নাহি শুনলুঁ"—ক-পুঁথি।
১০ অবহি—বহু। অব হিয়া—ঙ-পুঁথি।
১১ তুষানল—ক-পুঁথি।

সো হেন রসিক পিয়া কাহাঁ রহু কাহাঁ কহু[১২]

সোঙরি সোঙরি মন ঝুর[১৩]।

গোবিন্দদাস কহে[১৪] শুন বরনাগরি

সো পহু তোঁহারি অদূর[১৫]॥

সং—৪১৭, তরু—৪৫৩।

টীকা—সেই স্থলে উপস্থিত কোনো এক সখী রাধার স্বগত ভাব লক্ষ্য করিয়া—কি হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করাতে রাধা স্বয়ং "যাকর চরণনখরুচি হেরয়িতে" ইত্যাদি বচনে নিজের অবস্থা বলিতেছেন।

সজনি তোঁহে কহো মরমক[৭] দাহ।

কাণুক দোখে[৮] যো[৯] ধনি রোখই

সোই[১০] তাপিনী জগমাহ॥

যো হাম মান বহুত করি মানলু[১১]

কাণুক মিনতি[১২] উপেখি।

সো অব মনসিজ- শরে ভেল জরজর

তাকর দরশ না দেখি॥

ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাঙ্গল

জীবন[১৩] রহত সন্দেহ।

গোবিন্দদাস কহই[১৪] সতি ভামিনি

কাণুক ঐছন নেহ॥

তরু—৪৩৩, সং—৪১৫।

রসকলিকা—৩৭।

টীকা—রাধার কথা শুনিয়া—"কেনই বা দুঃখ পাইতেছ, তোমার নায়ক পশ্চাৎ তোমার সহিত মিলিত হইবে"—এইরূপ প্রবোধদানকারিণী কোনো সখীকে রাধা স্বয়ং বলিতেছেন—প্রেমে আমাকে অন্ধ করিয়াছিল তাই কৃষ্ণ যে বহুবল্লভ তাহা বুঝি নাই। দয়িতের বহুনায়কত্বের বোধে বাধক ছিল—আমারই প্রেম (এস্থলে কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করিয়া অন্য নায়িকাতেও আসক্ত হইতে পারেন—এইরূপ ভয়ও ব্যক্তিত হইয়াছে)।

গোবিন্দদাস কহই ইত্যাদি—হে ভামিনি!—(কোপবতী রমণী) শ্রীকৃষ্ণ স্নেহের ইহাই ধর্ম, অতএব দুঃখ করিও না (কৃষ্ণপ্রেম সর্বাশ্রয়ী সুতরাং তোমাকে দুঃখ দিবেন না—এই গূঢ়াশ্বাসও ব্যক্তিত হইল)।

২১৩

সুহইরাগ-কন্দর্পতালো*

আন্ধল[১] প্রেম[২] পহিল[৩] নাহি হেরলু[৪]

সো[৫] বহুবল্লভ কাণ।

আদরে সাধ[৬] বাদ করি তা সঞে

অহনিশি জলত পরাণ॥

* শুই রাগ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১২ কহা—ঙ-পুঁথি।

১৩ কৈছে ধৈরজ করি কাঁহা সে রহু হরি
দরশন লাগি মন ঝুর।—সং।

১৪ কহ—পুঁথি।

১৫ গোবিন্দ দাস যব আনি মিলায়ব
তবহি মনোরথ পুর।—সং।

১ আন্ধল—ঙ-পুঁথি।

২ প্রেমে—তরু।

৩ পহিলে—তরু।

৪ হেরলোঁ—ঙ-পুঁথি।

৫ ও—সং। যো—ঙ-পুঁথি।

৬ আদরসাধে—তরু, সং, ঙ-পুঁথি।

৭ মরমকি—সং।

৮ দোখ—ক-পুঁথি।

৯ যোই—ঙ-পুঁথি।

১০ সো—মূল পুঁথি, সং, ঙ-পুঁথি।

১১ সাধলোঁ—মূল পুঁথি, সাধলু—ক-পুঁথি। মানিলু—ঙ-পুঁথি।

১২ পিরিতি—সং।

১৩ জীবনে—ক-পুঁথি।

১৪ কহত—ক-পুঁথি।

এই পদটি নিম্নোক্ত 'কস্তচিৎ'-এর শ্লোকের সঙ্গে তুলনীয়—

জন্মান্ধা প্রেমগন্ধানলিপি নহি বিদিতা নো বহূনাং প্রিয়ত্বং
জাতাহং তস্য বেত্রী যদি কথমপি মে কিং ফলং গৌরবেন।
সখ্যো বো বেদয়ামি স্বহৃদয়মধুনা ভূরিদোষেঽপি তস্য
যা নারী ভামিনী সা জগতি পুনরহো তাপিনী ভাগ্যহীনা॥

২১৪

গান্ধার রাগ—নন্দনতালো*।

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধাওল[১]
যতনে গাঁথি নিজ হাথ[২]।
সো নাহি পহিরলুঁ দূরহি[৩] ডারলুঁ
মানিনি অবনত মাথ[৪]॥
সজনি কাহে মঝু[৫] দুরমতি ভেল।[৬]
দগধ মানে[৭] মঝু বিদগধ মাধব[৮]
রোখে বিমুখ ভৈগেল॥
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নহি পালটি নেহার[৯]।
হাতকি লছিমী চরণপরে[১০] ডারলুঁ[১১]
অব[১২] করব কোন পরকার[১৩]॥
সো বহুবল্লভ সহজহিঁ দুর্লভ
দরশন[১৪] লাগি[১৫] মন[১৬] ঝুর।
গোবিন্দদাস যব আনি[১৭] মিলায়ব
তবহিঁ[১৮] মনোরথ পূর॥

সং—৪১৮, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়—১৪২, তরু—৪৩৬।

টীকা—"দুঃখ করিও না—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ইহাই ধর্ম"—এই সখীবাক্য শুনিয়া রাধা "চরণে লাগি হরি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নতি, দান, সাম ও উপেক্ষাকে সূচিত করিতেছেন। "চরণে লাগি"—এই বাক্যে নতি, জোর করিয়া নিজ-হাতে-গাঁথা মালা পরাইবার দ্বারা দান, "বাহু ধরি সাধল" ইত্যাদি দ্বারা সাম এবং "বিমুখ ভৈ গেল" ইত্যাদি দ্বারা উপেক্ষা বুঝাইতেছে। এস্থলে উপেক্ষার পূর্বেই সাম বক্তব্য ছিল এবং পশ্চাৎ উপেক্ষার কথা বলা উচিত ছিল কিন্তু এই ব্যতিক্রান্ত উক্তির কারণ শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত প্রলাপ বলিয়া ধরিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ বলিয়া অতিশয় সুদুর্লভ, তাই

* মাল্লার রাগ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ পিধাওল—মূল-পুঁথি।
২ হাতে—সং, হাত—মূল-পুঁথি, বহ।
৩ দূরে—মূল-পুঁথি।
৪ মাথে—সং।
৫ মুঝ—ঢ-পুঁথি।
৬ সজনি বিহি মোহে বিপরীত ভেল—সং।
৭ মান—মূল-পুঁথি, ঢ-পুঁথি।
৮ নাগর—ক-পুঁথি।
৯ নেহারি—তরু, ঢ-পুঁথি।

১০ চরণপর—তরু।
১১ ডারলোঁ—মূল-পুঁথি।
ডারলো—ঢ-পুঁথি।
১২ অব কি—ঢ-পুঁথি।
১৩ অব কি করব পরকারি—তরু, ঢ-পুঁথি।
সম্পূর্ণ পংক্তিটির পাঠ ক-পুঁথিতে আছে—
"হাথক লছমিবর পায় ডারলো
অব কি করব পরকার।"
১৪ পুহু দরশ—মূল-পুঁথি, পুন দরশন—ক-পুঁথি।
দরশ—তরু।
পুন দরশনে—সং।
১৫ বিহু—ঢ-পুঁথি।
১৬ ক-পুঁথিতে নাই।
১৭ যতনে—তরু, ক-পুঁথি, ঢ-পুঁথি।
১৮ তবহু—ক-পুঁথি।

তাঁহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই আমার মন খেদপ্রাপ্ত হইতেছে। যদি তুমি কটাক্ষেও আশ্বাস দাও তবে যখন সযত্নে মিলন ঘটাইবে তখনই মনোরথ সিদ্ধি হইবে—অন্যথা নহে।

২১৫

সুহইরাগ—নন্দন তালৌ।

সো মুখচন্দ[১] নয়নে নাহি হেরলোঁ।[২]
নয়নদহন ভেল চন্দ।
সো[৩] মধুর বোল শ্রবণে নাহি শুনলোঁ।[৪]
মধুকরধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥
সজনি কাহে বাঢ়াওলু[৫] মান।
প্রেমভঙ্গ-ভয়ে অব জীউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান।[৬] ধ্রু॥
সো কর-কিশলয়- পরশ উপেখলোঁ।[৭]
[অব কিশলয় তনু ভোর[৮]।
নব নব লেহ সুধারসে নিরমল[৯]
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো কর-বিরচিত হার উপেখলু][১০]
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুরগহ
যো ঐছন মতি দেল॥
তরু—৬৫৫।

পাঠান্তর—

১ চাঁদ—ক-পুঁথি।
২ হেরলু—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ সোই—তরু।
৪ শুনলু—ক-পুঁথি।
৫ বাঢ়ায়ল—ঙ-পুঁথি।
৬ ধ্রুবপদচিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৭ উপেখলু—ক-পুঁথি।
৮ ভোর—তরু। এই পাঠটি ভাল।
৯ নিরমলু—তরু, নিরমল—মূল পুঁথি।
১০ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ঙ-পুঁথিতে নাই।

টীকা।—অনন্তর চন্দ্রাদি হইতে কৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষাজনিত তাপকষ্টের দ্বারা বিপরীত ফলপ্রাপ্তি এবং নিজের নিকটে শ্রীকৃষ্ণাভিসারপ্রার্থনা। "সো মুখচন্দ" ইত্যাদি পদ দ্বারা সূচনা করিতেছেন। "গোবিন্দদাস কহ" ইত্যাদি বাক্যে সখীরূপী পদকর্ত্তাদ্বিকর্ত্তৃক প্রত্যুত্তর দেওয়া হইতেছে—তোমার ইহাতে সম্যগ্ দোষ নাই কিন্তু যে ব্যক্তি তোমাকে মানের উপদেশ দিয়াছে বোঝা যাইতেছে এই দুষ্ট আগ্রহ প্রকৃত-পক্ষে তাহারই (শ্লেষের দ্বারা শনিগ্রহাদি বুঝাইতেছে)।

২১৬

সুহইরাগ-নন্দনতালৌ।

কহল মো[১] খলজনে[২] রোখল কাণ।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়াওলি মান॥
রোখে[৩] বিমুখ যব চলু বর নাহ।
অব কাতর দিঠি মঝু মুখ চাহ॥
মানিনি[৪] তোহে সমুঝায়ব[৫] কোই।
অব বহু নিরজন[৬] বন যাহা রোই॥
সহচরীবচন লাখ[৭] করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি[৮] তুহুঁ মানভুজঙ্গ।[৯] ধ্রু॥
মদন-কুমুয়ে অথির ভেল সোই।
চলইহিঁ দংশি লখই নাহি কোই॥

পাঠান্তর—

১ কহল মো—সং। এই পাঠ ভাল। এই পাঠটি ক-পুঁথিতে ও ঙ-পুঁথিতেও আছে বলিয়া গৃহীত হইল।
কহলম—বহু, মূল পুঁথি, তরু।
২ জন—সং, তরু, ঙ-পুঁথি।
৩ রোখ—ক-পুঁথি।
৪ সুন্দরি—তরু।
৫ সমুঝাওব—ঙ-পুঁথি।
৬ নিরজনে—তরু।
৭ সহচরী লাখ বচন—সং, তরু।
৮ ধরলি—সং, তরু।
৯ ধ্রুবপদ ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।

কোন কুমতি দরশায়ল[১০] এহ।
জানলোঁ[১১] গরলে ভরল তুয়া দেহ॥
ইথে বিহু নাগদমনরসপান।
গোবিন্দদাস মণিময় না মান[১২]॥

তরু—৪৩৭, সং—৪১২।

টীকা—পূর্বোক্ত ভর্ৎসনা "কহস মো খলজনে" ইত্যাদি পদে বিস্তার লাভ করিয়াছে। "খলজনে দোখল"—এই পদের দ্বারা নায়িকাসম্ভোগজনিত দোষ গোপন করা হইল।

সখী-কর্তৃক কৃষ্ণ আনীত হইলে যদি পরে পুনরায় বামাস্বভাববশত রাধার মান হয়—ইহা আশঙ্কা করিয়া তাহা নিরাস করিবার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়তা জানাইবার জন্য—"ইথে বিহু নাগদমন-(কৃষ্ণ)-রস (অধররস)-পান"।

গোবিন্দদাস মণিময় না জান॥" এই উক্তি করিলেন। এস্থলে গোবিন্দদাস কৃষ্ণপক্ষপাতী অর্থাৎ কৃষ্ণে অধিক স্নেহময়ী সখীরূপী।

২১৭

সুহইরাগ-নন্দনতালৌ।

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই[১]
হেরত[২] পুন জনি কাণ।
কানু হেরি জনি প্রেম[৩] বাঢ়াওই
প্রেমে[৪] করয়ে জনি মান॥

সজনি অতএ[৫] মানিয়ে নিজ দোখ।
মানদগধ[৬] জীউ অবহুঁ না[৭] নিকসয়ে[৮]
কানু সঞে কি করব রোখ॥ ধ্রু॥[৯]
যো মঝু চরণ- পরশরসলালসে
লাখ মিনতি মোহে[১০] কেল।
তাকর দরশন বিহু[১১] তনু জরজর
পরশ পরশ সম ভেল॥
সহচরী মেলি[১২] লাখ সমুঝাওই[১৩]
সো নাহি শুনলোঁ হাম[১৪]।
গোবিন্দদাস কহ[১৫] সরস বচনামৃতে
অব বাহুড়ায়ব কাণ॥

তরু-৪৩৪, সং-৪১৬।

টীকা—সখীর কথা শুনিয়া রাধা তাহাকে "পুনরায় কি করিয়া আর কৃষ্ণের সহিত মান করিব"—এই ভাবের কথা বলিতেছেন। "কানু সঞে কি করব রোখ" ইত্যাদি বাক্যে পুনরায় মান করা যে অত্যন্ত অসঙ্গত ইহাই স্পষ্টরূপে বলা হইল। পুনরায় মান আর করিব না—রাধার এই দৃঢ় উক্তি শুনিয়া "গোবিন্দদাস কহ সরস বচনামৃতে" ইত্যাদি বাক্যে সখীরূপী গোবিন্দদাস "অব বাহুড়ায়ব কাণ" এই দৃঢ় আশ্বাস দান করিলেন।

পাঠান্তর—

১০ দরশায়লি—তরু।
১১ জানলুঁ—তরু।
১২ জান—তরু, সং, ক-পুঁথি।
১ হেরত—ঙ-পুঁথি।
২ হেরই—লেহ—সং।
৩ লেহ—সং।
৪ প্রেম—তরু, মূল পুঁথি; লেহে—সং, ক-পুঁথি।

৫ অবহে—ক-পুঁথি।
৬ মানদগধি—তরু।
৭ অব নাহি—সং, ক-পুঁথি।
৮ নিকসই—সং।
৯ ধ্রুবপদচিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
১০ মুঝে—সং, তরু, ঙ-পুঁথি। মঝু—মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি।
১১ বিনে—সং, তরু।
১২ মোহে—সং, তরু।
১৩ সমুঝাওলি—মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি।
১৪ কানে—সং;
তাহে না রোপলুঁ কান—তরু।
১৫ 'কহ' শব্দ সং ও তরুতে নাই।

"পরশ পরশ সম ভেল"—স্পর্শ স্পর্শমণির ন্যায় হইল। ক-পুঁথিতে আছে "সরস পরস সম ভেল"। এই পাঠে সরস" শব্দটিকে "সেই রস" অর্থাৎ সেই "প্রেমরস" এখন "পরস" বা পরশু অস্ত্রের ন্যায় দুঃখদায়ক হইল—এইভাবে লওয়া যাইতে পারে।

২১৮

শ্রীরাগ-কন্দর্পতালাভ্যাম্।

শুনইতে কানু মুরলীরবমাধুরী
শ্রবণ[১] নিবারলোঁ তোর[২]।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু[৩]
তব মোহে রোখলি ভোর॥[৪]
সুন্দরি তৈখনে কহল মো[৫] তোহি[৬]।
ভরমহি ও সঙ্গে[৭] নেহ বাঢ়াওবি
জনম গোঙাওবি রোই[৮]॥ ধ্রু॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপলালসে[৯]
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি[১০] ইহ রূপলাবণি[১১]
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে[১২] প্রেমতরু রোপলি[১৩]
শ্যামজলদরস-আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সিঞ্চহ[১৪]
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

তরু-৪৩৫, সং-৪১৪।

টীকা—রাধার "কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই" ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া তথায় উপস্থিত কোনো এক প্রখরা সখী সম্যক্ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের দোষ ব্যক্তিত করিয়া আত্মীয়তাজ্ঞানাসুতোষ-প্রেম-বশত ভর্ৎসনাপূর্বক "শুনইতে কানু মুরলীরবমাধুরী"-ইত্যাদি বাক্য কলহান্তরিতা রাধাকে বলিতেছেন।

(রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন যে "ধারা বাষ্পময়ী"—ইত্যাদি যে শ্লোকটি বিদগ্ধমাধবে আছে সে শ্লোকটি মানান্তে শ্রীরাধা মাধবের সাক্ষাৎকারে সখীর উক্তি। এস্থলে অর্থাৎ "শুনইতে কানু মুরলীরব"—ইত্যাদি গীতটি কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোকের ন্যায় মানান্তে রাধামাধবের সম্মুখে সখীর উক্তিরূপে যোজনা করা সম্ভব নহে কেননা গীতকর্তা এই পদটিকে কলহান্তরিতার বর্ণনায় ধরিয়াছেন। রসিক ভক্তগণও এই ভাবেই পদটিকে আস্বাদিত করিয়াছেন। উপরন্তু এই পদটি হইতে উপরোক্ত শ্লোকের অনুসারী অর্থবোধও হইতে পারে না)

পাঠান্তর—

১ শ্রবণে—তরু, সং।
২ তোরি—সং।
৩ ঝাপল—চ-পুঁথি।
৪ তৈখনে রোখলি তোরি—সং।
৫ কহলুঁ মো—সং, কহলম—মূল পুঁথি। কহল মো"—ক-পুঁথির এই পাঠ গৃহীত হইল।
৬ তোয—ক-পুঁথি।
৭ তা সঙ্গে—সং, তরু।
৮ রোয়—ক-পুঁথি।
৯ পরশ-রস-লালসে—সং।
১০ খোয়লি—ক-পুঁথি।
১১ দিনে দিনে খোই সো হেন রূপ লাবণি—সং।
১২ হৃদয়—তরু।
১৩ যো তুহু প্রেম কলপতরু রোপলি—সং।
১৪ সো অব লোচন- জল দেই সিঞ্চহ সিঁচহ—চ-পুঁথি।

২১৯

ধানসীরাগ-মণ্ঠকতালো।

তিল এক[১] শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে[২]
চমকি চমকি কর কোড়।

পাঠান্তর—

১ তিল এক—সং, তরু। তিলে এক—চ-পুঁথি।
২ মূল পুঁথি ও ক-হতে "স্বপনে যো মঝু বিনে" অর্থের দিক দিয়া যোগ্যতর পাঠ বিবেচনায় গৃহীত হইল। কিন্তু ছন্দের দিক দিয়া "যো মঝু বিহনে" পাঠ অভীপ্সিত ছিল।

গাঢ় আলিঙ্গনে ঘন ঘন চুম্বনে
নিশ্বরে ঝরয়ে বহ লোর ॥
সখি হে সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিহি নিধি দেই নেওল[৩]
সো সুখ করি বিছুরাই। ধ্রু ॥
তুহুঁ কাহে বিরস[৪] বচনে মোহে[৫] মারসি
ডারসি শোকক কূপে।
মুরুছিত-জন-[৬] ঘাতন নহ[৭] সমুচিত
জগজন কহব কি রূপে[৮] ॥
ভাঙ্গল মান সবহু-জন[৯]-গঞ্জন
পিরিতি পিরিতি করি[১০] বাধা।
রসিক সুনাহ আপন[১১] সুখ পাওব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা ॥
সো মুখ চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী বিমল নীরে।
পামরি গোবিন্দ দাস মরি যাএব
সাজি আনল তছু তীরে ॥
সং—৪২৩, তরু—৪৪০।

টীকা—উৎকট প্রেমবশত রাধা প্রখরাসখীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণে দোষাক্ষেপ সহিতে না পারিয়া নায়কদোষ ও নিজদোষ নিষেধ করিয়া বিধাতার দোষ বাঞ্ছিত করিয়া "তিলু একু শয়নে" ইত্যাদি পদে মৃত্যুকালেও সম্ভোগেচ্ছারহিত দর্শনাদিজ নিজের আনন্দসুখ ও অন্যনায়িকাসম্ভোগজনিত নায়কসুখ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

"পামরি গোবিন্দদাস" ইত্যাদি—"সো মুখ চান্দ" ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া সখীরূপী পদকর্তা গোবিন্দদাস ("পামরি" বিশেষণে বুঝা যাইতেছে যে ইনি গোবিন্দ চক্রবর্তী) বলিতেছেন যে এরূপ ঘটিলে আগে গোবিন্দদাস যমুনাতীরে চিতানলে প্রাণত্যাগ করিবেন।

৩ নেওল—সং, তরু। নেরলি—ক-পুঁথি।
৪ নীরস—সং।
৫ মুঝে—সং।
৬ -জনে পুন—সং। জনে—ক-পুঁথি।
৭ নহে—সং, তরু, ঙ-পুঁথি।
৮ বিরূপে—সং, তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৯ কত-সং।
১০ কত—সং।
১১ আপনে—তরু।

২২০

একতালী-বরাড়ী-পঠমঞ্জরীরাগেঃ।

রাইক তাপ- তপন-তপত তনি
কহ পুন গদগদ বাত।
ঐছন অশুভ বচন কাহে বোলসি
শোকে তাপাওসি আত ॥
শুন সুন্দরি তোঁহে সমুঝায়ব কোয়।
কো ধনি মান করয়ে নাহি কানু সঞে
কো পুন নিজ তনু খোয় ॥
তুহারি[১] নিছনি লই হাম মরি যাওব
পৈঠব কালিন্দীনীরে।
তব হি মনোরথ তোহারি পুরায়ব
ভেটব মাধব ধীরে ॥
তুহারি বশগ[২] হেন জানহ বল্লভ
নহ বহুবল্লভ সোই।
জগজনে কুমুদ- বন্ধু সুখদায়ক
নায়ক কুমুদিক সোই ॥
অব হাম যাই নাহ মিলায়ব
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ।
ভণ রাধামোহন রাই চলল বন
কহি তহিঁ চাতুরীমঞ্জ ॥

টীকা—এই পদটি কোনো এক সখীর প্রত্যুত্তরস্বরূপ উক্তি।

পাঠান্তর—
১ তোহারি—ঙ-পুঁথি।
২ রসগ—ঙ পুঁথি।
টীকা—এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

তাপ-তপন-তপত-তনি—তাপ (বিরহ)-রূপ তপনের দ্বারা তপ্ত যাহার তনু।

শোকে তাপাওনি আত—শোকে আত—শোকে আত্মাকে দুঃখ দিতেছ।

তুহারি বশগ হেন—কৃষ্ণ রাধার বশীভূত বল্লভ—বহুবল্লভ নহেন। যেমন চন্দ্র জগতের সকলের আনন্দদাতা কিন্তু কুমুদবন্ধু কুমুদিনী নায়ক তিনি—আর কাহারও নহেন।

২২১

শ্রীগান্ধাররাগ-কন্দর্পতালৌ।

সো বহুবল্লভ সহজহিঁ ভোর।
কৈছনে জানব বেদন মোর॥
চলইতে চাহোঁ[১] যদি[২] আদরভঙ্গ।
সহই না পারি এ মদন[৩]-তরঙ্গ॥
এ সখি কাহে উপেখল[৪] কাণ।
না জানিয়ে[৫] দগধি চলব মোহে মান॥
অব বিরচহ সখি[৬] সো পরবন্ধ।
কানুক ঐছে হোয় নিরবন্ধ॥
সখীগণ গণয়িতে তুহুঁ সে সিয়ানী।
তোহে কি শিখাওব চতুরিম বাণী॥
সহজই সুচতুর গোপ কানাই।
অবসর বুঝি করবি চতুরাই[৭]॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায়ে সোঁপলু পরাণ॥

পাঠান্তর—

১ চাহি—ক-পুঁথি।
২ চলইতে চাহি কাঁহা—তরু।
৩ বিরহ—তরু।
৪ উপেখলু—তরু। উপখলী—ক-পুঁথি।
৫ জানি—ক-পুঁথি।
৬ তুহুঁ—তরু।
৭ তরুতে—এই দুই পংক্তি নাই।

জীবইতে মোহে মিলয়ে[৮] যদি[৯] কাণ।
গোবিন্দদাস তুহারি[১০] গুণ গান॥

তরু—৪৪৩

টীকা—পূর্বপদে—সে তোমারই বল্লভ, সকলের নহে—সখীমুখে এই কথা শুনিয়াও রাধা তাহাতে আস্থা রাখিতে পারিলেন না। তাই শঙ্কা ও চাপল্য অনুভব করিলেন কিন্তু তাহা গোপন করিয়া যাহাতে কৃষ্ণলাভ করা যায় সেই ভাবনা "সো বহুবল্লভ সহজেই ভোর" ইত্যাদি বাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন।

২২২

রাই কাতর-বাণী হেরইতে সহচরি
প্রবোধ কর আসোয়াসে।
যমুনাক তীর গোঠ যাহা চললহুঁ
করইতে কানু উদ্দিসে॥
ঢোড়ত বরজকিশোর।
এক নীপ মূলে সুতি রহ মাধব
রাই বিরহ জ্বরে ভোর॥
দূরহি সহচরি নিকট যব আয়ল
হেরি উঠত ব্রজচন্দ্র।
সোই নাগরি মোহে আনি মিলায়বি
কহতহি কত পরিবন্ধ।
দূতি কহয়ে তুহ বোধ করি আয়লি
অব কাহে চাহসি বালা।
অপনক মাল গলে সে উতারলি
পুন কাহে পিঁধবি মালা॥
দুহু জন গণইতে কো করু শঠপনা
আরো মরমে গনি দেখ।
সো নব-নাগরি রূপে-গুণে আগরি
গোবিন্দদাস কহে কাহে উপেখ॥

৮ মিলব—তরু।
৯ যব—তরু।
১০ গোবিন্দদাস তব তুয়া—তরু।

টীকা—এই পদটি অন্য কোনো পুঁথি বা গ্রন্থে নাই। পদটি ক-পুঁথিতে আছে। মনে হয় পদটি মহাকবি গোবিন্দদাসের রচিত নহে। পদটিতে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির উৎকর্ষের কোনো নিদর্শন নাই।

২২৩

সুহইরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

শুন বহুবল্লভ কাণ।
তুহুঁ ভালে চতুর সুজান[১]।
পামরি[২] পিরিতি উপেখি।
আওল[৩] কুলবতী দেখি॥
তোঁহারি রসিকপন জানি।
কহইতে আওলি[৪] বাণী॥
দেখি তোর[৫] এ সব কাজ।
হাসব যুবতিসমাজ॥
যো পদপঙ্কজ[৬]-আশে।
কয়লি[৭] কতেক অভিলাষে॥
সো পদপঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে[৮] রহলি মুখ মোড়ি॥
ধিক ধিক তোঁহারি চরিতে[৯]।
কোনে শিখায়লি রীতে[১০]।
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে[১১]।
যাহার হৃদয়[১২] এত সাধে[১৩]॥
হেরইতে দৈত গেলু[১৪] ধন্দ।
গোবিন্দ-দাস-মতি মন্দ॥
তরু—৪৫৯, রসমঞ্জরী—৩৮।

টীকা—রাধার কথা শুনিয়া একজন সখী কৃষ্ণের নিকট গিয়া "শুন বহুবল্লভ কান" ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের দোষ দেখাইয়া দিতেছেন।

পামরি পিরিতি উপেখি ইত্যাদি—তুমি সাধারণীর প্রীতি উপেক্ষা করিয়া কুলবতীর প্রেম লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে। তুমি রসিক জানিয়াই তোমাকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি। রাধার ন্যায় অসামান্যা নারীর প্রেমলাভ করিয়া তুমি যে সামান্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছ ইহাতে গোকুলের যুবতিসমাজ তোমাকে ধিক্কার দিতেছে, তোমার চরিত দেখিয়া হাসিতেছে। তোমাকে এ রীতি কে শিখাইল। বিদগ্ধা রাধাকেও ধিক্ কেননা এত সাধে পূর্ণ হৃদয় লইয়া সে তোমার মতন চঞ্চলচিত্ত নায়কে অনুরাগিণী হইয়াছে অথবা ক-পুঁথি ধৃত—

"ছিয়ে ছিয়ে বিদগধরাজ।
তোহারি হৃদয়ে এত লাজ॥"—

এই পাঠে অর্থ হইবে—"হে বিদগ্ধশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—তোমাকে ধিক্। তোমার হৃদয়ে এমন প্রবৃত্তি—মনে করিতে লজ্জা হয়।

পাঠান্তর—

১ ভালে তুহুঁ রসিক সুজান—তরু।
২ পামর—তরু।
৩ আওলুঁ—তরু।
৪ আওলু—তরু, ক-পুঁথি।
৫ তুয়া—তরু।
৬ পদপরশক—মূল পুঁথি। ক-পুঁথির "পদপঙ্কজ" পাঠটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল।
৭ করলি—তরু।
"সো পদপঙ্কজ...মুখ মোড়ি" পর্যন্ত তরুতে নাই, ক-পুঁথিতে আছে। ক-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৮ "কাহে" ক-পুঁথি।
৯ পিরিতে—তরু।
১০ নীতে—তরু।
১১ বিদগধ-রাজ—ক-পুঁথি।
১২ যাক হৃদয়—তরু।
যাহার হৃদয়—ক-পুঁথি।
১৩ লাজ—ক-পুঁথি।
১৪ ভৈগেল—ক-পুঁথি।

সখীরূপী গোবিন্দ দাস বলিতেছেন যে তিনি কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না তাই ধাঁধায় পড়িয়াছেন।

দুঃখ ব্যক্তিত করিয়া সঙ্কটদশায় রাধাকে পাইবার বাসনা সূচিত করিয়া এই পদে প্রত্যুত্তর দিতেছেন।

২২৪

তিরোতিয়া-সুহই-রাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

সজল নয়নে রজনী[১] জাগি।
সেবলুঁ[২] চরণ হৃদয়ে লাগি॥
দারুণ মদন যে দুখ দেল।
মুরছি[৩] চেতন- রতন গেল॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ সে জান[৪]।
যৈছন সেবক নাগর কাণ॥ ধ্রু॥
খলক বচন- বচনে বাই।
নিঠুর হৃদয়ে ভৈগেল তাই॥
তুহুঁ সে যতেক কহলি[৫] হিতে।
অহিত অহিত কয়লি চিতে॥
অতএ সে ধিক মরম জানি।
বিজনে আওলু[৬] মরণ মানি।
কামসাগরে মরব হামে।
জপত জপত বেকত নামে॥
যৈছনে পাওব সো পদ রাতা।
তৈছন যতনে সেবব ধাতা॥
যৈছনে[৬] পুরব মন উলাস।
করব তৈছন গোবিন্দ দাস॥

টীকা—অনন্তর কৃষ্ণ অন্য নায়িকার সহিত সম্ভোগ গোপন করিয়া "সজল নয়নে রজনী জাগি" ইত্যাদি বাক্যে নিজের

পাঠান্তর—

১ রয়নি—ক-পুঁথি।
২ সেবলোঁ—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ আয়লোঁ—ক-পুঁথি।
মুরছিত—ঙ-পুঁথি।
৪ তুহুঁ গিয়ান—ঙ-পুঁথি।
৫ কহল—ঙ-পুঁথি।
৬ যৈছন—ঙ-পুঁথি।

২২৫

ধানশীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

সখীক সংবাদে লাজহিঁ[১] নাগর
কহ পুন মধুরিম বাণী।
হামারি দোখ শত তুহুঁ যত বোলসি
সব হাম ভাগি সে মানি॥
সজনি বাই কি হাম উপেখি।
তবহিঁ কোপে সোই অন্তর দগধই
অতএ ভাগলুঁ[২] তাহা দেখি॥ ধ্রু[৩]॥
সো পদতল বিনু কিছুই না জানিয়ে
সপদি[৪] কহই তুয়া ঠাম।
তাক দাস হামে সঙ্গে লই[৫] চলু
পুরাহ মঝু মনকাম॥
এতহিঁ বোলি দুহুঁ আওল কুঞ্জহি
যাঁহা সুবদনীক বৈঠান।
প্রেম-অগেয়ান কুটিল পুনি তৈখনে
দরশে বাঢ়াওল মান॥
রাধামাধব- কেলি না বুঝয়ে[৬]
কৈছন ইহ পরকাশ।
ভণ রাধামোহন সো জন বুঝয়ে
যো পুন তাকর দাস॥

* এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—

১ জানহি—বহুর টীকার পাঠ।
২ ভাগিলু—ঙ-পুঁথি।
৩ ধ্রুবপদটি ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৪ সপখি—ঙ-পুঁথি।
৫ লেই—ঙ-পুঁথি।
৬ বুঝিএ—ঙ-পুঁথি।

টীকা—পূর্বপদে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া "যৈছনে পূরব মন উলাস। করব তৈছন গোবিন্দদাস"॥—এই বাক্য সখী-রূপী গোবিন্দদাস মরণ বিনাও শ্রীকৃষ্ণের মনের উল্লাস বা আশা পূরণ হইবে এই আশ্বাস দান করিয়া "সখীক সম্বাদে লাজহি নাগর"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়পূর্বক শ্রীরাধার নিকট গমন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র মদীয়তা-প্রেমের কৌটিল্য-স্বভাববশত পুনরায় শ্রীরাধার মান প্রদর্শিত হইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে প্রেমের স্বভাবকৌটিল্য উক্ত হইয়াছে।

পুনর্মানম্।

২২৬

দেশবরাড়ীরাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি	দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।	
স্ফুরদধরসীধবে তব	বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্॥	
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।	
সপদি মদনানলো	দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানম্॥ ধ্রু॥	
সত্যমেবাসি যদি	সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নখর[1]-শরঘাতম্।	
ঘটয় ভুজবন্ধনং	জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্[2]॥	
ত্বমসি মম জীবনং	ত্বমসি মম ভূষণং[3]
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।	
ভবতু ভবতীহ ময়ি	সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥	
নীলনলিনাভমপি	তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।	
কুসুমশরবাণভাবেন	যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥	
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি	মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।	
রসতু রসনাপি তব	ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্॥	
স্থলকমলগঞ্জনং	মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপর[4]-ভাগম্।	
ভণ মসৃণবাণি	করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগম্॥	
স্মরগরলখণ্ডনং	মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।	
জ্বলতি ময়ি দারুণো	মদনকদনারুণো[5]
হরতু তদুপাহিতবিকারম্[6]॥	
ইতি চটুলচাটু-পটু-	চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধিবচনজাতম্।	
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবি-	
ভারতীভণিতমতিশাতম্[7]॥	

টীকা—শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রেমস্বভাববশতঃ উদ্‌বুদ্ধ-কিঞ্চিৎমানযুক্তা শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণ অনুনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন—রাধা, তুমি নির্মলস্বভাবা ও আমার প্রিয়তমা। আমাতে তুমি যে মান করিয়াছ তাহা ত্যাগ কর। তুমি পরমা করুণাময়ী সুতরাং এরূপ অহেতুক মান করিতেছ কেন? তোমার মানোৎপত্তির প্রথম ক্ষণ হইতে কামাগ্নিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। অতএব

পাঠান্তর—

১ নখর—বসুমতী—৮ম সংস্করণ, ক পুঁথি।

২ সুখলাগতম্-ক-পুঁথি।

৩ ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং—ঐ, ঙ-পুঁথি।

৪ নব—ঙ-পুঁথি।

৫ মদনকদনানলো—ঐ।

৬ উপহিতবিকারম্—ঐ।

৭ জয়তি পদ্মাবতীরমণকবিভারতী—ঐ।
জয়দেবভণিতমতিশাতম্।—ঐ ধৃত পাঠান্তর।
জয়তি···মতিসারম্—ক-পুঁথি।

সেই অগ্নির জ্বালা শান্তির জন্ত তোমার মুখকমলের মধু পান করিতে দাও কারণ অগ্নিদাহের বিহিত ঔষধ মধু—তোমার অধরামৃত, অন্ত কিছু নহে।

যদি কিছু বল তবে তোমার দন্তরাজির দীপ্তিরূপিণী জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ের—তোমার মানজনিত অতিদুঃখদ ভয়রূপ তিমির দূর করিবে। তোমার বদনচন্দ্রমারও স্ফুরিত অধরশীধু পান করিবার জন্ত আমার লোচনচকোর অভিলাষ করিতেছে (ইহাতে অনন্তশরণ সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের অতিতৃষ্ণাজনকত্ব ও অকারণ পরমাহ্লাদকত্ব ব্যঞ্জিত হইল)।

রাধা, তোমার দন্তরাজি অতি সুন্দর। সত্যই যদি তুমি আমার প্রতি কোপবতী হইয়া থাক তবে খর-নখর-শরে আঘাত করিয়া অথবা নয়নশরে প্রহার করিয়া দণ্ড দান কর। অথবা ভুজবন্ধনে বাঁধিয়া দন্তাঘাত কর। অথবা যে রূপ দণ্ড দিলে তোমার সুখের সীমা থাকিবে না তাহাই কর। তুমি আমাকে দণ্ড দিলে তাহা আমি পরম অনুগ্রহ বলিয়া বোধ করিব। কেন না তুমিই আমার জীবন তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার ভবজলধির রত্ন, তোমাকে লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ। তুমি প্রসন্ন না হইলে সমস্তই আমার বিফল। অতএব তুমি ভিন্ন যখন অন্ত গতি আমার নাই তখন তুমি আমার প্রতি সর্বদাই অনুকূল থাক। দেখ তোমার আনুকূল্য লাভ করিতে আমার চেষ্টারও অন্ত নাই।

হে তন্বি! তোমার নীলনলিনীতুল্য লোচনযুগল মানজনিত কোপে রক্তপদ্মের রূপ ধারণ করিয়াছে সুতরাং জানা গেল রঞ্জনবিদ্যায় তুমি পারদর্শিনী। এখন কৃষ্ণবর্ণ আমাকে যদি কন্দর্পশর-স্বভাবের দ্বারা অর্থাৎ সানুরাগ-সৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্তযুক্ত কর (অনুরক্ত কর) তবেই ইহা তোমার যোগ্য হইবে (শ্লেষের দ্বারা অর্থাৎ "রক্ত" শব্দের দ্বারা একবার মাত্র কটাক্ষ করিয়া আমাকে অনুরঞ্জিত কর—এই অর্থও পাওয়া যাইতেছে)।

অনন্তর রাধাকে কিঞ্চিৎ প্রসন্না দেখিয়া মণিমালাদি দান করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন—তোমার কুচকুম্ভের উপর মঞ্জরী আকারে গ্রথিত এই মণিমালা তোমার অঙ্গকান্তি দ্বারা প্রকাশ লাভ করুক—তোমার হৃদয়দেশ শোভিত করুক, এবং আমার প্রতি অনুরাগী করুক। (অপকৃষ্ট বস্তুর প্রতি অনুরাগ সম্ভব নহে বলিয়া এবং উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি অনুরাগ সম্ভব বলিয়া মানিনী, রাধার অলঙ্কারশূন্য হৃদয়দেশ অপেক্ষা মানত্যাগিনীর অলঙ্কৃত হৃদয়দেশ অধিক সুন্দর ও অনুরাগের যোগ্য—এই কথায় সামবাক্য ও দানবাক্যের পর ভেদবাক্যও স্বীকৃত হইল। পূর্বাবস্থার প্রতি অনাস্থা উৎপাদনই এই বাক্যের উদ্দেশ্য।) মেখলার ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা তোমার জঘনমণ্ডলে শব্দ করুক এবং এই শব্দের দ্বারা কন্দর্পের আজ্ঞা উচ্চধ্বনিতে ঘোষণা করুক। (এই দুটি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের রতি প্রার্থনা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।)

হে মধুরভাষিণী রাধা, আজ্ঞা কর। তোমার চরণযুগল কি সরস ও উজ্জ্বল অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিব? তোমার ঐ চরণযুগল রক্তিমায় ও কোমলতায় স্থলকমলের গঞ্জনাদায়ক, আমার হৃদয়ের গৌরব বর্ধক; এবং রতি-রঙ্গের শ্রেষ্ঠ অংশও চরণযুগল (রতিরঙ্গের পরমশোভা ঐ চরণযুগলে—বালবোধিনী অনুসারে লভ্য অর্থ)।

কৃষ্ণ এত কথা বলিবার পরও রাধা মানিনী হইয়া রহিলেন দেখিয়া তিনি রাধায় পদাবনত হইয়া বলিলেন—স্মর-গরল-খণ্ডন এবং আমার শিরোভূষণ তোমার এই বাঞ্ছিতপ্রদ পদপল্লব দান কর। (অথবা স্মরগরলখণ্ডন তোমার এই উদার ও ভূষণস্বরূপ পদযুগল আমার শিরে স্থাপন কর।)

সূর্যসদৃশ তেজোনিষ্ঠুর মদনক্লেশ আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে (এস্থলে অরুণ শব্দের অর্থ সূর্য)। সেই অগ্নিতে আমার দুঃখ বাড়িয়াছে মাত্র। তোমার পদপল্লব সে দুঃখ অপহরণ করুক।

শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার প্রতি এইরূপ চটুল, চাটু, পটু ও চারু বচন সমূহ অর্থাৎ সামাদিভেদে নানাবিধ মান-অপ-খণ্ডনে পটু, শোভন ও অতিশয় সুখদ) যাহা পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি অনুকথিত করিয়াছেন তাহা জয়যুক্ত হউক।

২২৭

পঠমঞ্জরীরাগ-বৃহদেকতালী-দশকোশী
স্মৃত্রেকতালীতালৈশ্চ।

দেখ রাধামাধব প্রীতি[১]।
দুহুঁকর নিজ নিজ[২] গুণহি বাঢ়ায়ত
দুহুঁকর নিজ নিজ রীতি॥
অনুনয় করি হরি পানি পসারই
রাইক চরণক আগে।
নিজ মুখে আপক কহই দোখ শত
মানই আপন অভাগে॥
সুমুখী কহত কাহে মোহে বিড়ম্বয়সি[৩]
হাম তনু মুগধিনী নারী।
তুঁহু সে রসিকবর বিদগধ নাগর
নাগরী-জন-মনোহারী[৪]॥
কহইতে এতহু নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু কয়ল ধরি কোড়।
ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন
আনন্দে পুন ভেল ভোর॥

টীকা—অনন্তর রাধামাধবপ্রীতি ইত্যাদি দ্বারা মানভঙ্গ-প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে।

দুহুঁকর নিজ নিজ... রীতি—দুইজনেরই নিজ নিজ গুণের দ্বারা নিজ নিজ প্রেমের রীতি বা প্রকাশ অনুবর্ধিত হইল।

প্রীতি—প্রেমের নিজ নিজ গুণ বিশেষ।

তুঁহু সে রসিকবর—নায়িকাশ্রয়-জাতীয় ধর্ম বিশেষের দ্বারা।

তনু মুগধিনী নারী—ক্ষীণদেহা, মুগ্ধা (নির্বোধ) রমণী।

কহইতে এতহু ইত্যাদি—মানভঙ্গের চিহ্ন অশ্রু এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে আর একটি লক্ষণ "স্মিত"।

ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন—এস্থলে রাধা-মোহন শব্দটি শ্লিষ্ট—কৃষ্ণ ও পদকর্তা এই দুই অর্থে।

• এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
১ টীকায় "রাধামাধবপ্রীতি" প্রথম পংক্তিতে এই পাঠ ধৃত হইয়াছে। সেক্ষেত্রে ছন্দানুরোধে "দেখ" শব্দটি পরপংক্তির আদিতে বসিতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ হইবে—"দেখ দুহুঁকর নিজ গুণহি বাঢ়ায়ত"
২ টীকানুসারে—"নিজ নিজ" পাঠ ধৃত হইল।
৩ বিড়ম্বসি—ঙ-পুঁথি।
৪ নাগরীজনমনোহারি—মূল পুঁথি।

২২৮

পঠমঞ্জরীরাগ-বৃহদেকতালী-দশকোশী-
স্মৃত্রেকতালীতালৈশ্চ।

দেখ রাধা মাধব ধারি।
রতিরণ-মান- বিরামক যৈছন
চরবণ তপত কুশারি॥ ধ্রু[১]॥
হরিমুখ হেরইতে সুমুখী অবাঙ্কই
চাহনি কুটিলহি ভাতি।
গদগদ কথন[২] অসূয়া কছু সূচন[৩]
ততহি মনোমথ[৪] মাতি॥
নখশরঘাত তৈছে সুখাবহ
চুম্বন কছু পরসাদ।
রঞ্জণ শূন পুলক কচুঁকবর
ভেদই রসমবিষাদ॥
ও সুখসিন্ধু মগন ভেল মাধব
কামিনী কছু কহু[৫] বুর।
ভণ রাধামোহন সম্ভোগ-সঙ্কীরণ
দুঁহুক মনোরথ পুর॥

তরু—৪৫০

পাঠান্তর—
১ ঙ-পুঁথি হইতে ধ্রুবপদ গৃহীত হইল।
২ বচন—তরু।
৩ সূচক—ঙ-পুঁথি।
৪ মনোমথে—তরু।
৫ কছু—তরু, ঙ-পুঁথি।

টীকা—অনন্তর সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ "দেখ রাধামাধব ধারি" ইত্যাদি পদে বর্ণিত হইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণে বলা হইয়াছে, যেস্থলে মিথ্যাচারিতাদি স্মরণে থাকায় বিনোদবিধান সুসম্পূর্ণ হয় না সে স্থলে তপ্ত ইক্ষুচর্বণের ন্যায় সঙ্কীর্ণসম্ভোগ হইয়া থাকে।

গবাক্ষপথে দর্শনকারিণী কোনো এক সখীকে অপরা এক সখী "ধারণা করিয়া দেখ"—এই কথা বলিতেছে।

কুশারি—কুশারি বলিয়া কোনো শব্দ 'Apte's' অভিধানে, শব্দকল্পদ্রুমে বা অমরকোষে নাই। শব্দকল্পদ্রুমে কুশলী বলিয়া এক শব্দ আছে যাহার অর্থ "মধুর তৃণ বিশেষ"। "কুশারি" যদি ইহার অপভ্রংশ ধরা যায় তাহা হইলে অভিধানিক যোগ্য অর্থ লাভ হয়। কিন্তু অলংকার শাস্ত্রে "ইক্ষু" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে 'কুশারি'-শব্দের কোনো অর্থ দেওয়া নাই যদিও চরণ-ব্যাখ্যায় ইক্ষু অর্থে শব্দটি গৃহীত হইয়াছে।

২২৯

প্রকারান্তরং যথা†।

ধানশীরাগ-কন্দর্পতালো।

রাইক মান- বিরহ জানি সো সখী
চললহি শ্যামর আগে।
দূরহি তাক বদন হেরি নাগর
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
আদর বিনহিঁ সোই বহুবল্লভ
তাক নিকটে উপনীত॥ ধ্রু[1]॥
সোই কহত তুহু কৈছন পিরিতি রীতি
হাম[2] বুঝহি[3] নাহি পারি।
সো যদি মান- ভরমে তোঁহে বোলল
তুহুঁ আওলি কাহে[4] ছোড়ি॥
আপনক[5] দোষ জানসি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়াওলি বাত।
গোবিন্দ দাস তোঁহারি লাগি মাধব
আপে চলহ[6] মঝু[7] সাঁথ॥

টীকা—কলহান্তরিতার শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রকারান্তরে মিলন "রাইক মানবিরহ জানি" ইত্যাদি এবং "সো সখী বচনে নাগর রাজ" ইত্যাদি পদদ্বয়ে দেখানো হইতেছে।

আপ্তদূতীর ত্রিধা ভেদ অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারী—এই ত্রিবিধ দূতীর যে কোনো একটির এতাদৃশ বাক্য-প্রয়োগ সম্ভব মনে করিয়া এই পদদ্বয় গান করা কর্তব্য। বামাস্বভাববশত এবং প্রেমের স্বভাবকৌটিল্যবশত কলহান্তরিতা নায়িকার ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্রে পুনরায় মান হইয়া থাকে। জয়দেবাদি মহাকবির পদ-রচনায় এইরূপ মানের বর্ণনা আছে। অবশ্য এস্থলে মান প্রবল হয় না—কিঞ্চিন্মাত্র হইয়া থাকে।

তিরোথিয়া-ধানশীরাগ-মঠকতালো।

সো সখী বচনে নাগর রাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল তছু আশোআস।
মন মাহা হোয়ল অধিক উল্লাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঙ্গে হরি কয়ল পয়ান॥

† এইস্থান হইতে খণ্ডিত গ-পুঁথির আরম্ভ।

পাঠান্তর—

১ গ-পুঁথিতে এইস্থলে "ধ্রু" চিহ্ন আছে। অন্য কোনো পুঁথিতে নাই।

২ হম, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি ও মূল পুঁথিতে নাই।

৩ বুঝয়ে—গ-পুঁথি।

৪ তুহুঁ কাহে আওলি—ঙ-পুঁথি।

৫ আপক—গ-পুঁথি।

৬ চলহ—গ-পুঁথি।

৭ মঝু—ঙ-পুঁথি।

পহুঁহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছন পায়ল কুঞ্জকি ওর॥
রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মনহিঁ[১] মনোভব সিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদনহিঁ ভোর।
কানু কয়ল কোড়ে মোছই[৩] লোর॥
মানজনিত দুখ সব দূরে গেল।
গোবিন্দদাস হেরি আনন্দ ভেল॥

টীকা—"ভাঙ্গল মান রোদনহিঁ ভোর"—এই পংক্তিতে মানভঙ্গ সূচিত হইয়াছে।

২৩১

অথ পূর্বোক্তখণ্ডিতায়াঃ প্রকারান্তরং যথা।
কেদার[১] রাগ*-দশকোষীতালাভ্যাম্।

তো[২] বিনু সুখময় শেজ তেজল
নিন্দি[৩] চন্দন চন্দ।
সুতল ভূতল ঢুয়ল কুন্তল
কাম চামর বন্ধ॥
তেজহ[৪] দারুণ মান মানিনি
নাহ গাহক তোরি।
তুহুঁ সে মরকত- মুরতি মানই
কাঁচা-কাঞ্চন[৫]-গোরি।
নীল-উতপল- দাম-শ্যামর-
ধাম শ্যামর দেহ।
কুসুমশর যব বরিখে ঝরঝর
নয়ন শাওণ-মেহ॥
বিরহমোচন এ তুয়া লোচন-
কোণে নেহারবি[৬] কাণ।
বাচস্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ[৭]॥

তরু—৪৩১।

* অথবা ললিতঃ—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ তিরোধাধানসি—ক-পুঁথি।
২ মানল নয়নহি—ক-পুঁথি।
৩ মুছই—ক-পুঁথি।
১ তু-তরু।
২ বিনে—ক-পুঁথি।
৩ নিন্দ—তরু।
৪ তেজ—তরু।
৫ কাচকাঞ্চন—ক-পুঁথি।
৬ হেরবি—তরু।
৭ গান—ক-পুঁথি।

টীকা—ইহার পর অর্থাৎ পরনারী-সম্ভোগজনিত চিহ্ন-দর্শনে জাতকোপা খণ্ডিতা নায়িকা রাধাকে "তো বিনু সুখময় শেজ তেজল"—ইত্যাদি বচনে কৃষ্ণদূতী কৃষ্ণের উদ্বেগ বর্ণনা করিয়া অনুনয় করিতেছে।

"তেজহ দারুণ মান মানিনি"—এই বাক্যের দ্বারা মানে কর্কশায় বুঝাইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে মধ্যা নায়িকার "মানে কুত্রাপি কর্কশা"-ত্ব বর্ণিত আছে।

নাহ গাহক তোরি ইত্যাদি—সেই নায়ক কৃষ্ণ তোমাতেই লগ্নচিত্ত কিন্তু তুমি সেই মরকতমূর্তি কৃষ্ণকে মরকতের ন্যায় কঠিন মনে করিয়াছ। কিন্তু তুমি "কাঁচা-কাঞ্চন-গোরি" তোমাতে তো কাঠিন্য থাকিবার কথা নয় অথচ ব্যবহারে তোমাকেই পক্ক কাঞ্চনের ন্যায় কঠিন বোধ হইতেছে।

নীল-উতপল-দাম-শ্যামর-ধাম—নীলোৎপলদাম-শ্যামলধর্ম।

২৩২

গান্ধাররাগ—পঠতালৌ।

তোঁহারি বিরহ- বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।

খেণে অচেতন খেণে সচেতন
খেণে নাম ধরু তোর ॥
রামা হে তোঁ[১] বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ-অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত-দুলহ নেহ ॥ ধ্রু ॥
তোঁহারি কাহিনী কহিতে জাগই
সুতই দেখই তোহি[২]।
না[৩] ঘর[৪] বাহিরে ধৈরজ না রহে[৫]
পথ নিরখই রোই[৬] ॥
কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন-পান।
কাঠ-[৭] মূরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

তরু—৪৩০ ও ২০৪৪।

টীকা—পুনরায় তুচ্ছবুদ্ধিপ্রযুক্ত কৃতমৌনা শ্রীরাধার নিকট দূতীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিরহজনিত বৈবশ্য "তোঁহারি বিরহবেদনে বাউর"— ইত্যাদি পদে বর্ণিত হইতেছে।

রহসি—নির্জন স্থানে।

২৩৩

ততঃ প্রত্যুক্তিঃ।
কামোদরাগ-কন্দর্পতালৌ।

সো বর শঠগুণ[৮] গুরুবর গুরুতর[৯]
অছু[১০] গুণ জলনিধিসার।

পাঠান্তর—

১ তু—তরু।
২ তোয়—তরু, ক-পুঁথি।
৩ কি—তরু।
৪ অব—ক-পুঁথি।
৫ ধরে—তরু।
৬ রোয়—তরু, ক-পুঁথি। তোই—গ-পুঁথি।
৭ কাঠক—গ-পুঁথি।
৮ সো বর শঠ গুরু—ক-পুঁথি।
৯ মূল-পুঁথিতে নাই। "গুরুতর অছু গুণ"—ক-পুঁথি।
১০ অছু—ক-পুঁথি।

হাম অবলা জাতি[১] তাহে দুখিত মতি
কৈছনে না[২] পাইয়ে পার ॥
সজনি আর কত কহ[৩] পরলাপ।
সো মুঝে বৈছন করলহি[৪] অপমান
সো বর হৃদয়ক তাপ ॥ ধ্রু ॥
যো বরনারী[৫] সার করি লেয়ল
সো পদ সেবউ আনন্দে।
তাকর লাগি জাগি দিন[৬] রোয়উ[৭]
পিবউ সো মকরন্দে ॥
তাহে লাগি অন্ন- পানী[৮] সব তেজউ
জপ করু তাকর নাম।
চম্পতি-পতিকর সোই যুবতিবর[৯]
গায়ত পুন তছু গাম ॥

তরু—৪৩২।

টীকা—দূতীকর্তৃক উক্ত শ্রীকৃষ্ণের রাধায় একপরত্ব ও রাধাবিরহে বৈবশ্য মিথ্যা মনে করিয়া দূতীকে রাধা প্রত্যুক্তি করিতেছেন।

সো বরশঠগুণ-গুরুবর—কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ-শঠগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও শ্রেষ্ঠ গুরু।

গুরুতর অছু গুণ জলনিধিসার—অধিক-গৌরবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের গুণগুলি সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ (এবং কৃষ্ণ স্বয়ং জলনিধি তুল্য)।

পাঠান্তর—

১ অতি—তরু।
২ 'না'—তরুতে নাই।
৩ কর—তরু।
৪ কর লহি—তরু। করল—ক-পুঁথি।
৫ বর-নাগরী—ক-পুঁথি।
৬ নিশি—তরু।
৭ রোয়ই—গ-পুঁথি।
৮ অনুরাগ—ক-পুঁথি।
৯ যুবতিবর—তরু।

২৩৪

দাক্ষিণাত্য-শ্রীরাগমণ্ঠক তালৌ।

অখিল-লোচন-তম-[১] তাপবিমোচন
উদয়তি আনন্দ-কন্দে।
এক নলিনীমুখ মলিন করয়ে যদি[২]
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি বুঝলুঁ[৩] তুয়া প্রতিভাঁতি।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি[৪]
অন্তর আহিরিণী[৫] জাতি॥ ধ্রু॥[৬]
সংসার-জীব- জীবন যোই জীবক
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।[৭]
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশই
ইথে লাগি নিন্দ[৮] মরুতে॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখ দেই সকল শরীরে।
কাগজ-পত্র পরশে যদি নাশই
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে॥
খেণে খেণে সকল কুসুম মন তোষই
নিশি রহ কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক যদপি[৯] নাহি চুম্বই[১০]
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥
পাঁচ পরগুণ দশগুণ চৌগুণ[১১]
আট দ্বিগুণ সখী মাঝে।
চম্পতিপতি অতি আকুল তো বিহু
বিষাদ না পায়সি লাজে॥[১২]

টীকা—রাধার বচন শুনিয়া দূতী কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধাকে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

অখিল-জনের লোচনের তমোজনিত তাপ মোচন করিয়া আনন্দমূলস্বরূপ চন্দ্র নিশামুখে উদিত হয়; একমাত্র নলিনীর মুখ দিনাবসানে মলিন হয় বলিয়া কে চন্দ্রকে নিন্দা করে।

হে সুন্দরি। বুঝিলাম তোমার ভ্রান্তি কোন পথে চলিতেছে। গুণসমূহ ত্যাগ করিয়া একটি মাত্র দোষ ধরিয়া ঘোষনা করিতেছ—নির্বোধ আভীর জাতির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। এই সংসারে সকল জীবের জীবনের রক্ষক যে মন্দ সুগন্ধ ও শীতল মরুত তাহার স্পর্শে দীপের জ্যোতি নিভিয়া যায় বলিয়া তুমি তাহার নিন্দা করিবে? জল—যাহা স্থাবর-জঙ্গম-কীট-পতঙ্গ—সকলের শরীরে সুখদান করে তাহার স্পর্শে কাগজপত্র নষ্ট হয় বলিয়া তুমি তাহার নিন্দা করিবে? প্রতিক্ষণে সকল কুসুমের মনস্তুষ্টি সাধন করে এবং রাত্রে কমলিনীর সহিত কালযাপন করে; শুধুমাত্র চম্পকপুষ্পকে চুম্বন করে না বলিয়া ভৃঙ্গকে নিন্দা করিবে?

প্রমদা-শত-কোটির মধ্যে প্রাধান্যবশত ষোড়শ শত নায়িকার মধ্যেও কৃষ্ণ তোমার কথা ভাবিয়াই অতিশয় আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আর তুমি মানিনী নায়িকার

পাঠান্তর—

১ অখিল-জীবন—ক-পুঁথি।

২ মলিনি কই যদি—সং। মলিন কেলি সখি—ঙ-পুঁথি, মূল পুঁথি, বঙ্গ, গ-পুঁথি। "মলিন করয়ে যদি"—ক-পুঁথির এই পাঠ গৃহীত হইল।

৩ বুঝল—ঙ-পুঁথি।

৪ এক দোষ ভাবসি—সং।

৫ সহজে আভিরিনি—সং।

৬ এস্থলে "ধ্রু" চিহ্ন গ-পুঁথি হইতে আহৃত।

৭ সকল জীবজন- জীবন-কারণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।—সং
সংসার-জীবক- জীবন সমীরণ
বহতি সুগন্ধ সুশীতে।—ঙপুঁথি।
সংসার-জীব- জীবন-জীবক বহে
মন্দ গন্ধ সুশীতে।—ক-পুঁথি।

৮ নিন্দহ—সং, বঙ্গ।

৯ ভ্রমর—সং।

১০ চম্পকদাম ভর যদি চুম্বই—ক-পুঁথি।

১১ চৌগুণ দশগুণ—ঙ-পুঁথি।

১২ চম্পতি নাথ তুয়া গুণে আকুল
অকুশল না কহল লাজে।

আত্মাভিমানবশত কৃষ্ণানুরাগিনী হইয়াও তাঁহার জন্ম বিবাদব্যাকুলা হইতে লজ্জা পাইতেছ।

চম্পতিপতি—শ্রীকৃষ্ণ, পদকর্তা।

২৩৫

কর্ণাটরাগ-প্রতিমঠকতালৌ।

কি করব জপতপ দানব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুল শীল ধৈরজ যৌবন[১]
কি করব[২] লোচনহীনে॥
সখি হে জানি কহবি[৩] কটুভাষা[৪]।
ঐছন বহুগুণ এক দোষে নাশই
এক গুণ বহু-দোষ-নাশা॥ ধ্রু॥[৫]
গরল-সহোদর গুরুপত্নীহর
রাহু-বমন[৬]-তনু কারা।
বিরহি[৭]-হুতাশন বারিজ-নাশন
শীলগুণে শশী উজিয়ারা॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজসুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট-রসপানী[৮]।
সো সব অবগুণ[৯] ঢাকত[১০] এক পিকু
বোলত মধুরিম[১১] বাণী॥
কানুক পিরিতি কি কহব রে সখি
সব গুণ মূল অমূলে।[১২]
বংশী পরশি শপথ করে শত শত[১৩]
তবহুঁ[১৪]প্রতীত নাহি বোলে॥
বরণবিরঞ্জন চুম্বন আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোআসে[১৫]।
আন রমণী সনে সো নিশি বঞ্চল
হাম করল[১৬] নিরাশে॥
[সুন্দর সিন্দূর নয়নক অঞ্জন
যুত সঞে কাজরেখা[১৭]।
কুসুম ভূষণ প্রতি অঙ্গলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা॥[১৮]
আনল অধিক সো তনু দাহই
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।

পাঠান্তর—

১ সুন্দর কুলশীল ধীর যুবক বর—সং।

২ কিএ তার—সং।

৩ কবরি—গ-পুঁথি।

৪ এ সখি সমুখি কহবি কটু ভাষা—সং। কটু পাঠই ধৃত হইল—যদিও পুঁথিতে কুটু আছে।

৫ ধ্রুবপদচিহ্ন—ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।

৬ বরল—সং।

৭ বিরহ—সং।

৮ করু—ক-পুঁথি।

৯ অপগুণ—সং, ক-পুঁথি।

১০ ঢাকএ—সং।

১১ সুমধুর—সং।

১২ কাহুক মহত বুঝনু সব রে সখি
সব গুণ রূপ উতরোলে।—সং।

১৩ বংশীপরশ শত শপতি করল কত—সং।

১৪ তবহি—সং।

১৫ পুন ধরি বসন চুম্বন পরিরম্ভন
সংকেত করি আশো আসে।—সং।
বহু পরিরম্ভন মদন আলিঙ্গন
সংকেত করি আসোয়াসে।—ক-পুঁথি।

১৬ হামে করল—সং।
হামক কয়লি—ঙ-পুঁথি।
হামক করলি—মূল-পুঁথি।
হাম করল—গ-পুঁথি।

১৭ সকল কাজরেখা—ঙ-পুঁথি।

১৮ এই বন্ধনী-চিহ্নিত অংশ সং-এ নাই। ক-পুঁথিতে এই অংশে আছে—
"অধরে কাজররেখ বয়ানে তাম্বুলদুখ
বিচিত্র দশন নখরেখা।
কুসুমে ভূষিত বসনহ বিচলিত
প্রাত সময়ে দিল দেখা॥"

চম্পতি পৈড়- কপূর যব না মিলব
তব[১] মিলব হরি সঙ্গে ॥][২]
সং—৪০৩।

টীকা—অনন্তর—"কি করব জপতপ" ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বচনে শ্রীমতী দূতীকে নিরস্ত করিতেছেন।

উদ্‌গ্রাহ চরণে আছে—"ঐছন বহুগুণ এক দোষে নাশই" এবং "এক গুণ বহুদোষনাশা"। এখন উদাহরণ দিয়া তাহা বিবৃত করা হইতেছে। একগুণ বহুদোষকে নাশ করে যেমন চন্দ্রের শীলগুণ তাহার বহুদোষের নাশক হইয়াছে। চন্দ্র গরলসহোদর কারণ সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র হইতে চন্দ্র ও গরল উভয়েরই উৎপত্তি ঘটিয়াছে। চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিল এবং রাহু তাহাকে গ্রাস করে। ইহা ভিন্ন তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কচিহ্নও আছে। বিরহীজনের পক্ষে সে অগ্নিসদৃশ এবং পদ্মের নাশকারী। একমাত্র শীলগুণেই সে উজ্জ্বল হইয়া আছে। অনুরূপভাবে কোকিলেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে পরসুতে অহিতকারী, নিজপুত্রের যত্ন করে না। কাক তাহাকে উচ্ছিষ্ট পান করাইয়াছে। কিন্তু এত দোষও একমাত্র মধুর ডাকের গুণে ঢাকা পড়িয়াছে।

আবার কৃষ্ণের বহুগুণ থাকিলেও মিথ্যাভাষিত্বরূপ পাপে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে—"বহু গুণ এক দোষে নাশই।"

চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব—এই স্থলে সংকীর্তনামৃতে পাঠ আছে—"চম্পতি পেচক পুর যব মিলব"। পাঠটি লিপিদোষজনিত ভ্রমাত্মক। রাধামোহন পদামৃতসমুদ্রের টীকায় পদটির শেষ পংক্তিতে উক্ত "পৈড়" শব্দটির টীকা দিয়াছেন। অপক নারিকেলকে উৎকলদেশে 'পৈড়' বলা হয়। তাহাতে কর্পূর দিলে তাহার জল বিষতুল্য হয়। সুতরাং ইহা অভক্ষ্য। রাধা (চম্পতি) বলিতেছেন যে যদি কর্পূরমিশ্রিত অপক নারিকেলের জল না পাওয়া যায় অর্থাৎ ভক্ষণের জন্য বিষ না মেলে তবেই কৃষ্ণের মত শঠের সহিত তিনি মিলিত হইবেন।

রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পদটি খণ্ডিতার পদ। ইহাকে যেন অধীরপ্রগলভগুণাশ্রয়া কলহান্তরিতার অবস্থাবাধক পদ বলিয়া মনে না করা হয়।

চম্পতিরায় পদকর্তা। তিনি গৌরচন্দ্রের ভক্ত এবং শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজের মহাপাত্র ও পরমভাগবত ছিলেন। তিনি এই গীতটির রচয়িতা এবং সিদ্ধিদশাতেও তাঁহার চম্পতি নামই ছিল—নামের পরিবর্তন হয় নাই।

১ তবহু—ক-পুঁথি।
২ এই অংশের পরিবর্তে আছে—
গরলহি অধিক রোখে তনু দগধল
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পেচক পুর যব মিলব
তবে সে মিলব হরি সঙ্গে ॥

২৩৬

তিরোহিতা-ধানশীরাগ-দশকোষ-তালাভ্যাম্।

শুন[১] মাধব রাধা সাধিনা[২] ভেল।
যতনহি কত পর- কারে বুঝায়লুঁ
তব[৩] ধনি[৪] উতর[৫] না[৬] দেল ॥ ধ্রু ॥
তোঁহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে[৭] মুদই দুই পাণি।
তোঁহারি পিরিতে যো নব[৮] নব মানয়ে[৯]
সো অব না পুছয়ে[১০] বানী ॥

পাঠান্তর—
১ শুন—তরুতে নাই।
২ স্বাধীন—তরু।
৩ তভো—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৪ সো—ঙ-পুঁথি।
৫ উত্তর—গ-পুঁথি।
৬ নাহি—ঙ-পুঁথি।
৭ শ্রবণ—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৮ "যো নব" স্থলে গ-পুঁথিতে আছে—যৌবন।
৯ মানই—তরু, মূল-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১০ শুনয়ে—তরু। বুঝই—ক-পুঁথি।

তোঁহারি কেশ কুসুম তৃণ তাম্বূল[১১]
ধয়লহু[১২] রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরল
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ- সার[১৩] তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপ[১৪] সিধারহ[১৫] কাণ॥

তরু—৫০০, ৫৩৪।

টীকা—পূর্বপদে "পৈড় কপূর যব না মিলব তব মিলব হরি সঙ্গে"—রাধিকার মুখে এই বচন শুনিয়া নিরস্তা হইয়া দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া বলিল—মাধব, রাধা মানভঙ্গের যোগ্য উত্তর দিল না অর্থাৎ এখনও সে মান করিয়া আছে।

দূতীর এই উক্তি সত্য নয় কারণ রাধা প্রত্যুত্তর বাক্য দিয়াছিলেন। কিন্তু চমৎকার-লীলাবিধানার্থ রাধাকথিত বাক্য সঙ্গোপন করিয়া তাহার অতি কাঠিন্য প্রতিপাদন করা হইল।

তোঁহারি কেশ কুসুম তৃণ ইত্যাদি—

কেশপ্রেরণ—প্রায়শ্চিত্তসূচক মস্তকমুণ্ডনের প্রতীক।
কুসুম—অর্চনার প্রতীক।
তৃণ—দীনতাসূচক দন্তে তৃণ ধারণের প্রতীক।
তাম্বূল—মৈত্রীস্থাপনের প্রতীক।

১১ তোহার কেশ কুসুম সর তাম্বুল—ক-পুঁথি।
১২ ধরলহু—তরু।
১৩ আর—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথিতে নাই।
১৪ আগে—তরু।
১৫ সিধারও—ক-পুঁথি।

২৩৭

তিরোহিতা-ধানশীরাগ-রূপকোঘতালাভ্যাম্।*

শুন[১] সখি বচন মনহি অনুমান[২]।
নাগরীবেশ বনাওল কাণ॥
আগুপদ বাম বামগতি চাহনি
বাম কুণ্ডল অনুপাম[৩]।
বাম ভুজ[৪] বসন উড়ায়ত[৫] ঘন ঘন
কৈছন পেখলু শ্যাম[৭]॥
পট অম্বর পরি অভিনব নাগরী
ঐছে[৮] কয়ল পয়ান।
চারু শিঁথা[৯] পরি কামসিন্দুর পরি
লখই না পারই আন[১০]॥
এমন চতুর বর কহুঁ না দেখিয়ে[১১]
এ মহীমণ্ডল মাঝ।

* ধনাশ্রী—ক-পুঁথি। তথা রাগতালৌ—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ শুনি—তরু, গ-পুঁথি।
২ শুনি সখি সো বচন মনে অনুমান।—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
শুনি সো বচন মনে অনুমান—ঙ-পুঁথি।
৩ অনুপামা—তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
জ্ঞানদাসের পদাবলীর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠ-কে কোনো কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিয়া পাঠ ধরা হইয়াছে—'বামা কুণ্ডল অনুপামা'।
৪ ভুজে—তরু।
৫ ঢুলায়ত—তরু।
৬ বৈছন—তরু।
৭ শ্যামা—তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৮ ঐছনে—তরু।
৯ চারু শিথা—বহুর এই পাঠ ভুল।
১০ কান—ক-পুঁথি।
১১ কবহু না পেখলু—গ-পুঁথি।

মণিময় কঙ্কণ পহুঁ[১২] ভুজে সাজন
শঙ্খ শোভয়ে তহু মাঝ ॥
পদতলে অরুণ- কিরণ মণি[১৩] পেখলু
তেঞি হোয়ত অনুমান ।
জ্ঞানদাস কহ রাইক মন্দিরে
নাগর করল পয়ান ॥

তরু—৫৩৫

টীকা—এই পদের দ্বারা শ্রীমতীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের নারী-বেশে গমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

তুয়া সখি হোত যতনে চলি আয়লি[৯]
কোড়ে করহ ইহ শ্যামা ॥
করতহিঁ কোড়[১০] পরশ সঞে জানল
কানুক কপট বিলাস ।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দদাস ॥

তরু—৫৩৬ ।

টীকা—অনন্তর মানভঙ্গপ্রকার "কানু উপেখি" ইত্যাদি পদে দর্শিত হইতেছে।

২৩৮

রামকেলিরাগ-যতিতালাভ্যাম্ ।

কানু উপেখি রাই মহী লেখই
মানিনী অবনত-মাথ[১] ।
নিরুপম নারী বেশ করি[২] সো হরি
আয়ল[৩] সহচরী সাথ[৪] ॥
শুন সজনি কি ফল মানিনী মানে ।
চীট কানাই কতহু[৫] ভঙ্গী জানত[৬]
কো করু কত অবধানে ॥ ধ্রু ॥
শামরি হেরি রাইসখী পুছত[৭]
সো কহ[৮] ব্রজনবরামা ।

২৩৯

অথ প্রকারান্তরম্ ।

সুহইরাগ—সমতালো ।

শুনহ রায়ান[১] ঝি ।
লোকে না[২] বুলিবে[৩] কি ॥
মিছাই করলি[৪] মান ।
তো বিনে[৫] জাগল[৬] কাণ ॥
আনত সঙ্কেত করি ।
তাঁহা জাগাইলে হরি ॥
উলটি করসি মান ।
বড়ু চণ্ডীদাস[৭] গান ।

তরু—৫৭৫ ।

---

১২ চুরু—তরু।
১৩ মুক্তি—ক-পুঁথি।
১ মাথে—ক-পুঁথি।
২ ধরি—তরু, ক-পুঁথি।
৩ আওল—তরু।
৪ সাথে—ক-পুঁথি।
৫ কতয়ে—তরু।
৬ জানই—গ-পুঁথি।
৭ সখীক রাই পুছত—তরু।
৮ সো কহ—তরু। কো কহ—ক-পুঁথি।

৯ আওল—তরু।
১০ করইতে কোরে—তরু।
করতহি কোরে—ক-পুঁথি।
১ রাজার—তরু। সই, শুনহ রাজার ঝি—ক-পুঁথি।
২ বা—ক-পুঁথি।
৩ বলিবে—তরু, বহ।
৪ করিলি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ বিনু—গ-পুঁথি।
৬ তো বিনু আকুল—তরু।
৭ চণ্ডিদাস—বহ, ক-পুঁথি।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আসিয়া দূতী শ্রীমতীকে "শুনহ রাধার ঋি। লোকে না বুলিবে কি" ইত্যাদি ভৎসনা বাক্য বলিতেছে।

১৪০

ভৈরবীরাগেণ গীয়তে।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন[1] মনোভব পেশল[2] জানি[3]॥
এ সখি সে[4] সব প্রেমকাহিনী।
কানু ঠামে কহবি তছু রহ জানি[5]। ধ্রু।
না খোজলোঁ দূতী না খোজলোঁ[6] আন।
দুহুঁকর মিলন মধত[7] পাঁচবাণ॥
অব সোই[8] বিরাগ[9] তুহুঁ ভেলি[10] দূতী।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥
বৰ্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দরায়[11] কবি ভাণ॥

তরু—৫৭৬।

টীকা—এই পদটি তরুতে ও সমুদ্রে মানের পদরূপে ধৃত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে এই পদটি প্রেমবিলাসবিবর্তের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। "গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব" —গ্রন্থে প্রেমবিলাসবিবর্তের আদর্শে পদটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই পদটির তাৎপর্য কবিকর্ণপুর ও চৈতন্যচরিতামৃতের আলোকে 'সর্বোত্তম প্রেমজনিত পরৈক্য অর্থাৎ পরম অভিন্নতার সূচক" বলিয়া মনে করিলেও তরু ও সমুদ্রে ইহা মানিনীর উক্তিরূপে নিবেশিত হওয়ায় অন্য অর্থ করিতে চাহেন নাই।

রাধামোহন ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন যে পূর্বপদে—

"আনত সঙ্কেত করি।
তাঁহা জাগাইলে হরি॥
উলটি করসি মান।' ইত্যাদি দূতীবাক্য শুনিয়া রাগপরিণামবতী সাহজিক ধীরাধীরা নায়িকা শ্রীমতী "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল"—ইত্যাদি বাক্যে আপন মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন। রাধাবিষয়ে ধীরাধীরার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে যে ধীরাধীরা নায়িকা মানকালে অশ্রুমুখী হইয়া বক্রোক্তির দ্বারা প্রিয়কে বলিয়া থাকে। এই পদে রাধিকার অশ্রুপাত বর্ণিত হয় নাই সুতরাং মানকালিনী ধীরাধীরার লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা এই সংশয় উপস্থিত হইলে রাধামোহন বলিতেছেন যে "তামেব প্রতিপক্ষ কামবরদাম্" ইত্যাদি উজ্জ্বলনীলমণিধৃত শ্লোকের

পাঠান্তর—

১ তনু—ক-পুঁথি।
২ পৈশল—ক-পুঁথি।
৩ ভনি—তরু। "ভনি" পাঠের সমর্থনে তরু-সম্পাদক সতীশচন্দ্র কবি কর্ণপুরের মর্মানুবাদ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটি—
নাসৌ রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ।
এস্থলে—"ভনি"-র অনুবাদ "ইব" করা হইয়াছে।
৪ সো—তরু।
৫ "তছু রহ জানি"—ক-পুঁথির এই পাঠটি সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইল। "নির্জন স্থান বুঝিয়া কৃষ্ণকে এই পূর্ব প্রেমের কথা বলিবে"—ইহাই তাৎপর্যার্থ। "বিছুরহ জানি"—সর্বত্র এই পাঠ দৃষ্ট হয়।
৬ জানল—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি। জানলুঁ—ঙ-পুঁথি।
৭ দুহুঁক মিলনে মধ্যত—তরু।
দুহুঁক মিলন মধত—মূল-পুঁথি।
দুহুক মিলনে মরত—ক-পুঁথি।

৮ সো—তরু।
৯ বিরাগে—তরু।
১০ ভেল—বহু।
১১ রায়রামানন্দ—ঙ-পুঁথি।

উদাহরণ যদি মানিনী ধীরাধীরা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তবে এই পদটিও অনুরূপভাবে ধীরাধীরার উদাহরণ হিসাবে লওয়া যাইতে পারে।

রাধামোহন টীকায় পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—প্রথমে নয়নভঙ্গিতে পূর্বরাগ জন্মিল এবং পরে সেই প্রেম প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে হইতে আর সীমা পাইল না। সে আমার পতি নহে, আমিও তাহার পত্নী নহি তবু আমাদের মন কন্দর্প অভিন্ন করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই আমি জানি। অতএব হে সখি! শ্রীকৃষ্ণকে এই সকল প্রেমের কথা বলিবে—যেন ভুলিয়া যাইও না। সেই বিস্মরণ-শীল শ্রীকৃষ্ণের তুমি দূতী, তোমাকে বিশেষ করিয়া ভুলিয়া যাইতে নিষেধ করিতেছি—কেন না বিস্মরণ করা তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক (এস্থলে এই উক্তি বক্রোক্তিজনিত)। আমাদের মধ্যে তখন মধ্যস্থ ছিল কন্দর্প—সখীও খুঁজি নাই, দূতীও খুঁজি নাই। এখন তাহার আমাতে বিরাগ আসিয়াছে (এস্থলে বক্রোক্তি ও মান স্পষ্ট এবং মানের কিছু উপশম ঘটিলে অবহিত্থা বা আপন ভাব গোপন করিবার ইচ্ছাও বুঝা যাইতেছে)।

বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে রুদ্রগণের দ্বারা (কোপের দ্বারা) নরাধিপের ন্যায় মান যাহার (অর্থাৎ রাধার—এইটি গীতকর্তার অনুমিত অর্থ)—পক্ষে শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজের দ্বারা বর্দ্ধিতমান কবি বলিতেছেন।

২৪১

ধানশীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি।
বুঝলম[১] খলজন বচনহিঁ তোরি॥
কি ফল সুন্দরি[২] মান বাঢ়াহ[৩]।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ[৪]॥
বিচারিতে দোষলেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাহ[৫] নাহি পাই॥
গোবিন্দদাস বচন হিয় লাই।
অভিমর ইথে জনি[৬] কর বড়ুআই॥

তরু—৫৭৭।

পাঠান্তর—

১ বুঝল সো—তরুর ক, খ, গ, চ পুঁথি।
২ মানিনি—তরু।
৩ বড়াই—ক-পুঁথি।
৪ অবগাই—খ-পুঁথি। "তাহার দর্শন ও স্পর্শনে অবগাহন কর", অথবা "তাহার দর্শনই স্পর্শনের অবগাহন তুল্য"—এই অর্থ।
৫ কাঁহা—তরু।
৬ জানি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।

টীকা—রাধার বচন শুনিয়া প্রস্তুতবক্তৃী দূতী অবহিত্থা মনে করিয়া রাধাকে "হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি"—ইত্যাদি বলিতেছে।

বড়ুআই—শৌন্নতা অর্থা হামবড়া-ভাব।

২৪২

বরাড়ীরাগ-কন্দর্পতালাভ্যাম্॥।

ঘুচাও ঘুচাও[১] আরে সখি ও সব জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর[২] শতেক নমস্কার।
অমল কুলেতে কালি যেমতি দিয়াছি[৩] গো
তেমতি পাইলাম[৪] পুরস্কার[৫]।
গুরুভয় তেয়াগিনু লাজে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
তেজিলুঁ[৬] গৃহের সুখসাধ।

১ টীকায় "ঘুচাহ ঘুচাহ"—পাঠ আছে। গ-পুঁথিতেও আছে। ঙ-পুঁথির পাঠ—"ঘুচায় ঘুচায়"।
২ কানুরে মোর—তরু। ছন্দের দিক দিয়া এই পাঠ গ্রাহ্য। ক-পুঁথিতেও এই পাঠ আছে তাহাই গৃহীত হইল। খ, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি ও মূল পুঁথিতে "মোর" নাই।
৩ দিয়াছি—তরু। এই পাঠটি ঠিক। গ-পুঁথিতেও এই পাঠ দেখিয়া গৃহীত হইল। "দিয়াছে" অন্যান্য পুঁথি ও গ্রন্থের পাঠ।
৪ পাইলু—তরু। পাইল—ঙ-পুঁথি।
৫ এই পংক্তিটি ক-পুঁথিতে নাই।
৬ তেজিল—ঙ-পুঁথি।

সখি দোষ দিব কারে   এতেকে না পেলাম[৭] তারে
বিধাতা সাধিল তাহে বাদ ॥
যতন[৮] করি রুপিলাম   অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সেঁচি[৯] আঁখিজলে[১০] ।
কেমন বিধাতা সে   এমতি করিল গো
অমিয়া-বিরিখে বিষ ফলে ॥
কহেন বংশীদাস[১১]   ছাড়ি নিদারুণ আশ[১২]
তেজহ পাপ অভিমান[১৩] ।
তোঁ[১৪] বিনে[১৫] সেই কানু   খেনে খেনে[১৬] ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ ॥

তরু—৫৭৮ ।

টীকা—অনন্তর ধীরপ্রগল্‌ভা গুণ আশ্রয় করিয়া শ্রীমতী "ঘুচাহ ঘুচাহ সখী"—ইত্যাদি বাক্যে পুনরায় প্রত্যুত্তর করিতেছেন। ধীরপ্রগল্‌ভমানিনীর লক্ষণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে আছে—সুরতবিষয়ে যাঁরা আদর ও অবহিত্থার সহিত বলিয়া থাকে। এস্থলে বিধাতার প্রতি আক্ষেপ সাদর-বচন ও কিঞ্চিৎ অবহিত্থা বুঝাইতেছে।

* ভালো—ঙ-পুঁথি

৭ পাইনু—তরু। পাইলাঙ—ক-পুঁথি, পাইলাম—গ-পুঁথি। পালাম—ঙ-পুঁথি।
৮ যত্ন—তরু।
৯ সিঁচি—তরু, সিচি—বহ, ঙ-পুঁথি।
১০ নিরবধি সিঁচি আঁখির জলে—গ-পুঁথি।
১১ কহে বংশীবদনদাস—তরু। কহেন বংশীদাস—ঙ-পুঁথির এই পাঠ গৃহীত হইল। অন্যান্য পুঁথি ও বহুর পাঠ "কহে বংশীদাস"।
১২ আশ—তরু।
১৩ সাধি কহে বংশীদাস   ছাড় নিদারুণ আশ
তেজ যদি পাপ অভিমান।
১৪ তোমা—তরু, বহু।
১৫ বিনু—ঙ-পুঁথি।
১৬ খনে খনে—ক-পুঁথি।

২৪৩*

নটরাগ-দশকোষীতালাভ্যাম্ ।

শুন সুন্দরি আর কত মান বাঢ়ায়সি তোর।
সো নব[১] নাগর   কাতর অন্তর
সঘন নয়নে[২] ঝরু লোর ॥
তুয়া বিনু কুসুম-   শয়নে ঘন কাঁপই
ঘন ঘন বহত নিশাস।
তোঁহারি পরশ বিনু   ঘামই সব তনু
খরতর বিরহ হুতাশ ॥
তুয়া বিনু আন   মনহি নাহি জানত
তুয়া গুণগণ করু গান।
তুঁহারি[৩] পরশ লাগি   সাধই অনুখণ
লোরহি করত সিনান ॥
যত কিছু[৪] বিপতি   গণই না পারিয়ে
কো করু কত শত লেখ।
রাধামোহন পহুঁ   সাধনা মানিয়া[৫]
অতিসবি দেখ পরতেক ॥

টীকা—ইহার পর "শুন সুন্দরি" ইত্যাদি বচনে দূতী শ্রীকৃষ্ণের পরমবৈবশ্য ও শ্রীমতীর প্রতি একপরত্ব নিবেদন করিতেছে।

২৪৪

কামোদরাগ-দশকোষীতালাভ্যাম্ ।

প্রাণপ্রিয়[১]-মুখ   শুনিয়া শশিমুখী
পুছই গদ গদ বোল।

* এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
১ বর—ঙ-পুঁথি।
২ নয়ন—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ তোহারি—ঙ-পুঁথি।
৪ কছু—গ-পুঁথি।
৫ গোবিন্দদাস পহু   সাধন মানিয়া
রাধামোহন পহু সাধনা মানিএ—ঙ-পুঁথি।
১ প্রাণপিয়া—তরু।

অমল কুবলয়- নয়নযুগলহি
গলয়ে[২] ঝরঝর[৩] লোর ॥
বেশ বেশায়ন[৪] সবহুঁ বিসরব[৫]
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুলভয় নাহি[৬] গৌরব
মনহুঁ জাগল কাণ ॥
পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
তারে[৭] গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর পন্থ দূরতর
বিহিক[৮] বিরচন নিন্দ ॥
গড়ল মনোরথ[৯] চড়ল সুন্দরী
বিঘিনি বিপদ নাহি[১০] মান।
মিলল ভামিনী কুঞ্জধামনি[১১]
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

তরু—৫৮০।

টীকা—ইহার পর কোমলস্বগুণ আশ্রয় করিয়া সাহজিক কৃষ্ণদুঃখে দুঃখিতভাব অবলম্বন ও মান ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধা মিলিত হইলেন। "মিলল ভামিনী" —এস্থলে ভামিনী শব্দ ব্যবহারে পুনরায় মানিনী হইলেন—ইহাই বুঝাইতেছে।

---

২ গলহি—গ-পুঁথি।
৩ ঝরিঝরি—ক-পুঁথি।
চরচর—গ-পুঁথি।
৪ বিসাহন—তরু। বেশহত—গ-পুঁথি।
৫ বিছুরল—তরু। বিসরল—গ-পুঁথি।
৬ নাহিক—ক-পুঁথি।
৭ ভারে—ঙ-পুঁথি।
৮ বিহি—বহু।
৯ মনোরথে—তরু।
১০ বিঘিনি বিপদ না—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১১ কুঞ্জগামিনী—ঙ-পুঁথির এই পাঠটি কৃষ্ণকে মেঘরূপে বাঞ্জিত করে।

২৪৫

সুহইরাগ-মণ্ঠকতালো।

মানিনি মিললহি[১] কুঞ্জক মাঝ।
আনন্দে নিমগন নাগররাজ ॥
আগুসরি বিনয় করই কত ছন্দ।
কতবিধ সেবন যাহে নিরদ্বন্দ্ব[২]।
তবহুঁ বিমুখ ভেল প্রেমহি রাই[৩]।
কত পরকারে বুঝায়ল তাই ॥
সো কিছু বচন করহ অবধান।
রাধামোহন পহু যো করু গান ॥

তরু—৫৮১।

টীকা—কুঞ্জধামে ভামিনীরূপে মিলিতা হইলেন যে মানিনী রাধা, তাহারই বর্ণনা "মানিনি মিললহি কুঞ্জক মাঝ"—ইত্যাদি পদে করা হইয়াছে। প্রেমের স্বভাবকৌটিল্যবশত পুনরায় মানের উৎপত্তি। উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—প্রেমের গতি সর্পের ন্যায় স্বভাবকুটিল।

২৪৬

শ্রীরাগ-যতিতালো।

বদন না কর মলিনছান্দ[১]।
বাদে জিয়ায়সি পুনিম চান্দ[২] ॥
অধর বান্ধুলি[৩] মধুর হাস।
নিরাস[৪] না কর দীঘনিশাস ॥

* এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
১ মীলল—তরু।
২ নিরবন্ধ—তরু।
৩ তবহু বিমুখী ভেল মানিনী রাই—তরু।
১ ছাঁদ—গ-পুঁথি।
২ চাদ—গ-পুঁথি।
৩ বাঁধনি—ক-পুঁথি।
৪ নীরস—তরু।

রাইহে অবহু[৫] তেজহ মান।
চরণে লাগি তোঁহে[৬] সাধয়ে কাণ॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন যোর।
ভাউ ভুজগী কাহে রহল আগোর[৭]॥
কি ফল মোহে এতহু রোষ।
জগতে বিদিত[৮] দাসক দোষ॥
বচন অমিয়া বিহু যে নাহি[৯] জীয়ে[১০]।
মান কুলিশ দরশায়হ[১১] কিয়ে॥
গোবিন্দদাস চিতে এহি আশ[১২]।
এ জন করয়ে মান[১৩] অভিলাষ॥

টীকা—কুঞ্জে নায়কদুঃখে দুঃখিতা হইয়া স্বয়মাগতা মানিনী ভামিনী রাধাকে কৃষ্ণ—"বদন না কর মলিন ছান্দ" ইত্যাদি বাক্যে অনুনয় করিতেছেন

কৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার সহিত মান-বশত বিবাদ করিয়া নিজ মুখ কিঞ্চিৎ মলিন করিয়া পূর্ণচন্দ্রের গৌরব বাড়াইতেছ কেন? আমি কৃষ্ণ—তোমার পায়ে ধরিয়া সাধনা করিতেছি—এখনই তোমার মান ত্যাগ কর। তোমার নয়ন-খঞ্জন আমাকে আনন্দ দিতে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু তুমি তোমার ভ্রূভুজঙ্গীকে কুটিল করিয়া তাহাকে বাধা দিতেছ—ইত্যাদি।

৫ অব—তরু, ঙ-পুঁথি।
৬ চরণে লাগিয়া—তরু। ছন্দের দিক দিয়া গ্রাহ্য।
৭ ভাঁউ-ভুজঙ্গম রহ অগোর—তরু। ছন্দের দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য পাঠ।
৮ জগত বিদিত—বহু, ক-পুঁথি।
৯ নাহ—ঙ-পুঁথি।
১০ বচন-অমিয়া যে জন জীয়ে—তরু।
১১ দেখাও—তরু।
১২ হাস—তরু। আষ—ক-পুঁথি।
১৩ মান—গ-পুঁথি।

২৪৭

শ্রীরাগ-যতিতালো।

দেখ সখি নাগর[১] সুজান।
কুন্তল পিঞ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল
অবহু কি সাধসি[২] মান॥ ধ্রু॥
মুঞি[৩] কি না জানো হরি[৪] রাইক[৫] পরিহরি
স্বপনহুঁ[৬] আন না জান।
বিদগধবাদে[৭] কোই পরিবাদল[৮]
তেঞি তুহুঁ[৯] তেজবি কাণ॥
যাক[১০] মুরলী আলাপহি[১১] কত কত
কুলরমণীগণ ভোর।
তোঁহারি[১২] প্রেমভয়ে বাত না[১৩] কহতহি
অতএ কি মানসি থোর॥
প্রেমদহন[১৪] প্রেমপয়ে শীতল
আনহি হোয়ত[১৫] আন।

পাঠান্তর—

১ নাগর নাহ—ক্ষ।
২ সাধবি—ক্ষ। সাধব—ক-পুঁথি।
৩ তোহে—ক-পুঁথি।
৪ মুঞি জানো হরি—ক্ষ।
৫ রাই—ক্ষ।
৬ স্বপনহি—ক-পুঁথি।
৭ বিদগধবাদে—ক্ষ। এই পাঠটি ঠিক।
৮ পরিবাদল—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৯ তেজি কি—ক্ষ। তেঞি—বহু।
১০ যাকর—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১১ যাকর মুরলী আলাপনে—ক্ষ।
১২ তোরি—গ-পুঁথি।
১৩ নাহি—ক্ষ।
১৪ প্রেম কি দহন—ক্ষ।
১৫ হোত—গ-পুঁথি।

চন্দ্রম[১৬] চন্দন নিন্দি তঁহি তাপই
গোবিন্দদাস রস গান[১৭] ॥

ক—২০।৪।

টীকা—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে পদাবনত দেখিয়া "দেখ সখি নাগর সুজান" ইত্যাদির দ্বারা কোনো সখী রাধাকে প্রবোধ দিতেছে। বিদগ্ধ বলিয়া খ্যাত কৃষ্ণে এই মিথ্যাদোষ কেহ আরোপ করিয়াছে বলিয়া কি সে ত্যাজ্য হইয়াছে? যদি বল প্রেমাগ্নি আমাকে দহন করিতেছে—দুঃখ দিতেছে—তবে বলি, শোনো, সেই অগ্নিজ্বালা প্রেমাগ্নি দ্বারাই (শ্রীকৃষ্ণের) নিবারিত হইবে। বৈদ্যশাস্ত্রের নীতিও তাহাই—বহ্নিসন্তাপজনিত ব্রণ বহ্নিসন্তাপেই প্রশমিত হয় অন্যথায় সুখদ বস্তুও দুঃখদ হইয়া উঠে। অগ্নিদগ্ধ স্থানে শীতল জল ঢালিলে যেমন তাহা অধিক দুঃখদায়ক হইয়া ওঠে তেমনি প্রেমজ্বালা অশ্রুজলে প্রশমিত হয়না। বরঞ্চ তাহার জ্বালা আরো বাড়িয়া যায়। এমনকি চন্দ্র (অথবা কর্পূর) এবং চন্দন যাহা শীতল বলিয়া খ্যাত অতএব সুখদ তাহাও তাপদান করিয়া দুঃখদ হইয়া থাকে।

ক্ষণদার পাঠানুসারে—চন্দন, কর্পূর এবং জ্যোৎস্না যে বিরহজর্জর তনুকে শীতল না করিয়া তাপিত করিয়াই থাকে—এ-বিষয়ে সখীরূপী গোবিন্দদাসই প্রমাণ।

২৪৮*

ধানশীরাগ-যতিতালৌ।

বহু খণ পদতলে যব রহু কাণ।
সখীগণ কহইতে ভাঙ্গল[১] মান॥
কহ পুন[২] গদগদ লোচনে লোর।

* এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

১৬ চন্দ্র—ক-পুঁথি।
১৭ চন্দন চন্দ চাঁদনী তনু তাপই
গোবিন্দদাস পরমাণ—ক।
১ ভাগল—গ-পুঁথি।
২ দুহুঁ জন—তরু।

কানু জানি তব করলহি[৩] কোড়[৪]॥
কত কত প্রেম করল[৫] পুন নাহ।
বর সঙ্কীরণ রস করু অবগাহ[৬]॥
রাধামোহন পহুঁ গুপত যো কারী[৭]।
সো সুখ কো জন কহইতে পারি॥

তরু—৫৮৩।

টীকা—পূর্বগীতে অর্থাৎ "প্রাণপ্রিয় দুখ শুনিয়া শশীমুখী" ইত্যাদি পদে 'অমলকুবলয়-নয়ন-যুগলহি গলয়ে ঝর ঝর লোর'—এই পংক্তিতে মানভঙ্গ ধ্বনিত অর্থাৎ ব্যঞ্জিত হইয়াছিল। এখন এই "বহুখন পদতলে যব রহ কাণ"—ইত্যাদি পদে মানভঙ্গ স্পষ্টরূপে মিলনের দ্বারা দেখানো হইল। "কহ পুন গদ গদ"—ইহার দ্বারা কথারম্ভে রোদন যে মানভঙ্গচিহ্ন, তাহা প্রদর্শিত হইল। উজ্জ্বলনীলমণিতেও আছে যে নির্হেতুক মান স্বয়ংগ্রাহ, স্মিত ইত্যাদির দ্বারা শমতা লাভ করে। সহেতুক মান সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা বা রসান্তরের দ্বারা উপশম লাভ করে—এবং তখন অশ্রুজল ও স্মিত ইত্যাদি মানভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

২৪৯*

অথ প্রকারান্তরম্।

দেশাগরাগ-ধ্রুবতালৌ।

কাঞ্চন কমল জিনিয়া মুখ সুন্দর
আজু কাহে আরকত ভান।

* এই পদটি ক-পুঁথিতে নাই।

৩ করলহি—তরু।
৪ কোর—ক-পুঁথি।
৫ করল—তরু।
৬ বর সঙ্কীরণ রস নিরবাহ—তরু। এই পাঠটি ছন্দের দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য।
৭ গোপত যোকারি—ঙ-পুঁথি।

তঁহি অতি অরুণ নয়নযুগ ছল ছল
শ্বাসহি অধর মৈলান ॥
হেরি দেখ নবদ্বীপচন্দ।
কো ইহ ভাব কতিহুঁ না হেরিয়ে
অদভুত হৃদয়ক[1] দ্বন্দ ॥ ধ্রু ॥
কম্পহি কণ্ঠ- শবদ ভেল গদগদ
আধ আধ না বুঝিয়ে বাণী।
ঘামহি ভিগল সকল কলেবর
ঘন ঘন চালই পাণি ॥
পুন ভেল রোদন সো ভাব ক্ষীণ হেন
হেরিয়ে বদনক ছান্দে।
রাধামোহন পহুঁ নিতি কত ভাবহি
ঐছন কতবিধ কান্দে ॥

টীকা—এখন নির্হেতু মান ও মানভঙ্গের গাননির্বাহক শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রকে "কাঞ্চন কমল" ইত্যাদি পদে পদকর্তা স্মরণ করিতেছেন।

আরকত ভান=ঈষদ্রক্তবর্ণ।

এই পদের তিনটি চরণে অর্থাৎ "কাঞ্চন কমল" হইতে "চালই পাণি" পর্যন্ত মানভাবাক্রান্ত অবস্থা এবং আভোগে অর্থাৎ "পুন ভেল রোদন" হইতে মানভঙ্গ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

২৫০

বেলাবনীরাগ-সম্পকতালো।

মরকত-মঞ্জুল- কান্তি-মনোহর
মানিনী-মান-বিমোহ।
মাথহি মোর-[1] মুকুট ধর সুন্দর
মোহন পীত[2]-পট শোহ ॥
মাধব মধুর মূরতি যত্ন কাম।
মাধবী-মল্লী- মুকুলবর-মাধুরী
মালতী মিলু ঠাম[3] ঠাম ॥ ধ্রু[4] ॥
মোহন মধুর মধুর বচন মধু
মোহিত মুনিজন মান।
মহা মহাদেব দেবগণ[5] মুরছন
মোহন মুরলী মহা গান ॥
মণিময় মকর- কুণ্ডল তনু শোহন
মণিময় হারহি সাজ।
মরকত-মুকুর- মলিন-কর পদনখ
রাধামোহন মন রাজ[6] ॥

তরু—২৪২৭।

টীকা—অনন্তর "মরকত মঞ্জুল-কান্তি-মনোহর"—ইত্যাদি দ্বারা কোনো সখী রাধার চিত্তাকর্ষক ও মানভঙ্গকারক—এই উভয়োচিত শ্রীকৃষ্ণরূপ স্বগত বর্ণনা করিতেছে। কৃষ্ণের রূপ এরূপ যে মানিনীর ও শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিমোহ উপস্থিত হয়। ইহার দ্বারা মানিনীর এবং শ্রীকৃষ্ণের মানরসাক্রান্তত্ব বুঝা যাইতেছে। "মোহিত মুনিজন মান" —পদাংশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের মানভঙ্গকারিত্ব বুঝাইতেছে।

২৫১

ভূপালীরাগ-সমতালো।

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল তুহুঁ[1] মান ॥
তুহুঁ অতিরোখে বিমুখ ভৈই বৈঠি[2]।
তুহুঁ চলল বৃন্দাবন পৈঠি[3] ॥

পাঠান্তর—

১ হৃদক—গ-পুঁথি।
১ ময়ূর—ক-পুঁথি।
২ পট—ক-পুঁথি।
৩ তনু—মূল-পুঁথি।
৪ গ-পুঁথি হইতে "ধ্রু" গৃহীত হইল।
৫ দেব—ঙ-পুঁথি।
৬ এই পংক্তিটি ক-পুঁথিতে নাই।
১ দুহুঁ—মূল পুঁথি। বহু—ক-পুঁথি।
২ বৈ—তরু।
৩ দুহজন চললী বৃন্দাবন পৈঠি—ক-পুঁথি।
দুহু চললী যমুনা জলে বৈঠ—তরু।

কি কহব এ সখি কহত হুতাশ[৪]।
কিয়ে কিয়ে না করু মদনবিলাস[৫]। ধ্রু।
লোচন-লোরে ভোরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমিরে[৬] নিকুঞ্জক[৭] অন্ত।
দুহুঁ দুহুঁ পুছইতে দুহুঁ মতি বাম।
দুহুঁ কয়ল নিজ নিজ সখী নাম[৮]।
ভরমে কহত দুহুঁ মরমক বোল।
সহচরি বোলি দুহুঁ দুহুঁ করু কোড়।
যব দুহুঁ মিলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহ পুন[৯] কিয়ে ভেল।

তরু—৫৯৯।

টীকা—প্রকারান্তর দ্বারা উভয়ের নির্হেতুক মান "রসবতী রাধা রসময় কান"—ইত্যাদি পদদ্বারা দর্শিত হইতেছে। "কো জানে কাহে কয়ল দুহুঁ মান"—এই পদাংশে মানের নির্হেতুতা ব্যক্ত হইল। "যব দুহুঁ"—ইত্যাদি চরণে পরস্পরের আলিঙ্গন দ্বারা মানভঙ্গ সূচিত হইয়াছে।

২৫২

কেদার রাগ-নন্দনতালাভ্যাম্ *

ইহ মধুযামিনী মাহ।
কথি[১] লাগি মান- দহনে তনু দহি দহি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ।[২]। ধ্রু।

চান্দ-উদয়ে[৩] কিয়ে কুমুদিনী মুদিত
চান্দনী[৪]-বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনী কতিহুঁ নাহি[৫] পেখিয়ে[৬]
কিয়ে বিধি মতি গতি[৭] ভোর।
ঐছন কামিনী ও সুপুরুখবর
দুহুঁ[৮] দুলহ নব বালা।
দুহুঁ তনু পরশনে[৯] থনিক পরশরস
জলধরে যেন[১০] বিজুমালা[১১]।
সহচরী-বচন শুনি দুহুঁ আনন্দিত[১২]
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস[১৩]।
দুহুঁক অনুভব পূরল মনোরথ
গোবিন্দদাস পরকাশ।

টীকা—পুনরায় কালভেদের দ্বারা তাহাদের উভয়ের (কৃষ্ণ ও রাধার) নির্হেতু মান "ইহ মধুযামিনী মাহ" ইত্যাদি পদে দেখানো হইতেছে। "চান্দ উদয়ে কিয়ে" ইত্যাদি উপমা দ্বারা নির্হেতু মান এবং জ্যোৎস্না রাত্রিও বুঝা যাইতেছে। "দুঁহু তনু পরশ থনিক পরশরস জলধরে যেন বিজুমালা"—এস্থলে "থনিক" পাঠই ধরিতে হইবে—"খেনেক" নহে। অনুরূপভাবে "বিজুমালা"-ই উচিত পাঠ

* যথা—রাগ।

৪ কি কহব রে সখি কহইতে হাস—তরু।
কি কহব রে সখি কহতুর হাস—ক-পুঁথি।
৫ কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহুঁক বিলাস—তরু।
কিয়ে কিয়ে না করি মদন বিলাস—ক-পুঁথি।
৬ তিমির—তরু।
৭ কুঞ্জক—ক-পুঁথি।
৮ দুহুঁ সে কহল নিজ সহচরী নাম—তরু।
৯ তব—তরু।
১ কাহে—তরু।
২ ইহার পর তরুতে আছে—

উহ সুপুরুখবর বিদগধশেখর
এ অবিচল কুলবালা।
বিহি ও না জানল মদন ঘটায়ল
জনু জলধরে বিজুমালা।

৩। উদয়—ক পুঁথি।
৪। চাঁদিনি—বহ, চাঁদনি—তরু।
৫। না—তরু।
৬। দেখিয়ে—ক-পুঁথি।
৭। অতি—তার।
৮। দু হুঁক—তরু।
৯। পরশে—তরু। পরশ—বহ, বহর টীকা।
১০। জনু জলধরে—তরু।
১১। বিধু-মালা—গ-পুঁথি।
১২। শুনিয়া দুহুঁ হরষিত—তরু।
১৩। ভাষ—ক-পুঁথি।

—"বিধুমালা" নহে ইহার অর্থ বিদ্যুন্মালা—চাঁদমালা নহে কেননা মেঘে কখনো চাঁদমালা দেখা যায় না।

রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন যে প্রকরণান্তরোধে এই দুইটি পদ ("রসবতী রাধা রসময় কান" এবং "ইহ মধুযামিনী মাহ") লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রেম-বৈচিত্ত্যরসের ন্যায় সম্ভোগগানের পরেও এই পদ গাহিয়া পুনরায় সম্ভোগরসের গান করা উচিত—এ কথা সুধীজনের ভাবনাগম্য।

২৫৩

অথ স্বয়ংদৌত্যং তদুচিতগৌরচন্দ্রো যথা।
ঐশান্তভাটিয়ারীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্॥

মো মেন[1] মনুঁ	মো মেন[2] মনুঁ।
কি দেখে গৌরাঙ্গ	দেখিয়া আনুঁ। ধ্রু।
সাত পাঁচ সখী	যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল	চলই[3] বাটে॥
হাসিয়া রসিয়া[4]	সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি	কি রসরঙ্গে॥
থির বিজুরি	করিয়া একে।
সেহ নহে গোরা[5]	অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনি	ভাঁউর দোলা।
মোর হিয়ামাঝে	করিছে খেলা॥
চান্দ মলিন	বদন-চান্দে[6]।
দেখিয়া যুবতী	ঝুরিয়া কান্দে॥

পাঠান্তর—

১ মেনে—তরু।
২ মেনে—তরু। মেন—ঙ-পুঁথি।
৩ দেখিনু—তরু।
৪ হাসিয়া রসিয়া—তরু। হাসিকা হাসিকা রসিকা—খ-পুঁথি।
৫ সে নহে গৌরাঙ্গ—তরু।
৬ চান্দ কলমতি বদনচান্দে—তরু।

চাঁচর কেশে	ফুলের ঝুটা।
যুবতী-উমতি	ফুলের খোঁটা॥
তাহে তরুণসুখ	বসন পরে।
গোবিন্দদাস	তেঁই সে ঝুরে॥

তরু—২৭৭।

টীকা—আশ্রয়ালম্বনভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভাবে কটাক্ষাদিকারী গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া পূর্বাবতারানুগত আশ্রয়ালম্বনরূপা অর্থাৎ গোপীভাবে ভাবিতা কোনো এক রমণী স্বাভাবিকভাবের উদয়বশত আপনাতে ঐ অভিযোগ প্রযুক্ত মনে করিয়া বলিতেছেন।

২৫৪

কামোদরাগ-কন্দর্পতালৌ।

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বররঙ্গী।
কামিনী কাম মনহি মন সঙ্কর
তৈছন ললিত বিভঙ্গী॥ ধ্রু॥
স্মিতযুত বয়ন- কমল অতি সুন্দর
শোভা বরণি না হোয়।
কত কত চান্দ মলিন ভেল রূপ হেরি
কোটি মদন পুন রোয়॥
চামরী-চামর লাজে সুকুঞ্চিত
কুঞ্চিত কেশক বন্ধ।
পন্থহি পন্থ চলত অতি মন্থর
মরগজ-গমনক[1] ছন্দ॥
আন উপদেশ[2] বোলত করি চাতুরী
মধুর মধুর পরিহাস।
নিজ অভিযোগ করত পুরব মত
ভণ রাধামোহনদাস॥

পাঠান্তর—

১ মরগজ মরনকি—ক-পুঁথি
মরগজ মরনক—খ-পুঁথি
২ উপদেশে—গ-পুঁথি। ঙ-পুঁথি।

টীকা—**ললিতবিভঙ্গী**—ভ্রূবিলাসমনোহর সুকুমার অঙ্গের বিন্যাসভঙ্গীকে ললিত বলে।

স্মিতযুত ইত্যাদি—গৌরাঙ্গের মুখকমল ও মুখচন্দ্র সর্বদাই শোভমান।

মদগজদমনক ছন্দ—মদমত্ত হস্তীর গমনকে যে জয় করিয়াছে।

নিজ অভিযোগ ইত্যাদি—ভাবের অভিব্যক্তি—নিজের বা পরের দ্বারা হোক—অভিযোগ নামে খ্যাত। পুরবমত অর্থাৎ কৃষ্ণের ন্যায়।

এইপদে গৌরাঙ্গের বাচিক আঙ্গিক ও চাক্ষুষ অভিযোগের কথা বলা হইয়াছে।

রাধামোহন বলিতেছেন—কামিনী শ্রীরাধার কামক্রীড়ায় কারণস্বরূপ প্রেমের সঞ্চার যেমন যেমন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে সেই সেই ভাব শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে ও সম্যকরূপে সঞ্চারিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীচৈতন্যও ললিতভাববিশিষ্ট-ভঙ্গিযুক্ত হইয়াছেন। অঙ্গসমূহের ভ্রূবিলাসমনোহর সুকুমার বিন্যাসভঙ্গিকে ললিতভাব বলে। নবদ্বীপগত সকল কামিনীর মনে তাঁহার ললিতসুন্দর বিশিষ্ট ভঙ্গি কামের সঞ্চার করিয়াছে। ইনি পূর্বাবতারোচিত বাচিক আঙ্গিক ও চাক্ষুষাদি অভিযোগ করিতেছেন। অতিশয় গূঢ়রহস্যময় এই লীলা মূঢ়মতি জনের বোধগম্য নহে। তিনি যে ইহার আস্বাদ পাইয়াছেন—তাহা তাঁহার কৃপাবশত।

২৫৫

বেলোয়াররাগ-বশকোশীতালাভ্যাম্[১]।

অভিনব নীল- জলদতনু ঢর ঢর
পিঞ্ছমুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসনবিভূষণ[২]
মণি[৩]নূপুর রুনুঝুনু বাজনি রে।

জয় জয় জগজন-লোচনফান্দ।
রাধারমণ বৃন্দাবন চান্দ ॥ ধ্রু ॥
ইন্দীবরযুগ- সুভগ বিলোচন[৪]-
অঞ্চল চঞ্চল কুসুমশরে।
অবিচলকুল- রমণীবর মানস
জর জর[৫] অন্তর ভাব[৬] ভরে।
বনি বনমাল আজানুবিলম্বিত[৭]
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গায়ত গোবিন্দ দাস-পহুঁ ॥

টীকা—এই পদটি স্বয়ংদৌত্যসম্পাদনার্থ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ রচনা করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি সংকেতস্থলে মুরলীবাদনপর শ্রীকৃষ্ণের রূপধ্যান করিয়া রূপবর্ণনা করিয়াছেন। তাহারই স্ফোরকলিখন করিতেছেন রাধামোহন তাঁহার টীকায়।

অভিনব নীল ইত্যাদি—ময়ূরবর্হাগচিত মুকুটের শোভা স্বতঃশোভা নহে, কৃষ্ণশিরে অবস্থানবশতই তাহার শোভা। কৃষ্ণের অঙ্গলাবণ্য অভিনব নীলজলদ হইতেও অধিক লাবণ্যময়।

কাঞ্চনবঞ্চন ইত্যাদি—কাঞ্চনকেও পরাজিত করিয়াছে পীতবসনের যে জ্যোতি তাহাও তদঙ্গসংস্পর্শবশতই সুতরাং কৃষ্ণঅঙ্গই তাহার বিভূষণ। অথবা তাঁহার বসনের শোভা অন্যত্র ভূষণ শোভাসদৃশ।

জয় জয় জগজন ইত্যাদি—জগজন-লোচন এস্থলে পক্ষীর সহিত তুলনীয়।

বিম্বাধর পর ইত্যাদি—রাধাপ্রেমে মোহিত হইয়া তাহার লজ্জা ও ধৈর্যাদি ভাঙিয়া তাঁহার বাচিক স্বাভিযোগ শুনিবার ইচ্ছায় কৃষ্ণ মুরলী বাজাইতেছেন।

পাঠান্তর—

১। —তালো—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।

২। কাঞ্চনবসন-ভূষণ মণি-আভরণ —ক-পুঁথি।

৩। ক-পুঁথিতে 'মণি' নাই।

৪। সুভগ-বিমোচন—ক-পুঁথি। নীলপদ্মযুগলের সৌভাগ্য বা প্রিয়তাকে কে জয় করে—এই অর্থে।

৫। গরগর—ক-পুঁথি।

৬। মদন—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৭। আজানুলম্বিত—ঙ-পুঁথি।

২৫৬

বেলোয়াররাগ-সম্পকতালৌ।

অতি নব[1] অনুরাগে ভরল মনে[2] উৎসুক
টুটল ধৈরজ লাজ।
তনু-অনুলেপন সঙ্গক পরিজন
তেজল যত কিছু সাজ।
দেখ[3] রাই চলত অতি মন্দ।
নিজ অভিযোগ করব[4] অতি নিশ্চয়
বুঝিয়ে কাজক বন্ধ। ধ্রু।
মুখ জিত শরদ- সুধাকর তনুরুচি
কবলিত-কাঞ্চনদণ্ড।
নয়ন তিমিরশর ফুলশর-মদহর
ভাঙ মদনধনুখণ্ড।
ঐছন ভাতি ভাবিনী ভালে ভেটল
মনমথ মনমথ-পাশে।
অনুভব লাগি গুপতহি সখী চলু
কহ রাধামোহন দাসে[5]।

টীকা—পদটি একটি সখীর প্রতি অন্য এক সখীর উক্তি। সখী এস্থলে স্বয়ংদূতী-শ্রীরাধার অভিসারপূর্বক মিলন দর্শন করিতেছেন। সর্বভাবরূপা শ্রীরাধা। লীলাভেদবশত তাঁহার রাগের উদ্বোধও বিবিধ। এস্থলে ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ মনে ধৈর্য, লজ্জা, অনুলেপাদি এবং সখীসঙ্গ পরিত্যক্তহইয়াছে। অবশ্যই ধৈর্য ও লজ্জা ক্ষীণতর হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে।

পাঠান্তর—

১ নব—ক ও গ পুঁথিতে নাই।

২ মন—ক-পুঁথি।

৩ দেখ দেখ—গ-পুঁথি।

৪ কারন ক-পুঁথি। করব গ-পুঁথি।

৫ কহ ইহ গোবিন্দ দাসে—গ-পুঁথি।

২৫৭

ধানসীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

মুরলী মিলিত- অধরনব-পল্লব
গায়ত[1] কত কত রাগ।
কুলবতী হোই মন্দির ছোড়ি আয়লোঁ
সহই না পারি বিরাগ।
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গৌরী-আলাপি শ্যামনট সঙ্গক
তব তুহুঁ বিদগধ জান। ধ্রু।
মুরলী ছোড়ি অছু[2] মধুর আলাপবি
তেসর[3] জন বনি[4] জান[5]।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অব সমুঝিয়ে
যতি খণে হোত সুখান।
নিরজন জানি হৃদয়ে অবধারবি
ঐছন গুণবতীভাব।
গুণিজন লাজ যৈছে[6] নাহি হোয়ত
কহতঁহি গোবিন্দদাস।

তরু—৬২১, সং—১১৭

টীকা—মুরলীধ্বনি শুনিয়া ঔৎসুক্যবশত লজ্জা হারাইয়া রাধা সগর্বে বাচিক অভিযোগ করিতেছেন।

ইহার বাঞ্ছিত অর্থ (কয়েকটি শ্লিষ্টশব্দকে লইয়া যথা রাগ, গৌরী,) ইত্যাদি হইতেছে—তুমি মুরলীধ্বনিতে প্রণয়োৎকর্ষস্বরূপ রাগাখ্য স্থায়ি-ভাবকে প্রকাশ করিতেছ। তাই তোমারস্বর পীড়া সহিতে না পারিয়া কুলবতী হইয়াও

পাঠান্তর—

১ গাওত—সং।

২ অব—সং। ক-পুঁথিতে নাই।

৩ তেসর—মূল—পুঁথি। তে অব—তরু (পরবর্তী পদের আলোকে এই পাঠটি গ্রহণ যোগ্য। কিন্তু এই পদের টীকায় রাধামোহনের অর্থ দেখিলে 'তেসর' পাঠটিই ঠিক বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী পদে এই শব্দটি বক্রোক্তির উদাহরণ ধরিতে হইবে।)

৪ নহি—সং।

৫ এই পাঠটি ক-পুঁথিতে নাই।

৬ কবহি—সং।

বাহির হইয়া আসিয়াছি। তুমি বিদগ্ধ, আমার সহিত আলাপ করিয়া রসসঞ্চার কর। তৃতীয় জনের শ্রবণে না প্রবিষ্ট হয় এইরূপ ভাবে আমার কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া মধুর রসালাপ কর। স্থান নির্জন—আমার কথা মনে গাঁথিয়া লও (ব্যঞ্জনায় আমাকে হৃদয়ে ধারণ কর)। যাহা করিবে বৈদগ্ধ্যের সহিত করিবে যাহাতে গুণিজন লজ্জা না পান।

২৫৮

ধানশীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।+

রাগ তাল তুহু হৃদয়ে ধয়লি[১] তুহু
 জানল বচনক রীতে।
গ্রাম তিন[২] স্বর বহুবিধ পরকার
 জানসি কত কত নীতে।
 গুণবতি অতএ নিবেদিয়ে তোয়।
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে
 নিজজন জানিয়া মোয়। ধ্রু।
মুরলী ছোড়ি হাম নিকটহি বৈঠব
 শিখব সুমধুর গান।
গৌরী শ্যামনট তব নহ সুরঘট
 হোয়ব মিলন-সন্ধান।
মুখহি মুখহি যব তুহু শিখায়বি
 হৃদয়ে ধরব তব হাম।
জ্ঞা রাধামোহন[৩] বচন রচন পুন
 ভালে[৪] সে[৫] জানিয়ে[৬] শ্যাম।

পাঠান্তর—

+ ও-রাগতালৌ—গ-পুঁথি।
১ ধয়ল—ঙ-পুঁথি।
২ গান বিগ -ম-পুঁথি।
৩ "গোবিন্দ—রাগ তব"—গ পুঁথি। (পদের বৈদগ্ধ্য দেখিয়া গোবিন্দদাসের পদ বলিয়াই মনে হয়।
৪ ভাল—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ রস—ক-পুঁথি।
৬ জানএ—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

টীকা—পরমানন্দ ও পরমরসের হেতুভূত শ্রীরাধার উক্তি শুনিয়া পরমানন্দী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তর করিতেছেন। এই পদেও পূর্বোক্ত পদের ন্যায় অন্যার্থ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। "রাগ" ও "তাল" শব্দ দুইটি প্রেমোৎকর্ষ ও গুরুযৌবন ব্যঞ্জিত করিতেছে।

মধুর আলাপ ইত্যাদি—নির্জনস্থান বিনা শৃঙ্গারালাপ সম্ভব হয়না। নিজজন জ্ঞান বিনা উভয়পক্ষে নিগূঢ় বিজ্ঞাপণ অর্থাৎ প্রগাঢ় প্রেমের রহস্যময় প্রকাশ সম্ভব হয়না।

২৫৯

বরাড়ীরাগ-মঠকতালৌ।

মনমথ-মকর- ভরহি ভরকাতর
 মঝু[১] মানস-হ্রদ কাঁপ।
তুয়াহিয়া-হার- তটনিকট কুচঘটে[২]
 উছলি পড়ল[৩] দেই ঝাঁপ।
 সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসীক মীন বড়শী অব[৪] ডারসি
 এ অতি[৫] কঠিন বিপাক। ধ্রু।
পুন সেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল
 নাভিসরোবর মাহ।
তাঁহি রোমাবলী[৬] ভুজগীসঙ্গ ভয়ে
 ত্রিবলী বেণী অবগাহ।

পাঠান্তর—

১ মুঝ—ঙ-পুঁথি।
২ কুচঘট—ঙ-পুঁথি।
৩ পড়লি—ঙ-পুঁথি।
৪ কিয়ে—তরু।
৫ এমতি—ক-পুঁথি।
৬ লোমাবলি—ক-পুঁথি।

তাঁহি ফিরত কত বতহু মনোরথ[৭]
দৈবক[৮] গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে পড়ত ভেল[৯] সংশয়
গোবিন্দদাস রস গান॥

ক—২১।৭, তরু—২৩, সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়—১৪১।

টীকা—এই পদে কটাক্ষকারিণী রাধার প্রত্যঙ্গ সৌন্দর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের তদ্বশ্যত্ব ধ্বনিত হইয়াছে।

মকর সামান্যমৎসহিংসক মৎস বিশেষ। মকর যাহার বাহন সেও অনুরূপ হিংস্র। সুতরাং মদন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ মৎসকে যে হিংস্র আক্রমণ করিবে তাহা আর আশ্চর্য কি। প্রথমে হাররূপা নদীতে, অনন্তর তৎতীরস্থ কুচঘটে পরে নাভিসরোবরে পতিত এবং পশ্চাৎ রোমাবলী ভুজগী ভয়ভীত হইয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতীরূপা ত্রিবলীতে কিঙ্কিণী জালে আবদ্ধ চিত্তরূপ মৎস কৈবর্তরূপ মদন আয়ত্ত করিল। রাধিকার অঙ্গ সৌন্দর্য কি ভাবে কৃষ্ণচিত্তে সুরত তৃষ্ণা জাগাইতেছে তাহাই এই পদের বর্ণনীয় বিষয়।

২৬০

গান্ধাররাগ-যতিতালাভ্যাম্।

কনকলতা কিয়ে বিকসল পদ্মিনী
কিয়ে মহি বিজুরি উজোর।
কুঞ্জকুটীরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে আওলো[১] ভোর।
সুন্দরি তোঁহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি ভরল নয়নশর
হানলি অন্তরচিতে॥ ধ্রু॥

তব অবগেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন
অব সুপুরুববধ জান।
উচ-কুচ-কঞ্চুক[২]- সরস-পরশ দেই
উদঘাটহ দিঠিবাণ।
আশা পাশ হাস[৩] দরশায়ই[৪]
কতি খণে বধবি[৫] পরাণ।
বিঘটল সময়[৬] পালটি নাহি আওত
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

তরু—৬২৪।

টীকা—সুন্দরি তোঁহারি চরিত বিপরীতে—রাধার চরিত বৈপরীত্যময় কারণ কনকলতারূপ তনুদেহে মুখরূপ চন্দ্র উদিত হইয়াছে। মৃত্তিকায় বিদ্যুৎচমক হইতেছে—কারণ বিদ্যুৎস্বরূপা রাধা মাটিতে পা রাখিয়াছেন। গগনে চন্দ্রোদয় ঘটিয়া থাকে কিন্তু রাধা কুঞ্জে আসায় মনে হইতেছে যে কুঞ্জেই চাঁদ উঠিয়াছে। কজ্জল স্নিগ্ধ বস্তু কিন্তু রাধার নয়নে তাহা গরলের কার্য করিতেছে।

২৬১

কেদাররাগ—সমতালৌ

গিরিবর কুঞ্জে চললি তুহুঁ নিরজনে
উজ্জল সমরক লাগি।
নিজ অভিযোগ- বচন কৌশলে[১]
মনোহি মনোভব জাগি।
সজনি আজু পরম রস ভেল।
অভিনব রাগ- তুরগ-মনোরথে
দুহুঁক ঘটন পুন ভেল॥ ধ্রু॥

৭ মনমথ—বহ।

৮ দৈবকি—তরু; দৈবকো—ক।

৯ পড়ল বর—ক, পড়ল ভেল—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ হোয়ল—ঙ-পুঁথি।

২ চুম্বক—তরু।

৩ হাসি—তরু।

৪ দরশায়সি—তরু।

৫ বাধবি—তরু, খ-পুঁথি।

৬ শয়ন—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ নিজ অভিযোগে বচনক কৌশলে—খ-পুঁথি।

অগুরুগণ পুন ভেল রণবাদক
কোকিলস্বর রণশৃঙ্গ।
ভেরী তুরীকুল[২] বাজাওত শিখিগণ[৩]
বীরগণ গাওত ভৃঙ্গ॥
ভাউ[৪] কামান কটাখ তিখিনশর
অদভুত পুলক কচুক।
অঙ্গ শেল[৫] ভেল ঘাম পরশু কুল
স্বরভেদ[৬] মদন বন্দুক॥
ঐছন সাজ মদন রণ পণ্ডিত
যুঝল[৭] যুগলকিশোর।
ভণ রাধামোহন দরশন কিয়ে উহ
লীলা হোয়ব মোর॥

টীকা—সখীর প্রতি সখীর উক্তি।
উজ্জ্বল সমর—শৃঙ্গার যুদ্ধ।

২৬২

শ্রীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

সখি অনুমানে জানিয়ে কাজ।
জয় জয় জয় কিঙ্কিনী নূপুর
দুহুক রণধ্বনি[১] বাজ॥ ধ্রু॥
নিবিড় আলিঙ্গন ভুজ ভুজ বন্ধন
প্রতি অঙ্গ যমু ভটধার।
কিয়ে পরস্পর করু পরিরম্ভণ
জানিঞা সমর সুধীর॥

কঙ্কণ বলয়া সঘন সম বোলত
চুম্বন যুগ যুগ[২] ঘোর।
যুঝলু মানে পরাভব মানল
জিতল যুগলকিশোর॥
সৌরভে মাতি ভ্রমরকুল ধাওত[৩]
ছোড়ল কুসুমবিলাস।
নিজ অভিযোগে হোয়ত পুন ঐছন
কহ রাধামোহনদাস[৪]॥

টীকা—সম্ভোগকালীন শৃঙ্গারবর্ণনাত্মক পদ। সর্বাঙ্গ সেনাগণ।

২৬৩

বেহাগরাগ-সমতালৌ।

রাধামাধব বৈঠলি শেখহি
বেঢ়ি একু[১] রতি-অবসানে।
দুহুঁ কর শ্রমজল[২] দোঁহে দোহাঁ[৩] পোঁছই
দুহুঁ দোহাঁ যশ করু গানে॥
খপুর কপূরযুত সৌরভ-তাম্বূল
দুহুঁ দোহাঁ[৪] মুখে দেই দানে।
তদাত উদিত মনোহি মনোভব
অধর অধররস পানে॥

---

২ দল—ক-পুঁথি।
৩ সখীগণ—বহু, মুদ্রা-পুঁথি। সঙ্গতি দেখিয়া ক ও গ-পুঁথির পাঠ "শিখিগণ" গৃহীত হইল।
৪ ভাহু—গ-পুঁথি।
৫ সেনা—ক-পুঁথি।
৬ স্বরভেদ—ক-পুঁথি।
৭ যুঝব—বহু, মুদ্র পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ক-পুঁথির 'যুঝল' গৃহীত হইল। যুঝয—গ-পুঁথি।
পাঠান্তর—
১ দুহুকরধ্বনি—ক-পুঁথি।

(বিহাড়া-সমতালৌ—মুদ্র-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি)
২ ক-পুঁথিতে নাই।
৩ ধাওল—গ-পুঁথি।
৪ কহতহি গোবিন্দ দাস—গ-পুঁথি।
পাঠান্তর—
১ এক—ঙ-পুঁথি।
২ দুহুঁক প্রেমজল—ক-পুঁথি।
৩ দুহে দুহা—গ-পুঁথি।
৪ দুহা—গ-পুঁথি।

হৃদয় হৃদয় পুন ভুজ ভুজ বন্ধন
দুহুঁ দুহুঁ[৫] অনুভব জানে।
কিয়ে রণসাধন করত পরস্পর
নাহ[৬] করহুঁ অবসানে॥
ঐছন কেলি- রভস পুন হোয়ত
অনুভবি পরম উলাসে।
নিজ সুখ শত গুণ মানয়ে সখীগণ
ভণ রাধামোহনদাসে[৭]॥

টীকা—একবারমাত্র প্রসক্ত সংপ্রয়োগের অবসানে পুনরায় তাহার উদ্যম এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। এই পদটিও সখীর প্রতি সখীর উক্তি।

২৬৪

অথ প্রকারান্তরম্।
বরাড়ীরাগ—সমতালৌ।

মধু মুখ-বিমল- কমলবর[১]-পরিমল[২]
জানলোঁ তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামীক নিয়ড়ে কতহুঁ কর[৩] কলরব[৪]
না জানি কৈছে দিন মোর[৫]॥
দূরে রহ শ্যাম ভ্রমরবর রায়।
স্বামীক সেবন করইতে ঐছন
জানি করত[৬] অন্তরায়॥ ধ্রু॥

৫ দুহা—গ-পুঁথির এই পাঠটিই গৃহীত হইল।
দুহু—পাঠ অন্যান্য গ্রন্থে ও পুঁথিতে আছে।
৬ নাহি—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭ ভনতহিঁ গোবিন্দ দাসে—গ-পুঁথি।
পাঠান্তর—
১ কমল মধু—ঙ-পুঁথি।
২ পরিমলে—তরু।
৩ কর—তরু।
৪ কলেবর—মূল-পুঁথি।
৫ দিন তোর—তরু।
৬ করহ—তরু, ক-পুঁথি।

এতহুঁ তিয়াসে হোত যব আকুল
বিকল মন্দির[৭] গুঞ্জ।
তাঁহি চলউ[৮] যাঁহা কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবীকুঞ্জ॥
এতহ সঙ্কেত কহল[৯] যব কামিনী
কাহ্ন চলল সেই ঠাম।
গোপ গোঙার ভমর বহু খোজত
গোবিন্দ দাস রস গান॥

তরু—৬৫৩।

টীকা—শ্রীমতীর গৃহের নিকটে ভ্রমরধ্বনির দ্বারা সংকেতকারী কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি।

এতদনন্তরমভিসারগীতেন মিলনং কারয়িত্বা সম্ভোগো দেয়ঃ॥

পুনঃ প্রকারান্তরম্।

২৬৫

ভূপালী রাগ—সমতালৌ।

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী
স্বামী বরত পুন ছোড়ি না পারি।
তে রূপযৌবন একু নহ উন—
বিদগধ নাহ না হোয়ে[১] বিনি পুন।
এ হরি অতএ দেখায়বি পন্থ,
পুজব পশুপতি গৌরী একান্ত॥ ধ্রু।
সহজে বধূজন গতি মতিহীন[২],
ঘর সঞে[৩] বাহির পন্থ না চিন।

† এই পদটি গ-পুঁথিতে নাই।
৭ মন্দিরে—তরু।
৮ চলহ—তরু, ঙ-পুঁথি।
৯ কহল—তরু, কহল—ক-পুঁথি।
কহল—গ-পুঁথি।
পাঠান্তর—
১ হয়—তরু।
২ মতিগতিহীন—ঙ-পুঁথি।
৩ অব—ক-পুঁথি।

না মিলল কোই বনহি বন আন
অঙ্গনহি মুরলী আয়লোঁ এক ঠান[৫]।
আয়লোঁ দুর পুরব নিজ সাথে—
একলি বোলি করহ জনি বাথে।
তুহুঁ যৈছে গৌরী আরাধলি কাণ—
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ।

তরু—৬৩০।

টীকা—এই পদটিতে দিনান্তরে প্রকারান্তর অভিসারের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা গীত হইবার পূর্বে শ্রীচৈতন্যের রূপের ও অভিসারের পদাবলী গাহিতে হইবে।

এস্থলে অতিশয় ঔৎসুক্যবশত শব্দার্থভব অভিযোগ বর্ণিত হইয়াছে।

এহরি—'হরি' শব্দের প্রয়োগ বিশিষ্টার্থদ্যোতক। লজ্জা-ধৈর্যের সহিত চিত্ত যিনি হরণ করিয়াছেন তিনিই হরি। লজ্জাদি হারিত না হইলে স্বাভিযোগ সম্ভব নহে।

২৬৬

গান্ধার রাগ—নন্দনতালাভ্যাম্।

মদন কিরাত কুসুমশর দারুণ
বৃন্দাবন-বন মাঝ।
তেজি আকুল হরি তোঁহারি স্মরণ করি
পরিহরি পৌরুষ[১] লাজ।
এ ধনি[২] তুয়া দিঠি অথির সন্ধান।
মনমথ মারত[৩] জোরি নয়ন শর[৪]
হানলি[৫] হামারি পরাণ। ধ্রু।

তুহুঁ শরে[৬] জর জর জীবন অন্তর
কিয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ[৭] চাহি রাই অব দেয়বি[৮]
অধর-সুধারস-পান।
মণিময়-হার- তরঙ্গিনী-তীরহি
কুচকনকাচল ছায়ে।
ঐছে তপত জন গুপতে[৯] রাখবি[১০]
গোবিন্দদাস যশ গায়ে[১১]।

তরু—৬২৩—খ, সং—৯৫,
ক্ষ—২২১৭

টীকা—অভিসারের পদ। প্রথম চারিটি পংক্তি কৃষ্ণ দূতীর উক্তি বলিয়া মনে হয়। অবশিষ্ট পংক্তিগুলি কৃষ্ণের উক্তি। পদটি শ্রীকৃষ্ণের শব্দার্থভব অভিযোগ। শ্রীরাধার চাক্ষুষ অভিযোগ ইহাতে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে কিরাতের রূপকে প্রেমোৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

২৬৭

ধানসীরাগ—মণ্ঠকতালৌ।

কানন[১] কুসুম তোড়সি[২] গোরী—
কসুমহি নিরমিত সো[৩] তনু তোরি। ধ্রু।
আনন হেম-সরোরুহ ভাস[৪],
সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ।

---

৫ এতি ঠাম—তরু, এই ঠাম—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ পৌরুষ—তরু।
২ সুন্দরি—তরু।
৩ মারিতে—তরু, চ-পুঁথি।
৪ কুসুম শর—ক্ষ, সং।
৫ হানল—ক্ষ, সং, তরু।

৬ রসে—ক-পুঁথি।
৬-ক দেয়ই—ক-পুঁথি।
৭ জন—সং।
৮ ছায়—তরু, ক্ষ, সং।
৯ গোপত—সং।
১০ রাখহ—সং।
১১ গায়—তরু, ক্ষ, সং।

পাঠান্তর—

১ কাননে—তরু, সং।
২ কাহে তোড়সি—সং, তোড়সি কাহে—তরু, খ-পুঁথি।
৩ সব—তরু, সং, গ-পুঁথি।
৪ আনন হেমকমলপরকাশ—সং।

নয়ন যুগল নীল উতপল জোর
সহজে শোহায়ন[৫] শ্রবণক ওর।
অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস
পরিমলে জিতল অমরতরু বাস।
বান্ধুলি অধর মিলিত মাহা হাস
মুকুলিত কুন্দ কুমুদ পরকাশ।
সব তনু ফুটল চম্পক-দল গোর,[৬]
পাণিক তল থল-কমল উজোর।[৭]
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান—
পুজহ পশুপতি নিজ তনু দান।[৮]

তরু—৬২৭, সং- ৯৪।

টীকা—রাধা কুসুমময়ী। মুখ—কনকপদ্ম, **নয়ন**—নীলপদ্ম, নাসা—তিলফুল, অধর—বাঁধুলী, **দন্ত**—কুন্দ-কুমুদ, দেহ—চম্পক, করতল—স্থলপদ্ম।

শ্যাম ভ্রমর—শ্যামরূপ ভ্রমর বা কালো ভোমরা। এই পদের টীকা—বহতে, ক-পুঁথিতে নাই।

ইত্যনন্তরং সম্ভোগবর্ণনগীতং পূর্বোক্তং[১] পরোক্তমপি[২] সম্ভবপরং গেয়ম্॥

টীকা—১। পূর্বোক্তসম্ভোগগীত বলিতে পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত, মানের পর সংকীর্ণ, প্রবাসত্বের পর সম্পন্ন ও ঋদ্ধিমান্ সম্ভোগের গীত না ধরাই উচিত। কেননা এগুলি প্রেমোৎকর্বের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশিষ্ট সম্ভোগ। অতএব "পূর্বোক্ত" বলিতে "গিরিবরকুঞ্জে চললি দুহুঁ নিরজনে", "সখি অনুমানে জানিয়ে কাজ", "রাধামাধব বৈঠল শোহি" ইত্যাদি গীত বোদ্ধব্য।

২। "পরোক্ত" বলিতে "ঝাঁপল দিনমণি", "এ সব নাবিক শ্যামর চন্দ", "দুরহি দুহুঁ হেরি", "ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরম্ভন" ইত্যাদি বোদ্ধব্য।

৫ শোহায়ল—তরু।

৬ চম্পক গোর—তরু। চম্পকদল গোরি—ক-পুথি।

৭ উজোরী—ক-পুথি। বন্ধনী চিহ্নিত এই অংশ—বহতে এবং সংকীর্তনামৃতে নাই কিন্তু—উপজীব্য পুঁথিতে, ক-পুথিতে ও গ-পুথিতে আছে। তরুতেও আছে।

৮ তুলনীয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—"তমাল কুসুম জিনুবণে" ইত্যাদি পদ। এই পদটিতে আরো অনেক কুসুমের সহিত অঙ্গের অঙ্গ তুলিত হইয়াছে।

অথ রাসঃ।

২৬৮ ক

কেদাররাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

দেখ দেখ গৌরবর রসরাজ।
শারদ পূর্ণিমা রজনী উজোর[১]
নটন[২] বিরিতন মাঝ। ধ্রু॥
রাস-রস-ভাব-[৩] বিভাবিত অন্তর
ললিত মন্থর পাব।
বরজ-সুন্দরী- চরণ-চারণ-
ভঙ্গি করু অনুবাব॥
গান সুমধুর তাল[৪] ধ্রুব আদি
বাদন তৈছন ভান।
নবীন কামক বচন কৌশল
ভকতগণ-মন মান॥
এ রাধামোহন চিতহি শোভন
ও পদ নিতি নিতি জাগউ।
কলিকাল কাসর মরণ কাকর
শমন ভয় পুন ভাগউ।

টীকা—বরজসুন্দরী ইত্যাদি—এই পংক্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয়ালম্বনভাবাক্রান্তত্ব সূচিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

এই পদটি গ-পুঁথিতে নেই।

১ উজোরহি—ও-পুথি।

২ নটত—ক-পুথি।

৩ রাস রস ভরে—ক-পুথি।

৪ তান—ক-পুথি।

২৬৯ক

নটরাগ-প্রতিমঠকতালৌ।

শ্যামর অঙ্গে[১] অনঙ্গ তরঙ্গিম
ললিত ত্রিভঙ্গিমধারী।
ভাঁউ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি
রঙ্গিনী বয়ান[২] নেহারি।

রসবতী সঙ্গে[৩] রসিকবর রায়।
অপরূপ রাসবিলাস-কলারসে
কত মনমথ মুরছায়॥ ধ্রু॥

কুসুমিত কেলিকদম্ব-কদম্বক
মুরভিত শীতল ছায়।
বান্ধুলী-বন্ধুর[৪] মধুর অধরে ধরি
মোহন মুরলী বাজায়॥

কামিনী-কোটি-নয়ন-নীল-উত্পল—
পরিপূজিত-মুখচন্দ।
গোবিন্দদাস কহ ও পুনি রূপ নহ
জগমানস শশ-ফন্দ॥

তরু—২৭১২।

টীকা—কুসুমিত কেলি কদম্বক ইত্যাদি—বৃন্দাবনের চিন্তামণি ভূমিতে শরৎকালে ধূলীকদম্বের বিকাশ অসম্ভব নহে। যেমন ভাগবতে শরৎরাসের বর্ণনায় বিকশিত মল্লিকা ফুলের কথা অবিরুদ্ধ—সেই প্রকার এস্থলেও বোদ্ধব্য।

পাঠান্তর—

† এই পদটি গ-পুঁথিতে নাই।

১ অঙ্গ—তরু;

২ বঙ্কিম ভঙ্গি—তরু; বঙ্কিম নয়ন-রহ। রঙ্গিনি বয়ন—ঙ-পুঁথি

৩ রসবতিরঙ্গে—ক-পুঁথি।

৪ বন্ধু—তরু। এই পাঠটি ভাল।

২৭০

বেনাবরীরাগেকতালীতালাভ্যাম্।

কুঞ্চিতকেশিনী
নিরুপমবেশিনী
রস-আবেশিনী
ভঙ্গিনীরে।
অঙ্গতরঙ্গিনী
অধরসুরঙ্গিনী
সঙ্গিনী নব নব
রঙ্গিণী রে।
সুন্দরী রাধে আওয়ে বণী।
ব্রজরমণীগণ মুকুট মণি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জরগামিণী
মোতিমদামিণী
চঞ্চল-চমক[১]-নে-
হারণী রে।
অভরণভারিণী[২]
নব-অভিসারিণী
শ্যামর হৃদয়-বি-
হারিণী[৩] রে॥[৪]
নব-অনুরাগিণী
নিখিল[৫]সোহাগিণী
পঞ্চমরাগিণী-
মোহিনী রে।

পাঠান্তর—

১ দামিনীচমক—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, চঞ্চল চমকি—রহ, কী। ঙ-পুঁথিতে "চঞ্চল" নাই।

২ অঙ্গভরণ ধারিণী—তরু।

৩ শ্যামর হৃদয়বিহারিণী—তরু। শ্যাম হৃদয়বিহারিণীরে—কী। ক-পুঁথিতেও এই পাঠ আছে। ছন্দানুরোধে ক-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল। "হৃদয়বিলাসিনী"—মূল পুঁথি।

৪ এই পংক্তিটি রহতে নাই।

৫ অখিল—তরু, কী, ঙ-পুঁথি।

রাসবিলাসিনী
হাসবিকাশিনী
গোবিন্দদাসচিত
শোহণী[৩] রে ॥
তরু—২১০, কী—১৭।

টীকা—মোতিমদামিনী—মুক্তামালাযুক্তা ॥

২৭১

কানড়কল্যাণরাগ-পঠতালৌ।

শরদ চন্দ
পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত-মধুকর-ভোরণী।

হেরত রাতি
ঐছন ভাতি
শ্রামর[১] মোহন মদন মাতি
মুরলীগান-পঞ্চমতান
কুলবতীচিতচোরণী।

[শুনত গোপী
প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলী-কল-লোলনী[২]]*

বিছুরি[৩] গেহ
নিজহু[৪] দেহ
এক[৫] নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক[৬]
এক[৭] কুণ্ডল ডোলনী[৮] ॥

শিথিল ছন্দ
নীবি[৯]-বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী।

ততহিঁ[১০] বেলি
সখিনী মেলি
কেহ কাহুক[১১] পথ না হেরি
ঐছন[১২] মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দদাস বোলনী[১৩] ॥

তরু—১২৫৫, ক—২৩১৪, সং—২৭৮, কী—২২০।

টীকা—"বিছুরি গেহ নিজহু দেহ" ইত্যাদি—এস্থলে বিভ্রমভাববতী গোপীগণের অভিসার প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। বল্লভপ্রাপ্তিসময়ে মদনাবেশসম্ভ্রম বশত হার-মাল্য-ভূষণাদির স্থানবিপর্যয়কে বিভ্রম বলে। **শিথিলছন্দ-নীবিবন্ধ ইত্যাদি**—এস্থলে উদ্ভাস্বর অনুভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লক্ষণ—

৩ মোহিনী—কী।

পাঠান্তর—

১ শ্যাম—তরু, ক, সং।
২ মুরলী কলকলবোলনী—সং। মুরলীক লোলনি—গ-পুঁথি। মুরলী-কলক লোলনি—ঙ-পুঁথি।
* বন্ধনী চিহ্নিত অংশ ক-পুঁথিতে নাই।

৩ বিসরি—তরু।
৪ আপন—সং।
৫ এক—সং।
৬ এক নূপুর এক কঙ্কণ—সং।
৭ এক সং।
৮ কুণ্ডলদোলনী—সং, কুণ্ডলডোলনী—তরু, লোলনি হয়।
৯ নীবিক—তরু, নীবিকো—ক।
১০ এ তহিঁ—সং, এতহু—ক, ক-পুঁথি।
১১ কোই কাহক সং।
১২ ঐছে—সং।
১৩ গাওনী—তরু।

"উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ।
নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্।
মুক্তা জ্রাণস্তু ফুল্লবং নিশ্বাসাস্তাশ্চ তে মতা॥"

উজ্জ্বল— ১১।৩২, ৩৩

আলোচ্য পুংক্তিতে নীবী, উত্তরীয় ও ধম্মিল্লস্রংসন উক্ত ও অন্তগুলি ব্যঞ্জিত।

২৭২

কেদাররাগ-বৃহদেকতালীতালৌ।

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

টীকা—রাসনৃত্য বহুনর্তকীযুক্তনৃত্যবিশেষ। এস্থলে ভুজ-কটিপদের অলঙ্কারের উল্লেখ রহিয়াছে কারণ এইগুলিই শব্দকারী অলঙ্কার।
"সপ্রিয়াণাং" অর্থাৎ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বর্তমান।

২৭৩*

কেদাররাগ-বৃহদেকতালীতালৌ।

বাজে বাজে বলয়া[১]।
পহিল বাজে বলয়া॥ ধ্রু॥
নূপুর মনি কিঙ্কিণী কর[২] কঙ্কণা।
নাগর সঙ্গে নাচত কত
যূথ যূথ অঙ্গনা॥
ততহি তাল মৃদঙ্গ ভাল
মধুর মধুর বোলনা।
ধোগরণ ধোগ্‌গা তা থৈয়া তা থৈ[৩]
তিনি তিনি না লঘু বাজনা॥
তাগরণ ধোগ্‌গা তিনী তিনী তিনাড তিনাড না।
তিগর ধোগ্‌গা তিনী তিনী তিনাড তিনাড না গুরু
বাজনা॥
ঝেনা ঝেঁ ঝ থিটি তা তাঁ থে
থিটিতা ধোগ্‌গা তিনি তা।
ধনতা থেনাড[৪] গরণ
তিন্দা তা ঝঁা অতি গুরু বাজনা॥
ততহিঁ যন্ত্র বোলতমন্ত্র অতিশয় ধ্বনি শোহনা।
থোরণ রগ লগ ঝিগি তগ
ঝিগি লগ ঝিগি ধাঁ থেনং
ইহ সুলহ বোলনা॥
রাধামোহন রচিত রাস ততহিঁ কতহুঁ লোভনা॥

টীকা—এই পদটিতে বাদ্যের গুরুলঘুভেদ লক্ষণীয়।

২৭৪ক

কেদাররাগ[১]-লঘু-একতালীতালাভ্যাম্।

চৌদিকে চারু অঙ্গনা বেড়ি
রঙ্গিনী কত গাওনী[২]।
ক্র তা তা থৈয়া থৈয়া
থৈয়া[৩] বোলনী॥
মাঝে বিরাজে শ্যাম সুঘড় শিরোমনি।
কিঙ্কিনী কিনি কিনি বোলনী।
তাগরণ ধোগগা ঘেটিতা ঘেটিতা[৪]
ঘেটিতী[৪] থেনে নাড।
তিন্নম তিন্নম নাড।
গরণ থেনা[৫] তীনিতা
থিটিতৃষং তীগর ঝঁা ঝাড[৬]।
বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি সুর।
রাধামোহনদাস রসপুর॥

পাঠান্তর—
* এই পদটি গ-পুথিতে নাই।
১ বাজে বলয়া—ক-পুথি।
২ ক-পুথিতে নাই।
৩ ধোগর না ধোগা তাথে ঝাঁ তিথেয়া—ক-পুথি।

৪ তিনিতা থেনাড—ক-পুথি।
পাঠান্তর—
† এই পদটি গ-পুথিতে নাই।
১ তথা রাগ ক-পুথি
২ গাহনী—ক-পুথি।
৩ ক-পুথিতে নাই।
৪ ঘেটিতা ঘেটিতী—ক-পুথি।
৫ থেষা—ক-পুথি
৬ ক-পুথিতে নাই।

টীকা—এই পদে শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া গোপীগণের নৃত্যের অতি সৌষ্ঠব বর্ণিত হইয়াছে।

২৭৫

বেহাগরাগ-ধ্রুবতালৌ।

আগর তা তা[১] দ্রধীদম্বা উ-আরে[২]
থুঙু থুঙু থুঙু থুঙু থুঙুতা[৩]।
দৃগিতা দৃগি দৃগি মাদল বাজত
অঙ্গে[৪] ভঙ্গে চলি যায় পা॥
তা তা[৫] থৈয়া তা থৈয়া দিগি দিগি
দিগি দিগি দিগি দিগি দিগিতা॥ ধ্রু॥
রতিরঙ্গে সঙ্গীত- ভঙ্গিম গোপিনী
সঙ্গে নাচে গোপালা।
থিয়া ইয়া ইয়া ইয়া থা ইয়া ইয়া[৭]
বহুবিধ ছন্দ রসালা॥
ক্বণু ক্বণু ক্বণু ক্বণু ঝুহু ঝুহু ঝুহু ঝুহু[৮]
করকঙ্কণ রণরণি।
ঝম ঝম ঘাঘ কটি কটি কিঙ্কিণী
কঙ্কণ ঝুমুরি[৯] ধ্বনি॥
ডগমগ ডগমগ ডম্ফ ডুমুকি ডুমি[১০]
পী পী বেণু সানে[১১]॥

চলত চিত্রগতি ননর্ত পদ অতি
মাধব ইহ রস গানে[১২]॥

তরু—১২৭০

টীকা—ছন্দে শব্দবিন্যাসের নৈপুণ্য হইতে জানা যাইতেছে নৃত্যের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির সহিত বাদ্যেরও বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়িতেছে।

পাঠান্তর—

১ ক্রতা তা তা—বহর টীকার পাঠ।
২ মারে—ক-পুঁথি। উয়া—খ-পুঁথি।
৩ থুগ থুগ থুগ থুগ তা—গ-পুঁথি। থঙু থঙু থঙু থুঙু থুগতা—ঙ-পুঁথি।
৪ অঙ্গ—তরু, ক-পুঁথি
৫ তা-তা—ক-পুঁথি তা তা তা ঙ-পুঁথি।
৬ দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি তা।
৭ এই চরণাংশে ক, গ ও ঙ পুঁথিতে আছে "থা ইয়া"।
৮ চারবার ক্বণুর পর চারবার ঝুহু আছে তরুতে গ-পুঁথিতে তিনবার "ঝুহু" আছে।
৯ ঝুমর—তরু। ঝুম মধুর ক-পুঁথি।
১০ ডম্ফ ডিমিকি ডুমি—তরু। ডম্ফ ডুমুকি ডুমি ডুমি—ঙ-পুঁথি।
১১ নিসানে—তরু।
১২ সানে—গ-পুঁথি।

২৭৬

ধানসীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো
বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ॥

টীকা—এই শ্লোকে রাসনৃত্যের গতিবিশেষ-প্রতীতিরূপ সৌন্দর্য বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার মণ্ডলের মধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইয়া সম্যক্‌রূপে ধ্রুবাদি তাল ও রাগের সহিত গান করিলেন। রাসলীলায় কৃষ্ণের গানের কথা বিষ্ণুপুরাণেও আছে—"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনম্" ইত্যাদি শ্লোকে।

সর্বব্রজাঙ্গনার মধ্যগতরূপে কৃষ্ণদর্শন তাঁহার নৃত্যবিশেষ কৌশলবশত। যেমন লৌহচক্র অতিদ্রুত ঘুরাইলে তাহা স্থির বলিয়া বোধ হয় অনুরূপভাবে ব্রজগোপীদের মধ্যে কৃষ্ণের অবস্থিতি। ঐশ্বর্যবুদ্ধিতে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যেয় নহে কারণ ঈশ্বর সত্তায় তিনি বৃন্দাবনলীলা করেন নাই।

চৈতন্যচরিতামৃতে রাসলীলায় কৃষ্ণের বহুরূপে প্রকাশ স্বীকৃত হইয়াছে।

"স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ দুই রূপে স্ফূর্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি॥
প্রাভব বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে॥"

চৈঃ চঃ—২।২০।১৬৭, ১৬৫

এই মতে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাভবপ্রকাশ ঘটিয়াছিল।

রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন যে শ্রীবৈষ্ণবতোষণী টীকায় রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব স্বীকৃত হয় নাই।

২৭৭

কামোদরাগ—কন্দর্পতালো।

কাঞ্চনমণিগণ[১] বনু নিরমাওল
রমণী মণ্ডল সাজ[২]।
মাঝহি মাঝ মাহা মরকত সম[৩]
শ্যামর[৪] নটবররাজ[৫]।
বৃন্দাবনে[৬] অপরূপ রাসবিহার।
থির বিজুরি সঙ্গে চঞ্চল জলধর
বরিখয়ে রস অনিবার। ধ্রু।
কত কত চান্দ[৭] তিমিরপরি বিলসই
তিমিরহু কত কত চাঁদ[৮]।
কনকলতায়ে তমালহু কত কত[১০]
দুহু দুহু তনু তনু বাঁধ[১১]।
কত কত পদ্মিনী পঞ্চম গাওত[১২]
মধুকর ধরু[১৩] প্রতিভায়।
মধুকর মিলি কত পদ্মমনী[১৪] গাওত
মুগধল[১৫] গোবিন্দদাস।

ক—৩০৮, সং—২২৭, কী—২২১।

টীকা—কাঞ্চনমণি, স্থিরবিদ্যুৎ, চন্দ্র, কনকলতা ও পদ্মিনী ব্রজাঙ্গনার তুলনা। মহামরকত, জলধর, তিমির, তমাল ও মধুকর শ্রীকৃষ্ণের তুলনা।

২৭৮

বেলোয়াররাগ—ধ্রুবতালো।

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ
করতাল তরল তাল একু মেলি[১]।
চলত চিত্র গতি সবহুঁ [২]কলাবতী
করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি[৩]।
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদপুঞ্জে বনু তড়িত লতাবলী[৪]
অঙ্গভঙ্গ[৫] কত রঙ্গ বিথারি। ধ্রু।

পাঠান্তর—

১ মণিগণে—সং।
২ মাঝ—ক-পুঁথি।
৩ মণি—ক, কী, ক-পুঁথি।
৪ শ্যামরু—ক।
৫ বররাজ—ক-পুঁথি।
৬ ধনি ধনি—ক।
৭ চাঁদ—তরু, ক।
৮ তিমিরপর—ক, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৯ চাঁদে—সং।
১০ কনকলতা জনু তিমির হিঁ-কত কত—সং।
১১ বাঁধে—সং।
১২ পঞ্চম উগরএ—সং।
১৩ করু—সং, কর—ক-পুঁথি।
১৪ কমলিনী—কী।
১৫ মোসর—সং।

পাঠান্তর—

১ করতলে তাল তরল একু মেলি—ক; করতাল করি একু মেলি সং (ইহাতে ছন্দঃ পাত লক্ষনীয়)। করতল তাল দুমেলি করি—ক-পুঁথি।
২ সকল—ক, সং, তরু।
৩ করে…নয়নে একু মেলি—সং।
৪ জলদ পুঞ্জ জনু তড়িত লতা জনু—সং।
৫ অঙ্গভঙ্গি—গ-পুঁথি।

নটন-হিলোল-[৬] লোল মণিকুণ্ডল
শ্রমজল চল চল[৭] বদনহ চন্দ[৮]।
রসভরে গলিত[৯] ললিত-কুচ-কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরিক বন্ধ[১০]॥
হুহুঁ হুহুঁ সরস পরশ রসলালসে[১১]
আলিঙ্গই[১২] রহই তনু তনু লাই[১৩]।
গোবিন্দদাসপহুঁ-[১৪] সুরত মনোভব[১৫]
কত যুবতী রতি[১৬] আরতি বাঢ়াই॥

তরু—১২৬৬, ক—৩০।৯,
সং—২৮৮, কী—২২১

টীকা—রসভরে গলিত ললিত ইত্যাদি—এস্থলে অনুভাবের প্রকারভেদ উদ্ভাস্বর বর্ণিত হইয়াছে।

২৭৯

কেদাররাগ—চক্রপুটতালেী।

দেখহি ইহ রাসরঙ্গ
শ্যাম সুখক সাধিকা[১]।
বিবিধ যন্ত্র যুবতীবৃন্দ
তত্‌হিঁ অধিক রাধিকা॥

শ্যাম অঙ্গ সঙ্গ-রঙ্গ
প্রমোদ-আকুল ইন্দ্রিয়-সংঘ
গোপনারী- ভোরণী।
কেশ-বেশ- কণ্ঠমাল
কুচক কঞ্চুক নহ সম্ভাল
তৈছন পট- বাসনী॥

দেখত বেকত মনক হারী
কামহিঁ ভুলল দেবনারী[২]
সগণ-চন্দ্র- মোহিনী[৩]।
যতহু হেম- বরণ নারী
সবহু পাশ- গত মুরারি
যোগমায়ক জোরণী॥

কোই কাহক লখ না পার
পিরিতিকি রীতি[৪] রতিবিহার
খাম করহিঁ মোহনী।
রাস রসিক- গুণক গান
জনহি জনহি ধরল মান
চারু-হাস- শোভনী॥

ততহিঁ সবহুঁ জনহুঁ কেলি
বনহি ভ্রমণ পুনহি মেলি
করিহ করিণী তৈছনী।
চান্দ কাঁতি সকল রাতি
সকল কমল ঐছন ভাঁতি
নবীন-কাম- মোহিনী[৫]॥

সুখহি সুখহি নাহিক ওর
কোই কাহুক না পারু ছোড়
দৈব-গেহ- গামিনী।

৬ নটন-হিলোহে—ক; নয়ন-হিলোল—সং। (ন?)
৭ চর চর—ক-পুঁথি।
৮ বদন-সুচন্দ—ক; সুবদনচন্দ্র—সং।
৯ রসভরে গলিত—ক; মদভরে গলিত—সং।
১০। খসত কবরী নীবিবন্ধ—সং (ছন্দপাত)।
১১। পরশ-রস লালস—ক।
১২। রহ ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি ও মূল পুঁথিতে নাই।
১৩। আলসে রহই ভুলাই—সং (সম্পূর্ণ পংক্তি)। "লাই" স্থলে "লাইয়া"—ঙ-পুঁথি।
১৪। কহঁ—ঙ-পুঁথি।
১৫। সুরতি মনোভব—সং তরু। সুরতি-মনোহর—ক, ক-পুঁথি। মরত-মনোহর—ঙ-পুঁথি।
১৬। মতি—সং।
পাঠান্তর—
১। শ্যামসুখসারিকা—ক-পুঁথি।
২। সকল-নারী—ঙ-পুঁথি।
৩। মোহনী—ঙ-পুঁথি।
৪। পিরিতী-রিতী—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫। মোহনী—ঙ-পুঁথি।

রাধামোহন-[৬] রচিত রাস
জলহি কেলি বনবিলাস
সম্পদয়-বৃন্দ[৭] তোষণী ॥

টীকা—এই পদটিতে রাসলীলায় শ্রীরাধিকার প্রাধান্ত সূচিত হইয়াছে।

দৈবগেহ গামিনী—অরুণোদয় পর্যন্ত রাসক্রীড়া ও অনন্তর গৃহগমন সূচিত হইয়াছে।

অথ প্রকারান্তররাসঃ।

তত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

২৮০

কামোদরাগ—কন্দর্পতালৌ।

নিরুপম হেম জ্যোতি জিতি বরণা।
সঙ্গীত-রঙ্গ-তরঙ্গিত-চরণা ॥[১]
শরদচন্দ[২] নিন্দি[৩] সুন্দর বয়না।
অহনিশি প্রেম-নিঝর ঝরু নয়না[৪] ॥
নাচত গৌরগুণমণিয়া।
চৌদিকে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া ॥ ধ্রু ॥
বিপুল-পুলক-পরিপূরিত-দেহা।
নিজ রসে ভাসি না পায়ই থেহা ॥
জগ ভরি পূরল এ হেন আনন্দা[৫]।
মহি মাহা বঞ্চিত[৬] দাস গোবিন্দা ॥

তরু—২০৭৫, ভক্তি রত্নাকর—৮৮

টীকা—রাসরসাক্রান্ত গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

নিজরসে—কৃষ্ণপ্রেমে।

সঙ্গীত-রঙ্গিত—স্ত্রী-প্রত্যয় "আ" গৌরাঙ্গের রাধাভাব-দ্যোতক।

২৮১ ক

কামোদরাগ-মঠকতালৌ।

নাচত গৌর রাসরস অন্তর
গতি অতি-ললিত ত্রিভঙ্গী[১]।
বরজ-সমাজ রমণীক যৈছন
তৈছন অভিনয় রঙ্গী[২] ॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
বাওত গাওত মধুর ভকত শত
মাঝহি বর দ্বিজরাজ ॥ ধ্রু ॥
তা তা থমি থমি মৃদঙ্গ সুবাজত[৩]
রুণু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণা অরু সব মণ্ডল
সুমিলিত কর করতাল ॥

৬। গোবিন্দদাস—গ-পুঁথি।
৭। সম্পদয়ে—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

সঙ্গীত রঙ্গিত বাজত চরণা—বহু।
১। সঙ্গীত রতি তরঙ্গিত চরণা—তরু, গ-পুঁথি, মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি
শরদ-সঙ্গীত রঙ্গ তরঙ্গিত চরণা—টীকার ধৃত-পাঠ। এই পাঠটি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল।
২। ইন্দু—তরু।
৩। জিনি—তরু, ক-পুঁথি।
৪। এই পংক্তি ক-পুঁথিতে নাই।

৫। জগ ভরি পূরল প্রেম আনন্দা—তরু। ঙ-পুঁথিতে "আনন্দা" স্থলে "আনন্দ" আছে।
৬। মহিমাবঞ্চিত—তরু, ক-পুঁথি। ঙ-পুঁথিতে "গোবিন্দা" স্থলে "গোবিন্দ" আছে।

পাঠান্তর—

* এই পদটি ঙ-পুঁথি নাই।
১ ত্রিভঙ্গ—ক-পুঁথি।
২ "রঙ্গী"—পাঠ ক-পুঁথিতে থাকায় মনে হয় পূর্ব কলির শেষ শব্দ ত্রিভঙ্গ প্রকৃত পক্ষে "ত্রিভঙ্গী হইবে।
৩ বাজত—ক-পুঁথি।

এ হেন আনন্দ   নাহি হেরি ত্রিভুবন[৪]
নিরুপম প্রেম বিলাস।
এ সুখ সিন্ধু[৫]   পরশ কিয়ে পাওব
কহ রাধামোহন দাস॥

টীকা—এই পদটিও রাসরাসক্রান্ত গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

২৮২

বেলোয়াররাগ-কন্দর্পতালৌ।

নীরদনীল   নয়ন নিন্দি নীরজ
নীকে নিহারণী[১] ছন্দ[২]।
নিরীখিতে নিয়ড়ে[৩]   নিতম্বিনী নীচল
নিখশত নীবি নিবন্ধ॥
নাচত নন্দনন্দন নটরাজ।
নাগরী-নারী-   নগরী-নবনাগরী[৪]
নিরুপম নটিনী[৫] সমাজ॥ ধ্রু॥
নলিনী-নাহ-   নন্দিনী নদী নিকট
নীপনিকুঞ্জ নিবাসী।
নিতি নব যৌবনী[৬]   নিধুবনানন্দিত[৭]
নিভৃত নিবাদন বাঁশী॥
নামহি নারী-   নিকেতনে না রহ
নৌতুন নেহ বিলাসে।
নিরছ[৮] নিজ নিজ   নাহ না হেরই[৯]
নিরখিত গোবিন্দদাসে॥

তক—২১১৩, কী—৪৪।

---

৪ ত্রিভুবনে—ক-পুঁথি
৫ বিন্দু—ক-পুঁথি (এই পাঠটিই ভাল।)

পাঠান্তর—
১ নেহারথ—ক-পুঁথি।
২ চন্দ্র—ঙ-পুঁথি।
৩ নয়নে—ক-পুঁথি।
৪ নগরী নব নাগর—তরু। এই পাঠ গ্রহণযোগ্য।
৫ নটিনি—ক-পুঁথি।
৬ নিতি নব নাগরি যৌবনি—ঙ-পুঁথি।
৭ নিধুবনে নন্দিত—তরু।
৮ নিমসি—ক-পুঁথি।
৯ হেরয়ে—তরু।

টীকা—"নাগরী নারী নগরী" অর্থাৎ বিদগ্ধ নারী সমূহ। পরবর্তী **"নব নাগরী"** পাঠের পরিবর্তে **"নব নাগর"** এই তরু ধৃত পাঠই কাম্যতর। অন্যথা পুনরুক্তি প্রসঙ্গ।
নলিনী নাহ নন্দিনী—সূর্য নন্দিনী যমুনা।

২৮৩

মায়ুররাগ-সমতালৌ। *

নবযৌবনী ধনি   জগ জিনি লাবণী[১]
মোহিনী বেশ ব-   নাওলি তাঁহি[২]।
মনমথ চিত   ভীত নাহি মানই[৩]
কুঞ্জরাজ পর   সাজলি রাই॥
মিলনি[৪] নিকুঞ্জে কুঞ্জরবরগমনী[৫]।
যুবতী-যুথ মেলি[৬]   গাওত বাওত
চলত চিত্রপদ[৭]   বিদগধ রমণী॥ ধ্রু॥
হেরই[৮] শ্যাম সু-   রত-রণ-পণ্ডিত
হাসি মদনমদে   মাতলি বালা।
রতিরণবীর ধীর   সহচরী মেলি
বরিখই বিষম   নয়নশর মালা[৯]॥

পাঠান্তর—
* এই পদটি ক-পুঁথিতে "কালিন্দীতীর সুধীর সমীকরণ"—এই ২৮২ সংখ্যক পদের পর আছে। এই পদটি গ-পুঁথিতে নাই।
১ ঙ-পুঁথিতে নাই।
২ তাই—ক্ষ, তরু, কী, ক-পুঁথি।
৩ মানত—ক্ষ, তরু, কী, ক-পুঁথি।
৪ চলনি—ক্ষ, তরু।
৫ "গামিনী" পাঠ মূল, খ ইত্যাদি পুঁথিতে। কিন্তু "রমণীর" সহিত মিলের সঙ্গতি দেখিয়া গ-পুঁথির পাঠ "গমনী" গৃহীত হইল।
৬ শত—ক্ষ, কী।
৭ চিত্রগতি—ক-পুঁথি।
৮ হেরইতে—ক-পুঁথি, হেরত—গ-পুঁথি।
৯ বরিখএ নয়ন কুসুমশর মালা—ক্ষ; বরিখএ নয়ন কুসুমশরমালা—তরু; বরিখয়ে নয়নে কুসুমশর মালা—ক-পুঁথি।

নয়ন নয়নবাণে ভুজ ভুজবন্ধনে[10]
তনু তনুপরশে নাহি জয়ভঙ্গে[11]।
গোবিন্দদাস ক- হই অব না বুঝিয়ে[12]
বাজত কিঙ্কিণী কোন তরঙ্গে[13]।

ক—১৭১৭, তরু—১০৬৫, কী—২১১।

টীকা—এই পদটিতে অভিসারপূর্বক মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও অভিসারের লক্ষণে আছে যে অভিসারিকা লজ্জায় আপন অঙ্গে আপনি লীন হইয়া সমস্ত ভূষণধ্বনি স্থগিত করিয়া অবগুণ্ঠিতা হইয়া স্নেহশীলা একটি মাত্র সখীকে সঙ্গে লইয়া অভিসার করিবে তথাপি এস্থলে গান গাহিয়া বাদ্য বাজাইয়া সখীযূথ সঙ্গে অভিসার গমনের হেতু "মনমথচিত ভীত নাহি মানই" অর্থাৎ মদনবশে ভয়হীনতা। এই পদের "বাজত কিঙ্কিণী কোন তরঙ্গ" এই অংশে "কোন তরঙ্গ" শব্দ দুইটি অতি অপূর্ব চমৎকারিত্বের বোধক মাত্র, সম্ভোগ জনিত ধ্বনির বর্ণনা নহে। সে ক্ষেত্রে পৌর্বাপর্য বিরোধ আসিয়া পড়ে কারণ রসলীলার সমাপ্তি এই পদে নহে সুতরাং মধ্যপদে সুরত-সম্ভোগ আকাঙ্ক্ষিত নহে। ইহা ছাড়া রসিকজনেরাও এই ভাবেই পদটির আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই রাধামোহনের মত।

২৮৪

কেদাররাগ-ভাটিয়ারী-সমতালৌ।

বৃন্দাবিপিনে বিহরই পহুঁ[1]
মাধবী মাধব সঙ্গিয়া[2]।

দুহুঁ গুণ দুহুঁ মন[3] দুহুঁ গাওত সুললিত
চলন নর্তন[4] ভাঁতিয়া[5]।

শ্রবণ যুগলে কুণ্ডল শোহই
নব কিশলয় তোড়িয়া।

দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোভই[6]
চুম্বই মুখশশী মোরিয়া।

মত্ত কোকিল মুরলী তাহে বায়ে[7]
নাচত শিখিগণ[8] মাতিয়া[9]।

তেজি মকরন্দ ধাই[10] বেঢ়ল
মুখর[11] মধুকর পাঁতিয়া।

সকল সখীগণ কুসুম-বরিখণ[12]
আনন্দে ও রসে মরিয়া[13]।

দাস গোবিন্দ কবহি হেরব[14]
ও রসসায়র গাহিয়া[15]।

তরু—১৪৯৯, কী—২২২।

টীকা—পদটি বৃন্দাবনে লীলাভ্রমণের বর্ণনা।

---

১০ নয়নে নয়নবাণে ভুজে ভুজে বন্ধনে।

১১ তনু তনু পরশি না হেরি জয়ভঙ্গ—কী; তনু তনুপরশে নাহি জয়ভঙ্গ—তরু, বহ, ক-পুঁথি, চ-পুঁথি।

১২ অব নাহি সমুঝিয়ে—ক, ক-পুঁথি; অব নাহি সমুঝল—তরু।

১৩ তরঙ্গ—তরু, বহ, চ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ পহুঁ—বহ, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, চ-পুঁথি ও তরুতে না থাকিলেও ছন্দানুরোধে কী-এর পাঠই গৃহীত হইল।

২ এই চরণাংশ-স্থলে গ-পুঁথিতে আছে—মাধবীসঙ্গিয়া।

৩ দুহুঁ গুণ দুহু জন—তরু; দুহুঁক গুণ দুহু গাওত—কী। (বহ ও ক-পুঁথির পাঠে এই পংক্তিতে ছন্দঃপাত ঘটিয়াছে।)

৪ নর্তক—গ-পুঁথি।

৫ চলত নর্তনগতি ভাঁতিয়া—তরু।

৬ দুহু কান্ধে দুহু ভুজে শোহই অপরূপ—কী। এই পাঠটি ভাল।

৭ বহে—ক-পুঁথি।

৮ শিখিগণ—তরু, সখিগণ—বহ, মূল ও ক-পুঁথি, গ-পুঁথি। এই পাঠটি ভাল বলিয়া গৃহীত হইল।

৯ এই অংশটি—বহ ও ক-পুঁথিতে নাই।

১০ ধাই—ক-পুঁথি।

১১ মুখ—ক-পুঁথি।

১২ বরিষণ—গ-পুঁথি।

১৩ ও রসে ভাসিয়া—তরু, ভোরিয়া—গ-পুঁথি। ও রস মাতিয়া—কী, ক-পুঁথি।

১৪ কবহুঁ—চ-পুঁথি।

১৫ ও রসসায়রে গাহিয়া—তরু।

২৮৫

কেদাররাগ-সমতালৌ।

কালিন্দীতীর সুধীর সমীরণ কুন্দ-কুসুম-অরু- বিন্দ বিকাশ।
নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর শুক সারিক পিক[১] পঞ্চম ভাষ॥

মধুবনে নিধুবন-মুগধ মুরারি[২]।

মুগধ গোপবধূ অধিক লাখ সঙ্গে রঙ্গে বিহরেবৃষ- ভানু কুমারী॥ ধ্রু॥
নাটত নটিনী নাচে নটশেখর[৩] গাওত নটিনী গাওয়ে[৪] নটরাজ।
শ্যাম সঞে গোরী[৫] গোরী সঞে শ্যামর নবজলধরে জনু[৬] বিজুরি বিরাজ।
হেরি হেরি রাস- বিলাস মনোহর[৭] মনমথে লাগল মনমথ[৮] ধন্দ।
তুলল গগনে সগণ রজনীকর চৌদিশে ভ্রমই দীপ ধরু চন্দ[৯]॥
তারাগণ সঙ্গে তারাপতি হেরি[১০] লাজে লুকায়ল দিনমণি কাঁতি।
গোবিন্দদাস পহু জগমনমোহন[১১] বিহরত ভেল কলপসম রাতি[১২]॥

ক্ষ—২৭৮, সং—২৮৯, তরু—১২৬৮, কী—২২১।

টীকা—অপূর্ব চমৎকৃতিজনক রাসলীলা দেবতাগণেরও বিস্ময়জনক ইহাই পদে বর্ণিত হইয়াছে।

তারাগণ সঞে ইত্যাদি—অর্থাৎ ভ্রাতৃবধূগণসহ ভ্রাতা-চন্দ্রকে দেখিয়া সূর্য লজ্জায় পলাইয়া গেল।

পাঠান্তর—

১ শারি-শুক-পিক—ক্ষ। শুক-সারিক-পিহু—ক-পুঁথি, মূলপুঁথি।
শুক-সারি-পিহু গ-পুঁথি।
২ নিধুবনে নাচত মুগধ মুরারি—ক্ষ।
মধুবনে নিধুবনে মুগধ মুরারি—ক-পুঁথি।
৩ নাচে রমণী গাওত নট শেখর—ক্ষ। (এই পাঠটি ভাল)
নাটত নটিনী গাওয়ে শেখর—কী।
৪ নাচে—ক্ষ, তরু, কী। নাচত—মূল পুঁথি, বহ, ঙ-পুঁথি।
গাওয়ে—ক-পুঁথির পাঠ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইল।
৫ শ্যামর গোরী—ক্ষ, কী। নাচত—গ-পুঁথি।
৬ যৈছে—কী।
৭ হেরি হেরি অপরূপ রাস-কলারস—তরু।
৮ এই শব্দটি বহ বা মূল পুঁথিতে নাই। তাই ছন্দানুরোধে কী-এর পাঠ গৃহীত হইল। ক-পুঁথির পাঠ—মনধন্দ। ইহাতেও ছন্দপাত হয়।
৯ চৌদিশে ফিরত দীপধর চন্দ—তরু।
চৌদিকে বেড়ল দীপ ধরি চন্দ—ক্ষ।
চৌদিকে দীপ ধরি ফিরত চন্দ-কী।
১০ তারাগণ সঙ্গে তারাপতি হেরিয়ে—ক-পুঁথি।
১১ গোবিন্দদাস নটবরশেখর—কী।
১২ কমলসম কাঁতি—ক-পুঁথি।

২৮৬

কানড়রাগ-ধ্রুবতালৌ।

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি।
কুহরে কোকিল ববহি মেলি[১]॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গ[২]।
রাই নাচত কানু্‌ক সঙ্গ[৩]॥

পাঠান্তর—

১ কুহরে কোকিল ববিহ মেলি—মূল পুঁথি।
কুহরে কোকিল ববিহ কেলি—তরু, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
কুহরে কোকিল বিহর কেলি—কী।
কুহরে কোকিল ববিহক কেলি—ক-পুঁথি।
২ রঙ্গে—তরু।
৩ সঙ্গে—তরু।

দেখরি সখি কুঞ্জ[৪] মাঝ।
শ্যামনাগর নাগরী সাজ[৫]।
বিবিধ যন্ত্র একু তাল[৬]।
গাওত বাওত খণ্ড মাল[৭]।
তা তা তা দৃমিকি দৃমি মৃদঙ্গ।
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ।
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ[৮]।
তালে[৯] কতেক নটন-ভঙ্গ।
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ।
অমিয়া অধিক বোলয়ে মিঠ।
হিয়ে হিয়[১০] হার আলস লোল।
চরণ[১১] মঞ্জীর ঘুঁঘুর বোল।
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞানদাস চিত[১২] বিলাস।

তরু ১৪৭৮, কী—২২৫।

টীকা—রাসলীলা দেখিতে দেখিতে ভুবনস্থ সকলেই প্রেমানন্দে পরমানন্দনৃত্যে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। তাহাদের নৃত্য সৌষ্ঠব "ফুটল কুসুম" ইত্যাদি পংক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে।

২৮৭

কল্যাণরাগ-মঠকতালাভ্যাম্।

মন্দ পবন কুঞ্জভবন কুসুমগন্ধ মাধুরী
মদনরাজ নবসমাজ[১] ভ্রমর-ভ্রমণ-[২] চাতুরী।
দেখরি সখি[৩] শ্যামচান্দ[৪] ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র সখিনীবৃন্দ[৫] গাওত[৬] রাগ- মালিকা। ধ্রু।
তরল তাল[৭] গতি দুলাল[৮] নাচে[৯] নটিনী নটনশূর।
প্রাণনাথ করত[১০] হাত[১১] রাই তাহে অধিক পূর।
অঙ্গ অঙ্গ[১২] পরশ[১৩] ভোর কেহ রহত কাহ্নু[১৪] কোড়[১৫]।
জ্ঞানদাস কহত[১৬] রাস বৈছনি[১৭] জলদ[১৮] বিজুরি জোর।

ক্ষ—২৭।৯, তরু—১০৬৬।

---

৪ কুঞ্জ—ক-পুঁথি।
৫ শ্যামনাগর নাগরীমাঝ—ক-পুঁথি।
 শ্যাম অব নাগরি সাজ—ঙ-পুঁথি।
৬ একই তান—তরু। একই তাল—গ-পুঁথি।
৭ অবত মান—তরু, খণ্ডমান—ক-পুঁথি।
৮ রসতরঙ্গ—ক-পুঁথি।
৯ তাহে—তরু, ক-পুঁথি।
১০ হিয়ক—ক-পুঁথি।
 হিয়—গ-পুঁথি। ঙ-পুঁথি।
১১ চরণে—ক-পুঁথি।
১২ উচিত বিলাস—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—এই পদটির আরম্ভ অন্যত্র—কুঞ্জভবন মন্দপবন ইত্যাদি।
 তরুতে আরম্ভ—দেখরি সখি শ্যামচন্দ ইত্যাদি।
১ রসসমাজ ক-পুঁথি।
২ ভ্রমরা-ভ্রমরী—তরু, ক্ষ, ক-পুঁথি।
 জ্ঞানদাসের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে এই সব প্রামাণিক সংস্করণের পাঠ অগ্রাহ্য করিয়া পাঠ ধরা হইয়াছে—ভ্রমত ভ্রমর চাতুরী।
৩ ক-পুঁথিতে সখি নাই।
৪ শ্যামচন্দ—তরু, ক্ষ, গ-পুঁথি।
৫ যুবতীবৃন্দ—ক্ষ, তরু।
৬ গাওয়ে—তরু।
৭ তার—ক্ষ।
৮ দুলার—ক্ষ।
৯ নাচত—ক-পুঁথি।
১০ ধরত—অরে অঙ্গ—ক্ষ।
১১ "করত হাত" স্থলে ক-পুঁথিতে "কহত বাত" আছে।
১২ অঙ্গে অঙ্গ—ক্ষ।
১৩ পরশি—ক্ষ।
১৪ কাহ্নকো—ক্ষ, কাহ্নক—তরু, কাহ্নক—ঙ-পুঁথি।
১৫ এই চরণার্ধ গ-পুঁথিতে "কেহ করত কাহ কোর"।
১৬ গাওত—ক্ষ।
১৭ তৈছে—ক্ষ।
১৮ জলদে—ঙ-পুঁথি।

২৮৮

কামোদরাগ—নন্দনতালাভ্যাম্।

কদম্বতরুর ডাল নামিয়াছে ভূমি ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বিরিন্দা বন[1]
কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে দুহুঁ[2] লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি[3]
মণিময় আভরণ অঙ্গে[4]॥ ধ্রু।
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর[5]
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল-বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্রকরে সুশীতল[6]
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর যোরি[7] নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গ[8] ভরে॥
মৃগমদ-চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভা রাই মুখ ইন্দু[9]
অধরে মুরলী নাহি বাজে[10]॥

কুসুমিত বৃন্দাবন কলপতরুর[11] গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেমত[12] মন্দির সুন্দর[13] যেন[14]
নরোত্তম মনোরথ-পুর[15]॥
ক—৩০১৭, তরু—১০৭৪, কী—২০৭।

টীকা—এই পদটিতে রাসনৃত্যকালে বৃন্দাবনের শোভা বর্ণিত হইয়াছে।

২৮৯

মল্লাররাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

ও নব জলধর-অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরি-তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধামাধব মেলি[1]।
মুরতি মদনরস কেলি॥ ধ্রু[2]।
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেমযূথী[3] রসাল॥
ও[4] নব পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর-রাজ॥

পাঠান্তর—

১ বৃন্দাবন—ক, তরু, মুগ পুঁথি।
২ রূপ—ক।
৩ বৈদগধি ধনি—ক-পুঁথি।
৪ রঙ্গে—ক-পুঁথি।
৫ গদাধর—গ-পুঁথি।
৬ চন্দ্রকরে কদম্বতল সুশীতল—চ-পুঁথি।
৭ ধরি—তরু।
৮ তনু—ক।
৯ শোভা করে মুখ ইন্দু—ক, শোভে রাই মুখ ইন্দু—তরু।
১০ "শ্রমজল……নাহি বাজে" চরণটি—গ-পুঁথিতে নাই।

১১ কল্পতরু—চ-পুঁথি।
১২ হিম—চ-পুঁথি।
১৩ সুজন—তরু।
১৪ জেন—গ-পুঁথি।
১৫ কদলায় চিহ্নিত অংশের স্থলে কতিপয় নিম্নলিখিত রূপ—
হাস বিলাস রস কলা মধুর ভাষ
নরোত্তম মনোরথ তরু।
দুহুঁক বিচিত্র বেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচনে মোহন লীলা করু॥

পাঠান্তর—

১ দেখ রাধা মাধব মেলি—ক, কী।
২ এস্থলে ধ্রুবপদ গ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল। অন্য কোনো পুঁথিতে নাই।
৩ হেম-জ্যোতি—কী।
৪ এ—গ-পুঁথি। ক-পুঁথি।

ও মুখচন্দ[৫] উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
গোবিন্দদাস পহুঁ ধন্দ।
অরুণ নিয়ড়ে পুণচন্দ॥

ক- ২০।১৬, তরু ১২৭২, কী—২১২।

টীকা—এই পদে রাধাকৃষ্ণের উপবেশনের সৌষ্ঠব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধা বিজুরিতরঙ্গ, দশবাণ কাঞ্চন, হেমযূথী, পদ্মিনী ও চন্দ্রের এবং শ্রীকৃষ্ণ জলধর, মরকত, তমাল, ভ্রমর ও চকোরের তুলনা।

অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ—রাধিকা পদ্ম হইলে কৃষ্ণ অরুণ এবং কৃষ্ণচকোর হইলে রাধিকা চন্দ্র। সুতরাং অরুণ ও চন্দ্র একত্রে—ইহাই বড় আশ্চর্যের কথা।

২৯০

ধানসীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

মঝু পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ।
গরলহিঁ ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
তুহু যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুগধল জন তব জীবন পায়॥
পহিলহি আরবি দিঠি পসারি।
করে কর পঙ্কনে ভাব[১] সম্ভারি॥
শ্রমজল[২] অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পানি সার॥
খর নখ-রঞ্জনী তুয়া নখ মানি।
আরবি নীরবিব উরপর হানি॥
যতনে অধর ধরি অধর রস দেবি।
অধরক দংশনে[৩] অধর বিম্ব নেবি॥

৫ চন্দ্র—ক-পুঁথি।
৬ বহু—ক, তরু, কী। এই পাঠটি ভাল।

পাঠান্তর—
১ "পঙ্কনে ভাব" স্থলে "পক ভাব" গ-পুঁথিতে আছে।
২ শ্রমজলে—ঙ-পুঁথি।
৩ দংশে—তরু। দংশন—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

রজনী উজাগরী রহবি আগোরী[৪]।
গোবিন্দদাস গুণ গাম্বব[৫] তোরি[৬]॥

৩০—১০৭৬।

টীকা—এই পদে কৃষ্ণকর্তৃক বিপরীত সুরত যাচিত হইয়াছে।

ভারসম্ভার—বিষহরণ প্রক্রিয়া বিশেষ।

খর নখরঞ্জনী ইত্যাদি—নখরঞ্জনী নরুণ। সর্পদষ্ট স্থানে ধারাল অস্ত্রে ছিন্ন করিলে বিষজল নির্গত হয়। এস্থলে প্রেম-বেদনা বিষ, নখাঘাত অস্ত্রাঘাত তাহাতে যন্ত্রণার উপশম।

যতনে অধর ধরি ইত্যাদি—মুখ দিয়া শুষিয়া বিষ নির্গত করিবার উপায় গৃহীত হইয়া থাকে। এস্থলে এই রূপকের সাহায্যে সম্ভোগ-তৃষ্ণার উপশম উক্ত হইতেছে।

২৯১

কামোদরাগ-মঠকতালাভ্যাম্।

রতিরঙ্গ-উচিত শয়নহি নাগর
যাচত বিপরীত কেলি।
অনুনয় কতহু করয়ে জনি হসি হসি[১]
মুখহিঁ মুখহিঁ করি মেলি॥
শুনি হসি শশিমুখী লাজহি কুণ্ঠিত[২]
অবনত করত বয়ান।
জীবইতে উপবাসী দারিদ যৈছন
মাঁগয়ে ভোজন-পান॥
দেখ দেখ বৈদগধ[৩] রঙ্গ।
কাম-কলা-গুরু রসিক-শিরোমণি
না ছাড়ই সো রস চঙ্গ॥ ধ্রু[৪]॥

৪ আগোর ঙ-পুঁথি।
৫ গাওবি—ক-পুঁথি। গাওব—ঙ-পুঁথি।
৬ তোর—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ হরি—গ-পুঁথি।
২ কুন্ঠিত—ঙ-পুঁথি।
৩ বৈদগধি—তরু, মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি।
৪ "ধ্রুবপদ"—গ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।

পাদ পরশি পুন রাই মানায়ল
নিজ মুখ বহুত জানাই।
ভণ রাধামোহন[৫] তছু মুখে সুখী উহ[৬]
অতএ সে[৭] হোত বাধাই॥
তরু—১০৭৭, ২৭২০।

টীকা—তখন সকল সখী ছল করিয়া অন্যত্র গিয়া পুনরায় গবাক্ষপথে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া রাধাকৃষ্ণ মিলন লীলা দেখিতেছেন। বিপরীত রতি যাচনা এই পদের বিষয় বস্তু।

তত্র বিপরীত রসঃ। যথা—

২৯২

গুর্জরীরাগ—কন্দর্পতালৌ।

উদসল কুন্তলভারা।
মুরতি শিঙ্গারলখমী অবতারা॥
অতিশয় প্রেমবিকারা।
কামিনী করতহি[১] পুরুখবেহারা[২]॥
ডোলত মোতিম-হারা।
যামুন জল যৈছে দুধক ধারা॥
কুচকুম্ভ পালটল বয়না।
রস-অমিয়া জনু ঢারল ময়না॥
প্রিয়তম[৩] করতহিঁ দেবা।
সরসিজ মোহে জনু রহল চকে বা॥[৪]
কঙ্কণ কিঙ্কিনী বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদনসমাজে।

রসিকশিরোমণি কাণ।
কবিরঞ্জন রসগান[৬]॥
তরু—১০৭৮।

টীকা—ময়না- মদন। অমৃতরস কলসধারায় ঢালিয়া দিতেছে। অমৃতরস এস্থলে প্রেমরস।

প্রিয়তম করতহিঁ দেবা—প্রিয়তম ক্রীড়া করিতেছে। ক্রীড়া এস্থলে কামক্রীড়া।

সরসিজ মোহে জনু রহল চকেবা—সরসিজের মোহে চক্রবাক যেন স্থির হইয়া আছে - রাধাবক্ষস্থিত কৃষ্ণের উপমা।

২৯৩

ধানসীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

আকুল অলক বেঢ়ল মুখশোভা[১]।
রাহু কয়ল শশিমণ্ডল-লোভা[২]॥
কুন্তল কুসুমমাল কর সঙ্গ[৩]।
বহু যমুনা মিলু[৪] গঙ্গতরঙ্গ॥
বড় অপরূপ দুহুঁ[৫] চেতন মেলি।
বিপরীত রতি[৬] কামিনী কর কেলি॥ ধ্রু॥
প্রিয়মুখ সমুখত[৭] পিবই ওজ।
চাঁদ অধোমুখ[৯] পিবই সরোজ॥

---

৫ গোবিন্দদাস—গ-পুঁথি।
৬ হউ—বহ।
৭ 'সে'—গ-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
১ করত—তরু, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
২ পুরুখবিহারা—তরু, পুরুখবাবহারা—ঙ-পুঁথি।
৩ প্রয়তহ—ক-পুঁথি।
৪ মাহে—তরু। এই পাঠটি ভাল।
৫ এই চিহ্নিত অংশ—বহুতে নাই।

৬ কাণ—তরু, মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ মুখশোর—ক।
২ শশিমণ্ডল লোভ—ক, শশিমণ্ডল আভা—ক-পুঁথি।
৩ উজর কুসুমমালে কর রঙ্গ—ক।
৪ মিলি—ক।
৫ দুহুঁ—ক।
৬ সুরত—ক।
৭ পিয়মুখ সমুখী—ক।
৮ চুম্বই—ক।
৯ চাঁদ অধোমুখে—বহ, চান্দ অধোমুখে—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

কিঙ্কিণীরবহি[১০] নিতম্বহি সাজ।
মদনবিজয়ি রণবাদন[১১] বাজ[১২]॥
বদন শোহায়ন[১৩] শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু॥
কুচযুগ উপরি বিলম্বিত হার[১৪]।
কনক কলস পর সুরধুনী ধার[১৫]॥
ভণই বিদ্যাপতি ইহ বর নারী[১৬]।
কামকলা জিনি রচই[১৭] চমারী॥

ক—১১১৩।

টীকা—বিপরীত সুরত সম্ভোগের পদ। এই পদে অন্য উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে শোভাতিশয় বর্ণনা করিবার জন্য।

বড় অপরূপ হয় চেতন মেলি—মিলনে সাধারণত আনন্দমূর্চ্ছা হয়। কিন্তু আজিকার এই বিপরীত বিহারে দুইজনেই চেতন রহিয়াছে কাহারও আনন্দমোহ হয় নাই। এইখানেই অপূর্ব্বত্ব।

মদন মোতি লেই ইত্যাদি—মুক্তাদি দিয়া মদন শরণাগত হইয়াছে-ইহাই ব্যঞ্জিত।

২৯৪

বেহাগরাগ—সমতালে।

গৌরদেহ সুধারস[১] সুবদনী
শ্যামসুন্দর নাহরে।
জলদ উপরে তড়িত সঞ্চরু
স্বরূপ ঐছন আহরে॥ ধ্রু॥

পীঠপর ঘনশ্যাম[২] বেণী
নিরখি ঐছন ভানরে।
যৈছ অজর[৩] হাটক পাতি[৪] করগহি
লিখন লেখ[৫] পাঁচবাণরে॥

গমন থির রহু সঘন সঞ্চরু
মণিক মেখল[৬] রাব[৭] রে।
মন্ম[৮]থ-রায় দোহাই কহ কহ
জঘন যশ রস গাব[৯] রে॥

রয়নি[১০] অরু[১১] অবসান মানিয়ে
কেলি নহ[১২] অবসান রে।
রসিক যদুপতি[১৩] রমণী রাধা
সিংহ ভূপতি[১৪] ভান রে॥

ক—১০১৭, তরু—১০৮০।

টীকা—পীঠপর ঘন ইত্যাদি—শ্রীমতীর পৃষ্ঠদেশ স্বর্ণপত্রের তুলনা। তাহাতে কৃষ্ণবেণী পড়িয়া আছে। মনে হইতেছে যেন মদন দেবভোগ্য উজ্জল স্বর্ণপাত হস্তে লইয়া লিখন লিখিয়া দিয়াছে। এই লিখন শরণাগতির। পরবর্তী চরণদ্বয়ে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে। পদটি সখীর উক্তি।

---

১০ কিঙ্কিণী বরিহি—ঙ-পুঁথি।
১১ বাজন—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১২ মদনবিজয়ে জনু বাদন বাজ—ক।
১৩ সোহাগল—ক। (এই পাঠটি ভাল।)
১৪ কুচযুগবিপরীত লম্বিত হারা—ক।
১৫ সুরধুনী ধারা—ক।
১৬ রসবতী নারী—ক।
১৭ রচন—ক।

পাঠান্তর—
১ সুচারু—ক, তরু।

---

২ ঘনশ্যামরু—ক।
৩ উজর—তরু।
৪ পাটি—তরু; পাটক—ক।
৫ লিখিল লেখ—ক-পুঁথি।
৬ মেখলম—ক।
৭ বাধ—ক-পুঁথি।
৮ মনন—ক-পুঁথি।
৯ গান—গ-পুঁথি।
১০ রবনি—ক-পুঁথি।
১১ রয়ন বরু—ক, তরু।
১২ বুঝস অব—ক।
১৩ ব্রজপতি—ক (এই পাঠটি ভাল।)
১৪ সিংহ-ভূপতি—ক-পুঁথি।

২৯৫

ভূপালীরাগ—ধ্রুবতালৌ।

বিগলিত-চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময়[1] কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল[2]
ঘামে তিলক বহি[3] গেলা॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গল দাতা।
রতি-বিপরীত- সময় যদি রাখবি
কি করব হরিহর ধাতা॥ ধ্রু॥
কিঙ্কিনী কিনি কিনি কঙ্কণ কন কন[4]
কলরব[5] নূপুর বাজে॥
রতিরণে মদন[6] পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে।[7]
তিলে[8] এক্ জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ব সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস-সায়র[9] মগ্ন
যামুনে[10] মিলল[11] গঙ্গ তরঙ্গ॥

ক—১২।৮, সং—১৩১, তরু—১০৭৭।

টীকা—সাত-চিহ্নিত অংশে "জয় জয় ডিণ্ডিম সাজে"—র পর তিনটি নূতন কলি সংকীর্তনামৃতে পাওয়া যায়—

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
পূতল শয়নকি সুখে।
রসে রসে দারুণ কন্দল উপজল
কাহু চলল অতি-রোখে।
নাগর অঞ্চল করে ধরি নাগরী
হাসি বিনতি করি রাধা।
নাগর হৃদয়ে হানল পাঁচবানহি
কুচ দর শাওই আধা॥
রোখ সমাপহি রসহিঁ পসারল
তাহে-কি মদন পাঁচবাণে।
অবসান যামিনী মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি রস ভাণে।

এই পদটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

রতি বিপরীত সময় ইত্যাদি—যদি বিপরীত রতিরস স্থগিত কর তবে হরিহরাদি কি করিবে, তোমার অধীন আমার আর কি কথা।

মনে হয় পংক্তিটির অর্থ এইরূপও হইতে পারে—যদি বিপরীত রতিরসের বাসনা পূর্ণ কর তবে হরিহরাদির নিকট আর কি চাহিবার থাকিবে!

২৯৬

দেশাগরাগ—প্রতিধ্রুবতালৌ।

সুন্দরি তিলে এক্ কর অবধান।
বিপরীত সঙ্গর মন্মথ কাতর
নিয়ড়ে তেজব পাঁচবাণ॥
সহজই অতনু সুতনু ভয়ে কাঁপই
তাহে তুহু বরতনুরাজ।
নখর কৃপাণ ভঙ্গ কুচ কুট্টল
ভাঁউ কামান নয়নশর সাজ।
অতএ সো মোহে রাখবি তছু হাতহি
মাথহি যৈছে নহ মার[1]।
ইহ নিজ জীবন তোঁহে নিরমঞ্ছব
হায় লিয়ে শরণ তোঁহার॥

পাঠান্তর—

১ চঞ্চল—ক।
২ চপলে দোড়াওল—ক।
৩ দূর—সং।
৪ ঝনঝন—ক।
৫ ঘনঘন—ক।
৬ নিজমনে মদন—তরু।
৭ রতি বিপরীত ভেল মদন সমাপল
জয় জয় দুন্দুভি বাজে-ক।
সাজে—সং।
৮ তলে—ক, তরু।
৯ ও রস-গাহক—তরু, ক (ও রস গাওত—বহ)
১০ যাদুবে—তরু, ক। যামুনে শব্দটি বহ বা মূল পুঁথিতে নাই। ছন্দানুরোধে পাঠটি গৃহীত হইল মূল ও ক-পুঁথিতে "জমু" আছে।
১১ মীলল—প-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ যৈছে মুর নহে মোর—ক-পুঁথি।

ঐছন কথন মনোরথ পূরল
রাধামোহন পহু তোর।
মনমথ-মথন- মথনী বররাইক
চরণ শরণ নহো ছোড়[১]॥

টীকা—কৃষ্ণের উক্তি। কৃষ্ণ বৈদগ্ধ্যের সহিত রাধাকে মন্মথ হইতেও অধিক পৌরুষশালিনীরূপে বর্ণনা করিয়া শরণাগতি জানাইতেছে।

তত্র রসালসঃ।

২৯৭

মল্লাররাগ—যতিরূপকতালাভ্যাম্।

রতি অবসানে বৈঠি শ্যামসুন্দর[১]
মোছই[২] নিজ করে ঘাম।
যনু দ্বিজরাজ পূজই বর কোকনদে
পরাভব পাইয়া কাম॥
অপরূপ নাগর প্রেম।
না জানিয়ে কি করব যৈছন দারিদ
পাইয়া ঘট ভরি হেম। ধ্রু॥
বিজনে মৃদুতর পবন করই পুন
চন্দন গাত লাগায়।
খপুর কপুর যুত[৩] পূর্ণ সুশোভিত
মুখ ভরি প্রচুর যোগায়[৪]॥
ঐছন বহুবিধ করিয়া সুসেবন
পুনলহি করল শয়ন[৫]।
কহ রাধামোহন কব হব শুভদিন
যবহিঁ পাওব দরশন[৬]

টীকা—পদটি স্বাধীনভর্তৃকার পদ।

এস্থলে শয়নক্রীড়া দর্শিত হইয়াছে।

---

২ তোর—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ শ্যামসুন্দরি—ঙ-পুঁথি।
২ পোছই—খ-পুঁথি।
৩ খপুর কপুর যত—ঙ-পুঁথি।
৪ লাগায়—ঙ-পুঁথি।
৫ করল শয়ন—ক-পুঁথি। করল শয়ন—ঙ-পুঁথি।
৬ দরশান—ক-পুঁথি।

২৯৮

ললিতরাগ—ললিততালেন।

রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে
আলুয়া[১] অলস ভরে।
সুতলি কিশোরী আপনা পাশরি
পরাণনাথের কোড়ে॥
সখি হের দেখসিয়া যা[২]।
নিঁদ যায় ধনি ও চাঁদ-বদনী[৩]
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিতান[৪] বসন-ভূষা।
নিশাসে দুলিছে বেশর মুকুতা[৫]
হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সোয়াথ[৬] না পায়[৭] মনে।
ধীর করি বোল না করিহ রোল[৮]
দাস জগন্নাথ ভণে[৯]॥

তরু—১০৮৩, ২৮০৫, কী—২২৮।

টীকা সখীর উক্তি। রতিরঙ্গ অবসানে নিদ্রালু রাধাকে দেখিয়া তাঁহার শয়নকৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ আউলায়—কী; আলুয়া—তরু, ক-পুঁথি।
২ বা—তরু।
৩ নিঁদ যায় ধনি চাঁদ বদনী—তরু।
নিঁদ যায় চান্দ-বদনী তোহি—ক-পুঁথি।
৪ বিথান—তরু, ক-পুঁথি; বিথার—কী।
৫ নাসার বেসর—কী, ক-পুঁথি। রতন-বেসর—তরু।
৬ সাহস—তরু।
৭ না হয়—তরু। নাহিক—কী।
৮ না করহ রোল—ঙ-পুঁথি।
৯ জগন্নাথদাস ভণে—বহু, ক-পুঁথি; খ-পুঁথি। দাস গোবিন্দ কহ—কী।
জ্ঞানদাস রস ভণে—তরু—ক-পুঁথি; দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে—পদকল্পসার

২৯৯

বিভাষরাগ—ধ্রুবতালো।

রজনী-উজাগরী নাগর-নাগরী
সুতি রহু কিশলয় শেষে।
রতিরস-আলসে[১] অবশ কলেবর
দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে॥
সজনি সুতি রহু নিলজ কাণ।
রাই জাগাই লেই চলু মন্দিরে
যব নাহি হোত বিহান॥ ধ্রু॥
রাইক কবরী- বান্ধ সখি সম্বরি[২]
পিঙ্ক মুকুট গড়ি যাউ[৩]।
মণিময় মুদরি মোহন মুরলী
এ দুহুঁ যতনে চোরাওঠু[৪]।
ঘুমল কানু যুকতি শুনি ঐছন
রাইক কোড়ে আগোরী
গোবিন্দদাস পহুঁ[৫] চতুর শিরোমণি
নিরসল সহচরী চোরি॥

কী—২৩১।

টীকা—রাধাকৃষ্ণের শয়নকৌশল বর্ণিত হইয়াছে। শেষ দুইটি চরণ ছাড়িলে পদটি সখীর উক্তি।

৩০০

ললিতরাগ মঠকতালো।

বলি বলি যাত ললিতা খানি।
শ্যাম গোরী মুখ- মণ্ডল ঝলকই
ছবি উঠত অতি ভালি॥ ধ্রু॥

কুসুমিত কুঞ্জ- কুটীর মনোহর[১]
কুসুম সেযে দুহু[২] নওল[৩] কিশোর।
কোকিল মধুকর মঙ্গল[৪] গায়ত
বন বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল[৫]॥
রজনীক শেষে জাগি শ্যামসুন্দরী
বৈঠলি সখীগণ সঙ্গ।
শ্যামবদন[৬] ধনি করহি আগোরল[৭]
কহইতে রজনীক রঙ্গ॥
হেরি ললিতা তব মৃদু মৃদু হাসত[৮]
পুলকে রহল[৯] তনু ভোরি[১০]।
নীল বসনে তনু ঝাঁপলি সুন্দরী
লাজে রহলি মুখ মোরি॥
যব মুখ মোরি রহল উঁহি[১১] নাগরী
কানু কয়ল[১২] পুন কোড়[১৩]।
আনন্দ হিলোলে দাস নরোত্তম
হেরত যুগলকিশোর॥

তরু—২৪৯১।

টীকা—প্রবোধভাবাক্রান্ত দুইজনের প্রেমোৎকর্ষ সখীগণের ও তত্রস্থ তির্যক্ প্রাণীদের কিরূপ আনন্দদায়ক—তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ রতিরস-আলসে।
২ বাঁধি পুন সম্বরি—কী।
৩ আর—ক-পুঁথি।
৪ চোরহ—ক-পুঁথি।
৫ "পহু"—ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—

১ মণি-মোহন—ত-পুঁথি। মনোমোহন—তরু, বহ, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি
২ কুসুমশেষ পর—তরু।
৩ নবীন—ত-পুঁথি।
৪ পঞ্চম—তরু।
৫ নব বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল—তরু। বন বৃন্দাবন আনন্দে হিলোল—বহ। বন-বৃন্দাবন আনন্দ হিলোর—ক-পুঁথি।
৬ শ্যাম-বয়ান—গ-পুঁথি, তরু; শ্যামবয়নে—বহ। শ্যামর বয়ান—ক-পুঁথি, শ্যাম বয়নি—ত-পুঁথি
৭ করহি আগোরল—তরু; করহি ধনি আগোরল—তরু।
৮ হসিত—বহ।
৯ রহলি—ক-পুঁথি।
১০ পুলকে রহলি তন ভোরি—বহ
১১ রহল উহি—ক-পুঁথি; রহল তব—তরু; রহল নব—ত-পুঁথি।
১২ করল—বহ।
১৩ কোর—ক-পুঁথি।

৩০১

বেলোয়াররাগ-ধ্রুবতালৌ।

চললহু[১] মন্দিরে[২] নওলকিশোরী[৩]।

হেরই[৪] হরিমুখ অলস বিলোচনে চেতন-রতন[৫] চোরাওলি গোরী॥ ধ্রু॥
ঝামর বদন শ্যাম ঘন[৬]-চুম্বনে প্রাতর ধুসর[৭] শশধর কাঁতি।
চম্পক মাল ললিত করে বারই পরিমলে লুবধল[৮] মধুকর পাঁতি।
বিগলিত কেশ বেশ সব[৯] খণ্ডিত নখ-পদ মণ্ডিত হৃদয় নিহারি।
পীত বসনে চমকি তনু ঝাপই রস-আবেশে চলু চলই না পারি।
লহু লহু হাসি সম্ভাষই সহচরী সচকিত লোচনে দশ দিক[১০] চাহি।
গোবিন্দদাস কহই[১১] যদি[১২] গুরুজন জানই[১৩] চলহু ত্বরিতে[১৪] ঘর যাই।

তরু—১০৯১, ২৭৫৫, কী—২৩৪।

টীকা—রতিরসালসা রাধার নিশান্তে গৃহগমন বর্ণিত হইয়াছে।

অথ রসোদ্গার।

অস্মোচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণরূপগীতে

প্রাক্ লিখিতে। অত্র গেয়ে লিখিয়মাণে চ॥*

টীকা—রসোদ্গারের পদের পূর্বে গৌরাঙ্গসম্বন্ধীয় কোনো পদ উদ্ধৃত হয় নাই। রাধামোহন লিখিয়াছেন—পূর্ব-লিখিত শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক গীতের পূর্বে যে সকল গৌরচন্দ্রিকা আছে তাহাই এস্থলে গেয়। তদনুসারে—"যো মেনে মনু * যো মেনে মনু", "শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ-সুন্দর", "গৌরবরণ মণি-আভরণ" "নিরুপম কাঞ্চন কাঁতি কলেবর" "কি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর" ইত্যাদি পদ উদাহর্তব্য ও গেয় ও লিখিত বলিয়া ধরিতে হইবে।

* এই অংশ ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
১ চলল—ক-পুঁথি; চললহি—তরু।
২ সুন্দরী—ক-পুঁথি।
৩ কিশোর—খ-পুঁথি (ভ্রমাত্মক পাঠ)
৪ হেরি—ক-পুঁথি।
৫ চেতন—ক-পুঁথি, ও-পুঁথি; চেত—খ-পুঁথি।
৬ সঘন—ও-পুঁথি
৭ মধুর—তরু।
৮ লুবধ—ক-পুঁথি।
৯ বেশর—খ-পুঁথি।
১০ দিশ—কী, তরু।
১১ কহ—ক-পুঁথি।
১২ যদি—ক-পুঁথি-তে নাই।
১৩ জাগব—তরু।
১৪ তুরিতে—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৩০২

কহরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ-মন্দিরে[১]
আজু কি হোয়ল দ্বন্দ।
চপলে ঝাঁপল ঘন জলধর
নীল-উতপল চন্দ্র॥
ফণী মণিবর উগরে[২] নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরুশিখরে[৩] সুরতরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে ভুবিজ ত্রিকহ
ঐছন সকল শোহে॥
না কর গোপন নিজ পরিজন
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি-কৃত রূপায়ে তাঁহারি
কোন জন ইহ গান॥

তরু—১০৭০।

পাঠান্তর—
১ নিকুঞ্জভবন—তরু।
২ উপরে—ও-পুঁথি।
৩ সুমেরু উপরে—তরু।

টীকা—পদটি সখীদের উক্তি এবং ইহাতে বিপরীত-সুরতসম্ভোগ সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল প্রকাশ পাইয়াছে। "ধন্দ" শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য এইখানেই।

সখীরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—জলধরের উপরে কি বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিয়াছিল অথবা চন্দ্রকে নীলোৎপল আচ্ছাদিত করিয়াছিল? অর্থাৎ সম্ভোগলীলা কি বিপরীত হইয়াছিল অথবা যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছিল? বিপরীত বিহার কালে দোদুল্যমান বেণীর অগ্রভাগ হইতে বেগবশত মণিস্খলন হইতে দেখিয়া কি শিখিনীর ময়ূরপুচ্ছ বিগলিত হইয়া গেল (এস্থলে ময়ূরপুচ্ছকে শিখিনীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে)? সুমেরুশিখর তুষারময়, সুর-তরঙ্গিনী তাহাতে থাকে কঠিন অবস্থায় বিহারকালে যে মুক্তাহার স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে তাহা তুষারীভূতা স্বর্গঙ্গার তুলনা। বিপরীত বিহারকালে বক্ষস্থল লম্বিত আন্দোলনচঞ্চল মুক্তাহার তরল গঙ্গাজলধারার সহিত তুলনীয়, সুমেরু শিখর পয়োধরের তুলনা। (রাধার পয়োধর-আচ্ছাদক কঞ্চুক নীলোৎপলের তুলনা। চন্দ্রের সুগোলত্ব ও জ্যোতির্ময়ত্ব পয়োধরের সাধর্ম্য।) দ্রষ্টব্য ৩০৩ পদ।

সুকাম নটনে তুরিঙ্গ ত্রিকচ্ছ—নৃত্য-গীত-বাদ্য এই ত্রিবিধ উপকরণের কথা এস্থলে বলা হইয়াছে। বিপরীত-বিহার লীলাই এস্থলে কামনৃত্য; রাধা এস্থলে কামনর্তকী বলিয়া "সুকাম নটনে" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নৃত্য ও বাদ্যের কথা উক্ত হইলেও এস্থলে গীতের কথা উহ্য রহিয়াছে। তাহা সুরতকালের নানা সুরের শীৎকার ধরিতে হইবে।

পদকল্পতরুতে এই পদটির ব্যাখ্যায় বিপরীত বিহারের কথা বলা হয় নাই।

৩০৩

সুহইরাগ-যতিতালৌ।

পিয়া সে পিরিতি জানে।
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দেই পরাণে॥ ধ্রু॥
মো যদি সিনাও আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গজল পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া রয়।
বসনে বসনে লাগিব লাগিয়া[1]
একু[2] রজকেরে দেয়।
মোর নামে আধা আধর পাইয়া
হরিষ হইয়া লয়।
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
সে মোর অঙ্গের বাতাস লাগিয়া
সে মুখে সে দিন থাকে।
মনের আকূতি- বেকত করিতে-
কতেক সন্ধান জানে।
যে পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার প্রতি প্রেমাধিক্য ও আনুকূল্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহা রাধার উক্তি।

এস্থলে রতিরঙ্গরসের অবহিথা বোদ্ধব্য। সখীদের প্রশ্নের উত্তর গোপন করা হইয়াছে।

৩০৪

কৌড়বরাগ-যতিতালৌ।

—"অখিল ভুবন মাহা তুহুঁ বরনারী।
সুপুরুষ নাহ তোঁহে মিলল মুরারি।
কতহুঁ যতনে বিহি করি অনুমান।
নায়র নায়রী কয়ল নিরমাণ॥
কহ কহ সুন্দরি রজনীবিলাস।
কৈছন নাহ পূরাওল আশ।"
—"পিয়াক পিরিতি হাম কহই না পারি।
লাখ বয়ান বিহি না দিল হামারি।

পাঠান্তর—
১। বলিয়া—ক-পুঁথি
২। এক—ক-পুঁথি।

করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠায়ল কোড়।
সুগন্ধি চন্দনে তনু লেপল মোর॥
আপন মালতী মালা হিয়াসে উতারি।
কণ্ঠে পরায়ল যতনে হামারি॥
ফুয়ল কবরী বান্ধই অনুপাম।
তাহে বেঢ়ায়ল চম্পক দাম॥
মধুর মধুর দিঠি হেরয়ে বয়ান।
আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান॥"
—ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ পরসঙ্গ।
ধনি ভুল বহইতে[১] রজনীক রঙ্গ॥

টীকা—এই পদের প্রথম তিনটি পয়ার সখীদের প্রশ্নোক্তি। অপর চরণগুলি রাধার উক্তি। এস্থলেও অবহিত্থা বোদ্ধব্য।

৩০৫

বিভাষরাগ-যতিতালৌ।

আজুক যামিনী নিধুবনে আনি
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে[১] ডুবাইল মোরে
ভুললু আপন বাস॥
শুনহ মরম সই।
তুহুঁ সে আমার[২] প্রাণের সোসর
তেঞি সে তোঁহারে[৩] কই॥ ধ্রু॥†
তাঁহার সাধন যতেক বচন[৪]
তাহা কি কহন যায়।
রতি বিপরীত লাগিয়া নাগর
ধয়ল হামারি পায়॥

পাঠান্তর—
১। ধনি ভুলল ইথে—ক-পুঁথি।
ধনি ভুলল কহইতে—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১। সায়রে—গ-পুঁথি
২। পুনবারি—গ-পুঁথি ঙ-পুঁথি
৩। তোমারে—গ-পুঁথি।
† ধ্রুবপদ গ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৪। বচন যতেক—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি

তাঁহার পিরিতি- বশ যে হইয়া
করিলু তাঁহার মত।
না জানিলু মুঞি তাঁহার সুখে
আপনি হইলু রত॥
মোর শ্রমজল হইয়া বিকল
মোছয়ে আপন[৫] করে।
ব্যজন[৬] লইয়া আপনি বিজয়ে
আমার চরম ভরে॥
সে সব কাহিনী কহিতে আপনি
অবশ হইছে অঙ্গ।
এ রাধামোহন- দাস কি শুনব
এ সব প্রেমক রঙ্গ॥

টীকা—রাধার বিপরীতবিহারাত্মক নিশিরঙ্গবর্ণনা।

৩০৬

সুহইরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

কি কহব রে সখি কেলিবিলাস।
বিপরীত সুরত[১] নাগর অভিলাষ॥ ধ্রু॥
মানত[২] নাগর দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রমজল-বিন্দু মুখ[৩] সুন্দর জ্যোতি।
কনককমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচযুগ কনকধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল[৪] বহু[৫] পহুঁ দিল পানি॥

৫। আপনি মুছই—ক-পুঁথি।
৬। বীজন—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১। সুরতি—গ-পুঁথি।
২। মাতল—তরু।
৩। মুখে—তরু।
৪। পড়য়ে—তরু।
৫। নহিলে রসিক কৈছে—তরু।
নহিলে কি রস কৈছে—ক-পুঁথি।

ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে[৬] তোঁহারি মুরারি॥

তরু—১৭২৫।

টীকা—পূর্বানুভূত বিপরীতবিহার রঙ্গের কথা রাধা বলিতেছেন।

৩০৭

রামকিরীরাগ—সমতালো।

তড়িত লতাতলে জলদ সমারল
আঁতরে সুরধুনী-ধারা।
তরল তিমির শশী সুর পরাসল[১]
চৌদিশে[২] খসি পড়ু তারা॥
সখি হে কি কহব নাহিক ওরে।
সপনে কি পরতেক কহিতে না পারিয়ে
কি অতি[৩] নিকট কি দূরে। ধ্রু॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণী ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধি- জলে যনু ঝাঁপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পাতি-আয়ব[৪]
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়—১৫১।

টীকা—বিপরীতবিহারানন্দাত্মক পদ। রাধার উক্তি।

"তড়িতলতা"—রাধা। "জলদ"—কৃষ্ণ। "সুরধুনী-ধারা"—মুক্তাহার। "তরলতিমির"—মুক্তকেশ। "শশী"—চন্দনবিন্দু (রাধামোহনকৃত অর্থ) অথবা ললাটরূপ চন্দ্র। "সুর"—সিন্দুরবিন্দু অথবা রক্ত-মাণিক্য-নির্মিত শিষফুল। "তারা"—সাতাশটি মুক্তা দিয়া রচিত মুক্তাহার-বিশেষ। "অম্বর"—বসন। "ধরাধর"—পয়োধর। "ধরণী"—জঘনদেশ। "সমীরণ"—নিঃশ্বাস। "রোল"—শীৎকারধ্বনি। "প্রলয়পয়োধিজল"—রতি-অবসানের লক্ষণ বিশেষ এস্থলে ব্যঞ্জিত। প্রলয়পয়োধিজল যুগান্তে সম্ভব—এ স্থলে যুগান্ত নহে অথচ প্রলয়পয়োধিজল উপস্থিত।

সপনে কি পরতেক ইত্যাদি—এস্থলে আনন্দ-জন্যভ্রমরূপ মোহ উক্ত হইয়াছে।

৩০৮

প্রাচীনসিন্ধোড়ারাগ-নন্দনতালো।

কিনা সে কানুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নাহি পরতীত
যেন দারিদ্রের হেম। ধ্রু॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না পরে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের[১] দোসর
রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গে।
তিলে কত বেরি মুখ নিরখয়ে
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোড়ে থাকিতে দূর হেন বাসে
তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমিতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে॥

টীকা—রাধার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাতিশয় বক্তব্য।

৬। জানি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১। সরসার—ক-পুঁথি।
২। চৌদিগে—গ-পুঁথি।
৩। কি রতি কি—ক-পুঁথি।
৪। আওল—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১। বায়ের—বহ।

অথানুরাগঃ।

অত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

৩০৯

বরাড়ীরাগ-প্রতিমঠকতালৌ।

জয় জয় শচীসুত[১] গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় জয় অনুরাগ ভাবকলেবর ॥ ধ্রু ॥

কহইতে গদ গদ আধ আধ বোল।
প্রেমে গর গর মন আনন্দহিলোল ॥

হরি[২] ভজন পহুঁ করল নির্দ্ধারে।
অতএ সে মহামন্ত্র যাচিল সবারে[৩] ॥

সে আজ্ঞা নিজ নিজ ভজন অনুসারে।
কত কত পাতকী পাইল ভব পারে ॥

মুঞি তো পাপিষ্ঠ অতি[৪] তাহা না মানিয়া।
সংসার সাগরে ঘোরে রহলু পড়িয়া ॥

এ রাধামোহন কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমা[৫] উদ্ধার কর প্রভু দয়াল গৌরহরি ॥

তরু—২৬৮০।

টীকা—অনুরাগভাবাক্রান্ত গৌরাঙ্গের বর্ণনা। এই পদে গৌরাঙ্গ অবতারের গৌণ কারণ বর্ণিত হইয়াছে। পদকার নিজেকে সেই কৃপা হইতে বঞ্চিত ভাবিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠান্তর—

১। জয় শচিনন্দন—তরু।
২। হরি হরি—ক-পুঁথি।
৩। জানিল সবারে—ক-পুঁথি।
৪। মতি—ক-পুঁথি।
৫। আমার—ক-পুঁথি।

এতদুচিতরূপম্।

৩১০

সারঙ্গরাগ-মঠকচঞ্চুপুটতালাভ্যাম্।

সজনি অপরূপ গোকুলচাঁদ।

অনুভবি পরিতি- মুরতি কিয়ে সুধাময়
যুবতী[১] মন[২]-শশ-ফাঁদ ॥ ধ্রু ॥

নব নব জলধর নিন্দি মনোরম
সুচিকণ বরণ উজোর।
কাম-কামান জিতি ভাঁউ ধুনায়তি
বন্ধু শরে কামিণী ভোর ॥

পীতাম্বরধর সুঘড়[৩] বেণুকর
মুনি-মন-মোহন ঠাট[৪]।
বর-কৌস্তুভধর মালা মনোহর
যন্থু নব মনমথ নাট[৫]।

বদনচন্দ অমন্দ সুধাধর[৬]
থাবর-জঙ্গম-প্রাণ।
রাধামোহন প্রভু[৭] নব নব অনুখণ
সহজহি রূপ-নিধান ॥

তরু—২৫৪৪।

টীকা—"সুঘড়"-সুঘট অর্থাৎ সর্বাঙ্গ যাহার গঠনসৌষ্ঠবময়।

পাঠান্তর—

১। কামিনি—তরু।
২। মনো—ঐ।
৩। মনোহর—তরু।
৪। সুদৃঢ়—ক-পুঁথি।
৫। নাট—তরু।
৬। ঠাট—তরু।
৭। সুধা বরু—তরু। সুধা নব—ক-পুঁথি।
৮। পহু—তরু। ভণিতা—"গোবিন্দ দাস পহু"।

৩১১

সুহইরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ[২]। ধ্রু।
তবু সে বন্ধুরে আমি পাশরিতে নারি।
কি বিধি বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি।
কি খেনে দেখিনু সে[৩] বিদগধ রায়।
পাষাণের রেখ যেন মেটন না যায়।
গুরুজন যত বোলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কি না হয় কছই না জানি[৪]।
দেখিয়া যতেক লোক করে পরিহাস[৫]।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির-বিনাশ।
পতির আরতি যেন জলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরিতি বুকে বহিছে ত্রিবেণী।
সোঙরি সে রূপ-গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভণে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াত না পায়।

টীকা—এই পদে অনুরাগস্থায়িভাবিণী রাধিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বক্তব্য কথিত হইয়াছে। সদানুভূত প্রিয়কে যাহা নিত্য নব নব ভাবে অনুভব করায় তাহাই অনুরাগ। এই অনুরাগের কার্য পরস্পরের বশীভাব, মিলনে ও বিরহাসহ-ভাব, অপ্রাণিগণের মধ্যে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভের জন্য উন্নত "লালসা"ভর এবং বিপ্রলম্ভের বিস্ফূর্তি ইত্যাদি।

বন্ধুর পিরিতি বুকে ইত্যাদি—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী একত্র হইয়া যেমন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় তেমনি রাধার অনুরাগও কৃষ্ণমুখী।

পাঠান্তর—
১। তুমি কি কি জান সে—ক-পুঁথি।
২। পরবাদ—ক-পুঁথি।
৩। ক-পুঁথিতে নাই।
৪। "কি করিতে কি বা করি একই না জানি"—গ-পুঁথি।
৫। উপহাস—ক-পুঁথি।

৩১২

ভাটিয়ারীরাগ-দশকোশীতালো।

চিতে পাশরিল নহে বন্ধুর পিরিতি।
কি ঘর বাহির লোকে বোলে ও কি রীতি[১]।
অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগ[২]।
না জানি কি লাগি[৩] তাহে এত অনুরাগ[৪]।
সই বড়ি[৫] পরমাদ।
শয়নে স্বপনে মনে নাহি অবসাদ। ধ্রু।
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে[৬] আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান।
শুনিতে শুনিতে[৭] শুনি সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘন মোর পুলকিত অঙ্গ।
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি[৮] দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ।
গৃহকাজ করিতে আউলায়ে সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যাম লেহ।

টীকা—এস্থলে কৃষ্ণের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা ও রহস্যময় অনুরাগ ব্যঞ্জিত।

৩১৩

তিরোতধানশীরাগ-প্রতিচক্রপুটতালো।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
তাহুক প্রেম- রতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার। ধ্রু।

পাঠান্তর—
১। অকিরিতি—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি
২। জাগি—ঙ-পুঁথি।
৩। জানি—ক-পুঁথি।
৪। অনুরাগী—ঙ-পুঁথি।
৫। এ কি বড়—ক-পুঁথি।
৬। বিনু—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭। শুনিয়ে—বহ, মুল পুঁথি। ক-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।
৮। নাহিক—ঙ-পুঁথি।

ধৈরজ লাজ কয়ল[1] তুয়া সমুচিত
শুনবি গুরুজন তায়।
আপক[2] মান আগে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুল-শীল-গুণ-বল-[3] বন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল হেরইতে উজ্জ্বর
ধন-জন-গৌরব-অন্ত।
ভাব-অঙ্কুর[4] যব হোয়ব অন্তর[5]
আনত[6] দেওবি চিত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে প্রেম নহ
অনুরাগ-গতি বিপরীত॥

তরু—১৫০, কী—২১৩।

টীকা—পদটি রাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য সখীর উক্তি। পদে সখীর উপদেশ প্রেমের সুগোপাবে ব্যক্তিত হইয়াছে। সখীরূপী গোবিন্দদাসের মতে প্রেম গোপনে রাখিবার বস্তু নহে।

৩১৪

গান্ধাররাগ-যতিতালৌ।

নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস-সম্ভাষণ হৃদয় রসায়ন পরশ রসায়ন সঙ্গ।
এ সখি রসময় অন্তর যার।
শ্যাম সুনাগর সবগুণ-আগর[1] কো ধনি বিছুরয়ে পার[2]।ধ্রু॥
গুরুজন-পরজন গৃহপতি-তরজন কুলবতী-কুবচন ভার।
যত পরমাদ সবহু পুন মেটই[3] মধুর মুরলী-আশো- য়াস[4]॥
কিয়ে করব কুল লিবস দীপতুল প্রেম-পবনে[5] ঘন দোল।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত লাজক আলে[6] আ- গোর॥

তরু—২০২, কী—২১২।

টীকা—রাধা কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্তা। গুরুজন ভয় ইত্যাদি তুচ্ছীকৃত। কোনো মতে কুলমর্যাদা দিবসপ্রদীপ তুল্য যত্নে ও লজ্জায় এখনও প্রজ্বলিত আছে। কিন্তু প্রেম-পবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহাও বুঝি নিভিয়া যায়।

পদটি রাধার উক্তি।

পাঠান্তর—

১। করল—তরু, কী।
২। আপনক—তরু, কী।
৩। কুলশীলবতী গুণবর—তরু, কী, ক-পুঁথি। এই পাঠটি ছন্দের দিক দিয়া গৃহীত হইল।
৪। ভাব আঙ্কুরে—তরু, কী।
৫। হোয়ব অঙ্কুর—তরু, কী।
৬। আনহি—তরু, কী।

পাঠান্তর—

১। 'সবগুণ-আগর—বহুতে নাই।
গুণ গণ সাগর—তরু।
গুণগণ আগর—কী।
২। গ-পুঁথিতে ও ঙ-পুঁথিতে এই দুইটি চরণ আছে—"এ সখি রসময় শ্যাম সুনাগর কোধনি বিছুরয়ে পার॥"
৩। সহুঁ মেটব—কী।
৪। মুরলী রব আশো যাশ—কী।
৫। পরশে—কী, মূল পুঁথি।
৬। লাজ—কী।

৩১৫

বরাড়ীরাগ—প্রতিনিপারকতালেন।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পুনি[১] করিয়াছি[২] মনে সেই সে[৩] করিব॥ ধ্রু॥
দেখিতে যে সুখ উঠে[৪] কি বলিব[৫] তা।
দরশ[৬] পরশ লাগি আলুয়াছে[৭] গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পঁহু[৮] পিরিতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরল[৯] তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহ[১০] লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি[১১]॥
তরু—৭২৮, রসকলিকা ১৪৭।

পাঠান্তর—

১। পণ—ঙ-পুঁথি।
২। করিয়াছিলাম—ক-পুঁথি।
৩। সেইত—ক-পুঁথি।
৪। সুখ উঠে—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, তরুর পাঠ। বহু ও মূল পুঁথিতে 'উঠে' নাই।
৫। কহব—ক-পুঁথি।
৬। সরস—ঙ-পুঁথি।
৭। আউলাইছে—তরু।
৮। পুন—ক-পুঁথি।
৯। পুরয়ে—তরু।
১০। কহে—তরু।
১১। পদরসসারে পদটিতে যদুনাথ দাসের ভণিতা আছে। যথা—
যদুনাথ দাস কহে (কহে?) শুন গো সজনি।
পিরিতি লাগিয়া দিব যৌবন নিছনি॥

টীকা—অনুরাগের স্বভাববশত পুনরায় পূর্বোক্ত অর্থই দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

পদটি রাধার উক্তি।

৩১৬

সুহইরাগেকতালীতালে।

রূপে ভরল দিঠি[১] সোঙরি পরশ মিঠি[২]
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী রবে শ্রুতি-পরিপূরিত[৩]
না শুনয়ে[৪] আন পরসঙ্গ॥
সজনি আর[৫] কি করবি[৬] উপদেশ।
কানু-অনুরাগে[৭] তনু মন মাতল
না শুনে ধরম ভয় লেশ[৮]॥ ধ্রু॥
নাসিকা[৯] সো অঙ্গ-[১০] সৌরভে উনমত
বদন না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে[১১] বান্ধল মঝু মন[১২]
ধরম রহল[১৩] কোন ঠাম॥

পাঠান্তর—

১। দিঠে—গ-পুঁথি।
২। মিঠে—গ-পুঁথি।
৩। পরিপূরল—ক-পুঁথি।
৪। শুনে—তরু, শুনয়ে—ক-পুঁথি।
৫। অব—তরু, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি
৬। করব—ক-পুঁথি।
৭। কানু অনুরাগে মোর—তরু।
৮। না শুনে ধরম ভয় লেশ—তরু।
৯। নাসিকা ও—ঙ-পুঁথি।
১০। নাসিকা সো সে অঙ্গের—তরু।
১১। গুণ গণ—গ-পুঁথি।
১২। মনে—তরু।
১৩। রহব—তরু।

গুরুজন-গরজনে[১৪] গৃহপতি-তরজনে
কো জানে[১৫] উপজয়ে হাস।
তাহে[১৬] এক মনোরথ জনি হ'য়ে অনরথ
পুছব[১৭] গোবিন্দদাস॥

তরু—৭২৪

টীকা—এই পদে ইন্দ্রিয়বৈবশ্য কথিত হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মানসেন্দ্রিয়ের কৃষ্ণবশ্যত্বপ্রযুক্ত ধর্মাচারের আর স্থান কোথায়?

৩১৭

ভাটিয়ারীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে[১] আপনা খাইয়াছে
তারে[২] তুমি কি আর বুঝাও।
নয়ন-পুতলী করি লইয়াছি[৩] মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুনি জ্বালি[৪] সকল[৫] পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বোলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণগোচরে।
স্রোত বিথার[৬] জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে[৭]।

খাইতে শুইতে নিতে[৮] আন না[৯] লয়[১০] চিতে
বন্ধু বিনু মনে নাহি ভায়।
মুরারি গুপুতে কহে পিরিতি এমতি[১১] হইলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

তরু—৭৫১, ৮৪৫, কী—২৭৬।

টীকা—রাধাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনরায় সখী কিছু প্রবোধবাক্য বলিলে রাধার এই উক্তিতে প্রেমের সর্ববিস্মারি স্বভাবের কথা প্রকাশ পাইতেছে। রূঢ় মহাভাবের "মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদিসর্ববিস্মরণং সদা" এই লক্ষণটি প্রকাশিত হইয়াছে।

৩১৮

ধানশীরাগ-গঞ্জনতালৌ।

কি[১] গুরু গরবিত না লয়ে[২] পাপচিত
আন না শুনে কাণ বিন্ধে[৩]।
সে সব[৪] নাগর সব গুণে আগর[৫]
তারে সে পরাণ কান্দে॥
না জানি কি না হইল কি খেনে পরশিল
সে রস পরশমণি।
জাতি কুল শীল আপন ইচ্ছায়ে দিনু[৬]
তাঁহারে করিলোঁ[৭] নিছনি।
সজনি ও বোল বোল জনি আর॥

১৪। পরিজন—ক-পুঁথি।
১৫। অন্তরে—তরু।
১৬। তঁহি—তরু।
১৭। পুছত—তরু।

পাঠান্তর—

১। 'যা'—তরু। যা কী-তে নাই। ক-পুঁথির পাঠ 'যে' গৃহীত হইল। যেবা—বহ।
২। তাহে—তরু।
৩। লইলুঁ—বহ; লইল—ক-পুঁথি; লইনু—গ-পুঁথি।
৪। করি—ক-পুঁথি। ব্যবহার, আচার (শিষ্টাচার)
৫। সকলি তরু, কী।
৬। পাথার—ক-পুঁথি; বিথারি—ঙ-পুঁথি।
৭। কুকুরে—ঙ-পুঁথি।

৮। নেতে—তরু।
৯। নাহি—তরু।
১০। মোর—ক-পুঁথি;
"আন না লয়" স্থলে "আন নাহিক"—ঙ-পুঁথি।
১১। এমন—তরু।

পাঠান্তর—

১ কিয়ে—ক-পুঁথি।
২ মানে—ক-পুঁথি।
৩ কানু বন্ধে—ক-পুঁথি।
৪ নব—গ-পুঁথি।
৫ আগর সবগুণে—ঙ-পুঁথি।
৬ ক-পুঁথিতে আছে। বহ, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি ও মূল পুঁথিতে নাই।
৭ হইলু তাহার—ক-পুঁথি।

কি[৮] যশ অপযশ না ভায় গৃহবাস
হইলোঁ[৯] কুলেরখাঁখার ॥ ধ্রু ॥
হিয়ার[১০] দগদগি মনের পোড়নি
কহিলো না রহি মোঁ[১১] ঘরে।
এবেসে জানলু[১২] প্রেমের এই ফল[১৩]
ভালে সে[১৪] জ্ঞানদাস ঝুরে ॥

টীকা—রাধার যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা কৃষ্ণেরই গুণে, তাঁহার গুণে নহে—এই কথাই পদটিতে উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম "পরশমনি" সুতরাং লৌহ যদি হেম হইয়া থাকে তবে তাহা পরশমণিরই গুণে।

৩১৯

শ্রীভাটিয়ারীরাগ-চক্রপুটতালাভ্যাম্।

তেজিলু[১] নিজকুল এ লোক লাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ ॥
সে সব নব নেহার নিছনি কৈলোঁ।
যে মোরে বোলে[১] তারে জীয়ন্তে মৈলোঁ ॥
না বোল সজনি আর কিছু না লয়[২] মনে।
সে বন্ধু বান্ধিঞাছো পরাণ সনে ॥
বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা।
পতির পিরিতি বিষের জ্বালা ॥
যে চিতে দঢ়াইলু সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয় ॥
খাইতে শুইতে আনহি নাহি।
জ্ঞানদাস কহে বুঝিয়ে তাহি ॥

৮ কিয়ে—ক-পুঁথি।
৯ হইলু—ক-পুঁথি।
১০ হিয়া—ক-পুঁথি।
১১ ক-পুঁথিতে নাই।
১২ জানি লো—ক-পুঁথি।
১৩ এ—ক-পুঁথি।
১৪ ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
১ কহে—ক-পুঁথি।
২ লয়ে—গ-পুঁথি।

টীকা—রাধাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সখীরা যখন বলিলেন যে এইরূপ অনুরাগের ফলে কুলগৌরব নষ্ট হইবে এবং লোকেরাও ত্যাগনিন্দাদি করিবে তখন রাধা বলিলেন, যে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা আর ফিরিবার নহে। যদি অনুরাগ না হইত তাহা হইলে কুলধর্মাদি রক্ষিত হইতে পারিত ইহাই তাৎপর্য।

৩২০

প্রাচীনসিন্ধুড়ারাগ-সমতালাভ্যাম্।

কি মোর ঘর- দুয়ারের কাজ
লাজ করিবার[১] নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে লাখ[২] পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি।
শুন শুন তোরে মরম কহিয়ো[৩]
মোর পরাণনাথে।
ও রস পরশে উলস গা
দুকুল ঠেলিলু[৪] হাতে। ধ্রু[৫]।
গুরু-গরবিত বোলে অবিরত
সে মোর চন্দন-চুয়া[৬]।
সে রাঙা চরণে আপনা বেচিলু[৭]
তিল তুলসী দিয়া।

পাঠান্তর—
১ লাজে কহিতে—তরু।
২ লাগে—তরু, কী।
৩ 'কহি ও' (সম্বোধনে)—গ-পুঁথি।
৪ ঠেলিলোঁ—গ-পুঁথি।
৫ এই বন্ধনী চিহ্নিত অংশ তরু বা কী-তে নাই।
৬ গুরু গুরুজন বলু দুবচন
সে মোর চন্দন-চুয়া—কী, তরু।
৭ শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি—কী, ক-পুঁথিতে ও গ-পুঁথিতে

আপন ইচ্ছায়ে বাছিয়া লইনু[৮]
যে মোর করমে ছিল।
এ বোল বলিতে[৯] যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল॥
সো মুখ না দেখিয়া পরাণ বিদরে
রহিতে নারি এ[১০] বাসে।
এমত পিরিতি জগতে নাহিক[১১]
কহই[১২] এ[১৩] জ্ঞানদাসে[১৪]॥

তরু—৮৪৭, ৯৩৫, কী ২৮২

টীকা—সখীরা নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিলেও নিজের মহোৎকণ্ঠাবশত কৃষ্ণবিচ্ছেদ সহিবার অসহিষ্ণুতা পদটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। রাধার উক্তি।

৩২১

সুহইরাগ-গঞ্জনতালাভ্যাম্॥

তুমি কি না জান সই কানুর পিরিতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন[১]
তাঁহারে সোঁপিয়াছি॥
প্রাণসই কি আর কুলবিচারে।
প্রাণবন্ধুয়া[২] বিনু তিলেক না জীউ
কি মোর সোদরপরে॥ ধ্রু॥

সে রূপসাগরে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধল[৩] হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবল[৪] মন
আনিব[৫] কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে[৬] শুইতে শুইয়ে[৭]
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাসে কহে ইঙ্গিত পাইলে
আগুন দিয়ে দুয়ারে॥

টীকা—সখীর অনুমতি পরীক্ষা করিবার পর ব্যক্ত হইলে রাধার উক্তি এই পদে বিবৃত হইয়াছে।

৩২২

তোড়ীরাগ-মঠকতালৌ।

কানু-অনুরাগ কথা কি কহিব আর।
বিন্ধিয়া লাগিল[১] মোর হিয়ার মাঝার॥
এতখন না দেখিয়া[২] সে মুখ-মাধুরী।
বিদরিছে এই মোর পরাণ-পুতলী॥
কহ কহ এ সখি কি করি উপায়।
দরশন বিনু চিত ধরণে না যায়॥ ধ্রু॥
এ যদুনন্দনে কহে শুন ঠাকুরাণি।
তিলেক ধৈরজ কর মিলিবে[৩] আপনি॥

টীকা—এস্থলে অনুরাগজনিত মহোৎকণ্ঠা ব্যক্তিত হইয়াছে।

"বেছিলু" স্থলে "বেছিলোঁ" আছে।
৮ লইলোঁ—গ-পুঁথি।
৯ এ কথা শুনিয়া—তরু।
১০ নারিয়ে—বহু।
১১ নাহি—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১২ কহয়ে—ক-পুঁথি।
১৩ গ-পুঁথিতে নাই।
১৪ কী ও তরুতে চিহ্নিত অংশ নাই এবং ভণিতা নাই।

পাঠান্তর—
১ যৌবন—ক-পুঁথি
২ প্রাণনাথ—ক-পুঁথি।

৩ বান্ধিল—ঙ-পুঁথি।
৪ ডুবিল—ঙ-পুঁথি।
৫ লইব—ক-পুঁথি।
৬ খাইয়ে—ঙ-পুঁথি।
৭ শুইয়ে—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ লাগল—ঙ-পুঁথি।
২ দেখিয়ে—খ-পুঁথি।
৩ মিলব—খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৩২৩

তিরোথাধানসীরাগ-দশকোশীতালৌ।

অম্বর তপনতাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নবযৌবন বিফলে গোঙায়ব[1]
কি করব সো পিয়া নেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি[2] কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥ ধ্রু॥
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব[3] আগি।
চিন্তামণি যব নিজ[4] গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগী॥
শ্রাবণ মাহ ঘন[5] বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝ কি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহ ধান্ধে॥

টীকা—অত্যন্ত মহোৎকণ্ঠাবশত এই পদে অধি-রূঢ় মহাভাবের লক্ষণ লব-নিমেষার্দ্ধকাল-অদর্শনেও অসহিষ্ণুতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

সখী বলিতেছেন—মিলন হইবে। তাহাতে রাধার উক্তি "অম্বর তপন তাপে" ইত্যাদি।

এই পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের "বৈষ্ণবপদাবলী" সঙ্কলন গ্রন্থে মাথুর-ভাগে ১০ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা কিন্তু মাথুরের পদ নহে। পদটি পদকল্পতরুতে নাই, অন্য কোনো প্রাচীন সংকলন গ্রন্থেও নাই। পদামৃতসমুদ্রে ইহা ৩২৩ সংখ্যক পদ। পদামৃতসমুদ্রের টীকায় রাধামোহন স্পষ্টতই ইহাকে অনুরাগের পদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই অনুরাগ নিকট প্রবাস কালীন অর্থাৎ বৃন্দাবনেই গোষ্ঠাদি কারণ জনিত বিরতি অবস্থায়। রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন—"গোঙায়ব" ইত্যাদি ক্রিয়াপদে "ব"-কারের প্রয়োগ ভবিষ্যৎকালবোধক সুতরাং এই পদটির স্থায়িভার অনুরাগ। "ন তু সুদূরপ্রবাসঃ" কারন যদি সুদূরপ্রবাস হইত তাহা হইলে "সিন্ধু নিকট যদি কণ্ঠ শুখায়ব" পংক্তির বৈয়র্থ্য ঘটিত।

রাধার উক্তির এই তাৎপর্য—অতএব মিলনোপায় সৃজন কর।

পাঠান্তর—

১ বিরহে গোঁয়ায়ল—ক-পুঁথি।
২ যব—ক-পুঁথি।
৩ বরিখয়ে—ক-পুঁথি, ও-পুঁথি।
৪ আপন—ক-পুঁথি।
৫ ক-পুঁথিতে ও গ-পুঁথিতে নাই।

৩২৪

মাথুররাগ-মঠকতালৌ।

নাগরি নিরুপম তোহারি সুনীত[1]।
নন্দনন্দনে নবীন নাগরে
করসি[2] নবীন পিরিত[3]॥
নীতি নূতন[4] তাক[5] সব গুণ
নবীন হেরিয়ে কাতি।
নবীন পিরিতি করই[6] নিতি নিতি
নলিনী-নায়ক ভাতি॥
নবীন নীপ নিকুঞ্জ নিয়ত
যো তুহারি[7] গুণ করু গান।
নবীন রতিপতি নগর ছোড়ু
নয়নে হোয়ত ভান॥

পাঠান্তর—

১ সুনীতি—ঙ-পুঁথি।
২ করলসি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ পিরিতি—ঙ-পুঁথি।
৪ নৌতুন—ক-পুঁথি।
৫ যাহ—ক-পুঁথি। যাক—গ-পুঁথি।
৬ করত—গ-পুঁথি।
৭ সো তোহারি—গ-পুঁথি। সে তোহারি—ঙ-পুঁথি।

নিয়ত নিকটে ভুঁহারি[৮] আছয়ে
না কর নিরুপম খেদ।
নিবেদি নিজ জন এ রাধামোহন
শুনিতে মরমক ভেদ॥

টীকা—পদটি সখীর উক্তি। রাধার নিরুপম অনুরাগ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত খেদ দূর করা ইহার উদ্দেশ্য।

নলিনী নায়ক ভাতি ইত্যাদি—পদ্মিনীর নায়ক সূর্য। কার্যবশত (শ্রীকৃষ্ণের কার্য গুরুশুশ্রূষণাদি) শ্রীকৃষ্ণ দূরে থাকিলেও তাঁহার অনুরাগ রাধাতে নিত্যই বর্তমান। অতএব "মা খেদং কুরু"।

৩২৫

সুহইরাগ-শঙ্করতালাভ্যাম্॥†

একে নব পিরিতি আরতি অতি দুরগম
সোঙরি সোঙরি খীণদেহা।
তাহে গুরুগঞ্জন হৃদয় বিদারণ
পরিজন কণ্টক গেহা[১]।
সজনি দূর কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাঁহা শুনই না পায়ব
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু॥
যা বিনু স্বপনে আন নাহি জানলুঁ[২]
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম পুন[৩] দুখিনী সহজে একাকিনী
আপনা[৪] বলিতে নাহি কোই॥

---

৮ তোহারি—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† (সুহইরাগ-শঙ্করতালাভ্যাম্—খ-পুঁথি)

১ জীবইতে কোন সন্দেহা—তরু।

২ হেরিয়ে—তরু।

৩ অতি—তরু।

৪ আপ—ক-পুঁথি।

দুহুঁ কুল হেরয়িতে[৫] আকুল অন্তর
পাঁতরে পড়ি রহ হেম।
জ্ঞানদাস কহ[৬] ধিক ধিক জীবন
যাকর পরবশ প্রেম॥

তরু—২৪৩।

টীকা—পদটি অনুরাগের—আক্ষেপানুরাগের। এস্থলে প্রেমের প্রতি আক্ষেপ "প্রেম নাম যাঁহা……হাম যাব" পংক্তিতে এবং কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ "যা বিনু স্বপনে…… বিছুরল সোই" এই পংক্তিতে।

প্রেমের স্বভাবকৌটিল্যবশত কিঞ্চিৎ ঈর্ষার উদয়ে "একে নব পিরিত" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। "অব মোহে বিছুরল সোই" পদাংশে শ্রীকৃষ্ণের বিস্মরণ মনন প্রেমকৌটিল্য-জনিত ঈর্ষায়। রাধার উক্তি।

৩২৬

গৌড়িয়া-জয়জয়ন্তীরাগ-নিপাবকতালাভ্যাম্।

সই মরম কহিয়ে তোকে।
পিরিতি বলিয়া এ দুটি আখর
কভু না আনিব[১] মুখে। ধ্রু[২]।
পিরিতি মূরতি কভু না হেরিব[৩]
এ দুটি নয়নের[৪] কোণে।
পিরিতি বলিয়া নাম শুনিতে[৫]
মুঁদ দিয়া থোব কাণে[৬]॥

---

৫ চাহিতে—তরু।

৬ কহে—তরু।

পাঠান্তর

১ আনবি—ক-পুঁথি।

২ ধ্রুবপদ—খ-পুঁথি হইতে আহৃত।

৩ হেরব—ক-পুঁথি।

৪ নয়ানের—খ-পুঁথি। নয়ন—ঙ-পুঁথি।

৫ নাম না শুনব—ক-পুঁথি।

৬ এই পংক্তিটি তরু ও ঙ-পুঁথিতে আছে—পিরিতি বলিএ এ দুটি আখর কেহ না পড়এ কানে।

[পিরিতি নগরে বসতি তেজিয়া
থাকিব গহন বনে।
পিরিতি বলিয়া এ দুই আখর
যেন না পড়য়ে মনে ॥[৭]]
পিরিতি পাবক পরশ করিঞা[৮]
পুড়িছি[৯] এ নিশি দিবা।
পিরিতি বিচ্ছেদ সহনে না যায়
কহে চণ্ডীদাস কিবা ॥

টীকা—পুনরায় প্রবলোৎকণ্ঠাবশত রাধার "সই মরম" ইত্যাদি উক্তি। "পিরিতি"—প্রীতি। কথনভঙ্গিবশত ও ছন্দানুরোধে যুক্তাক্ষরের অক্ষরাপত্তি।

"গহন" শব্দটি অমর কোষমতে অরণ্যপর্যায়। এস্থলে "থাকিব গহন বনে" অংশে পুনরুক্তি দোষ প্রসঙ্গ রাধামোহন মতে ঘটে নাই কারণ চণ্ডীতেও অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

অথ দানলীলা।
তত্র গৌরচন্দ্রঃ।

৩২৭

মল্লাররাগ-সমতাল-রূপকৈকচ।†

হের[১] দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সকল
যৈছন মোতিক[২] দাম ॥
নয়নহি নীর বহ কম্পহি থির নহ
হাসি কহত[৩] মৃদু বাত।
কো জানে কি যেনে ঘর সঞে আওলুঁ
ঠেকিলুঁ[৪] শ্যামর হাত ॥
বেশক[৫] উচিত দান কভু না শুনিয়ে
কাঁহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন গোবর্দ্ধন বন
লুঠবি তুহুঁ বাটপার ॥
কেন ইহ ভাব- ভরহি ভরমাইত
কিঞ্চিত পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব
ও রসমাধুরী পেখি ॥

টীকা—শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলারসভাবিতহৃদয় নিবৃত্তি-শরদ্বসুন্দর গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

তদুচিত রূপং যথা।

৩২৮

ধানসীরাগ-রূপকতালৌ।

মুদির[১] মরকত মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লী-মালতী মালে মধুমত
মধুপ মনমথ ফান্দ ॥
শ্যামসুন্দর সুগড়শেখর[২]
শরদ-শশধর হাস।
সঙ্গে সবয়স[৩] সুবেশ সমরস[৪]
সতত সুখময় ভাষ। ধ্রু ॥

---

৭ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ খ-পুঁথিতে নাই।
৮ করিয়াছি—ক-পুঁথি।
৯ পুড়িছে—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
†(রূপকতাল—ঙ-পুঁথি)
১ হোর—গ-পুঁথি।
২ মোতিম—ক-পুঁথি।

৩ কহ—ঙ-পুঁথি।
৪ ঠেকিল—ঙ-পুঁথি।
৫ কেশক—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ মুর—ক-পুঁথি।
২ সুঘড় শেখর—তরু।
৩ সমবয়—কী।
৪ সমবেশ—কী।

চিকণ চাঁচর চিকুরে[৪] চুম্বিত
চারু চন্দ্রক[৬]-পাতি।
চপল চমকিত চকিত[৭] চাহনি
চিত চোরক[৮] ভাতি॥
গিরিক গৈরিক গোরজ গোরোচন
গন্ধ গরবিত[৯] বাস।
গোপ-গোপন গরিমগুণ-গান[১০]
গাওয়ে গোবিন্দদাস॥

তরু—২৪২৯, কী—৪৭।

টীকা—"নমরস" অর্থাৎ প্রিয় নর্মসখাকেই বুঝিতে হইবে। নর্মপ্রয়োগে নৈপুণ্য, সদা গাঢ়ানুরাগিতা, দেশকালজ্ঞতা, দক্ষতা, রুষ্ট গোপীপ্রসাদনসামর্থ্য ও নিগূঢ়মন্ত্রতাদি গুণের সহিত আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞত্ব সখীভাবসমাশ্রয় ও সর্বাধিক প্রিয়তা (সহায়গণের মধ্যে) প্রিয়নর্মসখার লক্ষণ। শ্রীদাম পীঠ মর্দ্দক সহায় কিন্তু সুবল প্রিয়নর্মসখা।

অভিসারানুবন্ধঃ।

৩২৯

ধানশীরাগ-চঞ্চৎপুটতালাভ্যাম্।[+]

সুন্দরি শুনহ আজুক কথা।
তাপ দূরে গেল সব ভাল হৈল
ইহা উপজিল যথা॥ ধ্রু॥
অরুণ-উদয়ে ব্রাহ্মণ-নিচয়ে
আইল গোকুল মাঝ।
জরতীর স্থানে করি নিবেদনে[১]
আপন মনের কাজ॥
গোবর্দ্ধন-পাশে আমরা হরিষে
করিয়ে[২] যজ্ঞের কাম।
যে গোপযুবতী ঘৃত দিবে তথি
ইষ্টে[৩] বর পাবে[৪] দান॥
জটিলা শুনিয়া[৫] আমারে ডাকিয়া[৬]
যতন করিয়া[৭] বৈল।
বধূরে সাজাইয়া গব্য[৮] ঘৃত লইয়া
যরিতে তাঁহাই চল[৯]॥
এ সব বচনে সব সখীগণে
যাইক[১০] আনন্দ হোয়।
সেহেন নাগর গুণের[১১] সাগর
দরশ[১২] হইবে[১৩] মোয়॥
এত মনে করি অতি রসে ভরি
অঙ্গহি সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসার সাজাইয়া সত্বর
সবে মেলি চলি গেল॥
এ কথা জানিয়া[১৪] সে যে বিনোদিয়া
বান্ধিয়া ও চূড়াছান্দে[১৫]।
সুবল আদি[১৬] লৈয়া আধপথে যাইয়া
রহল দানীর ছান্দে।

৪ চিকুর—কী, তরু।
৬ চন্দ্রিক—ঙ-পুঁথি।
৭ বহতে নাই। চঞ্চল—কী।
৮ কোরক—ক-পুঁথি।
৯ গরভিত—তরু।
১০ গরিম গুণগণ—তরু, গ-পুঁথি। গরিম গুণগুণ—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
+ গ-পুঁথিতে রাগ ও তালের নাম নাই।
১ নিবেদন—ঙ-পুঁথি।
২ করিব তরু।
৩ ইষ্ট—ঙ-পুঁথি।
৪ দিবে—গ-পুঁথি।
৫ শুনিএ—ঙ-পুঁথি।
৬ ডাকিএ—ঙ-পুঁথি।
৭ করিএ—ঙ-পুঁথি।
৮ গাবী—তরু।
৯ চৈল—তরু।
১০ রাজের—তরু।
১১ রসের—ঙ-পুঁথি।
১২ দরশন—ক-পুঁথি।
১৩ হইব—গ-পুঁথি।
১৪ জানিএ—ঙ-পুঁথি।
১৫ চূড়াচান্দে—তরু।
১৬ ক-পুঁথিতে নাই।

বেণুর নিশান করয়ে সঘন
বাজায়ে ও জয় তুরী।
এ যদুনন্দন করে দরশন
নিবিড় আনন্দে ভরি॥

তরু—১৩৩৮, ১৩৩২

টীকা—শ্রীমতীর অনুরাগবিরহজনিত সন্তাপ উপশম করিবার জন্য এক সখী অভিসারানন্দকারণকথা "সুন্দরি সুনহ আজুক কথা" ইত্যাদির দ্বারা বলিতেছেন।

"জটিলা শুনিয়া"—ইত্যাদি—দধিপ্রভৃতি বিক্রয়ের হেতু শ্রীরাধাদির যাইবার সময়ে দানলীলা ঘটিয়াছিল—এইরূপ উক্তি অনভিজ্ঞ জনের—রাধামোহন বলিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে অভিসারের আনন্দলাভই উদ্দেশ্য।

কৃষ্ণকীর্তনে অকামারাধার প্রতি কৃষ্ণের অভিযোগ। ইহাও বৈষ্ণবসম্মত নহে।

৩৩০

পাহিড়াবরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

চললি রাজপথে রাই সুনাগরী
নাস বেশ করি অঙ্গে।
স্বর্ণঘটী করি গাবিস্মিত ভরি[১]
প্রাণসখীগণ[২] সঙ্গে॥
বেলন[৩] পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী
বেঢ়িয়া মালতী মালে।
সিথায়ে সিন্দুর লোচনে কাজর
অলক তিলক[৪] ভালে॥
মণিময় আভরণ শ্রবণে কুণ্ডল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরুপম বিচিত্র কাঁচুলি
পীন পয়োধর ভার॥
চরণকমল তলে[৫] রাতুল আলতা
মোহন[৬] নূপুর বাজ।
গোবিন্দদাস ভণে এরূপ[৭] যৌবনে
জিতবি[৮] নিকুঞ্জরাজ॥

তরু—১৩৩৩

টীকা—এই পদে অভিসার সৌষ্ঠব পদকারকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

"প্রাণসখী" পঞ্চশ্রেণীর সখীদের মধ্যে অন্যতমা।

৩৩১

দাক্ষিণাত্য শ্রীমালবরাগ-ধ্রুবতালৌ।

ব্রজকুলনন্দন- চান্দ হাম পেখলু
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতি অঙ্গ রঙ্গ তরঙ্গিম শোভন
পুরুবহুঁ এতহুঁ না হেরি॥
সজনি কো ইহ[১] মাধুরী অপার।
যো সুধাসিন্ধু বিন্দু নব পুন পুন
মঝু আঁখি পিবই না পাব॥ ধ্রু॥
তনু তনু অতনু- সুখ কিয়ে সেবই
কিয়ে রূপ আপহিঁ সেব।
কিয়ে সুমনোহর কান্তিরূপ ধর
কিয়ে বর রস অধিদেব॥
এত কহি গোরি ভোরি পুন অনিমিখ
নয়নচষকে করু পান।
সো বচনামৃতে কিয়ে রাধামোহন[২]
শ্লাঘয়ি পাতব কান॥

তরু—১৩৩৪।

পাঠান্তর—

১ ঘৃত-দধি-দুগ্ধে—সাজাইয়া পশরা—তরু।

২ প্রিয় সহচরী করি—তরু।

৩ বেড়ল—প-পুঁথি।

৪ অলক তিলক চাঁদ—তরু।

৫ 'তলে' নাই তরুতে।

৬ বাজন—তরু।

৭ ও—তরু।

৮ জিতব—তরু।

পাঠান্তর—

১ কহ—চ-পুঁথি।

২ এই চরণার্দ্ধে গ-পুঁথির পাঠ—"গোবিন্দদাস কি বে"।

টীকা—অনন্তর কিঞ্চিৎ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অনুরাগস্থায়ি ভাববশত সদানুভূত কৃষ্ণরূপকে অননুভূতের ন্যায় রাধা বর্ণনা করিতেছেন।

৩৩২

বরাড়ীরাগ-মঠকতালৌ।

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী
দামিনী যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধনতট নিকট বাটহি
সেই যদুসুত খোর[১]।
দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম-প্রেম-বিলাস-রসায়ন
পিবইতে পুলকিত[২] অঙ্গ[৩]। ধ্রু।
দূর সঞে দরশনে অনিমিখ লোচন
বহতহি আনন্দনীর।
আনন্দসায়রে ডুবল[৪] দুহুঁ মন
বহুখনে ভৈগেল থির।
অতি রস-আদর[৫] বিদগধ নাগর
রাই নিয়রে উপনীত।
ইহ যদুনন্দন নিরখই দুহুঁ জন
অতি সুখে নিমগন চিত।

তরু—১৩৩৫।

টীকা—এইপদে রাধাকৃষ্ণ উভয়ের পারস্পরিক দর্শনজ আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
১ খোরে (খোল)—তরু।
২ পুলকই—ক-পুঁথি।
৩ নিরুপম বিলাস রসায়ন পিবইতে দুহুঁ জন পুলকিত অঙ্গ।
৪ ডুবল—ঙ-পুঁথি।
৫ অতিশয় আদর—তরু।

তত্র রূপোল্লাসঃ।

৩৩৩

ধানসীরাগ-চঞ্চুপুটতালাভ্যাম্।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাজন চিকুর ভার।
যনু রবি শশী সঙহি[১] উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার[২]।
রামা হে[৩] অধিক চন্দ্রিম[৪] ভেল।
কত না[৫] যতনে কত অদভুত
বিহি বহি[৬] তোহে দেল। ধ্রু।
উরজ-অঙ্কুর[৭] চিরে ঝাঁপাওসি
থোরে থোরে দরশায়।
কত না যতনে কত না[৮] গোপসি
হিম গিরি[৯] না লুকায়।
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারসি[১০]
অঞ্জন শোভন পায়[১১]।
যনু ইন্দীবর পবনে বেলিত[১২]
অলিভরে উলটায়।

পাঠান্তর—
১ সঙ্গহি—ক-পুঁথি।
২ আঁধিয়ার—ক-পুঁথি।
৩ 'হে'—কল্পতরু নাই।
৪ চন্দ্রিমা—ঙ-পুঁথি।
৫ কতেক—ক।
৬ নিধি—ক।
৭ উন্নত উরজ—ক। উজোর অঙ্কুর—ঙ-পুঁথি।
৮ কতেন—ক।
৯ হিমে গিরি—তরু। হেমগিরি—ক।
১০ নেহারসি—ক।
১১ অঞ্জনে শোভা পায়—ক। অঞ্জন শোভন তায়—তরু।
১২ ঠেলল—ক; পেলল—তরু। পেলিল—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

ভণ বিদ্যাপতি শুনহ[১৩] যুবতি
এ সব এ রূপ জান।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমাদেবী পরমাণ॥

ক—২৭।৮, তরু—১৩০২।

টীকা—কৃষ্ণের উক্তি—বাচিক অভিযোগ। রূপোল্লাসের পদ। রূপ রাধার, উল্লাস কৃষ্ণের। অথবা √লস্ ধাতুর অর্থ "I. To shine, glitter, flash"—Apte's. ধরিলে উল্লাস শব্দের অর্থ হইবে অতিশয় দীপ্তিময়। রূপোল্লাসের অর্থ হইবে অতিদীপ্ত রূপ। উল্লাস শব্দের অর্থ আনন্দ ধরিলে অর্থ হইবে রূপদর্শনজনিত আনন্দ।

সুন্দর বদনে.........আন্ধিয়ার—এস্থলে অদ্ভুতোপমা হইয়াছে। কারণ রবি বা শশী উদিত হইলে অন্ধকার থাকে না। এখন রবি ও শশী দুইই উদিত হইয়াছে তবু অন্ধকার রহিয়াছে ইহাই অদ্ভুত। উপমান-উপমেয়ভাব—চন্দ্র ও মুখ, সূর্য ও সিন্দূর এবং অন্ধকার ও কুন্তল।

চন্দ্র বা চন্দ্রমা শব্দের অর্থ জ্যোতির্ময় হইতে পারে। চন্দ্রিমা শব্দের অর্থও তাহাই ধরিয়া লইতে হইবে।

হিম গিরি না লুকায়—বসনের শুভ্রতা ব্যঞ্জিত হইতেছে।

যনু ইন্দীবর পবনে বেলিত ইত্যাদি—বিধাতাদত্ত অদ্ভুত সৌষ্ঠব সূচিত হইয়াছে। ইন্দীবরের তুলনা নয়ন, অলির তুলনা নেত্রতারকা এবং কটাক্ষক্ষেপনের তুলনা পবনোদ্বেল্লন।

৩৩৪

সারঙ্গরাগ-নিঃসারকতালৌ।

কানুক মধুর বচন বচনগুণ
শুনইতে নাগরী ভোর[১]।
মধুরিম হাস মিলিত নয়নে থোর
চাহনি তাকর ওর।

---

১৩ শুন ইহ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ "কানুক বচন বচনগুণ শুনইতে
নাগরি হইল বিভোর"—ক-পুঁথি।

সজনি কো কহ প্রেমবিলাস।
হেরইতে ঐছন নিজ নিজ জীবন
নিছনি[২] করু অভিলাষ॥ ধ্রু॥
দুহুঁজন নয়ন নয়নবাণ[৩] বরিখণে
হানল দুহুঁকর চিত।
রস আকুতে ভরি আন ছলে নাগরী
আনতহিঁ[৪] ভেল উপনীত॥
নাহ রসিকবর পন্থ আগোরল
কহতহিঁ চতুরিম বাত।
আনন্দে নিমগন দাস যদুনন্দন
শুনতহিঁ পুলকিত গাত॥

তরু—১৩০৭।

টীকা—উভয়ের ভাবকৌশল সখীরূপী পদকার বর্ণনা করিতেছেন।

"নিছনি করু অভিলাষ"—আপন জীবনের নির্মঞ্ছন বাসনা করিতেছেন।

"নির্মঞ্ছন" শব্দের অর্থ আরতি, সেবা, অর্ঘ্যোপহার।

৩৩৫

সিন্ধুড়ারাগ-রূপতালৌ।

আহীর রমনী[১] যত চালাঞা বাহির পথ
আপনে যাই[২]ছ আন ছলে।
বাজনাড়া দিয়া যাও[৩] দাবি পানে নাহি চাও[৪]
এত না গরব কার বলে[৫]॥

---

২ নীছন—তরু, গ-পুঁথি; নিয়ন—ক-পুঁথি।
৩ নয়নশর—তরু।
৪ অনতহিঁ—তরু।

পাঠান্তর—

১ নাগরি—ক-পুঁথি।
২ আপনি আরাছ—সং।
৩ চাহ—ক-পুঁথি।
৪ যাহ—ক-পুঁথি।
৫ এত না গরব কর কারে—সং; এত না গরব কার বোলে—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি। মাথায় চালিব বোল—ক-পুঁথি।

হেদে লো কিশোরী গোরী শুনহ বচন মোরি
তোর দান না করিব আন।
এতেক শুনিয়া সবে হাসিয়া বোলয়ে[৬] তবে
কিবা দান বল দেখি কান॥[৭]
পুন হাসি কহে বাণী শুন হের[৮] বিনোদিনি
অল্প নিব তুঁহারি[৯] পিরিতে।
পীতবাস কামরায় সেবা যত দান চায়
তাহা পুন না পারিবে দিতে॥
গলার মোতিম হার[১০] এক লক্ষ দান তার
দুই লক্ষ সিঁথার সিন্দুর।
তিন লক্ষ কেশপাশ দান মাগে পীতবাস
চারি লক্ষ পায়ের নূপুর॥
কুসুম কবরী ধরি[১১] পাঁচ লক্ষ দান তারি
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করোঁ রাজসেবা কাঁচুলিতে লুকা কিবা
দেখাইয়া করাও পরতীত[১২]।
কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কান
অল্প হইলে[১৩] আমি ভালো জানি।
যদি পুন এমন বল[১৪] তবে পাবে প্রতিফল[১৫]
হাসিল অনন্ত পহুঁ শুনি॥

সং—২৪১, তরু—১৩৩৮।

টীকা—পদটি উক্তি-প্রত্যুক্তযুক্ত—"উক্তি-প্রত্যুক্তিমদ্‌বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্যতে"—উজ্জ্বল—১১।৩৯

৬ বলিল—ক-পুঁথি।
৭ হেদে লো কিশোরি গোরি নিতি যাও মধুপুরি
দান দেহ যে হয় উচিত।
শুনবুকলায়ু-দি আঁচল ঝাঁপিয়ে কি
দেখাইয়া কর পরতীত।
৮ অহে—তরু। হেরা—খ-পুঁথি।
৯ তোহারি—খ-পুঁথি।
১০-১ গলে গজমোতি হার—তরু।
১১ ধুরি—তরু
১২ কুসুম কবরী…করাও পরতীত—সং-এ নাই।
১৩ নই—খ-পুঁথি।
১৪ যদি বল আন বোল—সং।
১৫ মাথায় ঢালিব ঘোল—সং, তরু।

৩৩৬

বরাড়ীরাগ—বৃহদেকতালীতালো।

চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি,
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি,
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পোঁয়ার,
চরণে[১] চোরায়সি কুসুমভার।
এ গজগামিনি তোঁ বড়ি সেয়ান—
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর দান। ধ্রু।
কনয়কলস ঘনরস ভরি তাঁহি[২]
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই—
তেঞি[৩] অতি মন্থর চরণ[৪] সঞ্চার—
কোন তেজব এত[৫] বিনহি বিচার।
হরব লেহ তুহুঁ গোরস দান,—
রাই করব অব কুঞ্জ পয়ান—
যাঁহা বৈঠল[৬] মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ॥

তরু—১৩৭৩।

টীকা—সগর্বপ্রত্যুক্তবতী রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। এস্থলে উপমান-উপমেয়ভাব—চামর—চিকুর, মুক্তা—দশন, প্রবাল—অধর, কুসুম—চরণ, কনককলস—পয়োধর, ঘনরস—শৃঙ্গাররস।

"গোরাস"—এস্থলে গব্যঘৃত। অধরে "গোরস" শব্দের অর্থ "তক্র" বা ঘোল ধরা হইয়াছে। ভাগবতের টীকায় "গোরস" শব্দের অর্থ "ক্ষীরাদি"। আদি শব্দ বলে এবং বর্ষতৎপুরুষের তাৎপর্য ধরিয়া 'ঘৃত' ইত্যাদিও বুঝাইয়া দিতেছে। অন্যথা দানকেলিকৌমুদীতে ঘৃতদানকথনের বিরোধিতা প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

পাঠান্তর—
১ বরণে—তরু
২ কনয়কলস রতিরস ভরি তাহে—তরু, কনককলস ঘন রস ভরি তাই—খ-পুঁথি।
৩ তেঁ—খ-পুঁথি।
৪ গমন—তরু।
৫ তোহে—তরু।
৬ বৈঠত—তরু।

৩৩৭

বরাড়ীরাগ-বৃহদেকতালীতালেৌ।†

এইত বৃন্দাবন-পথে।
নিতি করি গতাগতে[১]॥
যদি হাতে করি লৈয়া[২] সোনা।
তুমি কি না বোলে এক জনা[৩]॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥ ধ্রু॥
সঙ্গে যজ্ঞঘৃতের[৪] পসার।
তাহে কেন এতেক ঝরার[৫]॥
তুমিত বরজ যুবরাজ।
তুমি কেন করিবে[৬] অকাজ॥
দূর কর হাস-পরিহাস।
দেখতহ[৭] গোবিন্দদাস॥

সং—২৬০, তরু—১৩৩১

টীকা—কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বড়াইয়ের প্রতি রাধার উক্তি। রাধামোহন টীকায় দিতেছেন—"বড়াই হে বৃন্দাদেবি।" বৃন্দা রূপগোস্বামী মতে কৃষ্ণের আপ্তদূতী—"বীর-বৃন্দাদিরপ্যাপ্তদূতী কৃষ্ণাস্য কীর্তিতা। বীরা প্রগল্ভবচনা বৃন্দা চাটূক্তিপেশলা॥" উজ্জল—২।১০ কৃষ্ণের আপ্তদূতী হইলে প্রস্থলে রাধাসমভিব্যাহারে থাকা অপেক্ষিত নহে। কৃষ্ণকীর্তনে এই বড়াই বৃদ্ধাজরতী। সম্পর্কে ইনি রাধার মাতা পদ্মার (?) পিতৃস্বসা। ইহার বর্ণনা—"শেত চামর সম কেশে।

কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
আহি চুনরেহ যেহ দেখি।
কোটর বাটুল দুই আঁখি॥" ইত্যাদি।

জন্মখণ্ড—৮।

রূপগোস্বামী বৃন্দাদূতীকে খঞ্জনয়না সুন্দরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Aptes আছে বৃন্দা "2. N. of Radhika" (স্মরণীয়—বৃন্দাবন।)।

---

† তথা রাগ তালো—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি

পাঠান্তর—

১ নিতি নিতি করি—তরু, সং।
২ লওয়া যাই—সং। লই যাই—গ-পুঁথি।
৩ তুমি কে না কহে কোনো জনা—তরু ;
তুমি কে না বোলে কোনো জনা—সং।
৪ সঙ্গে সবে বধির পসার—সং ; সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার—তরু।
৫ ইহার পর সংকীর্তনামৃতে অতিরিক্ত—তাহে আছে ঘৃত দুধ দধি
ইহাতে পাইবে কোন নিধি।
৬ করিলে—সং।
৭ দেখ তুঁহু—সং ; কহতহি—তরু।
দেখ তহি—ক-পুঁথি।

৩৩৮

সারঙ্গরাগ-নিঃসারকতালেৌ।

গহবহি সুন্দরী চললহি[১] আনত
নাগর পথ আগোর
কহওহি বাত দান দেহ মঝু[২]
আনছলে কাঁচলি তোর॥
অপরূপ প্রেমতরঙ্গ।
দানকেলিরসে[৩] কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ॥ ধ্রু॥
অরু পাটল ভেল[৪] অধির দৃগঞ্চল
তঁহি অলকন-পরকাশ।
ধুনায়িত ভূলদহু[৫] পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ-হাস॥

পাঠান্তর—

১ চললহু—তরু।
২ মঝু হাত তরু।
৩ দানকেলিরস—খ-পুঁথি ; গ-পুঁথি।
৪ ক-পুঁথিতে নাই।
৫ ভ্রমহু—ক-পুঁথি।

ঐছন হেরি   চরিত[৬] পুন তৈগনে

বাহুডল পদ ছুই চাপি।

রাধামাধব   দুহুঁক পদতলে

রাধামোহন[৭] বলিহারি॥

তরু—১০৪০।

টীকা—এই পদটি দানকেলিকৌমুদীর একটি শ্লোক অবলম্বনে রচিত—

"অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা,
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিণী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥

উজ্জ্বল—১১।২২।২৪।

এই পদে রাধার কিলকিঞ্চিত ভাব রূপ অনুভাবের অন্তর্গত স্বভাবজ অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। গর্ব, অভিলাস, রুদিত, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটি ভাবের যুগপদ প্রকাশ ঘটে কিলকিঞ্চিতে।

প্রথম চরণে **গর্ব**, "অলপ পাটল"—**ক্রোধ**, "তঁহি জলকণ"—**রোদন**, "ধূনায়িত ভ্রূধনু"—**অসূয়া**, "পুলক পূরল"—**অভিলাস**, "অলখিত আনন্দ হাস"—**স্মিত** এবং "তৈগনে বাহুডল" পদ দ্বারা **ভয়** বোদ্ধব্য।

৩৩৯

ভাটিয়ারীরাগ-বরাড়ীরাগাভ্যাং[+]।

এই মনে[১] বনে দানী হওয়াছ[২]

ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।

রাখাল হইয়া রাজকুমারী সঙ্গে[৩]

কিসের রভসরঙ্গ॥

এমন আচার[৪] নাহি কর তব

ঘনাঞা আসিয় কাছে।

গুরুবর আগে করিব গোচর

তখন জানিবে[৫] পাছে।

ছুইওনা[৬] কানাই আমরা পরের[৭] নারী।

পরপুরুষের পবন পরশে

সচেলে সিনান করি॥

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ

পান কর[৮] কনকধূমে।

কামসাগরে কামনা করহ

বেণী বদরিকাশ্রমে॥

সূরয উপরাগে সহস্র সুন্দরী

ব্রাহ্মণে করহ দাত।

তবু[৯] হয়ে নহে[১০] তোমার শকতি

রাই-অঙ্গে দিতে হাত।

গোবিন্দদাসের বচন মানহ

না কর এমন ঢঙ্গ।

যোই নাগরী ও রসে আগরী

করহ তাকর সঙ্গ॥

তরু—১৩৪১।

টীকা—শ্রীরাধার অতিগর্বোক্তি। "পান কর কনকধূমে"—কনকধূমপান অতিকঠোর তপস্যাবিশেষ। অতিদুর্লভ অভিলষিত বস্তু লাভ করিবার জন্য এই তপস্যা। রাধা সেই অতিদুর্লভ অভিলষিত বস্তু। তাহাকে পাইতে হইলে সেই কনকধূমপানাদি তপস্যাসাধনও কার্যকারী হইবে না।

---

৬ চকিত—তরু।
৭ গোবিন্দদাস—ক-পুঁথি।
† ক-পুঁথিতে নাই।
+ রূপক-প্রতিরূপকতালাভ্যাং।

পাঠান্তর—

১ বনে—ক-পুঁথি।
২ হয়াছ কানাঞি—ক-পুঁথি।
৩ সনে—তরু।
৪ আচর—তরু।
৫ জানিবা—তরু।
৬ ছুঁইও না ছুঁইও না নিলজ—
৭ লোকের—ক-পুঁথি।
৮ 'কর' নাই—তরুতে গ-পুঁথিতে, ঙ-পুঁথিতে ও ক-পুঁথিতে।
৯ তবে—গ-পুঁথি।
১০ ততো হয় না—ক-পুঁথি।

৩৪০

ধানশীরাগ-মহামঠকতালো।

তোঁহারি হৃদয় বেণী বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি জোর[১]।
সুন্দর বদনছবি কনকধুম পিবি
ততহিঁ তপত মন[২] মোর॥
সুন্দরি তুহুঁক[৩] নিয়ড় অব ছোড়ি[৪]
গৌরী-আরাধনে কাঁহা চলি যাওব
তুহু[৫] তীরিথময়ী[৬] গোরী॥ ধ্রু॥
মৃগমদবিন্দু সিন্দুর পরশল[৭]
এহি সুরযগ্রহ জান[৮]।
তুয়া[৯] পদনখ দ্বিজরাজহি সোঁপল[১০]
সুন্দরি সহস্র পরাণ[১১]॥
কামসাগরে হাম সহজহি নিমগন
কাম পুরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি চরণে নাহি ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

সং—২৫৬, তরু—১৩৪২।

টীকা—কৃষ্ণের উক্তি তিনি প্রত্যুত্তর দিতেছেন যে রাধাই সর্বতীর্থময়ী গৌরী। কৃষ্ণের প্রাণই সহস্রবার গৌরীচরণে প্রদত্ত হইতেছে ইহা ব্রাহ্মণকে সুন্দরীদান অপেক্ষাও শ্রেয়োতর।

পাঠান্তর—

১ কোর—সং, তরু।
২ জিউ—তরু।
৩ তোঁহারি—সং।
৪ চরণযুগ ছোড়ি তরু।
৫ তুহুঁ সে—তরু; সবহু—সং।
৬ তিরিথময়—ক-পুঁথি।
৭ পরশল—গ-পুঁথি।
৮ সিন্দুর সুন্দর মৃগমদ পরশল
এহি সুরযগ্রহ জানি। —তরু।
৯ ও—ক-পুঁথি
১০ সোঁপলুঁ—তরু।
১১ পরাণি।

৩৪১

মল্লাররাগ-প্রতিমণ্ঠকতালো।[†]

সখীগণ সমুখহিঁ কাতর[১] কানু যব
সুবিনয় করলহি দিঠে।
তব তছু[২] অভিমত করইতে কোই সখী[৩]
গুপতে[৪] বচন কহ[৫] মিঠে॥
সুন্দরি অলখিতে হও তিরোধান।
গিরিবর কুঞ্জ- কুটীর[৬] অতি গুপতে
যাই রাখহ নিজ মান॥ ধ্রু॥
ইহ অতি চপল- চরিত বর গিরিধর
কিয়ে জানি করু[৭] বিপরীত[৮]।
শুনি উহ সুবচন ভীতহি যছু জন[৯]
রাই করল সোই নীত[১০]।
বুঝি পুন নাগর সব গুণ আগর
অলখিতে তঁহি উপনীত।
রাধামোহন পুন[১১] দেখি সুনাগরী
আনন্দ[১২] নিমগন চিত॥

তরু—১৩৪৩

টীকা—এই পদে সখীগণ উদ্ভাবিত মিলনকৌশল দেখানো হইয়াছে।
"অলখিতে তঁহি উপনীত"—নিজ বয়স্যগণেরও অজ্ঞাতসারে।

পাঠান্তর—

(† দশাক্ষরতালো—গ পুঁথি)
১ কাতরে—তরু।
২ তুহু—ক-পুঁথি।
৩ সই—ক-পুঁথি।
৪ গোপতে—তরু।
৫ কহি ও-পুঁথি।
৬ কুটীরে—তরু।
৭ ক-পুঁথিতে নাই।
৮ বিপরীতে—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৯ অনুজন—ক-পুঁথি।
১০ নীতে—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১১ তরুতে 'পুন' নাই। ভণিতায় "গোবিন্দদাস পুন"—খ-পুঁথি।
১২ আনন্দে—তরু।

৩৪২

ধানশ্রী-চঞ্চৎপুটতালাভ্যাম্।

পরশহি গদ গদ নহি নহি বোল।
তনু তনু পুলকিত আনন্দ হিলোল॥
কো কর অনুভব দুহুঁক বিলাস।
একু মুখে শিতকার একু মুখে হাস॥
নিমিলিত নয়ন নয়ন অরু[১] থির।
মণি তরলিত মণিমঞ্জু মঞ্জীর॥
নাগরী দেওল ঘনরস দান।
রাধামোহন[২] পহু অমিয়া সিনান॥

তরু—১০৪৪

টীকা—পদটিতে সুরতকৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

"ঘনরস" শৃঙ্গার রস। (তুলনীয়—৩০৩ সংখ্যক পদে "কনক কলস ঘনরস ভরি তাঁহি"।) এই শব্দের অর্থ রসিকজন কর্তৃক অনুসন্ধেয়।

পূর্বোক্তানি বক্ষ্যমাণানি চ
যথাসম্ভবং গেয়ানি।

টীকা—পূর্বোক্ত মিলনবর্ণনাত্মক এবং ভাবী মিলন-বর্ণনাত্মক গীতগুলি এস্থলে যথাসম্ভব গাহিতে হইবে।

অথ দিবাভিসারস্য প্রকারান্তরম্।
তত্র সর্বকালোচিত গৌরচন্দ্রো যথা †।

৩৪৩

শারঙ্গরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

লাখবাণ হেমচম্পক জিনি গোরা[১] তনু
লাবণি অবণী উজোর।
চন্দন-চরচিত মালতী-মণ্ডিত
হেরইতে আঁখি ভেল ভোর।
যাত্র দিনহিঁ আজু গৌরকিশোর।
বসনহি ঝাঁপি নিজ আপাদ মস্তক
যাওত সুরধুনী ওর॥ ধ্রু॥
বাম নয়ন ঘন চাহত দশদিশ
বাম পদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাহে[২] বসন আগোরই
গজগতি চলু অনিবার॥
গদ গদ শবদে করত হরিকীর্তন
অনুমানি মৃগশশী ছান্দে।
রাধামোহন দাস না বুঝিয়ে ও রস
নিজ দোষ ভাবিয়া কান্দে॥

তরু—৬২৭

টীকা—দিবাভিসার বিষয়ে রাধাভাবাক্রান্ত গৌরাঙ্গ বর্ণনা।

অথ প্রকরণ লিখিষ্যমাণ-সামান্য সম্ভোগ-গাননির্বাহক-
শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রো যথা।

৩৪৪

শারঙ্গরাগ মঠকতালৌ।
কালান্তরে তু রাগান্তরেণ।

আমার গৌরাঙ্গ – পতিত পাবন অবতার।
যছু করুণামৃতে দুর্গতি জনমন
হোয়ল ত্রিভুবনসার॥ ধ্রু॥
আপক নিজরসে নিমগন অনুদিন
আনন্দনীরহিঁ[১] হিলোল।
আপহি আপক[২] করত আলিঙ্গন
ঐছন প্রেমবিভোল॥

পাঠান্তর—

১ অরু—তরু, গ-পুঁথি।
২ গোবিন্দদাস—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

(পূর্বোক্তানি বক্ষ্যমাণানি চ—ঙ পুঁথি)
† এই অংশ ক-পুঁথিতে নাই।
১ গোরা—গ-পুঁথি।

২ খ-পুঁথিতে 'কাহে' নাই।

পাঠান্তর—

১ নীর—রস।
২ আপকক—ক-পুঁথি।

কত মন্দহাস হাসহি[৩] পুন সম্বরু
উম্বরু স্বেদক ভেলি[৪]।
কতবিধ বচন[৫] বচনহি গদগদ
কতবিধ করতহি কেলি[৬]॥
ও রসে ভাসি ভাসাওল নিজ জন
অরু অনুগত কত লোক[৭]।
রাধামোহন নিজদোষে বঞ্চিত
তবহি করতে কাহে শোক॥

টীকা—দিবাসম্ভোগ গাননির্বাহক গৌরাঙ্গ বর্ণনা।

তদুচিত রূপাণি যথা।

৩৪৫

ভূপালীরাগ-বিজয়ানন্দতালাভ্যাম্।

রাধারমণ
রমণীমন মোহন
বৃন্দাবন-বনদেব।
অভিনব সুন্দর
রসিক সুনাগর[১]
নাগরীগণ কৃতসেব॥
ব্রজ পতি দম্পতি
হৃদয়ানন্দন[২]
নন্দন নব ঘনশ্যাম।
নন্দীশ্বরপুর
পুরট-পটাম্বর
রামানুজ গুণধাম॥
গোবর্দ্ধন ধর
রমণী[৩] সুধাকর
মুখরিতমোহন বংশ[৪]।
শ্রীদাম-সুদাম-[৫]
সুবল-সখ সুন্দর
চন্দ্রক চারু বতংস॥
কালিয়দমন
গমনজিত কুঞ্জর
কুঞ্জরচিত-রতিরঙ্গ।
গোবিন্দদাস
হৃদয় মণি মন্দির
অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ॥

কী—২৫, তরু—২১৩১।

টীকা—**"নন্দীশ্বরপুর"**—নন্দীশ্বর যাহার নিবাসস্থান।
"পুরটপটাম্বর"—স্বর্ণবর্ণ বস্ত্রযুক্ত।
"বতংস"—শিরোভূষণ।

যথা বা।

৩৪৬

সারঙ্গরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

জয় জয় গোকুলমঙ্গল ধাম।
মরকত-মুকুর মনি-[১] মলিন কর মুখরুচি
কত শশী কত বর কাম। ধ্রু॥
মধুর মধুর স্মিত মদন-বিঘূর্ণিত
কামিনী-অভিনব-কাম।
কানড়-কুসুম- কবল-কর সুন্দর
নিরুপম সুন্দর শ্যাম॥

---

৩ সহই—ক-পুঁথি।
৪ ভেল—ক-পুঁথি।
৫ মূল-পুঁথিতে 'বচন' নাই।
৬ কেল—ক-পুঁথি।
৭ অব অনুগত লোক—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ রসিকবর নায়ব—কী ; রসিকবর নাগর—ব্রজ-আনন্দন—ক-পুঁথি।
২ হৃদয় আনন্দন—কী ; মূল পুঁথি।

৩ ধরণী—কী, তরু।
৪ মুখরিত মধুরিম বংশ—কী।
৫ রামসুদাম—তরু।

পাঠান্তর—
১ মরকত মুকুর—বর, গ-পুঁথি।

দিন কর কিরণ হাসকর কুণ্ডল
গণ্ডহি গণ্ডহি দোল।
পীতাম্বরধর মুরলী বাম কর
আনন্দ সিন্ধু হিলোল॥
নিজ-জন-প্রেম পরাভব মানল[২]
মুনি মানস রহ দূর।
রাধামোহন[৩] পহঁ নাগরশিরোমণি
রসিক ভকত রস পূর॥

টীকা—"কত শশী কত বর কাম"—মলিনকর মুখরুচি যাহার এমন কৃষ্ণ। "দিনকরকিরণ" ইত্যাদি—সূর্য কিরণ নিন্দক কুণ্ডল যাহার গণ্ডদ্বয়ে দুলিতেছে।

যথা বা।

৩৪৭

বরাড়ীরাগ—মঠকতালো।

নবীন কিশোর বয়স সুকোমল
সুললিত মুখ-অরবিন্দ।
বান্ধুলি-বন্ধু অধরহি মোহন
মুরলী বাওত মন্দ॥
কুঞ্জে নিরমল শ্যামর চন্দ॥
কত শত কোটি কাম জিনি সুন্দর
যৌবত মানস ফন্দ। ধ্রু।
চূড়হি উড়ে চারু চন্দ্রককুল
কুণ্ডল গণ্ড বিরাজ।
দিনমণি কিরন মিলিত মণি আভরণ[১]
পীন উর[২] অম্বর সাজ॥

পীতাম্বর ধর নাগর শেখর
রাতুল চরণে মঞ্জীর।
দাস যদুনন্দন চিতে নীতি ঐছন
মুরতি রহু[৩] সদা থির॥

টীকা—"যৌবত"—যুবতীসমূহ।

"দিনমণি কিরণ মিলিত মণি আভরণ" ইত্যাদি—

দিনমণি কিরণ নিমীলিত হইয়া আছে এমন মণিময় আভরণ যাহার পীন "উর অম্বর" বক্ষঃস্থলরূপ আকাশে শোভা লাভ করিয়াছে।

তত্র বর্ষাদিবাভিসারো যথা।

৩৪৮

সিন্ধুড়ারাগ-গঞ্জনতালো।

গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি।
ঐছন জলদ[১] কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি[২] পার।
চলু গজগামিনী হরি-অভিসার।
গমন-নিরঙ্কুশ মদন[৩] বিথার। ধ্রু।
চৌদিশে অথির পবন ভরু[৪] দোল।
জগ ভরি শীকর-নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরী নগর-পুর-বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥
হব ধনি কুঞ্জে মিলল হরিপাশ।
দূরহুঁ দূরে রহুঁ গোবিন্দদাস॥

তরু—৯৯৪।

টীকা—"গমন নিরঙ্কুশ" ইত্যাদি—মদনের বিস্তার জনিত যাহার অভিসার নিরঙ্কুশ হইয়াছে। এস্থলে তীব্র বর্ষাই অন্তরায় হইতে পারিত।

---

২ মানস—মূল পুঁথি।
৩ গোবিন্দদাস—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ অভরণ—গ-পুঁথি।
২ রহউ—মূল পুথি, গ-পুঁথি।

৩ উরু—ঙ-পুঁথির এই পাঠ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইল।
"উর"—অন্যান্য পুঁথি ও গ্রন্থের পাঠ।

পাঠান্তর—
১ 'জলদ'—গ-পুঁথিতে নাই।
২ না—গ-পুঁথি।
৩ আরতি—তরু।
৪ করু—তরু।

তৎসম্ভোগঃ।

৩৪৯

সারঙ্গরাগ-কন্দর্পতালৌ।

ঝাঁপল দিনমণি পড়ওঁহি[1] নীর।
তঁহি অতি দরদর বহত সমীর
রাধামাধব রতিরণ-ধীর।
দুহুঁ পরবেশল কুঞ্জকুটীর। ধ্রু।
নিধুবন কেলি মণিত কসান[2]।
পরাভব পাওল কিয়ে পাঁচবাণ।
রাধামোহন পহুঁক[3] বিলাস।
তাঁহি রসিকগণ অধিক উলাস[4]।

তরু—৯৯৫

টীকা—নিধুবন কেলি ইত্যাদি—"মণিত" শব্দের অর্থ—"An inarticulate murmurring sound uttered at cohabitation"—Aptes.

"কসান"—শব্দ তৎসম শব্দ নহে। যদি "কশা" হইতে কসান শব্দ ধরা হয় তাহা হইলে অর্থ হইবে—রতিকেলির শীৎকার শব্দে কশাহত হইয়া পঞ্চবাণ মদন পরাভব পাইল কি?

৩৫০

ধানসীরাগোৎসাহতালাভ্যাম্। †

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোঁহারি হৃদয় নিরবন্ধ[1]। ধ্রু।

পাঠান্তর—

১ প্রাতহি—তরু।
২ নিধুবনকেলি মিলিত এক দান—তরু।
নিধুবনকেলি মিলিত কসান—গ-পুঁথি।
৩ রাধামাধব দুহুঁক বিলাস—তরু।
৪ উলাস—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† "অথ নৌকা খণ্ড"—ঙ-পুঁথির এই শিরোনামা রাধামোহনের পদটীকা অনুসারে গ্রাহ্য নহে। নৌকা বিলাসের পদগুলি রাধামোহন সম্ভোগশৃঙ্গারের রূপক রূপে ধরিয়াছেন।

১ হৃদয় অনুবন্ধ—তরু।

তুঁয়া বোলে গোরস যমুনহি ডার।
ফারলোঁ[2] কাঁচুলী ডারলোঁ[3] হার।
কর অবসর[4] নাহি সিঞ্চইতেঁ[5] নীর।
ইতি খনে[6] তবহু না পাওলু[7] তীর।
হাম নীরস তুহুঁ হসি উতরোল।
কেহ[8] জীউ তেজই কেহ[9] হরি বোল।

এতদিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নাবে[10] দূর[11] ভেয়ো[12] লাজ।
উঠত কুলে পাব যেই[13] তুহুঁ মাগ।
কাহুঁ সঞে থোজি ধরব তুঁয়া আগ।
গোবিন্দ দাস কহ সময় কুকাজ[14]।
নাবিক বরতন[15] নায়ক[16] মাঝ।

তরু—১৪২২

টীকা—নৌকারোহণ রূপকে শৃঙ্গার লীলা বর্ণিত হইয়াছে এবং রতিক্রিয়ার প্রত্যেক অঙ্গ রূপকাশ্রয়ে প্রকাশিত। এস্থলে রাধা কৃষ্ণের নিকট হার মানিতেছেন। রাধামোহন নৌকালীলার পদগুলি নৌকারোহনরূপকে সুরতসম্ভোগের পদরূপে ধরিয়াছেন। নৌকাবিলাসের পদরূপে গৃহীত হইলে ইহার অর্থ গুহ্য রহস্যময় না হইয়া বাচ্যার্থে পর্যবসিত হইত।

২ ফারলু—তরু।
৩ ডারলুঁ—তরু।
৪ অবসব—ক-পুঁথি।
৫ সিঁচইতে—তরু।
৬ অতিখনে—তরু।
৭ পাওলোঁ—গ-পুঁথি।
৮ কেহ—তরু।
৯ কেহ—তরু।
১০ নায়ে—তরু।
১১ দূরে—তরু।
১২ গেও—তরু। ভয়ো—গ-পুঁথি।
১৩ উতরি পার যব গো—তরু।
উঠত কূল পরি জেই—ক-পুঁথি।
১৪ সময়ক কাজ—তরু। সময় কাজ—ক-পুঁথি,
সময়ক কাজ—ঙ-পুঁথি।
১৫ পাওলোঁ—গ-পুঁথি
নাবিক বরত পুন নাবিক—ক-পুঁথি।
১৬ নাওক—তরু।

৩৫১

শ্রীরাগ-কন্দর্পতালৌ।

যব লহু লহু হাসি মরমে মরম[১] পশি
নায়ে চঢ়াওই তুই[২]।
তৈখনে মঝু মন ভৈলহি অনছন
বেকত ধয়ল ফল সোই[৩]॥
এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জ বিনোদ।
ইহ নাবিক অতি- চপল[৪] চপলমতি
অবজেও[৫] তেঞ পরবোধ॥ ধ্রু॥
গগনহি সঘন বিজুরী ঝল ঝলকত[৬]
দিনহি ভেল আন্ধিয়ার।
খরতর পবনে তরণী ঘন ঘূরত
পৈঠত জল অনিবার॥
দুরজন পানি[৭] পড়ল জীউ সঙ্কট
ইথি জনি[৮] করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে আজু[৯] সব সখী জীয়ত
গোবিন্দদাস কহ সার॥

তরু—১৪১২

টীকা—ইহা স্পষ্টতই নৌকাবিলাসের পর কারণ এস্থলে সখীরা উপস্থিত "সব সখী জীয়ত"। অবশ্য রাধামোহন এই পদটিকে নৌকারোহনরূপকে সুরতসম্ভোগের পর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

পাঠান্তর—

১ মরমে মরমে—তরু।
২ তুহি—মূল পুঁথি, গ-পুঁথি।
৩ "যবে লহু লহু......ফল সোই"—পর্যন্ত ক-পুঁথিতে নাই।
৪ চঞ্চল—তরু।
৫ অবজেও—ক-পুঁথি।
৬ বিজুরি ঘন ঝলকই—তরু।
৭ জানি—তরু।
৮ গিনি—তরু।
৯ অব—তরু।

শীতকালোচিতদিবাভিসারো যথা।

৩৫২

ললিতরাগ-নিঃসারকতালৌ।

হরি রহুঁ কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জরজর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
ন মিলল সুন্দরী না মিলল বাত[১]॥
আজু ভেল ভালে কুজ্ঝটি আন্ধিয়ার।
অবতনে রাই নিতই[২] অভিসার[৩]। ধ্রু॥
বিঘটি মনোরথ অব ইথে কাণ।
ধনি চলু আন ছলে মাঘ সিনান।
যব দুহুঁ মিলল অনো অন পন্থ।
দরশনে মেটল বিরহ দুরন্ত।
যব দুহুঁ হরখে তরখে[৪] করু কোড়।
বিঘটি কি ঘটল চক্রবাক[৫] জোর॥
গোবিন্দদাস দুনহু[৬] রস গাব[৭]।
ভাঁগল গড়ই[৮] মদন পর তাব[৯]॥

রসমঞ্জরী—৫, তরু—১৯৬।

টীকা—পূর্বরাত্রে মিলন সংঘটিত না হওয়ায় উৎকণ্ঠাবশত মাঘস্নানের ছলনায় রাধা অভিসার করিয়াছেন। পূর্বরাত্রে গুরুজনের দারুণ "নয়ননিপাত" অর্থাৎ দৃষ্টি রাখার ফলে তিনি অভিসার করিতে পারেন না। কৃষ্ণ সমস্ত রাত্রি কুঞ্জজাগরণ করিয়া প্রভাতে পরাবর্তন করিতেছেন এমন সময় পথে তাঁহার রাধার সহিত দেখা।

পাঠান্তর

১ তৈছে গেল পরাত—তরু, মূল পুঁথি। (পরাত=প্রভাত)। ক-পুঁথি, গ-পুঁথি। তৈছে গেল প্রভাত—ঙ-পুঁথি।
২ নিতই—ঙ-পুঁথি।
৩ ঐছে সময়ে ধনি চলু অভিসার—তরু।
৪ পরশে—গ-পুঁথি।
৫ চকোরক—তরু।
৬ দুনহু—তরু, ক-পুঁথি।
৭ গান—গ-পুঁথি।
৮ গঢ়ই—তরু।
৯ মদন পর তাব স্থলে—"পরতাব মদন"।

৩৫৩

ধানশীরাগ-প্রতিমঠকতালৌ।

সহজই শীত সময় অতি হিম।
তাহে দিক[১] পবন বাঢ়াওত সীম ॥
কুঝটি ভেল তহিঁ দশ দিশ ব্যাপি।
দিন মণি কিরণ সবহুঁ রহু ছাপি ॥
রাই করল সুখে হরি-অভিসার।
সুসময় জানি অরু[২] তাক সঞ্চার ॥ ধ্রু ॥
কছু নাহি দীশই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল প্রেম[৩] দিশার ॥
কুসুম পরশে যোই বরণিত হোই।
এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই ॥
ঐছে মিলন বর যুগলকিশোর।
রাধামোহন পহুঁ আনন্দে ভোর ॥

তরু—১২৭।

টীকা—শীতকালোচিতদিবাভিসারের পদ।

কছু নাহি দীশই ইত্যাদি—কুয়াটিকায় চতুর্দিক এরূপ আচ্ছন্ন যে কিছুই দেখা যাইতেছে না—কেবল মাত্র প্রেম দিশারী বলিয়াই সুপথের দিশা পাওয়া যাইতেছে।

"কুসুমপরশে যোই" ইত্যাদি—কুসুমস্পর্শেও যে পদ "বরণিত" ব্রণযুক্ত হয় এখন এই দারুণ তুহিনেও সেই পদ নিরাপদে রহিয়াছে।

৩৫৪

সুহইরাগ-কন্দর্পতালৌ।

হিমঋতু দিনহি মিলন দুহুঁ কুঞ্জে।
রাধামাধব করু রসপুঞ্জে ॥
নিবিড় আলিঙ্গন শীত নিবার[১]।
এক মুখে ঘরম আরে শীতকার ॥
ঐছন কতবিধ করত সঁচার।
সুরত পয়োনিধি দুহুঁ ভেল পার ॥
দুহুঁ কর গুণ দুহুঁ করু পরশংস।
রাধামোহন পহু[২] দুহুঁ অবতংস ॥

টীকা—সম্ভোগের পদ।

অতিশয়রৌদ্রব্যাপককাল-দিবাভিসারো যথা।

৩৫৫

বরাড়ীরাগ-রূপকতালৌ।

মাথহি তপন তপত পথবালুক[১]
আতপ[২] দহন-বিথার।
ননিক পুতলী তনু চরণ কমল যনু
তবহিঁ কয়লি[৩] অভিসার ॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানুক[৪] পরশরসে পরবশ রসবতী
বিহ্বল সবহু বিচার ॥ ধ্রু ॥
গুরুজন-পাপ-নয়নগণ-বারণ[৫]
মারুত মণ্ডল ধূলি।
তাঁহা পর[৬] মেলি চলল বরনাগরী
পথিকহুঁ ভেলহি ভোরি[৭] ॥

পাঠান্তর—
১ তাহাধিক—তরু।
২ অব—তরু।
৩ মদন—তরু।

পাঠান্তর—
১ অনিবার—তরু।

২ গোবিন্দদাস পহুঁ—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ বালুক—গ-পুঁথি।
২ আবপর—গ-পুঁথি।
৩ দিনহি করল—তরু।
দিনহি চললি—ক-পুঁথি।
৪ কানু—তরু।
৫ গুরুজন নয়ন পাপ-গণ বারণ—তরু।
৬ তা পরে—তরু।
৭ পন্থহি গেও সব ভুলি—তরু। (এই পাঠটি মিত্রের দিক দিয়া ভাল।)

কত কত[৮] বিধিনি জিতল[৯] অনুরাগিনী
সাধত মনসিজতন্ত্র[১০]।
গোবিন্দদাস কহই[১১] অব সমুঝহ[১২]
হরিসঙ্গে রসময় তন্ত্র।

তরু—১০০৪।

টীকা—"আতপ দহনবিথার" রৌদ্রের অগ্নির ন্যায় বিস্তার। "পথিকহুঁ"—পথে পথে।

৩৫৬

সুহইরাগ-সমতালৌ।

রাধামাধব অব দুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূর[১] গেলি॥ ধ্রু।
তঁহি পুন সরোবর-মন্দির মাঝ।
কল-জল-শীকর-নিকর বিরাজ॥
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ॥
তঁহি বর সুরতবাপী অবগাহ।
রাধামোহনপহুঁ[২] রসিক সুনাহ॥

তরু—১৩১৪।

টীকা—"কলজল শীকর-নিকর বিরাজ"—ফোয়ারা হইতে জলকণসমূহ উত্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

"বরসুরত বাপী"—বর সুরতরূপ বাপী—রাধামোহনের ব্যাখ্যা। বরসুরত নিমিত্ত বাপী অর্থ জলকেলির নিমিত্ত বাপী এই অর্থও হইতে পারে।

৮ যত যত—তরু।
৯ জিতলি—ঙ-পুঁথি।
১০ সাধলি মনসিজ মন্ত্র—তরু।
১১ কহত—ক-পুঁথি।
১২ সমুঝই—তরু। ক-পুঁথি।
সমুঝই—গ-পুঁথি

পাঠান্তর—
১ দূরে—তরু।
২ গোবিন্দদাস পহুঁ—ক-পুঁথি।

প্রকারান্তরতে।

৩৫৭

রামকিরীরাগ-শেখরতালৌ।

কি কহব রে সখি রাইক সোহাগি[১]।
যাকর লেহলী বদরী কোড়ে হরি
রজনী পোহায়লি জাগি[২]॥ ধ্রু[৩]॥
চাতক সম হরি- সঙ্কেত রবইতে[৩]
দ্বার খসাইতে বাধা।
কঙ্কণ ঝনকিতে গুরুজন জাগল
পড়ি গেল দারুণ বাধা॥
অবতী কহই[৪] ধনি কো বাহিরাওত
ভীত পুতলিসম দেহা।
লোরে পাখাওল পীন পয়োধর
মৃগমদ-কুঙ্কুম-রেহা[৫]॥
বিঘটি[৬] মনোরথ আন চলত হরি
ইহ দুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
কুসুমহার অরু মুকুলিত সরসিজ
গোবিন্দদাস রহু সাখী॥

টীকা—রাধিকাতে কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক স্নেহ—এমন একজন সখীর উক্তি। এই পদটিতে সখীকর্তৃক রাধিকার উৎকর্ষ বাক্তিত হইয়াছে। গুরুজনের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে রাত্রে রাধা চাতকসঙ্কেতকারী কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই।

ইহ দুহুঁ সঙ্কেত রাখি ইত্যাদি—কুসুমহার রাত্রির শিশিরে অম্লান থাকে—ইহার অর্থ সারারাত্রি কৃষ্ণ জাগর অবস্থায় ছিলেন। মুকুলিত সরসিজের দ্বারা কৃষ্ণের

পাঠান্তর—
১ সোহাগ—বহ, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
২ জাগ—বহ, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ করইতে—গ-পুঁথি।
৪ কহত—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ রেখা—বহ।
৬ বিঘট—ক-পুঁথি।

জাগরণজনিত গ্লানিমা অভিব্যক্ত হইয়াছে—ইহাই রাধা-মোহনের ব্যাখ্যা।

অথবা কুসুমহার কৃষ্ণের প্রেমপ্রতীক ও মুকুলিত সরসিজ সন্ধ্যাকালীন মিলনের সঙ্কেত ও হইতে পারে।

যাকর দেহলী……পোহায়লি জাগি ইত্যাদি। দেউড়ির বদরীবৃক্ষের তলে জাগরণপ্রকার সম্বন্ধে রাধামোহন ব্যাখ্যা করিতেছেন—চাতক আপন স্বভাববশত পুনঃ পুন ধ্বনি করিয়া থাকে। সুতরাং কৃষ্ণও পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করিতেছিলেন। চাতক মেঘনিষ্ঠ সুতরাং কৃষ্ণও যে রাধার প্রতি একান্ত অনুকূল ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

সঙ্কেত শ্রবণমাত্রে হর্ষ, অনন্তর ঔৎসুক্যবশত চাপল্য। ফলে গুরুজন নিদ্রিত হইলে দ্বারমোচনারম্ভ। অনন্তর জরতী "কে বাহির হইতেছে" বলিলে শঙ্কা। ফলে স্তম্ভ, চিন্তা ও অশ্রু। কঙ্কণ শ্রবণধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের হর্ষের উদয়। অনন্তর জরতীবাক্যে শঙ্কা। পুনরায় গুরুজন নিদ্রিত মনে করিয়া চাপল্যবশত সঙ্কেতকরণ এবং শ্রীরাধা কর্তৃক পুনরায় দ্বারমোচনাদি প্রচেষ্টা। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি গত হইল।

এই পদে ভাবসমূহের উদয়, সন্ধি, শান্তি ও শবলতা জ্ঞেয়।

৩৫৮

ধানশীরাগ—শেখর তালো।*

চাতক সঙ্কেত আজু করিয়া হরি
জাগল বদরীক কোড়।
সুন্দরী ঘরমাহা তৈছনে[1] জাগল
দুহুঁক দুখ নাহি ওর।
সজনি করব কোন পরকার।

সো বড় সুযুকতি[২] করহ ত্বরিত যদি
রাইক হোয়ে[৩] অভিসার। ধ্রু।
ঐছন কহইতে আওল গুরুজন
নিকটহিঁ কহ পুন বাতে।
আজু রবিবার শুভযোগ পাওল
পূজনবিধি পরভাতে।
আর কত ভাতি বুঝাই অনু গুরুজন[৪]
রাইক ভালহিঁ সাজাই।
সঙ্গহি লেই চলল বর রঙ্গিণী
মিলল যাঁহি মাধাই।
রজনীক দুখ সবহুঁ পুন মেটল
দুহুঁ রূপ দুহুঁ করু পান।
দুহুঁ কর প্রেম দুহুঁ পরশংসই
দুহুঁ গুণ দুহুঁ করু গান।
নিরজন লাগি সখীগণ তৈখন
আনছলে আনত যাব।
রাধামোহন পুন[৫] বিদগধ শেখর
পূরল সো পরথাব।

টীকা—পূর্বপদের প্রসঙ্গে এই পদটি গ্রহীতব্য।

৩৫৯

বরাড়ীরাগ-চন্দ্রশেখরতালো

প্রাতর মিলনহি আনন্দ ভেলি[১]।
রাধামাধব দুহুঁ করু কেলি[২]। ধ্রু।
দুহুঁ বর সুরত[৩] রস অবগাহ।
কত মত সো রস করু নিরবাহ।

পাঠান্তর—

* রূপকতালো—গ-পুঁথি।

১ তৈছন—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।

২ যুগতি—ঙ-পুঁথি।

৩ সোএ—গ-পুঁথি।

৪ গুরুজনে—মূল পুঁথি।

৫ ক-পুঁথিতে নাই। গ-পুঁথিতে ভণিতা আছে "গোবিন্দদাস পহুঁ"।

পাঠান্তর—

১ কেল—বহ, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

২ কেল—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৩ সুরস—ক-পুঁথি।

নিমিঝিত নয়ন অরু বৌ রহু থির।
মদন পয়োধর সময় সুধীর॥
বদরী কোরক অমু মেটল দুখ।
রাধামোহন পহু সো এক সুখ॥

টীকা—বদরীকোরক ইত্যাদি—বদরীতলের বৃথা জাগরণের দুঃখ মিটিল।

সর্বকালোচিতবিলাসম্ভোগঃ।
তত্রাভিসারো যথা।

৩৬০

কামোদরাগ-বিজয়ানন্দতালাভ্যাম্॥

সবহু বধূজন চলু বৃন্দাবন
গৌরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ বচনে ধনি গুরুজনে[১]
তৈখনে[২] অনুমতি মাগি॥
হরি হরি কাঁহা শিখলি পরকার।
গুরুজন[৩] বাঁচি মিছু[৪] বচনামৃতে
দিনহি চলল[৫] অভিসার॥ ধ্রু॥
বেশ বনাওতি[৬] নন্দী শুনাওতি[৭]
চতুর সখীসঙ্গে বাত।
আজু গৌরী আরাধি মনোরথ পূরব
পশুপতি নন্দন হাত॥
বাসিত কুসুম কপূরিত তাম্বুল
ভরিলহি[৮] চন্দন কটোর।

পাঠান্তর—
১ ঐছন বচন ধরল ধরি সুন্দরী—সং।
ঐছন মুগধ বচন রচন করি—তরু।
২ তৈখনে—গ-পুঁথি।
৩ গুরুজন—তরু।
৪ মিছই—তরু, কী।
৫ দিনহি করলি—তরু; দিনহি করল—সং।
৬ বনাওত—সং, তরু।
৭ শুনাওত—সং, তরু।
৮ সেই—তরু, লহু—ক-পুঁথি।

গোবিন্দদাস পহু রসপাওব[৯]
যাঁহা নাহি কণ্ঠক চোর[১০]॥
কী—৩২১, সং—২১৩, তরু—১৪৪।

৩৬১

সারঙ্গরাগ-কন্দর্পতালো।

সহচরসঙ্গ[১] রঙ্গ ব্রজনন্দন[২]
কত কত যত করি খেল[৩]।
রাইক গমন সময় বুঝি তৈখণ[৪]
আন ছলে আপহি গেল॥
সজনি হের[৫] দেখ মিলনক[৬] রঙ্গ।
চাঁদক দরশনে যৈছন জলনিধি
উছলিত অধিক তরঙ্গ॥ ধ্রু॥
দূরহি দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ কর[৭]
নয়নহি আনন্দনীর।
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত দুহুঁ ঘরমাইত
কম্পিত দুহুঁক শরীর।
কতহু যতনে দুহুঁ হোয়ল এক[৮] ঠাম
দুহুঁ রূপ পিবইতে চাহ।
রাধামোহন পঁহু[৯] চতুরশিরোমণি
খেলত রসঅবগাহ॥
তরু—১৩১১।

৯ রসপাওত—তরু।
১০ আচোর সং, তরু, মূল পুঁথি, গ-পুঁথি, কঠোর—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ সহচর সঙ্গে—তরু।
২ রঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন—তরু।
৩ খেলি—ক-পুঁথি।
৪ তৈখনে—তরু।
৫ হোর—তরু, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ মিলন তরু।
৭ দূরহি দুহু জন হেরইতে দুহু মুখ
নয়নহি আনন্দনীর।—ক-পুঁথি।
৮ এক—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৯ গোবিন্দদাস পহুঁ—ক-পুঁথি।

টীকা—দুহুঁহি দুহুঁ মুখ…দুহুঁক শরীর—এস্থলে জলিত সাত্বিক ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে তিনটিরও অধিক সাত্বিক ভাব দেখা যাইতেছে—অশ্রু, পুলক, স্বেদ ও কম্প। রাধামোহনের মতে এস্থলে জলিত সাত্বিক, রূপগোস্বামীর মতে জলিত সাত্বিকে তিনটি সাত্বিকভাব থাকে সুতরাং "পুলকিত" শব্দটি "আনন্দিত" অর্থে ধরিতে হইবে।

৩৬২

ধানসীরাগ-কন্দর্পতলো*।

দুহুঁহি দুহুঁ হেরি   দুহুঁ পুলকাইত[১]
দুহুঁ ভেল ভাবে বিভোর।
নয়নে নয়নে[২] যব   দুহুঁ দুহুঁ নিরখই
তব বহ আনন্দলোর॥
সজনি দেখ রাধামাধব[৩] প্রেম।
দুহুঁ দুহুঁ কি করব   থেহ না পাওত
যনু দুহুঁ দারিদ হেম॥ ধ্রু॥
দুহুঁ কর[৪] বচন   বচন পুন গদগদ
দুহুঁ কর[৫] ভেল সুকম্প।
দুহুঁ দুহুঁ পরশিতে   দুহুঁ ভেল নিমগন
ঐছন হোয়ত স্তম্ভ॥
অপরূপ বিধুমণি   দুহুঁ কিয়ে বিধুবর
মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন[৬] পঁহ   দুহুঁ অতি নিরুপম
ত্রিভুবন করু পরশংস[৭]॥

তরু—১৩১২।

পাঠান্তর—

* ধানশীরাগ-চন্দ্রশেখর তালো—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি
১ পুলকায়িত—বহ।
২ নয়ানে নয়ানে—ঙ-পুঁথি।
৩ রাধামোহন—ক-পুঁথি।
৪ দুহুক—ক-পুঁথি।
৫ দুহুঁ অগ—তরু।
৬ গোবিন্দদাস পহ—গ-পুঁথি।
৭ অবতংস—তরু।

টীকা—এই পদে দীপ্ত সাত্বিক ভাব প্রকাশিত। তিনটি হইতে পাঁচটি পর্যন্ত প্রৌঢ় সাত্বিক ভাব যাহাতে প্রকাশিত এবং যে ভাবগুলি সম্বরণ করা অসম্ভব হয় তাহাই দীপ্ত সাত্বিক। এস্থলে পুলক, অশ্রু, স্বরভেদ, বেপথু এবং স্তম্ভ সাত্বিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। "ভেল ভাবে বিভোর" ইহা দ্বারা "সম্বরীতুমশক্যাস্তে" প্রমাণিত হইয়াছে।

৩৬৩

সারঙ্গরাগ-নিঃসারকতলো।

ঘন ঘন চুম্বন   ঘন পরিরম্ভন
ভুজে ভুজে সঘন বন্ধান।
ঘন ঘন নখশর-   ঘাতন দুহুঁ জন
আনন্দে আপন[১] না জান॥
অপরূপ নিধুবন কেলি।
অতিরসে মিগন   দিনহি রাধামধব
মদন কদন দূর[২] গেলি॥ ধ্রু॥
দুহুঁ দুহুঁ উরপর[৩]   নিচল কলেবর
করত সঘন শিতকার।
অভিনব ঘনবর   থির বিজুরী কিয়ে
বেঢ়ি রহল অনিবার॥
দাস যদুনন্দন   কব সোই হেরব
হোয়ব কেলি অবসান।
শুকমুখ[৪] হেরি   তবহি নিবেদব
করইতে সো সমাধান॥

তরু—১৩১৩, ২৭৮৮।

পাঠান্তর—

১ আপ—ক-পুঁথি। আপনা—ঙ-পুঁথি, মুলপুঁথি।
২ দূরে—তরু।
৩ জলধর—ক-পুঁথি।
৪ মুখ—ক-পুঁথি।

টীকা—সম্ভোগবর্ণনার পদ। ইহার অর্থ রসিকজনবোদ্য।

অথ উত্তরগোষ্ঠলীলা।

৩৬৪ ক

ধানশীরাগ-মঠকতালাভ্যাম্।

বেলি অবসান বচন শুনি গৌরব
সচকিত লোচন ভেল।
চৌদিশ চাহি উঠি বৈঠল তুহুঁ
সখীগণ তৈখনে গেল॥
অদ্ভুত প্রেম-পরকার।
সেবনপর জন কয়লহিঁ[১] সেবন
শ্রম দূর[২] কয়ল দুহাঁর[৩]॥
নিজহি নিজহি ঠামে যাইতে তৈখন
মন উতরল্পিত কেল।
সকরুণ বচন সজলহি লোচন
বিদায় সময়ে দুঁহু কেল॥
অতিশয় কাতর হৃদয় বয়নে[৪] দুহুঁ
কুঞ্জসে ভেলি বাহার।
দাস যদুনন্দন যাই লেই মন্দিরে
তুরিতহি ভেল আগুসার॥

টীকা—পদটিতে নিজগৃহগমনপ্রকার দেখান হইতেছে।

৩৬৫

গৌরীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।†

বেলি অবসান হেরি শচীনন্দন
ভাবহি গদগদ বোল।
কানুক গমন- সময় অব হোয়ল[১]
শুনিয়ে বেণুক রোল॥

পাঠান্তর—

৩৬১ সংখ্যক পদ হইতে ৩৭৬ সংখ্যক পদ পর্যন্ত অর্থাৎ "বেলি অবসান বচন শুনি গৌরব" ইত্যাদি পদ হইতে "মাধব বিধুবদনী" পর্যন্ত। (খ-পুঁথির পদ সংখ্যা ৯১-৯৫) গ-পুঁথিতে নাই।

১ কয়লহিঁ—মূল-পুঁথি।
২ জল—ক-পুঁথি।
৩ যতনে—বহু।
৪ দোঁহার—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

(† গৌড়জয়—ঙ-পুঁথি)
১ সময় যাহে দেল—ক-পুঁথি।

সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিলাস।
প্রেমহি নিমগন রহতহিঁ অনুখন
কতিহু নাহি অবকাশ॥ ধ্রু॥
খেনে পুন কহই[২] নিকটহি শুনিয়ে[৩]
ঘন হাম্বারব রাব।
হেরইতে শ্যাম- চন্দ্র অনুমানিয়ে
গোকুলজন যত ধাব॥
ঐছন ভাতি[৪] করত কত অনুভব
যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন পঁহু সো বর[৫] শেখর
তৈছন সতত বিহার॥

তরু—১৩১৭।

টীকা—উত্তরগোষ্ঠগান নির্বাহকগৌরাঙ্গের বর্ণনা।

৩৬৬

শ্যামতোড়ীরাগোৎসাহতালৌ।

মুদির-মরকত-মঞ্জু সুন্দর
সতত সুখময় শ্যাম।
কনক-কিশলয় বর্ণকরম্বিত
চলন নটবর ঠাম॥
জয় যদুনন্দনচন্দ[১]
মালতী মুকুলহি চূড় শোভিত
যুবতী মন-শশফন্দ[২]॥ ধ্রু॥

২ কহইতে—ক-পুঁথি।
৩ নিকট শুনিয়ে অব—তরু।
নিকট শুনিয়ে—ক-পুঁথি।
৪ ভাতি—তরু। এই পাঠটি সঙ্গত।
ভীতি—বহু, মূল পুঁথি। ক-পুঁথির পাঠ "ভাতি" গৃহীত হইল।
৫ সেবিব—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ জয় নন্দ নন্দন চন্দ—মূল-পুঁথি।
২ যুবতীমনো সো সব ফন্দ—ক-পুঁথি।

ঈষত মুকুলিত যুথি কুসুমক[৩]
তেরছ-কুত বরমাল।
গৌরী গুণগণ-গান-গুম্ফিত
গিরতহি গীত রসাল॥
সঙ্গে সমরস সুঘড় সবয়স
সতত করু গুণ গান।
এ রাধামোহন চিতে অনুমানল[৪]
মদনমোহন ভান॥

টীকা—"মুদির" মেঘ।
"গৌরীগুণগণ"—রাধার গুণসমূহ।

৩৬৭

গৌরীরাগ-মহামঠকতালৌ।

বিপিনবিহারী হারী বর মুকুলক
ফুলক কত কত[১] ভাঁতি।
ইন্দ্রনীল মণি- নবঘন-আদি জিনি
অদভুত অঙ্গক কাঁতি।
সুন্দরি হের[২] দেখ বেলি অবসানে।
অপরূপ চান্দ তৈছে নখত-সঙ্গে
ঐছে হোয়ত মঝু ভানে॥ ধ্রু॥

মোহন মুরলী- পুরলী বর গানহি[৩]
সবজন উলাস বাঢ়াই।
গোখুর-ধূলি- ধূসরিতাম্বর-[৪]
ভম্বর তছু পিছে ধাই॥
চঞ্চল নয়ন- কমল বর পুনপুন
আরোপই তুয়া আঁখি ভৃঙ্গে।
বয়ু বর কমল মধুকর চুম্বই
ফিরি ফিরি প্রেম তরঙ্গে॥
কিয়ে পুন ভৃঙ্গে[৫] পঙ্কজ মুখ চুম্বই
ঐছন তুহারি নয়ান।
অতএ সে নাগর বিদগধ-আগর
পুন পুন ফিরায়ে বয়ান॥
ঐছন ভাঁতি নিজ ভবনক যারহি
আন ছলে বহু কত বেরি।
রাধামোহন পঁহু রসিক-শিরোমণি
বাঙ্কল[৬] তুয়া মন হেরি॥

টীকা—গোষ্ঠাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার ও রাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনানন্দ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

"হারী বর মুকুলক" ইত্যাদি—বিবিধ পুষ্পের সুপুষ্ট মুকুল দিয়া গাঁথা হার তাঁহার কণ্ঠে।

"গোখুর ধূলি" ইত্যাদি—ইহা একবার "ধূসরিত অম্বর"-এর সহিত ও একবার "ভম্বর"-এর সহিত অন্বয় করিতে হইবে। রাধামোহনের ব্যাখ্যায় গোখুরের ধূলিতে ধূসরিত অম্বর বা বস্ত্র যাহাদের তাহাদের সমূহ এই অর্থ ধরা হইয়াছে।

৩ জাতি-কুসুমক—ক-পুঁথি।
৪ অনুমান—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ ক-পুঁথিতে একবার মাত্র "কত"।
২ হের—ক-পুঁথি।

৩ গাহনি—মূল-পুঁথি।
৪ ধূসরিত অম্বর—বহু।
৫ ভৃঙ্গ—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ বাকুল—বহু।

অথ সুদূরপ্রবাসঃ।

তত্র ভাবী।

অনুচিত গৌরচন্দ্রঃ। যথা—

৩৬৮

কামোদরাগ-মর্দকতালাভ্যাং গীয়তে। †

শাঙহি শচীসুত হেরিয়ে আনমত
কি কহত[১] কছু নাহি জানি।
নগর গমন লাগি বোলত বাজসুত
বড় ইহ দারুণ বাণী॥
কান্দি কহত পুন রোই।
লাখ লাখ[২] বিঘিন[৩] মঝু পর বীতউ[৪]
জানি[৫] পাছে বিচ্ছেদ হোই॥ ধ্রু॥
কাহে মঝু দখিন নয়ন ইহ ফুরই
কাহে মঝু হৃদয় কাঁপ।
কাহে মঝু চিত করত উচাটন
এত কহি করত বিলাপ॥
ঐছন হেরি পরাণ মঝু ঝুরয়ে[৬]
কি করয়ে নাহিক থেহ।
রাধামোহন কহ[৭] ইল আন[৮] মত নহ
কাঠ কঠিন মঝু দেহ॥

তরু—১৫৭২।

টীকা—ভাবিপ্রবাসগাননির্বাহক গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

৩৬৯

যথারাগ। †

দেখ দেখ[১] শাঙহি গৌরাঙ্গ বেয়াকুল
নদী বহু ঝরয়ে[২] নয়ান।
কো ইহ ভাব- বিভাবিত অন্তর
হেরি হেরি ঝুরয়ে পরাণ॥
সঘনি খেনে খেনে[৩] কহ ইহ বাত।
ঐছন তত্ত্ব মন্ত্র পরচারহ
যৈছন নহ পরভাত॥ ধ্রু॥
জাক বিচ্ছেদ হাম সহই না পারব
নিকসই পাপ পরাণ।
কি করব কৈছনে ইহ দুখ মেটব
সো রীতি করহ বিধান॥
এত শুনি মধুর ভকতগণ কান্দই
ততহি করত অনুমান।
রাধামোহন দীন[৪] কিছুই না জানল
অতএ সে করত বিবাদ॥

টীকা—এই পদটি নিশ্চিত মথুরাগমনভাবাতিবিবশ গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

পাঠান্তর—

(† তালো। খ-পুঁথি)

১ কহ—মূল-পুঁথি।

২ লাখে লাখে—তরু।

৩ বিঘিনী—তরু, ক-পুঁথি। বিঘন—ঙ-পুঁথি।

৪ বিতরউ—খ-পুঁথি।

৫ 'জনি' স্থলে ব্যবহৃত।

৬ রোয়ত—তরু।

৭ কহই—মূল পুঁথি।

৮ ক-পুঁথিতে নাই। মূল-পুঁথিতে "ইহ আন" স্থলে মাত্র "আন" আছে।

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে কোন রাগ বা তালের নাম নাই।

১ 'হের'—টীকার পাঠ। হোর দেখ—মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

২ ঝুরয়ে—মূল-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৩ খনে খনে—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৪ দিন—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।

অনুচিত-শ্রীকৃষ্ণ রূপম্। যথা '—'

৩৭০

গুর্জরীরাগ-চক্রপুটতালৌ।

জয় জয় নন্দনন্দন চন্দ।

অঙ্গ দীপতি	নিন্দি নীরদ	নীল-নীরজ	কন্দ। ধ্রু।[১]
পীত-অম্বর	কনক ভূষণ	মকর কুণ্ডল-	ধারী।
বৃষ্ণি[২] দূষণ-	কংসমারণ-	কলুষ-মানস[৩]	কারী।
বল্লবীকুল-	হৃদয় আকুল-	করণ উদ্যম	বন্ধ।
ততহি ঝিঙ্কিত	মঙ্গল মানস	নিবসহি মন্দির[৪]	সন্ত[৫]।
চরণপঙ্কজ	ভকত-মানস[৬]-	সরসি উদয়-	কারী।
এ রাধামোহন	পাপীক মোহন[৭]	এ ভবসাগর	তারি।

তরু—১৫৩৫

টীকা—পদটি ভাবিপ্রবাসগমনোচিত কৃষ্ণবর্ণনা। "বৃষ্ণি" শব্দের অর্থ মেঘ হয়, কৃষ্ণের নামবিশেষ হয় এবং কৃষ্ণের এক পূর্বপুরুষের নামও হয়। সুতরাং "বৃষ্ণিদূষণ" শব্দটির অর্থ হইবে "মেঘগঞ্জন" (ইহা রূপপ্রশংসা), কৃষ্ণের প্রতি অন্যায়কারী (ইহা পরবর্তী কংস শব্দের বিশেষণ) এবং বৃষ্ণিকুলের কলঙ্ক (ইহাও কংসের বিশেষণ)। শেষোক্ত দুইটি অর্থ প্রসঙ্গানুরোধে বিশেষ ভাবে গ্রহীতব্য। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি-প্রসঙ্গ কারণ প্রথমচরণেই আছে "নিন্দি নীরদ"।

চরণপঙ্কজ ইত্যাদি—"ভকতমানসসরসি চরণপঙ্কজ-উদয়কারী" এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে।

অঙ্গদিপতী ইত্যাদি—রাধামোহন "নীল-নীরজ-কন্দ" শব্দটিকে বহুব্রীহি সমাসরূপে ধরিয়া অঙ্গের বিশেষণ শব্দরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। √কন্দ ধাতুর অর্থ "বিহ্বল হওয়া"। নীলপদ্মের বিহ্বলকারী কৃষ্ণাঙ্গের নীলকান্তি—ইহাই তাৎপর্য।

৩৭১

শ্রীগান্ধাররাগ—ধ্রুবতালৌ।

না জানিয়ে কো[১] মথুরা সঞে আয়ল[২]
তাহে হেরি কাহে[৩] জিউ কাঁপ[৪]
তব ধরি দখিণ পয়োধর ঢুরয়ে[৫]
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ।[৬]

পাঠান্তর—
১ ধ্রুবপদচিহ্ন ক-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
২ বিরিঞ্চি—খ-পুঁথি।
৩ করুণ-মানস—ক-পুঁথি।
৪ মন্দিরে—তরু।
৫ বসন্ত—তরু।
৬ মান—ক-পুঁথি।
৭ পাপ-বিমোচন—তরু।

পাঠান্তর—
১ কোন—ক-পুঁথি।
২ আওল—সং।
৩ মনু—সং।
৪ কাঁপি—সং, তরু।
৫ ঢুরই—সং।
৬ নয়ন রহ—সং।
৭ ঝাঁপি—সং, তরু।

সখি হে[৮] অকুশল শত নাহি মানি
বিপদক লাখ তুলহ করি[৯] না গণিয়ে[১০]
কানুবিচ্ছেদ হোয়ে[১১] জানি। ধ্রু।
কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহ থির[১২]
আগরে নিরহঁ না[১৩] ভায়।
সকল মনোরথ দৈবহিঁ ভাগল[১৪]
কি সখি[১৫] করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জই[১৬]
সঘন রোয়ে[১৭] শুক শারী।
গোবিন্দদাস জানি সখী পুছহ[১৮]
কাহে এত বিঘিন বিথারি॥

সাং—৪৩৫, তরু—১৬০০।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের ভাবী মথুরাগমন সংবাদ না জানিয়াও প্রেমজনিত হৃদয়-বৈক্লব্যে রাধা তাহা যেন জানিয়াছেন—পদটিতে এইরূপ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

"বিঘিন বিথারি"—বিঘ্ন বিস্তার।

৮ সজনি—তরু।
৯ তুলসম—সা।
১০ গণিয়—ক-পুঁথি।
১১ কানুবিচ্ছেদভয়ে—সা।
১২ হয়ে থির—সা। রহে থীর—খ-পুঁথি।
১৩ নিদ নাহি—তরু, সা।
১৪ লাগই—সা; লাগত—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১৫ কহ সখি—সা।
কিয়ে সখি—তরু, ক-পুঁথি।
১৬ গুঞ্জরে—ক-পুঁথি।
১৭ রোয়—ক-পুঁথি।
১৮ সখী আমি পুছহ—খ-পুঁথি।

৩৭২

ধানশীরাগ—প্রতিমণ্ঠকতালে

ঝাঁপল উতপত লোরে নয়ান—
কৈছে করত হিয়া কিছুই[১] না জান।
তুহুঁ পুন কি করবি তাওতহি রাখি—
তুহু মন তুহুঁ মনু দেয়ত সাখী।
তুব কাহে গোপসি কি কহব তোয়!—
বজরকি বারণ করতলে হোয়?
জানলুঁ এ[২] সখি মৌন কি ওর
পিয়া পরদেশ চলবি[৩] মনু[৪] ভোর। ধ্রু[৫]।
গমন সময়[৬] বিরোধ জনি কোয়—
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে[৭] হোয়।
সময় সমাপন কি ফল আর,
প্রেমক সমুচিত অবহু নিবার।
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান—
পিয়া পরদেশী[৮] কাজে রহ[৯] প্রাণ[১০]

তরু—১৬০১

টীকা—সখীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনো উত্তর না পাইয়াও রাধা অনুভবে বুঝিয়াছেন কৃষ্ণের গমনবার্তা।

"গমনসময়ে" ইত্যাদি—গমনকালে যাহাতে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলে বিরোধ না হয়—কেননা তাহাতে অমঙ্গলাশঙ্কা—সুতরাং এখন নিবারণ করা উচিত—এইরূপ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
১ কছুই—ক-পুঁথি।
২ রে—তরু।
৩ চলব—তরু, খ-পুঁথি।
৪ মোহে—তরু। মুঝে—ক-পুঁথি।
৫ ধ্রুপদ—ক-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৬ গমনক সময়—তরু।
৭ দৈয়ে না—তরু। জানি পাছে—ক-পুঁথি।
৮ পরবাসী—ক-পুঁথি।
৯ রহ—খ-পুঁথি।
১০ পদ রত্নাকরের পুঁথিতে এই পদের ভণিতা গোবিন্দ দাসের পৌত্র ঘনশ্যামের নাম দেখা যায়।
—এ সখি অতিবহি তোহারি সমাজ।
আওব কহ ঘন-শ্যামর দাস।

৩৭৩

সুহইরাগ—ধ্রুবতালে।

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যা[১] সম
সো[২] আওল ব্রজমায়।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহ সাজ[৩]॥
সজনি রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর[৪]
মন্দিরে রহ[৫] বনমালী॥ ধ্রু॥
যোগিনী চরণ শরণ করি সাধহ
বাঁধহ[৬] যামিনী নাথে[৭]।
নখতর চাঁদ[৮] বেকত রহ অম্বর[৯]
যৈছে নহত পরভাতে[১০]॥
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ[১১]
সো রাখউ[১২] নিজ তাতে।
কিয়ে শমন আনি ত্বরিতে[১৩] মিলাওব[১৪]
গোবিন্দদাস অনুমতে[১৫]

সং—৪৩৬, তরু—১৬০২

পাঠান্তর—

১ তা—সং।
২ সোই—সং।
৩ কালিয় কালিম সাঁজ—সং।
৪ পরভাত—রস।
৫ রহে—সং।
৬ বাজব—ঙ-পুঁথি।
৭ যামিনী নাথ—ক-পুঁথি।
৮ নক্ষত্র চান্দ—সং, ক-পুঁথি। নখতর চান্দ—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৯ অম্বরে—সং, খ-পুঁথি।
১০ পরভাত—ক-পুঁথি, মূল পুঁথি।
১১ সেবিতাহে ভাখব—সং। সেবি তাহে ভাখব ক-পুঁথি।
১২ রাখক—সং, রাখুহ—খ-পুঁথি।
১৩ তুরিতে—সং, তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১৪ মিলাওল—ক-পুঁথি।
১৫ "অনুমিতি দিলে"—এই অর্থ ধরিতে হইবে।
চীত কাঁতে—ঙ-পুঁথি।

টীকা—মথুরাগমনের ঘোষণা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের গমন-নিবারণের উপায় সম্বন্ধে সখীকে রাধা বলিতেছেন। "কালি কালিহ সাজ" এই বাক্য অনূদিত হয় নাই কারণ "শ্রবণ অমঙ্গল" ঘোষণা শুনিবামাত্র রাধার পরমবৈবশ্য সাধিত হইল। কল্যরজনীপ্রভাত কৃষ্ণের গমনসময়। সুতরাং রজনী যাহাতে প্রভাত না হয়—যাহাতে এই রাত্রি যাবজ্জীবনব্যাপিনী হয়—তাহারই উপায়চিন্তা "যোগিনীচরণ" ইত্যাদি চরণে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"কালি কালিহ সাজ" পাঠ রাধামোহনের সম্মত নহে। তিনি অন্যপাঠ পান নাই—কিন্তু অন্য পাঠ আছে বলিয়াই মনে করেন।

৩৭৪

বরাড়ীরাগ-দশকোশীতালে।

যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে মন রঞ্জলুঁ[১]
দুরজন কি কি নাহি কেল[২]।
যাহে[৩] লাগি কুলবতীবরত সমাপলুঁ[৪]
লাজে তিলাঞ্জলি দেল[৫]॥
সজনি জানলোঁ কঠিন পরাণ।

পাঠান্তর—

১ রঞ্জলোঁ—সং। রঞ্জল—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ গুরু দুরজন কি না কেল—সং।
দুরজন কি কি নাহি কেলা—ঙ-পুঁথি।
দুরজন কিয়ে নাহি কেল—তরু।
দুরজন কি নাহি কেলি—ক-পুঁথি।
৩ যাহা—সং।
৪ উপেখলোঁ—সং।
৫ দেলি—ক-পুঁথি।
দেলা—ঙ-পুঁথি।

ব্রজ পরি হরি[৬] হরি সো অব যাওব[৭]
শুনইতে[৮] নাহি বাহিরাণ[৯] ॥ ধ্রু ॥
যো[১০] মঝু অঙ্গ-পরশ-রস-লালসে[১১]
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টকি কুঞ্জে[১২] জাগি নিশি যাপয়[১৩]
পন্থ নেহারই[১৪] মোরি।
যাহে[১৫] লাগি চলই[১৬] চরণে বেড়য়ে ফণী
মণিমঞ্জীর করি মান[১৭]।
গোবিন্দদাস ভণ সো দিন কৈছন[১৮]
বিছুরব[১৯] ইহ অনুমান[২০] ॥

সং—৪০৮, তরু—১৬০৪, রসমঞ্জরী—৫৬।

টীকা—এই পদে উদ্ধবেরই অনুরাগ রাধা স্মরণ করিয়া সন্তাপিত হইতেছেন।

গোবিন্দদাসভণ ইত্যাদি সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন—সেই সকল দিনের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না—ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

---

৬ ব্রজপতি—ক-পুঁথি।
৭ ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি—তরু।
ব্রজপুর পরিহরি সো অব যাওব—ক-পুঁথি।
ব্রজ পরিহরি অব সো হরি যাওব—সং।
ব্রজ পরিহরি যো সো অব যাওব—মূল পুঁথি।
৮ শুনইহি—সং।
৯ হরে প্রাণ—ক-পুঁথি।
১০ সো—তরু।
১১ সরসসমাগমলালসে—তরু।
রভস-পরশরসলালসে—সং।
১২ কণ্টক কোরে—সং; কণ্টককুঞ্জে—তরু।
১৩ বাসর—তরু। (এই পাঠটি গ্রহণযোগ্য)
১৪ নেহারত—খ-পুঁথি।
১৫ যাহা—খ-পুঁথি।
১৬ চলইতে—তরু, সং। চলইতে—খ-পুঁথি।
১৭ মানি—তরু; মান—সং, মানি—ক-পুঁথি।
১৮ কৈছন সো দিন—খ-পুঁথি।
১৯ বিছুরব—সং, তরু। বিছুরব—ক-পুঁথি। বিছুরবি—খ-পুঁথি।
২০ অনুমানি—তরু, ক-পুঁথি।

৩৭৫

দেশাগরাগ-নন্দনতালৌ।

কি করিব[১] কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি[২] রয় ॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব ॥ ধ্রু ॥
বন্ধু যাবে[৩] দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ যেন[৪] নাহি[৫] দেখে লোকে ॥
নহেত পিয়ারে গলার মালাতে[৬] করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ ॥

তরু—১৬০৩।

টীকা—পূর্বে কৃষ্ণের মথুরাগমন শোনামাত্র প্রাণ যখন স্বয়ং নির্গত হইল না, তখন সেই প্রাণ সাগরে বিসর্জন করিব। অথবা প্রাণনাথ যদি অনুকূল হয় তবে মালার মত তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া দেশান্তর যাইব—ইহাই রাধার বক্তব্যের তাৎপর্য।

৩৭৬

গান্ধাররাগ-নন্দনতালৌ।

কামিনী করি কো[১] বিহি নিরমায়ল
তাহে পুন কুলবতি বাদে[২]।

পাঠান্তর—
১ করব—ক-পুঁথি।
২ "কিবা লাগি" স্থলে "কি লাগিয়া"—খ-পুঁথি।
৩ যাব—ক-পুঁথি।
৪ তরুতে 'যেন' শব্দটি নাই।
৫ "নাহি"—শব্দ ক-পুঁথিতে নাই।
৬ মালা যে—তরু। মালাতে—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ কোন—তরু।
২ কুলমতিবাদে—তরু, ক-পুঁথি।

তহিঁ পরে হরি সঙ্গে[3] নেহ ঘটায়ল[4]
তাহে বিঘটল[5] পরমাদে[6]।
সজনি বিহি মোহে[7] কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন জানলুঁ মাথুর[8]
যাযব সুন্দর[9] শ্যাম। ধ্রু[10]।
ও মুখচাঁদ[11] হাস মধুরাধর
ও দিঠে বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদু বচন সুধারসে পূরিত
কৈছন বিসরব[12] নারি।
যা[13] বিনু নিমিখ- আধ কত যুগসম
সো অব আনত যাব।
কঠিন জীবন[14] অবহু নাহি নিকসই[15]
পুন কিয়ে দরশন পাব।
কহইতে গোরী[16] লোরে ভরু লোচন
মুরছি পড়ল তঁহি[17] ভোর।
হা হা প্রাণ রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর।

তরু—১৬১৪।

---

৩ তাহে পুন হরিসঙ্গে—তরু।
তা পরে হরিসঙ্গে—ক-পুঁথি।
৪ ঘটায়ল—মূল পুঁথি।
৫ বিঘটল—খ-পুঁথি।
৬ তাহে বিঘটল পরমাদ—তরু, ঙ-পুঁথি।
তহি বিঘটল পরমাদ—ক-পুঁথি।
৭ মোহে—ক-পুঁথি।
৮ মথুরা—তরু।
৯ 'সুন্দর'—মূল-পুঁথিতে নাই।
১০ ধ্রুবপদ চিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
১১ চাঁদ—ঙ-পুঁথি।
১২ কৈসে বিছুরব—তরু, কৈছনে বিছুরব—ক-পুঁথি।
১৩ যাহে—তরু।
১৪ পরাণ—তরু।
১৫ নিকসয়ে—তরু, বহু। নিকসয়ে—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১৬ গোরি—ঙ-পুঁথি।
১৭ তঁহু—মূল-পুঁথি।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেশান্তর গমনের কথা যাহা পূর্বপদে বলা হইয়াছে তাহাতে উভয় কুলের মর্যাদা হানি ঘটিবে। সুতরাং তাহা করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। রাধা তাই আবার শোচনা করিয়া বিলাপ করিতেছেন।

যা বিনু নিমিখ-আধ কত যুগশত—এস্থলে রূঢ় মহাভাবের "ক্ষণস্থ কল্পতা" এই লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৭৭

ধানশীরাগ-ধ্রুবতালে।

মুরছিত রাই হেরি সব সখীগণ
হোয়ল বিকল পরাণ।
উরপর কত শত করঘাত হানই
নিঝরে ঝরয়ে[1] নয়ান।
হরি হরি কি আছু[2] দৈবক[3] কেলি।
রাইক শ্রবণে 'শ্যাম' দু আখর
উচরয়ে সব জন কেলি। ধ্রু।[4]
বহু খেনে চেতন পাই[5] সুধামুখী
কাতরে চৌদিশ[6] চাহ।
বেঢ়ি সব সহচরী করয়ে[7] আশ্বাসন
কানু কাহে[8] যাবে পুরমাহ।
তুরিতহি সঙ্কেতকুঞ্জে তোঁহে মিলব[9]।
হোয়ব অধিক উলাস।
তাক সংবাদ জানাইতে তৈখন
চলু যদুনন্দনদাস।

তরু—১৬১৫।

টীকা—রাধার চেতন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। বক্তা সখীরূপী পদকর্তা স্বয়ং।

পাঠান্তর—
১ ঝরই খ-পুঁথি।
২ আজি—খ-পুঁথি।
৩ দৈবকি—ঙ-পুঁথি।
৪ ধ্রুবপদচিহ্ন—খ-পুঁথি হইতে লওয়া হইয়াছে।
৫ পাইয়া—ক-পুঁথি।
৬ চৌদিশে—তরু।
৭ করই—ক-পুঁথি।
৮ কেনে—ক-পুঁথি।
৯ মীলব—তরু, ক-পুঁথি।

৩৭৮

শ্রীগান্ধাররাগ নন্দনতালেী †।

প্রাতরে তুহুঁ চলব[1] মথুরাপুর[2]
যবহু শুনল[3] ব্রজনারী।
বিরহক ধুমে ঘুম নাহি লোচনে
মোছত উতপত বারি।
মাধব ভালে তুহুঁ ব্রজ-অনুরাগী।
অব সব রমণী রহু বিরহানলে
কো পুন ইহ[5] বধভাগী॥ ধ্রু।
গিরিবর কুঞ্জ[6] কুসুম নব কানন[7]
কালিন্দী কেলি কদম্ব
মন্দির গোপুর নগর সরোবর
কো কাঁহা করু অবলম্ব।
ব্রজপতি লেই অতএ চলু অক্রুর
সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।
গোবিন্দদাস কহ[8] হব নহ ঐছন
আগে চলহুঁ[9] বলরাম॥

সং—৩৪২, তরু—১৬১৬।

টীকা—কোনো এক গোপীর উক্তি। কৃষ্ণের গমন সংবাদে ব্রজাঙ্গনাগণের বিরহব্যাধিদশার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

কেবলং শ্রীমত্যাযথা।

৩৭৯

তীরোতা-ধানশীরাগ-কন্দর্পতালে।

মাধব বিধুবদনা।
কবহু[1] না জানই বিরহক[2] বেদনা॥ ধ্রু[3]॥
তুহুঁ পরদেশে[4] যাবে[5] শুনি ভই খীনা।
প্রেম-পরিতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিশলয় দেখি ভূমে সুতলি আয়াসে।
কোকিল-কলরবে উঠই তরাসে।
দোরহি কুচকুম্ভ দূর[6] গেল[7]।
কুশ ভুজ ভূষন খিতিতলে মেল[8]।
আনত বয়নে রাই হেরত গীম।
খিতি লিখইতে ভেল আঙ্গুরী ছিন॥
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গনয়িতে ভেলি মুরছিত॥

তরু—১৬১৭।

টীকা—পূর্বপদে সামান্যভাবে ব্রজাঙ্গনাগণের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই পদে রাধার বিরহাবস্থা বর্ণিত হইতেছে।

কৃশভুজ ভূষন খিতিতলে মেল—ভুজের কৃশতায় ভূষণ খসিয়া ক্ষিতিতলে পড়িয়াছে।

পাঠান্তর—

(† রামতাল—খ-পুঁথি।)

১ চলবি—তরু, সং, মূল পুঁথি।
২ মথুরা পুরি—খ-পুঁথি।
৩ শুনব—বহ।
৪ বর নারী—ক-পুঁথি।
৫ হত—ঙ-পুঁথি।
৬ কুঞ্জে—খ-পুঁথি।
৭ কুসুমময় কাননে—সং।
কুসুমময় কানন—তরু, খ-পুঁথি।
৮ কহ—সং।
৯ চলই—তরু।

পাঠান্তর—

১ কুহুঁ—খ-পুঁথি।
২ বিরহকি—খ-পুঁথি।
৩ ধ্রুবপদচিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৪ পরদেশ—তরু।
৫ যাব—তরু।
৬ দুরে—তরু।
৭ গেলি—খ-পুঁথি।
৮ মেলি—খ-পুঁথি।

অথ ভবন্‌বিরহঃ।

তত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

৩৮০

সুহইরাগ-চম্পুটতালাভ্যাম্[১]।

আজুক প্রাতর[১] কান্দি শচীনন্দন
কহতহিঁ গদগদ বাত।
যের[২] দেখ অক্রূর[৩] লেই চলু প্রাণপতি[৪]
অবুধ গোপ চলু সাত॥
সজনি কঠিন প্রাণ নাহি যায়।
হেরইতে যো মুখ নিমিখ লেই দুখ
সো অব বহু[৫] অন্তরায়॥ ধ্রু।
কি করব গুরুজন অরু[৬] যত পুরজন
বারহ নাহ আগোরী।
ঐছন ভাতি কহই[৭] গৌরাঙ্গ পহুঁ
তৈখন পড়লহি ভোরি॥
নয়নক নীরে বহই জনু সুরধনী
ঐছন হোওত ভান।
রাধামোহন বড়[৮] কাঠকঠিন[৯] মতি
ও রস মতি করু গান॥

তরু—১৫২১।

টীকা—ভবন্‌বিরহ ভাবাক্রান্ত গৌরাঙ্গ বর্ণনা। প্রবাস-বিরহ দুই প্রকার বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। বুদ্ধিপূর্বক কিঞ্চিৎ দূর ও সুদূর ভেদে দ্বিবিধ। ভাবী, ভবন্‌ ও ভূতরূপে ইহাও ত্রিবিধ। দিব্যাদিব্যাদিজনিত পারতন্ত্র্যাদ্যুত্থ প্রবাস অবুদ্ধিপূর্বক। এই পদ বুদ্ধিপূর্বক সুদূর প্রবাসের ভবন্‌ অবস্থার গৌরচন্দ্রিকা।

ভবন্‌বিরহোচিতরূপম্।

৩৮১

কর্ণাটিরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

মঞ্জু মরকত নিন্দি সুন্দর
সুভগ-কলেবর শ্যাম
ইন্দু নিন্দিত যাক রূপহিঁ
ঐছে বদনক ঠাম।
জয় নন্দনন্দন কৃষ্ণ।
বিরহ আকুল গোপ-গোকুল
ততহিঁ মানস তৃষ্ণ॥ ধ্রু।
গান্ধিনী সুত- হৃদয় নন্দন
স্যন্দনে কুতরোহ[১]।
যুবযৌবন- বন্ধ তাপহিঁ
হৃদয় কুতবর মোহ[২]।
চকত-চাতক নীল নীরদ
অধিক পূরণ[৩] আশ।
কহই পাতক[৪] তৃষিত অন্তর
এ রাধামোহন দাস।

তরু—২৪৩৬।

পাঠান্তর—

+ সুহই-চম্পুটতালেী।
১ প্রাতরে—তরু।
২ হোর—তরু, ঙ-পুঁথি। যহ—খ-পুঁথি।
৩ প্রাণপতি—খ-পুঁথি।
৪ অক্রুর—খ-পুঁথি।
৫ বহ—মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ আর—তরু।
৭ কহই—'বহ'তে নাই।
৮ তরুতে 'বড়' নাই। খ-পুঁথিতে "বড়" শব্দটি "কাঠ" শব্দের পরে আছে।
৯ কঠিন—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ স্যন্দনকুতরো—তরু।
২ হৃদয় কুতবরমোহ—মূল-পুঁথি।
কুতবরমোহ—ক-পুঁথি।
৩ পূরক—ক-পুঁথি। পূরল—খ-পুঁথি।
৪ পাতিব—ক-পুঁথি।

টীকা—গান্ধিনিসুত ইত্যাদি-গান্ধিনী কাশীরাজসুতা। ইনি শ্বফল্কের স্ত্রী এবং অক্রূরের মাতা। অক্রূরের হৃদয় নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। (গান্ধিনীসুত শব্দের অর্থ ভীষ্ম ও কার্তিকেয়ও হয়—কিন্তু এস্থলে তাহা অপ্রযোজ্য।) ইনি রথারূঢ় হইয়াছেন মথুরায় যাইবেন বলিয়া কিন্তু গোপীগণের বিরহে অতিশয় সন্তাপে হৃদয়ে প্রৌঢ়াবস্থ মূর্চ্ছা আসিয়া অধিকার করিতেছে।

৩৮২

সুহইরাগ-নন্দনতালৌ। †

অতমিত যামিনীকন্ত।
কি ফল[১] ভেল মণিমন্ত।
উদয়াচল[২] বরণারুণ
উয়ল[৩] দিনমণি দারুণ।
দেখ সখি পাপী অক্রূর
হরি[৪] লেই চলু মধুপুর। ধ্রু।
দ্বিজকুল[৫] মঙ্গল উচার,
চলু সব গোপ-গোঙার।
কোই না কহ অছু বাত,
হরি যদি মথুরা যাত।
ব্রজপতি দম্পতি চিতে[৬]
কোন কয়ল বিপরীতে[৭]।
তৈ বুঝি নিকরুণ ধাতা,
গোবিন্দদাস দুখ-দাতা[৮]।

সং—৫৫৭, তরু —১৬২০।

পাঠান্তর—

(†—কন্দর্পতালো—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি)
১ বিফল—সং, তরু, ক-পুঁথি।
২ উদয় অচল—ঘ-পুঁথি।
৩ উয়ত—ঘ-পুঁথি।
৪ হেরি—তরু।
৫ দ্বিজগণ—ক-পুঁথি।
৬ চিত—সং। চীতে—ঙ-পুঁথি।
৭ বিপরীত—সং।
৮ গোবিন্দ দাস অনুমাতা—সং।
গোবিন্দদাস দুখদাতা—মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মথুরাগমন কথা বিলাপ করিয়া রাধা বলিতেছেন।

"মণিমন্ত" মণি ও মন্ত্র ইত্যাদি যাহা ৩৭৩ সংখ্যক পদে বলা হইয়াছে।

"গোপগোঙার"—গোপগণ গ্রাম্য কারণ তাহারা অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে যাইতে দিল।

"ব্রজপতিদম্পতি" নন্দযশোদা।

৩৮৩

ধানসীরাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ—
ছোড়ি চলল কৈছে নবীন সনেহ[১]!
পাপী অক্রূর কিয়ে গুণ জান,
সব মুখ[২] বারি লেই চলু কাণ[৩]।
এ সখি কাহুক[৪] যদি মুখ চাহ,
আঁচর গহি বহ বারহ[৫] নাহ। ধ্রু।
যতিখণে দ্বিজকুল[৬] মঙ্গল না[৭] পড়ই,
যতিখণ রথপরি[৮] কোই না চড়ই,
যতিখণে গোকুলে তিমির না গিরই,
করইতে যতন[৯] দৈব[১০] হব[১১] ফিরই।

পাঠান্তর—

১ কৈছনে ছোড়ব নবীন সুনেহ—সং;
কৈছনে তেজব নবীন সনেহ—তরু।
২ সুখ—সং।
৩ কাহ্ন—ঙ-পুঁথি।
৪ কাহক—তরু। এই পাঠটি ভাল।
৫ শব বারহ—সং; বাহুড়াহ—তরু।
৬ দ্বিজগণ—গ-পুঁথি।
৭ সং-তে 'না' নাই।
৮ রথপরি—গ-পুঁথি।
৯ যতনে—ক-পুঁথি।
১০ দৈবে—গ-পুঁথি।
১১ দৈবে যদি—তরু, সং। এই পাঠটি ভাল।

এতহু[১১] বিপদে জীউ রহয়ে একন্ত—
বুঝলোঁ নেহারত লাজক পন্থ।
অতএব[১২] কি ফল দারুণ লাজ—
গোবিন্দদাস কহ না সহ[১৩] বেয়াজ।

সং—৪৪৮, তরু—১৬২৪।

টীকা—**"এ সখি কাহ্নুক.........দৈব যব ফিরই"**—(কাহ্নুক—এস্থলে স্বার্থে ক-প্রত্যয়। "যদি" যেন।) হে সখি কানু যেন মুখ তুলিয়া চাহে এমনি ভাবে আঁচল ধরিয়া বারণ কর। (পদকল্পতরুর পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে—কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া নাথের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বারণ কর।) যতক্ষণ ব্রাহ্মণেরা মঙ্গল বাচন উচ্চারণ না করে, যতক্ষণ রথে না চড়ে,, যতক্ষণ না সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে ততক্ষণ যত্ন কর—যদি দৈব প্রসন্ন হয়।

"এতহু বিপদে জীউ" ইত্যাদি—এত বিপদেও জীবন যখন রহিয়াছে তখন বুঝা যাইতেছে লজ্জায় সে যাইতে পারিতেছে না। লজ্জা কুলমর্যাদা হানির ভয়ে। কিন্তু এই লজ্জায় কি ফল লাভ হইবে—যদি প্রিয়তম দূরে চলিয়া যায়?

৩৮৪

শ্রীগান্ধাররাগ-নন্দনতালাভ্যাং গীয়তে।

কানু নহ[১] নিঠুর চলত যো[২] মধুপুর
মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।
সে[৩] হেন রসিক পিয়া পিরিতি-পূরিত হিয়া
কাহে ভেল সিথিল-সনেহ[৪]॥
শুন শুন[৫] সহচরি অকুর[৬] চরণে ধরি
খণ[৭] এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা-ক্রন্দন শুনইতে[৮] ঐছন
যদি[৯] ফিরয়ে বরু[১০] নাহ॥ ধ্রু।
পরিহরু[১১] গুরুজন হসউ বা দুরজন[১২]
কি করব[১৩] পরিজন পাপ।
কানু বিনু[১৪] জীবন জলতঁহি[১৫] অনুখন
কো সহু[১৬] এ হেন সন্তাপ।
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
পিবইতে জীউ করে সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ[১৭] সো বিহি নিকরুণ
যো করু হেন[১৮] রসবাদ।

তরু—১৬২৫।

টীকা—এই পদে গমননিবারণের জন্য অন্য উপায়ের কথা বলা হইতেছে—"অকুর চরণে ধরি খণ এক হরি বিলম্বাহ" ইত্যাদির দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ রথারোহনোদ্যত সুতরাং পরম বৈক্লব্যবশত পূর্বোক্ত বিস্মৃত হইয়া অতিচাপল্যবশত পরামর্শান্তর কথিত হইতেছে।

---

১২ অতএ সে—তরু, সং, ঙ-পুঁথি, ব-পুঁথি।
১৩ নাহে—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ রহ—ক-পুঁথি।
২ তঁহি—ঙ-পুঁথি।
৩ সো—বহ।
৪ সিনেহ—ব-পুঁথি।
৫ চল চল—তরু।
৬ অক্রুর—ক-পুঁথি।
৭ তিল—তরু।
৮ শুনই—ক-পুঁথি।
৯ জানি—ঙ-পুঁথি।
১০ বর—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
১১ পরিহরি—ব-পুঁথি।
১২ হসউ বহিরজন—ব-পুঁথি।
১৩ করব—ক-পুঁথি।
১৪ বিনে—তরু।
১৫ জলত সো—ব-পুঁথি।
১৬ সহ—তরু।
১৭ "ভণ"—ব-পুঁথিতে নাই।
১৮ ইহ—তরু, ঙ-পুঁথি।

৩৮৫

তোড়ীরাগ-মঠকতালাভ্যাম্।

অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥

(ভাগবতে—১০।৩৯।১৯)

টীকা—অনন্তর বিধাতাকে দোষ দিতেছেন "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে।

হে বিধাতা, তোমার দয়া নাই। কারণ দেহিগণকে মৈত্রী-প্রণয়দ্বারা সংযুক্ত করিয়া অকৃতার্থ তাহাদিগকে বিযুক্ত কর। অতএব তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার তুল্য ব্যর্থ মাত্র।

৩৮৬

বরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্॥

(ভাগবতে—১০।৩৯।২০)

টীকা—তোমার কর্ম অসাধু। কারণ তুমি কৃষ্ণকুন্তল-শোভি, সুকপোল। উন্নতনাসাযুক্ত, শোকাপহারি-মৃদুহাস্য-সুন্দর মুকুন্দমুখকে একবার দেখাইয়া পুনরায় অদৃশ্য করিলে।

৩৮৭

পঠমঞ্জরীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

ক্রূরস্ত্বমক্রূর-সমাখ্যয়া স্ম ন-
শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ॥

(ভাগবতে—১০।৩৯।২১)

টীকা—দিয়া ফিরাইয়া নিলে—অতএব তুমি অতিশয় ক্রূর। যদি বল অক্রূর হরণ করিয়াছে, আমি নহি, তবে বলি তুমিই অক্রূররূপে আসিয়াছিলে। তুমি ছাড়া আর কাহারও এরূপ করিবার সাধ্য ছিল না। যদি বল শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছি, তোমাদের চক্ষুকে নহে তবে শোনো। তুমি আমাদের যে চোখ দিয়াছ তাহা দিয়া মধুরিপুর মুখাদির একাংশে মাত্র তোমার সমস্ত সৃষ্টিনৈপুণ্য দেখিয়াছি। সুতরাং আমরাই সেই চক্ষু। এখন আমাদের চোখের জ্যোতি নিভিয়া গেল। সৃষ্টির সমস্ত রহস্য আমরা জানিলাম ইহাতেই তুমি ক্রোধবশত কৃষ্ণকে সরাইয়া লইলে কারণ কৃষ্ণমুখের একাংশেই তোমার সৃষ্টিচাতুর্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে কৃষ্ণ হারাইয়া আমরা অন্ধ হইলাম। কৃষ্ণই ছিল আমাদের চক্ষু।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই উক্তি বহুসংখ্যক গোপীর। এস্থলে তাহা রাধার উক্তি বলিয়াই ধরিতে হইবে। সুতরাং এই ব্যাখ্যায় তাহা গৌরবে বহুবচনরূপে লইতে হইবে।

৩৮৮

সুহইরাগ-চক্রপুটতালাভ্যাম্।

না জানিস প্রেমমর্ম ব্যর্থ করিস[১] পরিশ্রম
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে[২] তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে
এমন যেন না করিস বিধান॥
অরে বিধি তোঁ বড় নিঠুর[৩]।
অন্যোন্য দুর্লভ জন প্রেমে করাইয়া[৪] সম্মিলন
অকৃতার্থান্[৫] কেনে করিস দূর॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—
১ করি—ক-পুঁথি।
২ লাগি পাইয়ে—মূল পুঁথি।
৩ নিঠুর—তরু।
৪ করাই—ক-পুঁথি, তরু; করি—বহু; ঙ-পুঁথি, ক-পুঁথি।
৫ অকৃতার্থে—তরু, অকৃতার্থ—মূল পুঁথি।
অকৃতার্থা—খ-পুঁথি।

অরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কৃষ্ণানন
নেত্র মন লোভাইলে[৬] আমার।
ক্ষণেক করিতে পান কাড়ি নিলে অন্যস্থান
পাপ কৈলে[৭] দত্ত-অপহার॥
অক্রুর করে তোর দোষ আমায় কেনে কর রোষ
ইহা যদি কর দুরাচার।
তুঞি অক্রূর মূর্তি ধরি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥

তরু—১৬৩২।

চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা—১৯ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত।

টীকা—উপরোক্ত ভাগবতীয় পদত্রয়ের অর্থানুবাদ। "অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার" এই পংক্তির পরেও "তোরে কিবা করি রোষ আপনার কর্মদোষ" ইত্যাদি হইতে "এই মোর অভাগ্য প্রবল" পর্যন্ত অংশ গাহিতে হইবে না—রাধামোহনের এই নির্দেশ।

৩৮৯

শ্রীগান্ধাররাগ-দশকোশিতালাভ্যাম্। †

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরিমুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি করত জানি ঐছন
নহি[১] সঞে জীবন যাহ॥
সজনি ইহ দুখসাগরক[২] মাঝ।
কো নাহি ডুবল ঐছন হেরইতে
গোকুল পাপ[৩] সমাজ॥ ধ্রু॥

খেনে তৃণ মুখে ধরি রামক আগুসারি
আছাড়ে পড়য়ে[৪] নিজ অঙ্গে।
খেনে পুন মুরছই খেনে পুন উঠই
ডুবল[৫] বিরহতরঙ্গে॥
রাধামোহন পঁহু আগমনসঙ্কেত
করি অছু হয়ল পয়ান।
হেরি অক্রুর পুন[৬] সম্ভ্রমহি ঐছন
রথ লেই কয়ল পয়ান॥

তরু—১৬২৭।

টীকা—রাধার বিরহোন্মাদদশা ও শ্রীকৃষ্ণের বৈবশ্য সূচিত হইয়াছে।

গোকুল পাপ সমাজ—গোকুল গোপসমাজ পাপময় না হইলে কৃষ্ণ কেন ছাড়িয়া যাইবেন (অথবা কৃষ্ণকে কেন ছাড়িয়া দিবে)?

রাধামোহন পঁহু ইত্যাদি—আবার ফিরিয়া আসিব এই কথা সঙ্কেতে জানাইয়া রাধার জ্ঞান হরণ করিলেন।

৩৯০

তোড়ী বা সুহই কিংবা পটমঞ্জরী।

না দেখিয়ে[১] রথ আর
না দেখিয়ে[২] ধূল।
নিচয়ে জানিলু[৩] মোহে
বিহি[৪] প্রতিকূল॥
কহি ভেল মুরছিত
রাই ভূমি তলে।
শ্বাস রহিত দেখি
সখী করু কোলে॥

---

৬ লোভালি—মূল-পুঁথি; লোভাইলি—তরু।
৭ কৈলি—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
(† শ্রীরাগ-দশকোশিতালাভ্যাম্—গ-পুঁথি।)
—জালো—খ-পুঁথি।

১ কাহু—তরু।
২ দুখসাগর—তরু।
৩ গোপ—

৪ পড়ল—তরু।
৫ ডুবই—তরু।
৬ খ-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
১ দেখিয়া—ক-পুঁথি।
২ দেখিয়া—ক-পুঁথি।
৩ জানিল—ক-পুঁথি।
৪ বিধি—তরু।

উচসরে কান্দি কহে
অহে রাইপ্রাণ।
কাণহি[*] ঐছে কোই
কহে ঘনশ্যাম॥
কোই কোই করতঁহি
হৃদি-শির-ঘাত।
কোই কোই কহ ইহ[*]
বজর নিপাত॥
ঐছন নিরখিতে
রাই মুখচাঁদে।
পাওল জীবন
প্রেমক ফান্দে॥
তৈখণে ঐছন
বিরহ সংবাদ।
রাধামোহন পহু
রসমরি যাদ॥

তরু—১৬২৯।

টীকা—রাধার মূর্চ্ছা ও চেতন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

অত্র ভূতনায়িকা—প্রোষিতভর্তৃকা।
তত্র গৌরচন্দ্রো যথা।
তত্র চিন্তা।

৩৯১

তোড়ীরাগ-মঠকতালৌ।

আজু রহত ভাবে শচীর কোঙর[১]।
হরিক বিচ্ছেদ দুখ বহয়ে[২] অন্তর॥
বড়[৩] ভেল হামারি অভাগী।
ততোধিক মধু আশা কি ভেল আগি॥ ধ্রু॥
দাবদহন শতাধিক[*] অনুমান।
কত না সহিব দুখ এ পাপ পরাণ॥
এত শুনি মধুর ভকত পায় দুখ।
পাপী রাধামোহন পাথর বুক॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের ভূতপ্রবাস বসাত্রমানস গৌরচন্দ্রের, বর্ণনা।

তত্রুচিতরূপম্॥

৩৯২

মল্লাররাগেকতালীতালাভ্যাম্।

কুবলয়-কন্দল[১]- কুসুমকলেবর
কালিমকান্তি কলোল।
কোমল কেলি- কদম্বে-করম্বিত
কুন্তল কান্ত কপোল॥
জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ[২] কমলেশ।
কালিয়-কেশী- কংস করি-কর্ষণ।
কেশব কুঞ্চিত কেশ[৩]॥ ধ্রু॥
কুলবনিতাকুচ- কুঙ্কুমাঙ্কিত-
কুসুমিত কুন্তল বন্ধ।
কালিন্দী কমল কলিত কর কিশলয়
কৌতুক-কন্দল কন্দ॥
কমলা-কেলি- কলপতরু কামদ
কামিনী-কোটি-করীন্দ্র।
কৃপণ-কৃপা-কর কলি-কলুষঘ্ন
কহ কবি দাস গোবিন্দ॥

তরু—২৪৩৭।

টীকা—কৃষ্ণরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

নীল কুমুদ ও পদ্ম পুষ্পের ন্যায় তাঁহার কলেবর। (লাবণ্য তরঙ্গ) যেন যমুনার ঊর্মিমালা। কোমল-

---

* শ্রবণে—তরু।
* কহ হিয়ে—তরু। ইহ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ কোঙর—ক-পুঁথি।
২ বহত—ক-পুঁথি॥
৩ বড়ু—ক-পুঁথি।

* দাহদাহক শতাধিক—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ কুবলয় কন্দর—ক-পুঁথি।
২ ক-পুঁথিতে। খ-পুঁথিতে ও গ-পুঁথিতে একবার মাত্র "কৃষ্ণ"।
৩। কেশব-কুঞ্চিত কেশ—গ-পুঁথি।

কেলিকদম্ব ভূষিত কুন্তলে সুন্দর তাঁহার কপোল দেশ। কমলেশ কৃষ্ণের জয়। কুঞ্চিতকেশ কেশব তিনি কালীয় নাগ, কেশী দানব ও কংসরূপ হস্তীর বিমর্দক। (তিনি যে শুধুই ধীর ভাবের আশ্রয় তাহা নহে—সর্বরসের আশ্রয় তিনি, বিশেষ করিয়া মধুর রসের তাই—) তাঁহার কুসুমখচিত কুন্তল বহু কুলবনিতাগণের কুচকুঙ্কুমে ভূষিত। যমুনার কমল তিনি কর কিশলয়ে ধারণ করিয়াছেন। কৌতুক-কলহের মূল স্বরূপ তিনি কমলার কেলিকল্পতরু। কোটি কামিনীর করীন্দ্র স্বরূপ তিনি কলিরও কলুষ নাশক। দীনের দয়াকারক ও কলির কলুষ হারক তিনি—বলিতেছেন কবি গোবিন্দদাস।

অথভূতঃ। *

তত্র বর্তমানপ্রায়ো যথা।

৩৯৩

গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

বুঝলমু[১] কানু ক আগমন সঙ্কেত
পাশ ভই বান্ধল[২] পরাণ।
দুখ দিতে ঐছন বিহি বড় দারুণ[৩]
কিয়ে[৪] করু ইহ নিরমান॥
সজনি হের[৫] দেখ দারুণ বিষাদ।
আপন মরণ পুন তছু পায়ে মাগিয়ে
হেরইতে রাই উনমাদ॥ ধ্রু॥
খেনে উচ রোয়ই খেনে পুন ধাবই
খেনে পুন খল খল হাস।
চীতপুতলী[৬] সম খেনে পুন[৭] হোয়ই
প্রলপই[৮] খেনে[৯] দীঘশ্বাস[১০]॥
এ বড়বানল লাখ অধিক ভেল
কত সহ ইহ সুকুমারী।
অতুল প্রেমরীতি ঐছন পরতীতি[১১]
রাধামোহন বলিহারি॥

টীকা—এইমাত্র ঘটিয়া যাওয়া সুতরাং বর্তমান প্রায় ভূত প্রবাসের বর্ণন। রাধার দিব্যোন্মাদ দশা দেখিয়া কোন এক সখীর প্রতি অন্য এক সখীর উক্তি।

মোদনমহাভাবের প্রবিশ্লেষ দশায় মোহন মহাভাবের উদয়। ইহারই প্রকার বিশেষ দিব্যোন্মাদ। মোদন মহাভাব অধিরূঢ় মহাভাবের প্রকার বিশেষ এবং ইহা রাধিকাযূথেই অবস্থিত—"রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্বতঃ"—উজ্জ্বল ১৪।২০ মোদনে রাধাকৃষ্ণ উভয়েরই সাত্ত্বিক ভাবগুলি উদ্দীপ্ত অর্থাৎ পাঁচটি হইতে আটটি সাত্ত্বিক ভাব যেস্থলে উদিত হইয়া থাকে। মোহনে এই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকই পরমা কোটি লাভ করিয়া সূদ্দীপ্ত হইয়া বিরাজ করে মোহন মহাভাবের এক ভ্রমাভা বৈচিত্রীই দিব্যোন্মাদ। ইহার অবান্তর ভেদ উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি।

৩৯৪

দাক্ষিণাত্য-তোড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

ইতি দিব্যোন্মাদঃ।

পাঠান্তর—

* অত্র—ক-পুঁথি।
১ বুঝল মো—তরু ক, গ, চ-পুঁথি এবং পদ রস সার। (নিত্যানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত)।
বুঝলম—তরু (গ, ঘ, ঙ-পুঁথি) ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ বধিল—ক-পুঁথি, বধল—গ-পুঁথি।
৩ নিদারুণ—ক-পুঁথি।
৪ কিসে—তরু।
৫ হের—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৬ চিত-পুতলি—ঙ-পুঁথি।
৭ খেনে—তরু।
৮ অলপই—ঙ-পুঁথি।
৯ খনে খনে—ক-পুঁথি।
১০ দীঘনিশ স—গ-পুঁথি।
১১ পিরিতি—ঙ-পুঁথি।

টীকা—"স্যাদ্ বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানা বৈবশ্য চেষ্টিতম্" লক্ষণের উদাহরণ শ্লোক অনুযায়ী ভাব পূর্বোক্ত শ্লোক দুটিতে দেখা যায়না। তবে "উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্‌ভেদা বহবো বহবো মতা" (উজ্জ্বল-১৪।৯৬) এই বাক্যানুসারে "আদি" শব্দ বলে শ্লোক দুইটিকে দিব্যোন্মাদ বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত শ্লোক দুইটিতে ও রাধামোহনের ব্যাখ্যা দিব্যোন্মাদের প্রকারান্তর স্পষ্টিকৃত হইয়াছে। রাধামোহন ব্যাখ্যা করিতেছেন—

প্রথমত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভাবে বিস্ফূর্তি লাভ করিলে "আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ" এই বলিয়া ক্রোধে "হে দেব!" অর্থাৎ "হে অঙ্গনান্তরী ক্রীড়ারত।" এই সম্বোধন। পুনরায় কৃষ্ণকে মথুরাগমনোদ্যত ভাবিয়া "আমাকে ছাড়িয়া যাইও না" এই আশয়ে "হে দয়িত!" সম্বোধন; 'তোমাকে ছাড়িয়া বাঁচিব না' ইহাই দয়িত সম্বোধনের তাৎপর্য। কৃষ্ণ সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন এই ভাবিয়া "ভুবনৈকবন্ধো!" সম্বোধন। অর্থাৎ তুমি পিত্রাদি সকলেরই বন্ধু, অতএব আমাদের ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ "ইহাই বিলাপের তাৎপর্য।" যদিবল সেস্থলেও (মথুরায়) আমার বন্ধুজন আছে—তবে বলি শোনো। তুমি 'কৃষ্ণ' আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? যদি বল "তথায় বন্ধুকৃত্য করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি" তবে বলি শোনো। তুমি আমাদের কোপ আগ্রত করিও না। তুমি চপল—ভ্রমরের স্থায় নানা পুষ্প মধুজীবী চঞ্চলচিত্ত। "আসিব" মিথ্যা এই কথা বলিয়া অন্য নারীর নিকট যাইতেছ। তুমি প্রতারক তাহা জানি। অক্রূরাদির সহিত রথারোহন করিয়া যদি যাইতেছ তবে যাও। তবে লোকে বলে তুমি করুনৈক সিন্ধু—তাই বলিতেছি আমাদের বৈক্লব্য দেখ। ইহা দেখিয়াও তুমি চলিয়া যাইতেছ কোথায় করুণা ত্যাগ করিয়া?" এই বলিয়া রাধা রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে এখনও পথ দিয়া যাইতেছেন মনে করিয়া "হে নাথ!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "তুমিই আমার একমাত্র নাথ—আমাকে ত্যাগ করিও না।" পুনরায় রাধা বিভ্রান্তি বশত—"কৃষ্ণ আমাকে রমন করিতে আসিয়াছেন" মনে করিয়া "আমাকে কি রমন করিতে আসিয়াছ" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্তর্হিত মনে করিয়া পরম বৈক্লব্যের সহিত বলিলেন—"হে নয়নাভিরাম! কবে আবার তোমাকে দেখিতে পাইব? তোমাকে না দেখিয়া আমার চক্ষু তারকা ফাটিয়া যাইতেছে।

ততোঽন্ধবাহ্যদশায়াং প্রলাপো যথা।

৩৯৫

বরাড়ীরাগ-যতিরূপকতালাভ্যাম্।

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্।

টীকা—রাধার দিব্যোন্মাদ অবস্থায় প্রলাপোক্তি।

হে সখি—নন্দকুলের চন্দ্রমা কোথায়! (চন্দ্রমা বলিয়া উল্লেখ করায় নন্দকুল ক্ষীরাব্ধির সহিত এবং রাধানেত্র চকোরের সহিত উপমিত হইল।) ময়ূরবর্হ শিরোভূষণ যাঁহার তিনি কোথায়। মন্দ্র গম্ভীর মুরলীরব যাঁহার তিনি কোথায়। ইন্দ্রনীলমণির স্থায় দ্যুতি যাঁহার তিনি কোথায়। রাসনৃত্যকারী যিনি, যিনি আমার জীবনের রক্ষৌষধি, যিনি অমূল্যরত্ন তিনি কোথায়! হে সখি তোমার সুহৃত্তম কোথায়! হায়! বিধিকে ধিক্।

এস্থলে সর্বত্র ক্রিয়ার অভাব বশত এবং ব্যর্থ চেষ্টিত দেখিয়া দিব্যোন্মাদের প্রলাপ অনুভাব বুঝা যাইতেছে। কিন্তু পৌর্বাপর্য দেখিয়া প্রলাপদশাতেও এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী "ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধসিন্ধু" ইত্যাদি পদটি গান করা উচিত হইবে।

৩১৬

মহেইরাগ-মণ্ঠক-প্রভৃতি চঞ্চুপুটতালাভ্যাম্। †

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধসিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগত উজোর।
কান্ত্যামৃত যেবা পিয়ে[১] নিরন্তর পিয়ে[২] জীয়ে
ব্রজজন-নয়নচকোর॥
সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাহ[৩] দরশন[৪]।
তিলেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥ ধ্রু॥
এই ব্রজের রমণী কামার্কতপ্ত কুমুদিনী
নিজ করামৃত দিয়া[৫] দান।
প্রফুল্লিত করে যেই কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও[৬] সখি রাখ মোর প্রাণ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম শিখিপিঞ্ছের[৭] উড়ান
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তাহার[৮] বকপাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।
একবার যার হৃদয়ে[৯] লাগে সদা তার হৃদয়ে[১০] জাগে
কৃষ্ণ তনু যেন আম্রের[১১] আঠা।
নারীর মনে পৈশে যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে[১২] শিয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি ইন্দ্রনীল সম কান্তি
সে কান্তিতে[১৩] জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গারের রস ছানি[১৪] তাতে[১৫] চন্দ্রজ্যোৎস্না সানী[১৬]
জানি বিধি নিরমিল তায়॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুদ গর্জিত[১৭] জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যামৃত ধার॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষা মহৌষধি
সখি তোর তেঁহো[১৮] সুহৃত্তম।
যেই জীয়ে তাহা বিনে ধিক এই[১৯] জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥

তরু—১৬৫১।
চৈঃ চঃ—অন্ত্য ১৯ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত।

টীকা—কাঁহা সে চূড়ার ঠাম……জিনি শ্যামতনু— এস্থলে প্রাবৃট্‌কালীন মেঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণের শ্যামতনু—নবাম্বুদ, পীতাম্বর—তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তাহার—বকপাঁতি এবং শিখিপুচ্ছ—ইন্দ্রধনু।

পাঠান্তর—

† "মণ্ঠক" শব্দটি ক ও ঘ পুঁথিতে নাই।
১ যার কান্ত্যামৃত পিয়ে—তরু।
২ পিয়া—তরু, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ করাও—ঙ-পুঁথি।
৪ দর্শন—ঘ-পুঁথি।
৫ দিয়ে ঙ-পুঁথি।
৬ দেখাই—মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ শিখি পুচ্ছের—তরু।
৮ মুক্তামালা—তরু, বহু, ঙ-পুঁথি।
৯ নয়নে—তরু, ঘ-পুঁথি।
১০ অন্তরে—গ-পুঁথি।
১১ আম্রের—ক-পুঁথি।
১২ তনু নহে—তরু, ক-পুঁথি, মূল-পুঁথি, গ-পুঁথি। এই পাঠটি সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইল। বহু "তনু নহে"।
১৩ কান্তি—মূল-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১৪ শৃঙ্গার রসসার ছানি—শৃঙ্গার রস ছানি—মূল-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, বহু, গ-পুঁথি ঙ-পুঁথি, ছন্দের দিক দিয়া অনুমত পাঠ। চৈঃ চঃ। রাধিকানাথ গোস্বামীর সংস্করণ দ্রষ্টব্য।
শৃঙ্গারের রসছানি—ক-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।
১৫ তাহে—তরু।
১৬ মানি—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৭ নবাজগর্জিন—তরু, ঙ-পুঁথি। নবাম্বুদগর্জন—গ-পুঁথি।
১৮ ইঁহো—ক-পুঁথি। তিঁহো—ঘ-পুঁথি।
১৯ সেই—তরু।

৩৯৭

পঠমঞ্জরীরাগ-দশকোশীতালৌ।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥

টীকা—রাধা বাহ্যদশায় কৃষ্ণভিন্ন অন্য বিষয়ে জ্ঞানশূন্যা হইয়া "অমূনি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিলাপ করিতেছেন। তোমাকে না দেখিয়া দিনমধ্যগত দণ্ডপল সমস্তই অধন্য হইয়াছে কি করিয়া দিনযাপন করিব? হে অনাথবন্ধু, হে করুণাসিন্ধু, অনাথা আমাকে দয়া কর।

৩৯৮

বরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

টীকা—পূর্বোক্ত শ্লোক ও আলোচ্য শ্লোক দুইটিতে দূরাস্থানসূচক বহু-সম্বোধনপদবিন্যাস উচ্চস্বরে রোদন বুঝাইয়া দিতেছে। রাধা বলিতেছেন—অয়ি দীনদয়ার্দ্র! ("অয়ি" শব্দ এস্থলে কোমল আমন্ত্রণে) তোমাকে কখন পুনর্বার দেখিব। অর্থাৎ আমিও দীনা, আমাকে দয়া কর। আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে বিকল হইয়া ভ্রাম্যমান হইতেছে। অতএব কি করিব আমাকে বল।

৩৯৯

পঠমঞ্জরীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

নবঘন শ্যাম
অহে প্রাণ[১]
আমি তোমা পাশরিতে নারি।
তোমার বদনশশী
অমিঞা মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
তোমার নামের আদি[২]
হৃদয়ে লিখিত[৩] যদি
তবে তোমা দেখিত[৪] সদাই[৫]।
এমন গুণের নিধি
হরিয়া লইলে[৬] বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই ॥
এমন[৭] ব্যথীত হয়
পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিল[৮] তোরে
পরাণ কেমন করে
কি কহব কহন না যায়।
এবে সে বুঝিল সখি
জীবন[৯] সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি[১০] ভায়।
যে কিছু মনের সাধ
বিধাতা করিলে[১১] বাদ[১২]
নরোত্তম জীবন আশায় ॥

তরু—১৬২৪।

পাঠান্তর—

১ প্রাণ বন্ধুয়া—তরু।
২ তোমার আদিক্ষর—ঙ-পুঁথি।
৩ লিখিনু—ঙ-পুঁথি।
লিখিয়ে—ঘ-পুঁথি।
৪ দেখিয়া—ঘ-পুঁথি।
৫ তোমার নামের আকৃতি
হৃদয়ে লিখিতাম যদি
তবে তোমা দেখিতাম সদাই—তরু।
৬ লইল—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭ এমত—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৮ কহিনু—ঙ-পুঁথি।
কহিলাম—ঘ-পুঁথি।
৯ পরাণ—তরু।
১০ কিছুই না—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১১ করিল—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১২ বিধাতা পাড়িল বাদ—তরু।

টীকা—এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া রাধার রোদন-বিলাপ। শ্রোত্রী কোনো সখী হইতেও পারে নাও পারে। ব্যর্থ চেষ্টিত এই বিলাপ প্রলাপের নামান্তর

৪০০

ঐশান্ত-ধানশীরাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা[১]
পিয়া[২] বিনু মধু না খায়[৩] ঘুরি বুলে তারা[৪]।
মো যদি জানিত[৫] পিয়া যাইবে[৬] ছাড়িয়া
হিয়ার ভিতর পরাণ[৭] দিয়া[৮] রাখিতোঁ[৯] বেড়িয়া[১০]
কেমন দারুণ[১১] বিধি মোর পিয়া নিল[১২]
এ ছার পরাণ কেন[১৩] অবহু[১৪] রহিল।
মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ—
নিচয়ে[১৫] মরিব পিয়ার না দেখিলে[১৬] মুখ।
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগররাজ—
কেবা নিল[১৭] কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ।
সো পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী,
এ ছার শরীরে আছে নিলজ পরাণি।
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসীয়া—
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইত[১৮] মরিয়া।

সং—৪৫৩, তরু—১৬৫৫।

টীকা—যদিও এস্থলে বাহ্যদশা ঘটীয়াছে তবু সম্বোধনাভাবে এবং অতিবৈক্লব্যবশত পূর্ব পদে অর্দ্ধজ্ঞানাবস্থা ধরিয়াই ধরিতে হইবে।

মন্তব্য—গোবিন্দ দাসিয়া অর্থাৎ গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ—যদি পাঠটি শুদ্ধ হয়। কিন্তু পদরত্নাকরে (১৮০৬ সালে কমলাকান্ত কর্তৃক সঙ্কলিত, এই পদটির সংখ্যা ৪০।৩৮) ভনিতা বলরাম দাসিয়ার।

পাঠান্তর—
১ সে মোর পিয়ার ফুলের বন সে পিয়ার ভ্রমরা—সং।
২ পিয়া—তরু, সং।
৩ পিয়ে—ক-পুঁথি।
৪ পিয়া বিনু ঘুরি বুলে মধু না খায় তারা—সং
৫ জানিতাম—সং, তরু, ঘ-পুঁথি। জানিতাঙ ক-পুঁথি। জানিতু—ঙ-পুঁথি।
৬ যাবে রে—ঙ-পুঁথি।
৭ প্রাণ—গ-পুঁথি।
৮ দিয়ে—ঙ-পুঁথি।
৯ রাখিতাঙ—ক-পুঁথি। রাখিতু—ঙ-পুঁথি।
১০ পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া—তরু। পরাণের পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া—সং। হিয়ার ভিতরে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া—ক-পুঁথি।
১১ কোন নিদারুণ—তরু।
১২ নিল—তরু, সং।
১৩ কেনে—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৪ কেন বা—ক-পুঁথি।
১৫ নিশ্চয়ে—ঙ-পুঁথি।
১৬ দেখিনু—মূল-পুঁথি। দেখিয়া—ক-পুঁথি।
১৭ নিল—বহু।
১৮ যাইতাম—সং; যাইব—তরু। যাইতু—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৪০১

ধানসীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মানিক কে না হরি নেল[১]। ধ্রু।
গোকুলে উছলল করুণা[২] রোল।
নয়নের জলে[৩] দেখ বহয়ে হিলোল।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী।

পাঠান্তর—
১ গোকুল মানিক কো হরি নেল—তরু।
২ করুণাক—তরু।
৩ নয়ন জলে—তরু। নয়নের জলে—ঙ-পুঁথি।

কৈছে হাম যাওব যমুনাতীর[৪]।
কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটীর॥
সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল[৫] ফুলধারী।
কৈছে জীউ[৬] রাখব তাঁহি নেহারি[৭]॥
বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি ততহিঁ[৮] রহু কান॥

তরু—১৬৩১।

টীকা— অনন্তর সম্যক্‌রূপে বাহ্যদশা উপস্থিত হইলে সকলের রোদন শুনিয়া "কৃষ্ণ এখনই গিয়াছেন" এই স্ফূর্তি হওয়াতে রাধা "অব মথুরাপুর" ইত্যাদি বিলাপ করিতেছেন। "সেই অতি মায়াবী কৃষ্ণ কৌতুক করিবার জন্য হয়ত কুঞ্জকুটীরে লুকাইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং সেখানে গিয়া একবার অনুসন্ধান কর"— এইরূপ উক্তি করিতেছেন বিদ্যাপতিরূপী সখী।

"শুন ভেল নগরী" সকলই শূন্য হইল।

---

৪ কৈছনে যাওব যামুন তীর—তরু।

৫ করল—তরু।

৬ জীব—ঘ্য-পুঁথি, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৭ পদ রত্নাকরে (৪০১২৫) কৈছে হাম যাওব—হইতে "তাঁহি" নেহারি পর্যন্ত ইত্যাদির পরিবর্তে আছে—

হা হা মাধব মাথুর গেল।
কন্নী নাগবর কো বিহি কেল॥
হরি বিনু কৈছে যাওব সোই ঠাম।
যদি ধরি দৈপঠে যাহা নারল কাম॥
কৈছে যাওব রাখি নিভৃত নিকুঞ্জে।
কুলিশ শবদ জনু নবরক গুঞ্জ।

৮ কৌতুকে ছাপিত তহিঁ—তরু।
কৌতুকে রাখি ততহঁ—ঙ-পুঁথি।
কৌতুকে ছাপিত তহি—ঘ-পুঁথি।

৪০২

গান্ধাররাগ-মঠকতালাভ্যাম্।

সোই[১] যমুনাকুলে[২]।
গোপ-গোপী নাহি বুলে॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে[৩]।
ধেনু ধাবই মাথুর[৪] মুখে॥
হরি কি মথুরাপুর[৫] গেল।
অজু গোকুল শূন ভেল[৬]॥ ধ্রু॥
সাগরে তেজিব পরাণ।
আন জনমে হব কাণ॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
রোদন নহ সমুচিত॥

টীকা— অনন্তর যমুনাকুলে গিয়া কৃষ্ণকে না দেখিয়া এবং পশুগণেরও বিরহদুঃখ দেখিয়া তাঁহার মথুরা গমনের নিশ্চয়তাসম্বন্ধে আর কোনো দ্বিধা রহিল না। তাই আপন মরণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া রোদনপরা হইলেন। "হরি কি মথুরাপুর গেল" এস্থলে সংশয়-সূচক "কি"—শব্দের প্রয়োগ। এই পংক্তিটি ধ্রুবপদে থাকায় ইহাই প্রধমোক্তি বলিয়া ধরিতে হইবে।

"বিদ্যাপতি কহ" ইত্যাদি—বিদ্যাপতিরূপী সখী বলিতেছেন যে রোদন করিওনা—যে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য কাঁদিবে কেন?

পাঠান্তর

১। সই—তরু।

২ যমুনার—তরু, গ-পুঁথি।

৩ রোদিতি পঞ্জির শোকে—ক পুঁথি। রোদিতি-পিঞ্জর। সুখে—ঙ-পুঁথি।

৪ মথুরা—গ-পুঁথি।

৫ মথুরাপুরি—ঘ-পুঁথি।

৬ তরু ও ক-পুঁথিতে "ধ্রু" বলিয়া উক্ত হয় নাই। টীকার উক্ত দেখিয়া চিহ্নিত লইছ।

৪০৩

শ্রীগান্ধাররাগ-নন্দনতালাভ্যাম্ †।

শুনলহু মাথুর চলব মুরারি—
চলতঁহি পেখলোঁ[১] নয়ন[২] পসারি।
পালটি নেহারিতে হাম বহু বেরি[৩]
শুনহি[৪] মন্দিরে আয়লু ফেরি[৫]।
দেখ সখি[৬] নীলজ জীবন মোর
পিরিতি জানায়ত[৭] অব ঘন রোয়[৮]। ধ্রু।
সো কুসুমিত বন কুঞ্জকুটীর,
সো যমুনাজল মলয় সমীর,
সো হিমকর হেরি লাগয়ে[৯] চন্দ—
কানু বিনু জীবন কেবল কলঙ্ক।
এতদিনে জানলু[১০] বচনক অন্ত—
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত।
তাহে অতি দুরজন আশ কি পাশ,
সমতি[১১] না আওত[১২] গোবিন্দদাস।

সং—৪৫১, তরু—১৬৩৭।

টীকা—পূর্বপদে "রোদন নহ সমুচিত" এই কথা যিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাকে "শুন লহু মাথুর চলব মুরারি" এবং "প্রেমক অঙ্কুর জাত যাত" ইত্যাদি দুইটি গীতে রাধা প্রত্যুত্তর দিতেছেন—"সখি দেখ, প্রাণ আমার নির্লজ্জ কেননা ভাবী, ভবন্ ও ভূত ত্রিবিধ বিরহ অনুভব করিয়াও ঘন ঘন রোদন করিয়া কৃষ্ণপ্রীতি জানাইতেছে। অতএব আমাকে ধিক্"। রাধার নির্বেদ—"কানু বিনু জীবন কেবল কলঙ্ক" এই পদে বুঝান হইয়াছে।

পাঠান্তর—

† "শ্রী" ক-পুঁথিতে নাই।
১ পেখলুঁ—তরু। দেখিলুঁ—ক-পুঁথি।
২ নয়ান—মূল-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৩ হাম বহু হেরি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, সং; হাম বহু হেরি—তরু।
৪ শুন—সং। শুনহ—ক-পুঁথি, শুন লহু—ঙ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ আয়লু পুন ফেরি—তরু। আওল ফেরি—ঙ-পুঁথি।
৬ ক-পুঁথিতে নাই।
৭ যায়ত—সং। জানাইতে ক-পুঁথি। জনায়ত—গ-পুঁথি।
৮ রোই—বহ।
৯ লাগল—ঘ-পুঁথি।
১০ বুঝল—তরু।
১১ সমধি—তরু (সবাদ না লইয়া—) সমাধি—সং।
১২ জাওত—ক-পুঁথি। আইত—ঘ-পুঁথি।

৪০৪

সুহইরাগ—দশকোশীতালাভ্যাম্।

প্রেমক অঙ্কুর জাত যাত[১] ভেল
না ভেল যুগল পলাশা
প্রতিপদ চান্দ উদয় যৈছে যামিনী
সুখলব ভৈগেল নৈরাশা॥
সজনি[২] অব মোহে[৩] নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥ ধ্রু॥[৪]
কো জানে চান্দ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরিতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ॥
পাপ-পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর॥

তরু—১৬৪০।

টীকা—নিঠুর নায়কের জন্য রোদন করা উচিত নয় যদি এই কথাই পূর্বোক্ত ৩৯৯ সংখ্যক পদে সখীর উক্তিতে ব্যক্তিত হইয়াছে এবং তাহা অতি সত্য।

পাঠান্তর—

১ জাত যাত—তরু—ঙ-পুঁথি।
২ সখি হে—তরু।
৩ মোরে—ক-পুঁথি।
৪ ধ্রুবপদটি ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত।

আত জাত ভেল—"আতপ" শব্দের অর্থ প্রচণ্ড রৌদ্র। প্রেমবিলাপবশত কণ্ঠরোধ হওয়া "প-কার" চ্যুতি দোষের হয় নাই।

"কো জানে চন্দ" ইত্যাদি—"চন্দ্র ও চকোরের এবং মাধবী ও মধুপের দৈববিঘটনবৎ বিধাতা কর্ত্তৃক নির্মিত এই বিরহ। অতএব কৃষ্ণ যদি "নিকরুণ" নিঠুর বা দোষ যুক্ত অথবা "রসপুর" সর্বগুণালংকৃত হইয়া থাকেন থাকুন। কিন্তু আমার প্রাণ যে দেহ ত্যাগ করিতেছেনা—তাহাতে মনে হয় আমার প্রাণই পাপী অর্থাৎ দুঃখদ"—রাধামোহন এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"বিদ্যাপতি কহ" ইত্যাদি—বিদ্যাপতি নির্মিত পূর্বার্দ্ধ এবং অন্য এক উত্তর কবি কর্ত্তৃক অপরার্দ্ধ পূরিত হইল ইহাই শ্লেষার্থ।

৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০ ও ৪০১ সংখ্যক চারিটি পদে—চিন্তা-ব্যভিচারি অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"কো জানে চান্দ চকোরিনী বন্ধব" ইত্যাদি—চন্দ্র-চকোর, মাধবী-মধু যেমন অনন্তকাল হইতে পরস্পরানুরক্ত সেইরূপ রাধাকৃষ্ণও। সুতরাং কৃষ্ণ কখনও রাধাকে দুঃখ দিতে পারেন না। মনে হয় তবে ইহা বিধাতারই কাজ—তিনি ঘটনা করিতেও যেমন বিঘটন করিতেও তেমন।

বিদ্যাপতি কৃষ্ণকে "নিষ্করুণ" বলিয়াছেন এবং গোবিন্দ দাস "রসপুর"। সম্ভবত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার যে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের পরিপোষক তাহাই ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করা এস্থলের তাৎপর্য।

৪০৫

তিরোথিয়া-ধানসীরাগ-মঠকতালাভ্যাম্ †।

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে[১] পড়ল যৈছে মালতীক[২] মালা॥ ধ্রু॥

কি কহসি কি পুছসি[৩] শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চিব[৪] ইহ দিন রজনী॥
নয়ানক নিঁদ গেও[৫] বয়ানক হাস।
সুখ গেও কানু[৬] সঙ্গে দুখ হাম পাশ॥
কহ বিদ্যাপতি[৭] শুন বর-নারি।
সুজনক কুদিনে[৮] দিন[৯] দুই চারি॥

তরু—১৬৪১

টীকা—বিরহিত অবস্থায় প্রাণধারণের দুঃখ এই পদে প্রকট হইয়াছে। এই পদে চিন্তা ও জাগর্যা ("নয়নক নিন্দ গেও") লক্ষণীয়।

৪০৬

ধানসীরাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

কে মোরে মিলায়া[১] দিবে সো[২] চান্দ[৩] বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরান॥
কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব[৪] বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া[৫]॥
উঠি বসি করি কত[৬] পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি[৭]॥

পাঠান্তর—

† ধানসী—ক-পুঁথি।
১ বিপদ—ক-পুঁথি।
২ মালতী—তরু। মালতিক—গ-পুঁথি।

৩ কি পুছসি কি কহসি—ঙ-পুঁথি।
৪ বঞ্চব—তরু।
৫ গয়ো—গ-পুঁথি।
৬ পিয়া—তরু। শ্যাম—গ-পুঁথি।
৭ ভণয়ে বিদ্যাপতি—তরু। বিদ্যাপতি কহে—ঙ-পুঁথি।
৮ দুখ—গ-পুঁথি।
৯ দিবস—তরু।

পাঠান্তর—

১ মিলায়া—বহ। মিলায়্যা—গ-পুঁথি।
২ সে—ক্ষ।
৩ চাঁদ—বহ, গ-পুঁথি।
৪ থাকিব—সং।
৫ জুড়িলা—ঙ-পুঁথি।
৬ উঠিক্যা বসিক্যা কত—সং।
৭ ছার পরাণ নিঠুর নারী জাতি—সং।

ধন জন যৌবন সোদর বন্ধু জন[৮]।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভূবন[৯]॥
কেহোত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না[১০] রাখিব চিত[১১] নিবারণ দিয়া॥
কত দূর[১২] পিয়া মোর করে পরবাস।
সংবাদ লেই চলু বলরামদাস[১৩]॥

ক্ষ—১৯।১১, সং ৪৬২, তরু—১৬৪৫।

টীকা—পূর্বপদে "মুজনক কুদিন দিবস দুই চারি" অংশে দিনচারি পরেই কৃষ্ণ আসিবার যে কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছ তাহার কথা কি বলিবার আছে—আমার এখনই তাহাকে ছাড়িয়া এই রাত্রির মুহূর্তও কাটিতেছে না। এই পদে চিন্তা, জাগর্টা ও উদ্বেগ দশা প্রকাশিত হইয়াছে।

৪০৭

শ্রীগান্ধাররাগ দশকোশীতালাভ্যাম.।

হৃদয় বিদারিত মনমথ বাম[১],
কো জানে কাহে নহত দুহু ঠাম।
যদু বিরহানল[২] মন মাহা গোই[৩]—
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোই[৪]।
কাহে সমুঝায়র মরমক খেদ—
মরত না জীয়ত কাহুক বিচ্ছেদ[৫]।
যো মুখ হেরইতে নিমিখ-বিরোধ,
পুন হেরব করি[৬] তাহে পরবোধ।
হেরইতে কুসুমিত কেলিনিকুঞ্জ[৭],
শুনইতে পিকুরব অলিকুল গুঞ্জ
অনুভবি মালতী পরিমল দেহ[৮]—
কো জানে জীউ রহত এই[৯] দেহ[১০]।
জানাইতে[১১] কানুক সো আশোয়াস
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস।

তরু—১৬৬৬।

---

৮ কি করিব ধন জন সোদর বন্ধুগণ—সং।

৯ ইহার পর সংকীর্তনামৃতে অতিরিক্ত চরণ—

আজু যদি না দেখিলাম সে চান্দ বয়ান।
নিশ্চয়ে জানিহ সখি তেজিব পরাণ॥

ব্রহ্মচারী অমর চৈতন্য এই দুটি চরণের আধুনিক রূপ দিয়াছেন (বলরাম দাসের পদাবলী)—

আজু যদি না দেখিলাম গো চান্দ বয়ান।
নিশ্চয় জানিহ সখি তেজিব পরাণ

১০। বা—ঘ-পুঁথি।

১১। চিতে—গ-পুঁথি।

১২। দূরে—সং।

১৩। শেষের দুই চরণের কল্পনায় পাঠ—

না মিলল নাগর না পুরল আশ।
এতক্ষণে না আইল বলরাম দাস॥

সংকীর্তনামৃতে শেষ পংক্তি—

এতখন না আওল বলরাম দাস]

পাঠান্তর—

১ বান—গ-পুঁথি। মূল—পুঁথি, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি ও অন্যান্য গ্রন্থের পাঠ বাম। অন্ত্যানুপ্রাসের দিক দিয়া সঙ্গত বোধ হওয়ায় গ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।

২ বিরহানলে—ঘ-পুঁথি।

৩ গোয়—তরু।

৪ হোয়—তরু।

৫ কানু-বিছেদ—তরু।

৬ বলি—তরু।

৭ কুসুম কেলিনিকুঞ্জ—গ-পুঁথি।

৮ এই—তরু। দেহ—ঘ-পুঁথি।

৯ এ—গ-পুঁথি।

১০ কেহ জানে জীউ রহত ইহ দোহা—তরু।

১১ জানইতে—গ-পুঁথি।

টীকা—কেবল যে প্রাণই দুঃখদ তাহা নহে, দেহও দুঃখদ। কৃষ্ণের বিরহদুঃখ ("মনমথ বাণ" মন্মথ বলিতে কৃষ্ণ বোদ্ধব্য) হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়াছে কিন্তু তবু দেহ হইতে নির্গত করে নাই। দেহ অতি কঠিন তাই তাহা দুঃখদ। এত দুঃখেও সে ভস্ম হইয়া যায় নাই।

পূর্বপদে "সংবাদ লেই চলু" এই বাক্যে রাধার দশা বলিবার জন্য একজন চলিয়া গেল—বুঝা গিয়াছে। 'কো জানে জিউ" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণেরও কাঠিন্য সূচিত হইয়াছে। এই দশা জানাইবার জন্য সখী চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় অন্য এক সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার দশাজ্ঞাপন করিয়া রাধাকে আশ্বাস দিবার জন্য শীঘ্র আসুক, সে পর্যন্ত রাধা ধৈর্য অবলম্বন করুক—এই আশ্বাস জানাইতে সখীরূপী গোবিন্দদাসও মথুরাপুর চলিলেন।

৪০৮

ভাটিয়ারীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

মাথুর[১] নাম শুনি প্রাণ[২] কেমন করে।
বড় মনে সাধ লাগে কানু[৩] দেখিবারে॥
আরত[৪] গোকুলচান্দ না করিব কোলে।
পাইয়া পরশমণি হারাইনু[৫] হেলে॥
ওপারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হঞা উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি॥
পাষাণেতে দিয়া কোল পাষাণ মিলায়।
আগুনেতে দিয়ে ঝাঁপ আগুনি নিভায়॥
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সিঁচি না টুটে পাথার[৬]॥
কত দূরে প্রাণনাথ আছে[৭] কোন দেশে।[৮]
চম্পতি পতি বিনু তনু ভেল শেষ॥[৯]

তরু—১৬৭৪

টীকা—পূর্বপদে মথুরার নাম শুনিয়া পরমবৈক্লব্যবশত রাধা পুনরায় বিলাপ করিতেছেন। "পাষাণেতে দিয়া কোল" ইত্যাদি পয়ার দুইটিতে প্রকৃতার্থ অসম্ভব বলিয়া প্রলাপ বলিয়া ধরিতে হইবে—রাধামোহন বলিতেছেন।

(উপরোক্ত পয়ার দুইটিকে বিষম অলঙ্কার বলিয়া ধরিয়া লইলে প্রলাপোক্তি বলিবার প্রয়োজন হয়না। অন্যথায় সমস্ত বাক্যালঙ্কারই এক হিসাবে প্রলাপ হইয়া উঠে।

৪০৯

শ্রীগান্ধাররাগ-মঠকতালৌ।

ভ্রমরা[১] দূত করি কি তোহে সংবাদব
মধুরসে সো মাতোয়ারা।
মলয় পবন সেই কি তোহে সংবাদব
সো অতি-মন্দ-সঁচারা॥
মাধব কো দেই[২] সংবাদব[৩] তোয়[৪]।

পাঠান্তর—

১ মথুরার—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
২ পরাণ—মূল পুঁথি।
৩ কানু—ঙ-পুঁথি।
৪ আর কি—তরু।
৫ হারাইলাম—ক-পুঁথি।

৬ ইহার পর পদকল্পতরুতে অতিরিক্ত—
তরুতলে যাও যদি সেই না দেয় ছাওা।
যার লাগি মুঞি মরোঁ সে হইল নিদয়া॥
৭ আছে প্রাণনাথ—গ-পুঁথি।
৮ দেশে—মূল পুঁথি।
৯ শেষে—মূল পুঁথি।

পাঠান্তর—

† শ্রীরাগ—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
১ ভ্রমর—তরু।
২ মাধব কী দই—মূল-পুঁথি। মাধব কা দেই—ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, গ-পুঁথি, ক-পুঁথি।
৩ সংবাদ—বহু।
৪ তোই—ঘ-পুঁথি।

জব তুহুঁ আয়ব সবহু নিবেদব
মদন বাধয়ে[৫] যদি মেয়ে ॥ ধ্রু ॥
অছু নহি[৬] ঐছন চতুর সখীজন[৭]
যা দেই সংবাদ পাঠাই।
গুরুয়া[৮] লাজ বড় এ দূর দেশান্তর
তেঁ হাম একলি না যাই ॥
তো বিনু দুখ যত তাহা না কহিব কত
দারুণ বিরহ-বিষাদ।
চম্পতিপতি প্রতি[৯] কহইতে ঐছন
বাঢ়ল প্রেম উনমাদ ॥

তরু—১৬৫৮।

টীকা—রাধামোহন বলিতেছেন—ইহাও প্রলাপবাক্য কারণ ভ্রমর ও পবনকে দূত বলিয়া মনে করিয়া প্রথমপক্ষে মধুমত্ততার জন্য ও দ্বিতীয়পক্ষে মন্দগতিত্বের জন্য দুইয়েরই অকিঞ্চিৎকরত্ব মনে করা হইয়াছে। ১রএও প্রলাপ অনুভাব।

৪১০

ঐশান্ত-পঠমঞ্জরী বৃহদেকতালীতালাভ্যাম্।

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চান্দ বদন ॥
কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘনশ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম ॥ ধ্রু ॥
কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দু শীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধানিরমল ॥
ঐছন প্রলপিতে ভেল মুরছিত[১]।
রাধামোহন পহুঁ বিরহ চরিত ॥

৫ রাধব—ঘ-পুঁথি।
৬ অছুনা—তরু ঙ-পুঁথি। আছু না—কৃষ্ণ পুঁথি, গ-পুঁথি। আছু না—ঘ-পুঁথি।
৭ সখীগণ—তরু।
৮ গরুয়া—বহু।
৯ গ-পুঁথিতে "প্রতি" নাই। চম্পতি প্রতি—ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ মুরছিত—গ-পুঁথি।

টীকা—পুনরায় অতিশয় উৎকণ্ঠাবশত হয়তো কৃষ্ণ কোথাও গুপ্ত হইয়া আছেন এই ভাবের উদয় হওয়ায় রাধা প্রলাপ করিতেছেন।

৪১১

গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্। †

কানু যাঁহা কেলি করলহি কৌতুক[১]
সো পুন কুঞ্জ নেহারি।
ভাবে ভরল মন নবমী দশা পুন
হোয়ল ও সুকুমারী ॥
সখি[২] অনুভবি মরমক শেল।
তৈখনে কান্দি সখীগণ ঘেরল
কোই পুন হৃদিপর লেল ॥ ধ্রু ॥
তৈখনে কৈছনে চলিতকন্ঠী[৩] হেরি
নলিনক[৪] শেযহি রাখি।
যমুনাক[৫] তীর নীর হরণে চলু
তঁহি দেখি এক[৬] বর[৭] পাখী ॥
মাথুর দূত করি প্রেমহি মানল
নিবেদই সব দুখ ভাখি।
অদভুত বচন রচন উহ যৈছন
রাধামোহন পঁহু সাখী[৮] ॥

তরু—১৬৭৫

টীকা—"নবমীদশা"—মোহদশা।

পদটি কোনো সখীর উক্তি "কাহু, যাঁহা কেলি" ইত্যাদি বাক্যে রাধার চেষ্টিত ও মূর্ছা বর্ণিত হইয়াছে।

এই পদটি ও পরবর্তী আরো কিছু পদহংসদূতের পদ্যানুসারে লিখিত কয়েকটি প্রাচীন গীতদর্শন করিয়া লিখিত।

পাঠান্তর—
† (শ্রীরাগ-মঠকতালো—ঙ-পুঁথি)
১ করল কত কৌতুক—তরু।
২ সখি হে—তরু।
৩ চলিত কণ্ঠ—তরু।
৪ নলিনহি—গ-পুঁথি।
৫ যমুনা—তরু।
৬ "দেখি এক" স্থলে দেখিয়ে—ঘ-পুঁথি
৭ বড়—বহু।
৮ "রাধামোহন দাস"—ক-পুঁথির মাত্র এইটুকু পাঠ ভ্রমাত্মক।

৪১২

গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

সজনি অদ্ভুত প্রেমক রীত।
তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত
কহতঁহি কত বিপরীত॥ ধ্রু॥[১]
তুহু অতি নিরমল অন্তর কোমল
পরমহংস দয়াশীল।
হাম সব দুখিনী তাহে অবলা গতি
পিয়াক[২] বিরহ হৃদি কীল॥
সো[৩] হরি গোপীগণ বিসরি[৪] রহল পুন[৫]
মথুরানগরহি ভোর।
এ সব আধি- পয়োধিবর তো বিনু
কো জন আর[৬] করু[৭] ওর॥
যো কছু বচন হৃদয়ে অবধারণ
করি অব করহ পয়ান।
রাধামোহন পঁহু[৮] আগে যাই তুহু
পুন করু তৈছন গান॥

তরু—১৬৭৬।

মন্তব্য—শ্রীরূপ গোস্বামী হংসদূতস্থ লোকের অনুসরণে লিখিত।

টীকা—এই পদটিও হংসের উদ্দেশ্যে রচিত।

"আধি"—মনঃপীড়া।

পয়োধিবর—জলের অধিশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাজা।

প্রথম তিনটি পংক্তির অর্থ কালিদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়—কামার্তা হি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।" মেঘদূত—পূর্বমেঘ।

পাঠান্তর—

১ ধ্রুবপদ—ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
২ প্রিয়ক—গ-পুঁথি।
৩ সো—তরু।
৪ বিছুরী—ঙ-পুঁথি।
৫ পর—মূল পুঁথি।
৬ অব—তরু। আবক—খ-পুঁথি।
৭ করব—গ-পুঁথি।
৮ তরুতে ও খ-পুঁথিতে পঁহু নাই।

৪১৩

সুহইরাগ-কন্দর্পতালাভ্যাম্।

কি[১] ফল পরিচয় কথন অনেক।
জানবি তব যব হব পরতেক॥
যো দরশনে হয়ে পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যদুকুলচন্দ॥
শুন তনু কিছু কহি নিরুপম রূপ।
জগজনলোচন-অমিয়াস্বরূপ॥ ধ্রু॥
লাবণিলহরী-লভিত[২] সব অঙ্গ।
ত্রভঙ্গ-নটন মদনঘনুভঙ্গ॥
দাড়িম দশন হসন সুধাকেলি।
বদনক[৩] তুল[৪] নহ চান্দ শত মেলি॥
কত মরকত জিতি[৫] বাহু সুদণ্ড।
গোপীপটল-হরণ-হঠ-চণ্ড॥
পরিসর উর[৬] কিয়ে মরকত ঠাট।
বিধি নিরমিল যনু[৭] কামকপাট[৮]॥
ততহি লোল বনমাল বিটঙ্ক।
হেরইতে সতীগণ[৯] মদন-আতঙ্ক॥
নাভিসরোবর সরোজ[১০] নিধান।
রমণীক নয়ন-শফরীজল[১১] জান॥

পাঠান্তর—

১ কী—তরু ঙ-পুঁথি।
২ সেবিত—ক-পুঁথি;
৩ বদন—তরু।
৪ সম—ক-পুঁথি।
৫ জিনি—খ-পুঁথি।
৬ উরু—ঙ-পুঁথি (ভুল পাঠ)।
৭ কিয়ে—খ-পুঁথি।
৮ কামকবাট—মূল পুঁথি।
৯ সবিগণ—ক-পুঁথির এই পাঠ সঙ্গত নহে।
১০ সরল—ক-পুঁথি।
১১ জনু—তরু।

উরুযুগ রামকদলী অনুমান।
কিয়ে রমণী-মন-করিণী[১২]-আলান[১৩]॥
পাদপদুম কত পদুমনিবাস[১৪]।
নারীমন-মধুকরী করতহি আশ॥
ততহি বিরাজিত দশ-নখ-চান্দ।
যুবতীক যৈছন মন-শশফান্দ॥
তাকর কি কহব[১৫] অবলা বাখান।
রাধামোহন পঁহু রূপ-নিধান॥

তরু—১৬৭৭।

মন্তব্য—সাধারণত দেবরূপবর্ণনায় পদতল হইতে বর্ণনা আরম্ভ হইয়া ক্রমশ মুখ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পদে মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া পদতলে আসিয়া বর্ণনা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা রীতি বিরুদ্ধ তবে সখীজনের উক্তি বলিয়া গ্রহণযোগ্য।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে জানিবে যদি জানিতে চাওতো শোনো। পরিচয় কথনে কত বলিব। বরঞ্চ প্রত্যক্ষ দেখিলেই বুঝিবে। যাঁহাকে দেখিলে আনন্দের সীমা থাকে না তিনিই কৃষ্ণচন্দ্র।

তাঁহার সঙ্গে লাবণ্যের লহরী ভ্রূধনুর্নর্তনে মদনধনুভঙ্গ, দশনে দাড়িম্বদ্যুতি (তাম্বূলরঞ্জিত দন্তের ঈষৎ রক্তিমাভ দ্যুতি এস্থলে লক্ষ্য), হাস্যে সুধার লীলা, বদন শতচন্দ্রেরও অধিক, তাঁহার বাহু মরকত নির্মিত অর্গল স্বরূপ গোপী-পরিচ্ছদ-হরন বিষয়ে ক্ষিপ্র ও অনিবার, বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে মরকতের দ্যুতি যেন তাহা কামের কপাট, তাহাতে সুন্দর বনমালা দুলিতেছে, নাভিসরোবর পথের উৎপত্তিস্থল এবং রমণীগণের নয়নশফরীর কেলিজলময়, উরুযুগ রামকদলী অথবা রমণীমনের করিনীর আলানস্তম্ভসদৃশ, পাদপদ্মে কত পদ্ম ফুটিয়া আছে তাহাতে নারীর মনমধুকরী লোলুপ হইয়া আছে এবং তাহাতে আবার দশটি নখচাঁদ যেন যুবতীগণের মন-শশকের ফাঁদ পাতা হইয়াছে।

মন্তব্য—পদকল্পতরুতে "গোপী-পটল-হরন হঠচণ্ড" পংক্তিটির ব্যাখ্যা হইয়াছে "(উহা)" গোপীসমূহের হরণ অর্থাৎ বলপূর্বক গ্রহণকারী এবং বলপ্রকাশে প্রচণ্ড। (হৃধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'অন' প্রত্যয় দ্বারা "হরণকারী" অর্থে "হরণ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে)।

রাধামোহন "পটল" শব্দের অর্থ "সমূহ" ধরিয়াছেন। তাই "পটল" শব্দের অর্থ "সমূহ" ধরায় তাঁহাকে এই অর্থ করিতে হইয়াছে কিন্তু "পটল" শব্দের অর্থ "পরিচ্ছদ" ধরিলে এই কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয়না। মেদিনীকোষে আছে—"অথ **পটলং** পিটকে চ **পরিচ্ছদে**।" "হরণ" শব্দটিও এক্ষেত্রে বিশেষণ না হইয়া কৃদন্ত বিশেষ্যপদ হইবে। "হঠ-চণ্ড" শব্দটি হইতে দ্বন্দ্বসমাস।

৪১৪

দাক্ষিণাত্য-শ্রীরাগ-নন্দনতালৌ।

হামারি বচন যত বিবিধ বিধান।
কহরি কানুর পায়ে করি অবধান॥
যব তুহু বিরাজলি গোকুল মাঝ।
তঁহি প্রিয়তমা সেই রমণীসমাজ॥
তছু সখী কোই করিয়া পরণাম।
নিজগণ-বচন কহত তুয়া ঠাম॥
নীচল চিত করি শুন তছু অন্ত।
রাধামোহন পঁহু তুহু[১] গুণবন্ত॥

তরু—১৮৭৮।

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর শ্রীরূপগোস্বামীর হংসদূতের ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া পদকল্পতরু হইতে জানা যায়। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় এই "এতহু বিলাপ করল ললিতা সখী উড়ি চলল বর হংস" ইত্যাদি (তরু—১৮৭৯) পদটি তাঁহার নিজের সংকলিত পদামৃত-সমুদ্রে কেন দিলেন না।

টীকা—এই পদটি সখীকর্তৃক হংস-উপদেশ।

"যব তুহু বিরাজলি" ইত্যাদি—যখন তুমি গোকুলে বিরাজ করিতেছিলে তখন গোকুলের রমণীসমাজে যে তোমার প্রিয়তমা ছিল—তাহারই এক সখী প্রণাম করিয়া স্বযূথের কথা তোমাকে বলিতেছে।

---

১২ করি—ক-পুঁথি।
১৩ আনন—খ-পুঁথি।
১৪ পদুমবিলাস—তরু। পদুমিনিবাস—খ-পুঁথি।
১৫ করব—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ তুহুঁ—ক-পুঁথি।

৪১৫

বরাড়ীরাগ-নন্দনতালৌ

লোচননীর[১] তটনী-নিমাণ।
ততিহি[২] কমলমুখী করত সিনান ॥
বেরি একুরে কানাই[৩] তুয়া বাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ান[৪] ভরি পিবই ॥
কুন্তল কবরী উলটি উরু[৫] পড়ই।
জানু[৬] কনয়াগিরি চামর ঢরই[৭] ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দ[৮] না হোই।
অবনত আননে ধনি কত রোই ॥
ভনহ[৯] বিদ্যাপতি শুন বর কাণ।
বুঝলু তুয়া[১০] হিরা দারুণ পাষাণ ॥

তরু—১৬৮৩।

টীকা—এই পদটিতে চিন্তা ও জাগটা স্পষ্ট।

পূর্বপদের প্রসঙ্গানুরোধে বুঝিতে হয় ইহা হংসের বক্তব্য। পদকল্প তরুতে ইহা সখীর উক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে

অত্র লিখিষ্যমান "কাঁচাকাঞ্চন" ইত্যাদি "মলিন চিকুর তনু চীরে" ইতি পর্যন্তং গেয়ম্। দিগ্‌দর্শনার্থং কতিচিদ্ ব্যাহৃতানিহে।

টীকা—(ক) "লোচন-নীর তটনী নিরমান" (৪১২ সংখ্যক) পদের পর "কাঁচা কাঞ্চন" ইত্যাদি হইতে "মলিন চিকুর তনু চীরে" ইত্যন্ত (৪৬৬-৫০৫ সংখ্যক পদ পর্যন্ত) মোট ৩৯টি পদ গাহিতে হইবে।

এই পদগুলি কৃষ্ণের সাক্ষাতে সখীর উক্তি।

"তিন এক নয়ন ওত জীউ না সহ" (৫০৫ সংখ্যক) পদটি কৃষ্ণের প্রত্যুক্তি ও ইহার পর হইতে কৃষ্ণ ও সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তি।

(খ) "লোচন নীর তটনী নিরমাণ" (৪১২ সংখ্যক) পদের পর "শুন শুন শ্যামল চন্দ্র" (৪১৩ সংখ্যক) পদ হইতে "ললিত কমল ফুল মালা" (৪১৮ সংখ্যক) পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে রাধার কথা বলিতে হইবে এই বিষয়ে হংসদূতকে সখীকর্তৃক শিক্ষা দান। "মুরছিত যব রহু নারী" (৪১৯ সংখ্যক) পদে রাধার চেতন লাভ ও "পিয়াদত কম্বল সোহাগ" (৫২০ সংখ্যক) পদ ও "হে কৃষ্ণ হে রমারার" ইত্যাদি (৪২১ সংখ্যক) পদ রাধার বিলাপ। (এই বিলাপের সঙ্গে পূর্বোক্ত নিম্নোক্ত গীতশ্লোক ও গাহিতে হইবে)। "সখি জনি কহ পরলাপ" (৪২২ সংখ্যক) পদে রাধার বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণকিস্ফূর্তি বর্ণিত হইয়াছে। "শুন মাধব কি কহব" (৪২৩ সংখ্যক) ও "মৃতারে কালিন্দী-সলিল" (৪২৪ সংখ্যক) পদদ্বয়ে রাধার বিরহ বিলাপ সখীকর্তৃক কৃষ্ণের নিকট কহিবার জন্য হংসদূতের নিকট কথিত হইয়াছে) "এত সব রাইক কহলু বিলাপ" (৪২৫ সংখ্যক) পদে "কহবি এতেক সব মাধব সমুখে" বলিয়া 'মাথুর দূত করি' (৪২৬ সংখ্যক) পদে হংসদূতের প্রেরণ ও রাধার চেতনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

"উলসিত মঝু হিয়া" (৪২৭ সংখ্যক) ও "আজু অবধি দীন ভেলা" (৪২৮ সংখ্যক) পদদ্বয়ে আকস্মিক ভাবোল্লা-সোৎপত্তি। এই পদদুইটির পর পরে বর্ণিত ভাবোল্লাসের পদাবলী গেয়।

(গ) "হিম হিমকর করতাপে" (৪২৯ সংখ্যক) পদ হইতে "এই ত মাধবী তলে" (৪৩৪ সংখ্যক) পদ পর্যন্ত পুনরায় সচেতনা রাধার বিলাপ। "সখি কহবি কানুর পায়" (৪৩৫ সংখ্যক) পদে পুনরায় দূতীপ্রেরণ এবং "শিশিরক শীত সমাপলি" হইতে (৪৩৬ সংখ্যক) "মদন

পাঠান্তর—
১ লোচনলোর—তরু।
২ ততহি—বহ।
৩ বেরি এক মাধব—তরু।
৪ নয়ন—তরু, বহ।
৫ উরে—তরু, খ-পুঁথি।
৬ জনু—তরু, মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭ ঢরই—ঙ-পুঁথি।
৮ নিন্দ—তরু।
৯ ভণয়ে—তরু।
১০ বুঝল তুয়—তরু। বুঝলমু—খ-পুঁথি।

মোহন" (৪৪০ সংখ্যক) পদ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের নিকট দূতীর উক্তি।

(ঘ) পুনরায় প্রকারান্তরে রাধার বিলাপোক্তি "হাম ধনি তাপিনী" (৪৪১ সংখ্যক) পদ হইতে" বার বার জলধার ধার" (৪৫২ সংখ্যক) পদ পর্য্যন্ত।

(ঙ) অনন্তর সামান্যত সখীর উক্তির পূর্ব্বে "আজু হাম পেখলুঁ" (৪৫৩ সংখ্যক) পদ হইতে "আজু বিরহ ভাবে গৌরাঙ্গ সুন্দর" (৪৬৪ সংখ্যক) পদ পর্য্যন্ত গৌর-চন্দ্রিকায় দশ বিরহ দশা বর্ণিত হইয়াছে।

(চ) ইহার পর "জয় যদুনন্দন" (৪৬৫ সংখ্যক) পদে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা এবং ইহার পর হইতেই প্রশ্নমোও "কাঁচা কাঞ্চন" ইত্যাদি পদ উপন্যস্ত হইয়াছে।

এই সকল বিভাগে বিরহের নানাপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে বাছিয়া গাহিতে হইলে ইচ্ছানুসারে এক একটি বিভাগ ধরিয়া তদন্তর্ভূক্ত গীত গাহিতে হইবে।

তদ্ যথা।

৪১৬

সুহইরাগ-সমতলৌ।

শুন শুন শ্যামরচন্দ্র—
প্রেমক ঐছন ছন্দ। ধ্রু[১]।
সো কহ তুয়া গুণগাম[২]—
তুহু বিছুরলি[৩] তছু নাম।
নাগরী সঙ্গে হাসি তোই[৪]—
সো সখী মুখ হেরি রোই[৫]।
তোঁহারি শয়নপরিয়ঙ্কে—
সো বিলুঠই[৬] মহীপঙ্কে।
তুয়া হিয়ে ধনি[৭] মণিহার—
তছু নিজ জীবন ভার।
তুহু ঘন কুসুম লাই[৮]—
সো মৃগমদে মুরছাই।
গোবিন্দ দাস পরবন্ধ—
অতি রসে কো নহ[৯] অন্ধ।

তরু—১৬৮২।

টীকা—"শুন শুন শ্যামর চন্দ্র" ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভঙ্গিতে আক্ষেপ করা হইতেছে। "সো কহ তুয়া গুণগাম" এস্থলে বিলাপ কথনে চিন্তা। "সো সখী মুখ হেরি রোই"—এস্থলে উদ্বেগ। "সো বিলুঠই মহীপঙ্ক"—এস্থলে জাগর। "তছু নিজ জীবন ভোর"—এস্থলে দৌবল্যের অনুভাববশত ক্ষীণতা। অতএব চিন্তা-জাগরাদি থাকায় মলিনাঙ্গতাও বুঝিয়া লইতে হইবে। "সো মৃগমদে মুরছাই" মোহের অনুভাব কারণ ব্যাধি ও ধ্বনিত হইয়াছে।

৪১৭

ধানসীরাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

তোঁহারি বিচ্ছেদে[১] ভরমে[২] হাম পামরি
না হেরত্তো[৩] নিজ নাহ।
হামারি বিচ্ছেদে তুহু নারী না উপেখসি
কুবজা-রতি অবগাহ।

পাঠান্তর—

১ ধ্রুবপদ চিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
২ গুণগান—ক-পুঁথি।
৩ বিছুরসি—ক-পুঁথি।
৪ তোয়—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, তোহি- মূল পুঁথি, বহু। মিলের দিক দিয়া সঙ্গত বুঝিয়া গ-পুঁথির "তোই" গৃহীত হইল।
৫ তোয়—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৬ সোই লুঠত—তরু।
৭ ধনি—তরু।
৮ তুহুঁ বিনু কুসুম নাই—ক-পুঁথি।
৯ নহে—বহু। ন—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ বিচ্ছেদ—তরু। ভরমে—খ-পুঁথি।
২ বিচ্ছেদে—খ-পুঁথি।
৩ হেরবতো—ঙ-পুঁথি।

মাধব কি কহব তুয়া গুণগাম।
পরিহরি দেহ নেহ তুয়া জানাই[৪]
একলা রতিপতি কাম॥ ধ্রু॥
পুরনাগরী সঙ্গে রসিক-শিরোমণি
পূরহ মনমথ[৫] কেলি।
বনচরী[৬] নারী তোঁহারি গুণ গায়ব[৭]
পুতলিকা[৮] সঙ্গে মেলি॥
রাস-বিলাসে যতহু মত চাপল
সব করু সো অপরাধা[৯]।
গোবিন্দদাস কহই তোঁহে[১০] মাধব
এতহু সংবাদলি রাধা॥

তরু—১৬৮৪।

টীকা—পুনরায় ঈর্ষাবশত রাধার নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃতঘ্নতা ও অবিচার এবং রাধার কৃষ্ণনিষ্ঠা ব্যতিরেক অলংকারের আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তোমার বিরহে আমি ভ্রম করিয়াও কখনো নিজপতিকে দর্শন করি না। কিন্তু তুমি কোনো নারীকেই উপেক্ষা কর না—এমন কি ভ্রমবশতও নহে। এ স্থলে প্রমাণ কুব্জা। হে মাধব, তোমার গুণগ্রামের কথা আর কি বলিব, দেহ পরিত্যাগ করিলেও তোমার প্রেম এক কন্দর্পই জানে। অর্থাৎ তুমি এরূপ অতিকামী যে মৃতজনের প্রতি ও তোমার স্নেহ পরিত্যক্ত হয় না।

৪ জানই—তরু, মূল পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ মনোরথ—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৬ বনচারি—ক-পুঁথি।
৭ গাওব—তরু, ক-পুঁথি।
৮ পুতলিকা—বহু (ভ্রমাত্মক পাঠ)। পুতনিক—গ-পুঁথি।
৯ অব বাধা—তরু।
সব বাধা—ঙ-পুঁথি।
১০ তুহুঁ—গ-পুঁথি।

৪১৮

গুর্জরীরাগেতালীতালাভ্যাম্।†

মাধব যাই না পেখসি[১] বালা।
আজিহু কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহু[২] বিরহক জালা॥ ধ্রু॥
শীতল সলিল[৩] কমলদল শেযহ,
লেপহু চন্দন-পঙ্কা।
সে সব যতনহিঁ[৪] আনল ভেলহিঁ[৫]
দশগুণ দহই মৃগাঙ্কা॥
শকতি গেলহু ধনি উঠই ধরণী ধরি
খেপহু[৬] নিশি দিশি জাগি[৭]।
চমকি চমকি ধনি বোলত[৮] শিব শিব
জগত ভরল তনু আগি॥
কাহে উপচারু বুঝহে[৯] না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে॥

তরু—১৬৮৫।

টীকা—"তোমার সংবাদ দানের কথা না হয় এখন থাকুক। তুমি বরং তাহার দশা শোনো"—দূতী বলিতেছে।

পাঠান্তর—

† এই পদটি ক-পুঁথিতে। "অনুখন মাধব মাধব" (৪১৬ সংখ্যক পদ) পদটির পরে লিখিত হইয়াছে।
১ পেখহ—তরু।
২ সহ—ক-পুঁথি।
৩ সলিলে—ক-পুঁথি।
৪ যতহুঁ—তরু; যতহি—ঙ-পুঁথি, গ-পুঁথি, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি।
৫ আনল সম হোয়ল—তরু।
৬ খেপহ—গ-পুঁথি।
৭ খেপলু নিশি জাগি—ক-পুঁথি।
৮ বোলই—ক-পুঁথি।
৯ বুঝ—ক-পুঁথি।

(এস্থলে "শীতল সলিল" ইত্যাদি দ্বারা ব্যাধি, "চমকি চমকি ধনি" ইত্যাদি দ্বারা উন্মাদ দশা স্পষ্ট।) কেবল তাহার জন্যই বিধি দশমী দশা সৃজন করিয়াছে। সুতরাং অবহিত হও। (এস্থলেও টীকা বোদ্ধব্য।)

৪১৯

ধানসীরাগ-সমতালৌ।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজভাব স্বভাব[১] বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপুরুব[২] তোঁহারি সিনেহ।
আপন বিরহেআপন[৩] তনু জর জর
জীবইতে ভেলি[৪] সন্দেহ॥ ধ্রু।
ভোরহি সহচরী কাতরে[৫] দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন[৬] পাণি।
অনুখণ[৭] রাধা[৮] রাধা রটতহিঁ
আধা আধা[৯] বানী॥
রাধা সঙ্গে যব পুন[১০]মাধব[১১]
মাধব সঙ্গে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহিঁ নাহি ছুটব[১২]
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥

দুহুঁ দিশ দারু[১৩]দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভান॥
তরু—১৬৮৭।

টীকা— দিব্যোন্মাদের পদ।

৪২০

মল্লল-গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্[১]।

খিতিতলে লুতলি বালা—
খণ্ডিত মোতিম-মালা।
খসল কবরী কেশপাশ[১]—
খরতর বিরহ হুতাশ।
খঞ্জন নয়নী ধনি রাই
খীয়ত তুয়া পথ চাই॥ ধ্রু।
খলসঙ্গে পিরিতিক সাধে
খোয়ল কুল-মরিযাদে।
খেনে খেনে তুয়া গুণ গাওয়ে[২]—
খপুর কপুর নাহি ভাওয়ে[৩]।
খলয় বলয় দুহুঁ হাত[৪]—
খেন সয়ই না জাত[৫]।
খীণ তনু তনিক নিশাস—
খোজত গোবিন্দদাস।

টীকা—মোহদশা বা নবমীদশা বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ স্বভাবহি—তরু।
২ অপরূপ—তরু।
৩ আপ—গ-পুঁথি।
৪ ভেল—তরু।
৫ কাতর—তরু, গ-পুঁথি।
৬ লোচনে—ঙ-পুঁথি।
৭ অনুখনে—ঙ-পুঁথি।
৮ রাধা—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, (এই পাঠটি ভাল।)
৯ আধ আধ কহ—তরু।
১০ পুন তহি—তরু।
১১ মাধা—গ-পুঁথি, পুন-গ-পুঁথি। মাধব—ঘ-পুঁথি।
১২ টুটত—তরু। ছুটত—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১৩ দারুণ—পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ "মল্লল রাগ"—ক-পুঁথি।
তালৌ—খ-পুঁথি।
১ কেশ-পাশ—ক-পুঁথি।
২ খনে খনে তুয়া গুণ গায়—ঘ-পুঁথি ও ডাঃ বিঃ বিঃ মজুমদার কৃত গোবিন্দ পদাবলী——৩২ পৃঃ।
খনে খনে তুয়া গুণ গাওয়ে—গ-পুঁথি।
৩ খাত—ঐ। জাত—ঘ-পুঁথি।
৪ হাতে—ঐ।
৫ জাতে—ঐ

৪২১

বেলাবলীরাগ-চঞ্চুপুটতালৌ[*]।

ললিত কমল ফুল বালা[১]—
লাগল[২] বিরহক জালা।
লীলা-লাবণি খোই
লোর লহরী ভরে রোই।
লালন কি বলব আন—
ললনা কঠিন পরাণ॥ ধ্রু॥
[লোকলাজ-ভয় ছোড়ি
লুঠই[৩] মহীতলে গোরী।][৪]
[ললিত ললিত স্বরে রামা
লেওয়ে[৫] মধুর তুয়া নামা।
(লোচনে নিমিখ নিঝাই[৬]
লোলি পড়লি[৭] মুরছাই[৮])।][৯]
লহ লহ বহত নিশাস—
লখউহি গোবিন্দদাস।

টীকা—এই পদটিতে দশমীদশা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও "লোলি পড়ল মুরছাই" চরণে নবমী দশা পরে বর্ণিত হইয়াছে তবু ইহা দোষস্থল হয় নাই। কারন নবমী ও দশমী দশার পূর্বাবস্থা-পরাবস্থা এক হিসাবে বিশেষ পৃথক নহে কারন মৃত্যু-দশা মৃত্যু নহে মোহেরই গাঢ়াবস্থা।

পাঠান্তর—

* "বেলাবলি"—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি। বেলাবরিরাগঃ—ঙ-পুঁথি।
১ টীকায় রাধামোহন "লুনিক পুতলি সম বালা" এই পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং প্রকারান্তে ইহাকে এক প্রকার সমর্থনও করিয়াছেন—"স তু নবনীত পরস্ত লুনি ইতি দৈশিক ভাষয়া লকারোচ্চারণে নির্দেশঃ।" অর্থাৎ দৈশিক ভাষায় "নবনীত" শব্দ "লুনি" রূপে নির্দিষ্ট হয়।
২ লাগয়—ঘ-পুঁথি।
৩ লুটই—ঙ-পুঁথি।
৪ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ "ললিতার" দুই পংক্তির পরে।
৫ লপয়—ঘ-পুঁথি।
৬ নিঝাই—ঙ-পুঁথি।
৭ লোরি পুতুলি মুরছাই—ক-পুঁথি।
৮ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ঘ-পুঁথিতে নাই।
৯ বন্ধনীচিহ্নিত অংশে খ-পুঁথিতে নাই।

৪২২

ধানশীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

মুরছিত যব রহ নারী।
সো দুখ কো কহ[১] পারি[২]॥
যব তেরি নামহি সোই।
চেতন পাই যত[৩] রোই॥
সো কছু শুনহ কাণ।
হাম করিয়ে তছু গান[৪]॥ ধ্রু॥
কহইতে বিদরে পরাণ।
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

তরু—১৬৮৮

টীকা—হংসদূতের পদ্যানুসারে লিখিত এই পদটিতে সচেতনা শ্রীমতীর বিলাপ কথিত হইয়াছে।

৪২৩

সুহইরাগ-সমতালৌ।

পিয়া যত কয়ল সোহাগ।
সো মঝু হৃদি মাহ[১] জাগ॥
সখি সো যদি নিকরুণ ভেল।
মানিয়ে জীবন শেল॥
কহ পুন কি করব কাজ।
থেনে একু[২] জীবইতে লাজ॥
কৈছনে প্রাণ বাহিরায়।
দুখী রাধামোহন[৩] গায়॥

টীকা—এই পদটিও হংসদূতের পদ্যানুসারে লিখিত।

পাঠান্তর—

১ কয়—গ-পুঁথি।
২ সো দুখ কহই না পারি—তরু।
৩ শুব—তরু।
৪ হাম কহই কিয়ে গান—তরু
১ মাহা—ঙপুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ এক—ক-পুঁথি।
৩ রাধামোহনদাস—গ-পুঁথি।

৪২৪

ধানসীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্[১] †

হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবে॥

টীকা—পুনরায় অতিশয় উৎকণ্ঠাবশত "হে কৃষ্ণ, হে রমানাথ" ইত্যাদি দ্বারা মহা-উদ্বেগের সহিত রাধা বিলাপ করিতেছেন। "হে কৃষ্ণ" অংশে দূরাহ্বানস্বরূপ সম্বোধন। হে আকর্ষক (কৃষ্ণ শব্দের বাচ্যার্থ) হে লক্ষ্মীপতি, আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া কেন দুঃখ দিতেছ ("লক্ষ্মীপতি" সম্বোধন হইতে এই অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে)। যদি বল আমি যদি "লক্ষ্মীনাথ" তবে আমাকে ডাকিতেছ কেন—তবে বলি শোনো, তুমি ব্রজেরও নাথ অতএব আমি যে ডাকিতেছি তাহা কেবল আমার জন্য নহে, ব্রজের সকলের জন্য—সকলের আর্তিনাশের জন্য। অসুরাদির মারণের দ্বারা তুমি যে ব্রজজনের আর্তিনাশন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যদি বল—ভাল কথা, এখন কি পীড়ায় পীড়িত হইতেছ—তবে বলি শোনো। তোমার প্রতি প্রেমই আমাদের পীড়া, তাহাতেই আমরা পীড়িত হইতেছি। সুতরাং সেই প্রেমের ফলে সমুদ্রের ন্যায় অপার দুঃখর বিরহে একবার দেখা দিয়া ব্রজবাসীকে বাঁচাও।

অথবা সমস্ত সম্বোধনই দৈন্যজনিত। "বৃজিনার্ণবে" দুঃখার্ণব।

ইত্যনুসারেণাত্র পূর্বোক্ত নিম্নোক্ত গীতশ্লোকা গেয়াঃ।[১]

টীকা—এই শ্লোকের ভাবানুসারে পূর্বোক্ত নিম্নোক্ত গীতশ্লোক যথা "হে দেব হে দয়িত" ইত্যাদি। "ক নন্দকুল-চন্দ্রমা" ইত্যাদি। "অমূন্যধন্যানি" ইত্যাদি, "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ" ইত্যাদি গেয়।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে নাই।

১। এই অংশ গ-পুঁথিতে নাই।

৪২৫

গান্ধাররাগ-মঠকতালৌ।

সখি জনি কহ পরলাপ—
পিয়া মঝু হিয়া জানে[১] তাপ। ধ্রু।
কুসুমিত যামুন কূল,
তোড়লুঁ[২] মাধবীফুল—
তঁহি[৩] মিলল[৪] শঠরায়,
—হাম হেরি চললু পলায়।
নূপুরধ্বনি অনুসার[৫]
আওল[৬] মঞ্জীর ঝাঁকার[৭]।
আঁচরে ধরল[৮] হামারি
হঠ সঞে লেওলুঁ কারি।
হঠে পরিরম্ভণ দেল,
হামারি অধর রস লেল,
ভুজপাশে বান্ধলুঁ[৯] লাগি—
গোবিন্দদাস পহুঁ ভাগী।

টীকা—অতঃপর বিলাপ সমাপ্ত করিয়া অন্যভাবে ভাবিত হইয়া রাধা বলিতেছেন—সখি, স্বপ্নের কথা দূরে থাকুক কারণ স্বপ্ন ইহা নয়, প্রত্যক্ষেই দেখিলাম। তুমি যেন ইহাকে আমার ভ্রমজনিত প্রলাপ বলিয়া মনে করিও না। আমার বিরহজনিত মনস্তাপ বুঝিয়াই প্রিয়তম আগমন করিলেন। আমার নূপুরধ্বনি অনুসরণ করিয়া সেই শঠ তাঁহার সেই চরণগত মঞ্জীর ধ্বনি করিয়া আমার পটাঞ্চল ধারণ করিলেন এবং বলপূর্বক নিকটে আকর্ষণ করিলেন।

পাঠান্তর—

১ জানি—ক-পুঁথি। জনি—গ-পুঁথি।
২ তোড়ি—ক-পুঁথি। তোড়িনু—গ-পুঁথি।
৩ তাহি—ক পুঁথি, গ-পুঁথি।
৪ মীলল—ঙ-পুঁথি (ছন্দের দিক দিয়া "ঈ" উপযোগী)
৫ অনুসরে—ক-পুঁথি। অনুসারে—খ-পুঁথি।
৬ পায়ল—ক-পুঁথি। আওল—খ-পুঁথি।
৭ ঝাঁকরে—ক-পুঁথি। ঝাঁকারে—খ-পুঁথি।
৮ ধয়ল—গ-পুঁথি।
৯ বান্ধল—ক-পুঁথি। বান্ধনু—ঙ-পুঁথি।

এই পদটি হংসদূতের "অয়ি স্বপ্নো দূরে" ইত্যাদি শ্লোকানুসারে লিখিত। ইহাতে "বিপ্রলম্ভেঽস্ত বিস্ফূর্তিঃ" এই প্রৌঢ় অনুভাবের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৪২৬

শ্রীরাগ-কন্দর্পতালৌ।

শুন মাধব কি কহব রাইক তাপ।
কত বেরি মুরছই কত বেরি বিলপই
কত বিধ করত প্রলাপ[১] ॥ ধ্রু ॥
খেণে অজু কহই দেখ ইহ[২] শ্যামর[৩]
মধুরানাগর দূত[৪]
উঠি বেগে বাজহ মুকুতা-লতিকাপাশে[৫]
নাহি যায় করিয়া আকুত।
ঐছন কত বিধ কর তুয়া অনুভব
প্রেম হি[৬] কত উনমাদ
হেরইতে ঐছন কান্দয়ে সখীগণ
কত শত করত[৭] বিষাদ ॥
এ সব বিপতি সময় ব্রজনন্দন[৮]
যাই সকল কর দূর।
রাধামোহন[৯] পহুঁ দীনদয়াল[১০] তুহুঁ
সকল মনোরথ পূর ॥

তরু—১৬৮৭

টীকা—কৃষ্ণের প্রতি সখীর উপদেশ এই পদে বর্ণিত।

পাঠান্তর—
১ বিলাপ—খ-পুঁথি।
২ দেখ ইহ স্থলে "দেখই"—খ-পুঁথি।
৩ শ্যামর—ক-পুঁথি।
৪ ধুত (ধূর্ত অর্থে)-তরু, খ-পুঁথি। অথবা—"Treated with contempt" Apte's—এই অর্থে ধুত শব্দ গ্রহীতব্য।
৫ ললিত মুকুতাপাশে—তরু।
৬ প্রেম কি—বহ।
৭ করয়ে—মূল-পুঁথি।
৮ নন্দ নন্দন—ক-পুঁথি।
৯ দয়ালু মূল-পুঁথি।
১০ গোবিন্দদাস—খ-পুঁথি।

বিষাদো যথা।

৪২৭

ধানসীরাগ-বৃহদেকতালীতালাভ্যাম্।

মুরারে কালিন্দীসলিলদলদিন্দীবররুচে[১]
মুকুন্দ শ্রীবৃন্দাবন মদন বৃন্দারকমণে।
ব্রজানন্দিন্নন্দীশ্বরদয়িত নন্দাত্মজ হরে
সদেতি ক্রন্দন্তী পরিজনশুচং কন্দলয়তি ॥

টীকা—সখীগণের তাপজনিকা বিষাদোক্তি কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া করিয়া রোদনময়ী রাধা সখীগণের শোকবর্দ্ধনকারিণী। কৃষ্ণ কালিন্দীসলিলকেও নীলকান্তিতে পরাস্তকারী ইন্দীবরের রুচিকেও পরাজিত করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনের আনন্দদায়ক (মদন√মদ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ) শ্রেষ্ঠমণি অর্থাৎ ইন্দ্রানীলমণি বা চিন্তামণি। তিনি ব্রজের আনন্দজনক, নন্দীশ্বরের দয়িত, নন্দের আত্মজ ও হরি। তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া রাধা রোদনপরা।

৪২৮

ঐশাস্ত্র-ধানসীরাগৈকতালিতালাভ্যাম্।

এত সব রাইক কহলুঁ[১] বিলাপ।
আর কত আছই[২] মানস তাপ ॥
জগতেঁহি কো অছু[৩] সো করু গান।
রসিকশিরোমণি সব তুহুঁ জান ॥
ঝটিতি চলহ ব্রজ মধুপুর ছোড়ি।
পরতেক দেখবি ঐছন গোরী[৪] ॥

পাঠান্তর—
১ রুচে—ক-পুঁথি।
কালিন্দীসলিলাদ্ ইন্দীবর রুচে—খ-পুঁথি।
১ কহলোঁ—ক-পুঁথি।
২ আছয়ে—তরু, খ-পুঁথি। অছে—ক-পুঁথি।
৩ সো মহু—ক-পুঁথি।
৪ ঐছন নাগরী—খ-পুঁথি।

সখীগণ মরমে মরত সোই দুখে।
কহবি এতেক সব মাধব সমুখে॥
এত কহি আয়ল[৫] পিয়া সখী ঠাম।
উচ করি বোলত[৬] প্রাণনাথ নাম॥
তৈখনে পায়ল রাই পরাণ।
কহ রাধামোহন পহুঁ গুণগান॥

তরু—১৬৯০।

টীকা—এই পদে পূর্বপদের কথনপ্রকার সমাপ্ত করিয়া সখী শ্রীরাধার চেতন প্রকার বর্ণনা করিতেছেন।

৪২৯

সুহই রাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

মাথুর দূত করি গরুতঁহি মানি।
কহবি কানুর পায়ে যত কিছু বাণী॥
এত কহি আওল পড়ি যাঁহা রাই॥
কানু কানু বলি চেতাওল তাই॥
অদভুত হেরলু প্রিয়সখাপ্রেম।
নিজ সখী দুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম॥ ধ্রু॥
পিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায়ে করিয়া[১] কত মত উপচার॥
চেতন পাইলে যবে[৩] করয়ে বিলাপ।
আওল বন্ধু কহি[৪] দূর করে তাপ॥
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
তুরিতঁহি মিলব প্রেমবশ[১] কাণ॥

তরু—১৬৯১

---

৫ আওলি—ধ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ বোলল—তরু, ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ প্রেমরস—ক-পুঁথি।
২ ফিরলে করয়ে—ঘ-পুঁথি।
৩ কত—ঘ-পুঁথি।
৪ করি—ঙ-পুঁথি।

টীকা— টীকায় রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পদে সখী-গণের প্রেমবিস্তার ("আওল পড়ি যাঁহা রাই" ইত্যাদি চরণে) তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশীভূতত্ব ("আওল বন্ধু" অংশে ব্যঞ্জিত ও "প্রেমবশ" শব্দে উক্ত) এবং ভাবিভা-বোল্লাসোৎপত্তির (আভোগাংশে "তুরতঁহি মিলব" অংশে মিলন কথিত ও ভাবোল্লাস ব্যঞ্জিত) কথা এক সখী অন্য এক সখীকে বলিতেছেন।

পদকল্পতরুতে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিতেছেন "কিন্তু 'এত কহি' ইত্যাদি পরবর্তী কলিগুলি যে পদকর্তার উক্তি তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; এরূপ অবস্থায় 'মাথুর দূত" ইত্যাদি কলিটিও পদকর্তার উক্তি না হইয়া কিরূপে যে 'কোন সখীর প্রতি কোন সখীর উক্তি' হইতে পারে তাহা পদের অন্বয় দ্বারা সহজে বোধগম্য হয়না। এই পদটিকে পদকর্তার বর্ণিত সখীদিগের চরিত্রাস্বাদন বিবেচনা করিলেই উত্তম অর্থসঙ্গতি হয়।"

রায় মহাশয়ের আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে রাধা-মোহনের ব্যাখ্যায় কোনো অসঙ্গতি নাই। পদকর্তাকেই এস্থলে সখীরূপা বলিয়া ধরা যাইতে পারে (রাগানুগা ভজন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য স্মর্তব্য)। অন্যথায় এক সখী অন্য এক সখীকে অপর এক প্রাণসখীর বা পরমশ্রেষ্ঠ সখীর প্রেম সম্বন্ধে বলিতেছেন—এইরূপ ধরাই কর্তব্য। অতএব রায় মহাশয়ের "করিলেই" শব্দে 'এব'-অর্থে 'ই'-কার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। রাধামোহনের ব্যাখ্যার অন্বয়াংশের সঙ্গতি এইভাবে ধরিতে হইবে। রাধার কোন এক প্রাণসখী বা পরমশ্রেষ্ঠ সখী হংসকে মাথুর দূত করিয়া পাঠাইবার পর তাড়াতাড়ি আসিয়া মূর্ছিতা রাধিকার চেতন সম্পাদন করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সেবার মধ্য দিয়া অতুলনীয় প্রেম লক্ষ্য করিয়া এক সখী অন্য এক সখীকে বলিতেছেন। সখীদের মধ্যেও নানা বিভাগ আছে। সেই ভেদের মধ্যে যে তাৎপর্য নিহিত আছে এই পদ ব্যাখ্যাকালে তাহা স্মর্তব্য। রায় মহাশয় তাহা করেন নাই বলিয়াই "অসঙ্গতি" দেখিয়াছেন।

তত্তোঽস্যাকস্মিকভাবোল্লাসোৎপত্তির্যথা।

৪৩০

শ্রীরাগরূপকতালৌ।

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব[১] পিয়া
দৈবে কহল শুভ বাণী[২]।
শুভ[৩] সূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতএ নিচয় পরমাণি[৪]॥
শুন সজনি আজু মোর শুভ দিন ভেল।
সুখ[৫] সম্পদ বিধি[৬] আনি মিলাওব
ঐছন মতিগতি ভেল॥ ধ্রু॥
মঙ্গল-কলস[৭] দেই নবপল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম।
গ্রহ-গণক আনি করহ বিভূষিত[৮]
ভুবিতে মিলয়ে যছু শ্যাম॥
হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ
দধি ঘৃত রতন-প্রদীপে।
সুবরনভাজন[৯] লাজহি ভরি ভরি
রাখহ নয়নসমীপে[১০]॥
নব নব রঙ্গিনী দেউ[১১] হুলাহুলি
সঘন ভূষণ করি[১২] শোভা।
প্রাণপ্রাণ হরি[১৩] নিজঘর[১৪] আওব
গোবিন্দদাস মনোলোভা॥

তরু—১৭০৪।

পাঠান্তর—

১ আওল—গ-পুঁথি।
২ সুবানী—ঘ-পুঁথি।
৩ সুভগ—গ-পুঁথি। শুভক—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ করি মানি—তরু, ঘ-পুঁথি।
৫ শুভ—গ-পুঁথি।
৬ বিহি—তরু।
৭ মঙ্গল কলস পর—তরু, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৮ বিবিধ-ভূষিত—ক-পুঁথি (ছন্দোদোষবশত গ্রহণ যোগ্য নহে।) করি ভূষিত—ঙ-পুঁথি (ছন্দোদোষ।)
৯ ভাজনে—ঘ-পুঁথি।
১০ নয়নসমীপে—ঙ-পুঁথি।
১১ দেই—ঙ-পুঁথি।
১২ করু—তরু।
১৩ করি—ক-পুঁথি।
১৪ নিজ ঘরে—তরু।

টীকা—ইহা ভাবোল্লাসের পদ। ভাবোল্লাস গৌণসম্ভোগের অন্তর্গত বিশেষ সম্ভোগ।

শ্রীরূপগোস্বামী "ভাবোল্লাস" বলিয়া কোনো সম্ভোগকে নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু লক্ষণ বিচার করিলে "ভাবোল্লাস" বর্ণনার পদগুলির সাজাত্য লক্ষ্য করা যায় বলিয়া ভাবোল্লাসের পদগুলিকে গৌণসম্ভোগের অন্তর্গত বিশেষ স্বপ্ন বলা যায়।

রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—স্বপ্নে কৃষ্ণের প্রাপ্তিবিশেষকে গৌণ স্বপ্নসম্ভোগ বলে। এই স্বপ্ন সম্ভোগ দ্বিবিধ—সামান্য ও বিশেষ। ব্যভিচারি-ভাবাধিকরণে সামান্য গৌণ-স্বপ্নসম্ভোগের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষস্বপ্নসম্ভোগ এক মহা অদ্ভুত নির্বিশেষ জাগর্যারই নামান্তর মাত্র। ভাবোৎকর্ষময় এই স্বপ্নসম্ভোগ পূর্ববৎ চতুর্ধা। (উৎকর্ষ প্রাপ্ত স্বপ্নসম্ভোগ উভয়েরই পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে।) সমাধি অবস্থায় মায়াতীত অবস্থায় যোগীরা উত্তীর্ণ হন বলি রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিত স্বপ্ন তাঁহাদের হয় না। যে ব্রজগোপীরা সেই সমাধি অবস্থারও উপরে প্রেমময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের স্বপ্ন যে রজোবৃত্তি বিজৃম্ভিত নহে তাহা দণ্ডপূপিকা ন্যায়ে সহজেই বোধগম্য। এই স্বপ্ন চিত্রস্বপ্নের ন্যায় হরি ভাবসম্বন্ধীয় এক পরিপুষ্ট বিলাস। অর্থাৎ স্বপ্ন তুল্য অথচ স্বপ্ন নহে এইরূপ একটি অপূর্ব বস্তু। ইহা স্বরূপশক্তির পরমাবৃত্তি প্রেমেরই কার্য সুতরাং বহিরঙ্গ মায়াকৃত নহে বলিয়া মিথ্যা নহে—সত্য। কৃষ্ণপ্রেমের বিলাসপেশল বৈচিত্র্যবিশেষই এই স্বপ্নব্যপদেশে কৃষ্ণের সহিত মিলন সাধন করায়।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন" গ্রন্থে স্বপ্নসম্ভোগের এই সামান্য ও বিশেষরূপ দ্বিবিধ ভেদের কথা উল্লিখিত হয় নাই।

স্বপ্নসম্ভোগসম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামীর মত দ্রষ্টব্য—উজ্জ্বল—১৫।১০৯-১১৫।

শুভ সূচক যত—ভাবী শুভ ঘটনার ইঙ্গিতকারী ব্যাপার।

সুবরণ ভাজন—সুন্দর রঙ-করা পাত্র।

৪৩১

ধানশীরাগ-নন্দনতালেন।

আজু অবধি দীন[১] ভেলা—
কাক নিকটে[২] কহি গেলা। ধ্রু।
আজুক প্রাতর সময়ে
বাম বাহু নয়ন[৩] কাঁপয়ে,
খসত[৪] কবরী নীবিবন্ধ[৫]
বাম নয়ন কর পন্দ[৬]।
এ লখন বিফল না যাব—
মাধব নিজ গৃহে[৭] আব।
অনুখন[৮] হৃদয় উলাস—
পূরল পথিক-পরবাস।
পুলকে পূরয়ে প্রতি অঙ্গ—
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ।
মনমথ ভেল শুভকারী[৯]
জ্ঞান কহে তুহু গণ[১০] চারী।[১১]

তরু—১২৭৮।

পাঠান্তর—

১ দিন—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
২ নিয়ড়ে—তরু।
৩ ঘনে—তরু। ঘন—খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৪ খসয়ে—ক-পুঁথি।
৫ সঘনে খসয়ে নীবিবন্ধ—তরু।
খসত নীবি নিরবন্ধ—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ ফন্দ—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭ গৃহ—ক-পুঁথি।
৮ ঘন ঘন—(পদরস সারের পুঁথি।) তরুতে এ কলি নাই।
৯ মনরথ করে শুকনারী—তরু।
১০ গুণ—গ-পুঁথি।
১১ জ্ঞানদাস হৃবিচারি—তরু।
জ্ঞান কহে গুণ বিচারি—পদরস সার।
জ্ঞান কহে তুহুঁ গুণকরি—ক-পুঁথি।

টীকা—প্রভাতে কাকধ্বনি, বামবাহু ও নয়ন স্পন্দন, কবরী ও নীবিবন্ধ খলন, খঞ্জন ও পদ্মের সংযোগ ইত্যাদি শুভসূচক। এই পদে কৃষ্ণের আগমন বিষয়ে সেইগুলিরই উল্লেখ হইয়াছে।

অত্র লিখিষ্যমাণ[১]-ভাবোল্লাসমিলন-পর্যন্তগীতানি গেয়ানি।

টীকা—ভাবোল্লাসমিলনের গীতাবলী—"উয়র জলধর শ্যামর অঙ্গ" (৪৩৩ সংখ্যক) পদ হইতে "আর দূর দেশে হায় পিয়া না পাঠাও" (৪৩৭ সংখ্যক) পদ পর্যন্ত পনেরটি পদ এস্থলে গেয়ো পদ।

অথ প্রকারান্তরম্।

৪৩২

তিরোথা-কড়খারাগ-সমতালেন। †

হিম-হিমকর-কর-[১] তাপে তাপাও লু
ভৈগেল[২] কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নাহি সংবাদই
কিয়ে কর মদন দুরন্ত।
জানলোঁ[৩] রে সখি জানলোঁ রে[৪]
কিয়ে[৫] মোর দুদিবস ভেল।
কি খেনে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নাহি দেল। ধ্রু।

পাঠান্তর

১ লিখ্যমান—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† সমতালেন—ক ও ঙ-পুঁথিতে নাই।
১ ঙ-পুঁথিতে নাই।
২ গ-পুঁথিতে নাই।
৩ জানলু—বহু, তরু।
৪ জানলুঁ রে সখি কুদিবস ভেল—তরু।
৫ কি—ক-পুঁথি।

এত দিন তনু হাম[৬] সাধে সাধাওলু[৭]
বুঝলু[৮] আপন নিদান।
অব থিক আশে[৯] ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝা ওব খেদ।
ইহ বড় বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ॥

তরু—১৭১২।

টীকা—প্রকারান্তরে শ্রীমতীরবিরহানুতাপ উদাহৃত হইতেছে। এখন প্রথমেই বসন্তকাল দেখিয়া বিলাপ করিতেছেন।

৪৩৩

শ্রীগান্ধাররাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর বন-
কোকিল পঞ্চম গায়ই রে।
মলয়ানিল হিমশিখরে সিধারল
পিয়া নিজ দেশ না[১] আয়ই রে॥
চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহ দূরদেশ[২]
জানলু[৩] বিহি প্রতিকূল।
অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হয়ে নয়ান।

---

৬ মোর—তরু।
৭ বাধাওলু—পুঁথি। সাধায়লে—ঙ-পুঁথি।
৮ বুঝল—ঙ-পুঁথি।
৯ আশ—তরু, ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ গ-পুঁথিতে নাই।
২ "কান্ত রহ দূরদেশ" স্থলে "অতি দূর দেশ"—ক-পুঁথি।
৩ জানল—ক-পুঁথি।

এ সব[৪] সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট[৫]
অবলা কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে খীন তনু হিমে কমলিনী যনু
না জানি কি ইহ পরিণন্ধ।
বিদ্যাপতি কহ ধিক্ ধিক্ জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত॥

তরু—১৭১৩।

টীকা—এই পদে রাধা বসন্ত কাল নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন। পূর্বগীতে ও এইগীতে চিন্তা অভিহিতা।

৪৩৪

সুহইরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

যো ধনি স্বপনে নাহমুখ হেরই
সো পুনবতী ব্রজমাঝ।
ধনি ধনি তাক[১] সফল করু[২] জীবন
সেহ গেহ[৩] তছু[৪] কাজ॥
সজনি নিঁদ বৈরিণী মঝু[৫] ভেল।
যো দিন অবধি ছোড়ল ব্রজনন্দন
তাকর সঙ্গহি গেল॥ ধ্রু॥
শয়নক সাধ বাদ করু[৬] যো বিহি[৭]
সো বিপরীত মতিমন্দ।
সহজে অভাগিনী মোহে পুন বঞ্চই
দরশন[৮] ও মুখচন্দ॥

---

৪ সুখ—তরু।
৫ সঙ্কটে—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ ধনি ধনি তার—ক-পুঁথি।
ধনি তাক—গ-পুঁথি।
২ বরু—তরু। বর—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ সেহ সেহ—ঙ-পুঁথি।
৪ কিছু—ক-পুঁথি।
৫ মুঝে—তরু, ঙ-পুঁথি। মাঝ—ক-পুঁথি।
৬ কর—ক-পুঁথি।
৭ বিধি—ঙ-পুঁথি।
৮ দরশনে—তরু; দর্শন—ক-পুঁথি।

কৈছনে[৯] ঐছহি[১০] দরশন পাইয়ে
সুন্দর বিদগধ শ্যাম।
রাধামোহন পহুঁ[১১] কঠিন উজাগর[১২]
তিল একু নহত বিরাম॥

তরু—১৬৪৪।

টীকা—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখা যায় না। এস্থলে জাগর-দশা স্পষ্ট।

৪৩৫

তিরোথা-ধানশীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

হায় অবলা দুখ সহয়ে না যায়।
বিরহ[১] দারুণ দুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কত জানি সজনি কোন গতি মোরা॥
পহিল বয়সে[২] মোর ন পূরল সাধে।
পরিহরি গেলা[৩] পিয়া[৪] কোন অপরাধে॥
ঐছন সখীরি করম কিয়ে ভেল[৫]।
বিদ্যাপতি কহ হব[৬] পুন মেল[৭]॥

টীকা—"দুজে"—দ্বিতীয়।
এই পদে উদ্বেগ দশা স্পষ্ট।

---

৯ কৈছে—ক-পুঁথি।
১০ ঐছন—তরু, ঙ-পুঁথি।
১১ পহুঁ—ঘ-পুঁথিতে নাই।
১২ উজাগরি—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ মদন—ঘ-পুঁথি।
২ বয়স—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ গেল—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৪ পিয়—গ-পুঁথি।
৫ ভেলি—ঙ-পুঁথি।
৬ হরি—ঙ-পুঁথি।
৭ মেলি—ঙ-পুঁথি।

৪৩৬

পুরানরাগ-দশকোশীতালৌ।†

সজল নয়ন করি পিয়া-পথ[১] হেরি হেরি
তিলে[২] এক[৩] হয়ে যুগ করি।
তাহে পুন ঐছন তাহে বিহি দারুণ
দূরহিঁ কয়ল মুরারি॥
সজনি কিয়ে করয়ে[৪] পরকার।
কি মোর করমফলে পিয়া গেল দিগন্তরে[৫]
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥ ধ্রু॥
নারীর দীর্ঘনিশ্বাস[৬] পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার পাশে[৭] বৈসে।
পাখীজাতি যদি হও পিয়াপাশে উড়ি যাও
সব দুখ কহোঁ তছু পাশে॥
আনি সেই পিউ রাখহ[৮] মোর[৯] জীউ[১০]
কো হৈ করুণাবান্।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ চিত কর[১১]
তুরি তঁহি মিলব কাণ॥

তরু—১৬৪২।

পাঠান্তর—
† পুরাণশ্রী—ক-পুঁথি।
১ পিয়ামুখ—ক-পুঁথি।
২ তিল—ক-পুঁথি।
৩ একু—ঘ-পুঁথি।
৪ করব—তরু।
৫ দেশান্তরে—তরু।
৬ দীর্ঘনিশাস—তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৭ কাছে—তরু।
৮ রাখয়ে—ঘ-পুঁথি।
৯ আমার—তরু।
১০ এই পঙ্ক্তিটি ঙ-পুঁথিতে আছে—"কেহো আনি দেহ পিউ রাখএ আমার জিউ।"
১১ ধৈরজ ধর চিতে—তরু।
ধৈরজ কর চিতে—ক-পুঁথি।
ধৈরজ কর চিত—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

টীকা—'মুরারির সহিত মিলন ঘটিবেই'—এই কথা কোনো সখী বলায় রাধা বলিতেছেন। যাঁহাকে দর্শন করিবার সময় নিমেষ কালও সহ্য হয় না তাঁহাকে ভবিষ্যতে পাইতে পারি এমন আশায় কি করিয়া জীবনধারণ সম্ভব।

৪৩৭

সুহইরাগ-মিশ্রনন্দনতালাভ্যাম্। †

এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই[১] ধেয়ায়।
সো[২] পিয়া বিনু[৩] হিয়া ফাটিয়া[৪] না যায়[৫] গো
নিলজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে[৬] বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া[৭] মথুরা[৮] রহল[৯] গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে॥ ধ্রু॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই[১০] বনে।
নব কিসলয় তুলি শেয বিছায়ই[১১]
রসপরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোড়ে[১২] শয়নে স্বপনে দেখে[১৩]
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে[১৪] হেন গুণের পিয়া কোন থানে কার সনে[১৫]
কৈছনে দিবস গোঙায়[১৬]॥
এতেক দিবস হইল প্রাণনাথ না[১৭] আইল
কাহু[১৮] মুখে না পাই সংবাদ।
গোবিন্দদাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল[১৯] বিরহ-বিষাদ॥

সং—৪৬৪, তরু—১৬৭৩,
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়—১৫২।

টীকা—এই পদে মহা-উদ্বেগ-বশত কৃষ্ণগুণমুগ্ধ রাধা কৃষ্ণগুণকীর্তন করিয়া বিলাপ করিতেছেন।

ততো দূতীপ্রেষণং যথা।

৪৩৮

গৌড়িয়া-জয়জয়ন্তীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্। †
(—তালক।)

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখসায়র দৈবে সুখায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়।
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিল[১] ভাবনে
বিহি সে করিল বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।

পাঠান্তর—

(† সুহইরাগ একতালিমিশ্রনন্দনতালাভ্যাম—খ-পুঁথি, গ-পুঁথি।)
১ সতত—সং।
২ হেন—সং।
৩ বিন—ঙ-পুঁথি।
৪ টুটয়া—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ পড়ে—তরু, সং।
৬ ক-পুঁথিতে নাই।
৭ গ-পুঁথিতে 'পিয়া' নাই।
৮ মথুরায়—খ-পুঁথি।
৯ রহিল—খ-পুঁথি।
১০ বিহরএ—সং
১১ বিছাওল—সং। বিছায়লি—ঙ-পুঁথি।
১২ বুকে—সং।
১৩ অনিমিখে মুখ হেরে—তরু।
১৪ এ—তরু।
১৫ কোথা বা রহিল পিয়া—তরু।
কোন থানে রহল পিয়া—মূল পুঁথি
১৬ কার সনে রজনী গোঙায়—সং।
১৭ নাহি—খ-পুঁথি।
১৮ কার—খ-পুঁথি।
১৯ দারুণ—সং।

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ করিনু—তরু।

বিরহ আগুন সহয়ে যে গুণ[২]
সহন নাহিক যায় ॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আসয়ে[৩] সে জন
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণ ॥

তরু—১৭১৬।

টীকা—কৃষ্ণকে আনিবার জন্য মথুরায় যাইতেছি এই কথা কোনো সখী বলিলে রাধা তাঁহাকে মনের কথা বলিতেছেন। "বিরহাগ্নি সহিতে যে গুনের প্রয়োজন তাহা রাধাতে আর নাই সুতরাং বিরহ সহিতে পারিতেছেন না" এই কথা "বিরহ আগুন" ইত্যাদি চরনে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

তৎকালোচিত দূত্যুক্তিঃ ॥

৪৩৯

কামোদ রাগ-দশকোশীতালৌ।

শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরী[১]
শোহন-সুরত-সন্দেশে[২]
স্মরশর সম শর শশিকর শীকর
সহই সুতনু তনু-শোষ[৩] ॥
শুন শুন সুন্দর[৪] শ্যাম সকল গুণবন্ত।
সুখই সংবাদেকি সুমুখী সম্বোধব
সুখময় সময়[৫] বসন্ত ॥ ধ্রু ॥

শীতল সুরভিত সরস সমীরণে
সতত সন্তাপই গাতে ॥
স্বপন সমাগম সাধে সুধাপুখী
সুতই[৬] সরসিজ পাতে ॥
সখিনী সমাজে[৭] সঁঝ সঞে সো ধনি
সগরিহ শরবরী জাগে।
সেঙরি দিনেহ সোহাগিনী সংশয়
গোবিন্দদাস দিঠি আগে ॥

তরু—১৭১৭

টীকা—কৃষ্ণের নিকট দূতীর উক্তি। এই পদে রাধার জাগরদশা স্পষ্ট, চিন্তাদশাও আক্ষেপ লক্ষ্য। শোভন সুরত যাঁহার এইরূপ কৃষ্ণের বার্তায় শীতকাল সমাপ্ত।

"স্মরশর সম শর"-ইত্যাদি—রাধামোহন বলিতেছেন যে এই পংক্তিটিতে রাধার শোষাস্থভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অর্থ ধরিলে "তনু-শেষে" শব্দটিকে মুদ্রাকর প্রমাদ ধরিয়া "তনুশোষে" পাঠ ধরিতে হয়। "শোষ"—মদনের পঞ্চবাণের একবাণ শোষণঃস্তম্ভনস্তথা"। প্রকৃতপক্ষে "তনুশোষে"-ই পাঠ হওয়া উচিত। রাধামোহন টীকায় লিখিতেছেন—"কন্দর্পবাণানামেকস্য শোষকস্যাভিধানাং ॥" সুতরাং স্পষ্টতই "শোষ" পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে। এই কারণে গ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।

পদকল্পতরুতে রায়মহায় "শেষে" পাঠ ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন "শেষে অর্থাৎ শীতাবসানে।" "সুতনু তনু" এই অসমাপ্ত পদ দুইটিকে তিনি "সুতনু-তনু" পাঠ লইয়া সমাপ্ত পদরূপে ধরিয়াছেন। অনেক স্থলেই রাধামোহনের টীকার পাঠ ধরিয়া তিনি বিচার করিয়াছেন—কিন্তু শেষে এই ব্যাখ্যা কেন এড়াইয়া গিয়াছেন বুঝা যায় না।

"সন্তাপই গাত"—এস্থলে গদাস্থভব।

"সগরিহু শরবরী"—সমস্ত রাত্রি (জাগিয়া কাটান)। বহুকাল জাগর অসম্ভব একথা বলিলে চলিবে না কারণ স্বয়ং সখীরূপী পদকর্তার সম্মুখে তাহা ঘটিত হইয়াছে—তিনি এস্থলে প্রমাণ ॥

২ বহয়ে দ্বিগুণ—তরু। (এই পদটি ভাল)।
করিলে যে গুণ—খ-পুঁথি।
৩ আইসে—তরু।

পাঠান্তর—
১ সমাপল সো ধনী—ঘ-পুঁথি।
২ সন্দেশ - গ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল। মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, গ-পুঁথি, বহ ও তরুর পাঠ "সন্দেশে।"
৩ শোষ—গ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল কারণ টীকায় রাধামোহন "শোষকে" কথা বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত পুঁথি ও গ্রন্থের পাঠ—"শেষে।"
৪ তরুতে 'সুন্দর' নাই।
৫ কাল—গ-পুঁথি।

৬ 'সুতই'—ঙ-পুঁথির এই পাঠ ছন্দের দিক দিয়া সমীচীন।
৭ সখিগণসমাজে—ঘ-পুঁথি।

৪৪০

ধানশীরাগ কন্দর্পতালে

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত,
টৌয়ত অব ধনি সময় বসন্ত।
টুটল তুয়া অবধিক পর ধাব—
টলমল জীবন রহত কি[১] যাব।
ঠামহি ইহ যতুপতি রহি[২] ভোরি[৩],
ঠেরত কৈছে সময় উহ[৪] গোরী॥ ধ্রু॥
ডহ ডহ[৫] বিরহ সহই না[৬] পার
ডারল মণিময় আভরণ[৭] ভার।
ডরে নাহি ছোড়ত সহচরী অঙ্গ[৮]
ডুবত ধনি যদি[৯] মদন তরঙ্গ।
ঢরঢর লোচন সরসিজ-জোর।
ঢরকত অহনিশি উতপত লোর।
ঢীট কাহ্নু[১০] তুহুঁ কপট-বিলাস—
ঢীটে কি বোলব গোবিন্দদাস।

তরু—১৭১৮।

টীকা—হেমন্ত ও শীতের ন্যায় রাধা বসন্ত ঋতুও উদ্‌যাপন করুক যদি এই কথা বল তবে শোনো। পূর্বোক্ত দুই ঋতু রাধা, কৃষ্ণ হে তোমার আগমন দিবসের আশায় অতিবাহিত করিয়া এখন বসন্তে তুমি নিশ্চিতই আসিবে এই আশা করিতেছে। এই আশা ভগ্ন হইলে মহোদ্বেগবশত জীবন থাকিবে কি থাকিবে না এই সংশয়। "ডহডহ" শব্দটি দেশভাষায় দাহার্থবাচক। এস্থলে উদ্বেগদশা স্পষ্ট এবং মানস কথাও প্রতীত। সূচিত জাগরণ অপ্রধান অঙ্গরূপে কল্পিত।

রায় মহাশয় "টৌয়ত" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"অনুসন্ধান করিতেছেন।" সুতরাং পংক্তিটির অর্থ হইবে "ধনি বসন্তের আগমন বাঞ্ছা করিতেছে।" এই অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে কেননা পূর্বোক্ত "হিম-হিমকর-করতাপে" ইত্যাদি পদে উক্ত হইয়াছে "ভৈ গেল সময় বসন্ত" সুতরাং পুনরায় বসন্তাগমনের অনুসন্ধান সম্ভব নহে।

পাঠান্তর—

১ রহ কিয়ে—তরু।
২ রহ—তরু, ঙ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৩ জোর—খ-পুঁথি।
৪ ইহ—তরু, খ-পুঁথি।
৫ ডর ডর—বহ, ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৬ নাহি—ঙ-পুঁথি।
৭ ডারল আভরণ মণিময়—ঙ-পুঁথি।
৮ সঙ্গ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৯ জনি—খ-পুঁথি।
১০ কানাই—ক-পুঁথি।

৪৪১

পুরবীরাগ-চঞ্চুপুট তালে।†

আওয়ে মধু ঋতু মধুর[১] যামিণী
কামিনী-চিত-চোর[২]।
কুসুম-শায়ক জীবন-গাহক
তুহুঁ সে মধুপুর[৩] ভোর॥
শুনহে[৪] নিরদয় হৃদয় মাধব
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহজ্বরে জরি[৫] কনক[৬]-মঞ্জরী
রহল রূপক ছাই[৭]॥ ধ্রু॥
অঙ্গ ছটফটি কৈছে মেটব[৮]
তপত[৯] সহচরী-অঙ্গ।

পাঠান্তর—

† পুরবারাগঃ—গ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১ মধুপর—ঙ-পুঁথি।
২ ক-পুঁথিতে "চিতচকোর"—ক-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক। চিতক চোর—খ-পুঁথি।
৩ মধুপুরে—তরু।
৪ শুনহ—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৫ বিরহ জরি জরি—গ-পুঁথি।
৬ কনয়া—তরু, খ-পুঁথি।
৭ ছায়—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৮ মীটব—তরু, খ—পুঁথি।
৯ পড়ত—খ-পুঁথি।

নয়ন পঙ্কজ   জোরে ঝর ঝর
লোরে মহী করু পঙ্ক।
তো[10] বিনু কিসলয়-   শয়ন-বীজন[11]
বিফল ধনি[12] মণিমন্ত্র।
দাস-গোবিন্দ   এ রস গাহক
ভাণয়ে রায় বসন্ত।

তরু—১৭২০।

টীকা—এই পদে ব্যাধিদশা উক্ত হইয়াছে। বৈবশ্যবশত এস্থলে ক্রমানুসারী দশা বর্ণনা হয় নাই। পরে ক্রমানুসারে দশাবর্ণনা হইবে।

"দাস গোবিন্দ এ রস গাহক" ইহা রায় বসন্তের উক্তি। গোবিন্দ দাসকে তিনি বলিতেছেন—আপনি রসরসায়নৌষধি বিশেষের গ্রাহক অর্থাৎ মাথুর রসের রসিক গোবিন্দদাস যে এই পদটির রচয়িতা (সম্ভবত পদটির ভণিতা-অংশ ছিল না) তাহাই প্রকারান্তরে রায় বসন্ত বলিতেছেন। পদকল্পতরুতে রায় মহাশয় টীকার অংশ ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন যে "(সখীস্থানীয়) গোবিন্দদাস (শ্রীরাধার বিরহতাপ শান্তির জন্য) কেবল রসায়নৌষধি স্বরূপ এই বস্তুটির (অর্থাৎ তোমার) ভিখারী।" কিন্তু টীকায় সখীদের উক্তিতে কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে "ভবান্" বলিয়া সম্বোধন নাই। আছে "ত্বম্"। সুতরাং ইহা গোবিন্দ দাসের প্রতি রায়বসন্তের উক্তি বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নিজেরও সে বিষয়ে রুচি আছে।

অথবা √রয় ধাতুর অর্থ গতি ধরিলে "রায়" শব্দের অর্থ হয় "গমন"। সুতরাং "রায় বসন্ত" শব্দের অর্থ হইবে—বসন্ত কালে গমন।

১০ তু—ঙ-পুঁথি।
১১ শেজ বিজন—ঙ-পুঁথি।
১২ ভেল—তরু।

৪৪২

ধানশীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

ফাগুনে[1] গণইতে গুণগণ তোর[2]
ফুট কুহুমিত ভেল কানন ওর।
ফুলধনু সোই[3] কুসুমশর সাজ—
ফুকরি রোই[4] ধনি পরিহরি লাজ।
ফুকরি কহোঁ[5] হরি ইথে নহ[6] ছন্দ—
ফেরি না হেরবি রাই মুখচন্দ। ধ্রু।
ফোরল দুহুঁ কর মরকত বলই—
কাজল নয়ন সঘন জল খলই[7]।
কুন্তল কবরী সম্বরি নাহি বান্ধ[8]—
ফণি পতি দমন[9] বোলি ঘন[10] কান্দ।
ফুটত[11] হৃদয়[12] নিদারুণ নেহ—
ফুতকারহি ধনি তেজবি দেহ।
ফেরি[13] না হেরবি সহচরী-বৃন্দ—
কহব কি না বুঝবি[14] দাস গোবিন্দ।

তরু—১৭২১।
সমুদ্র—৪৮৮।

পাঠান্তর—
১ ফাগুন—ক-পুঁথি।
২ তোর—ঙ-পুঁথি।
৩ সেই—তরু।
৪ রোয়ে—তরু।
৫ কহলুঁ—তরু।
৬ "ইথে নহ" স্থলে "ঐছন"—খ-পুঁথি।
৭ গলই—তরু, খ-পুঁথি।
৮ বান্ধে—তরু।
৯ মদন—ক-পুঁথি।
১০ ঘর—ক-পুঁথি (ঘোর অর্থে)
১১ ফুটল—তরু।
১২ দারুণ—ঙ-পুঁথি।
১৩ কেরি—তরু।
১৪ বুঝল—তরু। বুঝি—খ-পুঁথি।

টীকা—এই পদটি উন্মাদদশার বর্ণনা। "ফুকরি রোই ধনি" ইত্যাদি অংশে কণ্ঠ ছাড়িয়া ক্রন্দনের কথায় উন্মাদদশা বোঝা যাইতেছে। "ঝাঁপল নয়ন" নিমেষশূন্যতা বুঝাইতেছে। "দুয়ল কবরী" ইত্যাদি অংশে ব্যর্থ চেষ্টিত।

ইথে নাহি ছন্দ—"ছন্দ" শব্দের অর্থ free will, Ones choise" Apte's. অর্থাৎ ইহাতে বাছিয়া লইবার কিছু নাই, (রাই বাঁচিবে না)।

৪৪৩

সুহইরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

মদন মোহন মুরতি মাধব
মধুর মধুপুর তোহি[১]।
মুগধ মাধবী মানি মানহ[২]
মিছই মারগ যোই। ধ্রু।
মিলন মধুঋতু মল্লী মুকুলিত
মঞ্জু মাধবী কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী মুখর মধুকর
মাতি মধুপিবি গুঞ্জ।
মিহিরজা মৃদু- মন্দ মারুত
মনই মনসিজ সাঁতি[৩]।
মগণ মলয়জে[৪] মুরছি মানিনী
মহী মাহা গড়ি যাতি।
মহামণিময় মহগ-মণ্ডলে
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে[৫] মুগমতি- মুদির মনোহর
মোহিত দাস-গোবিন্দ।

তরু—১১২২।

পাঠান্তর—

১ মধুর মধুর রোই—গ-পুঁথি।
মধু মধুপুরি যোই—ক-পুঁথি।
মধুর মধুপুরে রোই—ঘ-পুঁথি।
২ মানহ—ক-পুঁথি।
৩ পাতি—ক-পুঁথি।
৪ মলয়-মলয়জে—ক-পুঁথি (এই পাঠ ছন্দোদোষগ্রস্ত)।
৫ মরমে—ক-পুঁথি।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যুত্তর দিতে না দেখিয়া মদনমোহন ইত্যাদি দ্বারা প্রৌঢ় বিরহ দশার প্রগাঢ়ত্ব বর্ণিত হইতেছে।

সেই মুগ্ধা রাধা বৃথাই তোমার পথ দেখিতেছে। মধুঋতুতে সুন্দর মাধবীকুঞ্জে মল্লী মুকুলিত হইয়াছে। মধুকরীর সহিত মিলিয়া মধুকর মুখর হইয়া মধুপান করিয়া গুঞ্জন করিতেছে। যমুনার মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া সেই গুঞ্জনকে মনে হইতেছে যেন মদনের "সাক্ষি" মন্ত্র। মানিনী আর্দ্রচন্দনেও মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে মহীতে গড়াগড়ি দিতেছে। মহারত্নাদি রচিত লীলস্থলী মণ্ডলেও তাঁহার মুখপদ্ম মলিন। তিনি হৃদয়ে মনোহর মেঘের কামনা করিতেছেন। (মেঘ এস্থলে মেঘোপম কৃষ্ণ।) পদকল্পতরুর টীকায়=পদামৃতসমুদ্রের পাঠান্তর রায় মহাশয় ধরিয়াছেন "মহিক"। বহ ও ক-পুঁথিতে এ পাঠ নাই। বহ, মূল-পুঁথি ও ক-পুঁথির পাঠ "মহগ"। "মহগ" শব্দের অর্থ রায় মহাশয় ধরিয়াছেন—"মহার্ঘ"। "মহ" শব্দের অর্থ উৎসব হয় "মহগমণ্ডলে" শব্দের অর্থ সেস্থলে হইবে "মহোৎসবরত গোপীমণ্ডলে"।

৪৪৪

অথ প্রকারান্তরম্।

পাহিড়িয়ারাগৈকতালীতালাভ্যাম্। †

হাম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিখা পরবেশ পিয়া গেও দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ।

সজনি আজু শমন দিন হোয়ে।
নব নব জলধর চৌদিশে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকশয়ে মোয়ে। ধ্রু।

ঘন ঘন গরজিত[১] শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তনু কোড়॥
বরিখয়ে পুন পুন আগিদহন জন[২]
জানলু[৩] জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহে[৪] শুন রমণী বর
মিলব[৫] পঁহু[৬] গুণবন্ত॥

তরু—১৭৩০।

চাতক পিউ পিউ বোল
শুনইতে জিউ উতরোল।
দাদুর[৪] উনমত ভাষ—
বিরহিণী জীবন হতাশ[৫]।
ঐছন ভেল দুরদিন—
অম্বরে[৬] রবি শশী হীন।
কো কহ[৭] কানুক পাশ—
চলতহ[৮] গোবিন্দদাস।

তরু—১৭৩১।

টীকা—অনন্তর বর্ষাকালোচিত বিলাপপ্রকার বর্ণিত হইতেছে।

"পপিহা"—চাতক।

"সঙরণ"—স্মরণ॥

টীকা—"পাউখ"—প্রাবৃট্।

৪৪৫

সুহইরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।†

উয়ল নব নব মেহ—
দূরে রহ শ্যামর[১]-দেহ।
তঁহি বন[২] বিজুরি উজোর—
হরি রহু নাগরী[৩] কোড়।
দারুণ পাউখ কাল—
জীবন ভেল জঞ্জাল।

৪৪৬

তিরোধাধানশীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ূর।
একলি মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর॥
শুন সখি হামার বেদন।
বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন॥
হামারি দুখ সখি কো পাতিআওয়ে[১]।
মিলন রতন কিয়ে পুন বিঘটাওয়ে॥
হরি গেও মধুপুরী হাম একাকিনী।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি দিবস-রজনী॥

পাঠান্তর—

† তালৌ—ক-পুঁথি।
১ গর্জিত—খ-পুঁথি।
২ জনু—গ-পুঁথি।
৩ জানল—ঘ-পুঁথি।
৪ কহ—তরু।
৫ মীলব—তরু।
৬ বহু—ক-পুঁথি (এই পাঠের অর্থ সুন্দর নহে।)

পাঠান্তর—

† এই পদটি গ-পুঁথিতে নাই।
১ শ্যাম—ক-পুঁথি।
২ ঘন—তরু, ঘ-পুঁথি, ক-পুঁথি। 'বন' শব্দটি 'বনি' শব্দের অপভ্রংশ ধরিলে অর্থ হইবে "সুন্দর"।
৩ নায়রি—ঘ-পুঁথি।

৪ দাদুরি—তরু।
৫ নৈরাশ—তরু।
"চাতক পিউ পিউ……জীবন হতাশ"—পদের চরণগুলি 'তরু'তে নাই।
৬ অম্বর—তরু।
৭ কহে—তরু।
৮ চলতহি—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ পাতিয়াব—ঙ-পুঁথি।

নিঁদ নাহি আওয়ে সময়[২] নাহি ভাওয়ে।
বরিখ অধিক ভেল নিশি না পোহাওয়ে[৩]॥

তরু—১৭৩২।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের নিকট কোনো সখী প্রেরিত হইলেন। অনন্তর ধৈর্য ধর এই কথা বলিলে রাধা "গগনে গরজে মেঘ" ইত্যাদি ও "ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি" ইত্যাদি দুটি পদে বিরহকাতর হৃদয়-ভাবকে অভিব্যক্ত করিতেছেন।

"**দারুণ মদন**"—নিষ্ঠুর কৃষ্ণ।

৪৪৭

কেদাররাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।

ঝম্পি ঘন গজরন্তি সন্ততি
গগন[১] ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া॥
সখি হে হামার[২] দুখের[৩] নাহি ওর রে[৪]।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে[৫]॥ ধ্রু॥[৬]
কুলিশ শত শত[৭] পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর[৮] যামিনী
না[৯] থির বিজুরিক[১০] পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
সো[১১] হরি বিনু দিন-রাতিয়া[১২]॥

তরু—১৭০৫।

টীকা—পূর্ব-পদের বর্ষাবিরহ এস্থলে বিস্তারিত হইয়াছে। "কাম" শব্দের অর্থ এস্থলে "কন্দর্প" অথবা "প্রেম"। আভোগে পদকর্তারূপী সখী সাহজিকসমদুঃখিতা। তাই রাধার দুঃখে সমবেদনাময়ী উক্তি।

৪৪৮

হরচন্দ্রমিশ্র-জয়জয়ন্তীরাগ-চঞ্চুপুটতালাভ্যাম্।

মোর বনে বনে[১] সোর শুনত[২]
বাঢ়ত মনমথ-পীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় রে[৩]
অবহু গগন গম্ভীর॥

---

২ শয়ন—গ-পুঁথি, মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ এই পদের শেষে পদকল্পতরুতে ভণিতা—
"বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
হৃদনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥
পদরত্নাকরের পাঠে—
"ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

পাঠান্তর—
১ ভুবন—তরু।
২ হামারি—ঙ-পুঁথি।
৩ দুখে—ঙ-পুঁথি।
৪ এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর—তরু।
সখি হে আমার দুখ নাহি ওররে—ক-পুঁথি।
৫ তরুতে 'রে' নাই।
৬ ধ্রুবপদচিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৭ শতশত—তরু, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, কতকত—ক-পুঁথি।
৮ জোর—ক-পুঁথি।
৯ ন—তরু।
১০ বিজুরি—ক-পুঁথি।
১১ তরুতে 'সো' নাই।
১২ পদরত্নাকরের পুঁথিতে ভণিতা—
"ভনয়ে শেখর কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।"

পাঠান্তর—
১ বন বন—তরু, ঙ-পুঁথি।
২ সেরি শুন—ক-পুঁথি।
৩ প্রথম ছার আষাঢ় আওল—তরু।

দিবস রয়না[৪] অথি[৫] সখি।
কৈছে মোহন বিহু যায়ে। ধ্রু।
আওয়ে শাওণ বরিখে ভাওন
ঘন শোহায়ন বারি।
পঞ্চশর শর ছুট রে কেও[৬]
সহে[৭] বিরহিণী নারী॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাঁসে[৮] কহি ইহ দুঃখ।
নিডরে ডর-ডর ডাকে ডাহুক
ছুটত মদনবন্দুক।
অহুহ আশিন[৯] গগন ভাখিন
ঘনন ঘন ঘন রোল[১০]।
সিংহ ভূপতি ভণয়ে ঐছন
চতুর মাসিক বোল[১১]।
তরু—১৭০৬।

টীকা—এই পদে মহাদুঃখদ আষাঢ়াদিচাতুর্মাস্য বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

"নিডর" নির্ভয়। **"ডর ডর"** ঐ পাখীর জাত্যুক্তি। **"গগন ভাখিন"** আকাশে ক্ষীণদীপ্তি মেঘ প্রাদুর্ভূত হইয়াও ঘর ঘর শব্দ করিতেছে। **"রোল"** রোদনশব্দ।

৪ রজনী—ক-পুঁথি।
৫ আরি—তরু। অরি—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ ছুটতরে কৈছে—তরু।
৭ জীয়ে—তরু।
৮ কাকো—তরু।
৯ আশিন—তরু।
১০ রোল—তরু।
১১ বোল—তরু।

৪৪৯

পাহাড়িয়া রাগ-বৃহদেকতালীতালাভ্যাম্।†
(—তালো—ঙ-পুঁথি)

আঘন মাস রাস-রসসায়র[১]
নায়র মাথুর[২] গেল।
পুররঙ্গিনী-গণ পূরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল।
আওত[৩] পৌষ তুষার[৪] সমীরণ
হিমকর হিম অনিবার।
নায়রী[৫] কোড়ে[৬] ভরি রহু নায়র[৭]
করব কোডন[৮] পরকার।
মাঘ[৯] নিদাঘ কোডন পাতিয়ায়ব
আতপ মন্দবিকাস।
দিনমণি তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিহু সঘন হুতাশ।
ফাগুনে গুণি গুণি[১০] গুণিমণি-গুণগণ
ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহ পয়োধি অবধি নাহি পাওত[১১]
দুতর[১২] মদন-তরঙ্গ।

পাঠান্তর—
† বৃহদ-ইত্যাদি ক-পুঁথিতে নাই।
পাহিড়া—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১ রাসরস আওর—মূল পুঁথি, রাসরসসাগর—ক-পুঁথি।
২ মথুরা—মূল পুঁথি।
৩ আওল—তরু।
৪ রে—ক-পুঁথি।
৫ নাগরী—তরু।
৬ কোরে—মূল পুঁথি।
৭ নগর—তরু।
৮ কোন—মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৯ মাঝে—তরু।
১০ গনি গনি—ক-পুঁথি।
১১ পাইয়ে—তরু।
১২ দুরতর—তরু।

আওত চৈত- চিত কত বাঢ়ব[১৩]
ঋতুবর[১৪] নব[১৫]পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে[১৬]হানই
কান্তু রহল দূর দেশ।
মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল
পিক-কুল পঞ্চম গান।
দখিন পবন মোহে নাহি[১৭] ভায়ত[১৮]
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
জৈঠহিঁ মিঠ কহত সব রঙ্গিণী
চন্দন-চান্দনী[১৯] রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভাওত
দারুণ মনমথ শাঁতি॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহ ভেল[২০]
হেরি নব-নীরদ-পাঁতি।
নীরদ-মুরতি নয়নে[২১] যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরু[২২] দিন-রাতি॥
শাঙণ সঘন[২৩] গহন[২৪] ঘন[২৫] গরজন
উনমত দাদুরী রোল[২৬]।
চমকি[২৭] দামিনী জাগরে কামিনী[২৮]
জীবন কণ্ঠহি লোল॥
ভাদরে দরদর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থির নহে অম্বর
দহই মনোভব মন্দ॥
আশিন মাস[২৯] বিকশিত পদ্মিনী
সারস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
কাতিক মাস নিরাস কয়ল বিধি
লীলা রসময় রাস[৩০]।
নিকরুণ কান্তু কোড়ন পাতিয়াওব
চলতহিঁ[৩১] গোবিন্দদাস॥

তরু—১৮১৪।

টীকা—অনন্তর অতিবিরহকাতরা রাধা "আঘনমাস" ইত্যাদির দ্বারা গত ও ভাবী বার্ষিক দুঃখ লইয়া প্রলাপ বকিতেছে। "আওত পৌষ" ইত্যাদি স্থলে ভাবী দুঃখ প্রতীত হইতেছে। মাঘাদিতে কখনো ভাবী কখনো ভূত মানসিক দুঃখ প্রতীত হইতেছে। ঐক্য নাই বলিয়া বাক্যগুলি প্রলাপবচন।

"তুষারসমীরন" তুষারসদৃশ শীতল সমীরণ।
"গুণমণিগুণগণ" শ্রীকৃষ্ণগুণসমূহ।
"সব রঙ্গিণী" কৃষ্ণবিরহশূন্যা নায়িকা।

---

১৩ চাতক-বর—গ-পুঁথি। (ভ্রান্ত পাঠ)
১৪ ঋতুপতি—তরু।
১৫ গু—ক-পুঁথি।
১৬ ক-পুঁথির পাঠ "ফুলররে" সম্ভবত বর্ণবিপর্যয় বশত। শরে—গ-পুঁথি।
১৭ নাহি মোহে—ঙ-পুঁথি।
১৮ দারুণ দখিন পবন সহী জাতে—তরু।
১৯ চাঁদিনী—বহু।
২০ গাঢ় বিরহানল—তরু।
২১ নয়নে—ঙ-পুঁথি।
২২ ঝরল—তরু।
২৩ শাঙনে সঘনে—তরু।
২৪ গগনে—তরু।
২৫ গণ—ক-পুঁথি।
২৬ রোল—তরু।

২৭ চমকিত—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২৮ এই চরণাংশ গ-পুঁথিতে নাই।
২৯ আশিন মাসে—তরু।
৩০ লীলাময় রসরাস—তরু।
৩১ কহতহিঁ—তরু।

৪৫০

সুহইরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

চীর চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যুঝে[১] কি আর জীবনে॥ ধ্রু॥
পিয়াক গরবে[২] হাম কাহু ন[৩] গনলা।
সো পিয়া বিহনে[৪] মোহে[৫] কে কি না কহলা॥
পুরব জনমে বিহি[৬] লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনু পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
কহে[৭] বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
ধৈরজ কর[৮] চিতে মিলব[৯] মুরারি।

তরু—১৬৭০।

টীকা—এই পদটিও প্রলাপবচন। "পিয়াক গরবে হাম" ইত্যাদি চরণে কারণাভাববশত ব্যর্থালাপ। "বিধি লিখিল ভরমে" ইহাও বিধাতার ভ্রম হইয়াছে বলাতে প্রলাপবচন। "আন অনুরাগে" ইত্যাদি চরণে পূর্বোক্ত প্রিয়গুণকথনের পর প্রলাপবচনই হইবে।

এই পদটি সংস্কৃত শ্লোকের প্রভাবে লিখিত—
"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরাঃ॥"

মহানাটক।

পাঠান্তর—

১ যদি—তরু। মোহে—ক-পুঁথি।
২ বিরহে—খ-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক।
৩ কাহুক না—তরু।
৪ বিনে-তরু।
৫ মোরে—ক-পুঁথি। খ-পুঁথিতে নাই।
৬ বিধি—ক-পুঁথি।
৭ ভণ-এ—তরু।
৮ ধর—তরু।
৯ মিলিবে—ক-পুঁথি।

৪৫১

ধানশীরাগ—চন্দ্রপুটতালাভ্যাম্। †

নখর খোয়াওলুঁ[১] দিবস লিখি লিখি[২]।
নয়ন আন্ধাওলুঁ[৩] পিয়াপথ পেখি[৪]॥
সখি মোর পিয়া।
অবহুঁ না[৫] আওল কুলিশ হিয়া॥ ধ্রু॥
যব হাম বালা[৬] পরিহরি গেলা।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেলা॥
[অব হাম তরুণী বুঝল রসভাষ।
হেন জন নাহি মোর কহে পিয়াপাশ॥
আয়ব হেন করি মোর পিয়া গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা॥][৭]
মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥
ভণহু[৮] বিদ্যাপতি শুন অব[৯] রাই।
কানু সমুঝাইতে অব চলি যাই॥

টীকা—"ধৈরজ কর চিতে" পূর্বপদে এই উক্তির পর "নখর খোয়াওলুঁ" ইত্যাদি পদে রাধা পূর্বগত ধৈর্য ও অধুনা অসহিষ্ণুতার কথা বলিতেছেন।

পাঠান্তর—

† "চন্দ্রপুট" ইত্যাদি ক-পুঁথিতে নাই।
১ খোয়াঅল—খ-পুঁথি।
২ লেখি লেখি—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৩ আন্ধাওল—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ দেখি—ত-পুঁথি।
৫ অব নাহি—ক-পুঁথি।
৬ বাল—গ-পুঁথি।
৭ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ ক-পুঁথিতে নাই।
৮ ভনয়ে—ক-পুঁথি।
৯ বর—গ-পুঁথি।

দূতীপ্রেষণম্।

৪৫২

শ্রীগান্ধাররাগৈকতালীতালাভ্যাম্[†]।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লেখিও[১] মোর নাম দুই চারি॥
সখীগণ[২] গণাইতে[৩] লৈও[৪] মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ বিধি[৫] ভেল[৬] বাম॥
দিনে একবার[৭] পিয়া লয়ে[৮] মোর নাম[৯]।
অরুণ ছলত করে দিয়ে জলদান॥
এই সব আভরণ[১০] দিও[১১] পিয়া ঠাম।
[জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
ভণহ বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি রহি মিলব[১২] মুরারি॥][১৩]

সং—৪৬৭, তরু—১৬৮০।

টীকা—মথুরাগমন শুনিয়া সচেতনা রাধা সখীকে বলিতেছেন।

পাঠান্তর—

† শ্রীগান্ধাররাগ—ক-পুঁথি।
১ লিখিও—ক-পুঁথি।
২ নিজগণ—সং
৩ গণইতে—ঙ-পুঁথি।
৪ লঞ—সং। লয়—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৫ বিহি—তরু।
৬ মোরে—তরু।
৭ একুবার—ঘ-পুঁথি।
৮ লিয়ে—বহ, ক-পুঁথি। লয়—গ-পুঁথি।
৯ এই দুইটি চরণ—"পিয়া বড়……মোর নাম"—সংকীর্ত্তনামৃতে নাই।
১০ আভরণ—বহ।
১১ দিয়া—মূল পুঁথি। দিয়ো—ক-পুঁথি। দিহ—ঙ-পুঁথি।
১২ মিলিবা—ক-পুঁথি।
১৩ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ গ-পুঁথিতে ও ঘ-পুঁথিতে নাই।

এস্থলে দশমীদশা বা মৃত্যুদশা স্পষ্ট। নানা উপায় গ্রহণ করিয়াও যদি সমাগম না হয় তাহা হইলে কন্দর্পবাণ কদনপ্রযুক্ত মরণোদ্যম হইয়া থাকে—

"কন্দর্পবাণকদনাৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ।
তত্র স্বপ্রিয়বস্তুনাং বয়স্যাহ্ সমর্পণম্॥

উজ্জ্বল—২৫।১৫।২৬

এস্থলে কৃষ্ণকে দিবার নিমিত্ত বয়স্যাহস্তে আভরণ সমর্পিত।

৪৫৩

ধানসীরাগ-কন্দর্প-তালৌ।

তুহুঁ বিছুরলি গোরি রহলি মথুরাপুরী
নগরে নাগরী হেরি ভোরি।
গগনে জলদ হেরি মনে মনোরথ করি[১]
বিরহ-সাগরে ধনি বুরি[২]॥
শুন শুন শুন হে কানাই[৩]।
করুণালব[৪] তোহে নাই[৫]॥ ধ্রু।
ধরণী শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি
সহচরী রহত আগোরি।
দিনে দিনে দূবরি কৈছে জীবন ধরি
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

তরু—১৭৩১।

টীকা—এখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীকর্তৃক রাধার প্রাবৃট-কালোচিত বিরহদুঃখ পর পর তিনটি পদে (৪৫০—৪৫২) বর্ণিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ত্রিপদীছন্দে এই গীতটি সম্পূর্ণরূপে লিখিত।

পাঠান্তর—

১ মনোরথ রথকরি—ঙ-পুঁথি।
২ বোরি—তরু।
৩ শুন কানাই—ঘ-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, মূল পুঁথি। শুন শুন শুনহে কানাই—তরু।
৪ করুণারলব—তরু।
৫ ইহার পর তরুতে অতিরিক্ত—
তোহারি বিরহে ধনি ঝিঝিঝিঝি ঝুরই
জুড়িতে মিলহ তুহুঁ যাই॥ ধ্রু॥

৪৫৪

ধানশীরাগ-নন্দনতালৌ।

পরখি পেখলোঁ[1] পুরুষোত্তম[2]
পুরুখ পাহন জাতি।
প্যারী পামরী পিরিতি-পাবকে
পৈঠ পতঙ্গক ভাঁতি। ধ্রু।[3]
পৌর পুণবতী[4] পহিল পরিচয়
প্রাণ-পহুঁ তুহুঁ ভোরি।
প্রেমপরবশ পুরব[5] প্রেয়সী
পন্থ[6] পেখই তোরি।
প্রচুর পরিমল-পঙ্ক-পঙ্কজ-
পরশপীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয়সখী পায়ে পুন পুন
প্রখর পাঁচশর ঘাত[7]।
পাপ-পাউখ-পবন-প্যাসিত
পাপিহা[8] পিউ পিউ ভাব।
পুন কি পায়ব পরম প্রিয়তম[9]
পুছই[10] গোবিন্দদাস।

তরু—১৭৭০।

টীকা—হে পুরুষোত্তম, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে পুরুষ পথিকজাতি তাই আজ পামরী প্যারী প্রেমানলে পতঙ্গের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। হে প্রাণপ্রভু, পৌর পুরনারীগণের সহিত প্রথম পরিচয়েই তুমি বিভোর হইয়া পড়িয়াছ, এদিকে তোমার পূর্বপ্রেয়সী তোমার পথের দিকে চাহিয়া আছে। প্রচুর পরিমাণে সুরভি পঙ্ক ও পঙ্কজেও তাহার গাত্র পীড়িত হইয়াছে মাত্র এবং প্রখর পঞ্চশরের আঘাতে পুন পুন প্রিয়সখীর চরণে পড়িতেছে। পাপ-প্রাবৃট্‌কালীন পবনে পিয়াসী হইয়া পাপিয়া ডাকিতেছে। কৃষ্ণ কি আসিবেন? রায়মহাশয় "পুরুষোত্তম" শব্দটি ছন্দমাত্রা ধরিয়া বলিয়াছেন যে এই পাঠে "ছন্দপতন অনিবার্য" কিন্তু শব্দটি সম্বোধন হওয়ায় শেষমাত্রা দ্বিমাত্রিক হইবে এবং তাহাতে ছন্দপতন ঘটিবে না।

পাঠান্তর—

১ পেখলুঁ—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
২ পুরুষ উত্তম—তরু, ক-পুঁথি।
৩ ধ্রুবপদ গ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৪ পৌর পুনরতি—ক-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক।
৫ পুরুষ—ক-পুঁথি।
৬ পহুঁ—ঘ-পুঁথি (ভ্রমাত্মক)।
৭ গাত—ঙ-পুঁথি।
৮ পপিহা—ঙ-পুঁথি।
৯ প্রিয়োত্তম—মূল পুঁথি।
১০ পুছত—তরু।

৪৫৫

মল্লাররাগ-চক্রপুটতালৌ।†

ঝর ঝর জলধর-ধার,
ঝঞ্ঝা-পবন বিথার,
ঝলকত দামিনী-মালা।
ঝামরী ভৈ গেল বালা।
ঝুট কি কহব কাহাই—
ঝুরত তুয়া গুনে[1] রাই[2]। ধ্রু।
ঝন ঝন[3] বজর-নিশান—
ঝাঁপি রহই[4] দুই কাণ।
ঝিল্লি[5] ঝঙ্কক রাতি—
ঝঙ্ক সহই না[6] যাতি।
ঝুমরি[7] দাদুরী বোল—
ঝুলত[8] মদন হিলোল।

পাঠান্তর—

† মল্লাররাগ—ক-পুঁথি।
১ বিগু—তরু। গুণ—ক-পুঁথি।
২ গাই—ক-পুঁথি।
৩ ঝর ঝর—ক-পুঁথি।
৪ রহত—তরু।
৫ ঝিল্লিরি—তরু।
৬ সহনে নাহি—তরু। সহনে না—ঘ-পুঁথি।
৭ ঝামরি—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৮ ঝলত—গ-পুঁথি।

ঝাঠকি চলহ ধনি পাশ।

ঝগড়হি[১] গোবিন্দদাস।

তরু—১৭৪১।

টীকা—এই পদে মলিনাঙ্গতা দশা অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাধার মহাতিদুঃখ সমূহ বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণকে সখী যাইবার অনুরোধ করিতেছেন।

অথ সামান্ততঃ সখ্যুক্তি।

তত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

তত্র চিন্তাক্রান্তো যথা।

৪৫৬

কামোদরাগ-কন্দর্পতালো[+]।

আজু হাম পেখলুঁ চিন্তায়ে নিমগন
গৌরাঙ্গ[১] নবদ্বীপচান্দ[২]।
তাহে মঝু মানস কাঁপই[৩] অহনিশ
ঝরঝর নয়নহি কান্দ॥
ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
গোকুল-নায়ক গোপিকা ভাবহি
কত শত করত বিলাপ॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন শ্বাস ভারত মহী লিখত
বিবরণ ভেল অঙ্গ খীণ।
বাম-করতল-অব- লম্বন[৪] মুখবিধু[৫]
লোচন নিরন্তর চিন॥
জগ ভরি করুণায় দেয়ল প্রেমধন
দারিদ না রহ কোই।
রাধামোহন পুন তঁহি ভেল[৬] বঞ্চিত
আপন করমদোষে রোই॥

তরু—১৮৮৩।

টীকা—পরবর্তী পদাবলীতে সখীকর্তৃক রাধাবিরহের দশ দশা বর্ণনার গান নির্বাহক গৌরচন্দ্রের চেষ্টিত "আজু হাম পেখলুঁ" (৪৫৩ সংখ্যক) পদ হইতে "আজু বিরহভাবে" (৪৬৪ সংখ্যক) পদ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

এই পদে শ্বাস, ভূলেখ, বৈবর্ণ্য বিশেষ বিশেষ ভাবের বোধক।

জাগর্যাক্রান্তো যথা।

বরাড়ীরাগ-নন্দনতালো[+]।

৪৫৭

সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিহার।
কত কত অনুভাব প্রকট হোয়ত
কত কত বিবিধ[১] বিকার॥ ধ্রু॥
নীরস বদন ভেল শচীনন্দন
হেরি মোহে লাগয়ে[২] ধন্ধ।
বিরহ ভাবে জনু গোপীগণ বোলত
তৈছন বচনক বন্ধ॥
নয়নক নিঁদ গেও মঝু বৈরিণী
জনমহি যো নাহি ছোড়।
স্বপনহি সো মুখ দরশন-দুলহ
অতএ নহত কভু মোর॥
এত কহি হরি হরি বলি পুন কাঁদই
ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন হাম নাহি বুঝিয়ে[৩]
সো সব[৪] প্রেমতরঙ্গ॥

তরু—১৮৮৮।

টীকা—এই পদ জাগরদশাপন্ন গৌরাঙ্গের বর্ণনা। প্রধান ভাবে শোষ ও স্তম্ভ স্পষ্ট।

---

* ঝগড়ত—তরু।

পাঠান্তর—

+ কামোদরাগ—ক-পুঁথি।

১ গৌর—ক-পুঁথি।

২ নবদ্বীপরাজ—ক-পুঁথি (অস্মাদিগের বিচারে এই পাঠ ভুল।)

৩ ঝাঁপই—ক-পুঁথি।

৪ বাম করে অব-লম্বই—তরু।

৫ মুখ—ঙ-পুঁথি। মুখশশী—খ-পুঁথি।

৬ জেলতহি—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

+ ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ বিধ—ঙ-পুঁথি।

২ লাগল—খ-পুঁথি।

৩ জানিয়ে—কক-পুঁথি। রস—খ-পুঁথি।

৪ বড়—তরু, বহ। বর—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

উদ্বেগাক্রান্তো যথা[+]।

৪৫৮

বেলোয়াররাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

সজনি অনুভবি ফাটয়ে পরাণ।

যো শচীনন্দন পুরবহি গোকুলে
আনন্দ-সকল-নিদান॥ ধ্রু॥
সোই নিরন্তর কাতর অন্তর
বিবরণ বিরহক ধূমে।
ঘামহি ঝর ঝর সকল কলেবর
অহনিশি লুতি রহ ভূমে॥
নিরবধি বিকল জলত মঝু মানস
করতহি কৈছন-রীত।
কৈছে জুড়ায়ত সেই[১] যুগতি কহ
তিল[২] এক হোয়ে সম্বিত॥
এত কহি গৌর ফুকরি পুন রোয়ত
বুরত[৩] বিরহতরঙ্গে[৪]।
রাধামোহন কছুই না বুঝই[৫]
নিমগন যো রসরঙ্গে[৬]॥

তরু—১৮৯২।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণবিরহোদ্বেগদশা ভাবিত শ্রীশচীনন্দনের বর্ণনা। এই পদে প্রধানভাবে বৈবর্ণ্য ও স্বেদ অভিব্যক্ত। "লুতি রহ ভূমে"—এই ভূমিশয়নে স্তম্ভ। "জলত মঝু মানস"—মানস কম্প। "কৈছে জুড়ায়ত"—চিন্তানুভাব। "রোয়ত"—অশ্রু।

পাঠান্তর—

† তত্রৈবউদ্বেগ—খ-পুঁথি।
১ সোই—তরু।
২ তিলে—ক-পুঁথি।
৩ ভুরত—তরু ; ঝুরত—ক-পুঁথি।
৪ তরঙ্গ—গ-পুঁথি।
৫ কছু নাহি বুঝত—তরু।
৬ রসরঙ্গ—গ-পুঁথি।

তত্র তানবাক্রান্তো যথা।

৪৫৯

ধানসীরাগ-মঠকতালৌ[+]।

যো শচীনন্দন চান্দ জিনি উজর-
সুমেরু জিনিয়া বর অঙ্গ।
কাম কোটি জিনি[১] যছু অঙ্গ-লাবনি[২]
মত্ত গজ জিনি গতিভঙ্গ॥
সজনি যো ইহ সুখ-মহ-পার[৩]।
সো অব অসিত- চান্দ সম বীহত
লোচন ঝরু[৪] অনিবার॥ ধ্রু॥
মথুরা মথুরা বলি নিরবধি[৫] কাঁদই-
অতিশয় দুবর ভেলি[৬]।
হাস কলারস[৭] সবহু দূর গেও
না রহ ভকতক মেলি[৮]॥

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ কোটি—তরু।
২ জিনি যছু লাবনি—তরু।
৩ "সজনি যো ইহ সুখমহ-পার"—ক-পুঁথির এই পাঠটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য কারণ "সো" এই পদের সহিত "যো" পদের সঙ্গতি অধিক। অর্থের দিক দিয়া ও ইহা অধিক সুন্দর। "মহ" শব্দের অর্থ উৎসব ও আলোক হয় ("মহ উৎসবতেজসো—অমর—১।৩৮ টীকা)। সুতরাং "সুখ মহ-পার" শব্দের অর্থ হইবে যিনি অনন্ত আনন্দোৎসব স্বরূপ। অতএব তিনি কেন নিরন্তর রোদন পরায়ন হইয়া আছেন? —ইহাই সখীরূপী পদকারের জিজ্ঞাসা। সুতরাং এই পদটি গ্রহণ করা হইল। "কো ইহ দুখ মহ পার"—এই পাঠ—তরু, বহ ও মূল পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি ও ঙ-পুঁথি।
৪ ঝরু—তরু, বহ, ক-পুঁথি।
৫ পুনপুন—তরু।
৬ ভেল—তরু, মূল পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ রসে—ঙ-পুঁথি।
৮ দূরহু সবহু গেও—তরু।
৯ মেল—তরু, মূল পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

ইহ বড় শেল লাগল মঝু[১০] অন্তরে[১১]
কহ কহ কি করি উপায়।
রাধামোহন-প্রাণ[১২] কাঠ-কঠিন বন্ধু[১৩]
যতনেহ[১৪] নাহি বাহিরায়॥

তরু—১৮৯৮।

টীকা—গৌরাঙ্গের দূরবিরহজনিত ক্ষীণত্বে তানবদশা অভিব্যক্ত। রোদন অঙ্গ।

মলিনাঙ্গতাদশাক্রান্তো যথা।

৪৬০

শ্রীরাগ-ধ্রুবতালৌ।

যো মুখ জিতল কমল অতি নিরমল
সো অব হেরিয়ে[১] মৈলান।
যো বর অধর- বিম্বফল[২] নিন্দল[৩]
তছু রাগ হেরি আন ভান॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী
নিরবধি ঝরয়ে নয়ান॥ ধ্রু॥
কাঞ্চনবরণ মলিন হেন হেরইতে
মঝু হিয়া বিজরিয়া যায়।
কহ সোই যুকতি যাহে পুন গৌরক
বিরহক তাপ পলায়[৪]॥
ঐছন ভাতি ভকতগণ অনুভবি
করতঁহি বিরহে হুতাশ।
নবদ্বীপচান্দক ভাবহি ঐছন
কহ রাধামোহন দাস॥

তরু—১৯০৩।

টীকা—এই পদটি "হিমবিসর" ইত্যাদি শ্লোকানুসারে রচিত। মলিনাঙ্গতা অভিব্যক্ত।

৪৬১

প্রলাপদশাক্রান্তো যথা।

গান্ধার[+]রাগ-কন্দর্পতালৌ।

যো শচীনন্দন ভুবন-আনন্দন
করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক কেলি কলারসে নিমগন
সতত বহত[১] মুখে হাস॥
সজনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সোই বিরহে- বেয়াকুল অন্তর
করতঁহি[২] কতই প্রতাপ॥ ধ্রু॥
গদ গদ কহত কাঁহা মঝু প্রাণনাথ
ব্রজজন-নয়ন-আনন্দ।
কাঁহা মঝু জীবন- ধারণ-মহৌষধি
কাঁহা মঝু[৩] সুধারসকন্দ॥
পুন পুন ঐছন পুছত নিজজন[৪]
রোওত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুখী ভকত[৫]-বচন দেখি
কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ॥

তরু—১৯০৬।

টীকা—প্রলাপদশা। যদিও প্রলাপ দিব্যোন্মাদদশার অঙ্গ মাত্র তবু উজ্জ্বল-ধৃত উদাহরণ দেখিয়া প্রলাপের প্রাধান্যবশত প্রলাপদশা বলা হইয়াছে। "গদ গদ কহত" স্থলে বৈস্বর্য এবং "রোওত" অংশে অশ্রু সাত্ত্বিক অভিব্যক্ত।

---

১০ রহল—তরু।
১১ অন্তর—তরু, ক-পুঁথি।
১২ রাধামোহন—ক-পুঁথি।
১৩ রাধামোহন কাঠ কঠিন তনু—মূল পুঁথি। রাধামোহন প্রাণ কঠিন তনু—তরু।
১৪ যতনে—তরু।

পাঠান্তর—
১ হরি—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ বিম্বুফল—মূল পুঁথি, গ-পুঁথি।
৩ ক-পুঁথিতে নাই।
৪ পলায়—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
+ শ্রীগান্ধার—খ-পুঁথি।
১ কহত—ক-পুঁথি।
২ করতহিঁ—তরু।
৩ মোর—ক-পুঁথি।
৪ নিজজনে—তরু, ক-পুঁথি, মূল পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ রাধামোহন দুখিত—ক-পুঁথি।

ব্যাধিদশাক্রান্তো যথা।

৪৬২

সুহইরাগ-নন্দনতালৌ[+]।

শুনইতে[১] গৌরাঙ্গখেদ।
দরু বুক নহ[২] কাহে ভেদ॥ ধ্রু[৩]॥
রোই কহই শুন মাই।
বিরহ জরহি জরি যাই॥
পুটপাক শতগুণ লেখ[৪]।
মঝু তাপ আগে কোই[৫] রেখ[৬]॥
কালকূট শতগুণ মান।
সো নহ অছুক[৭] সমান॥
বজরক শতগুণ আগি।
সেহ ইহ আগে রহ ভাগি॥
হৃদয়-নিমগন শেল।
তা সঞে অধিকহি ভেল॥
শতগুণ বিসূচী[৮] বেয়াধি।
তা সঞে ইহ বড় আধি॥
গৌরক শুন[৯] ইহ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

তরু—১২০৭।

টীকা—গৌরাঙ্গের ব্যাধিদশা। উত্তাপ-লক্ষণ অতি প্রকট। বিসটি—বিসৃষ্টি শব্দ জাত, "দিয়া দান করিয়া" অর্থে।

উন্মাদদশাক্রান্তো যথা।

৪৬৩

ধানশীরাগ-মণ্ঠকতালৌ।

ভ্রমই গৌরাঙ্গপ্রভু বিরহে বেয়াকুল।
প্রেম-উনমাদে ভেল[১] বৈছন বাউল॥
হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল।
কাঁহা গেও সে সব আনন্দকেল॥ ধ্রু॥
থাবর জঙ্গম যাহে[২] আগে দেখই।
বরজসুধাকর[৩] কাঁহা তাহে পুছই॥
খেনে গড়াগড়ি কান্দে খেণে[৪] উঠি ধায়।
রাধামোহন কাহে মরিয়া না যায়॥

তরু—১২১৬।

টীকা—দিব্যোন্মাদ দশা। প্রলাপ-ধাবন-ক্রোশাদি স্পষ্ট।

মোহদশাক্রান্তো যথা।

৪৬৪

ধানশীরাগ-কন্দর্পতালৌ।

কেলিকলানিধি সব[১] মনরথ[২] সিধি
বিহরই নবদ্বীপ ধাম।
বিদগধশেখর সব গুণ[৩]-আগর
সুখময় সতত বিরাম॥
হরি হরি হৃদিমাঝে বড় শেল মোর।
সো[৪] শচীনন্দন হৃদয়-আনন্দন
মাথুর-বিচ্ছেদে ভোর[৫]॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

+ সুহই রাগ—ক-পুঁথি।
১ শুনই—ক-পুঁথি।
২ নহে—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩ ধ্রুবপদ—গ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৪ লেখি—ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ সোই—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৬ রেখি—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ অহুক—ঘ-পুঁথি।
৮ গুনি—তরু, ঙ-পুঁথি।
৯ বিসটি—ক-পুঁথি (সম্ভবত "বিসৃষ্টি" শব্দ হইতে)।

পাঠান্তর—

১ ক-পুঁথিতে নাই।
২ যাহা—তরু।
৩ বরজসুধাকর—তরু, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ তরুতে 'খেণে' নাই।

পাঠান্তর—

১ ক-পুঁথিতে ও গ-পুঁথিতে নাই।
২ মনোরথে—গ-পুঁথি।
৩ সবগুণে—তরু।
৪ সো—তরু।
৫ সো অব বিচ্ছেদে বিভোর—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

গুরুতর গান গরিমগুণ[৬] সূচক
নিমগন সোই তরঙ্গে[৭]।
চিন্তা সন্ততি সবহুঁ দূর[৮] গেও
অরু উনমাদ বর ভঙ্গে[৯]।
নয়নক নীর[১০] অধিক[১১] থকিত ভেল
হোয়ত সো বর মোহ।
রাধামোহন ভণ যো লাগি বিহরণ
মুরতিমন্ত ভেল সোহ॥

তরু—১৯২৫।

টীকা—রসিকশিরোমণি নবদ্বীপচন্দ্রের মোহদশা স্পষ্ট।

মৃত্যুদশাক্রান্তো যথা।

৪৬৫

সুহইরাগ-মঠকতালৌ।

নবদ্বীপ চান্দ চান্দ জিনি সুন্দর[১]
নাগর[২] বিদগধরাজ।
আনন্দ রূপ অনুপম গুণগণ
আনন্দ বিতরণ কাজ॥
হরি হরি হামারি মরণ অব ভাল।
সো যদি সুখময় কেলি উপেখীর[৩]
বিরহভাবে থেপু কাল॥ ধ্রু॥
কত অনুতাপ[৪] প্রলাপহুঁ কতবিধ
অপরূপ কত উনমাদ।
কত বেরি মোহ হোয়ত পুন[৫] ঘন ঘন
দশমী দশা পরমাদ[৬]॥
ভাগে ভকতগণ উচ হরি বোলই[৭]
তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধামোহন অনুবাদ[৮] ঐছন
যতে[৯] করু ইহ রসগান॥

তরু—১৯৩২।

টীকা—দশমী দশার বর্ণনা। প্রলাপাদি দশা ইহার অঙ্গরূপে বর্ণিত।

তত্র চেতনং যথা।†

৪৬৬

মল্লারমিশ্র-ধানসীরাগ-যতিতালৌ।

পীত বসন একু[১] হৃদয় উপর[২] ধরি-
গৌরাঙ্গ ভবহিঁ ভোর।
কিয়েলাগি সো বর কান্দয়ে[৩] উচ স্বর
পেখলু সুরধনী ওর॥
ইহ মঝু মরমক শেল।

মাথুর বিচ্ছেদে বিভোর—তরু, ক-পুঁথি।
সো অব বিচ্ছেদ ভোর—খ-পুঁথি।

৬ গরিমতর—বহ। ক-পুঁথিতে নাই। গরিমগণ—খ-পুঁথি।

৭ দূরে—তরু, খ-পুঁথি।

৮ ক-পুঁথিতে এই চরণটি আছে—
গুরুতর গান সূচক নিমগণ
সোই তাব তরঙ্গে।"
গ-পুঁথিতে ও খ-পুঁথিতে মূল পুঁথির পাঠ শুধু "তরঙ্গে" স্থলে "তরঙ্গ"।

৯ বরভঙ্গ—গ-পুঁথি।

১০ লোর—ক-পুঁথি।

১১ ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—

১ নাগর—ক-পুঁথি।

২ সুন্দর—ক-পুঁথি।

৩ উপেখিয়া—তরু। উপেখয়ে—ঙ-পুঁথি।

৪ অনুরাগ—ক-পুঁথি।

৫ পুনপুন—খ-পুঁথি।

৬ পরমাদ—ক-পুঁথি।

৭ বোলত—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৮ উনমাদ—খ-পুঁথি।

৯ গাতে—তরু।

পাঠান্তর—

† মল্লার-ধানসী—ক-পুঁথি।

১ এক—গ-পুঁথি, খ-পুঁথি।

২ উপরে—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৩ কাঁদিয়ে—ঙ-পুঁথি।

যো রসময় তনু লুনীক[৪] পুতলি যনু
তাহে কাহে এত দুখ ভেল[৫] ॥ ধ্রু ॥
জলে যত জলচর কান্দয়ে যাবর
বিরিখ উপরে অরু পাখী।
আর যত পশুকুল কান্দি তারা[৬] বেয়াকুল
পহর[৭] কান্দনা শুনি দেখি ॥
[কান্দি অছু মুরছিত পড়ল ভূমীতল
হরি বোল শুনি ভেল জ্ঞান।
যো বরভাবহিঁ প্রকট শচীসুত
রাধামোহন করু গান ॥][৮]

টীকা—"পীতবসন একু" (৪৬৩ সংখ্যক) এবং "আজু বিরহ ভাবে" (৪৬৪ সংখ্যক) পদে দশমী দশার অনুবৃত্তি ও চেতন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রানুভব করিয়া পীতবসন হৃদয়ে ধারণ করা হইয়াছে।

যথা বা।

৪৬৭

শ্রীরাগ-কন্দর্প-তালৌ। †

আজু বিরহভাবে গৌরাঙ্গসুন্দর।
ভূমে পড়ি কান্দে বোলে কাঁহা প্রাণেশ্বর ॥
পুন মুরছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে বড় হয় ত্রাস ॥
উচ করি ভকত করল হরি বোল।
শুনিঞা চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর ॥
ঐছন হেরইতে কান্দে নরনারী।
রাধামোহন[১] মরু যাউ[২] বলিহারি ॥

তরু—১৯৪২।

টীকা—মৃত্যুদশার বর্ণনা।

৪ লুলিত—ক-পুঁথি।
৫ সেল—ঘ-পুঁথি।
৬ তারা—'বহ'তে নাই, ঙ-পুঁথিতে নাই।
৭ পহু—ঘ-পুঁথি।
৮ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ গ-পুঁথিতে ও ঘ-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
† মল্লারমিশ্রিত-ধানশীরাগ—কন্দর্প-তালৌ—ঙ-পুঁথি।
১ এ রাধামোহন—তরু।
২ যাঙ—ঘ-পুঁথি।

তনুচিত্তরূপম্।

৪৬৮

সুহইরাগ-সমতালৌ[*]।

জয় যদুনন্দন যদুকুল বীর।
জয় যামুন-জল[১] জলদশরীর ॥
জলজনয়ন জগমোহন শ্যাম।
জয় জগজীবন-কারণধাম ॥
জলধরবরণহরণ যুবরাজ।
জয় যৌবতজন-মনহিঁ বিরাজ ॥
জগজন-শরণ করণ[২] কমলেশ।
যো কিছু কহ রাধামোহন বিশেষ।

টীকা—"যামুনজল-জলদশরীর" যমুনার জলের ন্যায় দেদীপ্যমান শরীর যাহার, এমন কৃষ্ণ।

"যৌবতজন" যুবতীগণের, জনগণের ও অন্য সকলের।

অথ চিন্তা †।

৪৬৯

সিন্ধুড়ারাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্।[*]

কাঁচাকাঞ্চনকাঁতি কমলমুখী
কুসুমিত কানন যোই।
কুঞ্জকুটীরে কলাবতী কাতর
কাহু কাহু[১] করি রোই ॥
কি কহব কিতব কতয়ে কুলকামিনী
কঠিন কুসুমশর সহই।
করহিঁ কপোল কণ্ঠ করি কুঞ্চিত
কালিন্দীকলমে রহই[২] ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর—
† *সমতালৌ—ক-পুঁথিতে নাই।
১ জয় জয় যামুন—ক-পুঁথি।
২ জগজন-শরণ কারণ—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† তালৌ—ক-পুঁথি।
১ কানু কানু—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
২ এই চরণটি গ-পুঁথিতে নাই।

করকেয়ূর কঙ্কণ কটিকিঙ্কিণী[৩]
কাচত[৪] কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচতটে কোন কামায়ন
কাজর[৫] কালিমহারা॥
কেবল কান্ত-কথা কহি কান্দই
কামকলঙ্কিনী গোরি।
কিঙ্কিত কাল কলপ করি মানই
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

তরু—১৮৮৬।

টীকা—দূতী বা সখী শ্রীমতীর চিন্তাদশা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছে। দীর্ঘশ্বাসাদি অনুভাবের যথাসম্ভব উদয় জ্ঞেয়। সর্বত্রই অনুভাবের যথাসম্ভব উদয় জ্ঞেয়।

"**কিতব**" এই 'ধূর্ত'-সম্বোধন প্রণয়জনিত ঈর্ষোদয়বশত।

৪৭০

সুহইরাগ-চঞ্চুপুটতালাভ্যাম্।

গুরুজনগঞ্জন বোল,
গৃহপতিগরজন ঘোর[১]
গণয়িতে গোপকিশোরী
গহন গেহ গহ[২] ছোরি।
গোবিন্দগুণবতী[৩] সোই
গুণি গুণি[৪] যামিনী রোই। ধ্রু।
গলত গলত[৫] দিঠিধারা—
গিরত গীম মনিহারা।
গুপত গুপত রস-আশে
গরপই করল[৬] গরাসে।
গদ গদ স্বরে অবিরামা[৭]
গাবই[৮] গিরিধর নামা।
গোকুলগোপবিলাপ
গোবিন্দদাসহি[৯] তাপ।

তরু—১৮৯০।

টীকা—দৈববশে আমি এস্থলে আসিয়াছি। এখন সজনানুশীলনে কিছু কাল কাটাও—যদি শ্রীকৃষ্ণ একথা বলেন, তাই সখী বলিতেছে যে গুরুজনগঞ্জনে ও গৃহপতি গর্জনের কথা চিন্তা করিয়া গোপকিশোরী অরণ্যাস্বরূপ গৃহের জন্ম আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছে।

"গুণি গুণি যামিনী রোই"—এস্থলে জাগরণ গৌণ। সুতরাং জাগরণ দশার অনুভাবগুলিও নাই। তাই উদ্ঘূর্ণা ইত্যাদিও নাই।

"গলত গলত" ইত্যাদি—অশ্রুধারা গলিয়া গলিয়া গ্রীবায় মণিহারের ন্যায় পড়িতেছে। গুপ্তরসের আস্বাদ গোপনে লইতে গিয়া সে গরল গ্রাস করিয়াছে।

৪৭১

ধানসীরাগ-সমতালৌ।

কি কহব মাধব কি করব কাজে[১]।
পেখলোঁ কলাবতী প্রিয়সখী মাঝে[২]॥ধ্রু॥
আছইতে আছল[৩] কাঞ্চনপুতলা।
ভুবনে[৪] অনুপম[৫] রূপে গুণে কুশলা॥

---

৩ করকেয়ূর কটিকিঙ্কিনী কঙ্কন—তরু।
কর কঙ্কন-কটিকিঙ্কিনী—গ-পুঁথি।
৪ কাচল—তরু।
৫ কাজরে—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ ঘোর—গ-পুঁথি।
২ গহ'—গ-পুঁথিতে নাই।
৩ গোবিন্দগুণবতী—ক-পুঁথি।
৪ গুণ গণি—ক-পুঁথি।
৫ গিরত গিরত—গ-পুঁথি।

৬ গরলহ করল—তরু।
৭ অভিরামা—মূল পুঁথি।
৮ গাওয়ে—তরু।
৯ গোবিন্দদাস হিয়া—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১০ গোবিন্দদাস হিয়া—মূল পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ কাজ—ঘ-পুঁথি।
২ মাঝ—ঘ-পুঁথি।
৩ আছেন—ক-পুঁথি।
৪ ত্রিভুবনে—তরু।
৫ অনুভব—ক-পুঁথি।

এবে ভেল বিপরীত কামরসেহা।
দিবসে মলিন জনু[৬] চান্দকি রেহা॥
বাম করে কপোল লুলিত কেশভার।
কররনখে লিখু[৭] মহী আঁখিজলধার॥
বিদ্যাপতি ভণ[৮] শুন বর কাণ[৯]।
রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ॥

তরু—১৮৮৫।

টীকা—ইহা অন্য এক সখীর উক্তি। "এবে ভেল বিপরীত কামর সেহ"—এস্থলে বৈবর্ণ্য নামক অনুভাব। এস্থলে মলিনাঙ্গতা দশা হইয়াছে বলিলে চলিবে না কারণ সে দশার অনুভাব সকল এস্থলে উপন্যস্ত হয় নাই। "বাম করে কপোল" ইত্যাদি আধোমুখ্য ভূলেখাদি লক্ষিত চিন্তা-দশার কথাই বলিতেছে।

৪৭২

সুহইরাগ-নিঃসারকতালৌ।

মাধব তোঁহে যব আনল অকুর।
রাই তব চিন্তানদী মাহা[১] বুর॥
কো জানে কত কত করল বিলাপ।
কো অনুভব করু[২] করমক[৩] তাপ॥
ঘন ঘন ঘুরত ঘন ঘন রোই।
চিত[৪]পুতলী সম তব ভেল সোই॥
কোই[৫] নাহি কহইতে সো দুখ পার।
রাধামোহন কহ সো বড় ছার॥

তরু ১৮৮৪

৬ যেন—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ লিখি—ক-পুঁথি।
৮ কহ—ক-পুঁথি।
৯ কান্—গ-পুঁথি, মূল পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ ঘ-পুঁথিতে নাই।
২ কয়-ক-পুঁথি।
৩ মরমক—তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, মূল পুঁথি।
৪ চীত—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, মূল পুঁথি।
৫ কো—তরু।

টীকা—যদি জিজ্ঞাসা কর কতদিন হইতে এই দশা ঘটিয়াছে তাহা হইলে বলি, শোনো যে দিন হইতে অক্রূর তোমাকে লইয়া আসিয়াছে সেইদিন হইতে তাহার এই ভাব।

"চিতপুতলীসম"—এস্থলে জলিত সাত্ত্বিক। দুইটি বা তিনটি ভাব যদি একত্রে স্বপ্রকট দশাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে জলিত-সাত্ত্বিক দশা বলে। এই ভাব নিবারণ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। এস্থলে দৈন্যাদিও ধরিয়া লইতে হইবে কারণ সমস্ত গ্রন্থেই এই সকল অনুভাব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

এই পদটি গীতকর্তার অনুবাদকথন।

অথ জাগরদশা।

৪৭৩

সুহইরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

যলবধি মধুপুর তুহু যাই ভোর।
যুবতি যামিনী যত[১] জাগই জোর॥
যদুপতি যদি ইথে জানহ[২] আন।
যাই যতন করি জান পরমাণ॥ ধ্রু॥
যব কোই জন সঙ্গে জলজ[৩] বিথার।
যতনহি যদি উহি যবহি সুতায়॥
জরি জরি জারত মরমহি[৪] তায়[৫]
যাউ রাধামোহন মরি যাহে গায়॥

তরু—১৮৮৯।

টীকা—এই পদে জাগরদশা নিরূপিত হইয়াছে। "যতনহি যদি উহি যবহি সুতায়" এই যত্নপূর্বক সখীকর্তৃক শয়ন-বিধানের দ্বারা স্বপ্ন বুঝা যাইতেছে। "জরি জরি জারত" এস্থলে গর্ব অভিব্যক্ত।

গীতকর্তা (সখীরূপী) যাহা দেখিয়াছেন তাহার বর্ণনা করিতেছেন।

পাঠান্তর—
১ কত—তরু।
২ জানহি—ঘ-পুঁথি।
৩ জলদ—গ-পুঁথির ও ঘ-পুঁথির এই পাঠ সমাপ্তম।
৪ মরমহি—তরু, গ-পুঁথি, মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৫ এই পাক্তি ক-পুঁথিতে নাই।

অথোদ্বেগদশা।

৪৭৪

বরাড়ীরাগ-যতিতালৌ।

নন্দনন্দন নিচয়[১] নিরীখলোঁ[২]
নিঠুর নাগরজাতি।
নারী নিলজ নেহ-নিরমিত
নাহ-নামে মিলাতি॥ ধ্রু॥
না রহ[৩] নিরুপম নিলয় নিচলহি
নিদঁই[৪] নীরজ-শেয।
নিভৃতি নীপনিকুঞ্জে নিশসই[৫]
না সহ[৭] হিমকর-তেজ॥
নয়ন নীরদে[৮] নীর নিঝরই
নিঁদ নাহি তঁহি[৯] থোর।
নিরসি নূপুর নিয়তে নিকসই
না[১০] ধরে নিরমল চোল॥
নহ ত নিকরুণ নিতি নৌতুন
নগর-নাগরী[১১]-হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই নবীন নিজজন
দাস গোবিন্দ তোরি[১২]॥

তরু—১৮৭৪।

পাঠান্তর—

১ নিচল—ঙ-পুঁথি।
২ নিরখলুঁ—ক-পুঁথি।
৩ ন—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৪ নিন্দই—ক-পুঁথি।
৫ নিভৃত—তরু, ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ নিবসই—তরু। নিকসউ—খ-পুঁথি।
৭ ন সই—ক-পুঁথি।
৮ নীরদ—খ-পুঁথি
৯ নীন্দ নহি—মূল পুঁথি। নীন্দ নহি তঁহি—ঙ-পুঁথি। নিন্দ না আয়ই—গ-পুঁথি।
১০ ন—ঙ-পুঁথি।
১১ নগরে নাগরী—ক-পুঁথি।
১২ তেরি—বহু, তরু, ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি। মিলের দিক দিয়া এই পাঠটি ভালো।

টীকা—এই পদে জাগরমিলিত উদ্বেগদশা। "নিঠুর নাগর জাতি" এস্থলে কোপ ব্যঞ্জিত। "নারী নিলজ" এস্থলে স্ত্রীজাতির প্রতি আক্ষেপ। "না রহ" ইত্যাদিস্থলে চাপল্য ও নিঃশ্বাস। "নয়ননীরদে" ইত্যাদিস্থলে অশ্রু ও নিদ্রাক্ষয়। "নহ ত নিকরুণ" ইত্যাদি স্থলে সান্ত্বনয় গমনপ্রার্থনা।

"নিঁদহি নীরজ শেয" পদ্মপর্ণের শয্যাকে নিন্দা করে।

৪৭৫

শ্রীরাগকন্দর্পতালৌ।

রীঝলি রাজনগর মাহা তোই—
রঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গ মন মোই।
রসময় রাসরসিক ব্রজনাগরী[১]
রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি।
রাধারমণ রতন তুহু দূর—
রবিজারোধে রমণীগণ ঝুর[২]। ধ্রু।
রাকা রজনী রজনীকরজাল[৩]—
রোই রোই বোলত মরমক সাল[৪]।
ঋতুপতি রাতি দিনহি দিন হীন—
রসবতী জীবই কৈছে রস বিন?
রতিপতি রোখে রহিত সব[৫] বেশ—
রূপ নিরুপম রহ অবশেষ।
রসনারোচন শ্রবণবিলাস[৬]
রচই রুচির পদে[৭] গোবিন্দদাস।

তরু—১৮৭৫।

পাঠান্তর—

১ ব্রজনারী—তরু, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
২ বুর—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ জনি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৪ সান—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৫ রস—তরু।
৬ "রসন রোচন"—ক-পুঁথির এই পাঠে র-ল-এর অভেদ জ্ঞান করিলে "রসন রোচন" হইতে পারে।
৭ পদ্ম—ঘ-পুঁথি।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের গমনোত্তমনা দেখিয়া সখীর উক্তি। "রাঁঝলি রাজনগরে" ইত্যাদি—রাজনগরীতে অর্থাৎ মধুপুরে তুমি রহিয়াছ। "রসময়বাদ" এস্থলে বাসন্ত রাসই মুখ্যভাবে জ্ঞেয় অথবা সার্বকালিকও হইতে পারে। "ঋতুপতি রাতি" ইত্যাদির দ্বারা বসন্তও গতপ্রায় বুঝিতে হইবে। "রসনারোচন" ইত্যাদি দ্বারা সাহুনয় স্তুতি। অধরামৃত রসনারোচনত্বের কারণ। নামগুণাদি শ্রবণ-বিলাসের কারণ। "রুচির পদে" কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সুন্দর পদে এবং হৃদয়রঞ্জক কাব্যে।

৪৭৬

গান্ধাররাগ-প্রতিমঠকতালৌ।†

তাপনী তীর তীরতরু[১]—তরুতল
তরল—তরল[২] তঁহি ছাহ।
তরুণ[৩] তমাল তরখি তোঁহে তরখিত
তরুণী তোঁহারি পথ চাহ।
ত্রিভুবনতিলক তুহিনকর তোঁহে বিহু
তপত তপনসম ভেল।
তোঁহে বিহু[৪] তিলেক তলপে তরাসই
তোঁহারি অবধি কত গেল।
তিমিত তিমিত দিঠি[৫] রোই।
তীতল তালবিজনে তনু তাপই
তিরপিত তনিক ন হোই। ধ্রু।

তোড়ল তাড় তড়ক[৬] তিয়াজল
তাড়িত[৭] তড়িতরুচি হার।
তিলে তিলে তরুণী তুয়া পথ হেরই
গোবিন্দদাস কহ সার।

তরু—১৮২৬।

টীকা—'যদি দৈববশত শীঘ্র যাইতে না পারি তাই বলি কয়েকদিনের জন্য তাহাকে ভুলাইয়া রাখ'—এমন কথা যদি বল, তাহা হইলে শোনো। যমুনার তীরতরুতলে ছায়াময় তরুণ তমাল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে সেই তরুণী তোমারই পথ চাহিয়া আছে। অর্থাৎ তমালতরুর সহিত তোমার-বর্ণসাদৃশ্যবশত তরুণকান্তি তরুতলছায়াময় কিশোর তমাল রূপ তোমারই স্মৃতিকে জাগ্রত করিতেছে—সুতরাং ভুলাইব কেমন করিয়া? শুধু তাহাই নহে তোমার বিরহে হিমকর চন্দ্র তাহাকে সূর্যের ন্যায় সন্তাপিত করিতেছে, কি করিয়া তোমার বিরহ সে বিস্মৃত হইবে। যদি বল নিদ্রায় সে বিস্মৃত হউক—তবে বলি শোনো। শয্যায় একেলা শয়ন করিয়া সে অবিরত ত্রাস অনুভব করে—তিলমাত্র সময়ও সে তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারে না। তুমি চলিয়া আসিবার পর কত কাল কাটিয়াছে। সে আর আগমনের বিলম্ব সহিতে পারিতেছে না, নিমেষশূন্য চক্ষে কাঁদিতেছে। (এস্থলে উদ্বেগদশার অনুভাব স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু ও বৈবর্ণ্যের আতিশয্য ব্যক্ত হইয়াছে।) "তোড়লতার" ইত্যাদি উন্মাদদশা-জনিত নহে কেননা উন্মাদদশার অনুভাবগুলি এস্থলে অনুপস্থিত। উক্তিপ্রত্যুক্তিময়বাক্যেও উন্মাদদশার প্রমাণ নাই।

পাঠান্তর—
† তালের উল্লেখ ক-পুঁথিতে নাই।
১ তরল তঁহি—খ-পুঁথি।
২ তরলতর—তরু, বহ।
৩ তরল—খ—পুঁথি।
৪ বিন—গ-পুঁথি।
৫ দিঠে—তরু।

৬ তাড়ি—মূল পুঁথি, গ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৭ তোড়ল তড়িত তড়ক—ক-পুঁথি।

৪৭৭

দাক্ষিণাত্য-শ্রীরাগ-রূপকতালৌ।[†]

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল[১]
বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন[২] কন্দন
মারুত মারত ধাব॥
কতয়ে আরাধব[৩] মাধবা[৪]।
তোঁহে বিনু বাধা-ময়ী ভেলি রাধা॥ ধ্রু॥
কঙ্কণ কঙ্কন কিঙ্কিণী সঙ্কিণী
কুণ্ডল কুণ্ডলী ভান।
যাবক পাবক কাজর জাগর
মৃগমদ মদ করি মান॥
মনমথ মন মথে চঢ়ল মনোরথে
বিষম[৫] কুসুমশর জোরি।
গোবিন্দদাস কহই পুন[৬] এতি খণে
না জানিয়ে কি[৭] ভেল গোরি॥

তরু—১৮২৩।

টীকা—যদি বল বৃন্দাবনের মনোরম কুঞ্জে যথায় কোকিল পঞ্চমে গাহিতেছে ও মন্দ মলয়পবন বহিতেছে—সেখানে লইয়া যাও—তথায় রাধার চিত্তবিনোদন হইবে তবে শোনো। তোমার বিরহে সমস্তই বিপরীত ফলপ্রদ হইয়াছে। কারণ কুঞ্জ হইল গুহাস্থ অগ্নির ন্যায় (অথবা হস্তীর ন্যায়) ভীষণ (প্রথমার্থ পক্ষে কুঞ্জের "র" অর্থাৎ গুহার অগ্নি—"র" "fire."—Apte's, "কুঞ্জ" "we" Apte's.) সুতরাং চিত্তবিনোদন অপেক্ষা চিত্তত্রাসের জনক হইয়াছে। ("হস্তীর" ত্রাসজনকত্ব বৃহৎত্বহেতু বশত।) কোকিল হইয়াছে শোককারক কারণ পূর্বানন্দের স্মৃতি জাগ্রত করিতেছে। বৃন্দাবন দবাগ্নি তুল্য ভীষণ। জ্যোৎস্নাময় চন্দ্র এখন অনলবর্ষী চন্দন রোদনজনক এবং মলয়পবনের শীতল প্রবাহ যেন ছুটিয়া মারিতে আসিতেছে।

সুতরাং তুমি না থাকায় রাধা দুঃখময়ী হইয়া উঠিয়াছে। [যদিও টীকা হইতে বুঝা যায় যে রাধামোহন সম্মত পাঠ "বাধাময়ী ভেল রাধা" তবু কোনো কোনো পাঠে যথা বহুর পদপাঠে "রাধাময়ী ভেল বাধা" থাকায় ইহার অর্থ করিতে হইবে—রাধা শব্দের অর্থ "Prosperity, success"—Apte's—ধরিয়া—বিরহ দুঃখ এখন চরম সীমায় পৌছিয়াছে। সুতরাং রায় মহাশয় যে বলিয়াছেন "রাধাময়ী ভেল বাধা" পাঠটি অশুদ্ধ—ইহা যুক্তি সম্মত নহে। "√রাধ সংসিদ্ধৌ ধাতুগত অর্থকে ধরিয়া সিদ্ধি ও প্রকর্ষ অর্থ পাওয়া যায়।] কঙ্কণ শ্রবণরঞ্জক না হইয়া উদ্বেজক হইয়াছে, কিঙ্কিণী হইয়াছে শঙ্কাদায়িকা, কুণ্ডল হইয়াছে সর্প, অলক্তক হইয়াছে অগ্নি, কজ্জল তাহার কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ তোমাকে মনে জাগাইতেছে এবং মৃগমদকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করাইতেছে। অর্থাৎ যাহা ছিল দেহ মনরঞ্জক তাহাই এখন হইয়াছে দেহ মনের উদ্বেজক কারণ এই সকলের ভীষণত্ব তাহাকে বিকল করিয়া তুলিতেছে। এই অবসরে মন্মথ তাহার মনরূপ রথে চড়িয়া মনোমথন করিবার জন্য বিষম (পঞ্চ) কুসুমশর ক্ষেপণ করিতেছে। সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে—জানি না এতক্ষণে সেই গৌরীর কি হইল।

পঞ্চ কুসুমশর—উন্মাদন, তাপন, শোষণ, স্তম্ভন ও সম্মোহন। ইহার প্রতীক—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল।

পাঠান্তর—

† দাক্ষিণাত্যশ্রী—ক-পুঁথি।
১ শোকিল কোকিল—ক-পুঁথি।
২ 'চন্দন'—গ-পুঁথিতে নাই।
৩ আরোধব—ক-পুঁথি।
৪ মাধব—ক-পুঁথি, মূল পুঁথি, তরু। পংক্তিটি গ-পুঁথিতে আছে—"কতএ সহয়ে রাধা মাধব।"
৫ ত্রসম—ক-পুঁথি।
৬ সব—ক-পুঁথি।
৭ কিয়ে—তরু, খ-পুঁথি।

অথ তানবম্।

৪৭৮

দীপকরাগ-ধ্রুবতালৌ।

দারুদারুণ- দয়িত-দুরণ- দলত দোলত[1] হিয়।
দুসহ দোসর দগধ দরপক দহনে দহ দহ জীয়[2]।
দেবকীসুত দেব দেখলোঁ দীন দুবরি রাই।
দেহ দীপতি দেখত দেখিয়ে দিবস-দীপক ছাই। ধ্রু।
দনুজদারণ[3] দূরদেশহি দোষে দূষিত[4] গোরি।
দৈব-দুরগহ- দোষ[5]-দূষিত দুলহ দরশন তোরি।
দেহি দীঘলি[6] দিঠি[7] দেহলী দামোদর-দিশ দেখি[8]।
দাস গোবিন্দ দীব[9] দেই দেই[10] দীঘ[11] দিনগণ লেখি।

তরু—১২০১।

টীকা—তানব দশার পদ।

হে দেবকীসুত (এস্থলে নন্দনন্দনের প্রতি আক্ষেপ), হে দেব (জিগীষারত—√দিব ধাতু ক্রীড়ার্থক, এস্থলে নারীজয়েচ্ছা ব্যঞ্জিত। √দিব ধাতুর "To cause to Cament, pain, vex, Torment"—Apte's ধরিলে "দেব" শব্দের অর্থ পীড়াদায়ক ও সঙ্গত হয়), সেই রাধা দীনা হইতেও দীনা। দিবসের দীপতুল্য তাহার দেহদীপের ছায়া (দিবাপ্রদীপ দৃষ্টান্তে অঙ্গের ক্ষীণত্ব ও ম্লানিমা ব্যঞ্জিত হইল)। তুমি দয়িত, কিন্তু কাষ্ঠ হইতেও কঠিন। অথচ তুমিই তাহার চিত্তে বিরাজিত রহিয়াছ। তোমার জোরেই একে তাহার হৃদয় নিষ্পীড়িত। তাহার উপর হরকোপানলদগ্ধ দ্বিতীয় মদনও তাহাকে পীড়িত করিতেছে। হে দৈত্যনাশন, তুমি দূরে, সেই দোষে সে নিষ্পীড়ন সহিতেছে। দৈববশত দুর্গ্রহ দোষে দূষিতা তাহার নিকট এখন তোমার দর্শন দুর্লভ। দীর্ঘ-প্রসারিণী দৃষ্টি হানিয়া দেহলী হইতে কৃষ্ণপথ নিরীক্ষণ করিতেছে। সখীরূপী গোবিন্দদাস শপথ দিয়া দিয়া দীর্ঘ দিনগুলি গণনা করিতেছেন। এই উদ্গ্রাহ পদের প্রারম্ভে "দয়িত"—শব্দদ্বারা নিজপতি ও সূচিত হওয়াতে অর্থগত পুনরুক্ত দোষ ঘটে নাই।

পাঠান্তর—

১ দোলিত—ঘ-পুঁথি।
২ জীউ—ক-পুঁথি, মুল পুঁথি, তপুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ দনুজদারন—ক-পুঁথি।
৪ দোষিত—ঘ-পুঁথি।
৫ "দোষ"—গ-পুঁথিতে নাই।
৬ দিঘল—ঙ-পুঁথি।
৭ দীঠে—তরু, গ-পুঁথি।
৮ "দিশ দেখি" হইতে "দাস গোবিন্দ দীব" পর্যন্ত গ-পুঁথিতে নাই।
৯ দিব—বহু।
১০ ক-পুঁথিতে নাই।
১১ দীঘল—ক-পুঁথি।

৪৭৯

তিরোতা-ধানসীরাগ-চন্দ্রপুটতালাভ্যাম্।

মাধব অবলা পেখলোঁ মতিহীনা।

সারঙ্গ-শবদে মদন অধিকাওল
তা[১] দিনে দিনে ভেল খীণা ॥ ধ্রু ॥

গওলি[২] বিদেশ সন্দেশ না পাঠাওলি
কৈছে জীয়ত ব্রজবালা।

তো বিনু সুন্দরী ঐছনি[৩] ভেলহিঁ
যৈছে নলিনী পরপালা ॥[৪]

সকল রজনী ধনি রোই গোঙাওই
স্বপনে না দেখয়ে তোয়।

ধৈরজ কৈছে ধরব বর কামিনী
বিপরীত কাম বিমোয় ॥

বিদ্যাপতি ভণ শুন বর মাধব
হাম আওল তুয়া পাশ।

চোকে চলহ অব ধৈরজ না সহ
ঐছন বিরহ-হুতাশ ॥[৫]

তরু—১৮৯৯।

টীকা—এই পদে চিন্তাদিদশাত্রয় মিলিত-তানবদশা বর্ণিত হইয়াছে। "সারঙ্গ" চাতক। "নলিনী পরপালা" পদ্মের উপর ঘনীভূত নীহার। কেহ কেহ ইহাকে ক্ষীণতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৪৮০

পুরাগসিন্ধুড়ারাগ-নিঃসারকতালৌ।†

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখী
মুদি রহু এ দুই নয়ান।
কোকিল কলরব মধুকরধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপই[১] কাণ ॥

শুন কাহাই[২] বচন হামারি[৩]।

তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুনি গুনি প্রেম তোঁহারি ॥ ধ্রু ॥

ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন উঠই নাহি[৪] পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥

তুহারি[৫] বিরহে দীন খেণে খেণে[৬] তনু ক্ষীণ
চৌদিশী[৭] চাঁদসমান।
ভণহু[৮] বিদ্যাপতি শিবসিংহ[৯] নরপতি
লছিমাদেবী পরমাণ ॥

তরু—১৯০০

টীকা—রাধা চেষ্টিত বর্ণিত হইয়াছে। "দুবরী", "ধরণী ধরিয়া" ইত্যাদি শব্দে দৌর্বল্য সূচিত। "চৌদিশী চান্দ সমান"—এস্থলে কৃষ্ণাচতুর্দশী বোদ্ধব্য এবং ইহাতে তানব অভিব্যক্ত।

এই পদটিও চিন্তাদিদশাত্রয় মিলিত তানবদশা।

পাঠান্তর—

১ তাহে—তরু।

২ গয়োলি—বহ ; রহলি—তরু, খ-পুঁথি।
রহলি গয়োলি—ঙ-পুঁথি।

৩ ঐছন—তরু।

৪ ইহার পর পদকল্পতরুতে আছে—

উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাওই
সোই উঠত মহী কামে।
পুনমিক চাঁদ উঠি পড়ু ক্ষিতি মহা
কাঁদর চম্পক দামে ॥
সোই অবধি দিন বহ আশোয়া বশহুঁ
তে পনি রাখত পরাণ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হয়ল গেয়ান ॥

৫ সকলরজনী…বিরহ হুতাশ—পর্যন্ত তরুতে নাই।

পাঠান্তর—

† "পুরাগ" গ-পুঁথিতে নাই।

১ ঝাঁপল—তরু।

২ মাধব শুন শুন—তরু।

৩ আমারি—ক-পুঁথি।

৪ পুনতহিঁ উঠই না—তরু।

৫ তোহারি—গ-পুঁথি।

৬ খনে খন—ঙ-পুঁথি।

৭ চৌদশী—তরু।

৮ ভণয়ে—তরু। ভণ—খ-পুঁথি।

৯ সিংহ—খ-পুঁথি।

অথ মলিনাঙ্গতা-দশা। †

৪৮১

শ্রীরাগ-নন্দনতালেী।

এত দিনে গগনে   অখীণ[১] রহ হিমকর
জলদে বিজুরী রহ থির।
চামরি চমরু   নগরে পরবেশউ
মদনধনুয়া ধরু ফির।

মাধব বুঝলোঁ[২] তোঁহে অবগাহি[৩]।
এক বিয়োগে   বহুত সিধি সাধলি
অতএ উপেখলি রাই। ধ্রু।

কুমুদিনীবৃন্দ   দিনহিঁ অব হাসউ
বান্ধুলি ধরু নিজ অঙ্গ[৪]।
মোতিম-পাতি   কাঁতি ধরু উজোর
কুঞ্জরগতি চলু ভঙ্গ[৫]।

তুয়া অনুরূপ   রসিক-বর নাগরী
কো ধনি মিলল না জানি।
গোবিন্দদাস কহ   এতহুঁ না জানহ
কুবুজা অব[৬] নবরাণী॥

তরু—১২০৪।

টীকা—এই পদে মলিনাঙ্গতাদশা ব্যক্ত। হে মাধব তোমাতে অবগাহন করিয়া অর্থাৎ তোমাকে বিলোড়িত করিয়া সমস্তই জানিলাম—একজনের বিরহদশায় বহুজনের সিদ্ধিলাভ ঘটুক ইহাই তুমি চাহিতেছ। তাই তুমি রাধাকে পরিত্যাগ করিয়াছ। এখন গগনে চন্দ্র পূর্ণরূপে বিরাজ করুক (কারণ রাধাবদন মলিন) জলদে বিদ্যুৎ স্থির হউক (কারণ রাধাদেহ বিরহদুঃখে চঞ্চল), চামরী চমরুনগরে প্রবেশ করুক (কারণ ধূলিলুণ্ঠিত রাধার কেশরাশির আর পূর্বশোভা নাই), মদন তাহার ধনু লইয়া ঘুরিয়াবেড়াক (কারণ রাধার ভ্রূধনু এখন সৌন্দর্যহীন)। রাধার মুখে আর হাসি নাই তাই কুমুদিনী বৃন্দ এখন দিনেও হাসিতে পারে। রাধার রক্তিম অধর বাঁধুলী-পুষ্পের রক্তিমাকেও হার মানাইয়াছিল এখন সে অধর পাণ্ডুর সুতরাং বান্ধুলি পুনরায় রক্তিমাগৌরব বহন করুক। রাধার দন্তপাঁতি মুক্তাকে হার মানাইয়াছিল, এখন সেই মুক্তা পংক্তি পূর্বকান্তি লাভ করুক। কুঞ্জর চলনভঙ্গিতে রাধার নিকট হার মানিয়াছিল—এখন সেও পূর্বগৌরব লাভ করুক। তুমি রসিকবর এখন যে বর নাগরী লাভ করিয়াছ সে বোধহয় তোমারই অনুরূপ অনুচরি তাই আর প্রেমৈকময়ী রাধাকে মনে ধরিতেছে না।

এই পদে বিরহ জনিত শোভাহ্রাসের কথাই বলা হইয়াছে—অন্য কোনো দশার কথা বলা হয় নাই।

পাঠান্তর—

† গ ও ঘ-পুঁথিতে নাই।
(গান্ধাররাগ-নন্দনতালেী—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
গান্ধার-নন্দনতালতালাভ্যাম্—গ-পুঁথি।
শ্রীগান্ধার-নন্দনতালাভ্যাম্—ঘ-পুঁথি।
১ অথির—ক-পুঁথি।
২ গ-পুঁথিতে নাই।
৩ অবগাই—গ, ঙ-পুঁথি।
৪ নব রঙ্গ—তরু, ঘ-পুঁথি।
৫ কুঞ্জর চলু গতিভঙ্গ—তরু।
৬ হোয়ল—ঙ-পুঁথি।

৪৮২

সুহইরাগেক তালীতালেী। †

হরি হরি কি কহব বিপতি[১] বিশেষ।
হেরইতে পরিজন তনু ভেল শেষ। ধ্রু।
হরিণীনয়নী ধনু নব নব রঙ্গ।
হত বিধি করল মলিন তছু অঙ্গ।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের উল্লেখ নাই।
১ পিরিতি—ঘ-পুঁথি।

হিম-ঋতু হিমহত যছু[২] অরবিন্দ।
হেমবরণ মুখ ভেল তছু বন্ধ[৩]॥
হেন নাহি অঙ্গ মলিন ভিন[৪] কোই।
হীন রাধামোহন-দাস কহ[৫] সোই[৬]॥

তরু—১৯০৫।

টীকা—অনন্তর অন্য এক সখী সান্ত্বনয়ে রাধার দশা বলিতেছেন। সেই মৃগলোচনার যে নব নব রঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিত সেই অঙ্গগুলি এখন মলিন হইয়া গিয়াছে বিধির নিঠুরতাবশত। শীত ঋতুতে হিমহত অরবিন্দের ন্যায় তাহার স্বর্ণাভ বদন এখন শ্বেত পাণ্ডুর। মলিন হয় নাই এমন কোনো অঙ্গ নাই। সখীরূপী রাধামোহন দাস তাহার সাক্ষী।

অথ প্রলাপঃ।†

৪৮৩

ধানশীরাগ-কন্দর্পতালৌ।

শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
রাইক প্রেম-পরিণাম॥ ধ্রু।
তুঁহারি দরশ লাগি সোই।
সখী আগে পুন পুন রোই॥
কহই দেখাও প্রাণনাথ।
অবহিঁ মিলাও মঝু সাঁথ॥
তুঁহারি অবশ নহ শ্যাম।
সাধহ হামারি মনকাম॥
ঐছন শুনইতে বাত।
পরিজনহৃদি শেলঘাত॥
কহইতে[১] আওলুঁ হাম।
রাধামোহন[২] পহুঁ ঠাম॥

তরু—১৯০৭।

টীকা—এই পদটি প্রলাপদশার কারণ দর্শন যেস্থলে দর্শন অসম্ভব সেস্থলে দর্শনপ্রার্থনা অনর্থক বাক্য মাত্র।

অথ ব্যাধিঃ।

৪৮৪

বরাড়ীরাগ-রূপকতালৌ।*

করতলে চান্দবদন[১] রহ থির,
অহনিশি লোচনে ঝরতঁহি নীর।
বিগলিত নীর[২]—বহই ঘনশ্বাস—
দিনে দিনে খীণতনু জীবন নৈরাশ।
এ হরি অবহুঁ অবধি বহি[৩] যায়—
বিঘটনে সপতি মরতি জনি রাই॥ ধ্রু।
কমলিনী কিশলয় শেয বিছাই[৪]
সহচরী মেলি সুতায়লি তাই[৫]।

---

২ যেন—ক-পুঁথি।
৩ হেমবরণ মুখ হইল দুখচন্দ—ক-পুঁথি।
৪ ভেল—খ-পুঁথি।
৫ দাসক—মূল পুঁথি (সম্পূর্ণ পঙক্তি "হীন রাধামোহন দাসক সোই")।
৬ কোই—তরু। এই শেষ পঙক্তিটি ক-পুঁথিতে নাই।
† অথ প্রলাপদশা—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর
১ কহিতে—মূল পুঁথি।
২ গোবিন্দদাস—খ পুঁথি।

পাঠান্তর—
* খ-পুঁথিতে নাই।
ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ বদনচান্দ—তরু। চান্দবদনে—মূল পুঁথি।
২ নিন্দ—তরু। নীন—মূল পুঁথি। নীন্দ—ক-পুঁথি।
৩ নাহি—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৪ বিছায়—ক-পুঁথি।
৫ তায়—ক-পুঁথি।

শতগুণ মদন-দহন তঁহি ভেল—
সো তনুতাপে[৬] ভসম ভই গেল।
চন্দন-পবনে[৭] চমকি ঘন[৮] উঠই,
হিমকর-কিরণে মুরছি মহী লুঠই।
গোবিন্দদাস কহ মুগধল[৯] কান—
এত পরমাদ তোঁহে কি জান[১০]।

তরু—১৭২৭, ১৯১০।

টীকা—"বিঘটনে সপতি" অমুক দিন আসিব এই শপথ যদি ভঙ্গ কর। "মুরছি মহী লুঠই" মূর্চ্ছা ব্যাধিদশার অনুভাবরূপ মোহ। আলোচ্য পদের সর্বচরণে এই দশা নাই কারণ অন্যান্য চরণে চেতনা সূচিত হইয়াছে। "লুঠই" শব্দদ্বারা চেতনাকে সেই চরণে বলবতী বলিয়া ধরিতে হইবে। শীতস্পৃহা পূর্বরাগে হইয়া থাকে। এস্থলে তাহার বিপরীত। কিন্তু বক্ষ্যমান অর্থাৎ পরবর্তী গীতে চন্দন লেপনের কথা থাকায় বিরহের পদেও ব্যাধিদশায় শীতস্পৃহা কচিৎ লক্ষিত হই ইহা স্বীকার্য। ঐ পদেই "ঘন ঘন নিন্দই চন্দন ঘনসারে" চরণে শীতবস্তুর প্রতি অস্পৃহাও দেখানো হইয়াছে। এইরূপে সর্বত্র বোধ্য।

৪৮৫

তোড়ীরাগ-রূপকতালে। †

ঘন-শ্যামর তনু তুহুঁ কিয়ে ভোরি—
ঘোর বিরহজরে মুরছিত গোরি।
ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ যোই—
ঘেরল সকল[১] সখীগণ রোই।
ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি—
ঘুরত যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী। ধ্রু।
ঘন ঘনসার চন্দনে হিয় লাই[২]
ঘুমক সাধে শয়ন অবগাই।
ঘাতক মদন তঁহি[৩] ভেল বাম—
ঘর ঘর শবদে সেই তুয়া নাম।
ঘামকিরণ সম মানই চন্দ,
ঘুমে[৪] বিহ্বল হিয় পাঁজর বন্ধ।
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘন-সার
ঘুম-বিহন দিঠে[৫] করত অপার।
ঘোষ-যুবতী যত[৬] বিরহ হুতাশ—
ঘোষত পঁহু পায়ে[৭] গোবিন্দদাস।

তরু—১৯১৪।

টীকা—"যদি রাধা মূর্চ্ছাপন্নাই হইয়া থাকে তবে আর গিয়া কি ফল", যদি একথা কৃষ্ণ বলেন তাই সখী বলিতেছে—ঘোর বিরহজ্বরেই সে মূর্চ্ছিতা, মোহদশাকে প্রাপ্ত হইয়া নহে। অতএব শীঘ্র গমন করা উচিত কেননা সুন্দরী ঘন ঘন তোমার পথের দিকেই চাহিয়া আছে। "ঘাম কিরণ" সূর্য। "ঘুমবিহীন দিঠে" ইত্যাদি—তোমার বিরহে নিদ্রারহিত তাহার চক্ষু দিয়া সর্বদাই অশ্রুপাত হইতেছে। এই অশ্রুপতন নিদ্রাভাবজনিত নহে।

---

৬ তনুপরশে—তরু।
৭ চন্দনপরশে—তরু।
৮ ধনি—তরু।
৯ নিরদয়—তরু। মুগধ—ক-পুঁথি।
১০ তুহুঁ জানি না জান—তরু।
এতপরমাদ তোঁহে কি না জান—মূল পুঁথি।
এত পরমাদ তুয় কি না জান—ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ গ-পুঁথিতে নাই।
২ চন্দন হিয়ে লাগাই—ক-পুঁথি। চন্দন হিয়ে লাই—ঘ-পুঁথি।
৩ তহতি—তরু।
৪ ঘন—ঘ-পুঁথি।
৫ দিঠি—তরু, ক-পুঁথি, মূল পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
"দিঠে" টীকার পাঠ। রাধামোহন এই পাঠকেই অবলম্বন করায় এই পাঠই গৃহীত হইল।
৬ যত—তরু। জন—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৭ ঘোষত তুয়া পদে—তরু।

৪৮৬

সুহইরাগ-সমতালো।

চিত অতিচপল চরিত গতি তোরি—
চিন্তাচুম্বিত চম্পকগোরি।
চাতুরী চারু-চরিত নিজ খোই
চৌদিশে চাহি চান্দমুখ[১] রোই।
[চল চল চঞ্চল হৃদয় মাঝাই।
চুলকত[২] চিত বিরহজ্বরে বাই। ধ্রু।
চন্দন চান্দ চন্দনি নাহি ছোই
চাঁচর চিকন চিকুরচয় কোয়ী[৩]।
চামর চীর পবন[৪] বহু দাব—
চামরি ভানে চমকি মুরছাব।
চঞ্চরী বোলে চেল[৫] সেই কাণ—
চিহ্নই চিতপুতলী[৬] অনুমান।
চতুর চতুরভুজ তুয়া রস-আশে[৭]
চেতন রহায়ত[৭] গোবিন্দদাসে।][৮]

টীকা—সখী ঈর্ষার সহিত রাধার দশা বলিতেছে। "চিন্তাচুম্বিত চম্পকগোরি" ইহার দ্বারা পূর্বপূর্বদশা পর পর দশায় স্পষ্টরূপে অনুবর্তিত হইতেছে ইহাই জানান হইল। "চুলকত" গণ্ড্রীকৃত—এস্থলে বিচিন্ততালক্ষণ মোহানুভাব ব্যক্ত হইয়াছে। "চমকিত চিত" পাঠেও পূর্বোক্ত অর্থ। "বিরহজ্বর" এস্থলে ব্যাধি স্পষ্ট। "চামর-চীর" ইত্যাদি—চামরবস্ত্র জনিত পবনকে দাবাগ্নি বলিয়া মনে করিতেছে। "চামরি ভানে" ইত্যাদি—অথবা চামরি নামে ভয়ঙ্কর অসুর মননে চমৎকৃতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইতেছে। ভীষণ দর্শন করিয়া মনের কম্প ও উদ্বেগও অনুবর্তিত হইতেছে। "চিহ্নয়িতে" ইত্যাদি—এস্থলে স্তম্ভবৈবর্ণ্যাদি। "চতুর চতুরভুজ" চতুর হইতেও চতুরের পক্ষেও কুটিল। তোমার আগমনের আশাতেই সে চেতন হইয়া আছে অনুভাবরূপ মোহকে নিবারিত করিয়াছে। অতএব শীঘ্র যাও। অন্যথায় সে মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইবে (এই অর্থ ব্যঞ্জিত হইয়াছে)।

৪৮৭

বরাড়ীরাগ-সমতালাভ্যাম্ †।

ছোড়ল সুখময় কুসুমশয়ান,
ছোয়ত হিমকর-কর[১] মুরছান।
ছিরকত মলয়জে জলতাঁহি[২] আগি,
ছটফটি শয়নে গোঙাওই জাগি।
ছেল কানু, তুহুঁ সহজই ভোরি—
ছুটত কৈছে বিরহজ্বরে গোরি। ধ্রু।
ছলে যবে কোই নাম লেই তোরি[৩]
ছল ছল নয়নে তাক মুখ হেরি।
ছাপি রহত[৪] কৈছে মরমক বোল—
ছিন কনক বহু দহনে উজোর।
ছাড়ল সলিল চলত জীউ আব,[৫]
ছীকনে কোই রহই[৬] বহু থাব[৭]।
ছদম ন কহয়ে[৮] দাস গোবিন্দ—
ছায়া একু তুয়া পদ-অরবিন্দ[৯]।

তরু—১৯১১।

পাঠান্তর—
১ চান্দমুখী—ক-পুঁথি।
২ চমকিত—টীকার উদ্ধৃত পাঠ।
৩ কেহি—বহ (সম্ভবত মুদ্রাপ্রমাদ)।
৪ পবনে—খ পুঁথি।
৫ চোল—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ চিত—বহ।
৭ অভিলাষ—গ-পুঁথি।
৮ রহয়েত—ঙ-পুঁথি।
৯ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ক-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ কর—খ-পুঁথি।
২ জলতহিঁ—তরু।
৩ তেরি—তরু।
৪ রহল—ক-পুঁথি।
৫ আর—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৬ রহয়ে—ঙ-পুঁথি।
রহই—খ-পুঁথি
৭ জীব—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৮ কি হয়ে—মূল-পুঁথি।
৯ ঙ-পুঁথিতে শেষ চরণ দুইটির বিপর্যাস আছে।

টীকা—আদিতে "করতলে চান্দ" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমব্যুৎক্রমানুসারে ব্যাধি, চিন্তা, মূর্চ্ছা ও পুনরায় চেতন, অনন্তর পুনরায় চিন্তা, উদ্বেগ ও মূর্চ্ছাদি কথিত হইল। প্রকৃতপক্ষে আমাকেই ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে—আমাতেই দোষারোপ করিতেছে। অতএব আমার বিরহে তাহার ব্যাধি ইহা মিথ্যা কথা। বরঞ্চ এই ব্যাধি দৈহিক ব্যাধি। তাই বলি, আরোগ্যের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন কর।"—যদি কৃষ্ণ এই কথা বলেন—তাই সখী পূর্বেই প্রত্যুত্তর করিতেছে "ছোড়ল সুখময় কুসুম শয়ান" ও পরবর্তী "যোজত পঙ্ক নয়ন জলনীর" ইত্যাদি পদদ্বয়ের দ্বারা।

হে ছলগ্রাহী কৃষ্ণ! তুমি স্বভাবতেই অন্য নায়িকায় মুগ্ধ। কিন্তু রাধাকে সেরূপ চরিত্রের বলিয়া মনে করিও না। বরঞ্চ তাহার অবস্থা শোনো। সে সুখময় কুসুম শয্যাদি ত্যাগ করিয়াছে। চন্দ্রকিরণস্পর্শে মূর্চ্ছিত হইতেছে। শীতল চন্দন পঙ্ক তাহার দেহে অগ্নি-সেকের ন্যায় জ্বলিতেছে। দেহস্বভাবজনিত ব্যাধিতে এগুলি সম্ভব হয়না। উপরন্তু "কৃষ্ণমেঘ ঐ মেঘ" ইত্যাদি বচনছলে বিপক্ষজনকর্তৃক তোমার নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র সজল নয়না হইয়া সে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করে অতএব আপন হৃদয়ের বাণী সে কিরূপে লুকাইয়া রাখিবে। যেমন ছিন্ন সর্ষপ প্রমাণ স্বর্ণও বস্তিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে আপন দীপ্তিতেই সে নিজ পরিচয় দান করে সেইরূপ প্রতিপক্ষজনের বচনে রাধার ধূমায়িত সাত্ত্বিক ভাবও রাধার প্রেমকে বুঝাইয়া দেয়। এস্থলে রাধার ধূমায়িত সাত্ত্বিক ভাব অশ্রু মাত্র। অতএব যে স্থলে অর্থাৎ যে মহাভাবে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবগুলি প্রৌঢ়াবস্থা লাভ করে সেই সুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকদশামিলিত প্রৌঢ়া ব্যাধিদশার কথা আর কি বলিব! এখন মোহাঙ্গ-ভাবের দ্বারা পঞ্চভূতের মধ্যে সলিল তাহাকে ছাড়িয়া গেল বলিয়া মনে হয়—তবে আর জীবন যাইবার বিলম্ব কিসের? কেননা মোহদশা স্থায়ী হইলে আর চেতন হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুনরায় সান্ত্বনয়ে সখীরূপী গোবিন্দদাস বলিতেছেন—এখন তোমার পদারবিন্দই একমাত্র ভরসা। যেমন গন্তুকাম ব্যক্তির যাইবারকালে হাঁচি পড়িলে তাহার আর যাওয়া হয়না—এবং হাঁচি পড়িলে "শতং জীব" বলিয়া আয়ুর্বৃদ্ধি যাচনা করা হয়—তাই তোমার পদারবিন্দ ছায়া সেই মরণোন্মুখা নায়িকার জীবনের কার্য করিবে।

৪৮৮

বরাড়ীরাগ-সমতালো।

যোজত[1] পঙ্ক নয়ন জলনীর—
বৈছন চীত[2] পুতলি রহ[3] থির।
যামিনী যাম যাম যুগ মনই[4]—
জাগরে জাগি ভরমময়[5] ভনই[6]।
জানলু যদুপতি জলধর শ্যাম
জীবইতে যুবতি জপই তুয়া নাম। ধ্রু।
যব কেহ নাওয়ে[7] মলয়জ পঙ্ক
জলতঁহি শতগুণ মদন-আতঙ্ক[8]।
বদনে সুতাম্বল জলরুহ পাত—
জরি জরি তবহিঁ[9] ভসম ভই যাত।
যাঁহা হিমকর ভেল দিনকর রীত—
জানলুঁ জগমাহা সব বিপরীত।
যদি জগজীবন ইথে কর ছন্দ—
যো কছু[10] কহ সতি[11] দাস গোবিন্দ।

তরু—১৯১২।

পাঠান্তর—

১ জোয়ত—তরু।
২ চীত—গ-পুঁথি।
৩ খ-পুঁথিতে নাই।
৪ মানই—খ-পুঁথি।
৫ মরমময়—খ-পুঁথি।
৬ তরই—ঙ-পুঁথি।
৭ লেপয়ে—তরু।
৮ তরঙ্গ—ঙ-পুঁথি।
৯ ততহিঁ—তরু। তবহি—গ-পুঁথি।
১০ কিছু—ঙ-পুঁথি।
১১ সাকে—ক-পুঁথি।

টীকা—সখীর উক্তি। রাধা কৃষ্ণপথ চাহিয়া আছেন।

"যৈছন ভীত পুতলি রহ থির"—এস্থলে ভিত্তিপুত্তলী শব্দের দ্বারাই স্থৈর্য লাভে পুনরায় 'স্থির' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা স্তম্ভস্বেদবৈবর্ণ্যাদির সুদ্দীপ্তত্ব সূচিত হইল। অন্তত পাঁচটি অথবা সবগুলি সাত্ত্বিক ভাবের পরমোৎকর্ষলাভ যেস্থলে সেস্থলে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক। "যামিনী যাম" ইত্যাদি—প্রতিপ্রহর যুগবৎ মনে হইতেছে। পূর্বাবধি জাগরদশা থাকা সত্ত্বেও এস্থলে জাগরণের পুনরুক্তিতে জাগরাবস্থার আতিশয্য কথিত হইল। উন্মত্ত প্রলাপ বকিতেছে। "জীবইতে যুবতি" ইত্যাদি—যাবজ্জীবন তাবৎ তোমার নামজপ করিতেছে। "জপতি" শব্দে স্বরভঙ্গ ধ্বনিত কারণ সুলযুক্তারণ বুদ্ধি বশত মন্ত্র অশ্রুতচর এবং কণ্ঠান্তর্গত। "যতনে সুতায়ল" এস্থলে পূর্বোক্ত স্তম্ভ ও প্রলয় পুষ্টীকৃত হইয়াছে। "জরি জরি" এস্থলে বিরহজ্বরের প্রবল ও প্রকৃষ্ট তাপ সংবেদ্য। "যাহা হিমকর" ইত্যাদি—যেস্থলে শীতলচন্দ্র বিপরীত ফলদায়ক হয় সেস্থলে বোঝা গেল যে জগতে সবই বিপরীত। "যদি জগজীবন ইথে" ইত্যাদি—যে জগজীবন তুমি অর্থাৎ জগতের আনন্দদায়ক তুমি দুর্দৈব বশত রাধার এই দুঃখকে ছদ্ম বা ছল বলে মনে করিও না। সখীরূপী আমি গোবিন্দদাস যথাসম্ভব যে বিরহব্যাধির কথা বলিলাম—তাহা সত্য।

অথোন্মাদদশা।

৪৮৯

ধন্যাবতীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

মাধব ও নব নাগরী বালা।

তুহুঁ বিছুরলি বিহিক ঠারলি[১]

তেলিনী[২] মানিক মালা॥ ধ্রু॥

সে যে সোহাগিনী দেহলী লাগলি

পন্থ নেহারই তোরা।

নিচল লোচন না শুনে বচন

ঢরি ঢরি[৩] পড়ু লোরা॥

তোঁহারি মুরলী সে দিগ ছোড়লী

ঝামরু ঝমরু[৪] দেহা।

যনু সোনারে[৫] কসি কসোটিক

তেজল কনক-রেহা॥

ফুয়লি[৬] কবরী না বান্ধে সম্বরি

ধনি যে[৭] অবশ এতা।

কথলি[৮] তুথলি তুথলি দেখলি

সখিনী সঙ্গ সমেতা॥

ও শশী ও শশী[১০] পঙ্গু শ্বসি শ্বসি

আলি আলিঙ্গন চাহে।

যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখদি[১১]

তাকর জীবন কাহে॥

ভণ[১২] বিদ্যাপতি করিয়া[১৩] সপথি

আর অপরূপ কথা।

ভাবিয়া ভাবিয়া[১৪] তুহারি[১৫] চরিত

ভরম হইল বৃথা॥

তরু—১৯১৮।

পাঠান্তর—

১ বিহি কটারলি—তরু। বিহি টারলি—ঙ-পুঁথি।

২ তেলনি—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৩ ...

৪ বেরি বেরি- ক-পুঁথি।

৫ ঝামর ঝামর দেহা—তরু।

৬ যনু সো সোনারে—তরু, ক-পুঁথি। মূলপুঁথি—"যনু সোনারে"। মূলপুঁথির পাঠ গৃহীত হইল। জনু সো নীরে—বহু।

৭ ফুয়ল তরু, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৮ ধাবয়ে—ক-পুঁথি। ধনিএ—ঙ-পুঁথি।

৯ বাধলি—বহু।

১০ উসসি উসসি—(উঠসি উঠলি তরু। এই পাঠটি ভালো। ও শশি শশি—ক-পুঁথি।

১১ ঔখধ—গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

১২ ভণয়ে—তরু। এই পাঠটি সঙ্গত।

১৩ করিয়ে—তরু।

১৪ ভাবিতে ভাবিতে - ক-পুঁথি, ঙ পুঁথি।

১৫ তোহারি—তরু। ঙ-পুঁথি।

টীকা—পদটি উন্মাদদশার।

অনন্তর অন্য এক সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার উন্মাদদশার বিবরণ দিতেছে। উন্মাদদশার লক্ষণ "ভক্তিতে প্রগ্ৰ হৃদ্‌ভ্রম এবং এই দশা প্রৌঢ়ানন্দ আপদ ও বিরহাদিজনিত। এস্থলে অনুভাব অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টিত, প্রলাপ, ধাবন, আক্রোশ বিপরীত ক্রিয়া ইত্যাদি। "উজ্জ্বলে"ও আছে—সর্বাবস্থায় সর্বত্র তন্ময় হইয়া যদি অতদবস্থতে-তদ্ভ্রান্তি ঘটে তবে উন্মাদদশা হইয়া থাকে। এই পদে "নিচল লোচন"—ইত্যাদিদ্বারা নিমেষবিরহাদি বুঝিতে হইবে। "ঝামরু ঝমরু দেহা" এস্থলে অন্তর্বাহ্যমালিন্য লক্ষিত। অতএব দ্বিরুক্ত হয় নাই। "ফুয়লি কবরী" ইত্যাদি দ্বারা ব্যর্থচেষ্টিত। "রুখলি" সুগন্ধিতৈলোবর্তন-রহিতা। "ভুখলি" কৃষ্ণের জন্য তৃষ্ণা-যুক্তা। "দুখলি" দুঃখিতা। "আলি আলিঙ্গন চাহে" এস্থলে বিপরীত-ক্রিয়া। আভোগে স্পষ্টতই হৃদ্‌ভ্রম।

৪৯০

শবর্শরাগ-শেখর তালৌ। †

নিজ করপল্লব[১] অঙ্গে[২] না পরশই
শঙ্কই পঙ্কজ ভানে[৩]।
মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী
শশী বলি হরই[৪] গেয়ানে॥
মাধব দারুণ[৫] প্রেম তোঁহারি।
যে হাম হেরলোঁ তে অনুমানলোঁ[৬]
ভাগে জীবয়ে বরনারী॥ ধ্রু॥
চন্দন-শীকর অনলকণা সম[৭]
দেহ উঠয়ে[৮] বিথুকাই[৯]।
দীঘ নিশাসে[১০] পবন দব দাবই
জীবই[১১] কেমন উপায়[১২]॥
কহ কবিশেখর ভালে তুহুঁ নাগর
ভালে তুয়া প্রতি কর আশে।
আপন মরম[১৩]জনে এতেক নিঠুর পণ
আন কি[১৪] কাজ কি ভাসে[১৫]॥
সং—৪৭২।

টীকা—অনন্তর অন্য আর এক সখী "নিজকরপল্লব" ইত্যাদি দ্বারা রাধার বিরহোন্মাদ-দশার কথা বলিতেছে। "মুকুর-তলে" ইত্যাদি—দর্পনে স্বমুখদর্শনে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া বুঝিতে হইবে। অন্যথা এ অবস্থায় দর্পনে মুখদর্শন সম্ভব নহে। "দীঘনিশাসে" ইত্যাদি—দীর্ঘনিঃশ্বাসরূপ পবনের উত্তাপে দাবাগ্নিও বিত্রাসিত। "বিথুকাই"—ফোস্কা পড়ে (বিস্বভাবাপন্ন হয়)।

পাঠান্তর—
† কাবর্ণ—ক-পুঁথি।
(শর শরা রাগ-শেখরতালৌ-বহ)
(শর শর রাখ-শেখর-তালৌ—ঘ-পুঁথি।)
১ করপল্লব—সং।
২ অঙ্গ—সং।
৩ ভাণ—সং।
৪ করই—ক-পুঁথি।
৫ বড় দারুন—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৬ অনুমানোনু—ক-পুঁথি।
৭ অমল-কমল স—ক-পুঁথি (অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।)
৮ উঠই—গ-পুঁথি।
৯ বিষকাই—মূল-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১০ নিশাস—সং।
১১ জীবন—ক-পুঁথি।
১২ উপজী—মূল-পুঁথি।
১৩ পরম—সং।
১৪ আনহি—ক-পুঁথি,
১৫ কাজ বিভাসে—সং।

৪৯১

ধানসীরাগ-সমতালৌ।

ফাগুণে গগহিতে গুণগণ তোর—
ফুট কুসুমিত ভেল কানন ওর।
ফুলধনু সোই[১] কুসুমশর সাজ—
ফুকরি রোই ধনি পরিহরি লাজ।
ফুকরি কহোঁ[২]—হরি, ইথে নহ ছন্দ
ফেরি না হেরবি রাই মুখচন্দ॥ ধ্রু॥
ফোরল[৩] তুহুঁ কর মরকত বলই,
ফারল নয়ন সঘন জল চলই[৪]
ফুরল কবরী সখরি নাহি বান্ধ[৫]—
ফণিপতিদমন[৬] বোলি ঘন কান্দ[৭]।
ফুটত[৮] হৃদয় নিদারুণ[৯] নেহ—
ফুতকারহি ধনি তেজবি[১০] দেহ।
ফের না হেরবি সহচরীবৃন্দ—
ফলব কি না বুঝিবে[১১]দাস গোবিন্দ।

তরু—১৭২১, রস—৪৩০।

টীকা—এই পদটি ৪৪২ সংখ্যক পদও বটে এবং উন্মাদদশার পদ বলিয়া টীকাতেও উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে বক্তী সখী কিঞ্চিৎ অন্তঃকুপিতা।

৪৯২

তোড়ীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্। †

বাসিত বিশদ বাসগেহ বৈঠত[১]
বহিভবন বলি উঠই।
বরিহাবিরচিত বীজন বীজয়িতে
বিষধর বিষসম[২] বলই॥
বলাম্বুজ বুঝলহেঁ। বহুবিধ বোধি।
বর বিধুবয়নী বিনোদিনী বল্লবী
বুড়ত বিরহ[৩] পয়োধি॥ ধ্রু॥
বিগলিত বলয় বহুবিধ বল্লবী[৪]
বিলপই বিপিন বিতান।
বিহ্বল বেশ- বিলাস বিলাসিনী
বহু বৈদগধি বিধান॥
ব্রজবনিতা বসুধাতলে[৫] বিলুঠই
বিঘটিত বিমল শয়ান।
বিরমিত বচন বিচারহিঁ বাউরী[৬]
গোবিন্দদাস রস গান॥

তরু—১৭২০।

টীকা—"যদি বল শৈত্যসৌগন্ধ্যসেবার দ্বারা উন্মাদদশার শামা ঘটাও তাহা হইলে বলি শোনো" ইত্যাদি সখীর উদ্গ্রাহ বচন। অন্বয়ার্থ সুগম। "বাউরী" শব্দে স্পষ্টতই উন্মাদদশা কথিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ লেই—তরু।
২ কহুঁ—তরু।
৩ ফোরই—খ-পুঁথি।
৪ দলই—তরু; দলই—পাঠান্তর—তরু। গলই—খ-পুঁথি।
৫ বান্ধে—তরু মূল-পুঁথি।
৬ ফণিপতি মদন—খ-পুঁথি।
৭ কান্দে—তরু, মূল-পুঁথি।
৮ ফুটল তরু।
৯ হৃদয়-বিদারণ—ক-পুঁথি।
১০ তেজব—তরু।
১১ বুঝল—তরু। বুঝব—ক-পুঁথি। বুঝে—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
(তালো—ঙ-পুঁথি)
১ বৈঠল—গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি,।
২ বিষসম—ক-পুঁথি।
৩ বিরহ- তরু : ক-পুঁথি। এই পাঠটি গৃহীত হইল। রস ও মূল পুঁথির পাঠ "বিরহে"।
৪ গ-পুঁথির পাঠ—"বহুবিধ বল্লবী" গৃহীত হইল। "বহুবিধ" শব্দের অন্বয় "বিলপই" শব্দের সহিত। "বাহু বিভবল্লরী" অন্যান্য পুঁথি ও গ্রন্থের পাঠ। এস্থলে "বিভবল্লরী" শব্দটি বাহুর বিশেষণ কিন্তু এই বিশেষণ "বিলপই" ক্রিয়াপদের পুষ্টি বর্দ্ধক নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।
৫ বসুধা—ক-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৬ বহি বিচারি—ক-পুঁথি (বিচারহিঁ বাউরি স্থলে)

৪৯৩

ধানসীরাগ-সমতালৌ।†

ভ্রমই ভবন বনে[১] যহু অগেয়ান—
ভাঙ্গল ভয় গুরুগৌরব মান।
ভাবে ভরল তনু[২] হসি হসি রোই—
ভীত-পুতলী সম তুয়া পথ যোই।
ভাবিনী ভূষণ ভালে[৩] বনমালী
ভোরি কি বিছুরল ব্রজবরনারী। ধ্রু।
ভরমহি[৪] ভরম সঘন মুখ গোই[৫]
ভূতলে মুতলি কুন্তল ফোই।
ভূলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল—
ভীগল[৬] দিঠি-জলে নীল নিচোল।
ভূরি[৭] বিরহ জরে ভরি[৮] মুরছান
ভূরভঙ্গহি[৯] ধনি তেজব পরাণ।
ভাগে[১০] জীবই অব তুয়া অভিলাষে[১১]
ভাব[১২] তোঁহারি বশ গোবিন্দদাসে।

তরু—১৯২২।

টীকা—পূর্বপদাপেক্ষাও প্রৌঢ়োন্মাদদশা বলা হইতেছে "ভ্রমই ভবন বনে" ইত্যাদি দ্বারা অনুরূপ চেষ্টিত বর্ণিত হইয়াছে। "ভূরি বিরহজরে ভরি মুরছান"—এস্থলে ব্যাধি ও তজ্জনিত-মূর্ছা উন্মাদদশার অঙ্গ, কেননা প্রত্যুত্তর-পদের আদিতেই উন্মাদদশার প্রাবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
খ-পুঁথিতে রাগ ও তালের কোন নামই নাই।
১ মহা—খ-পুঁথি।
২ মন—তরু।
৩ ভাবে—ক-পুঁথি।
৪ ভ্রমই—খ-পুঁথি।
৫ চাই—ক-পুঁথি।
৬ আসল—ক-পুঁথি।
৭ ভোরি—খ-পুঁথি।
৮ ভূরি—ঙ-পুঁথি।
৯ ভূরভঙ্গ—ঙ-পুঁথি।
১০ ভালে—ক-পুঁথি।
১১ আশোয়াসে—তরু। আশে—খ-পুঁথি।
১২ ভরব—ক-পুঁথি।

৪৯৪

পুরাণ-সিন্ধুড়ারাগ-সমতালাভ্যাম্।†

নীরস-সরসিজ-শ্যামর-বয়না—
তুয়া গুণ শুনইতে সচকিত নয়না[১]।
খনে[২] মুখ গোই রোই খণে[৩] হসই,
হিয়া-অভিলাষে চলত মহি খলই[৪]।
এ হরি পেখনু সো গজগমনী
জীবইতে সংশয় সো বররমনী[৬]। ধ্রু।
অনুখণ মনসিজ মনমাহা খলই[৭]।
হিমকরকিরণহি থির নাহি মনই[৮]।
খণে উঠে খণে বৈসে যুতি রহ ধরণী—
বিষ-শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী।
কতএ বিছায়ব নলিনীদল[৯] শেয—
ছটফটি শয়নে জীবন[১০] নাহি তেজ।
গোবিন্দদাস কহ শ্যামর চন্দ[১১]
ত্বরিতে মিলহ ধনি টুটই[১২] বন্দ[১৩]।

তরু—১৯২১।

টীকা—উন্মাদদশার প্রৌঢ়ত্ব সান্তনয়ে বর্ণিত হইতেছে। এই পদে মলিনাঙ্গতাদি যাহা কথিত হইয়াছে সে সকলই উন্মাদদশার অনুভাব।

"মুখ গোই" মুখ ঢাকিয়া। "হিয়া অভিলাষে চলত মহি খলই" মনের ইচ্ছাবশতই চলিতে চাহে বটে কিন্তু দৌর্বল্যবশত ভূমিতে খলিত হয়।

পাঠান্তর—
† সিন্ধুড়ারাগ—ক-পুঁথি।
১ তুয়া গুণ শুনইতে চমকিত নয়না।
২ খেনে—তরু।
৩ খেনে—তরু।
৪ হিয়—ঙ-পুঁথি।
৫ খলই—তরু।
৬ কুলবর রমণী—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি ("সো" স্থলে "কুল")
৭ হলই—তরু। খলই—ক-পুঁথি।
৮ মানই—খ-পুঁথি।
৯ কমলদল—তরু।
১০ জীউ—তরু।
১১ শ্যামচন্দ্র—খ-পুঁথি।
১২ টুটই—ক-পুঁথি।
১৩ বন্ধ—ক-পুঁথি।

৪৯৫

শ্রীরাগ-যতিতালৌ। †

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই—
হরিমণি হেরি সঘন জল ঝরই।
হিমকর কিরণহি[১] সো তনু দহই—
হা হা শশিমুখী কত দুখ সহই।
হলধর সোদর কিয়ে তুহুঁ[২] ভোরি—
হেলে হারাওলি হিরণময়ী[৩] গোরি। ধ্রু।
হরিণ-নয়না[৪] অবধি দিন গণই,
হেরইতে পন্থ নিমিখ যুগ মনই।
হিয় মাহা নেহ মরম কাহা[৫] কহই—
হরি হরি বোলি মূরছি মহী রহই।
হসি হসি হরখে হরখে খেনে উঠই
হেমক পুতলি মহীতলে লুঠই[৬]।
হরল[৭] গেয়ান তোঁহারি অভিলাষে—
হোত[৮] কি না বুঝল গোবিন্দদাসে।

তরু—১৯২৩।

টীকা—কৃষ্ণকে নিরুদ্যম মনে করিয়া পুনরায় সখী "হিরণক হার" ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন। "হলধর সোদর" সম্বোধন কোপজনিত—কৃষ্ণের অবৈদগ্ধ্যসূচনার জন্য। "হসি হসি" ইত্যাদি দ্বারা উদ্বেগ স্পষ্ট। "হসি হসি" ইত্যাদি—হাসিয়া হাসিয়া আনন্দে আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে তুমি আসিয়াছ ভাবিয়া উঠিতেছে এবং তোমাকে না দেখিয়া স্বর্ণপুত্তলীর ন্যায় মহীতলে লুটিতেছে।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে রাগের নাম নাই।
১ কিরণে—গ-পুঁথি।
২ তুহু—ক-পুঁথি।
৩ হীরময়—ক-পুঁথি। হিরণমণি—খ-পুঁথি। হিরণময়—ঙ-পুঁথি।
৪ হরিণনয়নী—ক পুঁথি, গ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ ক-পুঁথিতে নাই।
৬ এই পংক্তিটি—গ-পুঁথিতে নাই, ঘ-পুঁথিতেও নাই।
৭ হরলি—ক-পুঁথি।
৮ হেতু—ঘ-পুঁথি।

অথ মোহঃ। †

৪৯৬

দেশাগরাগৈকতালাভ্যাম্। †

নয়নক লোর ওর নাহি চরকত
ধারা পদতল গেল।
হেরইতে মরমে[১] ভরম অছু রোয়ত
থলহি জলজ অনু ভেল।
মাধব কি কহব ও পরসঙ্গ।
সহচরী মেলি কোলে করি রোয়ত
হেরি অবশ প্রতি অঙ্গ। ধ্রু।
উচ কুচ উপর[২] রহত[৩] মুখমণ্ডল
সো এক অপরূপ ভাঁতি।
কনয়াশিখরে যনু উয়ল শশধর
প্রাতর[৪] ধূসর কাঁতি।
খোরি অলকাবলী আপন কর তুলি
পুন পুন পরশই নাসা।
বিকচ কমল সঞে নব কিসলয় কিয়ে
হেরইতে যৈছে[৫] প্রকাশা।
ঐছে দশা বর যাক কলেবর
হেরইতে ঐছন ভান।
কহ ঘনশ্যাম- দাস তছু জীবন
তোঁহারি বিহনে কিয়ে জান[৬]।

তরু—১৯২৭।

পাঠান্তর—

† গ-পুঁথিতে নাই।
১ ভরমে- ক-পুঁথি।
২ উপরে—ক-পুঁথি।
৩ রহত—খ-পুঁথিতে নাই।
৪ নীতর—ক-পুঁথি।
৫ ঐছে—তরু।
৬ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ ক-পুঁথিতে, গ-পুঁথিতে, ঘ-পুঁথিতে ও ঙ-পুঁথিতে নাই।

টীকা—"যদি রাধার উন্মাদ দশাই উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তো সৌন্দর্য, বুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য ইত্যাদি সমস্তই চলিয়া গেল! এরূপ স্থলে আমার যাওয়া নিরর্থক"—যদি কৃষ্ণ এমন কথা ভাবিয়া থাকেন ইহা মনে করিয়া সখী বলিতেছে রাধার অপূর্বসৌন্দর্যময় মোহদশার কথা। হর্ষ, বিশ্লেষ, ভয় ও প্রমাদ হইতে মোহদশা উপস্থিত হয়। ইহার অনুভাব ভূমিতে দেহপতন। "নয়নক লোর" ইত্যাদি—এইরূপ অশ্রু প্রাবল্য অলৌকিক সত্তাস্থলে অসম্ভব নহে। অন্যত্রও মহাকবিপ্রয়োগে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। "হেরইতে মরমে" ইত্যাদিস্থলে চরণ শোভা বর্ণনায় স্থলপদ্মের তুলনা করিয়া জলজশব্দোপাদানবশত অশ্রুধারার মৃণালত্ব ও চরণের জলরুহত্ব প্রদর্শিত হইল। "প্রাতর ধূসর কাঁতি—"এস্থলে প্রতিপদে রাত্রিশেষের চতুর্দণ্ড বুঝাইতেছে। তাহাতে সূর্যোদয়ের পূর্বকালীন শোভাবিশেষকে পাওয়া যাইতেছে এবং এই ধূসরত্ব পূর্বাবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া বুঝিতে হইবে। এই পদে ধ্রুবপদ হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রাতর ধূসর কাঁতি" পর্যন্ত মোহদশা স্পষ্ট। "থোরি অলকাবলী" ইত্যাদি—প্রেমের স্বভাববশত চরম-দশাদ্বয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সহজেই বোধগম্য। মূর্চ্ছা চেতন অবস্থায় চিন্তাদি অষ্ট অবস্থা সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

"থোরি অলকাবলী" ইত্যাদি—অল্প অলক লইয়া মোহাপন্না রাধার নাসার নিকটে সখী ধরিতেছে—নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা জানিবার জন্য। তাহাতে যে শোভা হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে ·যেন বিকচ কমলের পার্শ্বে রহিয়াছে নবীন কিশলয় (কর-রূপ)।

এই পদটির পর ঘ-পুঁথিতে আছে—

"শ্যামমিতিজ্ঞেয়ম্‌ এবং মূর্চ্ছা চেতনে সতি-চিন্তাদীনামষ্টানামপি।"

৪৯৭

ধানশীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।†

থির বিজুরিসম বালা
ধৈরজ রহই ন পারা।
থল সুখ[১] কিছুই না জান—
থলে জলে দহই পরাণ।
থোরহি বুঝবি মুরারি—
থির না বান্ধে কুলনারী। ধ্রু।

থাড়ি করত যব কোই—
থরহরি কাঁপই সই—
থাপি ধরণী তুয়া রেহ[২]
থোয়ত ধনি তঁহি[৩] দেহ।
থবির বাল[৪] সব কোই
থানে থানে রহি রহি রোই।
থাবর সম তুয়া ভাব—
থকিতহু গোবিন্দদাস।

টীকা—অন্য এক সখী আসিয়া পূর্বোক্তকে সমর্থন করিয়া সৌন্দর্যবর্ণন-পূর্বক রাধার মোহদশার কথা বলিতেছে। "থাপি ধরণী তুয়া রেহ" ইত্যাদি—রেখামাত্র চিহ্ন তোমার কল্পনায় ধরণীতে স্থাপন করিয়া কারণ আরম্ভ মাত্র মোহদশা ঘটায় সমুদয় অবয়ব লিখিতে সমর্থ না হওয়াতে রাধা তাহারই উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। সখীর এই উক্তি শুনিয়াও কৃষ্ণ কিছু না বলাতে সখী সাক্ষেপে বলিতেছে—তোমার কথা যেন স্থাবরের কথা অর্থাৎ স্থাবরের ন্যায় তুমি সংবেদন-শূন্য।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ সুক বহ।

২ লেহ ক-পুঁথি (র-ল-এর অভেদ ধরিলে "রেহ")।

৩ তুয়া—ক-পুঁথি।

৪ বালা—ঘ-পুঁথি।

৪৯৮

তিরোথা-ধানসীরাগ-জয়জয়ন্তীতালো।

সখীগণ-কন্দরে[১] থোই কলেবর
ঘর সঞে[২] বাহির হোই[৩]।
বিনি অবলম্বনে উঠই না পারই
অতএ নিবেদলোঁ[৪] তোই[৫]।
মাধব কত পরবোধব[৬] তোয়।
দেহ-দীপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গোঙায়লি[৭] রোয়[৮]। ধ্রু।
অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে বিভায়ল
দারুণ তুয়া নব নেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তুক দোসর দেহা॥
নবমী দশা গেলি[৯] দেখি আয়লোঁ[১০] চলি
কালি রজনী অবসানে।
আজুক এতখণ গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি পরে[১১] জানে॥
কেলি-কলপ-তরু সুপুরুখ অবতরু
নাগর গুণবর রতনে।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমানে॥

তরু—১২৩০।

পাঠান্তর—

১ কন্দরে—বহ, মূল পুঁথি, ঘ-পুঁথি। কন্ধরে—ঙ-পুথির পাঠ গৃহীত হইল।
২ অবশহি—ক-পুঁথি।
৩ হোয়—তরু।
৪ নিবেদলুঁ—ক-পুঁথি।
৫ খ-পুঁথির পাঠ অন্ত্য মিলের দিক দিয়া গৃহীত হইল। "তোহ" —পাঠ মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি ও বহ ইত্যাদি।
৬ পরবোধবি—ক পুঁথি।
৭ গোঙায়ল—তরু।
৮ "রোহ"—খ-পুঁথির পাঠ অন্ত্য মিলের দিক দিয়া গৃহীত হইল। "রোই"—মূল পুঁথি, ঘ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, বহ ইত্যাদির পাঠ।
৯ গেই—মূল-পুঁথি। দেখি—ঙ-পুঁথি।
১০ আয়লুঁ—ক-পুঁথি, ঙ-পুথি।
১১ পায়ে—ঘ-পুঁথি।

টীকা—পূর্ববর্তিনীবক্ত্রী মোহদশার বর্ণনা ইঙ্গিতে করিতেছিল। বর্ণনা করিতে করিতে দুঃখবশত আর বর্ণনা করিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া অন্য এক সখী ইঙ্গিতের আশ্রয় না লইয়া স্পষ্টতই সেই দশা বর্ণনা করিতে লাগিল।

৪৯৯

শ্রীরাগ-শেখরতালো।†

শকতি খীন অতি উঠই না পারই[১]
কাতরে সখীমুখ চাই।
পরশি ললাট করহি মুখ ঝাপল
পদুমিনী হিমকর ধাই[২]।
মাধব করুণালব তোঁহে নাই।
এক দেরি বিরহ- বেয়াধি সমাপহ[৩]
এ তুহুঁ পদ দরশাই[৪]। ধ্রু।
রাই উপেখি ধরণী পর লোঠত[৫]
কত কত সারঙ্গনয়নী।
মধুপুরী-পথিক চরণে পড়ি[৬] রোয়ত
জীবইতে সংশয় জানি॥
এত দিনে নবমী দশা পরিপূরল[৭]
শ্বাস বহে[৮] আধ[১০] মন্দ।
মাধবমোর কালিদহে পৈঠব[১১]
বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত[১২]।

তরু—১২২৮।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
চন্দ্রশেখর তালো—ঘ-পুঁথি

১ রই—ক-পুঁথি।
২ তুয়া মুখ জানি অবগাই—তরু।
৩ করুণাকিলব—তরু।
৪ নিবারহ—তরু।
৫ ধ্রুবপদচিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৬ লুঠই—তরু। শব্দটি ঙ-পুঁথিতে নাই।
৭ চরণ ধরি—তরু।
৮ পরিবেশল—ঘ-পুঁথি।
৯ বহই—তরু। আব—ঙ-পুঁথি।
১০ উধ—তরু। বহে—ঙ-পুঁথি।
১১ পৈঠল—ঙ-পুঁথি।
১২ ন বুঝি ও বেয়াধিক অন্ত—খ-পুঁথি।

টীকা—অন্ত আর এক সখী রাধার মোহদশার প্রৌঢ়তা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণের গমন প্রার্থনা করিতেছে।

"পদুমিণী হিমকর ধাই" রাধা করকমল দ্বারা মুখচন্দ্র আবৃত করিলেন। এস্থলে অদ্ভুতোপমা ঘটিয়াছে। মোহদশাতেও রাধার সৌন্দর্য বর্ত্তমান ইহাই এই অলঙ্কার ব্যবহারের তাৎপর্য। "করুণালব তোহে নাই" এস্থলে ঈর্ষা। "একবেরি" ইত্যাদি—বৈক্লব্য। "এতদিন" ইত্যাদি দ্বারা প্রৌঢ় মোহদশা ব্যক্ত।

অথ মৃত্যুদশা।

৫০০

বরাড়ীরাগ-মধুরতালাভ্যাম্ †।

অঙ্গে অনঙ্গ জর মরমে বিষম শর
কণ্ঠহি জীবন আরা।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু[১] নিঝর[২]
কুচযুগে কাজর হারা॥
মাধব তুহুঁ মধুপুর দূরদেশ।
ও অবলা চির- বিরহ[৩] বেয়াধিনী[৪]
দশমী দশা পরবেশ॥ ধ্রু॥
বিগলিত কম্বু- বলয় কর-কিশলয়
খণহি খণহি খীণদেহা।
কো জানে কাতি তবহি নাহি ছুটত
যদু অব ধিক্ শশিরেহা॥

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ ঝর—বহ।

২ নীর—বহ।

৩ বিরহে—ক-পুঁথি।

৪ বেয়াধি—খ-পুঁথি।

তনু-মন জোরি গোরি তোহে সোঁপল[৫]
যত্ন[৬] কনয়[৭]-জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভনি[৮] কনয়[৯] বিহনে[১০] মণি
কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ॥

তরু—১১৩৮।

টীকা—ইহার পর পুনরায় অন্তর্বৈক্লব্যবশত এক সখী আসিয়া "অঙ্গে অনঙ্গজর" ইত্যাদি দ্বারা দশমী দশার প্রবেশ সূচনা করিতেছে। দশমী দশা মৃত্যু। ইহার লক্ষণ বিবর্ণগাত্রতা, শ্বাসমান্দ্য ও হিক্কাদি। বিষাদ, ব্যাধি, সন্ত্রাস, সংপ্রহার ও শ্রম বা অবসন্নতাদি হইতে প্রাণ ত্যাগকে মৃত্যু বলে। ইহাতে অব্যক্তাক্ষর ভাষণও থাকে। "কণ্ঠহি জীবন আরা" অর্থাৎ যাহার কণ্ঠগত জীবন "করতল বয়ন নয়নে ঝরু নিঝর" এস্থলে বদনের করতলগতত্ব বৈবশ্যবশত, চিন্তাবশত নহে। "নয়ন ঝরু নিঝর কুচযুগে কাজর হারা" এস্থলে সৌন্দর্য পূর্ববৎ অনুসন্ধেয়।

৫০১

গান্ধাররাগ-নন্দনতালৌ।†

তুহুঁ রহ নিকরুণ মধুপুর মাহ,
নিতি নব-নাগরী-রস অবগাহ।
যো খণ মনই[১] তো বিনু যুগলাখ
সো কি সহত চিরবিরহ বিপাক।
এ হরি! এ হরি[২]! তুয়া পথ চাই
অবহুঁ কি জীবই না জীবই[৩] রাই। ধ্রু।

৫ সোঁপলু—খ-পুঁথি।

৬ তরুতে 'যত্ন' নাই।

৭ কনয়া—তরু। খ-পুঁথি।

৮ ভনে—ক-পুঁথি।

৯ কনয়া—খ-পুঁথি।

১০ বিহীন—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ মানই—ক-পুঁথি।

২ খ-পুঁথিতে একবার মাত্র "এ হরি"।

৩ খ-পুঁথিতে "না জীবই" অংশ নাই।

কতই খীণ তনু কহই না জানি—
কঙ্কণ বলয় গলিত দুহুঁ পাণি।
নয়ন নিকাজর[৪] ঢরকত বারি—
নিশি দিশি পহিরণ ভিগল সারী।
ছটফট শয়নে না রহ[৫] সখি অঙ্গ—
কনয়ক পুতলী[৬] লুঠই মহীপঙ্ক।
সময় নিরীখত পরিখত শ্বাস—
ছোড়[৭] আয়লৌ তঁহি গোবিন্দদাস।

টীকা—যদি বল—"রাধার সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু দৈববশতই ইহা ঘটিয়াছে। কিছুকাল তাহাকে সহিষ্ণু হইয়া থাকিতে বল"—তাহা হইলে বলি শোনো। তাহার মৃত্যুদশার উৎকণ্ঠা আরো প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

৫০২

মঙ্গলরাগ-কুন্তলতালৌ।†

তুয়া পথ যোই রোই দিন যামিনী
অতি দুবরি ভেলি বালা।
কি রসে বিয়ায়ব কৈছে[১] নিয়ায়ব
বিষম কুসুমশর-জ্বালা।
মাধব ইথে যদি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ- কলা সম খীয়ত
তোহে যদি[২] চড়ুয়ে[৩] কলঙ্ক। ধ্রু।
চন্দন চন্দ- মন্দ-মলয়ানিল
নীর-নিষিকিত চীরে।
কুবলয় কুসুম কমলদল কিশলয়
শয়নে না যাতই থিরে।
হনিক পুতলী তনু[৪] মহীতলে লুতলি
[দারুণ বিরহ-হুতাশে।
জীবন-আশো[৫] আধ][৬] শ্বাস রহ না রহ[৭]
পরীখত গোবিন্দদাসে।

তরু—১৯৩৪।

টীকা—"কেন এই সকল প্রৌঢ়বাদ করিতেছ? বরং তাহার নিকটে গিয়া তাহার দুঃখবারণ কর" কৃষ্ণ এই কথা বলিতে পারেন ভাবিয়া "তুয়া পথ যোই" ইত্যাদি এক সখীর উক্তি। "কি রসে বিয়ায়ব" ইত্যাদি—কোন রসে তাহাকে জীবন বিষয়ে অনুরক্তা রাখিব এবং কি করিয়া জ্বালা নিবারণ করিব কেননা চন্দনাদি বিপরীত ফলপ্রদ।

৫০৩

গান্ধাররাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।†

নিশি দিশি জাগরি মধুপুর-নাগরী
বেশ পসারল[১] অঙ্গে।
তুহুঁ সুপুরুখ-বর[২] সময় গোঁয়াওসি[৩]
নব নব রস-পরসঙ্গে।
মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছ[৪] অবধি দিন গনি কত রাখব
ব্রজবধূ জীবন শেল। ধ্রু।

---

৪ নয়নকি কাজর—তরু।
৫ রহে—ক-পুঁথি, ড-পুঁথি।
৬ নয়নক পুতলী—তরু।
কনয় পুতলি—ড-পুঁথি। কনকপুতলী—খ-পুঁথি।
৭ ছোড়ি—ড-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ 'কৈছে' তরুতে ও ক-পুঁথিতে আছে। ধরতে নাই, মূল-পুঁথিতে নাই। ছন্দানুরোধে ক-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।
২ পুন—তরু। জানি—
৩ জাল—তরু।

৪ তনু—তরু।
৫ আশে—তরু; আশোআস—মূল-পুঁথি।
৬ বহনা বহ—তরু। রহনা রহই—ড-পুঁথি। বন্ধনী চিহ্নিত অংশ খ-পুঁথিতে নাই। পরবর্তী চরণাংশে "শ্বাস" স্থলে "আশোয়াশ" আছে।
৭ আস—ড-পুঁথি।

পাঠান্তর—

শ্রীগান্ধার রাগ-সুন্দর-তালাভ্যাম্—খ-পুঁথি
১ পসারল—তরু।
২ মণি—খ-পুঁথি।
৩ গোঙায়লি—খ-পুঁথি।
৪ মিছই—তরু।

কেহো ধরনীতলে[5] কেহো যমুনাজলে[6]
কেহো কেহো[7] লুঠই নিকুঞ্জে[8]।
এত দিনে বিরহ[9] মরণপথ পেখলোঁ
তোহে তিবিধ পুন পুঞ্জে[10]।
তপত সরোবরে থোর[11] সলিল জনু
আকুল শফরীপরাণ।
জীবন-মরণ মরণ বরু জীবন
গোবিন্দদাস দুখ[12] জান[13]।

তরু—১২৩৫।

টীকা—"যাহাই হউক, কোনোমতে আমার আগমন বার্তা শ্রবণ করাইয়া তাহাকে আশ্বস্ত কর"—যদি কৃষ্ণ এমন কথা বলেন তাই সখী বলিতেছে—কৃষ্ণ, তুমি যদি নিষ্করুণ হও তবে বৃথা আশ্বাসে কি প্রয়োজন? ব্রজবধূগণেরজীবনই শল্যস্বরূপ হইয়া নিশিদিন পীড়া দিতেছে। "জীবন মরণ" ইত্যাদি—জীবন যদি মরণের ন্যায় পীড়াদায়ক হয় তবে ইহা হইতে মুক্তিদানকারী মরণই জীবন।

৫ কোই ধরনীতল—তরু, ক-পুঁথি। কেহো যমুনাজল—খ-পুঁথি।
৬ কোই যমুনাজল—তরু, ক-পুঁথি। কেহো ধরনীতল—খ-পুঁথি।
৭ কোই কোই—তরু।
৮ নিকুঞ্জ—তরু, খ-পুঁথি।
৯ বিরহে—তরু।
১০ পুঞ্জ—তরু, খ-পুঁথি।
১১ থোরি—তরু।
১২ জানে—খ-পুঁথি।
১৩ পরমান—তরু।

৫০৪

শ্রীশান্তধানশীরাগ-বিজয়ানন্দতালৌ।†

ধৈরজ না রহ দুখ[1]-পরিহর[2]—
ধবলক ধবল না রহ[3] সখী অঙ্গ[4]।
ধূমল ধমিল ধরণী মাহা লুঠই—
ধাধসে চলত খলত মহী লুঠই।
ধনি ধনি ধীর ধরাধরধারী—
ধিক ধিক অবহু জীয়ত[5] উহ[6] নারী। ধ্রু।
ধরই ন আভরণ ধূসর চীর,
ধোয়ত ধূলি নয়ন ঘন নীর।
ধনি নহ ধীঠ চপল তুহুঁ কান—
ধূতক চরিত সরল[7] কিয়ে জান।
ধুরুব ধেয়ান করহুঁ কর তোরি
ধসহিঁ ধরনীতলে[8] মুরছিত গোরি।
ধরমে ধরমে ধনি রহত নিশাস—
ধাবি কহত তোহে[9] গোবিন্দদাস।

তরু—১৩৭২।

টীকা—কৃষ্ণ কোনো প্রত্যুত্তর করিলেন না দেখিয়া নিজসখীকে আক্ষিপ্ত করিয়া সকোপে পূর্বোক্ত সখী উন্মাদদশা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুদশা পর্যন্ত বর্ণনা করিতেছে। উদ্গ্রাহাদি চরণদ্বয়ে ব্যর্থ চেষ্টার দ্বারা উন্মাদ দশা ব্যক্ত। ধ্রুব চরণে ক্লেশের সহিত কৃষ্ণের

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ সুখময়—ক-পুঁথি।
২ পরিহরে—খ-পুঁথি।
৩ রহু—তরু, রহ, ক-পুঁথি।
৪ "অঙ্গ"—খ-পুঁথির এই পাঠ সন্দেহজনক।
৫ জীয়ে—তরু।
৬ তুহুঁ—ক-পুঁথি।
৭ সরলা—ক-পুঁথি।
৮ ধরনীমাহ—খ-পুঁথি।
৯ তোহে—খ-পুঁথি।

নির্দয়ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। সখী বলিতেছে—তুমি ধন্ত কেননা হৃদয়ে নির্দয়স্বরূপ পর্বত ধারণ করিয়াছ। রাধাকে ধিক—কেন না সে এরূপ অবস্থাতেও জীবিত আছে। "ধরমে ধরমে" ইত্যাদি অংশে মৃত্যুদশা প্রতিপাদিত।

৫০৫

পাশ্চাত্যধানসীরাগ-জয়মঙ্গলতালাভ্যাম্ †।

কতয়ে বেরি বেরি রচব শেষ রি
সরস সরসিজ পাঁতি[১]।
শীতল বীজনে সলিল সেঁচনে[২]
কত না পোহাইব রাতি।
শুন শুন[৩] নিদয় নিঠুর চিত।
তো সঞে[৪] নেহ[৫] করি থোয়লুঁ[৬] সুন্দরী
পরাণ দেই পরাচিত ॥ধ্রু[৭]।
কতয়ে চন্দন করব লেপন
তবহুঁ না জুড়ায়ে[৮] অঙ্গ।
তবহুঁ দারুণ উঠয়ে পুন পুন
হৃদয়ে মদন-তরঙ্গ[৯]।
সকল সখীগণ করয়ে রোদন
কি ভেল বলি উরে তাড়ি[১০]।
কুন্তল তোড়ই বসন ফাড়ই
বিহিকে দেওই গারি[১১]।
কোই লুঠই কোই ছুটই
হা প্রিয় প্রাণ সখি ডাকি।
কহে বলরাম ধবল[১২] কালিম।
দেই বদনক সাখী।

তরু—১১৩১।

ইহার পর তরুতে আছে—

কবহুঁ অঙ্গন কবহুঁ সে সদন
কবহুঁ সহচরি-কোর।
কুসুম কবরী লুটয়ে সুন্দরি
কত নদী বহে লোর।
ধরণী উপর নিচল কলেবর
পড়ল আঁখর ফোরি।
কোই না কহ শ্বাস না বহ
নিমিখ তেজলি গোরি।
কোই ছুটত কোই পুঠত
প্রাণপ্রিয় সখি ডাখি।
কহই বলরাম ধবলি কালিম
বদনে দেয়বি সাখি।

টীকা—অনন্তর কোপবশত তাহাকে বাক্স্থগিতা দেখিয়া অন্য এক সখী প্রেমবশত রাধার অমঙ্গল মরণের কথা স্পষ্ট বলিতে সমর্থ না হইয়া "কতয়ে বেরি বেরি" ইত্যাদি দ্বারা মৃত্যুদশার প্রৌঢ়ত্ব নিবেদন করিতেছে।

পাঠান্তর—

† ধানসীরাগঃ—ক-পুঁথি।
১ পাতি—মূল-পুঁথি। পাত—ঘ-পুঁথি।
২ সিঁচনে—তরু।
৩ শুন—তরু।
৪ তোহরি—ক-পুঁথি।
৫ রেন—ঘ-পুঁথি।
৬ থোয়ল—ঘ-পুঁথি।
৭ ধ্রুবপদচিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৮ জুড়এ—ঙ-পুঁথি।
৯ উঠয়ে পুন পুন তবহু দারুণ
হৃদয়ে মদন তরঙ্গ।—তরু।

---

১০ তালি—ঙ-পুঁথি।
১১ দেওল গালি—ঙ-পুঁথি।
১২ ধবল—ক-পুঁথি।

৫০৬

বরাড়ীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্ †।

নদী বহে নয়নক[১] নীরে—
মুরছি পড়ল তন্থ তীরে।
মাধব তোঁহারি করুণা অতি বঙ্কা[২]—
তোঁহে নাহি তিরিবধ-শঙ্কা[৩]। ধ্রু।
তৈখণে খীণ ভেল শ্বাসা[৪]—
কোই নলিনীদলে করই বাতাসা[৫]।
চৌদশী চান্দ সমান—
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ।
কোই রহ রাই উপেখি,
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি,
কোই সখী পরীখই[৬] শ্বাস—
হাম ধায়লুঁ[৭] তুয়া পাশ।
পালটি চলহ নিজ গেহ—
মনে গুণি পূরব সনেহ[৮]।
নৃপতি শিবসিংহ[৯] কবি ভাণ—
মনে জানি[১০] বুঝহ সেয়ান।

তরু—১২৪০।

টীকা—পুনরায় পূর্বোক্ত সখীকেও মৌনবতী দেখিয়া স্পষ্টতই মৃত্যুদশার প্রৌঢ়ত্ব বর্ণনা করিতেছে। "চৌদশী চান্দসমান"—ইত্যাদি দ্বারা কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীর চাঁদ যেরূপ অলক্ষ্য থাকে সেইরূপ তাহারও মৃতপ্রায় অবস্থা। কৃষ্ণ সেখানে গেলে হয়ত রাধার প্রাণ ফিরিয়া আসিবে—ইহাই সখীর বক্তব্য। তাই চরমচরণে "কো ইহ লখই নিশাসা" ইত্যাদি বলা হইল।

ভণিতা হয় নৃপতিসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতির, না হয় ঐ-নামা কোনো কবির।

অথ চেতনম্ †।

৫০৭

মল্লাররাগ-ললিততালাভ্যাম্*।

মলিন চিকুর তনুচীরে।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে॥
এ[১] মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবধী মুগধী[২] ভেল সোই[৩]। ধ্রু।
কোই নলিনীদলে[৪] করত বাতাসা[৫]।
কোই চতুর ধনি হেরই নিশাসা[৬]।
কোই কহে আওয়ে[৭] ওই[৮] হরি।
শুনিঞা চেতন ভেল নাম তোঁহারি।

পাঠান্তর—

* বরাড়ীরাগঃ—ক-পুঁথি।
১ নয়নের—খ-পুঁথি।
২ বঙ্ক—খ-পুঁথি।
৩ শঙ্ক—খ-পুঁথি।
৪ শ্বাস—খ-পুঁথি।
৫ বাতাস—খ-পুঁথি।
৬ পরিখর—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৭ ধায়ল—খ-পুঁথি।
৮ সুনেহ—তরু।
৯ নৃপতি সিংহ—ঙ-পুঁথি।
নৃপতি সিংহ কবি ভান।
মনে গণি বুঝহ সেয়ান॥—তরু।
নৃপতি সিংহ কবি ভানে।
মনে জানি বুঝহ সেয়ানে॥—ক-পুঁথি।
১০ মনে জানি মধু—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

* অচেতনম্—খ-পুঁথি।
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ শুন—তরু।
২ মুগধী লুবধী—খ-পুঁথি।
৩ সোয়—তরু।
৪ কমলদলে—তরু।
৫ বতাস—তরু, খ-পুঁথি।
৬ নিশাস—তরু, খ-পুঁথি।
৭ আওল—তরু। আওই—খ-পুঁথি।
৮ ক-পুঁথিতে "ওই" নাই।

উরে লোলত[৯] শ্যামর বেণী।
কমলিনী কোড়ে যৈছে[১০] কাল-সাপিনী॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিনী বেদন সখী সমুঝাওয়ে॥

তরু—১২৪৩।

টীকা—শ্রীরাধার দশমীদশা শ্রবণেও শ্রীকৃষ্ণের কিছু ব্যামোহ দেখিয়া কোনো এক সখী রাধার চেতনদশার কথা বলিতেছে। "করতলে বয়ন" ইত্যাদি দ্বারা পূর্ববৎ বৈবশ্যবশম্ বুঝিতে হইবে, চিন্তা নহে।

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রত্যুক্তিঃ।
বৃহৎইরাগ-কন্দর্পতালৌ[†]।

৫০৮

তিল এক নয়ন- ওত[১] জীউ না সহ
না রহ দুহু তনু ভিন।
মাঝে পুলক গিরি অন্তর মানিয়ে
ঐছন[২] রহ নিশি দিন॥
সজনি কোন পর জীয়ব কাণ।
রাই রহল দূর হাম মথুরাপুর
এতহুঁ কি সহে পরাণ[৩]॥ ধ্রু॥
ঐছন নগর ঐছন নাগরী
ঐছন সম্পদ মোর।
রাধা বিনু সব বাধা মানিয়ে
নয়ন না তেজই লোর॥
সোই যমুনা বন[৪] সোই রমণীগণ
শুনইতে চমকিত চিত।
কহ কবিশেখর অনুভবি জানলোঁ
বড়কা বড়ই পিরিত॥

তরু—১৯৪৮, সং ৪৭৪।

টীকা—অনন্তর রাধার চেতনবার্তা শুনিয়া কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া কৃষ্ণ "তিল এক নয়ন" ইত্যাদি দ্বারা স্বদুঃখ অভিব্যক্ত করিতেছেন।

৫০৯

পঠমঞ্জরীরাগ-চন্দ্রশেখর-তালাভ্যাম্[†]।

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ।
ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ॥
তাঁহি সেটি কেহো উন শুনায়।
বদন সেঁচই কেহো জল লেই ধায়॥
কি করব[১] মাধব কমলমুখী।
যতনে জীয়াওল সকল সখী॥ ধ্রু॥

কাহুক নলিনী[২] কাহুক চন্দনা।
কেহো কহে আওল[৩] নন্দক নন্দনা[৪]॥
সরস মৃণাল হৃদয়ে ধরে কোই।
চান্দকিরণে কেহো রাখয়ে গোই॥
কেহো মলয়ানিল বারই চীরে।
কেহো[৫] করই নবকিসলয় দূরে॥

মধুকর ধনি শুনি কেহো[৬] মুদে কাণ।
করতল-তালে[৭] কেহো[৮] কুকিল[৯] খেদান॥

---

৯ দোলে—তরু।
১০ জনু—তরু।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ ও—ঙ-পুঁথি।
২ ঐছনে—ক-পুঁথি।
৩ এ তোয়া না সহে পরাণ।—সং।
৪ জল—তরু, ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ করব—তরু।
২ "কাহুক নলিনী"—অংশ ঘ-পুঁথিতে নেই।
৩ আইল—ঘ-পুঁথি।
৪ কোই কহই আয়ল নন্দনন্দনা—তরু।
৫ কোই—তরু। কেহ—ঘ-পুঁথি।
৬ কোই—তরু।
৭ করতলে তালে—ঙ-পুঁথি।
৮ কোই—তরু, কেহ—ঘ-পুঁথি।
৯ কোকিল—তরু, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

কান্থ দিগন্তহি কোন কোন যায়।
কেহো কেহো হরি তুয়া গুণ পরথায়[১০]॥
বীর নারায়ণ[১১] ভূপতি ভান।
বিজয় নারায়ণ ইহ রসগান[১২]॥

তরু—১৯৪৪।

টীকা—সখীর উক্তি। রাধার বিরহদশায় সখীদের সেবার ঐকান্তিকতা বর্ণিত হইয়াছে এবং সখীদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়া রাধার প্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে।

৫১০

ধানশীরাগ-কুন্থলতালাভ্যাম্।

কুঞ্জভবনে ধনি তুয়া গুণ গণি গণি
অতিশয় দুবরি ভেল[১]।
দশমীক পহিল দশা পেখি সখীগণ[২]
ধরি সবে[৩] বাহির কেল॥
শুন শুন মাধব কি বলব তোয়[৪]।
গোকুল-তরুণী নিচয় মরণ জানি
রাই রাই করি রোয়[৫]॥ ধ্রু।
তঁহি এক সুচতুরী তাক শ্রবণ ভরি[৬]
পুন পুন কহে[৭] তুয়া নাম।
বহুখণে সুন্দরী পাই পরাণ ফেরি[৮]
গদ গদি কহে শ্রাম নাম[৯]।
নামক[১০] অঙ্কুর[১১] গুণ না শুনিয়া ত্রিভুবন
মৃতজন[১২] পুন কহে বাত।
গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাঁথ[১৩]॥

তরু—১৯০৭,
কীর্তনানন্দ পুঁথি (বরাহনগর—২৯-২৯৫ পত্র)
যাহা ১৭৬৬ খৃঃ সঙ্কলিত।

টীকা—সখীর উক্তি।

এই পদটির শেষে ও "তুয়া নামে প্রাণ পাই" পদটির পূর্বে ড-পুঁথিতে আছে—"হে কৃষ্ণ মথুরানাথ ব্রজনাথনাশন *।
(*এই পদটি ভুল।)
মন্মুন্দরগোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবে॥"

অথ অর্ধবাহ্যদশা।

৫১১

ঐশাগু ধানশীরাগ-বিজয়ানন্দতালাভ্যাম্[+]।

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চান্দমুখ কান্দে উভরায়॥
কাঁহা বিব্যাঞ্জন মোর নয়ন অভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাঁহা নবঘনশ্যাম।

---

১০ পরথায়—তরু, ড-পুঁথি।
১১ নরনারায়ণ—তরু। নীরনারায়ণ—ড-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১২ জান—তরু।

পাঠান্তর—
১ তাহে অতি অশকতি ভেল—কী।
২ দশমীক পহিল দশা হেরি সহচরী—তরু।
পহিলহি দশমী দশা হেরি সখীগণ—কী।
৩ ধর সঙ্গে—তরু।
৪ মাধব অবলা কি দেওলি বরায়—কী।
৫ ধ্রু পদচিহ্ন—ড-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৬ আর এক সুন্দরী শ্রবণে তাক ধরি—কী।
৭ লহে—কী।
৮ শুনি শুনি সুন্দরী বিকট কণ্ঠ করি—কী।
৯ পানি ভরল দু নয়ান—কী।
গদ গদ কহে শ্রাম শ্রাম—তরু।
১০ নামহি—ক-পুঁথি।
১১ অঙ্কুর—গ-পুঁথি।
১২ মৃত-জনে—ক-পুঁথি।
১৩ এই শেষ চারিটি পংক্তির স্থলে কীর্তনানন্দে আছে—
নানা শাসন তনু পুলকিত ভেল
ধাই আওলু ইহ জানি।
মাধবদাস কহে শুন বর নাগর
কহইতে আওলু বাণী॥

অমৃতের সার কাঁহা সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাঁহা[1] মুরলীবদন॥
দূরে ত তমালতরু করি দরশন।
উনমতি হৈয়া ধায় চায়[2] আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো[3] উনমাদ।
হেরইতে পশুপাখী করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তমদাসক দুখ[4] নাহি ওর॥

তরু—১৭৪৫।

টীকা—এই পদটিতে দশমীদশানিবৃত্তিকালে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উদ্‌ঘূর্ণোন্মাদের কথা সখী বলিতেছে। "দিব্যাঞ্জন" শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ—নেত্রসুশীতলকর অঞ্জনস্বরূপ। এই পদে "উনমতি হৈয়া ধায়"—এই মথুরাগমনস্ফূর্তিই ভ্রম।

অথ বাহ্যদশাজ্ঞাপনম্।

৫১২

সুহইরাগ-সমতালেী।

যব রহু[1] অচেতন বিরহ বিভোর।
সো দুখ কো জন কহি করু[2] ওর॥
তুয়া নাম শুনি যব চেতন পাই।
যো কিছু[3] বিলপই নিজ দুখ[4] রাই॥

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষক—ঙ-পুঁথি।
২ চাহ—তরু।
৩ ক-পুঁথিতে নাই। যেই—ঙ-পুঁথি।
৪ দুখ—ক-পুঁথি (এই পাঠে পরবর্তী "ওর" শব্দের অর্থ তরফ বা পক্ষ ধরিতে হইবে। পংক্তির অর্থ হইবে—'নরোত্তম দাসের পক্ষে দুখ নাই।')

পাঠান্তর—
১ রহ—তরু, ঙ-পুঁথি।
২ করু—রহ। কর—খ-পুঁথি।
৩ কোহ—খ-পুঁথি।
৪ দুখে—তরু।

যদুপতি সো অব[5] কর অবধান।
যাহা শুনি বিদরয়ে দারু[6] পাষাণ॥ ধ্রু॥

সো গুণনিধি মোহে[7] যত কর[8] প্রেম।
নিরুপম যৈছন লাখবান হেম॥
সো যদি বিছুরল বিদগধরাজ।
খেণ রহু জীবন ইহ বড় লাজ॥
কি করব অব হাম কহত উপায়।
রাধামোহন কহ বড় ভেল দায়॥

তরু—১৯৬৪।

টীকা—"যব রহু অচেতন" হইতে "আর পুন শুনহ" পর্য্যন্ত ৫১২ হইতে ৫১৫ সংখ্যক চারিটি পদ বাহ্যদশায় রাধার নানা চেষ্টিত বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলিতে প্রেমবৈবশ্য-বশত যেমন যেমন জ্ঞানলাভ তেমন তেমন কথনোপক্রম হওয়াতে ব্যতিক্রম উদাহরণও ধরিয়া লইতে হইবে।

৫১৩

ধানসীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।†

শতবর পুটপাক তাপক সার।
পিয়াক বিরহ আগে কিবা সোই[1] ছার॥
কোটি কালকূটবর ক্ষোভক যোই।
পিয়াক বিরহ আগে তুল নহ[2] সোই॥
বজরপাত শত সহইতে পারি[3]।
পিয়াক বিরহ হাম সহই না পারি[4]॥

---

৫ যদি—খ-পুঁথি।
৬ দারুণ—ক-পুঁথি।
৭ মোরে—ক-পুঁথি।
৮ করু—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই
১ সেই—খ-পুঁথি।
২ নহ—মুল-পুঁথি। নাহি—ক-পুঁথি।
৩ পারে—ক-পুঁথি।
৪ ন হইতে নারি—ঙ-পুঁথি।

হৃদয়ে মগন[৫] শেল সেহ সহি যায়।
পিয়াক বিরহ তড়ু[৬] সহনে[৭] না যায়॥
বড়ই বিচ্ছেদ হৈতে ইহ বলবান্।
মরম ভেদই মোর না সহে পরাণ॥
ঐছন কত কহ বিরহবেয়াধি।
রাধামোহন পঁহু শুন ইহ আধি॥

টীকা—এই পদে ব্যাধিদশাক্রান্ত শ্রীমতীর উক্তি সখী উদ্ধৃত করিতেছে।

"শুন ইহ আধি"—অতিশয় মনঃপীড়ার কথা শুনিতেছেন।

৫১৪

সুহইরাগ-সমতালৌ।†

রাইক উদবেগ শুন শুন কাণ।
যাহা শুনি দরবত দারু পাষাণ॥ ধ্রু[১]॥
সখী আগে কহ মঝু মন জরি যায়।
হাহা কি করব মুঞি বড় ভেল দায়॥
বিরহপয়োধি মাঝে রহিলুঁ পড়িয়া।
পারাবার[২] নাহি প্রাণ না যায় ছাড়িয়া॥
কহত উপায় যাহে[৩] খেণেক জুড়ায়।
রাধামোহন পঁহু তুহুঁ সে উপায়॥

টীকা—এই পদটিতে সখী কর্তৃক রাধার উদ্বেগদশা বর্ণিত হইয়াছে। "পারাবার" পূর্বোত্তর কূল।

৫ হৃদয়-গমন—খ-পুঁথি।
৬ তব—খ-পুঁথি।
৭ সহ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ ক-পুঁথিতে ধ্রুবপদচিহ্ন নাই।
২ পারাপার—মূল-পুঁথি। টীকার পাঠ "পারাবার" হওয়াতে এই পাঠই গৃহীত হইল।
৩ যাতে—ক-পুঁথি। যাথে—গ-পুঁথি।

৫১৫

মল্লাররাগৈকতালীতালাভ্যাম্।*

আর পুন শুনহ[১] রাইক বাত।
শুনইতে যাক মরম জরি যাত॥
সখি[২] আর কিয়ে[৩] হেরব সো মুখচন্দ[৪]।
পুন কিয়ে হেরব হসিত-লব মন্দ॥ ধ্রু॥
পুন কিয়ে শুনব সো বেণুগান।
পুন কিয়ে হেরব ভ্রমরু কামান[৫]॥
পাশরিতে নারি আমি নবঘন শ্যাম।
কে মোরে মিলায়ে দিবে[৬] ইন্দীবরদাম॥
কৈছনে বঞ্চিব ইহ দিন রাতি।
কি করব সো বিহু কাটয়ে[৭] ছাতি॥
ঐছন কহত যব হোয়ত জ্ঞান[৮]।
রাধামোহন পঁহু করহ পয়ান॥
তরু—১৯৬৫।

টীকা—রাধার মহোদ্বেগ বর্ণিত হইয়াছে।

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ।

৫১৬

সুহইরাগ-সমতালৌ।*

যব তুহুঁ[১] লায়ল নব নব নেহ।
কেহু না গুণল পরবশ দেহ॥

পাঠান্তর—
* ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ অবহু না শুন—ক-পুঁথি।
২ তরুতে 'সখি' নাই।
৩ কি—গ-পুঁথি।
৪ 'সো মুখচন্দ' স্থলে "মুখচাঁদ"—ক-পুঁথি।
৫ ভ্রুধনুকাম—ক-পুঁথি। ভুরুযুগ সান—খ-পুঁথি।
৬ দিব—ক-পুঁথি।
৭ ফাটি যায়—তরু।
৮ দীন—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
* ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ তুহুঁ—তরু, ক-পুঁথি।

অব বিধি[২] ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দুলহ দূরে রহু কেলি॥
তুহু পরবোধবি রাইক সজনী।
যৈছন জীবয়ে দুয় এক রজনী॥
গণয়িতে অধিক দিবস গনি[৩] লেখ।
মেটী শুনায়বি দুয় এক রেখ॥[৪]
তাহে কি[৫] সংবাদব পরমুখে বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি॥
এতহুঁ নিবেদনুঁ তুয়া পায়ে কাণ।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

তরু—১৮৩৩।

টীকা—পুনরায় রাধার দশা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধবাক্যে দূতীকে জানাইতেছেন। "তাহে কি সংবাদব" ইত্যাদি—তোমাদের স্তায় মর্মাভিজ্ঞ অন্তরঙ্গজন ভিন্ন কি করিয়া মর্মানভিজ্ঞ বহিরঙ্গ জন দ্বারা রাধাকে সংবাদ পাঠাইব! এখন সুচতুরা তোমাদের পাইলাম আমার মর্ম তোমাদের জানাইলাম, দিন দুই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখ—আমি যাইতেছি। গোবিন্দদাস সাক্ষী রহিল।

ততঃ শ্রীমতী নিকটে সখীবচনম্।

৫১৭

তিরোতা-ধানসীরাগ-চন্দ্রশেখরতালো। †

রাধানাম আধ শুনি চমকিত[১]
ধরই না পারই অঙ্গ॥
লোচন-লোরল- লহরীভরে আকুল
কো কহ মরম[২]তরঙ্গ॥
সুন্দরী দূর কর হৃদয়ক বাধা।
রাধামাধব তুয়া অবধারনু
মাধবকে[৩] তুহুঁ রাধা॥ ধ্রু[৪]॥
তোঁহারি সংবাদ- সুধারস-উনমত
হসি হসি ঘন তনু মোর।
লেখত পাতি দেখত নাহি কাগজ[৫]
গদ গদ রোধল বোল॥
গীমক ভঙ্গে পদ দরশায়ল
দুহুঁ দিঠি-পঙ্কজ মোদি[৬]।
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন[৭] ধনি ধনি[৮]
সমুঝবি ইঙ্গিতে সোধি[৯]॥

ক—১১১৬।

টীকা—এই পদে সখী রাধার নিকট কৃষ্ণের ব্যামোহ ও আগমনবার্তা জানাইতেছেন।

৫১৮

ধানসীরাগনন্দনতালো।*

যো মুখ নিরীখণে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি[১] আওব কহই॥
শুন সখি কি বলিব তোয়।
নিলজ প্রাণ সহজে রহু[২] মোয়॥ ধ্রু॥

২ বিহি—ক-পুঁথি।
৩ করি—ক-পুঁথি।
৪ ইহার পর তরুতে অতিরিক্ত পাঠ—লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে বহু রীত। নিজ করে লিখয়িতে নাহি পরতীত॥
৫ কতয়ে—তরু।

পাঠান্তর—
(—শেখরতালো—খ-পুঁথি।)
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ চমকই—ক।
২ প্রেম—ক।
৩ মাধবকি—ক।
৪ ধ্রুবপদ—ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৫ কাজর—ক। এই চরণাংশ ক-পুঁথিতে আছে—"দেখত কাগজ"।
৬ মুদি—ক-পুঁথি।
৭ শুনি—ঙ-পুঁথি।
৮ কহই ধনি ধনি তুহু—তরু।
৯ ইঙ্গিত শুধি—ঙ-পুঁথি। ইঙ্গিতে বোধ—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
* ক পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ পরবোধবি—ক-পুঁথি।
২ রহে—খ-পুঁথি।

সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়।
তিলে এক জীবইতে লাজ বহু মোর॥
যহু বড়বানল[৩] হৃদি মাহা এহ।
কি[৪] সুখ লাগি ভসম নহ দেহ॥
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস সোই[৫] দুখ[৬] হেরি রোয়॥

তরু—১৯৫১।

টীকা—সখীর কথায় প্রবোধ না মানিয়া কিঞ্চিন্মাত্র কাল ও বিলম্বে অসহিষ্ণুতা দেখাইয়া পরমোৎকণ্ঠিতা রাধা "যো মুখ নিরীখণে" ইত্যাদি পর পর তিনটি পদে অর্থাৎ ৫১৫, ৫১৬ ও ৫১৭ সংখ্যক পদে দশমী দশার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। "অব মঝু জীবন উপেখন হোয়" এস্থলে মরণাকাঙ্ক্ষা।

৫১৯

তিরোতাধানশীরাগ-চঞ্চুপুটতালাভ্যাম্।†

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ।
অক্রূরে[১] ভাঙ্গল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সায়র[২] মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন ন ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শ্রবণহিঁ শ্যাম নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ[৩] কঠিন পরাণ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপণ প্রেম বিথারি॥

তরু—১৯৫২।

টীকা—"দশমীদশা আমার এই প্রকারে হউক"—এই বলিয়া রাধা বিলাপ করিতেছেন। নাথের দর্শনসুখে বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন। "অক্রূরে ভাঙ্গল" ইত্যাদি দ্বারা আগমন বিষয়ে সহিষ্ণুতা স্বীকারযোগ্য নহে—ইহাই বক্তব্যের তাৎপর্য। "অব নাহি নিকসয়ে" ইত্যাদি—আমার প্রাণ কঠিন। কৃষ্ণের আগমনের আশায় এখনও পর্যন্ত দুষ্ট প্রাণ রাখিয়াছি, এইবার তাহা ত্যাগ করিব। "শ্রবণহিঁ শ্যাম" ইত্যাদি অংশে প্রাণত্যাগের প্রকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের নাম শুনিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটিবে ইহাই মূল মর্ম।

৫২০

গান্ধাররাগৈকতালীতালাভ্যাম্।†

যাঁহা পহুঁ[১] অরুণচরণে চলি[২] যাত
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ।
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদ্বন্দ[৩]
ঐছনে মিলই যব[৪] গোকুলচন্দ। ধ্রু॥
যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হইয়ে[৫] তথি মাহ।
যো[৬] বীজনে পহুঁ বীজই গাত
মঝু অঙ্গ তাঁহি হইয়ে[৭] মৃদুবাত।

৩ বিরহানল—ক-পুঁথি।
৪ কিয়ে—তরু।
৫ ও—তরু।
৬ মুখ—তরু।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ অক্রূরে—তরু।
২ সাগর—তরু।
৩ নিকসয়ে—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
(জীগান্ধার ইত্যাদি—খ-পুঁথি)
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ প্রই—ক-পুঁথি।
২ জনি—ক-পুঁথির এই পাঠ নাই।
৩ নিরবন্ধ—খ-পুঁথি।
৪ সহু—ক-পুঁথি।
৫ হোই—তরু।
৬ হোই—তরু।
৭ যোই—ক-পুঁথি।

যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম
মঝু অঙ্গ গগন হোইয়ে[৮] সেই[৯] ঠাম।
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি
সো মরকত তনু তোঁহে কিয়ে[১০] ছোরি॥

তরু—১৯৫৩।
রসমঞ্জরী—১১৫।

টীকা—এই পদে রাধা মরণপূর্বক কৃষ্ণপ্রাপ্তিবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন—বিরহে মরণই নির্বন্ধ বা নিবিরোধ কেননা তাহাতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিবে। "বিরহ-মরণ নিরবন্ধ" এই পাঠে "নির্বন্ধ" শব্দের অর্থ সংকল্প। "যাঁহা পঁহু" ইত্যাদি চরণে স্বদেহগত ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমে কৃষ্ণসঙ্গতি বাঞ্ছিত।

"বিরহ-মরণনিরবন্দ" শব্দের আর একটি অর্থও হইতে পারে। বিরহব্যথা আরো কিছু দিন সহ করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে, মরণে তাহা হইবে না—এই যে দ্বন্দ্ব ইহার নিরসন "স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণায়ত্যুপ্রতিশ্রবাৎ"—মৃত্যুতে দেহস্থ পৃথিব্যাদি দ্বারা কৃষ্ণের সেবায়।

৫২১

শ্রীরাগ-দশকোশীতালৌ।†

বিরহ-আনলে[১] যরি দেহ উপেখবি
খোয়বি আপন পরাণ।
তোঁহারি[২] সহচরী কোই না জীবই[৩]
সকলি[৪] করবি[৫] সমাধান।
সুন্দরি মাধব আওল[৬] গেহ।
তোঁহারি সংবাদ সো যদি পাওব
তব কি রাখব নিজদেহ॥ ধ্রু[৭]॥
আপনক ঘাতে রমণীকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামর[৮]চন্দ্র।
জগ ভরি বিপুল কলঙ্ক সব[৯] ঘোষব
দোসর কলমষ বন্ধ[১০]॥

তরু—১৯৫৪।

টীকা—যুক্তি দ্বারা—প্রথমত কলঙ্ক, দ্বিতীয়ত পাপবন্ধ—রাধাকে মৃত্যু হইতে নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সখীর উক্তি।

৫২২

ঐশাগ্ৰধানসীরাগ-দশকোশীতালৌ।†

শ্যামবন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার[১] অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নও[২] ইহা[৩] গেল জানা॥

---

৮ হোই—তরু।
৯ খ-পুঁথিতে নাই।
১০ কি—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ অনলে—তরু।
২ তুয়া—তরু। খ-পুঁথিতে শব্দটি নাই।
৩ জীয়ত—তরু।
৪ সবহি—তরু।
৫ করবি—ক-পুঁথি।

---

৬ আওব—তরু। ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি। আয়ব—খ-পুঁথি।
৭ ক-পুঁথিতে ধ্রুবপদ নাই।
৮ শ্যামর—ক-পুঁথি।
৯ তুয়া—তরু, সঙে—ক-পুঁথি। সব—ঙ-পুঁথি।
১০ ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ তরুতে—
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধ মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ আশ তব না পুরব
রাধামাধব সেব॥

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ তাক—খ-পুঁথি।
২ নহ—তরু, খ-পুঁথি।
৩ তাহা—তরু।

দাব-দগধি থিক ছটফটি এহ।
এ ছার নিলজ[৪] প্রাণ[৫] না ছাড়য়ে[৬] দেহ॥
কান্থু বিনু নাহি চায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এদিন সকল॥
এ বড় শেল আমার[৭] হৃদয়ে রহিল[৮]।
মরণ সময়ে তাঁরে[৯] দেখিতে না পাইল॥
বড়[১০] মনে সাধ লাগে সো[১১] মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি[১২] লৈয়া মুঞি যাঙ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তাঁর মতি[১৩]।
শ্যামসুধা না মিলিলে সবার সেই গতি॥

তরু—১৯৫৫।

টীকা— মৃত্যুবিষয়ে স্থিরসংকল্পা রাধার উক্তি। গীতশেষে নরোত্তমদাস (সখীরূপী) তথায় গিয়া জানুক শ্যাম আসিবে কিনা—না আসিলে সকলেরই গতি মৃত্যু—এইভাবে রাধার মরণাকাঙ্ক্ষা নিবারণ চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে।

৫২৩

সুহইরাগ-মঠকতালৌ।†

মরিব মরিব সখি[১] নিশ্চয়[২] মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ[৩] আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সো[৪] পিয়া আমার।
বিধি পাএ মাঙ্গো মুঞি এই বর সার॥

---

৪ নিজ—খ-পুঁথি। সম্ভবত ভ্রমাত্মক পাঠ।
৫ প্রাণে—তরু।
৬ নাহি ছাড়ে—ক-পুঁথি। না ছাড়ই—খ-পুঁথি।
৭ মোর—তরু।
৮ রহল—তরু।
৯ তবে—ক-পুঁথি।
১০ এ বড়—ক-পুঁথি।
১১ সে—ক-পুঁথি, ভ-পুঁথি।
১২ বিচ্ছেদ—খ-পুঁথি।
১৩ মতি—ক-পুঁথি। গতি—ভ-পুঁথি।

পাঠান্তর
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ সখি হে—ক-পুঁথি।
২ নিচয়ে—তরু, ক-পুঁথি।
৩ বিচ্ছেদ—ক-পুঁথি।

হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণসময়ে পিয়ার না দেখিনু[৫] মুখ॥
গোবিন্দদাসীয়া[৬] কয় চরণে ত ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণ[৭] হরি॥

তরু—১৯৫৬।

টীকা— বিরহ দুঃখ আর সহিতে অসহিষ্ণু রাধার উক্তি। এই পদেও মরণদ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত। কৃষ্ণপ্রাপ্তিকালে জ্ঞান থাকিবে কি থাকিবে না—ইহা বিচার করিয়া পুনরায় "হিয়ার মাঝারে মোর" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। আভোগে গোবিন্দচক্রবর্তী "তোমার প্রাণবল্লভকে আনিয়া দিবে" ইহাই নিশ্চিতরূপে উক্ত হওয়াতে মৃত্যু নিবারিত হইল—বুঝিতে হইবে।

৫২৪

তিরোতাধানশীরাগ-চন্দ্রশেখরতালৌ।†

সজনি কো কহ[১] আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই। ধ্রু।
অম্বর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে অব জারল[২]
কি করব সো পিয়া নেহে॥

---

৪ সে—তরু, ক-পুঁথি।
৫ দেখিলাম—ক-পুঁথি।
৬ গোবিন্দদাস—খ-পুঁথি।
৭ প্রাণের—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
(—শেখরতালৌ—ভ-পুঁথি, খ-পুঁথি।)
১ কহ—তরু। *
২ বিরহে গোঙাব—তরু, ক-পুঁথি। বিরহে অবজারব—ভ-পুঁথি।

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙাওলু
ছাড়লু[৩] জীবনক আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময়[৪] গোঙাওলু
খোয়লু এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি[৫] জারব
কি করব[৬] মাধবী[৭] মাসে॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-যুবতি
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয়-আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥

তরু—১৮২৭, ১৯৫৭।

টীকা—কৃষ্ণের শীঘ্র আগমন সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত থাকায় "সজনি কো কহ আওব" ইত্যাদি রাধাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে। "অঙ্কুর তপন" ইত্যাদি দ্বারা বিলম্বে আগমনের অকিঞ্চিৎকরত্ব সূচিত হইয়াছে। "এখন তখন করি" মিথ্যা আশ্বাসের ব্যর্থতা ধ্বনিত হইয়াছে। "মাস মাস করি" ইত্যাদি অধিরূঢ়াখ্য মহা-ভাবের ক্ষণকালের কল্পতা-মনন বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাকে বহুকালীন বিরহ বলিয়া ধরা উপযুক্ত হইবে না। ইহা অসম্ভব বলিয়াই উপযুক্ত হইবে না। আভোগাংশে অতিনিশ্চিত আশ্বাসের দ্বারা বহুকালত্ব নিবারিত হইয়াছে।

শুধু এই পদে নহে যে যে স্থলে বহুকালত্বের কথা বলা হইয়াছে সেই সেই স্থলে সর্বত্রই ক্ষণত্বের কল্পতামনন ধরিতে হইবে।

৩ খোয়লু—তরু। খোয়ল—ক-পুঁথি।

৪ দিবস—ক-পুঁথি।

৫ যদি—বহু।

৬ মোর—খ-পুঁথি।

৭ মাসব—বহু, ক-পুঁথি।

৫২৫

শ্রীশাক্তধানশীরাগ-দশকোষীতালৌ।†

কত দিনে ঘুচব[১] ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গরুয়া[২] দুখভার॥
কত দিনে চান্দ-কুমুদে হবে[৩] মেলি।
কত দিনে কমলে ভ্রমরা করু কেলি॥ ধ্রু।
কত দিনে পিয়া[৪] মোর পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেওব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোড়[৫]।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারি।
ভাগউ সবহুঁ[৬] দুখ মিলত[৭] মুরারি॥

তরু—১৯৫৮।

টীকা—পর পর তিন জন সখীর ("যাঁহা পঁহু" ইত্যাদি পদে গোবিন্দদাসের "সো মরকত-তনু তোঁহে কিয়ে ছোড়ি" চরণে, "মরিব মরিব সখী" ইত্যাদি পদে গোবিন্দচক্রবর্তীর "এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি" চরণে এবং "সজনি, কো কহ আওব" ইত্যাদি পদে বিদ্যাপতির "সো ব্রজনন্দন হৃদয়-আনন্দন ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ" চরণে) আশ্বাসিতা শ্রীরাধা মরণ বাসনা ত্যাগ করিয়া "কত দিনে ঘুচব" ইত্যাদি বিলাপ করিতেছেন।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে "যথা রাগঃ" আছে অর্থাৎ পূর্ব পদের "তিরোথা ধানশীরাগ চক্রশেখর তালৌ" ধরিতে হইবে।

১ দূরে যাবে—মূল-পুঁথি।

২ গুরুয়া—তরু, ক-পুঁথি।

৩ হব—ক-পুঁথি।

৪ কিয়ে—ক-পুঁথি।

৫ কোর—মূল-পুঁথি, তরু।

৬ সকল—তরু।

৭ মিলিত—খ-পুঁথি।

৫২৬

শুদ্ধধানসীরাগ-প্রতিচকুতালৌ।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
আনলে[1] পশিব কিবা[2] যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এবার[3] পাইলে রাঙা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া[4] জুড়াব পরাণি॥
মুখের মুছিব[5] ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব এ[6] চন্দন চুয়া[7]॥
মালতী-ফুলের[8] গাঁথিয়া[9] হার[10]।
বনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তল[11] ভার॥
কপালে চন্দন দিব তিলক চান্দ[12]।
নরোত্তমদাস কহে পিরিতির ফান্দ[13]॥

তরু—১২৫৯।

টীকা—এই পদে বিলাপপূর্বক কৃষ্ণসেবার মনোরথ অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই পদে "তোমা" অর্থাৎ যুষ্মদ্-শব্দের প্রয়োগ বুদ্ধিপূর্বক দূরাহ্বানপ্রহত, কৃষ্ণস্ফূর্তিবশত নহে। "নরোত্তম দাস কহে পিরিতির ফান্দ"—প্রেমরূপ জালে যেন বদ্ধ হইয়া আসিবে।

পাঠান্তর—
১ অনলে—বহ, খ-পুঁথি।
২ কি—তরু, ক-পুঁথি।
৩ এইবার—ঙ-পুঁথি। ইবার—খ-পুঁথি।
৪ থুইয়ে—ঙ-পুঁথি।
৫ মুছাব—খ-পুঁথি।
৬ এ'থ, ঙ-পুঁথিতে নাই।
৭ চন্দন আর চুয়া—তরু। চন্দন চুয়া—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৮ মালতীর ফুলের—খ-পুঁথি।
৯ গাঁথিএ—ঙ-পুঁথি।
১০ মাল—তরু, বহ। মালাহার—ক-পুঁথি।
১১ কুন্তলের—খ-পুঁথি।
১২ কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ—তরু। কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ—খ-পুঁথি। কপালে চন্দন দিব তিলক চান্দ—ক-পুঁথি।
১৩ কাঁদ—বহ, তরু, ক-পুঁথি।

পুনর্দূতীপ্রেষণম্।†

৫২৭

বরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্‡।

বন্ধুরে কহিব[1] মোর কথা।
আনলে[2] পশিব যদি নাহি[3] আইসে এথা॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তোমা[4] বিনু দগধই বন্ধু[5] দারে বন॥
নহে ত কহয়ে যেন[6] এ দুখ এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদমুখ তবে[7] মরি যাই॥
জ্ঞান কহে এত দুখ না কর ভাবন।
এখনি মিলিবে জ্ঞান তোমার[8] প্রাণধন[9]।

তরু—১৮২৮, ১২৬০।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণনিকটে সখীর গমনের উদ্যোগ দেখিয়া রাধার উক্তি।

পুনঃ সখ্যুক্তিঃ।

৫২৮

সুহইরাগ—কন্দর্পতালৌ।

ঘুমে আলাপই[1] কত পরবন্ধ,
রভসে আলিঙ্গই করি কত চন্দ।
জাগরে নিয়রে হেরি[2] তোহে কাণ,
সো রসপরশ স্বপন[3] করি মান।

পাঠান্তর—
† খ-পুঁথিতে নাই।
‡ ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ কহিও—তরু। কহবি—ক-পুঁথি। কহিবে—ঙ-পুঁথি।
২ অনলে—বহ, খ-পুঁথি।
৩ না—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ তো—ক-পুঁথি।
৫ যেন—তরু।
৬ জনু—ক-পুঁথি।
৭ তবি—খ-পুঁথি।
৮ মোর—বহ।
৯ এই পঙ্‌ক্তিটি ঙ-পুঁথিতে আছে—"এখন মরিব জানি তোমার প্রাণধন।"
পাঠটির তাৎপর্য এই যে যদি রাধা প্রাণত্যাগ করেন তবে সে সংবাদ শুনিবা-মাত্র তাঁহার প্রাণধন কৃষ্ণ ও প্রাণত্যাগ করিবেন।

পাঠান্তর—
১ আলাপয়ে—তরু, আলাপই—খ-পুঁথি।
২ না হেরি—তরু।
৩ পরশ—খ-পুঁথি।

এ হরি তোঁ সঞে বহুত[৪] বিচ্ছেদ—
বিপরীত চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ ॥ ধ্রু ॥

ভরমে পুছয়ে তাহে[৫] মরমক বোল—
উতর না শুনি[৬] জীউ উতরোল।

পুন উতকণ্ঠিত কয়ইতে কোড়
দূরে রহু পরশ দরশ ভয়ে চোর[৭]।

ঐছন নিতি নিতি কত অনুতাপ—
পর সমুঝায়ত এহো[৮] বড় তাপ ॥

গোবিন্দদাস কহ কি ফল সংবাদ—
যতয়ে পিরিতি ততয়ে পরমাদ।

তরু—১৮৩০।

টীকা—সখীর উক্তি—দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা।

৫২৯

শ্রীরাগোৎসাহতালৌ। †

তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ নীল গগন[১] হেরি
তোঁহারি ভরমে তা সঞে রোখই মানিনী বদন ফেরি ॥
প্রাণসহচরী চরণে সাধই কানু মানাওবি[২] তোঁহি[৩]।
নয়ন[৪] মুদি রহে অব[৫] মাধব কাহে ন মিলল[৬] মোহি[৭] ॥

কানু হে রাইক ঐছন কাজ।

আট পহর তোঁ বিনু সাজই আটহি[৮] নায়িকা সাজ[৯]। ধ্রু ॥
খঞ্জনধ্বনি শুনি উমতি ধায়ই তোঁহারি নূপুর মানি।
হাসি আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই শেষহি সাজই[১০] আনি[১১] ॥
নীল নিচোল সঘন মাওই[১২] নিবিড় তিমির হেরি।
যুগল তোঁ সঞে কহই ঐছন বেশ বনাই[১৩] মোরি[১৪] ॥
কোকিল কলরবে[১৫] চমকি উঠই নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি মধুপুরী গমন তোঁহারি[১৬] মুরছি পড়ল গোরি ॥
নিঝর নয়নে সরস সখীগণে[১৭] খোঁজত রহল[১৮] শ্বাস[১৯]।
তোঁহারি চরণে এ সব কহিতে ধাওলি[২০] গোবিন্দদাস ॥

তরু—১৯৬৩, রসমঞ্জরী—১৯৯ (১৬৪৩—পীতাম্বরদাস)

---

৪ রহত—তরু, বর, ক-পুঁথি।
৫ তোহে—তরু।
৬ শুনয়িতে—তরু। শুনে—ক-পুঁথি।
৭ দূরে রহু পরশ সরস ভয় তোর—ক-পুঁথি। খ-পুঁথিতে 'ভয়ে' স্থলে 'ভয়' আছে।
৮ ইহ—তরু।

পাঠান্তর—
† তালের নাম ক-পুঁথিতে নাই।
১ গগনে—তরু, খ-পুঁথি।
২ মিলাওবি—খ-পুঁথি।
৩ তোই—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ আঁখি—তরু।
৫ অবহু—তরু, ক-পুঁথি।
৬ না মিলিল—ঙ-পুঁথি।
৭ মোই—ক-পুঁথি। মোহি—খ-পুঁথি।
৮ আটই—খ-পুঁথি।
৯ ধ্রুবপদের চরণ দুইটি ঙ-পুঁথিতে প্রথম দুই চরণের পর ধৃত হইয়াছে।
১০ শেষ বিনাই—খ-পুঁথি।
১১ সেজ বিছাই আনি।—তরু।
১২ মাথয়ে—তরু। মাথই—খ-পুঁথি।
১৩ বনাহ—ঙ-পুঁথি। খ-পুঁথি।
১৪ মেরি—ক-পুঁথি।
১৫ কোকিলরবে—তরু।
১৬ সোঙরি তো হারি গমন মথুরা—তরু।
১৭ সব সখীগণে—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
১৮ রহেনা—তরু। রহত—ঙ-পুঁথি।
১৯ শ্বাস—খ-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক।
২০ ধাইল—ক-পুঁথি। ধাওল—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।

টীকা—এই পদে সখীকর্তৃক দিব্যোন্মাদের প্রকারান্তর উদ্‌ঘূর্ণা বর্ণনা করিয়া মূর্চ্ছার কথা বলা হইয়াছে উদ্‌ঘূর্ণায় নানা বৈবশ্য চেষ্টিত দৃষ্ট হয়।

প্রাতঃকালে নীলাভ আকাশে অরুণোদয় দেখিয়া অন্য নায়িকার সম্ভোগজনিত সিন্দুরচিহ্ন দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে প্রথমত খণ্ডিতা অবস্থার নায়িকা। "প্রাণসহচরী" ইত্যাদি অংশে কলহান্তরিতা। "নয়ন মুদি কহে" ইত্যাদি অংশে উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা। "খঞ্জনধ্বনি শুনি" ইত্যাদি অংশে বাসকসজ্জা। "নীল নিচোল সঘন মাঙই" ইত্যাদি অংশে অভিসারিকা। "ঘুমল তো সঙ্গে" ইত্যাদি অংশে স্বাধীন-ভর্তৃকা। "কোকিল কলরব" ইত্যাদি অংশে প্রোষিত ভর্তৃকা।

উপরোক্ত অষ্টনায়িকার মধ্যে "প্রোষিতভর্তৃকা" বাদ দিলে বাকী সাতটি নায়িকাবস্থার মধ্যে পৌর্বাপর্যসূত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। যদিও প্রত্যেক অবস্থার পরেই মিলন ঘটিতে পারে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে পর পর অবস্থার পর মিলনে পূর্ব পূর্ব অবস্থার রসায়ন থাকে বলিয়া কলহান্তরিতার পর মিলনে স্বাধীনভর্তৃকায় সর্বাধিক রসগাঢ়ত্ব। যথা—

১) অভিসার ও মিলন (দ্রষ্টব্য বর্ষাভিসার)।
২) অভিসার>বাসকসজ্জা ও মিলন (দ্রষ্টব্য বাসন্তীপূর্ণিমার বাসকসজ্জা)।
৩) অভিসার>বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা ও মিলন (দ্রষ্টব্য উৎকণ্ঠিতার পর মিলন পদ)।
৪) অভিসার>, বাসকসজ্জা>, উৎকণ্ঠিতা>, বিপ্রলব্ধা ও মিলন (দ্রষ্টব্য বিপ্রলব্ধা পর মিলনপদ)
৫) অভিসার>, বাসকসজ্জা>, উৎকণ্ঠিতা >বিপ্রলব্ধা কলহান্তরিতা ও মিলন (দ্রষ্টব্য "দেখ রাধামাধব প্রীতি" ইত্যাদি পদ)।
৬) মিলনের পর সর্বত্রই স্বাধীনভর্তৃকার পদ গীত হইতে পারে।
৭) প্রোষিতভর্তৃকার পর ভাবোল্লাসের মিলন।

তত: প্রার্থনা।

৫২০

গান্ধাররাগ-চন্দ্রশেখরতালৌ †।

তুয়া কোরে[১] শশীমুখী
ঘুমে মুকুলিত আঁখি
সেবন করব কব[২] হাম।
কিসলয় কলাপক
ব্যজনহি বিজব[৩]
ঘুচায়ব[৪] তুহুঁ কর ঘাম॥
মাধব কব[৪] অছু হইব সুদিন।
সেই বিরিন্দাবনে[৫]
কুঞ্জ কুটীর ঠামে
ঐছে করব প্রতিদিন॥
মাধবী-পরিমল
চিকুরক[৬] সৌরভ
সহজহি যছু উপমান।
কুসুমক মিলনহি[৭]
তাকর পরিমল
পাই সবু জুড়াব পরাণ॥
আর কিয়ে[৮] রাইক
সঙ্গে পুন হেরব
পুরব চিরদিন সাধ।
রাধামোহন পহু
করুণাসাগর তুহুঁ
ঐছন বর পরসাদ॥

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ কোলে—ক-পুঁথি।
২ কত—বহু। এই শব্দটি চ-পুঁথিতে নাই।
৩ বীজন—ক-পুঁথি।
৪ কবে—ক-পুঁথি।
৫ বৃন্দাবন—মূল-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৬ চিবুক—ক-পুঁথি। চিকুর—গ-পুঁথি।
৭ মিলনহি—মূল পুঁথি।
৮ কি—ক-পুঁথি।

টীকা– শ্রীকৃষ্ণকে অনুকূল করিবার জন্ম প্রেমবৈবশ্য-জনিত গমনাসঙ্কেত বুঝিয়া সখীর প্রার্থনাপদ।

এই পদটি "অলিন্দে" ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোকের অনুসরণে লিখিত।

৫৩১

ধানসীরাগ-চঞ্চুপুটতালৌ*।

রাইক দশা সখীর মুখে
শুনিয়া মাধব[১] মনের দুখে
নয়নের জলে বহয়ে নদী
চাহিতে চাহিতে হরল বুধি[২]।
অনেক যতনে ধৈরজ ধরি
বরজ গমন ইছিল হরি।
আগে আগুয়ান[৩] করিয়া তাঁর
সখী পাঠাওল কহিয়া সার।
এখন[৪] আসিছ[৫] মথুরা হতে[৬]
ইথে আনমত না ভাব চিতে।
অধিক উলাসে সখিনী ধায়[৭]।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়।

তরু—১৯৬৬।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের আগমন বচন লইয়া দূতীর ব্রজাগমন।

পাঠান্তর—

* ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ নাগর—তরু।

২ বুধি—তরু।

৩ আওল—ক-পুঁথি।

৪ এবনি—তরু।

৫ আসিহ—ক-পুঁথি।

৬ হৈতে—তরু, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৭ যায়—তরু।

৫৩২

সুহইরাগ-মঠকতালৌ*।

দূর কর বহুদিন[১] দুখ।
নিয়রে হেরবি পিয়ামুখ॥
অনুকূল করু উদযোগে।
হামে পাঠাওল আগে।
সো চির-উষিত[২] কাণ।
তুয়া পাশে[৩] আওব[৪] জান।
মিছই নহ[৫] আশোআশ।
কহতহি গোবিন্দদাস॥

তরু—১৯৬৮।

টীকা—শ্রীমতীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন জ্ঞাপন এই পদে বর্ণিত হইয়াছে।

"চির-উষিত"—দীর্ঘকালপ্রবাসী।

৫৩৩

ধানসীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্*।

সুখ অবধারহ[১] চিতহি রাই—
হামারি বচন তুহুঁ পরতিত নাই।
শুন শুন নিরদয়-হৃদয় কাণ—
তাঁহে দেখ যদি করহ পয়ান।
তিল এক না সহে তোঁহারি বিলম্ব—
রাইক প্রাণ কণ্ঠ অবলম্ব॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

* ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ বিরহিনী—তরু।

২ উলসিত—তরু, খ-পুঁথি।

৩ আশে—তরু, পাশে—বহ।

৪ আওল—বহ, তরু, গ-পুঁথি। আয়ত—ক-পুঁথি।

৫ মিছনহ ইহ—তরু।

পাঠান্তর—

* ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ অবধি নহ—ক-পুঁথি।

তুয়া এত দুখ শুনি পরবশ কাণ
তেজি মথুরাপুরী[২] কয়ল পয়ান।
না পুছল রাজনগরে[৩] বহু[৪] নারী—
ঐছন প্রেমরস কেবল তোঁহারি।
মনে গনি[৫] কিয়ে জানি[৬] হয়ে[৭] পরমাদ—
ধাই আওল হাম কহিতে সংবাদ।
ইথি[৮] পরতিত কর না ভাবিহ আন—
গোবিন্দদাস পুন তঁহি পরমাণ।

টীকা—সখীর কথায় রাধার অপ্রতীতি ঘটিলে সখী "শুন অবধারহ রাই" ইত্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট কথন প্রকার ও তাঁহার আগমনবার্তা রাধার নিকট প্রমাণিত করিতেছে।

"শুন শুন নিরদয়" হইতে "কণ্ঠ অবলম্ব" পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট কথন প্রকার এবং "ধাই আওল হাম" ইত্যাদি চরণে আগমনবার্তা উক্ত হইয়াছে।

অথ ভাবোল্লাসঃ।

৫৩৪

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ-কন্দর্পতালৌ*।

আজু[১] শচীসুত পেখলুঁ থির চিত
না বুঝিলুঁ[২] কৈছন ভাব।
অনুখন বোলত আজু মঝু হোয়ব[৩]
চিরদিন[৪] পর বরলাভ[৫]।
সজনি মঙ্গল করব সঁচার।
বহুদিনে মাধব নিজ ঘর আওব[৬]
সব দুখ মিটব হামার।ধ্রু।
দেহ নয়ন মন গৃহ ধন যৌবন
দরশনে হইব সফল[৭]।
চান্দ-বদনে পুন কত শুভ সূচন[৮]
ঐছন বচন সকল।
সো নন্দনন্দন হৃদয়-আনন্দন
করু যোই ভাবে অবতার।
রাধামোহনচিত জাগউ অবিরত
সোই করত পরচার।

টীকা—ভাবোল্লাস-গাননির্বাহক ভাবোল্লাসভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রের বর্ণনা। এই ভাবোল্লাস ভাবসমৃদ্ধিমান রসের অঙ্গ বলিয়া ইহার সম্ভোগরসও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

৫৩৫

বরাড়ীরাগ-সমতালৌ।

নবদ্বীপচান্দের আজু আনন্দ দেখিয়া।
চিরদিন[১] পরে মোর জুড়াইল হিয়া।
শচীসুত উনমত প্রেম সুখে কয়।
মোর আজি যত সুখ কহিল না যায়[২]।
চিরকাল বিরহ জনিত যত তাপ।
সো মুখদরশনে ঘুচল আপ[৩]।
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি।
রাধামোহন তছু[৪] যাউক নিছনি।

তরু—১৯৬৯।

টীকা—সমৃদ্ধিমদ্রসাক্রান্ত গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

---

২ মথুরাপুরী—ক-পুঁথি।
৩ রাজনগরের—ক-পুঁথি।
৪ পহু—ক-পুঁথি। বহু—খ-পুঁথি।
৫ গুনি—ক-পুঁথি, ত-পুঁথি।
৬ জনি—বহু।
৭ হোয়—ক-পুঁথি।
৮ ইথে—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
* ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ আজুহ—ক-পুঁথি।
২ বুঝল—বহু, খ-পুঁথি।
৩ হোয়ত—ক-পুঁথি।
৪ চিরদিন—ক-পুঁথি, মূল পুঁথি।
৫ বর পরলাভ—খ-পুঁথি।

৬ আরব—খ-পুঁথি।
৭ সকল—ক-পুঁথি।
৮ সুবচন—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ চিরদিনের—ক-পুঁথি।
২ হয়—তরু, ক-পুঁথি।
৩ আর—খ-পুঁথি।
৪ তহি—ক-পুঁথি।

তনুচিত্তরূপম্ ।

৫৩৬

সুহইরাগ-কন্দর্পতালৌ † ।

উজর-জলধর-শ্যামর-অঙ্গ
হিলন[1] কল্পতরু ললিত-ত্রিভঙ্গ ।
ভুরুত[2] মদনধনু-ভাঙ[3]-বিভঙ্গ ।
বিষম কুসুমশর-নয়নতরঙ্গ ।
জয় জয়[4] যদুকুল জলনিধিচন্দ ।
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দ কন্দ । ধ্রু ।
অধু[5]-সুধাময়-মধুরিম-হাস ।
জগজনমোহন-মুরলী বিকাশ ।
চূড়হি[6] উড়য়ে রুচির শিখণ্ড,
টলমল[7] কুণ্ডল চল চল[8] গণ্ড ।
অবনী-বিলম্বিত বনি বনমাল,
মধুকর ঝঙ্করু ততহি[9] রসাল ।
তরুণ-অরুণ-রুচি পদ-অরবিন্দ,
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ।

সং—১২৪ ।

টীকা—এই পদটি ও পরবর্তী পদটি ভাবোল্লাস-গান-নির্বাহক শ্রীকৃষ্ণের তনুচিত বর্ণনা ।

"তরুণ-অরুণ-রুচি পদ-অরবিন্দ" এই পংক্তিতে "অরবিন্দ" শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । "অরং শীঘ্রং বিন্দাং বিন্দতি" অর্থাৎ "যাহা অতিক্রত চিত্তে (পাইবার) লালসা জাগ্রত করে" ।

৫৩৭

গান্ধাররাগ-দশকোশীতালৌ । †

জয় জয় সুন্দর শ্যাম ।
জলধর রুচির রুচিরাননমোহন
মোহন কত কোটি[1] কাম । ধ্রু ।
পূর্ণমিক-চান্দ- কান্দ[2] মুখমণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণবিলাস ।
ব্রজজনভাব- বিভাবিত অন্তর
মন্থর মন্থর হাস ।
কেলিকলাগুরু অন্তর অন্তরু
গতি অতিবারণবার ।
রাধারমণ রমণীগণমোহন
মোহন[3]-প্রেমবিথার ।
রাধারাস- রসিকবর-শেখর
শেখরজন-মন জান ।
রাধামোহন মোহন-বন্ধুক-
নিন্দক পদতল মান ।

তরু—২৪৩৮ ।

টীকা—হে জলধর অপেক্ষাও রুচির । অতি মৃদুহসনশীল ! সুন্দর শ্যাম ! তুমি কোটি কামের মোহনকারক ।

"পূর্ণমিক-চান্দ-কান্দ মুখমণ্ডল" পূর্ণিমার চন্দ্রকেও কাঁদাইতে পারে এমন মুখমণ্ডল । (রায়মহাশয় এই পংক্তিটির "কান্দ" শব্দটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন সকল পুঁথিতেই 'কান্দ' পাঠ আছে । উহাতে বড় ভাল অর্থ

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই ।
১ হেলি—সং ।
২ মুরত—সং, ও-পুঁথি । মুকত—মূল-পুঁথি । মরুত—ক-পুঁথি ।
৩ ভাঙ্—ক-পুঁথি ।
৪ বহুতে, ও-পুঁথি ও ক-পুঁথিতে একবার 'জয়' ।
৫ সুধই—সং (এই পাঠটি ছন্দানুরোধে ভাল) ।
৬ চূড়াহ—ক-পুঁথি ।
৭ চলমল—সং ।
৮ টলমল—ও-পুঁথি ।
৯ তাহি—সং ।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই ।
১ কুটী—মূল-পুঁথি ।
২ কান্দ—ও-পুঁথি, ব-পুঁথি ।
৩ মোহন—ক-পুঁথি ।
৪ এই চরণটি ক-পুঁথিতে আছে—
"রাধামোহন বন্ধুক পদতল—
বজ আশ করত মধু মান ।"

হয় না ; প্রকৃত পাঠ "কান্ত" হইবে কি ?' রায়মহাশয় 'কান্দ' শব্দটিকে 'চান্দ' হইতে পৃথক করিয়া ধরায় এইরূপ সংশয়ে পতিত হইয়াছেন। 'সমস্ত' পদ হিসাবে ধরিলে সংশয় থাকিত না।)

"যোহন-প্রেমবিথার"—যোজিত প্রেমবিস্তার।

রায় মহাশয় এই পদটির "যোহন" শব্দটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—যোহন শব্দের 'যোজন' অর্থে অন্যপ্রয়োগ দৃষ্ট হয় না ; 'যোজন' প্রকৃত পাঠ হইবে কি ?"

'যোজন' শব্দের অন্যতম অর্থ Apte ধরিয়াছেন "Exciting". সুতরাং এই অর্থানুসারে "যোহনপ্রেমবিথার" শব্দের অর্থ হইবে যিনি প্রেমবিস্তার উদ্দীপিত করেন। কিন্তু যোজন শব্দ হইতে 'যোহন' শব্দটি আসিল কি প্রকারে ইহাই প্রশ্ন। সংস্কৃত √জুষ্ ধাতুর অর্থ delight in "to be favourable" Apte)। √জুষ্ + অণ প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'জোষণ' শব্দ হইতে প্রাকৃত প্রভাবে 'ষ' এর 'হ' হয় এবং মাগধী-প্রভাববশত 'জ'-কারের 'য'-কারয় প্রাপ্তি বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং "যোহন" শব্দের মূল শব্দ হিসাবে 'জোষণ' শব্দ ধরিতে হইবে। অর্থের দিক দিয়া ব্যাখ্যাকারক শব্দ হিসাবে 'যোজন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

"অন্তর অন্তর"—অন্তরেরও যিনি অন্তঃস্বরূপ।

"গতি অতিবারণবার"—গতি যাঁহার গজেন্দ্রের গতিকেও সৌন্দর্যাতিশয্যে নিবারিত করিতেছে।

"শেখর-জন-মন জান" যিনি সর্বগোপীজনের মনোজ্ঞ। "জয় জয়"—এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া আপনার পরমপ্রেমরসিকত্ব প্রখ্যাপন করিয়া সর্বোৎকর্ষকে আবির্ভূত করাও।

৫৩৮

ধানসীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্ †।

ঘর হরি আওব গোকুলপুর।

ঘরে ঘরে নগরে বাজাব[1] জয়তুর।

আলিপন দেওব মোতিম হার।

মঙ্গল-কলস করব কুচভার।

সহকার পল্লব চুচুক দেবি।

মাধব সেবি মনোরথ নেবি।

ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া[2] আগে।

লোচন নীরে[3] করব অভিষেকে।

আলিঙ্গন দেওব পিয়াক[4] আগে[5]।

ভণই বিদ্যাপতি ইহ রসভাগে।

তরু—১১৭২।

টীকা—অনন্তর কৃষ্ণের নিশ্চয়াত্মক আগমনের কথা জানিবার পূর্বেই রাধা পরমোন্মাদবৈবশ্যবশত "ঘর হরি" ইত্যাদি বলিতেছেন।

"মঙ্গল কলস" ইত্যাদি—কুচভার মঙ্গলকলসের তুলনা বলিয়া চুচুক অতি সৌরভ আম্রপল্লবের তুলনা হইল।

"ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য" ইত্যাদি—ধূপ নিজের অঙ্গসৌরভ। প্রদীপ নিজের অঙ্গকান্তি। নৈবেদ্য উপভোগাতিরেক। এই তিনটির উপমেয়ের উল্লেখ বৈবশ্যবশত হয় নাই। উল্লেখ ধরিয়া লইতে হইবে অন্যথায় পূর্বাপর বাক্য বিরোধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

"আলিঙ্গন দেওব" ইত্যাদি—প্রিয় আলিঙ্গন করিবার পূর্বেই তাহাকে আলিঙ্গন দিব—তাহাই হইবে প্রিয় সম্মুখে প্রেমের আহুতি দান। "রসভাগে"—ভাগ্যবশত যে রস প্রাপ্ত হয়।

৫৩৯

ধানসীরাগ-চঞ্চুপুটতালৌ।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া

পালটি চলব[1] হাম ঈষত হসিয়া[2]।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ বাজব—চ-পুঁথি।

২ তুয়া—ক-পুঁথি।

৩ লোরে—তরু।

৪ পিয়াকর—ক-পুঁথি, চ-পুঁথি, বং, খ-পুঁথি।

৫ আলিঙ্গন আহুতি পিয়াকর আগে—তরু।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ জাওব—খ-পুঁথি।

২ হসিয়া হসিয়া—ক-পুঁথি।

আবেশে আঁচরে[৩] পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন বহু[৪] করবে॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
রভস[৫] মাগব পিয়া যবহিঁ।
মুখ ফেরি বিহসি বোলব নহি তবহিঁ॥
সহজহিঁ সুপুরুখ ভমরা[৬]।
চিবুক ধরি অধর[৮] পিওব হামরা॥
তৈখণে হাম[৯] হরব আজু[১০] চেতনে[১১]।
বিদ্যাপতি কর সফল তুয়া[১২] জীবনে[১৩]॥

খ—৮।৮, তরু—১২৭৪।

টীকা—ইহার পর পুনরায় পূর্বোক্তপদে আপন সারল্য চিন্তা করিয়াও এবং স্বাভাবিকমধ্যাগুণোদয় সত্ত্বেও পরম-বৈবশ্যবশত "অজনে আওব যব রসিয়া" ইত্যাদি দ্বারা রাধা নানা প্রেমকৌশলের কথা বলিতেছেন।

৫৪০

সুহইরাগ-সমতালৌ।

হামক[১] মন্দির যব আওব কাণ।
দিঠি ভরি হেরব সো চাঁদ[২] বয়ান॥
নহি নহি[৩] বোলব যব হাম নারী।
অধিক পিরিতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোড়[৪]।
চিরদিনে হৃদয়ে[৫] জুড়ায়ব মোর॥[৬]
করব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোঁহারি[৭] পিরিতিকো যাঙ বলিহারি॥

তরু—১২৮২।
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—৩৩।

টীকা—অনন্তর প্রেমচাঞ্চল্যবশত পুনরায় "হামক মন্দির যব" ইত্যাদি বলিতেছেন।

৫৪১

রাজবিজয়রাগ-প্রতিচঞ্চুপুটতালাভ্যাম্ †।

রে রে পরমপ্রেম-পরাণ সজনি[১]
নয়ন-গোচর কোডন দিন জনি[২]
নাহ নাগর গুণক আগর[৩]
কলাসাগর রে[৪]।

---

৩ আঁচর—ক-পুঁথি।
৪ হি—ক-পুঁথি।
৫ রসন—খ-পুঁথি।
৬ সহজ পুরুষ সোই ভমরা—ক।
৮ মুখ কমল মধু—ক। চিবুক ধরি অধর মধু—খ-পুঁথি। চিব ধরি পিওব অধররস হামরা—তরু।
৯ ক-পুঁথিতে নাই।
১০ খ-পুঁথিতে নাই।
১১ তৈখনে হরব গেয়ানে—ক। তৈখনে হরব মো চেতনে—তরু। তৈখনে হাম হরব চেতনে—ঙ-পুঁথি।
১২ খ-পুঁথিতে নাই।
১৩ বিদ্যাপতি কহে ধনি তুয়া ধ্যানে।—ক। বিদ্যাপতি কহে ধনি তুয়া জীবনে—ক।

পাঠান্তর—
১ হমারি—অপ্রকা°।
২ সে চন্দ—অপ্রকা°। সো চান্দ—ঙ-পুঁথি।

৩ নহলহ—অপ্রকা°।
৪ করে ধরি পিয়া মোর বৈসাবে কোর—অপ্রকা°।
৫ হৃদয়ে—তরু, অপ্রকা°, ঙ-পুঁথি।
৬ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে অতিরিক্ত—
অপন মালতী নে হিয়সে উতারি।
যতনে পরায়ব কণ্ঠে হামারি॥
৭ তুয়া—অপ্রকা°।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ রে রে পরমপ্রেমপিয়া পরাণ সজন—সা।
রে রে পরম প্রেম সজনি—তরু।
২ জানি রে—সা।
৩ গুণকি সাগর—তরু। গুণের আগর—ক-পুঁথি। গুণকি আগর—খ-পুঁথি।
৪ মধু পিয়া কলাসাগর রে—সা।

যবহুঁ পিয়া মঝু অঙনে[৫] আওব
দূরতেঁ[৬] মুঝে কহি পাঠাওব
সকল ভুবন তেজি ভূষণ[৭]
সমুখ[৮] সাজব রে।
[লাজ-নতি-ভয়ে নিকটে আওব
রসিক ব্রজপতি হিয়ে সান্ধাওব[৯]
কাম কৌশল কোপ কাজর[১০]
উবহুঁ[১১] রাজব রে।][১২]
কবহুঁ কোকিল মধুর কুহু কুহু
কবহুঁ কপোত কণ্ঠরব মুহু
করজ শাসন কলা-আসন[১৩]
কছু না গোওব রে[১৪]।
কবহুঁ দুহু মেলি সঙ্গীত গাওব[১৫]
কবহুঁ কর গহি কণ্ঠে লাওব[১৬]
কবহুঁ কৈতব কোপ কিয়ে[১৭] রস
রাখি[১৮] রুষব রে।

[যতন করি হরি কত না ভাবব
আশ দেই পহু[১৯] পাশে[২০] রাখব
সময় বুঝি তাহা মাঝি হোই পুন
সাঝি হোয়ব রে।][২১]
বচন[২২] ছলে যবসাধ[২৩] মানব[২৪]
মীনকেতন দূরত জানব[২৫]
মদন-মনমথ-[২৬] হাতি মাতব
অচিরে মুরব রে।
এতহুঁ[২৭] কহিতে সখী তুরিতে আওলি
সুধাসম বাত[২৮] লাওলি
কানু সুন্দর চতুর মন্দির
নিকটে[২৯] আওলি[৩০] রে।
হরখে[৩১] হসি[৩২] বসি বোলয়ে রাধা[৩৩]
অচিরে বিহি কিয়ে[৩৪] পূরল[৩৫] সাধা
শরদ-চাঁদ[৩৬] চকোর মিলল
সিংহ ভূপতি[৩৭] গাবই[৩৮] রে।
সং—৪৮০, তরু—১২৮১।

---

৫ তরনে—ক-পুঁথি, বহ। তরনে—সং।
৬ দূরসে—সং ; দূরে রহি—তরু।
৭ তেজি ভূষন সকল ভুবন—সং।
৮ সমক—তরু, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি। সমুখে—সং। সমরে—ক-পুঁথি।
৯ সাধাওব—সং।
১০ কোপকাজরহিঁ—সং। কোপকাজই—ঘ-পুঁথি।
১১ আজু—সং, ঘ-পুঁথি।
১২ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ—ক-পুঁথিতে ও ঙ-পুঁথিতে নাই।
১৩ করজ আসন কলা শাসন—সং।
১৪ "না গোওব" স্থলে "নাগর" ক-পুঁথির এই পাঠ গ্রাহ্যক মনে হয়।
১৫ কুঞ্জে যাওব—সং।
১৬ কণ্ঠ লাগাওব—ক-পুঁথি।
১৭ করি—ঙ-পুঁথি।
১৮ রাখি—সং।
১৯ পিয়া—সং।
২০ পাশ—ক-পুঁথি।
২১ বন্ধনীচিহ্নিত যতন করি...হোয়ব রে—অংশ সংকীর্তনামৃতে নাই।
২২ চরণ—ক-পুঁথি।
২৩ সখি—ক-পুঁথি।
২৪ মান সাধব—সং
২৫ জারব—ক-পুঁথি।
২৬ মদনমহ মত—তরু।
২৭ এত—সং, তরু। এত হি—ক-পুঁথি।
২৮ সুধা রস ঘরবাত—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি। সুধাসমদোবাত।
২৯ বিরক—ক-পুঁথি (সম্ভবত 'নৃক' হইতে)
৩০ আওল—সং, তরু, ঘ-পুঁথি।
৩১ হর খি—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৩২ "হর খে-হসি—ঘ-পুঁথিতে নাই।
৩৩ হরখে উঠি বসি কহয়ে রাধা—সং, তরু।
৩৪ কি মোর—ঘ-পুঁথি।
৩৫ পুরব—তরু।
৩৬ চন্দ—ক-পুঁথি।
৩৭ সিংহ নৃপতি—ক-পুঁথি।
৩৮ গাওল রে—সং। গাবই রে—ঘ-পুঁথি।

টীকা—ইহার পরও অতিশয় উৎকণ্ঠাবশত "রে রে পরম প্রেম" ইত্যাদি রাধার উক্তি। "সকল ভূষণ তেজি" সমস্ত ভূষণ ত্যাগ করিয়া। "(তেজি) ভূষণ সমুখ সাজব রে" ভূষণের সহিত তাহার সম্মুখীন হইবনা অথবা ভূষণ ত্যাগ করিয়াই তাহার সমুখে আসিব (অথবা এই অর্থও হইতে পারে —সেই "ভূষণ" অর্থাৎ প্রেমভূষিতের সমুখেই আপনাকে বিভূষিত করিয়া তাহার প্রেমার্তি বর্দ্ধিত করিব)। "লাজ নতি ভয়" ইত্যাদি—সলজ্জ, নম্র ও সভয় হইয়া যখন সে নিকটে আসিবে (লজ্জা প্রেমবশত, নম্রতা প্রেমার্তিবশত, ভয় দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে প্রিয়তমার কোপ-শঙ্কায়) তখন কামসম্বন্ধী কৌশল ও তৎসম্বন্ধী কোপ অর্থাৎ তৎসম্বন্ধী কৈতববিশেষ কার্য ("কাজর") তখন বিরাজ করিবে। "কবহু কোকিল মধুর" ইত্যাদি—হইতে "কণ্ঠে লাওব" পর্যন্ত কামকৌশল বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "কবহু কোকিল⋯কণ্ঠরব মুহু" পর্যন্ত সুরত-কালীন শীৎকারবৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। "করজ শাসন" নখাঘাত। "কলাআসন" বিলাসচাতুর্য। "কছুনা গোয়বরে" কিছুই গোপন করিব না। "কবহু" শব্দ যে যে স্থলে আছে সেই সেই স্থলে "কোনো কোনো সময়" এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। "কবহু কৈতব" হইতে "মাজ্ঝি হোই" পর্যন্ত কামকোপ বিবৃত হইয়াছে। "মাজ্ঝি" শব্দের অর্থ মহার্ঘ অর্থাৎ দুর্লভ। "সাজ্ঝি হোয়ব রে" হইতে আরম্ভ করিয়া "মুরবরে" পর্যন্ত কামকার্য আকাঙ্খিত। "সাজ্ঝি" শয্যা। "মদন মনমথ⋯মুরবরে" —মদন (আনন্দদায়ক ও মদমত্ত) মন্মথরূপ হস্তীকে শীঘ্রই বশে আনিব। অঙ্কুশের দ্বারা সামান্য হস্তীকে যেমন বশে আনে সেইরূপ।

দূরতঃ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা।

৫৪২

সোই[১] পরাণনাথ পাইলুঁ।

যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ। ততো বাক্‌স্তম্ভঃ।

পাঠান্তর—

১ সই—ক-পুঁথি।

টীকা—দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীমতী নিরতিশয় প্রেম সমুদ্রে সম্যকরূপে মগ্ন হইয়া "সোই পরাণনাথ পাইলুঁ। যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলু" এই দুইটি পংক্তি বলিলেন। ইহার পর প্রেমাতিশয্য বশত স্তম্ভ সাত্ত্বিক দশা অন্য কিছু বলিতে না পারিয়া বাক্‌স্তম্ভ হইল। অধিরূঢ় মহাভাবের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন এই পদ।

৫৪৩

শ্রীরাগ-দশকোশীতালো।†

মথুরা সঞে হরি করি পথ-চাতুরী
আওল[১] নিরজন কুঞ্জে।
ভ্রমর-পঙ্ক পাখীকুল পরম-বেয়াকুল[২]
পাওল আনন্দ-পুঞ্জে॥

ব্রজনারীগণ বিরহে অচেতন
পুন কিয়ে[৩] পাওল পরাণ।
দাবদগধ জন[৪] ছটফট[৫] জীবন
যৈছন অমিঞা সিনান॥
দেখ রাধামাধব মেলি।
দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহ
চিত-পুতলি সম ভেলি। ধ্রু।
কাঁপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ লোচন
চরকি চরকি পড়ু লোর।
কহইতে ঘর ঘর[৬] থাকিত কণ্ঠস্বর
দুহুঁ বিবরণ পুন[৭] ভোর॥

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ মিলল—তরু।

২ বিরহে বেয়াকুল—তরু।

৩ পুলকিত—তরু।

৪ তনু—খ-পুঁথি।

৫ ছটফটি—তরু।

৬ গরগর—তরু।

৭ দুহুঁ—তরু।

হোই সচেতনে[৮] কি কহব নাহি জানে[৯]
বৈছন দাবিল হেম।
গোবিন্দদাস কহ অনুপম আর নহ
প্রাণদ বৈছন প্রেম ॥[১০]

তরু—১৯৮৪।

টীকা—"মথুরা সঞে হরি" ইত্যাদি দ্বারা রাধা-কৃষ্ণের মিলন প্রকার দেখানো হইতেছে এবং সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকেরও প্রকাশ ঘটিয়াছে। প্রথমত পিতামাতাকে অভিবাদন না করিয়াও যে রাধার নিকট আসিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার রাধার নিকট অসমোর্দ্ধপ্রেমাধীনত্ব সূচিত হইয়াছে। "দ্রুম-পশু-পাখী-কুল" ইত্যাদি দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে তাহাদের কৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রেম ও অপ্রাকৃতত্ব ধ্বনিত হইয়াছে।

বনাগ্নির সহিত তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণবিরহ। অমৃত স্নানে যেরূপ অগ্নিজ্বালা নিবারিত হয় তেমনি কৃষ্ণপ্রেম মিলনকালে জীবন-শরীর-সৌন্দর্য-আরোগ্য-প্রদ হইয়া থাকে।

এই পদে পুলকাদি অষ্ট সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক স্পষ্ট। "সচেতন" পদ উল্লিখিত হওয়ায় এবং "নির্জন" পদ প্রযুক্ত হওয়ায় কেলিকরণেচ্ছা ও সখীদের অন্তর্গমন বিজ্ঞাপিত হইল।

৫৪৪

ধানশীরাগ-মঠকতালো

রাধামাধব চিরদিন[১] মেলি।
দুহু ভেল অচেতন কি করব কেলি ॥
দরশনে পুলকিত দুহু তনু কাঁপ।
পুন পুন[২] লোর[৩] নয়নযুগ ঝাঁপ ॥
কহইতে গদ গদ বোধয়ে বাণী।
ঘামে ভিগল তনু থেনে[৪] অন্তু মানি।
পহিল সমাগম ঐছন ভেলি[৫]।
রাধামোহন পহু দুহু রসকেলি[৬] ॥

তরু—১৯৮৬।

টীকা—"রাধামাধব" ইত্যাদি। "অধর সুধারসে" ইত্যাদি। "দিনকর কিরণ" ইত্যাদি তিনটি পদে গবাক্ষ জালান্তর্গতনয়না সখীরা নির্জন কুঞ্জে গত রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ লীলা বর্ণনা করিতেছে। এই পদে "দুহু ভেল অচেতন" অংশে প্রলয় উক্ত হইয়াছে। "দরশনে পুলকিত" ইত্যাদি অংশে কম্প অশ্রু ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাবের পুনঃ পুনঃ উদয় ও শান্তি স্বীকার্য।

৫৪৫

ধানশীরাগ-মঠকতালো †।

অধর সুধারসে লুবধক মানস
তনুপরিরম্ভণ চাহ।
মুখ-অবলোকনে অনিমিখ লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরবাহ ॥
দেখ সখি রাধামাধব-প্রেম।
দুলহ রতন যুহু দরশন মানই
পরশন গাঢ়িক হেম ॥ ধ্রু[১] ॥

---

৮ সচেতন—তরু।

৯ জান—তরু।

১০। পদকল্পতরুতে ভণিতা আছে—
এ রাধামোহন কহ ইহ অনুপম নহ
প্রাণদ ঐছন প্রেম।

পাঠান্তর—

১ চির দিনে—তরু।

২ ঘ-পুঁথিতে একবার মাত্র "পুন"।

৩ লোরে—তরু।

৪ থেনে—তরু। যদিও তরু ও ক-পুঁথির পদপাঠে "থেনে" আছে তবু টীকাতে "থনে" পাঠ থাকায় এবং উহার ব্যাখ্যায় "ক্ষণাৎ" থাকায় "থনে" (তরুরও পাঠ) পাঠই গৃহীত হইল।

৫ ভেল—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৬ মেল—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

(শ্রীরাগ :—ক-পুঁথি)

শ্রীরাগ মঠকতালো—ঘ-পুঁথি।

১ ধ্রুবপদচিহ্ন ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।

৪৮

আনন্দ-নীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে[2]

তবহি[3] পসারিতে[4] বাহ।

কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন

সুরতি জলধি অবগাহ॥

মধুরিম হাস সুধারস বরিখণে

গদ গদ রোধয়ে ভাষ।

চিরদিন মিলন লাখগুণ নিধুবন

কহতঁহি গোবিন্দদাস[5]॥

তরু—১৩৮৮।

টীকা—সমৃদ্ধিমৎসম্ভোগের বর্ণনা। "দুলহ-রতন যস্থ" হইতে "সুরতি জলধি অবগাহ" পর্যন্ত প্রেমবৈবশ্য বর্ণনা।

ঐছন মিলত[6] কত সুখ পায়ত[7]

না রহ লব উন[8] খেদ।

চিরদিন মিলন করত কত[9] নিধুবন

আনন্দ সায়রে বুর।

রাধামোহন পহুঁ অহনিশি[10] ব্রজ রহুঁ

সকল মনোরথ পুর॥

তরু—১২৮৯।

টীকা—সম্ভোগবর্ণনাত্মক সখীদের উক্তি। "চষক" পানপাত্র।

৫৪৬

গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্ †।

দিনকরকিরণ রহিত ঘন কুঞ্জহি

মিলল যুগল কিশোর।

দুহুঁ কর অঙ্গ কিরণ গেও আঁধিয়ার[1]

যনু কোটি রবিক উজোর॥

সজনি দেখ রাধামাধব কেলি।

অনিমিখনয়ন চষক ভরি পীয়ত

দুহুঁ রূপ[2] সুধাসম[3] মেলি॥ ধ্রু।

পরশহি দুহুঁ তনু হনিক[4] পুতলী যনু

মিলনক বেবি নহ[5] ভেদ।

---

২ ঝাপইয়ে—ঙ-পুঁথি।

৩ তরুতে নাই। তবহুঁ—খ-পুঁথি।

৪ পরশিতে—খ-পুঁথি।

৫ পদরত্নাকরে আছে—কহ ঘন শ্যামর দাস।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ দুহুকর কিরণহি গেও সব আঁধিয়ার।

২ রূস—ক-পুঁথি।

৩ সুধাময়—খ-পুঁথি।

৪ নিক—ক-পুঁথি।

৫ রহ—ক-পুঁথি।

৫৪৭

গান্ধাররাগ-গন্ধর্বতালৌ †।

চিরদিন মিলন হোয়ল যত[1] নিধুবনে

নিধুবন কত কত ভাতি[2]।

ঐছন[3] সখীগণ করল[4] গুণ কীর্তন

দুহুঁ কর প্রেমে[5] উনমাতি॥

হরি হরি কি কহব অদভুত প্রীত[6]।

---

৬ মিলিত—ঙ-পুঁথি।

৭ পাওত—তরু।

৮ লবগুণ—ক-পুঁথি। "না রহ লব উন না রহ" খ-পুঁথির এই পাঠ সম্ভবত লিপিকরপ্রমাদজ।

৯ তরুতে 'কত' নাই।

১০ অব নিশি—ক-পুঁথি। অহর্নিশ—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।

১ তরুতে 'যত' নাই।

২ এই চরণটি ক-পুঁথিতে আছে—

"চিরদিনে মিলন অব নিধুবনে

নিধুবর কত কত ভাতি।"

৩ ঐছন—ক-পুঁথি।

৪ করল তরু।

৫ প্রেম—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

৬ প্রীতি—ক-পুঁথি।

দুহুঁ কর প্রেম অতুল হেমসম
দুহুঁ জানয়ে[7] দুহুঁ রীত[8] । ধ্রু । [9]
ঐছন কেলি করল দুহুঁ বহুখন
দুহুঁ মানস পরিপূর ।
সখীগণ তৈছন পুরল মনোরথ
তবহিঁ চলল ব্রজপুর ।
যবহিঁ চলল ব্রজ তবহিঁ বেয়াকুল
হোয়ল সকল পরাণ ।
তছু গুণ গানে[10] পুন আনন্দ বাঢ়ল[11]
রাধামোহন অনুমান[12] ॥

তরু—১১১০ ।

টীকা—সম্ভোগ উপসংহারপূর্বক নিজগৃহ গমন ও কৃষ্ণ গুণ গান ও রসোদ্‌গারের বর্ণনাত্মক পদ। "চিরদিন মিলন হোয়ল যত নিধুবনে নিধুবন কত কত ভাঁতি" এই চরণে প্রথম "নিধুবন" শব্দের অর্থ "বন" বিশেষ এবং দ্বিতীয় "নিধুবন" শব্দের অর্থ "সুরত" ।

অথ তদ্রসোদ্‌গারঃ ।

৫৪৮

ধানসীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্ † ।

আজু রজনী হামে[1] ভাগে[2] পোহায়লুঁ
পেখলুঁ[3] পিয়ামুখচন্দা ।
জীবন-যৌবন সফল করি মানল
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥

৭ জানত—ক-পুঁথি। জানল—খ-পুঁথি।
৮ রীতি—ক-পুঁথি।
৯ ধ্রুপদ চিহ্ন ক-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
১০ গান—ক-পুঁথি।
১১ বাঢ়ায়ল—তরু, ঙ-পুঁথি।
১২ অনুপাম—মূল-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ হাম—খ-পুঁথি।
২ ভাগ্যে—ক-পুঁথি।
৩ পেখিনু—ঙ-পুঁথি।

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানল[4]
আজু মোর দেহ ভেল দেহা ।
আজু বিহি মোহে[5] অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥ ধ্রু ॥
সোই কোকিল অব লাখ[6] ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা ।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ[7]
মলয়-পবন বহু মন্দা ॥
অবহন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ[8] দেহা ।
বিদ্যাপতি কহ অল্পভাগী নহ
ধনি ধনি তুহুঁ[9] নব নেহা ॥

তরু—১১২৬ ।

টীকা—রাধামোহন এই পদটিকে "গীতচন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পদটি সমৃদ্ধিমান্ রসোদ্‌গারের উদাহরণ।

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের অনুকথন হইতেছে—সমৃদ্ধিমান্ রসোদ্‌গার।

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ চতুর্বিধ সম্ভোগের অন্যতম ঋদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইতেও অধিক উপভোগাতিরেকযুক্ত। পূর্বরাগ, মান, নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাসের পর সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও ঋদ্ধিমান্ সম্ভোগ স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয় রতিতেই প্রযোজ্য। কিন্তু সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ একমাত্র পরকীয়া রতিতেই সম্ভব। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের লক্ষণ—

"দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়োঃ ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥"

এই শ্লোকের "পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়ো" শব্দ দুইটি লইয়া

৪ মানলুঁ—তরু। মানিনু—ঙ-পুঁথি।
৫ আজু বিহি মোহে—ক-পুঁথি।
৬ লাখ লাখ—তরু। লাখক—ঙ-পুঁথি, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি।
৭ হলক—খ-পুঁথি।
৮ নিজ—তরু।
৯ তুয়া—তরু।

শ্রীজীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মধ্যে মতভেদ আছে। শ্রীজীব গোস্বামী "পারতন্ত্র্যাদ্" শব্দের সহিত "বিমুক্তয়ো" শব্দের অন্বয় করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "পারতন্ত্র্যাদ্" শব্দের অন্বয় করিয়াছেন "দুর্লভালোকয়োঃ" শব্দের সঙ্গে। বলা বাহুল্য পরকীয়া লীলার "মায়িকত্ব" ও "নিত্যত্ব" লইয়া যথাক্রমে শ্রীজীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর উপলব্ধিই ইহার ভিত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পঞ্চম খণ্ডে রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় "সমৃদ্ধিমান্" সম্ভোগের বিচার প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর মতকে গ্রাহ্য বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীজীবগোস্বামীর বক্তব্যকে শ্রীরূপগোস্বামীর অভিপ্রায় বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্টতই শ্রীরূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিধৃত মুনি-কৃত শ্লোকে পরকীয়া রতির উৎকর্ষের সমর্থন অনুসন্ধান করিয়াছেন—

"বহু বার্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্ন কামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমাগতিঃ॥"

পরকীয়া রতির উৎকর্ষের কথা নিজেও স্বীকার করিয়াছেন তিনটি শ্লোকে—"অথ উপপতিঃ—

রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয়প্রেমবসতির্বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥
অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ॥
লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥"

উজ্জ্বল—১।১৩-১৫।

পরকীয়া নায়িকা সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন—

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥"

সুতরাং রাধার কোনো মতেই স্বীয়াত্ব স্বীকার্য নহে।

প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ পর্যন্ত স্বীয়া নায়িকার মিলনানন্দ। কিন্তু পরকীয়া নায়িকার মিলনানন্দ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ পর্যন্ত। এই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ ভাবজগতের ভাবোল্লাসের বস্তু তাই ইহার পর আর বিচ্ছেদ নাই। সেই অর্থেশ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যার তাৎপর্য গ্রহণীয়। অর্থাৎশ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অনুপূরক হিসাবে গ্রহীতব্য।

রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনেরা যদি এই দৃষ্টিতে কৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ না করিতেন তাহা হইলে এই পদটিকে "গীতচন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করিতেন না এবং পদটিকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের অনুকথনাত্মক "সমৃদ্ধিমদ্রসোদ্গাররূপ" বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। উজ্জ্বলনীলমণিতে অভিধেয় অর্থবলে পরকীয়ারতির উৎকর্ষ যে স্থলে প্রথমেই লভ্য সে স্থলে ব্যাখ্যামূলক অর্থগ্রহণ সমীচীন নহে।

"অবহন" দ্রষ্টব্য।

ভাটিয়ারীরাগ-রূপকতালৌ।†

৫৪৯

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব[১] দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরিপরসাদ॥

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥

রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর[২] গেল॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিন ঔখদে না রহে বেয়াধি॥

টীকা—দর্শনানন্দের কথা বলিয়া এখন সম্ভোগরস উদ্গীর্ণ করিতেছেন।

"কি কহব রে সখি" ইত্যাদি দুইটি পংক্তি অন্যপদেও দৃষ্ট হয়। ইহা কি প্রকৃতপক্ষে পদনিরপেক্ষ ধ্রুবপদ? চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার অপর পংক্তিগুলি যাহা এই পদে ধৃত হইয়াছে দেখা যায় না। কিংবা কৃষ্ণদাস আংশিক উদ্ধৃতি করিয়াছেন।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ সবহু—ক-পুঁথি।
২ দূরে—মূল পুঁথি।

৫৫০

তিরোতাধানশীরাগেকতালীতালাভ্যাম †।

আর[1] দূরদেশে হাম পিয়া না পাঠাও।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাও॥
[শীতের ওড়ণ পিয়া গিরিষের বা।
বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নিধন বলিয়া পিয়ার না কলুঁ যতন।
এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
নাগর সঙ্গে কর রসপরিহারি॥][2]

টীকা—ইহাও রসোদ্গারের পদ।

৫৫১

বেলাবরীরাগ-চঞ্চুপুটতালৌ †।

নন্দের নন্দন চতুর কাণ।
মিলল আসিয়া স্থবল জান॥
যাহার যে মত পিরিতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিয়া[1] বাঢ়া॥
মথুরা হইতে এথন[2] হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন-ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা যন্থ পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নঞান জলে।
সেচন করল[3] কান্দিয়া বলে॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
মরিব তবে এবারে আমি[4]॥
এত বলি কত দেওল[5] চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐ ছনে মিলল সবহু[6] সখা।
আর সব জন যতেক লেখা[7]॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া[8] শোয়াইল ঘরে।
ঘুমাকু বলিয়া গেল ত তবে[9]॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনাতীরক বন॥[10]
রাইক নিকটে পাঠাইল দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥

তরু—১৯৯৩।

টীকা—অনন্তর সর্বোৎকর্ষপ্রিয়ার সহিত সর্বাতিশয় রসের আস্বাদন করিয়া তাহা গোপন রাখিয়া চতুর ভাবে কৃষ্ণ ব্রজগমন করিলেন।

এই গীতশেষে শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় সম্ভোগের জন্য সঙ্কেতস্থানগমন বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
(তিরোতিয়ারাগ-রূপকতালাভ্যাম্—মূল-পুঁথি)
† এই পদটি খ-পুঁথিতে নাই।
† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ অব—ক-পুঁথি।
২ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ ক-পুঁথিতে নাই, চ-পুঁথিতে ও মূল পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ করিলা—তরু।
২ এথনে—মূল-পুঁথি।
৩ করিলা—তরু। করিয়া—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ বাহির আর না করিব আমি—তরু।
৫ দেওয়—ক-পুঁথি। করিল—খ-পুঁথি।
৬ সকল—তরু।
৭ আর কতজন কে করে লেখা—তরু।
৮ চ-পুঁথিতে নাই।
৯ ঘুমাকু বলিয়া যতন করে—তরু।
ঘুমাকু বলিয়া গেলত তবে—মূলপুঁথি, বহ। "গেলত তবে"—ক-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।
১০ তখন বুঝিয়া…তীরক বন—তরুতে এই দুটী পদ নাই।

ততো রাত্রিবিলাসঃ।

তত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

৫৫২

তোড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাম্।

কিবা কহু[১] নবদ্বীপচান্দ।
শুনইতে সব মন বান্ধ॥ ধ্রু॥
আনহ নীল নিচোর।
সব অঙ্গ ঝাঁপহ[২] মোর॥
চিরদিনে মিলব তায়।
এত কহি কোন দিশ[৩] যায়[৪]॥
সোই[৫] ভাবে অবতার।
রাধামোহন[৬] পহুঁ সার॥

তরু—১৯৯২।

টীকা—এখন অভিসার গান নির্বাহক তদ্ভাব-কৃতাবতার শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রকে "কিবা কহু নবদ্বীপচান্দ" ইত্যাদি, "অপরূপ গৌরকিশোর" ইত্যাদি এবং "সজনি অদ্ভুত গৌরাঙ্গবিলাস" ইত্যাদি তিনটি পদে বর্ণনা করা হইতেছে।

"আনহ নীল নিচোর" অংশে অভিসারিকা-ভাবাক্রান্তত্ব বোধ্যম্।

৫৫৩

বেলোয়াররাগ-দশকোশীতালৌ †।

অপরূপ গৌরকিশোর।
ভাবহি কত কত কহতঁহি অদ্ভুত[১]
কো তছু পাওই ওর॥ ধ্রু॥

খেণে খেণে বোলত আজু সফল দিন
হোয়ল সফল পরাণ।
ঐছন প্রতিদিন অব বুঝি হোয়ব[২]
সুঘটন বিহি নিরমাণ॥

কহইতে ঐছন মুদল দুনয়ন
বেকত আনন্দবিকার।
অশ্রু ঘাম বহু কণ্ঠহি[৩] ঘর ঘর
পুলক যো কদম্ব-আকার॥

কো ইহ চরিত বুঝই নাহি পারিয়ে[৪]
হেরইতে কেবল আনন্দ।
হোয়ত বিপরীত তাহা না কহিব কত
শুনি রাধামোহণ ধন্দ॥

টীকা—এই বিষয়ে সম্ভোগ গান নির্বাহক তদ্ভাবাক্রান্ত গৌরাঙ্গকে "অপরূপ গৌরকিশোর" ইত্যাদি দ্বারা স্মরণ করা হইতেছে।

এই পদের অর্থ রসিকজনকর্তৃক অনুসন্ধেয়।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ কহ—তরু, খ-পুঁথি।
২ ঝাপই—খ-পুঁথি।
৩ দেশে—ক-পুঁথি।
৪ কাহু—তরু।
৫ সে—মূল-পুঁথি। সেই—ক-পুঁথি।
৬ গোবিন্দ দাস—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ ঙ-পুঁথিতে আছে—"ভাবহি শতশত কহতহি কতশত অদ্ভুত।"
২ "ঐছন প্রতিদিন হোয়ব"—ঙ-পুঁথি।
৩ কণ্ঠ—ঙ-পুঁথি।
৪ বুঝই না পারিএ—ঙ-পুঁথি।

৫৫৪

কেদাররাগ-সমতালে। †।

সজনি অদভুত গৌরাঙ্গ-বিলাস।
প্রেম-রচিত কিয়ে[১] হোয়ল তাকর[২]
কিবা সোই না বুঝলুঁ[৩] ভাব॥
খেণে অদ্ভু বচন কহই আনন্দময়
আনন্দ করহ[৪] আচার।
খেনে পুন বিরহ- ভাবে সোই কান্দই[৫]
ঐছন[৬] করু ব্যবহার॥
তৈছনে[৭] লাজে রহত পুন নতমুখ
আনন্দসহ মৃদু হাস।
ঐছন আজু হাম দেখলুঁ পরতেক
কো ইহ ভাব-পরকাশ॥
রাধামোহন ভণ সো নব পরশন
না ভেল হৃদয়[৯] হামার।
ও রস পরশন যৈছে বন্ধু হোয়ত
ঐছন করহ সঞ্চার॥

টীকা—প্রেমবৈচিত্ত্য রসগান নির্বাহক গৌরাঙ্গ বর্ণনা। "খেনে অদ্ভু বচন" ইত্যাদি হইতে "আনন্দসহ মৃদু হাস" পর্যন্ত প্রথমে মিলনানন্দ, তৎপরে অহেতুক মানবিরহ এবং শেষে অর্থাৎ ভ্রম প্রতীতি অন্তে সলজ্জ আনন্দ প্রেমবৈচিত্ত্য-রূপ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের বর্ণনা।

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ প্রেমবিচিত্রকায়—খ-পুঁথি।
২ জাখন—ক-পুঁথি।
৩ বুঝল—ক-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৪ করই—খ-পুঁথি।
৫ কান্দইতে—ঙ-পুঁথি।
৬ পুন—ঙ-পুঁথি। তৈছন—খ-পুঁথি।
৭ তৈখন—চপুঁথি।
৮ ভাব পরকার—ক-পুঁথি।
৯ হৃদয়ে—খ-পুঁথি।

৫৫৫

ধানসীরাগ-চঙ্কপুটতালে। †।

হের[১] দেখ অপরূপ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শেষ অতি মনোহরে॥
তাহার উপরে শুতি আছে গোরারায়।
কি কহব অঙ্গের[২] শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরি কিবা ছাকিয়া[৩] যতনে।
কত রস দিয়া বিধি করিল নির্মাণে॥
বাসুদেব ঘোষ[৪] গায় মনের হরিষে।
অতি মনোহর শেষ বিচিত্র বিলাসে[৫]॥

টীকা—প্রেমবৈচিত্ত্যাত্মক বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তে সম্ভোগ-শৃঙ্গার সুখাম্বু ভবের কার্য ভূত নিদ্রাসঞ্চারি ভাবাক্রান্ত গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

তেষামুচিতরূপংযথা।

৫৫৬

কামোদরাগ-নন্দনতালে।

কালিন্দীসলিলকান্তিকলেবর কৃতকুসুমাবলীবেশ!
কান্তিকরম্বিত-করবীক[১]-কুট্মল-কলিত-কুঞ্চিত[২]-কেশ[৩]!
কৃষ্ণ[৪] কৃষ্ণ নবকাম!

পাঠান্তর—

† ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ হেরো—ক-পুঁথি। হের—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ অঙ্গ—ক-পুঁথি।
৩ ছাকিএ—ঙ-পুঁথি।
৪ ঘোষে—ক-পুঁথি।
৫ বালিশে—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ করবীর—তরু। কুরুবক—ঙ-পুঁথি।
২ কুকুঞ্চিত—তরু। ললিত—ঙ-পুঁথি
৩ বরবেশ—ঙ-পুঁথি। "কলিত কুঞ্চিত কেশ" স্থলে খ-পুঁথিতে "কলিত-বরবেশ।
৪ জয় জয় কৃষ্ণ—তরু।

কামিনীকামকলাগুরুকৌশলকারণকারণ! শ্যাম। ধ্রু।
কর্ণকয়ম্বিতকুণ্ডলকিসলয় কনককটকবরধারী[১]।
কুসুমিতকানন-কেলিকলপতরু-কালিন্দী-কূলবিহারী[৩]॥
কুন্দনকেয়ুর করহি করহি ধর কিঙ্কিনী কটিতট ধারী[১]।
রূপগ-রূপানিধি কামপূরণকর রাধামোহন বলিহারি॥
তরু—২৪৩৯।

টীকা—অনন্তর সম্ভোগরসোপযোগী শ্রীকৃষ্ণরূপ "কালিন্দী সলিল" ইত্যাদি দ্বারা সূচিত হইতেছে। "কৌশলকারণ-কারণ শ্যাম" (কাম) কৌশলের কারণেরও কারণ রূপ।

৫৫৭

মালবরাগৈকতালী-তালাভ্যাম্।

নিভৃত[১]নিকুঞ্জ গৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসবশেন হসন্তম্॥
সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্॥ ধ্রু।
প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্।
কিসলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্॥
অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলম্।
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলম্॥
কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্।
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারম্॥
চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্॥
রতিসুখসময়-রসালসয়া[২] দরমুকুলিতনয়নসরোজম্।
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলম্॥

১,৩,১ 'রি'—হইবে। তরুতে সম্বোধন পদ রূপে আছে।

পাঠান্তর—
১ নিভৃতঃ—ভ-পুঁথি।
২ রসালসয়া—ভ-পুঁথি।

টীকা—অনন্তর পরমানন্দ বৈবশ্যবশত ভাবী বিলাস প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিয়া রাধার "নিভৃত নিকুঞ্জ" ইত্যাদি উক্তি এই পদে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এই পদের তৃতীয়ান্ত শব্দগুলি রাধার পক্ষে এবং দ্বিতীয়ান্ত শব্দগুলি কৃষ্ণের পক্ষে প্রযোজ্য।

সখীর প্রতি রাধার উক্তি।

নির্জন নিকুঞ্জগৃহে নিশীথে রাধা কৃষ্ণকেলিরসোৎসুকা। তিনি নিজের ও কৃষ্ণের নানা লীলার মানস চিত্র অঙ্কিত করিয়া সখীকে কৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইয়া দিতে বলিতেছেন। (সখী সকল লীলার সংঘটক। রাধার গুণ বর্ণনা স্থলে "সখীবশা" বিশেষণ এই জন্যই আছে)। রাধা বলিতেছেন—নিশীথে নির্জন নিকুঞ্জে গিয়া দেখিব কৃষ্ণ কৌতুক করিবার জন্য স্বাঙ্গ গোপন করিয়া নির্জন স্থানে লুকাইয়া আছেন। তখন "সেই রসবর্দ্ধক কৃষ্ণ কোথায় লীন হইয়া আছেন" এই ভাবিয়া আমি চকিত দৃষ্টিতে সমস্ত দিক নিরীক্ষণ করিব। কৃষ্ণ তাহা দেখিয়া রতিরভসবশত অর্থাৎ রতির আনন্দরূপভাববিশেষের বেগবশত হাসিয়া উঠিবেন (অথবা "রসেন" পাঠ থাকিলে অর্থ হইবে—রতিরভসবশত উৎপন্ন যে পারস্পরিক লীলা বিস্তার রূপ রস—তাহাই হইবে হাস্যের জনক)।

এই কথা গুলি রাধা সেইদিন সন্ধ্যায় অত্যুৎকণ্ঠাবশত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সখীকে বলিতেছেন। রাধা বলিতে লাগিলেন—হে সখি কেশিমথন কৃষ্ণের সহিত আমার মিলন ঘটাইয়া দাও। (এস্থলে "কেশিমথন" শব্দের প্রয়োগ হওয়াতে মথুরা হইতে ফিরিবার পর এইরূপ উক্তি সম্ভব এমন কথা পূর্বাচার্যেরা বলিয়া গিয়াছেন। কেননা কেশিমথনদিনেই অক্রূরের আগমন হওয়ায় ভাবী বিরহস্ফূর্তি বশত লীলান্তরের প্রতীতি হয় নাই। কেশিমথন কৃষ্ণ উদার অর্থাৎ বাঞ্ছিতপ্রদ দক্ষিণ নায়ক। এবং তিনি প্রেমিক। (এস্থলে "সবিকার" শব্দটি যে বিশিষ্ট মানস ভাবের দ্যোতক তাহা পরস্পরের অন্যোন্য অনুরাগজ। অন্যথায় রসাভাসাপত্তি। পণ্ডিতেরা বলেন— অনুরাগিনীতে অনুরাগই রসাবহ। অনুরাগের

অভাবে রসাভাস।) আমিও রবির মদন মনোরথে ভাবিত হইয়া। (মদন শব্দের অর্থ কৃষ্ণ। কৃষ্ণের মনোরথ অনুসারে ভাবিত হইব ইহাই বুঝিতে হইবে।)

অনন্তর কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নিত্য নবনবায়মান সমাগমে—বিশেষ করিয়া মথুরা হইতে আসিয়া প্রথম রাত্রিতেই তৎসহ মিলন চিন্তা বশত আমি লজ্জিত হইয়া থাকিব। পটু প্রিয়োক্তি শত বলিয়া বলিয়া কৃষ্ণ অনুকূল নায়ক হইয়া উঠিবেন। তখন আমি মৃদু মৃদু মধুর মধুর হাস্তে ও বচনে যখন রত হইব তখন তিনি আমার জঘন দুকূল শিথিল করিয়া ফেলিবেন।

ইহার পর কিশলয় শয়নে তিনি আমাকে শয়ন করাইয়া আমার বক্ষঃস্থলের উপর শয়ান হইবেন। অনন্তর তৎকর্তৃক আমি আলিঙ্গিত ও চুম্বিত হইলে (অথবা আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলে) তিনি পুনরায় আবেশবশত পুনঃপুনঃ আমাকে আলিঙ্গন ও আমার অধর চুম্বন করিবেন। তখন আমার নয়ন হইবে অলস ও ভাব বিশেষ দ্বারা নিমীলিত এবং তাঁহার গণ্ডস্থল রোমাঞ্চিত হইয়া সৌন্দর্যময় হইয়া উঠিবে। আমার কলেবর তীব্র সুরতেচ্ছা-জনিত শ্রমজলে সিক্ত হইবে এবং তিনিও নিবিড় মদনহর্ষে চঞ্চল হইয়া সুরতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কোকিলের কলরবের ন্যায় মধুর ও অস্ফুট ধ্বনি করিয়া আমি "না—না" ইত্যাদি কথা গদগদ শব্দে বলিব এবং তিনিও তখন কামকলায় চরম প্রকর্ষ প্রদর্শন করিবেন। ইহার পর আকুল সুরত ক্রিয়ায় আমার কেশ বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে কুসুমগুলি শ্লথ হইয়া খসিয়া যাইবে এবং তিনি তখন নখ দিয়া আমার ঘনস্তনভার বিদীর্ণ করিবেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিপরীত সুরত প্রার্থিত হইলে আমি তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। আমার চরণে মণিনূপুর রণিত হইতে থাকিবে এবং তাঁহারও সুরতসম্বন্ধীয় বিস্তার প্রার্থনা পরিপূর্ণ হইবে। অনন্তর আমার মেখলা পূর্বে অতিশয় ঝঙ্কৃত হইতে হইতে পরে ছিন্নগুণ হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িবে এবং তিনিও আমার কেশ আকর্ষণ করিয়া আমাকে চুম্বন করিবেন।

রতিসুখ অনুভবকালে আমি অলস হইয়া পড়িব এবং তিনিও ঈষৎমুকুলিতনেত্রকমল হইবেন। অনন্তর বল-হীনায় ন্যায় আমার তনুলতা নিপতিত হইবে এবং শ্রীমধু-সূদন আমার মুখপদ্ম চুম্বনাসক্ত হইয়া পুনরায় সম্ভোগাকুল হইয়া উঠিবেন।

কামোৎকণ্ঠিতা গোপবধূর এই উক্তি যাহা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুরতসমাধিধ্যান মাত্র, তাহা জয়দেব কর্তৃক অনুকূল ভাবে কথিত হইয়া লীলা বিস্তার করুক।

৫৫৮

গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্ *।

কালিন্দী কানন- কুঞ্জকুটীরহিঁ
নিবসই তুয়া লাগি কাণ।
কত বেরি কুসুম- তলপ করু[১] সাজন
কেলিক রব মন মান।
কামিনী কি কহব তুহারি[২] সোহাগ।
কেবল কান্ত করই পথ নিরীখন
কারণ তুয়া অনুরাগ। ধ্রু।
কুসুমক কিঙ্কিণী[৩] কঙ্কণ কেয়ূর
কুণ্ডল কণ্ঠক হার[৪]।
কানড় কুন্দ করবিক কোরক
নিরমিল কত পরকার।
কেলি অবসানে করব কবি মানস
সুন্দর বেশক লাগি।
কাম কলাগুরু কৌশল কামুক
করবহি যামিনী জাগি।

পাঠান্তর—

* ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ করি—তরু।
২ তোহারি—খ-পুঁথি।
৩ কুসুমক কঙ্কণ কিঙ্কিণী—ও-পুঁথি।
৪ কুসুমক কিঙ্কিণী কুসুম কুণ্ডল কণ্ঠ-বিহার—বহ।

কেলিকলপতরু   কোমল সকরু
কোকিল-কোকিলা[৪] গান।
কমলক গন্ধ   গন্ধবহ সকরু
অরু কত কেকিক তান॥
করহ গমন অব   কছু নাহি আপদ
কহলহ কৃষ্ণ নিদেশ।
করু রাধামোহন   চরণে[৬] নিবেদন
কছু না রহব অবশেষ॥

টীকা—ইহার পর কৃষ্ণপ্রেরিতা এক দূতী তৎক্ষণাৎ রাধার নিকট আসিয়া কৃষ্ণের সঙ্কেতস্থলে গমন ও উৎকণ্ঠাদির কথা রাধাকে বলিতেছে। "কুসুমতলপ" ইত্যাদি—কৃষ্ণ পুষ্পদ্বারা পুনঃ পুনঃ শয্যা সাজাইতেছেন—মনে করিতেছেন রাধার সহিত বিহারের কথা। "কৌশল কারুক" কৌশলে কার্য। "কোমল" শ্রুতিসুখজনক। গন্ধবাহ, কেকিগান ইত্যাদি উদ্দীপন সামগ্রী।

পন্থ একু[৫] চলই   বলই পুন প্রেমভরে
লোরহি ঝাঁপল দিঠ।
কত দূরে প্রাণ-   বল্লভ হাম [হেরব[৬]]
কহতহিঁ গদ গদ মিঠ॥
ঐছন ভাঁতি   মিলল বর কামিনী
সঙ্কেত কুঞ্জক ওর।
রাধামোহন পহুঁ[৭]   হেরইতে দুহু দুহু[৮]
আনন্দে ভৈ গেল ভোর॥

তরু—২০০৩।

টীকা—দূতীর বচন শুনিয়া পরমানন্দসমুদ্রে মগ্না হইয়া শ্রীমতীর বিভ্রমভাববশত গমনপ্রকার ও মিলনের বর্ণনা সখী করিতেছে। "বিপরীত" শব্দের দ্বারা বিভ্রম ব্যক্ত। বল্লভপ্রাপ্তি কালে মদনাবেশবশত হারমাল্যাদি-ভূষাস্থান বিপর্যয়কে বিভ্রম বলে। ইহা মদনভ্রান্তিবিশেষ।

৫৫৯

বেনাবরীরাগসমতালৌ *।

কানুক সংবাদ[১]   পাই বররঙ্গিণী
বিছুরল সাজবিসাজ।
বসন ভূষণ যত   করি অঙ্গ বিপরীত
চললহিঁ কুঞ্জক মাঝ॥
সজনি আরতি বরণি[২] না যাতি[৩]।
চিরদিন মিলন   আজু পুন হোয়ব
অতএ সেম দনভরাতি[৪]॥ ধ্রু॥

৪ কোকিল-কোকিলী—তরু।
৬ চরণ—ক-পুঁথি।
পাঠান্তর—
* ক-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ সন্দেশ—খ-পুঁথি।
২ বরণ—ক-পুঁথি।
৩ যাত—মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ জরাত—মূল-পুঁথি, জাবত—খ-পুঁথি।

৫৬০

বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাম্।

রাধাবদনবিলোকনবিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গম্।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গম্॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসম্।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশম্॥ ধ্রু॥
হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরম্॥
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্॥
তরলদৃগঞ্চলচলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্॥

৫ এক—ক-পুঁথি।
৬ হাম হেরব—তরু। ছন্দানুরোধে 'হেরব' (যাহা তরুতে নাই) গৃহীত হইল।
৭ বন্ধু—ক-পুঁথি।
৮ দৌহে—মূল-পুঁথি।

বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্ ।
স্মিতরুচি কুসুমসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্ ॥
শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুমকেশম্ ।
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্মলমলয়জতিলকনিবেশম্ ।
বিপুলপুলকভরদন্তুরিতং রতিকেলিকলাভিরধীরম্ ।
মণিগণকিরণসমূহসমুজ্জলভূষণসুভগশরীরম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতবিভব দ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্ ।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্ ॥

টীকা—রাধা কৃষ্ণকে দেখিলেন। রাধার বদন বিলোকন করিয়া কৃষ্ণমুখে বিবিধ বিকারবিভঙ্গ বিকসিত হইল, যেমন বিধুমণ্ডল-দর্শনে জলনিধি তরলিততুঙ্গতরঙ্গ হইয়া উঠে। (তাৎপর্য—কৃষ্ণ রসসাগর। প্রেমের বিবিধবিকার সাত্ত্বিক হর্ষাদি; তাহাই তরঙ্গের তুলনা।) ১।

রাধা সানন্দে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি শৃঙ্গাররসময় এবং রাধিকাতেই তাঁর একক রসাভীপ্সা। তাঁহার বিলাসবাসনা অর্থাৎ কেলি চিরঅভিলষিত, অতিশয় হর্ষবশত তাঁহার বদনে অনঙ্গ যেন অঙ্গলাভ করিল। ("চির" শব্দের দ্বারা মথুরাগমনের পর পরই ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।) ক।

তাঁহার বক্ষঃস্থলে দীর্ঘলম্বিত নির্মল স্থূল মুক্তাহার যেন যমুনা জলে প্রায় স্ফুটতর ফেন কদম্ব দৃশ্যমান। ২।

তাঁহার শ্যামল ও কোমল কলেবর পীতবসনমণ্ডিত। যেন স্বর্ণাভ পুষ্পের পীতপরাগসমূহের আতিশয্যে নীল-নলিনীর মূল বেষ্টিত হইয়াছে। (রাধামোহন এস্থলে অদ্ভুতোপমার উল্লেখ করিয়াছেন।) ৩।

তরল নয়নের অপাঙ্গভঙ্গিতে তাঁহার বদনের মনোহারিতায় শ্রীরাধার হৃদয়ে রতিরাগ জনিত হইয়াছে। শরৎ ঋতুতে প্রস্ফুটপদ্মের উদরমধ্যে স্বীয় চাঞ্চল্যবশত খঞ্জনযুগল যে তড়াগে ক্রীড়ারত তাহাই কৃষ্ণের তুলনা (তড়াগসলিলের শ্যামলিমা কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি এবং চঞ্চল খঞ্জনযুগল নয়নের তুলনা)। ৪

বদনকমলে মিলিত সূর্যসদৃশ কুণ্ডলে তাঁহার গণ্ডস্থলের শোভা (সূর্যের আকর্ষণে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। এস্থলে পদ্মের আকর্ষণে সূর্য্য আসিয়া মিলিত)। তাঁহার স্মিতরুচি কুসুমের তুলনা তাহাতে সমুল্লসিত অধরপল্লবে রতি-লালসা জাগরূক হইয়াছে। ৫

তাঁহার নীল অলকে ধবল কুসুম শোভা পাইতেছে যেন চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হইয়া জলধরকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তিমিরে বিধুমণ্ডল উদিত হইলে যে শোভা সেই শোভা তাঁহার শ্যাম অঙ্গে চন্দনতিলকের নিবেশনে তিমিরে বিধুমণ্ডলের উদয় অদ্ভুতোপমা কারণ বিধু উদিত হইলে আর তিমির থাকে না। ৬

বিপুল পুলকাতিশয়বশত দন্তুরিত তিনি অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গে কদম্বকুসুম সদৃশ রোমাঞ্চ পরিদৃষ্ট। রতিকেলি কৌশলবশত অঙ্গে তাঁহার বেপথ। এই দুইটি মানস সাত্ত্বিক ভাবের অনুভাব স্বরূপ)। তাঁহার সাহজিক-সুন্দর শরীরে মণিসমূহে সমুজ্জ্বল ভূষণ শোভা পাইতেছে। ৭

হে সজ্জনগণ! শ্রীজয়দেবকর্তৃক ভণিত ভাবানুভাবাদি-জনিত দ্বিগুণীকৃত ভূষণভার যে কৃষ্ণের সেই প্রেমভক্তি সাধনার ফলস্বরূপ কৃষ্ণকে পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ ভাবে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া প্রণাম কর।

৫৬১

দাক্ষিণাত্যধানশীরাগ-চঞ্চুপুটতালৌ।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল[1] বিধি[2]।
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কল্প যদি নিরবধি দেখি।[3]

পাঠান্তর—

১ নিরমালা—ক-পুঁথি।

২ কত সুধা দিয়া তোমা সিরজিল বিধি—সং

৩ কোটি কল্প যদি অনিমিখ আঁখি।
রজনী দিবস বসি তুয়া মুখ দেখি।—সং

ভূত তিরপিত নহে দুইটি[৪] নয়ান
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দামিনি তাহে দূরে পরিহরি[৫]।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি[৬]॥
ছিছি কি[৭] শরদের চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব[৮] তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া[৯] যদি ছাকিয়া[১০] বিজুরি।
অমিঞার সাঁচে যদি গড়াইয়ে[১১] পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাইয়ে সিনান।
তবু ত না হয় তোমারনিছনি সমান[১২]॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাউ হারাউ হেন সদা করেচিত॥
হিয়ার ভিতরে হৈতে কে কৈলে[১৩] বাহির।
তেঞি বলরামের পঁহুর[১৪] চিত নহে থির॥

সং—১৩৭।

টীকা—এই পদে অসমোর্দ্ধপ্রেমামৃতসমুদ্রসদৃশ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমতীর নিরতিশয় রূপমাধুরী বর্ণিত হইয়াছে।

৫৬২

সুহইরাগ-চঞ্চুপুটতালেৌ।

দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ভোর।
দুহুক নয়নে বহে আনন্দ-লোর[১]॥
দুহু অঙ্গ[২] পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল[৩] দেখি দুহু[৪] জন[৫]॥
নিকুঞ্জের মাঝে রাধা-কানুর বিলাস[৬]।
দূরে হি দূরে রহু নরোত্তম দাস॥

কী—২০৮।

টীকা—পুনরায় উভয়ের দর্শনজনিত প্রেমোদ্রেক এবং সখীগণেরও তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া আনন্দ এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। "দূরে হি দূরে রহু" ইত্যাদি আভোগের পংক্তি। সকলের কেলিস্থান হইতে দূরগমন ব্যঞ্জিত করিয়াছে।

৪এ দুটি—সা, ক-পুঁথি।

৫ রহ—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি ও মূল পুঁথিতে "দামিনি তাহে" স্থলে "দাপুনি" আছে। ইহার অর্থ হয় না তাই ক-পুঁথিতে পাঠ গৃহীত হইল।

৬ করি—ক-পুঁথি।

৭ কি কাজ—ঙ-পুঁথি ক-পুঁথিতে নাই।

৮ কিবিব—ঐ।

৯ আনি এ—ঙ-পুঁথি।

১০ ছাঁকি এ—ঙ-পুঁথি।

১১ গড়াই—ক-পুঁথি। গড়াএ—ঙ-পুঁথি।

১২ ক-পুঁথিতে এই পর্যন্ত আছে, আর নাই। পুঁথিটি অসমাপ্ত এবং টীকাংশ নাই

১৩ কৈল—ঙ-পুঁথি। কৈলা—খ-পুঁথি।

১৪ পহুঁ—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ আনন্দহিলোর—ঙ-পুঁথি।

২ অনু—কী।

৩ আনন্দ ভেল সবে—কী।

৪ দুই—ঙ-পুঁথি।

৫ কীর্তনানন্দে ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—
শারী শুক দুহু দুহু সখীকে শোনায়।
শুনি হাসি সখীগণ উলসিত কায়॥

৬ "রাধা-কানুর বিলাস" স্থলে খ-পুঁথিতে আছে—
যে হিয়ার কেলিবিলাস।

৫৬৩

শ্রীরাগৈক-তালীতালাভ্যাম্।

জল দেই জলদ[১] বিজুরি দিঠি-তাপক
মরকত কনয়া কঠোর।
এ দুহু তনু মন লোচন-রোচন[২]
নিরুপম নওলকিশোর॥
দেখ সখি রাধামাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল[৩] কোন ঘটায়ল[৪]
শ্যামর[৫]-গোরি-সাঙতি॥ধ্রু॥
যব দুহু দুহু হেরি[৬] নয়ন-অঞ্জলি ভরি
আন আন পিবইতে চাহ[৭]।
তনু তনু পৈঠত সঘন আলিঙ্গত
কৈছে হোয়ব[৮] নিরবাহ॥
আরতি অধর- সুধারস পিবি পিবি[৯]
দুহুঁক মদন[১০] উনমাদ।
গোবিন্দদাস ভণ[১১] হেন লয়ে মঝু মন[১২]
অতিরসে অতিপরমাদ[১৩]॥

তরু—১০৭৩, কী—২১২,
সং—২০৪।

পাঠান্তর—

১ জলধর জলদ—সং।
জলবহি জলদ—তরু।
২ নয়নরাসরন—কী, সং, তরু।
৩ নিরমল—বহ—বহ।
৪ কোনে ঘটাওল—সং; কোন ঘটাএল—মূল-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৫ শ্যাম—মূল-পুঁথি। শ্যামরি—ঙ-পুঁথি।
৬ যব ও বয়ন হেরি—সং।
৭ দুহু পিবইতে দুহু কাহ—সং।
৮ হোত—সং।
৯ পিবইতে—সং।
১০ পিরীতি—সং।
১১ কহে—সং।
১২ অধিক রসাবেশে—সং।
১৩ অতএ হোয়ে পরমাদ—সং।

টীকা—অনন্তর গবাক্ষজালান্তর্গতমুগ্ধী সখীগণ সম্ভোগরস নিরূপণ করিতেছে। আভোগে গোবিন্দদাসের "অতিরসে অতি পরমাদ" উক্তিটি প্রেমবৈচিত্ত্যের আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে।

জল দেই জলদ ইত্যাদি— এস্থলে "জল দেয়" এমন জলদ শ্রীকৃষ্ণ এবং দৃষ্টিকে দীপ্ত করে এমন "বিজুরী" রাধা। "মরকত" শ্রীকৃষ্ণ "কনয়াকঠোর" রাধা।

৫৬৪

শ্রীরাগনন্দমতালৌ।

শ্যামর কোরে যতনে ধনি সুতলি[১]
মদন মদালসে[২] ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যনু কাঞ্চন-মণিজোর॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত
কবে মোরে[৩] মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহিঁ মঝু যাওব[৪]
অমিঞা করব সিনান॥

পাঠান্তর—

(শ্রীধানশ্রীরাগ-নন্দনতালৌ—ঘ-পুঁথি)
১ সুতল—তরু।
২ মানে আনসে তনু—কী মদন আলসে
মানে লালসে তনু—ঘ-পুঁথি।
দুহুঁ—তরু; মদনালসে দুহু—বহ, ঙ-পুঁথি।
৩ মোহে—কী, ঘ-পুঁথি।
৪ মীটব—তরু, কী। যাওব—ঘ-পুঁথি।

সো মুখচন্দ্র বচনেহারবি[৫]
গুণ সোঙরিতে[৬] মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব হোয়ব[৭]
তবহি[৮] মনোরথ পূর।
এত বলি সুন্দরী দিগ নেহারলি[৯]
মুরছই হরল গেয়ান।
যতনহি শ্যাম রাই[১০] পরবোধই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

তরু—১৭৫, কী—৩২৮।

টীকা—এই পদটি প্রেমবৈচিত্ত্যের। এই পদে শয়নের কথা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিদ্রাবশত নহে মদনালস্যবশত অন্যথা প্রেম-বৈচিত্ত্য অনর্থক হইয়া পড়ে।

তাৎপর্যটি ভাল করিয়া বোঝা প্রয়োজন। প্রেম-বৈচিত্ত্যের লক্ষণ

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়াত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥
বিলাসমন্থরাগস্থ কুত্রচিৎ কমপি ব্রজন্।
পার্শ্বে সন্তং সদা প্রেষ্ঠং হারিতং কুরুতে স্ফুটম্।"

অর্থাৎ প্রিয় পার্শ্বে থাকিলেও প্রেমোৎকর্ষস্বভাববশত যে বিশ্লেষধী জন্মে তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। অনুরাগের ক্রিয়া-বিশেষ প্রেমবৈচিত্ত্য। অনুরাগের লক্ষণ এই যে সর্বদা অনুভূত প্রিয়কেও প্রতিক্ষণে নব নব রূপে অনুভব করায়। প্রেমবৈচিত্ত্যে এই লক্ষণ অনুপ্রবিষ্ট কিনা লক্ষ্য করিতে হইবে। মিলনে প্রিয় একভাবে অনুভূত হয়, বিরহে অন্যভাবে। মিলনে প্রেমের আনুকূল্য কারণ আনন্দ অনুভূত হয়। বিরহে প্রেমের প্রাতিকূল্য কারণ বেদনা অনুভূত হয়। সুতরাং মিলনকালে অর্থাৎ প্রিয় সন্নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিতে থাকিতে যদি বিরহ বেদনা অনুভব হয় তাহা হইলে নবভাবেরই উদয় হয়। এই জন্য অনুরাগের লক্ষণ প্রেমবৈচিত্ত্যে লক্ষিত হয়। অনুরাগ প্রেমের পরিপাক বিশেষ এবং এই পরিপাক না ঘটিলে প্রেমবৈচিত্ত্য নামক বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার সম্ভব হয় না।

এখন কথা—প্রেমবৈচিত্ত্যে মিলনকালে বিরহবেদনা উপস্থিত হয় কিরূপে? এই বিষয়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যাহা বলেন তাহা সংক্ষেপে বলি। অনুরাগের মূলে তৃষ্ণাতিপ্রাবল্য বিদ্যমান। প্রতিক্ষণে প্রিয়কে নব নব ভাবে অনুভব করার মধ্যে এক অনির্বাণ তৃষ্ণা চির-দেদীপ্যমান থাকে এবং এই তৃষ্ণা পরম প্রকর্ষ লাভ করিলে প্রেমবৈচিত্ত্যের উদয় হয়। এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির অতিসূক্ষ্মতাবশত শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার মাধুর্যাদি গুণকে পৃথক ভাবে উপলব্ধি করা হয়। অতি সূক্ষ্ম সূচী যেমন সূত্রের একটি দশাকে বিদ্ধ করিতে পারে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের গুণাদিতে মন বিলীন হইয়া থাকিলে আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। তখন মিলনেও বিরহস্ফূর্তি ঘটে। অর্থাৎ কৃষ্ণগুণের স্মৃতিতে নায়িকার তন্ময়তা লাভ হইলে কৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা আর মনে থাকে না। এই প্রেমবৈচিত্ত্যে কারণবিহীন ও কারণাভাসজনিত দ্বিবিধই হইতে পারে। বর্তমান পদটি কারণবিহীন বা নির্হেতুক প্রেমবৈচিত্ত্যের উদাহরণ।

হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার "পদাবলী পরিচয়ে" "প্রেমবৈচিত্ত্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "প্রেমের বিচিত্রতা"। কিন্তু "বৈচিত্ত্য" শব্দের অর্থ "বিচিত্রতা" নহে, "বিচিত্ততা"। "বিচিত্রতা" ও "বিচিত্ততা" এক বস্তু নহে। বিচিত্রতা বা বৈচিত্র্য শব্দের অর্থ মূলত "1 variety, diversity. 2 manifoldness. 3 strangeness. 4 strikingness." Apte's। কিন্তু "বৈচিত্ত্য" শব্দের অর্থ "grief, mental distraction, sorrow."—Apte's। অর্থের এই ভ্রমবশত সাহিত্যরত্ন মহাশয় ভাবের লক্ষণগুলি সমস্তই প্রেমবৈচিত্ত্যে আরোপ করিয়াছেন। তাই "প্রিয়তমের দর্শন না পাইলে ক্ষণ-মাত্রকে যুগ বলিয়া মনে হয়", সখীর প্রতি "সখি, আমি

---

৫ সো মুখ মাধুরী বচ নেহারই—তরু।
৬ সোঙরি সোঙরি—তরু।
৭ পাওব—তরু; হোয়ত—বহ।
৮ তবহুঁ—ক-পুঁথি।
৯ নিশাসই—তরু, কী।
১০ আকুলহি রাই জাম—তরু।

আপনা খাইয়া সর্বস্ব হারাইলাম।···বাঁশী কেন আমারই নাম ধরিয়া ডাকে" ইত্যাদি প্রেমবৈচিত্ত্যের "বিরহের স্বর" বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্টতই রূপগোস্বামী "প্রিয়স্য সন্নিকর্ষে" বলিয়া প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং "অসন্নিকর্ষে" প্রেমবৈচিত্ত্য ঘটিতে পারে না।

এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে" ইত্যাদি পদ এবং আক্ষেপানুরাগের পদগুলি প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্যেরা কেহ আক্ষেপানুরাগকে প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। করিলেও শ্রীরূপগোস্বামীর স্পষ্ট নির্দেশের প্রামাণিকতায় তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কীর্তনীয়াগণের কেহ যদি আক্ষেপানুরাগকে প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত করিয়া থাকেন তাহা হইলেও পূর্বোক্ত কারণেই তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

আক্ষেপানুরাগ প্রকৃতপক্ষে প্রেমের প্রতিকূল আস্বাদন—সুতরাং বেদনাময়। ইহার সহিত "প্রিয়স্য সন্নিকর্ষে"-র অপ্রতিহার্য সংযোগ নাই। কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্যে "প্রিয়স্য সন্নিকর্ষে"-র অপ্রতিহার্য সংযোগ।

ইহা ভিন্ন আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রেমবৈচিত্ত্য বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তর্গত। আক্ষেপানুরাগ সম্ভোগশৃঙ্গারের অন্তর্গতও হইতে পারে।

গতিস্থানাসনাদির ও মুখনেত্রাদির কর্মের প্রিয়সঙ্গজ তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যকে বিলাস বলে। অনুরাগ এই বিলাসকে কোনো এক ভাবে প্রাপ্ত হইয়া পার্শ্বস্থিত প্রিয়কেও স্পষ্টতই অনুপস্থিত বলিয়া মনে করাইয়া দেয়।

৫৬৫

ভূপালীরাগ-প্রতিমঠকতালৌ।

যব রাই বিছুরল নাগরসঙ্গ।
তবহি বাঢ়ল অতু বিরহ-তরঙ্গ।
হের[1] দেখ শ্যাম সুনাগর রায়।
কতবিধ করি পুন চেতায়ল তায়। ধ্রু।
শশীমুখী লাজহি অবনত মুখ।
নাগর চুম্বই করি কত সুখ।
পুন তহু হোয়ল আনন্দ কেলি।
রাধামোহন পঁহু দুহুকর মেলি।

টীকা—পূর্ব গীতের আভোগে "প্রবোধ"ক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পদে 'প্রবোধ' ক্রিয়া স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া সম্ভোগরসারম্ভ সূচিত হইয়াছে।

৫৬৬

বালা-ধানশীরাগ-কন্দর্পতালৌ।

চিরদিনে সো বিহি ভেল অনুকূল।
দুহু মুখ হেরইতে দুহু[1] আকুল[2]। ধ্রু।
বাহু পসারি দুহুঁ দুহাঁ ধরু[3]।
দুহু অধরামৃতে[4] দুহু[5] মুখ ভরু।
দুহু তনু কাঁপই মদনক[6] বচনে[7]।
কিঙ্কিণীরোল করত পুন সঘনে[8]।
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছনে প্রেম দুহু[9] তৈছন বিথার।

ক্ষ—২৫।৯

পাঠান্তর—

১ হোর—ত-পুঁথি, মূল পুঁথি, ব-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ দুহু দে-ক।
২ অকুল ভে—ক।
৩ দুহুঁ দুহুঁ ধরু—ত-পুঁথি। দুহু দুহা ধরি—ব-পুঁথি।
৪ অধরামৃত—ত-পুঁথি।
৫ দুহুঁ মুখ—ত-পুঁথি।
ছন্দানুরোধে "মুখ" শব্দ গৃহীত হইল।
"দুহু"—বহ, মূল-পুঁথি ও ব-পুঁথির পাঠ।
৬ মদন—ক।
৭ উত্তরে—ক। বচনে—ব-পুঁথি।
৮ কি কি কি কি কি কি বলি কিঙ্কিণী বাজল—ক।
ইহার পর অন্যত্র
অতিরিক্ত—যাতহি স্মিত নব বদনে মিটল রে।
রোহ পুলকাবলী তে লহ লহ রে।
৯ দুহার—ব-পুঁথি।

টীকা—এই পদে সম্ভোগরস বর্ণিত হইয়াছে। "চিরদিনে" শব্দের দ্বারা "মথুরা হইতে ব্রজে আগমনের পর এই লীলা" সূচিত হইয়াছে। "সো বিহি ভেল অনুকূল" এই অংশে প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ বিপ্রলম্ভ রসের নিবৃত্তি উল্লাস-সহকারে বাঞ্ছিত হইয়াছে।

৫৬৭

ভূপালীরাগৈক-তালীতালাভ্যাম্।

নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেরাহেরি গদ গদ ভাষ॥
মদন মদালসে[১] নাগর ভোর[২]।
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
রসবতী নারী রসিকবর কাণ।
হেরইতে চুম্বই নাহ বয়ান॥
দুহু পুন মাতল দুহু শর[৩] হান।
বিদ্যাপতি কহু সো রস গান॥

টীকা—শৃঙ্গারের নানা কৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

৫৬৮

কেদাররাগ-চন্দ্রশেখরতালৌ।

দরশনে নয়নে নয়নশর হানই[১]
ভুজে ভুজে বন্ধন আপি[২]।
আভরণহীন তনু তনু[৩] পরশই[৪]
বিপুল পুলক ভরে কাঁপি।

দেখ সখি রাধামাধবরঙ্গ।
রতিরণ লাগি জাগি দুহু যামিনী
না হেরিয়ে জয়-ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন চুম্বনে দুহুঁ[৫] অচেতন
অধর-সুধারসে মাতি।
প্রেমতরঙ্গে তনু তনু[৬] পূরল
বুরল[৭] মনমথ-হাতী॥
গদগদ আধ আধ পদ বলতহি
মদনমূরছন বাণী।
দুহু দুহু মরমে মরমে ভালে সমুঝই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি।
ক—১৫৮, সং—২৩৮।

টীকা—এই পদটিতেও সম্ভোগকৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

৫৬৯

বিহগরাগ-ধ্রুবতালৌ।

অপরূপ নিধুবনে অপরূপ নি-ধুবন[১]
বাঢ়ল মণিতরঙ্গ[২]।
যৈছন যৈরথ[৩] সমরহি সম শূর
তৈছন নাহি জয়ভঙ্গ॥
জয় জয় রাধামাধব-কেলি।
বিপরীত চপল- চরিত চরণ মাহা
হোয়ত ভাবহি মেলি॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—
১ মদন মদালসে—বহ।
২ বিভোর—ঙ-পুঁথি।
৩ রস—মূল-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ হানল—ক।
২ ঝাঁপি—ক।
৩ খ-পুঁথিতে একবার মাত্র "তনু"।
৪ পরশিতে—ক।
৫ দুহুঁ ভেল—ক।
৬ মন—ক।
৭ ডুবল—ক।

পাঠান্তর—
(প্রতি ধ্রুব তালৌ—খ-পুঁথি)
১ নিধুবনে—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ সুললিত-রস—ঙ-পুঁথি।
৩ হেরত—খ-পুঁথি

নয়নে[৪] নয়ন হান[৫] ভূজ নাগবন্ধন
অধরহি শোষণ বাণ।
স্তম্ভ স্তম্ভন পুন প্রলয় সুমোহন
বিভঙ্গল সব সুরজান।
পুন অধরামৃত সুহৃদ পরাক্রম
মুখহি ভেল শিতকার।
ভণ রাধামোহন অনুদিন ঐছন
সমর হোয়ত অনিবার।

টীকা—"নিধুবনে" নিধুবন নামক বনে। "নি-ধুবন" সুরত। এই পদে প্রচণ্ডবেগ শৃঙ্গারকৌশল বৈরথ যুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাধামোহন বলিতেছেন—এই পদের পর যে সকল সম্ভোগবর্ণনাত্মক পদ লিখিত হইয়াছে বা লিখিত হইবে—সে সকল পদ—যথা সময় গাহিতে হইবে।

অথ স্বাধীনভর্তৃকা।

৫৭০

কামোদরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রাই।
লোচন[১] ওত করত নহি মাধব
নিশি দিশি রস[২] অবগাই। ধ্রু।
করতল কুসুম[৩] যো[৪] মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে ঘন ঘন[৫] হেরই
আকুল গদ গদ বোল।

লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি মূল।
অতসীকুসুম সরি ললিত হৃদয়ে ধরি
রূপণ হেম সমতুল।
জাবক চীত চরণ পরি[৬] লিখই
মদন-পরাজয়-পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে[৭] কানুক[৮]
ভেলই[৯] আরকত হাত।

তরু—২০১০।

টীকা—"অতসীকুসুম সরি"—অতসীকুসুমের মালা। "জাবক চীত"—অলক্তক চিত্র। ইহাই "মদন পরাজয় পাত" অর্থাৎ মদনের পরাজয়-পত্র।

৫৭১

ললিতরাগৈক-তালীতালাভ্যাম্। †

অলসে সুতল বরযুগল কিশোর।
হেরইতে তনু মন শীতল মোর।
এ[১] সখি আওসরি নিরখহ[২] রূপ।
রূপ মুরতি ধর কিয়ে রসকূপ[৩]। ধ্রু।
দুহু তনু মিলু[৪] কছু[৫] নাহি ভেদ।
মুরুলমু নব তুল না রহ খেদ।

---

৪ নয়ন—ঙ-পুঁথি।
৫ নে—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ নয়নক—তরু।
২ "রস"—খ-পুঁথিতে নাই।
৩ করতলে কুসুমে—তরু।
৪ ও—তরু।
৫ পুন পুন—তরু।

৬ চরণ পর—তরু, ঙ-পুঁথি।
৭ ভেল—ঙ-পুঁথি।
৮ হোয়ল—তরু।
৯ কানুক—তরু।

পাঠান্তর—
† খ-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
১ খ-পুঁথিতে নাই।
২ নিরখই—খ-পুঁথি।
৩ রূপকূপ—ঙ-পুঁথি।
৪ মানল—তরু, খ-পুঁথি এই পাঠটি সমস্ত শ্লোকের অঙ্গ।
৫ কিছু—খ-পুঁথি।

শয়নক কৌশল* বরণি না যায়।
রাধামোহন তহু বলিহারি যায়॥

তরু—২০১৫

টীকা—সখীর উক্তি। সম্ভোগান্তর রসালস বর্ণিত হইয়াছে। "সব ভুল না রহ খেদ" এই অংশে প্রবাস জন্য দুঃখ সমূহের অবসান সূচিত হইয়াছে।

অথ নিত্যলীলা।

তত্রৈব জাগরণপ্রকার-তদ্যানোচিত-গৌরচন্দ্রো যথা।

৫৭২

রামকিরীরাগ-নিঃসারকতালেৌ।

উঠ উঠ গোরাচান্দ নিশি পোহাইল।
নগরের লোক সব উঠিয়া বসিল॥
ময়ূর-ময়ূরীরব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা যায়[1] গোরা গুণ মণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
ত্যেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ॥
কর যোড় করি বোলে বাসুদেবঘোষে।
কত নিদ্রা যায়[2] গোরা প্রেমের আলসে॥

সং—১৩১।

টীকা—নিত্যলীলার উপযোগী শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রের জাগরণ প্রকার এই পদে বর্ণিত হইয়াছে।

৫৭৩

ললিতরাগ-প্রতিরূপকতালেৌ।

রজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন
শুনইতে অলিকুল[1] রাব।
সহজহি নিজ ভাবে গর গর অন্তর
তঁহি উহ দ্বিতীয়[2] বিভাব॥
বেকত গৌর অনুভাব।
পুরব রজনী শেষে জাগি তুহু যৈছন
উপজল তৈছন ভাব॥ ধ্রু॥
নয়নে[3] অমল জল অমিঞা বচন খল
পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হর্ষ[4] বিষাদ বা কাঁদি পুন উন্নত
কো কহু ভাবতরঙ্গ॥
ঐছন অহুদিন বিহরে নদীয়া মাহ[5]
পুরব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব[6] মঝু মনে হোয়ব
কহ[7] রাধামোহন দাস॥

তরু—২৪৭৫।

টীকা—আশ্রয় জাতীয় ভাবাক্রান্ত (রাধাভাবাক্রান্ত) গৌরাঙ্গের বর্ণনা। "দ্বিতীয় বিভাব" অর্থাৎ উদ্দীপন বিভাব স্বরূপ কোকিল শব্দাদি। "নয়নে অমলজল"—অশ্রু সাত্ত্বিক, "অমিয়া বচন খল" স্বরভেদ সাত্ত্বিক, "পুলকে ভরল সব অঙ্গ" রোমাঞ্চ সাত্ত্বিক। অন্যান্য সাত্ত্বিক উপলক্ষণে বোদ্ধব্য। "হর্ষ বিষাদ শব্দাদি পুন উন্নত"-উন্নত শব্দের দ্বারা সাত্ত্বিও ব্যঞ্জিত।

---

* কৈছন—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ যাও—সা।
২ যাও—সা. ও-পুঁথি।

পাঠান্তর

১ অলি-পিকু—মূল পুঁথি, তরু, ও-পুঁথি।
২ দ্বিতিয়—ও-পুঁথি।
৩ নয়ন—তরু।
৪ হরিষ—তরু।
৫ পুরে—তরু। মাহা—ক-পুঁথি।
৬ ক-পুঁথিতে নাই।
৭ কহ—ও-পুঁথি।

৫৭৪

ভৈরবীরাগ-রূপকতালীতালাভ্যাম্।

তস্যৈব।

জয় জয় নব-নাগর বর[1],

নিন্দি ইন্দীবরক-কাঁতি।

কোটি-মদন-কদন বদন

দাড়িমিযুতি-দমন[2] রদন

ঈষত হাস দুখতরাস

অমৃত[3]-অমৃত কথন ভাঁতি। ধ্রু।

চামর-চমক চূড় ভাঁতি

অলক উপমা অলিক পাঁতি[4]

বর কপোল মকর লোল

কাম নৃত্য নিন্দই।

গরুড় চঞ্চু নাসা মঞ্জু

চঞ্চল লোচন পঙ্কজ-ভঙ্গ

ভুরুনরতন অতনু ভীষণ

কম্বুকণ্ঠ বন্দই।

করভ-শুণ্ডক-বিখণ্ড

কত[5] মরকত বাহু দণ্ড

শয়ন মসৃণ ধুকুল-লগন

পীন উর অতি বিশাল।

মাজ অঙ্গ জিতল সিংহ

কুম্ভ রম্ভা নিতম্ব জঙ্ঘ

ভকত-মানস-মধুপ-মদন

চরণ পঙ্কজ অতি রসাল।

নখর মুকুর-শশধর-ভঙ্গ

পদতল থলকমল নিন্দি

প্যারি-পরম-পিরিতি-বিবশ

তদাত-উদিত-রতিতরঙ্গ[6]।

রাধামোহন-ধ্যানরূপ

রজনীশেখর[7] রসনিরূপ

যাক গোপীচরণ শরণ

সোই হেরত ওহি রঙ্গ।

টীকা—এই পদে "জয় জয় নব নাগরবর নিন্দি" ইত্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন রূপ স্মরণ করা হইয়াছে।

কোটি সংখ্যক মদনের কর্দনকারক তাঁহার বদন অর্থাৎ কৃষ্ণমুখের সৌন্দর্য কোটি মদনেরও ক্ষোভজনক। তিনি নিরতিশয়রূপমাধুরী দ্বারা জগৎকে মোহিত করিয়া পরমোৎকর্ষের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছেন। "জয় জয়" ইহা বীপ্সায় দ্বিত্ব।

পরবর্তী চরণগুলিতে সর্বত্রই প্রত্যঙ্গসৌষ্ঠব সৌন্দর্যে উপমান সমূহের উপর জয়লাভ করিয়াছে—যথা দন্ত দাড়িম্বদ্যুতিকে, চূড়া চামরচমককে, অলক অলিপংক্তিকে, সুন্দর গণ্ডে চঞ্চল মকরকুণ্ডল কামদেবের নৃত্যকে, মঞ্জুনাসা গরুড় চঞ্চুকে, লোচন চাঞ্চল্য পদ্মভঙ্গিমাকে, ভ্রূনর্তন ভীষণ অতনুকে (অর্থাৎ অতনু-ধনুকে), কণ্ঠ কম্বুকে, বাহুদণ্ড করভ, শুণ্ড ও মরকতকে, দুকূলময় পীন বক্ষঃস্থল মসৃণ শয্যাকে, কটি সিংহকে, নিতম্ব কুম্ভকে, জঙ্ঘা রম্ভাকে, ভক্তহৃদয় ভ্রমরের আনন্দদায়ক চরণ অতিরসাল পঙ্কজকে, নখর মুকুর ও শশধরকে এবং পদতল স্থলকমলকে।

তিনি রাধার পরমা প্রীতিতে বিবশ তাই তাঁহাকে স্মরণ মাত্র তাঁহার রতি-তরঙ্গ উদিত হয়। তিনি রাধার মোহন-(পক্ষে পদকর্তা) ধ্যানস্বরূপ, রজনী শেখের রতির-সের গভীরকূপস্বরূপ এবং এই কৃষ্ণপ্রেমরহস্য-রঙ্গ সেই জানে যে গোপীচরণের শরণ লয় (অর্থাৎ গোপীভাবে যে ভজনা করে)।

"দুখতরাস"—দুঃখের ত্রাসজনক অর্থাৎ দুঃখনাশক।

পাঠান্তর—

১ 'বর' শব্দ মূল পুঁথি ও বহতে নাই। ছন্দানুরোধে ঙ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।

২ দাড়িম্ব দ্যুতি মানি—খ-পুঁথি। দাড়ি মযুতি নিন্দি—ঙ-পুঁথি।

৩ ক-পুঁথিতে নাই।

৪ অলিক অলক উপমাপাঁতি—খ-পুঁথি

৫ কর—ঙ-পুঁথি।

৬ রতিরস—খ-পুঁথি।

৭ রহ নিশেখ—ঙ-পুঁথি।

৫৭৫

বিভাষরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

বৃন্দাবনহি উঠই ফুকারই
শুক পিক শারিক পাঁতি[১]।
শুনতঁহি জাগি পুনহু পঁহু ঘুমল
নায়রী কোরহি জাঁতি[২]॥
হরি হরি জাগহ নাগর কাণ।
বড় পামর বিহি কিয়ে দুখ দেওল
কয়ল রজনী অবসান॥ ধ্রু॥
আওল[৩] বাউরি বরজ-মহেশ্বরী[৪]
বোলত পুন দধিলোল।
শুনইতে কাতর বিদগধ নায়র
খোর নয়ন দুহু খোল॥
নায়রী হেরি পুনহু[৫] দিঠি মুদল
পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে[৬]।
বলরাম হেরত[৭] কব সুখসায়র
নিমজব[৮] রঙ্গ-তরঙ্গে[৯]॥

তরু—২৪৮২, কী—২৩৬।

টীকা—রাত্রিশেষের নিত্যলীলার অন্তর্গত শেষরাত্রির উপযুক্ত সম্ভোগরসানুগত প্রবোধ ভাব এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। পদটি "ব্রজতরুন্দেরিতবহুবিরবৈঃ" শ্লোকানুসারে লিখিত।

পাঠান্তর—

১ পাঁতি—তরু, কী, ঙ-পুঁথি-র পাঠ গৃহীত হইল। মূল পুঁথি ও বহুর পাঠ "ভাঁতি"।
২ পাঁতি—তরু।
৩ আওলি—খ-পুঁথি।
৪ মহেশ্বর মত ঙ-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক।
৫ পুনহি—খ-পুঁথি।
৬ অঙ্গ তরু।
৭ হেরব—খ-পুঁথি।
৮ নিজবর—ঙ-পুঁথি
৯ ভাগ—তরু।

৫৭৬

রামকিরীরাগ-চন্দ্রশেখরতালৌ।†

হিমকর মিলল[১] নলিনীগণ[২] হাসত[৩]
অরুণ কিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোল[৪] ভ্রমরীকুল আকুল
তেজল[৫] কুমুদিনীকোর॥
কৈছে ঘুমাওত[৬] যুগলকিশোর।
চৌকি কহত শুক-সারিক জোর॥ ধ্রু॥
কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর-
মরকত কাঞ্চন-গোরি[৭]।
কিয়ে কুসুমশর- তূন শূন ভেল
কিয়ে রহুঁ অতিরসে[৮] ভোরি॥
সহচরী ছোড়ি মন্দিরে জানি আওত[৯]
জাগহ সুন্দরী[১০] রাধে।
গোবিন্দদাস পহুঁ শুনইতে কাতর
কোণে কয়ল রস বাধে॥

টীকা—অনন্তর নিদ্রাভঙ্গ না দেখিয়া শুক-শারী পুনরায় রাধাকৃষ্ণকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। "গোবিন্দদাস পঁহু শুনইতে কাতর কোণেকয়ল রস বাধে" সখীরূপী গোবিন্দদাস রসালসে বিভোর রাধাকৃষ্ণকে জাগাইয়া বিচ্ছিন্ন করিতে বেদনা বোধ করিতেছেন।

তরু—২৪৮৩, কী—২৩২।

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
(শেখর-তালৌ—ঙ-পুঁথি)
১ মিলন—বহু; [মলিন—তরু, ঙ-পুঁথি এই পাঠটিই ভাল।]
কিরণ—কী।
২ নলিনী—কী।
৩ হাসই—তরু।
৪ খানে—কী।
৫ তেজই—কী।
৬ ঘুমায়ল—কী।
৭ শ্যামর মরকত গোর কী—
৮ রতিরসে—তরু।
৯ চলি যাওত—কী;
জনি যাওত—তরু খ-পুঁথি।
মন্দিরে জনু আওত—ঙ-পুঁথি।
১০ সুন্দরি—বহু।

৫৭৭

ললিতরাগ-চক্রপুটতালাভ্যাম্।

জাগহ রে বৃষভানুকুমারি।
শ্যামর কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি
পুন বোলত শুক শারী॥ ধ্রু॥
গগনহি মগন[১] সগণ রজনীকর
চলু চরমাচল ওর।
পদুমিনী বদন মধুপ ঘন চুম্বই
তেজই কুমুদিনী কোর॥
যামিনী তিমির থির নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণরুচি অঙ্ক।
যছু নাগরী নীল পটাঞ্চলে লাগল
দিন বিরহানলে[২] রঙ্ক॥
চোরি রভস এতহু রসধাধস
ছুরজন রহু পথ যোই।
গোবিন্দদাস কহ জানি চলবি ধনি
পিকু বোলত ওহি ওহি[৩]।

টীকা—পুনরায় শুক-শারী প্রকারান্তরে শ্রীমতীকে প্রবোধ করিবার জন্য বলিতেছে। "ভোরলি" বিস্মরণ-শীলা। "সগণ রজনীকর" তারকাসহিত চন্দ্র। "অঙ্ক" আঁচল অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্পর্শমাত্রে (লক্ষণীয় বাংলা "আঁচ" শব্দ)। "রঙ্ক" অত্যল্প।

"যামিনী তিমির" ইত্যাদি—অরুণের স্পর্শমাত্র রাত্রির অন্ধকার চঞ্চল হইয়া উঠিল। যেন নাগরীর (রাধার) পটাঞ্চল বিরহানলের স্পর্শে রক্তিম হইয়া উঠিল।

এস্থলে রাধার ভাবী বিরহের ইঙ্গিত।

পাঠান্তর—

১ নিমগণ—ঙ-পুঁথি।
২ বিরহানল—ঘ-পুঁথি।
৩ ঘ-পুঁথিতে একবার মাত্র "ওহি"।

৫৭৮

রামকিরীরাগ-ললিততালৌ।

খোজতি ফিরতি জননী যশোমতি
আওলি[১] কুঞ্জকুটীর।
শুনইতে রঙ্গ বিচক্ষণ-ভাষণ
চমকিত গোকুল-বীর॥
হরি হরি অব দুহু ঘুমক লাগি।
কোরে আগোরি ছরমভরে শুতল
রতিরসে যামিনী জাগি॥ ধ্রু॥
রতিরসে অবশ- কলেবর নাগর
উঠহি খোরহি খোর।
প্রাণপিয়ারি নিহারি পুনহু পহু
ভোরি রহই[২] তছু কোর॥
রাই মুখ ঘন ঘন চুম্বই সাদর[৩]
কাতর হৃদয় মুরারি।
নয়নক নীরহি শয়ন ভিগায়ই
হেরি বলরাম বলিহারি॥

তরু—২৪৮৭, কী—২৩৩।

মন্তব্য—এই বলরাম "কবি নৃপবংশজ"।

টীকা—পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিচক্ষণ নামে শুকের উক্তি। "কোরে আগোরি" ইত্যাদি অংশে নিদ্রা, "রতিরসে অবশ" ইত্যাদি অংশে প্রবোধ, "প্রাণপিয়ারি" ইত্যাদি অংশে হর্ষ, "রাই মুখ ঘন ঘন" ইত্যাদি অংশে বিষাদ অভিব্যক্ত হইয়াছে। "নয়নক নীরে" ইত্যাদি দ্বারা সাত্বিক ভাব অশ্রু বোদ্ধব্য।

পাঠান্তর—

১ আওল—তরু।
২ রহত—ঙ-পুঁথি।
৩ ঘন ঘন চুম্বি রাই মুখ রোয়ই—কী; রাইবদন ঘ- চুম্বই সাদরে—তরু।

৫৭৯

কেদারাগ-মঠকতালো।

লহ লহ নাগরী তনু ছোড়ি নাগর
বৈঠক শেযক[১] মাঝে।
ও সুখ লাগি জাগি[২] পুন নাগরী
রহলহি ঘুমবিরাজে॥
হরি হরি অব সুখ-যামিনী শেষ।
অতিরসে[৩] ভোরি গোরিতনুবল্লরী
বিগলিত-অম্বরবেশ[৪]॥ ধ্রু॥
রতনক দীপ সমীপ আনি পহু
ধরহি চিবুক ধরি থোর।
রাই-চন্দ্রমুখ[৫]- মণ্ডল হেরই
চর চর লোচন-লোর॥
বিপুল পুলককুল ঝাঁপল দুহু তনু
দুহু[৬] থরহরি ঘন[৭] কাঁপ।
বলরাম ঐছনে[৮] কব দুহু[৯] হেরব
মেটব সব হিয়[১০] তাপ॥

টীকা—পুনরায় তৎকালোচিত লীলা প্রদর্শিত হইতেছে। "বিরাজ" ব্যাজ। "পহু" শ্রীকৃষ্ণ।

পাঠান্তর—

১ সিজক—ঙ-পুঁথি।
২ ঙ-পুঁথিতে নাই।
৩ রতিরসে—ঙ-পুঁথি।
৪ বিগলিত-অম্বর-কেশ- ঙ-পুঁথি।
৫ রাইমুখ—ঘ-পুঁথি।
৬ পহু—ঙ-পুঁথি।
৭ ঘ-পুঁথিতে নাই।
৮ ঐসন—ঘ-পুঁথি।
৯ কবহু—ঘ-পুঁথি।
১০ হিয়া—ঘ-পুঁথি।

৫৮০

তুড়ীরাগ-প্রতিমঠকতালো।

কুহকে বনভরি মধুকর-মধুকরী
কুজই কোকিলবৃন্দ।
শুনি তনু মোড়ি গোরি পুন শুতলি
মুদি রহু[১] নয়নারবিন্দ॥
জাগহ[২] প্রাণপিয়ারি।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
ননদিনী দেওর[৩] গারি॥ ধ্রু॥
জটিলা শাশু আহু ভরি রোওই
খোঁজই যমুনা[৪]তীর।
সারিক বচনে চমকি ধনি উঠয়ি[৫]তে
ঢুলি ঢুলি পড়ই অথির॥
চলই[৬] চিয়াইল তুরিতহিঁ সখীগণ
জাগল আভরণ রোলে[৭]।
বলরাম হেরি যাই উঠায়ল-
দুহু তনু ঝাঁপি নিচোলে॥

তরু ২৪৮৯।

টীকা—এই পদে প্রবোধ ভাব বর্ণিত হইয়াছে। "নিচোল" আপাদমস্তক আবরণকারক বস্ত্রবিশেষ। ইহার দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া উত্থান সূচিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ তরুতে 'রহু' নাই।
২ জাগাহ—ঙ-পুঁথি।
৩ দেবরি ঙ-পুঁথি। দেবর—ঘ-পুঁথি।
৪ যামুন—তরু।
৫ উঠই—ঘ-পুঁথি।
৬ চলহি—তরু।
৭ আভরণ রোলে—তরু।
৮ কনাই উঠালে—তরু।

৫৮১

রামকিরীরাগ-ধ্রুবতালৌ।

সহচরীগণ দেখি লাজে কমলমুখী
ঝাঁপি রহল মুখ আধ।
অলখিতে আধ কমল দিঠি অঞ্চলে
হেরয়িতে[1] হরিমুখ চাঁদ[2]।
হরি হরি মাধবীলতা-গৃহ মাঝে[3]।
কুসুমিত কেলি- শয়নে দুহু বৈঠল
চৌদিশে রঙ্গিণীসমাজে[4]। ধ্রু।
গোরিক থোরি বদন-বিধু হেরয়িতে
পহু ভেল আনন্দ ভোর।
ঘন ঘন পীত- বসন সেই মোছই
নিঝর[5] নয়নক লোর[6]।
হেরইতে সখীগণ ঢর ঢর লোচন-
লোরে ভিগাওই দেহ।
বলরাম কহ হিয়-[7] নয়ন জুড়ায়ব
হেরব ইহ সব নেহ।

কী—২৬৮, তরু—২৪৯০।

টীকা—এই পদে শয়ন হইতে উত্থাপন ও প্রেমাতিশয় বর্ণিত হইয়াছে। "লোর" আনন্দাশ্রু।

পাঠান্তর—

১ হেরই—ঙ-পুঁথি।
২ অলখিতে…চাঁদ—পংক্তিটি বহতে নাই।
৩ মাঝ—তরু।
৪ রঙ্গিনীসমাজ—তরু।
৫ নিঝরু—ঘ-পুঁথি।
৬ নিঝর নয়নে জল লোর—কী;
নিঝরই নয়নক লোর—তরু।
৭ হিয়া—ঘ পুঁথি।
৮ হেরব দুহু জন নেহ—তরু।
হেরব দুহুক সনেহ—কী।

৫৮২

ললিতরাগ নিঃসারকতালৌ।

নিশি-অবশেষে সকল সখীগণ
রাই-কানু সঙ্গে ভোর
নিরমল নয়ন- কমলহি[1] অবিরত
গলয়ে[2] আনন্দ-লোর।
দেখ সখি[3] অপরূপ কাজ।
বিহ্বল দেহ- গমন সব[4] বিরল
মোহ-সরোবর মাঝ। ধ্রু।
বৃন্দাদেবী সঙ্কেত-বচনহি[5]
কক্খটি হোই উনমাদ।
জটিলা-শবদ শুনায়ত উচসরে
শুনতহি[6] ভেল পরমাদ।
সচকিত নয়নে[7] অনো অনো[8] মুখ হেরি
কুঞ্জসে নিকসে[9] বাহার।
দাস যদুনন্দন তুরিতহি লেওল
তঁহি ছিল যত[10] উপহার।

তরু—২৫০৪।

টীকা—এই পদে প্রেমাতিশয়বর্ণনপূর্বক গৃহগমন দর্শিত হইয়াছে। "জটিলা শবদ" জটিলা আসিয়াছে—এই শব্দ।

পাঠান্তর—

১ কমল বহি—তরু।
২ গলহিত—তরু।
৩ দেখ দেখ—তরু।
৪ রাস—ঙ-পুঁথি।
৫ সঙ্কেত বচন জানি—তরু।
৬ শুনইতে—তরু।
৭ সচকিত লোচনে—তরু, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৮ আন আন—তরু, ঙ-পুঁথি।
(অন্যোন্য)
৯ ভেল—ঙ-পুঁথি।
১০ সব ছিল—ঙ-পুঁথি।

৫৮৩

ললিতরাগ-সমতালাভ্যাম্ *।

কতহু যতনে দুহু[১-ক] নিজ নিজ মন্দিরে
বিমনহি করত পয়ান।
দুহুক নয়ন গল প্রেম-বিচ্ছেদ-জল
দারুণ দৈব বিহান॥
দেখ রাধামাধবপ্রেম।
ঐছন ঘটন কতিহু নাহি হেরিয়ে
যৈছন লাখবান হেম॥ ধ্রু॥
পদ আধ চলত বলত পুন ফিরত
কাতর[১] নেহারই মুখ।
একই[২] পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন
অতএ সো মানিয়ে দুখ॥
তিল এক বিরহ কলপ করি মানই[৩]
গাওই গুণ পরসঙ্গ।
ভণ রাধামোহন ঐছে গানগুণ[৪]
যাতে নহ[৫] সো রসভঙ্গ॥

তরু—৬৬১, ২৫০৮।

টীকা—গমনকালে পরের প্রেমকৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

৫৮৪

বিভাষরাগ-প্রতিরূপকতালেন

নিজ নিজ মন্দিরে করল[১] পয়ান।
শয়ন করল পুন কোই না জান॥
অকপট প্রেমক বন্ধ।
দুরজন সকল নয়ন করু অন্ধ॥ ধ্রু॥
প্রাতর উচিত করণ করু রাই।
তেজল বিপরীত বসন অঙ্গ লাই[২]।
সুগন্ধি তৈল লাগাই করি[৩] স্নান।
যশোমতী গেহবর[৪] করল পয়ান॥
রন্ধন করি পুন ভোজন করাই[৫]।
সহচরী সঙ্গে তুঁহি অবশেষ পাই॥
গোঠবিজয়দরশনে ধনি গেল।
রাধামোহন সঙ্গে করি নেল॥

তরু—২৮৪৯।

টীকা—এই পদটি শ্রীরাধার নিজগৃহ গমন বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া গোষ্ঠলীলা দর্শন পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

পাঠান্তর—

* (সমতালৈকতালী তালাভ্যাম—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি)
১-ক কতহুঁ যতনে দুহু—খ-পুঁথি।
১ কাতরে—তরু।
২ একুই—ঙ-পুঁথি।
৩ মানয়ে—তরু। মানিয়—ঙ-পুঁথি।
৪ গুণ গান—তরু। গান গুণ—ঙ-পুঁথি।
৫ সতনেহ—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ করল—তরু।
২ তেজল নীতবাস অঙ্গ লাগাই—তরু।
৩ করু—তরু।
৪ মন্দির—তরু।
৫ করাই—খ-পুঁথি।

৫৮৫

বিভাষসিন্ধুড়ারাগ-রূপপ্রতিরূপকতালেভাল্ড।

প্রাতর[১] জাগি যশোমতী পেখত
ব্রজকুলনন্দন-মুখ।
আনন্দ-নীর নিমিখ ঘন নিন্দহ[২]
কহতঁহি বিহিক মুরুখ॥
কো কহু অপরূপ নেহ।
পুন পুন চুম্বনে তনু পুলকাইত
স্তনক্ষীর[৩] ভিগল দেহ॥ ধ্রু॥
লহু লহু জাগাই[৪] পেখী নীলিমঅর[৫]
নখখত-অামর[৬] দেহ।
কহ কাহে দেখি বলাম্বর পহিরণ
হা হা কণ্টক রেহ॥
দোহন-সিনান করাই পুন ভোজন
শয়ন করাওত নিত[৭]।
রাধামোহন গোঠ বিজয় জানি
সোই করত যতুচিত[৮]॥

তরু—২৮৫০।

টীকা—এই পদেও গোষ্ঠগমন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা। "কো কহু অপরূপ নেহ……কণ্টক রেহ" পর্যন্ত সম্ভোগ চিহ্ন ও রাধার নীলবস্ত্র পরিধান কণ্টকরেখা ও বলাম্বর পরিধান রূপে বর্ণিত হওয়াতে যশোদার স্নেহাতিপ্রাবল্য সূচিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

† [রূপক প্রতিতালো—ধ-পুঁথি।
১ প্রাতহি—তরু।
২ নিন্দহি—তরু। নিন্দই—ঙ-পুঁথি।
৩ স্তননীরে—তরু। স্তনখিরে—ঙ-পুঁথি।
৪ জাগাই—তরু। ঙ-পুঁথি। এই পাঠটি সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইল। বহুও মূল পুঁথির পাঠ "জানাই"।
৫ পেখি নীলাম্বর—তরু। ঙ-পুঁথি,ধ-পুঁথি।
৬ জানবি—ঙ-পুঁথি।
৭ নিতি—তরু। ঙ-পুঁথি, ধ-পুঁথি।
৮ অনুচিতি—তরু। ঙ-পুঁথি।

৫১

অথ গোষ্ঠঃ।

তদুচিত-গৌরচন্দ্রো যথা।

৫৮৬

ভাটিয়ারিরাগ-চন্দ্রশেখরতালৌ।

লাখবান হেমবরণ গৌর মুরতি
মুখবর শারদ চাঁদ।
অখিলভুবনমনমোহন[১]
মনমথ রাজকি ছাঁদ[২]
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দসার মিলিত নবদ্বীপে
প্রকটভাব অবিরাম॥ ধ্রু॥
সঙ্গব সুসময়[৩] হেরি বেগে বোলত
যাওত[৪] গোঠবিহারে।
পুনতব বোল সকল জীবন তনু
যো ইহ রূপ নিহারে।
ব্রজপতি-নন্দন-চান্দ চলত বন
সৌধ উপরে চল[৫] যাই।
রাধামোহন ইহ বর[৬] মাগরে
সোই চরণ যদু পাই।

তরু—১৩০৩।

টীকা—গোষ্ঠগান নির্বাহক শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রের বর্ণনা। অখিল ভুবনের মনোমোহন যে কন্দর্প তাহারও মন্মথরাজ এই গৌরচন্দ্র। "মন্মথরাজ" মন মথন করিয়া যে বিরাজ করে। অতএব নবকাম। প্রাতঃকালের ষষ্ঠ দণ্ডের পর হইতে আরো ছয়টি দণ্ড পর্যন্ত সঙ্গব কাল। "যাওত" "কৃষ্ণ যাওত" বলিতে গিয়া ভাবাবেশবশত "কৃষ্ণ" শব্দ বলিবার অসামর্থ্য সূচিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

অখিল ভুবন মনমোহন মোহন—ধ-পুঁথি।
১ অখিল ভুবন মনমোহন মনমথ—তরু।
২ মন মথ মথন রাজ কি ছাদ—ধ-পুঁথি।
৩ সঙ্গব-সুসময় ঙ পুঁথি, মূলপুঁথি। "সঙ্গব" অর্থ "I A Pronide, an agreement;" Aptes.
৪ রোয়ত—তরু। মূলপুঁথি। টীকায় 'যাওত' পাঠ থাকাতে গৃহীত হইল।
৫ চলি—ঙ-পুঁথি

৫৮৭

সুহইরাগ—নন্দনতালাভ্যাম্‌।

শ্যামসুধাকর
ভুবনমনোহর।
রঙ্গিণীশোহন[১] ভঙ্গী নটবর ॥ ধ্রু ॥
সজলজলদতনু[২]
ঘন রসময় তনু[৩]।
রূপে জিতল কত কটি কুসুমধনু[৪] ॥
থলকমলদল
অরুণ চরণ তল।
নখমণি-রঞ্জিত মঞ্জু-মঞ্জির-কল ॥
প্রেমভরে[৫] অন্তর
গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলীধ্বনি মনমথ মন্তর ॥
অভিনব নাগর
গুণমণি সাগর।
গোবিন্দদাস চিতে রহু নিতি[৬] জাগর ॥
তরু—২৪৩০, কী—৩৭।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠোচিত রূপের বর্ণনা। "রঙ্গিণীশোহন" রঙ্গিণীগণের মনের শোভা স্বরূপ। "গতি অতি মন্থর" ইত্যাদি দ্বারা গোষ্ঠগমন সূচিত হইয়াছে। "মনমথ মন্তর" মন্মথমন্ত্র।

"থলকমলদল" ইত্যাদি চরণ স্থলকমলের তুলনা, তাহা ঈষদারক্ত নখমণি দ্বারা রঞ্জিত ও তাহাতে মঞ্জু নূপুর গুঞ্জিত।

পাঠান্তর—
১ মোহন—কী ঙ-পুঁথি।
২ সজলজলদ তনু—কী, ঘ-পুঁথি।
৩ ঘন রসময় তনু—কী, ঘ-পুঁথি।
৪ কুসুমশর—কী। মদনধনু-ঘ-পুঁথি।
৫ প্রেমভর—ঘ-পুঁথি।
৬ নিতি রহু—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।

৫৮৮

মায়ুররাগোৎসাহতালৌ।

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী নেহ।
গোদন সঙ্গ বিজয় কর নিজসুতে
কি করব না পাওই থেহ ॥ ধ্রু ॥
মুখ ধরি চুম্বন করতঁহি পুন পুন
নয়নে গলয়ে জলধার।
স্তনগত বসন তিতি[১] পড়য়ে ঘন
ক্ষীরধারা অতি[২] অনিবার[৩] ॥
বিনিহিত নয়ন[৪] বয়ন-কমল পর
যৈছন চন্দ্রচকোর।
দিন অবসানে ফিরে পুন হেরল
অনুমানি হোত বিভোর ॥
কো বিহি অদভুত প্রেম ঘটাওল
তাহে পুন ইহ পরমাদ।
ভণ রাধামোহন অনুদিন ঐছন
হোয়ত রসময়ি বাদ ॥
তরু—১৩০৪, ২৫৬৯।

টীকা—গোষ্ঠ গমনকালে ব্রজেশ্বরী স্নেহ বর্ণিত হইয়াছে।

৫৮৯

মায়ূররাগ-মঠকতালৌ।

আজু বিপিনে যাওত[১] কান,
মূরতি মূরত-কুসুমবাণ
মঞ্জু জলধর-রুচির-অঙ্গ ভঙ্গী নটবর শোহনী। ধ্রু।
ঈষত-হসিত[২] বয়নচন্দ্র
তরুণি-নয়ন- নয়ন ফন্দ[৩]—

পাঠান্তর—
১ ক্ষীর—ঙ-পুঁথি।
২ তরুতে 'অতি' নাই।
৩ মনোহর—ঙ-পুঁথি।
৪ বয়ন—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ আওত—সা, ঙ-পুঁথি।
২ হসিতমন্দ—সা, কী।
৩ তরুণি-নয়ন-বয়নফন্দ—সা।
তরুণিনয়ন-মদনফন্দ—তরু।

বিম্ব-অধরে মুরলী-মুরলি ত্রিভুবন মনমোহিনী।
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ,
চৌদিশে ভ্রমর-ভ্রমরীগুঞ্জ—
পিঞ্ছ নিচয়-রচিত মুকুট মকর কুণ্ডল ডোলনী[৪]।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন যোড়,
গঞ্জন খাণ্ডত শ্রবণ ওর—
গীম শোহন[৫] রতনরাজ মতিমহার লোলনী।
কটি পীত-পট[৭] কিঙ্কিনীরাজ—
মন্দগতি অতি কুঞ্জর রাজ[৮]
আগুলম্বিত কদম্ব মাল মত্ত মধুকর-যোড়নী[৯]।
অরুণ বরণ চরণকঞ্জ,
তরুণ তরণী কিরণগঞ্জ—
গোবিন্দদাস-হৃদয় রঞ্জন[১০] মঞ্জু মঞ্জীর-বোলনী।

সং—২২৪, তরু—১৩০৫, কী-৩২।

টীকা—অনন্তর পথ-চলিত শ্রীকৃষ্ণের শোভার বৈচিত্র্য বর্ণিত হইতেছে। "মুরতি মুরত-কুসুমবাণ"—মূর্তিধর কন্দর্পের ন্যায়। "ভঙ্গী নটবর শোহনী" ভঙ্গীতে নটবরের ন্যায়। "তরুণী নয়ন-নয়ন ফন্দ" গোষ্ঠে গমন যাঁহারা দেখিতেছেন সেই রমণীগণের নয়নের গ্রহণকারী ফাঁদ। "অরুণ বরণ" ইত্যাদি—তাঁহার অরুণ বরণ চরণ কমলের রক্তিমা প্রভাত কালীন সূর্যের রক্তিম কিরণকেও গঞ্জনা দেয়। তাঁহার চরণের সুন্দর নূপুরের ঝঙ্কার গোবিন্দ দাসের হৃদয়ের আনন্দ জনক।

৪ মকরকুণ্ডল লোলনী—সং।
৫ গীম শোহত—সং, ঘ-পুঁথি।
৬ গীম শোহত রতনরাজ—তরু।
৭ কটী—সং।
মদনে গতি জিনি কুঞ্জর—ঘ-পুঁথি। ভুল পাঠ।
৮ মৃদুতর গতি কুঞ্জররাজ—সং।
মন্দগতি জিতি কুঞ্জররাজ—কী।
৯ জোরনী—তরু, কী।
১০ হৃদয়রঞ্জ—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি। এই পাঠটি ভালো।

৫৯০

তোড়ীরাগ-বিজয়ানন্দতালৌ।

গোঠ বিজয়ী[১] ব্রজরাজ কিশোর।
জননী বিরচিত বেশ[২] উজোর॥ ধ্রু।
আগে অগণিত কত[৩] গোধন চলিয়া[৪]।
পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া[৫]॥
সমবয়বেশ সবহুঁ করি[৬] ছান্দ।
রাম বামে চলু শ্যামক[৭] চান্দ॥
শিরপর চান্দ অধরপর মুরলী।
চলইতে পদে করত কত মুরলি॥
কটিতটে পীতপটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু কুঞ্জর জিনিয়া॥
মণিমঞ্জীর বাজত রনঝনিয়া[৮]।
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি বনিয়া[৯]।

সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়—১৫৯, কী—৩২০,
তরু—১৩০৬।

টীকা—পুনরায় বিশেষ করিয়া গো ও গোপগণের সহিত গমন বর্ণিত হইতেছে। সমস্ত ব্রজদেবীগণ যাহাতে দর্শন করিতে পারে এই জন্যই গমনের মন্থরতা।

পাঠান্তর—
১ গোঠে বিজয়ী—তরু।
২ বেশ—ঙ-পুঁথি।
৩ ঘ-পুঁথিতে নাই।
৪ চলি যাত—সিদ্ধান্ত।
৫ হৈ বলি যাত—সিদ্ধান্ত।
৬ করু ছান্দ—ঘ-পুঁথি।
৭ শ্যামর—তরু, ঙ-পুঁথি। শ্যামরু—মূল-পুঁথি।
৮ রুনিঝুনিয়া—তরু। রুনুঝুনিকা—ঘ-পুঁথি।
৯ গোবিন্দদাস কহয়ে ধনি ধনিয়া—তরু।
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনিয়া—ঙ-পুঁথি।
গোবিন্দদাস কহই ধনিধনিকা—ঘ-পুঁথি।

৫৯১

শারঙ্গরাগ-প্রতিরূপকতালাভ্যাম্।

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদু নন্দন
বিহরই[১] যমুনাতীর।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
গোপ-গোয়াল[২] সঙ্গে
রঙ্গে[৩] বলবীর।
বাজত মুহু মুহু বেণু[৪]।
হৈ হৈ রাব হাম্বারব গরজন[৫]
আনন্দে মগন
চরয়ে[৬] সব ধেনু।
সমবয়-বেশ কেশ-পরিমণ্ডিত[৭]
চূড় শিখণ্ডক[৮]
কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল[৯]
হেরইতে জগ [জন]
মন [কত] ভোর[১০]।
বলয়[১১] নিসান[১২] কনয়[১৩] কটি কিঙ্কিনী
নূপুর রুনু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস পহুঁ নিতি নিতি ঐছন
বিহরত নব ঘন
বিদগধরাজ॥

তরু—১০০৯, সং—১৩৭,
কী—২০১।

টীকা—অনন্তর নগর হইতে যমুনাতীরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। এই পদটি গোষ্ঠবিহারের।

পাঠান্তর—

১ বিহরত—সং।
২ গোপ গুওয়াল—ও-পুঁথি।
৩ তরু ও সং-এ এবং ধ-পুঁথিতে 'রঙ্গে' নাই। সঙ্গে—ও-পুঁথি।
৪ ঘন ঘন বাজত বেণু—সং।
বাজত ঘন ঘন বিষাণ বেণু—তরু।
৫ করত কত ঘনে ঘন—সং।
হাম্বারব গরজত—ধ-পুঁথি।
৬ চরত—তরু, সং। চরু এ—ও-পুঁথি, ধ-পুঁথি।
৭ সমবয় বেশ-কেশ পর মণ্ডিত—ও-পুঁথি।
৮ শিখণ্ডিক—ও-পুঁথি।
৯ গুঞ্জ নিব মঞ্জুল—ও-পুঁথি।
১০ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ বহ. ও-পুঁথি বা মূল পুঁথিতে নাই। ছন্দানুরোধে গৃহীত হইল। হেরইতে জগজন ভোর—ধ-পুঁথি।
১১ বলয়া—ধ-পুঁথি।
১২ বিশাল—তরু।
১৩ কনয়া—ধ-পুঁথি।

৫৯২

মল্লাররাগ-নিঃসারকতালৌ।

গোঠে[১] গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওয়ে[২] গমক গোওকিরী গুর্জরী[৩]
গৌরী গোল গান্ধার॥ ধ্রু॥
গোপী-গোপ- গবীগণ-গোপক
গোকুলগামবিহারী।
গুঞ্জা-গৈরিক- গোরস গরভিত-
গোরোচনা-রুচিধারী[৪]॥
গহন গুহাগত গোচারণরত
গোদোহনগতিকারী।
গো-গিরি [ধারী][৫] গূঢ় গরবাইত
গুরু গৌরবপরচারী॥

পাঠান্তর—

(মানবরাগ-নিঃসারকতালৌ—ও-পুঁথি।)
১ গোঠে—ধ-পুঁথি।
২ গাওত—তরু।
৩ গোওখিরি—ও-পুঁথি।
৪ "গুঞ্জাগোরক-গোরিক গরজিত গোরোচনরুচিধারি"—ধ-পুঁথি।
৫ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ বহ—ধ-পুঁথি বা মূল পুঁথিতে নাই। ছন্দানুরোধে গৃহীত হইল।

গজপতিগামী[৬] গান গুণ গুম্ফিত
গগনে চরয়ে থুর বৃন্দ।
গোরস গাহি- গবীশ্বর নন্দন[৭]।
গাওত দাস গোবিন্দ॥

তরু—১০০৭

টীকা—এই পদে গোচারণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। "গোঠে গোচর গুরু গোপাল" গোষ্ঠে গোপালবেষ্টিত কৃষ্ণকে দেখা যাইতেছে।

"গোপক" রক্ষক। "গোকুল গাম বিহারী"—গোকুল নামক গ্রামে বিহারশীল। কৃষ্ণ গোকুল বিহারী অন্যত্র তাঁহার অবস্থান নহে—ইহাই বক্তব্য। "গুঞ্জা-গৈরিক-গোরসগরভিত-গোরোচনারুচি-ধারী" যিনি গুঞ্জা ধারণ করিয়াছেন (মালারূপে), গৈরিক ধারণ করিয়াছেন (তিলকরূপে) এবং দুগ্ধ দিয়া পিষ্ট গোরোচনার অনুলেপন ধারণ করিয়াছেন।

"গহন গুহাগত গোচারণরত গোদোহন গতিকারী" - কৃষ্ণ কখন গহন গুহাগত, কখনো গোচারণরত কখনও বা গোদোহনে নিরত। রায় মহাশয় এই সম্পূর্ণ অংশটি একটি সমাসে পরিণত ধরিয়াছেন। তাহাতে "গোচারণগত" অংশটির সঙ্গতি হয়না।

"গো-গিরি-ধারী" গোসম্বন্ধীয়-গোবর্দ্ধন-গিরিধারী। "গুচগর বাইত" গূঢ়গর্ব যুক্ত। "গগনে চরয়ে থুর বৃন্দ" কৃষ্ণের আকর্ষণে বুঝিতে হইবে। 'গোরসগাহী' দুগ্ধগ্রাহী।

---

৬ গজপতিগামী—তরু।
৭ গিরীশ্বর নন্দন—তরু।
৮ বিহরই নব ঘন বিপিন সমাজ—তরু।

৫১৩

গান্ধার রাগ-সমতালে।

কানু্ক গোঠ গমন-বিরহাতুর[১]
ধৈরজ ধরই না পারি।
ব্রজগত যতজন সঙ্গহি ধাওল
অরু[২] যত কুলবতী নারী।
সজনি দেখ দেখ ব্রজজন-নেহ[৩]।
নয়নে নয়ন-জল[৪] অঙ্গে পুলককুল
ভাবে অবশ ভেল দেহ[৫]। ধ্রু।
তিল এক বিরহ কলপসম[৬] মানই
চীত[৭]পুতলি সম হেরি।
ব্রজ কুলনন্দন বহুত যতনে পুন
ঘরহি পাঠাওল ফেরি।
কাতর অন্তরে নিজ নিজ মন্দিরে
সব জন করল পয়ান।
সহচরী রাই সেই চলু মন্দিরে
গোবিন্দদাস পিছে যান।

তরু—২৭৭৩।

টীকা—ইহার পর গোষ্ঠবিহার বর্ণনা করিয়া পূর্বে সংঘটিত গোষ্ঠ গমনকালে ব্রজজন প্রেমাতিশয় অবসর বুঝিয়া বর্ণিত হইতেছে।

"চীত পুতলী"—চিত্রগত পুত্তলিকা।

পাঠান্তর—

শ্রীগান্ধার ইত্যাদি—খ-পুঁথি।
১ গোঠগমনে বিরহাতুর—তরু।
২ আর—তরু।
৩ নেহা—তরু।
৪ নয়নে নয়নে জল—ঙ-পুঁথি।
৫ দেহা—তরু।
৬ কলপ করি—তরু।
৭ চিত—ঐ।

৫৯৪

শ্রীরাগ-মঠকতালৌ।

যতনহি রাই লেই চলু মন্দিরে
সখীগণ ধৈরয নাই[১]।
রস-পরথাব কহই করি[২] চাতুরী
কাহ্নুক হৃদয় জানাই॥
সুন্দরি তিরোহিতে রহি শুন বাত[৩]।
অদভুত ইঙ্গিক প্রেমবর মাধুরী[৪]
কতিহু না কহই না যাত[৫]। ধ্রু॥
রাইক বিরহ অধিক করি মানই
উহইক সুখ নিজ মান।
কেবল দেহ- ভেদ পুন বুঝিয়ে
নহ সবে[৬] একই[৭] পরাণ॥
আনন্দবাত উঠাওত পুন পুন
পুছত রজনী বিলাস।
গহন-গমন দুখ সবহু মিটাওল[৮]
অনু কহ গোবিন্দদাস॥

তরু—২১১৪, কী—৩২১।

টীকা—সখীগণ কর্তৃক শ্রীমতীর সান্ত্বনা প্রকার এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। "রাইক বিরহ" ইত্যাদি স্থলে সখীগণের প্রেমবৈশিষ্ট্য কথিত হইয়াছে।

অথ রসোদ্গারঃ।

তদুচিত-গৌরচন্দ্রো যথা।

৫৯৫

বিভাষরাগ-প্রতি-চঞ্চুপুটতালাভ্যাম্।

আরে মোর গৌরাঙ্গ-বিধু।
পুরব প্রেমরস কহত[১] মধু॥ ধ্রু॥
ভাবে[২] গদ গদ আধ আধ বাণী।
অমিঞার সার ঘন বহু খানী খানী[৩]।
পুলকে পূরল তনু পিরিতি রসে
ঝাঁপই[৪] বসন বিবসে পুন খসে॥
আনন্দজলে ডুবে নয়ন রাতা।
রাধামোহনদাসের শরণ দাতা॥

তরু—২৫২০।

টীকা—অনন্তর রসোদ্গারগাননির্বাহক গৌরচন্দ্রকে স্মরণ করা হইতেছে। "নয়ন রাতা" জাগরণরূপ ব্যভিচারিভাব-বশত নয়নের রক্ততা।

৫৯৬

বিভাষরাগ-প্রতিচঞ্চুপুটতালাভ্যাম্।

জয় জয়[১] গোকুলচন্দ।
পিরিতি সুধাময় আনন্দকন্দ। ধ্রু॥
রাধানখতর-হৃদয়ানন্দ।
ব্রজরমনীকুল আনন্দ-কন্দ[২]॥

পাঠান্তর—

(মঠতালৌ—ঙ-পুঁথি)

১ লাই—তরু।
২ তরুতে 'করি' নাই।
৩ সুন্দরি অবহিত কহি শুনবাত—কী।
সুন্দরি তিরোহিতে কহি শুন বাত—ঙ-পুঁথি।
৪ অদভুত উনহিক প্রেমরসমাধুরী—তরু।
৫ কতিহু কহই নাহি যাত—তরু, কী, ঘ-পুঁথি।
৬ পুন—তরু।
৭ একুই—ঙ-পুঁথি
৮ মিটায়ল—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ কহই—তরু।
২ ভাবভরে—তরু, ঙ-পুঁথি।
৩ অমিঞার সার যেন পড়ে খানী খানী—তরু।
ঘ-পুঁথিতে "বহু" স্থলে "যেন" আছে।
৪ ঝাঁপয়ে—তরু।

পাঠান্তর—

১ জয়—ঘ-পুঁথি।
২ ঘ-পুঁথির পাঠ মিলের দিক দিয়া গৃহীত হইল। "ব্রজরমণীকুল কুমুদিনীবন্ধু"—অন্যান্য গ্রন্থ ও পুঁথির পাঠ।

নব স্মরসমরসিন্ধুসুখদাতা।
কেলিকলারসকরণ বিধাতা॥
সুরতি শৃঙ্গার[৩]বর রূপনিধান[৪]।
রাধামোহন গুণ করু গান॥

তরু—২৪৪০।

টীকা—রসোদ্গাররসবিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া, রাধা নক্ষত্রের তুলনা (এস্থলে অনুরাধা নামক নক্ষত্র ব্যঞ্জিত হইয়াছে) হইয়াছেন।

৫১৭

কেবল মধ্যায়ামত্র তাদৃশবিদগ্ধানাং
সখীনাং স্নেহেন* প্রশ্নো যথা।

সুহইরাগ-দশকোশীতালৌ।

কুটিল কটাখ- বিশিখ-ঘন বরিখণে
দূর করি[১] বিবিধ তরঙ্গ।
নিজতনু ওখধি সরস পরশ দধি
লেপে থকিত করি[২] অঙ্গ॥
সুন্দরি ধনি পীতাম্বরি তুহুঁ ভেলট্রি
এক হিলোলে[৪] শ্যাম রসসাগর
সবহুঁ সার হরি লেল[৫]॥ ধ্রু॥

দুর অবগাহ অন্তর মাহা মন্থর
মদন কমঠ অবগাহ[৬]।
উচকুচ মন্দর হার ভুজ গবর
মেলি মনমথ[৭] নিরবাহ[৮]॥
অধর সুধা পিয় প্রেম লছিমা[৯] হিয়
বাহিরে পদনখ চান্দ[১০]।
প্রতি অঙ্গ ভাব- রতনে পরিপূরল
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্ধ॥

তরু—১০৫।

টীকা—রাধাকে এই পদে বিষ্ণুর মোহিণী মূর্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের। সম্ভোগ শৃঙ্গারের সহিত তুলিত হইয়াছে সমুদ্র মন্থন। এই কার্যের সহায়ক গুলি রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে—যথা প্রেম—কূর্ম। পয়োধর—মন্দর পর্বত, হার—বাসুকি সর্প, চুম্বন—সুধা, প্রেম—লক্ষ্মী, নখাঘাত—চন্দ্র, অঙ্গভাব—রত্নরাজি।

রাধা বিপরীত সম্ভোগকালের অনন্তর বস্ত্রপরিধান-কালে ভ্রমবশত কৃষ্ণের পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন দেখিয়া সখীরা পরিহাসোক্তি করিতেছে। সমুদ্রমন্থন কালে কৃষ্ণ যেমন মোহিনীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন তেমনি রাধাও কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রমন্থন করিয়া মোহিনীমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। শ্যামরূপ সমুদ্রের সকল সারবস্তুকেই রাধা একাই হিল্লোলিত করিয়া শোষণ করিয়া লইয়াছেন।

রাধার কুটিল কটাক্ষই শরাঘাতের তুলনা। রাম যেমন শরপাত করিয়া সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন রাধা তেমনি কটাক্ষবর্ষণ করিয়া কৃষ্ণের সকল গোপিণীর প্রতি চাঞ্চল্যজনক প্রেমতরঙ্গ দূর করিয়া কৃষ্ণের মন বাঁধিয়া

---

৩ শিঙার—তরু।
৪ রূপনিধান—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
* "সখীনাং স্নেহেন"—খ-পুঁথিতে নাই।
১ দূর কর—তরু। দূরে কর—খ-পুঁথি।
২ কর—তরু।
৩ কেলি—তরু।
৪ একলি হিলোলি—তরু।
৫ হরি লেলি—তরু। 'হরি' শব্দ মূল-পুঁথি ও ক-পুঁথির পাঠ রূপে ছন্দানুরোধে গৃহীত হইল।

৬ মথন কমঠ অবগাহি—তরু।
'মথন' শব্দ তরুতে নাই কিন্তু টীকায় মূল পুঁথি ও ক-পুঁথিতে আছে বলিয়া গৃহীত হইল।
৭ মথন—ক-পুঁথি।
৮ নির বায়—খ-পুঁথি।
৯ লছিমি—ক-পুঁথি। লছিম—খ-পুঁথি।
১০ "চন্দ"—খ-পুঁথির পাঠ মিলের দিক দিয়া গৃহীত হইল।

ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণরূপ দুগ্ধসিন্ধুর লীলাহিল্লোলও তিনি দধির তুলনা আপন সরস অঙ্গের স্পর্শ দান করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।
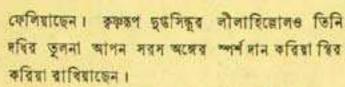
তিনি মোহিনীরূপে কৃষ্ণ মন মোহিত করিয়া আবার নূতন এক কৃষ্ণরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া রত্নরাজি আহরণ ও উদ্ধৃত করিলেন।

এস্থলে রাধার বিপরীত সম্ভোগজনিত সৌন্দর্যকে তিনটি উপমায় উপমিত করা প্রসঙ্গে দুইবার পুরাণ প্রসঙ্গ (যথা রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন ও দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন) ও একটি লৌকিক উপমা (দধি-নির্মিতি) উপস্থিত করা হইয়াছে।

তদুত্তরম্।

৫৯৮

শ্রীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্[*]।

দরশনে লোরে[১] নয়নযুগ ঝাঁপি[২]
করইতে কোরে[৩] দুহুঁ তনু কাঁপি[৪],
চেতন না রহ চুম্বন বেলি—
কো জানে কৈছে রভস রসকেলি।
এ সখি দূরে[৫] করু সো পরসঙ্গ[৬]
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ। ধ্রু।[৭]

সো ধনি মানি সুরত-অধিদেবী—
তাকর চরণ কমল পয়ে সেবী।
কানুক পরশে হতহুঁ অনুভাব
অনুভবি আপে সবহুঁ[৮] সমুঝাব।

পাঠান্তর—

* ঘ-পুঁথিতে রাগ ও তালের নাম নাই।
১ লোর—তরু।
২ ঝাঁপ—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ কোর—তরু।
৪ কাঁপ—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি
৫ দূর—ঘ-পুঁথি।
৬ দূর কর এ সখি সোপর সঙ্গ—তরু।
৭ ধ্রুবপদ ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৮ সবহু—তরু, ঙ-পুঁথি।

তবহুঁ জগত ভরি ঘোষয়ে এহ—
রাধামাধব অবিচল নেহ।
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ—
গোবিন্দদাস চিতে[১] না ভাঙ্গে বিবাদ।

তরু—২৩৩।

টীকা—ইঙ্গিতে সম্ভোগরসের কথা জিজ্ঞাসা করায় রাধা সখীকে বলিতেছেন যে তিনি কৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শন-জনিত আনন্দ মোহে আবিষ্ট হইয়া কিছুই জানিতে পারেন নাই।

"এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ" অংশটি অন্য এক সখীর উক্তি। রাধা যাহা বলিতেছেন তাহা কি সত্য অথবা ইহা রসোদগারোচিত অবহিত্থাজনিত।

এই পদটি "ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গ-মেহপি" ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণে লিখিত।

কিঞ্চিৎপ্রাগল্‌ভ্যযোগাদ্‌যথা।

৫৯৯

সুহইরাগ-প্রতিমণ্ঠকতালৌ।

বেধুক[১] ঘুক বুক[২] মদনানল
কুলইন্ধন যাহা জারি।
দরশন[৩] পানি দুহুঁ[৪] পরশ সোহাগন
শ্রমজল জোরল[৫] বারি॥
সজনি কানু সো ছৈল সোনার॥
মঝু মন কাঞ্চন আপন প্রেম মণি
জোরি পিন্ধাওল হার॥ ধ্রু॥

১ কহ—তরু।

পাঠান্তর—

১ ঘুকে—তরু।
২ বুকে—তরু।
৩ দরশ—ঙ-পুঁথি।
৪ দরশ পাওল দুহুঁ—তরু।
৫ জোরল—তরু, যৌবন—সং।

নব-অনুরাগ- রজনে[৬] পুন রঞ্জল
পুন[৭] মূল না জানয়ে কোই।
গুরুজন নয়ন চৌর পরে ঝাঁপিয়ে[৮]
প্রাণ লাখসম গোই।
যো[৯] রসে আগরী বিদগধ নাগরী
হেরইতে তাকর সাধ।
গোবিন্দদাস কহই আন[১০] হেরিলে
জানিয়ে[১১] হোয়ে পরমাদ।

তরু—৭০৭, সং—৩০৬।

টীকা—পূর্বপদে কেবলমধ্যা-স্বভাবোচিত বচন দর্শন করাইয়া কিঞ্চিৎপ্রাগল্ভ মধ্যার কিঞ্চিৎ প্রাগল্ভ্যাসমন্বিত বচন "বেণুক তুক" ইত্যাদি দ্বারা দর্শাইতেছেন। এই পদে কৃষ্ণকে স্বর্ণকারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ধূর্ত স্বর্ণকার ছলনাময় কৃষ্ণের উপমা।

স্বর্ণকার অলংকার নির্মাণ করিবার সময় কুলকাঠের জ্বালানি ব্যবহার করে, বাঁশের চোঙায় ফুঁ দেয় ও চুল্লীর বুকে আগুন জ্বালাইয়া তোলে। কৃষ্ণও বাঁশিতে ফুঁ দিয়া রাধার কুল জ্বালাইয়া তাঁদের বুকে মদনানল জ্বালাইয়াছেন। স্বর্ণালঙ্কার নির্মিতির নিমিত্ত কারণ স্বর্ণকারের দুই হাত, সোহাগা ও জল। কৃষ্ণের দর্শন ও স্পর্শন নিমিত্ত কারণ এবং সম্ভোগজনিত শ্রমজলই পাইনের জল।

রাধার চিত্ত স্বর্ণের তুলনা, কৃষ্ণের প্রেম মণির তুলনা। কাঞ্চনে মণি গ্রথিত করিয়া যেরূপ উত্তম হার নির্মিত হয় (হার শব্দের অর্থ মুক্তামালা এবং মণি শব্দের অর্থ মুক্তাও "রত্নং মণির্দ্বয়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি চ" অমর ২।১৩-বৈশ্যবর্গ) কৃষ্ণও সেইরূপ আপন প্রেম রাধার হৃদয়ে গ্রোথিত করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্গাররসাল প্রেমমালা পরাইয়াছেন।

স্বর্ণালঙ্কারে যেমন রক্তিম বর্ণান দেওয়া হয় সেইরূপ কৃষ্ণও নূতন অনুরাগের রঙে তাঁহার প্রেমকে রাঙাইয়াছেন। যদি গুরুজনের নয়নরূপ চোর এই নূতন প্রেমহারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তাই লক্ষ প্রাণের তুলনা এই প্রেমকে রাধা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন [রায় মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"রঞ্জিত জিনিষটি দেখিয়া) কেহ (প্রকৃত) মূল্য বুঝিতে পারে না; (আমি আমার সেই রূপান্তরিত) হৃদয়টি গুরুজনের নয়নরূপ চোরের নিকট (দরিদ্রের) লক্ষ মুদ্রার ন্যায় গোপন করিয়া লুকাইয়া রাখিতেছি।"

কিন্তু প্রকৃত মূল্য না জানিলে কেহ কোন বস্তুর উপর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে কি? আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে লইবার চেষ্টাও হয় না। সুতরাং এই ব্যাখ্যায় মনস্তাত্ত্বিক অসঙ্গতি আছে।]

যদি কেহ বলে লক্ষমুদ্রা মূলের কণ্ঠহার কি কেহ লুকাইয়া রাখে—তাহা সকলকে দেখাইয়া পরিয়া থাকে তবে রাধা বলিতেছেন যে—এই প্রেম লইয়া রসপ্রগল্ভা কোনো বিদগ্ধ নাগরী যদি আপন গর্ব প্রচারিত করে তো করুক, এমন নারী দেখিতে তাঁহার সাধ।

সখীরূপী গোবিন্দদাস রাধাকে তখন বলিলেন—যে এই কৃষ্ণপ্রেম গোপনে রাখিতে হয় নহিলে পরমাদ ঘটিতে পারে (পরকীয়রসে যে রসোল্লাস থাকে তাহা যে অতুলনীয়—ইঙ্গিতে তাহাই বুঝানো হইল)।

অধিকপ্রাগল্ভ্যযোগাদ্ যথা।

৬০০

গান্ধাররাগ-কন্দর্পতালৌ।

কি পুছসি এ[১] সখি কানুক নেহ[২]—
এক জীউ বিহি গঢ়ল ভিন দেহ[৩]। ধ্রু।

---

৬ রজে—তরু।
৭ তরুতে ঘ-পুঁথিতে ও ঙ-পুঁথিতে পুন নাই।
৮ ঝাপিয়ে—তরু। ঝাঁপই—ঘ-পুঁথি।
৯ ও—সং।
১০ আনে—সং।
১১ জানি—তরু, ঘ-পুঁথি; ক-পুঁথিতে জানিয়ে নাই।

পাঠান্তর—
১ রে—তরু, কী।
২ কানুক নেহ—তরু; কানুকনেহা—কী।
৩ এক জীউ বিহি সে গড়ল ভিন দেহ—তরু।
একই পরাণে বিহি গড়িল ভিন দেহা—কী।

কহিল কাহিনী কত পুছই বেরি বেরি[4],
কত সুখ পাওবি[5] মঝু মুখ হেরি।
বিনা[6] মঝু পরশ দরশে[7] নাহি জীব—
মো বিনু পিয়া সোই পানি নাহি পিব।

উর বিনু শেয পরশ নাহি পাই,
বিহু বিনু তাম্বূল নাহি খাই
রভস[8] আলসে যদি পালটি দেউ[9] পাশ—
মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস।
আন সম্ভাষণে হয়য়ে গেয়ান—
আন সনে কাহিনী না সহে পরাণ।
কহ[10] কবিরঞ্জন শুন বরনারি—
তোঁহারি পরশরস[11] লুবধ মুরারি।

তরু—৬৮০, কী—২৬২।

টীকা—অতিপ্রাগলভ্যবশত এই উক্তি রাধার।

৬০১

গান্ধাররাগ-ধ্রুবতালৌ।

সজনি বড়ই বিদগধ কান।
কহিল নহে সে যে পিরিতি আরতি[1]
কহিল হেম দশবাণ॥ ধ্রু॥
সমুখে রাখি মুখ আঁচরে মোছই
অলক-তিলক বনাই।
মদন-রসভরে বদন হেরি হেরি
অধরে অধর লাগাই॥
কোরে আগোরি রাখই হিয়াপর
পালঙ্কে পাশ না পাই।
ও সুখসাগরে মদনরসভরে
জাগিয়া রজনী পোহাই[2]॥
কেবল রসময় মধুর মুরতি
পিরিতিময় প্রতি অঙ্গ।
কহই নরোত্তম[3] যাহার অনুভব
সে জানে ও রসরঙ্গ॥

তরু—৬৬৯, সং ২৯৮।

টীকা—এই পদেও প্রেমনির্মিততনু শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রেমময় চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

৪ কহিল যে কাহিনী পুছে কত বেরি—তরু।
কহিল যে কাহিনী পুছই কত বেরি—কী।
৫ কত সুখ পাওলি—খ-পুঁথি।
না জানি কি পাবই—তরু। কত সুখ পাওই—ঙ-পুঁথি।
৬ বিনু—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৭ দরশ—ঙ-পুঁথি।
৮ যুবক—তরু। রভসে—ঙ-পুঁথি।
৯ সেই—খ-পুঁথি।
১০ কহে—ঙ-পুঁথি।
১১ পরবশ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ যে প্রেম আরতি—কী, তরু।
২ গোঙাই—তরু।
৩ নরোত্তম দাস কহে—তরু।
নরোত্তম কহে—সা।

৬০২

সুহইরাগ-মঠকতালে।

চিরণি করে ধরি কেশ বেশ করি
সিঁথে ত[1] দেই সিন্দুর।
নাগবেশ করি[2] বসন পরাওই
পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥
সখি[3] পিয়াগুণ কহনে না যায়।
ম্লান-চম্পক- দাম সম তনু[4]
হিয়া বিনু শেযে না ছোয়ায়[5]।ধ্রু।
সো মোর শ্রমজল আঁচরে মোছই
দেই বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি সঘন নিরখই
মুখ ভরি তাম্বূল খাওয়ায়।
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর
দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণধন সম তিলেক না ছোড়ই
কবিশেখর[6] পরমাণ[7]॥

তরু—৬৬৭, কী—২৬১।

টীকা—এই পদে শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব কথিত হইয়াছে। ধীরললিত নায়কের লক্ষণ—বৈদগ্ধ্য, নবতারুণ্য, পরিহাস বিশারদত্ব, নিশ্চিন্ততা ও প্রেয়সীবশ্যত্ব।

"ম্লান-চম্পক-দাম সম তনু"—সম্ভোগান্তে রাধার দেহবল্লরী ম্লান চম্পকমাল্যের তুলনা।

পাঠান্তর—

১ সিঁথায়ে—তরু; সিঁথায়—কী।
২ কত না বেশ করি—কী।
৩ সই—তরু, কী।
৪ মৃণালচম্পকদাম সম তনু—কী, পদরত্নাকর।
৫ ম্লান চম্পকাদি স্থলে তরুতে আছে—
জড়িত হেম যেন তিলক না ছোড়ই
রভসে রজনী গোঙাই।
৬ রায়শেখর—ঙ-পুঁথি।
৭ পরণাম—খ-পুঁথি।

৬০৩

সুহইরাগ-চন্দ্রশেখরতালে।

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি[1]
পরাণ নিছিয়া[2] তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
[কর্পূর তাম্বূল আপনি চিবিয়া
মোর মুখে[3] ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া ঈষত হাসিয়া[4]
মুখে মুখ দিয়া লেয়[5]।]
হিয়ার উপরে- শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পিরিতি তোমারে এমতি[6]
কবি বিদ্যাপতি কয়॥

তরু—২৫২৫।

টীকা—প্রেমঘনমূর্তি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিবার নয়। নিরুপমা প্রীতির কথা রাধা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না।

পাঠান্তর—

১ এ সখি—তরু, খ-পুঁথি। "রে সখি" ঙ-পুঁথিতে নাই।
২ নিছনি—খ-পুঁথি।
৩ দারিদ্র যেমন পাইয়া রতন—তরু।
৪ মুখে—ঙ-পুঁথি।
৫ হাসি এ—ঙ-পুঁথি।
৬ বন্ধনী চিহ্নিত "কর্পূর তাম্বূল" ইত্যাদি কলিগুলি তরুতে নাই।
৭ এ সখি—খ-পুঁথি।

৬০৪

বিভাসরাগ-মঠকতালৌ।

অবলা কি গুণ জানি ধরে[১]।

রসিক মুকুট মণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেন[২] করে। ধ্রু।
মোর অঙ্গ সঙ্গরসে[৩] লালসা হইয়া বৈসে[৪]
বন্ধুয়া বোলয়ে[৫] জীনুঁ জীনুঁ।
বুঝি[৬] অনুগতজনে ভাবিয়া লইনু[৭] মনে
বন্ধুরে আপনা দিনুঁ দিনুঁ।
আলুয়াইয়া কুন্তলভার[৯] বেশ করে বার বার
বসন পরায়[১০] কুতূহলে।
বসাইয়া আপন কোরে[১১] নূপুর পরান[১২] মোরে
চরণ পরশে করতলে।
বন্ধুয়া বোলয়ে[১৩] ধ'ন কালিয়া কস্তূরী খানি
ও রাঙা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক[১৪] মোর
নিগূঢ় প্রেম[১৫] তার সাক্ষী।
বিদগধ শ্যামরায় বসনে করয়ে[১৬] বায়
আপনে যোগান[১৭] গুয়া পান।
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধাঠাকুরাণী[১৮]
তেঁই তুমি শ্যামের পরাণ।

তরু—৬৮১।

পাঠান্তর—
১ অবলা কি জানি গুণভরে—খ-পুঁথি।
২ খ-পুঁথিতে নাই।
৩ অঙ্গ সঙ্গ আশে—তরু।
অঙ্গরসে—বহ।
৪ লালস পাইয়া বসে—তরু।
৫ রসে পঁহু বোলে—তরু।
৬ নিজ—তরু।
৭ জানিয়া রাখিও—তরু।
৮ এ তনু তোমারে—তরু।
৯ কবরী—তরু।
১০ পরাণ—খ-পুঁথি।
১১ উরে—তরু।
১২ পরল—তরু, খ-পুঁথি।
১৩ বোলেন—খ-পুঁথি।
১৪ রহুক—মূল পুঁথি, ক-পুঁথি।
১৫ মরম—তরু।
১৬ করেন—মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি।
১৭ যোগাও—খ-পুঁথি।
১৮ বিনোদিনী—তরু।

টীকা—এই পদে রাধা আপন অজ্ঞতা ব্যঞ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাতিশয় বিষয়ে বলিতেছেন।

৬০৫

সুহইরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

বুকে বুকে[১] মুখে চৌখে লাগিয়া থাকৌ
তভু মোরে সদাই হারায়।
বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে থুইবারে চায়।
মরম কহিনুঁ যো পুনি[২] ঠেকিনুঁ
সে জন পিরিতি ফান্দে।
রাতি-দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ-কান্দে।
হার নহোঁ[৩] পিয়া গলায়ে পরয়ে
চন্দন নহোঁ[৪] মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়ে
কি করিবে সোয়াথ না পায়।
সাজাইয়া কাছাইয়া বসন পরাইয়ে
[আদরে বৈসায় কোরে।
দীপ নিয়াহাতে দেখিতে দেখিতে
* তিতিঁল আঁখির জলে।
বসন লইয়া মুখানি মোছাইয়া][৫]
আলুয়াইয়া বান্ধে কেশ।
কহে বলরাম ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ।

টীকা—সর্বোৎকর্ষগুণ প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণ রাধার প্রতি আপন বশত্ব যেভাবে জানাইয়াছেন তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
১ খ-পুঁথিতে একবার মাত্র "বুকে"।
২ পুন—ত-পুঁথি।
৩ নহ—খ-পুঁথি।
৪ নহ—খ-পুঁথি।
৫ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ত-পুঁথিতে নাই।

৬০৬

ধানশ্রীরাগ-যতিতালাভ্যাম্।

হৃদয় মন্দিরে মোর কাহু ঘুমাওল[1]
প্রেমপহরি রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব[2] চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥
সজনি এতদিনে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
কাহু-অনুরাগ- ভুজগে গরসাল
কুল-দাদুরী মতি-মন্দ॥ ধ্রু॥
আপনক রীত[3] আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন কহিতে কহি আন।
ভাবে ভরল তনু পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি শপথক[4] ঠাম॥
নিন্দউ নিন্দ আন নাহি হেরিয়ে[5]
না জানিয়ে কি ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই[7] নাহি পারিয়ে
গোবিন্দদাস একু[8] সাখী॥

তরু—৭১০, সং—২২৬।
কী—২৫৮।

টীকা—পূর্ব পদে কৃষ্ণের প্রেমবশ্যতের কথা বলিয়া এখন এই পদে রাধার প্রেমবশ্যতের কথা বলা হইতেছে। "পরিজন বাঁচিতে" ইত্যাদি—পরিজনকে বঞ্চনা করিবার জন্য গৃহপতির দিব্য দিতেছি। রাধামোহন বলিতেছেন যে—এই পদটির স্থায়িভাব অনুরাগ। তবু অনুরাগজনিত রসোদ্গার ঘটায় ইহাকে তিনি রসোদ্গারেরই অন্তর্গত করিয়াছেন। রসিকজনেরাও এই পদটিকে এইভাবে আস্বাদিত করিয়া থাকেন।

অথানুরাগঃ।

তত্র গৌরচন্দ্রো যথা।

৬০৭

বরাড়ীরাগ-ধ্রুবতালো।

দয়া কর শচীসুত নবদ্বীপচান্দ।
সকল ভুবন জন মোহন ফান্দ॥ ধ্রু॥
জয় জয় প্রেমদাতা পতিত-পাবন।
জয় জয় স্বরূপাদি-ভক্ত-প্রাণধন॥
নব নব অনুরাগভাবহি ভোর।
কঞ্জনয়নে বহে অনুখন লোর॥
কলিযুগ পাবন আনন্দকারী।
দাস রাধামোহন পতিত উদ্ধারি[1]॥

টীকা—অনুরাগস্থায়িভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রের বর্ণনা।

পাঠান্তর—

১ ঘুমাওল—ঙ-পুঁথি।
২ কুলবতীগৌরব—সং।
৩ জাগি—ঙ-পুঁথি।
৪ আপনক চরিত—তরু, কী।
আপনক রীতি—মূল পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৫ শপতিক—তরু, সং।
৬ নয়ন উনিদ আন নাহি হেরিয়ে—সং;
নয়নক নিদ ধীর নাহি বান্ধই—তরু।
৭ কহিতে ঙ-পুঁথি।
৮ এক—তরু, সং।

পাঠান্তর—

১ উদ্ধারি—ঙ-পুঁথি।

তদুচিতরূপং যথা।

৬০৮

ভাটিয়ারিরাগ-বৃহদেকতালীতালৌ।

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কে না কুন্দিল দুটি[১] আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী।
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর[২] তিলক গো
তাহে শোভে অলকের[৩] পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি।[৪]
রতন-কড়িয়া কিবা[৫] যতন করিয়া গো
কে না গড়াইয়া দিল কাণে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো
[যোগী হইল ওহারি ধেয়ানে[৬]।
নাসিকার আগে শোভে[৭] এ গজমুকুতা গো][৮]
সোনায়ে মুড়িত[৯] তার পাশে।
বিজুরি সহিতে যেন[১০] চান্দের কলিকা[১১] গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে।
করিবর[১২]কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মুড়িত তার আগে[১৩]।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
তুহারি[১৪] পরশরস মাগে।
মদন ফান্দ[১৫] ও না চূড়ার টাননি গো
উহা না শিখিয়াছে[১৬] কোথা।
এ বুক ভরিয়া আমি উহা না দেখিনু গো[১৭]
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা।

পাঠান্তর—

১ দুই—তরু।

২ চন্দন—ক-পুঁথি।

৩ অলকের—বহু। অলকার—খ-পুঁথি।

৪ এই কলিটি তরুতে নাই। রবীন্দ্রনাথও এই কলিটি পদরত্নাবলিতে ধরেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি পদকল্পতরু হইতে পদটি সংগ্রহ করিয়াছেন। পদামৃতসমুদ্র বা ভক্তিরত্নাকর দেখেন নাই।

ভক্তিরত্নাকরে এই কলির দ্বিতীয় পংক্তিটি আরও কবিত্বময়—

হিয়ার মাঝারে মোর ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি।

৫ রতন কাড়িয়া অতি—তরু।
রতন কাটিয়া কেবা—ভক্তিরত্নাকর।
রতন করিয়া কিবা—বহু।

৬ যোগী হবে উহারি ধেয়ানে—তরু।
যোগী হইল উহারি ধেয়ানে—বহু।

৭ নাসিকা উপরে শোভে—ভক্তিরত্নাকর।
নাসিকার আগে দোলে—তরু।

৮ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ খ-পুঁথিতে নাই।

৯ মণ্ডিত—ভক্তিরত্নাকর; মঢ়িত—তরু, বহু।

১০ বিজুরি জড়িত কিবা—ভক্তিরত্নাকর।
বিজুরি জড়িত যেন—তরু।

১১ কলিকা—তরু।

১২ করভের—তরু।

১৩ হিঙ্গুল মণ্ডিত তার আগে—তরু।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে—ত।
হিঙ্গুলে মঢ়িত তার আগে—তরু।

১৪ উহারি—তরু।
তাহারি—ত।

১৫ মদনফাঁদুয়া ও না—ত।

১৬ শিখিয়া আইল কোথা—তরু।
উহা না শিখিয়াছিল কোথা—ত।

১৭ এ বুক ভরিয়া মুখ দেখিতে না পানু গো—ত;
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিল গো—তরু।

মধুর মধুর ও না　　বোল খানী খানী[১৮] গো
　　হাতের উপরে লাগি[১৯] পাই।
এমতি করিয়া যদি　　বিধাতা গড়িত গো
　　ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই॥[২০]
ঢুলিতে ঢুলিতে যায়　　ফিরিয়া ফিরিয়া চায়[২১]
　　যেন গজরাজ মদমাতা।
শ্রীনিবাসদাস কয়　　ও রূপ লখিল নয়[২২]
　　রূপ সিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥

ভক্তিরত্নাকর—৪৮২।
তরু—৭৯০।

টীকা—অনুরাগস্থায়িভাবের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা। "মেঘের উপর যেন ঝলমল করেগো চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি" এস্থলে অদ্ভুতোপমা হইয়াছে।

মধ্যাহ্ন অনুরাগো যথা

৬০৯

সুহইরাগ-মঠকতালৌ।

সুরুতরুতল যব　　ছায়া ছোড়ল
　　হিমকর বরিখয়ে আগি।
দিনকর দিনফলে　　শীত না বারল[১]
　　হাম জীয়ব কথি লাগি॥
সজনি অব নাহি বুঝিয়ে[২] বিচার।
ধনকা আরতি　　ধনপতি না পূরল
　　বহল জনম দুখভার[৩]। ধ্রু॥

১৮ খ-পুঁথিতে একবার মাত্র "খানি"।
১৯ লাগ—ঙ-পুঁথি।
২০ তরুতে এই কলিটি নাই। ভক্তিরত্নাকরে আছে—
　　কেমন মধুর সে না　　বোল খানি খানি গো
　　　　হাতের উপরে লাগি পাঁও।
　　তেমনি করিয়া যদি　　বিধাতা গড়িত গো
　　　　ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাও॥
২১ ঠমকি ঠমকি যায়　তেরছ নয়নে চায়—ভ।
　　নাটুয়াঠমকে যায়　রহিয়া রহিয়া চায়—তরু।
২২ লখিতে লখিতে নয়—ভক্তিরত্নাকর।

পাঠান্তর—
১ নিবারল—ঙ-পুঁথি।
২ বুঝাই—খ-পুঁথি।
৩ দুখভার—ঙ-পুঁথি।

জনমে জনমে হর-　　গৌরী আরাধলোঁ
　　শিব ভেল শকতিবিভোর।
কামধেনু কত　　কৌতুকে পূজলোঁ
　　না পূরল মনোরথ মোর॥
অমিঞা সরোবরে　　সাধে সিনায়লো
　　সংশয় পড়ল পরাণ।
বিহি বিপরীত　　কিয়ে ভেল ঐছন
　　বিদ্যাপতি পরমাণ॥

টীকা—এই পদগুলি অনুরাগের প্রকারান্তর আক্ষেপানুরাগের পদ। রাধামোহন আক্ষেপানুরাগ-শীর্ষকে কোনো পদ ধরেন নাই। তবে লক্ষণানুসারে এই পদগুলি আক্ষেপানুরাগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সম্ভোগানন্দ মোহাবৃতা হওয়াতে রসোদ্গার করিতে অক্ষম হইয়া রাধা অনুরাগবশত "সুরুতরুতল" ইত্যাদি বলিতেছেন।

হে সখি, রসোদ্গার কি করিয়া করিব। বরং আমার বিরহদশার কথা শোনো।

কৃষ্ণপ্রেমে আমার তৃষ্ণা মিটিল না। কল্প বৃক্ষ যদি ছায়া ত্যাগ করে, চন্দ্র যদি অগ্নিবর্ষণ করে, সূর্য যদি শীতলাঘব না করে তাহা হইলে যেমন হয় কৃষ্ণপ্রেমে আমার তাহাই হইল। আমার বাঁচিবার প্রয়োজন কি? সখি, বিচার করিয়া বুঝিলাম না। ধনপতি যেমন ধন-ভোগাদির দ্বারাও তৃপ্তিলাভ করে না, আমিও সেইরূপ কৃষ্ণস্পর্শাদির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলাম না। আপন কর্মফলেই ইহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনই ব্যর্থ। কৃষ্ণ সঙ্গাভাবে জন্মাবধি আমার দুঃখভোগই হইল।

সর্বজ্ঞ পৌর্ণমাসীর নিকট শুনিয়া শিবপূজাদিও করিয়াছি (জন্মে জন্মে হরগৌরী আরাধনা করিয়াছি, কিন্তু শিব শক্তিবিভোর হইয়াই রহিলেন), কত কামধেনু পূজা করিয়াছি কিন্তু আমার মনোরথ পুরিল না। সাধ করিয়া অমৃতসরোবরে স্নান করিলাম এখন জীবন লইয়া টানাটানি। বিধিই বিরূপ হওয়াতে এরূপ ঘটিল। তাই কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠাও আমার বৈরী হইয়া দুঃখদান করিতেছে।

এই পদটি **বিধাতার প্রতি আক্ষেপ**।

৬১০

তিরোতাধানসীরাটৈকতালীতালৌ ।

অনুখন কোনে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের[1] বাহিরে পরবাস ।
হেন নাহি ক্ষিতিতলে আপনা বলিয়া বোলে
হেন ছারের[2] হেন অভিলাষ ।
বুঝাইল[3] অনুক্ষণ না বুঝে পামর মন
পিরিতি হইল মোরে কাল ।
তাহে ননদিনীর কথা শুনিতে মরমে ব্যথা
এ ঘর বসতি জনজাল ॥[4]
সজনি তুয়া পায়ে কি বলিব আর ।
সে হেন দুলহ জনে অনুগত যার মনে
নিচয়[5] মরণ প্রতিকার ॥
কত কত মনে করি চিত নিবারিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায় ।
গৃহে যত গুরুজন সব ভেল বৈরিগণ[6]
কহ সখি কি করি উপায় ॥

ক্ষ—৪।৪, কী—২৮৭,
তরু—৮৩১, অনুরাগবল্লী
—৪৩ পৃষ্ঠা ।

পাঠান্তর—

১ দুয়ার—অনুরাগবল্লি ।
২ ছারে—খ-পুঁথি ।
৩ বুঝাইনু—খ-পুঁথি ।
৪ এই কলিটি অনুরাগবল্লীতে নাই, ক্ষণদাতেও নাই, কীর্তনানন্দেও নাই। তরুতে আছে—
বুঝাইনু অনুক্ষণ না বুঝে পামর মন
পিরিতি হৈল মোর কাল ।
তাহে ননদিনী-কথা শুনিতে মরমে ব্যথা
এ ঘরবসতি বড় জাল ।
৫ কেবল—ক্ষ ।
৬ রিপুগন—কী ।

মন্তব্য—পদটি কাহার রচনা প্রাচীন কোনো সঙ্কলন গ্রন্থ হইতে তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় অনুরাগবল্লী (৩২ পৃঃ) হইতে দেখাইয়াছেন যে শ্রীনিবাসের সুপ্রসিদ্ধ পদ "বদনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো'—ইত্যাদি উদ্ধৃত করিবার পর উহার ৪৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—

"শ্রীআচার্য ঠাকুরের দ্বিতীয় পদ হয় ।
যাহাতে সম্পূর্ণ পাই তাহার আশায় ॥
শ্রীবিশাখা প্রতি রাধা অনুরাগে কহে ।
রসের নির্যাস রসিকের মন মোহে ॥
তথাহি পদম্—"অনুখন কোণে থাকি" ইত্যাদি ।

টীকা—পদটি **গুরুজনের প্রতি ও আপন চিত্তের প্রতি আক্ষেপ ।**

অসূর্যম্পশ্যা তথা সহায়হীনা রাধার আরো অনেক দুঃখ কারণ আছে। ননদাদি ও গুরুজন তো বটেই আবার আপন চিত্তও প্রতিকূল ।

৬১১

সিন্ধুড়ারাগ-প্রতিমঠকতালৌ ।

শুনইতে অনুখণ যছু নব নব গুণ[1]
শ্রবণ নয়ন ভই গেল ।
দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেল ॥
হা হরি [হা হরি[2] কি মোর করম অকাজ[3]
না জানিয়ে][4] কো বিহি বিঘিন বাঢ়াওল
কানু সমাগম মাঝ ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর—

১ যছু নব গুণগন—তরু ।
২ হরি হরি—ক্ষণ, কী । হা হরি—ঙ-পুঁথি ।
৩ না জানিয়ে কি মোর করম অকাজ—মূল পুঁথি ।
এই অংশ তরুতে নাই ।
কি ভেল দারুণ কাজ—তরু, কী ।
৪ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ খ-পুঁথি ও ঙ-পুঁথিতে নাই ।

* যা সঞে কেলি- কলারস-লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি- পরশে তনু পরবশ
তবহি বিচেতন[৫] ভেল॥
হিয়ে ঘনসার হার নাহি পহিরলো
যাক পরশরস-আশে।
তাক বিচ্ছেদে জীউ নাহি নিকসই
কি কহব[৬] গোবিন্দদাসে॥

কী—২৭২, তরু—৯০১।

টীকা—পদটি রাধার নিজের প্রতি ও বিধাতার প্রতি আক্ষেপ। আহা, কি আশ্চর্য! আমার আরো অন্য দুঃখের কথা শোনো। নবনবায়মান গুণ শ্রবণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীত হইল, অতএব শ্রবণ হইল নয়ন আবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া অশ্রুজলে নয়ন পরিপূর্ণ হওয়াতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না; অথচ তাঁহার নিকটেই আসিয়াছি এই সংস্কার রহিল। অতএব নয়ন হইল শ্রবণ।

কোন বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের মিলনকালে এইরূপ বিঘ্নরচনা করিলেন! বিধাতার কথা না হয় থাক, কেননা তাহা অপেক্ষাও দুঃখদায়ক ব্যাপার আছে।

যাঁহার সহিত কেলি কলারস লালসায় লক্ষবার বাসনা করিলাম তাঁহার হস্তস্পর্শমাত্র এই দেহ বিবশ হইয়া অচেতন হইয়া পড়িল। যাহার পরশরস আশায় হৃদয়ে চন্দনানুলেপন করিলাম না বা মুক্তামালা পরিলাম না এখন তাহার বিচ্ছেদেও প্রাণ নির্গত হইতেছে না।

৬১২

ধানসীরাগ-কন্দর্পতালো।

শুন শুন সই কহিলু[১] তোরে।
পিরিতি করিয়া কি হৈল মোরে॥ ধ্রু।
পিরিতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব[২] কত॥
পিরিতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়নে নীর।
নিলজ পরাণে না বান্ধে থির॥
দোসর বিধাতা[৩] পিরিতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কইল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি॥

টীকা—এই পদটি প্রেমের প্রতি আক্ষেপ। দর্শন হউক বা না হউক কৃষ্ণপ্রেম সর্বদাই দুঃখদায়ক, ইহাই রাধার বক্তব্যের তাৎপর্য।

৬১৩

গান্ধাররাগ-যতিতালো।

শুনিয়া দেখিলু দেখিয়া ভুলিলু
ভুলিয়া পিরিতি কলুঁ।
পিরিতি বিচ্ছেদে না রহে জীবন[১]
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মলুঁ॥
সজনি কে বলে পিরিতি ভাল[২]।
শ্যামবন্ধু সনে পিরিতি ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল[৩]। ধ্রু।
পিরিতি মিরিতি তৌলে তৌলাইয়া[৪]
পিরিতি গুরুয়া ভার।

---

৫ অচেতন—তরু।
৬ কহতহিঁ—তরু।
কি করব—কী।

পাঠান্তর—
১ কহিল—ক-পুঁথি।

২ সহিবে—ক-পুঁথি।
৩ ধাতা—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ পিরিতি বিচ্ছেদ সহন না যায়—ক।
২ সই পিরিতি দোসর ধাতা—প, কী, তরু।
৩ বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরমকথা।—তরু, কী।
৪ তুলে তৌলাইনু—তরু।

পিরিতি বেয়াধি যারে উপজিল[৫]
সে নাকি[৬] জীয়য়ে আর[৭]।
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে জনা পিরিতি করে।
সাজিয়া তুষের আনল যেমন
আপনি পুড়িয়া মরে॥[৮]
জীবনে মরণে পিরিতি বেয়াধি
হইল যাহার সঙ্গ[৯]।
জ্ঞানদাস বলে[১০] এমতি[১১] পিরিতি
ভাবিতে জীবন ভঙ্গ॥[১২]

ক—১৯১৫, কী—২৮৯, তরু—৯১৯।

টীকা—ইহাও প্রেমের প্রতি আক্ষেপ।

পূর্বোক্তপদে "এই অনুরাগে সকল সিধি" এই উক্তি দ্বারা প্রেমের উৎকর্ষ গুণ যে সখী সূচিত করিল তাহাকে রাধা প্রেমের দুঃখদ-ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন।

৫ উপজয়ে—কী, তরু।
৬ নাহি—ঙ-পুঁথি।
৭ সে বুঝে না বুঝে আর—তরু, কী।
৮ এই কলিটি ক, কী, তরু—কোথাও নাই।
সাজিয়া তুষের আনল যেমন আপনি পুড়িয়া মরে—মূল-পুঁথি।
৯ অঙ্গ—তরু, কী।
১০ কহে—খ-পুঁথি।
১১ এমন—ঙ-পুঁথি।
১২ শেষের কলিটি অন্যত্র এইরূপ আছে।

কেন হেন নই পিরিতি করিল,
দেখিয়া কদম্ব তলে।
জ্ঞান দাসে কহে এমন পিরিতি
ছাড়িলে কাহার বোলে।—ক।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
নিতুই নৌতুন রঙ্গ।—তরু।
জ্ঞানদাসে কহে কানুর পিরিতি
নিতিই নূতন রঙ্গ।—কী

খ-পুঁথিতে "জীবন ভঙ্গ" স্থলে "জনম ভঙ্গ" আছে।

সখীনাং পরস্পরাক্ষেপণমন্ত্রণং যথা।

৬১৪

শ্রীগান্ধাররাগ-যতিতালৌ।

সো কুলবতী অতি দুলহ গতাগতি
পতি দুরমতি খুরধার।
পাপীয় পিরিতি এতহুঁ নাহি সমুঝই
দোসর মদন গোঙার॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ-গহ[১] কবহু দূর নহ
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র॥ধ্রু॥
দরশনে নহত নয়ন ভরি তিরপিত[২]
পরশনে না রহে গেয়ান।
তব বিনু দরশন[৩] জর জর জীবন
[কহ সখি কিয়ে সমাধান[৪]।
বিছুরণে মরণ[৫] মরম মাহা পৈঠহুঁ[৬]
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন দুহুঁ ভেল সোঁ শর[৭]][৮]
গোবিন্দ দাসে ভালে জান॥

তরু—৯১০, কী—২৭৪।

টীকা—এই পদে সখীরা পরস্পরের প্রতি দোষ দিয়া পরস্পরের মন্ত্রণা গ্রহণ করিতেছেন।

একে রাধা কুলবতী, তাহার আসা-যাওয়াও দুর্লভ, তাহাতে পতি দুর্মতি ও ক্ষুরধার। প্রেম পাপ ও

পাঠান্তর—
গান্ধার—ইত্যাদি—খ-পুঁথি।
১ "গহ"—খ-পুঁথিতে নাই।
২ তিরপিত—তরু, কী।
৩ তাহে বিনু তন্ মন—তরু, কী।
৪ কহত কিয়ে সমাধান—কী, তরু।
৫ বিছুরত মরমে—কী, তরু। বিছুরণে মরম—খ-পুঁথি।
৬ পৈঠত—কী, তরু। পৈঠল—খ-পুঁথি।
৭ দুহুঁ ভেল সমতুল—কী, তরু।
৮ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ঙ-পুঁথিতে নাই।

মদন ও গৌয়ার। রাই সহজেই পরবশ তাহাতে অপার গভীর বিরহ ; এই যে বিরহ দুঃখ ইহা সর্বদাই বর্তমান। ইহা দূর করিবার কি মণিমন্ত্র আছে। দর্শনে নয়ন তৃপ্ত নহে, স্পর্শনে জ্ঞান থাকে না। আবার দর্শন না ঘটিলেও জীবন জরজর। বিস্মরণ মরণ সদৃশ। কৃষ্ণ এরূপভাবে মরমে প্রবিষ্ট যে স্বপ্নেও কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাহাকে দেখে না। কি মিলন কি অমিলন দুইই তাহার নিকট সমান।

মধ্যায়াঃ কিঞ্চিৎপ্রাগল্‌ভ্যযোগাদ্ যথা।

৬১৫

সুহইরাগ ও পুরাণসিন্ধুড়ারাগদশকোশীতালৌ।

সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ।

একে মোর অন্তর পোড়য়ে নিরন্তর

তিল এক নাহি অবসাদ[১] ॥ ধ্রু ॥

পহিল বয়স একে আরে নব আরতি

আর তাহে কাহ্নুক সোহাগ।

এত রস আদর বাদ করল বিধি[২]

কুলবতী কেমন অভাগ ॥

গৃহে গুরু দুরজন ও ভয়ে সভয় মন

তাহে অধিক শ্যাম নেহা।

নহিয়ে স্বতন্তর কাহ্নু বিচ্ছেদ ডর

সে তাপেঁ[৩] তাপিত দুন দেহা ॥

কিবা করি কিবা হয় আপনা বুঝিল[৪] নয়

নিরবধি উদ্ধ পদ্ধ[৫] চিত।

জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে

বিবাধিক বিষম পিরিত ॥

তরু—২৫৩২।

পাঠান্তর—

১ অব সাধ—তরু।

২ বিহি—তরু।

৩ "তাপে"—ঘ-পুঁথিতে নাই।

৪ বুঝল—ঘ-পুঁথি।

৫ উড়ু পড়ু—ঙ-পুঁথি। উড়ু পুড়ু—ঘ-পুঁথি।

টীকা—অনন্তর মধ্যনায়িকার কিঞ্চিৎপ্রাগল্‌ভ্যবশত অনুরাগবিবৃতি পদে বর্ণিত হইয়াছে।

এই পদটি গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

৬১৬

বাঙ্গালশ্রীরাগ-প্রতিমণ্ঠকতালৌ।

ভালই সময় ছিল যখন শিশুমতি।

অন্তরে আনল[১] এবে পিরিতিক রীতি[২] ॥

বাহির আনল নয়ন জল দিয়ে তায়[৩]।

শ্যামপ্রেমে দগদগি[৪] কি বলিব কায় ॥

মনের মরম কথা সইরে সে বলি[৫]।

হিয়ার মাঝারে[৬] শ্যাম পরাণপুতলি ॥

ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু ঘর[৭]।

দেখিবারে করি সাধ নহি সতন্তর[৮] ॥

নিঃশ্বাস ছাড়িতে মোর নাহি অবসাদ[৯]।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে কহে পিরিতি-প্রমাদ[১০] ॥

তরু—৯৪৪।

টীকা—নিজের প্রতি আক্ষেপ।

এই পদে শিশুদশার উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে ও আপন অনুরাগদশাজনিত দুঃখ ব্যক্তিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ আগুন—ঘ-পুঁথি।

১ক দুঃখ জ্ঞান—থেদে এ যন্তার।

২ অন্তরে অনল জ্বলে পিরিতি কিরিতি—তরু।
অন্তরে আনল এবে পিরিতি কিরিতি—ঙ-পুঁথি।

৩ বাহিরে আনল নহে জল দিব তায়—তরু।

৪ ধকধকি—তরু। দগদগি—ঙ-পুঁথি।

৫ প্রাণসখি তোমারে সে বলি—তরু।

৬ ভিতরে—তরু।

৭ ঘর হইতে বাহির হইয়ে নিরন্তর—তরু।

৮ দেখিবারে সাধ নহি সতন্তর—তরু।
ইহার পর তরুতে অতিরিক্ত—
মন ধকধক করে দিবসরজনী।
লোক মাঝে না থাকিয়ে রহি একাকিনী।

৯ অবসর—তরু।

১০ কৃষ্ণদাস কহে—পরমাদ বড়।—তরু।

৬১৭

ভাটিয়াবিরাগ-নিঃসারকতালৌ।

মনের মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যামবন্ধু[১] পড়ে মনে দিবস-রজনী॥
কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে[২]।
মুখে না নি সরে[৩] বাণী দুটি আঁখি[৪] কান্দে॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা না[৫] করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব[৬]।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব[৭]॥

তরু—৯২৩, ২৫২৯, কী—২৮৫।

টীকা—পূর্বপদের ন্যায় এস্থলেও আপনার প্রতি আক্ষেপ।

৬১৮

ধানশী-রাগ-চন্দ্রশেখরতালৌ।

না জানিয়া[১] না শুনিয়া[২] পিরিতি বাঢ়ালু[৩] গো
পরিণামে পরমাদ দেখি।

পাঠান্তর—

১ শ্যামনাগর—কী।
২ কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে—তরু, কী।
৩ মুখেতে না সরে বাণী—কী, তরু।
৪ "দুটি আঁখি" স্থলে—ঘ-পুঁথিতে আছে "মন মোর"।
৫ নাহি—তরু, কী। বা—ঙ-পুঁথি।
৬ কহিব—ঘ-পুঁথি।
৭ জ্ঞানদাস কহে আমি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥
—কী, তরু।
তরুতে "আমি" স্থলে 'সখি' পাঠ আছে।

পাঠান্তর—

১ জানিএ—ঙ-পুঁথি।
২ শুনিএ—ঙ-পুঁথি। বলিয়া—তরু।
৩ করিলাম—তরু।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে
এমতি ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
হের যে আমারে দেখ মানুষ আকার গো
মনের আনলে[৪] আমি পুড়ি।
জলন্ত আনলে যেন পুড়িয়া রহিয়াছি[৫] গো
পাকানিয়া[৬] পাটের ডুরি[৭]॥
আঁধুয়া পুখুরে যেন দীনহীন মীন রহে[৮]
নিঃশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাঞি।
বাসুদেব ঘোষে কহে ভাকাতিয়া পিরিতি গো
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই॥

তরু—২৫৩১।

টীকা—এই পদে নিজের অনিষ্টের শঙ্কা ব্যক্ত হইয়াছে।

৬১৯

ভাটিয়াবিরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
খাইতে সোয়াথ নাই নিঁদ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কাহ্নু লাগি ঝুরে॥
যেনা জানে এ না রস সেই সে[১] আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কাহ্নু প্রেম-শেল॥

---

৪ অনলে—বহ।
৫ পড়িয়া রহিলু—ঙ-পুঁথি।
৬ পাকিয়া—ঘ-পুঁথি।
৭ ডোরি—মূল পুঁথি, বহ।
মিলের সঙ্গতি দেখিয়া ঙ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল।
৮ রেন—তরু।

পাঠান্তর—

১ সে না—ঙ-পুঁথি।

নবীন পাউখ মীন মরণ না জানে।
শ্যাম অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
আগমে পিরিতি মোর নিগমে ত সার।
কহে নরহরি মুক্তি পড়িনু পাথার॥[২]

মন্তব্য—এই পদটি নরহরি সরকারের রচনা; নরহরি চক্রবর্তীর নহে। কেন না চক্রবর্তী রাধামোহনের সমসাময়িক বিশ্বনাথের শিষ্যের পুত্র। সুতরাং তাঁহার পদ পদামৃত সমুদ্রে থাকার কথা নয়।

টীকা—কৃষ্ণের অপেক্ষায় বিকল চিত্ত। আহারাদি সকল নিবৃত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ যেন রাধাচিত্তে শেল হইয়া বিঁধিয়া আছে।

৬২০

তুড়িরাগ-কন্দর্পতালৌ।

বড়ই বিষম[১] কালার প্রেম এ ঘর বসতি শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥
কাহারে কহিব[২] মরম কথা[৩]।
কানু বিনু কে জানিবে মরম[৪] ব্যথা॥ ধ্রু॥
যত যত পিরিতি করয়ে[৫] মোরে।
আঁখরে লিখিয়াছে মোর[৬] হিয়ার ভিতরে[৭]॥
নিরবধি বুকে থুইয়া[৮] চাহে চৌখে চৌখে।
এ বড়ি দারুণ[৯] শেল ফুটিয়াছে বুকে॥
মনের মনকথা[১০] মনে সে রহিল।
কুটিল[১১] শ্যাম-শেল[১২] বাহির নহিল॥
নিচয়ে মরিব আমি[১৩] তাঁরে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে[১৪] মিলাব আনিয়া॥

তরু—২৫৩৩।

টীকা—মহোৎকণ্ঠাবশত তদানীং কৃষ্ণদর্শন না পাইয়া মৃত্যু বাসনা ব্যক্ত হইয়াছে।

"শলি" শল্য।

প্রাগল্ভ্যযোগাদনুরাগো বৈপরীত্যরসোদ্‌গারানন্তরং লিখিতমস্তি তদত্রাপি জ্ঞেয়ং গেয়ঞ্চ।

বিপরীতবিহারের পর যে রসোদ্‌গার তাহা প্রাগল্ভ্যজনিত অনুরাগের পরে হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে এবং গাহিতে হইবে।

৬২১

গান্ধাররাগ যতিতালাভ্যাম্।

নিজ মন্দিরে ধনি অনুরাগ বিরতিনী[১]
প্রিয়-সহচরী মুখ চাহি[২]।
যাঁহা যদুনন্দন করত গোচারণ
তুরিতে গমন করু তাঁহি[৩]॥
সজনি খণিক বিলম্বহু[৪] জানি।

---

২ শেষ দুই পংক্তি ঙ-পুঁথিতে আছে—
"আগমে পিরিতি মোর নিগমেতে বাস।
পাথারে পড়িনু কহে নরহরি দাস॥"

পাঠান্তর—

১ দারুণ—ঘ-পুঁথি।
২ কাহারে কহিব যুক্তি—ঘ-পুঁথি।
৩ কাহারে কহিব সই মরমের কথা—তরু, ঙ-পুঁথি। এহ পাঠটি ছন্দানুরোধে গ্রহণযোগ্য।
৪ মরমের—তরু, ঙ-পুঁথি।
৫ করয়ে পিয়া—তরু।
৬ ঘ-পুঁথিতে নাই।
৭ আখরেতে লিখা আছে হিয়ার মাঝারে—তরু।
৮ থুইএ—ঙ-পুঁথি।
৯ বিষম—তরু।
১০ মনের সে দুখ মোর—তরু।
১১ কুটিল যে—ঙ-পুঁথি।
১২ শ্যামের শেল—তরু।
১৩ সখি—তরু।
১৪ কহে শ্যাম—তরু।

পাঠান্তর—

১ বৈঠলি বিরহিনী—তরু।
২ চাই—তরু, তঁহি—ঘর।
৩ তাই—তরু।
৪ বিলম্ব কর—তরু।

হামারি পরাণ রহইতে যৈছনে
তুরিতে সম্বাদহ আনি[৫] ॥ ধ্রু ॥
বংশী বট তট কদম্ব নিকট
খোজবি ধীর সমীর[৬]।
সঙ্কেত কেলি- বিলাস কুসুমবন[৭]
শীতল কুণ্ডক[৮] তীর[৯] ॥
ও মুখচন্দ্র দরশে পুন শীতল
হোয়ব তোঁহারি নয়ান।
ঐছন প্রেম কথিহু নাহি হেরিয়ে
গোবিন্দদাস করু গান[১০]।

তরু—২৭৭৫।

টীকা—পূর্বপদে "মিলাব আনিয়া" উক্ত হইবার পর পরমোৎসুক্য বশত রাধা পূর্বোক্ত সখীকে কৃষ্ণসংবাদ আনিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

৬২২

বরাড়ীরাগ-সমতালাভ্যাম্।

প্রিয় সহচরী বচন শুনি সুন্দরী
চললহি যাঁহা যদুবীর।
তুরতঁহি তাক সুবল সঞে দরশন
পাওল কুণ্ডক তীর।
দেখ সখি অপরূপ কাজ।
হেরইতে সখী গতি হোই উলস মতি
আওল নাগররাজ। ধ্রু ॥
কহতঁহি তোঁহারি সহচরী বিহু মঝু
তিল একু[১] না রহে পরাণ।
তুরিতঁহি যাই তাহে তুহুঁ আনহ
হাম রহল ইহ ঠাম ॥
শুনইতে সো ধনি ধায়ে আওলি[২] পুনি
কহলহি যত কিছু বাত।
দিন-অভিসার- করণ রাই করু
যদুনন্দন করু সাঁথ।

টীকা—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ, কথোপকথন, ও শ্রীমতীর নিকটে সেই সংবাদ আনয়ন এই পদে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অথ মধ্যাহ্নভিসারঃ।
তত্র গৌরচন্দ্রো যথা ॥

৬২৩

গান্ধাররাগ—নন্দনতালৌ †।

ভাবে ভরল হেম- তনু অনুপাম রে[১]
অহনিশি নিজরসে ভোর।
নয়ন যুগল প্রেম- জল[২] ঝর ঝর রে[৩]
ভুজ তুলি হরি হরি[৪] বোল ॥
নাচত গৌরকিশোর মোর পঁহু রে[৫]
অভিনব নবদ্বীপ চান্দ। ধ্রু।
ভাব ভরে হেলন ভাবভরে দোলন
প্রতি অঙ্গে মনমথ ফান্দ।

---

৫ সহচরি-হাতে মাথে ধরি সুন্দরি বোলত মধুরিম বাণী - তরু।
ঙ-পুঁথিতে "সম্বাদহ" স্থানে আছে "সম্বাদ দেহ"। এইস্থানে ধ্রুবপদ ঙ-পুঁথিতে হইতে গৃহীত হইল।
৬ সমীরে—ঙ-পুঁথি।
৭ নিকুঞ্জ কুসুম বন—তরু।
৮ সুশীতল কুণ্ডক—তরু।
৯ তীরে—ঙ-পুঁথি।
১০ কালিন্দি-পুলিন বৃন্দাবন-বন
নিধুবনে কেলি-বিলাস।
কুঞ্জনিকুঞ্জ বন গোবর্দ্ধন কানন
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস।—তরু

পাঠান্তর—
১ আধ—ঙ-পুঁথি।
২ আওল—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† তত্র গৌরচন্দ্রো.........তালৌ পর্যন্ত অংশ খ-পুঁথিতে নাই।
১ ভাবে ভরল তনু অনুপম হেমরে—ক।
২ "প্রেমজল" খ-পুঁথিতে নাই।
৩ রসে ঢরঢর রে—ক।
৪ ভুজ তুলি তুলি হরি—ঙ-পুঁথি।
৫ "মোর পঁহুরে" খ-পুঁথিতে নাই।

জিতল নীপ ফুল পুলক মুকুল রে
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে[৬] বিথারি।
রসভরে গর গর চলই খলই রে
গোবিন্দদাস বলিহারি॥

ক—১০১, তরু—২০২৮।
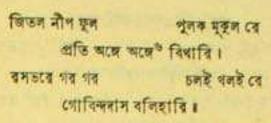
৩। বন্ধনী চিহ্নিত অংশ সমুদ্রে নাই। তরুতেও নাই। তরুর পদরসসার পুঁথিতে "ধ্রু" নাই কিন্তু দুইটি পংক্তি আছে। তাহা—

"শরদ পূর্ণিমা চান্দে ছটায় পরাণ কান্দে
তাহে নব প্রেমার আনন্দে।"

কিন্তু সঙ্গতির দিক দিয়া অপর পংক্তি অপেক্ষিত থাকায় কপদার পাঠটি যুক্ত করিলাম। সম্ভবত লিখন প্রমাদ বশত ইহা ঘটিয়াছে।

টীকা— দিবাভিসারোচিত গৌরচন্দ্রের বর্ণনা এই পদে ও পরবর্তী আরো তিনটি পদে যথা "অপরূপ হেমমণিভাস" "সহজই কাঞ্চন-গোরা" "হেম সঞ্জে অতি গোরা" ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

৬২৪

ধানসীরাগ-কন্দর্পতালো।

অপরূপ হেমমণি ভাস—
অখিল ভুবন-পরকাশ[১]।
চৌদিগে পারিষদ তারা
দূর করু কলি আন্ধিয়ারা।
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ,
উয়ল[২] নবদ্বীপ মাঝ। ধ্রু।
পুলকিত থির[৩] চর জাতি
প্রেম অমিঞারসে মাতি।
কেহো বিধুমণি সম কান্দে
কেহো হাসে[৪] কুমুদিনী ছান্দে
কেহো কেহো[৫] ভকত চকোর—
নারী-পুরুষ নাহি ওর।[৬]
গোবিন্দদাস হীন[৭] চকোর—
কচিলব লাগি বিভোর।

ক—৮১, তরু—২০৭৬।

টীকা—গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনাত্মক পদ।

হেমমণিবৎ তাঁহার কান্তি অপূর্ব। অপূর্বত্বের প্রমাণ—তাঁহার প্রেমামৃতরসে মোহিত হইয়া স্থাবর ও জঙ্গম পুলকিত হইয়াছে।

"বিধুমণি" চন্দ্রকান্ত মণি। চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় চন্দ্রকান্ত মণি বিগলিত হয়—এস্থলে ভক্তেরা।

৬২৫

সুহইরাগোৎসাহতালো।

সহজই কাঞ্চন গোরা
মদনমনোহর বয়স কিশোরা।
তাহে ধরু নটবরবেশ—
প্রতি অঙ্গে[১] তরঙ্গিত ভাবের[২] আবেশ॥
নাচত নবদ্বীপচন্দ্র
জগজন[৩] নিমগন প্রেম-আনন্দ॥ ধ্রু।

---

৬ ভাব—তরু।

পাঠান্তর—

১ ভুবনে পরকাশ—ও-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ উয়ল—ক।
৩ স্থির—ক-পুঁথি।

---

৪ কেহো হাসে—ক, তরু, ও-পুঁথি। ও-পুঁথির পাঠ ছন্দের সঙ্গতির জন্য গৃহীত হইল।
"কেহো কেহো হাসয়ে" মূল পুঁথি ও বহ-র পাঠ।
৫ কেহ কেহ—খ-পুঁথি।
৬ এই কলিটি কপদায় নাই।
৭ ক ও তরুতে 'হীন' নাই।

পাঠান্তর—

১ অঙ্গ—খ-পুঁথি।
২ রসের—ক, খ-পুঁথি।
৩ জগজন—তরু।

অপরূপ ভাববিভোর[৪]
খেণে হাসে খেণে কান্দে ভকতঁহি কোর[৫]।
বিপুল পুলক অবলম্বে[৬]—
বিকসিত ভেল কিয়ে ভাবকদম্বে[৭]!
নয়নে গলয়ে ঘনলোর[৮]—
খেনে হাসে খেনে কান্দে ভকতহি কোর।
রসভরে গদ গদ বোল।
চরণ পরশে মহী[৯] আনন্দ[১০] হিলোল।
পূরল জগজন আশ—
বঞ্চিত একল[১১] গোবিন্দদাস।

ক—৭।১, গী—২৫, তরু—২০৮৪।

টীকা—রাধাভাবে ভাবিত বিচিত্রচিত্র ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্যপর গৌরাঙ্গবর্ণনাত্মক পদ।

৬২৬

সারঙ্গরাগ-পঠতালৌ।

হেম সঞে অতি গোরা মধুর হাসিনী[১] থোরা
জগজন নয়ন-আনন্দ।
পিরিতি-মুরতি কিয়ে রূপ-স্বরূপ-ধর[২]
ঐছন প্রতি অঙ্গ বন্ধ।

সজনি কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ[৩]।
কামিনী কাম- কবলিত মানস
গতি তনু[৪] গজগতি[৫] মন্দ। ধ্রু।
যাব দিনহি পুন বসন-আবৃত[৬] তনু
কহতঁহি পূজব সুর।
কম্প পুলক ঘাম স্বরভঙ্গ অনুপাম
নয়নহি জল পরিপূর।
বামহি ভুজহিঁ[৮] করি[৯] বসনে মুখ ঝাঁপই
বাম নয়নে ঘন চায়।
রাধামোহনদাস চিতে এই অভিলাষ[১০]
সোই চরণ জনু পায়।

টীকা—পূর্বপূর্বাহ্ণে অভিসারিকা রাধার ভাবাক্রান্ত শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ণনা।

"হেম সঞে অতি গোরা" স্বর্ণ হইতেও অধিক উজ্জ্বল। "কম্প পুলক" ইত্যাদি—কম্প—বেপথু, পুলক—রোমাঞ্চ, ঘাম—স্বেদ, স্বরভঙ্গ ও অশ্রু—পঞ্চ সাত্ত্বিক ভাবোদয়।

৬২৭

বসন্তরাগ-দশকোশীতালৌ।

নীলাচলে কনকাচল গোরা
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা—
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গ[১]
পুলক কদম্ব-কবলিত অঙ্গ[২]।

---

৪ নয়নে গলয়ে ঘন লোর—ক, তরু।
৫ খেণে হাসে খেণে কান্দে ভাবে বিভোর—ক।
৬ অবলম্ব—খ-পুঁথি।
৭ এই কলিটি ক ও তরুতে নাই।
খ-পুঁথিতে শেষ শব্দটি "ভাবকদম্ব"।
৮ ক ও তরুতে এই কলিটি নাই। "খেণে হাসে খেণে কান্দে ভকতহি কোর"। এবং "রসভরে গদগদ বোল"। এই দুইটি পংক্তি খ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৯ ক্ষিতি—ক।
১০ আনন্দে—ঙ-পুঁথি।
১১ কেবল বঞ্চিত—ক।
বঞ্চিত ভেল উহি—তরু।
শাওত বঞ্চিত—খপুঁথি।

পাঠান্তর—
১ সুমধুর হাস—তরু। মধুর হাসনি—ঙ-পুঁথি।
২ স্বরূপরূপধর—খ-পুঁথি।

৩ আজু কিয়ে নবদ্বীপচন্দ—তরু।
৪ কলিত তনু মানস—তরু
৫ অনু—তরু।
৬ গজ জিতি—তরু, মূল-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৭ বসন-অবৃত—খপুঁথি।
৮ বাম ভুজহি—তরু।
৯ "করি"—মূল-পুঁথি, খ-পুঁথি ও তরুতে নাই। ছন্দের সঙ্গতি দেখিয়া ঙ-পুঁথি পাঠ গৃহীত হইল।
১০ চিতে অভিলাষ এই—তরু।
চীতে অভিলাষ—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ সঙ্গে—তরু, খ-পুঁথি।
২ অঙ্গে—তরু, খ-পুঁথি।

ফাগুয়া খেলত গৌরতনু—
প্রেমসুধাসিন্ধু মূরতি যনু ॥ ধ্রু ॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর,
অরুণ নয়নে বহে অরুণহি নীর,
কণ্ঠেহি দোলত অরুণহি[৩] মাল—
অরুণ ভকতগণ গাওয়ে রসাল।
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ,
নয়ন চুলায়ত প্রেমতরঙ্গ[৪]—
হেরি গদাধর লহু লহু হাস—
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস।

তরু—১৭৬৯।

টীকা—নিত্যলীলার মধ্যাহ্নাভিসার ভাবাক্রান্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া তদন্তর্গত বসন্ত-বিনোদাদি-লীলা-গান-নির্বাহক রাধাভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রকে এই পদ হইতে পর পর তিনটি পদে (যথা "নীলাচলে কনকাচল গোরা" "জয় জয় জয় শচীনন্দন" এবং "ঢল ঢল কাঁচন নিন্দি কলেবর" ইত্যাদি) বর্ণনা করা হইয়াছে।

"পুলক-কদম্ব-করম্বিত অঙ্গ"—পুলকসমূহ-শোভিতাঙ্গ।

৬২৮

বসন্তরাগ-প্রতিমঠকতালেন।

জয় জয় জয়[১] শচীনন্দন রঙ্গী[২]।
বিবিধ বিনোদ কত কৌতুক করতঁহি
অবিরত প্রেমতরঙ্গী[৩]॥
বিপুল-পুলক-কুল সকরু সব তনু
নয়নহিঁ আনন্দ নীর।
ভাবহি কহত জিতল মধু[৪] সখীকুল
শুন শুন গোকুলবীর।
মৃদু মৃদু হাসি চলত করি-বরভঙ্গী[৫]
লিয়ে[৬] রঙ্গ খেলন রঙ্গ।
যুগল কিশোর বসন্তহি বৈছন
বিরাজিত-মনসিজ-তন্ত্র।
সো ইহ অপরূপ বিহারে[৭] নবদ্বীপ
জগদানন্দ বিলাসী।
রাধামোহন- দাস-মৃদুচিতে[৮]
সো নিরুপম-পরকাশী।

তরু—২৮০৯।

টীকা—বাসন্তলীলা বিহাররত-রাধাভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রের বর্ণনা।

৬২৯

দেশাগরাগ-বিজয়ানন্দতালাভ্যাম্।

ঢল ঢল কাঁচন নিন্দি কলেবর
লাবনি অবনী উজোর।
তাহে পুন পুলক ভাবহি উজর
সতত রহত উঁহি ভোর॥
খেলত গৌরকিশোর।
মণিময় আভরণ[১] অঙ্গহি পহিরণ
দোলত রতন হিন্দোল[২]॥ ধ্রু॥

৩ অরুণিত—তরু।
৪ হেরইতে মোহিত ভেল অনঙ্গ—খ-পুঁথি।
ইহার পর খ-পুঁথিতে "কণ্ঠেহি দোলত" ইত্যাদি কলিটি আছে।

পাঠান্তর—
১ জয় জয়—তরু।
২ বর রঙ্গী—তরু।
৩ বিবিধ বিনোদ কলা কত কৌতুক করতহি প্রেমতরঙ্গী—তরু।

৪ মুগ্ধ—ঙ-পুঁথি।
৫ চলত কত ভঙ্গিম—তরু।
৬ করে—তরু।
৭ বিহরে—তরু, ঙ-পুঁথি ; বিহরে—বহ (সম্ভবত মুদ্রাপ্রমাদ)
৮ গোবিন্দ দাস মৃদু চিতে সো নিরু—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ আভরণ—ঙ-পুঁথি।
২ হিন্দোল—ঙ-পুঁথি।

তা তা থই থই মাদল বাজত
চৌদিশে হরি হরি বোল।
শত শত[৩] মধুর ভকতবর গাবত[৪]
নাচত আনন্দহিলোল॥
দোলত দোলত গদ গদ বোলত
ধর ধর মোহে প্রাণবন্ধু।
রাধামোহন পঁহু[৫] অন্তরে উছলল
মহাভাব নব রস সিন্ধু॥[৬]

টীকা—ইহাও বাসন্তবিহাররত রাধাভাবাক্রান্ত গৌরাঙ্গের বর্ণনা।

"দোলত দোলত…নবরসসিন্ধু"—এই অংশে রাধার ও কৃষ্ণের সম্ভোগেচ্ছা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

৬৩০

ধানশীরাগ-কন্দর্পতালৌ।

কাঞ্চন জিনি[১] অঙ্গ মনোহর
লাবণি বরণি না হোয়।
শারদ-চান্দ[২] নিন্দি মুখমণ্ডল
কোটি মদন হেরি রোয়॥
হের[৩] দেখ গৌরকিশোর।
পূরবক ভাব- বিভাবিত অন্তর
কোই না পাওই ওর॥ ধ্রু॥

পহিলহি আনন্দ অন্তর নিমগন
আনন্দ মৃহু মৃহু হাস।
তৈখণে রোয়ত প্রেমবিচিত মত
কয়তঁহি কতহি হুতাশ॥
পুন দেখ বিরহ- তাপ দূর গেও
আনন্দ সায়রে বূর।
রাধামোহন ইহ[৪] কছুই না জানত
রহতহিঁ[৫] দূরহি দূর॥

টীকা—এই পদে প্রেমবৈচিত্ত্যরসাক্রান্ত গৌরচন্দ্রকে স্মরণ করা হইয়াছে। প্রথমে সম্ভোগজনিত আনন্দ (পূর্বপদে যাহার সূত্রপাত), অনন্তর "তৈখণে রোয়ত প্রেমবিচিত মত কয়তঁহি কতহি হুতাশ" অংশে প্রেমবৈচিত্ত্য এবং "পুন দেখ বিরহ-তাপ দূর" ইত্যাদি আভোগাংশে প্রেমবৈচিত্ত্যজনিত বিরহ দূর হওয়ায় যুগলের আনন্দ।

৬৩১

মায়ূররাগ-চঞ্চুপুটতালৌ।

সুরধুনী তীরহি আজু শচীনন্দন
অপরূপ ভাবে বিভোর।
অব জলকেলি করব যব মঝু সনে[১]
তব পুন রাগহ হোর॥
সজনি কহি অছু অদভূত বাত।
আনন্দনীর বহত পুন লোচন
অদভুত পুলকহি গাত॥ ধ্রু॥
অলখিত হাস কতই মধু মাখন
কত মধু গদ গদ কণ্ঠ।

৩ সতত—খ-পুঁথি।
৪ গাওত—ঙ-পুঁথি।
৫ গোবিন্দদাস পহু—খ-পুঁথি।
৬ মহাভাব-নব-রসসিন্ধু—ঙ-পুঁথি।
মহাভাব-নব-রস-সিন্ধু—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ জিতি—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ চাঁদ—বহ। শরদচন্দ—ঙ-পুঁথি।
৩ হেরি—ঙ-পুঁথি।

৪ গোবিন্দদাস ইহা—খ পুঁথি।
৫ রহ তছু—বহ, খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ সঙ্গে—ঙ-পুঁথি।

পুন কহ বৈরজ তিলে কর[১] অবধান
আগে উতারি অবগুণ্ঠ ॥
এত কহি করল সলিল অবগাহন
কি কহব সো বড় শোভা ॥
রাধামোহন পঁহু যো লাগি অবতার[৩]
তাঁহি সতত মনলোভা ॥

টীকা—জলকেলিভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্র এই পদে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ আপনাকে শ্রীরাধা মনে করিয়া কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন।

"হোর"—হোড় অর্থাৎ পণ।

"অবগুণ্ঠ"—সর্বাঙ্গাবরক বস্ত্র—"উড়নি।"

৬৩২

শ্রীরাগ-সমতালৌ।

দেখ দেখ গৌরকিশোর।
মধুর ভকতসঙ্গে খেলত পাশক
তঁহি কাহে ভাববিভোর[১] ॥ ধ্রু ॥
নয়নে আনন্দজল হাসত খল খল
পুলকে পুরল সব অঙ্গ।
হাতক[২] পাশক হাতহি স্তম্ভিত
কোতরে[৩] বুঝই ইহ রঙ্গ ॥
করুণাসাগর সব গুণ আগর
পতিত-পাবন অবতার।
যো ভাবে প্রকট নবদ্বীপ মাঝহি
সোই করত পরচার ॥
যাকর[৪] ভাব না বুঝই জগজন
অন্ত না পাওত শেষ।
রাধামোহন পুন বড়ই মূঢ়মতি
তাকর করত উদ্দেশ ॥

২ তিলেক—ঘ-পুঁথি।
৩ অবতরি—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ ভাবে বিভোর—ঙ-পুঁথি।
২ হাত—মূল পুঁথি।
৩ কোনে—ঙ পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৪ যাক—ঙ-পুঁথি।

টীকা—রাধাকৃষ্ণের পাশকক্রীড়ার বর্ণনার অনুযায়ী গৌরচন্দ্রকে এই পদে স্মরণ করা হইতেছে।

"যাকর ভাব না বুঝই জগজন অন্ত না পাওত শেষ"—যাহার অন্তর্গূঢ় ভাব সাধারণলোকে বোঝে না। এমন কি স্বয়ং ঈশ্বর অনন্ত ও বোঝেন না।

শুচিচিত-শ্লপাণি যথা †।

৬৩৩

বরাড়ীরাগ নিঃসারকতালৌ।

কুটিল কুন্তল কুসুম কাঢনি
কান্তি কুবলয়-ভাস।
কুঞ্চিতাধর কুমুদ-কৌমুদী-
কুন্দ-কৈরব[১]-হাস ॥
কাহ্নু কালিন্দী- কূল-কাননে
কুঞ্জে কুঞ্জর রাজ।
কামিনীকুচ[২]- কুঙ্কুমাঙ্কিত
কাম কোটি-বিরাজ ॥ ধ্রু ॥
কনক কিঙ্কিণী- কঙ্কণাঙ্গদ-
কুণ্ডলাঙ্কিত অংস।
কেলি[৩] কোকিল- কণ্ঠ কূজক[৪]
কাকলীকৃত বংশ ॥
কেশরী-কটি কম্বু-কন্ধর[৫]
কুঞ্জ[৬] কেশর-দাম।
কলিকাল-কালিয়- কবলকম্পিত
দাস গোবিন্দ নাম ॥

তরু—২৪৩২, কী—৩৪।

পাঠান্তর—
† ঙ-পুঁথিতে নাই।
১ কোরক—কী, ঘ-পুঁথি।
২ কামিনীচীত—ঙ-পুঁথি।
৩ কোক—তরু।
৪ কণ্ঠ—তরু।
৫ কম্বুকণ্ঠক—তরু।
৬ কঞ্জ—তরু।

৬৩৪

শারঙ্গরাগ-কন্দর্পতালো।

চাঁচর চিকুর চূড় পরি[১] চন্দ্রক
গুঞ্জা মঞ্জুল মাল।
পরিমল-মিলিত ভ্রমরীকুল-আকুল[২]
সুন্দর বকুল গুলাল॥
[নিকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথমথন ভাঁউযুগ ভঙ্গিম
কুবলয়-নয়ন বিশাল॥ ধ্রু॥
বিম্বাধরপরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পঁহু নটবরশেখর
শ্যামর তরুণ তমাল॥][৩]

তরু—২৪২৫।

৬৩৫

সিন্ধুড়ারাগ-শারঙ্গাভ্যাং ধ্রুবতালেন চ †।

বিকচেন্দীবর- কান্তিমনোহর
বরমুখ শারদচাঁদ[১]।
কৃত-অবতংস- প্রশংস-সুমাধুরী-
শিখণ্ডি-শিখণ্ড-সুছাঁদ॥
ভজ মন পরমানন্দ[২]।
নিজ নিজ অভিমত গো-গোপাঙ্কত[৩]
অপরূপ নাম গোবিন্দ॥ ধ্রু॥
শ্রীবৎসাঙ্ক ধর- বক্ষঃ কৌস্তভবর-[৪]
পীতাম্বর পহিরাণ।
ত্রিভুবন-সুন্দর অদ্ভুত[৫] বেণুকর
মনোহর সুললিত গান॥
গোপী-নয়নোৎপল- দল-পরিপূজিত
বৃন্দাবন-নব-কাম।
ক্ষোভিত-মানস রাধামোহন
পূরল অভিমত কাম॥

৬৩৬

শ্রীরাগ-দশকোশীতালাভ্যাম্ †।

সখীগণ সঙ্গে চললি[১] বররঙ্গিণী
ভানু-আরাধন লাগি।
বহু উপহার তাম্বুল-কর্পূর[২]
লেওল গুরুজনে মাগি॥[৩]
সুগন্ধি চন্দন লেল।
চিনি কদলী সব[৪] হার মনোহর
সখীগণ হাতহি দেল॥ ধ্রু॥
জয় জয়কার হুলাহুলি ঘন ঘন
ঘণ্টা[৫]-শঙ্খ ঘন ঘোর।

পাঠান্তর—
১ ঢেড়ে বনি—তরু।
২ ভ্রমরকুল—খ-পুঁথি।
৩ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ—খ-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—
† সারঙ্গ-সিন্ধুড়া-ধ্রুবতালো—খ-পুঁথি।
১ শারদচান্দ—মূল পুঁথি।
২ আনন্দ—খ-পুঁথি।
৩ গো-গোপাঙ্কত—ঙ-পুঁথি।
৪ কৌস্তভবর—ঙ-পুঁথি।
৫ অপরূপ—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† (ধানসীরাগ-দশকোশীতালাভ্যাম—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি)
১ চলল—তরু।
২ কর্পূর তাম্বুল—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৩ বহু উপহার যতন করিলেওন গুরুজনে অনুমতি মাগি—তরু।
৪ ফুল—তরু।
৫ শঙ্খ-তরু।

কেলি করত[৬] কোকিলগণ[৭] কুহরত
নৃত্যতি[৮] ময়ূরক[৯] জোর।
কুণ্ডক তীর মিলল দুহু দুহুকর[১০]
দরশনে বিবিধ বিকার[১১]।
গোবিন্দদাস কহ অরু যত উপজল
কো ইহ[১২]কহই না পার[১৩]॥

তরু—২১১৯।

টীকা—সূর্য পূজাছলে অভিসার করিয়া শ্রীকুণ্ড-তীরে মিলনের বর্ণনা।

ততো দূরতঃ শ্রীমতীং দৃষ্ট্বা ভাবভরাক্রান্তস্য
শ্রীকৃষ্ণস্য বিস্ময়োক্তিঃ।

৬৩৭

মঙ্গলরাগ-নিঃসারকতালৌ।

কিয়ে কান্তি দৈবত তারুণ্যাসার-অমৃত[১]
কি মাধুর্য স্বয়ং মূর্তিমতী।
কিবা সে লাবণ্যসার তনু কৈল অঙ্গীকার
সর্বগুণ কিবা গুণবতী॥
কিয়ে হের[২] অদ্ভুতরূপ।
মধুর মধুর প্রীতি কিবা হৈল উপনীতি
কিবা এই বর রসকূপ[৩]॥ ধ্রু॥

কি আনন্দতরঙ্গিণী কিবা সুধা স্বর্ধুনী[৪]
প্রকট হৈলা মোর[৫] সুখময়[৬]
এ নেত্র-চকোরচন্দ্র নাসাভৃঙ্গ-পদ্মবৃন্দ
জিহ্বাকোকিল-আম্র-চয়[৭]।
ফলিল মোর ভাগ্যশাখী[৮] তেঞি সে প্রত্যক্ষ দেখি
সর্বেন্দ্রিয় প্রাণের দয়িতা।
এ রাধামোহনে[৯] কহে রাই আসি মিলয়ে
রূপসিন্ধু গড়ল বিধাতা॥

তরু—২৬০৩।

টীকা—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে দর্শন করিয়া মহানন্দবশত চমৎকৃত হইয়া প্রণানাশ্রয়লম্বনরূপা রাধার রূপ স্বয়ং বর্ণনা করিতেছেন। রাধামোহন (টীকাকার) বলিতেছেন যে "কিয়ে কান্তিদৈবত" ইত্যাদি অংশ (কান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি স্বয়ং আসিতেছেন) সর্বত্র যোজ্য। "সর্বগুণ কিবা গুণবতী"—সমস্ত গুণ একত্র হইয়া কি "গুণবতী" রূপে প্রত্যক্ষ হইল? "কি আনন্দ তরঙ্গিনী হইতে আম্রচয়" পর্যন্ত উপমাগুলি দ্বারা কৃষ্ণের রাধার নিরতিশয় রূপমাধুর্যাদির সম্বন্ধীয় অধীনত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। রাধা আনন্দের তরঙ্গিণী, সুধাময়ী স্বর্গগঙ্গা, কৃষ্ণনেত্রচকোরের চন্দ্রস্বরূপা, নাসাভৃঙ্গের পদ্মবৃন্দরূপা ও জিহ্বাকোকিলের আম্রসমূহ। কৃষ্ণের ভাগ্যরূপ শাখায় রাধারূপ ফল ফলিয়াছে। তিনি তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের দয়িতা।

---

৬ কেলি করত কত—তরু।
৭ কোকিল—তরু।
৮ নৃত্যত—তরু।
৯ ময়ূরকি—ঙ পুঁথি।
১০ কুণ্ডক তীরে মিলল বরনাগরী—তরু।
১১ দুহু মুখ হেরি দুহু হাস—তরু।
১২ কহ—ঙ-পুঁথি।
১৩ গোবিন্দদাস পঁহু রসময় নাগর নয়নক ইঙ্গিতে কাজ পরকাশ —তরু।

পাঠান্তর—
১ তারুণ্যাসারামৃত—তরু।
২ হোর—ঙ-পুঁথি।
৩ কিবা এই রসময় কূপ—তরু।

৪ সুরধুনী—তরু।
৫ তরুতে ও ঘ-পুঁথি 'মোর' নাই।
৬ রসময়—ঘ-পুঁথি।
৭ চায়—বহু সমুদ্রের এই পাঠটি লিপিকার প্রমাদজ তাই— ঙ-পুঁথি পাঠও টীকানুসারে "চয়" গৃহীত হইল।
৮ সখি—তরু।
৯ রাধামোহন—ঙ-পুঁথি।

৬৩৮

ধানশীরাগ-প্রতিচক্রপুটতালাভ্যাম্ †।

দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর।
আপাদমস্তক দুহু পুলক-আগোর[১]॥
সজনি হের[২] দেখ প্রেমতরঙ্গ।
কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ॥ ধ্রু॥
দুহুকর দেহ ঘাম বহি যাত।
গদগদ কাহু না নিকসই বাত॥
দুহুকর[৩] কম্প হেরি লাগয়ে ধন্দ।
রাধামোহন হেরি পরমানন্দ॥

তরু—২৬০৫।

টীকা—উভয়ের দর্শনানন্দজনিত সুদ্দীপ্তসাত্ত্বিকোদয় এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। "দরশনে নয়নে" ইত্যাদি অংশে 'অশ্রু' সাত্ত্বিক। "আপাদমস্তক দুহু" ইত্যাদি অংশে "রোমাঞ্চ"—সাত্ত্বিক। "দুহুকর দেহ ঘাম বহিযাত" অংশে "স্বেদ"-সাত্ত্বিক। "দুহুকর কম্প হেরি" ইত্যাদি অংশে "বেপথু"-সাত্ত্বিক। "গদ গদ কাহুন" ইত্যাদি অংশে "স্বরভেদ"-সাত্ত্বিক এবং (রাধামোহন বলিতেছেন যে) "কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ" পংক্তি বলে "স্তম্ভ"-সাত্ত্বিক, "প্রলয়"-সাত্ত্বিক এবং "বৈবর্ণ্য"-সাত্ত্বিক ধরিতে হইবে।

৬৩৯

তুড়িরাগ-সমতালৌ।

দুহুকর[১] অচেতন দেখি বনদেবী।
চেতন করাওল[২] সমীরণ সেবি॥
কহতহি শুন শুন যুগলকিশোর।
ঋতুরাজ যো[৩] কিছু কহলহি থোর॥
আজু দিনহি দুহু সখীগণ মেলি।
সফল করহ মোহে[৪] করি রসকেলি॥
শুনইতে আনন্দ সব জন গেল[৫]।
দাস[৬] গোবিন্দদাস[৭] সঙ্গহি লেল॥

টীকা—পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক ভাবসমূহের শান্তি পূর্বক শ্রীবৃন্দাদেবীর আরাধনার পর তদ্রসানুগত সকলের বাসন্তী লীলার জন্য বনপ্রবেশ হইল।

অথ†. বসন্তবিহারঃ।

৬৪০

বসন্তরাগ-চক্রপুটতালৌ।

অভিনব-কুট্মল- গুচ্ছ-সমুজ্জল-
কুঞ্চিত-কুন্তল ভার।
প্রণয়ি-জনেরিত- বন্দনসহকৃত-
চূর্ণিতবর-ঘনসার॥
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার।
সৌরভ-সঙ্কট- বৃন্দাবনতট-
বিহিতবসন্তবিহার॥ ধ্রু॥
অধরবিরাজিত- মন্দতরস্মিত-
লোচিত-নিজপরিবার।
চটুলদৃগঞ্চল- রচি[১]ত-রসোজ্জল-
রাধামদনবিকার॥

পাঠান্তর—
(—তালৌ—ঘ-পুঁথি)
১ পুলকে আগোর—তরু।
২ হোর—ঙ-পুঁথি, গ-পুঁথি।
৩ দুহুজন—তরু।

পাঠান্তর—
১ দুহুঁক—ঙ-পুঁথি।
২ করায়ল—ঙ-পুঁথি।
৩ যা—ঙ-পুঁথি।
৪ মোরে—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৫ ভেল—ঘ-পুঁথি।
৬ ঘ-পুঁথিতে নাই।
৭ গোবিন্দ—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
তালাভ্যাম্—ঙ-পুঁথি।
† ততস্তরাণি—ঙ-পুঁথি।
ততস্তত—ঘ-পুঁথি।
১ রচই—ঘ-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক।

ভুবন বিমোহন- মঞ্জুলনর্তন-
গতিবল্গিতমণিহার ॥
নিজবল্লব[২]জন- সুহৃৎ[৩] সনাতন
চিত্তবিহরদবতার ॥

টীকা—তখন কৃষ্ণের সখা সুবল নিরতিশয় মহোজ্জ্বলরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—হে নন্দকুমার, তুমি নিজোৎকর্ষ আবিষ্কার কর। এই গোপীগণকে পরাজিত কর। অভিনব বিকাশোন্মুখ কোরকসমূহে তোমার কুঞ্চিত-কুন্তলভার সমুজ্জ্বল। প্রণয়িজন-প্রেরিত নির্মল কর্পূর মিশ্রিত চূর্ণবিশেষে তোমাকে অর্পণ করিতেছে। তুমি সৌরভপূর্ণ বৃন্দাবনতটে বসন্তবিহার করিয়াছ। অধর বিরাজিত মন্দমন্দ হাস্যে তোমার নিজপরিবারের আনন্দবিধান করিয়াছ। তোমার চঞ্চল নয়নকটাক্ষে রচিত রসোদ্রেকে রাধার চিত্তে মদনবিকার ঘটিয়া থাকে। তোমার ভুবনবিমোহন সুন্দর নৃত্যের গতিতে মণিহার লম্ফিত হইতেছে। হে নিজগোপীজনসুহৃৎ। হে সনাতন! আমার চিত্তে নব নব লীলাবিস্তার করিয়াছ! (পক্ষে সনাতন গোস্বামীর চিত্তে বিহারকারী অবতার।)

৬৪১

বসন্তরাগ-প্রতিচঞ্চুপুটতালৌ।

ঋতুরাজার্পিততোষতরঙ্গম্।
রাধে ভজ বৃন্দাবনরঙ্গম্ ॥ ধ্রু ॥
মলয়ানিলগুরুশিক্ষিতলাস্যা।
নটতি লতাবলিরুজ্জ্বলহাস্যা ॥
পিকততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গম্।
পশ্যতি তরুকুলমঙ্কুরদঙ্গম্ ॥
গায়তি ভৃঙ্গঘটাদ্ভুতলীলা।
মম বংশীব সনাতনলীলা ॥

তত্র—১৪৬৬।

২ বল্লভ—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৩ সকৃৎ—ঙ-পুঁথি। সুহৃদ—ঘ-পুঁথি।

টীকা—অনন্তর সাহজিকলজ্জাবতী রাধাকে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার লীলার উদ্দীপনসামগ্রী প্রদর্শন করিতেছেন।

হে রাধা, বৃন্দাবনের রঙ্গভজনা কর। দেখ ঋতুরাজের তোষতরঙ্গ অর্থাৎ প্রমোদলহরী এই বৃন্দাবনে। বিকশিত পুষ্পে উজ্জ্বল হাসি হাসিয়া লতাবলি নাচিতেছে—তাহারা গুরু মলয়পবনের নিকট ধ্রুবতালানুগত লাস্যনৃত্য শিক্ষা করিয়াছে। কোকিলকুল স্বকণ্ঠমৃদঙ্গ বাজাইতেছে এবং রোমাঞ্চিত অঙ্গে তরুকুল তাহাই দেখিতেছে। অদ্ভুতচরিত বা আশ্চর্যস্বভাব ভৃঙ্গসমূহ গান করিতেছে—সনাতনলীলাবিশিষ্ট আমার বংশী তাহার তুলনা।

৬৪২

বসন্তরাগ-যতিতালৌ।

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধুমধুরে বৃন্দাবনরোধসি হরিরিহ হর্ষতরঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
বিকিরতি যত্নবিরচিতমধবৈরিণি রাধা কুঙ্কুমপঙ্কম্।
দয়িতামযমপি সিঞ্চতি মৃগমদরসরাশিভিরবিশঙ্কম্[১] ॥
ক্ষিপতি মিথো যুবমিথুনমিদং নবমকরন্দতরং পটবাসম্।
জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভিজল্পতি কল্পয়দতনুবিলাসম্ ॥
সুবলো রণয়তি ঘন করতালীম্।
রাধাং জিতবানিতি বনমালী[১]।
ললিতা বদতি সনাতনবল্লভমজয়ং পশ্য মমালী ॥

টীকা—অনন্তর উভয়ের প্রবর্তিত লীলা বর্ণনা করা হইতেছে। এই বৃন্দাবনের নিকট তুমি মধুর হইতেও মধুর অর্থাৎ আহ্লাদজনক ও সুখদায়ক এবং বসন্ত ঋতুর আগমন হইয়াছে বলিয়া মাধুর্যগুণযুক্ত। তাই কৃষ্ণ হর্ষে তরঙ্গিত হইতেছেন।

পাঠান্তর—
১ জিতবান ইতি বনমালীং—ঙ-পুঁথি।
জিতবান্ [জিতবান্ ইতি বনমালী—ঘ-পুঁথি।

তাঁহাদের খেলার স্ফূর্তিবর্ণনা। মণিময়ালিন্দনির্মিত শিল্পবিশেষপ্রেরিত (পিচকিরি দিয়া) রাধা কৃষ্ণের উপর কুঙ্কুমপঙ্ক ক্ষেপণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও দয়িতাকে মৃগমদাদিযুক্তদ্রবসমূহের দ্বারা নিঃশঙ্ক হইয়া অনুরূপ ভাবে সিক্ত করিতেছেন। বসন্ত খেলায় গুরুজনশঙ্কা থাকে না বলিয়া "অবিশঙ্ক" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। নিত্যলীলায় গভীর বনে গুরুজনাদির তৎকালীন প্রবেশ অসম্ভব বলিয়াও মনে করিতে হইবে। এই যুবমিথুন পরস্পরকে নব নব অরুণতর ফাগু ছুঁড়িয়া দিতেছেন এবং মুহুর্মুহু বলিতেছেন যে কন্দর্প লীলায় আমি জিতিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষপাতী সুবল ঘন করতালী দিয়া বলিতেছেন যে কৃষ্ণ রাধাকে জিতিয়াছেন। ললিতা বলিতেছেন যে তাহ' নহে, আমার সখী রাধাই শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়াছেন।

৬৪৩

বসন্তরাগ-ধ্রুবতালৌ।

ঋতুপতি বিহরতি[১] নাগর শ্যাম,
রাধারঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম ॥ ধ্রু ॥

চুয়া-চন্দন- পরিমল কুঙ্কুম ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ যুবতিযূথ শত গাওত হোরি[২] ॥
কেহো ধরু অম্বর কেহো হার হর কেহো তনু পরশি পুলকি রহ ভোরি[৩]।
কেহো লেই মুঁদরী[৪] কেহো লেই মুরলী[৫] দূরহি দূর কেহো[৬] গাওত হোরি ॥
ডফ রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ করতল তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাসপহু নটবরশেখর নাচত গাওত তাল[৭] ধরি ॥

তরু—১৪৩৪।

টীকা—অনন্তর শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় ব্যঞ্জিত করিয়া মুরলী ইত্যাদি হরণাদি করিতে লাগিলেন। "মুঁদরী" মুদ্রা। "দূরহি দূর কোহো গাওত হোরি"—এই অংশে মুগ্ধার চেষ্টা বোদ্ধব্য।

পাঠান্তর—

১ বিহরই—তরু।
২ কুমরি—তরু।
৩ কেহ তনু পরশিয়া রহল বিভোরি—তরু।
৪ মুরলী—তরু।
৫ মুঁদরী—তরু।
৬ দূরহি দূরে রহি—তরু।
৭ তান—ও-পুঁথি।

৬৪৪

বসন্তরাগ-নিঃসারুকতালৌ।

নটবর-ভঙ্গী ফাগুরঙ্গীনাগর
অভিনব নাগরী[১] সঙ্গে[২]।
ঋতুপতি রীতি উমতাওলি ফিরি
বদন বৃন্দাবন-রঙ্গে[৩]।
ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।
রাধারমণ রমণীমনচোর ॥ ধ্রু ॥

পাঠান্তর—

১ নাগরী লাখ—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি, মূল-পুঁথি।
২ সঙ্গ—তরু।
৩ ঋতুপতি-রীত চিত উমতায়ল হেরি বদন বৃন্দাবন-রঙ্গে—তরু।

সুন্দরীবৃন্দ করে কর মণ্ডিত
মণ্ডলী মাঝহি মাঝ।
নাগত[৪] নাগরীগণ পরিরম্ভণ চুম্বন
লুবধ নটবর রাজ॥
কানু-পরশ-রসে অবশ রমণীগণ
অঙ্গে অঙ্গ[৫] মিলি কাঁপি রহঁ।
পূরল সবহুঁ মনোরথ মনমথ-[৬]
মোহন গোবিন্দদাস পঁহু॥

তরু—১৪৬৭।

টীকা—এই পদে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

৬৪৫

বরুণ-শ্রীবৃহদেকতালীতালৌ।

নবঘন কানন[১] শোভিত[২] কুঞ্জ।
তঁহি বর বিকশিত কুসুমক পুঞ্জ[৩]। ধ্রু।[৪]
নূতন[৫] পল্লব সৌরভ ভাল[৬]।
সারী শুক পিকুকুল[৭] বোলত[৮] রসাল॥

৪ নাচত—তরু, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি। (এস্থলে "পরিরম্ভণচুম্বনলুবধ" ধরিতে হইবে।)
৫ অঙ্গে অঙ্গে—ঘ-পুঁথি।
৬ মনোরথ মনোভব—তরু।
মনোরথ মোহন—ঘ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ কানন—ঙ-পুঁথি।
২ শোহন—তরু।
৩ বিকশিত কুসুমে মধুকর গুঞ্জ—তরু।
৪ ধ্রুবপদ—ঙ-পুঁথি হইতে লওয়া হইল।
৫ নোওতুন—ঘ-পুঁথি।
৬ নব নব পল্লবে শোভিত ডাল—তরু।
ঘ-পুঁথিতে "ভাল" স্থলে "ডেল" আছে।
৭ পিক—তরু।
৮ গাওয়ে—তরু।

তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোর।
তাঁহি পর বৈঠল যুগল কিশোর[৯]॥
ব্রজরমণীগণ দেই[১০] ঝকোর।
পড়ব জানি ধনি নাগর আগোর[১১]॥
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ॥

তরু—১৫৫২।

টীকা—এই পদে দোলোৎসবের রসকৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

অত[†]স্তত্র বনভ্রমণম্।

৬৪৬

মল্লাররাগ-যতিতালৌ।

ভ্রমই গহন বনে যুগলকিশোর।
সঙ্গহি সখীগণ আনন্দ[১] ভোর॥
হের[২] দেখ সখি[৩]।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে অনিমিখ আঁখি। ধ্রু।[৪]
তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুলবন॥
শ্রমভরে বৈঠল[৫] মাধবীকুঞ্জ।
রাই মুখকমলে পড়ল অলিপুঞ্জ॥
লীলা কমলহি কানু তাহে বারি।
মধুসূদন গেও কহল[৬] উচারি॥
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর।
কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর॥

তরু—২৬৩৫।

৯ তাপর বৈঠলি কিশোরী কিশোর—তরু।
১০ দেওত—তরু।
১১ নিয়ড়পানি ধনি কয়লহি কোর—তরু।

পাঠান্তর—
† অতো—ঘ-পুঁথি।
১ আনন্দে—তরু।
২ হোয়—ঙ-পুঁথি।
৩ সখি এক করে পুন বোর দেখ সখি—তরু।
৪ ধ্রুবপদ—ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৫ বৈঠি—তরু।
৬ কহত—তরু।

টীকা—অনন্তর বনভ্রমণপ্রকার তথা প্রেমবৈচিত্ত্যরসো-খাপক-বচন ("মধুসূদন গেল" ইত্যাদি দ্বারা) প্রদর্শিত হইয়াছে। "মধুসূদন চলিয়া গেল" এই বচন শুনিয়া "ভ্রমর"-রূপ অর্থ না ধরিয়া "শ্রীকৃষ্ণ"-রূপ অর্থ ভ্রান্তিবশত ধরাতে প্রেমবৈচিত্ত্য রস উপজাত হইয়াছে।

৬৪৭

ধানসীরাগ-যতিতালো।

রাইক ঐছে দশা হেরি নাগর[1]
কাতর ভই করু কোর।
বহুত[2] যতনে পুন চেতন করাইয়া
মধুর বচন কহু[3] থোর॥
সুন্দরি কহ ইহ কো[4] অনুবন্ধ।
নিরুপম প্রেম- অমিঞারস-মাধুরী
অনুভবি লাগল[5] ধন্দ॥ ধ্রু॥
তায়ে নিজ আঁখি সমুখে নিরন্তর
হেরইতে মানসি দূর।
কত পরলাপ করসি তুহু দারুণ
বিরহজলধি মাহা বুর॥
ঐছন শুনইতে রাই সুনায়রী
বিহসি লাজে ভেল ভোর।
রাধামোহন পহুঁ আনন্দে নিমগন
তবহি তাঁহে করু কোর॥

তরু—২৬৩৬।

টীকা—অনন্তর রাধার চেতনপ্রকার ও কৃষ্ণের সম্ভোগ-প্রবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ নাগর—তরু, খ-পুঁথি।
২ বহু—তরু।
৩ কহ—খ-পুঁথি।
৪ কোন—তরু।
৫ লাগর—ঙ-পুঁথি।

ততস্তত্র † মধুপানম্।

৬৪৮

শারঙ্গরাগ-রূপতালো।

রতন মন্দির-পীঠে নাগর-নাগরী
বৈঠল সখীক[1] সমাজ।
নাগর ইঙ্গিত করল[2] বৃন্দা সখী[3]
তুরিতহি বুঝল কাজ॥
যোই নিন্দই সিধু সুবাসিত বর মধু
তবহি আগে আনি দেলি[4]।
আগে ভোজন করি সকলে ভুঞায়ল
যতন করিয়া অরু কেলি[5]॥
কো কহ প্রেমতরঙ্গ।
সহজহি প্রেম মধুর মধুরাধিক
তাহে পুন মধুপান রঙ্গ।
ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ
ঘুঘুমে[6] থ-রহি না পারি।
এত কহি নিজ নিজ কুঞ্জক মন্দিরে[7]
শয়ন করল সব নারি॥
রাধামাধব করগহি তলপহি
যাই করল পরবেশ।
রাধামোহন পহুঁ বিথারল রতিরণ[8]
কত কত ভাববিশেষ॥

পাঠান্তর—

† তত্র—খ-পুঁথি।
১ সখীগণ—মূল পুঁথি।
২ ইঙ্গিত করল—ঙ-পুঁথি।
৩ প্রতি—খ-পুঁথি।
৪ তবহি আনি আগে দেল—বহু, ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৫ কেল—বহু। পংক্তিটি খ-পুঁথিতে আছে—"যতনেহ কৌতুক কেল"—খ-পুঁথি।
৬ ঘুমে—খ-পুঁথি।
৭ "মন্দিরে" বহুতে নাই।
এই চরণাংশটি খ-পুঁথিতে আছে—"মন মন্দিরে"।
৮ থির নাহি রতিরণে—খ-পুঁথি।

টীকা—অনন্তর মধুপান লীলা এবং স্ব স্ব কুঞ্জে শয়ন বর্ণিত হইতেছে। "ঘু-ঘুমে ব-বঠি" ইত্যাদি শব্দকথন মদস্খলন-বশত।

"সীধু"—ইক্ষুরসজাত মদ্য এবং 'মধু' দ্রাক্ষারসজাত মদ্য।

৬৪৯

বরাড়ীরাগ-নিঃসারকতালৌ।

মকর কুণ্ডল বলে নাচত অদভুত
মঞ্জু মঞ্জীর করু গান।
মণিত বাদনবর তৌর্যত্রিক সুন্দর
ধ্রুব আদি হোয়ত সুঠান॥
অপরূপ প্রেমবিলাস।
রকত-কমল নীল- উতপল বারত
নহি নহি গদ গদ ভাষ॥ ধ্রু॥
কবহু কাকু বলে চকিত নাচায়ত
কুণ্ডল করত বিশ্রাম।
রাইক ইঙ্গিতে কুঞ্জ[1] কুঞ্জ তব
হোয়ত[2] ঐছন কাম॥
নিজ মহাভাব প্রকট করত যব
তবহি বিলথ[3] সূত্রধার।
রাধামোহন- দাস কব দেখব
উহ সব প্রেম বিহার॥

তরু—২৬৭৩।

টীকা—এই পদে সম্ভোগরস বর্ণিত হইয়াছে। "মণিত" অর্থাৎ রতিকূজন। সম্ভোগলীলাকে নৃত্য-গীত-বাদ্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নর্তক এস্থলে মকর-কুণ্ডল (শ্রীকৃষ্ণের) এবং মঞ্জু মঞ্জীর (শ্রীকৃষ্ণের) গায়ক। বাদ্য মণিত অর্থাৎ কূজিত (এস্থলে রাধা ও কৃষ্ণের রতি-শীৎকার)। "রকত-কমল" রাধা। নীলউতপল" শ্রীকৃষ্ণ।

"কাকুবলে" কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন শক্তি বলে।

ইত্যনন্তরং "রতিরণ রঙ্গভূমি বৃন্দাবনে" ইত্যাদ্যপি গানং যথাসম্ভবং কর্তব্যম্।

টীকা—৬২৭ সংখ্যক "রতিরণ-রঙ্গভূমি", ৬২৮ সংখ্যক "সজনী হেরি হেরি" ইত্যাদি সম্ভোগশৃঙ্গারের পদ এবং পূর্বোক্ত বিপরীতসম্ভোগশৃঙ্গারাত্মক পদগুলি এস্থলে যথাসম্ভব গাহিতে হইবে। তাহার পর স্বাধীনভর্তৃকার পদসমূহ গেয়।

৬৫০

শারঙ্গরাগ-মঠকতালৌ।

অপরূপ[1] দিনহি কুসুমণি-মণ্ডপে
শীতল পবন বহ মন্দ।
দ্বিজকুলনাদ সুবাদন বৈছন[2]
মনমথ-বন্ধক ছন্দ॥
জয় রাধামাধব কেলি।
দুহুক প্রেমলব কো কর অনুভব
যবহু সুরত-রসকেলি॥ ধ্রু॥
তঁহি পুন অতিশয় নাগরী[3] আগরি
অতএ সে নিমিলিত আঁখি।
আনন্দ-সিন্ধু- নিবেশহি[4] মোহিত
দেওয়ই প্রতি অঙ্গ[5] সাখী॥

পাঠান্তর—
১ কুঞ্জে—ক-পুঁথি।
২ হোতল—তরু।
৩ বিলিখ—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ "অপরূব" টীকার পাঠ—বহ।
২ তৈছন—তরু।
৩ নাগর—তরু, ক-পুঁথি।
৪ নীর রহি—ক-পুঁথি।
৫ অঙ্গে—ক-পুঁথি।

তঁহি অতি সুশীতল আনন্দনীর ঝর
পুলক তরল[৫] সব অঙ্গ।
চিত্তপুতলি কিয়ে কাঁপয়ে ঘন ঘন
অদভুত পুন স্বরভঙ্গ॥
অনধীন দেহ- দণ্ড পরি শোভিত
মুকুতাসম[৬] স্বেদবিন্দু।
বিগলিত অঙ্গ- রাগ মণিভূষণ
কঞ্চুক অরু নীবিবন্ধ[৭]॥
যাকর পরিমলে মাতল থাবর
তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি।
রাধামোহন পহু চিতে নিতি জাগয়ে
যছু উহ পাথর রেখি॥

তরু—৮৩৪, ২৬৪৪।

টীকা—সম্ভোগের পদ। "যাকর পরিমলে" ইত্যাদি—যাহার সম্ভোগসম্ভব দেহবিমর্দজনিত সৌরভে স্থাবর বস্তু সকলও চঞ্চল হইয়াছে তখন আর জঙ্গমের কথা বলিবার প্রয়োজন কি? পূর্বপদে ("মকরকুণ্ডল বলে" ইত্যাদি পদে) কিঞ্চিৎ প্রাগল্ভ্যযোগ দেখাইয়া এখন মধ্যার স্বভাবোচিত সম্ভোগ "অপরূপ দিনহি" ইত্যাদি দ্বারা কথিত হইয়াছে।

অতঃপরং † জলকেলিঃ।

৬৫১

তরুণ-শ্রীরাগৈকতালীতালৌ †।

রাধা সখী সঙ্গে ও বর[১] নাহ।
শ্রমভরে[২] কেলিকুণ্ড অবগাহ॥
অপরূপরচন জলকেলি[৩]।
সখীগণ সঙ্গে[৪] নাগরী এক মেলি॥ ধ্রু॥
দৈরথ যুক্ত যৈছন বীর।
তৈছন জলসেক দুহুঁক শরীর॥
রাধামোহন পঁহু[৫] সুরক চাহ।
অবসরে যাই কর জল অবগাহ[৬]॥

তরু—২৬৫৯।

টীকা—এই পদে জলবিহার বর্ণিত হইয়াছে।

৬৫২

ধানশীরাগ-মণ্ঠকতালৌ।

রাধা সখি জলকেলিষু নিপুণা[১]।
খেলতি নিজকুণ্ডে মধুরিপুণা॥ ধ্রু॥
কুচপটলুণ্ঠন-নির্মিতকলিনা[২]।
আয়ুধপদবীযোজিতনলিনা॥
দৃঢ়পরিরম্ভণ-চুম্বনহঠিনা।
হিমজলসেচনকর্মণি কঠিনা॥
সুখভরশিথিল-সনাতন-মংসা।
দয়িতপরাজয়লক্ষণশংসা॥

তরু—১১০৯।

টীকা—অনন্তর উভয়ের জলযুদ্ধ সখীকর্তৃক বর্ণিত হইতেছে। জলকেলিনিপুণা শ্রীরাধা রাধাকুণ্ডে নানাভঙ্গিতে জল উৎক্ষেপণ করিতেছেন। কঞ্চুলিকা আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণ প্রেমকলহ আরম্ভ করিলে রাধা একটি পদ্মকে আয়ুধরূপে নিক্ষিপ্ত জলরাশির পথে নিয়োগ করিলেন। দৃঢ় পরিরম্ভণ

---

৫ পুরল—খ-পুঁথি।
৬ প্রস—খ-পুঁথি।
৭ নিরবন্ধ—ঙ-পুঁথির এই পাঠ অমাত্মক।

পাঠান্তর—

† করুণৈকতালীতালৌ।
† অত—খ-পুঁথি।
১ মহ—খ-পুঁথি।
২ কৌতুকে—তরু।
অপরূপ রচন ইহ জলকেলি—খ-পুঁথি।

৩ অপরূপ সুরচন করু জলকেলি—তরু।
৪ সঙ্গে—তরু।
৫ পাই—খ-পুঁথি।
৬ অতিরিহ—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ জলকেলি সুনিপুণা—খ-পুঁথি।
২ ইহার পরপংক্তি —খ-পুঁথির—
"অমবুধপদবিতুঞ্জিতনলিনা"—অর্থহীন পাঠ।

ও চুম্বন বিষয়ে হঠকারী কৃষ্ণকে রাধা দৃঢ়ভাবে হিমজল সেচন করিয়া বাধা দিলেন। স্বর্ণভয়ে নিত্য যাঁহার ক্রীড়া-তেজ শিথিল হইতেছে সেই দয়িত কৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া রাধা সহাস্যা হইলেন।

(পক্ষে সনাতনের সহিত সহাস্যা হইলেন। এস্থলে সনাতন সখীস্বরূপা।)

৬৫৩

আশাবরীরাগ-প্রতিরূপকতালৌ।

রাধে নিজকুণ্ডপয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গম্।
কিরু[1] সিঞ্চ পিঞ্ছমুকুটমঙ্গীকৃতভঙ্গম্। ধ্রু।
অস্য পশ্য ফুল্লকুসুমরচিতোন্নতচূড়া[2]।
ভীতিভিরতিনীলনিবিড়কুন্তলমধ্যগূঢ়া।
ধাতুরচিতচিত্রবীথিরপ্সু পরিলীনা।
মালাপ্যতিশিথিলবৃত্তিরজনি ভৃঙ্গহীনা।
শ্রীসনাতনমণিরমুষ্যমণ্ডভিরপি চণ্ডম্।
ভেজে প্রতিবিম্বভাবলম্বাম্বর[3] গণ্ডম্।

স্তব—১১১০।

টীকা—কোনো এক সখী কৃষ্ণের পরাজয় দেখিয়া রাধাকে পুনরায় কৃষ্ণের প্রতি জল নিক্ষেপ করিতে বলিতেছে।

হে রাধা, তুমি নিজকুণ্ডজলে জলসেক কৌশল বর্দ্ধিত কর। পিঞ্ছমুকুট শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জল নিক্ষেপ কর। তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।

দেখ, শ্রীকৃষ্ণের ফুল্লকুসুমরচিত উন্নত চূড়া যেন ভয়ে টলিয়া পড়িয়া অতি নীল নিবিড় কুন্তল মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। গৈরিকাদি ধাতুরচিত চিত্রপংক্তি ভয়ে যেন জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ভৃঙ্গবিহীন মালিকাও শিথিল

পাঠান্তর—

১ কুরু—খ-পুঁথি।
২ ফুল্লকুসুমচারুরতচূড়া—ঙ-পুঁথি।
৩ প্রতিবিম্বভাবলম্বাদুরগণ্ড—ঙ-পুঁথি।

হইয়া যেন ম্লানবদনা হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ ভৃঙ্গগুলি যেন মাল্যের সহায়ক সৈন্য ছিল, নিজে জলসিক্ত হওয়ার ভয়ে যেন পলায়ন করিয়াছে। প্রচণ্ড জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভ-মণিবর তোমার গণ্ডে প্রতিবিম্বভাবচ্ছলে তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে। (পক্ষে সনাতন গোস্বামীর শিরোমণি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ।)

৬৫৪

বরাড়ীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

সজনি অপরূপ[1] যুগলকিশোর।
গণ সঞে কুণ্ডক তীরহি পৌঁছত
নিরমল গাত উজোর। ধ্রু।
সমুচিত বসন নিজ নিজ পহিরণ
করি পুন মন্দির[2] গেলি[3]।
ফল জল তাম্বূল অরু[4] কত উপহার
ভোজন শয়ন তব কেলি[5]।
সেবাপরাগণ আনন্দে নিমগন
ব্যজন করত কত ভাঁতি।
গন্ধমাল্যদান করি কৈল শ্রম দূর
কত বিধ গাত পদ জাতি।
সময় বুঝি[6] পুন চেতন করাওল[7]
বাহিরে রহল আগোর।
রাধামোহন পঁহু বেশ পুন করইতে
রাইক পরশে বিভোর[8]।

পাঠান্তর—

১ অপরূব—বহ।
২ মন্দিরে—ঙ-পুঁথি।
৩ গেল—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ আর—ঙ পুঁথি।
৫ কেল—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৬ জানি—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৭ করায়ল—ঙ-পুঁথি।
৮ পরশ-বিভোর—ঙ-পুঁথি।

টীকা—এই পদে জলক্রীড়াসমাপ্তিপূর্বক ভোজনলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

৬৫৫

শ্রীরাগ-গমকতালৌ।

রতন মন্দিরে জাগি নাগর-নাগরী
হেরইতে বেশ বিসাজ।
ভাবে ভরল চিত আপর[১] পুলকিত
বুরল[২] আনন্দ মাঝ॥
কো কহ প্রেমতরঙ্গ।
তনু তনু পরশি[৩] কোটিযুগ থাকই[৪]
নহ লব থাকর ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
ধৈরজ নাই[৫] হরি বেশ বনাওত
নয়ন-কোণ হেরি তাই।
ঘামে ভিগল দেহ নয়নহি নীর বহ
ঘন ঘন কাঁপই রাই॥
কত পরকারে সিন্দুর বিন্দু দেওল
অরু[৬] বেশ করু সখী রঙ্গে।
রাধামোহনদাস চিতে করু ঐছন
কবহু করব মোহে সঙ্গে॥

তরু—২৬৫৪।

টীকা—এই পদে রাধাকৃষ্ণ উভয়ের প্রেমবৈবশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
১ আপাদ—ঙ-পুঁথি।
২ ডবল—তরু।
৩ পরখি—তরু।
৪ থাকহ—খ-পুঁথি।
৫ নহি—তরু।
৬ আর—তরু।

৬৫৬

বরাড়ীরাগ-নন্দনতালৌ।

মনোহর বেশ বণাওলি[১] সখীগণ
বৈঠল সব একু[২] ঠাম।
পাশক কেলি-রচন পুন তৈখন
পণ[৩] করু নিজ নিজ কাম[৪]।
সজনি কাহু[৫] কহ[৬] বড় বিপরীত।
যো ইহ[৬] হারব দখিন গণ্ড নিজ
দেয়ব দংশন নীত[৭]॥ ধ্রু॥
পহিলহি কাণ জিতি করু ঐছন
কামিনী উহি ভেল[৮] ভোর।
খেলন পুন করু বলি রাই বিরচল
পাশক যোড়হি যোড়॥
"বামক দশ" করি সুন্দরী ভাবল
নিজ জিতি[৯] লিয়ে সোই দান।
বলে ছলে বাম গণ্ড পুন দংশই
হেরু[১০] দেখ বিদগধ কাণ॥
রাই জিতি পুন মুরলী হরল বলে
কাহ্ন কহ ইহ নহ রীত[১১]।

পাঠান্তর—
১ বনাওল—তরু। বনায়ল—টীকা।
২ একু—খ-পুঁথি।
৩ পণ—তরু। বহ ও মূল পুঁথির পাঠ পুন। কিন্তু খ-পুঁথির পাঠও "পণ" হওয়ায় অর্থানুরোধে 'পণ' গৃহীত হইল। এই পংক্তিটি ঙ-পুঁথিতে আছে—"পুন করু ঐছন কামিনীকাম।"
৪ ঠাম—বহ, মূল-পুঁথি।
৫ সজনি, কানুক—তরু।
৬ ইথে—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৭ ঙ পুঁথি হইতে ধ্রুবপদ গৃহীত হইল।
৮ করু—বহ।
৯ জিত—তরু।
১০ হোর—তরু, ঙ-পুঁথি। হেরি—খ-পুঁথি।
১১ "ইহ নহ রীত" স্থলে খ-পুঁথিতে "ইহ ন জুয়িত"।

মন্থু মুখচুম্বন কিয়ে ভুজবন্ধন
কবহ যোই ইহ নীত ।
এত শুনি রাই কহত শুন নাগর
যাহক যো মন মান ।
রাধামোহন পঁহু হাসি কহত তুহু
জনি পুন পিছে কর আন ।

তরু—২৬৭২ ।

টীকা—"মনোহর বেশ বনাওল" (৬৫৬ সংখ্যক) এবং "রাধামাধব পাশক খেলত" (৬৫৭ সংখ্যক) পদদ্বয়ে অক্ষক্রীড়াকৌশল নিরূপিত হইয়াছে। "দেয়ব দংশন নীত"—স্বেচ্ছাবশত, হঠবশত নহে। "বামক দশ" এই শব্দের অর্থ পাশাখেলার উক্তিবিশেষ কিন্তু কৃষ্ণ ইহার অর্থ করিলেন "বাম গণ্ডও দংশন কর"। "এত শুনি" এই স্থলে "যাহক যো মন মান" শ্রীরাধার এই উক্তিতে "জনি পুন পিছে কর আন" এই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সুরত আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে।

এই পদটি উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকানুসারে লিখিত।

৬৫৭

ধানসীরাগ-নন্দনতালৌ।

রাধামাধব পাশক খেলত
করি কত বিবিধ বিধান ।
দুহুক[1] বচন রীতি কেবল পীরিতি
দুহু বর রসক নিধান ।
সখি হে আজু নাহি আনন্দ ওর ।
দুহুঁ দুহাঁ রূপ অনিমিখে পিবই[2]
দুহু কিয়ে চন্দ্র চকোরহুঁ[3] । ধ্রু ।

হাতহি হাত লাগই[4] ঘর খেলনে[5]
ভাবে অবশ তব[6] দেহ ।
আনন্দসায়রে নিমগন দুহু মন
ভূলল নিজ নিজ গেহ ।
ঐছন সময়ে নিয়োজিত শুক কহ
জটিলা গমন অকায় ।
রাধামোহন পঁহু চতুর-শিরোমণি
সাজল দ্বিজবররাজ[7] ।

তরু—২৬৭৩ ।

টীকা—অনন্তর রাধাকৃষ্ণের পাশা খেলায় পরমানন্দ-বৈবশ্যানুভব এবং জটিলাগমনবিজ্ঞাপনার্থ পথে নিয়োজিত শুকদ্বারা জটিলার আগমনসংবাদ শ্রবণ ও ফলে দ্বিজবররাজ মহাচতুর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সূর্যপুজোচিত পুরোহিত-বিপ্র-বেশ ধারণ এই পদে বর্ণিত হইয়াছে।

৬৫৮

ভাটিয়ারিকামোদরাগ-গর্গরিতালাভ্যাম্ ।

কীর[1] মুখহি শুনি জরতীক[2] আগমন
চলু সবে রবিক মন্দিরে ।
গন্ধমাল্যবর ষোড়শ উপচার
কর অরু কত[3] উপহারে ।
দেখ বিপ্র-বেশধর শ্যাম ।
জরতীক আগে যাই কহই শুন[4]
বিশ্বশর্মা মঝু নাম । ধ্রু ।

---

৪ লাগত—ঙ-পুঁথি। লাগাই—খ-পুঁথি।
৫ খেলত তরু, খ-পুঁথি।
৬ অবশতর—ঙ-পুঁথি
৭ দ্বিজবরসাজ—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ দুহুকর—খ-পুঁথি।
২ নয়নে ভরি পিবই—তরু।
৩ দুহুঁপর—ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।

পাঠান্তর—
১ কীরক—তরু।
২ জরতী—তরু।
৩ আর কত কত—তরু।
কর কত কত—খ, ঙ-পুঁথি
৪ যাই কহই শুন তরু, খ-পুঁথি। খ-পুঁথির পাঠ গৃহীত হইল। অন্যান্য পুঁথি ও গ্রন্থে "কহই শুন" পাঠ।

সো শ্যামবচন মুরতি লখি[৫] তৈখন
পরণাম করি কহে ওহে[৬]।
বৈরজ-প্রকৃতি[৭] দেখি চিতে লাগল
অতএ বরণ কলুঁ তোঁহে[৮]।
নিতি নিতি আসি পূজাওবি সুরদেব
দেওবি শুভ বর যোই।
গোধন-বৃতন পূরণ[৯] মন্ত্র সুতক
বধূক সতীপণ[১০] হোই।
শ্যাম কহত তব ঐছন হোয়ব
[পূজব পশুপতি সুর।
রজনী[১১] দিন যাহা নিতি পূজায়ব
তবহি মনোরথ পূর।
পুন[১২] কহত উহ ঐছন হোয়ব][১৩]
তেজীয়ান্ তুহুঁ ব্রহ্মচারী।
শুনি এত বচন চাহে[১৪] পুন আনন[১৫]
মনহি হাসয়ে ব্রজনারী।
নানাবিধ বরণ পূজন করি কথোপন
অঙ্গ[১৬] কত কত[১৭] বর রঙ্গ[১৮]।
যোই করত সোই প্রেমক সঙ্গতি
অতএ নহত তছু ভঙ্গ।
বেলি অবসান দেখি সবে আকুল
গমন করল নিজ গেহ।
গোবিন্দদাস কহ আপন বশ নহ
বিবশে[১৯] অবশ সব দেহ।

তরু—২৮৮৫।

টীকা—এই পদে সূর্যপূজাকৌশল নিরূপিত হইয়াছে। জটিলা বৃদ্ধা। এস্থলে প্রথমে জটিলার আগমন, কৃষ্ণকে বিপ্র-বেশে দেখিয়া ব্রহ্মচারী ভাবিয়া প্রণামপূর্বক পৌরোহিত্যে বরণ ও ব্রহ্মচারীর সহিত কথোপকথন। ইহার পর সূর্যপূজাকৌশল ও সকলের গৃহে আগমন "গোবিন্দলীলামৃত" কাব্যানুসারে লিখিত বুঝিতে হইবে।

৬২৯

পঠমঞ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

জটিলা আসিয়া এবে[১] কহয়ে সবারে তবে[২]
পুরোহিত আনহ যাইয়া।
বাণী শুনি[৩] কুন্দলতা হৈলা অতি হর্ষচিতা
সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া।
দেখ কৃষ্ণের অপরূপ লীলা।
ধীর শান্ত[৪]-কলেবর সাক্ষাৎ বিপ্রবেশধর
কেহো নাহি লখিতে পারিলা। ধ্রু।
আসি কুন্দলতা দেবী কহই বৃদ্ধারে[৫] ভাবি
মাথুরদেশীয় গর্গছাত্র।

---

৫ হোর—তরু।
৬ সেহে—তরু।
৭ বেনিতে চন্দন লাগল—ক-পুঁথি।
৮ অতএব বরণ কৈলু তোয়—তরু।
৯ গোধন বরন পুরল—ঙ-পুঁথি।
১০ শুভ পুন—ক-পুঁথি।
১১ রজনী—তরু।
১২ পুনহি—তরু।
১৩ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ—ঙ-পুঁথিতে নাই।
১৪ তাহে—ঙ-পুঁথি।
১৫ আনমন—ক-পুঁথি।
১৬ আর—তরু।
১৭ কত—ঙ-পুঁথি।
১৮ বর রঙ্গ—ক-পুঁথি।
১৯ বিরহে—তরু।

পাঠান্তর—
১ তবে—তরু।
২ এবে—তরু। তবে—ক-পুঁথি।
৩ শুনি পুন—তরু।
৪ ধরি—ক-পুঁথি।
৫ বৃদ্ধারে—ক-পুঁথি।

ব্রহ্মচর্য্য সদা ধরে না দেখে অবলা কারে
আমার সাধনে আইলা মাত্র ॥
শুনি সেই হর্ষমতি করয়ে প্রণতি স্তুতি
ত্বরান্বিতা কহয়ে বধূরে।
এই বিপ্র দ্বিজবর সুশীল সর্ব্বগুণাকর[6]
পৌরোহিত্যে বরহ ইহারে ॥
শুনি রাই হর্ষ হঞা ধীরে ধীরে কহে যাঞা
এই মোর মিত্র পূজিবারে।
বিশ্বশর্ম্মা নামে খ্যাত জগতমঙ্গল[7] গোত্র
পুরোহিতে বরিনু তোমারে ॥
তবে সেই বিপ্রবর কুশাগ্রে স্পর্শিয়া কর
রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল।
নমো নমো মিত্রবরে এই মন্ত্র উচ্চারে
অর্ঘ্য দিয়া পূজা সমাপিল ॥
তবে বৃদ্ধা হর্ষভরে দক্ষিণা লইতে তাঁরে
পুন পুন যত্নেত সাধিল।
তেঁহো কহে কার্য নাই তোমা সবার প্রীতি চাই
এই মোর দক্ষিণা হইল ॥
তবে সেই তুষ্ট হঞা রতনের মুদ্রা[8] দিঞা
কহে নিত্য করাবে পূজন।
দণ্ড-প্রণিপাত হৈলা[9] রাইয়েরে লইয়া গেলা
সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন ॥

তরু—২৮৭৫।

টীকা—এটিও পূর্বোক্ত পদের অনুবৃত্তি।

৬৬০

কামোদরাগ-নিঃসারকতালৌ।

সুরয আরাধি চলল[1] সুধামুখী
সখীসঙ্গে গুরুজন সাথ।
কত ছলে ফিরি ফিরি নিরখই সো মুখ
ভালহিঁ দেওত হাত ॥
সজনি দরশনে না পূরল কাম।
যো মুখ দরশনে নিমিখ ঘন নিন্দই
তাহে কি সহ ঘটী যাম ॥ ধ্রু ॥
আমর বয়ান নয়ন করু ছল ছল
মনদুখে পায়ল গেহ।
স্নান বেশ বর যো কিছু মনাওল
মনহি করল তছু নেহ ॥
ক্ষীর সর লড্ডুক শিখরিণী পানক
নিরমিল অশেষ বিশেষ।
রাধামোহন পহু সবহুঁ সখা মেলি
নিজ পুর করত প্রবেশ ॥

টীকা—সূর্য-আরাধনার পর শ্রীরাধার গৃহে গিয়া শ্রীকৃষ্ণভোজ্যসামগ্রী রন্ধন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। "শিখরিণী"—সুগন্ধি মশলাযুক্ত ঘোল।
পানক অম্লমধুর পানীয়।

৬৬১

অথো † তত্র গোষ্ঠম্।
তত্র গৌরচন্দ্রো যথা।
তোড়ীগৌরীরাগাভ্যাং পরমহর্ষিতৈস্তালেন।

জয় শচীনন্দন ভুবন-আনন্দ।
আনন্দ-শক্তিমিলিত নবদ্বীপ
উয়ল নবরসকন্দ ॥ ধ্রু ॥
গোখুরধূলি দিশই উহ অম্বর
শুনি বর-বেণু-নিশান।
অপরূপ শ্যাম মধুর মধুরাধরে
মহু মুহু মুরলীক গান ॥

---

৬ সর্ব গুণধর তরু।
৭ জগত মঙ্গল—বহু।
৮ রতন মুদ্রা—তরু, ঙ-পুঁথি। রতন-মুদ্রাদি—খ-পুঁথি।
৯ দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা—তরু।

পাঠান্তর—
১ চললি—ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
† তত্তত্র—ঙ-পুঁথি।

এত কহি ভাবে বিবশ গৌরতনু
পুন কহ গদ গদ বাত।
শ্যাম সুনাগর বনতে[১] আওত
সমবয়[২] সহচর সাথ॥
মঝু মন নয়ন সকল জুড়াওল[৩]
সফল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন কহ ইহ[৪] অপরূপ নহ
মুরতিময় সোই নেহ॥

তরু—২৬৮০।

টীকা—উত্তরগোষ্ঠনির্বাহক রাধাভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রকে স্মরণ করা হইতেছে।

পুনরপি কহত আন না লয়ে চিত
লাগল সো বর নেহ।
রজনীক উচিত বসন মঝু আনহ
গন্ধহি লেপহ দেহ॥
পুন পণে বোলত চলু জনে মঝু সাথ
কৃষ্ণভজন ইহ সার।
ভণ রাধামোহন কলিযুগপাবন
প্রেম-বিথার অবতার॥

টীকা—উত্তর গোষ্ঠলীলা-গাননির্বাহক রাধাভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রের বর্ণনা।

৬৬২

তোড়ীরাগ-রূপকতালৌ।

জয় শচীনন্দন প্রেম।
কো ইহ বাত কছুই না বুঝিয়ে
বুঝিয়ে[১] জগজনক্ষেম॥
খেণে খেণে কহত নয়ন ভেল শীতল
উপহার দেহ সখীহাত।
গন্ধ ধূপ দীপ তুরিতে লেই চল
সাঁঝ সময় বহি যাত॥

৬৬৩

দাক্ষিণাত্য-শ্রীরাগ-যতিতালাভ্যাম্।

তনু ঘনগঞ্জন মঝু দলিতাঞ্জন।
কঞ্জনয়নী-নয়ন-ললিতাঞ্জন॥
নন্দনন্দন[১] ভুবন-আনন্দন।
নাগরী-নারী-হৃদয়-ঘনচন্দন॥ ধ্রু॥
লোচন-খঞ্জন জগ-অনুরঞ্জন[২]।
কুলবতী-যুবতী[৩]-বরত-ভয়-ভঞ্জন॥
গোবিন্দদাস ভণ রসিকরসায়ন।
রসময়[৪]-ভূপতি-রূপনারায়ণ[৫]॥

পাঠান্তর—

১ বন মাঝে—তরু। বন ভেজি—ক-পুঁথি।
২ সমবয়—ক-পুঁথি।
৩ মঝু মন নয়ন জুড়ায়ল কলেবর—তরু।
৪ বহতে 'ইহ' নাই।

পাঠান্তর—

১ ক-পুঁথি ও বহতে নাই।

পাঠান্তর—

১ নন্দসুনন্দন—তরু।
২ "খঞ্জন" ও "জগ" শব্দের মধ্যে অন্তত হাইফেন থাকায় সমস্ত পংক্তিটি একটি সমাসে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে বিধেয়-বিমর্শ দোষ ঘটিয়াছে।
৩ যুবতী—কী।
৪ রসময়—তরু।
৫ রসময় চতুর্ভুজ পতিরূপ নারায়ণ—কী।

টীকা—গোষ্ঠোচিত শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণিত হইতেছে।

কৃষ্ণ তনুর নীলিমা ও কান্তি মেঘকেও গঞ্জনা দেয়, মনে হয় যেন অঞ্জন দলিত করা হইয়াছে। পদ্মনয়না গোপীগণের নয়নের তিনি ললিত বা দিব্য অঞ্জন। তিনি শুধু নন্দেরই নন্দন নহেন, ভুবনেরও আনন্দকারণ এবং নাগরী-নারীজনের হৃদয়ে ঘন চন্দনের ন্যায় তিনি শীতলতা-কারক। তাঁহার খঞ্জনসদৃশ লোচনের দ্বারা তিনি জগতের অনুরঞ্জনকারক। কুলবতী যুবতীগণের পাতিব্রত্যভঙ্গরূপ ভয়ের ভঞ্জনকারক তিনি।

গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে তিনি রসিকরসায়ন, এবং রসময়শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ। তিনি ভূপতি অর্থাৎ বিশ্বপতি স্বরূপ নারায়ণ তাঁহার অংশ। (এস্থলে অংশের উল্লেখে পূর্ণত্বের বোধক রূপে নারায়ণশব্দ গ্রহীতব্য।)

৬৬৪

কানড়রাগ-রূপকতালৌ।

গোখুর ধূলি উছলি ভরু অম্বর
ঘন হম্বারব হৈ হৈ রাব॥
বেণু বিষাণ-নিশান-সমাকুল
সঙ্গে রঙ্গে কত[১] সহচর ধাব॥

বনসঞে[২] গিরিবরধর[৩] ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি যহু হরষিত[৪] চাতকী[৫]
ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে।ধ্রু।

কুটিল-অলককুল গোরজমণ্ডিত
বর্হা-মুকুট[৬] মনোহর ভাতি[৭]।
বিপিনবিহারী শ্রম-ঘরমান্বিত[৮]
শ্যামর নীলউতপলদল কাঁতি[৯]॥

কিশলয়বলিত-ললিত-মণিকুণ্ডল-[১০]
মণ্ডিত গণ্ডমুকুর-উজিয়ার[১১]।
গোবিন্দদাস পঁহু নটবরশেখর[১২]
হেরইতে জগ ভরি মদন-বিথার।

স—৩২৪, তরু—১৩১৮।

টীকা—এই পদে গমনসৌষ্ঠব বর্ণিত হইয়াছে।

"গোরজমণ্ডিত"—গোক্ষুর ধূলি মণ্ডিত।

"শ্রমভরমান্বিত"—শ্রমজনিত ঘর্মে আক্রান্ত।

"কিশলয়বলিত ললিত মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড মুকুর-উজিয়ার"—কিশলয়দ্বারা অলঙ্কৃত সুন্দর মণিকুণ্ডলে মণ্ডিত তাঁহার গণ্ড দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল। অথবা "কিশলয়বলিত-ললিত-মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডমুকুর উজিয়ার"—কিশলয়ে অলঙ্কৃত সুন্দর মণিকুণ্ডল তাঁহার অঙ্গলেপমণ্ডিত গণ্ডমুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া উজ্জ্বল হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ সব—তরু।
২ বনতে—সং।
৩ গিরিবর—সং।
৪ তুষিত—সং।
৫ চাতকিনি—ঙ-পুঁথি।
৬ মহা—খ-পুঁথি।
৭ মনোহর ছান্দ—সং, তরু।
৮ বিপিনবেহার করি ঘর আওত—সং।
৯ শ্যামর নীলউতপলমুখচান্দ—তরু।
শ্যামর নীলউৎপলচান্দ—সং।
১০ সরস কপোলে দোলত মণিকুণ্ডল—সং।
১১ গণ্ডযুগল উজিয়ার—সং।
গণ্ড মুকুরে উজিয়ার—তরু।
১২ জগমনমোহন—সং।

৬৬৫

মল্লাররাগ-প্রতিমণ্ঠকতালেী।

তরুণীলোচন[১]- তাপবিমোচন-
হাসসুধাস্থুধারী।
মন্দমরুচ্চল- শিগ্ধকুড়োজ্জল-
মৌলিকলাপবিহারী॥
সুন্দরি পশ্য মিলতি বনমালী।
দিবসে পরিণতি- মৃগয়ন্তি সতি
নব-নব-বিভ্রমশালী॥
ধেনুখুরোদ্ধৃত- রেণুপরিপ্লুত-
ফুল্লসরোরুহ-দামা[২]।
অচিরবিকস্বর- নলিনিন্দীবর-
মণ্ডলসুন্দর-ধামা[৩]॥
কলমুরলীকৃতি- কৃততাবকরতি-
রত্র দৃগন্তরঙ্গী।
চারু সনাতন- তনুরসুরঞ্জন-
কারীসুহৃদ্গণসঙ্গী॥

পদা—১৩১৯।

টীকা—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রাসাদশিখরারূঢ় ব্রজদেবীগণ "তরুণীলোচন" ইত্যাদি বলিলেন। ব্রজদেবীরা রাধাকে বলিতেছেন—হে সুন্দরী রাধা, দেখ, বনমালী স্বগৃহে আসিতেছেন। তাঁহার মুখের হাসির সুধার অম্বুর তরুণীগণের নয়নের বিরহতাপখণ্ডক। মন্দপবনে চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছে তাঁহার মৌলি উজ্জ্বল। তিনি শোভনবিহরণশীল মহাবিহারী। দিবস পরিণতি লাভ করিলে তাঁহার নব নব বিভ্রম বা লীলাবিশেষ সঙ্গত হয়। ধেনুগণের খুর হইতে উত্থিত ধূলিরেণুতে তাঁহার ফুল্লপঙ্কজমালা সমাচ্ছন্ন অথবা তিনি নিজেই ধেনুগণের খুর হইতে ধূলি রেণুতে আচ্ছন্ন এবং তাঁহার কণ্ঠে বিকশিত পদ্মের মালা। সদ্য প্রস্ফুটিত কান্তিময় পদ্মের ন্যায় তাঁহার স্বরূপ সুন্দর। মধুর মুরলীশব্দে তিনি আপনজনের প্রীতিবিধান করিয়াছেন এবং রাধা, তোমাতে তিনি কটাক্ষপাত করিতেছেন। তাঁহার তনু নিত্য-সুন্দর। (পক্ষে সনাতন গোস্বামীর আনন্দবিস্তারী।) এবং তিনি অসুরগঞ্জনকারী সুহৃদ্গণের সঙ্গী।

পাঠান্তর—

১ অরুণে লোচন—ক-পুঁথির এই পাঠ অসাত্মক।
২ -দামঃ—খ-পুঁথি।
৩ মন্দরধামঃ—খ-পুঁথি।

৬৬৬

গৌরীনটরাগ-চঞ্চুপুটতালেী।

আগতিবেরি বর- নাগর মুখ হেরি
অনিমিখ হোই নয়ান।
তৃষিত চকোর বিয়ে শশিকর পাওত
ঐছে রূপ করু[১] পান॥
সজনি রাইক কো কহু প্রেম।
ঐছন ভুবনে কতিহু না হেরিয়ে
নিরুপম খাতুহিঁ হেম। ধ্রু।
পুন সখীহাত পাঠাওল মৌক্তিক
মনোহর লড্ডুক ক্ষীর।
শিখরিণী আদি যো কিছু বনাওল
সুগন্ধ সুশীতল নীর॥
কব সখি আওব ইহ পুন অম্বর
পাওব তাকর শেষ।
কহ রাধামোহন চিত্তে এই অনুমান
পিছে বনাওব কেশ[২]॥

পাঠান্তর—

১ -আলেকাঃ - গ পুঁথি।
১ ঐছে করু—ক-পুঁথি (ছন্দঃপাতদোষ প্রসঙ্গ।)
২ কেশ—খ-পুঁথি।

টীকা—এই পদে দর্শনানুরাগকথনপূর্বক উপহার প্রেরণ কথিত হইয়াছে। "নিরুপম ধাতুহি' হেম"—ধাতুগণের মধ্যে যেন অতুলনীয় স্বর্ণ। "শিখরিণী" শর্করা ও সুগন্ধি মশলা-মিশ্রিত দধি। "সুগন্ধ সুশীতল নীর" শীতল গন্ধবারি। "পাওব তাকর শেষ"—ভুক্তাবশেষ পাইব।

"পিছে বনাওব কেশ" পশ্চাতে কেশবন্ধনাদি প্রসাধন ক্রিয়া করিব।

৬৬৭

গৌরীরাগ-নিঃসারকতালৌ।

গাঁঠক [বেরি মিলল ব্রজনন্দন
নন্দ যশোমতি আগে।
যৈছন লালন করল দুহু মেলি
অরু যত প্রেম-সোহাগে।
কো পুন কহ উহ বাত।
লাখ লাখ বয়ন হোয়ত][২] যব মঝু
তব সোই বরণি না যাত।
কত কত চুম্বন তনু অনুলেপন
কত সুশীতল জলে স্নান।
কতবিধ ভোজন করাই গন্ধদান[৩]
অনিমিখ ধরয়ে নয়ান।
তিল একু গুণিগণ গান শুনাঞি অন্থু
করাওল যতনে শয়ান।
রাধামোহন পঁহু[১] নিতি নিতি ঐছন
হোয়ত প্রেমসিনান।

পাঠান্তর—
১ ইহ—ঙ-পুঁথি।
২ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ খ-পুঁথিতে নাই।
৩ গন্ধপান—খ-পুঁথি।
৪ প্রভু—বহ, খ-পুঁথি।

টীকা—এই পদে নন্দ-যশোদার প্রেমাতিশয় বর্ণিত হইয়াছে। "লালন" অতি স্নেহপূর্বক চুম্বনাদি।

"প্রেমসোহাগে" প্রেমসৌভাগ্যে অর্থাৎ প্রিয়তাধিক্যে।

৬৬৮

কামোদরাগ-দশমাঙ্করতালৌ।

সহচরী তুরিতহি আনি যোগাওল
কানুক যো কিছু শেষ।
সো অধরামৃত পাই আনন্দ কত
অরু শুনি তাক সন্দেশ।
সজনি কো কহ আনন্দ ওর।
শুনইতে হরখি[১] তরখিত অন্তর[২]
রাই নয়নে বহ লোর॥
রজনী মুখহি আজু অভিসার হোয়ব
এত শুনি সঙ্কেত বিশেষ।
ব্যাপল সকল শরীর পুলককুল
রজনী উচিত কর বেশ।
সখীগণ সমুচিত বেশ বনাওত
ভাবে ভরল সব অঙ্গ।
ভণ রাধামোহন নিতি নিতি ঐছন
ইহ বর[৩]-অভিসার-রঙ্গ।

টীকা—এই পদে শ্রীরাধার কেবল শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন ও কৃষ্ণানুরাগ কথিত হইয়াছে।

"তরখিত" চকিত।

পাঠান্তর—
১ হরখিত—ঙ-পুঁথি।
২ অন্তরে—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৩ বড়—বর।

অথ রাত্রিবিলাসঃ।

তৎসম্পাদক-শ্রীগৌরচন্দ্রগীতাদি যথা।

৬৬৯

তোড়ীরাগ-রূপকতালৌ।

সুরধুনী তীর তীরমাহা বিহরই[১]
সমবয় বালক সঙ্গ।
করতল তাল- বলিত হরি হরি বলি[২]
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচীনন্দন ভুবন-আনন্দন[৩]
পূর্ণ পূর্ণ[৪] অবতার।
জগ-অনুরঞ্জন ভব ভয় ভঞ্জন
সঙ্কীর্ত্তন-পরচার। ধ্রু।
চম্পক গৌর প্রেম ভরে কম্পই
কম্পই[৫] সহচর কোর।
অরুহি অঙ্গ পুলককুল আকুল
অরু নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাউনি চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন-জীব[৬]।
গোবিন্দদাস এ হেন রসে বঞ্চিত
অবহু শ্রবণে নাহি পিব[৭]॥

তরু—১৩২১।

টীকা—গূঢ় মধুরভাবাক্রান্ত শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রের মঙ্গলময় রূপ "সুরধুনীতীর" ইত্যাদি (৬৬৯ সংখ্যক ও "দেখত যেকত গৌরচন্দ্র" (৬৭০ সংখ্যক) পদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

৬৭০

ভূড়ীরাগ-পঠতালাভ্যাম্।

দেখত যেকত গৌরচন্দ্র[১]
অখিল ভুবনে[২] উজোরকারী
অগতিপতিত-কুমুদবন্ধু
হৃদয়কুহর-তিমির হারী
বেঢ়ত[৩] ভকত-নখত-বৃন্দ
কুন্দন[৪]-কনক-কাঁতিয়া।
হেরত উছল রসক সিন্ধু[৫]
উদয়[৬] দিনহ রাতিয়া। ধ্রু।
সহজ[৮] সুন্দর মধুর দেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর
রোওত হসত ধরণী খসত
আনন্দে আনন্দ না বান্ধে থেহ
মত্ত-কবিবর-ভাঁতিয়া।
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
শোহত পুলক-পাঁতিয়া॥
অসীম মহিম[৯] কো কহ ওর
প্রেম অমিঞা হরখি বরখি
সো[১০] রসে উত্তম অধম ভাস
কো জানে কি খেনে কোতন পড়ল
নিজ পর ধরি করত কোর
তরখিত মহি মাতিয়া।
বঞ্চিত একল গোবিন্দদাস
কাঠ-কঠিন ছাতিয়া। তরু—১০৬৩।

ভক্তিরত্নাকর—৮৮৯।

পাঠান্তর—
১ বিলসই—তরু।
২ জানি—তরু।
৩ ত্রিভুবন বন্দন—তরু।
৪ পুণ্য পুণ্য—ঙ-পুঁথি।
৫ "কম্পই" খ-পুঁথিতে নাই।
৬ জায়—খ-পুঁথি।
৭ গায়—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ গৌরাঙ্গ—বহু।
২ বেঢ়ল—ক, কী, তরু।
৩ ভুবন ক, কী, তরু, ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৪ কুন্দ—ক কী, তরু, মূল পুঁথি, ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৫ হেরি উছলে রসের সিন্ধু—তরু। হেরি উছল রসক সিন্ধু—তরু। হেরত উছল রসিক সিন্ধু—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৬ উদিত—ক, কী, তরু।
৭ শ্রবণ ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
৮ সহজে—ক, কী, তরু।
৯ মহিম মহিমা—ক, কী।
১০ সো—তরু। ও—ক, কী।

টীকা—গৌরাঙ্গ এই পদে চন্দ্রের সহিত উপমিত হইয়াছেন। নবোদিত চন্দ্র যেমন স্বর্ণবর্ণ, ইনিও সেইরূপ। ভক্তগণ নক্ষত্রের তুলনা। অগতি-পতিত জনগণ কুমুদের তুলনা। কুমুদ জলে থাকে—"জলে পড়া" বাগ্‌ধারাটি অমঙ্গলসূচক। হৃদয় গুহার সহিত এবং অজ্ঞান তিমিরের সহিত উপমিত হইয়াছে।

গৌরচন্দ্রকে দেখ। তিনি রাধাভাবে ভাবিত হইয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কুঁদিয়া তোলা (অর্থাৎ "ছিলে-কাটা"। স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার কান্তি হওয়াতে তিনি নবোদিত চন্দ্রের তুলনা। (নবোদিত কারণ "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" ইত্যাদি শ্লোকানুসারে তিনি কলিতে এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন)। তাই এই গৌরচন্দ্র প্রেমামৃত-রূপ কিরণদানে চন্দ্রের ন্যায় অখিলভুবন আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহাকে ভক্তরূপ নক্ষত্রবৃন্দ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি কুমুদরূপ অগতি-পতিতের বন্ধু, তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্রোদয়ে যেমন জলসিন্ধু তেমনি চৈতন্যকে দেখিয়া ভক্তিরসের (রস=জল, প্রেম) সিন্ধু যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। চন্দ্র গুহার তিমির হরণ করে ইনিও হৃদয়ের অজ্ঞানতা ও অবিদ্যা হরণ করেন। আরো এক কথা। চন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল গুণের কথা রাত্রেই শুধুমাত্র সুসঙ্গত হয়—দিনে নহে। কিন্তু গৌরচন্দ্রে রাত্রি-দিন সকল সময়েই ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে (এস্থলে অদ্ভুতোপমা হইয়াছে।) সুতরাং গৌরচন্দ্র নভশ্চন্দ্র অপেক্ষা মহত্তর।

"রোওত হসত ··· ··· পুলক-পাঁতিয়া"—কাঁদিতেছেন, হাসিতেছেন, পৃথিবীর উপর ঢলিয়া পড়িতেছেন ও তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

"প্রেম অমিঞা হরখি বরখি তরখিত মহি মাতিয়া"—প্রেমামৃত হর্ষে বর্ষণ করিতেছেন। ধরণী তাহা আস্বাদন করিয়া মত্ত হইয়াছে তবু তাহার তৃষ্ণা মিটিতেছে না।

"কাঠ-কঠিন ছাতিয়া"—কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন বক্ষ অর্থাৎ প্রেমশূন্য হৃদয়।

৬৭১

মায়ূররাগৈকতালীতালৌ।

কাঁচা-কাঞ্চন- কাঁতি কলেবর
চাহনি কুটিল সুধীর।
অতি সূক্ষ্ম[১] বসনহি আবৃত সব তনু
যাওত সুরধুনীতীর।
সজনি গৌরাঙ্গ[২] লখই না পারু[৩]।
চান্দকিরণ সঙ্গে মিলন গৌরদ্যুতি
গজগতি চলু অনিবারু[৪]। ধ্রু[৫]।
নারীক যৈছন বাম চরণ আগু[৬]
ঐছন করত সঁচারু[৭]।
কৈছন ভাব বিরতি[৮] তছু অন্তর
কছু নাহি বুঝিয়ে পারু।
চকিত বিলোচনে চাহই দশ দিশ
অলখিত স্মিত মুখহাস।
সো পহু-চরণ- শরণ[৯] কিয়ে পায়ব
ইহ রাধামোহনদাস।

তরু—২১০২।

টীকা—অভিসারিকাভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রের বর্ণনা করা হইতেছে। "অতিসূক্ষ্মবসন" অতিসূক্ষ্মবস্ত্রের দ্বারা। "অলখিতস্মিত মুখহাস" স্মিতহাস্যযুক্ত। "অলখিত স্মিত" অর্থাৎ অলক্ষিত দন্ত যে হাসিতে তাহাই স্মিত।

পাঠান্তর—

১ সূক্ষ্ম তরু, মূল পুঁথি। সুখ—ভ-পুঁথি।
২ গোরাঙ্গ—ভ-পুঁথি।
৩ পারি তরু।
৪ অনিবারি—তরু।
৫ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ভ-পুঁথিতে পদের প্রারম্ভে আছে।
৬ আগ-খ-পুঁথি।
৭ সকারু—ভ-পুঁথি। প্রচার-খ-পুঁথি।
৮ বিরিতি—খ-পুঁথি।
৯ শরণ—ভ-পুঁথি।

এস্থলেও সামান্তকালোচিত শ্রীগৌরচন্দ্রসম্বন্ধীয় গীত লিখিত হইয়াছে। যদি অন্যপদাপেক্ষা ইচ্ছিত হয় তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে।

৬৭২

বরাড়ীরাগ-প্রতিমঠকতলো।

আনন্দসার-শকতি সং-চিদ্‌ঘন[১]
সো পুন মিলনস্বরূপ।
মরকত কাঞ্চন ঝাঁপল নিজগুণে
ঐছন যাকর রূপ[২]।
দেখ দেখ গৌর রস-অবতার।
উভয় সুখময় হৃদয় উদয় ভেল
তৈছন করু ব্যবহার। ধ্রু।
প্রেম[৩]-জলকণভর বিপুলপুলককুল
সকক সকল শরীর।
কাঁপই থরহরি[৪] স্তম্ভ প্রলয় ভরি
নয়নহি আনন্দনীর।
ঐছন কেলি কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে
অতএ সো[৫] অবতারসার।
ভণ রাধামোহন তাক চরণ পুন
ভজনে সো[৬] পাইয়ে সার।

টীকা—সম্ভোগরসের দ্বারা ভাবিত অন্তঃকরণ নবদ্বীপচন্দ্রের বর্ণনা। "আনন্দসারশকতি" হ্লাদিনী শক্তি (শ্রীরাধা)। "সচ্চিদ্‌ঘন" শ্রীকৃষ্ণ। "সো পুন মিলনস্বরূপ"—গৌরচন্দ্র ইঁহাদের মিলনস্বরূপ। "মরকত কাঞ্চন ঝাঁপল নিজগুণ"—রাধার প্রেমগুণে মোহিত কৃষ্ণ রাধাপ্রেম আস্বাদন করিবার জন্য আপন শ্যামকান্তি কাঞ্চন কান্তিতে (রাধাদ্যুতিতে) আবৃত করিয়াছেন। "গৌররস" রাধারস। "প্রেমজল-কণভর···আনন্দনীর" অংশে সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। "অবতারসার"—রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার।

পাঠান্তর—

১ "আনন্দসারশকতিসংচিদ্‌ঘন না মিলন স্বরূপ"—থ-পুঁথি।
২ "ঐছন সে অবতার"—থ-পুঁথি।
৩ প্রেম-—থ-পুঁথি।
৪ "থরহরি" থ-পুঁথিতে নাই।
৫ সে—ঙ-পুঁথি, থ-পুঁথি।
৬ সে—ঙ-পুঁথি, থ-পুঁথি।

৬৭৩

বিহাগড়ারাগ-চঞ্চুপুটতালো।

[দেখ সখি গৌর নওল কিশোর।
স্বাধীন-ভর্তৃকা সুরত-নায়িকা
ভাবে বুঝি ভেল ভোর। ধ্রু।[১]]
কহত গদগদ শুনহ[২] বিদগধ
প্রাণবল্লভ মোর।
কেশ বেশ কর সীঁথহি সিন্দুর
ভালে তিলক উজোর।
পীন পয়োধরে নখর বিদরে
পুরহ মৃগ-মদ-সার।
কর্ণে কুণ্ডল কোমল কুবলয়
গলহি মোতিম-হার।
এতহু কহি পুন কাঁপে ঘন ঘন
নয়ন আনন্দ লোর।
এ দাস রাধামোহন চিতহি
কছু না পাওল ওর।

টীকা—লিখিয়মান স্বাধীনভর্তৃকা গান নির্বাহক রাধা-ভাবাক্রান্ত গৌরচন্দ্রকে স্মরণ করা হইতেছে। "নওল কিশোর" নবকিশোর।

পাঠান্তর—

১ ধ্রুবপদ ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল। এই বন্ধনী চিহ্নিত অংশ থ-পুঁথিতে নাই। যেটুকু আছে তাহাও বিকৃত। এই পদটি থ-পুঁথিতে বিকৃত ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।
২ শুন হরি—ঙ-পুঁথি।

তত্র রূপোল্লাসঃ।

৬৭৪

বরাড়ীরাগ-সমতালৌ।

নিরুপম সুন্দর গৌর-কলেবর
মুখ জিতশারদচান্দ[১]।
কুন্দ করগবীজ নিন্দি সুশোভিত
অতিশয় দন্ত সুছান্দ[২]॥
বুঝলু কাম[৩] পুন সাধে।
অমিয়াক সার ছানি নিরমায়ল
বিহি সিরজন ভেল বাধে[৪]॥
অকলঙ্ক চান্দ ভালে[৫] বিধুন্তুদ
ধাওই পরশক লাগি।
নিকটহি যাই দেখি[৬] তছু মাধুরী
তছু কর-ভয়ে পুন ভাগি॥
প্রতিযোগী আদি নাম দোষ শত
গুণ ভেল যাক ধেয়ানে।
সোই চরণগুণ কলিযুগপাবন
কহ রাধামোহন গানে॥[৭]

তরু—১০৪৯।

টীকা—রাধা-ভাবাক্রান্ত হওয়ায় রূপোদ্রেক ঘটায় গৌররূপ বর্ণিত হইতেছে। "করগবীজ" পক্বদাড়িম্ববীজ। ললাট অকলঙ্ক চন্দ্রের তুলনা। রাহু তাহা গ্রাস করিতে গিয়া তাহার মাধুর্য দেখিয়া তাহার জ্যোৎস্নালোক-ভয়ে পুনরায় পলাইয়া গিয়াছে। চৈতন্যচরণগুণে প্রতিযোগী-আদি শত নামদোষ পলায়িত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ মুখ জিতি শারদ চন্দ—তরু।
মুখ জিত শারদ চাঁদ—বহ।
২ সুছন্দ—তরু; সুছাঁদ—বহ।
৩ "কাম" ঘ-পুঁথিতে নাই।
৪ বাধে—তরু।
৫ ভালে—তরু।
৬ হেরি—তরু।
৭ এই পদটি ঘ-পুঁথিতে বিকৃতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অথ শ্রীকৃষ্ণরূপম্।

৬৭৫

শ্রীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

সুরপতি-ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে,
মালতী ঝুরি কি বলাকিনী উড়ে,
ভাল[১] কি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড[২],
করিবর-কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড।
ও কি শ্যাম নটরাজ—
জলদকলপতরু তরুণী সমাজ॥ ধ্রু॥
কর কিসলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ,
মুরলী-মুরলী কিয়ে চাতকভাষ,
হাস কি ঝরয়ে অমিঞা মকরন্দ,
হার কি[৩] তারক মোতিক ছন্দ,
পদতল[৪] থলকমল কি ঘন রাগ[৫],
তাহে কলহংস কি[৬] নূপুর জাগ।
গোবিন্দদাস কহ[৭] কিয়ে মতিমন্ত
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ[৮] বসন্ত।

গী—৫, কী—৪০, তরু—১০৫০, ২৪৩৪।

পাঠান্তর—

১ ভালে—ঙ-পুঁথি।
২ "বিধু আধ খণ্ড" স্থলে
ঘ-পুঁথিতে আছে—"বিধুয়া বিখণ্ড।"
৩ হারক—ঙ-পুঁথি।
৪ পদতলে—তরু।
৫ পদতলে কি থল কমল ঘন রাগ—তরু।
পদতল সুথল কমল অনুরাগ—গী।
পদতল থল কি কি কমল ঘন রাগ—কী।
৬ তাহে কলহংসক—গী।
৭ কহয়ে—তরু, গী। তরুতে ও গী তে 'কিয়ে' নাই।
কহে—ঙ-পুঁথি।
৮ দ্বিজরায়—তরু, গী। কী-তে "কহ কিয়ে" নাই।

টীকা—শিখিপুচ্ছ—ইন্দ্রধনু, মালতীমালা—বলাকা, ললাট—অর্ধচন্দ্র, ভুজদণ্ড—হস্তীশুণ্ড, কুচ—জলদ ও কল্পতরু, কর—কিশলয় ও অরুণোদয়, মুরলীমুরলী—চাতকভাষ, হাস্য—অমৃত ও মকরন্দ, হার—তারকাদ্যুতি, পদতল—স্থলকমল ও ঘনরাগ এবং নূপুর কলহংসের তুলনা। "তরুণীসমাজ"—ইহা যুবতীসমাজকে সম্বোধন করিয়া সখীরূপী পদকর্তার উক্তি।

অথাভিসারঃ।

৬৭৬

করুণশ্রীরাগ-প্রতিমঠকতালৌ।

কাননে সবহুঁ[১] কুসুম-পরকাশ[২]।
সারী-শুক-পিককুল মধুরিম[৩] ভাষ।
ময়ুর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ[৪]।
শুনইতে তাকর[৫] ভেল উনমাদ[৬]।
দেখ দেখ নাগররাজ।
চললহি সঙ্কেত কুঞ্জক মাঝ।[৭]

কিসলয় পুঞ্জহি শেয বর কেল[৮]।
তিলু একু বৈঠি[৯] তরখিত ভেল[১০]।
পথ হেরি আকুল বিকল পরান[১১]।
অবহু না সুন্দরী কয়ল পয়ান।
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিশে[১২] হেরই[১৩] গোবিন্দদাস।

তরু—১০৫১, সং—১০, কী—২১৩।

টীকা—অভিসারকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমেরউগ্রতা দেখানো হইয়াছে।

৬৭৭

আশাবরীরাগ-বৃহদেকতালীতালৌ।

অভিসার লাগি বেশ বনাওত
সখীগণ আনন্দ পাই।
কোই চিরণি ধরি চিবুক[১] চিত্র করি
সিন্দুর তিলক বনাই।
দেখ[২] ভুবনমনোহর রাই।
ও মুখ ছান্দে চান্দ মলিন তহুঁ[৩]
থির হোই নিরখই[৪] তাই। ধ্রু।

পাঠান্তর—

১ সকল—সং।
২ কাননে ভেল সব কুসুম বিকাশ—কী।
কাননে সবহু কুসুম বিকাশ—খ-পুঁথি।
৩ সুমধুর—সং।
৪ গুঞ্জত ভ্রমর-ভ্রমরী উতরোল—সং, কী।
৫ চকিত—খ-পুঁথি।
৬ মধুলোভে মাতি পাই মালতীকোল—সং, কী।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ—তরু।
৭ এই কলিটি সং-ও কী তে নাই।

৮ "কিসলয় পুঞ্জহি" ইত্যাদি চরণ দুইটি স্থলে সং ও কী তে আছে—
ভমি ভমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেয বিছাওল কিসলয় পুঞ্জে।
কিসলয় পুঞ্জহি সেজ-বন-কেলী—ঙ-পুঁথি।
খ-পুঁথিতে "-বন-"স্থলে-"বর-" আছে।
৯ বেরি—খ পুঁথি।
১০ ভেলি—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১১ ব্যাকুল প্রাণ—সং।
১২ চৌদিগে—মূল-পুঁথি।
১৩ হেরত—সং, কী। হেরই—খ-পুঁথি

পাঠান্তর—

১ চিবুর—বহু, খ-পুঁথি।
২ দেখ দেখ—তরু।
৩ -তনু—তরু। ভেল—ঙ-পুঁথি।
৪ নিরখত—ঙ-পুঁথি।

কোই কছু আভরণ[৫] অঙ্গে চড়ায়ত

চতুঃসম কোই[৬] লাগাত।

সকলক শ্যাম- সুখক লিয়ে অন্তর-

অনুভব বরণি না যাত।

যাবক-রাগ চরণ-যুগ[৭] রঞ্জন

নায়ক রঞ্জনকারী।

ভণ রাধামোহন তুলহ সো সেবন

ভাগি কি ঘটব হামারি।

টীকা—রাধার প্রসাধনকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে।

"চতুঃসম" চন্দন-কুঙ্কুম-কর্পূর মৃগমদ

৬৭৮

শ্রীরাগ-যতিতালৌ।

সুন্দরি না করু[১] পসাহন[২] আন।

এতনি নেহারি মুগধ মধুসূদন

দিন-রজনী নাহি জান॥ ধ্রু॥

সিন্দুর তরুণ[৩]-অরুণ রুচি রঞ্জিত

ভাল[৪] সুধাকর ভাঁতি[৫]।

সো ঘন চিকুর তিমিরচয় চুম্বিত

এহো অপরূপ পরপাতি[৬]।

লোচনযুগল কমল কিয়ে কুবলয়

খঞ্জন[৭] চারু চকোর।

কাজর রাগে[৮] পড়ল কিয়ে আকুল[৯]

তাঁহি[১০] ভ্রমই অলি যোড়॥

তবহুঁ[১১] যো হাসি অধরে দরশায়সি

অরুণিম-কৌমুদী কান্তি।

মোহিত জন কি বিফল[১২] পুন মোহন

গোবিন্দদাস নাহি ভ্রান্তি॥

কী—১০৫।

টীকা—রাধার কোনো এক সখী রাধারূপের উল্লাস বিষয়ে কথনান্তর শ্রীকৃষ্ণের তদধীনত্ব বর্ণনা করিতেছে। রাধারূপ স্বত উল্লসিত, তাহাতেই মধুসূদন মুগ্ধ। ইহার উপর আর প্রসাধনের প্রয়োজন নাই।

এই পদে সিন্দুর—অরুণ, ললাট—চন্দ্র, চিকুর—তিমির, লোচন—কমল, ইন্দীবর (প্রথমে সামান্য ভাবে পদ্মের উল্লেখ করিয়া বিশেষ ভাবে নীলপদ্ম বা কুবলয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে)। খঞ্জন ও চকোর, কাজল—জাল, চক্ষু তারকা—ভ্রমর এবং অধর-হাস্য গোলাপি জ্যোৎস্নার সহিত তুলনীয় হইয়াছে।

"মোহিত জন কি বিফল পুন মোহন"—যে জন মোহিত হইয়াই রহিয়াছে তাহাকে পুনরায় মোহিত করিয়া ফল কি?

---

৫ অভরণ—ঙ-পুঁথি।

৬ পাত্ত—তরু।

৭ চরণ যুগে—তরু।

পাঠান্তর—

১ করু—ঙ-পুঁথি।

২ রূপ পসাহন—কী।

৩ অরুণ—কী।

৪ ভালে—ঙ-পুঁথি।

৫ ভালে সুধাকর কাঁতি—কী।
ভালে সুধাকর পাতি—ঙ-পুঁথির এই পাঠ গৃহীত হইল।

৬ এহো অতি অপরূপ ভাতি—কী।
ভাঁতি—মূল পুঁথি।

৭ গঞ্জন—ঘ-পুঁথি। এস্থলে সমাসবদ্ধরূপে পড়িতে হইবে "গঞ্জন-চারু-চকোর।"

৮ কাজল-জালে—ঙ-পুঁথি।
কাজল জনি জালে—গ-পুঁথি।

৯ কাজর জালে পড়ল যব আকুল—কী।

১০ তহিঁ—কী।

১১ পুনত—কী।

১২ মোহিতজনকি কি ফল—ঙ-পুঁথি।

৬৭৯

শ্রীরাগ-চন্দ্রশেখরতালৌ।

নিরুপম কাঞ্চন-রুচির[১] কলেবর
লাবণি ধরণী[২] বরণি নাহি হোই।
নিরমল বদন হাসরস-পরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বর[৩] রোই॥
আজু বনি নবরঙ্গিণী রাই[৪]।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই॥ ধ্রু॥
লোল অলক[৫] তিলকাবলী রঞ্জিত
সীঁথহি কাঞ্চন-কমল উজোর।
লোচন মধুকরী চলত[৬] ফিরি ফিরি
শ্রুতিকুবলয়-পরিমলে[৭] কিয়ে ভোর॥
শ্যামর চিতচোর কুচকোরক[৮]
নীল নিচোল-কোরে করু বাস।
যাবক-রঞ্জিত অরুণ চরণ তলে
জীউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস॥

ক—১১৮, কী—১৮, তরু—১০৫৪, ২৪৬৫।

টীকা—অভিসারোচিত বেশ রচনা করিয়া রাধার লাবণ্যাদি কোনো সখী বর্ণনা করিতেছে।

"নিরমল বদন হাসরস-পরিমলে" ইত্যাদি—বদন নির্মল এবং তাহাতে হাস্যরস-পরিমল। রস বা মধু ও পরিমলের উল্লেখ করাতে নির্মল বদনের উপমা প্রস্ফুট পদ্ম আক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই মুখপদ্মের সৌরভে আকাশে চন্দ্র মলিন হইয়াছে।

"শিঙ্গারিণী সাই" শৃঙ্গারোচিত বেশভূষাযুক্ত সখীগণের সহিত॥

পাঠান্তর—

† -শেখরতালৌ—ঙ-পুঁথি।
১ রুচি—ঙ-পুঁথি।
২ বসারণি অবনী বরণি নাহি হোই—ক।
লাবণি বারণি নাহি হোই—কী, তরু।
লাবণি বরণী না হোই—মূল-পুঁথি।
৩ অম্বরে—কী, তরু, ঙ-পুঁথি।
৪ আজু বনি নব রস-রঙ্গিনী রাই—মূল-পুঁথি।
৫ অলকা—ঘ-পুঁথি।
৬ চলতহি—ক, কী।
৭ শ্রুতি-পরিমলে—ঙ-পুঁথির এই পাঠ রুচ্যাদুষ্ট।
৮ "জোর"—শব্দটিও লেখিত ছিল।

৬৮০

সিন্ধুড়ারাগ-নন্দনতালৌ।

শরদসুধাকর- মণ্ডল-মণ্ডন-
খণ্ডন বদন[১] বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর
চিত-চোরায়লি[২] হাস॥
আজু নব শ্যাম-বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু- যুথ-শত-সেবিত-
লাবণি বরণি না যাই॥ ধ্রু॥
কবরী-কুসুমে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি[৩] উতরোল।
সকল অলংকৃতি কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতি[৪]
কিঙ্কিণী-রণরণি বোল॥
পদপঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
পূরিত-খঞ্জন-ভাব।
মদন-মুকুর মঞ্জু নখমণি-দরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস॥

সং—৩৫৬, তরু—১০৫৫, ২৪৬৩।

পাঠান্তর—

১ মদন—সং।
২ চিত চোরাওল—সং। চিত-চোরায়ল—ঙ-পুঁথি।
৩ ফিরি ফিরি—ঘ-পুঁথি।
৪ "কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি" ঘ-পুঁথিতে নাই।
৫ মদন-অঙ্কুর—সং।

টীকা— অভিসার ও রাধারূপ ব্যক্ত হইয়াছে। "সকল অলংকৃতি-কঙ্কণ-রঙ্গতি"—অলংকারের মধুর শব্দ কঙ্কণের ঝঙ্কার—এই উক্তির দ্বারা অভিসারগতি লক্ষিত হইয়াছে।

"পূরিত খঞ্জনভাষ"—যেন খঞ্জনপক্ষীর কাকলি রহিয়াছে নূপুরধ্বনির মধ্যে।

প্রথম পংক্তিতে "মণ্ডন" শব্দের অর্থ ধরিতে হইবে "শোভা।"

৬৮১

বেলোয়ারবাগ-নন্দনতালৌ।

কঞ্জচরণ যুগ যাবকরঞ্জন
গঞ্জনগঞ্জন মঞ্জীর বাজে[১]।
নীলবসন মণি- কিঙ্কিণী রণরণি
কুঞ্জর-গমনদমন[২] ধীনি মাঝে।[৩]
সাজলি[৪] শ্যামবিনোদিনি রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গিণী রঙ্গিণী[৫]
মদনমোহনমনোমোহিনী ছাঁদে।[৬]

কনককটোর- চোর[৭] কুচ-কোরক-
যোড়ে উজোরল মোতিম দাম।
ভুজযুগ থির- বিজুরি পরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিত[৮] চমকিত কাম।
মধুরিম হাস সুধারস[৯]-নিরসন
দশন-জ্যোতি[১০] মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণিকুণ্ডল
দশ দিশ ভরল কুসুমশর-পাঁতি[১১]।
ঝাঁপল কবরী ভালে অলকাবলী[১২]
ভাঁউ-ধনুয়া জনু[১৩] মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
মূরতি শৃঙ্গাররেবী-[১৪] অধিদেবী॥

ক—১০।৮. সং—৩৫৭,
তরু—১০৩৭, কী—১০০।

টীকা—"কঞ্জচরণ" ইত্যাদি দ্বারা অসমোর্দ্ধরূপবর্ণন-পূর্বক অভিসার স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাধা অভিসারের জন্য সজ্জিত হইয়াছেন। তিনি কুঞ্জরগমনা (বা কুঞ্জরদমনগমনা)। তিনি শৃঙ্গারের মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পাঠান্তর—

১ বাজ—সং।
২ মদন—মূল-পুঁথি।
৩ ধীনি বায়—সং। ধিন মাঝে—ঙ-পুঁথি।
ধিনি মাঝ—খ-পুঁথি।
৪ সজনি—মূল-পুঁথি, খ-পুঁথি।
৫ অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম ক।
৬ টীকায় রাধামোহন পাঠান্তর ধরিয়াছেন—"অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম কোটি মদনমনোমোহিনী ছাঁদে।"
বহু ও মূল পুঁথির পাঠ—
"সঙ্গ হি রঙ্গ-তরঙ্গিনী রঙ্গিনী
মদনমোহ মনোমোহিনী ছাঁদে।"
এই পাঠটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল।
ঙ-পুঁথির পাঠ তৃতীয় চরণাংশে—
"মদনমোহনমোহিনী ছাঁদে।"
খ-পুঁথির পাঠ "মদনমোহন মনোমোহিনী ছাঁদে।"

---

৭ জোর—সং। এই পাঠটি ভাল। "চোর" শব্দের অর্থ "চিত্তহারী" হইবে।
৮ ঝলকিত—ক, সং।
৯ পরিমল—সং।
১০ দশন জ্যোতি জিনি—সং।
দশন জ্যোতি জিতি—ক।
দশন জ্যোতি কি-এ—ঙ-পুঁথি।
১১ মদনশরপাঁতি—ক, সং, তরু।
১২ তিলকাবলী—সং।
১৩ বহুতে 'জনু' নাই।
১৪ মুরতি শৃঙ্গাররেব—সং।
মুরতি শৃঙ্গার বেদি—ঙ-পুঁথি।

তাঁহার কণ্ঠে উজ্জ্বল মুক্তাদাম, ভুজযুগে মণিময় কঙ্কণ ও কর্ণে মণিকুণ্ডল (অন্যান্য অলঙ্কার অনুমেয়)। তাঁহার পয়োধর কনককটোরাযুগলের শোভাজয়ী, ভুজযুগ স্থির বিদ্যুতের তুলনা, মধুর হাসি সুধাজয়ী, তেমনি দশনজ্যোতিও মুক্তাকান্তিজয়ী।—কপোল সুন্দর এবং কটাক্ষে দশদিকে পুষ্পশরপংক্তিতে পূর্ণ। তাঁহার কবরী মুখমণ্ডলের পটভূমি, ললাটে কুঞ্চিত ভ্রমরক। তাঁহার ভ্রূধনুকে স্বয়ং মন্মথ সেবা করিতেছেন।

৬৮২

কামোদরাগ-ধ্রুবতালৌ[†]।

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও[১]।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
অনত অনত চলি যাও[২]। ধ্রু।
মুখমণ্ডল কিয়ে শরদ সরোরুহ
ভালে কিয়ে[৩] অটমিক চন্দ।
মধুরিপু মরমে ভরম যাঁহা ঐছন
তঁহি[৪] কি গণিয়ে মতি মন্দ।
জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থল-কমল উজোর।
তঁহি নখচন্দ্র ভরমভরে ঐছন
ততহি পড়ত জনি ভোর।
ভাউ-ধনুয়া যছু[৫] সুতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু পতগশিরে ডারবি[৬]
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ।

কী—১০৫, তরু—১০৩৮।

পাঠান্তর—

† রাগ ও তালের নাম খ-পুঁথিতে নাই।
১ ঝাঁপাউ—তরু। "এ ধনি বদনে আঁচর ঝাঁপাও—ঙ-পুঁথি।
২ যাহ—খ-পুঁথি।
৩ ভালহি—তরু, কী।
৪ তাহে—তরু, কী।
৫ কিয়ে—তরু।
৬ ডারসি—তরু, কী।

টীকা—সখীর উক্তি। রাধাবদন "মধুপ"-শব্দের দ্বারা "পদ্মের" সহিত এবং "চকোর" ও "বিধুন্তুদ" শব্দদ্বয়ের দ্বারা "চন্দ্রের" সহিত উপমিত হইল।

পথে সখী বাগ্‌ভঙ্গির দ্বারা রাধার রূপাদির বর্ণনা করিতেছে। রাধার ললাট অর্দ্ধচন্দ্রের তুলনা হওয়ায় রাহুর ভয় নাই, কারণ রাহু পূর্ণচন্দ্রকেই আক্রমণ করে। কিন্তু এমন কথা বলা চলিবে না কারণ স্বয়ং কৃষ্ণই ঐ ললাটকে পূর্ণচন্দ্র বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন; সুতরাং মন্দবুদ্ধি রাহু যে করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সখীর কথা শুনিয়া রাধা কটাক্ষ করিলে সখী তাঁহার ভ্রূভঙ্গিতে ঘনঘোর তিমিরের সৌন্দর্য দেখিলেন। "ভাল"-রূপ ইন্দুর কিরণে বিকশিত মুখরূপ কুবলয় দেখিয়া ভ্রমরেরা ধাবিত হইতেছে। সখী বলিতেছে—রাধা বলিও না যেন কর দিয়া বারণ করিব। কারণ ঐ করতল স্থলকমলের ন্যায় রক্তিম বলিয়া ভ্রমরেরা আরো ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং তোমার একটি মুখচন্দ্রের পরিবর্তে দশটি নখচন্দ্র দেখিয়া চকোর এবং রাহুও ছাড়িবে না। তোমার যে ভ্রূধনু-কম্পন, হে সুতনু, গিরিধরকেও কম্পিত করে তাহা কি অবশেষে ভৃঙ্গ ও চকোরের উপর বর্ষিত হইবে?

৬৮৩

কামোদরাগ-চঞ্চুপুটতালৌ।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধী[১] সাধে।
মদন-সুধারসে যো নিরমায়ল
তুয়া মুখমণ্ডল বাধে। ধ্রু।
ভালে[২] আধ ইন্দু অমিঞা[৩] আগোরল
ভাউ[৪] তিমির ঘন ঘোর।

পাঠান্তর—

১ বৈদগধি—কী, তরু।
২ ভাল—কী, তরু।
৩ অমিয়া—কী, তরু।
৪ ভাও—কী; ভাঙ্—তরু।

কিরণে বিকাশিত[৭] শ্রুতি কুবলয়পত্র
খাবই নয়নচকোর ॥
নাসাশিখর- সমুখে পুন উদিত[৬]
সিন্দুর ভানু উজোর।
অহনিশি বদন- কমল তেজি[৭] বিকশিত
শ্যামভ্রমর নাহি ছোড়।
অরুণ কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি
হার-তরঙ্গিনী-কূল[৮]।
কুচযুগ-কোক শোক নাহি জানত
গোবিন্দদাস কহ ফুর[৯]।
কী—১০৪, তরু—১০৩৪।

টীকা—পুনরায় অন্য এক সখী বাগ্‌বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত অর্থকে অন্যভাবে প্রকাশ করিতেছে।

অনেক ব্রহ্মাণ্ডগত বিধাতাগণের মধ্যে কোন বিধাতা স্ববৈদগ্ধ্য প্রকাশ করিবার জন্য মদন-সুধারস দিয়া রাধার মুখমণ্ডল নির্মাণ করিয়াছে? ধন্য—ধন্য সেই বিধাতা।

"ভালে আধ ইন্দু" ইত্যাদি অংশে অদ্ভুতোপমা; কেন না ইন্দু উদিত হইলে আর অন্ধকার থাকে না। নাসা শিখর তুল্য, তাহার উপরে সিন্দুরবিন্দু যেন উজ্জ্বল সূর্য এবং তাহার কিরণে মুখপদ্ম দিবানিশি বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। ফলে কৃষ্ণ-ভ্রমর তাহা ছাড়িতে পারিতেছেন না। অধরের রক্তিমা অরুণকিরণের তুলনা তাই হাররূপ তরঙ্গিণীর কূলে নিশীথের উদয় নাই। ফলে পয়োধররূপ চক্রবাক যুগলের বিচ্ছেদও নাই। ঘনসম্বন্ধ পয়োধর-সৌন্দর্য এস্থলে উপমার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে।

৫ কিরণ-বিকসিত—কী।
কিরণ-বিকাশিত—তরু।
৬ সমুখে উদিত পুন—তরু।
৭ তহিঁ—কী, তরু।
৮ হার তরঙ্গিণী তীরে—কী;
হার তরঙ্গিনি তীরে—তরু।
৯ গোবিন্দদাস কহ ধীরে—কী, তরু।

৬৮৪

মায়ূররাগ-যতিতালৌ[†]।
সমবয় বেশ- ভূষণভূষিত তনু
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
গজপতিনিন্দী[১] গমন সুমন্থর[২]
কিয়ে জিত-খঞ্জনকেলি।[৩]
দেখ রাই করব[৪] অভিসার।
শিরিষকুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার[৫]। ধ্রু।
যো থলকমল পরশে সুকোমল[৬]
ঝামর হৈ উপচয়।
সো অব তাঁহা[৭] কঠিন ধরণী মাহা
ভারত রহই[৮] নিশয়।
ঐছন ভাতি[৯] মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতীক যাঁহা উপদেশ।
ভণ রাধামোহন তঁহি যো আচরণ
হাম কিয়ে পাওব উদেশ[১০]।
তরু—১০১৭, ১০৫৬।

টীকা—অভিসারপূর্বক মিলন কথিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
† -প্রতির্যতিতালৌ—ঙ-পুঁথি।
১ গজগতি নিন্দি—তরু, ঘ-পুঁথি।
২ গমন অতি সুন্দর—তরু।
৩ কিয়ে জিয়ে খঞ্জনকেলি—ঘ-পুঁথি।
৪ করল—তরু।
৫ অনিবার—ঙ-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।
৬ অতি কোমল—তরু।
৭ যাঁহা তাঁহা—তরু, মূল-পুঁথি, ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
৮ বড়ই—তরু, ক-পুঁথি, ঘ-পুঁথি, মূল-পুঁথি।
৯ ভাতি—তরু।
১০ উদেশ—তরু, ঙ-পুঁথি ও মূল-পুঁথি। এই পাঠটি গৃহীত হইল। "উপদেশ"—বহ।

৬৮৫

ধানশীরাগ-যতিতালৌ।

নূপুর কলরব শুনই চমকিত[১]
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই বলই সব আভরণ[২]
অম্বর নহক সাম্ভার[৩]॥
সজনি অদভুত কান্থক নেহ।
আওসরি আদর ভাবহি বাদর
কি কয়ব না পাওই থেহ॥ ধ্রু॥
করগহি সঙ্কেত পুন পরবেশই[৪]
করু নীরাঞ্জন নিজ হাত।
শীকরযুত সর- সিজদলে বীজই
মলয়জ লেপই[৫] গাত॥
রাই পুন দরশ- পরশ-রসে নিমগন
লাজহি অবনত মুখ।
হেরি রাধামোহন সোই সুশোভন
মেটব[৬] পুরবক দুখ।

তরু—১০৪২।

টীকা—নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধার হস্ত গ্রহণ করিয়া পুনরায় কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশ করিলেন ও রাধার সেবায় আপন প্রেম নিয়োজিত করিলেন।

পাঠান্তর—

১ শুনইতে মাধব—তরু। শুন ইতে চমকিত—ঘ-পুঁথি।
২ আভরন—ঙ-পুঁথি।
৩ সম্ভার—ঙ-পুঁথি।
৪ সেই পরবেশই—তরু। পুন পরবেশই—ঘ-পুঁথি।
৫ লেপই—ঙ-পুঁথি।
৬ মিটব—তরু।

৬৮৬

বিহাগড়ারাগ-সমতালৌ।

তুয়া মুখ কমল- চান্দ[১]-আদি কবলই
নিবিড় চামর জিতি কেশ।
কনক-কমল-অলি জিনি অলকাবলী
শ্রুতি অছু গিধিনি-বিশেষ॥
তরুণী মুকুটমণি গোরি।
ভ্রূযুগল-রতনে কামধনু কম্পিত
পরাণ পুতলি তুহুঁ[২] মোরি। ধ্রু।
চঞ্চল নয়ন ইন্দীবর নিন্দই
গণ্ডহি জিতল মুকুর।
নাসা তিলফুল অধর পঙার কুল
স্মিত জিত-অমিয়াক পুর[৩]।
কুন্দ-কয়গবীজ- জিত-দ্বিজ-লাবণি
কণ্ঠহি[৪] কম্বুক শোভা।
বাহু-মৃণাল করযুগ-পঙ্কজ
মঞ্জু মনমধুকরলোভা॥
কুচযুগ-কোক লোম-ভুজঙ্গিনী
ত্রিবলী ত্রিবেণীবিলাস[৫]।
মাঝা বরসিংহ নিতম্ব করিকুম্ভ
উরু[৬] রম্ভা করু উপহাস॥
পদ থলকমল[৭] নখ জিত-চান্দ[৮] কত
লাবণি অমিঞাতরঙ্গ।
রাধামোহন পঁহু কহইতে ঐছন
ভাবে বিবশ ভেল অঙ্গ॥

পাঠান্তর—

১ চান্দ-কমল-আদি—গ-পুঁথি।
২ উহ—মূল-পুঁথি।
৩ জিত-অমিঞা-কর্পূর গ-পুঁথি।
৪ কণ্ঠক—ঙ-পুঁথি।
৫ ত্রিবেণী নিবাস—ঘ-পুঁথি।
৬ 'উরু' শব্দটি—ঙ-পুঁথি হইতে অর্থানুরোধে ও ছন্দানুরোধে গৃহীত হইল।
৭ পঙ্কজ কমল—ঙ-পুঁথি।
৮ নখ জিতি চান্দ—ঘ-পুঁথি।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে রাধার রূপাতিশয় বর্ণনা করিতেছেন। "কবলই" ঝঙ্কার দিতেছে। "অমিয়াক পুর" অমৃতপ্রবাহ। "দ্বিজ" দন্ত। "পড়ারকুল" প্রবালসমূহ। "লোমতুরঙ্গিনী" নাভিমূল হইতে স্তন পর্যন্ত লোমলতা। "কনককমল-অলি জিনি অলকাবলী" কনককমলের উপরিস্থিত ভ্রমরের তুলনা গৌর ললাটের উপর লম্বিত ভ্রমরক।

অতো গান-নটন-রাসাদিকং পূর্বোক্তৈর্গীতৈরপি যথা-সম্ভবং গেয়ম্। পূর্বানুক্তমপি দিগ্‌দর্শনন্যায়েন দর্শয়তি যথা।

টীকা—অনন্তর গীত, নৃত্য, রাসাদি যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাহা যথাসম্ভব গেয়। পূর্বে যাহা উক্ত হয় নাই তাহাও দিগ্‌দর্শন ন্যায়ে প্রদর্শিত হইতেছে "একে নব কুঞ্জ" ইত্যাদি দ্বারা।

৬৮৭

বেলোয়াররাগ-বৃহদেকতালীতালৌ।

একে নব-কুঞ্জ- কুসুম অতি মনোহর
ভ্রমরা[১]-ভ্রমরী-গুণ- গান রসাল।
রতন-প্রদীপ নীপপর[২] হিমকর
মদনদেব মনো- হর নটরাজ।
বিনোদিনী রাধা বর[৩]- নাগর কাণ।
নটন বিলাস উলাস পুলক তনু
এক শকতি দুহু এক[৪] পরাণ।
বাজন-বলয়া নূপুর মণিকিঙ্কিণী[৫]
শ্যাম বামে রহু গোরি কিশোরী।
দুহুক বাহু[৬] কন্ধপর হেলন
নব বারিদে যৈছে বিনোদ বিজোরি।
মৃদু মধুরস্মিত মিলিতদৃগঞ্চল
আনন্দে হেরি দুহু দুহুক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ- সায়রে গুতায়ল
অনঙ্গদাসচিত[৭] ঐছন মান[৮]।

টীকা—"ভ্রমরাভ্রমরীগুণ-গান-রসাল" শব্দের দ্বারা ভ্রমরগীতি ও ধ্রুবপদের পর হইতে তাহাদের নাট্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ ভ্রমর—খ-পুঁথি।
২ নীপ পরি—রহ।
৩ মাধব—খ-পুঁথি।
৪ একই—মূল-পুঁথি।
৫ নূপুর কিঙ্কিনী—খ-পুঁথি।
৬ দৌহা—ক-পুঁথি।
৭ অনঙ্গদাস মন—মূল-পুঁথি।
৮ জান—খ-পুঁথি।

৬৬৮

পূরবীরাগ-শেখরতালেৌ।

দুহু মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা[১]।
কান্থ মরকতমণি রাই কাঁচা সোনা ॥ ধ্রু ॥
চম্পককিশোরী গোরি অঙ্গ উজোর।
অতসীকুসুম তাহে শ্যামকিশোর ॥[২]
নবগোরোচনা গোরি কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর[৩]॥
রাই কান্থ[৪] বেড়িয়া যতেক ব্রজনারী।
অনন্তদাসের মন তাহে বলিহারি ॥

তরু—২১১, কী—১৩৩।

টীকা—এই পদে যুগলদর্শনসৌষ্ঠব বর্ণিত হইয়াছে। "অতসী কুসুম তাহে শ্যামকিশোর" এই পংক্তিতে অতসী-পুষ্পের সহিত কৃষ্ণের তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু অতসী-পুষ্প স্বর্ণাভ। সম্ভবত "অপরাজিতায়" কবির বিবক্ষা।

অতসীকুসুম—হরিতাল বা হরিদ্রাবর্ণ পুষ্প। সম্ভবত "অপরাজিতা" ফুলের সহিত ভ্রম ঘটিয়াছে। কিংবা অতসী কুসুমের স্বর্ণাভ বর্ণের উপর একটু শ্যামচ্ছায়াও দেখা যায়। রাধা-অঙ্গের স্বর্ণদ্যুতি কৃষ্ণ-অঙ্গে পতিত হইয়া অতসী-কুসুম-তুল্য হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ তুলা—বহ।
২ এই কলিটি তরুতে নাই।
৩ ইহার পর তরুতে—

কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল ॥
রাই-কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয়-চন্দ মিলল এক ঠাম ॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর ॥

৪। কানু—বহ।

৬৬৯

কামোদরাগ-মঠকতালেৌ।

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল
পরিমল বকুল রসাল।
রসের পসার পসারল রসবতী
রসগাহক মদনগোপাল[১]॥
বৃন্দাবনে কেলি-কলানিধি[২] কাণ।
হাস-বিলাস- গমন-দিঠি মন্থর
হেরি মুরছিত[৩] পাঁচবাণ ॥ ধ্রু ॥
নব যুবরাজ পরশি তরুণীমণি
পুছই মূলকি বাত।
তরলনয়নী হাসি মুখ মোড়ই
ঠেলহি হাতহি হাত।
দুহু রস-ভোর ওর নাহি পাওই রস
চাখই মদন দালাল[৪]।
দাস অনন্ত কহ ইহ রসকৌতুক
তরুকুল[৬] বোলে[৭] ভালি ভাল ॥

ক্ষ—২৯১৬, কী—২২৫, তরু—১৫০৮
ও দ্বিতীয় শাখা চতুর্থ পল্লব—২০৭ পৃ.।

টীকা—এই পদে তাঁহাদের নিত্যবসন্তোচিত লীলা-কৌশল দেখানো হইয়াছে। কৃষ্ণ রাধার হারমণির মূল্য জিজ্ঞাসা করায় রাধা হাসিয়া হাত ঠেলিয়া দিতেছেন। দুইজনে দুইজনের প্রেমে বিভোর—মদন দালাল-স্বরূপ হইয়া তাহাদের প্রেমরস চাখিতেছে। অথবা "পরশি তরুণীমণি (তরুণীশ্রেষ্ঠ)" কৃষ্ণ "পুছই মূলকি বাত" এই পংক্তির অর্থ "রসিকৈকভাবনীয়"।

পাঠান্তর—

১ রসগাহক গোপাল—ক্ষ।
২ কেলিনিধি—ম-পুঁথি।
৩ মুরছয়ে—তরু ; মুরছে—ক্ষ, কী, ক-পুঁথি।
৪ হাসি পরশি তরুণী নব যৌবনী—ক্ষ।
৫ মদনগোপাল—ক-পুঁথি।
৬ দ্বিজকুল—তরু।
৭ কহে—ম-পুঁথি।

৬৯০

কেদাররাগ-মঠকতালে।

রাই কানু মেলি প্রহেলী-আলাপন
রাগ-তাল-যুত গান।
বহুবিধ যুনটন রাসলাস্য অঙ্গ
করি কত বিবিধ বিধান॥
দেখ দেখ অদভুত সখীগণ ভাব।
দুহুক উলাসহি উলসিত অন্তর
মানই কত কত লাভ॥ ধ্রু॥
দুহুকর মানস রতিগত হোয়ল
অনুমানি পরম আনন্দে[১]।
যৈছন উহ রস হোয়[২] সমাপন
ঐছন করু পরবন্ধে[৩]॥
রতিসুখ-শেষ- আদি[৪] সমাপন
আনছলে কয়ল পয়ান।
অদভুত বৈদগধি অদভুত গুণগণ
করু রাধামোহন গান॥

তরু—২৮৫০।

টীকা—রাধাকৃষ্ণের গীত-নর্মপ্রহেলী-নৃত্যকৌশল ইত্যাদি, সখীগণের অন্যত্র গমন এইপদে বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ আনন্দ—খ-পুঁথি।
২ হোয়ত—খ-পুঁথি।
৩ পরবন্ধ—খ-পুঁথি।
৪ আনি—ঙ-পুঁথি।

৬৯১

বরাড়ীরাগ—প্রতিমঠকতালে।

আনছলে গমন কয়ল যব[১] সখীগণ
নিরজন[২] কুঞ্জকুটীর।
বৃন্দাবনহি[৩] বড়[৪] ঋতু শোভন
ঋতুপতি উচিত সমীর॥
কোকিল ভ্রমর মধুর আলাপই
মদনরাজ ধরু রাগ।
নিজ নিজ অভিমত সেবন করত [কত
তৈছন ধরু[৫] সডে[৬] মান॥][৭]
অপরূপ দুহুক বিলাস।
থাবর জঙ্গম সব তঁহি রঙ্গিম
নিজ সুখ অধিক উলাস॥ ধ্রু।
সুখময় শেষহি[৮] বৈঠি প্রেমমধু
পান কয়ল রতি লাগি।
নাগরী নয়ন- কোণে পুন হেরইতে
চেতন কছু পুন জাগি॥
নাগর কোরে তবহি আগোরল[৯]
অবশ ভেল দুহু অঙ্গ।
নিকুঞ্জ-জালপথ হেরই উনমত
সখীকুল উৎসব রঙ্গ॥

পাঠান্তর—

১ সব—ঙ-পুঁথি।
২ নিজ বন—ঙ-পুঁথি।
৩ বৃন্দাবনহি—খ-পুঁথি।
৪ ষট্‌, ঋতু—ক-পুঁথি।
৫ করু—বহ।
৬ সবে—বহ।
৭ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ—খ-পুঁথিতে নাই।
৮ সেজ—ঙ-পুঁথি।
৯ নাগর তবহি কোরে আগোরল—বহ, ঙ-পুঁথি।

ঐছন নিতি নিতি বিলাস অদ্ভুত
হোয়ত গোকুল ধাম।
আন ধাম দুলহ প্রেমরস পুরউ[১০]
রাধামোহন মনকাম॥

টীকা—এই পদে মধ্যানায়িকাজনোচিত রসবিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

৬৯২

কেদাররাগ-সমতালো †।

আধ নয়নে দুহু রূপ নিহারই
চাহনি আনহি ভাতি।
রসের আবেশে দুহু অঙ্গ হেলাহেলি[১]
বিছুরল প্রেমসঙ্গাতি॥
অতসী কুসুমসম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পকগোরি।
নবজলধরে যৈছে চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম[২] কোরি॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরিপরশে[৩] সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা লুনি।
রাই তনু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দভরে
শিরীষকুসুমকোমলিনী॥
বিগলিত[৪] কেশ কুসুম শিখিচন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
অবিরত প্রেমহিলোল॥

টীকা—অসমোর্দ্ধরসনিমগ্ন রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈবশ্য কথিত হইয়াছে। "বিছুরল প্রেম সঙ্গাতি" অর্থাৎ স্পর্শ-জনিত প্রলয়ভাবের উদয়বশত সম্প্রয়োগও বিস্মৃত হইল।

অতসীকুসুম—হরিতালবর্ণাভ পুষ্প। এস্থলে কৃষ্ণের বর্ণের সহিত উপমেয় নহে। তবে রাধা-অঙ্গদ্যুতি-উদ্ভাসিত কৃষ্ণ-অঙ্গের তুলনা হইতে পারে।

লুনি—নবনীত অথবা লবণ।

৬৯৩

ভূপালীরাগ-দশকোশীতালো।

দুহু রস ভোর হেরি পাঁচবাণ।
কেলিকলা নিয়ে[১] করত সন্ধান।
সেথ পুন চেতন দুহু অবলম্ব।
পুনহি অচেতন[২] যব পুন চুম্ব॥ ধ্রু॥
বিপুল পুলকবর যেন সঞ্চার।
চির থির নয়নে নীর অনিবার॥
কাঁপই থরহরি গদ-গদ ভাষ।
দুহু দুহুঁ পরশনে কতহু উলাস॥
আন আন সঙ্গ-রসে[৪] ভরু অঙ্গ।
কো কহ অনুভব প্রেমতরঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কহ হেরব রাধামোহনদাস॥

তরু—৭৬২, ১০৫৭, ২৮১৫।

---

১০ পিবউ—ড-পুঁথি।

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে রাগ ও তালের নাম নাই।
কেদাররাগ-দশকোশীতালো—ক-পুঁথি।

১ হেলা—ঙ-পুঁথি।

২ হরি—খ-পুঁথি।

৩ এস্থলে "সেহ"-শব্দ অপেক্ষিত। খ-পুঁথি হইতে গোরি পরশরসে—ড-পুঁথি। "সেহ" গৃহীত হইল।

৪ বিগলিত—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ কিএ—ঙ-পুঁথি, ড-পুঁথি।

২ পুনহি অচেতন—তরু, ড-পুঁথি।

৩ সেদ সঁচার—ড-পুঁথি।

৪ খ-পুঁথির "সঙ্গ-রসে" পাঠ গৃহীত হইল।
অন্যান্য পুঁথি ও গ্রন্থের পাঠ "সঙ্গ রঙ্গে"।

টীকা—পুনঃপুন স্পর্শজনিত সাত্ত্বিক ভাবোদয়। পুনঃপুন তাহার শান্তি। পুনরায় সাত্ত্বিকাদির উদয় ইত্যাদি "দুহু রসভোর" অংশে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

"পঞ্চবাণ" এস্থলে অপ্রাকৃত কন্দর্প।

৬১৪

শ্রীরাগ-বৃহদেকতালীতালৌ।

পহিল সমাগম রাধা কাণ।
অতিরসে মগন[১] ভেল পাঁচবাণ॥ ধ্রু।
দুহু মুখ দরশনে দুহুক বিলোচনে[২]
আনন্দনীর নিঝাঁপই রে[৩]।
গদ গদ ভাষে[৪] আলাপই দুহু দুহু
চুম্বনে [বদন] ঢুলায়ই রে[৫]।
দুহু রসে ভাসি দুহুক অবলম্বই
রস তরঙ্গিত-অঙ্গ দুহুঁ[৬]।
নব নাগরী সঙ্গে নাগরশেখর
ভুলল গোবিন্দদাস পঁহু[৭]॥

ক—১১।১১, সং—২০১, তরু—২৭৫, কী—১৭০।

টীকা—"পহিল সমাগম" শব্দের অর্থ প্রথম মিলন নহে। ইহার অর্থ "মিলনের প্রারম্ভে"।

অপাকৃত মদন চেতন করাইয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেম-রসসিন্ধুতে স্বয়ং মগ্ন হইলেন।

পাঠান্তর—
১ নিমগন—ক।
২ দুহুক বিলোকনে—ক, তরু, ব-পুঁথি।
দুহুকর লোচন—সং।
৩ ইহার পর ক, সং, তরু ও কী-তে আছে
—আরতি পরশতি কুচকানকচল
শিরিবর থর কর কাঁপই রে।
৪ বোলে—সং ; ভাখে—ক।
৫ বদন—কহ বা পুঁথিতে নাই।
ইহা সং-হইতে গৃহীত হইল—অর্থানুরোধে।
চুম্বনে নয়ন ঢুলায়ই রে—ক, তরু।
৬ দুহুঁ রে—তরু।
৭ পঁহু রে—তরু।

৬১৫

বিহাগড়ারাগ-প্রতিমণ্ঠকতালৌ।

রতিসুখ-শয়ন[১] নিবেশই সুন্দরী
প্রমুদিতমানস ভেলি[২]।
বিহ্বল আন আন কেলিকৌতুক
অঙ্গগত নিধুবন কেলি[৩]॥
অদভুত মদনবিলাস।
বাই[৪]-দেহলত- পরিশোভিত
শ্রমজল-মুকুতা-বিকাশ[৫]॥ ধ্রু।
নিমিলিত নয়ন বয়ন[৬] বরশোভন
অলখিত সহজই হাস।
অনধীন বাহু- বল্লী অরু সব অঙ্গ
তেঁও উহ[৭] রহত উদাস॥
বিগলিত অঙ্গ- রাগ অরু আভরণ
বিগলিত কুঞ্চিত কেশ।
রাধামোহন চিতে নিতি নিতি ভাবই
ঐছন প্রেম-আবেশ॥

তরু—৭৬৩,১০৪৮।

টীকা—উজ্জ্বলনীলমণির "শ্রমজলনিবিড়াং" ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণে এই পদের অর্থ ধরিতে হইবে।

এই পদে মধ্যানায়িকার সাহজিক সুরত-মোহ বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—
১ শয়নে—ক-পুঁথি।
২ ভেল—ঙ-পুঁথি, ব-পুঁথি।
৩ কেল—ব-পুঁথি।
৪ রাইক—তরু, ঙ-পুঁথি।
৫ বিলাস—ঙ-পুঁথি।
৬ 'বয়ন' শব্দ ঙ-পুঁথিতে নাই।
৭ "তেঁ উহ"—ক-পুঁথিতে নাই।

মধ্যায়া : প্রাগল্‌ভ্যযোগাদ্‌বিবিধরতিষ্বপৌদ্ধত্যং যথা।

৬৯৬

শ্রীরাগ-নন্দনতালৌ †।

দেখ সখি যুগলকিশোর।
কালিন্দীকূল নিকুঞ্জক ওর॥ ধ্রু॥
[রসময় রূপ নিরুপম লাবণি
মরকত-কাঞ্চন-কাঁতি।
নারীপুরুষ দুহু লখই না পারিয়ে
ঐছে পরিরম্ভন ভাঁতি॥
ঘন ঘন][1] চুম্বন লুবধ বদন দুহু
বিগলিত স্বেদ-উদবিন্দু।
হেরইতে মরমে ভরম[2]-পরিপূরিত
কো বিধুমণি কো ইন্দু॥
সিন্দুর অরুণ[3] চন্দন[4] বিধুমণ্ডল
সঘন উদিত এক সঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহ সব অপরূপ নহ
রাধামাধবরঙ্গ॥

টীকা—এই পদে শ্রীরাধার প্রাগল্‌ভ্যাঞ্জন বর্ণিত হইয়াছে। "সিন্দুর-অরুণ চন্দন বিধুমণ্ডল সঘন উদিত এক সঙ্গ" অংশে শৃঙ্গার সম্ভোগ-কৌশলের অবস্থিত বিশেষ সূচিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

† তালাভাব্—ঙ-পুঁথি।
১ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ. ঙ-পুঁথিতে নাই।
২ প্রেম—খ-পুঁথি।
৩ 'অরুণ' শব্দ ঙ-পুঁথিতে না থাকায় ছন্দঃ পাত দোষ ঘটিয়াছে।
৪ 'চরণ'—বহুর এই পাঠ ভ্রমাত্মক।

৬৯৭

কেদাররাগ-সমতালৌ †।

রতিরণরঙ্গভূমি বৃন্দাবন
রণবাজন[1] পিকুরাব[2]॥
দুহু চচল মনমথ-মদকুঞ্জরে[3]
পরিমলে অলিকুল ধাব॥
দেখ সখি রাধামাধব মেলি[4]।
দুহুক[5] চপল চরিত নাহি[6] সমুঝিয়ে
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি॥ ধ্রু॥
দুহু ভুজ পাশে[7] দুহুক ঘন বান্ধই[8]
অধরসুধা করু পান॥
ঘন[9] নূপুরধ্বনি ঘন[10] মণিকিঙ্কিণী[11]
কঙ্কণ-বলয়-[12] নিশান॥
জর-জর চন্দন কবচ[13] কুচকঞ্চুক
বিপুল পুলক ফুলবাণ।
আকুল বসন রসন মণি-আভরণ[14]
গোবিন্দদাস রসগান॥

ক—১২।১৬, সং—২০৩,
কী—২০২, তরু—২৮১।

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে তালের নাম নাই।
দশকোশীতালৌ—ঙ-পুঁথি।
১ রণবাদত—খ-পুঁথি।
২ পিকুনাদ—সং।
৩ কুঞ্জর খ-পুঁথি।
৪ কেলি—খ-পুঁথি।
৫ দুহু কর—তরু।
৬ কহি—খ-পুঁথি।
৭ পাশ-পরি—তরু।
৮ দুহুঁ জন বন্ধন—তরু।
৯ দুহু—ক, তরু।
১০ দুহুঁ—তরু।
১১ মানিক মেলে—খ-পুঁথি।
১২ কিঙ্কিনী বলয়া—খ-পুঁথি।
১৩ কবরী—তরু; করজ—সং।
১৪ আকুল বসন চিকুর শিথিলক—তরু।
আকুল রসন বসন মণি-অভরণ—খ-পুঁথি।

সম্ভব্য। ধ্রুবপদের পর হইতে তরু এবং ক্ষণদার সন্নিবেশের ব্যতিক্রম আছে।

টীকা—শৃঙ্গার-সম্ভোগ-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

৬৭৮

কামোদরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

সজনি হেরি হেরি দুহু দিঠি ঝাঁপ[১]।
মনমথ-সমরে কুসুমশর কো কহ
সোঙরি সোঙরি জীউ কাঁপ। ধ্রু।
রাধামাধব কুঞ্জে বৈঠলি[২]
রতিরণরঙ্গক শালা[৩]।
রণবাজন ঘন কোকিল কলরব
ঝঙ্কৃত মধুকরমালা॥
পহিলহি[৪] রাই নয়নশরে জর জরু[৫]
আকুল কুঞ্জররাজ[৬]।
ভুজযুগ-বরুণ- পাশে ধনি[৭] বান্ধল
নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ॥
তোরলি[৮] রাই তাঁহি পুন হরি উরে
কুচকাঞ্চনগিরি হান।
সো গিরিধর বর[৯]- নখরে বিদারল
বিচলিত মানিনী মান॥
শ্রমভরে দুহু দুহু অধর মধু[১০] পিবই
দুহু গুণ দুহু পরশংসে।
দুহু গণ্ডমুকুর[১১] হেরি হেরি ভরমহি
নিজ ছায়হি দুহু দংশ॥
সিন্দুর দহন- বাণ হেরি মাধব
মৃগমদ[১২] জলদে[১৩] নিভাউ।
পিঞ্ছমুকুটভরে বেণীভুজঙ্গিনী
বিগলিত মহী গড়ি যাউ॥
মাতল মদন- রাজ মদ-কুঞ্জর
অলক অঙ্কুশ নাহি মান।
তোড়ল নীবীবন্ধ সীমক বন্ধন
নিজ পর দুহু নাহি জান।
রতিরণ তুমুল[১৪] পুলককুল-সঙ্কুল
ঘন মণিমঞ্জীর বোল।
নিজমনে মদন পরাভব মানল[১৫]
কুণ্ডল গণ্ডহি লোল[১৬]।
অনুখণ কিঙ্কিণী- কঙ্কণ[১৭] ঝঙ্করু[১৮]
রতিজয়-মঙ্গল তুর।
মনমথ-কেতু মকর গড়ি যাওত
গোবিন্দদাস কহ করু[১৯]॥

ক্ষ—২২।১০, তরু—১৪২৭।

টীকা—রণের সহিত রতির তুলনা। রণবাদ্য—কোকিল কলরব ও মধুকর-ঝঙ্কার। কটাক্ষ—শর। আলিঙ্গন—বরুণপাশ। পয়োধর—ক্ষেপনীয় গিরিখণ্ড।

পাঠান্তর—

১ "দুহু দিঠি ঝাঁপ" স্থলে ঘ-পুঁথিতে—"দুহু ঝাঁপ।"
২ কুঞ্জহি পৈঠল—তরু ; নিকুঞ্জে পৈঠল—ক্ষ।
৩ রতিরণরস বশালা—তরু।
৪ পহিল—ঙ-পুঁথি।
৫ হানল—তরু।
৬ কুঞ্জক রাজ—তরু, ক্ষ।
৭ ধরি—তরু।
৮ রোখলি—তরু, ক্ষ।
৯ বর—তরু।
১০ ঘ-পুঁথিতে নাই।
১১ দুহু গত সুন্দর—ঙ-পুঁথি।
১২ মৃগমদে—বহু-পুঁথি।
১৩ সে জলদে—ঘ-পুঁথি।
১৪ তুমুল—তরু, ক্ষ।
১৫ পাওল—তরু।
১৬ কুণ্ডহি গত হিলোল—ঙ-পুঁথি।
১৭ কঙ্কন-কিঙ্কিনী—ঙ-পুঁথি, ঘ-পুঁথি।
১৮ অনুখন কঙ্কন কিঙ্কিনী ঝঙ্করু—বহু।
১৯ দুর—বহু।
এই পদটি ঘ-পুঁথিতে ভুলে পরিপূর্ণ।

নখর—ভেদক অস্ত্র। মধুপান—চুম্বন। দংশ—দংশন। সিন্দুর—দহনবাণ। মৃগমদ—জলদবাণ। ময়ূরপুচ্ছ—ময়ূর। বেণী—ভুজঙ্গী। মদন—কুঞ্জর। অলক—অঙ্কুশ। বোল—মণিমঞ্জীর। কিঙ্কিণী-কঙ্কণ-ঝঙ্কার—রতিজয়মঙ্গলতূর্য। মকরকুণ্ডল—মন্মথকেতু (কৃষ্ণের পরাজয় "গড়ি যাওত" শব্দের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে)।

অত্রাপি পূর্বোক্তবৈপরীত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্।

টীকা—এ স্থলেও পূর্বোক্ত বৈপরীত্যাদি অর্থাৎ বিপরীত-সুরতসম্ভোগাদি জ্ঞেয়।

অথ স্বাধীনভর্তৃকা।

তত্র কেবল মধ্যা যথা।

৬৯৯

পঠমঞ্জরীরাগ-বৃহদেকতালীতালৌ।

রতি-অবসানে বৈঠি বরনাগরী
উদসল আপক দেহ।
হেরইতে অবনত বদন কমল পুন
কি করব না পাওই থেহ॥
প্রেমে[১] রাই রূপধারী।
ইঙ্গিতে নিজবেশ- করণে নিয়োজল
রতিসুখে কুঞ্জবিহারী[২]॥ ধ্রু॥
ঈষদবলোকনে মাধব[৩] হেরইতে[৪]
নয়নহি আনন্দনীর।
যছু বর বিধুমণি বিধুকর-পরশনে
তৈছনে সকল শরীর।
অলক সম্ভারিতে পহিলহি কাঁপই
বর করে পরশিতে কান্ত।
কহ রাধামোহন বেশ হোয়ব কৈছে[৫]
চূড় চরণ পরিযন্ত॥

তরু—৩০৩, ২৭৩১।

টীকা—"চূড়া" হইতে "চরণ" পর্যন্ত।

৭০০

ললিতরাগৈকতালীতালৌ।

আনন্দনীর ঝরনে হরি বারত[১]
অলক তিলক নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে হরিমুখ হেরইতে
থরহরি কাঁপই[২] রাই॥
দেখ সখি[৩] রাধামাধব-নেহ।
নাগরী-বেশ বনাওত নাগর
ভাবে অবশ দুহু দেহ॥ ধ্রু॥
কোরহি ঝাঁতি পুনহু হরি সাজত
পীন পয়োধর যোড়।
শ্যামল করপঙ্কজ- জলে খোয়ল
মৃগমদচীত উজোর॥
মরমক বোল কহত দুহু আকুল
রোধল গদ গদ ভাষ।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

তরু—২৭৩২ সং—২৪৪।

টীকা—কেবল মধ্যাগুণাশ্রিতা শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তৃকাত্ব ও প্রেমবৈবশ্য-পরিপাটী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"ইঙ্গিতে কি কহল" দ্বারা স্বাধীনভর্তৃকাত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

পাঠান্তর—

১ প্রেম—তরু, ক-পুঁথি।
২ কুঞ্জবর—ক-পুঁথি।
৩ বরতে 'মাধব' নাই।
৪ হেরই—ক-পুঁথি।
৫ বেশ কৈছে হোয়ব—তরু।

পাঠান্তর—

১ বারই—সং।
২ কাঁপয়ে—তরু।
৩ দেখ—সং।

৭০১

ললিতরাগৈকতালীতালৌ।

আনন্দনীরে যতনে বারি হরি
অলক তিলক নিরমাই।
ঈষদবলোকনে রাই সুকম্পিত
কোরে ঝাঁপি পুন তাজি॥
মৃগমদ-চিহ্ন করত কর-পঙ্কজে
ঘামহি খোয়ল ওই[1]।
ভাবে অবশ দুহু বেশ না হোয়ল
মনহি করত তব কোই॥
হরি হরি সোই করব কিয়ে নেহ।
নাগরী-নাগর- সেবনপরা সখি
যাক সোঁপল হাম দেহ॥ ধ্রু॥
যাকর বচনহি দুহুক সুসেবন
অটউত্তি ইহ বড় ভাগি।
দুহুঁ আনি সুখে সেবনে নিযোজব
ভাব-শয়ন সঞে জাগি॥
দুহুকর বেশ ভূষণ করি হিয়জল
তাম্বূল দেই যোগাই।
মলয়জ-কর্পূর মীত[2] অনুলেপন
পুন পুন গাত লাগাই॥
শীকর-লগন নলিনীদলে বীজই
মৃদু সম্বাহন করি পায়।
দাস রাধামোহন চিতে কর অনুমান
তব পুরয়ে মন সাধ॥

তরু—২৭০৩।

টীকা—"মনহি করত তব কোই" কোনো এক সখী মনে মনে ভাবিলেন সেবনের কথা। "যাক সোঁপল হাম দেহ"—যাহাদের সেবা করিবার জন্য দেহ সমর্পণ করিয়াছি।

পাঠান্তর—
১ ওই—ঘ-পুঁথিতে নাই।
২ শিত—তরু।

প্রাগল্ভ্যযোগাৎ স্বাধীনভর্তৃকা।

৭০২

ভূপালীরাগ-মঠকতালৌ।

আকুল কুটিল অলককুল সম্বরি,
গাঁথি বনাই বাঁধু পুন কবরী,
তঁহি সমরেহ সিন্দুরক বিন্দু[1],
কুঙ্কুমে মাজি সাজ[2] মুখ-ইন্দু।
[এ হরি রতিরস[3]-অবশ রসাল
বিঘটিত বেশ বনহ[4] পুনবার[5]। ধ্রু।
কাজরে উজরহ[6] লোচন-ভ্রমরী,[7]
শ্রুতি-অবতংসে কিসলয়-চমরী।
পীন পয়োধরে থির কর আপি
মৃগমদে রচহ[8] নখপদ ঝাঁপি।
বিগলিত কঙ্কু-বলয়গণ[9] মোর,
চরণে[10] পিঁধায়হ নূপুর যোড়[11]।
মেটল যাবকপদে পুন লেখ—
গোবিন্দদাস দেখউ[12] পরতেক[13]।

ক—২০।১২, কী—১২৫,
তরু—২৭০৪।

পাঠান্তর—
১ এই পংক্তিটি খ-পুঁথিতে নাই।
২ সাজহ—ক।
৩ অতিরসে—কী।
৪ বাঁধহ—ক।
৫ বন্ধনী চিহ্নিত অংশ স্থলে ঙ-পুঁথিতে আছে।
"এ সখি রতি-অবসান। বিঘটিত বেশ বনাই পুন কান॥"
৬ উজোর—ঙ-পুঁথি।
৭ লোচনে রচহ কাজর ভমরী—কী।
৮ রচন—ঙ-পুঁথি।
৯ বলয়গন—ঘ-পুঁথি।
১০ বীরে—মূল-পুঁথি; নীরে—তরু; কী,
সাথি—ক। সিরে—ঘ-পুঁথি।
১১ এই পংক্তিটি ঘ-পুঁথিতে নাই।
১২ দেখত—ক।
১৩ এই শব্দটি স্থানে স্থানে অতি বিকৃত পাঠে যোগে উদ্ধৃত হইয়াছে।

টীকা—অনন্তর শ্রীমতী স্ববেশরচনার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিতেছেন "আকুল কুটিলা" ইত্যাদি। কিশলয়চমরী অর্থাৎ কিশলয়গুচ্ছে কর্ণ ভূষিত কর। "নখপদ" নখচিহ্ন। "ছাপি" গোপন করিয়া। "সমরেহ" সমরেখাযুক্ত।

টীকা—রাধার বচন কৌশলময় এই পদ। "যামিনী শেষে বেশ করব তুহু অতএ কয়ল অনুবন্ধ" ইত্যাদি রাত্রি শেষেই বেশবাস করিবে এই সর্তে তোমায় অনুরোধ রাখিয়াছি। এখন অরুণ উদিত হইয়া গেল—কিছুই বুঝিতেছি না কেন তোমার হৃদয়ে কোনো ত্বরা নাই।

৭০৩

ভূপালীরাগ-নন্দনতালৌ †।

যামিনী শেষে[১] বেশ করব তুহু
অতএ কয়ল অনুবন্ধ।
উদিতহু অরুণ তবহু কিছু না বুঝিয়ে
তোঁহারি হৃদয় নিরবন্ধ[২]।
মাধব তুহু বর নিলজরাজ।
নাগরিমা গুণ গৌরব চাতুরী
অতিরসে ডুবব আজ॥ ধ্রু॥
লিখাইতে তিলক বদন ঘন মাজসি[৩]
চিকুর পরশি হসি মন্দ।
অঞ্জইতে[৪] নয়ন- যুগল[৫] ঘন চুম্বনে[৬]
আমর ভেল মুখচন্দ॥
চলইতে গেহ সঘন পরিরম্ভণে
ভুবরি দৈ ও জে অঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহই কো সমুঝই[৭]
রাধামাধবরঙ্গ॥

কী—১২৬।

৭০৪

ভূপালীরাগ-মঠকতালৌ †।

এ ধনি এ ধনি কর অবধান
কহ পুন কি করব অনুচর[১] কাণ।
গহিলহি তোঁহারি বচন-পরমাণে[২]
কিসলয়ে সাজলোঁ মদন-শয়ানে[৩]।
চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল
ঝটি খণে শ্রমজল সব দূরে গেল।
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি
বকুলমাল সঞে বাঁধলোঁ[৪] কবরী।
অঞ্জনে রঞ্জলোঁ এ দুহু নয়না,
তাম্বূলে পূরলোঁ পঙ্কজ-বয়না।
মৃগমদে লিখইতে উচ কুচযোড়
কাঁপে চপল করপল্লব মোর।
ইথে যদি রোখবি কাঞ্চনগোরি[৫]—
গোবিন্দদাস গুণ গাবউ তোরি[৬]।

ক—২০।১৩, কী—১২৫।

টীকা—কৃষ্ণের প্রত্যুত্তরসূচক পদ। "চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল"—ময়ূরচন্দ্রিকানির্মিত ব্যজনজনিত পবনের দ্বারা।

পাঠান্তর—
† সুহইরাগেতালীতালৌ—ঙ-পুঁথি।
১ শেষ—কী।
২ নীবী বন্ধ—মূল-পুঁথি। নিরবন্ধ—ঙ-পুঁথি।
৩ সাজসি—মূল-পুঁথি।
৪ রচইতে—কী।
৫ বয়ন—কী।
৬ চুমই—ঘ-পুঁথি।
৭ সমুঝব—কী।

পাঠান্তর—
† ধানসীরাগেকতালৌ—মূল-পুঁথি।
১ অনুগত—কী।
২ পরমাণ—ক ; অনুমানে—মূল-পুঁথি।
৩ মদন শয়ান—ক।
৪ বাঁধিনু—ক ; বান্ধনু—কী।
বান্ধল—১-পুঁথি।
৫ কাঞ্চনগোর—ঙ-পুঁথি।
৬ তোর—ঙ-পুঁথি।

ততঃ সখীনাং-সেবনং যথা।

৭০৫

ভূপালীরাগ-নন্দনতালৌ† ।

রতিরস-শ্রমযুত নাগর-নাগরী
মুখ ভরি তাম্বূল যোগায়।
মলয়জ-কুঙ্কুম- মৃগমদ-কর্পূর[১]-
মিলিতহি গাত লাগায় ॥
অপরূপ প্রিয়সখীপ্রেম।
নিজ প্রাণ কোটি দেই নিরমঞ্ছই
নহ তুল লাখবাণ হেম ॥
মনোরম মাল্য দুহু গলে অর্পই[২]
বীজই শীত মৃদু বাত।
সুগন্ধ সুশীতল করু জল অর্পণ
যৈছে হোয়ত দুহু শীত ॥
দুহুক চরণ[৩] পুন মৃদু সম্বাহন
করি শ্রম করলহি দূর।
ইঙ্গিতে শয়ন করল সখীগণ[৪]
সকল[৫] মনোরথ পূর ॥
কুসুমশেযে দুহু নিদ্রিত হেরই
সেবনপরাগণ[৬] সুখ।
রাধামোহন- দাস কিয়ে হেরব
মেটব ভবময় দুখ[৭] ॥

তরু—২৭৫১।

টীকা—সখীকর্তৃক সেবন বর্ণিত হইয়াছে। সেবা রতিসম্ভোগের পর নিদ্রিত হওয়া পর্যন্ত।

অথ রসালসঃ।

শুদ্ধচিত্ত-গৌরচন্দ্রো যথা।

৭০৬

সুহইরাগ-মঠকতালৌ† ।

শেষ রজনী মাহা সুতল শচীসুত
ততহি ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে দুহু নাহি সমুঝিয়ে
নয়নহি আনন্দ লোর ॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ[১]।
যৈছন গোকুল- নায়ক-কোরহি
নায়রী-শয়ন-বিভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
বাম চরণ-ভুজ পুন পুন আগোরই
যাতই দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন কহত পুন আঁখি মুদি
বদন রসাল সহাস[২] ॥
যাকর ভাব[৩] প্রকট নন্দসুত
গৌরবরণ পরকাশ।
সম্প্রতি নবদ্বীপে সোই বিথারই
কহ রাধামোহনদাস ॥

তরু—২৭৫২।

টীকা—পদকার রসালস ভাবাক্রান্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছেন।

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে রাগ ও তালের নাম নাই।
(কামোদরাগ-দশকোশীতালৌ—চ-পুঁথি)
১ কর্পূর-মৃগমদ—চ-পুঁথি।
২ অর্পয়ে—তরু।
৩ চরণ—ক-পুঁথি।
৪ করল দুহুঁ সখীগণ—তরু।
৫ সবহু—তরু।
৬ সেবন পরগণ—তরু।
৭ মেটব সব মনদুখ—তরু।

পাঠান্তর—

† খ-পুঁথিতে রাগ ও তালের নাম নাই।
১ অনুমানিয়ে বুঝল রঙ্গ—খ-পুঁথি।
২ বদন রসালস হাস—তরু।
৩ ভাবহি—তরু।

৭০৭

বরাড়ীরাগৈকতালীতালৌ।

সুরত সমাপি সুতল বর নাগর-
পাণি পয়োধরে আপি[১]।
কনক শম্ভু যৈছে পূজকে পূজায়ল
নীল সরোজহি[২] ঝাঁপি॥
সখি হে মাধব[৩] কেলিবিলাসে[৪]।
আরতি রতিরসে কোরে ঘুমায়
পুন পুন সু-রতিক আশে[৫]॥ ধ্রু॥
বদনে[৬] মিলাই বহল[৭] মুখমণ্ডল
কমলে মিলই যৈছে চান্দা[৮]।
ভ্রমরা চকোর দুহ রভসে মিলাবই
পিবই অমিয়া মকরন্দা[৯]॥

ক—১৩।১০, তরু—১৫২৩, ২৭৪৪।

পাঠান্তর—

১ পাণি বহল কুচ আপি—তরু।

২ সরোরুহ—ক, তরু।

৩ কেশব—ক, তরু।

৪ কেলিবিলাস—ঙ-পুঁথি।

মালতী অলি রমি নাহ আগোরল
পুন রতিরঙ্গ আশে।—ক, তরু।

৫ আশ ঙ-পুঁথি।

৬ বয়ন—ক।

৭ বহল—ক।

৮ চান্দ মিলল অরবিন্দ—ক।

৯ তরুতে অতিরিক্ত—
নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ
বিচ্ছেদ ভয় করু ভোর।
ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস আরতি
দারুণ বিহি কৈল ভোর॥

রাগতরঙ্গিণীর অতিরিক্ত পাঠ—
"ভনই অমিয়রস সুকবি মধুরাপতি
রাধাচরিত অপারে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ন
লখিমা দেই কণ্ঠহারে॥"

টীকা—নিদ্রাভাবাক্রান্ত রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা। "বদনে মিলাই বহল মুখমণ্ডল" শ্রীমতীর বদনে শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখমণ্ডল অর্পণ করিলেন। "কমলে মিলই যৈছে চান্দা"—অদ্ভুতোপমা। অনন্তর কবিপ্রসিদ্ধি উল্লেখ করিয়া উক্ত হইল—রাধামুখকমলের ভ্রমর কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ মুখচন্দ্রের চকোর রাধা।

৭০৮

ভূপালীরাগ-শেখরতালৌ।

রতিরণপণ্ডিত নাগর কান।
রতিরণে পরাভব করু[১] পাঁচবাণ॥
অলসে সুতি রহু[২] কুসুমশয়ান।
দুহু উরে উরে রহু[৩] বয়ানে বয়ান॥
দুহুকর উপরে[৪] দুহু শির রাখি[৫]।
কনয়া জ্যোতি আধ মরকত কাঁতি॥[৬]
দুহুকর স্বেদ বিন্দু বিন্দু গায়[৭]।
নরোত্তম দাস করু চামরের[৮] বায়॥

কী—২৫০।

টীকা—অন্য একজন রাধাকৃষ্ণের নিদ্রিত যুগল রূপ দেখিয়া "রতিরণপণ্ডিত" ইত্যাদি বলিতেছেন।

পাঠান্তর—

১ ভেল—কী।

২ দুহুঁ—কী।

৩ উরু পর উরু দেই বয়ানে বয়ান—কী।

৪ এক শিরর পর দুহুঁ শির রাখি—কী।

৫ এই চরণের পরে কীর্তনানন্দে আছে—"আলসে নিচল দুহুঁ কর আঁখি।

৬ এই চরণের পূর্বে কীর্তনানন্দে আছে—কোরে আগোরল দুহুঁ-ভুজ পাতি।

ইহার পরে দুই চরণ অতিরিক্ত আছে—
অধরে অধর ধরু বিদগধরাজ।
পুন ফিরি মদন সাজল নবসাজ॥

৭ স্বেদ বিন্দু বিন্দু দুহু কর গাত—কী।

৮ চামর—কী।

৭০৯

ললিতরাগোৎসাহতালৌ।

দেখ সখি গোরি সুতলি শ্যাম কোর।
লাগল নীল- রতন কিয়ে কাঞ্চন
কুবলয়-চম্পক যোড়॥ ধ্রু॥
গোরী সুনাগরী অধরে অধর ধরি
ঘুমাওল বিদগধ চোর।
কনয়-কমলে অলি মাতি রহল যনু
হিমকর শ্যামচকোর॥
পীন পয়োধর ভুজ মনোহর
বাতুল করযুগ সাজ।
উলট কমল বিকচ কিয়ে ঝাঁপল
কনয়-[১]ধরাধর-রাজ॥
নাগরী ঊরু উরে নাগর পৈঠল[২]
নাগরী ভুজ বেঢ়ি অঙ্গ।
জলদে বিজুরি যৈছে[৩] বেঢ়ল ছুহু তনু
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ[৪]॥

তরু—১৫১০, কী—২০২।

টীকা—নিদ্রিত রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা।

"কনয় কমলে অলি" ইত্যাদি—রাধা—কনককমল, অলি—কৃষ্ণ। হিমকর—রাধা, চকোর—কৃষ্ণ। "উলট-কমল" ইত্যাদি—কৃষ্ণের করকমল উলটাইয়া গিয়া কি রাধার পয়োধর রূপ হেমপর্বত ঢাকিয়া দিল!

নীলরত্ন—কৃষ্ণ। কাঞ্চন—রাধা। কুবলয়—কৃষ্ণ। চম্পক—রাধা।

পাঠান্তর—

১ কনয়া—খ-পুঁথি।
২ বেঢ়ল—তরু, ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
২ জনু—তরু।
৩ গোবিন্দদাস কহু রঙ্গ—তরু।

অথ প্রার্থনা।

৭১০

গান্ধাররাগ-সমতালৌ।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥ ধ্রু॥
যমুনাপুলিনে[১] কেলিকদম্বের বন।
রতন-বেদীর পর বসাব দুই জন[২]।
ললিতা বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
শ্যাম-গোরি-অঙ্গে দিব চুয়াচন্দন-গন্ধ[৩]।
চামর ঢুলাব করে হেরিব[৪] মুখচন্দ্র॥
মালতীফুলের মালা গাঁথিয়া দিব গলে[৫]।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বূলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর দাসের অনুদাস[৬]।
নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ॥

ক—৩০।১০, তরু—৩০৬০।

টীকা—অনন্তর নিত্যলীলায় শয়নলীলা সমাপন করিয়া সিদ্ধভক্তকৃত সেবাপ্রার্থনা "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর" ইত্যাদি (৭১০ সংখ্যক) এবং "হরি হরি কবে মোর" ইত্যাদি (৭১১ সংখ্যক) পদদ্বয়ে করা হইয়াছে। পদকার এস্থলে নিজেকে অত্যন্ত অযোগ্য মনে করিতেছেন।

"সিদ্ধ ভক্ত"—যাঁহার ভক্তি সাধনাপেক্ষ নহে তিনিই সিদ্ধভক্ত।

পাঠান্তর—

১ যমুনার তীরে—ক; কালিন্দীর কূলে—তরু।
২ দুইজন—ঙ-পুঁথি।
৩ চুয়াচন্দন গন্ধ—ক-পুঁথি। চুয়াচন্দনের গন্ধ খ-পুঁথি।
৪ হেরব—ঙ-পুঁথি।
৫ গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে—তরু।
ঙ-পুঁথিতে ও তরুর পাঠ। শুধু "দোঁহার" স্থলে "দুহার"।
মালতী ফুলের মালা গাঁথি দিব উরে—ক।
৬ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু-দাস-অনুদাস—তরু।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের দাস—ঙ-পুঁথি।

মঙ্গলগুর্জ্জরীরাগ-শেখরতালৌ।

৭১১

হরি হরি কবে মোর হইবে শুভদিনে[১]।

গোবর্দ্ধন-গিরিবর পরম নিভৃত[২] স্থল[৩]

রাই কানু করাব শয়নে[৪]। ধ্রু॥

ললিতা-বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে

সুকোমল কমল-চরণে[৫]।

সুবর্ণ[৬]-সম্পুট করি তাম্বুল কর্পূর[৭] ভরি

যোগাইব যুগল-বদনে[৮]।

কাঞ্চন ঝারিতে করি রাধাকুণ্ড-জল ভরি

রাই-কানু আগে লঞা দিব[৯]।

গুণমঞ্জরী সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে[১০]

চামরের বাতাস করিব।

সোনার কটোরি করি কর্পূর-চন্দন ভরি

কবে দিব দুহাঁকার গায়।

মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে মালা গাঁথি

কবে দিব দোঁহার গলায়[১১]।

কবে বা এমন হব দুহুঁ মুখ নিরখিব

লীলারস-নিকুঞ্জ-শয়নে।

শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলি-কৌতুক রঙ্গে

নরোত্তম করিব সেবনে[১২]।

তরু—৩০৬৩ (৩০৬২)।

টীকা—যুগল—রাধাকৃষ্ণ। পূর্ব্বোক্ত পদের অনুবৃত্তি।

পাঠান্তর—

১ শুভদিন—ঙ-পুঁথি। তরুতে এই চরণটি নাই।
২ পরম নির্জ্জন—তরু।
৩ স্থান—ঙ-পুঁথি।
৪ শয়ন—ঙ-পুঁথি।
৫ সুখময় বাকুল চরণে—তরু। সুকোমল চরণ-কমল—ঙ-পুঁথি।
৬ কমল—তরু। কনক—ঘ-পুঁথি।
৭ তাম্বুল-কর্পূর—ঙ-পুঁথি।
৮ বদন কমলে—তরু। যুগল-বদন—ঙ-পুঁথি।
৯ কনক কটোরা ভরি সুগন্ধি চন্দন পুরি
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব—তরু।
১০ প্রেমে—ঙ-পুঁথি, মূল-পুঁথি, বহু।
১১ তরুতে এই কলিটি নাই। এই কলিটি ৩০৬২ পদে আছে।
১২ এই কলিটিও ৩০৬২ পদে আছে।

৭১২

ধানশীরাগ-কন্দর্পতালৌ।

হরি[১] হরি কবে মোর হইব[২] সুদিনে।

গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নিভৃত স্থল[৩]

রাধাকৃষ্ণ[৪] করাইব[৫] শয়নে॥

ভৃঙ্গারের জলে রাঙা- চরণ ধোয়াইব

মোছাইব আপন চিকুরে।

কনক-সম্পুট করি কর্পূর-তাম্বূল ভরি[৬]

যোগাইব বদন-কমলে[৭]।

প্রিয়সখীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে

চরণ সেবিব নিজ করে।

দুহুক কমল-দিঠি কৌতুকে হেরব

দুহু অঙ্গ পুলক-অঙ্কুরে[৮]॥

কনক-মালতীফুলে মালা গাঁথি কুতূহলে

পরাইব দোঁহার উপরে[৯]।

চৈতন্যচাঁদের দাস এই মনে অভিলাষ

নরোত্তম[১০] মনোরথ ধরে॥

তরু—৩০৬২।

পাঠান্তর—

১ প্রাণে—টীকা ও মূল-পুঁথি যুত পাঠান্তর।
প্রাণেশ্বরি—ঙ-পুঁথি।
প্রাণ হরি ইত্যাদি—ঘ-পুঁথি।
২ হইবে—তরু।
৩ ঘর—তরু।
৪ রাধাকানু—তরু।
৫ করাব—তরু, বহু।
৬ পুরি—তরু, মূল-পুঁথি।
৭ দুহুঁক অধরে—তরু।
৮ দোঁহাকার গলে।
৯ ইহার পর অর্থাৎ পুলক অঙ্কুরের পর তরুতে আছে—
মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে হার গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরি করি কর্পূর-চন্দন ভরি
কবে দিব দোঁহাকার গায়॥
কবে বা এমন হব দুহুঁ মুখ নিরখিব
লীলারস-নিকুঞ্জ-শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলিকৌতুক-রঙ্গে
নরোত্তম শুনিবে শ্রবণে॥
১০ নরোত্তম—ঘ-পুঁথিতে নাই।

টীকা—পরমাভিলাষবশত কিঞ্চিৎ বিশেষ করিয়া পূর্বোক্তের অনুবদন করিতেছেন। "ভৃঙ্গার"—জলাধার-বিশেষ।

৭১৩

ধানশীরাগ-মঠকতালৌ†।

প্রাণনাথ কবে মোরে হইবে[১] কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে চম্পককুসুমবরে[২]
শুনব বচন আধ মিঠি। ধ্রু।
অরুণ কমল-দলে শেষ বিছাওব তাহে
বৈঠব কিশোর-কিশোরী।
মেরু মধুর মুখ- পঙ্কজ মনোহর
মরকত-মণি হেম-গোরি[৩]।
মৃগমদসিন্দূরে তিলক বনায়ব
বিলেপব মৃগমদ-গন্ধে।
গাঁথিয়া[৪] মালতী-ফুলে[৫] মালা পহিরাইব[৬]
ভুলব মধুকরবৃন্দে॥
কবে ললিতা আমার করে দেওব বীজনবর
বীজব মারুত হিম মন্দে[৭]।
শ্রমজল সকল মেটব দুহু কলেবর[৮]
হেরব পরম আনন্দে॥

পাঠান্তর—

† মদতালৌ—খ-পুঁথি।
১ হব—বহ। হবে—খ-পুঁথি।
২ চম্পক কুসুমবর- ঙ-পুঁথি। "আনব আপন করে চম্পক কুসুম করে"—ক-পুঁথি।
৩ হেরি গিরি—ঙ-পুঁথির এই পাঠ ভ্রমাত্মক।
৪ গাঁথিএ—ঙ-পুঁথি।
৫ মালতী ফুলের—মূল পুঁথি।
৬ পরাওব—ঙ-পুঁথি।
৭ "কবে শ্রীললিতা মোরে বীজন দেওব করে বীজব মারুত মন্দে।"—ঙ-পুঁথি।
৮ এই চরণের দ্বিতীয় অংশ স্থলে আছে—"কলেবর মেটব"—ঙ-পুঁথি।

এমন হইবে দিন না হৈরো কিছুই চিহ্ন
রাধাকৃষ্ণ নাম হবে মনে।
নরোত্তমদাস আশ দুহু পদ-পঙ্কজ-
সেবন-মাধুরী[১]-রসপানে॥

টীকা—ভক্তের সমস্ত অভিলষিত তাঁহার কৃপা বিনা সিদ্ধ হইতে পারে না কেন না তাঁহার কৃপাই সর্বসম্পাদিকা। এই অতি দুর্লভ বাসনা যে কোনো দিন সফল হইবে—ইহাতে নিজেরই সংশয় "না হৈরো কিছুই চিহ্ন" অংশে প্রতীত হইয়াছে।

৭১৪

গুর্জরীরাগৈকতালীতালৌ।

প্রাণনাথ কবে মোর হইবে সুদিনে।
রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে নানা ক্রীড়া কুতূহলে
করি শ্রমে করিব শয়নে[১]। ধ্রু।
সুবাসিত জলে রাঙা চরণ ধোয়াইব
পুন খাওয়াইব আর জল।
তাম্বূল কর্পূরযুত যোগাইব অভিমত
সম্বাহিব ও পাদকমল[২]॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন করিব রঙ্গে
বীজন করিব[৩] নানা ভাতি।
দুইজন নিদ্রা যাব পরম আনন্দ পাব
পুন জাগরণ হব নিতি॥
মোর সেই[৪] অভিলাষ পূরাইলে পূরে আশ
কৃপা করি কর অবধান।
তোমার করুণা বিনে প্রাপ্তি নহে এই ধনে
এ রাধামোহন যাচে দান॥

তরু—৩০৭০।

১ মাধবী—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ করি শ্রমে করিবে শয়নে—তরু।
২ পদ কমল—ঙ-পুঁথি।
৩ করব—ঙ-পুঁথি।
৪ এই—তরু।

টীকা—সমুখে প্রার্থনা করিলে হয়তো বহুজন্ম পরে যুগল-সেবাপ্রাপ্তি সম্ভাবনা হইতেও পারে এই আশায়—পদকার স্বাভীষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। "বীজন করব নানা ভাঁতি"—ময়ূরবর্হ, তালবৃন্ত ও চামরাদি দ্বারা নানাপ্রকার বীজন করিব।

অথ সাধকোচিত প্রার্থনা।

৭১৫

ধানশীরাগ-তালাভ্যাম্॥

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ষড়-রস[১] মধুর ভোজন পরিহরি[২]।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
কনক ঝারির জল-পান করি দূরে[৩]।
কবে বা কালিন্দীর জল তুলি খাব করে[৪]॥
ছাড়িয়া[৫] শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায়ে ধূসর হবে অঙ্গ॥
তাপ দূর করিব কবে শীতল বংশীবটে।
কবে কুঞ্জে[৬] প্রবেশিব[৭] বৈষ্ণব নিকটে॥

পাঠান্তর—

১ খ-পুঁথিতে নাই।
২ দূরে পরিহরি—তরু।
৩ কনক ঝারির জল দূরে পরিহরি—তরু।
৪ কবে যমুনার জল খাব কর পূরি—তরু।
কবে কালিন্দীর নীর খাব করপুরে—খ-পুঁথি।
৫ তেজিয়া—তরু।
৬ হাম—খ-পুঁথি।
৭ কবে ব্রজে বসিব গা—তরু। কবে হাম বৈঠব—খ-পুঁথি।

পরিক্রমা করিয়া[৮] ফিরিব[৯] বনে বনে।
কৃষ্ণের বিহার-স্থান[১০] যমুনাপুলিনে।
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

তরু—৩০৫১॥

টীকা—"হরি হরি কবে হব" ইত্যাদি (৭১৫ সংখ্যক) ও "হরি হরি আর কি" (৭১৬ সংখ্যক) পদদ্বয়ে সাধক-অবস্থার প্রার্থনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। উৎপন্নরতি ও নির্বিঘ্ন যাঁহারা কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতিযোগ্য তাঁহারা সাধক।

৭১৬

পঠমঞ্জরীরাগ-নন্দনতালাভ্যাম্।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এ ঘোর[১] সংসার তেজি পরম আনন্দে মজি
কবে আর ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
গড়াগড়ি দিব কবে তায়[২]।
প্রেমে গদ গদ হইয়া রাধাকৃষ্ণ নাম লইয়া
কান্দিয়া বেড়াইব[৩] উভরায়॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গ প্রণাম হঞা
ডাকিব 'হা নাথ নাথ[৪]' বলি।
কবে যমুনার তীর[৫] পরশ করিব নীর[৬]
কবে খাব করপুটে তুলি॥

৮ করিয়া কবে—ঙ-পুঁথি।
৯ বেড়াব—তরু।
১০ বিশ্রাম করিব যাই—তরু।

পাঠান্তর—

১ অব—তরু।
২ সে ধূলি লাগিবে কবে গায়—তরু।
৩ বেড়াব—বহ।
৪ প্রাণ—তরু। রাধানাথ—খ-পুঁথি।
৫ তীরে—তরু।
৬ নীরে—তরু।

শ্রীরাসমণ্ডলে যাব　　　পরিক্রমা তাহে হব[৭]
　　সে ধূলি মাখিব কবে গায়[৮]।
বংশীবট ছায়া পাইয়া　　　পরম আনন্দ হইয়া
　　পড়িয়া রহিব কবে তায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি　　　দেখিব নয়ন ভরি
　　রাধাকুণ্ডে কবে হব বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে　　　এ দেহ পতন হবে
　　আশা করে নরোত্তম দাস॥

তরু—৩০৪৮।

টীকা—"হরি হরি" খেদোক্তি।

৭১৭

শ্রীশান্তগুর্জ্জরীরাগ-পঠতালৌ।

　　কবে প্রভুর অনুগ্রহ হব।
বিষয়বাসনা-পাশ　　　কবে মোর হইব[১] নাশ
　　কবে আমি বৃন্দাবন যাব॥ ধ্রু॥
এ সংসার[২] দুখফল　　　সে আনন্দ মহাবল
　　জানিয়া যাইব সেই স্থানে।
সর্ব দুখ পলাইবে　　　গড়াগড়ি দিব যবে
　　রাসস্থলী যমুনা-পুলিনে॥
কৃষ্ণমূর্তি গোবর্দ্ধন　　　মহাভাগ্যে দরশন
　　মোর কিয়ে হব সেই[৩] কর্ম।
কৃষ্ণের রাধিকা যৈছে　　　শ্রীকুণ্ড[৪] তাঁহার তৈছে
　　কায়মনে কবে হবে মর্ম॥

---

৭ আর কি এমন হব—তরু।

৮ কবে গড়াগড়ি দিব তায়—তরু।

পাঠান্তর—

১ হবে—তরু;

২ সংসারের—মুদ্র-পুঁথি।

৩ হেন—তরু। এই—খ-পুঁথি।

৪ শ্রীকৃষ্ণ—খ-পুঁথি।

কুণ্ডযুগে স্নান করি　　　সেই খানে যদি মরি
　　তবে বুঝি মোর হয়ে[৫] গতি।
তুমি প্রভু দয়াময়　　　এ রাধামোহনে কয়
　　সিদ্ধ কর এই ত[৬] কাকুতি॥

তরু—৩০৫৩।

টীকা—কৃষ্ণের অনুগ্রহ কবে হইবে—এই কথা বলায় ঐরূপ অপ্রাকৃত-ভক্তি-লাভে স্বীয় অযোগ্যতা সূচিত হইয়াছে।

৭১৮

ধানসীরাগেক-তালীতালাভ্যাম্।

হরি হরি আমার[১] এমন কবে হবে
বিষয় দারুণ-বিষ-জঞ্জাল ছুটিবে॥ ধ্রু॥
দারা-ভোগেতে[২] মুক্তি হইমু বিরকত।
শরণ লইব গুরু[৩]-বৈষ্ণব-ভাগবত॥
করঙ্গ কোথলি হাতে গলায় কাঁথা দিয়া।
মাধুকরী মাগি খাব ব্রজবাসী হৈয়া[৪]॥
সংসার সুখের সুখে[৫] অনল[৬] জ্বালিয়া।
থু থু করিয়া কবে যাইব ছাড়িয়া॥
জাতি কুল অভিমান সকল ছাড়িব।
গোপাল দাসের আশা কত দিবসে ফলিব॥

তরু—৩০৫৪।

---

৫ হবে—বহ। হব—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।

৬ 'ত'—ঙ-পুঁথিতে নাই।

পাঠান্তর—

১ আর কি—খ-পুঁথি।

২ দারাসুখ ভোগে—তরু।

৩ গুরু—তরু।

৪ হঞা—বহ।

৫ সংসার সাগর মাঝে—মুদ্র-পুঁথি।

৬ আনল—ঙ-পুঁথি।

টীকা—যদি বল বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে এতাদৃশ বাসনা-পূর্তির সম্ভাবনা কোথায়! তাই পদকার বিষয়-বিষয়ে আপনার বৈরাগ্য খ্যাপন-পূর্বক ব্রজবাস আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। "ভাগবত" শ্রীমদ্-ভগবত। "মাধুকরী" মধুকরতুল্য বৃত্তি।

৭১৯

ধানসীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

বল বল হরি ভজ না করিঙ
বিপদে বেড়ল[1] দেশ।
অতর[2] জানিয়া আগে পালাওল
শ্রবণ দশন কেশ। ধ্রু।
তার পিছে পিছে[3] লোচন বচন
তাহা দুই[4] দিল ভঙ্গ।
মোর মোর করি রাত্রি দিনে মরি
যমদূতে দেখে রঙ্গ।
সুন্দর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
বিষম যমের থানা।
দণ্ড[5] দিবস[6] বৎসর[7] গণিছে
কোন দিনে দিবে হানা।
যেবা[8] পুত্র বধূ যতন করিছ
সকল[9] নিমের তিঁতা।
সেই পুন বধূ[10] হাতে গলে বান্ধি
মুখে আনি দিবে চিতা।
বদন ভরিয়া হরি না বুলিলে
শমন তরিবা[11] কিসে।
দাস লোচন কহিয়া কারণ
ডুবিছ[12] আপন দোষে।

তরু—৩০৩৬।

টীকা—অতিশয় বিষয়দূষিত মানসে তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইহার উত্তরে "বল বল হরি" ইত্যাদি বলিয়া জনগণকে এবং আপন মানসকেও শিক্ষা দিতেছেন। কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে ইহাই তাৎপর্য।

পাঠান্তর—
১ পড়ল—ঙ-পুঁথি।
২ এ তত্ত্ব—তরু।
৩ তার পাছে পাছে—খ-পুঁথি।
৪ তারা দোঁহে—তরু।
৫ দণ্ড যে—তরু।
৬ প্রহর—খ-পুঁথি।
৭ প্রহর—ঙ-পুঁথি। দিবস—খ-পুঁথি।
৮ যারা—তরু।
৯ সকলি—ঙ-পুঁথি।
১০ মরণ সময়—তরু।
১১ তরিবে—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১২ মরিব—তরু।

৭২০

সর্বরাগমধ্যগত-সর্বকালোচিত-রাগতালৈর্গীয়তাম্।

ভজ মন সতত ইহ[1] নিরবন্ধ[2]।
রাধাকৃষ্ণ পরম সুখদায়ক
রসময় পরমানন্দ। ধ্রু।
চঞ্চল-বিষয়-বিষ সুখ মানি খাওসি
না জানসি ইহ অতি মন্দ।
পরকালে বিকট মরণদুখ দেওব
বুঝহ[3] অবহু কর অন্ধ।
মোহে সুখভাগি- করব নহ সমুচিত
তোঁ হাম জনমক বন্ধু।
নিজ দোষ জানি অবহি শরণ করু
ও তুহু করুণাসিন্ধু।

পাঠান্তর—
১ হইয়া—তরু।
২ নিরবন্ধ—ঙ-পুঁথি।
৩ খ-পুঁথিতে নাই।

৩ পদকল্পতরু- প্রেমসুধা পিবি
দূর কর নিজ দুখ-দ্বন্দ্ব।
এ রাধামোহন কহ তেজহ মিছই মোহ
যৈছে নহত নিজ বন্ধ।

তরু—৩০৩৪।

টীকা—অনন্তর পদকার স্পষ্টরূপে আপন হৃদয়কে বোধদান করিতেছেন। হে মন! অসংশয় হইয়া সর্বদা রাধাকৃষ্ণের ভজনা কর। যদি বল যে তাঁহাদের ভজনা করিয়া কি হইবে তবে শোনো। তাঁহারাই পরম-সুখদায়ক, রসময় ও স্বতঃসিদ্ধপরমানন্দস্বরূপ। অস্থির বিষয়রূপ বিষকে সুখজনক অমৃত ভাবিয়া খাইতেছ। ভক্ষিত উদরস্থ বিষ আশু সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইবে। অতএব এই বিষয়বিষ অতিবিরুদ্ধকারী।

যদি বল—তুমিই বিষয়কে বিষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছ, এজন্ম আমার তো কোনো গ্লানি ইত্যাদি প্রতীত হয় না, তবে শোনো।

এখন বিষয়বিষে গ্লানি না হইলেও পরকালে নরকপাতাদি ঘোর মরণদুঃখের জনক হইবে। এস্থলে গ্লানি বলিতে শারীর গ্লানি বুঝিতে হইবে। বিষয়পক্ষে এই গ্লানি শ্রীভাগবতাদিসেবন-হেলনরূপ এবং বিষয়পক্ষে চক্ষু-তেজ-হরণের দ্বারা দর্শনাভাব। যেমন বিষপক্ষে মরণ অনুমিত হয় সেইরূপ বিষয়পক্ষেও ধরিতে হইবে। যদি বল, দুঃখ যদি ভোগ করিতে হয় তো আমিই ভোগ করিব তাহাতে তোমার কি? তবে শোনো। তোমার দুঃখে আমারও দুঃখ নিশ্চিতই হইবে কেননা তুমি আমার জন্মবন্ধু। পরমার্থপক্ষে তোমার দোষে আমিও সেই দোষজনিত দুঃখভোক্তা। অতএব নিজ দোষ জানিয়া দোষশান্তির জন্ম এখনই কৌশলে কোটি-ধন্বন্তরি-প্রকাশক সেই চরণের শরণ নাও। যদি বল চিরকাল ভজন করিলাম না, এখন কি করিয়া অবিলম্বে রক্ষা পাইব, তবে শোনো।

তাঁহারা করুণাসিন্ধু। তাঁহাদের পাদপদ্মপ্রেমামৃত পান করিয়া আপনার দুঃখের কারণ দূর কর। সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া, পক্ষে অমৃতপানের দ্বারা কান্তির পুষ্টিসাধন করিয়া দুঃখদূর কর।

৭২১

করুণবরাড়ীরাগ-চক্রপুটতালেন।

যতনে যতেক ধন পাপে বাটোরলুঁ[১]
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছই[২]
করম সঙ্গে চলি যায়।
এ হরি বন্দো তুয়া পদনায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হব কোডন উপায়। ধ্রু।
যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবিলুঁ
যুবতি মতিময়[৩] মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিওলুঁ[৪]
সম্পদে বিপদহি ভেলি।
ভনহ বিদ্যাপতি লেহ মনে গণি
কহিলে কি জানি হয়ে কাযে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই[৫]
হেরইতে তুয়া পদ লাজে।

তরু—৩০১৮।

টীকা—যদি তাহাই হয়, তবে হে জীববন্ধু, তাহাই কর। বিদ্যাপতির যে দুইটি পদ (৭২০ ও ৭২১ সংখ্যক) লোকশিক্ষার্থ উক্ত হইয়াছিল এখন তাহাই স্বনিমিত্ত উদাহৃত হইতেছে। "বাটোরলুঁ" উপার্জিত।

কখনো বা দয়ালু ব্যক্তির কাছে নিবেদন মাত্রে কার্য সিদ্ধ হয়। যেমন সন্ধ্যাকালে কোনো অন্নার্থী লজ্জা ত্যাগ করিয়া অন্নপ্রার্থনা করিলে তাহা না দিলে লজ্জা দাতার। সেইরূপ এস্থলেও আসন্ন দশাকালে এই প্রার্থনা বুঝিতে হইবে।

পাঠান্তর—
১ বটোরলুঁ—তরু।
২ পুছত—তরু। পুছয়ে—ক-পুঁথি।
৩ যুবতীময়—ঙ-পুঁথি। যুবতীজন মত—খ-পুঁথি।
৪ লায়লুঁ—ঘ-পুঁথি।
৫ মাগবই—ঙ-পুঁথি।

৭২২

তিরোতিয়াধানসিরাগ-মঠকতালৌ।

মাধব বহুত মিনতি করে[১] তোয়।
সেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিল[১]
দয়া জানি[২] ছাড়বি মোয়॥
গণয়িতে দোষ[৩] গুণ, লেশ নাহি[৪] পাওবি
তুহুঁ[৫] যব করব[৬] বিচার[৭]।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাসি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ-পশু- দেহ[৮] জনমিয়ে
অথবা কীট-পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি কেবল[৯]
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ[১০] ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

তরু ১০১৭।

টীকা—তুমি কি এখনই আত্মসমর্পণ করিতেছ—একথা যদি বল, তবে শোনো। তিল ও তুলসীর সহিত এই দেহ তোমাকে সমর্পণ করিতেছি; আর দেহকে "আত্ম"-বুদ্ধিতে পালন করিব না। (এই গীত যদিও বিদ্যাপতির উক্তি তবু স্বপক্ষেও ইহা অনুশীলন করা যাইতে পারে। কেননা এরূপ ভাব যে কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে।)

যদি বল যে আমার ভজন করিলে না অথচ এখন কৃপা প্রার্থনা করিতেছ, তবে বলি শোনো। আপন কর্মদোষে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন তোমার লীলায় যেন রতি থাকে—এই কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। কেননা নারায়ণে ভক্তিমান্ ব্যক্তি নির্ভয়। তাঁহার কাছে ভক্তির তুলনায় স্বর্গ, অপবর্গ বা নরক সবই এক। কিন্তু যদি সেই সেই পূর্বোক্ত যোনিতে জন্মগ্রহণের পর মতিভ্রংশ ঘটে—এই আশঙ্কায় বৈষ্ণবোর সহিত বলা হইতেছে—তোমার পাদপল্লবরূপ নৌকা তারণ করিবার জন্য আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউক।

৭২৩

ভৈরববরাড়ী-সময়োচিতরাগ-তালাভ্যাম্।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সার।
অপরূপ কলপবিরিখ[১]-অবতার॥ ধ্রু॥
অযাচিত বিতরই দুর্লভ প্রেমফল।
বঞ্চিত নাহি ভেল পামর সকল॥
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল আদি করি তাহা কৈল দান॥
হেন প্রভু না সেবিলে[২] কোন কায নয়।
রাধামোহন[৩] কয় ভজিলে সে হয়॥

তরু—২১১০।

পাঠান্তর—
১ সমর্পিনু—তরু। সমাপিল—খ-পুঁথি।
২ জনি—তরু।
৩ দোষ বিনে—ঙ-পুঁথি।
৪ না—তরু।
৫ যব তুহুঁ—ঙ-পুঁথি।
৬ করবি—ঙ-পুঁথি।
৭ যব তুহুঁ করবি বিচার—তরু।
তুহুঁ যব করব বিচার—বহু।
৮ পাখিয়ে—তরু।
৯ পুন পুন—তরু।
১০ এই—খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ কলপবিরিখি—তরু।
২ ভজিলে—খ-পুঁথি।
৩ রাধামোহনে—ঙ-পুঁথি।

টীকা—কিন্তু ঐ রূপা (পূর্বোক্ত পদে প্রার্থিত) কলিযুগপাবন-অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজনা বিনা সম্ভব নহে—ইহাই এই পদে ব্যক্ত হইয়াছে।

৭২৪

বিভাষরাগ-ললিততালৌ।

মলুঁ রে গোরা পঁহু[১] না ভজিয়া মলুঁ।
প্রেমরতন ধন[২] হেলে[৩] হারাইলুঁ[৪]॥ ধ্রু॥
অধনে[৫] যতন করি ধন তেয়াগিলুঁ।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিলুঁ[৬]॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কলুঁ অসৎবিলাস।
তে কারণে করম-বন্ধন নাগপাশ॥
বিষয় বিষমরস[৭] সতত খাইলুঁ।
গৌর কীর্তন রসে মগন না হৈলুঁ॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কাঁদিল মন।
মনুষ্য দুর্লভ-জন্ম গেল অকারণ॥
কেন বা[৮] আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বল্লভ-দাসিয়া কেন না গেল[৯] মরিয়া॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ন্যায় প্রেমদাতার ভজন বিনা স্বীয় চিত্তে যে নির্বেদ উপলব্ধ হইয়াছে তাহাই এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল মহাজনকৃত লোকশিক্ষা-গীতগুলি স্বনিমিত্ত উদাহৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। শেষচরণটি যদি মরণকালে কৃষ্ণ স্মৃতির উদয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে—এই আকাঙ্ক্ষায় উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে ভাগবতের "ত্যক্ত্বা স্বধর্মং" ইত্যাদি শ্লোক স্মর্তব্য।

৭২৫

বিভাষরাগ ললিততালৌ।

গৌরাঙ্গ পাতকি-উদ্ধার করুণায়।
সাধু মুখে শুনি আমি পতিত পাবন তুমি
উদ্ধারিয়া লেহ নিজ পায়॥ ধ্রু॥
গৃহ শোকময় হয় বিষম বিষয়-ভয়
পড়িয়া রহিলুঁ মায়াজালে।
কে হেন করুণ জন তাঁরে করোঁ নিবেদন
উদ্ধার হইব[১] কত কালে॥
শরীরের মাঝে যত সব হৈল বৈরি মত
কেহ কারো নিষেধ না মানে।
যাতনা যমের ঘর শুনিয়া লাগয়ে ডর
হরি-কথা না শুনিলুঁ কাণে॥
সাধুসঙ্গ না করিলুঁ আপনা আপনি খাইলুঁ
সতত কুমতি সঙ্গদোষে।
দশনে ধরিয়া তৃণ করোঁ এই নিবেদন[২]
অকিঞ্চন বল্লভদাসে[৩]॥

তরু—৩০০২।

টীকা—আমি গৌরাঙ্গের ভজনা করি নাই সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তির আশা দুর্লভ। উপরন্তু মৃত্যুভয়। অতএব নিজ করুণায় আমাকে উদ্ধার কর—ইহাই পদটির মর্মার্থ।

গৃহ—গৃহ বা আশ্রয়।

"কে হেন"—তুমি বিনা আর কে এইরূপ আছে অতএব তোমার উচিত আমাকে উদ্ধার করা।

"শরীরের মাঝে যত"—একাদশেন্দ্রিয় ও কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ।

পাঠান্তর—

১ পুন—ঙ-পুঁথি।
২ হাতে—বহ, ঙ-পুঁথি।
৩ হাতে—ঙ-পুঁথি, বহ।
৪ প্রেমরতন হাতে হাতে হারাইনু—খ-পুঁথি।
৫ অধন—ঙ-পুঁথি।
৬ ডুবিনু—ঙ-পুঁথি।
৭ বিষ—মূল-পুঁথি।
রস—বহ, ঙ-পুঁথি।
৮ কেবল—ঙ-পুঁথি।
৯ গায়—বহ, ঙ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ পাইব—তরু।
২ এ বড়ত লাগে—তরু।
৩ এবে অনুনয় করো এই নিবেদন—খ-পুঁথি।

৭২৬

বিভাষরাগ-ললিততালৌ।

আরে মোর[১] গৌরাঙ্গ গোসাঞি[২]।
দীনে দয়া তোমা বিনে করে হেন নাঞি॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত রেণু প্রায়।
সে গণিতে পাপ মোর গণনে না যায়[৩]॥
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না পাইব[৪] আর[৫]।
তোমা না ভজিয়া কৈনু ভাঁড়ের আচার[৬]॥
হেন প্রভু না ভজিনু কি গতি আমার[৭]।
আপনার মুখে দিনু[৮] অলন্ত আঙ্গার॥
কেনে বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বল্লভদাসিয়া কেনে না যায় মরিয়া॥

তরু—৩০০১।

টীকা—পুনরায় অত্যুৎকণ্ঠাবশত "আরে মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। এস্থলে "মোর" শব্দের দ্বারা গীতকর্তার অনন্যগতিকত্ব ও আতরতির ধ্বনিত হইয়াছে। তুমি বিনা অন্য কেহ দীনে দয়ালু নহে। তুমিই পরমদয়ালু তাই আমাকে দয়া করা তোমার অবশ্যকর্তব্য।

"এইত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে" ইত্যাদি—ব্রহ্মাণ্ডগত-রেণুগণনা বরঞ্চ সম্ভব কিন্তু আমার পাপ-গণনা সম্ভব নহে কেননা কোটি কোটি জন্ম ধরিয়া অর্জিত পাপের বাহুল্য যদিও সাধারণত জীব জন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবে আমার প্রতিই প্রযোজ্য।

পাঠান্তর—

১ আরে মোর আরে মোয়—তরু।
২ গোরাগোসাঞি—ঙ-পুঁথি।
৩ গণন না যায়—তরু।
৪ হইবে—তরু।
৫ এই পাক্তিটি—ঘ-পুঁথিতে নাই।
৬ "ভাঁড়ের আচার" স্থলে "ভারের আদর"—গ-পুঁথির পাঠ গ্রহণ যোগ্য নহে।
৭ মোর—ঘ-পুঁথি।
৮ দিলায়—তরু।
৯ গেল—তরু।

৭২৭

বিভাষরাগ-ললিত তালৌ।

দয়া কর মোরে প্রভু নবদ্বীপচন্দ।
প্রেমসিন্ধু-অবতার[১] আনন্দ-কন্দ॥
অবতরি নিজপ্রেম করি আস্বাদন।
সেই প্রেম দিয়া প্রভু[২] তারিলে[৩] ভুবন॥
পতিত দুর্গত জনে বিলাইলে তাহা।
পাত্রাপাত্র বিচার নাই মুক্তি শুনি ইহা॥
এইত ভরসা[৪] পাপী করে নিবেদন।
এ রাধামোহন মাগে তোমার[৫] চরণ॥

তরু—৩০০৪।

টীকা—স্বমুখে পদকার গৌরাঙ্গ-কৃপা যাচনা করিতেছেন। তাঁহার পূর্বোক্ত গুণ শ্রবণ করিয়া অযোগ্য আমিই তাঁহার কৃপা চাহিতেছি—ইহাই পদটির তাৎপর্য।

৭২৮

বরাড়ীরাগৈকতালীতালাভ্যাম্।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াসিন্ধু[১]।
পতিত-উদ্ধার[২]-হেতু জয় দীনবন্ধু॥ ধ্রু।
জয় প্রেম-ভক্তি-দাতা দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দীন পামরে॥

পাঠান্তর—

১ প্রেমসুখে অবতার—ঘ-পুঁথি।
২ সেই প্রেমে প্রভু—ঘ-পুঁথি।
৩ তারিলা—তরু।
৪ এই ভরসায়—তরু, ঙ-পুঁথি।
এই তো ভরসায়—মূল-পুঁথি।
৫ ও রাঙা—গ-পুঁথি।

পাঠান্তর—

১ দয়ার সিন্ধু—ঙ-পুঁথি।
২ পাবন—তরু।

পূর্বে সাক্ষাতে যত পাতকী তারিলে।
সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলে॥
মো হেন পাপিষ্ঠের এবে করহ উদ্ধার[৩]।
আশ্চর্য[৪] দয়ালু-গুণ ঘুষুক সংসার[৫]॥
বিচার করিলে মুক্তি নহো দয়াপাত্র।
আপন স্ব-ভাব-গুণে করহ কৃতার্থ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা শুনি এই কলিযুগে।
এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে॥

তরু—৩০০৫।

টীকা—আপনার অতিশয় অযোগ্যতা বিচার করিয়া পদকার এখন এই পদে গৌরাঙ্গের অবতারের হেতু উপলক্ষ করিয়া তাঁহার করুণা যাচনা করিতেছেন।

৭২৯

শ্রীসহিতগান্ধাররাগ-সমতালৌ।

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ- অদ্বৈতাদি-ভক্ত-বৃন্দ
শিরে ধরি[১] সভার চরণ।
স্বরূপ-রূপ-সনাতন- রঘুনাথের শ্রীচরণ-
ধূলি করি[২] মস্তকে[৩] ভূষণ॥
পাঞা যার আজ্ঞাধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ
বন্দো তার মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥

তরু—৩০৮৩।

টীকা—সংকীর্তন সমাপ্তিতে পূর্ব শ্রুত কীর্তনানুসারে পদটি উক্ত হইয়াছে।

৭৩০

বরাড়ীরাগ-রূপকতালৌ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বাশ্রয়।
জয় শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রেমময়।
জয় শ্রীল[১] সনাতন কৃপালুহৃদয়।
জয় শ্রীল রূপ রস-সম্পদনিলয়[২]॥
জয় শ্রীগোপালভট্ট করুণাসাগর।
জয় শ্রীল রঘুনাথ[৩] কৃপাপূর্ণান্তর।
শ্রীজীব গোসাঞি জয় দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলিকালে।
উদ্ধার করিবে মহাপাতকি-সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ।
এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ॥

তরু—৩০৮০।

টীকা—এই পদে পরমদয়ালু কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ও তাঁহার অনুগত জনকে "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-ইত্যাদি কাতরোক্তির সহিত স্বীয় অভীষ্ট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

---

৩ উদ্ধারে—ক-পুঁথি।
৪ এ জ্ঞান—খ-পুঁথি।
৫ সংসারে—ক-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ ধরোঁ—তরু।
২ করোঁ—তরু।
৩ মস্তক—ক-পুঁথি, খ-পুঁথি।

পাঠান্তর—
১ জয় জয় শ্রী—খ-পুঁথি।
২ ক-পুঁথিতে এই পংক্তিটি আছে—
"জয় শ্রীস্বরূপ-সম্পদ-জয়-রসময়।"
খ-পুঁথিতে আছে—"জয় জয় শ্রীস্বরূপ সম্পদ রসময়।"
৩ জয় রঘুনাথ দাস—তরু।

৭৩১

ধানশীরাগ-দশকোশীতালে।

গোরাগুণে আছিলা ভাল[১] ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র[২] গোবিন্দাদিদাস[৩]॥

তরু—২২৮১।

টীকা—এই পদের উপরোক্ত মাত্র দুইটি পংক্তি রাধামোহন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্যান্য পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করেন নাই—কারণ এই পদের অন্য চরণ গুলি বিলাপাত্মক বলিয়া অতি সুখদ নহে।

বহ-পুঁথির টীকা-তে 'বিহারাত্মক' শব্দটি আছে। কিন্তু ইহা স্পষ্টার্থক নহে তাই মুদ্রনাত্মক প্রমাদ জনিত বলিয়া 'বিলাপাত্মক' হইল।

রাধামোহন বলিতেছেন—পূর্বানুশীলিত কীর্তনানুসারে জ্ঞেয়।

পাঠান্তর—

১ "ঠাকুর"—ব-পুঁথিতে নাই।
২ কবিরাজ—মূল পুঁথি।
৩ গোবিন্দদাস—ড-পুঁথি।
ঘ-পুঁথিতে দ্বিতীয় চরণটি আছে—
"নরোত্তম কবিরাজ গোবিন্দদাস।"

পদকল্পতরুতে এই পদটির পূর্ণরূপ দেওয়া আছে—যথা—উদ্ধৃত দুই চরণের পর—

"এবুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই॥
যে করিল জগজনে করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ যে কৈল প্রচার।
কোথা গেলা শ্রীআচার্য ঠাকুর আমার॥
হৃদয় মাঝারে মোর রহি গেল শেল।
জীতে আর প্রভু সনে দরশ না ভেল॥
এ ছার জীবনে মোর নাহি আর আশ।
সঙ্গে করি লেহ প্রভু এ বল্লভদাস।"

ড-পুঁথিতে পূর্বোক্ত দুইটি পংক্তির পর—"রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসময় কলেবর" ইত্যাদি পরবর্তী (৭৩২ সংখ্যক) পদের পংক্তিগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। টীকায় রাধামহনের পূর্বোক্ত দুইটি পংক্তির কথা বিশেষ ভাবে না থাকিলে "রাধাকৃষ্ণপ্রেমরস" ইত্যাদি চরণগুলিকে এই পদের বলিয়া ধরিলে অযৌক্তিক হইত না।

৭৩২

ধানশীরাগ-দশকোশীতালে †।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসময়-কলেবর।
শ্রীল[১] আচার্য প্রভু[২] দয়ার সাগর॥
অয়ে প্রভু[৩] দয়া কর মোরে।
কাতর হইয়া কহি[৪] পাই বড় ডরে[৫]॥
মোর মন অনিবার সেবিয়া বিষয়[৬]।
যত পাপে ডুবাইল কহিল না হয়॥
তোমার সম্বন্ধ মোতে এই ত বিচারে[৭]।
কৃপা করি কর প্রভু আমার উদ্ধারে[৮]॥
জয় জয় দীনবন্ধু পতিতপাবন।
জয় জয় প্রেমদাতা দেহ প্রেমধন॥
এই নিবেদন করোঁ চরণে তোমার।
এ রাধামোহনের এবার করহ উদ্ধার॥

তরু—৩০৯১।

টীকা—পরবর্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

পাঠান্তর—

† ঘ-পুঁথিতে রাগ ও তালের নাম নাই।
১ জয়শ্রী—তরু।
২ প্রাণ শ্রীআচার্য ঠাকুর—ঘ-পুঁথি।
৩ প্রভু দয়াময়—তরু।
৪ ডাকি—তরু, ড-পুঁথি।
৫ "বড় ডরে" স্থলে ঘ-পুঁথিতে আছে—"জিতরে।"
৬ গোবিন্দাদি তায়—ঘ-পুঁথি।
৭ বিচার—তরু।
৮ উদ্ধার—তরু।

৭৩৩

ধানশীরাগ-প্রতিচঞ্চৎপুটতালাভ্যাম্।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-প্রচার-হৃদয়।
জয় শ্রীআচার্য প্রভু জয় দয়াময়॥
জয় শ্রীগোবিন্দগতি অগতির গতি।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ জয় কৃপাপূর্ণমতি[1]॥
জয় শ্রীজগদানন্দ প্রেমকলেবর।
পতিত-পাবন[2] জয় দয়ালু-অন্তর।
নিরঙ্কুশ-কৃপানিধি অধম-তারণ।
সভে মেলি কর দয়া দেহ শ্রীচরণ॥
অপরাধ পাপ যত তার নাহি ওর।
বিচার করহ তবে গতি নাহি মোর॥
সম্বন্ধ আছয়ে মাত্র এইত বিচারে।
এ রাধামোহনে কম্ব করহ উদ্ধারে॥

টীকা—পূর্বোক্ত ৭৩২ সংখ্যক "রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসময়-কলেবর" ও "রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-প্রচার-হৃদয়" ইত্যাদি পদ দ্বয় দ্বারা সবংশ শ্রীমদাচার্য প্রভুর নিকট পদকার উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছেন।

৭৩৪

বরাড়ীরাগবিভাষেণ যথারাগতালেনস্বেচ্ছয়া †।

[1]শ্রীজগদানন্দ দয়া কর মোরে।
বড় কাতর হইয়া ডাকে এদীন পামরে॥ ধ্রু[2]।
আনন্দে মগন তুমি করিলা জগজনে।
মো বড় দুঃখিত হও এ তিন ভুবনে॥
দয়ার সাগর তুমি আমি পাপমতি।
চাহিয়া দেখিনু নাথ আর নাহি গতি॥
প্রেমজলে তুমি সব ভাসাইলা দেশ।
এ রাধামোহনে বলে কর কৃপালেশ॥

টীকা—পরম কাতরোক্তির সহিত নিজাভীষ্টদেব পদকর্তা প্রার্থনা করিতেছেন।

৭৩৫

শ্রীশান্তগুর্জরীরাগ-মঠকতালৌ।

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন দুঃখ মোর।
আপন অনন্ত গুণে হেন মহাপাপীজনে
দয়া কৈলে যার নাহি ওর॥ ধ্রু।[1]
প্রেমসেবা প্রাপ্ত্যোপায়[2] উপদেশ দিলা[3] তায়[4]
মুক্তি তার না ছুঁইলু গন্ধ।
আপন করম দোষে[5] [সেবিনু বিষয়-বিষে
মোর দেখি পুন ভববন্ধ॥
যত][6] পাপ সঞ্চয় যত অপরাধ হয়
তাহার নিলয়[7]-রূপ আমি।
মোর মন দুষ্ট যত তাহা বা[8] কহিব কত
কিবা নাহি জান প্রভু তুমি॥
সেই সব ভাবিতে মুখ নাহি ক্ষমাইতে
কত বা ক্ষমিবে নিজ গুণে।
নিরঙ্কুশকৃপাময় অনায়াসে সব[9] হয়
ফুকারয়ে এ[10] রাধামোহনে॥
তরু—১০১৮।

পাঠান্তর—
১ কৃপাকরততি—খ-পুঁথি।
২ "পতিতপাবন"—ঙ-পুঁথির এই পদটি ভ্রমাত্মক।

পাঠান্তর—
† তালাভ্যাম্ বা স্বেচ্ছয়া—ঙ-পুঁথিতে।
১ 'জয়' শব্দটি পদের প্রারম্ভে আছে ঙ-পুঁথি।
২ ধ্রুবপদটিক ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।

পাঠান্তর—
১ ধ্রুবপদটিক ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল। এই পংক্তিটি খ-পুঁথিতে আছে—"দয়া করি করহ উদ্ধার।"
২ প্রেমসেবা প্রাপ্তি চাহ—খ-পুঁথি।
৩ দিলো—মূল-পুঁথি।
৪ সদুপদেশ দিল তায়—খ-পুঁথি
৫ আপন কেবল দোষে—খ-পুঁথি।
৬ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ খ-পুঁথিতে নাই।
৭ আলয়—তরু। বিলয়—খ-পুঁথি।
৮ না—তরু।
৯ সে সব—ঙ-পুঁথি, খ-পুঁথি।
১০ ও—খ-পুঁথি।

টীকা—স্বদোষকথনপূর্বক গীতশেষে পদকর্তা ব্যঞ্জনা-পূর্বক আপন উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছেন।

৭৩৬

ধানশীরাগ-চঞ্চুপুটতালৌ।

তোমার করুণা বিনে মো পাপীর নাহি ত্রাণে
সত্য সত্য এই নিবেদনে।
মোর মন দুরাচার নিমেষ তিলার্দ্ধ[১] কাল
স্থির নহে স্মরণ-ভজনে[২]।
প্রাণনাথ কৃপা করি শুন মোর কাজে।
বুঝাইনু[৩] যত যত না লয়ে পামর চিত
সদাই বিষয়-বিষে মজে। ধ্রু।
অনায়াসে তরি যাতে উপদেশ দিলে[৪] তাতে
তাহা মুঞি না শুনিলুঁ[৫] কাণে।
তোমার সম্বন্ধ মোতে এই খ্যাত ত্রিজগতে
বিচারিয়া[৬] কর পরিত্রাণে।
বৃন্দাবনে বাস দিয়া নামে রুচি জন্মাইয়া
মোর মন রাখ স্বচরণে।
এ রাধামোহনে কয় তবে মোর ত্রাণ হয়
অসম্ভব কৃপা—লোকে জানে।

তরু—৩০১১।

টীকা পূর্বোক্ত পদের প্রার্থনা এই পদে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। যদি বল ভজন বিনা কিরূপে উদ্ধার করিব—তাহাতে পদ কর্তা "তোমার সম্বন্ধ মোতে" ইত্যাদি বলিয়া জগদানন্দের সহিত আপন রক্তের সম্বন্ধকে হেতুরূপে গণনা করিতেছেন।

এই পদটি ৭৩৪ ও ৭৩৫ সংখ্যক পদের অনুবৃত্তি রূপে ব্যাখ্যেয়।

পাঠান্তর—

১ তিলার্দ্ধ মূল পুঁথি।
২ ভজন স্মরণে—তরু।
৩ বুঝাইল—ঙ-পুঁথি।
৪ দিল—ঙ-পুঁথি।
৫ শুনিলুঁ—ঙ-পুঁথি।
৬ এ বিচারি—তরু, বহ, ঙ-পুঁথি।

৭৩৭

যথারাগ-তালাভ্যাম্†।

প্রাণনাথ মোরে তুমি কৃপাদৃষ্টি কর।
মুঞি পাপী দুরাচার মোরে কর অঙ্গীকার
এ ভব-সাগর হইতে তার। ধ্রু।
মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছা হয় সেহো মোর স্থায়ী নয়
মনোযোগ[১] এ রাঙা চরণে।
সেহো বুদ্ধি[২] মোর নয় বিচারিলে এই হয়
আকর্ষয়ে তোমার নিজ গুণে[৩]।
তুমি করুণার সিন্ধু এ দীনজনের বন্ধু
উদ্ধারিয়া দেহ পাদসেবা[৪]।
এই অধমের ত্রাতা তোমা বিনু প্রেমদাতা
ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা।
মোর কর্ম[৫] না বিচারি পূর্ববৎ দয়া করি
মোরে দেহ সেই প্রেমসেবা।
এ রাধামোহনে[৬] কয় মোর পরিত্রাণ হয়[৭]
আর গুণ নাহি গায় কেবা।

তরু—৩১০০।

পাঠান্তর—

† যথাসম্ভবরাগ-তালাভ্যাম্—বহ।
১ মনোযোগে—তরু।
২ রঙ্গ—ঘ-পুঁথি।
৩ অকস্মাৎ মোর নিজগুণে—ঘ-পুঁথি।
৪ পদসেবা—তরু।
৫ কর্মা—ঘ-পুঁথি।
৬ রাধামোহন—তরু।
৭ তবে গুণ নাহি গায়—তরু।

টীকা—যদি বল—ভজন নাই—শুধু মাত্র সম্বন্ধ আছে বলিয়া উদ্ধার করিব।—তবে বলি শোনো। জীবোদ্ধার সাধনা বিনা কৃপাতেও হইয়া থাকে। অতএব আমার উদ্ধার বিষয়ে তোমার কৃপা করাই কর্তব্য। যদি বল প্রার্থনারূপ চেষ্টাদির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে তোমার মনোভিনিবেশ আছে অতএব সাধন-শক্তিও আছে। তবে কৃপা প্রার্থনা করিতেছ কেন? আমার বাসনা চকলা তোমার আকর্ষণ গুণেই তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, আমার চেষ্টা-গুণে নহে। অতএব তুমিই করুণাসিন্ধু। পূর্বে তুমি যথাসম্ভব অতি অযোগ্যকেও আপন চরণের আশ্রয় দিয়াছ, অতএব আমাকেও তাহাই দাও। এই পদটি যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পক্ষে ব্যাখ্যেয় হয় সেস্থলেও গুরুরূপেই তাঁহাদের ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

৭৩৮

যথাসম্ভবরাগ-তালাভ্যাম্।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ[১] এই নিবেদন
মো বড়ি[১] অধম দুরাচার।
দারুণ সংসারনিধি তাহে ডুবাইল[২] বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পার।
বিধি বড় বলবান না শুনে ধরম জ্ঞান
সদাই করম ফাঁসে[৩] বান্ধে।
না দেখোঁ তারণলেশ[৪] যত দেখ[৫] সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে[৬] তেঞি কান্দে[৭]।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান যত[৮]
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন ফিরে যেন অন্ধ জন
বিপথ সুপথ করি মানে[৯]।
এ[১০] দাস লোচনে কয় দেখি শুনি[১১] লাগে ভয়
বিষম সংসারে মোর বাস।
না[১২] দেখোঁ[১৩] তারণ পথ অসতে মজিল চিত
এ ভব তরাঞা লেহ পাশ[১৪]।

তরু—৩০২৪।

টীকা—রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রেমসেবন-সম্পাদিকা বৈষ্ণব-কৃপা প্রার্থিত হইতেছে।

৭৩৯

শ্রীরাগ ধানশীরাগ-মঠকতালে।

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে[১]। ধ্রু।
শ্রীগুরুচরণ আদি[২] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া[৩] কর মোরে ধন্য[৪]।

পাঠান্তর—

১ বড়—তরু। বর—খ-পুঁথি।
২ ডুবাওল—তরু।
৩ পাশে—ঙ-পুঁথি।
৪ তাহার—ঙ-পুঁথি।
৫ দেখোঁ—তরু।
৬ ভিতরে—খ-পুঁথি।
৭ ডাকে—ঙ-পুঁথি।
৮ সহ—তরু।
৯ সুপথ বিপথ নাহি মানে—তরু।
সুপথ বিপথ নাহি জানে—ক, ঙ-পুঁথি।
১০ "এ" শব্দ ঙ-পুঁথিতে নাই।
১১ দেখি শুনি—ঙ-পুঁথি।
১২ "না" শব্দ ঙ-পুঁথিতে নাই।
১৩ দেখি—খ-পুঁথি।
১৪ পদকল্পতরুতে এটি নরোত্তমের ভণিতায় পাওয়া যায়—
ন সেবিলুঁ সাতমত অসতে মজিল চিত
তুয়া পায়ে না করিলুঁ আশ।
নরোত্তমদাসে কয় দেখ্যা শুন্যা লাগে ভয়
এইবার তরাইয়া লেহ পাশ।

পাঠান্তর—

১ ধ্রুবপদটিক ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।
২ আর তরু।
৩ পতিয়াই—খ-পুঁথি।
৪ মোরে কর ধন্য—তরু।

তোমা সভার করুণা বিনা[৫] ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়॥
বাঞ্ছা কল্পতরু[৬] হয়[৭] করুণাসাগর।
এইত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর॥
গুণলেশ নাহি মোর অপরাধের[৮] সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥
নামসংকীর্ত্তনে রুচি[৯] আর প্রেমধন।
এ রাধামোহনে দেহ হঞা[১০] সকরুণ॥

তরু—৩০৯৭।

টীকা—স্বমুখে পূর্ব্বোক্ত সর্ব-প্রাপিকা সর্ব-বৈষ্ণব-কৃপা এই পদে পরকার প্রার্থনা করিতেছেন।

৭৪০

দুঃখিবরাড়ীরাগ-দশকোশীতালেন।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোমার চরণ
শরণ না কৈনু[১] আমি।
বিষম বিষয়[২]- বিষ ভাল মানি
খাইছোঁ[৩] হইয়া কামী॥ ধ্রু॥
সেই বিষ মোরে জারিয়া মারিবে[৪]
বড়ই বিপাক হইল।
জনমে জনমে এমত কতই[৫]
আত্মঘাত[৬] পাপ কৈল॥
সেই[৭] অপরাধে এ ভবসাগরে
বান্ধিল[৮] এ মায়াজালে।
তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া
আপনি ডুবিলুঁ[৯] হেলে॥
আর কত কাল এ দুঃখ ভুঞ্জিমু[১০]
ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া
নিবেদিয়ে তুঞা[১১] পায়॥
ও রাঙাচরণ- পরশ কেবল
বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া লেহ দীনবন্ধু
আপন চরণ-নায়॥
আপন[১২] সেবন অমৃত-ভোজন
করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন খতে বিকাইল
দাস গণনে লেখ[১৩]॥

তরু—৩১০১।

টীকা—শ্রীগুরু-গোস্বামী ও শ্রীবৈষ্ণব-গোস্বামীগণ সম্বন্ধে গান হইবার পর সঙ্কীর্ত্তন সমাপ্তি কর্তব্য—এই অভিপ্রায়ে —এই পদটি গেয়।

এই পদে "তোমার" শব্দটি যে স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অভেদার্থে বুঝিতে হইবে। বিষয় ভোগকালে স্বাদু কিন্তু পরকালে মহাপীড়াদায়ক বলিয়া "বিষ" বলিয়াই উক্ত হইয়াছে।

এই পদে সেবাদ্বারা প্রেমযাচনা স্পষ্টই প্রতীত হইয়াছে।

ইতি শ্রীভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্নতনু-শ্রীপাদ-শ্রীনিবাসাচার্য-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র-শ্রীরাধামোহন-ঠক্কুর-সংগৃহীত: শ্রীপদামৃত-সমুদ্রঃ সম্পূর্ণঃ।

টীকা—শ্রীনিবাসাচার্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর প্রণীত পদামৃত সমুদ্রের মহাভাবানুসারিনী টীকা সম্পূর্ণ হইল।

---

৫ বিনে—তরু। বিনু—খ-পুঁথি।
৬ রাধাকুক—খ-পুঁথি।
৭ হও—তরু।
৮ অপরাধ—খ-পুঁথি।
৯ নামসঙ্কীর্ত্তনরুচি—তরু।
১০ হৈয়া—তরু।

পাঠান্তর—
১ কৈলাম—তরু, খ-পুঁথি।
২ বিষয় বিষম—ঙ-পুঁথি।
৩ খাইনু—তরু। খাই—খ-পুঁথি।
৪ মারিলে—তরু।
৫ কতেক—ঙ-পুঁথি।
৬ আত্মঘাতী—তরু।

৭ আর কই—ঙ-পুঁথি।
৮ নাড়িলে—তরু।
৯ ডুবিনু—তরু।
১০ ভুঞ্জিব—তরু।
১১ নিবেদিনু তুয়া—তরু।
১২ তোমার—তরু।
১৩ দাসগণে মোরে লেখ—খ-পুঁথি।
ঙ-পুঁথির লেখন সমাপ্তি কাল—১২৬৬ সাল
তারিখ—২৪শে আষাঢ়।

রাধামোহন-ঠাকুরকৃত

মহাভাবানুসারিণী টীকা

১

হরির্জয়তি। গ্রন্থারম্ভে নিজেষ্টদেবতানি স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষী কোঽপি "শ্রীযুতম্"-ইত্যাদিনা প্রণমতি[১]। জগদানন্দ এব বিধুশ্চন্দ্রো মমাজ্ঞান-তিমিরনাশক-দয়ামৃতদায়কঃ। তমতিপ্রসিদ্ধং শ্রীযুক্তমহং বন্দে মূর্দ্ধ্নেত্যুপলক্ষণং[২] কায়েন মনসা বাচা দণ্ডবৎ প্রণতোঽস্মি। মহাপ্রভুং ভবসাগরনিস্তারপূর্ব্বক-প্রেমবিতরণাদি কর্ত্তুং শক্তম্। চৈতন্যং জ্ঞানং, তদত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বম্। তনোতি বিস্তারয়তি অর্থাদ্-দদাতি। তং শ্রীগুরুং কলিযুগপাবনাবতার-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দাতারম্। যদ্বা তন্মূর্ত্তিম্ "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদ্[৩]" ইতি, "আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা[৪]" ইত্যাদি স্মরণাৎ। তথা রাধিকাকৃষ্ণৌ বিশেষেণ গৃহ্লাতি অন্তর্ভূতণ্যার্থতয়া[৫] গ্রাহয়তি জনানুপদিশতি তথা তম্। যদ্বা, তয়োর্বিশেষেণ গ্রহ আগ্রহো যস্যেতি।

দ্বিতীয়পক্ষে, চৈতন্যতনুং ভীমেতিবৎ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনাম্নাতিখ্যাতং কলিযুগপাবনাবতারম্। মহাপ্রভুং পূর্ব্বোক্তার্থস্য সদৈব প্রকটনাত্তন্নাম্নাপাতি-প্রসিদ্ধম্। শ্রীযুক্তং নানাশক্তিবিশিষ্টম্। জগদানন্দ-বিধুং প্রেমদানাদিনা জগতামানন্দং বিদধাতি যস্তম্। শ্রীরাধিকাকৃষ্ণবেকীভূয়[৬] বিগ্রহঃ শরীরং যস্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যর্থঃ।

তৃতীয়পক্ষে, শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্বিগ্রহং শ্রীমূর্ত্তিম্ আনন্দপরিণতিং রসপরিণতিঞ্চ (অভেদে ষষ্ঠী বোধ্যা,

---

১। বিঘ্নোপশান্তির জন্য গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ অবশ্যকর্ত্তব্য
—অথাপ্যবশ্যং কর্ত্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে ॥২৩॥
আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা ॥২৪॥
পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত ॥২৫॥
সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"শ্রীযুতং জগদানন্দম্" ইত্যাদি শ্লোক অষ্টপদী নান্দী।—"জগদানন্দং বিধুং"-স্থলে "জগদানন্দবিধুং" পাঠ সমীচীন। ১৩১৫ সাল ১০ই পৌষ তারিখে ছাপা বহরমপুর সংস্করণের টীকাতেও দেখিতে পাই—জগদানন্দ এব বিধুশ্চন্দ্রঃ।

২। "স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বমুপলক্ষণম্"।
—এ স্থলে "মূর্দ্ধা" শব্দ ব্যবহৃত হইলেও উপলক্ষণ-বলে কায়, মন ও বাক্য তিনটিই বুঝাইতেছে।

৩। আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৭।২৭।

৪। নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।
শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২৯।২৬

৫। রাধিকাকৃষ্ণয়োর্বিগ্রহঃ প্রাপকো যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তম্।
বিশষেণ গ্রাহয়তীতি বিগ্রহঃ।
অত্রৈব ণিজর্থোঽন্তর্ভূতঃ।

—বিশেষভাবে গ্রহণ করান—অতএব বিগ্রহ। এই স্থলেই ণিচ্ অর্থ অন্তর্ভুক্তঃ।

৬। তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোকে—
রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥ ৫৫॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥ ৫৬॥
চৈতন্যচরিতামৃত
আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জীববস্তয়োর্দেহদেহীতি ভেদাভাবাৎ) "শ্রীযুতং" সর্বলক্ষ্মী-মহিম্নাদি-প্রকাশক হ্লাদিনীসারশক্তি-সর্বাবতারপ্রকাশক-সচ্চিদানন্দ-সারশক্তিযুক্তং, "সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা[১]" ইতি "বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি[২]" ইতি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্[৩]" ইত্যাদি বহুবিধ-প্রখ্যানাদ্ অসমোর্দ্ধ লীলয়া জগতাং তত্রত্য স্বভক্তানামানন্দবিধাতারম্।

যদ্বা আনন্দয়তি ইতি আনন্দঃ স চাসৌ বিধুশ্চেতি তথা তং জগতামানন্দচন্দ্রমিতি†।

অসমানোর্দ্ধ†† সৌন্দর্যমাধুর্যলাবণ্যাদিনা[৪] প্রকৃষ্টং ভাতি প্রভুঃ। মহাংশ্চাসৌ স চেতি তম্। চৈতন্যতনুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব তনুর্যস্যেশ্বরমূর্তেঃ (আনন্দরূপত্বাদভেদঃ)। যদ্বা চিদ্‌ঘনরূপমিত্যর্থঃ। "বন্দে" ইতি সর্বত্র যোজ্যম্ ॥১॥

১। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥
বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র।

২। যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৫।৫৪॥
ব্রহ্মসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়।

অর্থাৎ—যাঁহার এক নিঃশ্বাসকাল অবলম্বন করিয়া তদীয় রোমবিবরজাত ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ডনাথগণ জীবন ধারণ করেন, সেই মহাবিষ্ণুও যাঁহার অংশের অংশ মাত্র, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

৩। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥
শ্রীমদ্ভাগবত—১।৩।২৮

অর্থাৎ—ইঁহারা সকলেই সেই মহাবিষ্ণুর অংশ বা কলামাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ মহাবিষ্ণুরও অবতারী। দস্যুপীড়িত জগৎকে সুখী করিবার জন্যই অংশ-কলাদি অবতারগণ অবতীর্ণ হন।

৪। যাঁহার সমান বা অধিক সৌন্দর্য, মাধুর্য, লাবণ্য ইত্যাদি অন্য কাহারও নাই—এমন যিনি।

এ বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোক উল্লেখযোগ্য—

সর্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ৭॥
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥১৮॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, প্রথম লহরী।

অর্থাৎ গোবিন্দের চারিটি গুণ অসাধারণ—

(১) সর্বাদ্ভুত চমৎকার লীলাসমূহ
(২) অতুল্য মধুর প্রেম
(৩) ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীনিনাদ
(৪) অসমোর্দ্ধরূপশ্রী

সংক্ষেপে লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপ।

অনুবাদ—হরি জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। গ্রন্থারম্ভে নিজা-ভীষ্টসিদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষী কোন একজন স্বীয় ইষ্টদেবতাকে 'শ্রীযুত' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রণাম করিতেছেন। জগদানন্দ স্বরং চন্দ্র, তিনি আমার অজ্ঞানতিমিরনাশক্ষম-দয়ারূপ-অমৃত-দায়ক, অতি প্রসিদ্ধ ও শ্রীযুক্ত—তাঁহাকে আমি বন্দনা করি। 'মূর্দ্ধ্না'-শব্দটি উপলক্ষণে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণত হইতেছি। মহাপ্রভু অর্থাৎ ভবসাগর নিস্তারপূর্বক প্রেমবিতরণাদি করিতে সমর্থ। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান, যাহা এস্থলে

পাঠান্তর—
† ইত্যর্থে—ঙ-পুথি।

পাঠান্তর—
†† ঙ-পুথিতে নাই। এস্থলে আছে—"যদ্বা আনন্দশক্তি"।

পুনরৌৎসুক্যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীগুরুঞ্চ ব্যঞ্জয়ন্ "দয়োদ্ধৃত"-ইত্যাদিনা প্রণমতি। শ্রীসনাতনগোস্বামী তন্মূর্ত্তস্য নিত্যা তন্মূর্তস্য বা। অন্যার্থঃ সুগমঃ। পক্ষে সাম্যার্থঃ। কলিযুগপাবনাবতারস্য তন্মূর্ত্তিত্বাৎ ॥ ২ ॥

"পঙ্গুঃ"-ইত্যাদিনা তন্মহিমানং ব্যনক্তি। যস্য কৃপালেশেন পঙ্গুর্ব্রহ্মাণ্ডং ভ্রমতি তং শ্রীগুরুং শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রদায়কং সমুপেতমৃত্যুনিবারকম্ অর্থাদ্ যমভয়খণ্ডকম্ অহং বন্দে। কীদৃশম্? ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপম্ অতএব তচ্ছক্তিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। পক্ষে ঈশ্বরং ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্তং স্বয়ং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণম্ অহং বন্দে। কীদৃশম্? গুরুং সংসারতারক-স্বমন্ত্রদায়ক-শ্রীগুরুরূপিণং কিং বা সর্বশ্রেষ্ঠম্। অন্যার্থস্তু সাম্যোক্তিঃ[২] ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ববোধকে বিস্তারিত করিতেছে অর্থাৎ দিতেছে। সেই শ্রীগুরু কলিযুগপাবনাবতার-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাতাকে (প্রণাম করি)। যেহেতু সেই চৈতন্যময় মূর্তিকে "আমাকে আচার্য বলিয়া জানিও", "গুরু চৈত্ত্য রূপে" ইত্যাদি বাক্যে স্মরণ করা হইয়া থাকে। অনুরূপ ভাবে রাধাকৃষ্ণকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন এবং অন্তর্ভূত চিৎ অর্থবশত গ্রহণ করান—জনগণকে উপদেশ দেন যিনি তাঁহাকে (প্রণাম করি)। অথবা রাধাকৃষ্ণের বিষয়ে যাঁহার গ্রহ অর্থাৎ আগ্রহ—সেই জগদানন্দ-রূপ চৈতন্যময়কে প্রণাম করি।

দ্বিতীয়পক্ষে চৈতন্যতত্ত্বকে—ভীম যেমন ব্যক্তিবিশেষের সংজ্ঞা, এস্থলেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অভিখ্যাত কলিযুগপাবনাবতারকে, মহাপ্রভুকে—পূর্বোক্ত অর্থের প্রকটন সর্বদাই করেন বলিয়া নামের দ্বারাও অতিপ্রসিদ্ধ যিনি তাঁহাকে, শ্রীযুক্তকে—নানাশক্তিবিশিষ্টকে, জগদানন্দ বিধুকে—প্রেমদানাদি দ্বারা জগতের আনন্দবিধান যিনি করেন তাঁহাকে, শ্রীরাধিকাকৃষ্ণের একীভূত বিগ্রহ অর্থাৎ শরীর যাঁহার সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে (প্রণাম করি)।

তৃতীয়পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দপরিণতি ও রসপরিণতি যে বিগ্রহ বা শ্রীমূর্তি তাঁহাকে—("রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহ" এস্থলে ষষ্ঠী বোধ্য, কারণ তাঁহাদের জীবসদৃশ দেহ-দেহী-ভেদ নাই), শ্রীযুক্তকে—সর্বলক্ষ্মী-মহিষী ইত্যাদি প্রকাশক হ্লাদিনীর সার শক্তি ও সর্ব-অবতার-প্রকাশক সচ্চিদানন্দের সার-শক্তিযুক্তকে "সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ পরা সম্মোহিনী," "মহাবিষ্ণু যিনি তিনিই যাঁহার কলা-বিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি", "কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্"—ইত্যাদি বহুবিধ প্রখ্যানবশত অসমানোর্ধ্ব লীলা দ্বারা যিনি জগতের ও তদ্বস্থ স্বীয় ভক্তগণের আনন্দবিধান করেন—তাঁহাকে (প্রণাম করি)।

অথবা আনন্দ দান করেন বলিয়া আনন্দ। যিনি সেই আনন্দ তিনিই বিধু, অতএব তাঁহাকে অর্থাৎ জগতের আনন্দচন্দ্রকে (প্রণাম করি)। অসমানোর্ধ্ব মাধুর্য-লাবণ্যাদির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পান যে প্রভু এবং যিনি মহান্ তাঁহাকে (প্রণাম করি)। চৈতন্যতত্ত্বকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যাঁহার তত্ত্ব তাঁহাকে—ঈশ্বরমূর্তির আনন্দস্বরূপত্ববশত অভেদ) কিংবা চিদ্ঘনরূপকে—এই অর্থও হইতে পারে—(প্রণাম করি)। "বন্দনা করি"—ইহা সর্বত্র যোজনীয়।১।

পুনরায় ঔৎসুক্যবশত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীগুরুকে বিশেষ অর্চনাপূর্বক "দয়া করিয়া উদ্ধৃত" ইত্যাদি দ্বারা প্রণাম করিতেছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী যাঁহার তত্ত্ব অথবা নিত্য তত্ত্ব যাঁহার। অন্য অর্থ সুগম। পক্ষে সমান অর্থ। কলিযুগপাবনাবতারের তন্মূর্তিবশতঃ।২।

"পঙ্গু" ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন। যাঁহার কৃপালেশে পঙ্গু ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে, সেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রদায়ক শ্রীগুরুকে—যিনি আসন্ন মৃত্যুকে নিবারণ করেন অর্থাৎ যিনি যমভয়খণ্ডনকারী, তাঁহাকে আমি বন্দনা

পাঠান্তর—

১। ব্যঞ্জনয়া—মূল পুঁথির টীকা।

২। সাম্যমিতি—মূল পুঁথির টীকা।

সর্বাভীষ্টদায়কস্য সর্ববিঘ্নবিনাশকস্য শ্রীগুরোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বা সমরূপস্য সামান্যাকারেণ বন্দনং কৃত্বা ইদানীং "বন্দে তম্" ইত্যাদিনা ভবাব্ধি-তরণে[১] কর্ণধারস্বরূপস্য পূর্বোক্তপ্রকারস্য জগতি প্রসিদ্ধস্য শ্রীজগদানন্দাখ্যপ্রভোঃ শ্রীগুরোর্বিশিষ্টনাম প্রগৃহ্য কোঽপি প্রণমতি। তং কীদৃশম্? চৈতন্য-দায়কং সর্বাবতারশিরোমণি-কলিযুগকৃতাবতার-কলিযুগাব্যবহিতগতযুগকৃতনিজাবতার-চরণপরিচরণ-শিক্ষোদ্ধারীকৃত-সকলব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডক-শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞক-দায়কমিত্যর্থঃ। শব্দশ্লেষে চেতনৈব চৈতন্যং বাস্তব-জ্ঞানং তদ্দায়কমিতি যাবৎ। যৎকৃপাশয়া বক্ষ্যমাণ-শ্রীজয়দেব-শ্রীবিদ্যাপত্যাদিবিরচিত-শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণন-ময়গীতমেব বেদার্থস্তদভিধেয়তত্ত্বস্য বিস্তারে ব্যাখ্যানে প্রবৃত্তঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুবংশোদ্ভব-তৎস্বরূপ-শ্রীমদ্‌জগদানন্দসংজ্ঞক-শ্রীগুরোর্বন্দনং কৃত্বা শব্দ-শ্লেষেণ তজ্জনকং শ্রীলকৃষ্ণপ্রসাদ[২]ঠক্কুরং বন্দতে। "প্রসাদপদসংযুক্তম্ ইত্যনেন শ্রীলকৃষ্ণপ্রসাদঠক্কুরো লভ্যতে। তস্মাৎ তম্ অহং বন্দে। কীদৃশম্? —করুণার্ণবং দয়াসাগরম্। পুনঃ কীদৃশম্?—সর্ব-সিদ্ধিদম্। পক্ষে সর্বেষাং জনানাং শ্রীগুরোঃ প্রকাশকং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং শ্রীমন্নন্দনন্দনমিতি যাবৎ। কীদৃশম্?—প্রসাদ এব পদং বস্তু তদ্‌যুক্তম্। যদ্বা প্রসাদস্য পদং স্থানং ভক্তোঽর্থাৎ সদৈব তদ্‌যুক্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা প্রসাদস্য পদং ব্যবসায় ইতি বা। অর্থাৎ বিশেষেণ সাম্যমিতি ॥ ৫ ॥

করি। তিনি কিরূপ?—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, অতএব তৎশক্তিমান্। পক্ষে ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আমি বন্দনা করি। কীরূপ গুরুকে? সংসারতারক মন্ত্রদায়ক শ্রীগুরুরূপীকে অথবা সেই সর্বশ্রেষ্ঠকে। অন্যান্য বিষয়ে দুই পক্ষেরই সমান অর্থ।৩।

সর্বাভীষ্টদায়ক সর্ববিঘ্নবিনাশক সমরূপ শ্রীগুরুকে বা শ্রীকৃষ্ণের সমরূপকে সামান্যভাবে বন্দনা করিয়া ইদানীং "বন্দনা করি তাঁহাকে" ইত্যাদি দ্বারা ভবসাগর-তরণব্যাপারে কর্ণধারস্বরূপ পূর্বোক্তপ্রকার জগৎপ্রসিদ্ধ শ্রীগুরু শ্রীজগদানন্দনামা প্রভুর বিশিষ্ট নাম গ্রহণ করিয়া কোনো একজন প্রণাম করিতেছেন। তিনি কিরূপ? চৈতন্যদায়ক অর্থাৎ যিনি চৈতন্যকে দান করেন। এস্থলে চৈতন্য শব্দে চেতনা বুঝাইয়াও বুঝাইতেছে তাঁহাকে যিনি শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞক। তিনিই সর্ব-অবতারের শিরোমণি, কলিযুগে অবতীর্ণ এবং কলিযুগের অব্যবহিত গত যুগে অর্থাৎ দ্বাপরে অবতার-সময়ে চরণপরিচর্যাশিক্ষার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছেন। শব্দ শ্লেষের দ্বারা চৈতন্য অর্থে চেতনা বা বাস্তব জ্ঞান পাওয়া গেল—তাহাই যিনি দেন, তাঁহাকে। যাঁহার কৃপাবশত বক্ষ্যমান শ্রীজয়দেব শ্রীবিদ্যাপতি প্রভৃতি রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনময় গীতই যে বেদের অর্থ—অর্থাৎ বেদের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বস্তুরূপ যে অর্থ সেই অভিধেয়ের বিস্তারে অর্থাৎ ব্যাখ্যানে আমি প্রবৃত্ত।৪।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুর বংশোদ্ভব ও তৎস্বরূপ শ্রীমদ্-জগদানন্দসংজ্ঞক শ্রীগুরুর বন্দনা করিয়া শব্দশ্লেষের দ্বারা তাঁহার জনক শ্রীলকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরকে বন্দনা করিতেছেন। "প্রসাদপদসংযুক্ত"—ইহা দ্বারা শ্রীলকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরকে বুঝা যাইতেছে, অতএব তাঁহাকে আমি বন্দনা করি। তিনি কীরূপ? —করুণার্ণব, দয়ার সাগর। পুনশ্চ কীরূপ? সর্বসিদ্ধিদাতা। পক্ষে সমস্ত জনগণের গুরুর প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রীমৎনন্দনন্দন। কীরূপ? প্রসাদই পদ বা বস্তু, তদ্যুক্ত। কিংবা প্রসাদের পদ বা স্থান যে ভক্ত—সর্বদাই তাহার সহিত যুক্ত—এই অর্থ। কিংবা

পাঠান্তর—

১। ভবাব্ধিপতিতোদ্ধারকস্য নিজ—১নং পুঁথির টীকা।

২। প্রসাদাখ্য—১নং পুঁথির টীকা।

শ্রীগুরোঃ প্রকাশকবন্দনং কৃত্বা শ্রীমদাচার্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিন্দগতি[১]সংজ্ঞকং তৎপুত্রাংশ্চ "শ্রীগোবিন্দ-গতিম্"-ইত্যাদিনা পুনর্বন্দতে। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥৬॥

ততোঽতি[২]প্রসিদ্ধং শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমপ্রচারকং পূর্বশ্লোককৃতবন্দন[৩]জনকং "শ্রীনিবাস"-ইত্যাদিনা বন্দতে। শ্রিয়া রাধিকায়া নিবাস ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সার্থকঃ "শ্রীনিবাসঃ" শব্দঃ। "মন্ত্রব্যাখ্যানকৃদ্ আচার্যো ভক্তের্বা সংপ্রবর্তক" ইতি পূর্বাচার্যকৃতবচনাদ্ উভয়কারকঃ স চাসৌ স চেত্যভিধায়[৪] তস্য তম্ অহমাশ্রয়ে। আশ্রয়-রূপস্যোৎকর্ষপ্রতিপাদনাং প্রণতিরপ্যাক্ষিপ্যতে[৫]। কীদৃশম্? সভক্তম্। "সভক্তম্"ইতি পদেনাপি নরোত্তমাদিত্রয়ং লভ্যতে। তথাপি তেষাং প্রাধান্যপ্রতিপাদনায় বিশেষণদ্বয়ং দত্তমিতি ॥৭॥

ততোঽতিপ্রসিদ্ধং নিরুপমং গোস্বামিবর্গং শ্রী-"রূপসনাতনৌ"-ইত্যাদিনা বন্দতে। "ভট্টযুগম্" ইতি শ্রীমদ্-গোপালভট্টো রঘুনাথভট্টশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ। অন্যনামান্যতিপ্রসিদ্ধানি সন্তি। "পুনঃ পুনঃ" বন্দ ইতি সর্বত্রানুসন্ধেয়ম্ ॥৮॥

ততঃ সর্বাবতারসার-কলিযুগপাবনাবতার-প্রেম-প্রচারক-শ্রীসংসকীর্তনানন্দহেত্ববতারং পুনঃ সর্বাংশিনং

প্রসাদের পদ যা ব্যবসায়। অর্থাৎ এই যে বিশেষ (প্রসাদযুক্তস্বরূপ বৈশিষ্ট্য) উহা উভয়ার্থেই (শ্রীজগন্নাথনামক গুরুর গুরু শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদঠাকুরের বন্দনা পক্ষে এবং শ্রীমন্নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা পক্ষে) সমান ॥৫॥

শ্রীগুরুর প্রকাশকের বন্দনা করিয়া শ্রীমদ্ আচার্যপ্রভুর গোবিন্দগতিসংজ্ঞক পুত্র এবং তাঁহারও পুত্রদের "শ্রীমদ্-গোবিন্দগতিম্"—ইত্যাদি শ্লোকে পুনরায় বন্দনা করিতেছেন। ইহার অর্থ সুগম ॥৬॥

অনন্তর অতিপ্রসিদ্ধ (পাঠান্তর অনুসারে—তাহা অপেক্ষাও প্রসিদ্ধতর) শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমপ্রচারক—যাঁহার বন্দনা পূর্বশ্লোকে করা হইয়াছে, তাঁহার পিতা শ্রীনিবাসাচার্যকে "শ্রীনিবাস" ইত্যাদি দ্বারা বন্দনা করা হইতেছে। "শ্রী"র অর্থাৎ রাধিকার নিবাস—এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শ্রীনিবাস শব্দ সার্থক। "যিনি মন্ত্রের ব্যাখ্যাকারক অথবা ভক্তির সংপ্রবর্তক" তিনিই আচার্যপদবাচ্য—তিনিই উভয়কারক অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার ও সংপ্রবর্তক—দুইই তিনি, তাই আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আশ্রয়রূপের উৎকর্ষপ্রতিপাদনের জন্য প্রণতিও আক্ষিপ্ত হইতেছে। তিনি কীরূপ? ভক্তের সহিত বর্তমান। "সভক্ত"—এই পদের দ্বারা নরোত্তমাদি তিনজনকে পাওয়া যাইতেছে। তথাপি তাঁহাদের প্রাধান্যপ্রতিপাদন নিমিত্ত বিশেষণদ্বয় দত্ত হইয়াছে ॥৭॥

অনন্তর অতিপ্রসিদ্ধ উপমাহীন গোস্বামিগণকে শ্রী-"রূপসনাতন"—ইত্যাদি শ্লোকে বন্দনা করিতেছেন। "ভট্টযুগল" বলিতে শ্রীমদ্গোপালভট্ট এবং রঘুনাথভট্টকে বুঝিতে হইবে। অন্যান্য নাম (শ্রীজীব ও রঘুনাথ দাস) অতিশয় প্রসিদ্ধ। "পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি"—এই অংশ সর্বত্র যোজনীয় ॥৮॥

পাঠান্তর—

১। শ্রীগোবিন্দমিতি—বহ'র টীকা।
২। ততোঽপি—বহ'র টীকা।
৩। বন্দনক—মূল-পুঁথি।
৪। অভিধা যস্য—মূল-পুঁথি।

টীকা—

৫। যদ্ যেন বিনা নোপপদ্যতে তৎ তেনাক্ষিপ্যতে।

সর্বশক্তিমন্তম্ অসমোর্দ্ধকরুণাকরণাপ্রতারকং, স্বয়ং ভগবন্তং তদ্রূপশ্রীমন্নিত্যানন্দাদিগণসহিতং "শ্রীচৈতন্যম্ অহম্"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং বন্দতে। শ্রীচৈতন্যং জগচ্চৈতন্যকারকজ্ঞানাত্মনঃ স্বরূপম্[২] অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং বন্দ ইতি। একদেশে সমুদায়োপচারাৎ[৩] ॥৯॥

ততঃ সর্বনায়িকাশিরোমণিং সর্বনায়কশিরোমণিং সর্বশক্তিসাররূপাং সর্বশক্তিমন্তং সর্বলক্ষ্মী-সর্বমহিষ্যাদি প্রকাশকারিণীং পর[৪]ব্যোমনাথাদি-সর্বাবতারি-সর্বাবতারকারণং সাবরণাং স্বাভীষ্টদেবীং তং দেবঞ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপং তৎস্থানং তদ্রূপ-তল্লোকবাসিনঞ্চ "শ্রীরাধাম্"—ইত্যাদিপদ্যেন বন্দতে। অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥১০॥

ততঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাবর্ণনকারক-পরমরসিকানায়াস-পূর্ণীকৃতমূর্খজনকামান্ শ্রীমদ্ভক্তবর্গান্[৫] শ্রী"বিদ্যাপতিঃ"-ইত্যাদিনা বন্দতে[৬]। কবীনকঃ কবিঃ। অন্ত্যসিদ্ধ-কবীনাং জাত্যৈকত্বং বিবক্ষ্য সপ্তবারিধিতুল্যত্বমুক্তম্। ধন্যানাং মধ্যে ধন্যা ইত্যর্থঃ ॥১১-১৩॥

ইহার পর সর্বাবতারসার, কলিযুগপাবনাবতার, প্রেম-প্রচারক, শ্রীমতিত সঙ্কীর্তন যাঁহার অবতার গ্রহণের অন্যহেতু, যিনি সর্বাংশী, সর্বশক্তিমান্, অসমোর্দ্ধ করুণাদানে যিনি অপ্রতারক (পাঠান্তর অনুসারে—অসমোর্দ্ধকরুণাপ্রচার যিনি করিয়াছেন) এবং যিনি স্বয়ং ভগবান্ সেই ভগবৎস্বরূপ-নিত্যানন্দাদিগণসমেত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে "শ্রীচৈতন্যম্ অহম্"—ইত্যাদি শ্লোকে বন্দনা করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের অর্থ জগতের চৈতন্যকারক জ্ঞানাত্মস্বরূপ (পাঠান্তরে—জ্ঞানঘনস্বরূপ) অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাকে বন্দনা করি।

এস্থলে একদেশে সমুদায়ের উপচারবশত চৈতন্য বলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুঝাইতেছে ।৯।

অনন্তর সর্বনায়িকাশিরোমণি ও সর্বনায়কশিরোমণি, সর্বশক্তিসাররূপা ও সর্বশক্তিমান্, সর্বলক্ষ্মীসর্বমহিষ্যাদি-প্রকাশকারিণী ও পরমব্যোমনাথাদি-সর্বাবতারি-সর্বাবতারকারণ, সাবরণা স্বীয় অভীষ্টদেবী ও বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ সেই দেবকে, তাঁহার স্থানকে ও তদ্রূপ তল্লোক-বাসীকে "শ্রীরাধা"-ইত্যাদি পদ্য দ্বারা বন্দনা করিতেছেন। ইহার অর্থ স্পষ্ট ।১০।

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাবর্ণনকারক পরমরসিক শ্রীমদ্-ভক্তবর্গকে—যাঁহারা মূর্খজনের বাসনা স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন (রসিকান্ আয়াসপূর্ণীকৃতমূর্খজন-কামান্), অথবা যাঁহারা বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাণ্ডরূপ পদাবলী রচনা করিয়া অনায়াসেই মূর্খজনের অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন (রসিক+অনায়াসপূর্ণীকৃতমূর্খজনকামান্), তাঁহাদের —"বিদ্যাপতিঃ"-ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বন্দনা করিতেছেন। কবীনক=কবি। অন্ত্য সিদ্ধ কবিগণের জাতিগত ঐক্য বলিতে ইস্তুক টীকাকার "কবীনক" এই একবচনান্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। (অন্ত্য সিদ্ধকবিগণ যদিও একাধিক তবু জাতি বুঝাইলে একবচনের ব্যবহার চলে।) বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, লীলাশুক, রামানন্দ, গোবিন্দ কবিরাজ ও সিদ্ধ কবীনক (অন্যান্য কবিগণ মিলিয়া এক)—এই সপ্তকবি সপ্তবারিধির তুল্য। ধন্য যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যেও ইঁহারাই ধন্য ।১১-১৩।

পাঠান্তর—

১। অসমোর্দ্ধকরুণাপ্রচারকম্—মূল-পুঁথি।

২। জগচ্চৈতন্যকারকং জ্ঞানঘনস্বরূপম্—মূল-পুঁথি।

৩। টীকা—কোনো বস্তুর অংশকে একদেশ বলা হয়। সম্পূর্ণ নামের পরিবর্তে নামের অংশবিশেষ উল্লেখ করা চলে এবং ঐ অংশ-বিশেষের উল্লেখ হইতে সম্পূর্ণ নামেরও বোধ হইয়া থাকে। এস্থলে তদ্রূপ 'চৈতন্য'—শব্দের উল্লেখে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই সম্পূর্ণ নামের বোধ হইতেছে।

৪। পরম—মূল-পুঁথি।

৫। শ্রীমদ্ভক্তরাজান্ মূল পুঁথি।

৬। বন্দতে বিদ্যাপতিরিত্যাদিভিঃ মুদ্রিত পুঁথি হয়।

ততঃ কবিব্যতিরিক্ত-সর্বভাগবতান্ বন্দতে "সর্বাভীষ্ট"-ইত্যাদিনা ॥১৪॥

ততঃ শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুবংশান্ তদ্গতচিত্তকতৎ-পরিবারাংশ্চ বন্দতে "আচার্য"-ইত্যাদিনা। দুষ্টো বিষয়দূষিতান্তঃকরণঃ ॥১৫॥

পরমাযোগ্যস্য রসবিবেচনে কারণমাহ "ক্বাহম্"-ইতিশ্লোকেন। অত্যন্তাসম্ভবে 'ক্ব'-দ্বয়ম্। তদা কথং প্রবৃত্ত ইত্যত আহ "কিং তু" ইতি ॥১৬॥

স্বকর্তৃত্বম্ "আলোক্য"-ইত্যাদিনা বারয়তি। অর্থাৎ তদনুসারেণ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদীনাং গীতানি সঙ্কীর্তনে উত্তরোত্তর-গীয়মানান্যস্মিন্ গ্রন্থে সংগৃহ্যন্তে ॥ ১৭ ॥

"পূর্বোক্তগীতকর্তৃণাম্" ইতি। পূর্বোক্তগীত-কর্তৃণাং বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদীনাং যদ্যপি সর্বগীতানি পূর্ণানি সন্তি তথাপি মাদৃশামস্মেষণে কদাচিন্মন্দ-ভাগ্যবশেন গীতৈকং গীতার্দ্ধং পাদৈকং বা ন লভ্যতে। তদা তেষাং পাদপদ্মং হৃদি বিচিন্ত্য রচনং কৃত্বা তদ্ দাস্যামি যোজয়িষ্যামি। কিং তু হে অদোষদর্শিনঃ শ্রোতারঃ! মমাপরাধং ক্ষমধ্বম্। তত্র হেতুস্তেষাং কৃপাবলৈঃ, ন তু মম সামর্থ্যবলৈ-রিত্যর্থঃ। তথা জ্ঞানদুর্বলস্য মম রচনাশুদ্ধিঃ সদৈব বিস্তৃত এব। তস্মাৎ শোধনমবশ্যং কর্তব্যমিতি। হে করুণার্ণবাঃ! যুষ্মাকং দয়ালুতা তদা ব্যক্তা ভবেদ্-ইত্যর্থঃ। অসামর্থ্যেঽপ্যাত্মপবিত্রার্থং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রথমস্কন্ধোক্ত-"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লব"[১] ইতি শ্লোকানুসারেণ গীতাদিরচনে প্রবৃত্তোঽহমিতি ভাবঃ।
॥ ১৮-২০ ॥

অনন্তর কবিব্যতিরিক্ত অন্য সকল ভাগবতজনকে "সর্বাভীষ্ট"-ইত্যাদি দ্বারা বন্দনা করিতেছেন ॥১৪॥

ইহার পর শ্রীনিবাসপ্রভুবংশীয় ও তদ্গতচিত্ত তাঁহার পরিবারবর্গকে "আচার্য"-ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বন্দনা করিতেছেন। দুষ্ট শব্দের অর্থ—বিষয়দূষিত অন্তঃকরণ যাহার ॥১৫॥

রসবিবেচনা বিষয়ে নিজের পরম অযোগ্যতার কারণ "ক্বাহং"-ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন। অত্যন্ত অসম্ভব অর্থে দুইটি "ক্ব" (কোথায়)—শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার পর "কেন প্রবৃত্ত হইলেন"—ইহারই উত্তরে "কিং তু"—ইত্যাদি দ্বারা বক্তব্য বলিয়াছেন ॥১৬॥

স্বীয় কর্তৃত্ব "আলোক্য"-ইত্যাদি বাক্যে নিবারণ করিতেছেন। অর্থাৎ তদনুসারে (সদ্ভক্তকৃত-গীতশাস্ত্রাদি দেখিয়া) বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির গীতসমূহ যেভাবে সঙ্কীর্তনে উত্তরোত্তর গীত হইয়া থাকে, সেইভাবেই এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

পূর্বোক্ত গীতকর্তাগণের সমস্ত গীতই যদিও সম্পূর্ণরূপেই বিরাজ করিতেছে তবু আমার ন্যায় ব্যক্তি নিজস্ব দুর্ভাগ্য-বশত কখনো কখনো হয়তো একটি গীত, গীতার্দ্ধ বা পাদবিশেষ লাভ করিতে পারে নাই। অতএব তাঁহাদের পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করিয়া সেই অপূর্ণ গীতগুলির লুপ্ত অংশ রচনা করিয়া দিব বা যোজনা করিয়া দিব। কিন্তু হে অদোষদর্শী শ্রোতৃবৃন্দ, এই কাজে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কেনন তাঁহাদের কৃপাবশতই আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি; আমার সামর্থ্যবলে নহে। কারণ আমি জ্ঞানদুর্বল, আমার রচনায় সর্বদাই অশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আমার রচিত অংশে শোধন অতি অবশ্যই কর্তব্য। হে করুণাসাগর—আমার রচনার অশুদ্ধি সারিয়া লইলেই জানিব আপনাদিগের দয়ালুতা প্রকাশ পাইয়াছে। অসামর্থ্য সত্ত্বেও আত্মপবিত্রতার নিমিত্ত আমি গীতরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত একটি শ্লোক অনুসরণে বলিতেও পারি যে ভগবৎসম্বন্ধীয় কথামাত্রেই জনগণের পাপনাশ করিয়া থাকে অতএব আত্ম-পবিত্রতার বাসনাই আমার এই গ্রন্থরচনার প্রবৃত্তি ॥১৮-২০॥

১। শ্রীমদ্ভাগবত—১।৫।১১

কিং তাবদ্ গ্রন্থস্য নাম। তদাহ পদামৃত-সমুদ্রাখ্য[১] ইতি ॥ ২১ ॥

ততো নিজমানসদোষদুষ্টস্য স্বস্যোদ্ধারপূর্বক-প্রেমসেবাপ্রাপ্তিম্ আনুষঙ্গিকপ্রস্তুতসমাপ্তিঞ্চ শ্রীগুরুং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ "জনোঽয়মতিকাতর"-ইত্যাদ্যষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ প্রার্থয়তে। তত্র "জনোঽয়ম্"-ইত্যাদিনা প্রথমতো মানসস্য দস্যুত্বং ব্যনক্তি। হে প্রভো! হৃদয়দস্যুনা অতিকাতরো জনোঽয়ং লুণ্ঠ্যতে নানাবিষয়চক্রে ভ্রাময়তা পীড্যতে। "অয়ম্" ইত্যনেন "অহম্" ইতি বোধ্যং শিষ্টাচারাদ্দৈন্যেনেদন্তারোপেণ স্বস্যৈব নির্দেশাৎ। যস্য নামাভাসেন দস্যবো পলায়ন্তে, তস্য ঘোষণা নামগ্রহণরূপা "দোহাই" ইতি যস্যাখ্যা —সৈব মহৎ কর্ম—তৎকুর্বন্নপ্যহো অত্যাশ্চর্যং, তৎ (যদ্ দস্যুর্মাং পীড়য়তি), তস্মাদিমং দস্যুং (নিগৃহ্য তথা কুরু যথা)[২] প্রাণিমি—জীবামি ॥ ২২ ॥

নন্বেতাদৃশজ্ঞানবাংস্ত্বং নীতিশিক্ষাবলেন কথং ন বারয়সি। তত্র মমাসামর্থ্যমিতি "লবাব্ধিম্"-ইত্যাদিনা আহ। "করুণ" ইতি সম্বোধনম্। ভবৎপাদা এব তৎ সম্পাদয়িষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ননু সদা মদ্ভজনেন স্বসাধ্যোনাহিত-তর্কাব-কাশাদ্[৩] বিষয়াৎ কথং তন্নাক্রিয়তে তত্রাহ "অমন্দগর-লাধিকম্" ইত্যাদি। সুখং ভবিষ্যতীত্যাশয়েনা-ত্যুল্বনবিষাদধিকং[৪] বিষয়পুঞ্জমেব বতাতিহর্ষেণাত্তি ভুঙ্‌ক্তে ইত্যন্বয়ঃ। "জগদ্‌গুরো"-ইত্যনেন সর্ব-নিয়ন্তৃত্বং তবৈব ॥ ২৪ ॥

নন্বু যদ্যেবং তদা কলৌ মানসপাপেন দোষো নাস্ত্যতঃ কথং শোচসি। তত্রাহ "অগণ্যবরপাপিনা"-ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। ন কেবলং মে মানসম্ অসৎ,

---

তাহা হইলে এই গ্রন্থের নাম কি? এই প্রশ্নে রাধা-মোহন বলিতেছেন—"পদামৃতসমুদ্র"। ২১ ।

অনন্তর রাধামোহন যথাক্রমে নিজমানস-দোষদুষ্ট নিজের উদ্ধার, প্রেমসেবা-প্রাপ্তি ও উহার আনুষঙ্গিক রূপে আরব্ধ কার্যের সমাপ্তিরূপ ফল শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে "জনোঽয়মতিকাতর"-ইত্যাদি আটটি শ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন। এখন প্রথমে তিনি "জনোঽয়ম্" ইত্যাদি শ্লোকে মানসের দস্যুত্বকে ব্যক্ত করিতেছেন। হে প্রভু! হৃদয়দস্যু এই অতিকাতর ব্যক্তিকে লুণ্ঠন করিতেছে—নানা বিষয়চক্রে ভ্রমণ করাইতেছে। "এই ব্যক্তি"—ইহার দ্বারা "আমি" অর্থের বোধ হইতেছে কারণ শিষ্টাচার ও দৈন্যবশত "এই জন" অংশে "এই"-শব্দের আরোপে নিজেকেই নির্দিষ্ট করা হইতেছে। যাহার নামাভাসে দস্যুগণ পলায়ন করে তাহার ঘোষণা—নামগ্রহণরূপা "দোহাই" যাহার আখ্যা ও যাহা মহৎ কর্ম, তাহা করিয়াও—অহো! ইহাই অতিশয় আশ্চর্য যে দস্যু কর্তৃক আমি পীড়িত হইতেছি। অতএব এই দস্যুর নিগ্রহ সাধন করিয়া তাহাই কর যাহাতে আমি প্রাণ অর্থাৎ জীবন ধারণ করিতে পারি। ২২ ।

যদি বল, তুমি যদি এতই জ্ঞানবান্ তবে নীতিশিক্ষাবলে তোমার হৃদয়দস্যুকে নিবারণ কর না কেন? তবে আমার কথা শোনো। এ বিষয়ে আমার অসামর্থ্য আছে। এই কথাই রাধামোহন "লবাব্ধি"-ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। "করুণ" শব্দ সম্বোধনে। আপনাদের চরণবলেই তাহা সম্পাদিত হইবে—ইহাই ভাবার্থ। ২৩ ।

যদি বল—আমাকে ভজনা করা সর্বদাই তোমার সাধ্যের মধ্যে। অহিতকরণ যাহাতে সম্ভব এমন বিষয় হইতে

১। (মূল পুঁথির মলাটে "পদামৃতসিন্ধু" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে টীকায় "পদামৃতসমুদ্র" আছে।)

২। মুদ্রিত পুস্তকে বা পুঁথিতে বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ নাই। অর্থসঙ্গতির অনুরোধে অংশ দুইটি মূল শ্লোক অবলম্বনে যোজনা করা হইল।

পাঠান্তর—

৩। অহিতকারকাদ—মূল পুঁথি।

৪। ইত্যাশয়া মহোল্বনবিষাদধিকম্—মূল পুঁথি।

কিংতু তৎসাহচর্যেণ মত্তুল্যোঽপি জগতি পাতকী নাস্তীত্যাহ। যাদবেন্দ্রঃ কশ্চিৎ প্রসিদ্ধঃ প্রিয়ো যস্য তস্য বা। প্রিয়পক্ষে হে যাদবেন্দ্র! হে প্রিয় সর্বেষাম্! গুরুপক্ষে—হে যাদবেন্দ্রস্য প্রিয় ॥ ২৫ ॥

অতঃ প্রসীদ। হে "করুণ" ইত্যনেন আশ্রিত-পাদাব্জনাবম্"ইত্যনেন[১] চ মদুদ্ধারস্ত্বয়াবশ্যং কর্তব্যম্ ইতি সূচিতম্। "প্রিয়জনার্দন" ইতি পূর্ববৎ। এবং পক্ষত্রয়ং বোধ্যম্ ॥ ২৬ ॥

নমু মন্নামাভাসেন পাপানি নশ্যন্তি তত্র কা চিন্তা[৩]। সত্যম্। নানাবিধ-সাধনভক্তি[৪]রত্নং বিনা ত্বৎপ্রাপ্তিসুখং ন জায়তে। অতঃ "তদ্ দেহি" ইতি প্রার্থয়তে "সুহৃষ্টমপি" ইত্যাদিনা। রঙ্কো দরিদ্রঃ। অত্র ভবে সংসারে জন্মনিবহে। "বদান্যবর" দানশৌণ্ডানামপি শ্রেষ্ঠ। "স্যুর্বদান্য-স্থূললক্ষ্য-দানশৌণ্ডা বহুপ্রদঃ"—ইত্যমরঃ[১]। "ব্রজবিনোদ-ভক্তপ্রিয়" ইত্যপি পূর্ববৎ পক্ষত্রয়ে বোধ্যম্ ॥ ২৭ ॥

তবে কেন মনকে আকৃষ্ট করিয়া লইতে পার না? এ স্থলে যাহা উত্তর তাহা "অমন্দগরলাধিক"-ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে। সুখ হইবে ইহা ভাবিয়া অত্যুগ্র বিষ হইতেও অধিক বিষাক্ত বিষয়পুঞ্জও—কি আর বলিব—অতি আনন্দে লোকে ভোগ করিয়া থাকে—ইহাই অযথার্থ। "জগদ্গুরো" এই সম্বোধন পদে তোমারই সর্বনিয়ন্তৃত্ব ॥২৪॥

—যদি তাহাই হয় তবে বলি শোনো—কলিযুগে মানসপাপে দোষ নাই, সুতরাং শোক করিতেছ কেন?—এ কথায় পদসংকলয়িতা "অগণ্যবরপাপিনা"-ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে উত্তর দিতেছেন। কেবল যে আমার মন অসৎ তাহাই নহে, অসৎসাহচর্যেও আমার ন্যায় পাতকী জগতে আর নাই। তাই বলিতেছেন—হে যাদবেন্দ্র-প্রিয়! (এই নামে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যাঁহার প্রিয়), অথবা প্রিয়পক্ষে—হে যাদবেন্দ্র, হে সকলের প্রিয়! গুরুপক্ষে—হে যাদবেন্দ্রের প্রিয়। ২৫ ॥

অতএব প্রসন্ন হও, হে করুণ, তোমার চরণকমলরূপ তরী যখন আশ্রয় করিয়াছি তখন তোমার উচিত হইবে আমাকে উদ্ধার করা। "প্রিয়জনার্দন" এই শব্দে পূর্ববৎ পক্ষত্রয় বুঝিতে হইবে (যথা ১। জনার্দন যাঁহার প্রিয় ভক্তপক্ষে, ২। হে জনার্দন, হে প্রিয় প্রিয়পক্ষে, ৩। হে জনার্দনের প্রিয়—গুরুপক্ষে)। ২৬ ॥

যদি বল—আমার নামাভাসেই যখন সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় তখন কিসের চিন্তা?—তবে বলি শোনো। তুমি সত্যই বলিয়াছ। নানাবিধ সাধনভক্তিরত্ন বিনা তোমাকে পাইবার সুখ লাভ হয় না। এইজন্যই "সুহৃষ্টমপি"-ইত্যাদি শ্লোকে রাধামোহন সাধনভক্তিরত্ন প্রার্থনা করিতেছেন। রঙ্ক—দরিদ্র। এস্থলে "ভবে" শব্দের অর্থ সংসারে অর্থাৎ জন্মনিবহে। অমরকোষ অনুসারে—বদান্যবর শব্দের অর্থ দানীশ্রেষ্ঠ। "ব্রজবিনোদভক্তপ্রিয়"—শব্দের অর্থ পূর্ববৎ ত্রিবিধ হইবে—(১) ভক্ত ব্রজবিনোদ যাহার প্রিয়,—ভক্ত-পক্ষে, (২) হে ব্রজবিনোদ, হে ভক্তপ্রিয়—প্রিয়পক্ষে, (৩) হে ব্রজবিনোদভক্তের প্রিয়—গুরুপক্ষে। ২৭ ॥

২। যন্নাম্না—মূল পুঁথি।

টীকা—৩। "মন্নামাভাসেন" ইত্যাদি—অনুরূপ বাক্য পদ্মপুরাণাদিতে আছে—যথা "অপ্রারব্ধফলং কূটং পাপং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্॥"

৪। "নানাবিধসাধনভক্তি" —ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগ দ্বিতীয় লহরীতে আছে—ত্রিবিধা ভক্তির উত্তমা সাধনভক্তিও দ্বিবিধা বৈধী ও রাগানুগা। যথা—

"সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা ॥১॥
বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা ॥ ৪ ॥
যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে ॥ ৫ ॥
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।"

১। ইত্যনেন শ্রিতপাদাব্জনাবমিত্যনেন—পাঠান্তর—মূল পুঁথি।

১। অমরকোষ, তৃতীয়কাণ্ড, বিশেষ্য-নিঘ্নবর্গ ১, শ্লোক ৩।

নন্থ কিং প্রার্থয়সে। ময়োপদিষ্টভজনপথপরিশীলনেনাত্মানং সুখয়। তত্রাহ—"প্রভো ন হি" ইতি। হে প্রভো! তবোজ্জ্বলপ্রথিতবর্ত্মসীমাম্ অর্থাৎ সদা সাধুবৃন্দানুশীলিত-ভবদুক্ত-স্বভজনরূপ-নিষ্কণ্টকাদিক-সুশীতল-সুগম্যাতিপ্রসিদ্ধ-রাজমার্গসীমাং কদাপ্যহং নাগমং ন গতবান্। ভবন্মুখপ্রকথিতাধ্বসীমাম্ ইতি বা পাঠঃ ক্রিয়তে। উৎপথপ্রগতিশীলপাটচ্চরোঽহং "বাটপাড়" ইতি খ্যাতঃ। তথাহি, "পাটচ্চরমলিম্লুচা"[১] ইত্যমরঃ। বিষয়রূপবিপথানুশীলনেন তু[২] সাধুজন-দেবাদি[৩]-রূপধনহরণং প্রতারণয়া সদৈব করোমি। অতো মৎসদৃশো মন্তুরুদপরাধকারী কুমতিরপি পৃথিব্যাং নাস্তি। "আগোঽপরাধোমন্তুশ্চ" ইতি ত্রিকাণ্ডঃ। তস্মাৎ হে দেব! হে রাজরূপ। সর্বশস্তুমমুং কৃপাপ্রবলরজ্জুসমূহৈর্বদ্ধং কুরু। মম শোধনপূর্বকং[৪] ভবজ্জনদ্বেষাদ্যাসক্তিং নিবর্ত্ত্য[৫] ত্বৎপথগামিনং মাং ভবৎকৃপা করোত্বিতি ভাবঃ ॥২৮॥

নন্থ সাধনমেব জনং শোধয়তি ন তু মৎকৃপেতি চেৎ তত্রাহ "দয়া"-ইত্যাদি। জড়য়া মায়য়া চিতা ব্যাপ্তা চিজ্জ্ঞানং তস্যাপরপ্রকরঃ সন্তানসমূহঃ কামক্রোধাদিকস্তেন মুগ্ধং স্বমানসং শোধয়িতুং শীলং যস্যাস্তথা সা চ ॥ ২৯ ॥

ইতি স্তুত্বাযোগ্যোঽপি প্রস্তুতলিখনে তদ্দত্তেষচ্ছক্তিমবগম্য তস্যাশ্চাতিকৃপালুতাং ব্যঞ্জয়ন্ তত্র শ্রোতৄন্ প্রবর্তয়ংশ্চ ফলমাহ "ইদম্"-ইত্যাদি। বর্তনং বৃত্তিঃ। যৎ যস্মাৎ স এব প্রভুঃ সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

যদি বল—কি চাও? ভজনবিষয়ে আমি যাহা উপদেশ দিয়াছি তাহারই পরিশীলন দ্বারা নিজেকে সুখদান কর।—তবে তাহার উত্তরে রাধামোহন "ন হি"-ইত্যাদি শ্লোকে আপন ভাব প্রকাশ করিতেছেন। হে প্রভু! তোমার যে উজ্জ্বল ও প্রথিত বর্ত্মসীমা অর্থাৎ সর্বদা সাধুগণকর্তৃক অনুশীলিত ভবদুক্ত স্বভজনরূপ রাজপথ-সীমা—যাহা কণ্টকাদিশূন্য, সুশীতল, সুগম্য ও অতিপ্রসিদ্ধ, সে পথে আমি কখনও গমন করি নাই। (পাঠান্তর অনুসারে—আপনার মুখ হইতে কথিত যে পথসীমা)। আমি উৎপথে প্রগতিশীল পাটচ্চর বা বাটপাড়। অমরকোষে আছে—পাটচ্চর মলিম্লুচ। বিষয়রূপ বিপথ অনুশীলন দ্বারা প্রতারণাপূর্বক সাধুজনদেবাদিরূপ ধনহরণ সর্বদাই করিতেছি (পাঠান্তরে "দৈবাদি"-শব্দবলে—সাধুজন ও দৈব ইত্যাদির আনুকূল্য পরিবর্জন করিতেছি)। অতএব আমার ন্যায় অপরাধকারী কুমতি পৃথিবীতে আর নাই। অমরকোষে আছে—মন্তু শব্দের অর্থ আগ ও অপরাধ। অতএব হে দেব! হে রাজরূপ! কৃপারূপ প্রবল রজ্জুসমূহে আমাকে বন্ধন কর। আমাকে সংশোধন করিয়া ভাগবত জনে দ্বেষাদিতে আসক্তি নিবারণ করিয়া আমাকে তোমার পথগামী কর ॥ ২৮ ॥

যদি বল, সাধনাদ্বারাই মানব শোধিত হয়—আমার কৃপায় নহে, তবে শোনো। রাধামোহন "দয়া" ইত্যাদি শ্লোকে বক্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। জড় মায়ার দ্বারা ব্যাপ্ত চিৎ বা জ্ঞান কামক্রোধাদি সন্তানসমূহের জনক। সেই কামক্রোধাদি দ্বারা মুগ্ধ হৃদয় শোধন করিবার শক্তি সেই ভগবৎকৃপারই আছে ॥ ২৯ ॥

স্তুতি করিয়া, প্রস্তুতলিখনে অযোগ্যতা সত্ত্বেও ভগবদ্-দত্ত ঈষৎ শক্তি লাভ করিয়া, ভগবৎ-শক্তির অতি-কৃপালুতা ব্যক্ত করিয়া, ভগবৎ-স্তুতিতে শ্রোতাগণকে প্রবৃত্ত করিয়া "ইদম্" ইত্যাদি শ্লোকে ফলশ্রুতি বলিতেছেন। বর্তন=বৃত্তি। যে যাহা হইতে উৎপন্ন সেই তাহার প্রভু, অর্থাৎ তাহাতে সমর্থ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

১। পুরুবর্গ।১০।৪।
২। তব—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।
৩। দৈবাদি—পাঠান্তর——বহ।
৪। সংশোধনপূর্বকং—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।
৫। ভবজ্জনধনহরণহিংসাদিকনিবৃত্ত্যা তত্র মাং নিবদ্ধ—মূল-পুঁথি।

২

ততঃ প্রথমতো নায়কচূড়ামণেঃ শ্রীমদ্ব্রজনন্দনস্য সর্বাবতারিত্বং[1], সর্বাবতারেঽপি করুণাকারিত্বং[2], সর্বরসাশ্রয়িত্বং[3], সর্বামঙ্গলনাশিত্বং[4]চেতি সূচনায় "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ইত্যাদ্যুক্তশঙ্কয়া নিজকৃত-গীতসংগ্রহামঙ্গলরাশিনাশাদ্[5] অশেষমহামঙ্গলপ্রদ-স্মারক[6]-শ্রীমজ্জয়দেবকৃতং "প্রলয়পয়োধিজলে"-ইত্যাদি গীতং লিখতি। অস্য ব্যাখ্যানমত্র ময়া কিং করণীয়ম্। অতঃ পূর্বাচার্যকৃতটীকা[7] লিখ্যতে, সা

টীকা—

১। "অবতারাবলী-বীজমবতারী নিগদ্যতে" ॥ ১০৬ ॥ ভক্তিরসা° ২।১

২। "পরদুঃখাসহো যস্তু করুণঃ স নিগদ্যতে" ॥ ৬৪ ॥ ভক্তিরসা°—২।১

৩। "অখিলরসামৃতমূর্তিঃ"— ভক্তিরসা°—১।১

অখিল রস অর্থাৎ মুখ্যত দ্বাদশ রস। যথা—শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস।

৪। "সর্বেষাং হিতকারী যঃ স স্যাৎ সর্বশুভঙ্করঃ" ॥৭৫॥ ভক্তিরসা°—২।১

৫। পাঠান্তর—"নাশায়ে চ"—মূল পুঁথি।

৬। "স্মরণ"—মূল পুঁথি।

৭। পূর্বাচার্যকৃত টীকা—উদয়নাচার্য, কমলাকর, কৃষ্ণদত্ত, কৃষ্ণদাস নারায়ণ ভট্ট নারায়ণ দাস, পীতাম্বর, গোপাল চৈতন্যদাস, কুম্ভকার মহেন্দ্র, ভগবদ্দাস, ভাবাচার্য, রামতারণ, রামদত্ত, রূপদেব পণ্ডিত, লক্ষণ ভট্ট, লক্ষণ সূরী, বনমালী ভট্ট, বিট্ঠল দীক্ষিত, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, শঙ্কর মিশ্র, শ্রীহর্ষ, হৃদয়াভরণ, পূজারী গোস্বামী ইত্যাদি ব্যক্তির টীকা আছে। ইঁহাদের মধ্যে কে কে রাধামোহনের পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। রাধামোহন নিজে যে স্থলেই পাঠান্তর বা ব্যাখ্যান্তর ঘটিয়াছে, সেস্থলেই বালবোধিনী টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। বচনমালিকা নামে গীতগোবিন্দের আর একখানি প্রসিদ্ধ টীকা আছে।

যথা। অথ তৎকালীনাং সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্বরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মৎস্যাদ্যবতারিত্বেন সর্ব-রসাধিষ্ঠাতুরখিলনায়কশিরোরত্নতাং প্রতিপাদয়ন্ সর্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তে "প্রলয়"-ইত্যাদিনা "বসন্তে বাসন্তী[8]" ইত্যন্তেন। গীতস্যাস্য মালব-রাগো রূপকতাল ইত্যাহ "মালব" ইতি। তল্লক্ষণং যথা—

> "নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রপদ্মঃ
> শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ।
> সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে
> মালাধরো মালবরাগরাজঃ[9] ॥"

"বিরামান্তদ্রুতং দ্বন্দ্বং রূপকং স্যাদ্ বিলক্ষণম্[10]।"

কেশবেতি। কেশিদৈত্যনিসূদন[11]-শ্রীকৃষ্ণজয়-সর্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরু। তদাবিষ্করণসামর্থ্যে হেতুঃ। হে জগদীশ! জগতাং প্রাকৃতাপ্রাকৃতানামীশনশীল! তথাবিধত্বেঽপি কারুণ্যমাহ। হরে! হরতি ভক্তানামশেষ-ক্লেশমিতি হরিঃ। হে তথাবিধ! তদেকপ্রয়োজনম্ অত্রাবতারত্বেন প্রতিপাদয়তি। তত্রাদৌ মীনরূপেণ নৌকারূপেণ পৃথিব্যাকর্ষণমাহ[12] "প্রলয়" ইতি। ধৃতং স্বেচ্ছয়াবিষ্কৃতং মৎস্যাকারং

৮। গীতগোবিন্দ—প্রথম সর্গ, তৃতীয় সন্দর্ভ, প্রারম্ভিক শ্লোক।

৯। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম—রাগাধ্যায়।

১০। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম—তালাধ্যায়।

ইহার পাঠান্তর—"বিরামান্তদ্রুতদ্বন্দ্বং রূপকঃ স্যাদ্ বিলক্ষণঃ ॥"

টীকা—১১। কেশিদৈত্য কংসরাজমল্ল। কংসের নির্দেশে কেশি অশ্বরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণকে হনন করিতে বৃন্দাবনে আসে। কৃষ্ণ গ্রাসোদ্যত এই দৈত্যের মুখবিবরে হস্ত প্রবেশ করাইয়া ইহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারেন।

১২। নৌকারূপপৃথিব্যাকর্ষণেনাহ—পাঠান্তরক-পুঁথি।

শরীরং যেন, হে তথাবিধ ! জয় । "জয় জগদীশ হরে" ইত্যেবং ধ্রুবপদং তু প্রতিপদমনুবর্তমানত্বাৎ । যথোক্তং—"ধ্রুবস্থাক্ষ ধ্রুবঃ প্রোক্ত আভোগশ্চান্তিমো মত" ইতি বিশ্বঃ[1] । তদাকর্ষণপ্রকারমাহ । প্রলয়-কালীনা যে সমুদ্রাস্তেষামেকীভূতে জলে নিমগ্নং[2] বেদমখেদং যথা স্যাৎ তথা ধৃতবানসি । তৎপ্রকারম্ আহ । বিহিতং[3] কৃতং বহিত্রস্য[4] নৌকায়াশ্চরিত্রং যত্র তদিত্যপি ক্রিয়াবিশেষণম্ । বেদরক্ষণপূর্বকং[5] সত্যব্রতং প্রলয়ক্লেশাদ্ অপাদ্ ইত্যর্থঃ । অনেনৈব মীনস্য বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং[6] জ্ঞাপিতম্ ॥১॥

ন কেবলং তদাকর্ষণমাত্রেণ, অপি তু তদ্ধারণ-পূর্বক-স্থিত্যাপীত্যাহ "ক্ষিতিঃ" ইতি । সর্বত্র পূর্ব-বন্মুখবন্ধযোজনা । হে ধৃতকচ্ছপরূপ ! তব পৃষ্ঠে ক্ষিতিস্তিষ্ঠতি । ননু পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিস্তীর্ণা কথং মম[7] পৃষ্ঠে স্থিতেত্যত্রাহ—অতিশয়েন বিপুলতরে পৃথিব্যপেক্ষয়াপ্যধিকবিস্তীর্ণে । পুনঃ কীদৃশে ? ধরণ্যা ধরণেন যং কিণচক্রং শুষ্কব্রণসমূহস্তেন কঠিনে । অনেনৈব কূর্মস্যাদ্ভুতরসাধিষ্ঠাতৃত্বং[8] জ্ঞাপিতম্ ॥২॥

ন চৈতাবতা । কিং তু[9] তদ্বহনপূর্বকোদ্গম-নেনাপীত্যাহ—হে ধৃতশূকররূপ ! তব দন্তাগ্রে ধরণী লোকধারণকর্ত্র্যপি লগ্না বসতি । কুত্র কেব ? শশিনি চন্দ্রে নিমগ্না কলঙ্কস্য কলেব । তত্র দশনস্য বালচন্দ্রেণোপমা, ধরণ্যাঃ কলঙ্কস্য কলয়া । অতএব "নিমগ্ন" শব্দোপাদানম্ । অনেনৈব বরাহস্য ভয়ঙ্কর-রসাধিষ্ঠাতৃত্বং[10] জ্ঞাপিতম্ ॥৩॥

নাম্নঃ ক্লেশসহনমাত্রেণ পরপীড়য়াপীত্যাহ—হে ধৃতনরহরিরূপ ! তব করকমলবরে নখমস্তি । কীদৃশম্ ? অদ্ভুতমাশ্চর্যং শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্য তাদৃশম্ । অদ্ভুতত্বমেবাহ । বিদারিতো হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্য

---

১ । "স্থিরে"—হেমচন্দ্রঃ ।

২ । মূল-পুঁথিতে নাই ।

৩ । মূল-পুঁথিতে নাই ।

৪ । মূল-পুঁথিতে নাই ।

৫ । মূল-পুঁথিতে নাই ।

৬ । জুগুপ্সাস্থায়িভাবস্তু বীভৎস কথ্যতে রসঃ ।
নীলবর্ণো মহাকালদৈবতোঽয়মুদাহৃতঃ ॥
দুর্গন্ধমাংসরুধিরমেদাংস্যালম্বনং মতম্ ।
তত্রৈব কৃমিপাতাদ্যমুদ্দীপনমুদাহৃতম্ ॥
নিষ্ঠীবনাস্যবলননেত্রসঙ্কোচনাদয়ঃ ।
অনুভাবাস্তত্র মতাস্তথা স্যুর্ব্যভিচারিণঃ ॥
মোহোঽপস্মার আবেগো ব্যাধিশ্চ মরণাদয়ঃ ।
সাহিত্যদর্পণ—৩।২৩৯-২৪১ ।

৭ । বহ'তে নাই ।

৮ । অদ্ভুতো বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্বদৈবতঃ ।
পীতবর্ণো বস্তুলোকাতিগমালম্বনং মতম্ ॥
গুণানাং তস্য মহিমা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ ।
স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চ-গদ্গদস্বরসংভ্রমাঃ ॥
তথা নেত্রবিকাশাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
বিতর্কাবেগসংভ্রান্তিহর্ষাদ্যা ব্যভিচারিণঃ ॥
সাহিত্যদর্পণ—৩।২৪২-২৪৪ ।

৯ । কিং তু দন্ততঃ—মূল-পুঁথি ।

১০ । ভয়ানকো ভয়স্থায়িভাবঃ কালাধিদৈবতঃ ।
স্ত্রীনীচপ্রকৃতিঃ কৃষ্ণো মতস্তত্ত্ববিশারদৈঃ ॥
যস্মাদুৎপদ্যতে ভীতিস্তদত্রালম্বনং মতম্ ।
চেষ্টা ঘোরতরাস্তস্য ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ ॥
অনুভাবোঽত্র বৈবর্ণ্যগদ্গদস্বরভাষণম্ ।
প্রলয়স্বেদরোমাঞ্চকম্পদিক্‌প্রেক্ষণাদয়ঃ ॥
সাহিত্যদর্পণ—৩।২৩৫-২৩৮ ।

তনুরূপো ভৃঙ্গো যেন তৎ[1]। অন্তস্থি কমলাগ্রং ভৃঙ্গেন দলাতে। ইদন্ত কমলাগ্রং[2] ভৃঙ্গং ব্যদালীদিত্যদ্ভুতশৃঙ্গস্তং নখস্তেত্যর্থঃ। "বিষাণ-নখয়োশ্চাগ্রে শৃঙ্গঃ স্যাদ্"[3] ইতি বিশ্বঃ। অনেনৈব নৃসিংহস্ত বৎসলরসাধিষ্ঠাতৃত্বং[4] জ্ঞাপিতম্[5] ॥৪॥

অপি চ কপটদৈন্যাদিনাপীত্যাহ[6] হে ধৃত-বামনরূপ[7]! হে অদ্ভুতবামনরূপ! বিক্রমণে পাদাক্রমণনিমিত্তমুপাদায় বলিং বঞ্চয়সি পদনখনীরেণ জনিতং জনানাং পাবিত্র্যং যেন হে তাদৃশ। জয়। এতদ্ অদ্ভুততমম্[8]। অনেনৈব বামনস্ত সখ্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বম্[9] বিজ্ঞাপিতম্[10] ॥৫॥

ন সকৃন্মাত্রপরপীড়য়া, অসকৃত্তৎপীড়য়াপীত্যাহ- হে ভৃগুপতিরূপ! ক্ষত্রিয়াণাং যদ্ রুধিরং তন্ময়ে পয়সি জলে জলরূপে কুরুক্ষেত্রস্বতীর্থে জগৎপ্রাণিমাত্রমপগতপাপং[11] যথা স্যাৎ তথা স্নপয়সি। কীদৃশম্? তেন স্নপনেন শমিতঃ সংসারতাপো যস্ত তাদৃশম্। তৎ-স্নানেন পাপক্ষয়াৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যা ভবতাপশান্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈব পরশুরামস্ত রৌদ্ররসাধিষ্ঠাতৃত্বং[12] দর্শিতম্[13] ॥৬॥

ন চৈতাবতা প্রিয়াবিয়োগাদিদুঃখসহনেনাপীত্যাহ —হে ধৃতরঘুপতিরূপ! সংগ্রামে দশসু দিক্ষু রাবণস্ত যে মস্তকাঃ তে এব বলিরুপহারস্তং দদাসি কিমিত্যচেতনাসু দিক্ষু বলিদানং দিশাং পতীনাম্ ইন্দ্রাদীনামভীষ্টম্। তৈরপি কথং স বলিঃ কাঙ্ক্ষ্যতে। রমণীয়ং পরোদ্বেজকস্ত রাবণস্ত

টীকা—

১। মূল-পুঁথিতে নাই।

২। "ভৃঙ্গেন দলাতে। ইদন্ত কমলাগ্রং"—মূল-পুঁথিতে নাই।

৩। "মেদিনী"-মতে "প্রভূত্ব" ও "উৎকর্ষ"ও হয়।

৪। স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্॥
উদ্দীপনানি তচ্চেষ্টাবিদ্যাশৌর্যদয়াদয়ঃ।
আলিঙ্গনাঙ্গসংস্পর্শশিরশ্চুম্বনমীক্ষণম্॥
পুলকানন্দবাষ্পাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
সঞ্চারিণোঽনিষ্টশঙ্কাহর্ষগর্বাদয়ো মতাঃ॥
পদ্মগর্ভচ্ছবির্বর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ।
সাহিত্যদর্পণ—৩।২৫১-২৫৩

৫। বিজ্ঞাপিতম্—মূল-পুঁথি।

৬। অপ্যাহ—মূল-পুঁথি।

৭। -রূপ—মূল-পুঁথিতে নাই।

৮। এতদ্ অদ্ভুতমম্—বহ-তে নাই।

৯। স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্যতে॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—৩।৩

১০। জ্ঞাপিতম্—বহ।

১১। -তাপং—মূল-পুঁথি।

১২। রৌদ্রঃ ক্রোধস্থায়িভাবো রক্তো রুদ্রাধিদৈবতঃ।
আলম্বনমরিস্তত্র তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্॥
মুষ্টিপ্রহারপাতনবিকৃতচ্ছেদাবদারণৈশ্চৈব।
সংগ্রামসংভ্রমাদ্যৈরস্যোদ্দীপ্তির্ভবেৎ প্রৌঢ়া॥
ভ্রূবিভঙ্গৌষ্ঠনির্দংশবাহুস্ফোটনতর্জনাঃ।
আত্মাবদানকথনমায়ুধোৎক্ষেপণানি চ॥
উগ্রতাবেগরোমাঞ্চস্বেদবেপথবো মদঃ।
অনুভাবাস্তথাক্ষেপক্রূরসন্দর্শনাদয়ঃ॥
মোহামর্ষাদয়স্তত্র ভাবাঃ স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
সাহিত্যদর্পণ—৩।২২৭-২৩০

১৩। বিজ্ঞাপিতম্—মূল-পুঁথি।

মৌলিবলি স্তেষাং কচিজ্জনক ইত্যর্থঃ। অনেনৈব শ্রীরামস্য করুণরসাধিষ্ঠাতৃত্বং[২] বিজ্ঞাপিতম্[৩] ॥৭॥

নৈতাবন্মাত্রম্। স্বপ্রেয়সীশ্রমরূপক্লেশাপনোদ-নায়াস্মদ্ভক্তযমুনাকর্ষণাদিনাপীত্যাহ[৪] হে ধৃতহলধররূপ! ত্বং শুভ্রে বপুষি জলদরবনীলং[৫] বসনং ধারয়সি। অত্রোৎপ্রেক্ষতে। হলেন হতির্হননং তদ্ভীত্যা মিলিতা যা যমুনা তদ্রবদাভা যস্য তৎ। অনেনৈব হলধরস্য হাস্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং[৬] বিজ্ঞাপিতম্ ॥৮॥

কিঞ্চ নিজাজ্ঞারূপবেদবিরুদ্ধবাদপ্রবর্তনেনাপী-ত্যাহ—ত্বং যজ্ঞবিধের্যজ্ঞবিধায়কবেদবাক্যসমূহং নিন্দসীতি অহহ ইত্যদ্ভুতম্। স্বয়ং বেদান্ প্রকাশ্য স্বয়মেব নিন্দসীত্যদ্ভুতত্বম্। দর্শিতঃ পশূনাং ঘাতো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। কথং নিন্দসীত্যাহ। পশুষু সদয়ং হৃদয়ং যস্য হে তাদৃশ! "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" ইত্যাদিনা দৈত্যমোহনায় পশুষু দয়াসহিত ইত্যর্থঃ। অহেঃ পয়ঃপোষ ইব দৈত্যানাং[৭] যজ্ঞ-করণমনুচিতমিতি তন্মোহনং যুক্তমিতি ভাবঃ। অনেনৈব বুদ্ধস্য শান্তরসাধিষ্ঠাতৃত্বং[৮] বিজ্ঞাপিতম্ ॥৯॥

যুদ্ধধর্মং বিনা নির্দয়তয়া[৯] প্রাণিবধেনাপীত্যাহ হে ধৃতকল্কিশরীর! ত্বং ম্লেচ্ছসমূহস্য নাশনিমিত্তং করবালং খড়্গং কলয়সি। কলিহল্যোঃ কামধেনুত্বাৎ ধারয়সি। কীদৃশম্? কিমপ্যনির্বচনীয়মতিশয়-মিত্যর্থঃ। করালং ভয়ঙ্করম্। কমিব? ধূমকেতুমিব তন্নামিকৌৎপাতিকো যো গ্রহবিশেষস্তমিব[১০]।

টীকা—

১। মৌলিঃ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

২। ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেৎ।
ধীরৈঃ কপোতবর্ণোঽয়ং কথিতো যমদৈবতঃ॥
শোকোঽত্র স্থায়িভাবঃ স্যাচ্ছোচ্যমালম্বনং মতম্।
তস্য দাহাদিকাবস্থা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ॥
অনুভাবা দৈবনিন্দাভূপাতক্রন্দিতাদয়ঃ।
বৈবর্ণ্যোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসস্তম্ভপ্রলপনানি চ॥
নির্বেদমোহাপস্মারব্যাধিগ্লানিস্মৃতিশ্রমাঃ।
বিষাদজড়তোন্মাদচিন্তাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥
সাহিত্যদর্পণ—৩।২২২-২২৫

৩। জ্ঞাপিতম্—বহ।

৪। অপ্যাহ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৫। জলদবনীলং—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৬। বিকৃতাকারবাগ্‌বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ ভবেৎ।
হাসো হাস্যস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ॥
বিকৃতাকারবাক্চেষ্টং যমালোক্য হসেজ্জনঃ।
তমত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্॥
অনুভাবোঽক্ষিসংকোচ-বদনস্মেরতাদিকঃ।
নিদ্রালস্যাবহিত্থাদ্যা অত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ॥
সাহিত্যদর্পণ—৩।২১৪-২১৬।

৭। মূল-পুঁথিতে নাই।

৮। শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তমপ্রকৃতির্মতঃ।
কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ॥
অনিত্যত্বাদিনাশেষবস্তুনিঃসারতা তু যা।
পরমাত্মস্বরূপং বা তস্যালম্বনমিষ্যতে॥
পুণ্যাশ্রম-হরিক্ষেত্র-তীর্থ-রম্যবনাদয়ঃ।
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ॥
রোমাঞ্চাদ্যাশ্চানুভাবাস্তথা স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
নির্বেদ-হর্ষ-স্মরণ-মতি-ভূতদয়াদয়ঃ॥
সাহিত্যদর্পণ—৩।২৪৫-২৪৮।

৯। মূল পুঁথিতে নাই।

১০। এই পংক্তিটির পাঠ মূল-পুঁথিতে আছে—
"ধূমকেতুনামা যদ্ ঔৎপাতিকো গ্রহস্তমিব"।

অনেনৈব কবিনো বীররসাধিষ্ঠাতৃত্বং[১] বিজ্ঞাপিতম্ ॥১০॥

এবং প্রত্যেকাঙ্গরসা[২]ধিষ্ঠাতৃত্বপুরস্কারেণ নিবেদ্য সমুদিতাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃত্বপুরস্কারেণ[৩] নিবেদয়তি হে ধৃতদশবিধরূপ শ্রীকৃষ্ণ! জয়। শ্রী[৪]জয়দেবকবেরিদমুদিতম[৫] শৃণু। কীদৃশম্? শুভদং জগন্মঙ্গলপ্রদং[৬] যতঃ। ভবস্য জন্মনস্তদবতারাণাং সারমাবির্ভাবরহস্যং[৭] যত্র তদ্। অতএবোদারং পরমং মহৎ। সুখদং পরমানন্দপ্রদং জন্ম গুহ্যমিতি[৮] শ্রীসূতোক্তেঃ ॥১১॥

(৩)

ততঃ পূর্বোক্তপ্রকারেণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদদ্বিতীয়সনাতনতনু-শ্রীমৎসনাতনগোস্বামিকৃতং "সৌরভসেবিত"-ইত্যাদি গীতদ্বয়ং[৯] পুনরাহ। গীতস্যাস্য কেদাররাগো মঠকতালশ্চ। তল্লক্ষণং যথা—

"প্রিয়াবিরহসন্তাপদুঃখিতো ধূসরাকৃতিঃ।
কেদাররাগঃ শ্যামোঽয়ং যুবা সর্বাঙ্গসুন্দরঃ[১০] ॥১॥

হে মরকতস্য কন্দনাৎ "কৌড়া" ইতি লোকপ্রসিদ্ধাদপি সুন্দর! তথা চ ধরণিঃ—

"কন্দলস্তু পুষ্পভেদে মনোহরনবোদ্ভিদি[১১]।"

ত্বং জয় জয়—দীপ্যায়াং নিজসর্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরু ইতি। ধ্রুবপদং সর্বত্রানুসন্ধেয়ম্। বরচামীকর-[১২]মিব যৎ পীতাম্বরং, হে তদ্ধৃত! হে বৃন্দাবনসমূহেন্দ্র! ইন্দ্রপালক! সৌরভেন সেবিতৈস্তু কৈঃ পুষ্পৈর্বিশিষ্টরূপেণাতিনৈপুণ্যেন নির্মিতা যা নির্মলা সমলপুষ্পাদিরহিতা বনমালা[১৩] হে তয়া পরিমণ্ডিত ভূষিত! যদ্বা সৌরভেণ সেবিতৈরিতি শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে পুষ্পৈর্বনমালা লগিষ্যতীতি মত্বা স্বয়ং সৌরভকুলেনাত্যাগ্রহপূর্বকং তানি পুষ্পাণি সেব্যন্ত ইত্যর্থঃ।

"অধরৌষ্ঠস্ফারতয়া সৃক্কণ্যোরেব বিস্ফুরৎ।
অলক্ষিতদ্বিজং ধীরা উত্তমানাং স্মিতং বিদুঃ[১৪]॥ ইতি বচনপ্রাপ্তস্মিতাদপ্যতিবৈদগ্ধ্যপ্রযুক্তমন্দতরস্মিতেন কান্ত্যা চ করম্বিতেন সংযুক্তেন মুখাম্বুজেন নবানাং নবস্ত্রীজনানাং বিভ্রমাদিভাবস্য পণ্ডিত বিজ্ঞ!

টীকা—

১। উত্তমপ্রকৃতির্বীর উৎসাহস্থায়িভাবকঃ।
মহেন্দ্রদৈবতো হেমবর্ণোঽয়ং সমুদাহৃতঃ ॥
আলম্বনবিভাবাস্তু বিজেতব্যাদয়ো মতাঃ।
বিজেতব্যাদিচেষ্টাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ ॥
অনুভাবাস্তু তত্র স্যুঃ সহায়ান্বেষণাদয়ঃ।
সঞ্চারিণস্তু ধৃতি-মতি-গর্ব-স্মৃতি-তর্ক রোমাঞ্চাঃ।
স চ দান ধর্ম-যুদ্ধৈর্দয়য়া চ সমন্বিতশ্চতুর্ধা স্যাৎ ॥
সাহিত্যদর্পণ—৩.২৩২-২৩৪।

২। প্রত্যেকাঙ্গরস—ভক্তিরস অঙ্গীরস। ইহার অন্তর্গত দ্বাদশটি অঙ্গরস—শান্ত-দাস্য-ইত্যাদি।

৩। "নিবেদ্য সমুদিতাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃত্বপুরস্কারেণ"—এই অংশটি ক-পুঁথিতে নাই। "সমুদিতাঙ্গরস"—শব্দের অর্থ—সমুদয় অঙ্গরস যাহাতে একত্র হইয়াছে।

৪। "শ্রী"—ক-পুঁথিতে নাই।

৫। "উদিতম্"—শাস্ত্রসম্মত উক্তি। "উক্তং ভাষিতম্ উদিতম্"। অমর—৩।১।১০৭।

৬। -পদং—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৭। "আবির্ভাব"—বহ-তে নাই।

৮। "ইদমিতি"—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৯। "দামোদর রতি" ইত্যাদি ৪ সংখ্যক গীত সমেত।

১০। মতান্তরে—
জটাং দধানা সিতচন্দ্রমৌলি-
র্নাগোত্তরীয়া ধৃতযোগপট্টা।
গঙ্গাধরধ্যাননিমগ্নচিত্তা
কেদারিকা দীপকরাগিণীয়ম্।

১১। কৌড়া এস্থলে বত্রাঙ্কুর।

১২। দ্রষ্টব্য—অভিধান চিন্তামণি—ভূমিখণ্ড, অমরকোষ—দ্বিতীয়কাণ্ড, বৈশ্যবর্গ—৯৪-৯৫।

১৩। আজানুলম্বিনী মালা সর্বর্তুকুসুমোজ্জ্বলা।
মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্তিতা ॥

১৪। অলঙ্কারকৌস্তুভ, পঞ্চম কিরণ—৭ সংখ্যক শ্লোক।

যদ্বা বদনাম্বুজস্তান্তবিলক্ষ্যান্তসাধ্যমেব প্রকারচালনমতো নববিভ্রমস্তেনতস্ততঃ ক্ষেপণস্ত পণ্ডিত। অথবা হে নববিভ্রম। পণ্ডিত। ইতি পৃথক্ সম্বোধনম্। নবগুঞ্জাফলানাং রাজিভিঃ সমূহৈঃ হে সমুজ্জ্বল! হে ময়ূরপুচ্ছচূড়য়া শোভিত। হে গুণবর্গৈরতুলানাং গোপাঙ্গনানাং চিত্তভ্রমরাকর্ষকসৌরভমিলিতপুষ্পযুক্তাশোকবৃক্ষ। হে মধুরাস্ফুটমুরলী-[১]শব্দস্ত পূরণে বিচক্ষণ। হে পশুপালাধিপস্ত নন্দস্ত[২] হৃদয়ানন্দদায়ক। তস্মান্নিত্যং বন্তবেশধারণাসমোৰ্দ্ধমাধুর্যবিস্তারি। নন্দনন্দন। ইতি ভাবঃ। নমু গোপরূপস্ত দেবাদেঃ সর্বোৎকৃষ্টত্বং[৩] নাস্তীতি কুতঃ সর্বোৎকর্ষাবিষ্করণযোগ্যতা। অত আহ—হে গিরিশাদিকৃতবন্দন। ইতি। পক্ষে সনাতনগোস্বামিমিলিতগিরিশসনকা দিভিঃ কৃতবন্দন। ইত্যর্থঃ ॥৩॥

(৪)

"অপঘন" ইত্যস্তাপি ভৈরবরাগঃ। তল্লক্ষণং যথা—

> "খট্বাঙ্গধারী ত্রিকপালমালা-
> বিভূষিতো ভূতিবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
> দিগম্বরস্তাণ্ডবপণ্ডিতোঽয়ং
> গৌরীপতির্ভৈরব-নামধেয়ঃ[৬]॥"

ইতি। বল্লবানাং গোপানাং রাজা শ্রীমান্ নন্দঃ। হে তদাত্মজ। ত্বং জয় জয়। হে রাধাবক্ষসীন্দ্রমণিহারতুল্য। অপঘনেঽঙ্গে ঘটিতঃ কুঙ্কুমকর্পূরো যস্ত হে তাদৃশ। 'অঙ্গং প্রতীকোঽবয়বোঽপঘনোঽথ কলেবরম্[৭]।" ইত্যমরঃ। রাধায়া ধৈর্যহরো মুরলীতারস্বরবন্ধ শব্দো যস্ত হে তাদৃশ। ॥৪॥

(৫)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত সর্বসুখদায়িন্যাঃ সর্বশক্তিবরীয়স্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সর্বোৎকর্ষব্যঞ্জকং সর্বামঙ্গলধ্বংসকশ্রীমৎসনাতনগোস্বামিকৃতং "দামোদররতিবর্দ্ধনবেশে"ইত্যাদি গীতং পুনরাহ। অস্ত ভৈরবীরাগস্তল্লক্ষণং যথা সঙ্গীতচিন্তামণৌ—

> "সরোবরস্থে স্ফটিকস্ত মণ্ডপে
> সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চয়ন্তী।
> তালপ্রয়োগপ্রতিবন্ধগীতি-
> গৌরীতনুর্নারদভৈরবীয়ম্[৮]॥" ইতি।

হে রাধে ত্বং জয় জয়। কীদৃশী? গোকুলাঙ্গনাসমূহৈঃ পূজিতে। পুনঃ কীদৃশী? হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত নিষ্কুটা—গৃহারামো গৃহস্ত নিকটোপবনস্থিতি ইতি যাবৎ। কিং তন্নাম—বৃন্দাবনবিপিনং, তদীশে। "গৃহারামাশ্চ নিষ্কুটাঃ[৯]" ইত্যমরঃ। অর্থাৎ তস্মাৎ[১০] শ্রীকৃষ্ণস্ত সুখাদিকারণরূপে ইত্যর্থঃ। শ্রীমত্যা জনকো

টীকা—

১। স্বপণস্ত—পাঠান্তর—বহ।

২। হ্রস্বস্বমিতায়ামা মুখরন্ধ্রসমন্বিতা।
চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী।
ভক্তিরসা°—২।১।১৮৮

৩। বহ-তে নাই।

৪। দ্রষ্টব্য—ভক্তিরসা°—২।১।১৭-১৮।

৫। সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র।

৬। মতান্তরে—সঙ্গীতদর্পণে—
গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বৎত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ॥

৭। অমরকোষ, দ্বিতীয় কাণ্ড, মনুষ্যবর্গ—৭০ সংখ্যক শ্লোক।

৮। রাগকল্পদ্রুম গ্রন্থে রাগাধ্যায়ে এই শ্লোকটির দ্বিতীয় পংক্তির পাঠ আছে—
"তালপ্রয়োগৈঃ প্রতিবদ্ধবাদ্যবীণাধরা নারদভৈরবীয়ম্"।
মতান্তরে সঙ্গীত দর্পণে আছে—
স্ফটিকরচিতপীঠে রম্যকৈলাসশৃঙ্গে
বিকচকমলপত্রৈরর্চয়ন্তী মহেশম্।
করধৃতঘনবাদ্যা পীতবর্ণায়তাক্ষী
সুকবিভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরবস্ত্রী॥

৯। অমরকোষ, দ্বিতীয় কাণ্ড, বনৌষধিবর্গ।

১০। তস্মিন্—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।

বৃষভানুনামা, স এবোদধিঃ সমুদ্রস্তস্য পরমানন্দতরঙ্গ-জনকো নবোদিতোঽর্থাৎ সন্ধ্যায়ামুদিতো যঃ শশী তল্লেখে তৎসমূহরূপে। "শ্রেণী লেখাস্তু রাজয়ঃ"[১] ইত্যমরঃ। "নবশিখরে[২]" ইতি পাঠো ন রুচিরস্তত্রাপকৃষ্টার্থাভিধানাৎ। ললিতা সখী যস্যাস্তাদৃশি। গুণেন নিজগুণেন রমিতা নন্দিতা বিশাখানাম্নী সখী (শ্লেষেণ ষোড়শী তারা বিশাখা-নাম্নী, তদ্রূপা) যয়া তাদৃশি। "ললিতসখীগুণরমিত-বিশাখে" ইতি পাঠে ললিতো যঃ সখীগুণঃ সখ্যুচিত-গুণস্তেন রমিতা সা যয়া। ময়ি করুণাং কুরু যতো হে করুণাপূর্ণে। সনকসনাতনাভ্যাং[৩] বর্ণিতং চরিতং যস্যা হে তাদৃশি। পক্ষে—সরস্বতী সনাতন-গোস্বামিনং স্তৌতি "সনকেন"। সনকাদ্[৪] অপি বাদৃতো যঃ সনাতন নামা গোস্বামী তেন বর্ণিত-চরিতে। ইতি ॥৫॥

টীকা—

১। অমরকোষ, দ্বিতীয় কাণ্ড, বনৌষধিবর্গ—৪ সংখ্যক শ্লোক।

২। নবশশিরেখা—পাঠান্তর—মূল পুঁথি।

৩। সনক—"বিষ্ণুপারিষদভেদঃ"—ইতি শব্দরত্নাবলী।

ব্রহ্মার চারি পুত্র—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার।

—"সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্ধ্বরেতসঃ।
তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ"।
শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১২।

"জ্যেষ্ঠঃ সনৎকুমারোঽভূৎ
দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ।
তৃতীয়ঃ সনকো নাম
চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ॥" বামন—৫৭।৫৮।

৪। সনক হইতেও আদৃত যে সনাতননামা গোস্বামী—ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্য প্রেমভক্তিপরায়ণতার জন্য সম্ভবত ইহা বৈষ্ণবীয় প্রেমাভিমানজনিত উক্তি।

(৬)

ততো যুগলনিজাভীষ্টদৈবতচরণং স্বকৃতো "নিন্দিতশশধরঃ" ইত্যাদিনা গীতেন বন্দতে। অস্য মল্লাররাগস্তস্য লক্ষণং যথা—

"শঙ্খদ্যুতিঃ পলিতনিন্দিতশারদেন্দুঃ
কৌপীনমেকমরুণং রুচিরং বসানঃ।
শান্তঃ প্রসন্নবদনঃ সুবিহারচারী
মল্লার এষ কথিতঃ পৃথুলম্বকর্ণঃ[৫] ॥"

শ্রীরাধামাধবচরণং পাপযুক্তোঽতিহৃষ্টো রাধামোহন-সংজ্ঞোঽহং বন্দে। শিখরোঽগ্রভাগঃ। অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ।

(৭)

ততঃ শ্রীমদ্গোবিন্দকবিরাজকৃতং সর্বমঙ্গল-ধ্বংসকারকং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রপ্রকাশকস্য[৬] "চম্পক-শোণ"-ইত্যাদি গীতং লিখতি। তৎকৃতে গ্রন্থেঽস্য দাক্ষিণাত্যশ্রীরাগো দৃশ্যতে, কিং তু পূর্বাপরং গৌরীরাগেণ গানং শ্রুতম্, অতো গৌরীরাগো লিখিতঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"কান্তং মনোজ্ঞকুচযুগ্মনিপীড়িতাঙ্গং
কামং নিবেশ্য হরিচন্দনলিপ্তপীঠে।
কল্পদ্রুপুষ্পমধু-পায়স-পিষ্টকাদ্যৈঃ
সংভোজয়ত্যবিরতং মধুমাসি গৌরী[৭] ॥" ইতি।

অস্যার্থঃ সুগমঃ।

৫। লক্ষণান্তরে সঙ্গীত দর্পণে আছে—
গৌরী কৃশা কোকিলকণ্ঠনাদা
গীতচ্ছলেনাত্মপতিং স্মরন্তী।
আলাপ্য বীণাং মলিনা রুদন্তী
মল্লারিকা যৌবনদুনচিত্তা।

৬। প্রকারক—বহু-তে নাই।
লক্ষণান্তরে আছে—
গৌরদ্যুতিঃ কাঞ্চনচারুদেহা
সৌন্দর্য-লাবণ্যকমলায়তাক্ষী।
বীণাং দধানা স্বরপুষ্পগন্ধী
গৌরী চ উক্তাদৌ শ্রীকোহলেন।

৭। রাগতরঙ্গিণীর এই গৌরীরাগ সঙ্গীতপারিজাতে মালব এবং রাগমঞ্জরীতে মালবগৌড় নামে অভিহিত হয়েছে। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে "গৌরী" একটি ঠাট বা মেলের নাম যার প্রধান রাগ গৌরী। বর্তমানে এই গৌরীঠাট ভৈরবঠাট বা মেল নামে পরিচিত।

(৮)

ততঃ উক্তপ্রকারেণ শ্রীনয়নানন্দমিশ্রঠক্কুরবিরচিতেন "জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন"-ইত্যাদিনা কলিযুগপাবনধর্মশ্রীসংকীর্তনানন্দনন্দিতং সভক্তং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং স্মরতি। গীতস্যাস্য পঞ্চমনামা রাগঃ। মঙ্গল ইতি নাম্না গৌড়ে বিখ্যাতঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"বিলাসিনীচামরচালনেন
লঙ্কানিলোহলং-কৃতহেমপীঠঃ।
গন্ধর্বরাট্ কাঞ্চনকান্তিরাঢ্যঃ
শ্রীমানয়ং পঞ্চমনামধেয়ঃ[1] ॥"

(৯)

ততঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাসকৃতে[2] "শ্রীবাস অঙ্গনে বিনোদবন্ধনে[3]" ইত্যাদি গীতদ্বয়ে তস্যাচণ্ডালং প্রেমদাতৃত্বমতো দয়া মত্তমপি তদ্দাস্যতীত্যাশয়েন তদ্‌গীতদ্বয়ং লিখতি "শ্রীবাস"-ইত্যাদিনা। রাগলক্ষণং প্রাগুক্তম্। "মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত" ইত্যাদি—মনুজো মনুষ্যজাতির্দৈবতো দেবজাতিস্তয়োঃ পুরুষো যোষিদ্ ইত্যর্থঃ। ৯।

(১০)

"বিমল" ইত্যাদৌ "আচণ্ডালে" ইত্যত্র ব্রাহ্মণমারভ্যেতি বোধ্যম্। ১০।

(১১)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগোচিত-রূপ[4]-বর্ণনময়-গীতার্থস্ফুরণায় সর্বসিদ্ধিকর-পরমকারুণিকবর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য শ্রী[5]গোবিন্দকবিরাজকৃতং "গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার"-ইত্যাদি গীতমাহ। গীতস্যাস্য সিন্ধুড়ারাগঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"উৎফুল্লপঙ্কজগলন্-মকরন্দপান-
মত্তালিঝঙ্কৃতিভরৈরপি দূয়মানা।
কান্তং পদান্তমিলিতং কটুভাষয়ন্তী
মানোন্নতা বসতি সিন্ধুতটে সিন্ধুড়া[6] ॥" ইতি।

স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ করুণাসিন্ধুরবততার প্রাদুর্ভূতবান্। "করুণা"-শব্দেন বক্ষ্যমাণক্রিয়য়া চ ক্ষীরাব্ধিরতি[7]-তুচ্ছীকৃত ইতি ভাবঃ। তদ্বিবরণং যথা—ক্ষীরাব্ধিনা চিন্তামণিরত্নানি সর্বেভ্যো ন দত্তানি। অয়ন্তু নামচিন্তামণীনাং চিন্তামাত্রাভীষ্ট[8]দাতৄণাং হারান্ কৃত্বা দরিদ্রেভ্যোঽপি দত্তবান্। ততশ্চন্দ্রোঽভূৎ। তস্য কেবলরাত্রিবিলাসিত্বং[9] হ্রাসো বৃদ্ধিশ্চাস্তি। অস্য বদনচন্দ্রস্য তু তদভাবঃ। তদ্ভূতামৃতস্য কেবলমিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ পাতারঃ। অনেন তু প্রেমামৃতবৃষ্টিদানেন যাবজ্জগজ্জনস্যাধ্যাত্মিকাদিতাপ[10]-বিনাশপূর্বকমমরত্বং কৃতমিতিভাবঃ। তত্রৈকঃ

টীকা—

১। লক্ষণান্তরে আছে—

উন্মত্তকোকিলনিনাদযুক্তো
বীণাং দধানো সুরবেশধারী।
মদাঙ্গমূর্তিঃ সুরপুষ্পকর্ণঃ
সুবর্ণকান্তিঃ কিল শোভনাঙ্গঃ।

সঙ্গীত দর্পণে—

রক্তাম্বরো রক্তবিশালনেত্রঃ
প্রভাতকালে বিজয়ী চ নিত্যম্।
শৃঙ্গার-যুক্তস্তরুণো মনস্বী
সদাপ্রিয়ঃ কোকিল মঞ্জুভাষী।

রাগরত্নাকরে আছে—

দূর্বাতসীহেনসমানকান্তিঃ
শ্রীখণ্ডপঙ্কার্দ্রসমস্তদেহঃ।
বীণাপ্রবীণোঽমরপঙ্কমোহম্বং
গীতেন দূরীকৃতদেবরাজ

২। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনঠক্কুরকৃত—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৩। বিবিধ বন্ধনে—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৪। 'রূপ' শব্দটি বহ-তে নাই।

৫। 'শ্রী'-শব্দ বহ-তে নাই।

৬। লক্ষণান্তরে আছে—

সমুত্তনীলদ্যুতিবিম্বজাক্ষী
প্রবাদয়ন্তী সকলা সযন্ত্রম্।
স্বর্ণৈর্বিচিত্রাভরণা সুকেশী
সা সিন্দুড়া কান্তসমীপসংস্থা।

রাগরত্নাকরে প্রথম পংক্তি স্থলে আছে—

সদ্ভিন্ননীলদ্যুতিবিম্বজাক্ষী।

৭। অপি—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।

৮। 'প্র'-উপসর্গ বহ-তে নাই।

৯। কেবলরাত্রিবিলাসিত্বং—মূল-পুঁথিতে নাই।

১০। 'আধ্যাত্মিকাদিতাপ'—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক (দেহ-মন-সম্পর্কিত), আধিভৌতিক (ব্যাঘ্রাদিজনিত) ও আধিদৈবিক (বজ্রপাতাদিজনিত) দুঃখ।

কল্পদ্রুমোঽভূৎ[১]। সোঽপ্যমরাবতীস্থ-লোকস্পৃশ্যঃ। যেষাং পুনর্দৃশ্যস্তেষামপি কামনাপেক্ষকঃ। অনেন তু ভক্তকল্পতরবঃ সর্বত্রৈব রোপিতাস্তচ্ছিষ্যাদিরূপ-তৎপোত-প্রপোতাদিশ্চাত্রাপি রক্ষিতঃ* ইত্যাশ্চর্যম্। অত্রাপি স্বকর্মপ্রচণ্ডতপ্তজীবাঃ শ্রীকৃষ্ণসাধনাধ্ব-পথিকা নিষ্কামা অপি যচ্চরণচ্ছায়াবলম্বনমাত্রেণ পূর্ণকামা বভূবুরিত্যাশ্চর্যম্[২]। তত্রৈরাবত[৩]নামা গজোঽভূৎ। সোঽপ্যতিমহতে সুরাধিপায় দত্তঃ। অনেন ত্বকিঞ্চনেভ্যোঽপি দরিদ্রেভ্যোঽপি ভাব-গজেন্দ্রস্কন্ধ ঐরাবতা দত্তাঃ। এবমেবম্প্রকারশ্চমৎ-কারকারকঃ প্রভোর্বিলাসঃ। "সংসারকালকূট[৪]" ইত্যাদিচরণস্যার্থঃ স্পষ্টঃ। পক্ষে সরস্বতী স্তৌতি। সংসার এব মহোল্বনত্রিজগন্নাশকঃ কালকূটঃ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমজীর্ণকারকঃ কৃষ্ণকণ্ঠকঃ শ্রীগোবিন্দদাস[৫]-কবিরাজ ইত্যর্থঃ। "করুণাসিন্ধু অবতার" ইত্যনেন ময়ি করুণাং কৃত্বা পূর্ববৎ সর্বকার্যং করিষ্যতি। সম্প্রতি তৎপ্রকারেণ মমোদ্যমঃ সম্পূর্ণো ভবিষ্যতীতি প্রতিপাদিতম্[৬] ॥ ১১ ॥

(১২)

ততঃ পরমাসমোর্দ্ধ দয়ালুতাদিগুণভাবিতা[৭] অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-ব্রহ্মাদিসুরাসুর-নিশাচর-জলচর-খেচর-ধরাধর-বনচরাগচর[৮]চণ্ডালাদিপর্যন্তক কারুণ্যাবতারং স্বয়ং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং স্বতারকগ্রন্থকরণো-পযোগি শ্রীবৃন্দাবনশ্রীনবদ্বীপগততদ্‌গূঢ়লীলাবিশেষ-স্ফুরণং "বন্দে বিশ্বম্ভরপদকমলম্"-ইত্যাদি-গীতদ্বয়েন প্রণম্য যাচতে। অনয়োর্বিভাসরাগঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"স্বচ্ছন্দসন্তানিতপুষ্পবাণঃ
প্রিয়াধরাস্বাদরসেন তৃপ্তঃ।
পর্যঙ্কমধ্যাস্ত কৃতোপবেশো
ভাসঃ স নিদ্রোত্থিতো হেমগৌরঃ[৯]" ॥

নাশিত ইত্যাদিনা পাদকমলস্যাদ্ভুতচমৎকারিত্বম্। কলিতো জনিতঃ ॥ ১২ ॥

টীকা—

১। কল্পদ্রুম—স্বর্গস্থ তরুবিশেষ।

"পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্" ॥ ৫০ ॥

* দ্রষ্টব্য—চৈতন্যচরিতামৃত—নবম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ আদি লীলা। অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

কল্প অর্থাৎ সংকল্পানুযায়ী অর্থদাতা তরু = কল্পতরু।

২। এই পংক্তিটি খ-তে নাই।

৩। ইন্দ্রের হস্তীর নাম। ইন্দ্রের অন্যান্য বিশিষ্ট-ভাবে অধিগত বস্তু—

"পুলোমজা শচীন্দ্রাণী নগরী ত্বমরাবতী।
হয় উচ্চৈঃশ্রবা সূতো মাতলিঃ নন্দনং বনম্ ॥ ৪৭ ॥
স্যাৎ প্রাসাদো বৈজয়ন্তো জয়ন্তঃ পাকশাসনিঃ।
ঐরাবতোঽভ্রমাতঙ্গৈরাবণাভ্রমুবল্লভাঃ" ॥ ৪৮ ॥

অমরকোষ—স্বর্গবর্গ।

৪। কালকূট—বিষের প্রকারবিশেষ। ইহার বাচ্যার্থ—যমেরও যাহা পরিণামের কারণ হয়। অথবা কাল বা মৃত্যুর রাশি। অমরকোষ নরকবর্গে বিষের নয় প্রকার ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে—

পুংসি ক্লীবে চ কাকোল-কালকূট-হলাহলাঃ।
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৌক্লিকেয়ো ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপনঃ ॥ ১০ ॥
দারদো বৎসনাভশ্চ বিষভেদা অমী নব।

অমরকোষ, নরকবর্গ।

৫। 'দাস'-শব্দ মূল-পুঁথিতে নাই।

৬। 'প্রতিপাদিতম্'—মূল-পুঁথিতে নাই।

৭। -ভাবিতা—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

৮। অগচর = শৈল-বৃক্ষচর।—

শৈলে বৃক্ষে নগাবগৌ—অমর—৩।৩।১৯।

৯। লক্ষণান্তরে আছে—

শুক্লাম্বরো গৌরবর্ণো সুকান্তিঃ
শৌবোল্লসৎকুণ্ডলমুষ্টিগণ্ডঃ।
সূর্যোদয়ে কুক্কুটপক্ষিশব্দে
বিভাসরাগঃ স্মরচারুমূর্তিঃ।

(১৩)

হে গৌরচন্দ্র! কলিতিমিরনাশক! জয় জয়। ইতি আভীক্ষ্ণ্যে[1] বীপ্সায়াং[2] বা দ্বিত্বম্। যদ্বা জয়তীতি জয়োঽস্ত্যুগাবতারাসুরাদিজয়নযুক্তঃ। তস্মাদপি দয়য়া—অসুরঘাতং বিনাপি জয়নশীলো ময়ি দয়াং কুরু আত্মসাৎ কুর্বিত্যর্থঃ। এবং যথৈতদ্গ্রন্থকরণাদ্-অন্ততমসাধকে শ্রীবৃন্দাবনশ্রীনবদ্বীপগততন্নিগূঢ়লীলাঃ স্ফুরন্ত্বিতি তথা কুরু। যদ্যপি তল্লীলানামন্তং শেষো[3]ঽপি ন প্রাপ্নোতি, সুতরাং[4] কেঽহন্তে তথাপ্যনন্তাদিহৃজ্জেয়ামলৌকিকলীলাং কৃপয়া জড়ান্ধাদীন্ দর্শয়িত্বা মহোত্তমাংস্ত্বমকরোঃ। অতঃ প্রশ্রয়-পাগলোঽতিহৃষ্টো দুঃসাহসো নির্লজ্জোঽহং তচ্চরণং ধৃত্বা তল্লীলারসজ্ঞানায় যাচত ইতি॥ ১৩॥

(১৪)

অতস্তদগ্রজং সখ্যদাস্যবাৎসল্যরতিমন্তং নিত্যানন্দরূপং নিজকৃপোচ্ছ্রিতব্রহ্মাণ্ডজনানন্দকং শ্রীমন্নিত্যানন্দরামং তথা তদভেদশক্তিক শ্রীমদদ্বৈতাচার্যাদিভক্তবৃন্দঞ্চ "জয় নিত্যানন্দ" ইত্যাদি-গীতেন সংসারক্ষয়ং ভিক্ষতে। অস্য বরাড়ীরাগস্যলক্ষণং যথা—

"বিনোদয়ন্তী দয়িতঞ্চ গৌরী
সকঙ্কণা চামরচালনেন।
কর্ণে দধানা সুরপুষ্পগুচ্ছং
বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাড়ী[5]॥"

ভবন্তঃ কৃপাং কৃত্বা পদারবিন্দানি মচ্ছিরসি ধারয়ন্তু। যদ্যপ্যহং তদযোগ্যস্তথাপি পাতকিনামুদ্ধরণায় যুষ্মাকমবতার ইতি তৎকরণমুচিতমিত্যর্থঃ। নিরঙ্কুশোঽনির্বার্যঃ স্বতন্ত্র ইতি যাবৎ॥১৪॥

(১৫)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপং[7] সাপরাধ-স্বতারণ-প্রথমানন্যকারণরূপং ভবাব্ধিপোতং শ্রীগুরুং শ্রীবৈষ্ণবঞ্চ সংসারসিন্ধুমগ্ননিজোদ্ধারণং যাচতে "শ্রীগুরু বৈষ্ণব" ইত্যাদিনা। অস্য তোড়ীরাগস্য-লক্ষণং—

"উন্নিদ্রপদ্মেরুহচারুনেত্রা কুরঙ্গসারং কলমঙ্কুরেণ[8]।
সম্ভাবয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠে তোড়ীয়মিন্দীবরদাম-রম্যা[9]॥ ইতি।

মাং সমুদ্ধৃত্য নিজবলং দর্শয়—যথা রাধামোহনাখ্যোঽহং দুর্মতিস্তাটস্থ্যলক্ষণয়া ভুবনস্থজনোঽপি, তাদৃশসাপরাধ - মহাপাতকিনোঽসম্ভবোদ্ধরণকস্তো - দ্ধারণং কৃতমিতি যুষ্মাকং যশঃকীর্তনং করোতু। যদ্যপ্যনায়াসেন তচ্চরণানামেতাদৃশী শক্তিরস্তি তথাপি নিজনিন্দ্যকার্যস্মরণবোধিতসংসারসাগরস্বাত্মুদ্ধরণা-শঙ্করাতিতারল্যযুক্তমিতি[10] জ্ঞেয়ম্॥১৫॥

টীকা—

১। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি—"বহুলমাভীক্ষ্ণ্যে"—পাণিনি—৩।২।৮১।

২। একবার আবৃত্তি—"বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ"—পাণিনি—৪।১২।

৩। শেষ নাগ।

৪। বাংলায় প্রচলিত "অতএব" অর্থে।

৫। পাঠান্তর—
বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী
সুকঙ্কণা চামরচালকেন।
কর্ণে দধানা সুরবৃক্ষপুষ্পং
—সঙ্গীতদর্পণ ২।৫০

৬। পাঠান্তরে—
কর্ণে দধানা সুরপুষ্পযুগ্মং
সুবর্ণকোত্তমনোহরাঙ্গী।
স্মেরাননা চারুবিলোলনেত্রা
গৌরাঙ্গযষ্টিঃ কথিতা বড়াড়ী।

৭। শ্রীকৃষ্ণরূপং—পাঠান্তর বহু।

৮। অঙ্কুরেণ—পাঠান্তর বহু।

৯। লক্ষণান্তর অনুসারে—
তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ
কশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে
বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ম্॥—সঙ্গীত দর্পণ

১০। তারল্যাদ্ উক্তম্ ইতি—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

(১৬)

ততঃ পূর্বরাগোচিতগৌরচন্দ্ররূপং সামান্ততঃ স্বরূতেন[১] "মধুকর"-ইত্যাদিনাহ। খম্ভাবতী "পাহিড়া" যস্যাঃ খ্যাতিস্তল্লক্ষণং—

"বাসো বসানা শরদভ্রশুভ্রং
বিরিঞ্চিবেদী-পরিকর্মদক্ষা।
মন্দারদাত্রী চতুরাননস্য
খম্ভাবতী লব্ধসমৃদ্ধবেশা[২]॥"

হে সখি! উদারং দাতারং মহান্তং বা গৌরং শ্রীগৌরচন্দ্রং পশ্য। কীদৃশম্? নিন্দিতং হাটকং সুবর্ণং যয়া তাদৃশকান্তিঃ (তয়া) যুক্তঃ কলেবরো যস্য সঃ (তম্)। তথা গর্বিতং মারকং—স্বার্থে ক-প্রত্যয়াৎ—মারং মদনং মারয়তীতি সঃ (তম্)। তথা স চাসৌ স চেতি তম্। তস্মাদ্ গর্বযুক্তম্। মন্মথস্যাপি মন্মথ ইতি ভাবঃ। মধুকরৈঃ[৩] রঞ্জিতং মালতীপুষ্পং যত্র তাদৃশং মণ্ডিতং মণ্ডনং চূড়াবন্ধোচিতস্বর্ণাভরণবিশেষো[৪] যত্র সঃ (তম্) তথা জিতো ঘনো মেঘো যেন সঃ (তম্)। তথা তাদৃশস্তাদৃশঃ কুঞ্চিতঃ কেশো যস্য তথা—তম্। মধুনোঽপি মধুরেণাতিলোভকেন স্মিতেন লোভিতাস্তম্ভূতঃ স্থাবরজঙ্গমা যেন তম্[৫]। অনুপমভাবানাং ব্যভিচারি-সাত্ত্বিকাদীনাং বিকাশো যত্র তম্। নিজস্য পূর্বকৃতাবতারস্য নবরাগেণ স্থায়িভাবেন বিমোহিতেন মানসেন হেতুনা বিকম্পিতা গদ্‌গদভাষা যেন (তম্)। এতেন অনুভাবঃ স্পষ্টঃ[৬]। দরিদ্রাদরিদ্রনরগণে করুণাবিতরণং[৭] শীলং যস্য (তম্)। "অকিঞ্চনো দরিদ্রে স্যাৎ কিঞ্চনো ধনিনি স্মৃতঃ[৮]।" ইতি ধরণিঃ। তথাহি[৯] শ্রীগোবিন্দ[১০]-কবিরাজঠাকুরকৃত-"পতিত হেরি কান্দে"-ইতি-গীতিকায়াং[১১] "বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন কারো কোন দোস নাহি মানে[১২]" ইত্যত্র তদর্থক-"কিঞ্চন"-শব্দপ্রয়োগো দৃশ্যতে। এতেন বিভাবানুভাবব্যভিচারিসাত্ত্বিকমিলিতস্থায়িভাব-পূর্বরাগরসময়ঃ শ্রীগৌরচন্দ্রো লব্ধঃ। তস্য দয়ালুতাদিগুণবৈশিষ্ট্যং তাবৎ তিষ্ঠতু—অহো আশ্চর্যম্। শৃণু রাধামোহন-নামকঃ কশ্চিদ্দুর্মতিরস্তি। নিজনিরুপমলীলয়া তং ক্ষোভিতমকার্ষীৎ। অলমতিবিস্তরেণ।

টীকা—

১। স্বকৃত—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

২। রাগরত্নাকরে "মন্দারদাত্রী"—স্থলে "কুন্দাবদাতা" আছে।

পাঠান্তর— সঙ্গীতদর্পণে

খম্ভাবতী স্যাৎ সুধলা বসন্তা
সৌন্দর্য-লাবণ্যবিভূষিতাঙ্গী।
গানপ্রিয়া কোকিলনাদতুল্যা
প্রিয়ংবদা কৌশিকরাগিণীয়ম্।

৩। মধুকর—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৪। -স্বর্ণাভরণং—পাঠান্তর বহ।

৫। বহ'তে নাই।

৬। "অনুভবঃ পুষ্টঃ"—মূল-পুঁথি।

৭। "বিতরণে"—মূল-পুঁথি।

৮। কিং জুগুপ্সনে—৩।৩।২৫১—অমরকোষ।
এস্থলে ভ্রমবশত "ধন" শব্দ উচ্চারিত হইল না।

৯। মূল-পুঁথিতে নাই।

১০। মূল-পুঁথিতে নাই।

১১। গীতেঃ—মূল-পুঁথি।

১২। "কারো কোন দোষ নাহি মানে"—মূল-পুঁথিতে নাই।

(১৭)

প্রথমতো বিষয়ালম্বনলক্ষণলিখনমবশ্যং করণীয়ম্। অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদ্বিতীয়-শ্রীমদ্‌রামানন্দরায়কৃতং পূর্বরাগোচিতরূপসূচকং প্রার্থনাময়ঞ্চ "মৃদুল"-ইত্যাদি-গীতমাহ। অস্য নটরাগস্তল্লক্ষণং যথা—

"তুরঙ্গমস্কন্ধনিবদ্ধরাগঃ
স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ ধৃতাসি-
র্নটোঽয়মুক্তঃ কিল কাশ্যপেন[১]"॥

হে মমেন্দ্রিয়াণি! মধুরিপুং শ্রীকৃষ্ণং যূয়ং ভজত। কীদৃশম্? ইন্দোরপি সুন্দরে বল্লবীমুখে লালসা যস্য তম্[২]। মনসিজকেলয়ে ভাবিকেলিনিমিত্তম্ আনন্দযুক্তং মানসং যস্য (তম্)। মৃদুলো মন্দো যো মলয়পর্বতসম্বন্ধী পবনস্তেন তরলিতে দোলায়িতে চিকুরে পরিগতঃ কলাপো ময়ূরবর্হো যস্য (তম্)। সাচিতরলিতম্ ঈষদ্‌বক্রং যন্নয়নং তদেব মন্মথশঙ্কুঃ "শেল" ইতিখ্যাতস্তেন সঙ্কুলং ব্যাপ্তং চিত্তং যেষাং তাদৃশসুন্দরীজনানাং জনিতং কৌতুকং যেন (তম্)। অনুপমস্য সর্বাঙ্গধ্যানং তাবত্তিষ্ঠতু—তদেকাঙ্গং লঘুতরলিতং যৎ কন্ধরং[৩] তদেব ভজত। নম্ভু পরমচমৎকার-কারকৈকাঙ্গমপি তিষ্ঠতু, তদেকাঙ্গজনিতহাস্যস্য লবমমৃতাদপি পরমাকর্ষকং ভজত —ধ্যানং কুরুত ইত্যর্থঃ। সর্বেন্দ্রিয়মূলে মনসি লগ্নে সর্বেষাং[৪] যুগপদ্‌- ভজনং সিদ্ধ্যতীতি ভাবঃ॥১৭॥

টীকা—

১। রাগরত্নাকর—প্রথম প্রকরণ।

পাঠান্তর—

তুরঙ্গমস্কন্ধনিবিষ্টবাহঃ স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ প্রতাপী নটোঽয়মুক্তঃ কিল রাগমূর্তিঃ।
সঙ্গীতদর্পণ—২।৬৯

২। মূল-পুঁথিতে নাই।

৩। কন্দরং—পাঠান্তর বহু।

৪। সর্বেন্দ্রিয়ানাং—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

(১৮)

ততঃ শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃতপূর্বরাগোচিত-বিষয়ালম্বনশ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনসূচক- "মরকতমঞ্জুমুকুর"-ইত্যাদি-গীতমাহ। এতত্তু লোকৈঃ সার্ঙ্গেণ গীয়তে। তৎকৃতবহুগ্রন্থেষু ধানসী দৃশ্যতে। অতস্তল্লক্ষণং যথা—

"নীলাম্বুজশ্যামমনোহর-[৫]দেহকান্তি-
র্বালা বিলোলনয়না বিপিনে রুদন্তী।
কান্তং বিলিখ্য ফলকে প্রবিলোকয়ন্তী
ধানাসিকা নিগদিতা কবিভূষণেন[৬]॥"

ইতি। "কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ্র"—অত্র বাক্য-সমাপিকা ক্রিয়া প্রথমদর্শনজনিতবৈবশ্যেন লজ্জয়া নোক্তা। পরিচয়াভাবান্নাম সুতরাং নোক্তম্। কীদৃশঃ? কামিন্যা মনস্যানঙ্গোঽপাঙ্গধৃক্। নম্ভু তদা কিং মারো—মারয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তদর্থপ্রতিপাদকঃ? অত আহ "জগজন-নয়ন-আনন্দ।" এতেন "অসমানোর্ধ্বরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরত্বং[৭]" ধ্বনিতম্। মরকতস্য মঞ্জুদর্পণমিব মুখমণ্ডলং যস্য[৮] তেন, মুখরিতঃ শব্দিতো মুরলীসুতানো যেন তন্মাধুর্যমাহ—"শুনি পশুপাখী"-ইত্যর্দ্ধচরণে। এতেন "ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-

৫। 'মনোহর'—বহুতে নাই।

৬। পাঠান্তর—

দূর্বাদলশ্যামতনুর্মনোজ্ঞা
কান্তং লিখন্তী বিরহেণ দুনা।
স্থিরে কপোলে দধতী দৃগম্বু-
নিষ্যন্দনির্দে তিতকুচা ধনাশ্রী॥

৭। কৃষ্ণের অসাধারণ গুণবিশেষ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।১৭ দ্রষ্টব্য।

৮। 'যস্য'—ক-পুঁথিতে নাই।

মুরলীকলকূজিতত্বং"[১] ধ্বনিতম্। "তনু-অনুলেপন ঘনসারচন্দন" ইত্যেব পাঠঃ। কর্পূর-চন্দন-মৃগমদ-কুঙ্কুমানি শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গলেপ্যানি চতুঃসমানি[২]অতি-প্রসিদ্ধানি সন্তি। অতস্তেনামুক্তিঃ সঙ্গতা। "তনু ঘন চন্দন" ইতি পাঠশ্চিন্ত্যঃ। "বিটঙ্ক"-শব্দস্য সুন্দরার্থবাচকত্বং[৩]লভ্যতে—"দেবাচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্দ্ধকেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ" ইতি শ্রীমদ্-ভাগবততৃতীয়স্কন্ধীয়শ্লোক[৪]-টীকায়াং—"গৃহীতে গদে যাভ্যাং, পরার্দ্ধ্যৈঃ কেয়ূরাদিভির্বিটঙ্কঃ সুন্দরো বেশো যয়োঃ"—শ্রীধরস্বামিচরণব্যাখ্যানাৎ। রায়ো ধ্বনি-বিশেষঃ কৈ-গৈ-রৈ-শব্দ ইত্যস্মাদ্ ভাবেইল্। তেন সন্তোষয়ন্তি যে মধুপাস্তৈরর্থাৎ তৎসৌরভাকৃষ্টৈ-রম্বেষিতঃ। নন্দিতা আনন্দিতা দাসা দাসতুল্যা গোবিন্দা[৫] গোপা যেন স তথাভূতঃ। যদ্বা নন্দিতদাস[৬] ইতি পৃথক্ পদম্। গোবিন্দ ইতি গোপরূপঃ কোঽস্যাবিতি ভাবঃ। পক্ষে শ্রীনরোত্তম-ঠকুরস্য ভ্রাতা শ্রীসন্তোষরায়নামাসীৎ। তেন শ্রীরাধাকান্তনাম্ন্যাঃ শ্রীমূর্ত্তেরেতদ্রূপদর্শনং কৃত্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজঠক্কুরায় তদ্বর্ণয়িতুং প্রার্থনা কৃতা। অতস্তন্নাম দত্তম্। তদর্থঃ সুগমঃ। সম্বোধনাভাবাৎ শ্রীমত্যাঃ স্বগতবাক্যমিদম্ ইতি বোধ্যম্ ॥১৮॥

(১৯)

ততঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্বগতানন্তরং তদ্ভাবলীলা-বাঞ্ছিকা কাচিৎ সখী শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃকশ্রীকৃষ্ণদর্শনং বৃত্তমবৃত্তং বেতি সন্দিহানা শ্রীরাধিকায়াঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং দর্শয়তীতি[৭] "মৃদুতর"-ইত্যাদিনা, বক্ষ্যমাণগীতেন চাহ[৮]। রাগলক্ষণং প্রাগুক্তম্। কলয় পশ্য। পরিণত

টীকা—

১। কৃষ্ণের অসাধারণ গুণবিশেষ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।১৮ দ্রষ্টব্য।

২। "পাণ্ডুরঃ বর্ব্বুরঃ পীত ইত্যালেপস্ত্রিধামতঃ"।
ভক্তি ২।১।১৮২

আলেপ আকল্পের অন্তর্ভুক্ত যথা—
"কেশবন্ধনমালেপো মালাচিত্রং বিশেষকঃ।
তাম্বূলং কেলিপদ্মাদিরাকল্পঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ভক্তি ২।১।১৮১

৩। 'বিটঙ্ক'-শব্দের অর্থ "কপোতপালিকা"। "কপোতপালিকায়াং তু বিটঙ্কং পুং-নপুংসকম্"—অমরকোষ, ২।১৫। 'বিটঙ্ক' শব্দের অর্থ Apte-এর অভিধানে আছে—"1. An aviary, dove-cot ; 2 The loftiest point, pinnacle, elevation" ; "সুন্দর"-এই বাচিক অর্থে শব্দটির উল্লেখ কোনো অভিধানে দেখি নাই। তবে "elevation" বা 'উন্নতি' শব্দের লাক্ষণিক অর্থ "সুন্দর" ধরা যাইতে পারে। Monier Williams-অভিধানে আছে বিটঙ্ক শব্দের অর্থ—"nice, pretty, trim, hand-some".

৪। ভাগবত—৩।১৫।২৭

৫। "গোষ্ঠাধ্যক্ষেঽপি গোবিন্দঃ"—অমরকোষ ৩।৯১ (নানার্থবর্গ)।

৬। 'নন্দিতদাস'-শব্দটি পৃথক্ পদ হইলে ইহা 'গোবিন্দ'-শব্দটির বিশেষণরূপে ধর্তব্য। "নন্দিতদাস-গোবিন্দ"-পদটি 'সমস্ত'-পদরূপে ধরিলে অর্থ হইবে—দাস্য-রসিক গোপভক্তগণ যাঁহার দ্বারা আনন্দযুক্ত হইয়াছেন। পক্ষে—অন্য অর্থ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতা সন্তোষরায় শ্রীরাধাকান্ত-নামক শ্রীমূর্ত্তির রূপ দর্শন করিয়া শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজঠাকুরের নিকট ঐরূপ বর্ণনায় আনন্দ প্রার্থনা করিতেছেন।

৭। দর্শয়তি—পাঠান্তর বহু।

৮। চাহ—বহুতে নাই।

ঔৎকর্ষ্যং প্রাপ্তো রূপবিশেষো যস্মাৎ তং ধরণ্যাম্ আগতং[১]চন্দ্রমিব। কীদৃশম্? অতিশয়মন্দপবনেন বেল্লিত ঈষৎকম্পিতো যঃ পল্লবঃ কোমলদলং, তদ্‌যুক্তা যা বল্লী তদ্‌বেশযোগ্যসূক্ষ্মসৌন্দর্যাদি[২]-বিশিষ্টলতাবিশেষঃ, তয়া (লতয়া) বলিতঃ শিখণ্ডো[৩] যস্য(তম্)। তিলকেন[৪] বিড়ম্বিতং(যৎ) মরকতমণিতলে (মণিতুল্যং ললাটতলং তস্মিন্) বিম্বিত (বিম্বিতং)-চন্দ্রবিন্দুতুল্যং শশধরস্য খণ্ডংমূলকং যেন (তম্)। খেলাদোলায়িতমণি-কুণ্ডল[৫]-রুচিনা রুচিরাননেন সুন্দরমুখেন শোভা[৬] যস্য (তম্)। হেলয়া[৭] হাব[৮]-পরিণামরূপব্যক্তশৃঙ্গারসূচকভাববিশেষেণ তরলিতেন চঞ্চলেন মধুযুক্তবিলোচনেন জাতো[৯] বধূজনানাং লোভো যেন(তম্)। রামানন্দরায়ভণিতমুদারং মহৎ[১০] মধুরিপুরূপং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ-রসিক-ভক্ত-গজপত্যাধিক-শ্রীপ্রতাপরুদ্রসংজ্ঞক-নরাধিপস্য চেতসি বারং বারং মুদমানন্দং জনয়তু। যৎতন্[১১]-নাটকে পারিপার্শ্বিকস্তোক্তিরূপেণ বর্ণিতং তৎপ্রবলকৌশলেন কবিনা নিজভাবগোপনায়েতি বোধ্যম্। বস্তুতঃ শ্রীরাধিকাসখীবচনমিদম্। এবং সর্বত্র বোধ্যম্। ॥১৯॥

টীকা—

১। ধরণ্যামাগতচন্দ্রম্—এই পাঠ বহ'তে ও মূল-পুঁথিতে আছে। অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশদোষপ্রসঙ্গ ঘটে বলিয়া লিপিপ্রমাদ গণ্য করিয়া এই পাঠ পরিত্যক্ত হইল।

২। 'আদি'—মূল-পুঁথিতে নাই।

৩। ময়ূরপুচ্ছ।

৪। মণ্ডনের অন্তর্গত প্রসাধনক্রিয়া—"ধাতুকৢপ্তক তিলকং পত্রভঙ্গলতাদিকম্"—ভক্তি ২।১।১৮৬

৫। মণ্ডনাঙ্গ—

"কিরীটং কুণ্ডলে হারচতুষ্কী বলয়োর্মিয়ঃ।
কেয়ূরনূপুরাদ্যঞ্চ বস্ত্রমণ্ডনমুচ্যতে॥" ভক্তি ২।১।১৮৫

৬। "সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্"—কিন্তু এস্থলে 'শোভা' এই শব্দের সাধারণ অর্থ "সৌন্দর্য" ধরিতে হইবে। যে 'শোভা'-শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সদ্‌গুণের সমাহার—তাহা এস্থলে বিবক্ষিত নহে। শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টগুণসমন্বিত শোভার লক্ষণ—

"নীচে দয়াঽধিকে স্পর্দ্ধা শৌর্য্যোৎসাহৌ চ দক্ষতা।
সত্যঞ্চ ব্যক্তিমায়াতি যত্র শোভেতি তাং বিদুঃ॥"
ভক্তি—২।১।১৩৪

৭। হেলা অঙ্গজ অলংকারের অন্তর্গত—

"হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ॥"
উজ্জ্বল—১১।৮।১১

৮। অঙ্গজ অলংকারের অন্তর্গত—

—গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূ-নেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ-প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥
উজ্জ্বল—১১।৭।১

৯। জনিতো—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

১০। বহ-তে নাই।

১১। যত্র—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

(২০)

"অঞ্জন" ইত্যাদি। হে সখি! নাগরাণাং রাজানং বিরাজমানং দেদীপ্যমানং পশ্য। অস্যৈব কেবল-সুধাময়হাস[১২]-বিকাসেন লজ্জয়া চন্দ্রো মলিনোঽভূদিত্যবগম্যতে। কীদৃশম্? অঞ্জনস্য ন্যক্কারকং[১৩] জগজ্জন-রঞ্জকং মেঘসমূহজেতৃশ্যামশরীরঞ্চ। তরুণারুণবৎ যানি স্থলকমলদলানি তেভ্যোঽপ্যরুণৌ নূপুররঞ্জকৌ[১৪] চরণৌ যস্য। ইদং লোচনং মনসিজস্য বাগুরা। জ্বরেব নাগপাশস্তেন কুলবত্যো বদ্ধাঃ[১৫]। তত[১৬]

১২। "তদেব দরসংলক্ষ্যদন্তাগ্রং হসিতং ভবেৎ।"
—ভক্তি ৩।১।৬

১৩। অঞ্জন-ন্যক্কারকম্—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

১৪। নূপুরের রঞ্জক অর্থাৎ চরণকে নূপুর অলংকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু চরণের দ্বারা নূপুরই যেন অলংকৃত হইয়াছে। ইহাকে 'রূপ' বলে—"বিভূষণং বিভূষ্যং স্যাৎ যেন তদ্ রূপম্ উচ্যতে"। —ভক্তি ২।১

১৫। কুলবতী বদ্ধা—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

১৬। অতঃ—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

সুতরাং কুলদেবতা রোদিতি। তথা ভ্রমর-করম্বিতধূলি[১]-কদম্বমালা কামবাণুরা ইত্যবগন্তব্যম্। শ্রীগোবিন্দদাসস্ত চিত্তে এষা মূর্তির্বিহরতু। "বিহরতি" ইতি পাঠো নাতিপুষ্টার্থকরঃ ॥২০॥

(২১)

পূর্বরাগভাবাক্রান্তশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র[২]-কিশোর-রূপদর্শনেন তদ্ভাবাক্রান্তং কঞ্চিৎ ভক্তং পৃচ্ছন্তং তৎসমজনং প্রতি স এব ভক্তস্তস্য পরমাদ্ভুতলীলত্বং ব্যঞ্জয়ন্ তদ্ভাবঞ্চ" নীরদনয়ন"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। গীতস্যাস্য ললিতরাগেণ[৩] লোকৈঃ প্রায়েণ গানং ক্রিয়তে। কীর্তনানুসারেণ[৪] শ্রীরাগেণাপি কর্তব্যম্। অতঃ স এব লিখিতঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"চতুর্ভুজঃ শ্যামতনুস্মিতনেত্রঃ
পীতাম্বরোঽসৌ বনমাল্যযুক্তঃ।
বিক্রীড়তি স্বপ্রিয়য়ৈব সার্দ্ধং
শ্রীরাগনামা ভবতীহ রাগঃ[৫] ॥"

ইতি। নিজনয়নমেঘকর্তৃকাবিরতবৃষ্টিসিঞ্চনেন নিজ[৬]-দেহাভিনবকল্পতরোর্মুকুলফলকরণে তৎ পরমাদ্ভুতলীলত্বং পূর্বরাগোচিত-সাত্ত্বিকাদিভাবঞ্চ ব্যঞ্জয়তি। "কি পেখলু নটবর[৭]" ইত্যনেন তদ্ভক্তস্যাপি পূর্বাদৃষ্টত্বমিব বোধ্যতে। যৎ

টীকা—

১। -কেলি—পাঠান্তর বহ।

২। -চন্দ্র - বহ'তে নাই।

৩। রাগলক্ষণ

"প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমালাধারী
যুবা চ গৌরো লললোচনশ্রীঃ।
বিনিঃশ্বসন্ দৈববশাৎ প্রভাতে
বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ ॥"
—সঙ্গীতদর্পণ-২।৬৩

৪। "কীর্তনানুসারসময়ানুরোধেনাত্র"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

এই পাঠটিতে স্পষ্টতা আছে।

ললিত রাগ প্রথম প্রহরে গীত হয়। শ্রীরাগ চতুর্থ প্রহরে গীত হয়। কালানুসারে গান হওয়া বাঞ্ছনীয়—এ সম্বন্ধে রাগরত্নাকরের উক্তি—"যথোক্তকাল এবৈতে গেয়াঃ।"

৫। নিবন্ধান্তরে আছে—

অষ্টাদশাব্দঃ স্মরচারুমূর্তি-
র্ধীরো লসৎপল্লবকর্ণপূরঃ।
ষড়্জাদিসেব্যোঽরুণবস্ত্রধারী
শ্রীরাগরাজঃ ক্ষিতিপালমূর্তিঃ।

রাগরত্নাকরে প্রথমপ্রকরণে উদ্ধৃত নারদসংহিতার শ্লোক—

লীলাবিহারেণ বনান্তরেণ
চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসিবেশোঽসিতদিব্যমূর্তিঃ
শ্রীরাগ এষ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্।

৬। জনিত—পাঠান্তর বহ।

৭। "নটবর" ও "কিশোর" শব্দ দুইটি বিশেষ-ব্যঞ্জনাপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত গৌরাঙ্গের ঐক্য-স্থাপনেই ইহার তাৎপর্য। শ্রীকৃষ্ণ নরদেহে নরলীলা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি নট এবং ভাবৎসত্তা বলিয়া "নটবর" বা নটশ্রেষ্ঠ। শ্রীগৌরাঙ্গও রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনিও রাধিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব তিনিও "নটবর"। গৌরাঙ্গ যখন গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবভাবে বিভোর হইলেন, তখন তিনি যুবক—কিশোর নহেন। কিন্তু বৃন্দাবনলীলাময় চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঐকাত্ম্য বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে এস্থলে "কিশোর" আখ্যায় ভূষিত করিয়া "গৌরকিশোর" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থেঽস্মিন্ সর্বপ্রকরণে সমুচিতশ্রীগৌরচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণাদিরূপবোধকগীতং প্রায়েণ দেয়মস্তি। তং কীর্তনস্যাবচ্ছেদভেদার্থং[1] পূর্বাপরগানরীত্যা বোধ্যম্ ॥২১॥

(২২)

ততঃ প্রকারান্তরেণ বিষয়ালম্বনত্বেন[2] তদ্ভাব-বর্ণনং শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তিঠক্কুরকৃত-"লাখবান কাঞ্চন জিনি"-ইত্যাদিনা করোতি। অস্য সুহই-রাগঃ। তল্লক্ষণং যথা—

> "সিন্দূরবিন্দুং মম ভালদেশে
> পত্রাবলিঞ্চাপি কপোলভিত্তৌ।
> অলক্তসিক্তং কুরু পাদমেকং
> কান্তং বদন্তী সুহই প্রদিষ্টা[3]॥"

দৃশ্যস্বর্ণাজ্জ্বলগুণোজ্জ্বলজাম্বুনদাখ্যস্বর্ণ[4]জেতৃবর্ণঃ স মৎ-প্রাণনির্মলসামগ্রী। ননু তৎসাদৃশ্যে কিং তস্য কাঠিন্যম্ আয়াতম্? অত আহ "রসে ঢরঢর" ইতি ॥২২॥

(২৩)

ততঃ শ্রীরাধাভাবপ্রকটন-নবদ্বীপচন্দ্রস্য পূর্ব-রাগোচিত-লালসাদশাং বোধয়ন্ স্বকৃতং "পুন পুন গতাগতি"-ইত্যাদিকমাহ। অস্য কানররাগঃ। তল্লক্ষণং যথা—

> "মন্দারপুষ্পগ্রথিতবনমালাবিভূষিতঃ।
> তপ্তচামীকরাভাসঃ কানরঃ পরিকীর্তিতঃ[5]" ॥২৩॥

(২৪)

ততঃ পুনঃ সঙ্কীর্তনস্যাবচ্ছেদভেদেঽপি পুন-র্গৃহাগতশ্রীরাধায়াঃ স্বগতং শ্রীকৃষ্ণস্য রূপবর্ণনময়ম্[6] অনন্তদাসঠক্কুরকৃতং "বরণি না হয়ে রূপ"-ইত্যাদি-গীতমুদাহরতি। অস্য বেলাবলীরাগঃ। তল্লক্ষণং যথা—

> "সঙ্কেতদীক্ষাং দয়িতায় দত্ত্বা
> বিভ্রত্যতী যাং শুকমঙ্গযষ্টৌ[7]।
> স্বচ্ছং স্মরন্তী স্মরমিষ্টদেবং
> বেলাবলী নীলসরোজকান্তিঃ[8]॥" ইতি।

বিকচসরোজবৎ ভানং দীপ্তির্যস্য তথাভূতং মুখ-মণ্ডলম্। "ভানুঃ" ইতি পাঠো মূর্খৈর্গীয়তে। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥২৪॥

১। কীর্তনের অবভেদ।

২। বিষয়ালম্বনেন—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৩। স্বাধীনভর্তৃকারূপা রঙ্গিণী-নায়িকা।

৪। "জম্বুনামনদী ইলাবৃতং বহতি। তস্যা উভয়ো-স্তীরয়োর্মৃত্তিকা জম্বুরসেনানুবিধ্যমানা বায়্বর্কসংযোগ-বিপাকেন সদাঽমরলোকাভরণং জাম্বুনদং নাম স্বর্ণং ভবতি"।

—শব্দকল্পদ্রুম।

৫। কৃপাণপাণির্গজদন্তখণ্ডম্
একং বহন্ দক্ষিণকর্ণপুরম্।
সংস্তূয়মানঃ সুরচারণৌঘৈঃ
কর্ণাটরাগঃ শিখিকণ্ঠনীলঃ।

—রাগরত্নাকর।

নারদসংহিতায়াং তু অন্যথা দৃশ্যতে—
কৃপাণপাণিস্তুরগাধিরূঢ়ো
ময়ূরকণ্ঠোপমকণ্ঠকান্তিঃ।
স্ফুরৎস্মিতোষ্ঠাধরকঃ প্রযাতি
কর্ণাটরাগো হরিণান্ বিহন্তুম্।

৬। "স্বগতশ্রীকৃষ্ণরূপবর্ণনময়ং"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৭। 'ভূষণম্ অদম্ অষ্টৌ'—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৮। সঙ্গীতদর্পণ ২।৫৯

পাঠান্তর—নারদসংহিতায়াং তু—
সংকেতিতোৎফুল্ললতানিকুঞ্জে
কৃতস্থিতিঃ কান্তসমাগমায়।
বেলাবলী চম্পকদামমৌলী
নানাবিচিত্রাভরণা নিরুক্তা।

—রাগরত্নাকর

(২৫)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াণাং পূর্বরাগবোধকগীতানি প্রথমত এবোদাহরতি—"নিশসি"-ইত্যাদিভিঃ। নমু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্[১]" ইতি, "আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ[২]" ইতি চ, "শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি[৩]" ইতি চ, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ[৪]" ইত্যাদি বহুবিধপদ্যপ্রাপ্তে শৃঙ্গাররসাস্বাদনলীলায়াং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য মুখ্যত্বেন কর্তৃত্বে প্রথমতস্তস্যৈব পূর্বরাগোদাহরণে দাতব্যে কথং তৎপ্রিয়াণাং পূর্বরাগোদাহরণম্ আদাবুচিতম্? অত্রোচ্যতে—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্[৫]॥"

ইতি। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্[৬]" ইত্যাদিবচনাৎ তস্মাদত্যুৎকর্ষ-প্রেমবতীনাং হ্লাদিনীশক্তীনাং তদেকপ্রাণানাং ব্রজসুন্দরীণাং প্রথমত এব তদুদাহরণং সংগচ্ছতে। তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্যাৎ
চারুতাধিকা[৭]॥"

কিন্তু তস্মিন্ গ্রন্থে নায়িকোদাহরণে—"সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা[৮]" ইতি, "সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা[৯]" ইত্যাদি বচনোদিতশ্রেষ্ঠায়াঃ সর্বমূলাংশিন্যা আত্যন্তাধিকমধ্যায়া এব ব্যাখ্যাং করোমি। তদনুসারেণ সর্বাসাং তারতম্যেন পূর্বরাগাদিবর্ণনং বোধ্যম্। তত্রাদৌ "মৃদুল"-ইত্যাদি-গীতচতুষ্টয়ে পূর্বরাগো বোধিতঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে[১০]॥

তত্র দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারা[১১] বহবঃ সন্তি। কিন্তু গীতকারকপূর্বাচার্যৈস্তৎপ্রকারা বাহুল্যেন বর্ণিতাঃ। অতস্তৎসঙ্গতিঃ সংকীর্তনানুসারেণ সম্ভবতি।

টীকা—১। ভাগবত—১।৩।২৮

২। উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত শ্লোক (৪।৩)—
নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥

৩। গীতগোবিন্দ—১।১১।৪৮
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

৪। ভাগবত—১০।৪৭।৬০

৫। ভাগবত—১০।৪৭।৬১

৬। ভাগবত—১০।৩২।২১

৭। উজ্জ্বল—১৪।৮

৮। পদ্মপুরাণোক্ত শ্লোকাংশ। সম্পূর্ণ শ্লোক—
"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"

৯। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত শ্লোকাংশ। সম্পূর্ণ শ্লোক—
"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

১০। উজ্জ্বল—১৪।৭

১১। "সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনম্।
বন্দি-দূতী-সখীবক্ত্রাদ্ গীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ॥"
উজ্জ্বল—১৪।৭

অতস্তৎপ্রকারান্নমস্কৃত্য কেবলং সাক্ষাদ্দর্শনজন্য-পূর্বরাগজনিতদশদশামিলিতগীতানি সম্প্রতি[১] লিখতি। তত্র দশদশা যথোজ্জ্বলনীলমণৌ—

"লালসোদ্বেগজাগর্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ[২]"॥

সমর্থরতিরূপপ্রৌঢ়পূর্বরাগ[৩]-জনিতত্বাদেতদ্দশদশা শ্রীব্রজসুন্দরীণামেব সম্ভবন্তি, নান্যাসামিত্যবগন্তব্যম্। আসাং দশদশানাং তত্রোক্তানি সানুভাবলক্ষণানি ক্রমশো গীতোদাহরণে লিখিতব্যানি। তত্র সাহজিক-হৃদয়োদ্‌ঘাটক[৪]-পাটবযুক্তানাং সখীনাং নিজপ্রাণাধিকায়াঃ স্বসখ্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-নবরতিং জানতীনামপি মধ্যে কাচিদজানতী[৫]-ব তন্মুখে তাং স্পষ্টয়িতুং "নিশসি নিহারসি"-ইত্যাদিনা তদ্দর্শনজনিতলালসাং ব্যঞ্জয়ন্তীং তাং পৃচ্ছতি। তল্লক্ষণং যথা—

"অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণাশ্বাসাদয়স্তথা[৬]"॥

লালসোঽত্র পুংলিঙ্গঃ—"স মহান্ লালসো দ্বয়োঃ[৭]" ইত্যমরকোষাৎ। তদুদাহরণং তত্রৈব যথা—

"স্বমুদবসিতান্নিক্রামন্তী পুনঃ[৮] প্রবিশন্ত্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারাঙ্কুতং ব্রজসীমনি।
অগণিতগুরুত্রাসা শ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরি দৃশোর্দ্বয়ম্[৯]"॥
ইতি।

রাগলক্ষণং প্রাগুক্তম্। "নিশসি"-ইত্যনেন শ্বাসঃ। "আনি"-না করতলে বদনালম্বনেন চিন্তা[১০]। "খেনে তনু"-ইত্যাদ্যৌৎসুক্য[১১]-ঘূর্ণা[১২]-চাপল্যানি[১৩] বোধ্যানি যথাসম্ভবম্। অতঃ[১৪] সানুভাবা লালসা[১৫] ব্যক্তা ॥ ২৫ ॥

টীকা—১। বহ-তে নাই।

২। উজ্জ্বল—১৫।১৭

৩। "কঞ্চিদ্‌বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে।
স্বস্বরূপাৎ তদীয়াদ্বা জাতা যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ।
সমর্থা সর্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা॥
সর্বাদ্ভুতবিলাসোর্মিচমৎকারকরশ্রিয়ঃ।
সম্ভোগেচ্ছাবিশেষোঽস্যা রতের্জাতু ন ভিদ্যতে।
ইত্যস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥
উজ্জ্বল—১৪।২৮

এই সমর্থা রতিতেই পূর্বরাগের দশ দশা সম্ভব, অন্যত্র নহে—

সমর্থরতিরূপস্য প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে।
লালসাদিরিহ প্রৌঢ়ে মরণান্তা দশা ভবেৎ॥

যদিও দশা বহুসংখ্যক হইতে পারে কিন্তু প্রাচীনেরা দশটি দশার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বল—১৫।১১

৪। -ঘাট—পাঠান্তর বহ।

৫। অবজানতী—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৬। উজ্জ্বল—১৫।১৫

৭। সোঽত্যর্থং লালসা দ্বয়োঃ—পাঠান্তর অমরকোষ।
√লস্ + যঙ্ + ঘঞ্ = লালসঃ।
√লস্ + যঙ্ + টাপ্ = লালসা।

৮। পুনশ্চ—পাঠান্তর-বহ (সম্ভবত ভুল পাঠ)।

৯। উজ্জ্বল—১৫।১৫ (উদাহরণ শ্লোক)।

১০। "অভীষ্টাবাপ্ত্যুপায়ানাং ধ্যানং চিন্তা প্রকীর্তিতা।
শয্যাবিবৃত্তি-নিঃশ্বাস-নির্লক্ষপ্রেক্ষণাদিকৃৎ॥"
উজ্জ্বল—১৫।৩০

১১। "কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদয়ঃ।
মুখশোষ-ত্বরা-চিন্তা-নিঃশ্বাস-স্থিরতাদিকৃৎ॥"
ভক্তি—২।৪।২৭

১২। অনুভাববিশেষ।

১৩। অনুভাববিশেষ।

১৪। বহ-তে নাই।

১৫। সানুভাবলালসা—পাঠান্তর বহ।

(২৬)

ইতি শ্রুত্বাপি লজ্জাকৃতমৌনায়াঃ স্পষ্টবাক্য-শ্রবণার্থং পুনরুদ্বেগদশাং "কি তুহু ভাবসি"-ইত্যাদিনাহ। তল্লক্ষণং যথা—

"উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ[১]॥"

ইতি—শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিধৃতবিদগ্ধমাধবীয়পদ্যং—

"চিন্তাসন্ততিরস্ত রুন্ধতি সখি শ্বাসস্তু কিং তে ধৃতিং
কিংবা সিঞ্চতি তাম্রনম্বরমতিস্বেদাম্ভসাং ভম্বরম্।
কম্পশ্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থৈর্যং কথং বা বলাৎ
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ[২]॥"

নন্থ ময়া "শ্রীশ্যামচন্দ্রদর্শনজনিতা তবৈতাদৃশী দশা ভূতা" ইতি। কথিতম্ তত্র কিঞ্চিন্ন কথয়সি। ব্যাধিরপি নানুভূয়তে। অব্যভিচার্যনুমানেন নবপ্রেমভরো লক্ষ্যতে। অন্যথা হে চম্পকগৌরি! কথং তনুমোট্টনং[৩] কৃত্বা কম্পয়সি? তথৈকান্তে নির্জনে স্থিত্বা কিং ধ্যায়সি। অত্র স্তম্ভ-[৪]চিন্তে। সাশ্রু-[৫]পথনিরীক্ষণেনাশ্রুচাপল্যম্। ঘর্মকিরণং সূর্যং[৬] বিনা ঘর্মাম্বা। অতঃ কস্য প্রেমতরঙ্গোঽয়ং তন্ন জানামি[৭]। অহো অত্যদাশ্চর্যম্! মেঘদর্শনে ঘনশ্বাসা বহন্তি। অতএব পরিজনে বিশ্বাসং কুরু। ন কৃতেঽপ্যমঙ্গলম্। কৃতে সর্বং ভদ্রমিতিভাবঃ॥২৬॥

(২৭)

বক্ষ্যমাণস্য সখীং প্রতি শ্রীমত্যা প্রত্যুত্তররূপ-গীতস্যোচিতগৌরচন্দ্রে গাতব্যে তত্র[৮] শ্রীগোবিন্দ-চক্রবর্তিঠক্কুরকৃতে সাহজিক[৯]-গোপীভাবাক্রান্তকতি-চিন্নবদ্বীপনাগর্যুক্তি-[১০]বর্ণনময়ে "মো মেনে মনু"-ইত্যাদি গীতদ্বয়ে[১১] সংগ্রহকারেণোদাহ্রিয়েতে॥ ২৭॥

(২৮)

"শচীর কোঙর"-ইত্যাদি-গীতস্যার্থঃ সুগমঃ। নন্থ কলিযুগপাবনাবতারস্য তদ্ধর্মক্লিষ্টনিখিলনরনারীণাং সংসারহেতুশৃঙ্গারাখ্যানর্থনিবৃত্তিপূর্বক-কেবলপ্রেমবিত-রণকার্যত্বান্নানাপ্রকারেণ তৎকালীনতদ্গ্রামগতানাং সিদ্ধানাং[১২] কৃষ্ণপ্রেমবতীনাং[১৩] নাগরিকানাঞ্চ পরনারী-পরপুরুষবিষয়কশৃঙ্গারসূচক-কটাক্ষাদিধার্ষ্ট্যং কথং

টীকা— ১। উজ্জ্বল—১৫।১৬

২। বিদগ্ধমাধব ২।৫

৩। উদ্ভাস্বরের অন্তর্গত—(উদ্ভাস্বর অনুভাবের অন্তর্গত)—

"উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ।
নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্।
জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥
উজ্জ্বল ১১।৩২-৩৩

৪। "স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ॥"
ভক্তি—২।৩।১৩

৫। শাশ্রুং—পাঠান্তর বহ।

৬। বহ'তে নাই।

৭। জানাসি—পাঠান্তর বহ।

৮। অত্র—পাঠান্তর বহ।

৯। বহির্হেতুকে অপেক্ষা না করিয়া দৃঢ়সংস্কারজনিত রতিকে সাহজিক ভাব বলে।

১০। কান্তাভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করিবার সাধনাপদ্ধতির নাম "নাগরী-ভাব"। শ্রীনরহরিসরকারঠাকুর মহাশয় ইহার প্রবর্তক।

১১। "মো মেনে মনু"-ইত্যাদি এবং "শচীর কোঙর গৌরাঙ্গসুন্দর" ইত্যাদি।

১২। বহ'তে নাই।

১৩। বহ'তে নাই।

সম্ভবতি? অত্রোচ্যতে। পূর্ববিতারেঽয়মেব বিষয়ালম্বন (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি জানতী তদাশ্রয়ালম্বন(গোপী)-ভাববতী কাচিন্নবদ্বীপনাগরী শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রকৃতকটাক্ষাদ্যান্ স্বস্মিন্নভিযোগান্[1] মন্যমানা নিজসখীং প্রতি লালসাম্ এবাবেদয়তি। বস্তুতঃ শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রস্য সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্যা তৎপ্রেমত এব তে জ্ঞেয়া—অস্যাবতারস্য মুখ্যরূপেণাশ্রয়ালম্বনভাবনিদানত্বাৎ। অতো ন দূষণম্, তাসাং তু তস্যাশ্রয়ালম্বনভাবাজ্ঞানমপি ন দোষঃ, কিং তু স্বভাবব্যত্যয়াভাবাদ্ গুণ এবেতি সর্বনামগুপ্তস্যং বৃত্তম্[2]। এবং সর্বত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

(২৯)

সখীকর্তৃকপূর্বোক্তং শ্রুত্বা "কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ্র[3]" ইতি গীতোক্তপ্রকারো যঃ শ্যামো দৃষ্টঃ স কঃ ইত্যজ্ঞায় তন্নাম গৃহ্নন্ কেবলাতিচমৎকারক-শ্যামরূপবর্ণনপূর্বকনিজলালসাদশাং "ঢল ঢল কাঁচ অঙ্গের লাবণি"-ইত্যাদিনা, বক্ষ্যমাণ-"নীলরতন"-ইত্যাদিনা চ নিজসখীং প্রত্যাবেদয়তি—"না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল" ইতি। লালসৈব ব্যাধিরূপেণোক্তা, ন তু ব্যাধিস্তদনমুভাবাৎ[4]। "তরঙ্গ" ঊর্মিঃ। হিল্লোলোঽত্র তস্য বায়ুঃ[5]। বিশিখো বাণঃ ॥ ২৯ ॥

(৩০)

"নীলরতন" ইত্যাদি। কদম্বকুঞ্জে শ্যামচিক্কণঃ স কঃ? হে সখি! যদ্রূপং[6] দৃষ্ট্বা জাতিকুলধর্মলজ্জানং কুর্বৈবাগতাহং—তস্মিন্ মম রতির্জাতেতি তু কুলাঙ্গনানাং রীতিঃ ন ইতি ভাবঃ। "কদম্বতলে" ইতি পাঠে "কদম্ব-কুঞ্জস্যৈব তলম্"[7] ইত্যবগন্তব্যম্। অহো পরমাশ্চর্যম্! তদঙ্গচ্ছটা অলক্ষ্যাঃ। কিমিন্দ্রনীলমণিঘটা? তন্ন, তস্যাতিকঠিনত্বাৎ। কিং তু বিবিশিষ্ট-নবীনাপূর্বঘনঘটা মেঘসমূহঃ। তস্য চূড়ায়াং যে ময়ূরপক্ষাঃ সন্তি তে মদন-মহেন্দ্রধনুষ ইব পরমচমৎকারকারকাঃ। বদনং কিং কমলং, কিং চন্দ্রো বা। অধরম্ অত্যন্তকোমলনবীনরক্তপত্রং বন্ধুক-

---

টীকা—

১। অভিযোগো ভবেদ্ ভাবব্যক্তি যেন পরেণ চ"।
উজ্জ্বল—১৪।৩।

২। সারমর্ম—পূর্বাবতারে গৌরাঙ্গ ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণরূপে বিষয়ালম্বন। এখন কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ালম্বন গৌরাঙ্গে অনুরক্তা কোনো নবদ্বীপনাগরী গোপীভাবাক্রান্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কটাক্ষাদিকে অভিযোগ-রূপে জ্ঞান করিতেছেন। বস্তুত গৌরাঙ্গে কৃষ্ণেরই পূর্ণ প্রকাশ বলিয়া গৌরাঙ্গের অভিযোগকে শ্রীকৃষ্ণেরই অভিযোগ বলিয়া ধরিতে হইবে। আবার বিষয়ালম্বনরূপ শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গে আশ্রয়ালম্বনরূপেও প্রতীত হইয়াছেন। সুতরাং গৌরাঙ্গের রাধাভাবে সর্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্তি হওয়ায় নদীয়ানাগরীতেও কৃষ্ণস্ফূর্তি হইয়াছে। তাই কটাক্ষাদি অভিযোগ দোষের হয় নাই। নদীয়ানাগরীদের পক্ষে তাই আশ্রয়ালম্বনরূপে গৌরাঙ্গ-প্রতীতি না ঘটিলেও দোষের হয় নাই। কেননা তাঁহারা গোপীভাবাক্রান্ত হইয়াই গৌরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অভিযোগ দেখিয়াছেন।

৩। ১৮ সংখ্যক "মরকত মঞ্জু"—ইত্যাদি পদ দ্রষ্টব্য।

৪। পূর্বরাগের প্রথম দশা লালসা, সপ্তম দশা ব্যাধি। "না জানি কি ব্যাধি"—এস্থলে "ব্যাধি" শব্দের দ্বারা লালসাকেই বুঝাইতেছে, কেন না অনুভাবগুলি লালসার।

৫। হিল্লোল শব্দের "বায়ু" অর্থ অভিধানে পাই নাই। যদি "কম্পন" বা "দোলন" অর্থ ধরা যায় তবে অর্থের সঙ্গতি হয়।

৬। "বিভূষণং বিভূষং স্যাদ্ যেন তদ্রূপমুচ্যতে।"
ভক্তি ২।১।

৭। "কদম্বকুঞ্জৈকেকদম্বতলে"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

কুসুমং বা। পূর্ব-গীতোক্তো "মুখরিতমুরলীসুতান" ইতি যৎ স্বগতমুক্তং তদধুনা "তাহে অতি সুমধুর-" ইত্যাদিনা স্ফুটং কথয়তি। অহো! ততোঽপ্যাশ্চর্যং নয়নযুগলমেব বিরাজমানভ্রমরো যুবত্যা হৃদয়ং দশত্যলক্ষিতমজ্ঞাতং যথা স্যাত্তথা। অত্র তু যুবতি-হৃদয়স্য পদ্মাদিরূপেণোপমা ন কর্তব্যা, ভ্রমরকর্তৃক-পুষ্পদংশনে বিষজ্বালা ন সম্ভবতি ইতি ॥ ৩০ ॥

(৩১)

ঔৎসুক্যেন পুনস্তদ্রূপবর্ণনপূর্বকং "মরকত-রতন-" ইত্যাদিনা পরিচয়ং পৃচ্ছতি। হে স্বজন! স কো নাগরাণাং রাজা যমুনাতটনিকটকদম্বতলে নটবর-রাজো যো দৃষ্টঃ? প্রতিপাদে তৎসর্বসৌষ্ঠবং কথয়িত্বা তেন মম মতিরুন্মাদিতেতি কথিতম্ ॥ ৩১ ॥

(৩২)

পুনরৌৎসুক্যেন রূপবস্ত্রাদের্নিরুপমত্বেন বর্ণয়ন্তী "ইন্দীবর"-ইত্যাদিনা পরিচয়ং পৃচ্ছতি। তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"ইন্দীবরোদরসহোদরমেদুরশ্রী-
র্বাসো দ্রবৎকনককুন্দনিভং[২] দধানঃ।
আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহারবক্ষঃ
কোঽয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি[১] ॥

হে স্বজন! সকলযূনাং[৩] রাজা স কঃ? সম্মোহন-কারিমুরলীবাদনাভ্যাসিরুচিরাননেন কুলবতীনাং লজ্জাত্র সংদগ্ধত—ইত্যনেন নির্বেদোদ্বেগঃ সূচিতঃ। অনুপমপ্রত্যঙ্গরূপবর্ণনাৎ ধ্যানরূপচিন্তা ব্যজ্যতে। "অভ্যাসমুরলীযোগ্যা" ইতি বিষ্ণুঃ। গীতশেষে পূর্বদৃষ্টস্য নন্দপুত্রত্বেন পরিচয়ো দত্তঃ ॥ ৩২ ॥

(৩৩)

ইতি শ্রুত্বা নন্দনন্দনো মনুষ্যস্তাবৎ। এতাদৃশ-গুণরূপৈর্মাদৃশকুলাঙ্গনানাং বিমোহনকারিত্বং মনুষ্যেষু ন সম্ভবতীতি বিমৃশ্য স্বয়োক্তঃ স ন (মনুষ্যো), কিং তু[৪] কন্দর্পো[৫] ভবিষ্যতীতি। "চূড়হি চূড় শিখণ্ডি"-ইত্যাদিনা সোদ্বেগমাহ হে স্বজন! কেন কামস্যা-নঙ্গতোচ্যতে, তস্মিন্নৈবাব। ময়া কিল[৬] ধূলিকদম্বস্য[৭] মূলে স রতিপতির্নটবররূপেণৈক্ষৈব দৃষ্টঃ। নয়ন-তূণস্থ-কতিপয়-বিষমশরান্ ভ্রূধনুঃসন্ধানেন নাগরী-নারীনাং মর্মাবচ্ছেদে[৮] হন্তি। তা এব তজ্জানন্তি ন স্বস্যাঃ। গীতকর্তা সখীভাবেন বক্তি—মদনস্যাপি মোহনাবতারঃ স এব, ন তু মদনঃ (তত্তুল্যঃ) ॥ ৩৩ ॥

টীকা—১। "নবার্করশ্মিকাশ্মীরহরিতালাদিসন্নিভম্।
যুগং চতুষ্কং ত্রিষষ্ঠং বসনং ত্রিবিধং হরেঃ।
পরিধানং সসংব্যানং যুগরূপমুদাহৃতম্।
চতুষ্কং কঞ্চুকোষ্ণীষতুন্দবন্ধান্তরীয়কম্।
খণ্ডিতাখণ্ডিতং ভূরি নটবেশক্রিয়োচিতম্।
অনেকবর্ণং বসনং ত্রিষষ্ঠং কথিতং বুধৈঃ।
ভক্তি—২।১।

২। পদ্যাবলী—১৫৭।

৩। সকলজনানাং—পাঠান্তর বহ।

৪। "ন কিং তু"—বহ'তে নাই।

৫। মদন জন্মিবা মাত্র "কং দর্পয়ামি" এই কথা বলাতে ব্রহ্মা কর্তৃক তিনি "কন্দর্প" নামে অভিহিত হইলেন।

৬। ক-পুঁথিতে নাই।

৭। কদম্বস্য—বহ'র পাঠ।

৮। মর্মের সীমা বা মর্মাংশ। অবচ্ছেদ শব্দের অর্থ—"1. A part, portion. 2Boundory limit"—Apte's.

(৩৪)

পূর্ব্বদৃষ্টস্য নন্দনন্দনস্য শ্রুত্বা সবিস্ময়-লজ্জা-শঙ্কাদিনা—"মম তৎসঙ্গো ন ভবিষ্যতি"—ইতি মত্বা বিষাদদৈন্য-চাপল্যাদি-ভাবশাবল্যেন গাঢ়োদ্বেগাদিনা চ[1] "মরকত"-ইত্যাদিনা দশমীং দশামাকাঙ্ক্ষতি। অয়ি সখি! তদ্দত্তপরিচয়কেন নন্দনন্দনেন সার্দ্ধং কথং দর্শনং ভূতম্? তেন মন্দিরং কাননং, চন্দনং দহনং কৃতম্। নন্বু কথং তদ্দর্শনেন মন্দিরচন্দ-নয়োর্মুত্তরূপতাপকত্বং জাতম্[2]। অত আহ "মরকত দরপণ"-ইত্যাদিকম্। অনঙ্গ আগোর" আগোলঃ—র-লয়োরৈক্যাৎ, 'রক্ষক' ইত্যর্থঃ। অদ্যাপি গৃহাদেঃ শস্যাদের্বা রক্ষকে দেশভাষয়া "আগোল" ইতি শব্দঃ কথ্যতে[3]। অয়মর্থো—দর্শনকালে তস্য রক্ষকঃ শ্রুতাব্যভিচারিচিহ্ন-পুষ্পধনুর্বাণযুতস্তৎপুরুষাজ্ঞাকারী অনঙ্গোঽঙ্গধারী ময়া দৃষ্টঃ। তদেবাজ্ঞাকারী অনঙ্গায় অরুণনয়নেন কটাক্ষদ্বারা গূঢ়রূপেণ কিমাজ্ঞাপিতম্—অতঃ স কুসুমশরঃ কন্দর্পো বাণং ময়ি প্রক্ষিপ্তবান্। তৎকালমারভ্য মন্দিরাদেরুক্তপ্রকারো, দক্ষিণানিলস্য বামতা, চন্দ্রস্যাপি নামশ্রবণাসহিষ্ণুতা চাভূৎ। তদ্দর্শনজনিতমোহাৎ তদৈবৈতন্ন লক্ষিতম্। অতএব কমলপুষ্পদলশয্যাং[4] কুরু! তস্যাং শয়িত্বা তদ্-গন্ধচন্দনচন্দ্রাদ্যনুভবেন কুলযুবত্যুচিতমরণদণ্ডগ্রহণং করবাণি। নন্বু কথমেতৎ কথয়সি, যথা ভদ্রং ভবিষ্যতি তদ্বিধাস্যাম—অত আহ "তাঁহি রহল মন লোচন লাগি" ইত্যাদিকম্। গীতশেষে সখীকৃতাশ্বাস-বচনং স্পষ্টম্॥ ৩৪॥

(৩৫)

ততঃ পূর্ব্বগীতশেষে পুনঃ সখীভাবেন[5]—"ত্বয়া সহ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গং কারয়িষ্যামি" ইত্যাশ্বাসবচনং ব্যঙ্গ্যেন গীতকর্ত্তা কথয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটং তদ্দশাং কথয়িতুং গতঃ। ততঃ কিঞ্চিৎ সমাশ্বাস্য তদবসরে চাপল্যেন কিঞ্চিৎকালবিলম্বাসহিষ্ণুতয়াৎসুক্যৎকণ্ঠয়াৎসুক্যাৎ সখীং প্রতি "ঢল ঢল[6] সজল"-ইত্যাদিকং বক্তি। 'ঢল ঢল'-শব্দেন তারল্যমিব লাবণ্যমুচ্যতে। তথাহি—'মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে[7]॥ তদ্যুক্তসজলজলদাদপি তনোঃ শোভা। অঙ্গা-ভরণানাং ময়ূরবর্হমুক্তামালাদীনামিন্দ্রধনুর্ব্বক-পংক্ত্যাদিবৎ। "মোহন"[8] ইতি বাক্য[9]পোষকং ব্যঙ্গ্যম্। অরুণনয়নস্য গতিশ্চাপল্যাৎ বজ্রজনিত-চমৎকারজেত্রী। অতএব কুলবত্যা মম লজ্জা দগ্ধা। অত্যল্পাপি নাবশিষ্টা। এতদ্রূপং যদবধি দৃষ্টং তদবধি পূর্ব্বগীতোক্ত-তদঙ্গরক্ষকাজ্ঞাকারিণং মদ্-

---

টীকা—

১। "সবিস্ময় ·····উদ্বেগাদিনা চ"—বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, উদ্বেগ ইত্যাদি ব্যভিচারিভাববিশেষ। ইহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে। দ্রষ্টব্য—ভক্তি ২।৪ লহরী এবং উজ্জ্বল—১৩ প্রকরণ।

২। ক-পুঁথির পাঠান্তরে "মুহুরূপতাপকত্বং জাতম্" স্থলে "তীব্রতরত্বোপতাপকত্বে জাতে" আছে।

৩। 'অর্গল' শব্দ হইতে "আগোল" শব্দের "রক্ষক" অর্থ লাক্ষণিক। বাচ্যার্থে "অগ্রসর"-শব্দ হইতে "আগোর" শব্দ ধরিলে পংক্তিটির অর্থ হইবে—প্রতি অঙ্গ দেখিবার সময় অনঙ্গই অগ্রসর হইয়া আসে অর্থাৎ প্রতি অঙ্গের রূপ দেখিয়া হৃদয় মদনশরে ব্যাকুল হয়।

৪। পুষ্প—বহতে নাই।

৫। সখীভাবত্বেন—পাঠান্তর বহ।

৬। 'ঢর-ঢর'—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৭। উজ্জ্বল—১০।১৪

৮। মোহনত্বম্—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৯। বাচ্য—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

বেধনোত্তমভঙ্গি[১]-যুক্তং কুসুমশরং কন্দর্পং সর্বত্রৈব[২] পশ্যামি। তথা তস্থাপূর্ববাণবিদ্ধাঽহং কথং জীবামি! তত্র সন্দেহহেতুর্যথা—"মন্মু মুখ দরশি" ইত্যাদিবচনম্[৩]। শেষচরণে কালবিলম্বাসহিষ্ণুতা ব্যক্তা ॥ ৩৫ ॥

(৩৬)

বিষয়ালম্বনরূপ-শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রদর্শনজনিতপ্রৌঢ়-লালসায়াঃ প্রাণাধিকায়াঃ কস্থাশ্চিৎ দুঃখভরেণ আক্রান্তা কাচিৎ নিরস্তদৌত্যাকাঙ্ক্ষা "গৌরবরণ"-ইত্যাদিকং বক্তি। 'সই' হে সখি, বিধাতা কিমসৌ কন্দর্পোপরি[৪] কন্দর্পো যুবতিবধার্থমেব নির্মিতঃ! কন্দর্পপীড়ায়াং কুলাঙ্গনানাং ন তুাপেক্ষা[৫] মৃতিশ্চ ন ভবেৎ। অস্ত তু "কামের উপরি কাম"-ইত্যনেন বিচিত্রকর্মকারি-নব-মারত্বং সূচিতম্। অতো "গৌরঠাম" গৌরস্থানুষ্ঠানং শৃঙ্গারবিষয়কৌদাস্তং দৃষ্ট্বা মম সখ্যা মরণেনাহং ম্রিয় ইত্যর্থঃ। নন্মু তৎ কথম্? অত আহ। এতদ্রূপং দৃষ্ট্বা যুবতী[৬] সা উন্মাদযুক্তা[৭] সতী ধৈর্যলজ্জে ত্যক্তবতী। অস্যা তু মণিময়াভরণপুষ্পাদিগ্রহণেন পরমবিস্ময়িবং শৃঙ্গারা-কাঙ্ক্ষাবোধেঽপি যদৌদাস্যং (তদ্ দুঃখদম্)। যদ্যেবং তদা কথং ত্বয়া দৌত্যং ন কৃতম্। অত আহ—"সে ভঙ্গি দেখিয়া"-ইত্যাদিকম্। নবদ্বীপনাগর্যো যদর্থং পতিং ত্যক্ত্বা ক্রন্দন্তি কেবলং, তথাপি তান্ (ন) স্বীকরোতি। অতস্তস্মান্নিরস্তা। অতএব শ্রীবলরামকবিরাজ[৮]-ঠক্কুরেণ তদ্‌ভাবাক্রান্তেনোক্তং মম প্রাণাস্তৎপাদ-চন্দ্রনির্মঞ্ছনায় ব্রজন্তু। অস্য তু ভদ্রং ভবত্বিত্যর্থঃ। যদি কশ্চিদত্র প্রকারান্তরেণ[৯] কবিনির্বন্ধবক্ত্রীং লালসানয়ব্যাখ্যাং করোতি তত্র, বাচ্যার্থাভাবাৎ, ব্যঞ্জনবেদ্যার্থাদেরভাবাৎ, চরণদ্বয়ে[১০] নারীমোহন-স্বরূপব্যঙ্গ্যাসা যুবতীপদস্ত চ পুনরুক্তত্বাৎ। প্রকরণানুরোধেনাদৌ উক্তমপি ইদং যথাসম্ভবমিতি জ্ঞেয়ম[১১]।

টীকা—

১। ভক্তি—পাঠান্তর বহ।

২। তস্থাপূর্ববাণবিদ্ধা যদহং—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৩। চরণম্—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৪। 'কন্দর্পোপরি'—বহ'তে নাই।

৫। পত্যাপেক্ষা—পাঠান্তর বহ, মূল-পুঁথি। এই পাঠটিও ভাল।

৬। যুবতিঃ—মূল-পুঁথি।

৭। উন্মাদ অবস্থা একপ্রকার ব্যাধিই। কিন্তু তবু যে ইহাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে তাহার কারণ বিপ্রলম্ভ অবস্থায় ইহা পরমা বৈচিত্রীর সৃষ্টি করিয়া থাকে। অধিরূঢ় মহাভাবে মোহন অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ইহাই দিব্যোন্মাদরূপে কথিত হইয়া থাকে। ভক্তিরসামৃতে দক্ষিণ বিভাগে চতুর্থ লহরীতে এই কথাই আছে—

"উন্মাদঃ পৃথগুক্তোঽয়ং ব্যাধিস্তর্ভবন্নপি।
যৎ তত্র বিপ্রলম্ভাদৌ বৈচিত্রীং কুরুতে পরাম্।
অধিরূঢ়ে মহাভাবে মোহনত্বমুপাগতে।
অবস্থান্তরমাপ্তোঽসৌ দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে।

৮। "রাজ-শব্দ" বহতে নাই। ইনি "কবিনৃপবংশজ" অর্থাৎ গোবিন্দকবিরাজের বংশজ।

৯। কশ্চিদত্রপ্রকারেণ—পাঠান্তর বহ।

১০। চরণত্রয়ে—পাঠান্তর—মূল পুঁথি।

১১। যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ম্—পাঠান্তর—মূলপুঁথি।

(৩৭)

ততঃ শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রস্যাশ্রয়ালম্বনভাবোত্থ-লালসাদিদশদশা-[১]বর্ণনময়ানি গীতানি[২] স্বকৃত-"কুসুমিতকানন"-ইত্যাদি(না)(দশ)-দশা যথাক্রমং উদাহরতি। তত্র শ্বাসচাপল্যে স্পষ্টে। করতলে মুখাবলম্বনেন চিন্তা। "পুন পুন ঐছন হেরত ফুলবন"-ইত্যনেন লালসা ব্যঞ্জিতা। "কুসুমিত কানন হেরি"-ইত্যস্য প্রথমত উদ্দীপনত্বাৎ চাপল্যকথনত্বাচ্চ ন পৌনরুক্ত্যম্[৩] ॥ ৩৭ ॥

(৩৮)

ততো লালসামিলিতোদ্বেগদশাং[৪] 'কানড়[৫] কুসুম" ইত্যাদিনা দর্শয়তি। অস্যানুভাবাঃ স্পষ্টাঃ। "মুখবিধু আপি" মুখচন্দ্রমপরিত্বা। "গদ গদ কণ্ঠহি" ইত্যাদৌ স্বরভঙ্গো[৬] হরিকীর্তনঞ্চ। তদস্য স্বাভাবিকো ধর্মো, বিশেষতঃ পূর্বরাগাদাবপি পূর্বাচার্যৈরস্তত্র বর্ণিতোঽস্তি। "জড়ীভূত অঙ্গ" ইত্যত্রাঙ্গস্য জাড্যং[৭] তাবৎ স্তম্ভ এব ন তু জাড্যদশেতি ॥ ৩৮ ॥

(৩৯)

তদুভয়দশামিলিতজাগর্যাং[৮] "কাহে পুন গৌর-কিশোর"-ইত্যাদিনাহ। অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকা—

১। দশদশা—

"লালসোদ্বেগজাগর্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥
প্রৌঢ়ত্বাৎ পূর্বরাগস্য প্রৌঢ়াঃ সর্বা দশা অপি॥

উজ্জ্বল—১৫।১৩-১৪

এই পদটিতে লালসা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার লক্ষণ—

অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়-গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণাশ্বাসাদয়স্তথা॥

উজ্জ্বল—১৫।১৫

২। বহতে নাই।

৩। "কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন ভাবত কাহে ঘনশ্যাম"—এই পদে কুসুমিত কানন উদ্দীপনবিভাব। কারণ তাহা কানুকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঐ পদেরই দশমপংক্তি "পুন পুন ঐছন হেরত ফুলবন"—শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বরাগের দ্বিতীয় দশা উদ্বেগের চাপল্য-রূপ সঞ্চারী ভাবকে নির্দেশ করিতেছে। অতএব পুনরুক্তি ঘটে নাই।

৪। উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥

উজ্জ্বল—১৫।১৬

৫। "কন্দোটঃ" বা "কন্দোট্টঃ" শব্দের অর্থ শ্বেত ও নীল পদ্ম। "কন্দোটং" শব্দের অর্থ নীলপদ্ম। এই শব্দগুলি হইতে "কানড়" শব্দটি আসিয়াছে। (নীলোৎপল অর্থে শব্দটি প্রাদেশিক। 'আপ্তে'র—অভিধান দ্রষ্টব্য।)

৬। বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্।
বৈস্বর্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ।

৭। সাত্ত্বিক ভাববিশেষ। ভক্তি—২।৩।২০

স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ॥

ভক্তি—২।৩।১৭

৮। নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ।

উজ্জ্বল—১৫।১৭

(৪০)

ততো "দেখ দেখ"-ইত্যাদিনা তানবদশাং[1] প্রকাশয়তি। "ক্ষীণ দিশই" ক্ষীণো দৃশ্যতে। অত্রৈব তানবদশা ব্যক্তা। "তবহু দিশতি"-ইত্যাদিনা অধিকাশ্চর্যসৌন্দর্যমাসীদিতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৪০ ॥

(৪১)

ততঃ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তব্যাঙ্গজড়িমদশাম্[2] "আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ"-ইত্যাদিনা তস্যাপি সূচয়তি। "প্রেমবতী নারী" ইত্যনেন প্রকরণস্য "প্রেম"-শব্দস্য তদ্ভাবপ্রকটনস্য বলাৎ শ্রীরাধিকা বোধ্যা। এবং পূর্বাপরয়োঃ। তস্যা "জাত" জাতীয়ঃ সদৃশ[3] ইত্যর্থঃ। চেতনার্থং ভক্তৈরুচ্চৈরুচ্চারিতাঃ "প্রভো প্রভো" ইতি শব্দা ন শ্রূয়ন্তেঽর্থাৎ কর্ণগহ্বরে ন প্রবিশন্তি। যদা তু "হরি-হরি"-[4]রিতি-ধ্বনিঃ কর্ণেঽন্যোপদেশেনাপি প্রবিশতি তদা সচেতনঃ প্রলপতি। অতঃ শ্রীসঙ্কীর্তনে পরদশাগানং শোভনম্ ॥ ৪১ ॥

(৪২)

ততঃ "কাঞ্চন কমল"-ইত্যাদিনা বৈয়গ্র্যম্[5] উদাহরতি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৪২ ॥

(৪৩)

"লাখবাণ হেম জিতি"-ইত্যাদিগীতোক্তব্যাধে[6]-রনুভাবাঃ স্পষ্টাঃ ॥ ৪৩ ॥

(৪৪)

"ভাবহি গদগদ"-ইত্যাদিনা স্পষ্টোন্মাদং[7] কথয়তি। অত্র ভক্তানাং বিপদস্তদনুগতভাবেনৈব বোধ্যঃ। এতেন প্রভুভক্তয়োরভেদাৎ বিষাদোপ্যৈক্যং বোধ্যঃ। অস্যানুভাবা ব্যক্তাঃ ॥ ৪৪ ॥

(৪৫)

ততঃ "পূরবহি শচীসুত"-ইত্যাদিনা মোহদশাং[8] সূচয়তি। অত্রোদ্গ্রাহাদিপদ[9] উন্মাদো যো দৃশ্যতে স তস্যৈব কারণত্বেনোক্তঃ। গীতস্য তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ[10]। তৃতীয়চরণে যচ্চৈতন্যমুক্তং তৎ-সঙ্কীর্তন-নির্বাহার্থং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈ-স্তদুদাহরণে[11] বর্ণিতত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥

টীকা—

১। তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ ।
কৈশ্চিত্তু তানবস্থানে বিলাপঃ পরিপঠ্যতে ॥
উজ্জ্বল—১৫।১৮

২। ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরম্ ।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে ॥
অত্রাকাণ্ডেঽপি হুঙ্কারঃ স্তম্ভশ্বাসভ্রমাদিকৃৎ ।

৩। "দৃশতি"—পাঠান্তর বহ। উজ্জ্বল—১৫-১৯

৪। "হরি হরি বোল"—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৫। বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে ।
তত্রাবিবেকনির্বেদখেদাসূয়াদয়ো মতাঃ ॥
উজ্জ্বল—১৫।২১

৬। অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ ।
অত্র শীতস্পৃহামোহনিঃশ্বাসপতনাদয়ঃ ॥
উজ্জ্বল—১৫।২২

৭। সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা ।
অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্যতে ।
অত্রেষ্টদ্বেষনিঃশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ ॥
উজ্জ্বল—১৫।২৩

৮। মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তো নৈশ্চল্যপতনাদিকৃৎ ।
উজ্জ্বল—১৫।২৪

৯। ধ্রুবপদ—উদ্গ্রাহ।

১০। বিশ্রান্তিঃ—পাঠান্তর বহ।

১১। "নাসাশ্বাসপরাঙ্মুখী" ইত্যাদি উদাহরণ।
শ্লোক—উজ্জ্বল ১৫।২৪

(৪৬)

ততো "বন্ধু মুখ"-ইত্যাদিনা দশমীং দশাং[১] দর্শয়তি। "উচ হরি বোলত"-ইত্যনেন পুনশ্চৈতন্যং বৃত্তমিতি বোধ্যম্। প্রিয়কং কন্দম্ ॥ ৪৬ ॥

(৪৭)

ততো দৌত্যং কর্তুং গতা সখী দূরতোঽনির্বচনীয়-পরমচমৎকারি তদ্রূপং দৃষ্ট্বা সঙ্গিনীং প্রতি "ও মুখ"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "ধনি ধনি" ইতি ধন্য ইতি ত্বরায়াং দ্বিত্বম্। নবনাগরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। "ধনি" ইতি পদস্য কৃতবেশোঽর্থঃ। দৃশ্যতাম্ ইতি পর্যবসিতোঽর্থঃ। যদ্বা ধন্যধন্যোঽয়ং স বেশ ইতি। তথা ত্রিভঙ্গরূপেণ তিষ্ঠন্ ভুবনস্থজনস্য মনো মোহয়তি—নারীণাং সুতরামেব। তথা মধুরং মুরল্যা গানং করোতি। তদেব ভুবনমনোমোহনং বা। অস্য মুখমণ্ডলঃ কীদৃশঃ? জিতশরচ্চন্দ্রঃ। জিত ইতি পাঠে তস্য জ্যোতিঃ শারদসুধাকর ইব। 'জিতি' ইতি পাঠস্য বিরুদ্ধমতিকৃৎত্বদোষাৎ[৩], সমাসে গমকত্বাভাবাচ্চ গীতকর্তুর্ন সম্মতম্। তথা তনুকান্তি-[৪] স্তরুণতমাল ইব মনোহরা। "চূড়া চারু"-ইত্যর্দ্ধচরণে বেশস্যাতিপ্রশংসা কৃতা। "মধুকরমাল"-ইত্যনেন ভুবনস্থকীটাদেরপি মনোহরত্বং, তেষাং মালাবৎ মালা-[৫]বিন্যাসশ্চ সূচিতঃ। 'টলমল' আন্দোলিতা অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাঃ। তিলকোঽপ্যদ্ভুতদেদীপ্যমানঃ। ভ্রূবোর্ধৃতিঃ কন্দর্পধনুরিবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণার্দ্ধচরণে বাচ্যার্থপোষকৌ ব্যঙ্গ্যঃ। কুলবত্যাঃ সম্প্রতি মৎসখ্যা ব্রতচ্ছেত্তা লোচন এব বিরমোহপ্রতিকার্যঃ। কুসুমশরস্য কন্দর্পস্য পূর্বোক্তধনুর্ঘটিতো বাণঃ। পুনর্নিশ্চিতা বক্তি। তস্য প্রতিকারকারকমপ্যৈব নাগরস্য 'বান্ধুলীবন্ধু(-রূপে অধরে)" বন্ধুককুসুমানুবন্ধেঽধরে যন্মধ্বস্তি তদ্যু ক্ষিতমন্যমধুরাদপি মধুরং তদধর-পুষ্পস্য সৌরভরূপং যদ্যুক্তহাস্যং তদেব। ননু তন্মধ্বমৃতপানং বিনা কথং শান্তিরত আহ "বন্ধু আমোদ" ইত্যাদি। যেন গন্ধেন বেধকারস্য মদনস্য মদো গর্বো মন্থরো ভবেৎ। সুতরাং তৎপানে কৃতে জনস্তজ্জেতা ভবেদিতি ভাবঃ। 'বন্ধু' ইতি পাঠে তৎকুসুমস্য মিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকা—

১। তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণকদনাৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ ॥

উজ্জ্বল—১৫।২৫

২। শারদঃ সুধাকরঃ—পাঠান্তর—মূল পুঁথি।

৩। যে স্থলে প্রকৃতার্থ না বুঝাইয়া অপ্রকৃতার্থকে বুঝাইয়া থাকে তাহাকে বিরুদ্ধমতিকারিতা বলে। ইহা শব্দদোষের অন্তর্গত। "ও মুখমণ্ডল জিতি শারদসুধাকর" পাঠ হইলে এরূপ অর্থ প্রতীত হইতে পারে যে শারদসুধাকর মুখমণ্ডলকে জয় করিয়াছে (জিতি—ক্রিয়াপদ)। কিন্তু এই অর্থ কবি-বিবক্ষিত নহে। সুতরাং বিরুদ্ধমতিকারিতা দোষ আসিয়া পড়ে। 'জিতশারদসুধাকর' পাঠই উপযুক্ত। কিন্তু টীকায় রাধামোহন যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও 'জিত'-শব্দের অর্থ 'জ্যোতি' অথবা 'ইব' ধরিতে হয়। 'জ্যোতি' অর্থ অসম্ভব এবং ইবার্থেও 'জিত' শব্দের ব্যবহার হয় না। কারণ সদৃশার্থে "ইব" শব্দ ও অধিকার্থে "জিত" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

৪। "শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা"।

উজ্জ্বল—১১।১০

৫। 'মালা'-শব্দটি পুনরুক্ত নহে, কারণ প্রথম "মালা" শব্দের অর্থ "পুষ্পদাম" এবং দ্বিতীয় "মালা" শব্দের অর্থ "পংক্তি"—"মালাতু পংক্তৌ পুষ্পাদিদামনি"—হৈম।

(৪৮)

অথানন্তরং তদাশ্বাসনির্বাহার্থং নিকটং গত্বা তদ্ ভাবাক্রান্তাঽমিতার্থাঽপ্যা দূতী[১] স্বপ্রাণাধিকায়াঃ স্বসখ্যাঃ প্রৌঢ়লালনাদশামারভ্য শ্রীকৃষ্ণং প্রতি "শুনইতে চমকই গৃহপতি"-ইত্যাদিকমাহ। হে কৃষ্ণ! 'কাঁহা' কুত্র তীর্থেঽতিশীঘ্রং পার্বতী-মন্ত্রসিদ্ধিকারকে গৌর্যারাধনং কৃতমিতি ময়াঽ জ্ঞাতম্। যতো 'রাই' শ্রীরাধিকা ত্বামেব মনসি মন্যমানা তিষ্ঠতি। রূপগুণসল্লক্ষণাদৈস্ত্রিজগত্য-ভূতপূর্বা সা যদি তে বশীভূতা তদা ভাগ্যাতিরেক ইতি ভাবঃ। তদারাধনং বিনা মুগ্ধায়া অজাত-পতিসম্ভাবিকায়া এতাদৃশী দশা ন ভবতীতি প্রতিচরণেষু স্পষ্টম্। 'পতিকর' প্রতিকিরণমর্থাৎ ছায়া[২]। 'জঞ্জাল' ইত্যস্য ভাষা 'জনজাল'। মেঘদর্শনাশ্রুপাতাৎ তমালালিঙ্গনাচ্চ প্রৌঢ়লালসা[৩] প্রাপ্তা। ঘূর্ণৌৎসুক্যচাপলাদিভাবশাবল্যাৎ[৪] শ্রীকৃষ্ণস্য বর্ণসাজাত্যাদালিঙ্গনস্পৃহা, ন তু শ্রীকৃষ্ণা-জ্ঞানাদিত্যত (ন) উন্মাদলক্ষণাতিব্যাপ্তিঃ[৫]। তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিধৃতলালসোদাহরণবিদগ্ধমাধবীয়ে—

> "দূরাদপ্যনুষঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে
> সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুহুর্বেপথুম্।
> আঃ কিংবা কথনীয়মন্যদসিতে দৈবান্নবাম্ভোধরে
> দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎসুকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি"[৬]॥

ইতি শ্লোকোঽপি সোন্মাদমিতি প্রতিক্রিয়াবিশেষণং যথা স্যাদ্ ইত্যর্থঃ। ন তূন্মাদ ইতি॥ ৪৮॥

টীকা—

১। দূতীর লক্ষণ—

> "ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েঽপি।
> স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্ গোপসুভ্রুবাম্।
> অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারী চ সা ত্রিধা॥
> জ্ঞাত্বেঙ্গিতেন বা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা।
> উপায়ৈর্মেলয়েৎ তৌ যাবমিতার্থা ভবেদিয়ম্॥
> (বিন্যস্তকার্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা।
> যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে॥
> সন্দেশমাত্রং যা যূনোর্বাহয়েৎ সা পত্রহারিকা॥)
> উজ্জ্বল — ৭।১৮-১২

নায়িকা নিজেই স্বয়ংদূতী হইয়া থাকেন।

২। "পতিকর পরশে মানই জনজাল" এই পংক্তিটির সহজ অর্থ—স্বামীর করস্পর্শকে জঞ্জাল বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাধামোহন 'পতিকর'-শব্দের অর্থ "প্রতিকিরণ" অর্থাৎ "ছায়া" বলিয়া ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন যে পতির (পূর্ব চরণ হইতে লভ্য) ছায়াস্পর্শকেও জঞ্জাল বলিয়া মনে করে। রাধা কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য-পুরুষ-গ্রাহ্যা নহেন ইহাই চিন্তা করিয়া রাধামোহন সম্ভবত দ্বিতীয়ার্থ আরোপিত করিয়াছেন।

৩। সমর্থা রতির পূর্বরাগ দশা সর্বদাই প্রৌঢ়া। যদিও প্রৌঢ়া পূর্বরাগ-রতির সকাম্যিভাব বহুবিধ তবু প্রাচীনেরা এই রতির দশটি দশার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রৌঢ়-রতিতে বিশ্লেষের অসহিষ্ণুতা থাকে— "প্রৌঢ় প্রেমা স যত্র স্যাৎ বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা।" (উজ্জ্বল—১৪।৪০)। রাধিকাদির পূর্বরাগপ্রসঙ্গে উৎকট রাগদশা দেখা যায়—"রাধিকাদ্যু—পূর্বরাগপ্রসঙ্গেঽপি প্রকটং রাগ-লক্ষণম্"—উজ্জ্বল—১৫।১১৮।

৪। প্রিয়দর্শন বা শ্রবণজনিত আবেগ বা বেপথু, প্রিয়-প্রাপ্তি বা দর্শনের স্পৃহা এবং প্রিয়দর্শনাদিজ হর্ষজনিত চাপল্যাদি ভাবের মিশ্রণ বা শাবল্য।

৫। তমালতরু-আলিঙ্গনরূপ ক্রিয়া স্পৃহাজনিত মাত্র, উন্মাদজনিত নহে। কারণ সেস্থলে তমালে ও শ্রীকৃষ্ণে অভিন্ন জ্ঞান আকাঙ্ক্ষিত থাকে। এস্থলে তাহা নাই।

"লক্ষণাতিব্যাপ্তি"স্থলে "লক্ষণাদিব্যাপ্তি"—পাঠান্তর বহু।

৬। বিদগ্ধমাধব—তৃতীয় অঙ্ক।

(৪৯)

ইতি শ্রুত্বাঽশ্রুতন্যায়েন ভাবপরীক্ষার্থং কৃতমৌনং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সর্বং প্রৌঢ়োদ্বেগদশাং "তুয়া অপরূপ রূপ হেরি"-ইত্যাদিগীতেন বক্তি। তবাপূর্বরূপং দূরতো দৃষ্ট্বা লোচনমনসী ধাবতোঽর্থাৎ বেগেন তত্র লগ্নে[১]। অত্র কেবলরূপস্যৌৎকর্ষ্য-কথনেন তাদৃশগুণাভাববাঞ্জনয়া নিন্দাগর্ভস্তুতির্ভূতা। ততঃ সুতরাং স্পর্শ-নিমিত্তং হৃহ্যদ্বেগাগ্নির্জ্বলতি। অধুনা তদ্বং তাপৈর্জীবনং স্থাস্যতি ন বেত্তি সন্দেহঃ। যদি তৎস্পর্শামৃতবর্ষণং ভবেৎ তদা তদগ্নিনির্বাণাৎ প্রাণসংরক্ষণং, নান্যপ্রকারেণেতি ভাবঃ। "মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি"-ইত্যাদিরীত্যা মনঃকম্পো লক্ষঃ। মরণাশঙ্কয়া চিন্তা। হে মাধব! কয়া তদ্বোবিকয়া ভঙ্গ্যা কিং কথয়ামি! প্রত্যুত শৃণু, সদাহকস্বেন নাস্তি জ্ঞানং যত্র সোঽজ্ঞানঃ। স চাসৌ দাহনশ্চেতি সঃ। তবা প্রেম্নৈবাজ্ঞানদহন-স্তস্মিন্ পতঙ্গীবাত্মনো দাহোদ্যমঃ কৃতঃ। অত্র দশমীদশাকথনমপি ন বোদ্ধব্যম্। অন্যথা দৌত্যকরণ-ফলানুপপত্তিঃ[২]। "জীবন রহ কিএ যাব"-ইত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ, দশমদশানুভাবস্যাত্রাভাবাচ্চ। কিং ত্বত্র চপলভাবস্যোক্তিত্বাৎ, প্রেম্ণঃ কৌটিল্যচ্ছায়াত্বম্। অবশ্যকথনীয়মপি বিশ্বাসপূর্বকং ন কথয়তি যতঃ কুলাঙ্গনা, অতঃ সুতরাং ত্বৎকৃতাতনুশরজ্বালা কথং দূরীভবিষ্যতি তচ্চিন্তয়। নয়নশরজ্বালেতি বা পাঠঃ। ননু "বিশ্বাসং কৃত্বৈতৎকার্যনির্বাহার্থং ত্বয়া ভাবস্তুয়ি কিং ন্যস্ত" ইতি কটাক্ষেণোক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নিজপ্রাণাধিকসখীমুখোক্তিং সংগোপ্য 'কালিন্দীকূল'-ইত্যাদিচরণে[৩] "ফলেন ফলকারণমনুমীয়ত" ইতি ন্যায়েন বক্তি। তজ্জীবনপ্রকারং পৃচ্ছতি চ। যদি কেনাপি প্রকারেণ তেষাং নামগ্রহণং কোঽপি করোতি তদাশ্রু ভবেৎ। অতঃ কালিন্দীকূলকদম্ব-বিহারী ত্বমেব হেতুরিতি নিষ্টঙ্কিতঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য বাহ্যকাঠিন্যং দৃষ্ট্বা স্বসখীপ্রেমবৈবশ্যজনিতবৈক্লব্যেন পুন"র্মাধব"[৪]সম্বোধনমিতি ॥ ৪৯ ॥

(৫০)

ত্বয়া নিজসখ্যাঃ সর্বপ্রকারেণ প্রেমৌৎকর্ষ্যং বর্ণিতম্। মম তু কেবলং রূপস্যাকর্ষকত্বং, ন তু প্রেমাদ্যগুণাদিযুক্তত্বম্। অতএব তস্যা ময়ি রতির্ন ভূতা। কিং ত্বন্যনায়কেঽভূৎ। কিংবা রোগ-বিশেষ ইতি কটাক্ষেণ প্রত্যুত্তরং করিষ্যমাণং শ্রীকৃষ্ণং মন্যমানা "লোচন শ্যামর"-ইত্যাদিনা 'তস্যা মোহনো ভবানেব' ইতি প্রতিপাদয়ন্[৫] তৎতৎপ্রৌঢ়রতি-জনিতলালসোদ্বেগজাগর্যাদশাত্রয়ং নিবেদয়তি। হে "মাধব ইথে" ময়োক্তপ্রকারে "জনি"[৬] জ্ঞাত্বাপি "বোলবি" বদিষ্যসি 'আন' অন্যপ্রকারং—তন্নেত্যর্থঃ—

টীকা—

১। 'ন লগ্নে'—পাঠান্তর বহু। এই পাঠটি সম্ভবত ভুল অথবা জিজ্ঞাসাত্মক।

২। দূতীর কর্মনৈষ্ফল্যপ্রযুক্ত মৃত্যু-দশা এস্থলে বিবক্ষিত নহে। পাঠান্তর—ফলানুপপত্ত্যে—ক-পুঁথি।

৩। চরণেন—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৪। "মাধব" অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি। রাধানাথ নহে।

৫। প্রতিপাদয়ন্তি—পাঠান্তর বহু।

৬। জানি—পাঠান্তর বহু।

যস্মাদ্ অচপলমনস্কায়াঃ কুলধর্মরক্ষাকর্ত্র্যা "মতি উমতায়লি" উন্মত্তা ইব কৃতা। অনেন গাঢ়লালসা কথিতা, ন তূন্মাদদশা, তদনুভাবানামেকস্যাপ্যভাবাৎ। ত্বয়ৈব "কিয়ে" কা অনির্বচনীয়া মোহনোচ্চাটনাদিবিদ্যা[1] জ্ঞায়তেঽন্যথা তস্যা এতাদৃশী দশা ন সম্ভবতি। তৎ কুতো ভবত্যা জ্ঞাতমিত্যত আহ "লোচন শ্যামর"-ইত্যাদি—যত উদ্বেগেন কালবিলম্বাসহিষ্ণুতয়া তদ্দর্শনসাক্ষাত্ত্যেন লোচনাদৌ কজ্জলাদিকমনুশীলয়তি। অত্র তু বুদ্ধিপূর্বকতদনুশীলনেন তদ্ভ্রান্তিদশা[2]-কথনং সুনিরস্তম্। অতস্তমেবাত্রাব্যভিচারিহেতুঃ। এতাদৃশঃ কোঽপি নান্যো জনোঽস্তি। রোগস্যাপ্যেতাদৃশনিদানত্বং কুত্রাপি ন শ্রূয়তে। গীতস্যাস্য পরার্দ্ধে জাগর্য্যা দশা স্পষ্টা। তথাহি "নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ[3]" ॥ ৫০ ॥

(৫১)

ননু "শ্যামর"-বর্ণেঽস্মিন্ কিং পুরুষো নাস্তীতি দৃগ্‌ভঙ্গ্যা বোধয়ন্তং মৌনিনং শ্রীকৃষ্ণং মন্যমানা "সহজে মুনিক"-ইত্যাদিনোদ্বেগজাগরণমিলিততানবদশামাহ। তল্লক্ষণং যথা—"তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ[4]" ॥ হে মাধব! তব দর্শনেনৈব লালসা জাতা। ততোঽপ্রাপ্তিবিরহানলেন জীর্ণোদ্বিগ্না। ততো "নামনামিনোরভেদঃ" ইতি শ্রুত্বা তচ্ছান্তয়ে "হরে কৃষ্ণ নাথ" ইত্যাদি নামগ্রহণং কৃতবতী। ততো জাতেন প্রৌঢ়োদ্বেগেন শ্যামরূপবৈবর্ণ্যযুক্তাঽ[5]ভূৎ। অনেনাস্যশ্যামদর্শনকথনাবসরো নিরস্তঃ। অত্রোদ্বেগো বোধ্যো, বৈবর্ণ্যং তস্যানুভাবঃ। তথাহি—"তত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয়[6] উদীরিতা" ইতি। "দিন রজনী রোয়"-ইত্যনেন জাগর্য্যা। গীতবিশ্রান্তৌ সানুভবতানবং স্পষ্টম্। ইতি শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বমুখেন "আন কহ দুঃখ মদন দেল"

টীকা—

১। মোহন ও উচ্চাটন—কামের অন্যতম শরদ্বয়।
উচ্চাটন অর্থাৎ উন্মাদন।
উন্মাদনস্তাপনশ্চ শোষণঃ স্তম্ভনস্তথা।
সম্মোহনশ্চ কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

মোহন-উচ্চাটন ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত অভিচারক্রিয়াবিশেষ। ইহা ছয় প্রকার—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ। এই ছয়টি ক্রিয়া মতান্তরে উপপাতক-বিশেষ। মোহন অর্থে মুগ্ধীকরণ। উচ্চাটন অর্থে স্বদেশাদি হইতে ভ্রংশন (ঘরছাড়া করা)।

২। ভ্রান্তিদশা অর্থাৎ মোহদশা।

৩। উজ্জ্বল—১৫।১৭

৪। উজ্জ্বল—১৫।১৮

৫। "বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।
ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥
বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তো ধৌসর্যং কালিমা কচিৎ।
রোষে তু রক্তিমা ভীত্যা কালিমা কাপি শুক্লিমা॥
রক্তিমা লক্ষ্যতে ব্যক্তো হর্ষোদ্রেকেঽপি কুত্রচিৎ।
অস্যাঃ সার্বত্রিকত্বেন নৈবাস্তোদাহৃতিঃ কৃতা॥"
এস্থলে বিষাদজনিত কালিমা। ভক্তি—২।৩

৬। চিন্তা—ব্যভিচারিভাব এবং অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও স্বেদ সাত্ত্বিক ভাববিশেষ।

অশ্রু—হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ।
হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।
সর্বত্র নয়নক্ষোভরাগসংমার্জনাদয়ঃ॥
ভক্তি—২।৩।৩১

স্বেদ—স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ॥
ভক্তি—২।৩

ইত্যনেন জ্ঞান-শব্দচ্ছলেন প্রত্যুত্তরং করোতি। অস্তার্থো—মদনেন দুঃখং দত্তমিতি জ্ঞানেন ময়া কথিতম্। যদ্বা জ্ঞানদাসেন শ্রীকৃষ্ণপক্ষপাতিনা ভূত্বা[1] প্রত্যুত্তরং দত্তং—শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিতমদনাবেশোঽভূৎ। শ্রীকৃষ্ণেন তু কিঞ্চিৎ মোহনমন্ত্রৌষধ্যাদিকং কটাক্ষাদিস্বাভিযোগ[2]-শ্চাপি ন কৃত ইতি ভাবঃ। ন চ "বিরহ"-শব্দ-প্রয়োগাৎ প্রবাসজনিত-মলিনাঙ্গতা তানবেঽত্র প্রতিপাদ্যা ইতি বাচ্যম্। দশা-কথনক্রমভঙ্গদোষাৎ[3]। কবিরাজঠক্কুরকৃতে "রঙ্গিণী সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে"-ইত্যাদি-গীতে পূর্বরাগবর্ণন-ময়ে "বিরহবিষানলে জ্বলত কলেবর" ইত্যত্রান্যত্র চ বিরহশব্দদর্শনাদস্যাপি ধ্রুবপদে "সমতি না দেই" ইত্যনেন লজ্জাপ্রতিপাদনাৎ। আভোগে "জ্ঞান কহ দুঃখ মদন দেল" ইত্যুক্তেস্তত্রাত্যন্তাসম্ভ-বাচ্চ ॥ ৫১ ॥

টীকা—

১। বহতে নাই।

২। "স্বাভিযোগাস্ত্রিধা প্রোক্তা
বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাঃ।" উজ্জ্বল ৭।৪।
এস্থলে "চাক্ষুষ"-অভিযোগ উক্ত হইয়াছে।

৩। এস্থলে 'বিরহ' বলিতে প্রবাসবিরহ বুঝাইতেছে না। সেরূপ বুঝাইলে পূর্বরাগ দশা বুঝাইত না সুতরাং দশা-কথন-বিষয়ে ক্রমভঙ্গ-দোষ ঘটিত।
"বিরহ" বলিতে প্রবাসবিরহ ছাড়া অন্যার্থও বুঝাইয়া থাকে। কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে ঝাল্‌কিকারের টীকায় আছে—"বিরহস্তু একদেশ-স্থিতয়োরপি একতরস্য অনসুরাগাৎ। অনুরাগে সত্যপি বা দৈবপ্রতিবন্ধাৎ গুরুলজ্জাদিবশাচ্চ অসংযোগঃ"। অর্থাৎ একদেশস্থিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে একের অন্যের প্রতি অনুরাগ না থাকিলে অপরের প্রেমবেদনা বিরহবেদনারূপে উল্লিখিত হইতে পারে। অনুরাগ থাকিলেও দৈবপ্রতি-বন্ধবশত বা গুরু লজ্জাদি-বশত মিলনাভাবজনিত বেদনাও বিরহবেদনা-রূপে কথিত হয়। এস্থলে দ্বিতীয়টি কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে।

(৫২)

ইত্থং প্রত্যুক্তবন্তং প্রতি গৃহান্তঃ খেলন্ত্যা নিজ-সহজবাৎসল্যান্মেত্যাদিরীত্যা তস্যা মদনোদ্ভাবস্থ বয়ো ন ভূতমিতি কথনোত্তমং কুর্বতী "থোরি বয়স ধনি"-ইত্যাদিগীতেন জড়িমান্তাং দশামাহ। তল্লক্ষণং যথা—

—"ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরম্।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে।
অত্রাকাণ্ডেঽপি হুঙ্কারঃ স্তম্ভশ্বাসভ্রমাদয়ঃ[4] ॥"

হে মাধব! অত্র কথং পূর্বোক্তপ্রকারং কথয়সি? স্বনেব তত্রাদিকারণম্। তৎপ্রকারং শৃণু। বয়ঃ-সন্ধাবপ্যধিকবাল্যভাবযুতা। অতঃ সখীভিঃ সহ যমুনাকূলে তদ্গতচিত্তখেলাং কুর্বতী বিহরতি। তত্রৈব তব দর্শনাদিকমভূৎ। অতো লালসাদশামারভ্য জড়িমান্তিমদশা ভূতা। ততো "বরজসুধাকর[5]" ইত্যাদিচরণেন[6] কাক্বানুনয়ং করোতি ॥ ৫২ ॥

(৫৩)

"যদীষ্টানিষ্টযাবজ্জ্ঞানরহিতা সা ভূতা, তদা[7] মৎপ্রয়াসেন কিম্—ইত্যুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং মন্যমানা বাল্যপ্রাধান্যাৎ কন্দর্পচাল্যায়াস্ত্বৎকৃত এব পুনর্জড়িমা দশা ভূতেতি। তস্যামপি ত্বন্নামশ্রবণাৎ সচেতনা ভবতীতি চ[8]। "কাঞ্চনগোরি"—ইত্যাদিনাহ। সা কাঞ্চনাদপি গৌরাঙ্গী। "ভোরি" বাল্যস্য বলনাদ্-বিহ্বলা। অতঃ সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে সখীভিঃ সহ খেলাসক্তচিত্তা সতী বিহরতি। অতো মদনাবেশ-

৪। উজ্জ্বল—১৫।১০

৫। বরজসুধাকর—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৬। চরণে—পাঠান্তর-মূল-পুঁথি।

৭। বহতে নাই।

৮। ভবতি—পাঠান্তর—বহ।

কালো ন দৃষ্টঃ। তত্র বালিকাস্বপি মহাকামদাহ-জনক-ত্বদ্দৃষ্টিমিষ্টগরলাদেব তদৈব শ্যামবর্ণাভূৎ। হে মাধব! এতাদৃশপীড়ায়ামপ্যতিগুপ্তরূপেণ দিবস-যামিন্যৌ ব্যাপ্য তব গুণগ্রামস্মরণং কৃত্বা রোদিতি। অত্র স্তুতিপক্ষেঽবিরুদ্ধো গুণো বোধ্যঃ। ঈর্ষ্যা তু বিপরীতলক্ষণয়া বিরুদ্ধগুণঃ। "অবিচল"-পদেন কন্দর্পাচ্চাপল্যাচ্চ। অবোধগুরুজনাদিনা রোগাদি-জ্ঞানং কৃত্বা ধন্যা অসাধ্যাতঙ্কনিবৃত্তিকারকা মণিমন্ত্র-মহৌষধয়স্তস্যাং ন্যস্তাঃ। কিংত্বকর্মণ্যৈস্তৈঃ কিম্? চক্ষুষী নিমীল্য সমাধিযুক্তা ত্বৎপরমানন্দকরস্ফূর্ত্যা স্বমনস্কাসীৎ। ইতরজ্ঞানরহিতাভূদিত্যর্থঃ। এতদ্রূপ-সমাধিলক্ষণং শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধীয়-প্রথমা-ধ্যায়ে শ্রীমদ্গোস্বামি[১]-চরণৈর্দ্ধৃতম্। অতো মুনিবৎ-সমাধিযুক্তা। তেন জড়িম্ন ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানাদিসম্পূর্ণ-লক্ষণং ব্যঞ্জিতম্। ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধীভূতহস্তপাদাস্থ-বয়বস্থ বৈবশ্যেন ইতস্ততশ্চালনং তথা ভ্রমময়বাণী-[২] ত্যস্যানুভাবঃ। কিংত্বেতাদৃশদশায়ামপি কাচিদ্-গুরুজনরহিতে বনে এতদভিজ্ঞয়া কয়াচিৎ কর্ণমূলে যদ্যত্যুচ্চৈঃ "শ্যাম"-নাম কথ্যতে তদা কিঞ্চিৎ সচেতনা সতী তদ্ধাবরণং করোতি। এতেন কিমন্যৎপ্রকারং জানামীতি॥ ৫৩॥

(৫৪)

ইতি ক্রমশাপি তূষ্ণীভূতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তদ্দুঃখ-জ্ঞানার্থং তস্যা উপেক্ষাসূচকবিভীষিকাময়ীং "তুয়া রূপ"-ইত্যাদিনা বৈয়গ্র্যদশাং সা সাশ্রুনয়নাহ। তল্লক্ষণং যথা—

"বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।

অত্রাবিবেকনির্বেদখেদাসূয়াদয়ো মতাঃ[৩]॥

"প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তঃ[৪]" ইত্যাদ্যদাহরণ-রীত্যা। হে মাধব! তদ্ভাবগাম্ভীর্যাসহিষ্ণুতয়া নিজজীবনধারণমেব ভারং মন্যতে। সানুভাবদশাত্র[৫] স্পষ্টমস্তি॥ ৫৪॥

(৫৫)

পূর্বগীতে[৬] ত্বাং ত্যক্তুমিচ্ছতীতি কথিতম্। তেনেবজাতকোপং শ্রীকৃষ্ণং মন্যমানা পুনঃ সবৈক্ল-ব্যাশ্রুনয়ং "নিরমল"-ইত্যাদিনা ব্যাধিদশামাহ। তল্লক্ষণং যথা—

টীকা—

১। শ্রীমৎস্বামি—পাঠান্তর-মূল-পুঁথি।

২। ভ্রমময়বাণী অর্থাৎ চিত্রজল্প। ইহা মোহন মহাভাবের প্রকারবিশেষ। মোদনের পরিণাম প্রবিশ্লেষদশায় মোহন। সুতরাং ইহা কি পূর্বরাগ দশায় সম্ভব? উজ্জ্বলনীলমণিকার বলিতেছেন যে—

"রাগানুরাগতামাদৌ স্নেহঃ প্রাপ্যৈব সম্ভবন্।
মানত্বং প্রণয়ত্বঞ্চ কচিৎ পশ্চাৎ প্রপদ্যতে।
অতএবাত্র শাস্ত্রেষু শ্রূয়তে বাধিকাদিষু।
পূর্বরাগপ্রসঙ্গেঽপি প্রকটং রাগলক্ষণম্॥
১৫।১১৭-১১৮।

মোহন কিন্তু মোদন মহাভাবের অন্তর্গত। সুতরাং রাগের সীমা উৎক্রান্ত। অতএব এই ভ্রমময় বাণীকে চিত্রজল্প না বলিয়া সাধারণ ভ্রমময়বাণী বলা উচিত বলিয়া মনে হয়।

৩। উজ্জ্বল—১৫।২১

৪। "প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্ মনো দিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু দিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং বত তস্য পশ্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি॥"
বিদগ্ধমাধব—২।২৯

৫। বৈয়গ্র্যদশা—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৬। পূর্বগীতেন—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

"অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।
তত্র শীতস্পৃহামোহনিঃশ্বাসপতনাদয়ঃ[১] ॥"

নির্মলকুলশীলযুক্তাং কাঞ্চনগৌরাঙ্গীং তদ্বিরহজ্বর—উত্তাপকো ব্যাধিঃ—পাণ্ডুবর্ণামকার্ষীঃ। প্রতিক্ষণং খনখনায়মান-[২]কটুবোধবাক্যং বক্তি। এতেন শীলস্যাপি বিপরীতত্বং প্রাপিতমিতি ব্যঞ্জিতম্। হে গোকুলমঙ্গল! শ্যাম! সর্বগোকুলজনানাং মঙ্গলকারকদক্ষিণঃ সন্ কথং তস্যা বামতাব্যবহারং করোষি। সর্বেষাং মঙ্গলকরণশীলস্য যদেবা রীতিস্তস্যাদৃশাং দুর্দৈববশেনেতি ধ্বনিনানুনয়ো ব্যঞ্জিতঃ। এবং পরত্রাপি। "নয়নমনমোহ"-ইত্যনেন মোহানুভাবা বোধ্যাঃ। "আন ধনি"-ইত্যাদিচরণেন স্বরিক্রান্তিচেষ্টাসিদ্ধির্নি ভূতেতি বাক্যেন সদা জনয়স্বোঽসীতি ধ্বনিঃ[৩]। ততো রসিকজনেষু ভবৎসু হে যদুনন্দন! ময়া কিং বাচ্যম্? পক্ষে গীতকর্তুর্নাম ॥ ৫৫ ॥

(৫৬)

তত্রাপি মৌনে স্থিতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি স্বাভাবিকম্ ঈর্ষোদয়মুপস্থিতকার্যভঙ্গশঙ্কয়া সংগোপ্য নিন্দাগর্ভস্তুতিবোধকেন "অদভুত"-ইত্যাদিনা লালসামারভ্য ব্যাধিপর্যন্তাং দশাং সরন্তং[৪] পুনরাহ। প্রথমচরণ ঔৎসুক্যচাপল্যানুভাবসহিতা লালসা ব্যক্তা। ততোঽর্দ্ধচরণে নিঃশ্বাসচাপল্যানুভাবসহিতোদ্বেগদশা। ততোঽর্দ্ধে শোষগদযুক্তা জাগর্যা। হে মাধব! তদ্রূপমেবাপূর্ববাগুরা। অত্রৈব নিন্দাগর্ভস্তুতির্ব্যক্তা। ধ্রুবপদার্থে দৌর্বল্যঘটিততানবদশা। ততো হুংকৃতিমিলিতজড়িমা। তত একচরণে নির্বেদমিশ্রিতবৈয়গ্র্যম্। তদন্তে শীতস্পৃহয়া সাকং ব্যাধির্ব্যক্তঃ। ইতি দূতীবাক্যং শ্রুত্বা রাধামোহনসংজ্ঞকস্য কস্যচিৎ গীতকর্তুঃ প্রভুঃ প্রত্যুত্তরং করোতি—"যস্যাং নায়িকায়াং কন্দর্পো লগত্যাবির্ভবতি তস্যা এতাদৃশী দশা নাত্যদ্ভুতা" ইতি॥৫৬॥

(৫৭)

পূর্বোক্তপ্রকারং শ্রুত্বা শ্রীমত্যা লিখিতানঙ্গপত্রা[৫]-নুসারিণা "রাইক লিখন শুন"-ইত্যাদিনোন্মাদদশামাহ। তল্লক্ষণং যথা—

"সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কথ্যতে[৬]।
অত্রেষ্টদ্বেষনিঃশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ[৭] ॥"

টীকা—

১। উজ্জ্বল—১৫।২২
২। খনখনায়মান—পাঠান্তর বহু।
৩। ধ্বনিতম্—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।
৪। স্মরন্তাং—পাঠান্তর বহু।
৫। "স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেম-প্রকাশকঃ।
যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে ॥
নিরক্ষরঃ সাক্ষরশ্চ কামলেখো দ্বিধা ভবেৎ।...
সুরক্তপল্লবময়শ্চন্দ্রার্দ্ধাদিনখাঙ্কভাক্।
বর্ণবিন্যাসরহিতো ভবেদেষ নিরক্ষরঃ ॥
গাথাময়ী লিপির্যত্র স্বহস্তাদেব সাক্ষরঃ ॥
বস্তোঽস্যাস্তনা রাগঃ কিংবা কস্তূরিকা মসী।
পৃথুপুষ্পদলং পত্রং মুদ্রাকং কুঙ্কুমৈরিহ ॥
উজ্জ্বল—১৫।৩৭।
৬। 'কথ্যতে'-স্থলে "কীর্ত্যতে" পাঠান্তর আছে।
৭। উজ্জ্বল—১৫।২৩।

তথাহি জগন্নাথবল্লভে[১]ঽনঙ্গলেখো যথা—

"সুইরং বিজ্ঞবসি হিঅঅং
লম্ভই মঅণো কৃখু দুজ্জসং বলিঅং।
দীসসি সঅলদীসাসু তুমং
দীসই মঅণো ণ কুত্তাবি॥

(সুদৃঢ়ং বিধ্যতি হৃদয়ং
লভতে মদনঃ খলু দুর্যশো বলীয়ঃ।
দৃশ্যসে সকলদিক্ষু ত্বং
দৃশ্যতে মদনো ন কুত্রাপি॥) ইতি॥

যদ্বা দৌত্যাদিকর্ম কুর্বতাং জনানাং প্রস্তুতবক্তৃত্বাদি-গুণো[২] ভবত্যতস্তন্নাম্নামুপস্থিতলিখনপঠনং বা কৃতম্॥ ৫৭॥

(৫৮)

ইতি শ্রুত্বা চলমচলং বা ভাবং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া কিঞ্চিদপ্যজ্ঞানন্নিব শ্রীকৃষ্ণঃ স্বমুখেন "গোপকুমার-সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ"-ইত্যাদিনা নিজৌদাস্তং প্রকাশয়তি। শ্যামরাগ[৩]-লক্ষণং স্বয়ংদৌত্য[৪]-প্রকরণে বক্ষ্যে। গুর্জরীলক্ষণং—

"শ্যামা সুকেশা অমলক্রমাণাং
মৃদুল্লসংপল্লব-তল্পযাতা।
স্বরশ্রুতীনাং বা দধতী বিভাগং
তন্ত্রীভুজা দক্ষিণ-গুর্জরীয়ম্॥[৫]

হে সখি! বচনবিলাসং পরিহর। যদি গোপ-শিশূনাং ত্বয়োক্তং বিদিতং স্যাৎ তদা গুরুপরিহাসং জনয়তি। বর্তমানপ্রায়ে ভবিষ্যতি লট্[৬]! এতে তদ্রসবিমুখাঃ পরিহসন্ত্যতো ভীতোঽস্মীতি ভাবঃ। তন্তিষ্ঠতু, পরিহাসং কুর্বন্তু বা। হে সখি! কিঞ্চিদ্রক্ষমাণয়োরক্ষিগোচরং গোপশিশুসমাজং পৃচ্ছ। সাক্ষিস্বরূপেণ জিজ্ঞাসাং কুরু! তত্র কদা গতোঽহম্—ইতি। ন কদাপীতি ভাবঃ। 'নু' ইতি বিতর্কে সম্বোধনে বা[৭]। সমাজপদেনৈকো দ্বৌ বোৎকোচাদিনা মিথ্যা বদিষ্যত ইতি ব্যঞ্জিতম্। অতঃ কথং সা মাং দিশি দিশি পশ্যতি, কথং বা মোহং প্রাপ্নোতি? বুদ্ধং ময়া সর্বম্। অনয়া কুলাচলয়াপি কুলমর্যাদা যদি ত্যক্তা তথা হে বালে! মযাতিবিকলাং বাঞ্ছনীয়াং সিদ্ধিকরী রতিঃ কথং কিল নিশ্চিতং করণীয়া? বাক্যভেদে 'সখি' ইত্যস্য ন

টীকা—

১। রামানন্দরায়কৃত সংস্কৃত নাটক।

২। আপ্তদূতীর গুণ।

৩। ইমন ঠাটের রাগ—তীব্র মধ্যমযুক্ত।

বীণানিনাদে প্রতিপন্নমূর্তিঃ
সৌন্দর্যলাবণ্যসুবর্ণ-কান্তিঃ।
শ্যামঘনমেঘদ্যুতিস্বরূপঃ
স শ্যামরাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ"॥

রাগকল্পদ্রুম—রাগাধ্যায়।

৪। অত্যোৎসুকাক্রান্তব্রীড়া যা চ রাগাভিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা"।

উজ্জ্বল—৭।৩

৫। পাঠান্তর—

শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমাণাং
মৃদুল্লসংপল্লবতল্পমধ্যে।
শ্রুতিস্বরাণাং দধতী বিভাগং
তন্ত্রীমুখা দক্ষিণগুর্জরীয়ম্।

রাগকল্পদ্রুম—রাগাধ্যায়।

৬। "বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বা"—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, তিঙন্তে লকারার্থপ্রক্রিয়া।—২৭৮১—সূত্র।

৭। "নু স্যাৎ প্রশ্নে বিকল্পার্থেঽপ্যতীতানুনয়ার্থয়োঃ"—বিশ্ব।

নু পৃচ্ছায়াং বিকল্পে চ—অমর ৩।৩।২৪৮

পৌনরুক্ত্যম্। শ্রীপ্রতাপরুদ্রসংজ্ঞকগজপত্যুপাধিক-মহারাজাধিরাজস্য মুদে হর্ষনিমিত্তং যৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যা-দ্বিতীয়রামানন্দরায়-কবিভণিতং মধুসূদনস্তেতৎ-প্রকারবচনং তৎ সর্বং রসিকেষু সুখং জনয়তু ॥ ৫৮ ॥

(৫৯)

ইতি শ্রুত্বাপি কিমিতি প্রশ্নে "মযোব নিশ্চিতং রতিঃ করণীয়া"—ইতি শ্লেষার্থাশ্বানং নিশ্চিত্য জ্ঞাত্বা ইত্যভিলাষেণ এতাদৃশোন্মাদ-দশায়ামপি স্বসখ্যা ধৈর্যশালিত্বং তদেকশরণত্বঞ্চ "আঁচরে মুখশশী"-ইত্যাদিনা কথয়তি। যদ্যপি পূর্বপূর্বদশায়াং শ্রীরাধিকায়াস্তদেকশরণত্বং, তথাপি বৈয়গ্র্যদশায়াং পুনর্বিস্মরণাদিপ্রকারেচ্ছা জাতা। সা ন ভূতা। অত এতদ্দশায়ামপি দার্ঢ্যেন তদেকশরণত্বমুক্তম্। "কারণ বিনু খন হাসই"-ইত্যনেনোন্মাদো ব্যঙ্গ্যঃ। "অত্রাট্টহাসো নটনম্[১]" ইত্যাদি রসামৃতসিন্ধুক্তলক্ষণাৎ। "সুন্দর শ্যাম" ইত্যত্র স্তুতিঃ স্পষ্টা। নিন্দাপক্ষে সুন্দরোঽপূর্বঃ শ্যামঃ কালঃ। তস্মাদন্তর্বহির্মলিন ইতি ভাবঃ। তথা "প্রেমক ইহ পরিণাম"-ইত্যনেন "তস্যাঃ প্রেম্ণঃ পরিণামদশা অত্যুৎকটোৎকর্ষদশা ভূতা। অবিদগ্ধস্য তব প্রথমদশাপি ন"ইতি ভাবঃ। "তাতল তনু নাহি ছুটই"-ইত্যনেন তাপোঽপি আদিপদেনাস্যানুভাবঃ। "সতত মহীতলে লুঠই"-ইত্যনেন বিপরীতক্রিয়া বোধ্যা। "কো অছু বেদন সহই"-ইত্যনেন তস্যা ধীরত্বম্। তথাহি "ধৈর্যং দুঃখসহিষ্ণুতা[২]" ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণাঃ। "জীবই তুয়া অভিলাষে"-ইত্যনেন তদেকশরণত্বম্ ॥ ৫৯ ॥

(৬০)

তদাপি মৌনে স্থিতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নৈরপেক্ষ্যেণ "যব তুয়া"-ইত্যাদিনা মোহদশাং কথয়তি। তল্লক্ষণং—

"মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তো নৈশ্চল্যপতনাদিকৃৎ[৩]।" ইতি। আদৌ দর্শনং বৃত্তম্। ততো মুরলীধ্বনিশ্রবণম্। তৎতদ্বিষয়াপিতায়াশ্চিত্তসম্মোহো[৪] বৃত্তঃ। ততো "নাসাশ্বাসপরাঙ্মুখী[৫]"-ইত্যাদ্যুদাহরণ[৬]-শ্লোকোক্তপ্রকারেণ তন্নামশ্রবণাৎ যৎকিঞ্চিচ্চেতনং লব্ধম্। হে মাধব! তস্যাস্ত্বয়ি পরমাদ্ভুতানুরাগং কিং কথয়ামি। যস্মাদেতৎপ্রকারাল্পচেতনায়া অপি জাগ্রদবস্থা কিম-

---

টীকা—

১। সম্পূর্ণ লক্ষণ—

"উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।
প্রলাপো ধাবনক্রোশবিপরীতক্রিয়াদয়ঃ।"
ভক্তি—২।৪

২। "ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ"।
ভক্তি—২।৪

"ধৃতিঃ দুঃখাভাবেনোত্তমাপ্ত্যা।"—উজ্জ্বল—১৩।২৪

৩। উজ্জ্বল—১৫।২৪

৪। "তৎতদ্বিষয়াপি তস্যাঃ"—পাঠান্তর বহ।

৫। "নাসাশ্বাসপরাঙ্মুখী বিঘটিতে দৃষ্টী সুধাযাঃ কথং
হা ধিক্ কৃষ্ণতিলান্ মমার্পয় করে কুর্যামপামার্জনম্।
ইত্যাবোহতি কর্ণয়োঃ পরিসরং কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ে
কম্পেনাচ্যুত! তত্র হৃষ্টিতবতী স্বামেব হেতুং সখী।"
উজ্জ্বল—১৫।২৪—উদাহরণশ্লোক

৬। উদাহরণং—পাঠান্তর বহ।

জাগ্রদবস্থাস্মাভিঃ কদাপি ন জ্ঞাতা[1], কিমন্যৈঃ। দশমীদশাপূর্বাঙ্গভূতা মোহদশা পুনঃপুনর্ভবতি। অতস্ত্বাং কিং (কথয়ামি) যাথার্থ্যেন বদ। তদুচিতং ভবতি (যৎ) ঝটিতি[2] গমনং কৃত্বা সর্বংশং খণ্ডয়। কিংবা নৈরাশ্যবাক্যং কথয়—স্বদুদিতং শ্রুত্বাহং[3]-স্থানানুরাগনিবৃত্তিং[4] বা সা প্রাপ্নোত্বিতি ভাবঃ॥ ৬০॥

(৬১)

ইতি শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ সবিস্ময়মাহ। দূতীকথিতা লোকোত্তরীয়া দশা ভূতা ন বেতি নিশ্চয়মুপেক্ষাবচনেন নিষ্ঠুরামীতি মনসি কৃত্বা "রাইক রাগ কহলি বহু মোয়"-ইত্যাদিনা তত্রাহ[5]। "তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

"সঙ্গী মে মধুমঙ্গলো ন সহতে ধর্মাধ্বনো বিচ্যুতিং
শ্রীদামা পরিমার্গয়ন্ মম ন হি ছিদ্রানি নিদ্রায়তি।
কংসঃ শাস্তি খলঃ ক্ষিতিং কথমতো যুদ্ধে বিধেয়ং ময়া
নিঃশঙ্কং কুলসুন্দরীপরিভবস্থালা মহাসাহসম্" ॥[6]

অস্যার্থঃ সুগমঃ॥ ৬১॥

(৬২)

ততো খেদাসূয়াশ্রুবৈবর্ণ্যাদিভাবশাবল্যাদিযুক্তেইতিকৃষ্ণে ন স্বপ্রাণাধিকায়া নিকটং গতে তৎসখীজনে, তদবসরে শ্রীকৃষ্ণঃ স্বানুতাপং "হামারি নিঠুর পণ শুনই ইন্দুমুখী"-ইত্যাদিনা করোতি। তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

"শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌঢ্যাৎ ফলিনীমনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা" ॥[7]

ইতি। কদনো দুঃখদঃ॥ ৬২॥

(৬৩)

পরস্তঃখাদ্ রোদনমুখী তন্নিকটান্নিজনিকটাগতাং স্বসখীং প্রেক্ষ্য পাটবেন সর্বস্তান্তং জ্ঞাত্বা তাং শান্তয়ন্তী ভৃঙ্গমন্দানিলাস্তনুভবেন[8] পরমোপকারকর্ত্রীং দশমীদশারূপসখীমাশ্রয়ামীতি "নিজসখীবদনে"-ইত্যাদিনা কথয়তি। তথাহি তল্লক্ষণং—

"তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণকদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥
তত্র স্বপ্রিয়বস্তূনাং বয়স্যাসু সমর্পণম্।
ভৃঙ্গং মন্দানিলজ্যোৎস্নাকদম্বানুভবাদয়ঃ[9]॥"

যথা—

"অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজবল্লরিরিয়ং[10]
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ[11]॥"

টীকা—

১। "কদাপি ন জ্ঞাতা"—স্থলে "ন গম্যতে"—মূল-পুঁথি।
২। "কিমন্যৈঃ···ঝটিতি"—স্থলে "অতত্র"—পাঠান্তর-বহ।
৩। "স্বদুদিতং শ্রুত্বা"-স্থলে "তত্ত্ব"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।
৪। "অনুরাগং নিবৃত্তিং"—পাঠান্তর-বহ।
৫। "তত্রাহ"—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।
৬। বিদগ্ধমাধব—২।৫২
৭। বিদগ্ধমাধব—২।৫৩
৮। —অনুভাবেন—পাঠান্তর বহ।
৯। উজ্জ্বল ১৫।২৫, ২৬।
১০। "তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্বল্লরিবিয়ং"—পাঠান্তর।
১১। বিদগ্ধমাধব—২।৭০

যদি রসিক-সুনাগরেণাহমুপেক্ষিতা তত্র "কাহে তাপাওসি অাঁত" কথং ত্বমাত্মানং "তাপাওসি"? যন্নিমিত্তং দুঃখপূর্বকং বহুবিধযত্নমকরোঃ। যদি দৈবাৎ সিদ্ধির্ন ভূতা তদা "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ[১]" ইতি প্রমাণানুসারেণ তব তু কো দোষঃ! "শুন সখি"-ইত্যাদেরয়ং ভাবঃ—"যদি ত্বং সত্যরূপেণ মম সখী, যদি চ ময়ি তে প্রীতিরস্তি, মৎসুখে সুখিনী সুখযুক্তা চ তদেতৎ শৃণু। ভূঙ্গান্ত-সুভবেন তনুত্যাগং করোমি। সা তনুস্ত্বয়া শ্রীবৃন্দাবনে চিরং স্থাপনীয়া। অত্রস্থিত-মৎমৃততনৌ কদাচিদনিলানীতশ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধগন্ধিতায়াং কৃতার্থাস্মীতি ॥ ৬৩ ॥

(৬৪)

ইতি শ্রুত্বা তৎপ্রিয়সখী "মধুর মধুর তুয়া রূপ-" ইত্যাদিনা মৃতিবারণং করোতি। "সুন্দরি মোহে না করু আন ছন্দ" অর্থাৎ ব্যামোহেন প্রকারান্তরেণ দশমীদশাসম্পাদকক্রিয়াং মা কুরু। কালবিলম্বেন তৎসঙ্গমং প্রাপস্যামীতি ভাবঃ। "মোহে" ইতি শব্দস্য নাত্রাস্মচ্ছব্দবাচকত্বম্। অর্থাৎ কৌশলাৎ। "মোহে না করু আন ছন্দ" ইতি পাঠে স এবার্থঃ।

এতদ্-গীতস্থানস্বরমীর্ষাদিভাবেন-কালবিলম্বা-সহিষ্ণুতয়া চ—

"প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্বলাঃ। অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ[২]॥"

—ইতি শ্লোকস্যার্থ-[৩]গানং সম্ভবতি। তথাচ অস্যার্থঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তঃ "উপজিল প্রেমাঙ্কুর"[৪] ইত্যুপগেয়ঃ[৫] ॥ ৬৪ ॥

(৬৫)*

শ্রীকৃষ্ণনিকটাৎ শ্রীরাধিকানিকটমাগত্য সঙ্কেতিত-কর্ণিকার-[৬]কুঞ্জগমনস্য কর্তব্যত্বং তদগ্রে কথিত-

---

টীকা—

১। পঞ্চতন্ত্র—সোমিলকাখ্যানের শ্লোক—
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ॥

২। জগন্নাথবল্লভ নাটক—৩।৯

৩। —"অর্থ"-শব্দটি মূল পুঁথিতে নাই।

৪। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা—২।১৯-২৬ দ্রষ্টব্য।

৫। ইত্যাস্তপি গেয়ঃ—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

৬। কর্ণিকার—কাঠচাঁপা, ক্রমোৎপল।

* এই পদে রাধাকে নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। "বড় রসদায়কতোয়া" নদী কল্পতরু ও কামধেনুর ন্যায় বাসনানুরূপ-অভীষ্টরসপ্রদানকারী। উজ্জ্বলরসরূপা শ্রীরাধা নদীর ন্যায় আবর্তশালিনী অর্থাৎ নানাভাবের গাম্ভীর্য-বিলাসবতী। নদী ও রাধা দুইই নিরুপমা। নদী পরমতেজস্বিনী ও জীবনস্বরূপা। সে সুমেরু-বিন্ধ্য-হিমালয়াদি পর্বত লঙ্ঘন করিয়া সাগরাভি-মুখে প্রবাহিত হয়। অনুরূপ ভাবে রাধাও অত্যুন্নত পতি-পিতা-শ্বশুরাদি গুরুজনদিগকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিতা ও অনুরক্তা। সমুদ্র পদ্মরাগ-প্রভৃতি রত্নের আলয় বলিয়া রত্নাকর। শ্রীকৃষ্ণও সুরম্যাঙ্গত্ব-প্রভৃতি চৌষট্টিগুণের রত্নাধার। সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য নদী যেরূপ বাঁধ ভাঙিয়া প্রবাহের বেগে ধাবিত হয়, শ্রীরাধাও সেইরূপ নিজকুল-ধর্মের দ্বারা নির্মিত বাঁধ বা বন্ধন ভঙ্গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হইয়া প্রেমাবেগে ধাবিত হইয়াছেন।

কৈলাসের ধবলকুট বটবৃক্ষতুল্য অতিবিস্তৃত ও উচ্চতর। তাই তাহা অনেক নদ-নদীর গতিপথে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু নদী যেরূপ সে বাধাকে অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভাঙিয়া

প্রকারঞ্চ "রাধানামরসনদী"-ইত্যাদিনা বক্তি। তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

"হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণবনবরসা বাহিনী রাধিকা ত্বাং
বাগ্‌বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাঃ করোষি[1]॥

রাধানাম্নী কাচিন্নদী—যথা যমুনা গোদাবরী,—কিং তু ষড়্‌রসস্বাদ-দায়কতোয়া অর্থাৎ বাসনারূপাভীষ্টরসদা কল্পতরু-কামধেনুতুল্যা। পক্ষে শ্রীরাধোজ্জ্বলরসরূপা ভাবাখ্যাবর্তযুক্তাতিগভীরা। উভয়পক্ষেইত ত্রিভুবনে নিরুপমা। হে শ্যামবর্ণসমুদ্র[3]! জগতো জীবনস্য জলস্য নিধানস্থান! "জীবনং ভুবনং বনম্"[4] ইতি ত্রিকাণ্ডাৎ। পক্ষে জগদীয়জনপ্রাণানাং বিহারস্থান! তস্যা নদ্যা যদি পদং বিশ্রামস্থানং ন ভবসি তদা কেবলো জড়ো জলরূপো জায়তে (জনৈঃ)। "ডো ল বা লশ্চডঃ" ইতি সূত্রস্মরণাৎ[5]। সর্বশ্রেষ্ঠত্ব-গাম্ভীর্যাদিগুণরহিত ইত্যর্থঃ। পক্ষে তদব্যবসিত বিনা জড়ো মূর্খো বৈদগ্ধ্যকারুণ্যাদিগুণশূন্য ইত্যর্থঃ[6]। গুরুতরা উচ্চা লোকে ভুবনে যে সুমেরুবিন্ধ্য-হিমালয়াদ্যাঃ পর্বতাস্তান্ লঙ্ঘিতা। এতেন পরম-তেজস্বিত্বকৃত্রিমা নরলোকাদুষ্টাংস্থস্থানা। পক্ষে পতিপিতৃশ্বশুরাদ্যা গুরুলোকাঃ পর্বততুল্যা অত্যুন্নতাস্তান্ বিলঙ্ঘ্য তেষামাজ্ঞালঙ্ঘনেন তৎ জনং ত্যক্তম্। ত্বদ্‌ভাগ্যবশেন ত্বাং প্রাপ্তুমুৎসুকাইন্ধেষাম্ অলভ্যা রাজকন্যা বরাঙ্গী সৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যগুণশালিনী ইতি ব্যঙ্গ্যম্। পদ্মরাগাদি-নানারত্নালয়ং মিলিষ্যামীতি মনসীকৃতা—পক্ষে সুরম্যাঙ্গত্বাদিচতুঃষষ্টিগুণ-রত্নাকরং—নিজকুলধর্মেণ নিবন্ধো বন্ধনং "বাঁধ" ইতি খ্যাতো প্রবাহরূপেণ যয়া ভগ্ন ইতি—অসমস্তপৃথক্‌পদং বোধ্যম্। তেন সহস্রধারা ভূত্বেত্যর্থঃ। পক্ষে ভগ্নো নিজকুলস্য ধর্মনিবন্ধো যয়া। কৈলাসস্থ-বটবৃক্ষবৎ ধবতরু-রধিকবিস্তৃতোচ্চতরোঽনেকনদ-নদ্যাধারকমূলোঽস্তি। এতদুপাখ্যানং পুরাণান্ত-রোক্তম্। তং পরিত্যজ্য স্খলনার্থং রাগেণ বেগেন অন্ধা অর্থাদন্ধতুল্যা সতী কন্টকবনাদিলঙ্ঘনং কৃত্বাগচ্ছতি। পক্ষে ধবঃ পতিরেব তরুস্তারকঃ। "তৄ প্লবনতরণয়োঃ[7]" ইত্যস্য উচ্‌প্রত্যয়ান্তস্য তদর্থাভিধানাৎ। তং ত্যক্ত্বা রাগেণ প্রণয়োৎ-কর্ষস্থায়িভাবেনান্ধাভূৎ। উভয়পক্ষে বেগেন ত্বৎ-স্পর্শনিমিত্তং ধাবতি। ত্বঞ্চ ঘট-ঘটায়মানশব্দযুক্তো-র্মিণাস্যা বিমুখীভাবং কথং করোষি। পক্ষে "সখী মে মধুমঙ্গলঃ[8]" ইত্যাদি. "রাইক রাগ কহলি"

৬। "জড়োঽজ্ঞে" অমর—৩,১৩৮। "জড়ো মূর্খে"—অমর সূত্র টীকা—১।১।১২—ডল্ অভেদে, ৺চাদিত্বাদ্ অচ্‌—জল। জলবোধবত্তেন ইতি জড়।
ইষ্টং বানিষ্টং বা সুখদুঃখং বা ন বেত্তি যো মোহাৎ।
পরবশগঃ স ভবেদিহ নিয়তং জড়সংজ্ঞকঃ পুরুষঃ॥
৭। সিদ্ধান্তকৌমুদী ২৬১।
৮। বিদগ্ধমাধব—২।৫০

টীকা—

সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়—রাধাও সেইরূপ প্রণয়াবেগে অন্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণানুরক্তির আতিশয্য-বশত পতিত্যাগ করিয়াছেন। নদী ও নারী দুইই সমুদ্র ও দয়িতকে লাভ করিবার জন্য বেগে ধাবিত হইয়া থাকে।

১। তথাচ—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।
২। বিদগ্ধমাধব—৩।১৩
৩। শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-নামা সমুদ্র এবং শ্যাম অর্থাৎ সুনীল সমুদ্র।
৪। অমরকোষ—প্রথম কাণ্ড, বারিবর্গ ১০, ৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।
৫। সূত্র-শব্দ বহতে নাই।

ইত্যাহ্যপেক্ষা-শঙ্কা এব তরঙ্গস্তেনৈব। "এতহু শুনল যব"-ইত্যাদি সুগমম্। কিঞ্চ তদুক্তগমস্তং যথা—"দিষ্ট্যারং স্মিতালিঙ্গিতমঙ্গীকুর্বন্ দক্ষিণং স্বমীলয়দীক্ষণম্"-ইতি ॥ ৬৫ ॥

(৬৬)

ইতি শ্রুত্বা হর্ষো[১]-দয়েঽপি[২]-প্রেমোৎসুক্যাদ্-বিতর্কেণ[৪] মনসি সংশয়ং কুর্বতীং[৫] প্রশংস্য তদ্গমন-পরিপাটীং "কানুক সঙ্কেত"-ইত্যাদিনা কাচিৎ প্রত্যাহ। "পসাহন" প্রসাধনম্। গীতশেষে পুনঃ শ্রীকৃষ্ণাভিসারার্থং দূতী গতেতি বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৬৬ ॥

(৬৭)

তদবসরে সঙ্কেতিতকর্ণিকারকুঞ্জেঽত্যুৎকণ্ঠিতাং স্বপ্রাণাধিকাং শ্রীরাধিকাং প্রতি তদৌদার্য্যং[৬] সন্দিহানা শিক্ষাবচনং "শুন শুন এ সখি"-ইত্যাদিনাহ ॥ ৬৭ ॥

(৬৮)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণনিকটং গত্বা তস্যাঃ সঙ্কেতকুঞ্জগমনং কথয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণাভিসারমারভ্য মিলনপর্যন্তপরিপাটীং পরস্পরং সখী সখীং প্রতি "রাইক কৃষ্ণগমন শুনি" ইত্যাদিনাহ। প্রথমং[৭] শ্রীকৃষ্ণস্য মহত্ত্বাৎকণ্ঠা[৮] ব্যক্তা। ততশ্চোভয়দর্শনে সতি "ভোর"-ইতি-শব্দেন সাত্ত্বিক[৯]-স্তৌজিত্যং ব্যঞ্জিতম্। পশ্চাৎ সখী-শিক্ষিত-তাদৃশমৌগ্ধ্য[১০]-প্রকাশঃ পরম-বিদগ্ধেন সর্বজ্ঞেন চ সুষ্ঠুরূপেণ জ্ঞাতঃ। যদি শ্রীমত্যভিসার-গানমকৃত্বা মিলনগানেচ্ছা ভবেৎ তদা "রাইক চরিত বচন শুনি"[১১] ইতিপাঠোঽপ্রগেয়ঃ। অপি চ—

"রঙ্গিণী সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দির
দশ দিশ হেরয়িতে রামা।
কো জানে কি খেণে তোহে দিঠি লাগল
মুরুছি পড়ল সোই ঠামা[১২] ॥"—ইত্যাদি

গীতস্য গানং কৃত্বা—

"রাইক চরিত বচন শুনি মাধব
অচপল প্রেম অনুমানি"-ইত্যাদি-

গানেঽপি শ্রীসংকীর্তননির্বাহঃ[১৩] স্যাৎ। এতত্ক্রমনির্বন্ধ[১৪]-যোজনাভাবাৎ মূলে ন লিখিতং, কিন্তু বুদ্ধ্যা প্রকারান্তরেণ জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥৬৮॥

টীকা—

১। অভীষ্টেক্ষণলাভাদিজাতা চেতঃ প্রসন্নতা।
হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রু মুখপ্রফুল্লতা।
আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ ॥
ভক্তি—২।৪

২। হর্ষোদয়েঽপি—ড-পুঁথি।

৩। প্রেমোৎকর্ষাদ্—ড-পুঁথি।

৪। বিমর্শাৎ সংশয়াদেশ্চ বিতর্কস্তূহ উচ্যতে।
এষ ভ্রূক্ষেপণশিরোঽঙ্গুলিসঞ্চালনাদিকৃৎ ॥ ভক্তি-২।৪

৫। সংশয়কুর্বং—ড-পুঁথি।

৬। তদৌদার্য—ড-পুঁথি।

৭। প্রথমতঃ—ড-পুঁথি।

৮। মহত্ত্বৎকণ্ঠা—ড-পুঁথি।

৯। কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ॥
ভক্তি—২।৩

১০। মুগ্ধার ভাব মৌগ্ধ্য।
"মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতচেষ্টাসু সব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোচনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা ॥
উজ্জ্বল—৫।৮, ৯

১১। এই পাঠটি মূল পদে নাই।

১২। এই পদটি পদামৃতসমুদ্রে বা পদকল্পতরুতে নাই।

১৩। নির্বাহকত্বং—ড-পুঁথি।

১৪। নিবদ্ধ—ড-পুঁথি।

(৬৯)

বাক্‌চাতুর্য্যমিলিত-"থরহরি কাঁপয়ে গদগদ ভাষ"-ইত্যাদিগীতেন "চেতস্তাম্যতি মে ভয়োর্মিভিরলম্[১]" ইত্যাদি, যথা "তা জাব গং চাডুবন্ধেণ সম্মুহী কড়ুঅ সমপ্পেস্স তাব ভবস্তেণ সম্মো সীঅলবুত্তিণা হোদব্বম্"[২] ইত্যাদি বিদগ্ধমাধবানুসারেণ স্বপ্রাণাধিকসখীসমর্পণং কৃত্বা তল্লীলাদর্শনোৎসুকানাং "নিকুঞ্জজালাক্ষ-সমর্পিতাস্যা"[৩]-ই ত্যাদি-রীত্যা সঙ্গোপনপরিপাটীমাহ ॥৬৯॥

(৭০)

পুনর্জ্জালান্তর্গতা ভূত্বা স্বাভাবিকভাবোল্লাসরতি-'মত্যাত্তদ্দর্শনাহ্লাদ-সমুদ্রমগ্না সখ্যান্তরোঃ সংক্ষিপ্তসম্ভোগকৌশলং পরস্পরং "পহলহিঁ রাধামাধব মেলি"-ইত্যাদিগীতমুচুঃ। তত্র সংক্ষিপ্তসম্ভোগলক্ষণং—

"যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ[৪] ॥"[৫]

"চুম্বে পটাবৃতমুখী নবসঙ্গমেঽভূদ্[৫]" ইত্যাদিরীত্যা গেয়ম ॥৭০॥

(৭১)

তদনন্তরমত্রাস্মাকমবস্থানস্থানে সতি লজ্জয়া প্রাণাধিকায়াঃ সম্ভোগসুখং ন ভবতীতি মনসি কৃত্বা স্থানান্তরগমনোদ্যমং কুর্বন্তং সখীগণং তৎস্যাজ্যাদর্শনাহ্লাদেন তমৌদ্ধাচ্ছলেন বারয়ন্তী পুনঃ সংক্ষিপ্তকেলিকৌশলং "সৌরভে আগরি"-ইত্যাদিনা কাচিদাহ। সৌরভসম্পূর্ণা শ্রীরাধিকা, "সুনাগরি" সৌকোমল্যাদিগুণব্যতিকরযুক্তা, নববয়াঃ, কনকলতেব তন্বঙ্গী, তদ্বদ্‌গৌরাঙ্গী চ। "ভুজঙ্গো নায়কে[৬] প্রোক্তঃ" ইতি কোষান্তরস্মরণাদ্ অন্যাপদেশবোধিতসাদৃশ্যালংকারাচ্চ। ভুজঙ্গমরাজঃ শ্রীকৃষ্ণো লতারূপসদৃশত্বাৎ[৭] সৌরভেণ তেষামবস্থান-সদনরূপামর্থাৎ প্রাপ্তযৌবনাং মত্ত্বালিঙ্গনমকরোৎ। অতএবাধুনা মুগ্ধাং সখীং ত্যক্ত্বা গমনৌচিত্যং ন সম্ভবতি, তদ্দর্শনজনিতহর্ষোদ্রেকাৎ। পদভেদাচ্চ "কালভুজগ" ইত্যস্য ন পৌনরুক্ত্যম্। ক্ষণং স্থিত্বা শ্রীকৃষ্ণস্পর্শাদিনা পূর্বরাগজনিতদুঃখরহিতাং বিলাসোন্মুখীং

টীকা—

১। চেতস্তাম্যতি মে ভয়োর্মিভিরলং পাণিদ্বয়ং কম্পতে
কণ্ঠঃ সজ্জতি হন্ত ঘূর্ণতি শিরঃ স্বিদ্যন্তি গাত্রাণ্যপি।
গোষ্ঠাখণ্ডলচণ্ডসাহসবিধৌ তেনাস্মি নাহং ক্ষমা
স্বচ্ছন্দাদভিসারিতো নিশি ভবানেতন্মম ক্ষাম্যতু ॥
বিদগ্ধমাধব—৩।৩৩

২। বিদগ্ধমাধব তৃতীয় অঙ্ক হইতে উদ্ধৃত। ইহার অর্থ—চাটুবাক্যদ্বারা ইহাকে সম্মত করিয়া যতক্ষণ না আমি তোমাকে সমর্পণ করি ততক্ষণ তুমি শীতল ভাব ধারণ করিয়া থাকিবে।

৩। এস্থলে 'ভাবোল্লাসরতি' শব্দটি অসাধারণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ অপেক্ষা সখীর প্রতি যেস্থলে প্রেম ভাবের অধিক উল্লাস—তাহাই ভাবোল্লাস।

৪। উজ্জ্বল—১৫।১০০। এই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ জাগ্রদবস্থায় মুখ্য সম্ভোগের প্রকারবিশেষ। ইহা বিপ্রলম্ভান্তর্গত পূর্বরাগান্তে ঘটিয়া থাকে।

৫। চুম্বে পটাবৃতমুখী নবসঙ্গমেঽভূদ্
আলিঙ্গনে কুটিলতাজলতা তদাসীৎ।
অব্যক্তরাগজনি-কেলিকলাসু রাধা
মোদং তথাপি বিদধে মধুসূদনস্য ॥
উজ্জ্বল—১৫।১৯৯ উদাহরণ শ্লোক।

৬। নায়কঃ—পাঠান্তর—ঙ-পুঁথি।

৭। লতারূপাং জ্ঞাত্বা—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

পাটবেনাসুমীয় আনন্দাব্ধিমগ্না সতী শ্রীকৃষ্ণভুজঙ্গমস্য[1] পরমাদ্ভুতবিষামৃতদায়কলীলত্বং "চন্দ্রক"-ইত্যাদি-চরণেন বক্তি। অর্থাৎ নবকালকূটগ্রামাদতিবিষমা কোভিকারুণবর্ণা দৃষ্টির্যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য), দূরাৎ (তস্য) কিঞ্চিদ্দৃষ্টিপাতেন যো স্নাপিত আসীৎ স শ্রীমত্যা অধরস্তস্য দশনস্য দংশনামৃতেন লুব্ধঃ প্রবুদ্ধঃ সংবৃত্তঃ। ভুজঙ্গমস্য হ্যেবং কুত্রাপি ন শ্রূয়তে। অতঃ পরমাদ্ভুতত্বম্। কিন্তু তদমৃতাংশেতোন ভীত্যা বা কম্পিতা প্রাণাধিকা—মমায়ং সন্দেহঃ। দশন-দংশনস্য মিষ্টানুমানেন, সন্দেহেন চ শ্রীরাধিকাজ্ঞাং বিনা তৎকিশলয়দলতুল্যানাং বয়োঽধিক-সখীনামপি পূর্বং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমো ন জাত ইত্যবগম্যতে। তথা শ্রীবিদগ্ধমাধবাদৌ কস্মিন্ গ্রন্থেঽপি ন শ্রূয়তে। ইতি শ্রুত্বা গীতকর্তা পরিহাসং করোতি—"ভবত্যাস্তদমৃতস্পর্শরূপাবগাহনে[2] যাথার্থ্যং জানন্ত" ॥৭১॥

(৭২)

পুনঃ সখ্যো নির্বর্ণ্য পরস্পরং "সুরততিয়াসে ধয়ল পর্ত পানি"-ইত্যাদি-গীতমাহুঃ। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥৭২॥

ইতি শ্রীপদামৃতসমুদ্রটীকায়াং মধ্যানুরূপসংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনম্ ॥৩॥

অথরসোদ্গারঃ

(৭৩)

অথ রসোদ্গার-রসসম্পাদকং[3] শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রস্য তদ্ভাববোধকং "দেখ দেখ গৌর প্রেম-রসধাম" ইত্যাদি গীতমাহ। গীতস্যাস্য ললিতরাগঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমালাধারী
সুবাতিগৌরশ্চললোচনশ্রীঃ[4]।
বিনিঃসরন্ বাসগৃহাৎ প্রভাতে
বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ[5] ॥"

ইতি ॥৭৩॥

টীকা—

১। কৃষ্ণস্য—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি, ভ-পুঁথি।

২। গাহনেন—ভ-পুঁথি।

৩। রসসম্পাদক—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৪। পাঠান্তর—"অতিগৌরো ললোচনশ্রীঃ"—রাগরত্নাকর। "অতিগৌরাননলোচনশ্রী"—ভ-পুঁথির—

এই পাঠে "গৌর" বিশেষণটি "আনন" ও 'লোচন' দুইটি বিশেষ্যের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। "গৌর" শব্দের অর্থ শ্বেত, পীত বা অরুণ হয়—যথা হৈম—"গৌরঃ শ্বেতেঽরুণে পীতে"। এক্ষেত্রে অর্থ হইবে যাহার আনন ও লোচন (এস্থলে—অক্ষিপটল) শ্বেতবর্ণ পীতবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ। অরুণবর্ণ লোচন বিশেষ সৌন্দর্যজ্ঞাপক—যথা "মদিরনয়ন" অর্থাৎ "মদির" নামক অরুণবর্ণ পুষ্পের ন্যায় নয়ন-বর্ণ যাহার। দ্রষ্টব্য—"বিষমারুণ দীঠি" (পদ—৭১) এবং "দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জদল" (পদ—৮০)। "গৌরঃ……চন্দ্রে"—মেদিনী। এই মতে "গৌরানন" শব্দের অর্থ হইবে "চন্দ্রানন" এবং 'গৌর' শব্দের অর্থ 'হরিণ' হইলে—(7, A Kind of deer—Aptes English-Sanskrit Dictionary) "গৌরলোচন" শব্দের অর্থ হইবে—হরিণের লোচনের ন্যায় লোচন যাহার।

৫। পাঠান্তরে—

প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমালাধারী
যুবা চ গৌরোরস-লোচনশ্রীঃ।
বিনিঃশ্বসন্ দৈববশাৎ প্রভাতে
যস্যাঃ পতিঃ সা ললিতা প্রদিষ্টা ॥

সঙ্গীতদর্পণ—২।৮৩

(৭৪)

ততো "জয় জয় গোকুলচন্দ্র" ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণরূপং স্মরতি। অস্য "কঙ"-রাগঃ, "কৌ[১]" ইতি ভাষায়ামাখ্যাতঃ। যথা—

"পীতং বসানা বসনং সুকেশী
বনে রুদন্তী পিকনাদদূনা।
বিলোকয়ন্তী ককুভো[২]ভতিভীতা
মূর্ত্তিঃ প্রদিষ্টা কঙ রাগিণী সা" ॥৭৪॥

(৭৫)

অথ প্রভাতে কেলিকুঞ্জাদাগতায়াঃ শ্রীরাধায়া হৃদয়ানুরাগোদ্‌ঘাটনার্থং নর্ম্মণা কাচিৎ সখী[৩] "চৌদিশ চকিত নয়নে যন হেরসি"-ইত্যাদি-গীতমাহ। তদাগমনপ্রকারো নিত্যপ্রকারো[৪] নিত্যলীলায়াং বর্ণয়িষ্যতে। সোঽপি যথাসম্ভবমত্র গেয়ঃ। "বাঁচি" বঞ্চনম্[৫]। "সাচি" সঙ্কয়ঃ কৃতস্তয়ৈবেত্যর্থঃ ॥৭৫॥

(৭৬)

তত্র মৌনং দৃষ্ট্বা পরমোল্লাসেন "যো গিরি-গোচর বিপিনহি সঙ্করু"-ইত্যাদি-গীতং পুনরাহ। অত্র "হরি-হরিণী" শব্দাভ্যাং ব্যঞ্জিতঃ(রসঃ) শৃঙ্গারঃ। বীরত্বমুগ্ধীত্বাভ্যাং প্রথম-সঙ্গমো ব্যজ্যতে। শেষ-পদেনাপি শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমসুরতক্রিয়ায়াং পরম-সুখদত্বমিত্যস্তয়া যাথার্থ্যেন সূচিতম্ ॥৭৬॥

(৭৭)

"কাজর ভ্রমর তিমির"-ইত্যাদিনা শ্রীমতী প্রত্যুত্তরং করোতি। তত্র "সো মঝু হৃদয়-চন্দনরুহে লাগল ভাগল ধরম-বিহঙ্গ"-ইত্যনেন, "কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পীবই কুলবতী-বরত-সমীর"-ইত্যনেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য বলাৎকারেণ পরমাকর্ষকত্বং ব্যজ্যতে। অত্র স্বত্রিগেউ-নিন্দা সহৃদয়ৈকগম্যা। "এক অপরূপ"-ইত্যাদিশেষচরণোক্তি[১০]-স্তুৎসখ্যেতি গম্যতে—শ্রীমত্যাঃ পরমলজ্জাশীলত্বাৎ ॥৭৭॥

(৭৮)

তদুপযুক্তগান[১১]-নির্ব্বাহকং তদ্ভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্-গৌরচন্দ্রং "নিরুপম-কাঞ্চন-কান্তি কলেবর মুখ জিতশারদচান্দ"—ইত্যাদিনা স্মরতি। অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭৮ ॥

(৭৯)

তদুক্তি তদ্রূপং "নন্দনন্দন"-ইত্যাদিনা স্বগতং স্মরতি। "নীকে"[১২] সুন্দরঃ। "নূতন নীপ নিকেত" নবীনকদম্ববাটী ॥ ৭৯ ॥

টীকা—

১। কো- পাঠান্তর বহ।
২। অতিভীত—পাঠান্তর বহ।
৩। দিক, শৈল, চম্পকদাম।
৪। বহ ও ঢ. পুঁথিতে নাই।
৫। ঢ-পুঁথিতে নাই।
৬। বঞ্চনং—পাঠান্তর বহ।
৭। "শেষপদে পরিহাসচ্ছলেনাপি"—পাঠান্তর —মূল-পুঁথি।
৮। "লাগল ভাগল ধরমবিহঙ্গ"—বহর টীকায় নাই।
৯। —বর—ঢ-পুঁথি। এই পাঠ ভ্রমাত্মক।
১০। —বচনোক্তি—পাঠান্তর বহ।
১১। তদুপযুক্তানুরাগদা—ঢ-পুঁথি।
১২। সংস্কৃত—'নিক্ত' (শুদ্ধ) হইতে হিন্দী "নীকে" শব্দ জাত।

(৮০)

পুনশ্চাপল্যোদয়াৎ তদ্রূপং তথা নিজদুঃখঞ্চ "কি পেখল্ বরজরাজকুল"[১]-ইত্যাদিনা স্পষ্টং বর্ণয়তি। ব্রজরাজঃ শ্রীনন্দস্তৎকুলস্যানন্দকঃ। ন চৈতৎ পূর্ব্বরাগবত্যা বচনম্—ইতি বাচ্যম্[২]। "নিরমিয়া রসনিধি আমারে না দিল বিধি প্রতি অঙ্গে অনিক নয়ান" ইতি তস্যা রসনিধিত্বেনানুভবস্যাধিকনয়না-কাঙ্ক্ষায়াশ্চাসম্ভবাৎ। তথা "না চিহ্নিলুঁ কাল কি গোর" ইত্যস্য, "শেল রহল হৃদি মাঝে"-ইত্যস্য চ তদুক্তস্যাসম্ভবাৎ, তদ্রসবোধকাঙ্ক্ষরাভাবাচ্চ। বস্তু-তস্ত্বনুরাগস্থায়িভাবস্য[৩] স্বভাব এব যদনুভূতস্যাপ্য-ননুভূতমননম্। তথাপি পূর্ব্বরাগবত্যা মিলনান্তর-মেতদ্বচনং নাসম্ভবমিতি জ্ঞেয়ম্। অনুরাগলক্ষণং যথা—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে[৪] ॥৮০॥
ইতি।

(৮১)

ততস্তদ্ভাবেন তদ্রূপং স্মরন্তী নিজকুলধর্ম্মং তন্নির্মঙ্ক্ষনং করিষ্যামীতি "ভালে দে চন্দন চান্দ"-ইত্যাদিনা প্রতিপাদয়তি। "দেখিয়া বারেক সেই রূপ" ইতি—

"কোঽয়ং কৃষ্ণ" ইতি ব্যুদস্যতি ধৃতিং যস্তন্বি কর্ণং বিশন্ রাগান্ধে কিমিদং সদৈব ভবতী তস্যোরসি ক্রীড়তি। হাস্যং মা কুরু মোহিতে ত্বমধুনা ন্যস্তাস্য হস্তে ময়া সত্যং সত্যমসৌ দৃগঙ্গণমগাদদ্যৈব বিদ্যুন্নিভঃ॥"[৬] ইত্যাদিরীত্যো-জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮১ ॥

(৮২)

পুনস্তদ্রূপাদিকমনুস্মরন্তী মতি[৭]ভাবোদয়াৎ তদেব দ্রঢয়তি "কপালে চন্দন চান্দ" ইত্যাদিনা ॥ ৮২ ॥

(৮৩)

পুনঃ কটাক্ষমনুস্মরন্তী "সোই বে বলি" ইত্যাদিনা নিজ-বৈবশ্যং কথয়তি ॥ ৮৩ ॥

(৮৪)

রাধাকৃষ্ণমিতি সমাহারেণৈকত্বম্। রাধাকৃষ্ণাবিতি বা[৮] পাঠঃ। গুর্ব্বাদিকমিত্যত্রাদিনা গুরুবর্গো গৃহীতঃ। প্রকারভেদঃ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগস্যেতি শেষঃ। "উচ্যতে ময়া" ইতি বোধ্যম্ ॥ ৮৪ ॥

(৮৫)

ততঃ শ্রবণাদিজনিতশ্রীকৃষ্ণপূর্ব্বরাগগানসম্পাদ-নার্থং শ্রীগৌরচন্দ্রং "কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "গুণগাম" গুণগ্রামো গুণসমূহ ইত্যর্থঃ। ৮৫ ॥

(৮৬)

ততো বর্ণয়িষ্যমানবয়ঃসন্ধেরপি গাননির্বাহকং শ্রীগৌরচন্দ্রস্য "দেখ[৯] সখি গৌর পরম অনুপাম" ইত্যাদি গীতং লিখতি ॥ ৮৬।

টীকা—

১। মূল পাঠে আছে—"বরজরাজনন্দন"। ছন্দের দিক দিয়া টীকার পাঠই উপযুক্ত।

২। এই উক্তিটি পূর্ব্বরাগবতী রাধার নহে, অনুরাগবতী রাধার উক্তি।

৩। "অনুরাগস্থানীয়ভাবস্য"—পাঠান্তর বহ।

৪। উজ্জল—১৫।৭৫

৫। তদ্রূপ—ঙ-পুঁথি।

৬। উজ্জল—১৪।৭৫ নং শ্লোকের উদাহরণ শ্লোক (১৪৮ সংখ্যক)।

৭। মন্মান, ঈর্ষ্যা, বুদ্ধিবৈগুণ্য ইত্যাদি ভাব।

৮। বহতে নাই।

৯। দেখি—ঙ-পুঁথি।

(৮৭)

"অভিনব-জলধর-রুচির সুদেহ"-ইত্যাদিনা শ্রীমদ্ব্রজাঙ্গনাবিনোদিশ্রীগোকুলচন্দ্রং স্মরতি। "মুরুতি শিঙ্গার" মূর্তিমান্ শৃঙ্গার ইব পরমোজ্জ্বল-রসময়দেহ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

(৮৮)

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমত্যা নামশ্রবণং কৃত্বা সলালসং শ্রীকৃষ্ণস্তন্নামবক্ত্রীং কাঞ্চিৎ সখীং প্রতি "সখি রাধা নাম কি কহিলে"-ইত্যাদিকমাহ। অত্র হর্ষঃ সঞ্চারী, মুখফুল্লতানুভাবঃ। কিং তু নিজমনোগতলালসঃ কথিতো, নোদ্বেগঃ। এবং পরিহাসরূপেণ প্রশংসয়া বা পুনরবহিত্থা-'পি সম্ভবতি। অতো গীতশেষে দর্শনস্পৃহা, ন তু সঙ্গমস্পৃহা ব্যক্তা ॥ ৮৮ ॥

(৮৯)

মমাবহিত্থামবগম্যাস্মদ্ভবসঙ্গমবাসনাবত্যপি তদ্বিষয়ে মমানুরাগং ব্যক্তীকর্তুং মৌনে স্থিতাসৌ। তস্মাদবহিত্থয়া ব্যক্তবাক্যং বিনা কিঞ্চিন্ন ভবিষ্যতি। অতঃ স্বমুখে নিজমনসি কন্দর্পস্য জাগ্রদবস্থামুদ্বেগক কথয়ামীতি শ্রীকৃষ্ণঃ পুনস্তাং "রাধানাম কি কহিলে আগে"-ইত্যাদিকমাহ। অত্রোদ্বেগঃ স্পষ্টঃ। অন্যার্থঃ[2] সুগমঃ ॥ ৮৯ ॥

(৯০)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্যং শ্রুত্বা—নামশ্রবণমাত্রেণৈ-তাদৃশী দশা ভূত্বা, বয়ঃসর্বাঙ্গসৌন্দর্যাদিবর্ণনে ন জানে কিং ভবিষ্যতি!—এবং কীদৃশী বোৎকণ্ঠা, কীদৃগ্ বা বুদ্ধিকৌশলং—তন্নিষ্টঙ্কয়ামীতি মনসি কৃত্বা শ্রীমত্যাঃ সৌন্দর্যাদিকং সংগোপ্য তারুণ্যশৈশবয়োস্তু-ল্যাবলত্বেন ব্যঙ্গ্যেন যুদ্ধরূপেণ তদগ্রে সখী "খেনে খেনে নয়নকোণ অনুসরই"-ইত্যাদিনা বয়ঃসন্ধিং[3] বর্ণয়তি। প্রথমতো নয়নকোণচাঞ্চল্যেন তারুণ্যবলং ব্যক্তম্। ততো ধূলিধূসরাঙ্গত্বেন শৈশববলস্যৌজ্জ্বিত্যম্। দ্বিতীয়চরণস্য প্রথমতোঽট্টহাসাদিনা বাল্যস্য প্রাবল্যং, পরার্দ্ধে বস্ত্রেণ মুখাবরণেন কৈশোরস্য প্রাবল্যম্। তৃতীয়চরণ এতদ্রূপম্। চতুর্থচরণে প্রথমত-স্তারুণ্যবলং ততো বাল্যস্যাতিপ্রাবল্যম্। অত্রায়ং ভাবঃ। উভয়োস্তুল্যাবলকথনেঽপি বাক্‌কৌশলেন বাল্যাবলস্যাধিক্যং সূচিতং—বাল্যোক্ত্যা গীত-বিশ্রান্তেঃ[4] ॥ ৯০ ॥

(৯১)

ততোঽপ্যুৎকণ্ঠাবন্তং শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্তী স্পষ্ট-যুদ্ধোল্লেখেন পুনস্তুল্যাবলত্বেন বর্ণয়ন্তী পশ্চাদ্মিল-নাখ্যাসবচনং "শৈশব যৌবন দরশন ভেল"-ইত্যাদিনা আহ। অস্মিন্ গীতেঽপি "জাগল মনসিজ"-ইত্যত্র তস্যা হৃদি জাগ্রদবস্থোঽপি মদনো মুদ্রিতনয়ন

টীকা—

১। "অবহিত্থাকারগুপ্তির্ভবেদ্ ভাবেন কেনচিৎ।
অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভূহ স্থানস্য পরিগূহনম্॥
অন্যত্রেক্ষা বৃথা চেষ্টা বাগ্‌ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ।
অস্যভাবপিধানার্থোঽবহিত্থাস্তাব উচ্যতে।
হেতুঃ কশ্চিদ্ ভবেৎ কশ্চিদ্ গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ।
ইতি ভাবত্রয়স্যাত্র বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে।"

ভক্তি—২।৪।৫২-৬১

২। অন্যার্থঃ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৩। "বয়শ্চতুর্বিধং অত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ।...
বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্যতে"॥

উজ্জ্বল—১০।৩,৪

৪। "তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান"—এস্থলে "শৈশব" শব্দেই গীতবিশ্রান্তি ঘটায় বাল্যের বলাধিক্য রক্ষিত হইয়াছে।

আসীদিত্যর্থে তস্য দুষ্টাভাবেন বোধিতা। তৎকার্য-যোগ্যত্বেন বাল্যস্যাতিপ্রাবল্যং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৯১ ॥

(৯২)

ইতি শ্রুত্বা—ত্বয়া তস্যা বাল্যাধিক্যং কথিতম্। তদা কথং তন্নামশ্রবণং কারয়িত্বা মাং পীড়য়সি ইতি দৃগ্‌ভঙ্গ্যা স্ববৈবশ্যমুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং জ্ঞাত্বা তত্তারুণ্য-প্রাধান্যং, ত্বৎকৃতে দৌত্যে গতাহমিতি চ "না রহ গুরুজন মাঝে"-ইত্যাদিনাহ। বাক্যাঙ্গত্বেন[1] তারুণ্যপ্রাবল্যমসঙ্গোপনেন বাল্যস্য কিঞ্চিৎ দৌর্বল্যম্। বালিকাসঙ্গেন বাল্যং সূচিতং, তরুণ্যা সহ পরিহাসো বাল্যোপমর্দকঃ। কেলির ভসশ্রবণং তারুণ্যপ্রাধান্যং—তত্রাপি বাল্যস্য বলনাললজ্জয়াস্য-বস্ত্রনিরীক্ষণছদ্মাদিকং প্রাপ্তম্। তৎপ্রচারে বাল্য-ভাবস্য রোদনমিশ্র-তারুণ্যজনিতহাস্যমিলিতকটূক্ত্যা তৎপ্রাধান্যমিত্যাদিবাক্‌কৌশলং রসিকস্য বেদ্যং নান্যস্যেত্যনেন পরমরসিকস্য তব সঙ্গমকালঃ সংবৃত্তো, ন ত্ববিদগ্ধস্য তৎপতো— স্বাভাবিকোত্তমনিষ্ঠাকর্ষক-গুণাত্ত্ববস্থানাদিতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥

(৯৩)

ইতি শ্রুত্বা সমাশ্বস্য—"আদৌ গীতদ্বয়ে তদ্দ্বয়োর্বর্ণনে বাল্যস্য প্রাধান্যমুক্তম্। ততো মম বৈবশ্যং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদ্ যৌবনস্যাব্যবহিতপূর্বগীতোক্তপ্রাধান্যমুক্তম্। অতস্তাৎ-কালিকে ধূর্তায়া বাক্যাশ্চৈর্যাদসৌ মাং প্রতারয়তি—কার্যানুরোধেন। কিং মম কর্তব্যম্! করোতু—অধুনানুনয়েন যাথার্থ্যং জানামি-ইতি শ্রীকৃষ্ণঃ পুনঃ সখীং প্রতি "রাধাবয়স[2] কি[3] কহসি তুহু[3] থোর" ইত্যাদিনাহ। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৯৩ ॥

(৯৪)

ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্যং শ্রুত্বা "তবাত্যাগ্রহং দৃষ্ট্বা হঠাৎ তস্যা অত্যালভাত্বেন মৎশঙ্কা জাতা—যতঃ প্রকৃতরূপং ময়া ন কথিতম্" ইতি দৃগ্‌ভঙ্গ্যা স্মিতাদিনা চ সূচয়িত্বা "অধুনাপি ত্বয়া ধৈর্যাবলম্বনং কর্তব্যম্। অবসরে মিলনং কারয়িষ্যামি—তদধুনা যথার্থরূপং শৃণু" ইতি পূর্বযুদ্ধোপদিষ্টবাল্যতারুণ্যয়োর্মধ্যে বাল্য-পরাজয়ং "দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন"-ইত্যাদিনা আহ। অত্র বাল্যস্য পরাজয়স্তু স্পষ্টঃ। পাষ্ণিগ্রাহ[4]-মদনদত্তবলেন যৌবনস্যাধিক-বলত্বাৎ। অত্র শৈশবং শিশুবয়োজনিতচাঞ্চল্যাদিক্রিয়া সেনারূপং—তস্যৈব দলত্বেন খ্যাতিস্তস্য পতিঃ। তদ্দ্বয়োর্যুদ্ধে প্রধানস্য ভঙ্গে সুতরাং চাঞ্চল্যাদিসেনা পলায়তে। যদি বাল্যস্য পরাজয়ো ভূতস্তদা শশিবদনায়া দেহরূপং রাজ্যং ত্যক্তং, মরণভয়েন ত্রিবলীরূপং[5] নিখনমপি "তিন কত" বা ইতি খ্যাত্যং দত্তম্। তেন ন মৃতম্। অতোঽস্মিন্ দেহে বাল্যমস্তি। অত্যাপি যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগপূর্বং যদি কোঽপি কাকুং করোতি তথাপি মহান্ শূরস্তৎপ্রাণঘাতং ন করোতি।

টীকা—

১। 'বাক্যাঙ্গত্বেন' শব্দটি ভ-পুঁথিতে নাই।

২। "রাধাবয়স কহসি তুহু থোর"—মূল-পদের পাঠ। "রাধারূপ কি কহসি তুহু থোর"—টীকার এই পাঠের "রাধারূপ"-এর অন্বয় এস্থলে বিবক্ষিত নহে বলিয়া মূলপদের পাঠই গ্রহণ করা হইল।

৩। মূল পদে নাই।

৪। পার্শ্ববর্তী শত্রু। এখানে বাল্যের প্রধান শত্রু যৌবন। তাহার সহায়ক মদন বাল্যের পাষ্ণিগ্রাহ শত্রু।

৫। নাভির উপরিভাগে কটিদেশের নিম্নে তিনটি রেখা। ইহা সুন্দরী রমণীর রূপের উৎকর্ষব্যঞ্জক চিহ্ন।

তথাহি—"প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্মবিদ্[২]।" এতদ্‌ভাবঘটিতগীতং কৌশলেন শ্রীযুত-বিদ্যাপতিবচনৈরুক্তম্। "শশিমুখি ছোড়ল শৈশব দেহ" ইতি পাঠো ব্যবহিতান্বয়াদ্ অর্থাসঙ্গতেশ্চ লিপিকরপ্রমাদজ ইতি বোধ্যম্। "শৈশব ছোড়ল শশিমুখিদেহ" ইত্যেব পাঠঃ[২] ॥ ৯৪ ॥

(৯৫)

ততো দর্শনজনিতপূর্বরাগনির্বাহার্থং "নদিয়ার মাঝারে ও না রূপ"-ইত্যাদিনা মঙ্গলরূপং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্মরতি ॥ ৯৫ ॥

(৯৬)

ততঃ শ্রীমদাচার্যঠক্কুরবংশোদ্ভব-শ্রীসুবলচন্দ্র-ঠক্কুরকৃতং "দেখ নটবর নাচে শচীর কোঙর হে"-ইত্যাদিগীতং পূর্বরাগ-গাননির্বাহকং পুনঃ স্মরতি ॥ ৯৬ ॥

(৯৭)

ততো বিষয়ালম্বন-স্বরূপ-শ্রীরাধাভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "পৌগণ্ড বয়স শেষ গৌরাঙ্গ সুন্দর-" ইত্যাদিনা নিজকৃতেন দর্শয়তি ॥ ৯৭ ॥

(৯৮)

তত আশ্রয়ালম্বনত্বেন প্রস্তুত-শ্রীকৃষ্ণরূপং[৪] "জয় জয় গোকুলমঙ্গল শ্যাম"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "ব্রজনব-নাগরী"-ইত্যাদিনা তস্যাং[৫] শ্রীমত্যাং জাতভাবত্বং ব্যক্তম্। "মুরলী" অভ্যাসঃ ॥ ৯৮ ॥

(৯৯)

পূর্বং শ্রীমত্যা নাম শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাভাবিক-রতি[৬]র্জাতা। তস্যাঃ সখ্যা সহ কথোপকথনং ভূতং, ন দর্শনম্। দৈবাৎ তস্মিন্ দিবসে তদ্‌ভাব-ভাবিতঃ সন্ কালীয়হ্রদোপকণ্ঠং গতস্তত্র সর্ব-জন্তুপাত্রে তদ্‌ভাবাজ্ঞানকৃতানবধানতয়া বৎসাদয়ো বিষজলং পীত্বা মূর্ছিতা বভূবুঃ। পশ্চাৎ কেনচিৎ প্রকারেণ সাবধানং তথাভূতান্ তান্ দৃষ্ট্বা—"কালীয়স্য মস্তকে বিলম্বং কৃত্বা নৃত্যং করোমি। ততো মন্মনস্কা ব্রজবাসিনোঽত্রাগমনং করিষ্যন্তি। কদাচিদ্ যদি তৎসংসর্গে মমানন্দকৌমুদী রাধানাম্ন্যাগমিষ্যতি, তদা

টীকা—

১। জাতি-কুল-শাস্ত্র-প্রথা-নীতি-ইত্যাদি-সম্মত-শিষ্টাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি।

২। এই পদে উজ্জ্বলে উক্ত নবযৌবনের লক্ষণ স্পষ্ট—
"দবোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মন্দরস্মিতম্।
মনাগভিস্ফুরদ্‌ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে॥" ১০।৭

৩। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-বিষয়ে বিষয়ালম্বন শ্রীরাধা। যাঁহার প্রতি রতি—তিনিই বিষয়ালম্বন।

৪। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্বরাগের আশ্রয়ালম্বন। যাঁহার রতি তিনি আশ্রয়ালম্বন।

৫। তস্যাং—পাঠান্তর ৬-পুঁথি।

৬। স্বাভাবিক রতি তাহাই যাহা উৎপত্তির জন্য কারণের অপেক্ষা রাখে না। এস্থলে নাম-শ্রবণ-রূপ কারণের উপস্থিতি বিলাসের আধিক্যহেতু মাত্র—"বিলাসাধিক্যহেতবে"। শৃঙ্গারের স্থায়িভাব মধুরা রতি। স্বভাবজরতি সর্বোত্তমা। স্বভাবজ রতি নিসর্গ ও স্বরূপ ভেদে দ্বিবিধ। এস্থলে নিসর্গজা রতির কথা বলা হইয়াছে।
নিসর্গঃ সুদৃঢাভ্যাসজন্যসংস্কার উচ্যতে।
তদুদ্বোধস্য হেতুঃ স্যাৎ গুণরূপশ্রুতির্মনাক্।
উজ্জ্বল—১৪।১৫

তৎসৌন্দর্যমাধুর্যাদিকং[১] দৃষ্ট্বা নেত্রসফলং করিষ্যে" ইতি কৃত্বা তেষাং চেতনং জনয়িত্বা চ তৎকর্তুমারেভে। ততস্তদিচ্ছয়া যোগমায়য়া সর্বেষাং ব্রজবাসিনাং চিত্তবৈক্লব্যং জনয়িত্বা তত্র তৎসর্বজনা আনীতাঃ। অতোঽস্মাস্বরমারণাদাবেবং ভূষ্টৈকোঽপি ব্রজবাসী ন গত ইতি দিশাত্র পরিপাটী বোধ্যা। তত্র শ্রীমতীং দৃষ্ট্বা "চিকণ-চামরী"-ইত্যাদিকমাহ। এতত্তু স্বগতম্। "হরি হরি" ইতি খেদে। অপূর্বা বালেয়ং কা? প্রথমদর্শনে বিশেষপরিচয়াভাবাৎ ভাবোন্মাদাচ্চ নামকথনং ন ভূতম্। হেয়াংশরহিতকনকস্য কান্তি-গ্রাসকরাপূর্ব-রূপস্য শালা গৃহরূপেত্যর্থঃ। চামরী পশুবিশেষস্তৎপুচ্ছ এব চামরশ্চিকণস্তস্য সমূহ ইব রুচির্দীপ্তিস্তদ্বান্, পদযুক্তঃ[২] কুঞ্চিতকেশো যস্যাঃ। কান্তির্দীপ্তিঃ। কলা শিল্পনৈপুণ্যাদিগুণ-বিশেষঃ। তদ্যুক্তকামিনীনাং "মনহরবেশা"-ইতি-বক্তব্যে বেশস্য সর্ববিজেতৃত্বগুণং বিন্যস্য ত্রিভুবনবিজয়িবেশেত্যুক্তম্। ইন্দীবরস্য বরগর্ব-গ্রাসকরং, তথা খঞ্জনস্য গতিনিন্দকং নয়নং যস্যাঃ। "কোমল" নির্মলসরোরুহস্য কৌশলং জিতং স্মিত-বিকশিতবদনেন যয়া। স্থলকমলাদপ্যমলারুণং পদতলং যস্যাঃ। জিতশ্চন্দ্রো নখচন্দ্রশোভয়া যস্যাঃ। অত্র পুনরুক্তবদাভাসালঙ্কারো, ন তু পুনরুক্তো দোষঃ[৩]। অমৃতসারবিজয়িলাবণ্যো দৃষ্টমাত্রে শ্রীরাধিকামোহন-কারকস্যাপি মনসো লোভকারিণী। তত্রায়ং ভাবঃ।

টীকা—

১। সৌন্দর্য –

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্টঃ সন্ধিবন্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্যমিতীর্যতে।"

উজ্জ্বল—১০।১৫

মাধুর্য—"রূপং কিমপ্যনির্বাচ্যং তনোর্মাধুর্যমুচ্যতে॥"

উজ্জ্বল—১০।১৭

আদি শব্দে রূপাদি বোদ্ধব্য। দ্রষ্টব্য—উজ্জ্বল—১০।

২। প্রলম্বিত পদসমেত। যদি "পদম" শব্দের অর্থ "পদ" ধরা হয় তবে পদ পর্যন্ত বিলম্বিত কেশ বুঝাইবে।

৩। টীকাকারমতে এস্থলে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে। এস্থলে অর্থাৎ "থলকমলারুণ-রাতুলপদতল"—এই অংশে। পদতল "রাতুল" অর্থাৎ রক্তবর্ণ। তুলনায় আছে স্থলপদ্ম ও অরুণ। ("রাতুল" শব্দটি "রক্তল"-শব্দ হইতে আসিয়াছে। রাধামোহন কিন্তু টীকায় "রাতুল" শব্দটিকে উল্লেখ করেন নাই।) এই অলঙ্কারের লক্ষণ—

"আপাততো যদর্থস্য পৌনরুক্ত্যাবভাসনম্।
পুনরুক্তবদাভাসঃ স ভিন্নাকারশব্দগঃ॥"

সাহিত্যদর্পণ—১০।২

অর্থাৎ যেস্থলে ভিন্নাকার শব্দসমূহ শোনামাত্র একার্থক বলিয়া মনে হয় কিন্তু পর্যালোচনা করিলে ভিন্নার্থক বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই পুনরুক্তবদাভাস নামক অলংকার। এস্থলে "অরুণ" শব্দ বিশেষ্যপদ ও "রাতুল" শব্দ বিশেষণ পদ। যদি "অরুণ" শব্দটি বিশেষণ পদরূপে প্রথমে ধরা হয় তবে পুনরুক্ত দোষ হয়—কিন্তু পর্যবসানে বিশেষ্য পদরূপে ধরায় পুনরুক্ত দোষ হয় নাই। পুনরুক্তবদাভাস অলংকার হইয়াছে। 'জিতচান্দ' ও 'নখচান্দ' শব্দ দুইটিতে 'চান্দ' শব্দ ভিন্নাকার নহে বলিয়া পুনরুক্ত দোষ বলিয়া মনে হইতে পারে।

পুনরুক্তদোষ অর্থদোষবিশেষ। কিন্তু এস্থলে দ্বিতীয় "চান্দ"-শব্দের অর্থ "চারু" (চন্দ্রঃ কর্পূরকম্পিল্লসুধাংশুস্বর্ণচারু"—মেদিনী) ধরিলে অর্থ দাঁড়ায়—যাহার নখের চারু শোভায় চন্দ্র পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্ত-দোষ হয় নাই। √চদি আহ্লাদনে—ধাতুর এই অর্থ ধরিলে দ্বিতীয়-"চন্দ্র"-শব্দের অর্থ হইবে আনন্দদায়িনী শোভা। যদি "চন্দ্র" শব্দের অর্থ স্বর্ণ বা কর্পূর করা হয় তাহা হইলে নবোদিত ইন্দুর অরুণাভ বা স্বর্ণাভ বর্ণের সহিত পদনখের দ্যুতির তুলনা করা হইবে এবং নখশোভায় চন্দ্র বিজিত হইয়াছে—এইরূপ অর্থ বুঝাইবে।

প্রথমত উভয়দর্শনে সতি শ্রীরাধিকায়া রতির্জাতা[১]। ততঃ শ্রীকৃষ্ণো রাধামোহনঃ সংবৃত্তঃ। তস্মিন্নেব কালে তন্মোহনস্যাপি তস্যাং রতির্জাতা। অতএব (সা রাধা) তল্লোভকারিণী (কারয়িত্রী)। পক্ষে গীতকারকস্য স্বচরণামৃতেন লোভকারিণীত্যর্থঃ॥৯৯॥

(১০০)

তদ্দিনে তত্র নন্দাদিসহিতবাসজনিতলজ্জয়া পরিচয়প্রশ্নাকৃতত্বাৎ পরদিনে শ্রীসুবলং সখীভাবাক্রান্তমুদ্দিশ্য তদ্দর্শনপ্রৌঢ়ানন্দ-জনিতোন্মাদদশায়াং[২] বাহ্যরহিতঃ সন্ রসিকশিরোমণিঃ শ্রীমদ্গোবিন্দকবিরাজে প্রকৃত[৩]তদ্‌ভাবভাবিতে স্বদশাং জ্ঞাপয়তি "কালিয়দমন"-ইত্যাদিনা। এতত্তু তদ্ধৃদয়প্রকাশিতত্বান্নাসম্ভবম্। অত্রোন্মাদলক্ষণম্—"উন্মাদো হৃদভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্‌বিরহাদিজঃ[৪]।" ইতি। "দিনমাহ" ইতি তদ্দিনমধ্যে ইত্যর্থঃ। বাহ্যজ্ঞানরাহিত্যেন তদ্দিনং বহুকালগতমিবেত্যভিপ্রায়োক্তিরিয়ম্। "তব ধরি হাম না জানো দিন-রাতি"-ইত্যাদিনা প্রেম্ণা নিজাত্মসুকুমত্তো বহুকালমননে রসপুষ্টিঃ। "কত শত নব ব্রজবালা"-ইত্যাদিনা তদ্রূপগতাঃ সখীঃ প্রেক্ষ্য সচমৎকারমুপমালঙ্কারেণ[৫] স্থিরবিদ্যুম্মালাত্বেন সর্বাঃ সখীঃ স্তৌতি। তাসু মধ্যে ললিতাদিকং দৃষ্টানন্দজনিতমোহাবৃতঃ সন্ "তহি ধনিমণি দুই চারি"-ইত্যনেন সংখ্যাস্থৈর্যকরণেঽসমর্থঃ সংবৃত্তঃ। "তাসু একা মম মোহে বলবৎকারণরূপা"—ইত্যুক্তবান্। সা কেতি ন জানামি। অত্রায়ং ভাবঃ। সত্যপি সর্বজ্ঞত্বাদিগুণে, তক্ষ্মুচ্চিহ্নাদিনা তজ্জ্ঞানসামর্থ্যে সতি চ কালীয়শিরসি নৃত্যবিধানে তামত্রানীয়াভিপ্রায়েণ শ্রীরাধাভিধাং জানামীতি সংস্কারঃ—তদ্দর্শনপ্রৌঢ়ানন্দজনিতোন্মাদদশায়াং নিত্য-নব[৬]-স্বরূপস্য চিদ্ঘনস্যানন্দঘনস্য চ নায়কচূড়ামণের্নোদ্বুদ্ধঃ[৭]। "রসো বৈ সঃ" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি[৮]" ইতি বেদবাক্যাৎ

টীকা—

১। যদিও কৃষ্ণের পূর্বরাগ এস্থলে উক্ত হইয়াছে তথাপি রাধামোহন অলঙ্কারশাস্ত্রকে সম্মুখে রাখিয়া ব্যাখ্যায় প্রথমে রাধার পূর্বরাগের কথাই বলিতেছেন। তাঁহার মতে "রাধামোহন"-শব্দটিই ইহার ব্যঞ্জক।

উজ্জ্বলে আছে—

"অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্যাচ্চারুতাধিকা॥"
১৪।৮

২। সমর্থা রতির পূর্বরাগ প্রৌঢ় ("সমর্থরতিভাজস্তু প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে" উজ্জ্বল—১৪।১১)। এই অবস্থায় সান্দ্র আনন্দ-উন্মাদনা পরম প্রকর্ষ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

৩। প্রকৃতি—পাঠান্তর—ড-পুঁথি।

৪। ভক্তি—২।৪।১১

৫। রাধামোহন এস্থলে সাদৃশ্যমাত্র-নির্দেশের জন্য উপমা অলঙ্কারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্যযুক্ত উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের স্থল।

৬। রস—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৭। মর্মার্থ এই যে ভগবান্ সর্বজ্ঞ সুতরাং রাধাকে চিনিতে সমর্থ। কালীয় নাগের শীর্ষে নৃত্য করার অভিপ্রায় এই যে সকলের সঙ্গে রাধা আসিলে তাঁহাকে চিনিয়া লইবেন। কিন্তু রাধাকে দর্শন করিবামাত্র পূর্বরাগের সমর্থরতিযোগ্য সান্দ্রানন্দজনিত উন্মাদনায় নিত্য-নব(-রস)স্বরূপ চৈতন্যময় ও আনন্দঘন নায়কচূড়ামণি কৃষ্ণেরও সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইল না।

৮। তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ব্রহ্মানন্দবল্লী, সপ্তম অনুবাক্।

"কস্মাদ্ বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ " ইত্যাদেঃ

"আমি হো না জানি না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপগুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন[1] ॥"

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতবচনাচ্চ তস্য প্রেমভ্রমে রসোৎকর্ষঃ। অন্যেষামর্থঃ সুগমঃ। "দিনে দিনে" ইতি পূর্ববৎ[3] বহুকালমননম্। সখীরূপো গীত-কর্তা প্রত্যুত্তরং করোতি "ঐছে নব নেহা" ইতি এতাদৃক নবপ্রেমা নবপ্রীতেরীদৃশী রীতিরিত্যর্থঃ। যদি কেনচিদুচ্যতে—"এবং স সুবল এব ন. গীতকর্তা" ইতি তন্ন। তদা কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তরসকর্তুঃ শ্রীসুবলচন্দ্রস্য অবৈদগ্ধ্য-মৌঢ্যাপত্তেরিতি দিক্ ॥ ১০০ ॥

(১০১)

পূর্বগীতে "ঐছে নব নেহা"-ইতি-প্রত্যুত্তরং কুর্বন্তং জনং প্রতি "হেরইতে হেরি না হেরি"-ইত্যাদিনা স্বয়োক্তা প্রীতেঃ রীতিঃ। কিং তু সা তূভয়নিষ্ঠাং বিনা ন সম্ভবতীতি লোকে প্রসিদ্ধিঃ। তস্যাঃ প্রীতির্ময়ি জনিতা নবেতি নোপলক্ষি-তমিত্যাহ—

"হৃদয়-নয়ন-গতিরীতি।
সো কি এ আন নহত পরতীতি ॥"

ইত্যত্রাসৌ ত্বয়োক্তো নবপ্রেমা, কিং বা "আন" অন্যৎ সহজ-বাল্যকৃতচাঞ্চল্যং—তয়োঃ প্রতীতির্মম নিশ্চয়জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। কথং বিদগ্ধেন ত্বয়া কিঞ্চিৎ তদভিযোগা[4] ন লক্ষিতাঃ—তত্রাহ "হেরইতে হেরি না হেরি"-ইত্যাদিচরণদ্বয়ম্। "পুছইতে" ইতি স্বসখীকর্তৃকজিজ্ঞাসায়ামিত্যর্থঃ। কৃষ্ণকর্তৃকজিজ্ঞাসা ন সম্ভবতি[5]। এবং রসপরিহাসে হাস্যাদিকং করোতি, ন বেতি সন্দেহঃ। ননু যদি সখ্যা সহ পরিহাসং করোতি তদা সা রসিকা। তস্যাঃ সখ্যোঽপি পরম-রসিকা ভবিষ্যন্তীতি তব কা চিন্তা। তত্রাহ "চতুর সখী সঙ্গে বসই" তস্যাস্তৎসখীনামপি রসপরিহাস-চাতুর্যাদিকং চ মমাগম্যমিত্যর্থঃ। ননু ভদ্রং তত্তিষ্ঠতু—হৃদয়[6]-রসকারকং বয়ঃ সংবৃত্তং চেৎ কা চিন্তা। তত্রাহ—

"পেখলু ব্রজনবনারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি।"

"ব্রজনবনারী"-ইত্যনেন তস্যা অদৃষ্টপূর্বত্বম্[7]। এবং তারুণ্যশৈশবয়োরপি তদ্ মজ্জ্ঞানবিষয়ং ন ভূতম্। ভো, যদি তস্যা রসিকাত্বং বয়ঃ সাভিযোগাদিকঞ্চ রসিকেন ত্বয়া কিঞ্চিন্ন জ্ঞাতং তদা কথং তস্যাং মৌঢ্যাৎ রতিং কুর্বাধুনা মহাতাপপর্বতারোহণং স্বয়ং করোষি। তত্রাহ—

—"ঐছন হেরইতে গোরি।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি ॥" ইতি বলাৎ-কারেণ সা গৌরী মম মনসি প্রবিষ্টা সতী স্থিতা, ন তু ময়ানীতা। তদৈবাতিশীঘ্রং কন্দর্পবাণ-ভিন্নোঽহং কথং তন্নিষ্ক্রান্তিং বিনা প্রাণিমীতি। শঙ্কয়া ইষ্টদ্বেষো ব্যঙ্গ্যোঽনুভাবোঽত্রোৎকর্ষঃ। তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ-পূর্বরাগোন্মাদানুভাবাঃ—

টীকা—

১। "কস্মাদ্ বৃন্দে প্রিয়সখি", "হরেঃ পাদমূলাৎ", "কুতোঽসৌ", "কুণ্ডারণ্যে", "কিমিহ কুরুতে", "নৃত্যশিক্ষাং", "গুরুঃ কঃ।" "তং ত্বন্মূর্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্‌বিদিক্ষু স্ফুরন্তী শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥"
গোবিন্দলীলামৃত—৮।৭৭

২। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। "পূর্ববৎ" অর্থাৎ প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারিতাজনিতভ্রম-প্রযুক্ত।

৪। "অভিযোগো ভবেদ্ ভাবব্যক্তিঃ স্বেন পরেণ চ।"
উজ্জ্বল—১৪।৩

৫। ভবতি—ঙ-পুঁথি।

৬। তদ্ধৃদয়—ঙ-পুঁথি।

৭। অদৃষ্টাপূর্বত্বম্—ঙ-পুঁথি।

"তত্রেষ্টদ্বেষনিঃশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ[১]।" ইতি।

"অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।

প্রলাপধাবনক্রোশবিপরীতক্রিয়াদয়ঃ[২]॥" ইতি

শ্রীমদ্রসামৃতসিন্ধুধৃতানুভাবানুসারেণ।

"তবহি কুসুমশর জোর"-ইতি-চরণে পূর্বরাগ-জনিতোন্মাদাপন্ন-কৃষ্ণকর্তৃকপ্রলাপ[৩]-কথনরূপ-পদচ্যুতালংকারদোষেণ[৪] পরমনির্দোষীভবতা শ্রীকৃষ্ণবাক্যভ্রমানুভাবরূপেণ তত্র[৫] উন্মাদদশা পরমপুষ্টীকৃতা[৬]। তদ্‌যথা কুসুমানি শরাণি যস্তেতি সমাসে কন্দর্পঃ প্রাপ্তঃ। "জোর" ইতি সন্ধানমকরোদিত্যর্থঃ। তত্র দেয়কর্মরূপ-"বাণ"-পদাদিমধ্যে কিঞ্চিৎ পদং ন দৃশ্যতে। অতস্তচ্চ্যুতম্। পরপদাঙ্কে যদ্‌"বাণ"-পদমস্তি তস্য ব্যবহিতান্বয়াদ্‌ গমকত্বাচ্চ পূর্বাঙ্কেঽন্বয়যোজনা ন সম্ভবতি। যদ্বা কুসুমান্যেব শরাণি, তানি সন্ধিতান্তকরোদিতি ব্যাখ্যানে কর্তৃপদস্যানুক্তত্বাৎ পদচ্যুতিঃ। অতএব মহাকবিরাজরাজেন পরমরসিকেন শ্রীমদ্‌গোবিন্দকবিরাজঠক্কুরেণানায়াসেন—

—"তবহি মদন শর জোর।

অলখিত ছুটি ফুটল হিয়া মোর॥" ইতি বক্তব্যে

"তবহি কুসুমশর জোর" ইতি শ্রীকৃষ্ণোক্তং প্রলাপোৎকর্ষকারকং যল্লিখিতং পূর্বাপরোন্মাদদশোত্তরসমন্বয়বাক্যপুষ্ট্যর্থমেব। যথা—"করোতি নাদং মুরলী রলী রলী[৭]-ইত্যাদি-শ্লোকে ব্যর্থ-শব্দো গুণত্বায় কল্পতে তদ্বৎ। ততঃ কৃষ্ণস্যাতিবৈবশ্যং দৃষ্ট্বা গীতকর্তা প্রকারান্তরেণাশ্বাসং করোতি "চান্দকি লাগি সুরজ উপরাগ" ইতি। অস্য ব্যাখ্যা—কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রস্য কলা সূর্যং গচ্ছতি। কুতঃ? "সহ রবিচন্দ্রৌ বসত" ইতি হেতোরমাবস্যায়াং চন্দ্রকৃতে সূর্যগ্রহণং ভবতি। তেন চ সমধর্মাক্রান্তৌ সমপীড়াবন্তৌ ভবতঃ। বরং চন্দ্রস্য পীড়াধিক্যং ভবতি। অতস্তদ্‌দৃষ্টান্তেনাহ—সা চন্দ্ররূপা সূর্যরূপে ত্বন্নয়ে স্থিতা, কন্দর্পবাণো রাহুরূপো ভূত্বা তত্তদ্ভয়পীড়াং জনয়তি। কিং তু তৎকৃতে তব পীড়াতঃ কন্দর্পবাণলক্ষ্যা সৈবেতি জানামীতি কবিপ্রৌঢ়োক্ত্যা অপহ্নুত্যলংকারো[৮]ঽত্র ব্যঙ্গ্যঃ॥ ১০১॥

টীকা—

১। উজ্জ্বল—১৫।২৩

২। ভক্তি—২।৪

৩। অনুভাবের অন্তর্গত বাচিক প্রকারবিশেষ। প্রলাপের লক্ষণ—

"ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ"—উজ্জ্বল—১১।৪০।

(আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ।
অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চাতিদেশকঃ॥
অপদেশোপদেশৌ চ নির্দেশো ব্যপদেশকঃ।
কীর্তিতা বচনারম্ভা দ্বাদশামী মনীষিভিঃ॥
উজ্জ্বল—১১।৩৫,৩৬॥

৪। কিন্তু পদচ্যুতি যদি রসপরিপোষক হয় তবে তাহা ব্যর্থ নহে সুতরাং রসদোষের হেতু নহে।

৫। তত্র—ঙ-পুঁথি।

৬। -কৃতা ইতি—ঙ-পুঁথি।

৭। "করোতি নাদং মুরলী রলী রলী
ব্রজাঙ্গনা-হৃন্মথনং থনং থনম্।
ততো বিদূনা ভজতে জতে জতে
হরে ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা॥"
উজ্জ্বল—১১।৮৮—উদাহরণ শ্লোক।

৮। "যা তু প্রকৃতস্যাঽন্যথাকৃতিঃ সাঽপহ্নুতিঃ। অপহ্নুতিনামাঽলংকারঃ। অন্যথাকৃতিঃ—প্রকৃতং নিষিধ্যাঽন্যস্থাপনম্॥ —অলংকারকৌস্তুভ, অষ্টম কিরণ—১০

"প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ॥
সাহিত্যদর্পণ—১০।৫৪

এস্থলে অপহ্নুতি অলংকার উক্ত হয় নাই, ব্যঞ্জিত হইয়াছে মাত্র। কৃষ্ণ নহে, রাধাই কন্দর্পের লক্ষ্য—ইহাই কবিবিবক্ষিত অর্থ।

(১০২)

পূর্ব গীতে ধ্রুবচরণে প্রায়ঃ সম্বোধনং বিস্মৃত এব। পূর্ব গীত উন্মাদদশাবস্থানাৎ কস্যাপি সম্বোধনং ন কৃতম্। তত্র "গোবিন্দ দাস চিতে জাগ"-ইত্যাদি-প্রত্যুত্তরে কৃতে কিঞ্চিজ্‌জ্ঞানাৎ সুবলত্বেনাসম্বোধ্য "শুন সজনী"-ইত্যাদিনা সখীত্বেন সম্বোধ্য, তদ্‌রাত্রৌ তত্রৈবোষিত্বা তৎপরদিনে সঙ্গমারম্ভে কালিন্দীস্নানং কৃত্বা সখিভিঃ সহ শ্রীমতী গতা। তদ্‌গমনপরিপাটী-কথনেন তন্নির্দয়দস্যুরূপত্বেন গীতকারকং প্রতি স্ববৈবশ্যং "সহচরি মেলি"-ইত্যাদিনা বক্তি। সা এব মম চিত্তধনহারিণী। কিং তু মজ্‌জ্ঞানসত্ত্বে মাং মোহয়িত্বা সাক্ষাৎকারেঽতিশিষ্টলোকবৎ স্বান্তর্ধানং কৃতবতী। নমু তৎপ্রকারঃ কীদৃশস্তদাহ। কনক-শিরীষস্য কুসুমমিব তনুচ্ছবির্যস্যাঃ। এতেন সৌন্দর্যসৌকোমল্যয়োরাধিক্যং কথয়িত্বা পুনর্মনসি কৃতমস্যোপমাযোগ্যং তদপি ন। তস্য দিনকর-কিরণে ম্লানির্ন দৃষ্টা। অসৌ তু তৎস্পর্শমাত্রেণ ম্লানা ভবতীতি নিরুপমা। এতাদৃশসৌন্দর্যাদিকং পাটচ্চর্যাং তিষ্ঠতু নাম, মহাসাধুবনিতাদিষু ন সম্ভবত্যতো মম মহান্ বিশ্বাসো জাতঃ। ততোঽ-তস্করজনবৎ নির্ভয়েন স্নানাদিকং বিধায় ধার্মিক-সামাজিক-রূপাভিস্তৎতুল্যরূপাদিবতীভিঃ সখীভিঃ সহ গতা। ততোঽধিকবিশ্বাসো জাতঃ। তদনন্তরং "ভোরি" মোহয়িত্বা মামিতি শেষং বক্তুং শ্রীকৃষ্ণোঽসমর্থঃ। ততঃ সংক্ষিপ্তে বিরুদ্ধে গুপ্তে চ যত্র পথি চৌর্যাদিকং সম্ভবতি তস্মিন্নেব মৎপ্রাণ[২]-মগময়ং। নমু কয়া দিশা স পন্থা? তত্রাহ—"চঞ্চল নয়নক ওর"। তদ্দিশা প্রাণমানীয় চিত্তধনং হৃতমিত্যর্থঃ। অতোঽস্মদাশ্চর্যং শৃণু। যদা প্রহরৈকদিনমধ্যে বালুকা উত্তপ্তা ভূতা, তস্যামতিকোমলচরণেন গমনে কৃতে ময়া দৃষ্টিঃ কৃতা। পুনস্তয়া সজলপদ্মবৎ শীতলকোমল-স্বাদিগুণযুক্তলোচনদ্বয়ং দৃষ্ট্বা নিজগুণেন পাত্রকে কৃত্বা জাতে। অত্রায়ং ভাবঃ। অন্তদ্‌বস্তু মন্নয়নবিষয়ী-ভূতমপি ন পশ্যামি, তাৎকালিকতচ্চরণমেবেতি। অতো ধনশূন্যং মম প্রাণং কৃত্বা—"রাজদ্বারি পুনরয়ং ফুৎকারং করিষ্যতি" ইতি মত্বা নিজসখরূপেণ পাপিনা মদনেন মদ্দেহং দাহয়তি—গোবিন্দদাস-কবিরাজরূপধারিণী সখী ত্বং ভদ্রং কৃত্বা জানীহি। যথা মদন এব পাপাগ্নিস্তেন ব্যঙ্গোথরূপকালঙ্কার-স্বায়িনা বঙ্ক্‌কাথোন মাং দহতি মারণোদ্যমং করোতি, ত্বমত্র প্রমাণমিতি দিক্॥ ১০২॥

টীকা—

১। তম্ আহ—পাঠান্তর মূল পুঁথি।

২। 'প্রাণানি' হওয়া উচিত কারণ 'প্রাণ' শব্দ নিত্য বহুবচন।

(১০৩)

পূর্ব গীতে চিত্তনয়নে হৃত্বা মম তনুং জারয়তী-ত্যুক্ত্বা পুনর্বিমৃশ্য "অহো যদি শীঘ্রং মত্তনুং ভস্মী-করিষ্যৎ তদা সর্বদুঃখবিমুক্তো ভবিষ্যম্। তদনুবর্তী সখীভিঃ সহ দিশি দিশ্যাবির্ভাবং কৃত্বা মমেন্দ্রিয়াদি জাড্যেন মূর্চ্ছয়িত্বা কেবলতদ্বশীভূতমনোনয়নমিলিত-মৎপ্রাণং[৪] পুনর্হাস্যাদিপ্রসাদদানাদিনা কুর্দয়িত্বা দুঃখমাত্রং দদাতি। তস্মাদিয়ং পাটচ্চরী ন ভবিষ্যতি কিং তু কুহকিনীগণমিলিতা ধন্বেয়ং প্রাতিহারিকা[৩] দেবী বা ভবিষ্যতি। অতঃ প্রশ্নং কৃত্বা জানামীতি "যাঁহা যাঁহা নিকশই তনু তনু জ্যোতি"-ইত্যাদিকং শ্রীকৃষ্ণ আহ। "তনু তনু" ইতি তনোর্দেহাৎ

৩। 'প্রাণানি' হওয়া উচিত।

৪। কুহকিনী।

সকাশাৎ যা তনুঃ সূক্ষ্মা জ্যোতিঃ কান্তিঃ "যাঁহা যাঁহা নিকশই" ইতি যত্র যত্র বহির্ভবতি তত্র তত্র বিদ্যুৎশ্রেণীমিব দৃষ্ট্বা চক্ষুর্মনঃসহিতো মমাত্মা সচমৎকারত্রাসং প্রাপ্নোতি। তত্রায়ং ভাবঃ—পট্টসূত্রাবগুণ্ঠায়াঃ শ্রীমত্যা অঙ্গদ্যুতিঃ সূক্ষ্মবস্ত্রজালাৎ যা সুতরামতিসূক্ষ্মা নিষ্ক্রামতি তস্যা অতিচাকচিক্যেন ত্রাসভাবো ব্যঙ্গ্যঃ[১]। দৃষ্টিস্তম্ভ-গাত্রকম্পৌ চ ব্যঙ্গ্যৌ বিদ্যুদ্রূপেণ বর্ণিতত্বাৎ। তথাহি[২] শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্ঘোরসত্ত্বোগ্রনিস্বনৈঃ।
পার্শ্বস্থালম্বরোমাঞ্চকম্পস্তম্ভভ্রমাদিকৃৎ ॥[৩] ইতি।

"যাঁহা যাঁহা অরুণ"-ইত্যাদে[৪]-রর্থো—যত্র যত্র পরমহর্ষকারকাত্যরুণচরণাভ্যাং চলগমনপরিপাট্যা স্থিত্বা নৃত্যমিব "চলই" পাদন্যাসং করোতি—যদ্ বা প্রথমত একপাদেন চলতি তৎ "চল" চলনম্, ততো দ্বিতীয়পাদেন পুনশ্চলত্যতঃ"চলই"—তত্র তত্র ভূমৌ স্থলকমলদলান্যরুণবর্ণানি স্খলন্তীব। অত্র [হর্ষো[৫] ব্যঙ্গ্যঃ। তত্রানুভাবো মুখফুল্লতা। হে সখি, কেয়ং ধন্যা কুহককররাজ্ঞী যা মদ্বিধবিজ্ঞং মোহয়িত্বা নানাভাবাদিকং জনয়তি। এবং সহচরীভির্মিলিত্বা][৬] পূর্বোক্ত-মরণধর্মাক্রান্ত-চক্ষুর্মনোমিলিত-মৎপ্রাণেন[৭] সাকং কদাপি ভীষয়িত্বা, কদাপি হর্ষয়িত্বা চ খেলাং করোতি—ন মারয়তীত্যর্থঃ। যত্র যত্র ভ্রূকৌটিল্যং করোতি তত্র তত্র ভূমৌ কালিন্দীজলতরঙ্গশ্যামতাং বিস্তারয়তীব। তস্মাৎ পূর্বোক্তাভ্যাং সহ মজ্জীবনং মজ্জতি। অত্রাবেগো[৮] ব্যঙ্গ্যঃ। তথাহি তত্রৈব—"চিত্তস্য সংভ্রমো যঃ স্যাদাবেগোঽয়ং স চাষ্টধা[৯]।" ইত্যাদি। তত্র—"প্রিয়োত্থপুলকং ব্যঙ্গ্যম্[১০]।" যত্র যত্র "তরল বিলোচন" কটাক্ষং তত্র তত্র ভূমৌ নীলোৎপলবনানি তৎসমূহানি বিস্তারয়তীব। তস্মাৎ কুসুমশরাণি[১১]ভূত্বা চিত্তরা তদ্ভ্রমাঙ্গিনো মৎপ্রাণস্য[১২] নিদ্রামচেতনরূপাং কিংবা মোহাখ্যাং[১৩] প্রাপয়ন্তি। অত্র জাড্যং কিংবা নিশ্চেষ্টিতমনুভাবঃ। তথাহি তত্রৈব—

"চিন্তালস্য-নিসর্গক্লমাদিভিশ্চিত্তমীলনং নিদ্রা।
তত্রাঙ্গভঙ্গজৃম্ভাজাড্যশ্বাসাক্ষিমীলনানি[১৪]স্যুঃ[১৫]॥"

টীকা—

১। বোদ্ধব্যঃ—ঙ-পুঁথি।
২। ঙ-পুঁথিতে নাই।
৩। ভক্তি—২।৪।
৪। ইত্যাদি—ঙ-পুঁথি।
৫। ব্যভিচারিভাব-প্রকার। ইহার লক্ষণ—
"অভীষ্টেক্ষণলাভাদিজাতা চেতঃ প্রসন্নতা।
হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রু মুখপ্রফুল্লতা॥
আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ।
ভক্তি—২।৪।
৬। বন্ধনী-চিহ্নিত অংশ ঙ-পুঁথিতে নাই।

৭। 'মৎপ্রাণৈঃ' হওয়া উচিত।
৮। ব্যভিচারিভাব-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"চিত্তস্য সম্ভ্রমো যঃ স্যাদাবেগোঽয়ং স চাষ্টধা।
প্রিয়াপ্রিয়ানলমরুৎবর্ষোৎপাতগজারিতঃ॥"
ভক্তি—২।৪।

পরবর্তী চারিটি শ্লোকে প্রিয়োত্থ প্রভৃতি পুলকের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ভক্তি—২।৪।

৯। ভক্তি—২।৪।
১০। ভক্তি—২।৪।
১১। তানি কুসুমশরাণি—ঙ-পুঁথি।
১২। "মৎপ্রাণানাং" পাঠ উপযুক্ত।
১৩। মোহাখ্যাদি—পাঠান্তর বহু।
১৪। নিমীলনানি—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।
১৫। ভক্তি—২।৪।

যত্র যত্র মাধুর্যমিশ্র[১]-হাস্যং করোতি তত্র তত্র শুভ্র-সুগন্ধিকুন্দকুসুমানি বিস্তারয়তীব। ভোঃ কুন্দস্য সুস্মিন্ধতা তাদৃশ-[২]সৌগন্ধ্যগুণাদিকং নাস্তি। অতঃ পুনরাহ কুমুদপ্রকাশকম্। এতেন হাস্যস্যাতি-শৌক্ল্যাদিকং বর্ণিতং—"সিতে কুমুদকৈরবে"[৩] ইত্যমর-কোষধৃতশ্লোকাৎ। এবমেতাদৃশং[৪] হাস্যাদিকং পাটচ্চরাৎ ন সংভবত্যত সা নাস্যা কাপি[৫] ভবিষ্যতীতি বিতর্কঃ। ভ্রূক্ষেপাদিকমনুভাবঃ। তথাহি তত্রৈব—

"বিমর্ষাৎ সংশয়াদেশ্চ বিতর্কস্তূহ উচ্যতে।
এষ ভ্রূক্ষেপণশিরোঽঙ্গুলিসঞ্চালনাদিকৃৎ[৬]॥"

ইতি।

গীতকর্তা প্রত্যুত্তরং করোতি ত্রিভুবনাসমোর্দ্ধ্বরূপ[৭]-গুণ[৮]-সৌন্দর্য[৯]-লাবণ্যা[১০]-ভিরূপ্যা[১১]দিভিশ্চিহ্নৈ-শ্চিহ্নিতাপি শ্রীরাধা তদ্রূপাদিনিরীক্ষণমুগ্ধেন ত্বয়া ন জ্ঞায়তে। তত্রৈব[১২] চিহ্নিতা নির্দিষ্টা প্রিয়া—নাস্যস্যেতি গূঢ়ার্থোঽপি সূচিতঃ। অত্রায়ং ভাবঃ—

পূর্বদর্শনজনিতাত্যাবেশেন দিশি দিশি স্ফুরন্তীমিব মন্যমানোঽঙ্কিবাহ্যদশায়াং তস্যাঃ প্রত্যঙ্গাভিরূপ্যবর্ণন-পূর্বকং "এ সখি কো ধনি সহচরী মেলি" ইত্যাদি-ধ্রুবপদাখ্যে "হামারি জীবন সঙ্গে করতহি খেলি"-ইত্যনেন নিজদুঃখমুক্তবান্। "দেখ সখি কো ধনি"-ইত্যাদি-পাঠেঽপি পূর্বানুভূতস্মরণং কৃত্বা নিজদুঃখং

টীকা—

১। মিশ্রিত—পাঠান্তর—ভ-পুঁথি।
২। তাদৃক্—পাঠান্তর—ভ-পুঁথি।
৩। অমরকোষ—১। বারিবর্গ।
৪। এতাদৃশহাস্যাদিকং—পাঠান্তর—বহু, ভ-পুঁথি।
৫। অন্যঃ কোঽপি—পাঠান্তর—ভ-পুঁথি।
৬। ভক্তি—২।৪।
৭। কায়িকগুণের অন্তর্গত। ইহার লক্ষণ—

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥"

উজ্জ্বল—১০।১৩।

৮। গুণ উদ্দীপনবিভাবের অন্তর্গত। ইহার প্রকার ভেদ—

"গুণাস্ত্রিধা মানসাঃ স্যুর্বাচিকাঃ কায়িকাস্তথা।
গুণাঃ কৃতজ্ঞতা-ক্ষান্তি-করুণাদ্যাস্তু মানসাঃ॥
বাচিকাস্তু গুণাঃ প্রোক্তাঃ কর্ণানন্দকতাদয়ঃ॥
তে বয়ো রূপলাবণ্যে সৌন্দর্যমভিরূপতা।
মাধুর্যং মার্দবাদ্যাশ্চ কায়িকাঃ কথিতা গুণাঃ॥"

উজ্জ্বল—১০।২-৫।

৯। কায়িক গুণ। ইহার লক্ষণ—

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্টঃ সন্ধিবন্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্যমিতীর্যতে॥"

উজ্জ্বল—১০।১৫

১০। কায়িক গুণ। ইহার লক্ষণ—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥"

উজ্জ্বল—১০।১৪

১১। কায়িক গুণ। ইহার লক্ষণ—

"যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈর্বস্তন্যন্নিকটস্থিতম্।
সারূপ্যং নয়তি প্রাজ্ঞৈরাভিরূপ্যং তদুচ্যতে॥"

উজ্জ্বল—১০।১৬

১২। তত্রৈব—ভ-পুঁথি।

সখীং জ্ঞাপয়তি। সহচরীভির্মিলিত্বা মৎপ্রাণেন সমং খেলয়তি হুঃখয়তীতি পশ্যেতি তৎপাঠার্থঃ। ন স্থিয়ং[1] কা, তাং পশ্যেত্যর্থে কৃতে "হামারি জীবন সঞে করতহিঁ খেলি"-ইত্যস্ত বাচ্যার্থং, পাঠোঽপি পুষ্টো ন ভবতি। পরস্পর-সাক্ষাদ্-দর্শনে সতি প্রেমবৈচিত্ত্যমানং[2] বিনা পূর্ব্বরাগাদৌ নিজতুঃখময়-বর্ণনং কস্মিন্ গ্রন্থেঽপি ন শ্রূয়তে। অতঃ সাক্ষা-চুক্তির্ময়া ন ব্যাখ্যাতা। এবং পূর্বাচার্য-শ্রীবিদ্যাপতি-ঠক্কুরকৃতাব্যবহিতবক্ষ্যমাণগীতানুসারেণাপি সাক্ষা-চুক্তির্নবুধ্যতে ইতি বস্তুতঃ প্রত্যঙ্গস্যাভিরূপ্যবর্ণনম্। তল্লক্ষণং যথা শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈর্বস্তুসন্নিকটস্থিতম্।

সারূপ্যং নয়তি প্রাজ্ঞৈরাভিরূপ্যং তদুচ্যতে॥"[3]

ইতি দিক্ ১৫৬॥

(১০৪)

তৎসখীরূপ-শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃত-"চিহ্নিত রাই চিহ্নই নাহি জান"-ইতি প্রত্যুত্তরসময়ে তদৈবাগত-স্বস্নেহাধিকসখী[4]-রূপ-শ্রীবিদ্যাপতিঠক্কু-রায়াশ্রুততৎপূর্ব গীতবর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণঃ সবৈক্লব্যং কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যনিজদশামিলিতবাক্যভেদেন "যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই"-ইত্যাদিনা পূর্বানুরাগং[5] কথয়তি। অস্য গীতস্য ব্যাখ্যা পূর্ববদ্বোদ্ধা। যৎকিঞ্চিদ্-গম্যমানার্থব্যাখ্যাং করোমি। চরণতলস্যারক্তত্বাৎ রক্তকমলং রক্তগর্ভকমলং বা বোধ্যম্। "অপুরব"-ইত্যনেন পূর্বদৃষ্টা "পেঠল হিয় মাহা মোরি"-ইত্যনেন নঞাৎকারেণ প্রবিষ্টৈত্যবগন্তব্যম্।

"যাঁহা যাঁহা নয়নবিকাশ।

তাঁহি কমলপরকাশ॥"

ইত্যত্রাপ্যসিতকমলমবগন্তব্যম্। প্রায়ঃ সর্বত্র নায়িকাচক্ষুষোঃ শ্যামত্বেন কবিভির্বর্ণিতত্বাৎ। "যাঁহা লহু হাসসঞ্চার"-ইত্যাদিমারভ্য "তাঁহি মদনশর লাখ"-ইত্যন্তেন বিষামৃতমিব তুঃখ-সুখদত্বং সূচিতম্। "অব তিনভুবন আগোর"-ইত্যনেন সর্বত্রৈব তদ্রূপং পশ্যামী-

টীকা—

১। নহু ইয়ং—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।

২। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের অন্তর্গত। ইহার লক্ষণ—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।

যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

উজ্জ্বল—১৫।৭৭

প্রেমবৈচিত্ত্যজনিত মানকে প্রেমবৈচিত্ত্যমান বলা হইয়াছে। মানের লক্ষণ—

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।

স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥"

উজ্জ্বল—১৫।৪৩

৩। উজ্জ্বল—১০।১৬।

৪। স্বস্নেহাধিকসখী—সখীগণকে সমস্নেহা ও অসমস্নেহা এই তুই ভাগে ভাগ করা যায়। কৃষ্ণ ও যূথেশ্বরীর প্রতি সখীস্নেহ যে স্থলে তুল্য সেই স্থলে সখী সমস্নেহা। যে স্থলে কৃষ্ণের প্রতি অথবা যূথেশ্বরীর প্রতি অধিক স্নেহ সে স্থলে সখী অসমস্নেহা। সখী, প্রাণসখী ও নিত্যসখীগণকে অসমস্নেহা সখী বলে। কৃষ্ণে যে অধিকস্নেহা, সে সখী—"যাঃ পূর্বং সখা ইত্যুক্তাস্তাস্তু স্নেহাধিকা হরৌ।" রাধায় অধিকস্নেহা—প্রাণসখী ও নিত্যসখী। এস্থলে ইহাদেরই কোন একজনকে স্নেহাধিকা সখী বলা হইয়াছে। উজ্জ্বলে ইহার লক্ষণ আছে—

"তদীয়তাভিমানিন্যো যাঃ স্নেহং সর্বদাশ্রিতাঃ।

সখ্যামল্লাধিকং কৃষ্ণাৎ সখীস্নেহাধিকাস্তু তাঃ॥

যাঃ পূর্বং প্রাণসখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কীর্তিতাঃ।

সখীস্নেহাধিকা জ্ঞেয়াস্তা এবাত্র মনীষিভিঃ॥"

উজ্জ্বল—৮।৫৬-৫৭

৫। পুর্বানুরাগং—খ, ক-পুঁথি।

ত্যর্থঃ। পূর্বগীতেঽপি পূর্বাচার্যশ্রীবিদ্যাপতিঠক্কুর-বর্ণনাভিপ্রায়েণ শ্রীমত্যা পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণকান্তোক্তির্ময়া ব্যাখ্যাতা। "পুন কিএ দরশন পাব"-ইত্যাদিনা পরোক্ষোক্তিং স্পষ্টয়তি। ততঃ [তব মোহে ইহ সুখ যাব[১]] ইতি শ্রুত্বা বিদ্যাপতিরূপ-সখী প্রত্যুত্তরং করোতি—"ময়াপি সাক্ষাতা। কিং তু ত্বদ্গুণেনৈব তামানীয় মেলয়ামীতি॥ ১০৪॥

(১০৫)

তত আশ্বাসবচনং শ্রুত্বা ধৈর্যাদিকমবলম্ব্য পুনস্তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়ান্যকার্যোপদেশেন সর্বত্র ভ্রমণং কর্তুং শ্রীকৃষ্ণ আরেভে। দিবসান্তরে কেনচিৎ-প্রকারেণ তাং দৃষ্ট্বানুরাগস্থায়িভাবেনাদৃষ্টপূর্বামিব মত্বা কমপি ন সম্বোধ্য "অপুরব[২]পেখলু রামা"-ইত্যাদিনা স্বয়ং বিলপতি। "অপুরব পেখলু রামা"-ইত্যনেন পূর্বাদৃষ্টা মনোরমাধুনৈব দৃষ্টেত্যর্থঃ। "অপুরব"-ইত্যস্য সংস্কৃতশব্দোঽপূর্বো—"ন পূর্বোঽপূর্ব" ইতি ব্যুৎপত্ত্যা পূর্বদৃষ্টায়া অদৃষ্টাত্ববর্ণনমনুরাগকৃতং ভবতি। তথাহি তল্লক্ষণং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।

রাগো ভবন্ নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে"॥[৩]

অস্যার্থঃ। সদানুভূতমপি প্রিয়জনং নবনবং করোতি। "অপি"-না সকৃদ[৪]-নুভূতমননুভূতঞ্চ সুতরাং করোতীত্যতোঽত্র রসপুষ্টিঃ। "কনকলতা"-ইত্যনেন তন্বঙ্গিত্বেন প্রকরণবলেন চ বয়ঃসন্ধিঃ[৫] প্রাপ্তঃ। নিষ্কলঙ্কচন্দ্রাদিপদমযুক্ত্বা যতঃ[৬] "হরিণহীন হিমধামা" ইত্যুক্তং তেন মন-আদীন্দ্রিয়াণামতিশীতলকরত্বং মুখচন্দ্রস্য ব্যঞ্জিতম্। কামঃ কন্দর্প এবাভিষেককর্তা। কম্বুঃ শঙ্খঃ। যদত্র গিরিবরত্বেন, কনকশম্ভুত্বেন চ বর্ণিতং তৎ শোভাংশে এব, ন তু তাদৃশোচ্চাংশে। পূর্বাপরবয়ঃসন্ধিবর্ণনাৎ সর্বত্রাপি গিরিতুল্যোচ্চত্বা-ত্যন্তাসম্ভবাৎ। এবং পরত্রাপি। প্রয়াগজলে স্থিতস্য কৃতশতক্রতোরপি কদাচিদ্ বহুভাগ্যলভ্যা ভবেৎ॥ ১০৫॥

(১০৬)

এতদুক্তেন তব কিম্? তত্র "পেখলু অপুরব"-ইত্যাদিনা নিজোদ্বেগ[৭]-কারণমাহ—কুটিলকটাক্ষরূপং শরং দৃষ্টিরূপং নিক্ষিপ্য পঞ্জরং কৃতিস্মাতিচঞ্চলমন্মনো-বিহঙ্গবন্ধনং তস্মিন্ পঞ্জরে বিনা রজ্জ্বা কৃতবতী। প্রথমে বয়সি বয়ঃসন্ধাবেব—অহো বৈদগ্ধ্যাদিকম্! শ্রেষ্ঠগজগমনাদপি গতির্মন্দা। অতোঽতিধৈর্য-গাম্ভীর্যে। এবং রূপগুণাদিনা মুনিগণস্য মনাংসি মোহয়তি, মাদৃশাং কা কথা! কনক-লতেব তনুর্যস্যা ইত্যনেন তন্বঙ্গী নাতিপুষ্টেতি ভাবঃ। "বদন ভান"

টীকা—

১। বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ প্রকরণানুরোধে দেওয়া হইল। মূল টীকায় বা অন্যত্র নাই, কিন্তু অনিবার্যরূপে অপেক্ষিত।

২। 'অপরূব'—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।

৩। উজ্জ্বল—১৪।১৫।

৪। সকৃদপি—পাঠান্তর—ঙ-পুঁথি।

৫। "বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্যতে"—উজ্জ্বল—১০।৮।

৬। যৎ—পাঠান্তর—ঙ-পুঁথি।

৭। "নৃপাদিজনিতা ভীতিরুদ্বেগঃ পরিকীর্তিতঃ—সাহিত্যদর্পণ—৬।১৩৭।

এস্থলে কটাক্ষরূপ-শরবর্ষণই ভীতির কারণ এবং কন্দর্পই নৃপ।

ইত্যস্যার্থঃ বদনে "ভান"[১] ভাসা[২] দীপ্তয়ঃ। 'নহু' যথা পৌর্ণমাসীষনেকপূর্ণচন্দ্রা উদিতা ইত্যর্থঃ 'চন্দা' ইতি বহুবচনেন লক্ষ্যতে। "সিন্দুর ভানু নহু তড়িত লতা তনু উজরি পুনমিক চন্দা" ইতি পাঠে ভানুস্থায়ী সিন্দুরবিন্দুঃ। বাচাপোষক-ব্যঙ্গালঙ্ক-মেঘ-স্থায়িনো লম্বিতকেশাঃ। তড়িল্লতা-স্থায়িনী তনুঃ। মুখ-পদনখ-চন্দ্রৈঃ 'উজরি' উজ্জ্বলঃ ইত্যর্থেনাদ্ভুতোপমা[৩] লক্ষিতা। "বদন ভান জনু কনকলতা তনু উয়ল পুনমিক চন্দা" ইতি পাঠো ব্যবহিতান্বয়াল্লিপিকরপ্রমাদজঃ। "কাঁচাকাঞ্চন"-ইত্যনেন জাম্বুনদপঙ্ক[৪]-মুপলভ্যতে। তেন বিলক্ষণ-মৃদানির্মিতমতিসৌষ্ঠববিশিষ্টকুচদ্বয়ম্। "তৈজসাবর্তিনী মূষা" ইত্যমরঃ[৫]। তয়োর্বক্ষোজয়োশ্চূচুকে অগ্রভাগৌ। তথাহি "চূচুকন্তু কুচাগ্রং স্যাদ্[৬]" ইত্যমরঃ। তয়োর্মরকতমিব শোভা[৭]। শ্রীমত্যাঃ কিঞ্চিদ্-বাম্যকৃতচাঞ্চল্যোনাত্মনস্কতয়া বস্ত্রাসংভালনেন, বায়ু-চ্ছলিতবস্ত্রত্বেন বা কুচদর্শনং সংবৃত্তম্। "বিদ্যাপতিপদ মোহে উপদেশল"-ইত্যাদি-পদস্য ব্যাখ্যা। ততো লতান্তরস্থিতা সখী তদ্বাক্যং শ্রুত্বা নিকটমাগতা সপরীহাসং প্রত্যুত্তরং করোতি। বিদ্যাপতিপদং[৮] চিন্তো নাম গন্তাত্বয়োপদিষ্টাহং প্রশ্নং করোমি। "রাধা রসময় ফন্দা" তব মনঃপতঙ্গ-বশকারক-রসময়োন্মাথঃ। "উন্মাথঃ ফান্দঃ" ইতি খ্যাতে "উন্মাথঃ কূটযন্ত্রঃ স্যাদ্[৯]" ইতি শূদ্রবর্গাৎ। রাধৈব কিদৃশী পুনঃ? কেন[১০] প্রকারেণ বা ত্বয়া দৃষ্টা—যাং নিরীক্ষ্য 'ধন্দা' বায়ুক্রান্ত ইব স্তব্ধঃ সংবৃত্তঃ। পক্ষে বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ্বা শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতম্। তস্যার্থো বিদ্যাপতিঠক্কুরপাদেন চরণেনোপদিষ্টোঽহং প্রত্যুত্তরং করোমি। অন্যৎ সামমিতি দিক্।

(১০৭)

পুনরৌৎসুক্যেন শ্রীকৃষ্ণঃ "রতন-মঞ্জরী ধনি"-ইত্যাদিনা দর্শনপ্রকারং সখীং প্রত্যাহ। ধন্যা সা রত্নস্য মঞ্জরী বল্লরিঃ "মাঞ্জী" ইতি খ্যাতা। পুন-

টীকা—

১। ভা—দীপ্তৌ—সিদ্ধান্তকৌমুদী ১৪৫১ সংখ্যক সূত্র। √ভা + ভাবে ল্যুট্ = ভানম্। "1. Appearing, being visible. —2 Light, lustre. —3. Perception, knowledge." (The Practical Sanskrit —English Dictionary—by Apte.'

"বদন ভান জনু উয়ল পুনমিক চন্দা"—এস্থলে ভান শব্দ বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ দীপ্তিমৎ অর্থে। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর ব্যাকরণের সঙ্গতি বজায় রাখিয়া 'ভান' শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন বহুবচনে দীপ্তিসমূহ। অতএব আননদীপ্তিমূহে মনে হইতেছে যেন অনেক পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। 'ভান'—শব্দের অর্থ জ্ঞান ও প্রকাশ ধরিলে বাক্যটির অর্থ হইবে—"বদন দেখিয়া মনে হয় যেন পূর্ণিমার চন্দ্র উঠিয়াছে। বদন প্রকাশিত হইয়াছে যেন পূর্ণচাঁদ উদিত হইয়াছে"।

২। 'ভাসা' মূল পুঁথিতে নাই।

৩। যে উপমায় উপমান-উপমেয়-সন্নিবেশ আশ্চর্য-জনক তাহাই অদ্ভুতোপমা।

৪। জাম্বুনদ—দেবভোগ্য স্বর্ণ, তাহার পঙ্ক অর্থাৎ তরল স্বর্ণ।

৫। দ্বিতীয় কাণ্ড, শূদ্রবর্গ।

৬। দ্বিতীয় কাণ্ড, মনুষ্যবর্গ, ৭৭ সংখ্যক শ্লোক।

৭। তয়োর্মরকতশোভা—ঙ-পুঁথি।

৮। বিদ্যাপতিঃ পদং—পাঠান্তর—মূল পুঁথি।
বিদ্যাপতিপদং নাম—পাঠান্তর ঙ-পুঁথি।

৯। দ্বিতীয় কাণ্ড, শূদ্রবর্গ ২৭ সংখ্যক শ্লোক।

১০। যেন—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

লাবণ্যসাগরা। তস্মাৎ প্রত্যঙ্গদর্শনান্মম মনো বিকলং ভূতং—যথা সাগরে মগ্নো ভূত্বা জনো বিকলো ভবতি তথেতি ভাবঃ। দশনস্থ কান্ত্যা কতিবিধ-বিদ্যুদ্দীপ্তিং করোতি। তাং দৃষ্ট্বা ত্রাসেন মন্মনো মূর্চ্ছতি। পুনর্হাস্যামৃত-তরঙ্গং নিপীয় চেতনং প্রাপ্নোতীত্যভিপ্রায়ঃ। হে সখি! তস্যা গমনকালে পথি দর্শনং ভূতম্। ততোঽনির্বচনীয়া সা সুন্দরী মাং প্রিয়মভয়দং নিরীক্ষ্য ভ্রমান্মাং ভয়দং মত্বা চঞ্চলা সতী, চকিতালঙ্কারেণ চমৎকৃতা সতী গচ্ছতি। তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ"[১]।" এবম্প্রকারেণ পদচতুষ্টয়ং গত্বা পুনঃ স্থগিতা সতী নিমিষযুক্তমর্থাৎ পক্ষ্মলং কটাক্ষশরং সন্ধিতবতী। স এব নিমিষশরো বিষমবিশিখস্য কন্দর্পস্য শরঃ[২]। তেন অন্তর্বেধেন জীর্ণং কৃত্বা সর্বধনমহরৎ। "মঝু"-ইত্যাদিনা ধনানি প্রপঞ্চয়তি—মম মনঃ = স্বান্তং, গুণং = সত্ত্বাদি[৩], যশঃ = কীর্তিঃ, ধৃতিঃ = ধৈর্যং, মতিঃ = বুদ্ধিঃ, 'ধাধস'[৪] = সাহসম্—এতানি ধনানি গৃহীত্বা 'বর' শ্রেষ্ঠা বালা গতা। গীতকর্তা 'জপতহি তুয়া গুণ'-ইত্যাদি-প্রত্যুত্তরেণাশ্বাসং কৃতবান্॥ ১০৭॥

(১০৮)

পূর্বগীতশেষে 'জপতহি তুয়া গুণ-মালা' ইতি ত্বয়োক্তম্। তস্মাৎতু[৫] মদানুরাগো মমাগমাঃ। কিং তু[৬] তস্যা নির্দয়রাজবদ্‌ব্যবহারেণ মম বৈক্লব্যং ত্বং শৃণু, ইত্যাহ—"কাঞ্চন কমল" ইত্যাদি। কাঞ্চনকমলস্য পবনকৃত-পরীবর্তদৃষ্টান্তেন তদ্বদনদর্শনং কার্যান্তরপারবশ্যেন সংবৃতং, ন ত্বনুরাগেণা-

টীকা—

১। উজ্জ্বল—১১।৩১।

এই অলঙ্কারটির উল্লেখ-প্রসঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৈশ্চিদন্তেঽপ্যলংকারাঃ প্রোক্তা নাত্র মযোদিতাঃ;
মুনেরসম্মতত্বেন কিংতু দ্বিতয়মুচ্যতে।
মৌগ্ধ্যঞ্চ চকিতঞ্চেতি কিঞ্চিন্মাধুর্যপোষণাৎ"।
উজ্জ্বল—১১।২৯।

২। উন্মাদনস্তাপনশ্চ শোষণঃ স্তম্ভনস্তথা।
সংমোহনশ্চ কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

৩। 'সত্ত্বত্যাদি'—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।

৪। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে' "ধাধস"-শব্দের অর্থ আছে—"ধন্দ>ধন্ধ+বশ···ধাঁধাঁ; ভ্রম। "নিদের আলসে বঁধুর ধাধসে তাহারে করিনু কোরে।—চণ্ডীদাস"। কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য পদের "ধাধস"-শব্দের অর্থ "ভ্রম", বা "ধাঁধাঁ" হইতে পারে না। রাধামোহন "ধাধস"-শব্দের অর্থ "সাহস" বলিয়াছেন। ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ সংস্কৃতে 'সাহস'-শব্দটি কদর্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা—'সাহসং তু দমো দণ্ডঃ'—অমর —২। ক্ষত্রিয় বর্গ। 'সাহসং তু দমে দুষ্করকর্মণি। অবিমৃশ্যকৃতৌ ধার্ষ্ট্যে' —ইতি হৈম। সম্ভবত 'সাধ্বস'-শব্দ হইতে "ধাধস"-শব্দটি আসিয়াছে। অমরে ১। নাট্যবর্গে আছে—"দরত্রাসৌ ভীতির্ভীঃ সাধ্বসং ভয়ম্"। ইহাই সমীচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়। রাধা পরস্ত্রী সুতরাং অগ্রহণীয়া। কিন্তু তাঁহার রূপরাশি শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ মোহিত করিয়াছে যে পরস্ত্রী-ঘটিত সকল ভয় তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণচিত্ত রাধাকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

৫। বহতে নাই। তস্মাত্ত—পাঠান্তর—ঙ-পুঁথি।

৬। কিংতু—ঙ-পুঁথিতে নাই।

নন্বুরাগেণ বেত্ত্যবগম্যতে। শোভাংশঃ[১] স্পষ্টঃ। মম ধনানি হৃতবতী তৎ পূর্বমেবোক্তম্। তানি গৃহীত্বাপি পুনারঙ্গযুক্তকটাক্ষেণ মদ্‌বেধং কৃতবতী। অহো তস্যাঃ সত্যপ্যেতাদৃশকাঠিণ্যে রূপ[২]-মাধুর্য[৩]-স্যাকর্ষকত্বম্। তদাহ—"কো দেই দারুণ বাধা"-ইতি-চরণেন। ঘনো মেঘ ইব ঘনো নিবিড়ো যঃ পটাগ্রভাগঃ স এব কুচগিরেঃ "কাঁচর" কঞ্চুলিকা। পুনঃপুনর্হাস্যং কৃত্বা তাং কঞ্চুলিকাং পুনর্নিরীক্ষিতবতী। যথা মম মনো হৃত্বা[৪] কনককুম্ভে নিক্ষিপ্য পুনঃপুনর্মুদ্রয়িত্বা রক্ষিতবতী। বেত্ত্যাংপ্রেক্ষ্য[৫]। গিরা "মুহর" ইতি লোকে প্রসিদ্ধিঃ। যদা সর্বেন্দ্রিয়-প্রধানং মনো বদ্ধং তদা সুতরাং তত্রৈবান্যেন্দ্রিয়ানি পরস্পরমিলিতানি। অহো তস্যাঃ পরমাকর্ষকত্বম্! মাদৃশাং জঙ্গমানাং কা কথা—কাষ্ঠপুত্তলিকায়া অপি তত্র মনো মূর্ছতি। যদ্বা কাষ্ঠপুত্তলীবদ্‌ভূত্বা তত্র মনো জাড্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। হে গোবিন্দদাস! ত্বমত্র প্রমাণম্। তস্যা অদ্ভুতাকর্ষকত্বং কিং ন জানাসি? অপি তু সুষ্ঠু জানাসীত্যর্থঃ॥ ১০৮॥

(১০৯)

পূর্বোক্তপ্রকারেণ পুনঃ কথয়তি "যব ধরি পেখলু রাই" ইতি ধ্রুবপদম্। নন্বু পূর্বাপরকৃতাভিযোগা দৃষ্টাস্ত্বয়ৈবোক্তাঃ। তদা কথমাকুলীভবসি! অত আহ—"নিরমল বদন"-ইত্যাদি, "কি এ অনুরাগিণী কি এ বিরাগিণী"-ইত্যন্তং চরণদ্বয়ম্। নির্মলবদন-কমলমাধুর্যং তদতিমাদকম্। নয়নচষকেণ কিঞ্চিৎ-পানমাত্রে সতি মত্ত ইব মনঃসংযোগরহিতোঽভবম্। এবং তদৈব ভ্রূভুজঙ্গদংশনগরলেন লুপিতঃ সন্ বিবেচনরহিতোঽতিশয়েন সংবৃত্তোঽহম্। অতো হাস্যনেত্রান্তকূণনে কীদৃশে সংবৃত্তে তন্নাজ্ঞাসিষম্। অতো মর্মবাধাস্যেন জ্ঞাতুমশক্যা, কেবলং ব্যথিত-মনোবেস্থা জাতা। তন্নিবৃত্তিস্তস্যা অধরামৃতদান-রূপদয়াযুক্তহৃদয়ং বিনা ন ভবিষ্যতি। তস্মাদত্র শৃঙ্গাররসোৎসুকা সতী যদি দুঃখিনং[৬] মাং স্বীকারং করোতি তদা দুঃখখণ্ডনম্। অত্র দয়া। তস্যা অপি দয়ালুতেত্যর্থঃ। ইতি শ্রুত্বা গীতকর্তা প্রত্যুত্তরং করোতি—শ্রীমদ্‌গোবিন্দদাসস্য প্রাভোরন্তঃকরণে নিত্যং নবীনেব দয়াশূন্যা তাদৃশরসানভিজ্ঞেব লগতি, সা তু রসবতী দয়াবিশিষ্টেতি দিক্। অত্র শ্রীমত্যা মুগ্ধাত্বস্য মুখ্যরূপেণ প্রস্তুতত্বাৎ স্পষ্টাভিযোগ-[৭]যুক্ত-

টীকা—

১। শোভা—অনুভাবের অন্তর্গত অযত্নজ অলংকার-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎস্যাদঙ্গবিভূষণম্॥
উজ্জ্বল— ১১।৯।

২। রূপ উদ্দীপনবিভাবের অন্তর্গত কায়িক গুণের প্রকার-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্‌ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্‌ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥"
উজ্জ্বল—১০।১৩

৩। মাধুর্য—অনুভাবের অন্তর্গত অযত্নজ অলংকারের প্রকার-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"মাধুর্যং নাম চেষ্টানাং সর্বাবস্থাসু চারুতা।"
উজ্জ্বল ১১।১২।

৪। কৃতিত্বা—বহ ('কৃত্বা' লিপিকরপ্রমাদজ)।

৫। "উপমায়াং বিকল্পে বা"—অমর ৩।৪।২৪৯।
"বা···সাম্যে"—অমর ৩।৪।৮।
"স্যুরেবং তু পুনর্বা এবেত্যবধারণবাচকাঃ—৩।৪।১৫।
সুতরাং উপমা, সাম্য ও অবধারণেও এস্থলে 'বা' শব্দ ব্যবহৃত।

৬। দুঃখেন—পাঠান্তর—ও-পুঁথি।

৭। অভিযোগ রতির আবির্ভাবের কারণ-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—"অভিযোগো ভবেদ্‌ভাবব্যক্তিঃ স্বেন পরেণ চ।" উজ্জ্বল—১৪।৩

গীতানি নাত্যুল্লাসকারকানি ভবন্তি। অতো "রতনমন্দির মাহা বৈঠল সুন্দরি সখি সঙ্গে রস পরথাই"-ইত্যাদীনি নোদাহৃতানি ॥ ১০৯ ॥

(১১০)

ততো "রসবতী"ইতি শ্রুত্বা সাক্ষাদ্ বিদ্যাপতি-রূপধারিণ্যাদি-সখীগণং সম্বোধ্য সৌৎসুক্যমাত্মনস্তন্মেলননিমিত্তং "যব ধরি পেখলু সো মুখলাবনি"-ইত্যাদিকমাহ। কাচিৎ সখী তত্র স্থিতা, ন স্থিতা বা, কিংবা ভাববৈবশ্যেন স্থিতাপি ন জ্ঞাতা—অতঃ "যব ধরি"-ইত্যাদিনা পূর্বাপরদশাং সংক্ষেপেনা-বোচৎ। অস্যার্থঃ সুগমঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং শ্রুত্বা রাধিকানিকটগমনপরামর্শং সখীগণস্য শ্রুত্বা চ, কিংবা তাসামভিপ্রায়ং বুদ্ধা গীতশেষে[1] গীতকারক-রূপসখী দৃঢ়াশ্বাসং কৃতবতী। তচ্ছ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দিতঃ সন্ তূষ্ণীংবভুব। এবং সখ্যোঽপি তত্র গমনোদ্যমং চক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১০ ॥

(১১১)

ততো দৌত্যার্থং তাসু গতাসু পুনস্তত্রাগতঃ শ্রীসুবলচন্দ্রং প্রেক্ষ্য "মুরতি দামিনী"-ইত্যাদিকমাহ। যামিনীকান্তশ্চন্দ্রঃ। ভামিনী কোপনা। "কোপনা[2] সৈব ভামিনী"-"ইত্যমরকোষ-[3]স্মরণাৎ। ভুজগারি-জাতারুণস্তং কালভুজঙ্গিনী গ্রসিতমকরোদ্ ইব ইত্যুৎপ্রেক্ষা। "করাত" ইতি কাতারি[4] যস্যাখ্যা। গীতশেষে দশমীদশা[5] সূচিতা ॥ ১১১ ॥

(১১২)

অথ তদ্বচিতগৌরচন্দ্রং "কি মধুর বয়স নব কৈশোর"-ইত্যাদিনা বক্ষ্যমানেন নিজকৃতেন চ স্মরতি। অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ১১২ ॥

(১১৩)

"নব কাম" ইত্যাদ্যত্র প্রথমতশ্চরণদ্বয়ে শ্রীরাধিকাভাবেন তদ্রূপস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য "নব-

---

টীকা—

১। বহতে নাই।

২। তথাচ কোপনা—পাঠান্তর—ঙ-পুঁথি।

৩। ২।৬—মনুষ্যবর্গ।

৪। সংস্কৃত "কর্তরী"-শব্দ হইতে বাংলায় "কাতারি"-শব্দ আসিয়াছে। অমরকোষে দ্বিতীয় কাণ্ডে শূদ্র-বর্গে ইহার লক্ষণ আছে—"কৃপাণী কর্তরী সমে"। ৩৩। বাংলায় "করাত"-শব্দটি সংস্কৃত "করপত্র"-শব্দ হইতে আসিয়াছে। অমরকোষে দ্বিতীয় কাণ্ডে শূদ্র-বর্গে ৩৪ সংখ্যক সূত্রে আছে—"ক্রকচোঽস্ত্রী করপত্রম্"। ইহার টীকায় আছে—"করেণ করাদ্ বা পততি। <পট্ট, ষ্ট্রন্"। "যে কাষ্ঠাদিবিদারণার্থস্য শস্ত্রস্য "করাত" ইতি খ্যাতস্য"। সুতরাং "করাত" ও "কাতারি" শব্দ দুইটি বিভিন্ন তৎসম-শব্দজাত তদ্ভব শব্দ এবং ইহাদের অর্থও বিভিন্ন। ক্রকচ শব্দের অর্থ করাত—1. A saw.—Apte's। কর্তরী শব্দের অর্থ কাঁচি, ছুরি বা ছোরা 1. Scissors. 2. A knife. 3. Cutlass, small sword.—Apte's। অতএব রাধামোহন ঠাকুরের "করাত" ইতি "কাতারি" যস্যাখ্যা"—উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নহে।

৫। দশমী দশা মৃত্যুদশা। ইহার লক্ষণ—

"তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণকদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ।"

উজ্জ্বল—১৫।২৫।

কাম"-নববয়স্কত্বং রূপ-মাধুর্যত্বঞ্চ[১] প্রাপ্তম্। শেষে চাতুর্যাবোধনবভাববিলাসেন চ রতিবামতা সখী-বশতা চ ব্যঞ্জিতা[২] ॥ ১১৩॥

(১১৪)

ততো দূরতো বিনয়ালম্বনচ্ছেনাত্র প্রস্তুতাং শ্রীরাধিকাং দৃষ্ট্বা কাচিৎ দূতী শ্রীকৃষ্ণমোহনম্ অসমানোর্দ্ধং তদ্রূপং বর্ণয়তি "জয় জয়"-ইত্যাদিনা। "শ্যামমোহিনী"-ইত্যনেন সুতরামেবৈতদ্রূপং দৃষ্ট্বা স মুগ্ধ ইতি ব্যক্তম্। "শ্রীগোবিন্দদাস"-ইত্যাদিঃ গীতকারকস্য তদ্রূপেণোক্তিঃ। "দেবি" ইতি সম্বোধনং পরমকান্তি[৩]-মতীত্বাৎ ॥ ১১৪ ॥

(১১৫)

ততো নিকটং গত্বা তত্র তস্যাঃ প্রীত্যুৎপাদনার্থং পরমানন্দেন[৪] তদ্‌যোগ্যত্বেন চ শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়ন্তী [কাচিৎ অন্যাঃ প্রত্যাহ "বিদগধ",-ইত্যাদিনা][৫]
॥ ১১৫ ॥

(১১৬)

ততঃ কৃতাশ্বাসনির্বাহার্থং মুগ্ধারূপায়াঃ শ্রীরাধিকায়া নিকটে সহসা কিঞ্চিদ্বক্তুমক্ষমা বভূবুঃ। ততো বিদ্যাপতিঠক্কুরঃ প্রথমতোঽস্পষ্ট-রূপেণ সামান্যপ্রেমকরণপরিপাটীং কথয়িত্বা তন্মনোবৃত্তিং বোদ্ধুং "এ ধনি কমলিনি"-ইত্যাদিকমাহ। হে ধন্যে! হে কমলিনি! পদ্মিনি! হিতবাক্যং শৃণু। যদা প্রেম কর্তব্যং তদা সুপুরুষং জ্ঞাত্বৈব। যতঃ সুজনস্য প্রেম হেমতুল্যং ভবতি, মানাগ্নিজনিত-বাগ্‌দণ্ডেন তথোজ্জ্বলং ভবতি। অতো মূল্যাধিক্যমেব। মৃণালতন্তুবৎ[৬] নায়িকাদৌর্জন্য-কৃতভঙ্গেঽপি ভঙ্গো ন ভবতি। ননু যদি কথয়সি— "মৎপতিরেব সুজনঃ পুরুষো, মুগ্ধায়া মম তেনাধুনা কিং প্রয়োজনং—যদ্‌ভবেৎ পশ্চাৎ তদ্ ভবিষ্যতি", অস্য প্রত্যুত্তরং শৃণু—ইতি আহ "সবহু মতঙ্গজে"-ইত্যাদি,"সকল পুরুখ নারি নহে গুণবন্ত"-ইত্যন্তম্। অতো বিদ্যাপতিরহং ভণামি প্রেম্ণো রীতিঃ পরিপাটী কশ্চিদস্তি নাস্তীতি বিচার্য তৎ করণীয়ম্। সর্বত্র তস্য গাঢ়তা নাস্ত্যেব। এবং সর্বেষাং সুপুরুষত্বং নাস্তীতি দিক্ ॥ ১১৬ ॥

(১১৭)

ইতি শ্রুত্বা মৌনে স্থিতাং পশ্যন্তী, সুতরাং নির্ভরা সতী পুনঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকর্তব্যতাং "জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ"-ইত্যাদিনাহ। নারীণাং জীবনতোঽপি যৌবনং সুখদং ভবতি। লোকে

টীকা—

১। মাধুর্য—অনুভাবের অন্তর্গত অযত্নজ অলঙ্কার। ইহার লক্ষণ—
"মাধুর্যং নাম চেষ্টানাং সর্বাবস্থাসু চারুতা।"

২। রাধার বিশেষণ—"সখীপ্রণয়িতাবশা।"
উজ্জ্বল—১১।১২

এই পদে গৌরাঙ্গে মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে—
"মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতচেষ্টাসু সব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্।" উজ্জ্বল—৫।১৮

৩। কান্তি—অনুভাবের অন্তর্গত অযত্নজ অলঙ্কারের প্রকারভেদ। ইহার লক্ষণ—
"শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।"
উজ্জ্বল—১১।১০।

৪। পরানন্দেন—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৫। বন্ধনীচিহ্নিত অংশ—ঙ-পুঁথিতে নাই।

৬। এবং মৃণালতন্তুবৎ—পাঠান্তর—ঙ-পুঁথি।

জীবনাদন্যৎ সুখদং নাস্তি। কিংতু নারীণাং তন্ন[১], যৌবনমেবাতি-সুখকারকম্। কিং তু সুপুরুষস্যাতি-বিদগ্ধস্য সঙ্গমং বিনা তদপ্যকিঞ্চিৎকরম্। অতস্তস্য প্রেম "কবহু জনি ছাড়" কদাচিদপি ন ত্যাজ্যম্। তৎ-করণাৎ[২] চন্দ্রকলেব স প্রেমা বর্দ্ধমানো ভবিষ্যতীতি শ্রুত্বাপানয়া ক্রোধাদিকং ন কৃতং, (ইতি দৃষ্ট্বা) পুনরন্তর্হাস্যাদিকং তর্কিতমিতি কা চিন্তা! অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামোল্লেখং করোমীতি বিমৃশ্য "তুহুঁ বৈছে নাগরী"-ইত্যাদি চরণং পুনরাহ। অনুরূপমিলনং কুর্বিত্যর্থঃ। ত্বদাজ্ঞাস্মিন্ যদি ভবতি তদানুষঙ্গং[৩] প্রসঙ্গং করোমি। অনুষঙ্গপদস্য প্রসঙ্গবাচকত্বং "দূরাদপ্যনুষঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে[৪]"-ইত্যাদি-শ্লোকে লভ্যতে। ততোঽপি চৌর্যপ্রেমণোঽতিসুখদত্বম্। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণসমো বৈদগ্ধ্যাদিগুণাকরঃ[৫] পুরুষো নাস্তঃ। অতো ব্রজ-সমাজগতা যাবন্নারী তস্যানুরক্তা। অতএব তৎকরণে তব দোষো ন ভবিষ্যতি। অতো লজ্জাং মা কুরু। যদি কথয়সি "লজ্জা ন, কিংত্বিদমকার্যং" তন্ন। রূপগুণবত্যা বৃহৎ কার্যমেতাবদেব ইতি॥ ১১৬॥

(১১৮)

নমু "কুলাঙ্গনানামন্যসঙ্গঃ পরমান্যায্যস্ততোঽপি ময়ি মুগ্ধায়াং তস্যানুরাগমজ্ঞাত্বা তৎসঙ্গস্য বৃহৎ-কার্যত্বেন বর্ণনং কৃত্বা প্রথমতো[৬] মম তারল্যং প্রকাশয়িতুমেতা অত্রাগতাঃ। তদলং প্রত্যুত্তরেণেতি নির্ধারয়ন্তী সৈব "মুদিতনয়ন"-ইত্যাদিনা লালসাযুক্ত-নায়িকানুরাগমাহ। যস্য নয়নভঙ্গ্যানঙ্গোঽপি মূর্চ্ছতো-তাদৃশোঽপি ত্বদনুরাগেণ রোদিতি। যদধরঃ সদৈব ত্রিজগদাকর্ষকং মাধুর্যং প্রকাশয়তি ত্বদনুরাগজবিরহ-নিঃশ্বাসাৎ তদধরো ম্লানিং প্রাপ্তঃ। বিদ্যাপতিরহং মিথ্যা ন ভণামি। ভো গোবিন্দদাস! তত্র ত্বং

টীকা—

১। সম্পদ, প্রতাপ ও প্রেম—এই ত্রিবিধ পুরুষার্থের মধ্যে সম্পদ ও প্রতাপ আমরণ পুরুষেরই অধিগত। সুতরাং প্রেমানুকূল যৌবন না থাকিলেও অপর দুই পুরুষার্থের হানি হয়না। কিন্তু স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে। তাহাদের যৌবনসর্বস্ব জীবন ও প্রেমসর্বস্ব যৌবন। অর্থাৎ প্রেমই তাহাদের জীবনের সর্বস্ব বলিয়া এবং এই প্রেম যৌবনেই সম্ভব বলিয়া যৌবন-কালই তাহাদের নিকট জীবনাধিক।

২। তৎকারণাৎ—পাঠান্তর বহ।

৩। অনুষঙ্গ শব্দের অর্থ রাধামোহন লিখিত 'প্রসঙ্গ' ব্যতীত অন্য অর্থও আছে যথা—অনুগ্রহ, প্রণয়, সম্বন্ধ ইত্যাদি। সুতরাং পংক্তিটির এই অর্থও হইবে—(ক) তুমি যদি 'অনুগ্রহ করিয়া' বল, (খ) তুমি যদি 'প্রণয় পূর্বক' বল, (গ) তুমি যদি 'সম্বন্ধ স্থাপনা করিতে' বল ইত্যাদি।

৪। দূরাদপ্যনুষঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে
সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিকরতী ধত্তে মুহুর্বেপথুম্।
আঃ কিংবা কথনীয়মন্যদসিতে দৈবাদ্নবাম্ভোধরে
দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎসুকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি॥
বিদগ্ধ—৩।২২

৫। "কলাবিলাসদিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্যতে—
ভক্তি—২।১

'ভক্তি'তে "অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ" ইত্যাদি হইতে "গুণাস্তস্যানুকীর্তিতাঃ" পর্যন্ত ২।১ লহরীতে কৃষ্ণগুণবিবরণ দ্রষ্টব্য।

৬। ঙ-পুঁথিতে নাই।

সাক্ষী। ততস্তদনুরাগোঽস্তি নাস্তীতি কথয়েত্যর্থঃ। পক্ষে বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য গীতপূরণং গোবিন্দদাস-কবিরাজেন কৃতমিতি গম্যতে ॥ ১১৮ ॥

(১১৯)

পূর্বগীতোক্তকথননির্দেশেন "কতএ কলাবতী"-ইত্যাদিকং শ্রীগোবিন্দদাস আহ। গোকুলে কতি যুবতয়ঃ সন্তি, ন কেবলং যৌবনস্থিমত্যোঽপি তু কৌশলরত্যঃ। ন কেবলং পুনস্তদ্দ্বয়বত্যঃ স্বমূর্তয়োঽপি। ত্বয়া হৃতচিত্তোঽপি হরিরন্যাসাং চিত্তং হরতি। অতঃ সর্বাস্তন্নিকটমাগচ্ছন্তি, স তু হাস্যং কৃত্বা রভসনিমিত্তং পুনঃ কামপি ন পশ্যতি। কিং তু যদি কদাচিদপি পশ্যতি তৎ সাহজিকং[১] ন তু রসোপযোগীতি "রভস"-শব্দেন "পুনঃ"-শব্দেন চ ধ্বনিতম্। হে সুন্দরি! অতোঽনুমীয়তে শুভক্ষণে স্বামিব্রতং ত্বয়া ত্যক্তম্। যস্মান্নারীব্রতং কৃষ্ণেন স্বীকৃতং, তস্মাজ্জগন্নারীভিরেবং রময়া চ মৃগ্যমাণঃ পুরুষোত্তমস্তদাজ্ঞাধারী ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ননু যদি কথয়সি "তদনুমানেন কিং করোতি, মন্নাম কদাচিদপি ন শ্রুতং, তদা ময়ি কথং সানুরাগো ভবিষ্যতি",—তত্রাহ। ত্বন্নিজনামাক্ষরদ্বয়পূর্ণং কিং কথয়ামি—"সো"-ইত্যনেন নামোচ্যতে—তৎ ত্বন্নাম্নৈকাক্ষররত্নমেকাক্ষরেণ দরিদ্রং হীনমিত্যর্থে—যদ্বা তস্য নাম্ন একাক্ষরং তদপি রত্নাকারস্বরহীনম্, অতএব "রাতি রতন"-ইত্যাদিশ্রবণে ত্বৎশঙ্কয়া চমৎকারং প্রাপ্নোতি। যদি কদাচিৎ ধৈর্যাবলম্বনেন[২], সমর্থো ভবতি তৎকালেঽপি ত্বদ্গুণগ্রাম[৩]-নামানি মুরলীদ্বারা গানং করোতি। স্বমুখে স্বরভঙ্গা[৪]-দিনা ন শক্নোতি। তত্রাপি কিঞ্চিদ্দৈববশেন মুরল্যা[৫] অপ্যব্যক্তনিঃস্বনোঽব্যক্তধ্বনির্ভবতীত্যর্থঃ। অন্যচ্চ,পু. "সহচরি কোড়ে" অত্যন্তপ্রিয়তমানায়িকাক্রোড়েঽপি ভ্রমাৎ ত্বন্নামগ্রাহং (করোতি) স্বামাহ্বয়তি। অতএব বিদ্যাপতিঠক্কুরেণ যদ্ গদিতং গোবিন্দদাসেন ময়া সাক্ষিরূপেণ প্রমাণত্বেনোক্তমিতি। অত্রায়ং ভাবঃ। পূর্বগীতে সামান্যতো লালসোক্তা। অস্মিন্ "দূরাদপ্যনুষঙ্গত"-ইত্যাদি-রীত্যা "রাতি রতন"-ইত্যনুষঙ্গতঃ (ত্বন্নাম-) শ্রবণে গাঢ়লালসা ব্যক্তা। [অত্রোৎসুক্যং স্পষ্টম্][৬]। সহচরিক্রোড়ে তন্নামশ্রবণাদ্ ঘূর্ণাপি স্পষ্টা ॥ ১১৯ ॥

(১২০)

পুনর্বিদ্যাপতিঠক্কুরঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রূপগুণাদিনা রমণ্যাকর্ষকত্বেন সর্বনায়কশিরোমণিত্বং ব্যঞ্জয়ন্

টীকা—

১। সাহজিক অর্থাৎ হেতুনিরপেক্ষ। এস্থলে সাধারণ দৃষ্টিপাত, যাহা কোনো বিশেষ মনোভাবের সূচক নহে। অর্থাৎ তাহা সৌজন্যসূচক শিষ্টাচার মাত্র।

২। ধৈর্যাবলম্বনে—ক-পুঁথি।

৩। উজ্জ্বলে রাধাপ্রকরণে "অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ" ইত্যাদি হইতে "নাম্নেষাং লক্ষণং কৃতং" পর্যন্ত সাত হইতে পনের সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত শ্রীরাধার গুণগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে।

৪। সাত্ত্বিকভাববিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবঃ।
বৈস্বর্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ"।
ভক্তি—২।২।২০

৫। বংশীর প্রকারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্রসমন্বিতা।
চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী"।
ভক্তি—২।১

ইহার অন্যান্য ভেদ বেণু ও বংশিকা।

৬। বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ক-পুঁথিতে নাই।

প্রৌঢ়[১]-লালসোদ্বেগাবাহ "সুন্দরী"-ইত্যাদিনা। হে সুন্দরি! তব রমণীজন্ম ধন্তম্। কথম্? সর্বজনৈস্তৎপ্রাপ্তিনিমিত্তং স ভাব্যতে ধ্যায়তে—স তু ত্বদ্ধ্যানাক্রান্তঃ সন্ বিভোরমুনিবদ্বাহ্যজ্ঞান-রহিতোঽভূদিত্যর্থঃ। অতি[২]-ধন্তাসি। অহো আশ্চর্যম্! চাতক-চকোর-লতাশ্রায়িনী ত্বং, সোঽম্বুদ-চন্দ্র-তরুস্থায়ী[৩]। তব তস্মিন্ স্পৃহা যদি ভবতি সৈব শ্লাঘ্যা। অত্র তু বিপরীতম্। এতেন কেবল-মেঘাদিগতিকচাতকাদীনাং বিপরীত-ভাব-দৃষ্টান্তেন তদ্রূপানন্যগতিসুচকোৎকণ্ঠাবিশিষ্ট-মেঘাদিস্থায়িনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ত্বৎকান্তললনাস্পৃহত্বেনানুকূলত্বং জাতমিতি ধ্বনিতম্। এবং গাঢ়লালসাপি ধ্বনিতা। নমু কদাপি ভদ্রং তেনাহং দৃষ্টা নেতি দৃগ্‌ভঙ্গ্যা যৎ সমাধানং রচয়সি তত্র শৃণু। যদা কেশং প্রসার্য বস্ত্রেণ বক্ষোজাঙ্কাবরণং কৃত্বা সমগ্র[৪]-রূপেণ স্বাঙ্গং দর্শয়িত্বাধুনা কাং সমাধাং রচয়সি তাং[৫] কথয়। যদ্বা অনাবৃতাঙ্গীং ত্বাং পূর্বদৃষ্টাং স্মৃত্বা জগজ্জীবনঃ শ্রীকৃষ্ণো মহান্ ব্যাকুলো[৬]-ঽভূদত্র কা সমাধা তাং কথয়। কিংতু তস্যান্তর্মানসং সদা জ্বলতি তদ্বিস্তাপতিরহং ভদ্রং জানামি। ত্বৎসঙ্গং বিনা কিঞ্চিৎকালং কল্প[৭]-তুল্যং দুঃখদং মন্যত ইত্যত্র গোবিন্দদাসঃ প্রমাণম্। অত্রানুভাবাঃ স্পষ্টাঃ ॥ ১২০ ॥

টীকা—

১। পূর্বরাগাদি যদি সমর্থা রতির হয় তবে তাহা প্রৌঢ় অভিধা লাভ করে। সমর্থা রতিরই অপর নাম প্রৌঢ় রতি "সমর্থরতিরূপস্তু প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে।"

উজ্জ্বল—১৫।১১

"রূঢ়ে ভাবে তথোদ্দীপ্তাঃ সূদ্দীপ্তা মোদনাদিষু"।

উজ্জ্বল—১৪।১২১

"রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে"।

উজ্জ্বল—১৪।১২২

২। অতো—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।

৩। চাতক ও অম্বুদ, চকোর ও চন্দ্র এবং লতা ও তরু পরস্পর প্রেমাসক্ত—ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি। সাহিত্যদর্পণে সপ্তম পরিচ্ছেদে কবিপ্রসিদ্ধির বিবরণ আছে।

যথা—

মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্যোঃ
রক্তৌ চ ক্রোধরাগৌ সরিদুদধিগতং পঙ্কজেন্দীবরাদি।
তোয়াধারেঽখিলেঽপি প্রসরতি চ মরালাদিকঃ পক্ষিসংঘো
জ্যোৎস্না পেয়া চকোরৈর্জলধরসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ।
পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি বকুলং যোষিতামাস্যমদ্যৈ-
র্যূনামঙ্গেষু হারাঃ স্ফুটতি চ হৃদয়ং বিপ্রয়োগস্য তাপৈঃ।
মৌর্বী রোলম্বমালা ধনুরথ বিশিখাঃ কৌসুমাঃ পুষ্পকেতো-
র্ভিন্নং স্যাদস্য বাণৈর্যুবজনহৃদয়ং স্ত্রীকটাক্ষেণ তদ্বৎ।
অহ্যম্ভোজং নিশায়াং বিকসতি কুমুদং চন্দ্রিকা শুক্লপক্ষে
মেঘধ্বানেষু নৃত্যং ভবতি চ শিখিনাং নাপ্যশোকে ফলং স্যাৎ।
ন স্যাজ্জাতী বসন্তে ন চ কুসুমফলে গন্ধসারদ্রুমাণাম্
ইত্যাদ্যুন্নেয়মন্যৎ কবিসময়গতং সৎকবীনাং প্রবন্ধে।

৪। সমরূপেণ—পাঠান্তর মূল-পুঁথি। সম্যগ্‌রূপেণ—ড-পুঁথি।

৫। তৎ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি, ড-পুঁথি।

৬। মহাব্যাকুলঃ—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৭। "কল্প শাস্ত্রে বিধৌ ন্যায়ে সংবর্তে ব্রহ্মণো দিনে"।

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
প্রোচ্যতে তৎসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে॥"

—বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ চতুর্যুগের সহস্রগুণ পরিমান কালকে ব্রহ্মার একদিন বলে। মনুসংহিতায় ব্রহ্মার দিনের যে মান নির্ণীত হইয়াছে তাহাতে মানুষের চার লক্ষ বত্রিশ কোটি দিনে ব্রহ্মার একদিন হয়। ব্রহ্মার একদিনকে বলে কল্প।

(১২১)

শ্রীবিদ্যাপতিনা শ্রীগোবিন্দদাসঃ প্রমাণমিত্যনেন কিঞ্চিদুক্তম্। কটাক্ষং[১] কৃতমিত্যতোঽত্র কবিরাজঃ প্রৌঢ়োদ্বেগদশাং "কি এ হিমকর"-ইত্যাদিনা বক্তি। হে রাধে! মদীশ্বরি! "তাকর অন্তর জ্বলই নিরন্তর" ইতি শ্রুত্বা কটাক্ষেণ মদৌষধরূপং চন্দ্রকিরণাদেঃ সেবনং তৎ সান্ন্যায় সমাধত্তে তত্র। যচ্চন্দনপঙ্কং তস্য গাত্রে জ্বলত্যতিশীঘ্রং শুষ্কং ভবতীত্যুদাত্তালঙ্কারো, যত এতল্লোকে ন সম্ভবতি। যথোক্তং—"লোকাতিশয়সম্পত্তিবর্ণনোদাত্ত উচ্যতে[২]" ইতি। অত্র হিমকরস্য কিরণঃ করঃ। তথা নির্ঝরস্যাতিস্নিগ্ধস্য পর্বতস্থ-প্রবাহস্য—নির্জনবনে নায়কস্য তত্র গমনাসামর্থ্যাৎ—জলমানীয় পুনর্দত্তস্য ঝরস্য প্রবাহস্যাকিঞ্চিৎকরত্বম্। এবমর্থে "প্রবাহে নির্ঝরো ঝরঃ" ইতি ত্রিকাণ্ড[৩]-স্মরণেঽপি ন পৌনরুক্ত্যম্। তথা পুষ্পশয্যা তথা কিশলয়স্যাতিকোমলকমলপত্রস্য শয্যা তথা মলয়ানিলোঽপ্যকার্যকরঃ। এতেষামকিঞ্চিৎকরত্বেন তস্য স্পৃহাভাবাৎ কেবলং ত্বৎস্পৃহা। অতএব ব্যাধিদশাশঙ্কা নিরস্তা—যতঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত্বৎস্পর্শস্য রঙ্কো দরিদ্র ইত্যবধারিতং ময়া। ননু বালিকায়া মম স্পৃহয়া কিং—প্রৌঢ়ানুশীলনং করোত্বিতি দৃগ্‌ভঙ্গ্যা যৎ কথয়সি তত্র[৪] শৃণু। নাগর্যাঃ ক্রোড়েঽপি ত্বদ্দর্শনজনিতাপূর্বমদনাশঙ্কয়া মূর্ছতি। তস্মাদেবং কুত্রাপি ন দৃশ্যত ইত্যপূর্বশব্দোঽথভাবঃ। পূর্বগীতে "সুন্দরি রমণী-জনম ধনি তোর" ইতি বিদ্যাপত্যুক্ত্যা কিঞ্চিন্নিজাভীষ্টমর্যাদা-সহিষ্ণুতয়া পুনর্মর্যাদাপূর্বকং "ধনি ধনি"-ইত্যাদিনা তদর্থানুবাদং[৫] করোতি-ধন্যভাগ্যা বা ধন্যাঃ তাভ্যোঽপি ত্বং ধন্যা। তথা রমণীনাং শিরসি স্থিতা মণিরূপা। যতোঽশেষব্রহ্মাণ্ডগতচরাচর-পর্যন্তবিস্মাপক-ত্রিজগন্নারীগণাকর্ষকাসমোর্দ্ধ্ব সৌন্দর্য-মাধুর্যাম্বানন্ত্যশালী শ্রীকৃষ্ণো যস্যাস্ত্বৈকান্তোঽত্যন্তানুকূল[৬] অতএব গোবিন্দদাসো মতিমান্ ত্বদভিসারং বিনা ত্বচ্চরণং ন ত্যজতীতি ভাবঃ॥ ১২১॥

(১২২)

ননু ত্বয়ৈবোক্তং "নাগরি কোরে ভোরি মুরছায়ই" ইতি লিঙর্থ[৭]-প্রতিপাদকশব্দেনৈবেদং বোধ্যতে—মন্নামশ্রবণাদীনাশ্রুপাতাদিকং কৃত্বা যুষ্মাকং মনো মূর্ছয়িত্বা বহুনার্যনুশীলনেন স্ত্রীসম্পর্কতিলাতসীত্যাদি-বৈদ্যকবচনবোধিতপিত্তোত্থণজনিতদাহস্তস্য সংক্রান্ত-

টীকা—

১। কটাক্ষোঽপাঙ্গদর্শনে—অমর ২।৭।৪—মনুষ্যবর্গ।

২। অলঙ্কারপংক্তি—"যদাপি প্রস্তুতস্যাঙ্গং মহতাং চরিতং ভবেৎ"। সাহিত্য দর্পণ—১০।১২৩

৩। অমর—২।৪।৫

৪। তৎ—পাঠান্তর—বহ।

৫। অনুকথন।

৬। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব বস্তুর যিনি বিস্ময়জনক, যিনি ত্রিভুবনের নারীগণের চিত্তাকর্ষক এবং যাঁহার সম বা অধিক কেহই নাই, যাঁহার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সীমা নাই—এমন শ্রীকৃষ্ণ তোমাতে একান্ত ভাবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র ভাবে এবং অত্যন্ত ভাবে অর্থাৎ চিরন্তনরূপে অনুরক্ত।

৭। লিঙ্ অর্থাৎ আশীর্লিঙ্ ও বিধিলিঙ্। এস্থলে সাধারণ ক্রিয়াপদ বুঝাইতেছে। এই হিসাবে 'ল-কারার্থ' পাঠ উপযুক্ত হইত। অথবা রাধার উক্তি "করোতু" (টীকার উক্ত) শব্দকে উদ্দেশ্য করিয়া 'লিঙর্থ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্তদলং কেবলবায়ুনাশকরূরেণ। এবমপথ্যরূপ-বালিকাসঙ্গেন। তস্মাদ্ বায়ুপিত্তহর-চন্দনপঙ্ক-কিশলয়-কমল-চন্দ্রাণামনুশীলনং পুনঃ পুনঃ করোম্বিতি স্মিতেন প্রত্যুত্তরং কুর্বতীং শ্রীরাধিকাং প্রতি সোল্লুণ্ঠন[১]-পূর্বকং "রসবতী সরস পরশ মুখবঙ্ক"-ইত্যাদিকমাহ। রসব্যাধিনাশকস্পর্শেন যস্য মুখকৌটিল্যং ভবতি তস্য চন্দনেন্ধনস্য কাষ্ঠস্য তস্মান্নীরসস্য পঙ্কেন কিং করিষ্যতি! স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়া স্ত্রীণামনুশীলনং ন করোতীতি "মুখবঙ্ক" ইত্যাত্মারভ্য "বিধুমুখী-চুম্বন যাহে ন শোহাই"-ইত্যন্তেন প্রতিপাদিতম্। নায়িকাকর্তৃকস্পর্শনালিঙ্গন-চুম্বনানি পুনর্মহাপীড়াদায়কান্যেব ভবন্তি। "পদ্মিনী[২] তু ত্রিদোষঘ্নী যদি স্যাৎ প্রাপ্তযৌবনা" ইত্যপি বৈদ্যকশাস্ত্রানুসারেণ তদন্তরঙ্গজনপ্রাপিতপরমদাহহর-বিশেষপদ্মিনীস্পর্শাদিনা যস্য শান্তির্ন ভূতা তস্যৈতৈঃ কিম্! অতএব সর্বসন্দেহো গতঃ। অধুনা স্বদনুচরঃ কেবলং ত্বৎপশ্চাদ্গামী শ্রীকৃষ্ণঃ সংবৃত্তঃ। অতএব, হে নাগরি! অস্মিন্ কদাচিৎ পুনর্বাক্যান্তরং কথয়ামীতি পর্যবসিতার্থঃ। তদেব ষং তব গুণগানং করোমীত্যর্থঃ॥ ১২২॥

টীকা—

১। উল্লুণ্ঠন ও সোল্লুণ্ঠন পর্যায় শব্দ।

২। রতিমঞ্জরীতে পদ্মিনীর লক্ষণ আছে—

"ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরলকুচযুগ্মা চারুকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনসুশীলা গীতবাদ্যানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥"

(১২৩)

তস্মাদপ্যুৎকৃষ্টাং প্রৌঢ়া[৩]-মুদ্বেগদশাং "চম্পকদাম"-ইত্যাদিনা পুনঃ কথয়তি। চম্পকদামদর্শনাৎ

৩। প্রেম ত্রিবিধ—"সা ত্রিধা কথ্যতে প্রৌঢ়-মধ্য-মন্দ-প্রভেদতঃ।" উজ্জ্বল—১৪।৩৬

প্রৌঢ় প্রেমের লক্ষণ—

"বিলম্বাদিভিরজ্ঞাতচিত্তবৃত্তৌ প্রিয়ে জনে।
ইতরঃ ক্লেশকারী যঃ স প্রেমা প্রৌঢ় উচ্যতে॥"

উজ্জ্বল—১৪।৩৭

এবং "প্রৌঢ়ঃ প্রেমা স যত্র স্যাদ্ বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা।"

উজ্জ্বল—১৪।৪০

এই প্রৌঢ় প্রেম রাধাকৃষ্ণে বিশেষভাবে প্রকটিত। সাধারণত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব—এই ক্রমে প্রেম দেখা দেয়। কিন্তু প্রৌঢ় প্রেম স্থলে এই ক্রমেরও বিপর্যয় হয়। যথা—

"রাগানুরাগতামাদৌ স্নেহঃ প্রাপ্যৈব সত্বরম্।
মানবৎ প্রণয়বচ্চ কচিৎ পশ্চাৎ প্রপদ্যতে॥
অতএবাত্র শাস্ত্রেষু শ্রূয়তে রাধিকাদিষু।
পূর্বরাগপ্রসঙ্গেঽপি প্রকটং রাগলক্ষণম্॥"

উজ্জ্বল—১৪।১১৭,১১৮

পূর্বরাগের প্রৌঢ় উদ্বেগদশা সমর্থা রতির পক্ষেই সম্ভব—

"সমর্থরতিরূপস্তু প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে।
লালসাদিরিহ প্রৌঢ়ে মরণান্তা দশা ভবেৎ।
তৎতৎসঞ্চারিভাবানামুৎকটত্বাদনেকধা॥"

উজ্জ্বল—১৫।১১

পূর্বরাগের দ্বিতীয় দশা উদ্বেগ—যাহা এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। রাধিকাদির উপযোগী রতিক্রম ও দশাসমূহ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণেও সম্ভব—

"এবংক্রমেণ বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বরাগো হরেরপি।"

উজ্জ্বল—১৫।৪২

মনোঽতিশয়েন কম্পত ইতি প্রৌঢ়োদ্বেগদশা সূচিতা। "লোচনে বহে অনুরাগ"-ইত্যনুরাগপদেনাত্র মাঞ্জিষ্ঠ ইতি রক্তিমা রাগ উচ্যতে। তস্মাল্লোচনযুগলং রক্তবর্ণমভূৎ। অতঃ স্পষ্টরূপেণ তব রাগং বহতি[১]। তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ—"রাগঃ কুসুম্ভ-মঞ্জিষ্ঠা-সম্ভবো রক্তিমা মতঃ[২]॥ "অপি চ—"ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠ-রাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা[৩]॥" তস্মাদপি স্পষ্ট-রাগং শৃণু। বৃষভানুনন্দিনীতি সদা জপতি, ভ্রমাদপি নান্যাং কথয়তি। লক্ষলক্ষধন্যানাং নায়িকানাং মধুরালাপে স্বপ্নেঽপি কর্ণং ন দদাতীত্যুপলক্ষণম্[৪], (অতঃ) স্পর্শনাদৌ চ ন স্পৃহ্যতি। অপি মুখকৌটিল্যং করোতীতি জ্ঞেয়ম্। নমু যদি কথয়সি জপশব্দেনা-ত্যন্তলঘূচ্চারণমুচ্যতে। যথা তন্ত্রে—"মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে"। অতএব ভবদ্ভিঃ কথং শ্রুতং, কেন বা মন্নাম-স্পষ্টগ্রহণং বিনা ময়ি রাগস্তর্কিতঃ ?—তত্র শৃণু। ত্বন্নাম স্পষ্টরূপেণ শ্রুতং, কিং তু সম্যক্ ন। তদ্ যথা "রা ইহ কহই" ইত্যাদি। "রাধা"ইতি সম্যগ্ উচ্চরিতুং ন শক্নোতি। যতো 'রা' ইত্যক্ষরোচ্চারণমাত্রেণ সুদ্দীপ্তসাত্ত্বি-কোদয়াৎ[৫] স পুরুষমণি[৬]-র্ধরণ্যাং লুঠতি। অতএব কো জনঃ "আরতি ওর" আর্তিসীমাং—তস্য তদভি-লাসসীমাং কথয়িতুং সমর্থ ইত্যর্থঃ। তত্র নিশ্বাস-চাপলাস্তম্ভা[৭]-শ্রুচিন্তা অনুভাবাঃ ॥ ১২৩॥

(১২৪)

পূর্ববাক্যপুষ্ট্যর্থং কশ্চিৎ তদুদ্বেগদশাবোধক-তদনুরূপং "সে যে নাগর"-ইত্যাদি-বাক্যমাহ। স নাগরো নাগরীণামেকান্তবশীকরণরূপঃ সর্বগুণৈক-

---

টীকা—

১। "লোচনে বহে অনুরাগ"—এই কাব্যাংশে যদি অতিশয়োক্তি অলংকার ধরা হয় তবে "বহে" শব্দের অর্থ "ধারণ করিতেছে" না হইয়া "প্রবাহিত হইতেছে" হইবে এবং "অনুরাগ"-পদটিকে "অশ্রু"-রূপ-উপমেয়-স্থলে "অনুরাগ"-রূপ-উপমান ধরিতে হইবে।

২। রাগের লক্ষণ—

"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে।

এই রাগেরই প্রকার-বিশেষ রক্তিমা যাহার প্রকারভেদ 'মাঞ্জিষ্ঠ' এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে—(উজ্জ্বল—১৪।৬৭)।

কুসুম্ভরাগের লক্ষণ—

"কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জিত দ্রুতম্।
অনুরাগান্তরবিব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতম্॥
সদাধারবিশেষেষু কৌসুম্ভোঽপি স্থিরো ভবেৎ।
ইতি কৃষ্ণপ্রণয়িষু ম্লানিরস্য ন যুজ্যতে।"

উজ্জ্বল—১৪।৬৮।৬৯

৩। রক্তিমারাগের প্রকাশবিশেষ মাঞ্জিষ্ঠ। সম্পূর্ণ শ্লোক—

"অহার্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥"

উজ্জ্বল—১৪।৭০

৪। যুগপৎ ভেদক এবং অনন্বিত বস্তুই উপলক্ষণ। ইহার দ্বারা এস্থলে স্পর্শাদিতেও অনীহা বুঝাইতেছে।

৫। "একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষা সর্ব এব বা।
আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্তিতাঃ।
উদ্দীপ্তা এব সুদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি"।

ভক্তি—২।৩

৬। সুপুরুষমণি—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

৭। অনুভাব অর্থে প্রযুক্ত। অন্যথা সাত্ত্বিক স্তম্ভাদির অস্ত থাকে না।

নিলয়োঽর্থাদসমোর্দ্ধ্ব চতুঃষষ্টিগুণশালী[1] অপি ত্বন্নাম সদৈব জপতি। অসমানোর্দ্ধ রূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরস্থাপি বিস্ময়কারিণী ত্বমিতি ভাবঃ। ত্বৎকথাশ্রবণেঽঙ্গে পুলকানি[2] ভবন্তি। অবনতশিরসো লোচনাশ্রু[3]-পতনাৎ স্তম্ভচিন্তাশ্রবোঽনুভাবা লক্ষ্যন্তে॥ ১২৩॥

(১২৫)

পুনরন্যা কাচিজ্জাগর্যাতানবদশামিলিততন্নিকটগমনসূচকং "শুন শুন গুণবতী"-ইত্যাদি-রূঢ়বাক্যমাহ। হে গুণবতি! দয়াদিগুণযুক্তে! ত্বাং বিনা কৃষ্ণো ব্যাকুলোঽভূৎ। তব স্পর্শনিমিত্তং দাহযুক্তঃ সন্ যামিনীষু জাগর্তি। অনেন জাগর্য্যা "ছটফট" ইতি তদনুভাবো গদলক্ষণঃ সূচিতঃ। "খীন তনু"-ইত্যনেন তানবদশা। "চীতপুথলি সম[4] দেহ" ইত্যনেন স্তম্ভদৌর্বল্যানুভাবো বোধ্যতে। অর্দ্ধবাক্যকথনেন "নিরবে ঝরএ দুন আঁখি"-ইত্যনেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য জ্ঞানযুক্তত্বসূচনাৎ জড়িমাদশা ন ঘটতে, কিং তু স্খলিত[5]-সাত্ত্বিকভাবোঽবগম্যতে। জ্ঞানদাসেন সারঃ কথ্যতে। কিং তৎ? গমনং কুর্বিতি রূঢ়বাক্যম্॥১২৫॥

(১২৬)

পুনরন্যা কাচিৎ সান্ত্বনয়ং শ্রীমত্যা নির্দয়ত্বং ব্যঞ্জয়ন্তী শ্রীকৃষ্ণস্য কেবলতানবদশাং "ধনি ধনি গুণবতি"-ইত্যাদিনাহ। হে রাধে! ত্বং ধন্যাসি ধন্যাসি। সর্বগুণযুক্তা সতী মাধবং সর্বসৌন্দর্যমাধুর্যাদিলক্ষীধব[6]রূপং—তস্মাৎ তস্য মুখানিবাসস্থানং—নিজসঙ্গপ্রসাদামৃতদানং বিনা ভাবিনীদশমীদশাপন্নং কৃত্বা কাং সিদ্ধিং প্রাপ্সসি। যত্তত্র কথয়সি মুগ্ধায়া ময়াধুনা সঙ্গো ন ভবিতা—কালান্তরে কদাচিৎ ভবেৎ ভবিষ্যতি (বা)—তত্র শৃণু—"চান্দহি দিনহি"-ইত্যাদিকম্। চন্দ্রকলা কৃষ্ণপক্ষে দিবসে দিবসে ক্ষীণা ভবতি। "চান্দহি দিনহি দীনা" ইতি পাঠো লিপিকরপ্রমাদজোঽক্ষরগণনয়া ছন্দোভঙ্গাদর্থাসঙ্গতেশ্চ। স শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ পুনঃ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণো ভবতি। তস্মাৎ ক্ষণকালবিলম্বং ন সহতে।

"কুসুমবলয়া পুন ফেরি।
ভাতি বনাওব কত শত বেরি॥"

ইত্যপি পাঠঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে। পাঠদ্বয়েঽপি তানবদশা ব্যক্তা॥ ১২৬॥

(১২৭)

পূর্বগীতে "শিরে কর হানি"-ইত্যাদিনা বিদ্যাপতিঠক্কুরেণ স্বয়মাক্ষিপ্তম্। তদনুসারে ব্যঙ্গ্যেনায়মপি সমাক্ষিপ্য শ্রীকৃষ্ণস্যোন্মাদদশাং

টীকা—

১। প্রকটস্বরূপে ষাটটি প্রকট গুণ এবং চারিটি অসাধারণ গুণ মিলিয়া চৌষট্টিগুণ। "অয়ংনেতা সুরম্যাঙ্গ" হইতে আরম্ভ করিয়া "গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্" পর্যন্ত কয়েকটি শ্লোকে গুণগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ভক্তি—২।১

২। রোমাঞ্চ।

৩। 'লোচন হইতে অশ্রু'—এই পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসে 'লোচন' শব্দের ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে কারণ 'অশ্রু' শব্দের অর্থই চক্ষুজল।

৪। চিত্রগত পুত্তলিকার ন্যায়।

৫। "তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্যান্তঃ স্বপ্রকটাং দশাম্।
শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জলিতা ইতি কীর্তিতাঃ।"
ভক্তি—২।৩

৬। বর—উ-পুঁথি।

"কাঞ্চন-মণী"-ইত্যাদিনা গীতদ্বয়েন কবিরাজ আহ। নিদ্রায়ামপি যা মুরলী শ্রীকৃষ্ণেন ন ত্যজ্যতে সা বৈবশ্যাৎ করাদ্ বিগলিতা। অতঃ সুতরাং তৎমুরলী-বাদনাভ্যাসো দূরে গতা। অনুক্ষণং মদনদহনেন তদগ্নিনা পরিপূর্ণঃ। অদ্যাপি লোকে "ভরিপুর" ইতি ভাষা উচ্যতে। তস্মাৎ ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলী-কলকূজিতো[১] জন এতাদৃশো ভূতঃ। অতএব ত্বচ্চরণে সর্বং নিবেদিতং, যদ্বিধানং তৎ কুরু। নিবেদনং যন্ন শৃণোষি তদস্মাদৃশামভাগ্যমেব। তৎ কিং কর্তব্যমিতি "কাঞ্চন মণী"-ইত্যাদৌ বিপরীতক্রিয়া তথা কুসুমপ্রতিমায়াং ত্বদ্ভ্রান্ত্যালিঙ্গনকরণেন চোন্মাদো ব্যজ্যতে॥ ১২৭॥

(১২৮)

নমু বালিকাবিরহেণ ত্রিজগন্মানসাকর্ষকাদিরূপ-গুণবতো জনস্য সুতরাং সর্ববিচারকরণসমর্থস্যৈতাদৃগ্-দশা ন সম্ভবতি। এবং তৎকথনবোধিত-বায়ুপিত্তজ-ব্যাধিরপি ন। কিং তু কিঞ্চিদ্ গ্রহবৈগুণ্যাৎ ভবিষ্যতীতি স্মিতং কুর্বাণাং শ্রীরাধাং প্রতি "গহন বিরহ"-ইত্যাদিকমাহ। গহনে বনে প্রক্রান্তরূপায়াস্তবৈব বিরহ এব গ্রহোঽলাগীৎ। অতো যামিনীরজাগরং। এবং তব ধ্যানমেব সদা করোতি। তেন নির্ঝরপ্রবাহং[২] যথা স্বায়নে অশ্রুমুচী ভবতঃ। হে ধন্যে! এতাদৃশেঽনুভাবেঽস্মাভির্দৃষ্টে যত্ত্বন্তং কথয়সি তদা কিং বক্তব্যম্! কিং তু ত্বাং বিনা ত্রিজগন্মানসাকর্ষতীতি কৃষ্ণোঽপি ত্বদ্রূপগুণাকৃষ্টঃ সন্নধুনা নির্গুণ ইব ব্যাকুলোঽভূৎ। ত্বদ্বিরহতপ্ত-দেহসেকার্থং যৎ স্নিগ্ধদ্রব্যাদিকং দত্তং, তেন শীতলীভূতমুত্তরীয়পীতাম্বরমুত্তপ্তদেহাদন্যত্র তরুস্কন্ধে কেনাপি দীর্ঘরূপেণ স্থাপিতং (তৎ) ত্বদ্ভ্রমাদালিঙ্গতে। ত্বৎস্পর্শসুখমনবাপ্য মূর্চ্ছাং প্রাপ্নোতি। ততো ধরণ্যাং লুঠতি চ। অত্রোন্মাদঃ স্পষ্টঃ। "ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ"-ইত্যনেন "কহত ভরমময় ভাষ" ইত্যনেন চ বিপরীতক্রিয়াপ্রলাপানুভাবৌ চ ব্যক্তৌ। এবংপ্রকারেঽপি যদি গ্রহবৈগুণ্যাদিকং কথয়সি তদা গোবিন্দদাসেন ময়া ন বুধ্যত ইতি ধ্রুবপদেন সাক্ষিমনুবদ্ধঃ কর্তব্যস্তস্মাৎ তব চিত্তে যৎ প্রকাশয়তি তৎ কুর্বিতি॥ ১২৮॥

(১২৯)

বিদ্যাপতীনামিঙ্গিতেন কাচিৎ সখী স্থানান্তরে ক্ষণং স্থিত্বা পুনরাগত্য তস্য মোহদশাং "এ ধনি এ ধনি বচন শুন"-ইত্যাদিনা বক্তি। শ্রীরাধাং সম্বোধ্যতে—হে ধন্যে! ধন্যে! বাক্যং শৃণু। বিরুদ্ধাবস্থাং দৃষ্ট্বা পুনঃ শীঘ্রমত্রাগতাহং পূর্ব-মুদ্বেগদশাদি দশা কথিতা। অধুনা তু হঠাৎ ত্বদ্বিরহব্যাধেরতিবৃদ্ধির্দৃষ্টা। কিংতু বহু যত্নানি ময়া কৃতানি। তত্র "না হয়ে সুধি" সুষ্ঠু জ্ঞানং ন ভবতি। চিকুর-বন্ধনং চীর[৩]-পরিধানমন্নাদিভক্ষণং নীরপানমিত্যাদিকং কিঞ্চিন্ন করোতি। অন্যদাশ্চর্যং শৃণু। সাহজিকনবজলধরশ্যামবর্ণত্বাৎ শ্যামনামা স ত্বন্নাম্নঃ পুনঃ পুনঃ স্মরণেন স্বর্ণবর্ণোঽভূৎ। তত্তিষ্ঠতু। যথা কাষ্ঠপুত্তলো[৪] নির্নিমেষস্তদ্বদস্তি, মনুষ্যাদিকং ন

টীকা—

১। কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।

২। এবাহং—পাঠান্তর বহ লিপিকর প্রমাদজ। "এবাম্বং" হইতে পারে।

৩। চীর, শব্দের অর্থ ছিন্ন বা খণ্ড বস্ত্র অথবা বিশেষ বা অসাধারণ বস্ত্র। "চীর···বস্ত্রভেদে চ"—মেদিনী।

৪। কাষ্ঠপুত্তলিঃ—পাঠান্তর মূল-পুঁথি, ভ-পুঁথি।

পরিচিনোতি। তদপি তিষ্ঠতু। নাসাগ্রে শ্বাস-পরীক্ষার্থং যদা তূলখণ্ডং দত্তং তদৈবাস্তীতি জ্ঞানং ভূতম্। যদ্যপ্যতিসূক্ষ্মশ্বাসোঽস্তি তথাপি ত্বাং বিনা জীবনং ন তিষ্ঠত্যতো মৎশপথেন গতি[1]-বিলম্বং মা কুরু। অস্যাং বিরহপীড়ায়াং কেবলমহৌষধিরূপা ত্বমেব। ত্বদ্গমনমাত্রেণ সর্বশান্তির্ভবিষ্যতীতি "নাসাশ্বাসপরাঙ্মুখী[2]-ইত্যাদিবন্মোহো বোধ্যঃ। অস্যানুভাবো নৈশ্চল্যপতনাদিরস্তি। জড়িমদশায়াং শ্বাসঃ ক্ষীণো ন ভবতীতি সা ন। বহুবল্লভস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লালসামারভ্য দশমীদশাপর্যন্তবর্ণনং শ্রীমদ্রূপগোস্বামীচরণৈঃ শ্রীবিদ্যাপতিঠক্কুরাদিকৈরপি ক্রমশো ন কৃতম্। অতএব রচনং কৃত্বা ময়া ন[3] দত্তম্। পূর্বাচার্যকৃতং যদ্ যদ্ দশাবর্ণনং প্রাপ্তং তত্তদুদাহৃতম্। কিং ত্বত্র মোহতুল্যসুদ্দীপ্তসাত্ত্বিক-বন্তং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা মোহদশাযুক্তো বর্ণিত ইত্যনুমীয়তে—স্বর্ণবর্ণ[4]-রূপ-বৈবর্ণ্যানুভাবাৎ, ব্রজ-দেবীভির্বিনা দশদশানামস্তত্রাসম্ভবাচ্চ—যতঃ সমর্থ-রতিং বিনা দশদশাঃ সম্ভবন্তি ন। তথাহি—

"সমর্থরতিরূপস্তু প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে।
লালসাদিরিহ প্রৌঢ়ে মরণান্তা দশা ভবেৎ"[5]
॥ ১২৯ ॥

(১৩০)

ততঃ প্রত্যুত্তরগাননির্বাহকং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রম্ "আজু এক অপরুব"-ইত্যাদিনা নিজকৃতেন স্মরতি। এতং তু তদ্ভাবাক্রান্তং তং দৃষ্ট্বা কশ্চিদ্ ভক্তঃ স্ববান্ধবং প্রত্যুদিতবানিতি জ্ঞেয়ম্। "প্রথম কৈশোর[6]"-ইত্যনেন বয়ঃসন্ধিঃ[7] সূচিতঃ ॥ ১৩০ ॥

(১৩১)

ততস্তদুচিতরূপং শ্রীকৃষ্ণং "আকুল চিকুর"-ইত্যাদিনা স্বকৃতেন স্মরতি। "মন্থর" ইত্যত্র শ্লেষেণ স্তব্ধগতিভঙ্গ্যাদিকত্বং ব্যঞ্জিতম্। 'সঙ্গী' ইত্যত্র শ্রীরাধিকাভিপ্রেতা ॥ ১৩১ ॥

(১৩২)

ততঃ পূর্বোক্তমোহদশাং শ্রুত্বা স্বাভাবিক-রতিজনিতপরমার্দ্রচিত্তাপি মুগ্ধাচরণং সফলং কুর্বতী

টীকা—

১। আগতি—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

২। সম্পূর্ণ শ্লোক—

"নাসাশ্বাসপরাঙ্মুখী বিঘটতে দূরী অ্ঝায়াঃ কথং
হা বিক্ কৃষ্ণতিলান্ সমার্পয় করে কুর্বামপামার্জনম্।
ইত্যারোহতি কর্ণয়োঃ পরিসরং কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ে
কম্পেনাচ্যুত! অত্র শ্বস্রিতবতী হ্যামেব হেতুঃ সখী।"
উজ্জ্বল—১৫।৪৩

৩। 'ন' শব্দটি মূল-পুঁথিতে নাই।

৪। 'বর্ণ' শব্দ বহুতে নাই।

৫। উজ্জ্বল—১৫।১১।

৬। "আযোড়শাচ্চ কৈশোরম্।" ভক্তি—২।১।

৭। "শ্রেষ্ঠমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যরঃ।
প্রায়ঃ সর্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ॥
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ।
বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।
রোমাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি॥
...উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা।
মূর্তির্মধুরিমাঢ্যশ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে॥
...পূর্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলীব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি॥
ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে।
অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্বস্বশালিতা।
অভূতপূর্বকন্দর্পতন্ত্রলীলোৎসবাদয়ঃ॥ ভক্তি—২।১
প্রথম কৈশোর শৈশব ও কৈশোরের বয়ঃসন্ধি।
চরম কৈশোর কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধি।
ভক্তি ২।১ লহরীতে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য।

গূঢ়রূপেণ তত্র নিজগমনং ব্যঞ্জয়ন্ত্যপি স্পষ্টরূপেণ তদনুচিতং "পরিহর এ সখী"-ইত্যাদি-বাক্যমাহ। হে সখি! এতদ্‌বাক্যং পরিহর ত্যজ।

"পরিহরি এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যায়ব[1] সো পিয়া ঠাম ॥"

ইতি দৃষ্টপাঠস্য সঙ্গতা[2]-র্থানভিধানাদেক-পুস্তকদৃষ্টত্বাচ্চ লিপিকরপ্রমাদজত্বং বোধ্যম্। বচন চাতুর্য্যাদিকং ন জানামি, অতঃ কথং তেন সাকং মিলনং করোমি? ননু পরমচতুরাসি ত্বম্। অধুনৈব কটাক্ষেণ ত্বয়া কিং কিং চাতুর্য্যং ন প্রকাশিতম্। অথবা তৎতিষ্ঠতু। বাগ্‌যুদ্ধার্থং তত্র গমনং ন। অত আহ—"বাঙ্কিতে না জানি আপন কেশ"-ইত্যাদিকম্। তস্মাদতি-[3]বালিকাবস্থা মম। সুরতবার্তা কদাচিদপি ন শ্রুতা। তস্মাদ্‌ বিফলং গমনম্। ননু ত্বদ্দর্শনেনৈব তৎপীড়ানিবৃত্তিঃ। সুরতং বিনাপি তজ্জাতীয়সুখঞ্চ ভবিষ্যতীত্যত আহ "সো নব নাগর"-ইত্যাদিকম্। স রসিকোঽতস্তস্য সুখং ভবিষ্যতি। মম তেন কিম্! তস্মাদধুনাল্পজ্ঞানায়া[4] বচনাদিচাতুর্য্যাভাবান্মানহানির্ভবিষ্যতি। পশ্চাদবশ্যং মিলিষ্যামীতি ধ্বনিতম্। বিদ্যাপতিরহং ত্বয়ি কিং কথয়ামি, তস্য দশা শ্রুত্বাপি[5] যদেতৎ[6] কথয়সি। কিং তু শৃণু। অধুনৈব মিলনং সম্যগুচিতং ভবতি। অন্যথা কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১৩২ ॥

টীকা—

১। হাম না যায়ব—ড-পুঁথি। হাম নাহি যাওব—বহ।
২। সঙ্গত্যার্থ—বহ।
৩। ইতি—বহ।
৪। অল্পজ্ঞায়াঃ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।
৫। শ্রুতা, অপি—বহ, ড-পুঁথি।
৬। যদি তৎ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

(১৩৩)

পূর্বং সর্বং কথিতম্[7]। তথাপি মানরক্ষণ-প্রকারশিক্ষাং ত্বয়াহং[8] কারয়ামি। তৎ শৃণ্বিতি "হাম শিখায়ব বচনবিশেষ[9]" ইত্যাদিগীতমাহ। কেশাবরণমিত্যুপলক্ষণং, মুখাবরণং বোধ্যম্। যদ্বা "বেশ" ইতি পাঠে সর্বাবরণং বোধ্যতে[10]। যদ্যপি সর্বাবরণং প্রথমশিক্ষণং, তথাপি তস্য নায়িকা-স্বাভাবিকধর্মত্বাৎ প্রথমং[11] নোক্তম্। শ্রীকৃষ্ণস্যাতি-সান্নিধ্যগমনাৎ শয্যানিকটগমনস্য প্রাথম্যম্[12] উক্তম্। প্রথমমারভ্যালিঙ্গনে নিষেধপর্যন্তং ময়া দিগ্‌দর্শনং কারিতম্ কিং তু স্বয়ং কন্দর্পো গুরুর্ভূত্বা মানরক্ষণ-শিক্ষাং সুরতশিক্ষাং চ কারয়িষ্যতি, মা চিন্তাং কুর্বিতি ভাবঃ ॥ ১৩২ ॥

৭। ড-পুঁথিতে নাই।
৮। ত্বামহম্—পাঠান্তর বহ।
৯। "হাম শিখাওব চকিত বিশেষ"—মূল পদের পাঠ। "বচন" স্থলে "চকিত" পাঠে সৌন্দর্য অধিক। 'চকিত' অনুভাবের অন্তর্গত অলংকারবিশেষ—"প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ ॥" উজ্জ্বল—১১।৩১। এই অলংকার সম্বন্ধে রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৈশ্চিদঙ্গেঽপ্যলংকারাঃ প্রোক্তা নাত্র মতোদিতাঃ।
মুনেরসম্মতত্বেন কিং তু দ্বিতয়মুচ্যতে।
মৌগ্ধ্যঞ্চ চকিতঞ্চেতি কিঞ্চিন্মাধুর্যপোষণাৎ ॥"

উজ্জ্বল—১১।২৯

অর্থাৎ কিছু মাধুর্যপোষক বলিয়া 'চকিত' অলংকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১০। ড-পুঁথিতে নাই।
১১। প্রাথম্যং—ড-পুঁথি।
১২। প্রথমত্বম্—পাঠান্তর বহ, ড-পুঁথি।

(১৩৪)

নমু শ্রুতং তৎ, তিষ্ঠতু। অন্যদপি তৎসঙ্গবিরোধি[১]-কারণং শৃণ্বিতি—"না জানিঅ প্রেমরস"-ইত্যাদিকমাহ। হে সখি। কিমন্যৎ কথয়ামি। "পিয়া সঙ্গে" নিজপ্রিয়স্য পত্যুঃ সঙ্গং কদাপি মম রভসো[২] ন ভূতঃ। অতঃ সুতরাং প্রেমরসজ্ঞানাভাবাদ্ রতিরঙ্গে নৈপুণ্যজ্ঞানবিশেষো নাস্তি। অতএব তদুচিতক্রিয়াং ন জানামি। তদা কথং সুষ্ঠু পুরুষস্য মিলনং করিষ্যামি! তদপি তিষ্ঠতু। তদ্-বচনেন যদি প্রীতিঃ কার্যা তদা শিশুমত্যা ময়ানির্বাহ্যা। তত্র হেতুর্দুর্বশঃ। অন্যদপি শৃণু। স রসনাগরঃ। তত্রাপি নবানুরাগী! তত্রাপি মোহনাদিপঞ্চবাণ[৩]-যুক্তমদনৈঃ[৪] সহ জাগ্রদবস্থঃ। অতো দর্শনমাত্রেণালিঙ্গনেন[৫] মৎপ্রাণনিষ্ক্রামণরক্ষাং কঃ করিষ্যতীতি শ্রুত্বা বিদ্যাপতিঠক্কুরেণ "মিছই তরাস"-ইত্যাদিনা প্রত্যুক্তবান্ ॥ ১৩৩ ॥

(১৩৫)

পূর্বোক্তবিদ্যাপতিঠক্কুরস্যেঙ্গিতেন কাচিন্মুগ্ধা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক-প্রথমসংসর্গস্যাতিসুখদত্বং বাঞ্ছন্তী "নাম হি যাক"-ইত্যাদিগীতেন দর্শনাদেবাতি-সুখদত্বমাহ। হে সুন্দরি! মিথ্যা ত্রাসং ত্যজ। যন্নামশ্রবণাৎ জগন্নার্যো মদনযুতা ভবন্তি, (তস্য) দর্শনে তু স্পর্শসুখং ভবতি। তথাহি-শ্রীদশমে—

"শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ[৬]।" ইত্যাদ্যঞ্চ প্রথমে[৭] "তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্" ইত্যাদি। স্পর্শসুরতয়োঃ সুখানুভবনং ভুক্তনায়িকায়া মধ্যায়াঃ[৮]। মোহাৎ প্রণয়াদ্বা যস্য ভবতি তস্যাত্র কীর্তনং মুগ্ধায়াঃ প্রবৃত্ত্যর্থম্। স্বহৃদয়ং[৯] সর্বসাক্ষি ভবতীতি লোক-প্রসিদ্ধিঃ। অতস্তং স্পৃষ্ট্বা কীদৃক্ মর্মাভিলাষো ভবতি তেনৈব শ্রীকৃষ্ণস্য পরমসুখদত্বং প্রতীহি। এতচ্ছ্রুত্বা লজ্জয়া মৌনং কৃতং,—"মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্" ইতি কিংবদন্ত্যা তেনৈবানুমতিঃ কৃতা। তত আনন্দসমুদ্রে মগ্নাঃ সখ্যো বেশান্ রচয়িত্বার্থাৎ বলাৎকারেণ করগ্রহণপূর্বকং তয়োর্লীলাদর্শনাশয়াভি-সরণমকারয়ন্। তত্র দূতীবাক্যেবিচ্ছেদাভাবেন কীর্তনস্যাবচ্ছেদভেদাভাবাৎ গৌরচন্দ্রঃ কৃষ্ণরূপেণ লিখিত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—

১। তৎসঙ্গবিরোধে—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

২। রভস=আনন্দ, উপভোগ। "রভসো বেগহর্ষয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ।

৩। "উন্মাদনস্তাপনশ্চ শোষণঃ স্তম্ভনস্তথা।
সংমোহনশ্চ কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"

৪। মদনৈঃ—তৃতীয়ার বহুবচনান্ত এই শব্দটির অর্থ স্মরদেবতা নহে। "মাদ্যতে অনেন ইতি √মদ্+ল্যুট্ করণে=মদনম্ > তৃতীয়া বহুবচন—মদনৈঃ। ইহার অর্থ—"intoxicating, maddening, exhilarating" —Apte's.

৫। ত-পুঁথিতে "আলিঙ্গনেন" নাই।

৬। "মৎপ্রাণ নিষ্ক্রামণাৎ" হওয়া উচিত ছিল।

৬। ভাগবত—১০।

৭। ভাগবত—১।

৮। "সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎপ্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা॥
মধ্যা স্যাৎ কোমলা কাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥"
উজ্জ্বল—৫।১১

৯। সহৃদয়ং—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

(১৩৬)

ততো মুগ্ধোচিতাভিসারক্রমং তস্যাঃ কিরণবয়ঃ-কামাদিগুণবিশেষপ্রকারঞ্চ[১] "সখীগণ সঙ্গে চলু"-ইত্যাদিনাহ। বয়ঃসন্ধি-[২]বর্ণন-ভাবাক্রান্তত্বাৎ "নব-রঙ্গিণী"-ইতি-পদোপদানাচ্চ নববয়স্কত্বং[৩] ব্যঞ্জিতম্। যস্যা[৪] বয়ঃসন্ধৌ কেবলচরণতলশোভামাধুরীং বীক্ষ্যাসংখ্যচন্দ্রা আত্মানং নীরাজনং কুর্বন্তি। তথা লক্ষমদনা অপ্যাত্মনঃ শোভাং[৫] বিনিন্দ্য রুদন্তি। তস্মান্নবযৌবনাদৌ কীদৃশী শোভা ভবিষ্যতীতি ন জ্ঞাতমিতি ভাবঃ। "পহিলসমাগমরঙ্গ"-ইত্যনেন নবকামত্বম্। "পদ দুই চারি চলত"-ইত্যারভ্য "তবহি নয়নে ঝরু বারি"-ইত্যনেন রতচেষ্টাস্বতিব্রীড়য়া চারুগূঢ়প্রযত্নকারিত্বং[৬] জ্ঞাপিতম্। পুনঃ "পর-বোধিত"-ইত্যাদিনা সখীবশিত্বম্[৭]। তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—"মুগ্ধা নববয়ঃকামা[৮]"-ইত্যাদীনি সোদাহরণানি সন্তি। "আপন করি তোহে"-ইত্যাদিনা শব্দোত্থব্যঙ্গ্যেন চন্দনকুসুমৈঃ সুশৃঙ্গার ইত্যস্যাঃ সুবেশরূপসেবা ত্বয়া কর্তব্যা। পক্ষে কুসুমেষুঃ কন্দর্পস্তেন প্রেরিতঃ শৃঙ্গারঃ কর্তব্য ইতি শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ "ঐছন শুভদিন"-ইত্যাদিকং ব্যক্তি। পক্ষে গীতকর্তুস্তচ্চরণসেবা-প্রার্থনা। অত্র শৃঙ্গার-শব্দস্য বেশবাচকত্বং ধৃতম্। ষোড়শশৃঙ্গার[৯] ইত্যত্র লভ্যতে। ষ-স-কারভেদাভেদমবিচার্য[১০] শাব্দশ্রুত্যভেদেন ব্যাখ্যাদ্বয়ী লিখিতা[১১] ॥ ১৩৬ ॥

(১৩৭)

ততস্তাং সমর্প্য নিকুঞ্জজালাধ্বসমর্পিতাস্তানাং সখীনাং মধ্যে কাচিজ্জনান্তিকং "সকল সখি পরবোধি কামিনী"-ইত্যাদি-গীতেন পূর্বানুভূতং সাক্ষাদনুভূতঞ্চ

টীকা—

১। প্রকাশনঞ্চ—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।

২। "বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্যতে।"

উজ্জ্বল—১০।৮

"দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মন্দরস্মিতম্।
মনাগভিস্ফুরদ্ভাবং নবং যৌবনমুচ্যতে।

উজ্জ্বল—১০।৯

৩। নববয়স্কাত্বং—ঙ-পুঁথি।

৪। অস্যাঃ—ঙ-পুঁথি।

৫। অনুভাবের অন্তর্গত অযত্নজ সত্ত্বজ অলংকার। ইহার লক্ষণ—

"সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্।"

উজ্জ্বল—১১।৯

৬। -কারিত্বং—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৭। -বশত্বং—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৮। "মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতচেষ্টাসু সব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্।
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥"

উজ্জ্বল—৫।৮-৯

৯। ষোড়শ শৃঙ্গার যথা—

স্নাতা[১] নাসাগ্রজাগ্রন্মণি[২]-রসিতপটা[৩] সূত্রিণী[৪] বদ্ধবেণী[৫] সোত্তংসা[৬] চর্চিতাঙ্গী[৭] কুসুমিতচিকুরা[৮] স্রগ্বিণী[৯] পদ্মহস্তা[১০]। তাম্বূলাস্যো-[১১]রুবিন্দুস্তবকিতচিবুকা[১২] কজ্জলাক্ষী[১৩] সুচিত্রা[১৪] রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ[১৫] স্ফুরতি তিলকিনী[১৬] ষোড়শা-কল্পিনীয়ম্।

উজ্জ্বল—৪।৩

১০। "বর কুসুমে সুশিঙ্গার < বর-কুসুমেষু শৃঙ্গার—এই দুইটি ব্যাখ্যার ভিত্তি—'সু' ও 'ষু' এই দুইয়ের উচ্চারণগত ভেদ গণনা না করিয়া।

১১। ইহার পরে—ঙ-পুঁথিতে আছে—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মজ্জমান-প্রেমরসরসালমুকুলাস্বাদকঃ।"

বক্তি। সর্বাঃ সখ্যো নবকামিনীং প্রবোধ্য প্রিয়স্য পার্শ্বে দত্তবত্যঃ। যথা বিপিনে ব্যাধবদ্ধা হরিণী তীক্ষ্ণনিঃশ্বাসং মুঞ্চতি তথা করোতি। শয্যানিকটং[1] গতাপি যত্নে সম্মুখী ন ভবতি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মনঃ সুরত-তৃষ্ণাযুক্তং ভূত্বা দশদিক্ষু ভ্রমণং কৃত্বা মদনং ফুৎকরোতি—হে মদন! অস্মাকমাবির্ভাবং কুরু, যেন মৎকার্যসিদ্ধির্ভবতি। বহুফুৎকারেণাবির্ভাবস্তস্যাং ন কৃতঃ। অতঃ সুতরাং কামস্য কঠিনত্বম্। অপি চ, অহো! পরমাদ্ভুতনায়কস্যাতিপীড়াং বীক্ষ্য যদা প্রবোধযুক্তা নবকামাপি নায়কে প্রসন্না ন ভবতি তদেয়মপি বুদ্ধিপূর্বকং কঠোরা ভবভীতানুমীয়তে। অত্র হেতুঃ—নিবিড়নীবিবন্ধকাঃ। তৎতিষ্ঠতু, ভয়েনাপ্যেতৎকরণং সম্ভবতি। অধিকমধরনিরোধেন বাক্‌কৌশলং ন করোতি। সকলগাত্রং পট্টবস্ত্রেণ আবরণং করোতি। হস্তস্পর্শে প্রাণত্যাগমিব করোতি। অতঃ কেন রীত্যা নায়কস্যাশাপূর্তিমেষা করিষ্যতি। তস্মাদ্‌দৃগ্‌ভঙ্গ্যা বাচা স্পর্শাদিনা বা কেনাপি প্রকারেণাস্য পরিতোষং ন বিধাস্যতীত্যপরিতুষ্যতি॥ ১৩৭॥

(১৩৮)

ততঃ পুনর্নির্বিঘ্নো জনান্তিকং কাচিদাহ। এবং মা বদ। বিলাসিনী যদ্যপি বিলাসোৎসুকা তথাপি বালিকা সুরতাযোগ্যা। এতাদৃশ্যামপি সংপ্রয়োগতৃষ্ণাকুলঃ শ্রীকৃষ্ণোঽর্থাৎ হঠেন তৎকর্মপ্রবৃত্তঃ। অতো মদনকুতুকিনী নবকামাপ্যধিকলজ্জাদিনা তস্য হঠং ন মনুতে। অত্র হেতুঃ—প্রথমতঃ পদ্মিনী, তত্রাপি তন্বঙ্গী। অতএব করস্পর্শে শোক-স্থায়িভাবককরুণরসাবির্ভাবকোটয়ঃ কতিপয়া ভবন্তি। "করে ধরইতে করু করুণা কোটি"-ইতি-পাঠস্যার্থো ব্যক্তঃ। তথা "হঠপরিরম্ভনে নহি নহি" ইতি বদতি। যথা হরেঃ সিংহস্য ভয়াদ্ধরিণী তস্য হৃদয়ে "ডোল" ইতি আন্দোলিতা তথা সোৎকম্পিতাঙ্গী চ বোধ্যা। পুনঃ কদাচিৎ কেন শ্রীমত্যা নয়নয়োশ্চাঞ্চল্যং নিরীক্ষ্য "নয়নক অঞ্চলে"-ইত্যাদিকমাহ। কন্দর্পস্য জাগরণে মুদ্রিতনয়নত্বেন চ তত্রাভিলাস-স্তৎকার্যাভাবশ্চ[2] ব্যক্তঃ[3]॥ ১৩৮॥

(১৩৯)

অদ্যাপি লোকে পূর্বদৃষ্টাতিসুখদুঃখজনিতকার্যস্যানুবাদং সর্বে কুর্বন্তি। তথা হর্ষবিষাদোন্মথিতা কাচিৎ তৎকালদৃষ্টাদ্যমধ্যবর্তমানলীলাঃ "ধরি সখি আঁচরে"-ইত্যাদিনা গবাক্ষবাহ্যে জনান্তিকং বক্তি। তত্র প্রথম-চরণদ্বয়ং পূর্বদৃষ্টাদ্যলীলানুবাদঃ। ততো "লুবধল মাধব"-ইত্যারভ্য "চুম্বনে বদন পটাঞ্চল ঝাঁপ"-ইত্যন্তো গবাক্ষদৃষ্টমধ্যলীলানুবাদঃ। ততঃ "সুতলি ভীত পুতলী সম গোরী"-ইত্যনেন পুনরপি গবাক্ষদৃষ্টবর্তমানলীলানুবাদঃ। "সুতলি ভীত পুতলী"-ইত্যনেন নায়িকাকৃতস্বেচ্ছাশয়নাৎ কৃত্রিম-স্তম্ভো[4]-ঽত্র গম্যতে—যথা চিত্রিতাং নলিনীমাবরণমাত্রং কৃত্বালিস্তিষ্ঠতি। এতেন কৃষ্ণস্য জাড্যং জ্ঞাপিতম্। ননু কথং তৎ? তত্র গীতকর্তা তৎপরিণামকারণমাহ—রূপস্য কূপে কন্দর্পো মগ্নো ভূতোঽতঃ সুতরাং তদিতি॥ ১৩৮॥

টীকা—

১। শয্যানিকট—পাঠান্তর—ঙ-পুঁথি।

২। ভাবাশ্চ—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৩। ব্যক্তা—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৪। "—স্তম্ভ"—পাঠ ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল। অন্যান্য পুঁথিতে "সম্ভোগং" পাঠ আছে। ইহা অযুপযুক্ত।

॥ ০ ॥ ইতি পদামৃতসমুদ্রটীকায়াং মুগ্ধানুরূপ-সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণন-বিবেচনম্ ।

ন করোতীতি লজ্জাতিপ্রধানস্বভাবত্বাৎ। কিংবদন্তী জনশ্রুতিঃ। "অত্র" রসোদ্গারঃ—মুগ্ধানায়িকা-কর্তৃকসংক্ষিপ্তসংভোগ-[২]রসোদ্গারঃ ॥ ১৩৯ ॥

(১৪০)

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকসংক্ষিপ্তসংভোগ[২]-রসোদ্গারং দর্শয়তি "হামে দরশাইতে"-ইত্যাদিগীতদ্বয়েন। হে সখি "কানুক ইহ অবধারি" কৃষ্ণেন ময়েদমবধারিতং নিশ্চয়ীকৃতম্। কিং তদাহ "সকল" ইত্যাদি। তদ্বিরণোতি সমুদায়গীতেন। "সুরতশিঙ্গার" সুরতোচিতবেশেন। শৃঙ্গার[৩]-শব্দস্য বেশবাচকত্বং[৪] প্রাগুক্তম্। "গুণ দরশাই" গুণোঽত্র সতীত্বাদিজ্ঞেয়ঃ ॥ ১৪০ ॥

(১৪১)

"করে কর ধরি" ইত্যাদি। হিমকরশ্চন্দ্রঃ। কুমুদঃ সিতপদ্মম্। "সপথি" দিব্যম্। "নিভৃত কেতন" নির্জনকুঞ্জে[৫]। "বাধা" পীড়া। নমোঽস্তু[৬] ॥ ১৪১ ॥

শ্রীগুরুর্জয়তি। অথাভিসারিকাদিষণ্নায়িকা-[৭]বর্ণন-সম্পাদনায় "শ্রীগুরুম্"-ইত্যাদিনৈতচ্ছে্লাকোক্তান্ প্রণমতি ॥

অথাভিসারিকা[৮] বাসকসজ্জা[৯] চেত্যাদি একদিনে যূনোরমিলনাদেতচ্ছড়বস্থাসম্ভবাৎ, মিলনে তু পৃথগবস্থা সম্ভবাচ্চ লিখিতমাসাং ষণ্নায়িকানাং চরিতং, মেলনা মেলনঘটিতমিতি জ্ঞেয়ম্[১০] ॥

(১৪২)

স্বীকৃতশ্রীরাধাভাবরূপশ্রীমন্নবদ্বীপচন্দ্রস্য সম্প্রত্যভি-সারিকাবস্থাস্বীকারং স্বেষ্টসিদ্ধিকামঃ কোঽপি "ব্রজ-অভিসারিণি-ভাববিভাবিত নবদ্বীপ চান্দ বিভোর"-ইত্যাদিগীতেন দর্শয়তি। "বুঝি সো মহাভাবসার"-ইত্যনেন "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদে-

---

টীকা—

১। পূর্বরাগের পর যে মিলন ঘটিত হয় তাহাই সংক্ষিপ্তসম্ভোগ।

২। —'সম্ভোগ' শব্দটি—ঙ-পুঁথিতে নাই।

৩। শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ—অমর।১। নাট্যবর্গ।
শৃঙ্গারো গজমণ্ডনে। সুরতে রসভেদে চ শৃঙ্গারং নাগসম্ভবে। (চূর্ণে লবঙ্গপুষ্পে চ)—হৈম।

৪। "A dress suited to amorous interviews, an elegant dress"—Apte's.

৫। কেতনন্তু নিমন্ত্রণে গৃহে কেতৌ চ—মেদিনী

৬। বঙতে নাই।

৭। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা।

৮। "যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী-তামসী-যানযোগ্যবেশাভিসারিকা॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥"
উজ্জ্বল—৫।২৯-৩০।

৯। "স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়াসংকল্পো বর্ত্মবীক্ষণম্।
সখীবিনোদ-বার্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥"
উজ্জ্বল—৫।৩১-৩২

১০। —ঙ-পুঁথিতে নাই।

কাত্মানাবপি ভুবিপুরা"[১]-ইত্যাদিশ্লোকস্তার্থো[২] ব্যঞ্জিতঃ ॥ ১৪২ ॥

(১৪৩)

প্রস্তুতলিখনসিদ্ধ[৩]-রূপবিষয়ালম্বনং "নন্দনন্দন"-ইত্যাদিনা স্মরতি। চন্দ্রেণ কর্পূরেণ[৪] যুক্তং চন্দনং তদ্‌গন্ধনিন্দিতমঙ্গং যস্ত। সিন্ধুরস্থ[৫]হস্তিনঃ সর্ব-গুণান্নিন্দতি বলবীর্যগমনাদিগুণেনেত্যর্থঃ। গোপানাং গোকুলকুলজাঃ কুলীনাঃ কামিন্তস্তৎপ্রেমাকুলাশ্চ তাস্তাশ্চেতি[৬]। তাসাং "কন্ত" কান্তঃ কমনীয় ইত্যর্থঃ॥ গোপ-পদোপাদানাদন্তনারীণামগ্রহণমিতি সূচিতম্। কুসুমৈঃ রঞ্জিতং সুন্দরাশোককুঞ্জগৃহং তত্রা[৭]-ভিসারি-কয়া নায়িকয়া[৮] সহ মেলনার্থমবস্থানং কুর্বন্ স্বস্ত নবজলধরবিড়ম্বিকান্ত্যা ময়ূরতাণ্ডবপণ্ডিতঃ সূত্রধার ইতি ভাবঃ। "বাহুদণ্ডিতদণ্ড" ইতি বাহুভ্যাং দণ্ডিতৌ স্বকৃত্তৌ দণ্ডাবর্গলারূপৌ যেন সঃ॥১৪৩॥

(১৪৪)

ততঃ প্রথমত আশ্রয়ালম্বনশিরোমণ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ শ্রীবিদ্যাপতিঠক্কুরকৃতরূপাধিকাবর্ণনময়াভিসারং "করি-বররাজহংসগতিগামিনী"-ইত্যাদিনা প্রমাণয়তি। "করিবর-রাজহংস জিনি গামিনী" ইত্যেব পাঠঃ[৯]। প্রতিচরণে "জিনি জিনি"-ইতি-শব্দপ্রাচুর্যদর্শনাৎ। "চলনি" ইত্যনেনাভিসারঃ স্পষ্টঃ। অলকাশ্চূর্ণ-কুন্তলা[১০]-স্তেষাং ভৃঙ্গাদীনাং জেতৃত্বং "জিনি" ইত্যস্ত তন্ত্রতা-সম্বন্ধ[১১]-ঘটনাৎ তদন্তর্গতান্বয়াদ্বা[১২]। ভুজগ-

---

টীকা—

১। স্বরূপদামোদরকৃতসম্পূর্ণ শ্লোক—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদ্
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

২। শ্লোকার্থ—ঙ-পুঁথি।

৩। সিদ্ধি—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

৪। "চন্দ্রঃ কর্পূরঃ"—মেদিনী।

"চন্দ্রঃ ·····কর্পূরে"—হৈম।

"কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী কর্পূরং চন্দনং তথা।
মহাসুগন্ধমিত্যুক্তং নামতো যক্ষকর্দমঃ—
ধন্বন্তরী।

৫। হস্তীর প্রতিশব্দ। An clephont.—Aple's। অমরকোষে অথবা অমরকোষে উদ্ধৃত অন্য কোষে "হস্তী" অর্থ পাই নাই।

৬। ক-পুঁথিতে নাই।

৭। অত্র—ঙ-পুঁথি।

৮। অভিসারিকায়া নায়িকায়াঃ—পাঠান্তর ক-পুঁথি। এস্থলে অভিসারিকা রাধা একা সখীবিরহিতা। অভিসারিকা একাও যাইতে পারে। এ বিষয়ে কবিকর্ণ-পুরের নির্দেশ আছে—

"সঙ্কেতস্থং প্রিয়ং জ্ঞাত্বা সহ সখ্যৈকিকাথবা।
গত্বভীর্যাভিসরতি সা ভবেদভিসারিকা॥"
কৌস্তভ—৫।

৯। মূল গ্রন্থের পাঠ—"করিবর-রাজহংসগতি-গামিনী।" রাধামোহন যদিও "ইত্যেব পাঠঃ" বলিয়া 'গতি' স্থলে 'জিনি' বলিয়াছেন তবু কোনো পুঁথির পদ্যাংশে ঐ পাঠ না থাকায় গৃহীত হইল না। 'তরু'-তে "জিনি" পাঠ আছে।

১০। "অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাস্তে ললাটে ভ্রমরকাঃ"—
অমর—২। মনুষ্যবর্গ।

১১। "সম্বন্ধ" শব্দটি ক-পুঁথিতে নাই।

১২। রীতি অনুসারে সাজাইবার জন্য; অথবা পদের অন্তর্গত অন্বয়বশত।

রমণ্যাঃ কৌটিল্যাংশস্য, তন্মস্তকগুচ্ছা[১]-গতস্থৌল্য-সূক্ষ্মতাসদৃগ্‌গঠনাংশস্য বা জ্ঞেতৃত্বম্। "ভাউ[২]-লতা ধনু জিনিঞা ভুজঙ্গিনী" ইত্যেবং বা পূর্ব-স্মরণাৎ পাঠঃ। "গৃধিণী শ্রবণ বিশেখি[৩]" ইত্যত্রাপি[৪] বিশেষশব্দবলাৎ তজ্জেতৃত্বমবগম্যতে। পাশ্চাত্ত্যা মূর্দ্ধণ্য-ষকারোচ্চারণং 'খ'-কারাৎ কুর্বন্তি। অতো বর্ণ[৫]-সাম্যম্। "বাহু মৃণাল-পাশ-বল্লরী জিনি"—ইত্যেব পাঠঃ। বাহুভুজয়োরভেদাদর্থাসঙ্গতেঃ "ভুজবল্লরী" ইতি পাঠো লেখক-প্রমাদজো[৬], ন তু তস্য মহাকবেঃ। যদি চ সর্বত্রৈবং ("ভুজ"-ইতি) পাঠো দৃশ্যতে তদা বাহুভুজয়োরবান্তরভেদ[৭]-কল্পনয়ার্থসঙ্গতিঃ করণীয়া। ডমরুর্বাদ্যবিশেষঃ। তস্য সিংহস্য চ মধ্যদেশস্যাতি-ক্ষীণত্বম্। ত্রিবলী কীদৃশী? তরঙ্গিণ্যা নদ্যা অপি তরঙ্গো যস্যা ইতি সমাসাৎ তজ্জেতৃত্বম্। যদ্বা ত্রিবল্যেব তরঙ্গিণী ॥ ১৪৪ ॥

(১৪৫)

"লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনৈব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ" ॥[৮]

ইত্যনুসারেণ সামান্যতঃ প্রথমাবস্থাত্বং "দেখ দেখ নব অভিসারিণী"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি।

"যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি[৯]।

সা জ্যোৎস্নী-তামসী-যানযোগ্যবেশাভিসারিকা[১০]॥

ইতি লক্ষণোপযুক্তমভিসারয়িত্র্যা উদাহরণমকৃত্বাভিসারকর্ত্র্যা যদুদাহরণং কৃতং তৎসংকীর্তনরসনির্বাহক-শ্রীবিদ্যাপতিঠক্কুরকৃতগীতপ্রাচুর্যবশাৎ, তৎপ্রাচুর্যাভাবাচ্চ[১১] বোধ্যম্ ॥ ১৪৫ ॥

(১৪৬)

ততঃ সর্বপ্রকারাভিসারিকায়া মেলনং "নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল"-ইত্যাদি-গীতেন দর্শয়তি। স্থায়িভাবস্য সিন্ধুত্বেন স্তম্ভাদ্যষ্টসাত্ত্বিকস্য লহরীত্বং বর্ণিতম্ ॥ ১৪৬ ॥

(১৪৭)

ততো জ্যোৎস্নাভিসারিকাং শ্রীমদ্‌গীতাবলিধৃত—"ত্বং কুচ-বলিত"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। হে সুন্দরি! শুক্লবেশা সতী ত্বং হরিমভিসর—রময়িতুং গচ্ছ। এষা রাকা পূর্ণচন্দ্রা রজনী শুক্লতরা অজনি অভূদিত্যর্থঃ। "পূর্ণে রাকা নিশাকরে" ইত্যমরঃ[১২]। রাত্রেরাধিক্যকথনাৎ সর্বত্র গুর্বাদিজনরাহিত্যব্যঞ্জনেন তূর্ণমভিসর নিঃশঙ্কমিতি গম্যতে। কীদৃশী? কুচয়োর্বলিতা গৃহীতা মৌক্তিকমালা যয়া। তথা

টীকা—

১। গুচ্ছ—পাঠান্তর বহ।

২। ভাউ,—পাঠান্তর—তরুর মূলপদের পাঠে।

৩। বিশেখি—পাঠান্তর মূল পুঁথি।

৪। তত্রাপি—ঙ-পুঁথি।

৫। বর্ণ—ঙ-পুঁথি।

৬। ভুজ শব্দের অর্থ করিশুণ্ড হয় "3. The trunk of an elephant"—Apte's এবং করিশুণ্ডের সঙ্গে বাহুর তুলনাও করা হয়। এই অর্থ ধরিলে "লেখক-প্রমাদজ" বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭। অন্তর্ভেদ—পাঠান্তর মূল পুঁথি। অবান্তর ভেদ কল্পনা করিলে "বাহু" শব্দের অর্থ "arm" এবং "ভুজ"-শব্দের অর্থ "hand" ধরিতে হইবে।

৮। উজ্জ্বল—৫।৩০।

৯। "স্বয়কাভিসরত্যপি"—পাঠান্তর।

১০। উজ্জ্বল—৫।২৯।

১১। অর্থাৎ অভিসারয়িত্রীর বর্ণনার পদের অপ্রাচুর্য-বশত।

১২। ১।৩।৮।

স্মিতেন সান্দ্রীকৃতো[১] নিবিড়ীকৃতশ্চন্দ্রকিরণানাং জালঃ সমূহো যয়া। পরিহিতং পরিধানীকৃতং মাহিষদধ্নোঽপিতিশুক্লরুচিরিব রুচির্যস্য তাদৃশং সিচয়ং[২] বস্ত্রং যয়া। "বিশিষ্টবস্ত্রে সিচয়ম্" ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। বপুষ্যর্পিতো ঘনচন্দনস্য নিচয়ঃ সমূহো যয়া। নীচকর্ণাবচ্ছেদগৃহীতসিতকুমুদহাস[৩] ইব হাসো যস্যাঃ। বাঞ্ছিতঃ সনাতনেন শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গং বিলাসো যয়া তাদৃশী। পক্ষে শ্রীসনাতনগোস্বামিনা ॥ ১৪৭ ॥

(১৪৮ + ১৪৯)

"কুন্দকুসুম" ইতি, "শুরু শুরু বঙ্কউ" ইতি স্পষ্টার্থঃ[৪] ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

(১৫০)

ততঃ প্রকারান্তরেণ শীতাভিসারক্রিয়া যেলনং "হিমঋতু নিশি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "দিশি দিশি" সর্বাসু দিক্ষু ইত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥

(১৫১)

পৌর্ণজ্যোৎস্নাভিসারিকা শ্রীকৃষ্ণেন সহ নিকুঞ্জ-মন্দিরে বিলসতীতি জ্ঞেয়ম্। পশ্চাত্তত্রাগতাং কাঞ্চিৎ সখীং প্রতি পূর্ববৃত্তান্তং কাচিৎ "পৌষ রজনী"-ইত্যাদিনাহ[৫]। চন্দ্রস্য "হিমকর"-নাম্নো যৌগিকসফলত্বম্[৬]। হিমাদপি হিমরূপো হিমকরশ্চন্দ্রো যত্র তাদৃশে কাল ইত্যর্থঃ। "চৌদিশে হিমকর-কর-হিমবঙ্ক" ইতি বা পাঠঃ[৭]। গীতদ্বয়মেতৎ যদ্যপি সম্ভোগবোধকং তথাপ্যভিসারক্রিয়া সাভি-সারিকায়াশ্চ তদবস্থায়া উৎকর্ষদর্শনাৎ সংকীর্তন-পোষকত্বাচ্চ লিখিতম্। কিং চৈতদেকস্মিন্ সময়ে ন[৮] গেয়ং, পূর্বগীতস্য কিঞ্চিন্মানসজ্জিত্বাৎ, সখীদ্বয়ঘটিতাভি-সারপ্রকারাস্বাদব্যঞ্জনা[৯]লব্ধসম্ভোগরসসূচনাৎ[১০] ॥ ১৫১

(১৫২)

তমোভিসারভেদেন প্রকারান্তরং দর্শয়তি। শ্রীজয়দেবঠকুরকৃত-"রতিসুখসারে গতম্"-ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণগীতত্রয়েণ চ। যমুনাতীরে বনে বনমালী[১১] বসতি। কীদৃশে? "ধীরসমীরে" এতন্নাম্নাত্যতি-প্রসিদ্ধে। যদ্বা ধীরো মন্দঃ সমীরো মরুদ্‌যত্র তাদৃশে। অতস্ত্বং তং হৃদয়েশং প্রাণনাথমনুসর। কীদৃশম্? মদনাদপি মনোহরো বেশো যস্য তথা তম্। যদ্বা মদনস্য মনো হরতীতি তথাভূতো বেশো যস্যেতি বিগ্রহঃ। রতিসুখস্য সারো যস্মাৎ তাদৃশেঽভিসারেঽর্থাৎ তবৈবাভিসারনিমিত্তং[১২] তত্র গতং নান্যকর্মণি, নান্যাভিসারার্থম্। অথবাভিসরত্যত্র

টীকা—

১। হাস্যের বর্ণ শুভ্র তাই জ্যোৎস্নার শুভ্রতাকে তাহা ঘনীভূত করিয়াছে।

২। "পটোঽস্ত্রী কর্পটঃ শাটঃ সিচয়প্রোতলক্তকাঃ"। —বঙ্গস।

৩। বহ'র পাঠ—"নীচকর্ণাবচ্ছেদে গৃহীতাসিত-কুমুদহাস:—লিপিকরপ্রমাদজ পাঠ বলিয়া মনে হয়।

৪। এই দুইটি পদের টীকা 'বহ'-তে নাই। মূল পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে।

৫। ইত্যাত্মাহ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৬। প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য যৌগিক অর্থের উপযোগিতা আছে, কারণ শীতের চন্দ্ররশ্মি সহজেই শীতল।

"সকলত্বম্"—ঙ-পুথির পাঠ।

৭। এই পাঠটি ছন্দের দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য।

৮। সময়ে ন—ঙ-পুথি। বহর পাঠ "সময়ে জ্ঞেয়ম্"।

৯। '—ব্যঞ্জনয়া-' —পাঠান্তর মূল পুঁথি, ঙ পুঁথি।

১০। ঙ-পুথিতে ইহার পর আছে—"শ্রীকৃষ্ণো বৃষ্ণিকুলপুষ্করো যশোদাত্মা নির্জরদ্বিজপশুকুলাবকঃ"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলের নীলকমলস্বরূপ, যশোদাপুত্র, এবং দেবতা-দ্বিজ-পশুকুলের অধীশ্বর।

১১। বনমাল ইতি—ঙ-পুঁথি।

১২। নিমিত্তকং—ঙ-পুঁথি।

ইত্যধিকরণে ঘঞ্। অভিসারস্থানে গতমিত্যর্থঃ। তস্মাদ্ হে নিতম্বিনি! গমনবিলম্বনং ন কুরু। ননু কথমেতজ্জ্ঞায়তে? তত্রাহ। তব নাম্না সমেতং সহিতং যথা স্যাৎ তথা বেণুং মৃদু বাদয়তে—কৃতঃ সঙ্কেতো যত্র যেন বা তাদৃশম্। তথা তে তবাঙ্গস্পর্শিপবনেন চলিতং রেণুমপি বহু মনুতে শ্লাঘতে। (যদি) তব পরম্পরাসম্বন্ধিনং রেণুং প্রত্যেবং, কিমুত তব সাক্ষাদ্—ইত্যনেন মহোৎকণ্ঠা সূচিতা। পুনস্তং দার্ঢ্যেণ বর্ণয়তি! পতত্রে পক্ষিণি পতত্যুড্ডীয়মানে—বৃক্ষাদ্ ভূমৌ নিপততি বা সতি, তৎপতনেন পবনেন বা পত্রে চ বিচলতি সতি শঙ্কিতভবদুপযানং যথা স্যাৎ তথা শয্যাং রচয়তি। তথা সচকিতনয়নং যথা স্যাৎ তথা তব পন্থানং পশ্যতি। অতো হে সখি! তিমিরপুঞ্জেন সহ বর্তমানং কুঞ্জং চল। মুখরং সশব্দং মঞ্জীরং নূপুরং ত্যজ। যতঃ কেলিষু প্রস্তুতগমন[১]-কেলিষু লোলং পদাবচ্ছেদে চঞ্চলমধীরং গাম্ভীর্যাদিগুণশূন্যত্বেন শীঘ্রকার্যহন্তারং রিপুমিব। পীতে! হে গৌরাঙ্গি! মুরারেরুরসি বক্ষসি সন্নিবিষ্টমুক্তাহারে, চঞ্চলা বকপংক্তির্যত্র তাদৃশে ঘন ইব ত্বং তড়িদিব রাজসি রাজিষ্যতি রতিবিপরীতবিষয়ে। কীদৃশে? সুকৃতস্তৈ-তদ্রসোপযুক্তকরণস্য পরিপাক[২]-রূপে শ্রীকৃষ্ণস্যার্থ-মেব বিধেয়ে ইত্যবগন্তব্যম্। তথা, হে পঙ্কজনয়নে! নবকিশলয়শয্যায়াং জঘনং ঘটয় নিবেশয়। কীদৃশম্? অপিধানমাবরণশূন্যং যতো বিগলিতবসনং—শ্রীকৃষ্ণেন বিগলিতং নিক্ষিপ্তং বসনং যস্মাৎ! তথা পরিজ্ঞতা রসনা যস্মাৎ। অত্র ভবিষ্যতি ক্তঃ। কিং বা ভাব্যর্থে ভূতবদঙ্গীকারাদেতদ্বচনম্[৩]। পুনঃ কীদৃশম্? হর্ষনিদানম্। শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দকারণম্। কমিব? নিধি[৪]-মিব দরিদ্রস্যেতি ভাবঃ। কিঞ্চ হরিরতিমানী[৫] ত্বয়ি চিত্তসমুন্নতিমান্। তথা চ "মানং চিত্তসমুন্নতিঃ[৬]" ইতি। শ্রীবালবোধিনীটীকায়াং তু "অভিমানী" তদেকপর ইত্যুক্তম্। ইয়মেব রজনী বিরামং যাতি। তস্মান্মম বচনং বচনোপলক্ষিতং গমনং কুরু। অত্রাপি তট্টীকায়াং "বচনং শৃণু" ইতি ব্যাখ্যাতম্। সত্বরা রচনাপরিপাটী যত্র বচনে, যদ্বা ক্রিয়াবিশেষণম্। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাভিলাষং পূরয়। কৃতা হরিসেবা যেন তাদৃশে শ্রীজয়দেবে পরমরমণীয়ং গীতমিদং ভণতি সতি, হে শ্রোতারঃ! যূয়ং প্রমুদিত-হৃদয়ং যথা স্যাৎ তথা হরিং নমত। কীদৃশম্? অতি-দয়ালুম্। সুকৃতৈর্বাঞ্ছনীয়ং ন তু প্রাপ্যম্[৭] ॥ ১৫২ ॥

(১৫৩)

ততঃ স্বসখীবচনং শ্রুত্বা পরমানন্দভাবাক্রান্তায়াঃ শ্রীরাধায়া গোপনগমনার্থং তৎকালোচিতবেশরচন-পূর্বকগমনপরিপাটীং বর্ণয়ন্ শ্রীকৃষ্ণেন সহ মেলনং দর্শয়তি—"নীলিম মৃগমদে তনু অনুরঞ্জলি"-ইত্যাদি-

---

টীকা—

১। শম্বন—ভ-পুঁথি।

২। বিপাক বা ফলোন্মুখ কর্ম।

৩। ভবিষ্যৎ বুঝাইতে নিষ্ঠাপ্রত্যয়।

৪। "নিধির্নাশেবধির্ভেদাঃ পদ্মশঙ্খাদয়ো নিধেঃ"—অমর—১। স্বর্গবর্গ। ৭১।

নিধি নয়টি—"পদ্মোঽস্ত্রিয়াং মহাপদ্মঃ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দ-কুন্দ-নীলাশ্চ খর্বশ্চ নিধয়ো নব।"—শব্দার্ণব।

৫। অভিমানী—পাঠান্তর মূলপুঁথি। অভিমান শব্দের বিশিষ্ট অর্থ—

"নষ্ট স্বমানি ভূরীণি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব মে।
ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমান স উচ্যতে।
উজ্জ্বল—১৪।৭

অভিমান শব্দের অর্থ
"Haughtiness, very great pride"—Apte's.

৬। অমর।১। নাট্যবর্গ।২২।

৭। তুলনীয়ং—"জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে"।

গীতদ্বয়েন[১]। নীলা যে অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাস্তেষাং কুলং সমূহঃ "অলিকহি লোলত" ললাটে আন্দোলিতঃ। "ললাটমলিকং গোধিঃ" ইত্যমরঃ[২]॥ অনেন প্রকারেণ নীলবর্ণা অতস্তিমিরে গুপ্তা সতী চলতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ "নীলিম কাসার" ইত্যাদি। নীলবর্ণজলযুক্তসরসি যথা চঞ্চলা নীলপদ্মিনী কৈরপি নোপলক্ষ্যতে তথা। "কাসারঃ সরসী সরঃ" ইত্যমরঃ[৩]। ভাষায়াং 'কসার, ইতি পাঠঃ॥ ১৫৩॥

(১৫৪)

"গুরুজন-নয়ন বিধুন্তুদ" ইত্যাদি। বিধুন্তুদো রাহুঃ[৪]। কুহূরমাবাস্যা[৫]। ঘনো নিবিড়ঃ। মৌলির্মস্তকম্[৬]। 'গীম' গ্রীবা॥ ১৫৪॥

(১৫৫)

ততঃ শ্রীসঙ্কীর্তনসৌখ্যাদমেতন্নিবন্ধসখীবচনমস-মোর্দ্ধরাগ-ব্যঞ্জকং "ভীতক চিত পুতলি' হেরি" ইত্যাদিনা দর্শয়তি—ভিত্তিগতচিত্রপুত্তলিকাং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। 'দেহলি' ইত্যস্য "দেহড়ী" ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ। অহো! অস্যা অনুপমপ্রীতির্যতো[৮] জীবনরক্ষণমপি নানুসন্ধত্তে ইতি ভাবঃ॥ ১৫৫॥

(১৫৬)

মহানুরাগিণ্যা বর্ষাভিসারম্ "অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। 'অম্বরে' আকাশে নবমেঘানাং 'ডম্বর' সমূহঃ। 'ভরু' ব্যাপ্তবান্। "ডম্বরস্তু সমূহে স্যাৎ"[৯] ইতি বিশ্বঃ। "কঞ্চুক" 'কাঁচুলি' ইতি প্রসিদ্ধিঃ! "দূর কর সৌতিনি[১০] মৌতিম[১১] হার" ইতি সপত্নী-সদৃশমুক্তাহারং দূরীকুরু ইত্যর্থঃ। সপত্ন্যা ভাষা 'সৌতিনি'[১২]। মুক্তায়াশ্চ "মৌতিনি[১৩] ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ১৫৬॥

টীকা—

১। পরবর্তী "গুরুজনবিধুন্তুদ"-ইত্যাদি দ্বিতীয় পদ।

২। অমর। ২। মনুষ্যবর্গ। ৯২।

৩। অমর। ১। বারিবর্গ। ২৮।

৪। অমর। ১। দিগ্‌বর্গ। ২৬।

৫। "অমাবাস্যা ত্বমাবস্যা দর্শঃ সূর্যেন্দুসংগমঃ।
সা দৃষ্টেন্দুঃ সিনীবালী সা নষ্টেন্দুকলা কুহূঃ॥"

৬। 'মৌলি'-শব্দের অর্থ চূড়া, কিরীট ও কেশবন্ধন—
"চূড়া-কিরীটং কেশাশ্চ সংযতা মৌলয়স্ত্রয়ঃ"।
অমর। ৩। নানার্থ বর্গ।

অতএব 'মৌলিক মালতীমাল' শব্দের অর্থ হইবে' চূড়ায় বা ধম্মিল্লবন্ধনে উপরস্থ মালতীমালা।

৭। রাধামোহন ঠাকুর টীকায় "ভুজগ"-স্থলে—"পুত্তলিকা"-পাঠই ধরিয়াছেন এবং সেইভাবেই ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। মূলপদেও "পুতলি" আছে। পদকল্পতরু, পদরসসার ও পদরত্নাকরে "ভুজগ" পাঠ আছে। কিন্তু ভীতির কারণ হিসাবে "পুত্তলিকা" অপেক্ষা "ভুজগ"-পাঠই অধিকতর গ্রহণযোগ্য—বিশেষ করিয়া পদটির দ্বিতীয় পংক্তিতে "অব আঁধিয়ারে···আপনতনু কাঁপই কর বেই ফণিমণি 'ঝাঁপ" ইত্যাদি উক্তি "ভুজগ" "ভুজগ" পাঠটিকেই অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাব-কল্পনা পদ্যাবলী গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। যথা—

"চিত্রোৎকীর্ণাদপি বিষধরাদ্ ভীতিভাজো রজন্যাং
কিংবা ক্রমস্খলদভিসরণে সাহসং মাধবাপ্তাঃ।
ধ্বান্তে যান্ত্যা যদতিনিভৃতং রাধয়াত্মপ্রকাশ-
ত্রাসাৎ পাণিঃ পথি ফণিফণারত্নরোধী ব্যধায়ি॥

১২৬-শ্লোক।

৮। "যতো" পাঠটি ঙ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।

৯। "An assemblege ; collection ; mass.
—Apte's.

১০। ১২। সোতিম—পাঠান্তর—বহ, মূল-পুঁথি।

১১। ১৩। মোতিম—পাঠান্তর—বহ, মূল-পুঁথি।

(১৫৭)

ইতি শ্রীমত্যুক্তিং শ্রুত্বাসমোচ্চরূপাচ্ছাদনকথনপূর্বকং সেবোপযুক্তসিদ্ধদেহেন তয়া সহ নিজগমনং তৎসখীস্মন্তঃ কবির্নিবেদয়তি "কি করব মৃগমদ"-ইত্যাদিনা। নগরে পুরে চ গৃহে "চৌকী" রাজকীয়লোকোঽন্তর্ধার্যন্তি। "আগারে নগরে পুরম্" ইতি নানার্থবর্গাৎ[১] ॥ ১৫৭ ॥

(১৫৮)

ততো গুরুজনানাং বার্তোদ্ধারনিমিত্তং দেহলীপর্যন্তং গত্বা পুনঃ পরাবৃত্তা[২] ভাবপরীক্ষয়া স্নেহাধিক্যেন বা "মন্দির বাহির কঠিন কপাট"-ইত্যাদিনা কাচিৎ সখী গমনবারণং[৩] ব্যঞ্জয়তি। শ্রীমত্যা ভাবং জ্ঞাত্বা "গোবিন্দদাস কহে এত কি বিচার"-ইত্যাদিনা প্রত্যুক্তবতী কাচিৎ ॥ ১৫৮ ॥

(১৫৯)

ততঃ "কুলমরিযাদ কপাট"-ইত্যাদিনা শ্রীমতী নিজাভিপ্রায়ং ব্যনক্তি। তটিনী নদী ॥ ১৫৯ ॥

(১৬০)

ততো গমনপ্রকারং মেলনঞ্চ "মেঘযামিনী"-ইত্যাদিনাহ। "উলটপদ" পাদস্খলনাদিত্যর্থঃ। বিদ্যুদ্দর্শনেন চমৎকৃতিপরা সতী তৎকালে চিন্তামণিভূমিজাতস্ফটিকতরুভ্রমাৎ স্থূল[৪]-জলধারাধারণেচ্ছাং কৃতবতীত্যর্থঃ। এতত্তু লোকাতিশয়বর্ণনম্। "ঐছে পাই গেহ" এবংপ্রকারেণ কৃষ্ণযুক্তসংকেতগেহং প্রাপ্য তদ্দর্শনেন দেহস্য সাফল্যং কৃতম্ ॥ ১৬০ ॥

(১৬১)

পুনরন্যা কাপি বিভ্রমালঙ্কারং[৫] কথয়তি "মণিময় নূপুর"-ইত্যাদিনা। তল্লক্ষণং যথা শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসংভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্যয়ঃ ॥[৬]

অস্যার্থঃ[৭] স্পষ্টঃ ॥ ১৬১ ॥

(১৬২)

ততঃ সম্মেলনপরিপাটীং "আদরে আগুসরি"-ইত্যাদিগীতদ্বয়েন[৮] কাচিৎ কাঞ্চিৎ প্রত্যাহ। হে সখি! অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীতেঃ প্রেম্নো মূর্তিমত্যাধিদেবতারূপঃ[৯]। যতো যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্বদুঃখানি পলায়ন্তে স স্বয়মেব সেবনং কুরুতে। এতেন পরমপ্রেমপ্রকাশকত্বং সূচিতম্। রূপকালংকারোঽয়ম্[১০]। নত্বৈশ্বর্যজ্ঞানোক্তিঃ। সেবনপ্রকারমাহ—"হিম সম" ইত্যাদি ॥ ১৬২ ॥

টীকা—

১। অমর। ৩। ১৩৮।

২। পরাবৃত্যা—পাঠান্তর ঙ-পুঁথি।

৩। গমনং—ঙ-পুঁথি।

৪। "স্বচ্ছ"—পাঠান্তর ঙ-পুঁথি।

৫। "ব্যঞ্জয়ন্তী পূর্বোক্তপ্রকারং"—পাঠান্তর ক-পুঁথি। ব্যঞ্জয়তি—ঙ-পুঁথি।

৬। অনুভাবের অন্তর্গত স্বভাবজ অলংকারের প্রকারভেদ বিভ্রম। উজ্জ্বল—১১।২০।

৭। অস্যার্থ—ঙ-পুঁথি।

৮। দ্বিতীয় পদটি "আজু কৈছনে" ইত্যাদি।

৯। তুলনীয়—"শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ
মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।"
গীত গোবিন্দ—প্রথম সর্গ।

১০। অর্থালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—"রূপকো রূপিতারোপো বিষয়ে নিরপহ্নবে।"—দর্পণ। ১০। এস্থলে উপমেয় শ্রীকৃষ্ণে উপমান "মূর্তিমান্ শৃঙ্গার" আরোপিত হইয়াছে। তাই রূপক অলংকার। ভগবৎসত্তার ঐশ্বর্যরূপ নয়, প্রেমস্বরূপই এস্থলে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৬৩

"আজু কৈছনে তেজলি গেহ" ইত্যাত্র প্রতিচরণপূর্বার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ। পরার্দ্ধং শ্রীরাধায়াঃ প্রত্যুক্তিঃ ॥ ১৬৩ ॥

১৬৪

ততোঽশ্বরবৃত্তান্তং "বব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার"-ইত্যাদিনা মহানুরাগং ব্যঞ্জয়ন্তী কাচিৎ শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ১৬৪ ॥

১৬৫

অথ বাসকসজ্জাগাননির্বাহকশ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রঃ "সুরধুনী তীর"-ইত্যাদিনানুভূয়তে। "তরুণী-ভাব-পরকাশ" ইত্যত্র প্রাপ্তবাসকসজ্জাবস্থায়াঃ শ্রীরাধায়াস্তদ্‌ভাবপ্রকাশোঽভূদিত্যর্থঃ। চন্দ্রযুতং "কর্পূরশ্চন্দ্রসংজ্ঞক" ইত্যমরঃ[১]। "রাকা"-ইত্যাদিনা নখরস্য বাগুরাত্বং বর্ণিতম্[২]। তয়া রাধামোহনাখ্য-দুষ্টদ্বিরেফস্যাপি চিত্তং দমিত্বা দাসবৎ ববন্ধ, কিম্ভূত রসিকভক্তভৃঙ্গান্। এতেন পরমসৌন্দর্যাদি-চমৎকারত্বম্ ॥ ১৬৫ ॥

১৬৬

অথ[৩] বাসকসজ্জাবস্থাগতায়াঃ শ্রীরাধিকায়াঃ[৪] শ্রীকৃষ্ণাভিসারায় দৌত্যকর্ম কুর্বত্যা কয়াপি সংকেতিতবাসগেহম্[৫] আগচ্ছতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পথি বর্ণয়িষ্যমানরূপং সর্বামঙ্গলনাশকং "কুবলয়নীলরতন"-ইত্যাত্তর্থলভ্যমাদাবেব স্মরতি। "ভাবিনী-ভাব-বিভাবিত-অন্তর" ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবোঽস্যা অস্তীতি ভাবিনী। তস্যামাশ্রয়ালম্বন-[৬]রূপায়াং প্রভূতাত প্রাপ্তবাসকসজ্জাবস্থায়াং মম সখ্যাং ভাবেনানুরাগেণ বিভাবিতহৃদয়ঃ সন্ রাত্রিন্দিনং কিমপি ন জানাতি। এতেন তস্যাপ্যাশ্রয়ালম্বনত্বমবগম্যতে। তেনো-ভয়োরেব বিষয়ালম্বনত্বং[৭] ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৬৬ ॥

১৬৭

ততো বাসকসজ্জাবস্থাং "কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পম্"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। তল্লক্ষণং যথা—

"স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা[৮] ॥"

হে প্রিয়সখি! কুসুমাবলিভিস্তল্পং শয্যামুপস্কুরু সজ্জীকুরু। মাল্যঞ্চ দেবমণিহার[৯]-তুল্যম্। মণিসরো

টীকা—

১। অমর—২।১৩০—মনুষ্যবর্গ।

২। "বাগুরা 'ফান্দ' ইতি বা অস্যা আখ্যা তৎ বর্ণিতম্"—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৩। ক-পুঁথিতে নাই।

৪। শ্রীরাধায়াঃ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

৫। 'গৃহে'—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৬। যাহাতে ভাব উদ্বুদ্ধ হয় তাহাকে আশ্রয়ালম্বন বলে।

৭। যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভাব জাগ্রত হয় তাহাকে বিষয়ালম্বন বলে। রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই উভয়ের বিষয়া-লম্বন ও আশ্রয়ালম্বন।

৮। উজ্জ্বল—৫।৩১। অপর দুই পংক্তি—
"চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া সঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষণম্।
সখীবিনোদবার্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ" ॥ ৩২ ॥

৯। দেবভোগ্য মুক্তাহার। "মণি"-শব্দের অর্থ মুক্তা—"রত্নং মণির্দ্বয়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি চ"—অমর। ২—বৈশ্যবর্গ। বিশ্বে আছে—"মণিঃ স্ত্রীপুংসয়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি চ।" সুতরাং "মণিহার"-শব্দের অর্থ মুক্তা-মালা। অমর, ২—মনুষ্যবর্গে আছে "অথোরঃসূত্রিকা মৌক্তিকৈঃ কৃতা। ১০৪। হারো মুক্তামালা দেবচ্ছন্দোঽসৌ শতযষ্টিকঃ।" অর্থাৎ মুক্তার শতনরী হারকে দেবমণিহার বলা হয়। কণ্ঠ হইতে কিঞ্চিৎ লম্বমান মুক্তামালার নাম "উরঃসূত্রিকা"। দীর্ঘ মুক্তামালা "হার"। শতনরী মুক্তামালা দেবচ্ছন্দ অর্থাৎ দেবভোগ্য শতলহরযুক্ত মুক্তামালা।

হারবিশেষঃ[১]। "ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি[২]" ইত্যাদি বহুপদ্যেষু দৃশ্যতে। কৃষ্ণম্ অধিকৃত্য কেলিপরিচ্ছদপুঞ্জং সত্বরমুপকল্পয়, মণিনা রচিতং সম্পুটং তাম্বুলাধারং তাম্বুলমুপনয়। শয়নাঙ্কুলং শয্যানিকটভূমিং তদেকদেশং বা পীত-দুকূলঞ্চ। হাদিত্বাদ্দ্বিকর্মকত্বম্[৩]। মাধবং শীঘ্রমত্র সমাগতং জানীহি, যতঃ সনাতনসন্ধং স্থায়িপ্রতিজ্ঞম্। "সন্ধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা" ইতি নানার্থাৎ[৪]। পক্ষে সনাতনেন তদাখ্যগোস্বামিনা সন্ধং = সন্ধিতম্। "সন্ধ" সন্ধাবিত্যস্য কর্মণি ঘঞন্তস্য রূপং জরাসন্ধবৎ। অতএবাপ্রতিবন্ধম্ ॥ ১৬৭ ॥

১৬৮

"বাসিতবারি কপূরিততাম্বুল কুসুমিত মদনশয়ান"-ইত্যাদিনা পুনর্দর্শয়তি। "মদনশয়ান" কেলিশয্যা। সম্ভোগকালে চেতনপ্রার্থনয়া মোহান্তসুরতক্ষমত্বা-দিলক্ষণবিশিষ্টমধ্যাত্বম্[৫]-অবগম্যতে ॥ ১৬৮ ॥

১৬৯

"উজর রাতি সেজ নব কিশলয় বাসিত তাম্বুল-বারি"-ইত্যাদিনা তস্যাঃ প্রেমোৎকর্ষসূচকোক্তিং দর্শয়তি ॥ ১৬৯ ॥

১৭০

"সাজল কুসুম শেজ পুন সাজই"-ইত্যাদিনা প্রেমময়বৈপরীতচেষ্টাং দর্শয়তি। খপুরো গুবাকঃ। "গুবাকঃ খপুরঃ[৬] ইত্যমরশাসনাৎ। "মদন ভরাতি" মদনাবেশেন ভ্রান্তির্যাতা ॥ ১৭০ ॥

১৭১

"ঘন ঘন নীপ সমীপহি"-ইত্যাদিনা তদ্গাঢ়দশাং দর্শয়তি। নষ্টপ্যাত্র মহোৎকণ্ঠাস্তি তথাপি চন্দ্রস্য কিরণমেব বিলম্বকারণম্। কিং ত্বত্রাবশ্যং নায়ক আগমিষ্যতীতি বামাক্ষিস্পন্দনোপলব্ধ্যা প্রস্তুতাবস্থা পুষ্টীকৃতা। এবমুত্তরগীতদ্বয়েনাপি[৭] বোধ্যম্ ॥ ১৭১ ॥

(১৭২)

ততোঽমিতার্থা[৮] দূতী দ্রুতং শ্রীকৃষ্ণনিকটং গত্বা তদ্দশাং "উজর শশধর দীপ পজারল"-ইত্যাদিনা

টীকা—

১। "মণিসর" বলিতে বিশেষ শ্রেণীর মুক্তামালা বোঝায়। যষ্টি বা লহরভেদে মুক্তামালা বিবিধ প্রকার। যথা—বত্রিশলহর মুক্তামালার নাম গুৎস, চব্বিশ লহরের নাম গুৎসার্ধ, চৌত্রিশ লহরের নাম চতুর্দশরিং বা গোস্তন, বিশলহরের নাম মানবক, একলহরের নাম একাবলী এবং সাতাশটি মুক্তা দ্বারা গ্রথিত মালার নাম নক্ষত্রমালা। এ সম্বন্ধে মেদিনী ও অমরকোষ দ্রষ্টব্য।

২। ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি
বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন।
মুগ্ধং বিবুধ্য মযি হন্ত দৃগন্তভঙ্গীং
বাধা গুরোরপি পুরঃ প্রপয়াদবাতানীং ॥
বিদগ্ধমাধব— ৩।৩

৩। "যে কর্মণো হৃহাদেঃ"—বা "অকথিতঞ্চ" সূত্রা-নুসারে অপ্রধান বা গৌণ কর্ম "শয়নাঙ্কুল" শব্দে কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪। অমর—৩।১০২।

৫। মধ্যা নায়িকার অন্যতর গুণ বিশেষ। মধ্যার লক্ষণ—
"সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎপ্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যা স্যাৎ কোমলা কাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা ॥"
উজ্জ্বল—৫।১১

৬। অমর—২।১৬৯—বনৌষধিবর্গ।

৭। "উজর শশধর দীপ পজারল" এবং "পগুতি দিশি দিশি" ইত্যাদি পদদ্বয়।

৮। দূতীর প্রকার ভেদ। ইহার লক্ষণ—
"জ্ঞাত্বেঙ্গিতেন বা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা।
উপায়ৈর্মেলয়েৎ তৌ যাবমিতার্থা ভবেদিয়ম্ ॥"
উজ্জ্বল—৭।১৮।

নিবেদয়তি। মন্মথ এব ব্যাধরূপঃ। "আহেরা"[১] অদৃশ্যঃ। উভয়পক্ষে সঙ্গতার্থঃ। "পজারল" প্রজ্বালিতঃ। শশধরাদিকং দীপাদিস্থায়িনং কল্পয়িত্বা ব্যাধবঞ্চারণপ্রকারো দর্শিতঃ। "পন্থ নিহারই"-ইত্যনেন, "সো ঘর বাহির করত নিরন্তর"-ইত্যনেন, "আশাপাশ গলে লই বৈঠলি"-ইত্যনেন চ বাসকসজ্জাবস্থা স্পষ্টীকৃতা॥ ১৭২॥

(১৭৩)

পুনরন্যা কাচিৎ বিলম্বাসহিষ্ণুতয়া দ্রুতমাগতা ততোঽপি তদুপযুক্তপ্রৌঢ়ানন্দোন্মাদদশাং "পশ্যতি দিশি দিশি"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণমাবেদয়তি। গীতস্যাস্য গোণ্ডকিরী রাগস্তল্লক্ষণং যথা—

"রতোৎসুকা কান্তবরপ্রতীক্ষা
সম্পাদয়ন্তী মৃদুপুষ্পতল্পম্।
ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিবার্তা
শ্যামা তনুর্গোণ্ডকিরী প্রদিষ্টা[২]॥"

হে নাথ! যাচকবাঞ্ছাপূরক! হরে! মনোহর! সা রাধা রহসি দিশি দিশি ভবন্তং তস্যা অধরস্য মধুরাণি মধূনি পিবন্তং পশ্যতি[৩]। ততঃ প্রেমবৈবশ্যাৎ সীদতি, ন ত্বনাগমনজ্ঞানোৎকণ্ঠয়া। এবমুত্তরত্রাপি বোধ্যম্। পুনর্নিকটগমনোৎসুক্যেন বলন্তী বলবতী সতী কিয়ন্তি পদানি পাদাক্রমণযোগ্যস্থানানি চলন্তী পুনর্বৈবশ্যেন পততি গন্তুমসমর্থা ভবতি। তচ্চেষ্টাং সূচয়তি। বিহিতানি কৃতানি বিশদানাং শুভ্রানাং বিষাণাং মৃণালানাং কিশলয়ানাং নবপল্লবানাঞ্চ বলয়ানি যয়া। তথাভূতা তব রতিকলয়াঽধুনা কেবলং জীবতি। অন্যথোৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা চ সতী দশমীং দশাং প্রাপ্স্যতীতি ভাবঃ। অত্র বিষকিশলয়বলয়করণমুপলক্ষণং, ময়ূরবর্হাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণবেশানুকরণমপি বোধ্যম্। তদেব "মুহু"-ইত্যাদিচরণেন স্পষ্টয়তি! বারংবারম্ অবলোকিতা মণ্ডনেন স্বদেহগতকিশলয়বলয়াদিনা লীলা—ত্বদনুকরণং যয়া তথাভূতা "মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা"। তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—"প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ[৪]।" ইতি। পুনর্ভাবান্তরেণ হরিঃ কথমভিসারং ত্বরিতং নোপৈতি সখীমনুবারং পৃচ্ছতি। ততো জলধরসদৃশং প্রচুরমন্ধকারং হরিরাগত ইতি কৃত্বা শ্লিষ্যতি চুম্বতি চ। কিং তু ভবতি ত্বয়ি বিলম্বিনি সতি সা বাসকসজ্জা বিগলিতলজ্জা সতী বিলপতি বিলপিষ্যতি রোদিতি রোদিষ্যতি চ। বর্তমানসামীপ্যে লট্। অতঃ "শীঘ্রমভিসর"ইতি ধ্বনিতম্। অন্যথা—

"চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া সঙ্কল্পো বর্ত্ম-বীক্ষণম্।
সখীবিনোদবার্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ[৫]॥"

তথা—"অষ্টাঃ স্বাধীনপতিকা-বাসসজ্জাভিসারিকাঃ।
মণ্ডিতাশ্চ পরাঃ পঞ্চ খিন্না মণ্ডনবর্জিতাঃ[৬]॥"

টীকা—

১। আপেটক7 আহেরা অর্থাৎ ব্যাধ। √হের ধাতু হইতে নঞর্থক শব্দ "আহেরা" অর্থাৎ অদৃশ্য। রাধামোহন ঠাকুর দুইটি অর্থই ধরিয়াছেন।

২। "পাঠান্তর—
রতোৎসুকা কান্তপথপ্রতীক্ষাম্
আপাদয়ন্তী মৃদুপুষ্পতল্পে।
ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিবার্তা
শ্যামাঙ্গিকা গৌড়কবিঃ প্রসিদ্ধা॥"

সঙ্গীতনারায়ণ।

রাগরত্নাকরে—রাগমূর্তির দ্বিতীয় পংক্তিতে "দৃষ্টি"-স্থলে "ইষ্ট" এবং "প্রসিদ্ধা"-স্থলে "প্রদিষ্টা" আছে।

৩। ড-পুথিতে নাই।

৪। উজ্জ্বল—১১।১৬।

৫। উজ্জ্বল—৫।৩২।

৬। উজ্জ্বল—৫।৪২। ইহার তৃতীয় পংক্তি—
"বামগণ্ডাশ্রিতকরাশ্চিন্তাসন্তপ্তমানসাঃ॥"

ইত্যাদি বহুগ্রন্থধৃতবিবিধবচনানাং বিরোধাপত্তিঃ স্যাৎ। শ্রীজয়দেবকবেরিদং গীতমুদিতং সৎ রসিকজনং মধুর-ভক্তমতিমুদিতং পরমানন্দযুক্তং তনুতামিতি ॥১৭৩॥

(১৭৪)

ততো "বাসকগেহ গমন শুনি"-ইত্যাদিনা মেলনং দর্শয়তি। সিন্ধুরো হস্তী[১] ॥ ১৭৪ ॥

(১৭৫)

অথোৎকণ্ঠিতারসাত্মকং শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রং "দেখ দেখ"-ইত্যাদিনা স্মরতি। গবাশনো গোখাদ-কশ্চণ্ডালঃ। "বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাৎ"-ইত্যাদি-পদ্যে "স কুলং পুনাতি "ইতি নিরুক্তমস্তি। অত্র তু তৎকীর্তনাদেব গবী সগণঃ সংসারসাগরস্য পারং প্রাপ্তবানিত্যনেন তস্য[২] মহাদয়ালুত্বেন পাবকত্বং ব্যঞ্জিতম্। গোপীগণানাং গুণগ্রামাদ্ গৌরবর্ণো ভূত্বা রাত্রৌ 'বনি' প্রস্তুতবেশং কৃত্বা রোদনমুৎকণ্ঠয়া করোতি। কান্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কামনা প্রাপ্তিবাসনা মর্মণি যস্য তথাভূতো ভাবাক্রান্তোঽপি[৩] যুগপাবন-ধর্মং শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তনরূপং ভগত্যুপদিশতি। অন্যানুভাবাঃ স্পষ্টাঃ ॥ ১৭৫ ॥

(১৭৬)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোৎকণ্ঠিতনায়িকাপ্রেষ্যমাণদূতী-বর্ণিতরূপম্ "অরুণিত"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "কুঞ্জর-করভ" হস্তিশাবকঃ। যদ্বা কুঞ্জরস্য করাদপি ভা দীপ্তির্যস্য তথা। স চাসৌ করশ্চেতি তস্মিন্। করবন্ধনাঃ কিরণৈর্যুক্তা মলয়জকঙ্কণবলয়া বিরাজন্তে। অধরামৃতপ্রবাহযুক্তমুরলী নদী। তয়া বিগলিতং পতিতং রঙ্গিণীনাং হৃদয়স্থকূলং পট্টবস্ত্রমেব। শ্লেষেণ দ্বিকূলং তটরূপমিতি যাবৎ তৎপতিতম্। এতেন মম সখ্যা উৎকণ্ঠিতাত্বং মনসি কৃতম্। রমণীনাং মনাংস্যেব ভ্রমরমালা। অনেকসংকেতস্থ-নায়িকা-কর্ষণেন মম সখ্যা নিকটগমনে বিলম্বিতা বৃত্তেতি "বেড়ল"-ইত্যাদিনা ধ্বনিতম্। অপহ্নুত্যলং-কারোঽয়ম্[৪] ॥ ১৭৬ ॥

(১৭৭)

ততঃ "কতহু প্রেমধন হিয় মাহা সাঁচি"-ইত্যাদিনোৎকণ্ঠিতাবস্থাং দর্শয়তি। তল্লক্ষণং যথা—

"অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণম্।
আরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ[৫]॥" ইতি।

প্রেমধনং "সাঁচি" সঞ্চয়িত্বা। "বাঁচি" বঞ্চয়িত্বেত্যর্থঃ। "আনত" অন্যত্র। "যাকর লাগি" যস্য নিমিত্তং "মনহি" মনোরূপেণ কাষ্ঠেন "মন গোই" হৃদি গুপ্তো মনোরথো নির্মিতঃ স তং নারূঢ় ইত্যর্থঃ। "পন্থ নেহারি"-ইত্যাদিচরণে বাসকসজ্জা। বিপ্রলব্ধা-বস্থাশঙ্কা নিরস্তা। "দীগভরাতি" শ্রীকৃষ্ণস্য দিগ্ভ্রান্তির্জাতেত্যর্থঃ। "গোবিন্দদাস পঁহু দীগ-ভরাতি" ইত্যেব পাঠঃ ॥ ১৭৭ ॥

(১৭৮)

পূর্বস্মাদতিশয়োৎকণ্ঠাং "দেখ সখি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "অটমী" কৃষ্ণাষ্টমী। "অব হরি ন মিলল-"ইত্যনেন বিপ্রলব্ধাবস্থা শঙ্কা নিরস্তা ॥ ১৭৮॥

টীকা—

১। ১৭৪ সংখ্যক পদের টীকা মুদ্রিত পুঁথিতে নাই। ঙ-পুঁথি ও মূল পুঁথিতে ইহার যে টীকা পাওয়া গিয়াছে তাহাই প্রদত্ত হইল।

২। ঙ-পুথিতে নাই।

৩। তথাভূতং ভাবাক্রান্তোঽপি—পাঠান্তর বহ।

৪। "প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ।" এস্থলে লক্ষণানুসারে রমণীমনকে নিষেধ করিয়া মধুকর-মালায় প্রতীতিস্থাপন করাতেই কবিবিবক্ষা।

৫। উজ্জ্বল—৫।৩৩, ৩৪।

(১৭৯)

নমু কিঞ্চিৎকালবিলম্বেন স আগমিষ্যতীতি চেৎ তত্রাহ "কথিতসময়েঽপি" ইত্যাদি। "হে!" ইতি সখীসম্বোধনমস্যাপি লোকে সাক্ষাৎস্থিতে সম্বোধ্যমানে তন্নামাগ্রহণেন 'হে' ইতি প্রযুজ্যতে। শ্রীবালবোধিনী-টীকায়াস্তু "স্বগতসম্বোধনম্" ইত্যুক্তম্। হে সখি! ইহ বনে কং স্মরণং যামি, যতঃ সখীজনবচনেন বঞ্চিতাহম্। তৎ কুতঃ? কথিতসময়ে সখ্যা শ্রীকৃষ্ণাগমনস্য নিরূপিতকালে হরির্বনমপ্যস্মাৎ স্থানাৎ দূরতরান্তবনমপি ন যযৌ ন প্রাপ্তবান্ যস্মুরলীধ্বনির্ন শ্রূয়তে কুত্রাপি বনে ইতি ভাবঃ। অতো মমেদমমলরূপযৌবনম্ অমলং নির্মলং রূপং যত্র তাদৃশং যৌবনম্। "অমলরূপমপি যৌবনম্" ইতি পাঠে যৌবনমমলং রূপঞ্চ বিফলম্। যদনুগমনায় যস্য সঙ্গমায় নিশি বনমপি শীলিতমাগতং তেন হেতুনা মম হৃদয়মিদমসমশরেণ কন্দর্পেণ কীলিতং বিদ্ধম্। 'কীল' প্রতিবন্ধে ধাতুঃ। মম মরণমেব বরং শ্রেষ্ঠং যতোঽচেতনাজ্ঞাহমতোঽপীতিবিতথং ব্যর্থং কেতনং কার্যং যস্যাস্তাদৃশী সতী বিরহানলং বিসহামীতি। কিং কুণ্ঠনম্। "প্রতিপজ্জ্ঞপ্তিচেতনা" ইতি স্বর্গবর্গাৎ[১]। "মন্দেঽথ কেতনং কৃত্যে কেতাবুপনিমন্ত্রণে[২]" তথা "কিং পৃচ্ছায়াং কুণ্ঠনে" ইতি নানার্থাৎ[৩]। তট্টীকায়াং তু "অতিবিতথকেতনা" ব্যর্থদেহেতি ব্যাখ্যাতম্। "অহহ" ইতি খেদে। তদ্বিরহাগ্নিধারণেন বহূনি দূষণানি মহোত্তাপকত্বাদীনি যত্র তাদৃশং বলয়াদিমণিভূষণং কলয়ামি ধারয়ামি সহজকঠিনস্য ভূষণস্য[৪] দুঃখদত্বমত্যেব। যা মধুরা সর্বসুখদা বাসন্তী চৈত্ররজনী সাপি তং বিনা মাং বিধুরয়তি বিকলীকরোতি। "বিধুরো বিকলশ্চ" ইতি বিশ্বঃ[৫]। কাপি কৃতসুকৃতকামিনী হরিমনু-ভবতি—তেন সহ রতিসুখমিত্যর্থঃ। অহং তু ন পুণ্যবতীতি ভাবঃ। তেন সুকৃতেন কাময়িতুং শীলং যস্যাস্তাদৃশী। অত্র শীলে ণিন্ নিত্যসমাসশ্চ[৬]। বহুব্রীহির্ন কার্যস্তত্র বিধেয়াংশস্য "কৃতসুকৃত"-স্য গুণীভূতাদবিমৃষ্টবিধেয়াংশদোষঃ[৭] স্যাৎ। যত্তু বালবোধিন্যাং "কৃতং সুকৃতং যয়া" ইতি তদর্থ-কথনমেব কৃতং ন তু সমাসবাক্যম্। অতএব পুনঃ কর্মধারয়বিগ্রহো ন কৃতঃ। অপি চ যা সুকোমলত্বেন সুখদত্বেন চ হৃদি গৃহীতা সাপি তস্মতে মাং হন্তি। কীদৃশীম্? কুসুমাৎ তস্যাঃ পূর্বাবস্থারূপাৎ সুকুমারা তনুর্যস্যাস্তাদৃশীমতিসৌকুমার্যাৎ তদ্দুঃখসহনে নিজস্যাত্যন্তাসামর্থ্যং সূচিতম্। তৎ কুতোঽতনোঃ কন্দর্পস্য শররূপয়া লীলয়া হেতুভূতয়া। যতঃ কুসুমান্যেব বাণাস্তস্যাদৃশ্যরূপেণাগত্যান্তর্ভিনত্তি ন

টীকা—

১। অমর—১।১—স্বর্গবর্গ। টীকায় "স্বর্গবর্গ" পাঠটি ভ্রমাত্মক।

২। অমর—৩।১১৪—নানার্থবর্গ।

৩। অমর—৩।২৫১—অব্যয়বর্গ। "নানার্থাৎ" পাঠ ভ্রমাত্মক।

৪। ছ-পুঁথিতে নাই।

৫। অমরে—"বিধুরং তু প্রবিশ্লেষে"—৩।২০ সংকীর্ণবর্গ

৬। কৃত+সুকৃত+কাম+ণিন্ (শীলার্থে)+ঙীপ্ = কৃতসুকৃত-কামিনী—নিত্যসমাস।

৭। বিধেয় বা প্রধান অংশকে অপ্রধান ভাবে নির্দেশ করা হইলে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ ঘটে। এস্থলে "কৃতসুকৃত"-অংশেই কবিবিবক্ষা-বশত প্রাধান্য। কিন্তু বহুব্রীহি বা কর্মধারয় সমাসে অন্যপদপ্রাধান্য বা উত্তরপদপ্রাধান্যবশত এস্থলে "কৃতসুকৃত"-অংশের বিবক্ষিত প্রাধান্য রক্ষিত হয় না। সুতরাং অবিমৃষ্টবিধেয়াংশরূপ দোষপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

বাহমতো বিরমশীলয়া। কিঞ্চ মধুসূদনো ভ্রমর ইব চঞ্চলঃ। স মাং চেতসা ন স্মরতি। অহং তু ন বিগলিতো[১] বনবেতসো[২] যয়া সাঽহতো মূর্খা ভ্রমরতুল্যস্তু তস্য নিমিত্তমিহ বসামি। বেতসো[৩] বানীরসংজ্ঞকবৃক্ষবিশেষঃ। হরিচরণশরণস্য শ্রীজয়দেব-কবের্ভারতোয়া সরস্বতী ভক্তানাং হৃদি বসতু বিরাজতামিত্যর্থঃ। কেবলকামিপুরুষাণাং যুবতিরিব কোমলা শ্রুতিসুখজনিকা কলাবতী ব্যঞ্জনা ব্যঙ্গ্যালঙ্কারাদিকৌশলবতী সা চাসৌ সা চেতি। পক্ষেঽতিসুখস্পর্শা[৪] শৃঙ্গার-জনিত-ভাব[৫]-হাব[৬]-হেলা[৭]-দি[৮]-নানা-কৌশলবতী চ ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—

১। বিগলিতৌ—পাঠান্তর বহ।

২। বনবেতসৌ—পাঠান্তর বহ।

৩। অমর—২।২৯—বনৌষধিবর্গ।

৪। স্পর্শ—ত-পুঁথি।

৫। অনুভাবের অঙ্গজ অলংকারের প্রকারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যো ভাব উজ্জ্বলে।
নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥"
উজ্জ্বল—১১।৩

৬। অনুভাবের অন্তর্গত অঙ্গজ অলংকারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥"
উজ্জ্বল—১১।৭

৭। অনুভাবের অন্তর্গত অঙ্গজ অলংকারান্তর। ইহার লক্ষণ—

"হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তশৃঙ্গারসূচকঃ॥" ১১।৮

৮। পূর্বোক্ত তিনটি অঙ্গজ অলংকার ছাড়াও "আদি"-শব্দের দ্বারা সাতটি অযত্নজ ও দশটি স্বভাবজ অলংকার এবং উদ্ভাস্বর ও দ্বাদশটি বাচিক অনুভাব বুঝিতে হইবে।

(১৮০)

পুনঃ পূর্বস্মাদত্যুৎকণ্ঠাং "কানুক সন্দেশে বেশ বনিয়া[৯]"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। হিমকরকিরণেন তস্যাগমনং রুদ্ধম্। তত্রাবস্থানস্য কিং ফলম্? গৃহং গচ্ছাম ইত্যর্থেন যদ্যপি বিপ্রলব্ধাবস্থাং সূচয়তি তথাপি পুনর্দূতীপ্রেষণকথনেন তদবস্থা[১০] স্পষ্টীকৃতা ॥ ১৮০ ॥

(১৮১)

অথ প্রাবৃট্কালসংকেতস্থ-নায়িকায়াস্তদবস্থাং[১১] "ভুজগে ভরল পথ"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "অবহুঁ না মিলল"-ইত্যনেনোৎকণ্ঠিতাবস্থা লক্ষ্যতে। "গোবিন্দ দাস কহ এ দুহুঁ সংশয়" ইত্যত্র কলাবতীজ্ঞাপাশবন্ধনং, গৃহে তু মদভিসারবিজ্ঞাপন[১২]-গুরুজন-কর্তৃককটূক্তিকথনক্ষৈতদ্দ্বয়ং মিথ্যাসংশয়জনিতম্। তত্র গীতকর্তুঃ "সংশয়"-পদাভিধানাৎ "না জানিএ কোন কলাবতী বাঞ্চল" ইত্যত্র "না-জানি" শব্দাভিধানাচ্চ হেতুতর্কণমেবানুভাবো[১৩] লক্ষ্যতে, ন তু বিপ্রলব্ধাবস্থা ॥ ১৮১ ॥

(১৮২)

প্রাসঙ্গিকতয়া প্রাবৃট্কালসংকেতস্থায়া অত্যুৎকণ্ঠাং দর্শয়িত্বা পূর্বোক্ত—"গোবিন্দদাস[১৪] যাই কহ[১৫] সতি জানউ"—ইত্যুক্তিবোধিতসখীদৌত্যং "ঋতুপতি রাতি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। 'ঋতুপতি' বসন্তঃ।

৯। "বনি"—পাঠান্তর বহ।

১০। উৎকণ্ঠিতাবস্থা বুঝিতে হইবে।

১১। তদবস্থাং—ত-পুঁথিতে নাই।

১২। বিজ্ঞান—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি, ত-পুঁথি।

১৩। এস্থলে ব্যভিচারিভাববিশেষ।

১৪। গোবিন্দ নাম—ত-পুঁথি।

১৫। বহ-র টীকায় আছে—"কহ যাই।"

"ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গঞ্চ কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েঽপি[১]" ইতি পদ্যস্যার্থঃ সুষ্ঠু দর্শিতঃ[২] ॥ ১৮২ ॥

(১৮৩)

ততঃ "তোহারি সংকেত"-ইত্যাদিনা কাল-সাগান্তোপযুক্তদৌত্যং দর্শয়তি ॥ ১৮৩ ॥

(১৮৪)

ততঃ "সখি মুখে শুনইতে শুন জনি দুখ"-ইত্যাদৌ মেলনং দর্শয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ১৮৪ ॥

(১৮৫)

অথ প্রস্তুতভাববিশিষ্টং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "দেখ দেখ গৌরচন্দ্র"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "সো অব ভাববিভাবিত" ইতি প্রস্তুতবিপ্রলব্ধা-ভাব-বিভাবিতঃ সন্ "খেনে খেনে কহই কানু না মিলল"-ইত্যাদৌ বিপ্রলব্ধায়া ইব। শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাপ্তিজনিততাপমূর্চ্ছাদি-কোঽনুভাবঃ[৩] স্পষ্টঃ ॥ ১৮৫ ॥

(১৮৬)

ততঃ পূর্ব্বংসখীবর্ণিত-শ্রীকৃষ্ণরূপং "কানড় কুসুম কোমল"-ইত্যাদিনা স্মরতি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥১৮৬॥

(১৮৭)

অথ বিপ্রলব্ধাবস্থাং দর্শয়তি "কোমল"-ইত্যাদিনা। অস্যা লক্ষণং—যথা—

"কৃত্বা সংকেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ[৪] ॥"

চেষ্টা চ—

"নির্বেদচিন্তাখেদাশ্রুগ্লানিনিঃশ্বসিতাদিভাক্[৫] ।"

হে সখি! অস্য সময়ে হরির্ময়া ন লেভে। অতো হন্ত—ইতি খেদে—শ্রীকৃষ্ণাদন্যং কং জনং শরণং রক্ষিতারং, অয়ে! গচ্ছামি প্রাপ্স্যামীত্যর্থঃ। বর্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। "শরণং গৃহরক্ষিত্রো" ইত্যমরঃ[৬]। কোমলকুসুম-শ্রেণিভিঃ কৃতং চয়নং রচনা যস্য তাদৃশং লীলা-রতিশয়নং সুরতশয্যামপসারয় দূরীকুরু। যথা বিষ্বতো মনোহরো গন্ধবিলাসো যেন তথাভূতং পটবাসং[৭] চূর্ণবিশেষং যমুনাতটভুবি যমুনাতীরে ক্ষিপ ত্যজ। "পিষ্টাতঃ পটবাসকঃ" ইত্যমরঃ[৮]। ননু কথং রোষং[৯] করোষি বিলম্বেনায়মাগচ্ছতি। তত্রাহ লবমিতি। নিশান্তিমযামং রাত্রিশেষপ্রহরং ভূতমবেহি জানীহি। যদ্বা লব্ধং প্রাপ্তং (নিশা অন্তিমযামম্)। অতঃ সনাতনসঙ্গতিকামং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমাভিলাষং মুঞ্চ। পক্ষে সনাতন-গোস্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণেণ সহ সমাগমনকামম্ ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—

১। আপ্তদূতীর লক্ষণশ্লোক—

"ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েঽপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্‌গোপসুভ্রুবাম্।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারী চ সা ত্রিধা ॥
উজ্জ্বল—৭।১৮

২। "সুষ্ঠু দর্শিতঃ"—" ড-পুঁথিতে নাই।

৩। প্রলয় সাত্ত্বিকভাব, কিন্তু মহীনিপতন বা মূর্চ্ছা তাহার অনুভাব।

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ ॥"
ভক্তি—২।৩।

৪। উজ্জ্বল—৫।৩৭।

৫। উজ্জ্বল—৫।৩৭।

৬। অমর—৩।৫৩ নানার্থবর্গ।

৭। "perfumed powder"—Apte's

৮। অমর—২।১০১—ব্রহ্মবর্গ।

৯। খেদং—ড-পুঁথি। এই পাঠটি ভালো।

(১৮৮)

ততঃ "পস্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে"-ইত্যাদিনা তদ্বিবরণং দূতীগমনঞ্চ সূচয়তি। "চন্দ্র-চন্দন" কর্পূরযুক্তচন্দনম্। তত্রানুভাবাঃ স্পষ্টাঃ ॥ ১৮৮ ॥

(১৮৯)

"হরিণীনয়নী"-ইত্যাদিনা ততোঽপি গাঢ়দশাং দর্শয়তি[১]। "অবইত সংকেত ঠামা" প্রাপ্তসংকেতস্থানা ইত্যর্থ ॥ ১৮৯ ॥

(১৯০)

ততোঽত্যুৎকটদশাং দৃষ্ট্বান্যা কাপি শীঘ্রং গত্বা "শুন শুন মাধব বিদগধরাজ"-ইত্যাদিনা[২] বোধয়তি ॥ ১৯০ ॥

(১৯১)

ততঃ পরস্পর[৩]-প্রেমোৎকর্ষমেলনে "চলিলা রসিকরাজ"-ইত্যাদিনানুভূয়তে ॥ ১৯১ ॥

(১৯২)

ততঃ খণ্ডিতারসাত্মকং শ্রীগৌরচন্দ্রং "পশ্য শচীসুতম্"-ইত্যাদিনা স্মরতি। অনুপমরূপং শ্রীশচীসুতং পশ্য। কীদৃশম্? খণ্ডিতমন্মথরসস্ত নিরুপমকূপং যেন। পক্ষে খণ্ডিতায়া মানান্মথরসস্ত নিরুপমকূপম্। যদি কেনচিন্মান-[৪]রসস্যান্মথত্বং ন মন্যতে তন্ন, রসশাস্ত্রে সর্বরসস্যানন্দময়ত্বস্য[৫] বর্ণিতত্বাৎ। আপাততো যদি দুষ্টব্যবহারান্ন মন্যতে তত্রোচ্যতে, "অমৃতং বিষ" ইতি বৈদ্যকশাস্ত্রে ধ্রুতত্বাৎ। "খণ্ডিতান্মথগর্বপ্রকোপম্"[৬] ইতি পাঠে খণ্ডিতোঽন্মথগর্বস্ত প্রকোপো যেন। পক্ষে খণ্ডিতায়া ইবান্মথরূপো গর্বপ্রকোপো ব্যভিচারিভাবো যস্ত। শ্রীকৃষ্ণস্য রাগেণানুরাগেণ সাধকাভিমানেন তৎপ্রাপ্ত্যৈ কৃতমনস্তাপং—পক্ষে কৃষ্ণবিষয়কক্রোধেন। লীলয়া প্রকটিতঃ শ্রীরুদ্রপণ্ডিতনাম্নঃ শ্রীগজপতের্বা প্রতাপো যেন। পক্ষে লীলয়া প্রকটিতঃ শ্রীশিবস্ত প্রতাপ ইব প্রতাপো যেন। "রুদ্রপ্রতাপ-"ইত্যনেন "প্রহ্রে বা" পিঙ্গলমুনিলক্ষণস্মরণাৎ 'প্র'-বর্ণপরতয়া 'দ্র'-বর্ণস্থ অকারস্ত লঘুত্বম্। 'প্রকলিত' ইতি প্রকৃষ্টেন দূরীকৃতঃ শ্রীনবদ্বীপবাসি-শ্রীপুরুষোত্তমনাম্নঃ সুবিষাদো যেন। পক্ষে প্রকলিতঃ প্রাপ্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ তস্য ধৃষ্টনায়করূপত্বাৎ সুবিষাদো যেন। পিপ্পলগ্রামি-শ্রীকমলাকরনাম্না কমলপুষ্পেনাঙ্কিতৌ পূজিতৌ পাদৌ যস্ত। যদ্বা কমলাকরেণ ব্রহ্মণা। যদ্বা কমলায়া লক্ষ্ম্যাঃ করকমলেনাঙ্কিতপদম্[৭]। পক্ষে কমলানাম্নী কাচিৎ। "রোহিত" ইত্যুভয়পক্ষেঽপ্যর্থোন্তাবে[৮] রক্তবর্ণবদনেতি রোহিতা ভাষা বাক্ যস্ত। রাধামোহননাম্না কৃতা চরণাশা যস্য। পক্ষান্তরে যদ্যপি স্বয়ং রাধামোহনস্তথাপি অত্র মানভঙ্গার্থং ধৃততচ্চরণাশঃ। শ্রীরাধাভাবস্বীকারাদিতি ভাবঃ। যদ্বা রাধায়াঃ সকাশাৎ মোহনং যস্ত ॥ ১৯২ ॥

টীকা—

১। পংক্তিটি বহু র টীকায় নাই।
২। ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণং—ঙ-পুঁথি।
৩। পরস্পরং—পাঠান্তর-মূল-পুঁথি।
৪। "দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥"
উজ্জ্বল—১৫।৪৩
উজ্জ্বলে ৫৫ সংখ্যক পর্যন্ত শ্লোক এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য।
৫। সমস্ত রসই আনন্দময় কারণ আনন্দচিন্ময়-সত্তার সহিত সংস্পর্শবশত সমস্ত ভাব বা বিষয়বস্তুই আনন্দাত্মক হইয়া উঠে।
৬। ছন্দের দিক দিয়া এই পাঠটি নির্ভুল।
৭। অঙ্কিতং পদং—ঙ-পুঁথি।
৮। অর্থাদ্ ভাবে—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

(১৯৩)

ততঃ খণ্ডিতোচিতরূপং "ধ্বজবজ্র"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। অস্য পক্ষান্তরব্যাখ্যা ব্যক্তাস্তি। প্রভুাত উপস্থিত-রসভাব-ব্যঞ্জনার্থো লিখ্যতে। হে গিরিধর! তে[১] পদকমলং দূরাদেব বন্দে। অত্রাবহিত্থা-[২] নিমিত্তগৌরবস্বীকারাদ্ "ভট্টারকপাদাঃ সমাদিশন্তি" ইতিবৎ পদশব্দেন তমভিধীয়তে। "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ" ইতি গর্গোক্ত্যা লক্ষিতদেবত্বগুণস্য সংপ্রতি গোবর্দ্ধনধারণেন প্রত্যক্ষীভূত-তদ্‌গুণস্য তব দেবত্বং ব্যক্তমতো মানুষীনামস্মাকং দূরাদেব বন্দনং যুক্তমিতি। অন্যনায়িকাবক্ষোজগিরিধারী ত্বমিতি চ "গিরিধর"-শব্দেন ব্যজ্যতে কীদৃশম্? তস্য ভূষণকৃতধ্বজাদিসদৃশৈশ্চিহ্নিতম্। 'মুক্তৈর্জনৈর্ব্রজ্যতেঽসৌ' ইতি ব্রজো বৈকুণ্ঠঃ। পূজাদিস্থানম্বঃ[৩]। তত্রস্থিতনায়িকানাম্। গূঢ়ব্যঞ্জাপক্ষে যোষস্থস্তৎসদৃশদেব্যাঃ কুচকুঙ্কুমৈর্ললিতং শোভিতম্। কমলমিতি কমলা লক্ষ্মীঃ। গূঢ়পক্ষে কমলা নাম্নী কাচিদ্ যূথেশ্বরী। গূঢ়পক্ষে—অমলমিতি নাস্তি মলযুক্তং যস্মাৎ। গূঢ়পক্ষে নায়িকাপরিবর্ত-নূপুরৈঃ রমণীয়ম্। গূঢ়পক্ষেঽচপল-কুলরমণীভিঃ সংস্কৃতা কমনীয়কান্তির্যস্য। এতেন তস্যা অপ্যতিচঞ্চলত্বমাক্ষিপ্তম্। অতিলোহিতং তদঙ্ঘ্রি যাবকৈরিত্যর্থঃ। অতএবাতিরোহিতভাসমলুপ্তকান্তিম্। গোবিন্দো ভবানেবাস্য রাত্রৌ দাসো যস্যাঃ সা গোবিন্দদাসা। অপ্রধানত্বাদ্দীপপ্রত্যয়াভাবঃ[৪]। অতএব স্বদেহকমলস্য মধুনা মধূপীকৃতা গোবিন্দদাসা যেন ত্বয়া। তথাভূতং পরস্পরবশীভূতত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৯৩ ॥

(১৯৪)

শ্রীরাধায়া মানরসোপনীতখণ্ডিতাবস্থায়াং যদ্যপি নিত্যধীরাধীরমধ্যাত্বং[৫] তথাপ্যশেষনায়িকাবস্থাত্বাৎ তথা গানপোষকত্বাৎ প্রভুাত লোকে প্রথমতো দৈর্ঘ্যাবলম্বনব্যবহারাচ্ছাদৌ ধীরমধ্যাত্বং[৬] "ভাল হইল আরে বন্ধু"-ইত্যাদিনোদাহরতি। তত্র খণ্ডিতালক্ষণং—যথা শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা ॥
এষা তু রোষনিঃশ্বাসতূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ ॥"[৭]

টীকা—

১। অস্মাৎ তে—ঙ-পুঁথি।

২। "অবহিত্থাকারগুপ্তির্ভবেদ্ ভাবেন কেনচিৎ।
অত্রাঙ্গাদেঃ পরাক্ষ্যস্থ স্থানস্য পরিগূহনম্ ॥
অন্যত্রেক্ষা বৃথা চেষ্টা বাগ্‌ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ।
অনুভাবপিধানার্থোঽবহিত্থস্যাব উচ্যতে ॥'

ভক্তি—২।৪

৩। "পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ"—পাণিনি ৩।৩।১১৮। গোচর-সঞ্চর-বহ-ব্রজ-ব্যজাপণ-নিগমাশ্চ—পাণিনি—৩।৩।১১৯

এই সূত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য। মুক্তজনৈর্ব্রজ্যতেঽসৌ অর্থাৎ "মুক্তা জনা ব্রজন্তি যস্মিন্"।

৪। "জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ"—পাণিনি—৪।১।৬৩ এবং "অজাদ্যতষ্টাপ্"—পাণিনি—৪।১।৪—সূত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য।

"গোবিন্দো দাসো যস্যাঃ সা গোবিন্দদাসা"—এই বিগ্রহ বাক্যে "দাস" শব্দটি বহুব্রীহি সমাসে অপ্রধান হওয়ায় "ঙীপ্" প্রত্যয় হইল না—ইহাই তাৎপর্য।

৫। "ত্রিধাসৌ মানবৃত্তেঃ স্যাদ্ ধীরাধীরোভয়াত্মিকা"-ধীরা উভয়াত্মিকা অর্থাৎ নিত্যধীরাধীরমধ্যা নায়িকা।

উজ্জ্বল—৫।১২

৬। মানিনী মধ্যানায়িকার প্রথম প্রকার।

৭। উজ্জ্বল—৫।৩৬।

তত্র[১] সদা তুকীস্থূর নায়িকা ন তিষ্ঠতি, কিং তু কদাচিদিতি। তদ্‌-গ্রন্থাদাবপি তদুদাহরণে তথা-দর্শনাৎ। তত্রৈব ধীরমধ্যালক্ষণং যথা—

"ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা
সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্[২]।"

ইতি তদর্থসটনমত্র স্পষ্টমস্তি॥ ১৯৪॥

(১৯৫)

তচ্ছ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ শঠগুণম্[৩] অবলম্ব্য "কলধৌত-কান্তি"-ইত্যাদিনা তাং প্রতি বক্তি। তল্লক্ষণং যথা—

"প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ[৪]॥"

কলধৌতং স্বর্ণম্। প্রিয়োক্তিঃ সর্বত্রৈব স্পষ্টা। "কান্তক কত দুখ না জানসি থোরি" ইত্যপি তদনুগতম্। "কোপে করসি তুহুঁ কতমত ভাগ"-ইত্যাদিনান্যনায়িকারতিচিহ্নোপলক্ষিতাপরাধশ্চ গোপিতঃ। "এখন কহ মনের কথা"-ইত্যস্য প্রত্যুত্তরং "কেবল করণ উচিত হিএ লাগি"-ইত্যাদিনা কৃতং সমস্তম্[৫]॥ ১৯৫॥

(১৯৬)

পূর্বগীতে হৃদিলম্ব-কুসুম-হার-গ্রহণপ্রার্থনাং কুর্বন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি "আকুল"-ইত্যাদিনা তদ্‌-বারয়তি। হে মাধব! অধুনা ত্বং শঙ্করদেবোঽভূঃ। অতো দূরত এব প্রণমামি। তৎপ্রার্থনাং সমাধাতুং মানুষ্যা মম শক্তির্নাস্তি। "ইহ পর অম্বর"-ইত্যনেন দিগম্বরতা সূচিতা। পক্ষে বস্ত্রপরিবর্তঃ। "স্বামিন্! যুক্তমিদং তবাঞ্জনলবালক্তদ্রবৈঃ সর্বত"-ইত্যাদিপদ্য[৬]-রীত্যা বোদ্ধব্যম্। অত্র শিবরূপস্য সমতা। তথা সোৎপ্রাসবক্রোক্তিঃ স্পষ্টাস্তি॥ ১৯৬॥

(১৯৭)

ততঃ[৭] শ্রীকৃষ্ণো ধৃষ্টগুণম্[৮] অবলম্ব্য "সহজই গোরি রোখে তিন লোচন"[৯]-ইত্যাদিনা প্রত্যুত্তরং করোতি। তল্লক্ষণং যথা—

"অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে[১০]॥"

হে সুন্দরি! অস্য চণ্ডগুণত্বাৎ চণ্ডীভঙ্গীং দর্শয়সি। সাহজিকগৌরবর্ণত্বাদ্‌ গৌরী[১১] নাম্নী ত্বম্। "রোখ" রোষ এব[১২] তৃতীয়লোচনং চক্ষুস্ত্বং ক্রুতাক্ষিচালনাদিতি ভাবঃ। "যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর"-ইত্যাদৌ—"তথা পুর্বং ত্বয়োক্ত-দগ্ধকন্দর্পমীষদ্ধাস্যামৃতবরদানেন পুনর্জীবয়—ইতি যৎ সামবাক্যং তদপি মিথ্যাবচনদক্ষত্বাদ্‌ ধৃষ্টনায়কবচনে পর্যাপ্তম্। যতো "হৃদয়পাষাণ"-ইত্যাদৌ সর্বত্র নির্ভয়ত্বাদিব্যঞ্জনাদ্‌ "যব হাম শঙ্কর" ইত্যত্রাপরাধ-গোপনাচ্চ ধৃষ্টবচনমেবেদম্॥ ১৯৭॥

টীকা—

১। অত্র ভ-পুঁথি।
২। উজ্জ্বল—৫।১৩।
৩। শঠনায়কের গুণ।
৪। উজ্জ্বল—১।২২।
৫। অত্র—ভ-পুঁথি।
৬। স্বামিন যুক্তমিদং তবাঞ্জনলবালক্তদ্রবৈঃ সর্বতঃ
সংক্রান্তৈস্তু তনৌললোহিততনোর্গঙ্গাজললেখাবৃতিঃ।
একং কিঞ্চবলোচয়ামাস্থচিহ্নং হংহো জ্বশূনাং পতে
দেহার্ধে দয়িতাং বহন্ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ॥
উজ্জ্বল—৫।১৩।৩৩
৭। তত্র—ভ-পুঁথি।
৮। ধৃষ্টনায়কের গুণ। ধৃষ্টনায়কগুণম্—ভ-পুঁথি।
৯। ভ-পুথিতে ইহার পর আছে—"কেশরি জিনিয়া মাঝা খিন"।
১০। উজ্জ্বল—১।২৩।
১১। গৌরী অর্থাৎ পার্বতী—"উমা কাত্যায়নী গৌরী"
—অমর—১।৩৬-স্বর্গবর্গ।
১২। মূল-পুঁথিতে নাই।

(১৯৮)

ধৃষ্টনায়কগুণালম্বিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বাতিশয়ক্রোধে জাতেঽপি ধীরত্বগুণমবলম্ব্য তুষ্ণীস্থিতা সতী সঙ্কেতেন "শঙ্করবরতে আজু পরবেশলুঁ"-ইত্যাদিকং যদাহ তদুপপাদয়তি। "কী ফল নয়নহি লোল"-ইত্যাদিনা[১] "দূর কর হার তুহারি করবিরচিত"-ইত্যনেন চ কিঞ্চিৎপ্রাগল্ভ্যবচনাৎ মধ্যায়া উক্তির্গম্যতে।

"কণ্ঠে নাস্তি করোমি হুব্রতহতা
রম্যামিমাং তে স্রজম্।
বক্তুং সুষ্ঠু ন হি ক্ষমাস্মি কঠিনৈ-
র্মৌনং দ্বিজৈর্গ্রাহিতা॥[২]

ইত্যাদি-পদ্যস্য সামর্থ্যস্যাত্র-সুপপত্ত্যা ন তু ধীর-প্রগল্ভোদাহরণম্। "এ মধুমাস আস হাম বঞ্চিত" ইত্যধুনা কিং ত্বয়া সহ মম কথনং ভবিষ্যতি। অস্মিন্ মধুমাসি মম কঠিনব্রতমেব তদাশাং নিরাকরোতি। এতেন ভবান্ বহুবল্লভস্তব কা ক্ষতি। একনিষ্ঠাহুব্রতহতায়া[৪] মমৈবেতি ভাবঃ। "কর-সঙ্কেত কতহু সমুঝায়ব"-ইত্যাদিনা মৌনিন্যাঃ সঙ্কেতকথনমেবেতি স্পষ্টম্॥ ১৯৮॥

(১৯৯)

তদতিকোপযুক্তাং দৃষ্ট্বা তন্মানাবহিত্থাং কথয়ন্ কেবলং সামবাক্যং "করলি কঠিন মৌন"-ইত্যাদিনা আহ। তল্লক্ষণং যথা—

"প্রিয়বাক্যস্য কথনং যত্র তৎ সাম গীয়তে।"[৫]

ইদমপি নায়কবাক্যে পর্যাপ্তম্। কামরিপোঃ শ্রীশিবস্য ব্রতকামনয়া মৌনং কৃতং, ন কর্কশমানঃ। তদা কাঞ্চনকমলস্য হুঙ্কারী মুখশ্রীঃ কথং কোকনদস্যেব ভূতা। "কহুঁই করএ কভু" ইতি যদি কদাচিন্নিজজনঃ 'কল্মষ' দুষ্কর্ম করোতি তদা করদণ্ড এব উচিতো ভবতি॥ ১৯৯॥

(২০০)

"আদরে বাদর করি কত বরিখসি"-ইত্যাদিনা সামবাক্যং শ্রীমতী নিরাকরোতি। "হরিচরণে মঝু সেবা"-ইত্যনেন নমস্কারপূর্বকং তৎস্থানাদ্ গৃহগমনং ব্যজ্যতে॥ ২০০॥

(২০১)

ততোঽপি[৬] সানুনয়ং "সঙ্কেতকুঞ্জে[৭] ভরম ভরে জাগলুঁ"-ইত্যাদিনা নিজাপরাধং গোপয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ॥ ২০১॥

টীকা—

১। ইত্যনেন—ভ-পুঁথি।

২। অপর দুইটি পংক্তি—

"কা ত্বাং প্রোজ্‌ঝ্য চলেৎ খলেয়মচিরং শঙ্কর্ন চেদাহ্বয়েৎ
ইত্থং পালিকয়া হরৌ বিনম্রতো মত্যার্গভীরীকৃতঃ॥"

উজ্জ্বল—৫।৫৫।

৩। সমার্থস্য—ভ-পুঁথি।

৪। একনিষ্ঠায়া হুব্রতহতায়াঃ—ভ-পুঁথি।

৫। উজ্জ্বল—১৫।৬১।

সামাদি মানভঙ্গের উপায়—

"হেতুর্যস্য সমং যাতি যথাযোগ্যং প্রকল্পিতৈঃ।
সামভেদক্রিয়াদানানত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ।
মানোপশমনস্যাস্য বাষ্পমোক্ষস্মিতাদয়ঃ॥"

উজ্জ্বল—১৫।৫৯, ৬০

৬। ততোঽপি—ভ-পুঁথি।

৭। বহর টীকার পাঠ "সঙ্কেত কুঞ্জ"।

(২০২)

"রোখসি বিনহি বিচার"-ইত্যুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি কিঞ্চিদধিককোপযুক্তা সতী সাহজিকধীরাধীরত্ব-গুণম্[১] অবলম্ব্য "নখপদ হৃদয়ে"-ইত্যাদিকমাহ। তল্লক্ষণং যথা—

"ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্[২]"। ইতি ভো! ভবান্ কুঞ্জান্তরে জাগরণং কৃতম্। তথা শয়ানঃ স্বপ্নাদাবপি মাং বিনা ন প্রেক্ষসীতি যত্ত্বক্তং তৎ সত্যমেব। যতস্ত্বমহমেকপ্রাণোঽতএব তব যৎ হৃদয়ং নখক্ষতং তজ্জলনং মম হৃদয়ে। মম চিন্তয়া জাগরণে তব লোচনমরুণং বৃত্তমিত্যাদিবচনাদ্ ধৈর্যগুণো বক্রোক্তিশ্চ সর্বত্রৈবাস্তি। "হামারি রোদন-অভিলাষ"-ইত্যনেন, "অতএ চলহ নিজবাস"-ইত্যনেন চ বাষ্পযুক্তত্বমধৈর্যঞ্চ বোধিতম্। অতো ধীরাধীরাত্বমেব। "কহতহি গোবিন্দদাস"-ইত্যনেন মৌনযুক্তায়াঃ প্রতিকথনমেবাবগম্যতে ॥ ২০২ ॥

(২০৩)

ততঃ শ্রীমত্যা মুখতো ভর্ৎসনময়বচনং শ্রোতুমুৎসুকঃ স ধৃষ্টনায়কত্বমাশ্রিত্য শ্রীরাধিকামুদ্দিশ্য "কাঁহা নখ চিহ্ন"-ইত্যাদিনা সখীং প্রতি বক্তি। "নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ম্[৩]"-ইত্যাদি-পদ্যানুসারেণাস্যার্থো বোদ্ধব্যঃ ॥ ২০৩ ॥

(২০৪)

পুনঃ কিঞ্চিদতিশয়কোপা সতী "মাধব কাহে কান্দাওসি হামে"-ইত্যাদিনা স্বয়ং বক্তি। "গোপেন্দ্রনন্দন ন রোদয় যাহি যাহি[৪]" ইতি তথা "তামেব প্রতিপদ্য কামবরদাম্[৫]" ইত্যাদি পদ্যদ্বয়ে অস্যার্থো বোদ্ধব্যঃ ॥ ২০৪ ॥

(২০৫)

পুনঃ শঠগুণমবলম্ব্যাতঃ সামবাক্যেন "থির নয়নে ধনি"-ইত্যাদিনা তৎপ্রত্যুত্তরং করোতি। অস্যার্থঃ সুগমঃ[৬] ॥ ২০৫ ॥

(২০৬)

ততোঽতিশয়ক্রোধযুক্তাধীরমধ্যা সতী "যামিনী জাগি"-ইত্যাদিনা তৎপ্রত্যুত্তরং করোতি। তল্লক্ষণং যথা—"অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা[৭]" ইতি। পূর্ব গীতে "নহত পরীখন করব তুয়া আগে" ইতি মমাগ্রে পরীক্ষায়াঃ[৮] কিং প্রয়োজনং—হস্তস্থ

টীকা—

১। ধীরাধীরগুণম্—ভ-পুঁথি।

২। উজ্জ্বল—৫।১৫।

৩। "নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ং
ন লাক্ষাস্রঃ ক্রূরে পবিচিহ্ন গিরেগৈরিকমিদম্।
ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মৃগমদেঽপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাক্ষে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতস্থিতিরভূৎ॥"
উজ্জ্বল—১।৪১ উদাহরণশ্লোক।

৪। "গোপেন্দ্রনন্দন ন রোদয় যাহি যাহি
সা তে বিধাস্যতি রুষং হৃদয়াধিদেবী।
অশ্রৌলিমালাঙ্কতযাবকপঙ্কমগ্নাঃ
পাদদ্বয়ং পুনরনেন বিভূষয়াস্য॥"
উজ্জ্বল—৫।৪০ উদাহরণশ্লোক।

৫। "তামেব প্রতিপদ্য কামবরদাং সেবস্ব দেবীং সদা
যস্যাঃ প্রাপ্য মহাপ্রসাদমধুনা দামোদরামোদসে।
পাদালক্তচিতং শিরস্তব মুখং তাম্বুলশেষোজ্জ্বলং
কণ্ঠশ্চায়মুরোজকুঙ্কুমলসদ্‌নির্মাল্যমাল্যাঙ্কিতঃ॥"
উজ্জ্বল—৫।৪১ উদাহরণশ্লোক

৬। ইহারপর—ভ-পুঁথিতে আছে—
"শ্রীমহোদয়মহাপ্রভো দয়াং কুরু দীনহীনে ময়ি।"

৭। উজ্জ্বল—৫।১৪।

৮। পরীক্ষয়া—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

কঙ্কণং দর্পণে ন কোঽপি পশ্যতি। "চলত তাকর গেহ"-ইত্যাদিনা নীরসবাক্যকথনাদধীরাত্বম্। অন্যার্থঃ সুগমঃ॥ ২০৬॥

(২০৭)

পুনরতিশয়সান্ত্বনয়ং "কোপ হৃদয়ে মন্থু অঙ্গ না হেরসি"-ইত্যাদিনা তৎপ্রত্যুত্তরং করোতি। হে মানিনি! যদা কোপং ত্যক্ত্বা জনো বিচারং করোতি তদা ভদ্রাভদ্রং বিবেক্তুং শক্নোতি। নিজসখী[১]-খল-বচনাৎ কোপবতী সতী মদঙ্গানি ন পশ্যসি তথা নিবেদনানি ন বিচারয়সি। অতঃ "ঐছন ভাঁতি" কোপং ত্যক্ত্বা (যদি) নিজনয়নকোণেন মম নয়নং পশ্যসি তথা[২] তেন নয়নেন "হামারি হৃদয়" মদ্বক্ষো দৃষ্ট্বা "হৃদয়ে" স্বমনস্তববধানং কৃত্বা বিচারং কৃত্বা[৩] "নখপদ" নখচিহ্নং কিং "অছু" কুঙ্কুমচিহ্নং বা অনুমানং কুরু। "ইথে" অত্র যদি মম দোষলেশং পশ্যসি তদাবমানং কর্তব্যম্। উভয়নয়নেন দর্শনে সতি মানভঞ্জনং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। পক্ষে "হামারি হৃদয় হৃদয়ে অবধারিয়ে"-ইত্যনেনাধুনা ত্বয়ানুগ্রহং কৃত্বা নিজ হৃদি মম হৃদয়াবধারণে কৃতে যদ্যেবং দোষং পশ্যসি তদাবমানং কর্তব্যম্। পক্ষে চ "নয়নকোণে পুন হেরসি"-ইত্যত্র "পুনঃ" শব্দেনৈতাদৃশং মাং পুনর্দৃষ্ট্বা "তবহু করবি অপমান" অপগতং মানং কর্তব্যম্। নিজজনস্য দোষাপবারণং কর্তব্যমিতি তৃতীয়পক্ষার্থঞ্চ বোধয়তি। অত্র সর্বত্র হেতুঃ "তুহুঁ হাম একই পরাণ" ইতি॥ ২০৭॥

(২০৮)

তচ্ছ্রুত্বা কিঞ্চিদধিককোপাৎ ততোঽধিকাধৈর্য-মবলম্ব্য "রজনীজনিত"-ইত্যাদিনোৎপ্রেক্ষয়াস্তনায়িকা-রতিচিহ্নং স্পষ্টয়ন্তী শ্রীকৃষ্ণং নিরস্যতি। "হরি হরি" ইতি খেদে ত্বদ্বচনস্য মিথ্যাত্বং, তদতিহেয়ত্বয়া[৪] তর্জন্যঙ্গুল্যা নাসাস্পর্শঞ্চ সূচয়তি বোধয়তি। হে মাধব যাহি, হে কেশব ইতো যাহি। নন্বু ত্বদেকনিষ্ঠোঽহং ত্বাং বিহায় কুত্র গচ্ছামীতি ব্রুবন্তমাহ[৫]! হে সরসি-রুহলোচন! কৈতববাদং মা বদ॥ যা তব বিষাদং হরতি—অহরৎ হরিষ্যতি চেত্যর্থে বর্তমানসামীপ্যে লট্—তাং সেবস্বেত্যর্থঃ। শ্রীবালবোধিন্যাং তু লট্প্রয়োগস্তৎস্ফূর্তিসম্ভাবনয়া। মাধবেতি ধবো ন ভবসীত্যনিয়তপ্রিয়ত্বম্[৬]। কেশবেতি[৭] প্রকৃষ্টকেশ-ত্বাদ্বন্মুক্তকেশত্বম্[৮]। সরসিরুহলোচনেত্যক্ষিমুদ্রিতত্বঞ্চ[৯] ধ্বনিতমিতি ব্যাখ্যাতম্॥ ধ্রু॥ রজন্যাং জনিতো গুরুজাগরো যস্মাৎ তেন রাগেণ পরমাবেশেন কষায়িতমরুণীকৃতমতএবালসো মন্দো নিমেষো যত্র, তৎ তব নয়নং নারুণং কিং তু তদনুরাগং বহতীব। অতঃ সুতরাং কথিতস্তদ্রসাভিনিবেশো যেন তৎ। এতেন "ত্বদর্থজাগরণেন মম চক্ষুষোরেতদবস্থা জাতা। তৎ স্বচক্ষুষা[১০] দৃষ্ট্বা বিচারয়"-ইতি যদুক্তং তন্নিরস্ত-মিতি ভাবঃ।১। অপি চ হে কৃষ্ণ! শ্যামল!

টীকা—

১। "সখী"-শব্দ—ভ-পুঁথিতে নাই।
২। "তদা" হওয়া উচিত।
৩। বিচারং কৃত্বা—ভ-পুঁথিতে নাই।
৪। তদতিহেয়তয়া—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।
৫। ব্রুব—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।
৬। অনিয়তাপ্রিয়ত্বম্—ভ-পুঁথি।
৭। কেশব শব্দের অর্থ—
ক) প্রশস্তাঃ কেশাঃ সন্তি অস্য।
খ) কশ্চ ঈশশ্চ কেশৌ পুত্রপৌত্রৌ স্তঃ অস্য।
গ) কেশি শব্দস্য ইকারস্য অকারে ন-লোপে চ কেশব ইতি মুকুটঃ। তন্ন—√বধ-ধাতোরভাবাৎ।
৮। প্রকৃষ্টকেশত্বাবা-মুক্তকেশত্বম্—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।
৯। প্রত্যূষের পদ্ম অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত।
১০। চক্ষুষা—ভ-পুঁথি।

তব দশনানাং দন্তানাং বসনমাচ্ছাদকমোষ্ঠাধরং[১] স্বাভাবিকারুণং যৎ তদপি তনোরনুরূপং কৃষ্ণবর্ণতাং তনোতি বিস্তারয়তি। কীদৃশং সৎ? কজ্জল-মলিনয়ো-[২] র্বিলোচনয়োশ্চুম্বনেন বিরচিতং রূপং[৩] যস্য তৎ।২। তথা স্মরসঙ্গরে কামযুদ্ধে খরাণাং তীক্ষ্ণাণাং[৪] নখরাণাং ক্ষতেন রেখা যত্র তাদৃশং তব বপুশ্চ মরকতখণ্ডে দ্রবরূপেণার্পিতায়াঃ কলধৌতলিপেরিব স্বর্ণলিপেঃ সদৃশং রতিজয়লেখং রতৌ জয়লিখনমনুহরতি বহতি। অতএব সর্বাঙ্গ-নিরীক্ষণার্থং যন্নিবেদিতং তদপি নিরস্তম্।৩। তত্রাপি তবেদং মহদ্ধৃদয়ং বক্ষো—"হৃদয়ং চিত্তবক্ষসোঃ[৫]" ইতি বিশ্বঃ—তস্যাশ্চরণকমলয়ো-র্গলদলক্তকেন সিক্তং সদন্তর্গতস্য মদনদ্রুমস্য নবপল্লবসমূহং বহির্দর্শয়তীব। এতেন কুঙ্কুম-রেখাযুক্তমিতি তদুক্তং নিরস্তম্।৪। পুনঃ ক্ষতাধরং নিরূপ্য দশনপদমিত্যাহ। তস্যা দশনানাং পদং ক্ষতরূপচিহ্নং ভবদধরগতং মম চেতসি খেদং জনয়তি। অতঃ পূর্বং ত্বদেকপ্রাণোঽহমিতি মিথ্যা-বাক্যং বদসি, তৎ কিংতু তবৈতদ্বপুরধুনাপি ময়া সহৈক্যং কথং কথয়তি প্রতিপাদয়তি! অপি তু ন ইত্যর্থঃ। এতেন সর্বাঙ্গং নিরীক্ষ্যাবধারয়েতি যদুক্তং তন্নিরস্তমিতি ভাবঃ।৫। হে কৃষ্ণ! তব মনোঽপি বহিরিব মলিনতরং নূনং ভবিষ্যতি। অথান্যথা কথং কন্দর্পশরেণ পীড়িতমনুগতং জনং মাং বঞ্চয়সে[৬] পীড়য়সি। অনেন পীড়িতস্য[৭] তস্য তত্রাপ্যনুগতস্য পীড়নে মহানির্দয়ত্বমধর্মিত্বঞ্চ ব্যঞ্জি-তম্। 'অথ'-শব্দোঽত্রান্যথাবাচাব্যয়স্য নানার্থ-ত্বাৎ[৮]।৬। ব্যঙ্গ্যার্থমেব স্পষ্টয়িতুং 'ভ্রমতি' ইত্যাহ। ভবানবলাকবলায় যুবতীবধায় বনেষু ভ্রমতি। অতঃ কিমত্র পীড়নে বিচিত্রং—মৎপ্রাণ-ঘাতনং যত্র কৃতং তন্মম সুভাগ্যমিতি ভাবঃ। এতন্মদ্বচো ন মিথ্যা যতস্তব বধূনাং বধে নির্দয়ং দয়ারহিতং বালচরিত্রং পূতনৈকৈব প্রথয়তি বিস্তারয়তি। কিমুত প্রৌঢ়কৈশোরং[৯] ইতি মহাতি-কোপোক্ত্যা তৎস্থানাৎ[১০] তস্যা ভয়াদিব নিজগৃহ-গমনমপি ব্যজ্যতে।৭। হে বিবুধা রসিকাঃ! শ্রীজয়দেবেন ভণিতং রতিবঞ্চিতায়াঃ খণ্ডিতায়া যুবত্যাঃ শ্রীরাধায়া বিলাপং সুধাতোঽপি মধুরম্।

টীকা—

১। ওষ্ঠাম্—ঙ-পুঁথি।

২। মিলিতয়োঃ—পাঠান্তর—বহ।

৩। নীলিমরূপং—ঙ-পুঁথি।

৪। বহ ও ঙ-পুথিতে নাই।

৫। উরো বৎসং চ বক্ষশ্চ—অমর—২।৭৮—মনুষ্যবর্গ।

৬। বঞ্চয়সি—পাঠান্তর মূল পুঁথি।

৭। 'অনেন পীড়িতস্য'—অংশটি বহতে নাই।

৮। "মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ"।—অমর—৩।২৪৭-নানার্থ বর্গ।

"অথাশে সংশয়ে স্যাতামধিকারে চ মঙ্গলে।
বিকল্পানন্তরপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যারম্ভসমুচ্চয়ে॥"—মেদিনী।

৯। প্রৌঢ়কৈশোর অর্থাৎ শেষকৈশোর। ইহার লক্ষণ ভক্তিতে আছে—

"পূর্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি॥
ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে॥"—ভক্তি—২।১।

১০। তৎ—ঙ-পুঁথি।

অস্য মধুরত্বং যদুক্তং তদপ্রাকৃতাসমোর্দ্ধসমর্থারতি[১]-বিলাসরূপরসময়ত্বাৎ। অতএব বিবুধালয়তোঽপি দেবালয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠাদাবপি দুষ্প্রাপ্যং[২] শৃণুত। তত্রৈশ্বর্যজ্ঞানাদ্[৩]এতদ্রসস্যাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ৮॥২০৮॥

(২০৯)

অথ শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রস্য কলহান্তরিতা-ভাবঃ "মান বিরহ তাবে পহুঁ ভেল ভোর"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। উভয়পক্ষেঽস্যার্থঃ স্পষ্ট এবাস্তি ॥ ২০৯॥

(২১০)

ততঃ স্বসখ্যাঃ কলহান্তরিতাবস্থাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণকৃতমেতদ্বৈলক্ষণ্যমনুস্মৃত্য কাচিৎ সখী "মুখরিত-মুরলী"-ইত্যাদিনোদ্দীপনমিলিতং শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি। "মাই মোহন মুরতি মুরারি" ইতি মোহনমূর্তিরয়ম্। "মাই" 'অম্বহে' ইতি স্ত্রীজনমাত্রাণাং জাত্যুক্ত্যা বিস্ময়ে বাক্যালংকারো[৪]ঽয়ং ন তু সম্বোধনং—শৃঙ্গার-রসে মাতৃশব্দস্য বৈরিরস-[৫]বোধকত্বাৎ। যাদৃশাৎ সদৈব মনসি তিষ্ঠতাত্তো মন এব বয়ো যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, তস্য মাধুর্যমেব "মরমে" মনসি "মনমিতে" অনুমিতে সতি মন্মথস্য কন্দর্পস্য মনো মথিত্বা মারয়তীতি প্রতীতির্ভবতি। যতস্তাং বিনাস্য কন্দর্পোদ্গমঃ কদাচিদপি ন ভবতীতি ভাবঃ। অতএব সর্বোপমর্দকস্বামুনেঃ পুরুষজাতিতপস্বিনো[৬]-ঽপি মূর্ছাকারকঃ। অতো "মুচুকায়লি" অস্মেরমন্দাস্মিতমস্যা মানিন্যা মনস্যাদ্ভুতং সম্মানস্য মথনং করোতি তন্নাশ্চর্যমিতি। মন্দেরানস্যমুক্তৈরর্থাৎ নিশ্চলৈর্মকরন্দেন[৭] পুষ্পরসেন মুদিতৈর্হর্ষিতৈর্মত্তমধুকরৈর্মণ্ডিতং মৌলিসম্বন্ধি মন্দারং পারিজাতকুসুমং[৮] যস্য স তথা ॥ ২১০ ॥

টীকা—

১। "কশ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে ॥
স্ব-স্বরূপাৎ তদীয়াদ্বা জাতা যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ।
সমর্থা সর্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা॥
সর্বাদ্ভুতবিলাসোর্মিচমৎকারকরশ্রিয়ঃ।
সম্ভোগেচ্ছাবিশেষোঽস্যা রতের্জাতু ন ভিদ্যতে॥
ইত্যস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ॥"

উজ্জ্বল ১৪।২৬-২৮॥

২। শুদ্ধ মাধুর্যের অভাববশত।

৩। ঐশ্বর্য ভাবজ্ঞান আছে বলিয়া।

৪। বিশেষ কোনো অর্থের নির্দেশক নহে এরূপ অলঙ্কার-বোধক অব্যয়।

৫। রতিভাবের বৈরস্যসম্পাদক মাতৃ-শব্দ উচ্চারণ।

৬। মুনি-ঋষিরাও কৃষ্ণকে দেখিয়া কাম-ভাবে মোহিত হইতেন—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্।
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥"

"অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
ভর্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্ ॥" পদ্মপুরাণ

৭। মরন্দেন—পাঠান্তর বহু।

৮। "পঞ্চৈতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্ ॥"—
অমর—১।৫০ স্বর্গ বর্গ।

এই হিসাবে মন্দার ও পারিজাত একার্থক নহে। তবে কোনো কোনো কোষে মন্দার ও পারিজাত একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—যথা—

"পারিজাতস্তু মন্দারে পারিভদ্রে সুরদ্রুমে"।

(২১১)

প্রথমতঃ কলহান্তরিতায়াঃ স্বগতচিন্তনং "চরণ-নখর-মণি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। তল্লক্ষণং যথা—

"যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাৎ তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
তস্যাঃ প্রলাপসন্তাপগ্লানিনিঃশ্বসিতাদয়ঃ[1] ॥"

তস্যাঃ প্রলাপাদয়শ্চেষ্টা ইত্যর্থঃ। সম্বোধনাভাবাৎ স্বগতং বাক্যম্। "রোদ"-ইত্যাদিনা[2] রোদ এব তিমিরঃ। স কিমেতাদৃশো বৈরী যেন মহারত্নরূপে শ্রীকৃষ্ণে গৈরিকভ্রান্তিরকারি ॥ ২১১ ॥

(২১২)

তত্রস্থাং কাঞ্চিৎ স্বগতভাবান্ প্রেক্ষ্য কিমেতদিতি জিজ্ঞাসিতবতীং প্রতি "যাকর চরণ-নখর-রুচি হেরইতে"-ইত্যাদিনা স্বাবস্থাং কথয়তি ॥ ২১২ ॥

(২১৩)

ননু কস্মাৎ তপসি। স তবৈব নায়কঃ পশ্চাৎ মেলিষ্যতীতি প্রবোধয়ন্তীং প্রতি "আন্ধল প্রেম পহিল নাহি হেরলুঁ"-ইত্যাদিকমাহ। "অন্ধজনক"[3]-প্রেম্না প্রথমতো যো বহুবল্লভঃ শ্রীকৃষ্ণো ন দৃষ্টঃ। প্রেমৈব বহুনায়কত্ববোধবাধকমিতি ভাবঃ। তস্মান্মাং ত্যক্ত্বান্যনায়িকাসক্তো ভবিষ্যতীতি ভয়মপি ব্যক্তিতম্। "গোবিন্দ দাস" ইত্যাদি। হে ভামিনি[4]! শ্রীকৃষ্ণ-স্নেহস্থায়ং ধর্মোঽতো মা খিদ। ইতি গূঢ়াশ্বাসোঽপি ব্যজ্যতে ॥ ২১৩ ॥

(২১৪)

তৎসখীবাক্যং শ্রুত্বা "চরণে লাগি হরি"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণস্য নতিদানসামাদ্যুপেক্ষাঃ[5] সূচয়তি। তত্র "চরণে লাগি-"ইত্যনেন নতিঃ। বলাৎকারেণ মরি যো হারো দত্ত—ইত্যনেন দানম্। "বাহু ধরি সাধল" ইত্যাদি সাম। "বিমুখ হৈ গেল" ইত্যনেন উপেক্ষা[6] বোধ্যা। পশ্চাৎ তদুপেক্ষায়াং বক্তব্যায়াং তদ্-

---

টীকা—

১। উজ্জ্বল—৫।৩৮।

২। ইত্যাদি—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

৩। "অন্ধ দৃষ্ট্যপঘাতে"—অমর টীকা ৩।৩।১২।—অনুসারে "অন্ধজনক" শব্দের অর্থ "অন্ধতাজনক।"
"অন্ধং তমস্তপি"—অমর ৩।৩।১০৩।
"অন্ধং তু তিমিরে"—মেদিনী।

৪। "কোপনা সৈব ভামিনী" -
অমর—২।৪ মনুষ্যবর্গ।

৫। নীতি-শাস্ত্রে ইহাকে চতুর্বিধ বলা হইয়াছে—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। কেহ কেহ উপেক্ষা, মায়া ও ইন্দ্রজাল এই তিনটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান স্থলে শৃঙ্গার-অধিকরণে সাম, দান ও উপেক্ষাকে গ্রহণ করিয়া উহার সহিত নতিকে যুক্ত করিয়া চারিটি উক্ত হইয়াছে। উপলক্ষণে অন্যগুলিকেও বুঝিয়া লইতে হইবে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদপ্রকরণে ৬০ হইতে ৬৯ পর্যন্ত শ্লোকে মান ও তাহার উপশমের লক্ষণাদি আলোচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে—নির্হেতু মানের উপশম ৫৮ সংখ্যক শ্লোকে এবং সহেতুক মানের উপশম ৫৯ হইতে ৬২ সংখ্যক শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমানে আলোচ্য পদে শমোপায় রূপে "ভেদক্রিয়া" ও "রসান্তরের" উল্লেখ হয় নাই। যেগুলি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের লক্ষণ—

(i) প্রিয়বাক্যস্য রচনং যত্র তৎ সাম গীয়তে।
(ii) ব্যাজেন ভূষণাদীনাং প্রদানং দানমুচ্যতে।
(iii) কেবলং দৈন্যমালম্ব্য পাদপাতো নতির্মতা।
(iv) সামাদৌ তু পরিক্ষীণে স্যাদুপেক্ষাবধীরণম্।
উপেক্ষা কথ্যতে কৈশ্চিৎ তূষ্ণীম্ভাবতয়া স্থিতিঃ।
প্রসাদনবিনির্মুক্তা বাক্যৈরর্থান্তরসূচকৈঃ।
প্রসাদনং মৃগাক্ষীণামুপেক্ষেতি স্মৃতা বুধৈঃ।
উজ্জ্বল—১৫।৬১, ৬৪-৬৭।

৬। নোপেক্ষা—বহ।

ব্যতিক্রান্তোক্তিঃ প্রলাপাদেব[১] জ্ঞেয়া। অতএব বহুবল্লভস্য[২] সম্প্রতি সুতরাং সুদুর্লভত্বাৎ দর্শনং বিনা মম মনঃ সদৈব খিদ্যতি। যদি ত্বং কটাক্ষেণাশ্বাসং করোষি তদা যদা যত্নেন মেলয়িষ্যসি তদা মনোরথসিদ্ধির্নেতরথেতি ভাবঃ॥ ২১৪॥

(২১৫)

ততশ্চ চন্দ্রাদেস্তদুপেক্ষাজনিততাপকত্বেন বিপরীতফলাবাপ্তিং স্বনিকট[৩]-শ্রীকৃষ্ণাভিসারপ্রার্থনঞ্চ "সো মুখচন্দ"-ইত্যাদিনা সুচয়তি। "গোবিন্দ দাস"-ইত্যাদিনা প্রত্যুত্তরং করোতি—"তব তু ন সম্যগ্ দোষঃ। কিন্তু যেন জনেনৈতদুপদিষ্টং তস্য দুষ্ট আগ্রহঃ।" শ্লেষেণ স শনিগ্রহাদিরূপঃ॥ ২১৫॥

(২১৬)

পূর্বোক্তং সোপালম্ভং[৪] "কহলম খলজন"-ইত্যাদিনা বিস্তারয়তি। "খলজন দোখল"-ইত্যনেন নায়কস্য অন্য[৫]-নায়িকাসম্ভোগজনিতদোষঃ সংগোপিতঃ। ময়ানীতে শ্রীকৃষ্ণে যদি পশ্চাদ্ বাম্যস্বভাবাদস্যাঃ পুনর্মানো ভবেদিত্যাশঙ্ক্য তন্নিরাসার্থং তদ্দার্ঢ্যং জ্ঞাতুং চ।

"ইথে বিনু নাগদমনরসপান।
গোবিন্দ দাস মণিমন্ত্র না মান॥" ২১৬॥ ইত্যুক্তম্।

(২১৭)

তস্য স্থা তেন সাকং কথং মানঃ কর্তব্য ইত্যাশয়েনাহ "কুলবতী" ইত্যাদি। "কানু সঞে কি করব রোখ"-ইত্যনেন পুনর্মানকরণস্যাত্যন্তাসঙ্গতত্বমিতি স্পষ্টরূপেণ তয়া কথিতম্। তদ্দার্ঢ্যং শ্রুত্বা "গোবিন্দ দাস"-ইত্যাদিনা দৃঢ়াশ্বাসঃ কৃতঃ॥ ২১৭॥

(২১৮)

তত্রস্থা তস্য্ব্রতী কাচিৎ প্রখরা সম্যক্প্রকারেণ[৭] শ্রীকৃষ্ণস্য দোষং ব্যঞ্জয়ন্ত্যাত্মীয়তাজ্ঞানাম্নতোথপ্রেম্ণা "শুনয়িতে কানু-মুরলীরব"-ইত্যাদিকং কলহান্তরিতাং প্রত্যাহ। ন চ—"ধারা বাষ্পময়ী ন যাতি বিরতিম্"-[৬]

টীকা—

১। "ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ"—উজ্জ্বল—১১।৫০।

অনুভাবের তৃতীয় প্রকারভেদ বাচিক। আলাপাদি ইহারই অন্তর্গত। ইহা দ্বাদশপ্রকার। বাচিকের চতুর্থ ভেদ "প্রলাপ"। উজ্জ্বল—অনুভাব-প্রকরণ ৩৫ হইতে ৪৮ সংখ্যক পর্যন্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। বহুর বল্লভ—ষষ্ঠী তৎপুরুষ; অথবা বহু বল্লভা যাহার—বহুব্রীহি। "বল্লভো দয়িতে"—বল্লভা দয়িতা।

৩। স্বনিকটং।

৪। উপালম্ভ দ্বিবিধ—গুণানুকীর্তনপূর্বক ও নিন্দাপূর্বক।

৫। "নায়কস্য অন্য" এই অংশটি চ-পুথি হইতে গৃহীত হইল। বহ বা মূল পুঁথিতে নাই।

৬। "ধারা বাষ্পময়ী ন যাতি বিরতিং লোকস্য নির্যাংসতঃ
প্রেমাশ্লিষ্যিতি নন্দনন্দনরতং লোভাত্মনো মা কৃথাঃ।
ইত্থং ভূরি নিবারিতেঽপি তরলে মদ্বাচি সাচীকৃতশ্রবণা ন হি গৌরবং ত্বমকরোঃ কিং নাত্র রোদিষ্যসি॥"
বিদগ্ধমাধব—৫।৪৯।

বিদগ্ধমাধবে এই শ্লোকটি রাধাকৃষ্ণের সম্মুখেই ললিতার উক্তি। ইহা মানাম্তের শ্লোক। এই শ্লোকের অনুসরণে রচিত বর্তমান পদটি এস্থলে কলহান্তরিতায় কেন অন্তর্ভুক্ত হইল ইহা প্রশ্ন করা সমীচীন হইবে না কারণ গীতকর্তা এই পদটিকে কলহান্তরিতার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং মহাজনেরা এই ভাবেই ইহার আস্বাদ করিয়াছেন। এই কবিতার অর্থও এই ভাবেরই বোধক।

ইত্যাদি-বিদগ্ধমাধবীয়পত্তানুসারস্থৈতদ্‌গীতস্ত মানান্তে শ্রীরাধামাধবয়োঃ সাক্ষাৎকারেণোক্তত্বাদত্র যোজনা ন সম্ভবতীতি বাচ্যম্। এতদ্‌গীতকর্ত্রা কলহান্তরিতাবর্ণনে ধৃতত্বাৎ, এতৎপ্রকারেণ মহদ্ভিস্তত্রৈবাস্বাদিতত্বাৎ তৎপত্মসমাগর্থ-বোধকত্বভাবাচ্চ[১] ॥ ২১৮ ॥

(২১৯)

প্রেমোৎকর্ষেণ তদহিষ্ণুতয়া নায়কদোষং নিজ-দোষঞ্চ বারয়ন্তী (বিধাতুরেব তৎ ব্যঞ্জয়তী)[২] "তিল একু শয়নে"-ইত্যাদিনা মৃতাবপি সম্ভোগেচ্ছারহিত-দর্শনাদিজানন্দসুখমস্তনায়িকাসম্ভোগজনিত-নায়ক-সুখঞ্চাকাঙ্ক্ষতি[৩] ॥ ২১৯ ॥

(২২০)

"রাইক তাপ তপন"-ইত্যাদিনা তৎপ্রত্যুত্তরং করোতি। তাপ এব তপনঃ সূর্যস্তেন তপ্তা তনুঃ। "আত" আত্মা। ভবত্যা এব বল্লভো নায়কঃ সঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ "জগজন"-ইত্যাদিনা[৪] ॥ ২২০ ॥

(২২১)

তবৈব বল্লভ ইতি সূচয়ন্তীং শঙ্কাচাপল্যাদিনা তদ্‌বাক্যমমন্যমানৈতদ্‌ভাবাদিগোপনপূর্বকতৎপ্রাপ্ত্যৈ "সো বল্লবল্লভ সহজহি ভোর"-ইত্যাদিনা তাং প্রহিতবতীতি দর্শয়তি ॥ ২২১ ॥

(২২২)

"রাই কাতর বাণী" ইত্যাদি পদের টীকা নাই। ॥ ২২২ ॥

(২২৩)

ততো গত্বা শ্রীকৃষ্ণমাক্ষিপতীতি "শুন বল্লবল্লভ কান"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি ॥ ২২৩ ॥

(২২৪)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণেন নায়িকা-[৫]সহসম্ভোগং সংগোপ্য "সজল নয়নে রজনী জাগি"-ইত্যাদিনা স্বদুঃখং ব্যঞ্জয়ন্ সংকটদশায়াং তৎপ্রাপ্তিবাসনাং সূচয়ন্নপি প্রত্যুত্তরং করোতি ॥ ২২৪ ॥

(২২৫)

ততঃ পূর্বপদোক্ত-

"তৈছন পূরব মন-উলাস।

করব তৈছন গোবিন্দ দাস" ॥

—ইত্যনেন "মরণং বিনাপি তবোল্লাসঃ" (ইতি) সখ্যুক্ত্যাশ্বাসেন" সখিক সংবাদে জানহি[৬] নাগর" -ইত্যাদিনা শ্রীমত্যা নিকটে তস্যানুনয়পূর্বকগমনং পুনর্দর্শনান্তরং মদীয়তাপ্রেম্নঃ কৌটিল্যস্বভাবেন মানঞ্চ[৭] দর্শয়তি। তথা চ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেদ্" ইত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

টীকা—

১। "বোধকত্বাভাবাচ্চ"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি, বহ।

২। বন্ধনী চিহ্নিত অংশ ড-পুঁথিতে নাই।

৩। "ইত্যস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।"

উজ্জ্বল—১৪।২৮

৪। ইত্যাদি—পাঠান্তর—বহ।

৫। অন্যনায়িকা—ড-পুঁথি।

৬। "লাজহি"—মূল পদে আছে।

৭। রাধাপ্রেম মদীয়তাময়, চন্দ্রাবলীর প্রেম তদীয়তাময়। সহেতুক মান প্রণয়ের স্বাভাবিক পরিণাম। অহেতুক মান প্রণয়ের বিলাসভর বৈভব।—

"আস্তং মানং পরীণামং প্রণয়স্য জগুর্বুধাঃ।

দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভরবৈভবঃ।

বুধৈঃ প্রণয়মানাখ্যা এব এব প্রকীর্তিতঃ"।

উজ্জ্বল—১৫।৫৬—উদ্ধৃত শ্লোকসংখ্যা ৪৬।

৮। ড-পুঁথিতে সম্পূর্ণ শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তি—অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি।

(২২৬)

ততো দর্শনে সতি প্রেমস্বভাবোত্থকিলকিঞ্চিতবতীং শ্রীমতীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ সানুনয়ং "বদসি"-ইত্যাদিকমাহ। হে প্রিয়ে চারুশীলে[১]! নির্মলস্বভাবে! ময়ি যো মানস্তং মুঞ্চ। সম্বোধনেন পরমদয়াশীলত্বং বোধয়তি। কীদৃশম্? অনিদানমহেতুকম্। অতঃ[২] সপদি তৎক্ষণাৎ মানোৎপত্তিলক্ষণমারভ্য কামাগ্নির্মম মানসং দহতি। অতস্ত্বন্মুখকমলমধুপানং দেহি তদগ্নিশান্তয়ে। এতদেব মধ্বমৃতং নাস্তীদিতিভাবঃ॥ ধ্রু॥

তথা কিঞ্চিদপি যদি ত্বং বদসি তদা তব দন্তদীপ্তিঃ জ্যোৎস্না তজ্জনিতভয়রূপতিমিরমতিঘোরমতিদুঃখদং দূরীকরোতি। "দরোঽস্ত্রিয়াং ভয়ে শ্বভ্রে[৩]" ইত্যমরঃ। তথা তব বদনচন্দ্রমা চ স্ফুরদধরামৃতং পাতুং মম লোচনচকোরং রোচয়ত্যভিলাষয়তি। এতেন নাস্তগতেঃ সতৃষ্ণস্যাতিতৃষ্ণাজনকত্বমকারণপরমাহ্লাদজনকত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। হে সুদতি! যদি মব্যসি ত্বং সত্যমেব কোপিনী তদা মাং দণ্ডয়। কেন প্রকারেণ? তদাহ—"খরনখরশরৈঃ" [কিংবা "নয়নশরৈঃ][৪] প্রহারং কুরু। তথা ভুজাভ্যাং বন্ধনং ঘটয়। দন্তাঘাতশ্চ বিধেহি—যেন বা দণ্ডেন তব সুখজাতং ভবতি তথা কুরু। ময়ি দণ্ড এব পরমানুগ্রহ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ "সমূহে জাতমস্ত্রিয়াম্" ইতি রূপমালা[৬]। যতস্ত্বং মম জীবনমসি তথা মম ত্বং ভূষণমসি, ভবজলধৌ রত্নং ত্বমেবাসি। ত্বংপ্রসন্নতাং বিনা সর্বং বিফলমিতি ভাবঃ। অতএবেহানন্যগতিকে ময়ি ভবতী সততমনুরোধিনী অনুকূলা ভবতু। এতদ্বিষয়ে মম হৃদয়মতিশয়েন যত্নো যস্য তাদৃশম্। হে তন্বি! তব লোচনং নীলনলিনাভমপি[৭] কোকনদরূপং[৮] ধারয়তি যৎ তেন লোচনেন কন্দর্প-শরস্বভাবেন যদি কৃষ্ণং মাং রঞ্জয়সি অর্থাৎ বিদ্ধা রক্তযুক্তং করোষি, তদিদমেতস্যানুরূপমুপযুক্তং ভবতি। শ্লেষেণ সকৃৎকটাক্ষেণ মামনুরঞ্জয়সীত্যর্থঃ॥ ততঃ কিঞ্চিৎ প্রসন্নাং বীক্ষ্য মণিমালাদিদানং কুর্বন্ প্রার্থয়তে—কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী মঞ্জর্যাকারগ্রথিতত্বাৎ—মণিমালা স্ফুরতু, ভবদঙ্গকান্ত্যা প্রকাশং প্রাপ্নোতু, তব হৃদয়ং রঞ্জয়তু, মদনুরাগিণং করোতু চ। অপকর্ষেণানুরাগাসম্ভবাৎ সোৎকর্ষব্যঞ্জনেন ভেদবাক্যঞ্চেতি[৯] জ্ঞেয়ম্। "স্ত্রীকট্যাং মেখলা কাঞ্চী সপ্তকী রশনা তথা" ইত্যমরঃ[১০]।

টীকা—

১। শুচৌ তু চরিতে শীলম্—অমর—১।২৬—নাট্যবর্গ।

২। যতঃ—ঙ-পুঁথি।

৩। সূত্রের এই পাঠটি অমরে নাই। সেখানে আছে—"দরদারৌ বনারণ্যবহ্নী"—অমর ৩।২০৬ নানার্থবর্গ।

৪। ক-পুঁথিতে নাই।

৫। বন্ধনীচিহ্নিত অংশ ঙ-পুঁথিতে নাই।

৬। অমর—১৩১—ধীবর্গ—"জাতির্জাতঞ্চ সামান্যম্।

৭। পদ্মনামান্তের নাম। নীলপদ্ম পঞ্চশরের এক শর। ব্যঞ্জনায় রাধার লোচন ও পুষ্পশরের অভিন্নতা।

৮। "রক্তোৎপলং কোকনদে"- অমর—১।০৯—বারিবর্গ।

৯। ভেদবাক্য উপায়ান্তরবাক্য। ভেদের লক্ষণ উজ্জ্বলে—

"ভেদো দ্বিধা স্বয়ং ভঙ্গ্যা স্বমাহাত্ম্যপ্রকাশনম্।
সখ্যাদিভিরুপালম্ভপ্রয়োগশ্চেতি কীর্ত্যতে।
অথবেদং প্রিয়োক্তিস্থং সাম্যোদাহরণং ভবেৎ।
নায়কস্য স্ববচনভঙ্গ্যাস্থং ভেদ ঈর্যতে॥" ১৫।৬২-৬৩।

১০। অমর ২।১০৮—মনুষ্যবর্গ। এই উদ্ধৃতি ঙ-পুঁথিতে নাই।

রশনাপি "মেখলা ক্ষুদ্রঘণ্টিকা"[১] তব জঘনমণ্ডলে[২] রসতু শব্দং করোতু। "রস"-শব্দেনেত্যস্য রূপং[৩] "তেন"-শব্দেন মন্মথনির্দেশং ময়ি "কন্দর্পাজ্ঞাং ঘোষয় ত্বমুচ্চৈঃ প্রতিপাদয়তু। এতেন রতিবিশেষস্য যা[৪] যাচ্ঞা তাং[৫] শ্লেষেণ বোধয়তি ॥ ততঃ সাম-দান-ভেদোপায়ং কৃত্বা "স্থলকমল"-ইত্যাদিনা নতি[৬]-রূপোপায়ান্তরং ব্যঙ্গ্যেন করোতি। হে মসৃণ[৭]-বাণি! স্নিগ্ধবাক্যে! "মসৃণোঽকর্কশে স্নিগ্ধে ক্ষমায়াং মসৃণো মতঃ" ইতি বিশ্বঃ। ভণ আজ্ঞাপয় কিং তৎ তেন চরণদ্বয়ং সরসেন লসতা[৮]-উজ্জ্বলেনালক্তকেন রাগং রঞ্জিতম্—অত্র কর্মণি যত্—করবাণি। কীদৃশম্? তৎস্থলকমলস্য গঞ্জনমারক্তত্বেন সৌকোমল্যেন চ নম্রকারকং তথা মম হৃদয়স্য মান[৯]-বন্ধকং, জনিতো রতিরঙ্গস্য পরঃ শ্রেষ্ঠো[১০] ভাগো যেন। "পরভাগঃ পরমশোভা" ইতি বালবোধিনী[১১]। ততোঽপি মানিনীং দৃষ্ট্বা পাদাবনতঃ সন্ "স্মরগরল"-ইত্যাদিকমাহ। স্মরগরলস্য খণ্ডনং মণ্ডনং ভূষণ-রূপক পদপল্লবমুদারং বাঞ্ছিতপ্রদং মম তৎগরলগ্রস্তে শিরসি দেহি ধারয়; "দেহি" ইতি পাঠেঽপি তদর্থঃ। মদনক্লেশ এবারুণঃ সূর্যো দারুণো ময়ি জ্বলতি। তেনাগ্নিনোপাহিত[১২]-বিকারং বর্দ্ধিতদুঃখং হরতু তদেব পদপল্লবম্। "অরুণোঽস্ফুটরাগে স্যাৎ সূর্যে সূর্যস্য সারথৌ[১৩] ইতি বিশ্বঃ। মুরবৈরিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যুক্তপ্রকারং রাধিকামধিকৃত্য বচনজাতং বাক্যসমূহো জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে। কীদৃশম্? চটুলং চঞ্চলং সামাদিভেদেন নানাবিধং চাটু সবিনয়ং পটু মানাপখণ্ডনে সমর্থং চারু শোভনমতিশাতমতিশয়সুখদং—"শর্মসাতসুখানি[১৪]চ" ইত্যমরঃ—পদ্মাবতীরমনস্য জয়দেবকবের্ভারত্যা ভণিতমনুকথিতমিত্যর্থঃ ॥ ২২৬ ॥

টীকা—

১। রশনা শব্দের অর্থ দিয়াছেন রাধামোহন—ক্ষুদ্রঘণ্টিকা মেখলা। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অর্থও আছে—

"একা যষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলা ত্বষ্টযষ্টিকা।
রশনা ষোড়শ জ্ঞেয়াঃ কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ॥"

সুতরাং এস্থলে রশনা শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রঘণ্টিকাযুক্ত ষোলনহর কটিভূষণ। "ক্ষুদ্রঘণ্টিকা" শব্দ ঙ-পুঁথিতে নাই।

২। ঘনজঘন মণ্ডলে—ঙ-পুঁথি।

৩। "বিভূষণং বিভূষং স্যাদ্ যেন তদ্রূপমুচ্যতে।" ভক্তি—১।১৭৩

৪। মূল-পুঁথি বা ঙ-পুঁথিতে নাই।

৫। মূল-পুঁথিতে নাই।

৬। রতি—বহ'র পাঠ।

৭। চিক্কণং মসৃণে স্নিগ্ধং—অমর—২।৯৬—বৈশ্যবর্গ।

৮। ঙ-পুঁথিতে নাই।

৯। রাগবর্দ্ধনং—পাঠান্তর মূল-পুঁথি, ঙ-পুঁথি।

১০। শ্রেষ্ঠঃ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

১১। গীত-গোবিন্দের টীকা।

১২। উপহিত—পাঠান্তর—বহ।

১৩। অব্যক্তরাগস্ত্বরুণঃ—অমর—১।২৯—ধীবর্গ।

১৪। অমর—১।২৪—২৫—কালবর্গ।

(২২৭)

তত "দেখ[১৫] রাধামাধব-প্রীতি"-ইত্যাদিনা মানভঙ্গপ্রকারং দর্শয়তি। রীতিঃ প্রীতিঃ প্রেম[১৬]। নিজ নিজগুণেন[১৭] নায়ক[১৮]-নায়িকাশ্রয়জাতীয়ধর্মবিশেষেণ। তনু ক্ষীণা। ততোঽপি মুগ্ধা। "হেরি রাধামোহন" ইত্যত্রোভয়পক্ষার্থোঽবগন্তব্যঃ। মানভঙ্গস্য চিহ্নং

১৫। বহতে নাই।

১৬। প্রেম্ণঃ—বহ।

১৭। গুণ—পাঠান্তর বহ।

১৮। "নায়ক"—বহতে নাই।

যথা শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—"মানোপশমনস্ত্বাঙ্কা বাষ্প-মোক্ষস্মিতাদয়ঃ[1]" ॥ ২২৭ ॥

(২২৮)

ততঃ সঙ্কীর্ণসম্ভোগং "দেখ রাধামাধব ধারি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। তল্লক্ষণং যথা—

"যত্র কঙ্কীর্ণমানাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিৎতপ্তেক্ষুপেশলঃ[2] ॥"

গবাক্ষদ্বারা দৃষ্টবতী কাচিৎ "ধারি" ধারণাৎ কৃত্বা "পশ্চ"-ইত্যাদিকং কাঞ্চিদ্ বক্তি ॥ ২২৮ ॥

(২২৯)

কলহান্তরিতায়াঃ প্রকারান্তরেণ শ্রীকৃষ্ণসহমেলনং "রাইক মানবিরহ জানি"-ইত্যাদিপদদ্বয়েন দর্শয়তি। অমিতার্থাদিদূতীত্রয়াণাম্[3] অপ্যেতাদৃশবাক্যং সম্ভবতি ইতি হেতোর্বিবেচনাং কৃত্বা গানং কর্তব্যম্ ॥ ২২৯ ॥

(২৩০)

বামাস্বভাবেন প্রেম্ণঃ স্বভাবেন (চ) কলহান্তরিতায়া অপি শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনমাত্রেণ পুনর্মানো ভবতীতি শ্রীজয়দেবমহাকবিপ্রয়োগে বর্ণিতমস্তীত্যত্র কিঞ্চিন্মানো জাত ইতি বোধ্যম্। তদ্ভঙ্গো "ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর"-ইত্যনেন সূচিতঃ ॥ ২৩০ ॥

(২৩১)

ততঃ পূর্বোক্ত-[4]প্রকারেণ জাতকোপাং প্রতি "তো বিনু সুখময় শেজ তেজল"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণঃ-স্বোদ্বেগং কথয়ন্তী তদ্দূত্যনুনয়ং করোতি। "দারুণ মান মানিনি"-ইত্যনেন মানে[5] কর্কশত্বং সূচিতম্। "নাহ গাহক তোরি" স তু নায়কস্তব গ্রাহকস্তৎপরঃ। ত্বত্ত তং মরকতমূর্তিং তদ্বৎ কঠিনং মনুষে। হে অপক্ককাঞ্চনগৌরি! ইতি সম্বোধনেন কাঞ্চনস্য তাদ্রূপ্যাভাবাদ্ ব্যতিরেকতঃ কাঠিন্যং (ন) ধ্বনিতম্ ॥ ২৩১ ॥

(২৩২)

পুনস্তজ্জবুদ্ধ্যা কৃতমৌনাং শ্রীমতীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্বিরহজনিতবৈবশ্যং "তোঁহারি বিরহ-বেদনে বাউর"-ইত্যাদিনা কথয়তি। "রহসি" নির্জন-স্থানে ॥ ২৩২ ॥

(২৩৩)

ততঃ প্রত্যুক্তিং শ্রীকৃষ্ণস্য তদেকপরত্বং তদ্বৈ-বশ্যঞ্চ মিথ্যাত্বেনাবগম্য তাং প্রতি শ্রীমতী "সো বর শঠগুণ গুরুবর"-ইত্যাদিকমাহ। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—

১। উজ্জ্বল—১৫।৬০।

২। উজ্জ্বল—১৫।১০১।

৩। অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারী—এই ত্রিবিধ দূতী আপ্তদূতী।

আপ্তদূতীর লক্ষণ—

"ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েঽপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্ গোপসুভ্রুবাম্।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা।

অমিতার্থার লক্ষণ—

"জ্ঞাত্বেঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা।
উপায়ৈর্মেলয়েত্তৌ স্বাবমিতার্থা ভবেদিয়ম্ ॥

নিসৃষ্টার্থার লক্ষণ—

বিন্যস্ত-কার্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা।
যুক্ত্যাতৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ॥

পত্রহারীর লক্ষণ—

সন্দেশমাত্রং যা যূনোর্নয়েৎ সা পত্রহারিকা।
তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা।
ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে।" উজ্জ্বল ৭।২২

৪। পূর্বপ্রকারেণ—পাঠান্তর বহ।

৫। ঙ-পুথিতে নাই।

(২৩৪)

তস্থ স্বা দূতী "অখিললোচন-তম-তাপবিমোচন"-ইত্যাদিকং প্রণয়িনীং মানিনীং[১] পুনরাহ। "আনন্দ-কন্দে" আনন্দমূলে। যতঃ "আহিরিনী" আভীর-জাতিঃ। এতেন মৌঢ্যং ব্যঞ্জিতম্। সংসারজীবানাং জীবনং জীবাত্মানং যো জীবয়তি স জীবকঃ। "পাঁচ পঞ্চ"-ইত্যাদিনা[২] প্রতিপাদিতষোড়শসহস্রসংখ্যাত-নায়িকামধ্য এতত্তু প্রাধান্যাপেক্ষয়া প্রমদাশতকোটি-ভিরিত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। চম্পতিপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ২৩৪ ॥

(২৩৫)

ততঃ "কি করব জপতপ"-ইত্যাদি-প্রত্যুত্তরেণ শ্রীমতী দূতীং নিরস্তাং করোতি। "ঐছন বহুগুণ একদোষে নাশই" ইত্যুদ্গ্রাহচরণে[৩] বিবৃতম্ ["এক গুণ বহুদোষনাশা" ইতি।][৪] এক এব গুণো বহূন্ দোষান্ নাশয়তি। তদ্বিবৃণোতি "গরল-সহোদর"-ইত্যাদিনা। "রাহু-বমন" রাহোর্বান্তরূপঃ। "তনু কারা" মৃগাঙ্কত্বাৎ মধ্যে তনৌ শ্যামবর্ণঃ। কাল ইত্যস্য ভাষা "কারা"। বিরহিজনানামগ্নিরিব। বারিজস্য পদ্মস্য নাশনঃ। এবম্ভূতোঽপি চন্দ্র একেন সৌশীল্য[৫]গুণেনোজ্জ্বলঃ। পরস্তুতেঽহিতপরস্য কাক-সুতস্যাহিতকারী নিজসুতেঽপি যত্নশূন্যঃ "পিকু" কোকিলঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বগুণমূলোঽপ্যেকেন মিথ্যাভাষিত্বরূপ-পাপগুণেনামূলঃ সর্বগুণশূন্য ইব প্রতিভাতি। হে চম্পতি! শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ[৬] শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্রশ্চম্পতিরায়নামা মহাভাগবত আসীৎ। স এব গীতকর্তা, তস্য সিদ্ধি-দশায়ামপি তন্নাম। অপকনারিকেলমুৎকলদেশীয়ৈঃ "পৈড়" ইতি ভাষয়োচ্যতে। কর্পূরমেলনেন তজ্জলং বিষতুল্যং ভবতি। অর্থাৎ ভক্ষণার্থং বিষং যদি ন প্রাপ্স্যামি তদা তস্য সঙ্গে মেলনং করোমি। অত্রাধীরপ্রগল্ভাগুণাশ্রয়া কলহান্তরিতাবস্থা ন ভূতেতি বোধ্যম্ ॥ ২৩৫ ॥

(২৩৬)

ততো নিরস্তা সতী দূতী শ্রীকৃষ্ণনিকটমাগত্য "শুন মাধব"-ইত্যাদিকমাহ। "উত্তর[৭] না দেল" মানভঙ্গোত্তরবাক্যং ন দত্তবতী। যদ্বা চমৎকারলীলা-বিধানার্থং তৎকথিতমপি সংগোপ্যাতিকাঠিন্যমেব প্রতিপাদিতম্ ॥ ২৩৬ ॥

(২৩৭)

"শুন শখি বচন মনহি অনুমান"-ইত্যাদিনা নারীবেশেন[৮] শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমতীনিকটং দর্শয়তি ॥ ২৩৭ ॥

টীকা—

১। "মানিনীং"—বহতে নাই।

২। ৫×৫×২৫×১০=২৫০×৪=১০০০×৮=৮০০০×২=১৬০০০

৩। উদ্গ্রাহ **"Replying in argument ; rejoinder, 4. An objection" Apte's**। উদ্গ্রাহচরণ—যে চরণে উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৪। বন্ধনী চিহ্নিত অংশ ভ-পুঁথিতে নাই।

৫। শৈথিল্য—ভ-পুঁথির এই পাঠ ভুল।

৬। "শ্রীগৌরচন্দ্রভক্ত! শুনু"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৭। মূলপদে আছে "উত্তর"।

৮। সম্ভোগশৃঙ্গারের অনুভাবদশার প্রকারবিশেষ নারীবেশধারণ। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—

—"তে তু সন্দর্শনং জল্পঃ স্পর্শনং বর্ত্মরোধনম্।
রাসবৃন্দাবনক্রীড়াযমুনাজলকেলয়ঃ॥
নৌখেলা লীলয়া চৌর্যং ঘট্টঃ কুঞ্জাদিলীনতা।
মধুপানং বধূবেশধৃতিঃ কপটসুপ্ততা॥
দ্যূতক্রীড়া পটাকৃষ্টিশ্চুম্বাশ্লেষৌ নখার্পণম্।
বিম্বাধরসুধাপানং সম্প্রয়োগাদয়ো মতাঃ॥"

উজ্জ্বল ১৫।১১৮-১১৯।

(২৩৮)

ততো মানভঙ্গপ্রকারং "কাহু উপেখি রাই মহী লেখই মানিনী অবনত মাথ"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ২৩৮ ॥

(২৩৯)

শ্রীকৃষ্ণনিকটাদাগত্য দূতী শ্রীমতীং প্রতি "শুনহ রায়ান-সি লোকে না বুঝিবে কি"-ইত্যাদিকং সোপালম্ভমাহ ॥ ২৩৯ ॥

(২৪০)

তচ্ছ্রুত্বা রাগপরিণামবতী তত্র সাহজিকধীরাধীরা শ্রীমতী "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল"-ইত্যাদিকমাহ। তল্লক্ষণং যথা—"ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্[১]" ইতি। অত্র বাষ্পং বিনাপি "তামেব প্রতিপক্ষ কামবরদাম্[২]" ইত্যাদি শ্লোকোদাহরণদৃষ্টেস্তদ্বদাকুতম্। "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" আদৌ পূর্বরাগো নয়নভঙ্গ্যা জাতঃ[৩]। স এবাম্মুদিনং বৰ্দ্ধিতুঃ, সীমাং ন প্রাপ্তঃ[৪]। "না সো রমণ না হাম রমণী"—স[৫] স পতির্নাহং তৎপত্নী। তথাপ্যুভয়োর্[৬]-র্মনঃ কন্দর্পেণ পিষ্টমভেদং কৃতমিত্যহং জানে। অতো হে সখি! তৎসর্বং প্রেমকৃত্যং শ্রীকৃষ্ণায় কথয়িষ্যসীতি। "বিছুরহ জানি" বিস্মৃতা মা ভূঃ। অতস্তং তদ্বিস্মরণশীলস্ত তস্যানুগতা দূতী। অতো বিস্মরণং সাহজিকমিতি বক্রোক্তিজনিতো ভাবঃ। "মধত পাঁচবাণ" মধাস্থঃ কন্দর্পঃ। "অব সো বিরাগ"-ইত্যনেন বক্রোক্তির্মানশ্চ স্পষ্টঃ। অত্রাবহিত্থা কিঞ্চিন্মানবিরহাদেব বোধ্যা। বৰ্দ্ধনঃ বৰ্দ্ধিতুঃ। রুদ্রগুণেন নরাধিপস্তেব মান ইতি গীতকর্তুর্মিলিতঃ। পক্ষে শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজেন বর্দ্ধিতমানঃ কবির্ভনতি[৭] ॥ ২৪০ ॥

(২৪১)

তচ্ছ্রুত্বা প্রস্তুতবক্ত্রী কিঞ্চিদবহিত্থাং যস্যা "হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোর"-ইত্যাদিকমাহ। "বচুআই" স্তোমৃতাম্ ॥ ২৪১ ॥

(২৪২)

ততো ধীরপ্রগল্ভাত্বগুণমাশ্রিত্য শ্রীমতী "ঘুচাহ ঘুচাহ সখী"-ইত্যাদিনা পুনঃ প্রত্যুত্তরং করোতি।

টীকা—

১। উজ্জ্বল—৫।১৫।

২। "তামেব প্রতিপক্ষ কামবরদাং সেবস্ব দেবীং সদা যস্যাঃ প্রাপ্য মহাপ্রসাদমধুনা দামোদরাযোদসে। পাদালক্তচিতং শিরস্তব মুখং তাম্বূলশেষোজ্জ্বলং কণ্ঠশ্চায়মুরোজকুঙ্কুমলসদ্ধম্মিল্লামাল্যাঙ্কিতঃ॥" উজ্জ্বল ১২।২২—উদাহরণশ্লোক সংখ্যা—২৬।

৩। জাতং ব্যক্তোৎপন্নয়োঃ ক্লীবং ত্রিলিঙ্গমুৎপন্নে অমর—১।৫।৩১ পদ্যের টীকায় উদ্ধৃত সূত্রবলে 'ব্যক্তি' অর্থাৎ 'অভিব্যক্তি'-অর্থই সমীচীন কারণ—গোপীপ্রেম নিত্যসিদ্ধ—অভিযোগাদির দ্বারা তাহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। এ বিষয়ে প্রামাণিকের উক্তি—

"অভ্যস্ত স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে।…
অনুদ্বৈৎপান্নকেতে॥তৌ রুক্তে কুর্যাৎ রুকং রতিম্।
প্রোক্তা অত্রাভিযোগাদ্যা বিলাসাদিকারণেতরে।"
উজ্জ্বল—১৪।১৮-১৯।

৪। "রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥"—চৈঃ চঃ—১।৪।১২৭।

"বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিম্"—দানকেলিকৌমুদী—২ সংখ্যক শ্লোক।

৫। 'স'-শব্দটি প্রকরণানুরোধে যুক্ত হইল।

৬। "আবয়োঃ"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি, ক-পুঁথি।

৭। এই পদটি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-সঙ্কলিত "বৈষ্ণব পদাবলী" গ্রন্থে প্রবাস-বিরহে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কেন তাহা বুঝা যায় না কারণ পদকল্পতরুতেও ইহা মানের পরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

তল্লক্ষণং যথা "উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা[১]" ইতি। অত্র বিধাত্তারং প্রত্যাক্ষেপাং সাদর-বচনং কিঞ্চিদবহিত্থা চ গম্যতে ॥ ২৪২ ॥

(২৪৩)

ততঃ "শুন সুন্দরী"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণস্য পরম-বৈবশ্যং তদেকপরত্বঞ্চ শ্রীমতীং প্রতি নিবেদয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ২৪৩ ॥

(২৪৪)

ততঃ কোমলাঙ্গগুণমবলম্ব্য সাহজিকতদ্দুঃখ-দুঃখিতা মানং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণেণ সহ মিলতীতি "প্রাণপ্রিয় দুখ"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "ভামিনী দৈব কোপনা"-ইত্যমরঃ[২]। এতেন মানিনী পুনর্জাতেত্যবগম্যতে ॥ ২৪৪ ॥

(২৪৫)

কুঞ্জধাম্নি যদ্ভামিনী সতী মিলিতা তৎপ্রকারং "মানিনী মিললহি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। প্রেম্ণঃ কৌটিল্যস্বভাবেন পুনর্মানোৎপত্তিঃ। তথাচ, "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেদ্" ইত্যাদি ॥ ২৪৫ ॥

(২৪৬)

"বদন না কর মলিন ছান্দ"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণস্তামনুনয়তি। "বাদে জিয়ায়সি" ইতি ময়া সহ মান[৩]-বিবাদেন স্বমুখস্য কিঞ্চিন্মালিন্যকরণেন কিং পূর্ণচন্দ্রং জিয়ায়সি বর্দ্ধয়সি। "কাণ" কৃষ্ণোঽহং সাধরে সাধনং করোমি। মন্মথস্তনো মামানন্দয়িতু-মিচ্ছতি, ত্বং তু অতুলনীকৌটিল্যেন কথং তমাগ্নোসি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ২৪৬ ॥

(২৪৭)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণং শ্রীমতীপদাবনতং প্রেক্ষ্য "দেখ সখি নাগর সুজান"-ইত্যাদিনা তাং বোধয়তি। "বিদগধবাদে" বিদগ্ধত্বেন খ্যাতে শ্রীকৃষ্ণে পরি-বাদনং[৪] মিথ্যাদোষমকল্পয়ং, তেন কিং ত্বাজ্যোঽস্মিন্। কিঞ্চ প্রেমাদ্বিদ্বাং দুঃখয়তীতি চেদাহ "প্রেমদহন্" ইতি তদগ্ন্যাদেব তদগ্নিঃ শাম্যতি। তথা চ নীতিঃ "বহ্নিসন্তাপতো নশ্যেৎ বহ্নিসন্তাপজো ব্রণঃ" ইতি। তদ্ব্যতিরেকতঃ সুখদানামপি দুঃখদাতৃত্বমাহ। "চন্দন" চন্দনম্। "চন্দ্রম" চন্দ্রমা ॥ ২৪৭ ॥

(২৪৮)

পূর্বগীতে মানভঙ্গো ধ্বনিতঃ। তদ্বিশেষস্পষ্টেন মেলনং দর্শয়তি "বন্ধুম" ইত্যাদি। "কত পুন গদগদ" পুনঃ কথারম্ভে রোদনং মানভঙ্গচিহ্নম্। তথা চ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

'নির্হেতুকঃ স্বয়ং শাম্যেৎ স্বয়ংগ্রাহস্মিতাদিভিঃ[৫]।
হেতুক্কং[৬] তু শমং যাতি যথাযোগ্যপ্রকল্পিতৈঃ॥
সামভেদক্রিয়াদানন্ত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ।
মানোপশমনস্তাত্র বাষ্পমোক্ষস্মিতাদয়ঃ[৭]'' ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—

১। উজ্জ্বল—৫।১২।

২। অমর—২।২—৪—মনুষ্যবর্গ।

৩। "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ"—অনুসারে।

৪। "পরীবাদোঽপবাদে স্যাৎ" অমরে ১।৬।১৩ শ্লোক-ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত শ্লোক।

৫। —"স্মিতাবধিঃ"—পাঠান্তর বহ।

৬। "হেতুর্যঃ"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৭। উজ্জ্বল—১৫।৫৮-৬০।

(২৪৯)

অথ নির্হেতুকমানস্য[১] ভঙ্গস্য গাননির্বাহকং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "কাঞ্চনকমল"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "আরকতভাণ" ঈষদ্‌রক্তবর্ণম্। চরণত্রয়েন মান-ভাবাক্রান্তো বর্ণিতঃ। আভোগে[২] তু তদ্‌ভঙ্গ-ভাবাক্রান্তশ্চ ॥ ২৪৯ ॥

(২৫০)

তত "মরকত"-ইত্যাদিনা তদুভয়োচিত-শ্রীকৃষ্ণরূপং সখ্যাঃ স্বগতং বর্ণয়তি। এতেন মানিন্যাঃ স্বস্য চ মানেন বিমোহো যস্য স তথা। এতেন মানিন্যা মানরসাক্রান্তত্বং[৩] শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যঞ্জিতম্। অস্য সমাসান্তরেণ "মোহিত মুনিজন মান"-ইত্যনেন চ তদ্‌ভঙ্গকারিত্বঞ্চ বোধিতম্ ॥ ২৫০ ।

(২৫১)

প্রকারান্তরেণোভয়োর্নির্হেতুকমানং "রসবতী রাধা রসময় কাণ"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "কো জানে কাহে করল দুহুঁ মান"-ইত্যনেন নির্হেতুতা ব্যক্তা। "যব দুহুঁ"-ইত্যাদিনা পরস্পরালিঙ্গনেন তদ্‌ভঙ্গশ্চ সূচিতঃ ॥ ২৫১ ॥

(২৫২)

পুনঃ কালভেদেন তদুভয়নির্হেতুমানং "মধু যামিনী মাহ"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। তয়োর্নির্হেতুকমানে দৃষ্টান্তমাহ—"চাঁদ উদয়ে" ইত্যাদি। এতেন জ্যোৎস্নী রাত্রি[৪]-রপি সূচিতা। "দুহু তনু পরশ খনিক পরশরস জলধরে যেন বিজুমালা" ইত্যত্র "খনিক" এব পাঠো ন তু "খেনেক" ইতি। এবং "বিজুমালা" এব পাঠঃ। অস্যার্থো—"বিদ্যুন্মালা", ন তু "বিধুমালা" ইতি পাঠো—দৃষ্টান্তবিরোধাৎ। এতদ্‌গীতদ্বয়ং প্রকরণানুরোধেন লিখিতম্। বস্তুতস্তু প্রেমবৈচিত্ত্যরসবৎ-সম্ভোগগানান্তরমপি গানং কৃত্বা পুণঃ সম্ভোগরসগানঞ্চ কর্তব্যম্ ইতি সুধীভির্ভাব্যম্ ॥ ২৫২ ॥

(২৫৩)

অথ স্বয়ংদৌত্যগাননির্বাহক-শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "মো মেন মলুঁ মো মেন মলুঁ"-ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণ-গীতেন চ স্মরতি। অত্রাশ্রয়ালম্বনভাবেন[৫] কটাক্ষাদি-কুর্বন্তং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং দৃষ্ট্বা পূর্বাবতারানুগতাশ্রয়া-

---

টীকা—

১। "অকারণাদ্বয়োরেব কারণাভাসতস্তথা।
প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্নির্হেতুমানতাম্।
আদ্যং মানং পরীণামং প্রণয়স্য জগুর্বুধাঃ।
দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভরবৈভবম্॥
বুধৈঃ প্রণয়মানাখ্য এষ এব প্রকীর্তিতঃ।
অবহিথাদয়ো হ্যত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥"
উজ্জ্বল—১৫।৫৫-৫৭।

২। আভোগ অর্থাৎ গীতের অপরার্দ্ধ।

৩। শ্রীরাধার মান-ভাবের দ্বারা আক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ গৌরাঙ্গ।

৪। 'রাত্রি' শব্দ ভ-পুঁথি হইতে গৃহীত হইল।

৫। অর্থাৎ গোপীতে অনুরাগী কৃষ্ণভাবে।

লম্বনরূপা[১] কাচিৎ স্বাভাবিক-ভাবোদয়াদ্[২] আত্মনি তদভিযোগং[৩] মত্বৈতদুক্তম্[৪] ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫৩ ॥

(২৫৪)

"দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বররঙ্গী" ইত্যাদি। কামিন্যাঃ[৫] শ্রীরাধায়াঃ কামস্য কামক্রীড়াদিকারণ-রূপস্য প্রেমণস্তস্যা মনস্যেব সঙ্করণাৎ তদ্ভাবাক্রান্তস্য স্বস্য মনসি সুতরাং সঙ্করণাৎ তদ্রূপং ললিতভাব-বিশিষ্টভঙ্গিযুক্তং পশ্য পশ্য। তথাহি—

"বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদীরিতম্[৬] ॥"

পক্ষে শ্রীনবদ্বীপগতকামিনীনাং সর্বাসাং মনসি মনসি প্রতিমনসি কামসঞ্চারকং ললিতং সুন্দরং বিশিষ্টং ভঙ্গি যস্য তং পশ্য। যস্য স্মিত[৭]-যুক্তমর্থাৎ রাত্রিন্দিবং বিকাশবন্তং মুখকমলমকুতোম্লানং, পুনঃ ম্লানি-কারকং দৃষ্ট্বা লজ্জয়া ভয়েন বা চন্দ্রো মলিনোঽর্থাৎ ম্লানো ভূতঃ। তথা মদনসমূহা নিজাস্যাদ্ভুতনব-কামসঞ্চারকমুখকমলং দৃষ্ট্বা রুদন্তি। তথা কেশস্য কৌটিল্যাংশাদিমাধুর্যাদিকং বীক্ষ্য-ইতি পূর্বেণ সহান্বয়াচ্চমরা[৮] অপি কুঞ্চিতা বভূবুঃ। পথি[৯] পথি মত্তগজস্য দমন[১০]-পারিপাট্যাতিমন্থরং চলতি।

টীকা—

১। অর্থাৎ কৃষ্ণে অনুরাগিণী গোপীর ভাবে।

২। স্বভাবজাত-প্রেমোদয়বশতঃ। উজ্জ্বলে ইহার লক্ষণ—

বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽর্থঃ প্রকীর্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বরূপঞ্চেত্যেবোঽপি ভবতি দ্বিধা ॥
নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে।
তদুদ্বোধস্য হেতুঃ স্যাদ্ গুণরূপশ্রুতির্মনাক্ ॥
অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে।
এতত্তু কৃষ্ণললনোভয়নিষ্ঠতয়া ত্রিধা ॥
কৃষ্ণনিষ্ঠং স্বরূপং স্যাদদৈত্যোঃ সুগমং জনৈঃ।
স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্ভূতাং ব্রজেৎ ॥
অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্যাদ্দ্রুতং রতিম্।
তৎ স্যাদুভয়নিষ্ঠং যৎ স্বরূপং কৃষ্ণসুভ্রুবোঃ ॥
প্রোক্তা অত্রাভিযোগাদ্যা বিলাসাধিক্যহেতবে।
রতিঃ স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুলসুভ্রুবাম্ ॥

এস্থলে উভয়নিষ্ঠ "স্বরূপ"-প্রেমের কথা বলা হইয়াছে।

উজ্জ্বল—১৪।১৩-১৯।

৩। নিজের বা পরের দ্বারা ভাবব্যক্তিকে অভিযোগ বলা হয়। ইহা স্থায়িভাবের উদ্বোধক (দ্রষ্টব্য—উজ্জ্বল—১৪।২-৩)। এস্থলে স্বাভিযোগই সম্ভবত বর্ণিত হইয়াছে। স্বাভিযোগ ত্রিবিধ—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ। (উজ্জ্বলে দূতীভেদ-প্রকরণে ৪-১৭ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ত্রিবিধ অনুভাবের প্রকারান্তর অলঙ্কার। ইহারও দশটি প্রকার-বিশেষ স্বভাবজ অলংকার—১১।৫।

স্বাভিযোগা ইতি প্রোক্তাশ্চেদমী বুদ্ধিপূর্বকাঃ।
স্বভাবজাস্তু ভাবজ্ঞৈরনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

স্বভাবজ অলংকার বুদ্ধিপূর্বক প্রযুক্ত হইলে স্বাভিযোগ বলিয়া কথিত হয় (৭।১৭)।

৪। "উক্তবতী" হওয়া উচিত ছিল।

৫। "বন্ধ্যাবামপি কামিনী"—অমর ৩।১১২ নানার্থ-বর্গ। 'অপি'-শব্দ-বলে 'ভীরু'-ও আর একটি অর্থ।

৬। উজ্জ্বল—১১।২৬। উদাহৃতং—ঙ-পুঁথি।

৭। এস্থলে "স্মিত" শব্দের অর্থ "ভক্তি"র "অলক্ষ্য-দশনং নেত্রগণ্ডবিকাশকৃৎ"-রূপ হাস্য নহে।

৮। মুদ্রভেদে। 'চামরা' বহু-ব এই প্রাঠ ভুল।

৯। প্রতি—পাঠান্তর—ক-পুঁথি, মূল পুঁথি।

১০। "মদন"—পাঠান্তর মূল পুঁথি। এস্থলে অর্থ হইবে—"মাদ্যতে অনেন ইতি √মদ্+ল্যুট্ (করণে) অর্থাৎ—

"1. Maddening, intoxicating ;
2. Delighting, exhilerating". Apte's

অন্তর্ব্যপদেশেন[১] চাতুর্যেণ শব্দার্থৌঘ-বাগ্‌ভঙ্গ্যাদিনা[২] পরীহাসং[৩] বিতনোতি। অতঃ পূর্বাবতারোচিত-বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাদিজনিতাভিযোগং[৪] করোতি। তৎ কোঽপি মূঢ়মতিস্তৎরূপয়া ভণতীতি বোদ্ধব্যম্[৫] ॥ ২৫৪ ॥

(২৫৫)

বর্ণয়িষ্যমাণস্বয়ংদৌত্য[৬]-সম্পাদনায় শ্রীমদ্‌গোবিন্দদাস-কবিরাজেন সঙ্কেতস্থ[৭]-মুরলী[৮]-বাদনপর—শ্রীকৃষ্ণরূপধ্যানং মনসি যদা কৃতং তদৈব দৃষ্টা "অভিনব-নীল-জলদ-তনু ঢরঢর" ইত্যাদি যদ্‌বর্ণিতমাদৌ তৎ স্ফোরকলিখনং[৯] করোমি। অভিনবনীলজলদাদপি তনোর্ঢরঢরতরলত্বমর্থাৎ তদ্‌গাঢ়লাবণ্যম্। তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে[১০]॥"

ময়ূরবর্হ[১১]-খচিতমুকুটস্য শিরস্থবস্থানাং" সাজনি" শোভা[১২] ভূতা, ন তু তস্য স্বতঃশোভা। কাঞ্চনস্য বঞ্চনং তিরস্কারি[১৩]-(যদ্ বসনং তদ্-) বসনস্যাপি বিভূষণম্। যদ্বা তদ্রূপবসনমস্তদ্‌বিভূষণম্। বাদনপর-মণিনূপুরাদি-যুক্তম্। এতাদৃশ হে বৃন্দাবনচন্দ্র। জয়স্ব সর্বোৎকর্ষাবিষ্কারং কুর্বিতি। যতো জঙ্গমলোচনরমণীয়-শ্রীরাধারমণস্ত্বমতো জগতি স্থিতানাং জনানাং লোচনপক্ষিণাং বন্ধনকারক হে জালরূপ। ইন্দীবর[১৪]-যুগাদপি শোভিত[১৫]-নয়নযুগলস্য অঞ্চলমেকদেশং কুসুমশরৈশ্চঞ্চলং(যৎ)তৎকৃতম্। অবিচলকুলরমণীবরা শ্রীরাধৈব। মানসং মনঃ। তেনাস্তর্হৃদয়ং জীর্ণং

টীকা—

১। "অন্যো ব্যাজেন কেনাপি ব্যপদেশোঽত্র কথ্যতে।" উজ্জ্বল—৭।৯।

২। দ্রষ্টব্য—বাচিক অভিযোগের লক্ষণ—উজ্জ্বল—৭।৫-৯।

৩। ব্যঙ্গরস।

৪। দ্রষ্টব্য উজ্জ্বল—৭।১৪-১৫।

—"নেত্রস্মিতার্দ্ধমুদ্রত্বে নেত্রান্তভ্রমকূণনে।
সাচীক্ষা বামদৃক্‌প্রেক্ষা কটাক্ষাস্তাশ্চ চাক্ষুষাঃ॥"
"যদ্‌গতাগতিবিশ্রান্তিবৈচিত্র্যেণ বিবর্তনম্।
তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞাস্তং কটাক্ষঃ প্রচক্ষতে॥"

৫। "বোধ্যম্"—পাঠান্তর—বহ।

৬। "দূতী স্বয়ং তথা চাপ্তা দ্বিধাত্র পরিকীর্তিতা॥
অত্যৌৎসুক্যাৎ ত্রুটদ্‌ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা॥"
উজ্জ্বল—৭।২-৩।

স্বয়ং দূতীর ভাব—স্বয়ংদৌত্য।

৭। অভিসারস্থানে গত।

৮। "হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্রসমন্বিতা।
চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী॥

ইহা বংশের ভেদবিশেষ। অন্যান্য ভেদ—বেণু, বংশিকা, মহানন্দা ও আনন্দিনী।

[দ্রষ্টব্য—ভক্তি—২।১)।

৯। √ স্ফুর্ ধাতুর অর্থ—

"9, to flash on the mind, rush suddenly into memory.—Apte's.

সুতরাং "স্ফোরকলিখন" শব্দের অর্থ হইবে "স্মৃতিতে অথবা চিত্তে আবির্ভূত দেখিয়া লিখিত।"

১০। উজ্জ্বল—১০।১৪।

১১। উজ্জ্বল—১০।২৬—উদ্দীপন বিভাগের অন্তর্গত "সন্নিহিত"-এর প্রকারবিশেষ।

১২। এস্থলে শোভা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩। বন্ধনী চিহ্নিত অংশ প্রকরণ-অনুরোধে দেওয়া হইল।

১৪। নীলপদ্ম—"ইন্দীবরং চ নীলেঽস্মিন্"।
অমর—১। ৩০৭।

১৫। "শোভিতস্য"—পাঠ হওয়া উচিত ছিল।

তস্যাঃ প্রেমভরৈরিত্যর্থঃ। নানাপুষ্পবিনির্মিতায়াং তদঙ্গগন্ধাঢ্যায়াং বনমালায়াম্[১] অলিকুলানি মত্তানি ভূয়ঃ সন্তি। শ্রীমদ্‌রাধাভাবভাবিতঃ সন্ তস্যা লজ্জা-ধৈর্যাদিকং ত্রোটয়ন্ তস্যাচিকস্বাভিযোগশ্রবণেচ্ছাং কুর্বন্ শ্রীগোবিন্দদাসকবিরাজস্য প্রভুর্মুরলীবাদনম্ অকরোদিত্যর্থঃ ॥ ২৫৫ ॥

(২৫৬)

ততঃ স্বয়ংদৌত্যোচিতাভিসারপূর্বকমেলনস্য সখীকর্তৃকদর্শনম্ "অতি অনুরাগে ভরল"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। সর্বভাবরূপায়াশ্চ লীলাভেদোদ্‌বুদ্ধ[২]-রাগেণ মনসি পরিপূর্ণে ঔৎসুক্যেন ক্রটিতয়া ক্ষীণয়া ধৈর্যলজ্জয়া অভিসারৌচিত্যং তদনুলেপন-সখীগণসঙ্গত্যাগো জাতঃ। অত্র তু ধৈর্যলজ্জা ক্ষীণা ভূতা, ন সাম্যগতা ইত্যর্থো বোদ্ধব্যঃ—ক্রটচ্ছন্দাৎ পরামর্শলভ্যাচ্চ[৩]। অতঃ শ্রীমতী স্বয়ং গচ্ছতি। তাং দৃষ্ট্বা সখীযুগলং নিভৃতং "পশ্য"-ইতি পরস্পরং দর্শয়ৎকরিষ্যমাণ-স্বাভিযোগং নিশ্চয়ং কুর্বৎ মুখাদ্যঙ্গসৌষ্ঠবং বর্ণয়তি। ভাবিনী ভাবযুক্তা॥ অস্যার্থঃ সুগম ইতি ॥ ২৫৬ ॥

(২৫৭)

ততঃ প্রথমতো মুরলীধ্বনিজনিতৌৎসুক্যাক্রটদ্-ব্রীড়কা গর্বেণ "মুকুলীমিলিত অধর নব পল্লব"-ইত্যাদিশব্দভবাভিযোগং[৪] করোতি। মুরলীমিলিতা-ধরনবপল্লবান্ ত্বং কতি কতি রাগান্[৫] মল্লার

টীকা—

১। "আজানুলম্বিনী মালা সর্বর্তুকুসুমোজ্জ্বলা।
মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্তিতা"।

২। -"ভাবোদ্‌বুদ্ধ"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৩। "পরামর্শলভ্যাচ্চ"—এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত ছিল। অন্যথায় 'চ'-কারের কোনো সার্থকতা নাই।

৪। অতি ঔৎসুক্যবশত বাগান্ধা নায়িকা যখন লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বয়ং নায়কের উদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রয়োগ করে তখন তাহাকে স্বয়ংদূতী বলে—

"অত্যৌৎসুক্যাৎ ক্রটদ্‌ব্রীড়া বা চ রাগাতিমোহিতা।
স্বয়ংমেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা॥"

"অভিযুঙ্‌ক্তে" অর্থাৎ অভিযোগ করে। "অভিযোগ" ত্রিবিধ—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুব। বাচিক অভিযোগ দ্বিবিধ—শব্দব্যঙ্গ্য ও অর্থব্যঙ্গ্য। এই দ্বিবিধ বাচিক অভিযোগ আবার কৃষ্ণবিষয়ক ও পুরস্থবিষয়করূপে দ্বিবিধ। কৃষ্ণবিষয়কও আবার সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ ভেদে দ্বিবিধ। গর্বাদিজনিত সাক্ষাৎও বহুবিধ। ব্যপদেশ শব্দের অর্থ ছলপূর্বক কথন অর্থাৎ অন্য কিছু বর্ণনা করিয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করা। আলোচ্য 'মুকুলীমিলিত অধর নবপল্লব" ইত্যাদি পদটি সাক্ষাৎ বাচিক গর্বপূর্বক অভিযোগ। কোথাও বা ব্যপদেশ অভিযোগ। শব্দভব অভিযোগ—স্বয়ংদূতী-সাধ্য।—

বাচিকো ব্যঙ্গ্য এবাত্র স শব্দার্থভবো দ্বিধা।
উক্তৌ ব্যঙ্গ্যৌ চ তৌ কৃষ্ণপুরস্থবিষয়ৌ দ্বিধা।
স সাক্ষাদ্‌ব্যপদেশাভ্যাং প্রাং কৃষ্ণবিষয়ো দ্বিধা।
সাক্ষাদ্ বহুবিধো গর্বাক্ষেপযাচ্ঞাদিভির্ভবেৎ॥

উজ্জ্বল—৭।৫-৭।

৫। রাগ বলিতে বোঝায়—স্বর-বর্ণ-অলংকারাদি-সমৃদ্ধ জন-চিত্তহর বিশিষ্ট ধ্বনি-রচনা—

যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বর-বর্ণ-বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ।

সঙ্গীত রত্নাকর।

স্বর অর্থাৎ ষড়্‌জাদি স্বর। বর্ণ অর্থাৎ গানের স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী নামক প্রতাঙ্ক ক্রিয়া।

পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত স্বর স্থায়ী বর্ণ।
নিম্ন হইতে ক্রমশ উচ্চগামী স্বরসমূহ আরোহী বর্ণ।
উচ্চ হইতে ক্রমশ নিম্নগামী স্বরসমূহ অবরোহী বর্ণ।

মালবাদিসংজ্ঞকান্ গায়সি। পক্ষে রাগান্ প্রণয়োৎকর্ষরাগাখ্যস্থায়িভাবং¹ বিস্তারয়সি (কিং চ) তেষাং সজাতীয়-বিজাতীয়মেলনং² কর্তুং ন শক্নোসি। অতঃ

টীকা—

স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী বর্ণের মিশ্রণকে সঞ্চারী বর্ণ বলে।

—"গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ।
স্থায্যারোহ্যবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্॥
—অভিনবরাগমঞ্জরী।

১। প্রেমের পরিপাক বিশেষ রাগ—
"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥
নীলিমা রক্তিমা চেতি রাগোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ॥
নীলী-শ্যামাভবো রাগঃ নীলিমা কথ্যতে বুধৈঃ॥...
রাগঃ কুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাসম্ভবো রক্তিমা মতঃ॥
উজ্জ্বল—১৩।৬২-৬৪, ৬৭।

২। সজাতীয় বিজাতীয়মেলনং (রাগানাং)—

পূর্বী ঠাটের রাগ—"গৌরী"। গেয় কাল—সন্ধ্যা। ঋষভ এবং ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র। ঋষভ বাদী ও গ্রহ স্বর। আরোহে ঔড়ব কারণ ধৈবত এবং গান্ধার বর্জিত হয়। অবরোহে সম্পূর্ণ। ঘনশ্যামদাসের রাগরত্নাকরের মতে গৌরী একটি সঙ্কীর্ণ রাগ কারণ ইহা শ্রীরাগ ও গৌড়রাগের মিশ্রণজাত রাগ ("শ্রীরাগস্য গৌড়রাগাচ্চ")। লোচনের রাগতরঙ্গিণী-অনুসারে গৌরী একটি ঠাটের নাম যাহা বর্তমানে ভৈরব ঠাট নামে খ্যাত। এই রাগ অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে গৌরী বা মালব নামে এবং পুণ্ডরীক বিট্ঠলের রাগমঞ্জরীতে গৌড়ী বা মালবগৌড় নামে উক্ত হইয়াছে।

কল্যাণ বা ইমন ঠাটের রাগ শ্যাম। এই রাগে মধ্যম তীব্র, অন্য সব স্বর শুদ্ধ।

বিলাওল ঠাট হইতে উৎপন্ন নট রাগ। এই রাগের সমস্ত স্বরই শুদ্ধ।

পদকর্তা গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—"গৌরী আলাপি শ্যাম নট সঞ্চর তব তুহুঁ বিদগধ জান"—অর্থাৎ গৌরী রাগে আলাপ করিয়া শ্যাম ও নটরাগে উত্তীর্ণ হও। যদি এই কাজ করিতে পার তবেই বুঝিব তুমি সঙ্গীতরসবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

একই ঠাটের মধ্যে সজাতীয় রাগ-মিশ্রণ অনেক সহজসাধ্য ব্যাপার। পূর্বী ঠাটে পরজ-বসন্ত-ইত্যাদি রাগও আছে। পূর্বী ঠাটের গৌরীরাগের সঙ্গে ইহাদের সংমিশ্রণ ঘটিলে ইহা হইবে সজাতীয় মেলন। এইরূপে কল্যাণ বা ইমন ঠাটে শ্যামরাগের মত ভূপালী-মালশ্রী-কামোদ-কেদার-ইত্যাদি রাগও আছে। ইহাদের সংমিশ্রণ সজাতীয় মেলন। অনুরূপ ভাবে বিলাওল ঠাটে নটরাগের মতন বিহাগ, পাহাড়ী, পটমঞ্জরী ইত্যাদি রাগও আছে। ইহাদের সংমিশ্রণ সজাতীয় মেলন। কিন্তু পূর্বী ঠাটের গৌরীরাগের সহিত কল্যাণ বা ইমন ঠাটের শ্যামরাগ অথবা বিলাওল ঠাটের নটরাগের সংমিশ্রণ বিজাতীয় মেলন। এক ঠাটের রাগমেলন যেরূপ সহজসাধ্য, ভিন্ন ভিন্ন ঠাটের রাগমেলন সেরূপ সহজসাধ্য নহে, ইহাই তাৎপর্য। এক ঠাটের রাগ হইতে অন্য ঠাটের রাগে উত্তীর্ণ হইবার সময় মধ্যবর্তী রাগের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য। যেমন শ্যামরাগ ইমন ঠাটের রাগ। নটরাগ বিলাওল ঠাটের রাগ। এই দুই ঠাটের মধ্যবর্তী রাগে দুই মধ্যমের ব্যবহার হয়। কেদার-কামোদের মতন শ্যামরাগেও দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। ইমন ঠাটের শ্যাম রাগ হইতে বিলাওল ঠাটের নটরাগে গায়ক তাই সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারেন। এখন প্রশ্ন, গৌরীরাগ হইতে শ্যামরাগে উত্তীর্ণ হইবার পথ কোন রাগের মাধ্যমে? গৌরী পূর্বী ঠাটের রাগ এবং এই হিসাবে তাহার ঋষভ ও ধৈবত কোমল। শ্যামরাগের সঙ্গে তাহার একটি সাদৃশ্য আছে—তীব্র মধ্যমের ব্যবহারে। কিন্তু প্রকৃত বৈসাদৃশ্য ঋষভের ব্যবহার লইয়া। গৌরীরাগের ঋষভ কোমল এবং শ্যামরাগের ঋষভ তীব্র।

সমস্ত ঠাট বা মেলগুলিকে তীব্র ঋষভযুক্ত ও কোমল ঋষভযুক্ত রূপে দু'ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এই

কুলাঙ্গনাপাহমসহিষ্ণুতয়াত্রাগতা। পক্ষে বিশিষ্টরাগাদেঃ স্থায়িভাবস্থাসহিষ্ণুতয়া[1] তস্মাৎ তৎপীড়াসহিষ্ণুতয়া ইত্যর্থঃ। "পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা[2]"-ইত্যাহ্যক্তেঃ। হে মাধব ত্বাং প্রতি কাং গানশিক্ষাং কারয়ামি। কিং তু গৌরী[3]-রাগিণীমালাপয়িত্বা শ্যাম[4]-নট[5]-রাগো যদি করোষি—তদা ত্বাং বিদগ্ধং জানামি। তল্লক্ষণং সঙ্গীতশাস্ত্রে—যথা শ্যামরাগলক্ষণং—

"বাসুদেবং সমভ্যর্চ্য প্রাপ্তে সুরধুনীতটে।
শ্যামগানঃ স্বরগ্রামরাগো রভসমুত্থিতঃ॥"

টীকা—

কোমল ঋষভযুক্ত গৌরীরাগ হইতে তীব্র ঋষভযুক্ত শ্যামরাগে পৌঁছাইতে হইলে মধ্যবর্তী রাগের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই।

সূর্যাস্ত হইতে অর্ধরাত্র পর্যন্ত গেয় যে সব রাগ তাহাদের মধ্যে গৌরী ও নট দু'টি রাগই পড়ে—

"শ্রীরাগো মালবাখ্যশ্চ গৌরী···সারঙ্গ নট্টকৌ···।
সর্বে নাটাশ্চ কেদারী···তৃতীয়প্রহরাৎ পরম্"॥
"অর্ধরাত্রাবধি গেয়া এতে রাগাঃ সুখপ্রদাঃ"॥

পুনশ্চ পূর্ব সূত্রে আসা যাক। গৌরীরাগ হইতে নটরাগে পৌঁছাইতে হইলে যে কয়েকটি মধ্যবর্তী ঠাট ও রাগের মাধ্যমে যাইতে হইবে তাহাদের একটি সম্ভাবিত প্রক্রম এই—

প্রথমে পূর্বী ঠাটের গৌরীরাগ হইতে পৌঁছাইতে হইবে ভৈরব ঠাটে। পরজ, ললিত অথবা ললিতপঞ্চম রাগ এই দুই ঠাটের মধ্যবর্তী রাগ। কেননা এই রাগগুলিতে দুই মধ্যম যুক্ত আছে। অনন্তর ভৈরব ঠাট হইতে পৌঁছাইতে হইবে মারবা ঠাটে—মধ্যবর্তী ভাটিয়ারি রাগের মাধ্যমে কেননা এই রাগেও দুই মধ্যম ও দুই ধৈবত ব্যবহৃত হয়। মারবা ঠাট হইতে ইমন বা কল্যাণ ঠাটের শ্যামরাগে পৌঁছাইতে হইলে মধ্যবর্তী রাগ হিন্দোলাদি রাগের আশ্রয় লইতে হইবে। অনন্তর ইমণকল্যাণের শ্যাম রাগ হইতে বিলাও ঠাটের নট রাগে পৌঁছাইতে হইবে—কেদার, কামোদ ইত্যাদি দুই মধ্যম রাগের মাধ্যমে।

১। বিশিষ্টরাগাদেঃ স্থায়িভাবস্থ—অর্থাৎ রাগাদির স্থায়ি-ভবনের। (√ভূ+ঘঞ্ =ভাব। √ভূ+অনট্=ভবন।)

রাগবিশেষে বিভিন্ন স্বরের বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট থাকে। ইহাকেই রাগের স্বস্থান বা স্থিতিস্থান অথবা স্থায়িভাব বলা হইয়া থাকে। রাগের বাদী স্বরই স্থায়ী স্বর। বাদী স্বর হইতে চতুর্থ স্বর "দ্ব্যর্ধ স্বর"। স্থায়ী স্বর হইতে অষ্টম স্বর "দ্বিগুণ স্বর"। "দ্ব্যর্ধ" ও "দ্বিগুণ" স্বরের মধ্যবর্তী স্বরগুলি "অর্ধস্থিত স্বর"। স্বস্থান-এর আলাপ "দ্ব্যর্ধ" স্বরের নিচে হইত। কিন্তু এ-বিষয়ে "মত্ত সপ্তকের" গায়কের স্বাধীনতা ছিল।

২। "পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

বিদগ্ধ—২।৩০।

৩। "গৌরী" শব্দটি শ্লিষ্ট। বাচিক অর্থে "রাগ"-বিশেষ এবং ব্যঙ্গ্যার্থে "গৌরবর্ণা রাধা"। "গৌরী" বলিতে "অসংজাতরজঃকন্যা" অর্থও বাচ্য (অমর—১।১।৩৬ সূত্রের ব্যাখ্যায় ধৃত শ্লোকে)। "গৌরী তু নগ্নিকানাগতার্তবা"।

অমর—২।৬।৮

গৌরী বলিতে রাগবিশেষও বোঝায়। রাগের ধ্যানমূর্তি—

"নিবেশয়ন্তী শ্রবণেঽবতংসম্
আম্রাঙ্কুরং কোকিলনাদরম্যম্।
শ্যামা মধুস্নিগ্ধমনোজ্ঞনাদা
গৌরীয়মুক্তা কিল কোহলেন॥

সঙ্গীতদর্পণ—২।৫৪।

৪। শ্যামরাগের ধ্যানমূর্তি—

"বীণাবিনোদে প্রতিপন্নমূর্তিঃ
সৌন্দর্যলাবণ্যসুবর্ণকান্তিঃ।
শ্যামঘনমেঘদ্যুতিস্বরূপঃ
স শ্যামরাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥"

রাগকল্পদ্রুম—রাগাধ্যায়।

৫। নটরাগের ধ্যান মূর্তি—

অঙ্কে দধানো বহুতাং নবপ্রবলাং শুভ্রদ্যুতিঃ।
আসনস্থো যুবা চারুবেশোঽয়ং নট্টশ্চ বাদকঃ॥

অথ নটরাগলক্ষণং যথা—

"তুরঙ্গমস্কন্ধনিবদ্ধরাগঃ স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ"[১] ইত্যাদিকম্। পক্ষে হে শ্যামনট! গৌর্যা ময়া সহালাপৈঃ[২] "সঞ্চরু"—আনন্দময়-রসসঞ্চারং কুরু—"নিস্যন্দেন মুদাম্[৩] -ইত্যাদ্যুক্তেঃ। যদ্বা "শ্যাম"-স্থানে ভাষয়া নির্বকার "শাম" ইতি সর্বৈরুচ্যতে (ততঃ) স এব পাঠঃ। "মুরলী" ইত্যুক্তা "অছু" এতাদৃশং ময়োক্তরাগাদিমেলনপূর্বকমাধুর্যবিশিষ্টালাপং "তাং নাং"-ইত্যাদিশব্দোদিতাতিসূক্ষ্মস্বরালাপং[৪] কুরু যথা তৃতীয়জনস্য শ্রবণং ন ভবতি। পক্ষে ময়া সহৈতাদৃশমধুররসালাপং তব মম কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত্বা নির্জনে গানাদিবিদ্যাশিক্ষাবাধকবহুজনশূন্যে গুণবত্যা মম ভাষাং জ্ঞাত্বৈতাদৃশগুণবতীভাবঃ কান্তিরূপা[৫] অস্মান্ বক্ষ্যসি। অত্র গর্বোক্ত্যা সগৌরবে বহুত্বম্। "গুণিজনলাজ" ইতি বচনস্য পক্ষদ্বয়ে স্পষ্টার্থঃ॥ ২৫৭॥

(২৫৮)

পরমানন্দস্য পরমরসস্য চ হেতুভূতামুক্তিং শ্রুত্বা পরমানন্দিতশ্রীকৃষ্ণঃ পূর্বোক্তপ্রকারেণ 'রাগ তাল-" ইত্যাদিগীতেন প্রত্যুত্তরং করোতি। অত্রোক্তরাগ-মধুরাদিশব্দাদের্ব্যাখ্যা পূর্ববদ্ যথাসম্ভবং বোদ্ধব্যা। ধ্রুব-মঠক-প্রতিরূপকাদিতালাদি-জ্ঞানং হৃদয়েঽবধারণং ত্বয়া কৃতম্। রাগস্য তালস্য চ জাতিপুরস্কারেণৈকত্বাদ্ "দুহুঁ" ইত্যুক্তম্[৬]। পক্ষে

টীকা—

১। অপর পংক্তি—

"সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ প্রতাপী
নটোঽয়মুক্তঃ কিল রাগমূর্তিঃ॥"

সঙ্গীতদর্পণ—২।৬৮।

...কিল কাশ্যপেন—রাগরত্নাকরের পাঠ।

২। "চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপঃ— উজ্জ্বল—১১।৩৭।

৩। বিদগ্ধ ২।৩০।

৪। "রাগাদিমেলনপূর্বক...স্বরালাপং"—গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, উপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়বত্ব ও ঔড়বত্ব—এই দশটি বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চর্বণানন্দময় প্রকাশকে আলাপ বলে। শার্ঙ্গদেব এই আলাপকেই আলপ্তি বলিয়াছেন। রূপকালাপ ও আলপ্তি বর্তমান আলাপ হইতে সামান্য পৃথক।

আলাপকে অনিবদ্ধ গান বলা হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের পরা কাষ্ঠা "আলাপে"। কণ্ঠ ও যন্ত্র দুয়েতেই আলাপ হয় তবে কণ্ঠে আলাপ মধুরতর। এই তাৎপর্যে এই পদে "মুরলী ছোড়ি অছু মধুর আলাপবি...কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি"—পংক্তিটি গ্রহীতব্য।

আলাপে "তাং নাং" ইত্যাদি অর্থহীন বর্ণসমূহ ব্যবহৃত হয়। ছন্দ-তাল-যুক্ত কথাময় গানের প্রয়োজন এখানে শুধু মাত্র নির্বিশেষ সুরের জগতে মুক্তিলাভ করে। নিবদ্ধ গান অনিবদ্ধ গানে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়ারই উপায় মাত্র বলিয়া ধরিতে হইবে। রাগ স্বরের স্বাধীনতা আলাপেই থাকে।

৫। কান্তিরূপা—ইচ্ছারূপা (বশঃ কান্তৌ—ইতি বে ইচ্ছায়াঃ—অমর—তৃতীয় কাণ্ড সঙ্কীর্ণ বর্গ—৮।) কান্তি—"শোভেচ্ছয়োঃ"—অর্থাৎ শোভা ও ইচ্ছা—এই দুই অর্থে কান্তি শব্দের ব্যবহার—"শোভাকান্তিদ্যুতিচ্ছবিঃ"—অমর ১।৩।১৭। গুণবতী রমণীর বচন যেমন সুন্দর তেমনি বাসনাময়। এস্থলে "ইচ্ছা বা বাসনা"—অর্থই প্রযোজ্য হইবে। কারণ শ্রীরাধা তাঁহার মিলনাভিলাষ সুন্দর বাচনভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

কিন্তু রাধামোহন সম্ভবত "কান্তি"-শব্দটি "গুণ"-বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

৬। যদিও তাল বহুবিধ এবং রাগরাগিণীও বহুবিধ তথাপি জাতি হিসাবে ইহাদের এক ও এক ধরিয়া দুই (দুহুঁ) বলা হইল। বহ-র টীকায় "দুহুঁ"—স্থলে "বহু" পাঠ লিপিকরপ্রমাদজনিত।

তালফলতুল্যং কিমপি দ্বয়ম্। এতেন প্রাপ্ত-যৌবনাপি[১] জ্ঞাত্বা মরাণীতি ধ্বনিতম্। সঙ্গীত-মূর্চ্ছনানাং[২] সমাশ্রয়াশ্রয়া গ্রামা[৩] ভবন্তি। তথা নিষাদাদিবহুবিধস্বরভেদাঃ[৪] সন্তি। তৎসংস্থান-

টীকা—

১। এস্থলে শুধু প্রাপ্তযৌবনা নহে—পূর্বযৌবনাও বোধ্য। ইহার লক্ষণ—

"নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গং বরদ্যুতি।
পীনৌ কুচাবূরুযুগং রম্ভাভং পূর্ব-যৌবনে॥"
উজ্জল—১০।১০।

২। "ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামদ্বয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ॥"
সঙ্গীতরত্নাকর—১।৪।৯।

ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামে মূর্চ্ছনা সংখ্যা চতুর্দশ। কোনটি কোন সংখ্যক মূর্চ্ছনা তাহা নিরূপণের উপায় গ্রাম-নির্দেশক স্বরের অবস্থানের সংখ্যা অনুসারে হয়। যথা—

"সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি" ইতি—ষড়্জ-গ্রাম-মূর্চ্ছনা।

"ম-প-ধ-নি-স-রি-গ" ইতি—মধ্যম-গ্রাম-মূর্চ্ছনা।

"গ-ম-প-ধ-নি-সা-রে" ইতি—গান্ধার-গ্রাম-মূর্চ্ছনা।

আরম্ভ স্বর, ক্রম ইত্যাদি অনুসারে মূর্চ্ছনা তিনশত বিরানব্বই সংখ্যক।

৩। শার্ঙ্গদেবের মতে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম মর্ত্তলোকে প্রচলিত—"তৌ ধৌ" ইতি, কিন্তু গান্ধার গ্রাম স্বর্লোকেই আছে, মহীতলে নাই—

'গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদো মুনিঃ।
প্রবর্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে॥"
সঙ্গীতরত্নাকর—১।৪।৫।

রাগরত্নাকরে আছে—

"ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধারাঃ স্বরসংঘাতভেদা গ্রাম-বিশেষাস্ত্রয়ঃ। তেষাং স্বরারোহাবরোহক্রমেণ মূর্চ্ছনা গ্রামত্রয়েঽপি প্রত্যেকং সপ্ত সপ্ত—ইতি একবিংশতিঃ মূর্চ্ছনা ইতি।"

গ্রামলক্ষণং চোক্তম্—

যথা কুটুম্বিনঃ সর্বেঽপ্যেকীভূতা ভবন্তি হি।
তথা স্বরাণাং সন্দোহো গ্রাম ইত্যভিধীয়তে॥

ষড়্জ-গ্রামো ভবেদ্ আদ্যো মধ্যম-গ্রাম এব চ।
গান্ধার-গ্রাম ইত্যেতৎ গ্রামত্রয়ম্ উদাহৃতম্
নন্দাবর্তোঽথ জীমূতঃ সুভদ্রো গ্রামকস্ত্রয়ঃ।
ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধারাস্ত্রয়াণাং জন্মহেতবঃ॥
—রাগরত্নাকর।

গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্ মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
—সঙ্গীতরত্নাকর।

গ্রাম স্বরসমূহের আশ্রয় বলিয়া এবং মূর্চ্ছনা গ্রামের আশ্রয় স্বরসমূহাত্মক বলিয়া গ্রামকে "সমাশ্রয়াশ্রয়" বলা হয়।

৪। শ্রুতি হইতে স্বর উৎপন্ন—"শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ।"
—রাগরত্নাকর।

শ্রুতির অনুরণন-জনিত কর্ণরসায়ন ধ্বনিকে স্বর বলে। সঙ্গীতসার গ্রন্থে আছে—

"শ্রুত্যনন্তরং ভাবী যো স্নিগ্ধানুরণনাত্মকঃ।
স্বতো রঞ্জয়তে শ্রোতৃচিত্তং স স্বর উচ্যতে॥"

স্বরের আরম্ভক শব্দ-বিশেষের নাম শ্রুতি।

রাগরত্নাকরে শ্রুতির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

প্রথমশ্রবণাৎ শব্দঃ শ্রূয়তে হ্রস্বমাত্রকঃ।
সা শ্রুতিঃ সংপরিজ্ঞেয়া স্বরাবয়বলক্ষণা॥

শ্রুতির সংখ্যা বাইশটি। তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সাতটি বিশুদ্ধ স্বর—যথা ষড়্জ (সা), ঋষভ (রে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), ধৈবত (ধা) এবং নিষাদ (নি), এবং পাঁচটি বিকৃত স্বর—যথা কোমল ঋষভ-গান্ধার-ধৈবত-নিষাদ এবং তীব্র মধ্যম।

এই সাতটি স্বর আবার মন্দ্র, মধ্যম ও তার ভাব আশ্রয় করিয়া মোট একুশটি।

এই স্বরগুলি গ্রহ, অংশ ও ন্যাসরূপে প্রত্যেকটি ত্রিবিধ। গীতের আদিতে সমর্পিত স্বর গ্রহ-স্বর। গীতের সমাপ্তিতে সমর্পিত স্বর ন্যাস-স্বর। গীতের মধ্যে যে স্বরের বহুল প্রয়োগ ঘটে তাহাই অংশ স্বর—

"স গ্রহস্বর ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ।
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে।
ন্যাসস্বরস্তু সংপ্রোক্তো যো গীতাদিসমাপ্তিকৃৎ॥

মূর্ছনাদিকঞ্চ তৎসর্বপ্রকারগীতাদিকং ত্বং জানাসি। পক্ষে মৎকর্তৃকশৃঙ্গারোপযোগিমুরল্যুপস্থিতগানোপমর্দকবহুপ্রকারান্ জানাসি। অতো নিবেদয়ামি, হে গুণবতি! মাধুর্যবিশিষ্ট"-স-রি-গ-ম-প-ধ-নি"-ইত্যাদ্যক্ষরমিলিতস্বরগ্রামমূর্ছনাঙ্গালাপশিক্ষাং কারয়। বহুজনে মনশ্চাঞ্চল্যং ভবতি। নির্জনে তু তন্নৈশ্চল্যং ভবত্যেব। পক্ষে শৃঙ্গারালাপং নির্জনং বিনা সুতরাং ন সম্ভবতি। নিজজনজ্ঞানং বিনোভয়পক্ষে নিগূঢ়বিজ্ঞাপনং[১] ন সম্ভবতি। "মুরলী ছোড়ি হাম নিকটহি বৈঠব"-ইত্যাদি-চরণস্থার্থঃ পূর্বানুসারেণ স্পষ্টঃ॥ ২৫৮॥

(২৫৯)

ততঃ কটাক্ষং কুর্বতীং প্রতি "মনমথমকর-ডরহি ডর-কাতর"-ইত্যাদিকমাহ। মন্মথস্য বাহনং মকরস্তদাখ্যো মৎস্যবিশেষঃ সামান্যমৎসহিংসকঃ। তদ্বাহনস্যাপি তাদ্রূপ্যাদভেদোক্তিরিতি ভাবঃ। কয়ঃ মৎস্যঃ। প্রথমতো মন্মানসমৎস্যস্তব হাররূপনদ্যাং স্থিতঃ। তত্র মকরভয়াৎ তত্তীরস্থকুচঘটগতোঽক্ষুদিত্যেবং ক্রমশে পশ্চাৎ যা ত্রিবলীরূপা বেণী গঙ্গাযমুনাসরস্বতী-মিলিতা তত্র গতঃ। স্বয়ং মন্মথেন কৈবর্তরূপেণ দৈববশাৎ কিঙ্কিণীজালেন স মানসমৎস্যো বদ্ধঃ। ইত্যনেন প্রত্যঙ্গসৌন্দর্যং স্বস্য তদ্বশ্যত্বঞ্চ ধ্বনিতম্॥ ২৫৯॥

(২৬০)

এতচ্ছ্রুত্বা স্বাভাবিকলজ্জোদয়াৎ তদাশ্রিতবামতাং[২] গতবতীং শ্রীমতীং প্রতি "কনকলতা কিয়ে বিকসল পদুমিনী"-ইত্যাদিকং পুনরাহ। "পদুমিনী" পদ্মিনী[৩] "মহি বিজুরি উজোর[৪]" মহ্যাং বিদ্যুদ্ উদিতা। হিমকরশ্চন্দ্রঃ॥ ২৬০॥

(২৬১)

এবং পরস্পরশব্দভবাভিযোগজনিতা প্রাকৃতকামকলাং সকলাং কর্তুং শ্রীগোবর্ধননিকুঞ্জমন্দিরং গচ্ছন্তং শ্রীমদ্যুগলকিশোরং প্রেক্ষ্য "গিরিবর কুঞ্জে"- ইত্যাদিকং কাচিৎ কাঞ্চিৎ প্রতি আহ। তদনুবর্ণয়ত্যাধুনিকঃ কোঽপি শৃঙ্গাররস-সামগ্রীঘটনাৎ "অভিনব রাগ তুরগ মনোরথে"-ইত্যাদিনা। তুরগোঽশ্বঃ।

(২৬২)

ততো নিকুঞ্জবাহে পূর্বগীতোক্তসখী—"সখি অনুভব জানিয়ে কাজ"- ইত্যাদিনা শৃঙ্গারস্য মুক্ত-

---

টীকা

সুতরাং ২১×৩=৬৩ টি স্বর।

শ্রোতার চিত্তসুখকর এই স্বরেরই কম্পনকে গমক বলে। এই সকল লক্ষ্য করিয়া পরে উক্ত হইয়াছে—"গ্রাম তিন, স্বর বহুবিধ পরকার।"

স্বরসমূহের বিশেষ রচনা মেল বা ঠাট রাগরূপসৃষ্টির সমর্থক হয়।

রাগকে অপেক্ষা করিয়া স্বরকে বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী এই চারিভাবে ভাগ করা যায়। যথা—ভৈরব রাগের "সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি"—এই ঠাটকে অপেক্ষা করিয়া "কোমল ধা" বাদী স্বর, "কোমল রে" সংবাদী স্বর, "সা গা মা পা নি" অনুবাদী স্বর এবং তীব্র রে-ধা-মা এবং কোমল গা-নি বিবাদী স্বর।

১। নিগূঢ়-বিজ্ঞা-জ্ঞানং—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

২। স্বাভাবিকলজ্জোদয়াশ্রিত-বামতাং—
পাঠান্তর—বহ।

৩। পদ্মিনী যোষিদন্তরে অম্ভোজিনাং সরস্যাং চ—ইতি হৈমঃ—এই অর্থে, পদ্ম, পদ্মলতা পদ্মযুক্তসরসী—এই তিনটি অর্থও অবশ্য হইবে।

৪। তুলনীয়—"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।" অভিজ্ঞানশকুন্তলা—১।

রূপেণ[১] কৌশলং জনান্তিকং বর্ণয়তি। সর্বাঙ্গানি সেনাগণানি। পরস্পরযুদ্ধনৈপুণ্যাদিকং দৃষ্টালিঙ্গনং কুর্বন্তাবিব তৌ। সুগমত্বাদ্ রহস্যত্বাচ্চান্যেষামর্থো ন কৃতঃ॥ ২৬২॥

(২৬৩)

ততঃ পূর্ববদনুমানেন বাহ্যৈকপ্রসক্ত-সংপ্রয়োগাবসানেঽপি তদুত্থমং "রাধামাধব বৈঠল কেলহি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "তদাত উদিত" পরস্পরং মনসি তৎকালোদিত-মন্মথেরিতাধরপানাদিকং কৃতমিত্যর্থঃ। "তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদ্" ইত্যমরঃ[২]। অন্যার্থো রসিকৈরনুসন্ধেয়ঃ॥ ২৬৩॥

২৬৪

অথ শ্রীমতী বাটীনিকটে ভ্রমরধ্বনিনা[৩] কৃত-সংকেতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি "মঞ্জু মুখ বিমল কমলবর পরিমল"-ইত্যাদিকং সংকেতমাহ। পরিমলোঽপূর্বমনোহরগন্ধঃ[৪]। মঞ্জুলঃ সুন্দরঃ॥ ২৬৪॥

২৬৫

দিনান্তরে প্রকারান্তরমাহ। তত্র শ্রীচৈতন্যস্য[৫] রূপস্যাভিসারস্য চ পূর্বোক্তগীতান্যপি জ্ঞেয়ানি। ততঃ শ্রীমদুক্তিঃ। অত্যোঽন্যকোন শব্দার্থভবাভিযোগং[৬] "পতি অতি দুরমতি"-ইত্যাদিনা করোতি। হে হরে! ইতি নামগ্রহণেন সম্বোধনম্। পক্ষে লজ্জাদৈর্যাদি-সহিতচিত্তহরঃ। পশুপতিং শিবং গৌরীকৈকান্তেন দূতরূপেণ পূজয়সি। ত্বমেব তৎপদং[৭] দর্শয়। পক্ষে পশুপাতারং স্বাং গৌর্যঙ্গং পূজয়ামীতি শব্দভবাভিযোগঃ। তত্র কারণং "পতি অতি দুরমতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বপতেঃ সুবুদ্ধি-সুবৈদগ্ধ্যজননার্থম্। পক্ষে, যদ্যপি কুলাঙ্গনাপ্যহং তথাপি স্বামিনোঽবিপতেস্তব॥ ২৬৫॥

২৬৬ ও ২৬৭

পদের টীকা পাওয়া যায় নাই।

২৬৮

রাসরসভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রং "দেখ দেখ গৌরবর রসরাজ"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "বরজসুন্দরি চরণচারণ"-ইত্যাদিনাশ্রয়ালম্বনভাবাক্রান্তত্বং তস্য সূচিতম্। কলিকাল এব কাসারঃ। কাসারঃ সরোবরঃ[৮]॥ ২৬৮॥

টীকা—

১। "কলহস্তণং প্রুরতমাচক্ষতে বিবাদাত্মকত্বাদ্ বামশীলত্বাচ্চ কামস্য"।

দ্রষ্টব্য—বাৎস্যায়ন—কামসূত্র, সম্প্রয়োগাধিকার, সপ্তম অধ্যায়।

২। অমর—২।১২—ক্ষত্রিয়বর্গ।

৩। মূল-পুঁথিতে নাই।

৪। "বিমর্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে।"

অমর—১।১০—ধীবর্গ।

"স্যাৎ পরিমলো বিমর্দাতিমনোহরগন্ধয়োশ্চাপি।
সুরতোপমর্দ-বিকশচ্ছরীরসবাসিতসৌরভে পুংসি॥"

ঐ—উদ্ধৃত শ্লোক।

৫। শ্রীচৈতন্যস্য ক-পুঁথি। এই পাঠটিও হইতে পারে।

৬। "অভিযোগাস্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাঃ।
বাচিকো ব্যঙ্গ্য এবাত্র স শব্দার্থভবো দ্বিধা।
উক্তৌ ব্যক্তৌ চ তৌ কৃষ্ণপুরঃস্থবিষয়ৌ দ্বিধা।
স সাক্ষাদ্ব্যপদেশাভ্যাং স্যাৎ কৃষ্ণবিষয়ো দ্বিধা।
সাক্ষাদ্ বহুবিধো গর্বাক্ষেপযাচ্ঞাদিভিৰ্ভবেৎ॥"

উজ্জ্বল—৭।৪-৭।

৭। তৎপদাব্জং—ক-পুঁথি।

৮। "কাসারঃ সরসী সরঃ ইতি কে—কৃষ্ণিমপদ্মাকরে"—

অমর—১।১০।২৮।

এস্থলে "সরোবর"—শব্দটি সুপ্রযুক্ত কিনা চিন্তনীয়।

২৬৯

ততঃ "শ্যামর অঙ্গ"-ইত্যাদিনা তদ্বুচিতং শ্রীকৃষ্ণরূপং বর্ণয়তি। "কুসুমিতকেলিকদম্বকদম্বক" সপুষ্পধূলীকদম্বসমূহস্য। অত্র "শারদোৎফুল্লমল্লিকা[১]" ইতিবৎ শ্রীবৃন্দাবনচিন্তামণিভূমিগতানাং ধূলী-কদম্বানাং শরদি পুষ্পমবিরুদ্ধম্[২] ॥ ২৬৯ ॥

২৭০

"কুঞ্চিতকেশিনী"-ইত্যাদিনা শ্রীমত্যা অসমানোদ্ধরূপবর্ণন-পূর্বকাভিসারং নিরূপয়তি। "মোতিম-দামিনী" তন্মালা—মুক্তা দামিনী। "চমকনেহারিণী" ইত্যত্র দামিনী বিদ্যুৎ ॥ ২৭০ ॥

২৭১

শ্রীমত্যা অভিসারমুক্তা শ্রীকৃষ্ণবাদিতমুরলীধ্বনি-শ্রবণেন বিভ্রম[৩]-ভাববতীনামন্যাসামপ্যভিসার-প্রকারমাহ—"শরদচন্দ পবন মন্দ"-ইত্যাদিনা ॥ ২৭১ ॥

২৭২

"বলয়ানাম্"-ইত্যাদিনা রাসক্রীড়ামুপপাদয়তি। তল্লক্ষণং—"রাসো নাম বহুনর্তকীযুক্তনৃত্যবিশেষ" ইতি স্বামিচরণৈরুক্তম্। তট্টীকা চ "সপ্রিয়াণাং শ্রীকৃষ্ণসহিতানাম্" ইত্যেষা। তুমুলঃ সঙ্কীর্ণঃ। বলয়াদীনাং গানবাদ্যমিলিতঃ শব্দোঽপূর্বচমৎকারকারী ভূত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৭২ ॥

২৭৩

"বাজে বাজে বলয়া"[৪]-ইত্যাদিগীতত্রয়েণ[৫] পূর্বোক্তানাং মিলিতপ্রকারং শব্দং বর্ণয়তি। অত্র তু বাদ্যস্য গুরুলঘুভেদাঃ স্পষ্টাঃ ॥ ২৭৩ ॥

২৭৪

ততঃ "চৌদিগে চারু"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণ-মধ্যগতত্বেন তদতিসৌষ্ঠবং দর্শয়তি ॥ ২৭৪ ॥

২৭৫

ততঃ "ক্রতা তা তা দবীদধা[৬]"-ইত্যাদিনা নৃত্যবিশেষান্ তদনুগতবাদ্যবিশেষাংশ্চ দর্শয়তি ॥ ২৭৫ ॥

২৭৬

"অঙ্গনাম্"-ইত্যাদিনা গতিবিশেষপ্রতীতিরূপ-সৌন্দর্যং বর্ণয়তি। "অন্তরা অন্তরেণ" ইত্যব্যয়ং তয়োর্হাদিত্বেন তদ্যোগে সর্বত্র দ্বিতীয়া[৭]। তেন "ইত্থম্" অনেন প্রকারেণ "আকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ" সন্ "দেবকীনন্দনো" "বেণুনা সংজগৌ" সম্যগ্-ধ্রুবাদিতালরাগাদি-সহিতং গানং কৃতবান্। তস্য সর্বব্রজাঙ্গনামধ্যগতত্বমলাতমিব দর্শনং চক্রভ্রমন্যায়েন

টীকা—

১। সম্পূর্ণ শ্লোক—
"ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

২। শরতে মল্লিকা প্রস্ফুটিত হয় না তবু বৃন্দাবনের চিন্তামণিভূমিতে ইহাও সম্ভব হইয়াছে। অনুরূপভাবে ধূলিকদম্বেরও বিকাশ ঘটিয়াছে।

৩। "বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্যয়ঃ।"
উজ্জ্বল—১২।২০।

৪। গীতত্রয়েণ অর্থাৎ (ক) "বাজে বাজে বলয়া", (খ) "চৌদিশে চারু" এবং (গ) "আগর তা তা"।

৫। বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমখণ্ডে রাসনৃত্যপ্রসঙ্গে "বলয়া"র উল্লেখ সর্বাগ্রে আছে।

৬। মূলপদের পাঠ "আগর তা তা"।

৭। "অন্তরান্তরেণ যুক্তে"—পাণিনি—২।৩।৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।

নৃত্যবিশেষকৌশলেনেতি বোধ্যম্। ন ত্বৈশ্বর্যেণ[১]। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীমদ্বৈষ্ণবতোষণী[২] দ্রষ্টব্যা[৩]। এবমুত্তরত্রাপি ॥ ২৭৬ ॥

২৭৭

"কাঞ্চনমণিগণ"-ইত্যাদিনা তচ্ছোভাতিশয়ং গানং সৌষ্ঠবঞ্চ দর্শয়তি। অত্র কাঞ্চনমণি-স্থিরবিদ্যুচ্চন্দ্র-কনকলতা-পদ্মিনীরূপাঃ শ্রীব্রজাঙ্গনাঃ। মহামরকত-জলধর-তিমির-তমাল-মধুকররূপঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি ॥ ২৭৭ ॥

২৭৮

"বাজত ডম্ফ[৪]" ইত্যাদিনা নৃত্যসৌষ্ঠবং বর্ণয়ন্তী বৈবশ্যং সূচয়তি ॥ ২৭৮ ॥

টীকা—

১। ঐশ্বর্যবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যেয় নহে, কারণ ঈশ্বরসত্তায় তিনি বৃন্দাবনলীলা করেন নাই।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে তেত্রিশ অধ্যায়ের তেত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে আছে "যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন"। শ্রীধর স্বামী সেই "যোগেশ্বর"-শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অচিন্ত্যশক্তিনা ইত্যর্থঃ।"

শ্রীধর স্বামী তাঁহার ভাবার্থদীপিকা টীকায় বলিতেছেন—"কথম্ভূতেন—যং সর্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং স্বনিকটং "মাম্ এবাশ্লিষ্টবান্" ইতি মন্যেরন্। তেন তদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন ইত্যর্থঃ। ন তু একস্য। কথং তথা প্রবেশঃ সর্বসন্নিধিতে বা? কুতঃ স্বৈকনিকটত্বস্যাভিমানস্তাসাম্? ইত্যত উক্তম্—"যোগেশ্বরেণ"—ইতি—'অচিন্ত্যশক্তিনা' ইতি।

শ্রীধরস্বামিকর্তৃক রাসলীলার এই ঐশ্বর্যময় ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে অস্বীকৃত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় স্পষ্টতই বলিয়াছেন—"তাভিঃ প্রিয়স্য স্বনিকট এব স্থিতিং মন্যমানাভিস্তস্য স্বপার্শ্বদ্বয়েঽপি বর্তমানতা অতুলানন্দগ্রস্তবুদ্ধিত্বেন।··· সর্বত্র চাত্র আনন্দমোহ এব মূলং কারণং জ্ঞেয়ম্। তিনি আরও বলিয়াছেন—

"যোগো যোগমায়া অচিন্ত্যাদ্ভুতশক্তিবিশেষঃ। তস্য ঈশ্বরেণ ইতি স্বাভাবিকতচ্ছক্তিত্বেনৈব প্রেরণাং বিনাপি ইচ্ছামাত্রেণ তদুদ্ উদয় ইতি ব্যক্তম্।"

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকায় সনাতনগোস্বামী-ব্যাখ্যাত রাসলীলার অনৈশ্বর্যবাদ আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

"গোপীমণ্ডলমধ্যকর্ণিকাভূত এব কৃষ্ণো মধ্যে স্থিতঃ সন্ এব তথা গতিলাঘবং প্রকটয়ামাস যথা মণ্ডলস্থানাং গোপীনামপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতিস্ম ইতি একপরমাণুমাত্র-কালেনৈব মধ্যপ্রদেশাদ্ আগত্য মণ্ডলস্থাঃ ত্রিশতকোটিগোপীঃ সনৃত্যং পরিবৃত্য পুনর্মধ্যপ্রদেশগত এব বভূব ইতি অলাতচক্রাদপি তস্য গতিলাঘবম্ অধিকম্ অভূদ্ ইতি—জ্ঞেয়ম্। যতো মণ্ডলকর্ণিকাগতত্বং মণ্ডলস্থ-প্রত্যেকগোপীমধ্যগতত্বং তস্য তদানীং সর্বৈঃ দৃষ্টম্। এবমেব।"

বিশ্বনাথ তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় আরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যোগেশ্বরেণ নিখিল-কলানিধিত্বাৎ তদুপায়-মহাবিজ্ঞেন।" "যোগ"-শব্দের "উপায়"-অর্থের সপক্ষে তিনি অমরকোষ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"যোগঃ সংনহনোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু ইত্যমরঃ"। সুতরাং "যোগেশ্বরেণ"-শব্দের অর্থ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে—"নিখিলকলানিধিত্বাৎ তদুপায়মহাবিজ্ঞেন।" "উপায়" শব্দের অর্থ "সামাদিচতুষ্টয়" কিন্তু এখানে 'উপায়' শব্দের অর্থ "কার্যসিদ্ধির কারণ"—"Means of success"Apte's.

২। শ্রীমদ্ভাগবতের উপর সনাতনগোস্বামিকৃত টীকা। এই টীকায় আছে—"বাক্তীতবিবৃতি চ ক্রমদীপিকাবচনেন স্বদৃশাম্ উভয়োঃ পৃথগক্ষরণম্ অনেন ইতি।"

৩। "দ্রষ্টব্যা" হওয়া উচিত।

৪। "একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র। একটি বৃহৎ চক্রাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের একদিকে চর্মাচ্ছাদনপূর্বক ইহা নির্মিত হয়।"—প্রকৃতিবাদ অভিধান—৯১০ পৃঃ।

"খঞ্জনীর মতন প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র বিঃ। বংশী বিঃ।" বাংলা ভাষার অভিধান—৯২৩ পৃঃ।

(২৭৯)

ততঃ শ্রীরাধিকায়াঃ প্রাধান্যং সূচয়িত্বা "দেখরি ইহ রাসরঙ্গ"-ইত্যাদিনা "তদঙ্গসঙ্গপ্রমদাকুলেন্দ্রিয়া-[১]" ইত্যাদিপদ্যার্থং সংক্ষেপেণ বর্ণয়তি। সঙ্গ সমূহঃ। পটবাস পট্টবস্ত্রম্ "ওড়নী" ইতি পৌর্বাপর্যদর্শনাৎ পুরণে। "দৈবগেহগামিনী"-ইত্যনেনারুণোদয়পর্যন্তং রাসক্রীড়া গৃহগমনঞ্চ সূচিতম্ ॥ ২৭৯ ॥

(২৮০)

অথ প্রকারান্তর[২]-কালান্তর-কৃত-রাসগাননির্বাহকং তদ্‌ভাবাক্রান্তং[৩] শ্রীগৌরচন্দ্রং "নিরুপম হেমজ্যোতি"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "সঙ্গীত-রঙ্গি[৪]" সঙ্গীতরঙ্গযুক্তঃ। অতএব তরঙ্গিতচরণঃ। যদ্বা সঙ্গীতরঙ্গতরঙ্গিতচরণা[৫]—ইতি পাঠঃ ॥ ২৮০ ॥

(২৮১)

রাসরসাক্রান্তত্বং স্পষ্টয়িতুং "নাচত গৌর রাস-রঙ্গ"-ইত্যাদি গীতমুদাহরতি ॥ ২৮১ ॥

(২৮২)

তদ্ধচিতরূপং বর্ণয়তি "নীরদ-নীল"-ইত্যাদিনা। নীরদাদপি নীলঃ। তথা নয়নেন নিন্দিতপদ্মঃ। "নাগরীনারীনগরী" বিদগ্ধনারীপুরী। অর্থাৎ সমূহঃ। "নলিনীনাহ" পদ্মিনীনায়কঃ সূর্যস্তস্য নন্দিনী যমুনা-নদী[৬]। নিধুবনং[৭] রতিঃ। নিভৃতং যথা স্যাৎ তথা বংশীং বাদয়তি। "নিদহু" নিদ্রামপি ॥ ২৮২ ॥

(২৮৩)

ততো "নবযৌবনী ধনি"-ইত্যাদিনাভিসার-পূর্বকমেলনং দর্শয়তি।

"লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ[৮]।" ইতি

লক্ষণকায়া অভিসারিকায়া যৎ গানবাদ্যযুক্তযুবতীযূথ-সহগমনং তৎ "মনমথ চিত ভীত নাহি মানই"-ইত্যাদিনা সিদ্ধান্তিতম্। "কোন তরঙ্গ" ইত্যত্যপূর্বচমৎকারিত্বেনেতি সিদ্ধান্তিতং[৯] ন তু সম্ভোগজনিতধ্বনিত্বেন—অস্য গীতস্য পৌর্বাপর্য-বিরোধাৎ[১০] তথৈব মহদ্ভিরাস্বাদিতত্বাচ্চ ॥ ২৮৩ ॥

(২৮৪)

ততো "বৃন্দা-বিপিনে বিহরই"-ইত্যাদিনা তৎকৌশলং বর্ণয়তি। মাধবী শ্রীরাধিকা। "মধুকর-পাঁতিয়া" ভ্রমরপঙ্‌ক্তিঃ ॥ ২৮৪ ॥

(২৮৫)

"কালিন্দীতীর"-ইত্যাদিনা তস্যাপূর্বচমৎকার-কারিত্বেন দেবানামপি বিস্ময়জনকত্বং বর্ণয়তি।

টীকা—

১। তদঙ্গসঙ্গপ্রমদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকূলান্ কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ।
শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৩৩।১৮।

২। মূল পুঁথিতে নাই।

৩। তদ্‌ভাবরসাক্রান্তং—পাঠান্তর বহু।

৪। মূল পদে আছে "সঙ্গীত রঙ্গিত"।

৫। বহুর পাঠ—"বাঞ্জত চরণ"।
মূল পুঁথির পাঠ—"সঙ্গীত-রঙ্গীতরঙ্গিতচরণা"।

৬। "কালিন্দী সূর্যতনয়া যমুনা শমনস্বসা"—ইতি চত্বারি যমুনায়াঃ।"—অমরকোষ যমকাণ্ড বারিবর্গ ৩২।

৭। "ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্মো মৈথুনং নিধুবনং রতম্"—অমর—২।৫৭—ক্ষত্রিয়বর্গ।

৮। উজ্জ্বল—৫।৩০।

৯। জ্ঞেয়ম্—পাঠান্তর—বহু।

১০। অর্থাৎ—এই ভূষণধ্বনি সুরতকালোচিত ভূষণ-ধ্বনি নহে। সেরূপ স্থলে রাস-নৃত্যের পূর্বেই সম্ভোগ সম্পন্ন হইত এবং ইহাতে পৌর্বাপর্য ভঙ্গ হইত।

"মোর" ময়ূরঃ। মধুবনে মথুরামণ্ডলে তত্রস্থে নিধুবননাম্নুপবনে "মুগধ" মুগ্ধো হরিরিতি। যদ্বা নিধুবনমুগ্ধঃ। রতং নিধুবনং স্মৃতমিত্যর্থঃ। দিনমণিঃ সূর্যঃ ॥ ২৮৫ ॥

(২৮৬)

ততঃ সর্বেষাং তদ্দর্শনজনিতপ্রেমানন্দেন পরমানন্দনৃত্যং তেন সহ তাসাং নৃত্যসৌষ্ঠবঞ্চ "ফুটল কুসুম"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। অলিঃ ভ্রমরঃ। "বরিহ" বর্হী ময়ূরঃ। কপোতোঽত্র পারাবতঃ[১]। এতেষাং সর্বেষাং "নাচত"-ইত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ২৮৬ ॥

(২৮৭)

ততোঽতিচমৎকারকারি সৌষ্ঠবং "মন্দ পবন"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ২৮৭ ॥

(২৮৮)

ততঃ শ্রীবৃন্দাবনস্য শোভাবর্ণনপূর্বকং রাসাশ্রমং "কদম্বতরুর ডাল"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ২৮৮ ॥

(২৮৯)

ততঃ "ও নব জলধর অঙ্গ"-ইত্যাদিনা তয়োরুপবেশেন সৌষ্ঠবং বর্ণয়তি ॥ ২৮৯ ॥

(২৯০)

ততো "মঝু পদ দংশল"-ইত্যাদিনা বিপরীতসুরতং যাচতে। "ভারসম্ভার" বিষহরণপ্রকারবিশেষঃ। "নখরঞ্জনী" "নরুণ" ইতি যস্যা আখ্যা ॥ ২৯০ ॥

(২৯১)

ততঃ সর্বাঃ সখ্যশ্ছলেনান্যত্র গতাঃ। পুনর্গবাক্ষদ্বারনিক্ষিপ্তদৃষ্টয়স্তল্লীলাং দদৃশুঃ। তত্র তদ্যাচনপ্রকারং "রতিরঙ্গ"-ইত্যাদিনা কাচিদ্ বর্ণয়তি। "বাধাই" আনন্দবিশেষঃ ॥ ২৯১ ॥

(২৯২)

ততঃ কাচিৎ তদ্রসং বর্ণয়তি "উদসল কুন্তলভারা"-ইত্যাদিনা। বিগলিত-কবরী শৃঙ্গারলক্ষ্মীর্মূর্তিমতী স্বয়মবতীর্ণা। ["ময়না" মদনঃ। অমৃতরসং কলসধারয়া দদাতীব। "দেবা" ক্রীড়নম্। পদ্মোপরি মুগ্ধং "চকোবা" চক্রবাকযুগলং যথা][২] ॥ ২৯২ ॥

(২৯৩)

"আকুল অলক"-ইত্যাদিনা পুনরন্যোপময়া তচ্ছোভাতিশয়ং পরমানন্দেন কাচিদাহ। অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাঃ। যথা রাহুঃ শশিমণ্ডলস্য গ্রসনায়[৩] লোভং করোতি। "কুন্তলকুসুমমালা" কেশোপরি পুষ্পমালা। "দুয় চেতন মেলি" উভয়োঃ[৪]-শ্চেতনমেলনমপূর্বমত আনন্দমোহো ন জাতঃ। প্রিয়মুখাব্জং সম্মুখী সতী পিবতি। অত্র "অজ"-ইত্যস্য দেশান্তরীয় ভাষা "ওজ[৫]", ইতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ "চান্দ" ইত্যাদি।

টীকা—

১। "কপোত" শব্দের সাধারণ অর্থ "পক্ষী"। তাই বিশেষ অর্থে "পারাবত" অর্থাৎ "পায়রা" নির্দিষ্ট হইল।

২। এই বন্ধনীচিহ্নিত অংশের উপযোগী পদপংক্তি বহতে নাই—মূল পুঁথি হইতে এই অংশের উপযোগী পংক্তিগুলি নিচে দেওয়া গেল—

"কুচকুম্ভ পালটল বয়না।
রস-অমিয়া জনু ঢারল ময়না।
প্রিয়তম করতহি দেবা।
সরসিজ মোহে জনু রহল চকোবা।"

৩। গ্রহণায়—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৪। "দুয়…উভয়োঃ"—মূল-পুঁথিতে নাই।

৫। অব্‌জ > অব্জ > ওজ—ইহার অর্থ পদ্ম নহে। অব্জ শব্দের অর্থ—

"a. Born in or produced from water; b. One thousand millions."—Apte's—এক্ষেত্রে

মদনঃ কন্দর্পঃ তস্ত বিজয়ি রণবাস্তসমূহং বাদয়ত ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। এবং "মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু-"ইত্যনেন সদা রাজিতঃ সন্ মুক্তাধনাদি দত্বা শরণাগতোঽভূদিতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৯৩ ॥

(২৯৪)

ততোঽস্যা পুনরস্তকৌশলেন "গৌরদেহ সুধারস"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "ঐছন আহ" এতাদৃশকথনম্। "অক্ষর হাটক পাঁতি কর গহি" অনশ্বরস্বর্ণপত্রং করে গৃহীত্বা লিখনং নিজপরাজয়সূচকং ব্যলিখৎ পঞ্চবাণঃ। "ময়নরায়" মদনরাজস্তচ্ছরণাগতো ভূত্বা "দোহাই"-ঘোষণাং কথয়িত্বা জঘনস্ত যশো রসং গায়তীব ॥ ২৯৪ ॥

(২৯৫)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্তাং "বিগলিতচিকুরমিলিত"-ইত্যাদিনানুনয়তি। "ঘনমালা" মেঘমালেত্যদ্ভুতোপমা। "রতিবিপরীত সময়ে যদি রাখবি[১]" অর্থাৎ তদ্রসং যদি স্থগয়সি তদা হরিহরাদয়ঃ কিং করিষ্যন্তি কিমুত তদাধীনোঽহম্ ॥ ২৯৫ ॥

(২৯৬)

"সুন্দরি তিলে একু"-ইত্যাদিনা তদ্যুক্তপৌরুষং বর্ণয়ন্ প্রার্থয়তে। সঙ্গরো যুদ্ধম্। মারঃ কন্দর্পঃ। শ্লেষেণ "মারি" ইতি ভাষয়া মারণার্থঃ ॥ ২৯৬ ॥

(২৯৭)

"রতি-অবসানে বৈঠি"-ইত্যাদিনা শ্রীমত্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বং[২] বর্ণয়ন্ শয়নক্রীড়াং দর্শয়তি। "দ্বিজরাজ" চন্দ্রম্[৩]। "কোকনদে" রক্তোৎপলেন। "খপুর"[৪] গুবাকঃ ॥ ২৯৭ ॥

(২৯৮)

এতদ্রসোপযুক্তনিদ্রাসঞ্চারিভাবাং শ্রীমতীং দৃষ্ট্বা "রাসজাগরণে নিকুঞ্জভবনে"-ইত্যাদিনা তৎকৌশলং বর্ণয়তি ॥ ২৯৮ ॥

(২৯৯)

"রজনী উজাগরি"-ইত্যাদিনা দ্বয়োরেব তৎ-কৌশলং বর্ণয়তি। কবরী[৫]। "মুদরি" হস্তাঙ্গুলীয়-রত্নমুদ্রা ॥ ২৯৯ ॥

(৩০০)

ততঃ প্রবোধভাবাক্রান্তয়োস্তয়োঃ সখীনাং তত্রস্থিতির্বিগানীনামপ্যানন্দাতিশয়ং "বলি বলি যাত"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি ॥ ৩০০ ॥

টীকা—

অর্থ হইবে সহস্র সহস্র চুম্বনে মুখরস পান করিতে লাগিল। "ওজ" এই শব্দটিকে মূল ধরিয়া "Splendour"—(Apte's) বা দীপ্তি অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে "মুখদীপ্তি পান করিতে লাগিল। "ওজো দীপ্তৌ বলে"—অমর ৩৩।২৩৩ এই অর্থে "দীপ্তি ও বল"-পান ধরিতে হইবে।

১। "রাখবি" শব্দের অর্থ "রক্ষা করিবে" হইলে সুসঙ্গত হইত। রাধামোহন অর্থ ধরিয়াছেন "তদ্রসং স্থগয়সি" এই "স্থগন"-ক্রিয়াপদের দ্বারা কামক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরা কাষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে। "স্থগয়সি" এই ক্রিয়াপদের ধাতুর অর্থ "to conceal (Apte's) অর্থাৎ বিন্দু রক্ষা করা। তুলনীয়—"বিন্দু যেন নাহি টলে" স্মর্তব্য।

২। "কান্তো রতাসক্তদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়াকুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥"
উজ্জ্বল—৫।৪০।

৩। "দ্বিজরাজশ্চন্দ্রঃ" পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৪। "খপুরঃ"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৫। সম্ভবত এস্থলে "কবরী" শব্দের অর্থও লিখিত ছিল। এই অংশ লুপ্ত মনে হয়। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে পুষ্পখচিত কেশবন্ধনকে কবরী বলে।

(৩০১)

ততো গমনসৌষ্ঠবং "চললহুঁ মন্দির"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৩০১ ॥

(৩০২)

অথ তদ্রসোদ্গারপ্রস্তাবার্থং শ্রীমতীং প্রতি "কহ কহ সখি নিকুঞ্জমন্দিরে"-ইত্যাদিকমাহ। "চপলে" বিদ্যুল্লতা [তয়া[১]] কিং জলধর আচ্ছাদিতঃ! পুনর্নীলোৎপলেন চন্দ্রঃ। অত্র বেণ্যেব ফণী[২]। তদগ্রগতসূক্ষ্মমণিভূষণং দৃষ্ট্বা "শিখী"[৩] ময়ূরো বর্হায়ুক্তঃ—স পুনর্গতিঃ। তদা সুমেরুদ্বয়োপরি মুক্তাহারান্দোলনাৎ সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা "তরল ভেল" ঊর্মিতরলা বভূব। তৎপক্ষে হারমধ্যগস্তদর্থঃ প্রতিপাদিতঃ। শব্দশ্লেষেণ "সুরত-রঙ্গিণী"[৪]। "সুকাম নটনে তুরিজ ত্রিকন্ধ ঐছন সকল শোহে" ইতি যথা বিদগ্ধকন্দর্পনর্তকস্য নাট্যে তৌর্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদ্যম্ ॥ ৩০২ ॥

(৩০৩)

ততঃ প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বস্যাং প্রেমাধিক্যম্ অনুকূলত্বঞ্চ "পিয়া সে পিরিতি জানে"-ইত্যাদিনা কথয়তি। "যে পায়ের সেবক রায়শেখর" যৎপাদস্য সেবকঃ। অত্র রেফ এব ষষ্ঠার্থং বোধয়তি ॥৩০৩॥

(৩০৪)

পুনস্তদ্রসকথনাবহিত্থামবলম্ব্য "অখিলভুবন মাহা তুহুঁ বরনারী"-ইত্যাদিচরণত্রয়েণ পুনঃ পৃচ্ছতি। ততঃ শ্রীমতী "পিয়াক পিরিতি হাম কহই না পারি"-ইত্যাদিনা প্রত্যুত্তরং করোতি ॥ ॥ ৩০৪ ॥

॥ ৩০৫ ॥

তত "আজুক যামিনী নিধুবনে আনি-[৬]" ইত্যাদিনা পরমাশ্চর্যং নিবেদয়তি ॥ ৩০৫ ॥

(৩০৬)

"কি কহব রে সখি"-ইত্যাদিনা পূর্বানুভূতমেব স্পষ্টয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৩০৬ ॥

(৩০৭)

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম্ণা নিজকিঞ্চিদ্‌বৈবশ্যকৃতাং ক্রিয়াং "তড়িতলতাতলে"-ইত্যাদিনাহ। "আঁতরে" মধ্যে। "স্বর্ধুনী" গঙ্গা-ধারা "মুক্তাহার" ইতি জ্ঞেয়ম্। "তরল-তিমির"-স্থায়ী "কুন্তলঃ"। "শশি"-স্থায়ী "চন্দনবিন্দুঃ"। যদ্বা মুখং "সুর" সূর্যস্তৎস্থায়ী "সিন্দূরবিন্দুঃ"। "টীকা" "শিবফুল"[৭] ইতি খ্যাতো "মণিময়ালঙ্কার-বিশেষো" বা। "তারা" "তারাখ্যহারবিশেষঃ"। "সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতি-মৌক্তিকৈঃ" ইত্যমরঃ[৮]। "স্বপনকি পরতেক" ইত্যত্রানন্দো হৃদ্ভ্রমরূপো মোহপ্রায়ঃ স্বয়মেবোক্তঃ। এতদাদিচরণৈর্নিজোক্তিরেতদিতি গম্যতে। অন্যথা পূর্বাপরচরণসঙ্গতির্ন স্যাৎ। "চঞ্চরীগণ" ভ্রমরী-গণঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকা—

১। অর্থবোধে দেওয়া হইল।

২। অমরকোষে বেণি ও প্রবেণীকে বিরহিণীজনোচিত কেশরচনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—"বে প্রোষিত-ভর্তৃকাদিধার্যকেশরচনাবিশেষস্য"—২।৬।৯৮। এস্থলে লম্বিত-অলঙ্কৃত কেশবন্ধবিশেষরূপে "বেণি"শব্দ সাধারণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

৩। "শিখিনা" বহর এই পাঠ ভ্রমাত্মক।

৪। সভঙ্গ শব্দশ্লেষ—সুর-তরঙ্গিণী, সুরত-রঙ্গিণী।

৫। অবগমা—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৬। বৃন্দাবনের বনবিশেষ।

৭। "শশিফুল"—পাঠান্তর-বহ।

৮। অমর—২।১০৬—মনুষ্যবর্গ।

(৩০৮)

তদ্রসং কথয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমাতিশয়ং "কিনা সে কানু্র প্রেম"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৩০৮ ॥

(৩০৯)

অস্যানুরাগনির্বাহকং তদ্ভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্-গৌরচন্দ্রং "জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর"-ইত্যাদিনা স্মরতি। নিজোদ্ধারমপি যাচতে ॥ ৩০৯ ॥

(৩১০)

তস্যোচিতরূপং "সজনি অপরূপ গোকুল চান্দ"-ইত্যাদিনা স্মরতি ॥ ৩১০ ॥

(৩১১)

"তুমি কি জানলা সই যত পরমাদ"-ইত্যাদিনা অনুরাগস্থায়িভাবেনাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবশ্যত্বং কথয়তি তথাহি—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে ॥"[১]

"পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ ॥
বিপ্রলম্ভেঽস্য বিস্ফূর্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহ ক্রিয়াঃ"॥[২]

ত্রিবেণী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী একীভূয় যথা স্রোতস্বতী[৩] বহতি তদ্বৎ প্রীতিঃ প্রবলা হৃদি বিরাজত ইত্যর্থঃ। এতেন তদ্বশ্যত্বং ব্যক্তম্ ॥ ৩১১ ॥

(৩১২)

ততোঽপ্যুৎকণ্ঠয়া "জিতে পাসরিল নহে বন্ধুর পিরিতি"-ইত্যাদিকং পুনরাহ। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৩১২ ॥

(৩১৩)

পূর্বগীতোক্তস্যান্তরঙ্গতারূপেণ তস্যাঃ পরীক্ষার্থং বা "সুন্দরি ধরবি বচন হামার"-ইত্যাদিনা প্রত্যুত্তরং করোতি। অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩১৩ ॥

(৩১৪)

প্রত্যুক্তবতীং প্রতি "নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন"-ইত্যাদিনা প্রত্যুত্তরং করোতি। গুরু-ভয়াদিকং সর্বং তুষ্ণীকৃতমিতি। তত্র যা দিবস-প্রদীপবৎ-কুলমর্যাদা সা তু যত্নেন লজ্জয়া রক্ষিতা ॥ ৩১৪ ॥

(৩১৫)

অনুরাগস্বভাবেনোক্তানুবাদং কুর্বতী "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"-ইত্যাদিনা তদর্থমেব প্রজল্পতি ॥ ৩১৫ ॥

(৩১৬)

সত্যমেবাহ মম ষড়িন্দ্রিয়াকর্ষণং তেন কৃতম্। অতো ধর্মাদি কুত্র স্থাস্যতীতি "রূপে ভরল দিঠি"-ইত্যাদিনাহ ॥ ॥ ৩১৬ ॥

(৩১৭)

ততস্তৎপরীক্ষার্থং পুনরপি প্রবোধয়ন্তীং প্রতি "সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে"-ইত্যাদিকমাহ ॥৩১৭॥

(৩১৮)

পুনস্তাং প্রতি তস্মিন্ মদ্গুণেন মৎকৃতিসাধ্যেন বা মম নানুরাগ ইতি "কি গুরু গরবিত না লয়ে পাপ চিত"-ইত্যাহ। "পরশমণি"-ইত্যনেন তস্য গুণোদ্রেকঃ সূচিতঃ ॥ ৩১৮ ॥

(৩১৯)

তৎপরীক্ষার্থম্-"এতাদৃশানুরাগেণ তৎকুলগৌরবং (নষ্টং)[৪], লোকাশ্চ ত্যাগনিন্দাদিকং করিষ্যন্তি"—

টীকা—

১। উজ্জ্বল—১৪।৭৫।

২। উজ্জ্বল—১৪।৭৬।

৩। "একীভূয় যথা স্রোতস্বতী"-অংশটুকু বহতে নাই।

৪। বন্ধনীচিহ্নিত পদটি অপেক্ষিত বলিয়া দেওয়া হইল।

ইত্যুক্তবতীং প্রতি তৎসাদগুণ্যেন ময়ৈতন্নির্ধারিতমিতি প্রত্যুত্তরং "তেজিলুঁ নিজকুল"-ইত্যাদিনাহ। "খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়" ইতি ধনুষো নিক্ষিপ্তো বাণঃ কিং রক্ষিতুং শক্যঃ! যদি পূর্বং তদনুরাগো নাভবিষ্যৎ তদা কুলধর্মাদিকমরক্ষিষ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩১৯ ॥

(৩২০)

ততোঽপি নানাবাক্যেন প্রবোধয়িত্রীং মত্বা নিজমহোৎকণ্ঠয়া তদ্বিচ্ছেদাসহিষ্ণুতাং "কি মোর ঘর বাহির"-ইত্যাদিনাহ ॥ ৩২০ ॥

(৩২১)

পরীক্ষাং কৃত্বা তত্রানুমতিং কুর্বতীং প্রতি "তুমি কি না জান সই"-ইত্যাদিনা[১] প্রত্যুত্তরং করোতি। অস্যার্থঃ সুগমঃ॥ ৩২১ ॥

(৩২২)

ততোঽনুরাগজনিতমহোৎকণ্ঠয়া "কানু অনুরাগ"-ইত্যাদিনা দর্শনমাকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩২২ ॥

(৩২৩)

অত্যন্তমহোৎকণ্ঠয়া লবনিমেষার্দ্ধকালাদর্শনাসহিষ্ণুতয়া[২] "অক্রুর তপনু তাপে যদি জারব"-ইত্যাদিনা মেলনং ভবিষ্যতীতি প্রত্যুক্তবতীং প্রত্যাহ। তপনঃ সূর্যঃ। "এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব"-ইত্যাদৌ সর্বত্রৈব ভবিষ্যৎকালবোধক-"ব"-কারস্য প্রয়োগাদনুরাগস্য "সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্[৩]"-ইত্যাদিলক্ষণাচ্চাত্র স এব স্থায়িভাবঃ। ন তু সুদূরপ্রবাসঃ[৪]। অন্যথা "সিন্ধু নিকট যব কণ্ঠ শুখায়ব"-ইত্যস্যাপি বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ স্যাৎ। "ঝাঁখি[৫] কি ছান্দে" বক্ষ্যাবেত্যর্থঃ। অতস্তং তেন সহ মিলনোপায়ং সৃজেতি ভাবঃ ॥ ৩২৩ ॥

(৩২৪)

তচ্ছ্রুত্বা তস্যা নিরুপমানুরাগং কথয়ন্তী শ্রীকৃষ্ণস্য অদর্শনজন্যখেদং নিরাকর্তুং কাচিৎ সখী "নাগরি অনুপম তুহারি সুনীত"-ইত্যাদিকমাহ। "নলিনী নাহক ভাতি" পদ্মিনীতন্নায়কসূর্যয়োরিব। কার্যবশাদ্ দূরস্থস্য তস্য ত্বয্যনুরাগো নিয়তোঽস্তীতি। অতো মা খেদং কুর্বিত্যর্থঃ ॥ ৩২৪ ॥

টীকা –

১। ইত্যাদিনাহ—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

২। রূঢ় মহাভাবের লক্ষণ—(ইহাই অধিরূঢ় মহাভাবে আরো প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)

> "নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্‌বিলোড়নম্।
> কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্তিশঙ্কয়া।
> মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদিসর্ববিস্মরণং সদা।
> ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ।
>
> উজ্জ্বল—১৪।৮৩,৮৪।

৩। উজ্জ্বল—১৪।৭৫।

৪। এই পদটি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত "বৈষ্ণবপদাবলী"-নামক সঙ্কলনগ্রন্থে প্রবাসবিরহের অংশে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কেন তাহা জানি না। রাধামোহন স্পষ্টতই ইহা অস্বীকার করিয়াছেন—"ন তু সুদূরপ্রবাসঃ"। পদটি পদ কল্পতরু বা অন্য কোনো প্রাচীন সঙ্কলন-গ্রন্থে যুক্ত হয় নাই। এক্ষেত্রে রাধামোহনের মত ও ব্যাখ্যাকেই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রবাসের লক্ষণ—

> "পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্ দেশান্তরাদিভিঃ।
> ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে।
> তজ্জন্যবিপ্রলম্ভোঽয়ং প্রবাসত্বেন কথ্যতে।...
> দূরে কার্যানুরোধেন গমনঃ স্যাদ্ বুদ্ধিপূর্বকঃ।
> কিঞ্চিদ্ দূরে সুদূরে চ গমনাদপ্যয়ং দ্বিধা।"
>
> উজ্জ্বল—১৫।৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪।

৫। পদের পাঠ "ঝাঁম্প"।

(৩২৫)

ইতি শ্রুত্বা প্রেম্ণঃ কৌটিল্যস্বভাবাৎ[১] কিঞ্চিদ্ ঈর্ষোদয়াদ্ "একে নব পিরিতি আরতি অতি দুরগম"-ইত্যাদিকমাহ। "আরতি" আকাঙ্ক্ষা। পরথাব" প্রস্তাবঃ। "অব মোহে বিছুরল সোয়[২]" ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য বিস্মরণমননং যৎ তৎ প্রেমকৌটিল্যজনিতেৰ্ষয়েতি বোধ্যম্ ॥ ৩২৫ ॥

(৩২৬)

পুনঃ প্রবলের্ষয়া "সই মরম কহিয়ে তোকে"-ইত্যাদিকমাহ। কথনভঙ্গ্যা ছন্দোঽনুরোধেন চাক্ষরবিশ্লেষাৎ "পিরিতি" ইতি ত্র্যক্ষরং বস্তুতস্তু দ্ব্যক্ষরম্। "গহনবনে—"একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্[৩]" ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণদর্শনাৎ। "গহনং কাননং বনম্" ইত্যমরপ্রৈতৈকপর্যায়তয়া বিরোধো নিরস্তঃ[৪] ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—

১। "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ"—উজ্জ্বল—১৫।৫৬ সংখ্যক শ্লোকের সমর্থক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। "বিছুরল সোয়" দেখিয়া মনে হইতে পারে যে ইহা প্রবাসবিরহের পদ। কিন্তু রাধামোহন বলিতেছেন—এই বিস্মরণ-মনন প্রেমের স্বভাবজাত-কৌটিল্য-বশত ঘটিয়াছে।

৩। চণ্ডী—১।৯ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ।

৪। 'গহন' শব্দের অর্থ বন, সুতরাং 'গহন বন' শব্দপ্রয়োগ পুনরুক্তদোষদুষ্ট হইয়া পড়ে কারণ অমরকোষে 'গহন' শব্দ 'বন' শব্দের পর্যায় রূপে গৃহীত হইয়াছে—"অটব্যরণ্যং বিপিনং গহনং কাননং বনম্।"—অমর—২।১ বনৌষধিবর্গ। কিন্তু চণ্ডীতে "গহন বন" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এবং ঐ টীকায় "গহন" শব্দের অর্থ "দুর্গম" হওয়াতে এস্থলেও রাধামোহন চণ্ডীদাসের শব্দপ্রয়োগ সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে পুনরুক্ত দোষ ঘটে নাই।

(৩২৭)

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দানলীলারসভাবিতহৃদয়ং শ্রীগৌরচন্দ্রং নিরতিশয়সুন্দরং "হের দেখ নব নব গৌরাঙ্গমাধুরী"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "মোতিক দাম" মুক্তামালা। "পাটল আঁখি" পাটলপুষ্পতুল্য-[৫] কিঞ্চিদ্রক্তবর্ণচক্ষুঃ ॥ ৩২৭ ॥

(৩২৮)

তদুপযুক্তশ্রীকৃষ্ণরূপং "মুদির মরকত"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। মুদিরো মেঘঃ[৬]। "মরকত" প্রস্তরবিশেষঃ। "মল্লী" মল্লিকা। "সঙ্গে সবয়স সুবেশ সমরস" ইত্যত্র "সমরস"শব্দোপাদানাৎ প্রিয়নর্মসখানামেব[৭] গ্রহণম্। "গিরিক গৈরিক" পর্বতসম্বন্ধি গৈরিকম্। "গোরজ" গোধূলিঃ। গন্ধশ্চতুঃসমাদি-[৮]নিজাঙ্গগন্ধো বা ॥ ৩২৮ ॥

(৩২৯)

ততঃ শ্রীমত্যা অনুরাগজনিতবিরহতাপং শময়ন্তী কাচিৎ "সুন্দরি শুনহ আজুক কথা"-ইত্যাদিনাভিসা-

৫। 4. the Trumpet flower—Apte's.

৬। অমর—১।৩।৭

৭। "আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সর্বভাবসমাশ্রিতঃ।
সর্বেভ্যো প্রণয়িভ্যো হসৌ প্রিয়নর্মসখো বরঃ।
স গোকুলে তু সুবলস্তথা স্যাদর্জুনাদয়ঃ॥"
উজ্জ্বল—২।৮-৭।

৮। চতুঃসম লেপবিশেষ। অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী ও চন্দন এই চারিটি বস্তুসহযোগে মহাসুগন্ধি চতুঃসম অঙ্গলেপ প্রস্তুত হয়। "চতুঃসমাদি"-শব্দে 'আদি' পদের দ্বারা যক্ষকর্দমাদি লেপবিশেষও ধর্তব্য। "কর্পূরাগুরুকস্তূরীকক্কোলৈর্যক্ষকর্দমঃ—" অমর—২।১৩৩—মনুষ্যবর্গ।

রানন্দকারণকথামাহ। এতেন দধ্যাদিবিক্রয়হেতুক-দানলীলাং কেচিদনভিজ্ঞা যদ্বদন্তি তন্নিরস্তম্ ॥[১] ৩২৯॥

(৩৩০)

"চললি রাজপথ"-ইত্যাদিনাভিসারসৌষ্ঠবম্। "নাস" অলঙ্কারবিন্যাসঃ। "বেশ" চন্দনসিন্দূরাদিনা ॥ ৩৩০ ॥

(৩৩১)

ততঃ কিঞ্চিদ্দূরতঃ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বানুরাগস্থায়িভাবেন সদানুভূতমপি তদ্রূপমননুভূতমিব "ব্রজকুলনন্দন-চান্দ হাম পেখলু"-ইত্যাদিনা শ্রীমতী বর্ণয়তি। তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং[২] "প্রপন্নঃ পন্থানং হরিরসকৃদস্মন্নয়নয়োঃ[৩]" ইত্যাদি। "তনু তনু" প্রত্যঙ্গম্। অতনুযূথঃ কন্দর্পসমূহঃ ॥ ৩৩১ ॥

(৩৩২)

"সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী"-ইত্যাদিনা উভয়োঃ পরস্পরানন্দং বর্ণয়তি ॥ ৩৩২ ॥

(৩৩৩)

ততঃ "সুন্দরবদনে সিন্দুর বিন্দু"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকং শ্রীমত্যা রূপোল্লাসকথনং নির্ধারয়তি। "যনু রবি শশী" ইত্যদ্ভুতোপমা[৪]। "জনু ইন্দীবর পবনে বেলিত"-ইত্যাদিনা বিধাত্রা দত্তম্[৫] অত্যদ্ভুত-সৌষ্ঠবং সূচিতম্ ॥ ৩৩৩ ॥

টীকা—

১। রাধার গমন অভিসারানন্দহেতুক—দধি-প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্ম নহে। মূল পদে "গোবর্দ্ধন পাশে···পাবে দাম"-পংক্তিটি তাহার প্রমাণ।

২। শ্রীরূপগোস্বামীকৃত গ্রন্থ।

৩। "প্রপন্নঃ পন্থানং হরিরসকৃদস্মন্নয়নয়ো-
রপূর্বোঽয়ং পূর্বং ক্বচিদপি ন দৃষ্টো মধুরিমা।
প্রতীকেঽপ্যেকস্য স্ফুরতি মুহুরঙ্গস্য সখি যা শ্রিয়-
স্তস্যাঃ পাতুং লবমপি সমর্থা ন দৃগিয়ম্ ॥

দানকেলি—২৮।

৪। অদ্ভুতোপমার উদাহরণ লক্ষণ দণ্ডী দিয়াছেন—
"যদি কিঞ্চিৎ ভবেৎ পদ্মং সুভ্রু বিভ্রান্তলোচনম্।
তৎতে মুখশ্রিয়ং ধত্তামিত্যসাবদ্ভুতোপমা" ॥

কাব্যাদর্শ—২।২৫।

অর্থাৎ উপমেয়ের ধর্ম যেস্থলে উপমানে সম্ভব হয় সেস্থলে অদ্ভুতোপমা হয়। বিভ্রান্তলোচনত্ব উপমেয় "মুখে"-ই সম্ভব, উপমান "পদ্মে" নহে। কিন্তু এস্থলে উপমান পদ্মেও বিভ্রান্তলোচনত্বের সম্ভব কল্পনা করাতে সাদৃশ্যের সমধিক চমৎকারিতার জন্ম অদ্ভুতোপমা হইয়াছে। বলা বাহুল্য নব্য আলঙ্কারিকেরা এই অদ্ভুতোপমাকে "সম্বন্ধে অসম্বন্ধ"-রূপ অতিশয়োক্তি বলিবেন। এস্থলে উপমার তাৎপর্য এই—সূর্য উষাকালে উদিত হয়। চন্দ্র নিশাকালে উদিত হয়। একত্রে উষা ও সন্ধ্যার সমাবেশ সম্ভব নহে। কিন্তু রাধার বদন, সিন্দুরবিন্দু ও কেশের শোভা এমন যে ইহাও সম্ভব হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের উদয়কালে ও সূর্যের উদয়কালে অন্ধকারও কিছু তরল হয়। তরল অন্ধকারের সহিত রাধার উন্মুক্ত অথচ চঞ্চল চুলের তুলনা হইয়াছে।

বর্তমান উদাহরণ স্থলে পূর্বোক্ত লক্ষণানুসারে আদৌ উপমা হইয়াছে কিনা তাহাও বিচার্য। "যনু"-শব্দের অর্থ "যেন" হইলে ইহা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইবে কারণ সে স্থলে উপমান-কোটির আধিক্য স্পষ্টতই দৃশ্যমান হয়।

৫। "বিধাত্রা দত্তাদ্ভুতসৌষ্ঠবম্"—বহুর এই পাঠে "দত্ত" ও "অদ্ভুতসৌষ্ঠবম্" শব্দ দুইটির প্রধান সম্বন্ধ হইতেছে বিধাতার সঙ্গে। কিন্তু "দত্ত"-শব্দস্থলে এই সম্বন্ধ থাকিলেও "অদ্ভুতসৌষ্ঠব"-শব্দস্থলে এই সম্বন্ধের প্রাধান্য নাই। তাই দোষপ্রসঙ্গসম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্ম এটিকে মুদ্রণ-প্রমাদ বলিয়া ধরিয়া "দত্তম্" করা হইল।

(৩৩৪)

ততঃ "কাগুক মধুর বচন"-ইত্যাদিনোভয়োর্ভাব-কৌশলং ভঙ্গ্যান্তত্র শ্রীকৃষ্ণমতিক্রম্য শ্রীমত্যা গমনঞ্চ বর্ণয়তি। "নিছনি[১] করু অভিলাষ" নিজনিজ-জীবনস্য নির্মঞ্ছনবাসনা মনসি কৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩৪ ॥

(৩৩৫)

"আহীর রমণী যত চালাএ্যা বাহির পথ"-ইত্যাদিনা শ্রীদানলীলায়া উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্‌বাক্যং নিরূপয়তি। "পীতবাস কামরায়" পীতাম্বরঃ কন্দর্প-রাজ ইতি শ্লেষোক্তিঃ। "যদি পুন এমন বল মাথায় ঢালিব ঘোল" ইতি পাঠঃ ক্বচিদ্‌দৃশ্যতে। স তু নাতিরসদঃ ॥ ৩৩৫ ॥

(৩৩৬)

গর্বেণ প্রত্যুক্তবতীং তাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ "চিকুরে চোরায়সি"-ইত্যাদিকমাহ। "পৌঁয়ার" প্রবালঃ। "ঘনরস" সান্দ্ররসঃ, শ্লেষেণ শৃঙ্গাররসঃ। গোরসোঽত্র গব্যঘৃতম্। যদ্যপি গোরসশব্দোঽমরসিংহেন সামান্য-তক্রপর্যায়ঃ কথিতস্তথাহি—"দণ্ডাহতং কালশেয়-মরিষ্টমপি গোরসঃ[২]" ইতি, "গৃহ্যতাং সর্বগোরসা[৩]" ইতি শ্রীভাগবতীয়পদ্যস্য টীকায়াং গোরসাঃ ক্ষীরাদয় ইতি ব্যাখ্যানাৎ, "গোরস" ইতি ষষ্ঠীপুরুষেণ ঘৃতাদের্বোধনাচ্চ ঘৃতমেবাত্র গ্রাহ্যমন্যথা শ্রীদান-কেলিকৌমুদীস্থ[৪]-ঘৃতদানকথনস্য বিরোধঃ স্যাৎ ॥ ৩৩৬ ॥

(৩৩৭)

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণং তূষ্ণীকৃত্যান্যাং প্রতি তং প্রষ্টুমিতুম্ "এইত বৃন্দাবন পথে"-ইত্যাদিকমাহ। "বড়াই" হে বৃন্দাদেবি ! ॥ ৩৩৭ ॥

(৩৩৮)

ততো "গরবহি সুন্দরী"-ইত্যাদিনা তৎকৌশলম্ উদাহরতি। অপূর্বোঽয়ং প্রেমবিলাসো যেন দান-কেলিরসে কলিতো যো মহোৎসবস্তত্র বরঃ কিলকিঞ্চিতস্য রঙ্গকৌশলো জাতঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"গর্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্[৫] ॥"

"আনত" অন্যত্র। অত্র প্রথমচরণে গর্বঃ[৬]

টীকা—

১। নিছন—বহু।

২। অমর—২।৯।৩—বৈশ্যবর্গ।

৩। "সর্বগোরসাঃ" শব্দের অর্থ—দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সর্বপ্রকার ক্ষীরাদি বিকৃতি। এ সম্বন্ধে অমরকোষধৃত শ্লোকে আছে—

"দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ সমম্।
পয়স্যমাজ্যদধ্যাদি দ্রপ্সং দধি ঘনেতরৎ। ১ ॥
ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পির্নবনীতং নবোদ্ধৃতম্।
তত্তু হৈয়ঙ্গবীনং যৎ হ্যোগোদোহোদ্ভবং ঘৃতম্ ॥ ২ ॥
দণ্ডাহতং কালশেয়ম্ অরিষ্টমপি গোরসঃ।
অমর—দ্বিতীয় কাণ্ড, বৈশ্য বর্গ, শ্লোক-১-৩।

অমরকোষ অনুসারে "গোরস"-শব্দ "তক্র" বা ঘোলের পর্যায়শব্দ হওয়া সত্ত্বেও রাধামোহন সে নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন। কারণ—ভাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যায় এই অর্থ অনুপযোগী বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে।

৪। "অয়ি পাম অতস্তিবং আস্বত্য হৈয়ঙ্গবীণোব-হারিণীণাং অমূহাণং মগ্‌গং অজ্জ কহিস্সসি বইন্দণন্দণো ?"

"হৈয়ঙ্গবীনমমুলা মমতঃ কথং বা
হৈয়ঙ্গবীনকলসীং চলিতা বহন্তী।
হা মল্লিকার্পণপদং ব্যথতে শিরস্তে
মূর্ধ্নাপ্যমুং মম নিধেহি কৃপাং বিধেহি ॥"

৫। উজ্জ্বল—১১।২২।

৬। ইহা সৌভাগ্য-রূপ-গুণ-সর্বোত্তমাশ্রয় ইত্যাদি হইলাভজনিত গর্ব।

স্পষ্টঃ। "অলপ পাটল"-ইত্যনেন ক্রোধঃ[১]। "তঁহি জলকণ"-ইত্যনেন রোদনম্[২]। ধূনায়িত জ্রধনু"-ইত্যনেনাসূয়া[৩]। পুলক পুরল"-ইত্যনেনাভিলাষঃ[৪]। "অলখিত আনন্দহাস"-ইত্যনেন স্মিতম্[৫]। "তৈখনে বাহুড়ল পদ দুই চারি"-ইত্যনেন ভয়ম্[৬]। ইতি সপ্ত ॥ ৩৩৮ ॥

(৩৩৯)

ততোঽতিগর্বেণ শ্রীমতী "এই মনে বনে"-ইত্যাদিকমাহ। "আচর" আচরণং করোমি। "পান কর কনক ধূমে" ইতি কনকধূমপানমতিকঠোর-তপস্যাবিশেষো—যত্রাধোমুখঃ সন্ কনকবর্ণধূমং পিবন্ দুর্লভাভিলষিতসিদ্ধার্থং তপতি ॥ ৩৩৯ ॥

(৩৪০)

"তোহারি হৃদয় বেণী-বদরিকাশ্রম"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রত্যুত্তরং করোতি। হে সুন্দরি! ত্বাং ত্যক্ত্বা ক গচ্ছামি যতস্ত্বমেব গৌরী সর্বতীর্থময়ী। তদেব প্রথমত এবং ঘটয়তি "তোঁহারি হৃদয়" ইত্যাদি। মৎপ্রাণ এব—সুন্দরি! সহস্র "কাম পূরবি "কামং পূরয়িষ্যসি ॥ ৩৪০ ॥

(৩৪১)

ততঃ "সখীগণ"-ইত্যাদিনা মেলনকৌশলং দর্শয়তি। "অলখিতে তঁহি উপনীত" ইতি নিজবয়স্যানামজ্ঞাতত্বেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪১৮ ॥

(৩৪২)

ততঃ "পরশহি গদ গদ নহি নহি বোল"-ইত্যাদিনা সুরতকৌশলং বর্ণয়তি। অস্যার্থো রসিকৈরনুসন্ধেয়ঃ ॥ ৩৪২ ॥

(৩৪৩)

ততঃ সামান্যতো দিবাভিসারগাননির্বাহার্থং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রং "লাখ বাণ হেম"-ইত্যাদিনা। অত্র বত্নেন সর্বাঙ্গারতত্বেন বামচরণাদি-সঞ্চারভঙ্গ্যা তদ্ভাবাক্রান্তত্বং সূচিতম্ ॥ ৩৪৩ ॥

(৩৪৪)

ততঃ দিবাসম্ভোগগাননির্বাহকং শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রং "আমার গৌরাঙ্গ"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "ভম্বরু" সমূহঃ ॥ ৩৪৪ ॥

(৩৪৫)

তদুচিত-শ্রীকৃষ্ণরূপং বর্ণয়তি "রাধারমণ"-ইত্যাদিনা। নাগরীগণেন কৃতা সেবা যস্য স তথা। ব্রজপতিদম্পতিঃ শ্রীনন্দযশোদে, তয়োর্হৃদয়ানন্দদায়ক-নন্দনঃ। নন্দীশ্বর এব পুরং নিবাসস্থানং যস্য স তথা। "পুরট পটাম্বর" স্বর্ণবর্ণপট্টবস্ত্রযুক্তঃ। "বতংস" অবতংসঃ[৭] শিরোভূষণম্। "যন্ধা চারু অবতংস ইতি পাঠঃ। কুঞ্জে রচিত রতিরঙ্গো যেন তাদৃশঃ ॥ ৩৪৫ ॥

(৩৪৬)

সম্ভোগগানোচিত-শ্রীকৃষ্ণরূপং "জয় জয় গোকুল মঙ্গলধাম"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "দিনমণিকিরণ"

টীকা—১। এস্থলে স্থায়িভাব নহে।

২। এস্থলে হর্ষজনিত—"ফুল্লগণ্ডং সরোমাঞ্চং বাষ্পমানন্দজং মতম্।" উজ্জ্বল—১২।১।

৩। অসূয়া এস্থলে সৌভাগ্য ও গুণজনিত।

৪। ঔৎসুক্যের কারণ। ইহা ইষ্টেক্ষা ও ইষ্টাপ্তি জনিত।

৫। মৃদুহাস্য।

৬। এস্থলে শঙ্কা—"শঙ্কা তু প্রবরস্ত্রীণাং ভীরুত্বাদ্ ভয়কৃদ্ভবেৎ"। উজ্জ্বল—১৩।৪।

৭। শিরোভূষণ ও কর্ণভূষণ—

"পুংস্যুত্তংসাবতংসৌ দ্বৌ কর্ণপূরে চ শেখরে।"

অমর—৩।২২৭ নানার্থবর্গ।

ইত্যাদি স্বর্ণকিরণনিন্দককুণ্ডলে গণ্ডদ্বয়ে নরীনৃত্যোতে। এতদ্ ধ্যেয়ং রূপং মুনীনাং মানসাগোচরম্ ॥ ৩৪৬ ॥

(৩৪৭)

পুনর্গানবাহুল্যাদ্রূপান্তরং "নবীন কিশোর"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "যৌবত" যুবতীসমূহঃ। "উর অম্বর" উর এব আকাশতুলাম্ ॥ ৩৪৭ ॥

(৩৪৮)

"গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি"-ইত্যাদিনা বর্ষাদিবাভিসারপূর্বকমেলনং দর্শয়তি ॥ ৩৪৮ ॥

(৩৪৯)

তৎকালোচিত-দিবাসম্ভোগং "ঝাঁপল দিনমণি পড়তহি নীর"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৩৪৯ ॥

(৩৫০)

অস্যার্থস্তু রসিকভক্তৈরনুধাবনীয়ঃ। রহস্যত্বাৎ নাত্রবিবেচ্যতে ॥ ৩৫০ ॥

(৩৫১)

অস্যার্থঃ সুগমঃ[১] ॥ ৩৫১ ॥

(৩৫২)

ততঃ প্রকারান্তরেণ পূর্বরাত্রাবমিলনোৎকণ্ঠয়া মাঘদিবসাভিসারপূর্বকমেলনং "হরি রত কানন"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "অবইতে কান" কৃষ্ণস্য পরাবর্তনকালে। "চকরাক জোর" চক্রবাকযুগলম্। "চকোরক" ইতি পাঠে চকোরস্য চন্দ্রসহ মিলনম্ ॥ ৩৫২ ॥

(৩৫৩)

ততঃ শীতকালোচিতদিবাভিসারং দর্শয়তি "সহজই শীত সময়"-ইত্যাদিনা। "সীম" সীমা। "তাক সঞ্চার" শ্রীকৃষ্ণস্যাভিসারকং জ্ঞাত্বা। "দিশার" দিগ্ দর্শকঃ। যৎপদং কুসুমস্পর্শেঽপি ব্রণিতং ব্রণযুক্তমিব ভবতি তস্য, "এতহু তুহিনে" এতাদৃশে মহতি হিমেঽপি নিরাপদমিত্যনুরাগস্থায়িভাবকৃতমেতৎ ॥ ৩৫৩ ॥

(৩৫৪)

তৎকালোচিতদিবাসম্ভোগং "হিম ঋতু দিনহি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। অস্যার্থোঽপি তদ্বৎ ॥ ৩৫৪ ॥

(৩৫৫)

চৈত্রাদিমাসত্রয়োচিতদিবাভিসারপূর্বকমেলনং "মাধহি তপন তপত"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। তপনঃ সূর্যঃ। "দহনবিথার" অগ্নিরিব বিস্তারঃ। "পথি কহু ভেলহি ভোর" পথি পথি তু স্তব্ধাঃ সন্তি। "মনসিজ-তন্ত্র" কন্দর্পৌষধিঃ। "সমুঝহ হরিসঞে রসময়তন্ত্র" রসশাস্ত্রং বিচারয়তু। তথা চ নানার্থটীকাধৃত কোষান্তরং[২]—

> "তন্ত্রং কুটুম্বকৃত্যে স্যাৎ সিদ্ধান্তে চৌষধোত্তমে।
> প্রধানে তন্ত্রবানে চ শাস্ত্রভেদে পরিচ্ছদে।
> শ্রুতিশাস্ত্রান্তরে হেতাবুভয়ার্থপ্রয়োজকে[৩] ॥"

ইতি ॥ ৩৫৫ ॥

টীকা—১। ৩৫০ ও ৩৫১ সংখ্যক পদ আপাতদৃষ্টিতে নৌকাবিলাসের পদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের মতে এই দুইটি পদে নৌকারোহণের রূপকে সুরতসম্ভোগলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই পদ দুইটি সম্বন্ধে ক-পুঁথিতে আছে—"ইত্যাদি পদদ্বয়ে টীকায়া অপ্রাপ্তিঃ।"

২। মেদিনী কোষ।

৩। অমর— ৩।১১৮—নানার্থবর্গের শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর্গত।

(৩৫৬)

তৎকালোচিতসম্ভোগং বর্ণয়তি "রাধামাধব"-ইত্যাদিনা। "কল" শিল্পবিশেষঃ "কুয়ারা" ইতি যস্তাখ্যা। তদুৎজলকণসমূহৈর্বিরাজমানে। সুরতমেব বাপী[1] দীর্ঘিকা ॥ ৩৫৬ ॥

(৩৫৭)

অথ প্রকারান্তরং তত্র রাধিকাস্নেহাধিকা[২] কাচিৎ তদুৎকর্ষং দৃষ্ট্বা তয়োঃ রাত্রিগতদুঃখমপি মনসি কিঞ্চিৎ সুখং মন্যমানেব "কি কহব রে সখি রাইক সোহাগ"-ইত্যাদিনা তদাহ। "সোহাগ" সৌভাগ্যম্[৩]। এতেন নিজসুখমননং স্পষ্টম্। "যাকর দেহলী"-ইত্যাদৌ তয়োর্দুঃখকথনম্। "দেহলী" দেহড়ী ইতি যস্তাখ্যা। জাগরণপ্রকারমাহ "চাতক সম" ইত্যাদি। অত্র চাতকস্বভাবাদেব পুনঃ পুনঃ সঙ্কেতধ্বনিকরণমবগন্তব্যম্। তথা চাতকরবকরণাৎ তস্য সৈদৈকনিষ্ঠত্বমিব স্বস্য তদেকপরত্বেনানুকূলত্বং

"অতিরক্ততয়া নার্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্তিতঃ ॥"[৪]

ইতি। তৎসংকেতশ্রবণমাত্রাৎ হর্ষোদয়ঃ। তত্র ঔৎসুক্য-চাপল্যেন সম্যক্প্রাপ্তনিদ্রে গুরুজনে স্থিতে দ্বারমোচনারম্ভঃ কৃতঃ। ততো "জরতী কহত[৫] কো বাহিরাওত"-ইত্যনেন শঙ্কা[৬] জাতা। ততঃ স্তম্ভ[৭]-চিন্তা[৮]-অশ্রূণি[৯] জাতানি। তথা শ্রীকৃষ্ণস্যাপি কঙ্কণ-শব্দশ্রবণাদ্ হর্ষোদয়ঃ[১০]। ততো জরতীবাক্যেন শঙ্কা। ততঃ শ্রীমত্যা নিদ্রাশঙ্কয়া পুনশ্চাপল্যেন[১১] তৎসঙ্কেতং কৃতবান্। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তস্মাদ্গমনা-শঙ্কাজনিতচাপল্যেন পূর্ববৎ শ্রীমত্যা অপি তৎসর্বং বৃত্তম্। এবংপ্রকারেণোভয়োঃ সর্বরাত্রি-[১২]র্গতেতি

টীকা—

১। "সুরতায় বাপী" এই বিগ্রহে চতুর্থী তৎপুরুষ হইতে পারে।

২। "তদীয়তাভিমানিন্যো যাঃ স্নেহং সর্বদাশ্রিতাঃ।
সখ্যামল্পাধিকং কৃষ্ণাৎ সখীস্নেহাধিকাস্তু তাঃ ॥
যাঃ পূর্বং প্রাণসখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কীর্তিতাঃ।
সখীস্নেহাধিকা জ্ঞেয়াস্তা এবাত্র মনীষিভিঃ ॥
উজ্জ্বল—৮।৫৬-৫৭।

৩। সৌভাগ্য—প্রিয়তা। তুলনীয়—
"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা"—কুমার ৫।১।
"হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্"—কুমার ১।৩।

৪। উজ্জ্বল—১।১৮।

৫। মূলপদের পাঠ—"জরতী কহই ধনি"।

৬। ব্যভিচারিভাববিশেষ—উজ্জ্বল—১৩।৪।

৭। সাত্ত্বিকভাব—"স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ ॥
ভক্তি—২।১।

৮। চিন্তা—ব্যভিচারিভাববিশেষ—
"ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্ত্যানিষ্টাপ্তিনির্মিতম্।
ভক্তি—২।৪।

৯। অশ্রু—সাত্ত্বিকভাব—
"হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ।
হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।
সর্বত্র নয়নক্ষোভরাগসংমার্জনাদয়ঃ ॥ ভক্তি—২।৩।

১০। ব্যভিচারিভাববিশেষ—
"অভীষ্টেক্ষণলাভাদিজাতা চেতঃ প্রসন্নতা।
হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রু মুখপ্রফুল্লতা।
আবেগোন্মাদজড়তা তথা মোহাদয়োঽপি চ ॥
ভক্তি—২।৪।

১১। রাগজনিত ও ত্রাসজনিত। এস্থলে রাগজনিত। দ্রষ্টব্য—উজ্জ্বল—১৩।৩০।

১২। "সর্বা রাত্রি"—পাঠান্তর হয়।

ভাবঃ। অত্র ভাবানামুদয়ঃ[১] সন্ধিঃ[২] শান্তিঃ[৩] শবলতা[৪] চ জ্ঞেয়াঃ। "কুসুমহার"-ইত্যস্য স্বাভাবিকরাত্রিগতমুকুলিতপদ্মস্য চ স্থাপনাৎ সর্ব্বজাগরণং ম্লানিশ্চ সংকেতিতেতি ভাবঃ॥ ৩৫৭॥

(৩৫৮)

ততঃ পূর্বপ্রকারদুঃখিতয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরভিসারপূর্বকমিলনং "চাতকসঙ্কেত আজু"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ॥ ৩৫৮॥

(৩৫৯)

ততস্তয়োঃ সুরতসুখং "প্রাতর মিলনহি আনন্দ ভেল"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। অস্যার্থো রসিকৈর্ভাবনীয়ঃ॥ ৩৫৯॥

(৩৬০)

ততঃ সাধারণদিবাভিসারপ্রকারং "সবহু বধুজন-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "কপূরিত" কর্পূরযুক্ত-তাম্বূলম্॥ ৩৬০

টীকা—

১। ভাবানাং কচিদুৎপত্তিসন্ধিশাবল্যশান্তয়ঃ।
দশাশ্চতস্র এতাসামুৎপত্তিস্থিহ সম্ভবঃ।
ভক্তি—২।৪।

২। "স্বরূপযোর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।
সন্ধিঃ স্বরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতুত্থয়োর্মতঃ॥
ভিন্নয়োর্হেতুনৈকেন ভিন্নেনাপ্যুপজাতয়োঃ।
একেন জায়মানানামনেকেন চ হেতুনা॥
বহুনামপি ভাবানাং সন্ধিঃ স্ফুটমবেক্ষতে।"
ভক্তি—২।৪।

৩। "শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্"।
ভক্তি—২।৪।

৪। "অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ং শান্তিরুচ্যতে।"
ভক্তি—২।৪।

(৩৬১)

মেলনপ্রকারং "সহচরসঙ্গ রঙ্গ ব্রজনন্দন"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। অত্র স্খলিতসাত্ত্বিকঃ স্পষ্টঃ। তল্লক্ষণং যথা—

"তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্‌যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্।
শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং স্খলিতা ইতি কীর্তিতাঃ॥"[৫]
৩৬১॥

(৩৬২)

ততঃ সম্ভোগং "দূরহি দূর হেরি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। অত্র দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকাঃ। যথা—

"প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরাব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্‌গতাঃ।
সম্বরীতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ[৬]॥
বিঘ্ন এব মঙ্গলশ্রেষ্ঠো[৭] ভূতঃ॥ ৩৬২॥

(৩৬৩)

পুনর্বিশেষতো "ঘন ঘন চুম্বন"-ইত্যাদিনা তৎ বর্ণয়তি। অস্যার্থো রসিকৈর্জ্ঞেয়ঃ॥ ৩৬৩॥

(৩৬৪)

ততো নিজগৃহগমনপ্রকারং দর্শয়তি "বেলি অবসান বচন শুনি"-ইত্যাদিনা॥ ৩৬৪॥

(৩৬৫)

অথোত্তরগোষ্ঠগাননির্বাহকং তদ্‌ভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "বেলি অবসান"-ইত্যাদিনা স্মরতি। অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৩৬৫॥

(৩৬৬)

তদুচিতরূপং শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়তি—"মুদির মরকত"-ইত্যাদিনা। "মুদির" মেঘঃ। "মঞ্জু" সুন্দরঃ।

৫। ভক্তি—২।৩।৩৪।
৬। ভক্তি—২।৩।৩৫।
৭। মঙ্গলশ্রেষ্ঠো—বহু।

তাভ্যামপি যো মধুরস্তস্মাদপি সুন্দরঃ। "করম্বিত" যুক্তঃ। গৌরী রাধিকা। পক্ষে গৌরী[১] রাগিণী। গুণগণেন গ্রামমূর্চ্ছনাদিরূপেণ যদ্গানং তেন গুম্ফিতং যদ্গীতং সংস্কৃতাদিভাষয়া রচনাবিশেষস্তদ্বদ্ "গিরত" কথয়তি॥ ৩৬৬॥

(৩৬৭)

ততঃ শ্রীমতীং প্রতি গোষ্ঠাদাগতং শ্রীকৃষ্ণং দর্শয়ন্তী কাচিৎ তদুভয়োর্দর্শনানন্দং "বিপিনবিহারী"-ইত্যাদিনাহ। নানাবিধপুষ্পানাং মুকুলৈঃ কুট্মলৈ-র্হাররূপেণ গ্রথিতৈঃ "হারী" হারযুক্তঃ। "তৈছে" অপূর্বাণি নক্ষত্রাণ্যত্র তস্য সখায়ঃ। "খুরলী অভ্যাসঃ। গোখুরধূলিধূসরিতাম্বরাণি যেষাং তেষাং গোপানাং ডম্বরঃ সমূহঃ॥ ৩৬৭॥

(৩৬৮)

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবিপ্রবাসগাননির্বাহকং শ্রীরাধাভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রং "সাঁঝহি শচীসুত হেরিয়ে আনমত"-ইত্যাদিগীতদ্বয়েন[২] স্মরতি॥৩৬৮॥

(৩৬৯)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নিশ্চিতভাবি-মথুরাগমনভাবাতি-বিবশং তং "হের হের সাঁঝাহি গৌরাঙ্গ বেয়াকুল নদী যনু বরয়ে নয়ান"-ইত্যাদিনা পুনঃ স্মরতি॥৩৬৯॥

(৩৭০)

ততঃ কশ্চিজ্জনস্তৎকালোচিতশ্রীকৃষ্ণরূপং "জয় জয় নন্দনন্দন চন্দ"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "নীল নীরজ কন্দ" নীলোৎপলং কন্দয়তি স্বশোভয়া পরাজয়তে স তথা হে তাদৃশ! "√কন্দি বৈক্লব্যে" ইত্যস্মাৎ ণিজন্তাল্লট্॥ ৩৭০॥

(৩৭১)

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবিমথুরাগমনমজানন্ত্যাপি প্রেম-জনিতহৃদয়বৈক্লব্যেন স্বসখীং প্রতি শ্রীমতী "না জানিয়ে"-ইত্যাদিকং বক্তি॥ ৩৭১॥

(৩৭২)

ততঃ কাঞ্চিৎ সখীং তৎপৃচ্ছমানামপি প্রত্যুত্তরম্ অনুর্বতীং প্রতি "ঝাপল উতপত লোরে"-ইত্যাদিকমাহ। গমনকালে নিবারণার্থং কাপি বিরোধং ন করোতু যতোঽমঙ্গলাশঙ্কা, কিং ত্বধুনৈব নিবারণং সমুচিত-মিতি "গমন সময়ে"-ইত্যাদিচরণদ্বয়েনাহ॥ ৩৭২॥

(৩৭৩)

ততো মথুরানগরগতয়ে ঘোষণাং শ্রুত্বা তদ্বর্ণন-পূর্বকং শ্রীকৃষ্ণস্য গমননিবারণপ্রকারং "নামহি অক্রূর"-

---

টীকা—

১। লোচন-বিরচিত রাগতরঙ্গিণীতে এবং অহোবল-বিরচিত সঙ্গীতপারিজাতে "গৌরী" একটি মেলের নাম যাহার প্রধান রাগ "গৌরী" ছিল। বর্তমানে এই মেল "ভৈরব" নামে চিহ্নিত এবং রাগিণী পূর্বী ঠাটের রাগিণী। ইহার ধ্যানমূর্তি—

"নিবেশয়ন্তী শ্রবণেঽবতংসম্
আম্রাঙ্কুরং কোকিলনাদরম্যাম্।
শ্যামা মধুধ্বনিযুক্তনাদা
গৌরীয়মুক্তা কিল কোহলেন॥"

সঙ্গীতদর্পণ—২।৫।

২। অপর গীতটি "হের দেখ সাঁঝহি গৌরাঙ্গ বেয়াকুল" ইত্যাদি।

৩। "পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্ দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে॥"
তজ্জন্যবিপ্রলম্ভোঽয়ং প্রবাসত্বেন কথ্যতে।...
ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্যতে॥"

উজ্জ্বল—৮০,৮১,৮৫।

ইত্যাদিনা স্বসখীং প্রতি কথয়তি। নাম্নৈবাক্রূরঃ কিং তু নাস্তি ক্রূরো যস্মাদিতি সমাসার্থঃ "ক্রূর নাহি যা সম"-ইত্যনেন কথিতঃ। স এব ব্রজমাগতঃ। অতঃ প্রতিগৃহং শ্রবণামঙ্গলং ঘোষয়তি। কা সা ঘোষণা? "কালি কালিহু সাজ" কল্যং সজ্জীভব ইত্যাদিকা। "কালি কালিহু সাজ"-ইত্যুক্তিমাত্রশ্রবণাৎ পরমবৈবশ্যেন তদনুবাদকরণাসামর্থ্যাৎ জাতম্। পাঠান্তরস্তুচিন্ত্যঃ। হে সখি তৎ "কল্য" রজনীপ্রভাতে সতি ভবিষ্যতি। অতো যথা সা প্রভাতা ন ভবতি তথোপায়ং রচয়। যাবজ্জীবনব্যাপিনী রাত্রিরা-কাঙ্ক্ষিতা তথা বনমালী মন্দিরে তিষ্ঠতু। "নখতর" নক্ষত্রম্[১] ॥ ৩৭৩ ॥

(৩৭৪)

"যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে মন রঞ্জনু"-ইত্যাদিনা উভয়ানুরাগমনুস্মরন্তী সন্তপতি ॥ ৩৭৪ ॥

(৩৭৫)

পূর্বং তদ্গমনশ্রুতিমাত্রেণ যদি প্রাণাঃ[২] স্বয়ং ন নির্গতা[৩]-স্তদা তং সাগরাদৌ নিঃসারয়ামি! কিং বা প্রাণনাথো যত্নানুকূলো ভবতি তদা মাল্যবৎ তং গৃহীত্বা দেশান্তরং গচ্ছামীতি "কি করব কোথা যাব সোয়াথ না হয়"-ইত্যাদিনা কথয়তি ॥ ৩৭৫ ॥

(৩৭৬)

শ্রীকৃষ্ণেণ সহ দেশান্তরগমনং যৎ পরামৃষ্টং তেনোভয়কুলমর্যাদাহানির্ভবিষ্যতি। পুনর্বিমৃশ্য "কামিনী করি কো বিহি নিরমায়ল"-ইত্যাদিনা বিলপন্তী মূর্চ্ছতি ॥ ৩৭৬ ॥

॥ ৩৭৭ ॥

পুনশ্চেতনপ্রকারং দূতীগমনঞ্চ "মুরছিত রাই হেরি সব সখীগণ"-ইত্যাদিনা কথয়তি ॥ ৩৭৭ ॥

(৩৭৮)

"প্রাতরে তুহুঁ চলব মথুরাপুর"-ইত্যাদিনা কাচিৎ ব্রজাঙ্গনানাং বিরহব্যাধিদশাং[৪] শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাবেদয়তি। "কো কাঁহা করু অবলম্ব"-ইত্যনেন সা লক্ষ্যা ॥ ৩৭৮ ॥

(৩৭৯)

ততঃ সামান্যতঃ সর্বাসামবস্থামুক্ত্বা পুনঃ শ্রীমত্যাস্তদ্দশামাবেদয়তি "মাধব বিধুবদনা-" ইত্যাদিনা ॥ ৩৭৯ ॥

(৩৮০)

অথ ভবন্‌বিরহঃ। তত্র তদ্ভাবাক্রান্ত-শ্রীমদ্-গৌরচন্দ্রস্য বাক্যং সর্বামঙ্গলনাশকম্ "আজুক প্রাতর"-ইত্যাদিনানুবদতি ॥ ৩৮০ ॥

টীকা—

১। অমরে আছে—"নক্ষত্রমৃক্ষং ভং তারা তারকাপ্যুড়ু বা স্ত্রিয়াম্"—১।২১- দিগ্‌বর্গ। এস্থলে "তারা"-সামান্যের নাম "নক্ষত্র" ধরা হইয়াছে। কিন্তু "নক্ষত্রের অন্য একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে—"A constellation, an asterism in the moon's path."—Apte's. এই অর্থে নক্ষত্র সাতাশটি। এই বিশিষ্ট অর্থে কাব্যাদিতেও "নক্ষত্র" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—"নক্ষত্র-তারা-গ্রহসঙ্কুলানি"—রঘু—৬।২২। অশ্বিনী-ভরণী ইত্যাদি সাতাশটি নক্ষত্র। যে তারকা স্থির তাহা তারা এবং যে তারকা চলমান তাহা গ্রহ।

২।৩। প্রাণাঃ……নির্গতাঃ—বহুব্ পাঠ।

৪। "অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোষ্ণাদিলক্ষণঃ।
অত্র শীতস্পৃহামোহনিঃশ্বাসপতনাদয়ঃ॥"
উজ্জ্বল—১৫।২২।

(৩৮১)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রস্তুতরূপং "মরু নরকত নিন্দি সুন্দর সুভগ কলেবর শ্যাম"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি গ্রন্থকৃৎ ॥ ৩৮১ ॥

(৩৮২)

অতঃ "অতমিত যামিনীকন্ত"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রস্তুতমথুরাগমনং বিলাপেন নিরূপয়তি। যামিনীকান্তশ্চন্দ্রোঽস্তমিত ইত্যর্থঃ। "মণিমন্ত্র" মণিমন্ত্রাণ্যস্মৎপ্রযুক্তানি বিফলানি জাতানি। অত উদয়াচলোঽরুণবর্ণোঽভূৎ। "দিনমণি" সূর্যঃ। "ব্রজপতি-দম্পতি" ব্রজাধিকারিনন্দযশোদয়োঃ ॥ ৩৮২ ॥

॥ ৩৮৩ ॥

"হরি নহ নিরদয়"-ইত্যাদিনা সন্থঃখং পরামৃশতি। "সিনেহ[১]" স্নেহঃ। প্রেম ইতি যাবৎ। ['সিনেহ' ইতি স্নেহ-শব্দে "স্নেহে বেতি" প্রাকৃতব্যাকরণ-সূত্রেণ যুক্তবর্ণস্য বিপ্রকর্ষে কৃতে তৎস্বরপূর্বতায়া-মিকারশ্চ কৃতো—"না ন" ইতি নত্বং চ সাধিতম্।[২]] "আঁচরে গহি বহু[৩] বস্ত্রাঞ্চলং গৃহীত্বা নায়কং বারহ ॥ ৩৮৩ ॥

(৩৮৪)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণে রথারোহণোদ্যতে সতি পরম-বৈক্লব্যাৎ পূর্বোক্তং বিস্মৃত্য "কানু নহ নিঠুর"-ইত্যাদি-নাতি[৪]-চাপল্যেন পরামর্শান্তরং করোতি ॥ ৩৮৪ ॥

(৩৮৫)

ততো বিধাতারমাক্ষিপতি "অহো বিধাতঃ"-ইত্যাদি-শ্লোকত্রয়েণ। হে বিধাতঃ! কুত্রচিদপি তব দয়া নাস্তীত্যাশ্চর্যম্। যতো মৈত্র্যা প্রণয়েন মিত্রভাবাভিন্নপ্রেম্ণা দেহিনঃ সংযোজ্য তানকৃতার্থান্ অসিদ্ধপ্রয়োজনকানপি বিযুনক্ষি পৃথক্ করোষি। অতস্তব চেষ্টিতমপার্থকং নিরর্থকং বালকচেষ্টিতম্ ইব ॥ ৩৮৫ ॥

(৩৮৬)

"যস্ত্বম্"-ইত্যাদ্যত্র শ্রীস্বামী ["বিগর্হিতঞ্চ তবেদং কর্ম"-ইত্যাহুঃ "যস্ত্বম্" ইতি। শোকমপনুদ-তীতি শোকাপনোদঃ। স চাসৌ স্মিতলেশশ্চ গূঢ়হাসস্তেন সুন্দরং মুকুন্দস্য বক্ত্রং সকৃৎ প্রদর্শ্য পুনস্তস্য পারোক্ষ্যমদৃশ্যতাং করোষি। অতস্তব কৃতং কর্মাসাধু নিন্দ্যমিত্যর্থঃ][৭] ॥ ৩৮৬ ॥

(৩৮৭)

কিঞ্চ দত্তাপহারিত্বেনাতিক্রূরস্ত্বমিত্যাহুঃ ক্রূর-স্ত্বম্" ইতি। নহ্বক্রূরো হরতি নাহমিতি চেদত আহুরক্রূরসমাখ্যয়েতি। ন ত্বেবং[৬] কর্তুমন্যো প্রভবতি। অতো নামান্তরেণ ত্বমেবাগতোঽসি। শ্রীকৃষ্ণং হরামি, ন যুষ্মচ্চক্ষুরিতি চেন্ন। যেন ত্বদ্দত্তেন চক্ষুষা মধুদ্বিষ একদেশে নেত্রবক্ত্রাদৌ তদীয়ং সমস্তসৃষ্টিনৈপুণ্যমদ্রাক্ষ্ম দৃষ্টবত্যো বয়ং তচ্চক্ষুঃ। অয়ং ভাবঃ। মম সর্বং রহস্যং আবির্জাতমিত্যা-মর্ষেণৈব কৃষ্ণং বিয়োজয়ন্নস্মানন্ধীকরোষীতোব। অত্র শ্রীভাগবতপদ্যানুসারেণ যদ্বক্তৄণাং বহুত্বং তদ্বৈতদ্-গ্রন্থে গৌরবাভিপ্রায়েণেতি সমাধানীয়ম্ ॥ ॥ ৩৮৭ ॥

(৩৮৮)

"না জানিস প্রেমমর্ম" ইতি শ্রীভাগবতপদ্য-ত্রয়স্যার্থানুবাদমেতৎ[৭]। অত্র তু "অন্তের নহে ঐছে ব্যবহার"-ইত্যন্তমেব গেয়ম্ ॥ ৩ ৮ ॥

টীকা—

১। সনেহ—পাঠান্তর ক-পুঁথি।

২। এই অংশ বহ'র দ্বিতীয় সংস্করণে অথবা মূল-পুঁথিতে নাই।

৩। ব্রহি—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৪। 'অতি'—শব্দ বহতে নাই।

৫। এই অংশ মূল-পুঁথিতে নাই।

৬। ত্বেবং—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৭। ভাগবত—১০।৩৯।১৯-২১ সংখ্যক পদত্রয়।

(৩৮৯)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণে গন্তুং রথারূঢ়ে সতি শ্রীমত্যা বিরহোন্মাদদশাং শ্রীকৃষ্ণস্য বৈবশ্যঞ্চ "খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈর্বর্ণিতং—

"ক্ষণং বিক্রোশন্তী বিলুঠতি শতাঙ্গস্য[১] পুরতঃ
ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিততৃণা
ন রাধেয়ং কং বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোধিকুহরে[২] ॥
৩৮৯ ॥

(৩৯০)

ততঃ "না দেখিয়ে রথ আর"-ইত্যাদিনা বিলাপ-পূর্বকমূর্ছাং তচ্চেতনপ্রকারঞ্চ বর্ণয়তি। "প্রেমক ফান্দে" শ্রীকৃষ্ণস্য সখীগণস্য চ প্রেম্ণৈব জীবনং প্রাপ্তবতী ॥ ৩৯০ ॥

(৩৯১)

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ভূতপ্রবাসরসার্দ্রমানসং শ্রীমদ্-গৌরচন্দ্রম্ "আজু কহত ভাবে শচীর কোঙর"-ইত্যাদিনা স্মরতি ॥ ৩৯১ ॥

(৩৯২)

তদুচিতরূপং বর্ণয়তি "কুবলয়কন্দল[৩]"-ইত্যাদিনা। "কুবলয়" ইন্দীবরঃ—"কানড়[৪]" ইতি খ্যাতঃ। কালিমকান্তেঃ কল্লোল ঊর্মির্যত্র হে তথাভূত! এতেনৈর্ষয়া তদন্তঃকরণমালিন্যবর্ণনময়-নিন্দাগর্ভস্তুতির্বোধ্যা. "কমলেশ"-ইত্যনেনাপি। হে কংসকরিকর্ষণ!-ইত্যনেন মথুরাগতত্বং ধ্বনিতম্। কালিন্দ্যাঃ কমলেন যুক্তং করকিশলয়ং যস্য হে তাদৃশ। "কৌতুককন্দলকন্দ[৫]" কৌতুকবর্দ্ধনমূল। হে কমলাকেলিকল্পতরো! হে কামদ! কামিনীকোটীনাং করীন্দ্র! কৃপণানাং স্ত্রীজনানাং কৃপাকর! কলিকলুষং নাশয় ॥ ৩৯২ ॥

(৩৯৩)

ততঃ কাচিৎ মহাদুঃখিতা শ্রীমত্যা দিব্যোন্মাদ[৬]-দশাং দৃষ্ট্বা তাং বর্ণয়তি "বুকলমু কাহ্নুক" ইতি
॥ ৩৯৩ ॥

টীকা—

১। "যানে চক্রিণি যুদ্ধার্থে শতাঙ্গঃ স্যন্দনো রথঃ।"
—অমর ২।৮।৫১।

২। ললিতমাধব—৩।১৮।

৩। "কন্দল"-শব্দের অর্থ তৃণাঙ্কুর ও পুষ্পবিশেষ। "কন্দলং ত্রিষু কপালেঽপ্যুপরাগে নবাঙ্কুরে"—মেদিনী। "বিদলকন্দলকম্পনলালিতঃ"—রঘু ১৩।২৯ সংখ্যক শ্লোকে "কন্দল" শব্দ পুষ্পবিশেষ। "কন্দল"-শব্দটি সংস্কৃতে "ভূমি-কদলী"-কেও বুঝাইয়া থাকে। কদলী বলিয়া আর একটি শব্দ আছে তাহার কুসুমের অর্থ "ভোড়কছাতা"।

৪। "কানড়"-শব্দটি সম্ভবত "কন্দোট"-শব্দ হইতে আসিয়াছে—কন্দোট >কন্নোড়> কানড়। ইহার অর্থ নীলোৎপল। তুলনীয়—"কানড়া কুসুম জিনি শ্যামচাঁদের বদনখানি"—চণ্ডীদাস।

কুবলয় ও উৎপল শব্দ দুইটি সাধারণভাবে কুমুদে ও কমলে প্রযোজ্য—অমর—১।১০।৩৭ সংখ্যক শ্লোকাংশে "স্যাদুৎপলকুবলয়ম্"-এর "যে কমলকুমুদাদীনাং সামান্যেন"—এই টীকানুসারে।

রাধামোহন কন্দলপুষ্পকে "কানড়"-পুষ্প বলিয়াছেন অর্থাৎ নীলোৎপল। তদনুসারে অর্থ হইবে "কুবলয় কন্দল" অর্থাৎ নীল কুমুদ ও নীলপদ্ম। অতএব পুনরুক্তি হয় নাই।

৫। কন্দল < কোন্দল অর্থাৎ কলহ। "কন্দলং… কলধ্বনৌ"—অমর—২।১০—সিংহাদিবর্গ। কৌতুককন্দল অর্থাৎ কৌতুককলহ বা মধুর কলহ। কৌতুককন্দলকন্দ অর্থাৎ রঙ্গকলহের মূলস্বরূপ।

৬। "এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে।
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।"
উজ্জ্বল—১৪।১৫-১৬।

(৩৯৪)

"হে দেব! হে দয়িত!" ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন তাং প্রপঞ্চয়তি প্রকাশয়তি[১]। প্রথমত শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাৎস্ফূর্ত্যা "মাং ত্যক্ত্বা কুত্র গত্বা স্থিতোঽসি" ইতি কোপেন, হে দেব! অন্যনারীক্রীড়ারত! ইতি সম্বোধনম্। পুনস্তং মথুরাং গচ্ছন্তং মত্বা "মাং ত্যক্ত্বা মা যাহি"-ইত্যাশয়েনাহ, হে দয়িত! ইতি। ত্বাং বিনা ন জীবামীতি ভাবঃ। তত্রাপি নিরপেক্ষং মত্বাহ, হে ভুবনৈকবন্ধো! ইতি পিত্রাদীনাং সর্বেষাং বন্ধুরসি। অতোঽস্মাংস্ত্যক্ত্বা কথং যাসীতি বিলপতি। নন্থ তত্রাপি মদ্‌বন্ধুরস্তীত্যুক্তবন্তং মত্বাহ, হে কৃষ্ণ! ইতি। হে আকর্ষক! অস্মাকং মন আদায় কথং যাসীতি ধাবতি। নন্থ তত্র বন্ধুকৃত্যং কৃত্বা শীঘ্রমাগমিষ্যামীতি বদন্তং মত্বা সকোপমাহ, হে চপল! ইতি হে ভ্রমরচঞ্চল! এতদুক্তেন মাং প্রতার্যান্যাসু যাসীতি তর্জয়তি। তত প্রতারণামবগম্যাক্রূরাদিনা সহ রথারূঢ়ং মত্বা সবৈক্লব্যং, হে করুণৈকসিন্ধো! ইতি বদতি। তাদৃশোঽপি ময়ি করুণাং ত্যক্ত্বা কুতো যাসীতি রোদিতি। পুনঃ পথি গচ্ছন্তং মত্বা, হে নাথ! ইতি বিক্রোশতি। ত্বদেকনাথাং মাং কথং ত্যজসীতি ভাবঃ। পুনঃ পরাবর্তমানং মত্বাহ, হে রমণ! ইতি। মাং রন্তং কিমাগতোঽসীতি হসতি। ততোঽন্তর্হিতং মত্বা পরমবৈক্লব্যেনাহ, হে নয়নাভিরাম! ইত্যাদি। হে নয়নানন্দন! নু ভোঃ কদা দৃশোঃ পদং স্থানং ভবিতাসি। ত্বদ্দর্শনং বিনা মচ্চক্ষুঃ স্ফুটতীতি প্রলপতি[২] ॥ ৩৯৪ ॥

(৩৯৫)

হে সখি! নন্দকুলস্য চন্দ্রমাঃ ক! এতেন তৎ[৩]-কুলস্য ক্ষীরসমুদ্রত্বং নিজচক্ষুষশ্চকোরত্বং ধ্বনিতম্। ময়ূরবর্হাশিরোভূষণঃ ক! মন্দ্রো গম্ভীরো মুরলীরবো যস্য স ক! নু ভোঃ, ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতিঃ ক! রাসরসনৃত্যকারী ক! মম জীবনস্য রক্ষৌষধিঃ ক! নিধিরমূল্যরত্নং ক! তব সুহৃত্তমঃ ক! 'হন্ত' ইতি খেদে। বিধিং ধিক্। অত্র সর্বত্রৈব ক্রিয়াভাবাৎ ব্যর্থচেষ্টিতত্বাচ্চ দিব্যোন্মাদস্য প্রলাপোঽনুভাবঃ। কিং তু পৌর্বাপর্যব্যবহারাৎ প্রলাপদশায়ামপ্যেতস্য তথাব্যবহিতবক্ষ্যমাণস্য চ গানমুপযুক্তম্[৪] ॥ ৩৯৫ ॥

(৩৯৬)

এতচ্ছ্লোকার্থং "ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু"-ইত্যাদিনা বিবৃণোতি "বিধি করে এত বিড়ম্বন"-ইত্যন্তমত্র গেয়ম্[৫] ॥ ৩৯৬ ॥

(৩৯৭)

বাহ্যদশায়াং কিং তু তদ্বিষয়জ্ঞানশূন্যা সতী "অমূন্যধন্যানি"-ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন বিলপতি। হে হরে! তবালোকনং বিনামূনি দিনান্তরাণি দিনমধ্যগতদণ্ডপলান্যধন্যানি কথং নয়ামি যাপয়ামীত্যর্থঃ। হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! ইতি সম্বোধন-

---

টীকা—

১। বহ বা মূল-পুঁথিতে নাই।

২। কর্ণামৃত—৪০ সংখ্যক শ্লোক।

৩। 'তৎ'—বহতে নাই।

৪। ললিতমাধব—৩।২৫।

৫। চৈঃ চঃ—অন্ত্য—১৯।৩৫ সংখ্যক শ্লোকের মর্মানুবাদ। শেষের চারিটি পংক্তি যাহা সমূত্রে বাদ দেওয়া হইয়াছে—

"যে জন জীতে নাহি চায় তারে কেন জীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধশোক।
বিধিকে করে ভৎসন কৃষ্ণে দেন ওলাহন
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক।"

সূচকশব্দদ্বয়েনানাথায়াং ময়ি করুণাং কুর্বিতি ভাবঃ। "হা হন্ত" ইত্যাদি খেদসূচকম্[১] ॥ ৩৯৭ ॥

(৩৯৮)

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র" ইতি। "অয়ি" ইতি কোমলামন্ত্রণে[২]। হে দীনদয়ার্দ্র! ত্বং কদাবলোকাসে! অর্থাদহমপি দীনা ময়ি দয়াং কুর্বিতি। হৃদয়ং মম মনস্ত্বদ্দর্শনবিকলং সদ্ভ্রাম্যতি। অতঃ কিং করোমি তৎ কথয় ইতি ভাবঃ। শ্লোকদ্বয়ে[৩] দূরাহ্বানসূচক-বহুসম্বোধনপদবিন্যাসাদুচ্চস্বরেণ রোদনম্ অবগম্যতে[৪] ॥ ৩৯৮ ॥

(৩৯৯)

ততো "নবঘনশ্যাম"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণং সম্বোধ্য রোদিতি। "এমন ব্যথিত হয়"-ইত্যাদিচরণদ্বয়েন কিঞ্চিজ্জ্ঞানাং সখীমদৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা বা ব্যর্থচেষ্টিতা প্রলপতি ॥ ৩৯৯ ॥

(৪০০)

ততঃ "পিয়ার ফুলের বনে"-ইত্যাদিনা মরণম্ আকাঙ্ক্ষতি। যদ্যপি বাহ্যদশাত্র সংবৃত্তা তথাপি সম্বোধনাভাবাদতিবৈক্লব্যাচ্চ তদবস্থৈব বোধ্যা ॥ ৪০০ ॥

(৪০১)

ততঃ সম্যগ্‌বাহ্যদশায়াং সত্যাং সর্বেষাং রোদনশ্রবণেনাধুনৈব গতমিতি স্ফূর্ত্যা "অব মথুরাপুর"-ইত্যাদিকমাহ। "কৌতুকে ছাপি ততহি রহ কান" ইত্যনেন সোঽতিমায়াবী কৌতুকং বিধাতুং তত্রৈব তিষ্ঠতি। অতস্তত্র তমবলোকয়েতি তাং নীত্বা তত্র সর্বা গতা ইতি জ্ঞেয়ম্। যথা ললিতমাধবে—

"আশঙ্কেমহি পঙ্কজাক্ষি কুতুকী নির্মায় মায়াং ক্রমাদ্ অক্রূরাদিময়ীং হরিঃ পরিহসত্যস্মান্ কলাবানলম্। মোক্তুং ন ক্ষমতে কদাপি যদয়ং বৃন্দাটবীকন্দরং শক্যঃ প্রেক্ষিতুমঞ্জসা সখি স চেৎ কুঞ্জান্তরে মৃগ্যতে"[৫] ॥"

এতৎপ্রকারেণ গতম্। যথা হংসদূতে—

"কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুমন্তর্গতমসৌ
সহালীভির্লেভে তরলিতমনা যামুনতটীম্[৬]"

ইতি ॥ ৪০১ ॥

(৪০২)

ততো যমুনাকূলং গত্বা তমপশ্যন্তী পশ্চাদেরপি বিরহদুঃখেন মথুরাগমনং নিশ্চিত্য স্বমরণম্ আকাঙ্ক্ষমাণা "সই যমুনার কূলে"-ইত্যাদিনা রোদিতি। ললিতাদিকথিতশ্রীকৃষ্ণস্থিতিপ্রতীতৌ "হরি কি মথুরাপুর গেল"-ইত্যত্র সংশয়সূচক-"কিং-" শব্দপ্রয়োগঃ। এতদ্রূপপদত্বাৎ প্রথমোক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ৪০২ ॥

(৪০৩)

পূর্বোক্ত—"রোদন নহ সমুচিত—"ইত্যুক্তবতীং প্রতি "শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি"-ইত্যাদি গীতদ্বয়ম্[৭] আহ। হে সখি! আশ্চর্যং পশ্য যন্মম নির্লজ্জঃ প্রাণো ভাবি-ভবদ্-ভূত-প্রকার-বিরহানুভূয়াপি ঘনরোদনং কৃত্বা তৎপ্রীতিং বোধয়তি। তস্মাৎ "তং বিগলু"-ইতি নির্বেদং "কানু বিনু জীবন কেবল কলঙ্ক"-ইত্যনেন বোধয়তি ॥ ৪০৩ ॥

টীকা—

১। কর্ণামৃত—৪১।

২। "অহনয়ে ত্বয়ি"—অমর—৩।১৮—লিঙ্গাদিসংগ্রহ বর্গ।

৩। "অমূন্যধন্যানি" এবং "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়।

৪। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীরচিত শ্লোক।

৫। ললিতমাধব—৩।৩৪।

৬। হংসদূত—৩ সংখ্যক শ্লোকের প্রথমার্ধ।

৭। "শুনলহু মাধব" এবং "প্রেমক অঙ্কুর" ইত্যাদি গীতদ্বয়।

(৪০৪)

নিষ্ঠুরনায়কার্থং রোদনমনুচিতমিতি বা যদ্‌ব্যঙ্গ্যেন বদসি তৎ সত্যমেবেতি—"প্রেমক অঙ্কুর আত জাত ভেল"-ইত্যাদিচরণদ্বয়েন প্রতিপাদিতম্। "আত" আতপস্তন্নামকপ্রচণ্ডরৌদ্র ইত্যর্থঃ। প্রেম-বিলাপাৎ কণ্ঠরোধেন 'প'-কারচ্যুতির্ন দোষঃ। "সুখলব" সুখকণা। কিংবা চন্দ্রচকোরয়োর্মাধবী-পুষ্পমধুপয়োর্দৈববিঘাটনবদ্ বিধাত্রা নির্মিতমেতৎ। অতস্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে "নিকরুণে" সদোষে "রসপুরে" সর্বগুণালংকৃতে বা [মৎপ্রাণো][১] যন্নিবেশং করোতি, মম দেহং ন ত্যজতি, স মম প্রাণ এব পাপী, অর্থাদ্দুঃখদ ইতি শেষচরণদ্বয়স্যার্থঃ। তথা পূর্বকবিনির্মিতং পূর্বার্দ্ধং চাবরকবিনা পরার্দ্ধেন পূরিতমিতি শ্লেষার্থঃ। এতৎপর্যন্তগীতচতুষ্টয়ে চিন্তা ব্যক্তা॥ ৪০৪ ॥

(৪০৫)

ততো দেহে স্থিতে প্রাণে যদ্দুঃখং তৎ "হরি গেও মধুপুর"-ইত্যাদিনা প্রাকটয়তি। অত্র চিন্তাজাগর্যে॥ ৪০৫ ॥

(৪০৬)

"সুজনক কুদিন দিন দুই চারি"-ইত্যনেন যস্মাৎ বোধয়সি তত্র দিনচতুষ্টয়স্য কা বার্তা, মম তু তং বিনৈষা রাত্রিস্তদন্তং ক্ষণমপি ন যাতীতি "কে মোরে মিলাইয়া দিবে"-ইত্যাদিনাহ। অস্যার্থঃ সুগমঃ। অত্র চিন্তাজাগর্যোদ্বেগা ব্যক্তা এব। ততস্তানব-মলিনাঙ্গতে সুতরাং তজ্জন্যে ভবত ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ৪০৬ ॥

(৪০৭)

ন কেবলং মৎপ্রাণ এব দুঃখদঃ কিং তু দেহোঽপি তথেতি "হৃদয় বিদারত"-ইত্যাদিনা। অত্র মন্মথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জ্ঞেয়ঃ। "কাহে নহত তুহুঁ ঠাম"-ইত্যনেন "ভসম নাহি হোই"-ইত্যনেন চ দেহস্যাতিকাঠিন্যেন দুঃখদত্বম্[২]। "সংবাদ লেই চলু"-ইত্যনেন তদ্দশা-কথনায় তত্র কাচিদ্ গতাস্তি। কথনার্থমেতচ্চেষ্টসে। তত্রাহ "যো মুখ হেরইতে" ইত্যাদি। 'কো জানে জিউ রহত ইহ দেহে"-ইত্যনেন প্রাণস্যাপি তৎ সূচিতম্। তদ্দশাজ্ঞাপনার্থং কাচিদ্ গতা। পুনঃ কাচিৎ তৎপূর্বকতদাশ্বাসমনুজ্ঞায় শীঘ্রমাগচ্ছতু। তদবধি ধৈর্যমবলম্বস্বেত্যাভোগেন বোধয়তি॥ ৪০৭ ॥

(৪০৮)

ততো মথুরা নাম শ্রুত্বা পরমবৈবশ্যেন "মথুরার নাম শুনি"-ইত্যাদিনা পুনঃ প্রলপতি। "পাষাণেতে দিয়ে কোল"-ইত্যাদিচরণদ্বয়স্য প্রাকৃতার্থানুপপত্তেঃ[৩] প্রলাপ এব। তথাহি—"প্রলাপোঽনর্থবাক্যং স্যাদ্"[৪] ইতি স্মরণাৎ। চম্পতিরায়-নামা দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তরাজঃ কশ্চিদাসীৎ। স এব গীতকর্তা। তস্য পতিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তং বিনেত্যর্থঃ॥ ৪০৮ ॥

(৪০৯)

"ভ্রমরা দূত করি কি তোরে সংবাদব"-ইত্যাদি-গীতমপি প্রলাপবাক্যং ভ্রমরস্য পবনস্য চ দূতত্ব-

---

টীকা—

১। বাক্যার্থ পূরণে দেওয়া হইল।

২। প্রকরণান্তরবোধে মূলপদের অনুসরণে "কাহে নহত······দুঃখদত্বম্" পূর্বে উপস্থাপিত হইল।

৩। প্রকৃতার্থানুপপত্তেঃ—পাঠান্তর বহ।

৪। উজ্জ্বল—১১।৪০। বাচিক অনুভাবের অন্তর্গত প্রলাপ। বাচিক অনুভাব দ্বাদশ প্রকার—

আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ।
অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চাতিদেশকঃ।
অপদেশোপদেশৌ চ নির্দেশো ব্যপদেশকঃ।
কীর্তিতা বচনারম্ভা দ্বাদশামী মনীষিভিঃ॥

উজ্জ্বল ১১।৩৫,৩৬।

মননেঽপি মধুমত্ততয়া মন্থরগতিতয়া চ তয়োঃ পুনরকিঞ্চিৎকরত্বমননাৎ। এবং পরত্রাপ্যনুভাব উহ্যঃ॥ ৪০৯॥

(৪১০)

পুনরত্যুৎকণ্ঠয়াত্রৈব যত্রকুত্রাপি শ্রীকৃষ্ণো গুপ্তোঽস্তীতি স্ফূর্ত্ত্যোদ্‌ঘূর্ণয়া[1] "কাঁহা মোর প্রাণনাথ"-ইত্যাদিনা প্রলপতি॥ ৪১০॥

(৪১১)

অথ তাং মূর্চ্ছিতাং দৃষ্ট্বা "কানু যাঁহা কেলি করলহি"-ইত্যাদিনা তদ্ধেতুং বর্ণয়ন্তী তচ্চেষ্টিতং কাচিদাহ। এতৎ শ্রীহংসদূত-(প্রভৃত-[2]) কতিপয়পদ্যানুসারেণ[3] লিখিষ্যমাণ-তদনুসারি-প্রাচীনগীতদর্শনেন চ বর্ণিতম্ ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ৪১১॥

(৪১২)

ততঃ "সজনি, অদভুত প্রেমক রীত"-ইত্যাদিনা হংসোদ্দেশ্যকথনপ্রকারমাহ। "কিল" "খিল" ইতি যস্থাখ্যা। "আধি"[4] মনঃপীড়া॥ ৪১২॥

(৪১৩)

ননু শ্রীকৃষ্ণং কথং জানামীতি চেৎ তত্র শৃণ্বিতি। "কি ফল পরিচয় কথন অনেক"-ইত্যাদিনা তচ্চিহ্নং কথয়তি। "পরতেক" প্রত্যঙ্কঃ। "গোপীপটল" গোপীসমূহঃ। "বিটঙ্ক"[5] সুন্দরঃ। আলানং হস্তীবন্ধনস্তম্ভঃ॥ ৪১৩॥

(৪১৪)

ততঃ "হামারি বচন যত"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণায়ৈতৎ কথিতব্যমিত্যুপদিশতি॥ ৪১৪॥

(৪১৫)

"লোচননীর তটিনী নিরমাণ"-ইত্যাদিনা তৎপ্রকারমাহ। তটিনী নদী। অত্র চিন্তানুভাবাঃ স্পষ্টাঃ। "নিদহু[6]" ইত্যত্র অপ্যর্থ-"উ-কারেণ" প্রাধান্যাজ্জগর্ষা চোক্তা॥ ৫১৫॥

(৪১৬)

ততঃ "শুন শুন শ্যামর চন্দ"-ইত্যাদিনা ভঙ্গ্যা শ্রীকৃষ্ণমাক্ষিপতি। "সো কহ তুয়া গুণগাম"-ইত্যত্র

টীকা—

১। দিব্যোন্মাদের প্রকার বিশেষ—"স্যাৎ বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্।" উজ্জ্বল—১৪।৯৭।

২। বন্ধনীচিহ্নিত অংশ অর্থবোধে দেওয়া হইল।

৩। হংসদূতের "কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুম্ অন্তর্গতম্ অসৌ" ইত্যাদি তিন-সংখ্যক শ্লোক "তদ্বৈঃ কুর্বাণাঃ শমনভগিনী-লাঘবমসৌ"-ইত্যাদি ছিয়াত্তর সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। হংসদূতের ৪৮ হইতে ৩১ সংখ্যক পর্যন্ত শ্লোক এই পদের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৪। "আধিঃ পুমাংশ্চিত্তপীড়াপ্রত্যাশাবন্ধকেষু চ। ব্যসনে চাপ্যধিষ্ঠানে"—মেদিনী।

৫। অমরে আছে গৃহপ্রান্তে রচিত পক্ষিস্থানের নাম বিটঙ্ক বা কপোতপালিকা—

"কপোতপালিকায়াং তু বিটঙ্কং পুংনপুংসকম্।"— ২।১৫—শৈলবর্গ।

"বিটঙ্ক" শব্দ উচ্চ শৃঙ্গ বা স্থানের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়। যথা—"অয়মেব মহীধরবিটঙ্কঃ"—বিক্রমোর্বশী—৫।৭৭।

সুন্দরার্থে "বিটঙ্ক" শব্দ অমরে নাই। Monier Williams-এ আছে—"Trim, nice, pretty, handsone"।

৬। নিদহই—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

বিলাপ[১]-কথনাচ্চিন্তা। "সো সখীমুখ হেরি রোই"-ইত্যনেনোদ্বেগঃ[২]। "সো বিলুঠই মহীপঙ্ক"-ইত্যনেন জাগরঃ[৩]। "তছু নিজ জীবন ভার"-ইত্যনেন দৌর্বল্যাদ্যনুভাবাৎ ক্ষীণতা। এবং চিন্তাজাগরাদৌ সতি সুতরাং মলিনাঙ্গতা[৪] ভবত্যেবেতি। "সো মৃগমদে মুরছাই"-ইত্যনেন মোহানুভাবকো ব্যাধি[৫]-রপি ধ্বনিতঃ ॥ ৪১৬ ॥

(৪১৭)

পুনরীর্ষ্যয়া শ্রীমত্যা নামগ্রাহং শ্রীকৃষ্ণস্য কুব্জানুগতত্বাদবিদগ্ধত্বং তস্যাস্তন্নিষ্ঠাত্বঞ্চ ব্যতিরেকালঙ্কারেণ[৬] "তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে"-ইত্যাদিনা উপপাদয়তি। তব বিরহেঽপি ভ্রমাদপি নিজনায়কম্[৭] অহ্নাহং[৮] ন পশ্যামি। ত্বন্তু মম বিচ্ছেদে নারীমাত্রং নোপেক্ষসে। তত্রতত্যাত্র ভ্রমাদপীত্যনুসন্ধেয়ম্। তৎ প্রমাণয়তি "কুব্জা" ইতি। হামারি বিচ্ছেদ" ইত্যেব পাঠঃ। হে মাধব! তব গুণগ্রামং কিং কথয়ামি যদ্দেহপরিত্যাগেঽপি তব স্নেহমেকঃ কন্দর্প এব জানাতি। যতো মৃতজনেঽপি ত্বং স্নেহং ন ত্যজসি। তেন ভবানতিকামীতি ধ্বনিতম্ ॥ ৪১৭ ॥

(৪১৮)

অস্তু তাবৎ ত্বংকর্তৃকসংবাদঃ। প্রত্যুত তদ্দশাং শৃণু—ইতি কথয়তি "মাধব যাই না পেখসি" ইত্যাদি। অত্র "শীতল সলিল"-ইত্যাদিনা ব্যাধিঃ। "চমকি চমকি ধনি বোলত শিব শিব"-ইত্যনেনোন্মাদঃ[৯] স্পষ্টঃ। কেবলং তদগ্রং দশমী দশা বিধিষ্টা। অতোঽধুনাপ্যবধেহি। অত্রাপি স্পষ্টগমনযাচনাদীর্ষা প্রতীয়তে ॥ ৪১৮ ॥

টীকা—

১। "বিলাপো দুঃখজং বচঃ"—উজ্জ্বল—১১।৩৮।

প্রবাসবিরহের দশটি দশা। যথা—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥"

উজ্জ্বল—১৫ ৮৮।

২। পূর্ব-রাগের দশটি দশা প্রবাসবিরহেও প্রযোজ্য। উদ্বেগ পূর্বরাগের দ্বিতীয় দশা। ইহার লক্ষণ—

"উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ ॥"

উজ্জ্বল—১৫।১৬।

৩। "নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ।"

উজ্জ্বল—১৫।১৭।

৪। প্রবাসবিরহের পঞ্চম দশা। পূর্বরাগের লালসা, জড়িমা ও বৈয়গ্র্যের পরিবর্তে ইহাতে চিন্তা, মলিনাঙ্গতা ও প্রলাপ ঘটিয়া থাকে।

৫। অতীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।
অত্র শীতস্পৃহামোহনিঃশ্বাসপতনাদয়ঃ ॥

উজ্জ্বল—১৫।১২।

৬। এস্থলে রাধাপ্রেমের বৈদগ্ধ্য উপমেয় ও কুব্জানুগত কৃষ্ণপ্রেমের অবৈদগ্ধ্য উপমান।

৭। নিজনায়ক অর্থাৎ নিজপতি।

৮। মন্নাহং—পাঠান্তর মূলপুঁথি। এই পাঠটি অর্থ-পরিপোষক নহে।

৯। উজ্জ্বলে শৃঙ্গারভেদপ্রকরণে ধৃত দশ-দশার অন্যতম দশা। ইহার লক্ষণ—

"সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্যতে।
অত্রেষ্টদ্বেষনিঃশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ॥

উজ্জ্বল—১৫।২৩।

(৪১৯)

অহো ! অপরমপ্যাশ্চর্যোন্মাদং[১] শৃণ্বিতি। "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই"-ইত্যাদিকমাহ ॥ ৪১৯ ॥

(৪২০)

পুনস্তস্যাঃ "খিতিতলে সুতলি বালা"-ইত্যাদিনা নবমীদশাপর্যন্তং সূচয়তি। "খপুর" গুবাকঃ ॥৪২০॥

(৪২১)

ততো "ললিত কমল ফুল বালা"-ইত্যাদিনা দশমীং দশাং সূচয়তি। অত্র "লুনিক পুতলি সম বালা" ইত্যপি পাঠঃ কচিৎ। স তু "নবনীত"-শব্দস্য "লুনি" ইতি দৈশিক ভাষয়া লকারোচ্চারণে নির্দোষঃ। "লুগা কাপড় সনেহ লবা হউক[২]"-ইত্যাদিবৎ। অত্র দশমী[৩] দশোদাহরণম্। "অয়ে রাসক্রীড়ারসিক[৪] ইত্যাদি পদ্যমত্রানুসন্ধেয়ম্। অতএব নবমীদশমীদশয়োর[৫]-ভেদঃ পূর্বাবস্থাপরাবস্থাভেদমাত্রেণ ন দোষঃ ॥ ৪২১ ॥

(৪২২)

ততস্তদ্দশাং কথয়িত্বা শ্রীহংসদূতস্য—

"মুকুন্দ ! প্রাত্তাক্ষী কিমপি যদসংকল্পিতশতং
বিধত্তে তদ্বক্তুং জগতি মনুজঃ কঃ প্রভবতি।
কদাচিৎ কল্যাণী বিলপতি যদুৎকল্পিতমতি-
স্তদাখ্যামি স্বামিন্ গময় মকরোত্তংসপদবীম্[৬]॥

ইতি পদ্যানুসারেণ "মুরছিত যব রহ নারী"-ইত্যাদিনা সচেতনায়াঃ শ্রীমত্যা বিলাপং কথয়তি ॥ ৪২২ ॥

(৪২৩)

"পিয়া যত কয়ল সোহাগ"-ইত্যাদিনা তদাহ। তত্রাপি হংসদূতস্য "কোঽপি প্রেমা ময়ি মুররিপোর্যঃ সখি পুরা[৭]" ইত্যাদি পদ্যার্থো বোধ্যঃ ॥ ৪২৩ ॥

টীকা—

১। উজ্জ্বলে স্থায়িভাবপ্রকরণে ধৃত মোহন-মহাভাবের অবস্থা বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে।
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥"

উজ্জ্বল—১৪।১৫,১৬।

২। মনে হয় এস্থলে পাঠের কিছু গোলমাল আছে।

৩। দশম—পাঠান্তর বহ।

৪। সম্পূর্ণ শ্লোক—

অয়ে রাসক্রীড়ারসিক ! মম সখ্যাং নবনবা
পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা।
স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি বিদিমাং তুলশকলং
যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি॥

হংসদূত—৯৬ সংখ্যক শ্লোক।

৫। ক পুঁথি ও বহতে "দশমদশয়োঃ" পাঠ আছে। সম্ভবতঃ ইহা প্রমাদজনিত। কেন না নবমীদশা মোহ ও দশমীদশা মৃত্যু—এই দুই দশার এস্থলে পৌর্বাপর্য-বিপর্যয় দেখিয়া সঙ্কলনকর্তা মন্তব্য করিতেছেন যে প্রকৃত পক্ষে মোহ ও মৃত্যু দশার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই কারণ মৃত্যু দশা এস্থলে লৌকিক মৃত্যু দশা নহে। তাই এই পদে দুই দশার মিশ্রণ দোষের হয় নাই।

৬। হংসদূত—৯৭ সংখ্যক শ্লোক।

৭। সম্পূর্ণ শ্লোক—

অভূৎ কোঽপি প্রেমা ময়ি মুররিপোর্যঃ সখি পুরা
পরাং সীমাপেক্ষামপি তদবলম্বায় গময়েৎ।
তদেতানীং হা ধিক্ সমজনি ততস্তঃ স্ফুটমহং
ভজে লজ্জাং যেন ক্ষণমপি পুনর্জীবিতুমপি॥

৯৮ সংখ্যক শ্লোক।

(৪২৪)

পুনরত্যুৎকণ্ঠয়া "হে কৃষ্ণ! হে রমানাথ!"-ইত্যাদিনা মহোদ্বেগজনিতবিলাপমনুবদতি। "হে কৃষ্ণ" ইত্যাদি দূরাহ্বানসম্বোধনম্। "হে কৃষ্ণ" আকর্ষক! হে রমায়া লক্ষ্ম্যা নাথ! অতঃ কথমস্মানাকৃষ্য দুঃখয়সীতি ধ্বনিতম্। নমু তৎ কথং মাং সম্বোধয়সি? অত আহ, হে ব্রজনাথ! ন কেবলং [মন্নিমিত্তম্। তৎ কুতঃ? তত্রাহ, হে আর্তিনাশন! অসুরাদিমারণেন তৎপীড়ানাশকত্বাৎ। নম্বধুনা কা পীড়া? তত্রাহ, হে গোবিন্দ! ত্বয়ি কৃতং প্রেমৈব বৃজিনং দুষ্কৃতম্[১]।] তস্মাৎ ঘোরার্ণবোঽর্ণব ইব দুঃখদো বিরহস্তস্মিন্ মগ্নং গোকুলবাসিনং সকৃদ্দর্শনদাননাবোদ্ধর। যদ্বা সর্বং দৈন্যেন সম্বোধনম্। তত্র বৃজিনার্ণবে দুঃখার্ণবে ॥ ৪২৪ ॥

(৪২৫)

ততো বিলাপং সমাপ্য প্রকারান্তরং শ্রীমত্যা বচনং—"অয়ি স্বপ্নো দূরে বিরমতু সমঙ্কং শৃণু হঠাদ্[২]"-ইত্যাদিপদ্যার্থস্য কিঞ্চিদনুসারেণ "সখি জনি কহ পরলাপ"-ইত্যাদিনানুবদতি। হে সখি! মম ভ্রমজনিতপ্রলাপং মা জানীহি। "পিয়া" প্রিয়তমঃ। মম বিরহতাপং জ্ঞাত্বৈব কৃতম্। কিং তৎ। তত্র "কুসুমিত যামুন কুল" ইত্যাস্যাহ। মম নূপুরধ্বন্যনুসারেণ স শঠস্তচ্চরণগতমঞ্জীরধ্বনিং কুর্বন্ মম পটাঞ্চলং ধৃতবান্। পুনর্ষষ্ঠৈনাময়া[৩]-কৃষ্য নীতম্। "কাড়ি" ইত্যত্র "কারি" ইতি লিখিতং ডকাররেফয়োরৈক্যাৎ। গোবিন্দদাসস্য প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পলায়িতঃ ॥ ৪২৫ ॥

(৪২৬)

পুনঃ প্রকারান্তরং "শুন মাধব কি কহব"-ইত্যাদিনানুবদতি। "যাই সকল করু দূর" ইত্যপ্যাপদেশঃ ॥ ৪২৬ ॥

(৪২৭)

"মুরারে কালিন্দী"-ইত্যাদি-বিষাদোক্তিঃ সখীনাং তাপজনিকা কথিতা। হে "মুরারে!"-ইত্যাদিনাস্মা ভগবন্তং সম্বোধ্য রুদন্তী পরিজনস্য সখীগণস্য শুচং শোকং কন্দলয়তি বর্দ্ধয়তি। কালিন্দীসলিলং দলৎ পরাভবং কুর্বৎ যদিন্দীবরং তস্মাদপি রুচির্দীপ্তির্যস্য তাদৃশঃ। হে বৃন্দারকমণে! হে দেবমণে! অর্থাদিন্দ্রনীলমণে চিন্তামণে[৪] বা ॥ ৪২৭ ॥

(৪২৮)

"এত সব রাইক কহলু বিলাপ"-ইত্যাদিনা কথনপ্রকারং সমাপ্য সখীকর্তৃকং শ্রীমত্যাশ্চেতনপ্রকারং কথয়তি ॥ ৪২৮ ॥

টীকা—

১। এই বন্ধনীচিহ্নিত অংশ বহতে নাই।

২। "অয়ি স্বপ্নো দূরে বিরমতু সমঙ্কং শৃণু হঠাদ্
অবিশ্রব্ধা মা ভূরিহ সখি! মনোবিভ্রমধিয়া।
বয়স্যস্তে গোবর্দ্ধনবিপিনমাসাদ্য কুতুকাদ্
অকাণ্ডে যদ্ দূরঃ স্মরকলহপাণ্ডিত্যমতনোৎ॥"
হংসদূত—উজ্জ্বলে উদ্ধৃত শ্লোক।

৩। "অময়া" বহতে নাই।

৪। "1. a fabulous gem supposed to yeild to its possessor all desires; the philosopher's stone;—Apte's।

(৪২৯)

ততো "মাথুর দূত করি"-ইত্যাদিনা সখীনাং প্রেমবিস্তারং তথা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমবশীভূতত্বং কথয়ন্তী ভাবিভাবোল্লাসোৎপত্তিকং[1] কাচিৎ কাঞ্চিৎ প্রত্যাহ। "গরুতহি"[2] হংসং দূতং মেনে। ক্ষেমং মঙ্গলম্। অনুবারং প্রতিবারম্। আভোগে তু ভাবোল্লাসোৎপত্তিকথনং ব্যক্তম্ ॥ ৪২৯ ॥

(৪৩০)

অত্র দূত্যুক্তিপ্রত্যুক্তী ন সম্ভবতঃ। তথাপি প্রেম্ণৈব ভাবোল্লাসং জনয়তি। অত্র প্রামাণিক-বচনমুদাহ্রিয়তে "উলসিত মঝু হিয়া" ইত্যাদি। "লাজহি" লাজাঃ "খৈ" ইতি যস্যাখ্যা ॥ ৪৩০ ॥

(৪৩১)

"আজু অবধি দিন ভেলা"-ইত্যাদিনা তল্ল-ক্ষণান্তরেণ স্রস্যতি ॥ ৪৩১ ॥

(৪৩২)

অথ প্রকারান্তরেণ শ্রীমত্যা বিরহানুতাপমুদা-হরতি। তত্র প্রথমতো বসন্তকালং দৃষ্ট্বা মত্বা "হিম হিমকর"-ইত্যাদিনা বিলপতি ॥ ৪৩২ ॥

(৪৩৩)

ততঃ "ফুটল কুসুম নব"-ইত্যাদিনা বসন্তকালং বর্ণয়ন্তী স্বমাক্ষিপতি। এতদ্গীতত্রয়ে চিন্তাভিহিতা ॥ ৪৩৩ ॥

(৪৩৪)

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনং তাবদ্দূরেঽস্তু স্বপ্নমপি ন স্যাদিতি "যো ধনি স্বপনে নাহ মুখ হেরই"-ইত্যাদিনা কথয়তি। অত্র জাগরঃ[3] স্পষ্টঃ ॥ ৪৩৪ ॥

(৪৩৫)

ততো "হাম অবলা দুখ সহনে না যায়"-ইত্যাদিনা নিজোদ্বেগং কথয়তি। "তুঙ্গে" দ্বিতীয়ঃ ॥ ৪৩৫ ॥

(৪৩৬)

মুরারিমিলনং ভবিষ্যতীতি প্রত্যুক্তবতীং কাঞ্চিৎ প্রত্যাহ "সজল নয়ন করি"-ইত্যাদি। যত্র দর্শনে নিমেষকালবিলম্বং[4] ন সহতে তৎ কথং তদাশয়া জীবামি ॥ ৪৩৬ ॥

॥ ৪৩৭ ॥

ততো মহোদ্বেগেন "এই ত মাধবীতলে"-ইত্যাদিনা তদ্গুণমুৎকীর্তয়ন্তী বিলপতি ॥ ৪৩৭ ॥

(৪৩৮)

তস্যানয়নার্থং মথুরাং যামীতি কথয়ন্তীং প্রত্যাহ "সখি কহবি কানুর পায়"-ইত্যাদি। বিরহাগ্নিসহনে যো গুণঃ স তু ময়ি নাস্তীত্যতঃ সোঢ়ুং ন শক্নোমি ॥ ৪৩৮ ॥

টীকা—

১। ভাবোল্লাস গৌণসম্ভোগ অর্থাৎ স্বপ্নসম্ভোগের প্রকারবিশেষ। ইহা বিশেষ স্বপ্নসম্ভোগ—

"বিশেষঃ খলু জাগর্যা নির্বিশেষো মহাদ্ভুতঃ।
ভাবোৎকণ্ঠ্যময়ো ধ্যেয়ঃ"—

উজ্জ্বল—১৫।১১০-১১১।

২। পক্ষীর পর্যায় শব্দ। এস্থলে হংসকে বুঝাইতেছে।

৩। "নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ"—

উজ্জ্বল—১৫।১৭।

৪। রূঢ় মহাভাবের লক্ষণ বিশেষ—

"উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।
নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্বিলোড়নম্।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্তিশঙ্কয়া।
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদিসর্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ।

উজ্জ্বল—১৪।৮২-৮৪।

(৪৩৯)

"শিশিরক শীত সমাপলি"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণনিকটে তদ্দশাং নিবেদয়তি। অত্র জাগরদশা স্পষ্টা চিন্তাপ্যাক্ষেপলব্ধা। শোভনস্মরতস্থ সন্দেশেন তব বার্তয়া শীতকালো নির্বাপিতঃ। স্মর[১]-শর"-ইত্যাদিনা তৎপ্রকারং শোষানুভাবঞ্চ দর্শয়তি। কন্দর্পবাণানামেকস্থ শোষকত্ব[২]-বিধানাৎ। ভো সর্বগুণবিধে! শৃণু শৃণু "সুধই সংবাদে" কেবলং তব বার্তয়া কিং "সুমুখী সম্বোধব" সুমুখীং সম্বোধয়ামি। তন্ন ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। "সন্তাপই গাতে"-ইত্যাদিনা . গদানুভাবঃ[৩]। "সগরিহু শরবরী" সর্বাসু শর্বরীষু জাগরিতবতী। অসম্ভবত্বেন বহুকালজাগরং মিথ্যা মা প্রতীহি। গোবিন্দদাসস্থ দৃগ্‌গোচরত্বাদয়মেব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩৯ ॥

(৪৪০)

নমু "হৈমন্ত্যাদিবৎ বসন্তমপি নির্বাপয়তু"—তত্রাহ "টারল"-ইত্যাদি। হেমন্তশিশিরৌ তু ত্বৎকথিতাগমনদিবসাবধ্যাশয়া নির্বাহিতৌ। অধুনা বসন্তসময়ে "টৌয়ত" অবশ্যমাগমিষ্যসীত্যাশাং করোতি ইত্যর্থঃ। তদ্‌ভঙ্গে মহোদ্বেগাজ্জীবনং স্থাস্থতি ন বা। "উহউহ"[৪] ইতি শব্দো দেশভাষায়াং দাহার্থবাচকঃ। এতেন[৫] উদ্বেগঃ স্পষ্টঃ। "ডরে নাহি ছোড়ত" ইত্যেব পাঠঃ সুসঙ্গতঃ। অত্রাপি মনসঃ কম্পঃ প্রতীয়তে। "চরকত অহনিশি উতপত লোর"-ইত্যনেন সূচিতং জাগরণম্[৬] অপ্রাধান্যেনাঙ্গত্বেন[৭] কল্পিতম্ ॥ ৪৪০ ॥

(৪৪১)

ততঃ "আওয়ে মধু ঋতু"-ইত্যাদিনা ব্যাধিদশামাহ। অত্র ক্রমেণ দশাবর্ণনং বৈবশ্যায় কৃতম্ ইতি ভাবঃ। কিন্তু ক্রমেণ দশাস্তু পশ্চাদুদাহরিষ্যন্তে। "দাস গোবিন্দ এ রস গাহক" এব। ভবানেব রসরসায়নৌষধিবিশেষস্তস্থ গ্রাহকঃ রায়বসন্তায় চ সোঽপি রোচতে। যদ্বা বসন্তে "রায়" তব গমনং রোচতে। "অয় রয় গতৌ"-ইত্যস্থ ভাবঘঞন্তস্থ রূপম্ ॥ ৪৪১ ॥

(৪৪২)

"ফাগুনে গণয়িতে গুণগণ তোর"-ইত্যাদিনা উন্মাদদশাং বর্ণয়িত্বা ভাবয়তি। "কুকরি রোই ধনি পরিহরি লাজ" ইত্যেতাদৃশক্রন্দনমুন্মাদং বিনা ন সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। "ফোরল" বভঞ্জ। "মরকত বলই" [মরকত[৮]] মিমিতান্ বলয়াকারেন "চূড়"[৯]

টীকা—

১। স্মরয়তি উৎকণ্ঠয়তি √ স্মৃ আধ্যানে+পচাদ্যচ্ (৩।১।১৩৪) = স্মর। স্মর্যতে অনেন বা ইতি স্মরঃ। (কন্দর্প—কং সুখং তত্র তেন বা দৃপ্যতি। √ দৃপ্—হর্ষমোহনয়োঃ+পচাদ্যচ্ (৩। ।১৩৪)। কম্ ইতি অব্যয়ঃ কুৎসায়াম্। কুৎসিতো দর্পোঽস্থ কন্দর্পঃ।

২। "উন্মাদনস্তাপনশ্চ শোষণস্তম্ভনস্তথা।
সংমোহনশ্চ কামস্থ পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"
অমরকোষ টীকাধৃত শ্লোক—১ স্বর্গবর্গ।

৩। গদ অর্থাৎ ব্যাধি।

৪। "ডহুডহ"—পাঠান্তর বহু।

৫। অত্র—পাঠান্তর বহু।

৬। "সূচিতজাগরণপ্রাধান্যেন"—পাঠান্তর বহু। এই পাঠে জাগরণ প্রধান হইয়া পড়ে বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে।

৭। দশদশার অন্যতম দশা।

৮। অর্থানুরোধে দেওয়া হইল।

৯। "চুড়ি" ইতি খ্যাতান্—পাঠান্তর মূলপুঁথি। "চূড়" "চুড়ি" ও "বলয়" বিভিন্ন অলংকারের নাম। অবশ্য তিনই প্রকোষ্ঠালংকার।

ইতি খ্যাতান্। "ফারল" বিস্তৃত। এতেন[১] নিমেষ-শূন্যত্বং লক্ষম্। "ফুরল কবরী"-ইত্যাদিচরণেন বার্থচেষ্টিতম্ ॥ ৪৪২ ॥

(৪৪৩)

ততঃ প্রত্যুত্তরমকুর্বন্তং মত্বা "মদনমোহন"-ইত্যাদিনা গাঢ়তাদশামাহ। মাধবী সা মুগ্ধা। অতো "মিছই মারগ যোই" তব পন্থানং বৃথা নিরীক্ষ্যতে। "গান্ধর্বা মাধবী[২]" ইতি চেতি নামান্তরস্মরণাৎ। মিহিরজা যমুনা। তৎসম্বন্ধিনং মন্দাদপি মন্দং মারুতং কন্দর্পস্য "সাঁতি" ইতি "সাঞি[৩]"-ইত্যাখ্যাতমন্ত্রবিশেষং মনুতে। "মসৃণ-মলয়জ" আর্দ্র-চন্দনম্। মহামণিময়মঞ্জা মণ্ডলে মহারত্নাদিরচিতলীলাস্থলীমণ্ডলে ॥ ৪৪৩ ॥

(৪৪৪)

অথ বর্ষাকালোচিতবিলাপপ্রকারং "হাম ধনি তাপিনী"-ইত্যাদিনা কথয়তি। "পপীহা[৪]" চাতকঃ। "পিউ পিউ" ইতি শব্দেন প্রিয়ং স্মারয়তি ॥ ৪৪৪ ॥

(৪৪৫)

"মিলব পহুঁ গুণবন্ত"-ইত্যুক্তবতীং প্রতি "উয়ল নব নব মেহ"-ইত্যাদিনা মদুঃখং তস্মৈ কা নিবেদয়িষ্যতীতি সবিলাপমাহ। প্রাবৃট্কালস্য ভাবা "পাউখ" ইতি। "জনজাল"-ইত্যস্য চ জঞ্জাল ইতি। "দাদুর" ভেকঃ। "অম্বরে" আকাশে ॥ ৪৪৫ ॥

(৪৪৬)

নন্থ শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে কাচিৎ প্রেষিতা। অতো ধৈর্যং কুর্বিতি প্রত্যুক্তবতীং প্রতি প্রলাপবৎ "গগনে গরজে ঘন"-ইত্যাদিগীতদ্বয়মাহ। মদনোঽত্র শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ৪৪৬ ॥

(৪৪৭)

তদেব বিবৃণোতি "ঝম্পি ঘন গরজন্তি"-ইত্যাদিনা। "সন্তত" সততম্। "পাহুন"[৫] পথিকঃ। কামোঽত্র কন্দর্পঃ প্রেম বা তদ্রূপম্। "এ ভর" অতিশয়ম্। কুলিশং বজ্রঃ। আভোগে তু সাংকেতিকসমস্তঃখিতা। অতএব তত্রানুমতিং কৃতবতী ॥ ৪৪৭ ॥

(৪৪৮)

ততো মহাদুঃখদমাষাঢ়াদিচাতুর্মাস্যং কথং নির্বাপয়ামীতি "মোর বনে বনে"-ইত্যাদিনা কথয়তি॥ "মোর" ময়ূরঃ। "সোর" শব্দঃ। "পীর"পীড়া। "রয়না" রজনী। "নিডরে" নির্ভয়ঃ। "ডর ডর" ইতি তৎপক্ষিণো জাত্যুক্তিঃ। "অছুহ" তথাবিধমাশ্বিনেঽপি দুঃখম্। তথা গগনে "ভা খিণ" দীপ্তিঃ ক্ষীণা পাণ্ডরবর্ণা। অপি তু মেঘাঃ ঘরঘরং শব্দায়ন্তে। রোলশব্দঃ রোদনবিশেষঃ ॥ ৪৪৮ ॥

টীকা—

১। বিস্তৃত চক্ষু জানাইতেছে—নিমেষশূন্য জাগরণ।

২। গোপালোত্তরতাপন্যাং বল্গাস্ত্বেতি বিশ্রুতা—উজ্জ্বল—৪।৪।

৩। সাঁই মন্ত্র—গুরুমন্ত্র।

৪। পপীহা হিন্দী শব্দ (বাংলা—পাপিয়া)। ইহার অর্থ চাতকপক্ষী। তুলনীয়—"চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।"

৫। "পাহুন" শব্দ "পাষাণ" হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সং—পাষাণ > প্রা—পাহাণ > হি—পাহন > বাং—পাহুন। পাষাণ শব্দের অর্থ "পাথর" মুখ্যার্থে, নিষ্ঠুর"—লক্ষ্যার্থে। সংস্কৃত "প্রাঘূর্ণ" শব্দ হিন্দীতে "পাহুন" হইয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ অতিথি অর্থাৎ যাযাবরের তুলনা।

(৪৪৯)

ততোঽতিবিরহকাতরা "আঘনমাস"-ইত্যাদিনা বার্ষিকদুঃখং গতং ভাবি বা প্রলপতি। "আওত পৌষ" ইত্যাদি। অত্র ভাবি দুঃখং প্রতীয়তে। মাঘাদৌ ক্বচিদ্ ভাবি ক্বচিদ্ ভূতঞ্চ তৎতন্মাসিকদুঃখং প্রতীয়তে। অতোঽনৈক্যাৎ প্রলাপবচনম্। "তুষার সমীরণ" শীতলবায়ুঃ। "গুণমণি-গুণগণ" শ্রীকৃষ্ণগুণসমূহং গণয়িত্বা। কিং তৎ। "ফাগুয়াখেলনরঙ্গ" ইতি। "দুতর" দুস্তরঃ। "সব রঙ্গিণী" শ্রীকৃষ্ণবিরহশূন্যা নায়িকা। "শীকর-নিকর" জলকণসমূহঃ। "নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর" নির্মলাকাশে চন্দ্রং দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৪৪৯ ॥

(৪৫০)

"চীর চন্দন"-ইত্যাদিনা পুনস্তথৈব প্রলপতি। "আঁতর" ব্যবহিতঃ। "পিয়াক গরবে হাম"-ইত্যাদিচরণস্য কারণাভাবাৎ ব্যর্থালাপত্বম্[১]। "বিধি লিখিল ভরমে" ইত্যপি প্রলাপবচনং বিধাতুর্ভ্রমকথনাৎ। অত্র প্রিয়স্য গুণং কথয়িত্বা "আন অনুরাগে"-ইত্যাদি যদুক্তং তেনৈব তৎ পুষ্টীকৃতম্ ॥ ৪৫০ ॥

(৪৫১)

"ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি"-ইত্যুক্তবতীং প্রতি "নখর খোয়াওলুঁ"-ইত্যাদিকমাহ। "কুলিশ-হিয়া" বজ্রহৃদয়ঃ। "যব হাম বালা"-ইত্যাদ্যপি ব্যর্থালাপ এব ॥ ৪৫১ ॥

টীকা—

১। "ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ"—উজ্জ্বল ১১।৫০।

(৪৫২)

ততো মথুরাগমনং শ্রুত্বা সচেতনা "যেখানে সতত বৈসে"-ইত্যাদি তাং সখীং প্রত্যাহ ॥ ৪৫২ ॥

(৪৫৩)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি প্রাবৃট্‌কালোচিতং দুঃখং সূচয়ন্তী "তুহু বিছুরলি গোরি, রহলি মথুরাপুরী"-ইত্যাদি-গীতত্রয়ম্[২] আহ। ক্ষুদ্রত্রিপদীছন্দসা[৩] সম্পূর্ণং গীতমেতদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৫৩ ॥

(৪৫৪)

"পরখি পেখলোঁ"[৪] ইত্যাদি। হে পুরুষোত্তম পরীক্ষাং কৃত্বা জ্ঞাতং যৎ পুরুষ "পাহনজাতি" পথিক জাতি! "পুরুষ পুরুষোত্তম" ইতি পাঠঃ[৫] ক্বচিৎ, স তু চিন্ত্যঃ। "পাউখ" প্রাবৃট্‌কালঃ। "পাপিহা" চাতকঃ ॥ ৪৫৪ ॥

(৪৫৫)

তমলিনাঙ্গতাদশাং ব্যঞ্জয়ন্তী "ঝরঝর[৬]" ইত্যাদিনা মহাতিদুঃখস্তোমং কথয়ন্তী প্রার্থয়তে। "ঝামরী" ম্লানেত্যর্থঃ ॥ ৪৫৫ ॥

২। "তুহু বিছুরলি" (৪৫৩), "পরখি পেখলোঁ" (৪৫৪) এবং "ঝর ঝর জলধর" (৪৫৫) সংখ্যক পদত্রয়।

৩। ৮+৮+১০—দীর্ঘত্রিপদী। লঘুত্রিপদীর মাত্রা-সংখ্যা ৬+৬+৮। ৪+৪+৬—ক্ষুদ্রত্রিপদী। যথা—"ঝরঝর" ইত্যাদি পদ (৪৫৫)।

৪। পেখলুঁ—পাঠান্তর—মূলপুথি।

৫। সম্ভবত "পরখ পুরুষোত্তম" পাঠ হইবে—"পুরুষ" লিপিকরপ্রমাদজনিত।

৬। ঝর—পাঠান্তর বহ।

(৪৫৬)

লিখিষ্যমাণসখীকর্তৃকদশদশাবর্ণনগান[১]-নির্বাহকত্তচ্চেষ্টিতং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রম্ "আজু হাম পেখলুঁ"-ইত্যাদি-দশভিঃ স্মরতি। তত্র শ্বাস-ভূলেখ-বৈবর্ণ্য-কৃশতাধোমুখ্যাশ্রূণি। এতানি চিহ্নানি ভাববোধকানি ॥ ৩৫৬ ॥

(৪৫৭)

ততো জাগরদশাপন্নং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "সজনি, না বুঝিয়ে"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। অত্র শোষস্তম্ভৌ ব্যক্তৌ ॥ ৪৫৭ ॥

(৪৫৮)

"সজনি, অনুভবি ফাটয়ে পরাণ"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণবিরহোদ্বেগদশাভাবিতং শ্রীশচীনন্দনমনুভবতি। "আনন্দ সকল নিদান" আনন্দসমূহস্যাদিকারণম্। অত্র বৈবর্ণ্যস্বেদৌ ব্যক্তৌ। ভূমিশয়নে স্তম্ভঃ। "ঝলত মঝু মানস"-ইত্যনেন মনসঃ কম্পঃ। "কৈছে জুড়ায়ত"-ইত্যাদিনা চিন্তানুভাবঃ। "রোয়ত-" ইত্যনেনাশ্রু ॥ ৪৫৮ ॥

(৪৫৯)

"যো শচীনন্দন চান্দ জিনি উজর"-ইত্যাদিনা শ্রীমচ্ছচীনন্দনং দূরবিরহেন ক্ষীণং নিরূপয়তি। "অসিত চান্দ সম" কৃষ্ণপক্ষচন্দ্র ইব। "অতিশয় দুবর ভেল"[২]-ইত্যনেন দৌর্বল্যং ব্যক্তম্। রোদন-ক্লান্তাঙ্গমেব ॥ ৪৫৯ ॥

(৪৬০)

ততো "যো মুখ জিতল"-ইত্যাদিনা শ্রীগৌরাঙ্গস্য মলিনাঙ্গত্বং কথয়তি। অত্র "হিম-বিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যাননশ্রী[৩] -ইত্যাদিরীত্যা তদ্‌বোধ্যম্ ॥ ৪৬০ ॥

(৪৬১)

"যো শচীনন্দন"-ইত্যাদিনা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রস্য প্রলাপং বর্ণয়তি। যদ্যপ্যত্র দিব্যোন্মাদদশাভূত-প্রলপনং তথাপি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিধৃতোদাহরণ[৪]-দৃষ্ট্যা প্রলাপস্য প্রাধান্যাদিদমুক্তম্ ॥ ৪৬১ ॥

(৪৬২)

"শুনইতে গৌরাঙ্গখেদ"-ইত্যাদিনা শ্রীগৌরাঙ্গস্য ব্যাধিদশাং দর্শয়তি। "বিরহ জ্বরহি জরি যাই" ইত্যত্র ব্যাধিঃ স্পষ্টঃ। অন্যানুভাবাশ্চ স্পষ্টাঃ॥ ৪৬২ ॥

টীকা—

১। ৪৫৬ হইতে ৪৬৭ পর্যন্ত বারটি পদের মধ্যে ৪৫৬ হইতে ৪৬৫ সংখ্যক দশটি পদে যথাক্রমে চিন্তা, জাগর্য্য, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু দূরপ্রবাসবিরহজনিত দশ দশা বর্ণিত হইয়াছে।

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥"

উজ্জ্বল—১৫।৮৮।

২। ভেলি—পাঠান্তর—বহ।

৩। "হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যাননশ্রীঃ
খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী।
অঘহর শরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী
তব বিরহবিপত্তিম্লাপিতাসীদ্বিশাখা॥"

উজ্জ্বল—১৫।৮৮ সংখ্যক শ্লোকের
৮৪ সংখ্যক উদাহরণ শ্লোক।

৪। উজ্জ্বল—১৫।৮৫ সংখ্যক "ক নন্দকুলচন্দ্রমা" ইত্যাদি উদাহরণ শ্লোক।

সম্পূর্ণ শ্লোক—

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক সখি চন্দ্রকালংকৃতিঃ
ক মন্দমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্মম সুহৃত্তম ক বত হন্ত হা ধিগ্ বিধিম্॥

ললিতমাধব—৩।২৫।

এই শ্লোকের অনুসরণে ৪৬১ সংখ্যক পদটি লিখিত।

(৪৬৩)

"ভ্রমই গৌরাঙ্গপ্রভু বিরহে বেয়াকুল"-ইত্যাদিনা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রস্য দিব্যোন্মাদদশাং বর্ণয়তি। প্রলাপ-ধাবনাক্রোশাদয়ঃ স্পষ্টাঃ ॥ ৪৬৩ ॥

(৪৬৪)

"কেলিকলানিধি"-ইত্যাদিনা রসিকশিরোমণেঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রস্য মোহদশাং প্রকাশয়তি। "নিরুন্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তাপরিভবম্[১]"-ইত্যাদি-শ্লোকানুসারেণাত্রানুভাবা জ্ঞেয়াঃ ॥ ৪৬৪ ॥

(৪৬৫)

ততো "নবদ্বীপ-চান্দ চান্দ জিনি সুন্দর"-ইত্যাদিনা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রস্য দশম[২]-দশায়া বর্ণনা-যোগ্যত্বাৎ শ্লেষেণ তাং সূচয়তি। প্রলাপাদি-দশানামনুগতত্বাৎ সাত্র[৩] বর্ণিতা ॥ ৪৬৫ ॥

(৪৬৬)

ততঃ "পীতবসন[৪] একু হৃদয় উপর ধরি"-ইত্যাদি-গীতদ্বয়েন[৫] তদ্দশাং সূচয়ন্ স্পষ্টরূপেণ চেতনং বর্ণয়তি। পীতবস্ত্রস্য হৃদি-ধারণং শ্রীকৃষ্ণবস্ত্রানু-ভাবেন[৬] ॥ ৪৬৬ ॥

(৪৬৭)

"আজু বিরহভাবে গৌরাঙ্গসুন্দর" ইত্যাদি সুগমম্ ॥ ৪৬৭ ॥

(৪৬৮)

তত্র "জয় যদুনন্দন"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্বচিত্তরূপং স্মরতি। যামুন-জলবৎ "জলদ শরীর" দেদীপ্যমানশরীরঃ[৭]। "যৌবত জনমনহি" যুবতী-সমূহানাং জনানামন্তোযাক্ত মনসি ॥ ৪৬৮ ॥

টীকা—

১। "নিরুন্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তাপরিভবং
বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীম্।
ইদানীং কংসারে! কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং
বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহমূর্ছা সহচরী॥"

উজ্জ্বল—১৫।৮৯ সংখ্যক উদাহরণ শ্লোক।

এই শ্লোকের অনুসরণে এই পদের "চিন্তাসন্ততি সবহু দূরে গেও" ইত্যাদি পংক্তি লিখিত।

২। মৃত্যুদশা মৃত্যু নহে, মৃত্যুর উদ্যম মাত্র। ইহার লক্ষণ—

"তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণকদনাৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ।"

—উজ্জ্বল ১৫।২৫।

৩। সৈব—পাঠান্তর বহ।

৪। শ্রীকৃষ্ণবস্ত্র উদ্দীপন বিভাবের অন্তর্গত প্রসাধন বিশেষ।—

"কথিতং বসনাকল্পমণ্ডনাঙ্গং প্রসাধনম্।"
নবার্করশ্মি-কাশ্মীর-হরিতালাদিসন্নিভম্।
যুগং চতুষ্কং ভূয়িষ্ঠং বসনং ত্রিবিধং হরেঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যুগ বসন=বসন ও উত্তরীয়। চতুষ্ক বসন=কঞ্চুক, উষ্ণীষ, তুন্দবন্ধ এবং অন্তরীয়ক। ভূয়িষ্ঠ বসন=নটবেশের যোগ্য খণ্ড ও অখণ্ড নানাবর্ণের বসন।

৫। "পীতবসন একু" (৪৬৬) এবং "আজু বিরহভাবে" (৪৬৭) সংখ্যক পদদ্বয়।

৬। পীত বস্ত্র কৃষ্ণভক্তির উদ্দীপন কারণ, কিন্তু তাহা ধারণরূপ ক্রিয়া কৃষ্ণভক্তির অনুভাববিশেষ।

৭। যমুনাসদৃশ নীলবর্ণ জলদ, তাহারই তুলনা কৃষ্ণশরীর। তাই মেঘ ও জলের মসৃণ ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্যপথে রাখিয়া "দেদীপ্যমান" শব্দটি এ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃত্ত্যনুপ্রাসের আশ্রয়ে √জল্ এবং √জল্ ধাতুর ঐক্য ঘটাইয়া ধাতুগত "দীপ্ত" অর্থ লওয়া যাইতে পারে।

(৪৬৯)

ততঃ কাপি "কাঁচা কাঞ্চন"-ইত্যাদিনা শ্রীমত্যাশ্চিন্তাদশাং শ্রীকৃষ্ণমাবেদয়তি। তল্লক্ষণং যথা শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্মিতম্।

শ্বাসোঽধোমুখ্যভূলেখবৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ[১]"॥ ইতি। অত্রোক্তানুভাবানাং যথাসম্ভবমুদয়ো জ্ঞেয়ঃ। মূল-গ্রন্থোদাহরণেঽপ্যেবং। এবং সর্বত্রৈব। "কানন যোই" কাননং দৃষ্ট্বা। "কিতব" হে ধূর্ত! ইতি সম্বোধনং প্রণয়েরোদয়াৎ[২]। "কেয়ূর" "তাড়" ইতি খ্যাতঃ। "কামায়ন" নির্মিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬৯ ॥

(৪৭০)

নন্ দৈববশাৎ যত্তহমত্রাগতস্তদা কথমেবং স্বজনানুশীলনেন কঞ্চিৎ কালং ক্ষিপস্থিতি বিবক্ষু শ্রীকৃষ্ণং মত্বা "গুরুজনগঞ্জন"-ইত্যাদিকমাহ। গহনরূপগেহস্থাগ্রহং ত্যক্তবতী। "গুণবতী"-ইত্যনেন প্রেমাধিক্যং সূচিতম্। "গুণি গুণি যামিনী রোই"-ইত্যত্র জাগরণগৌণত্বেন[৩] তদনুভাবস্থা-ভাবেনোন্নিদ্রতানামভাবত্বম্ ॥ ৪৭০ ॥

(৪৭১)

পুনরন্যা কাপি "কি কহব মাধব"-ইত্যাদিনা তদ্দশাং নিবেদয়তি। "এবে ভেল বিপরীত কামর দেহ"-ইত্যত্র বৈবর্ণ্যনামানুভাবঃ[৪]। ন চাত্র মলিনাঙ্গতা দশা ইতি বাচ্যং তদনুভাবস্থাভাবাৎ[৫]। "বাম করে কপোল"-ইত্যাদিনাধোমুখ্য-ভূলেখাদি-চিন্তাভাবকথনাচ্চ ॥ ৪৭১ ॥

(৪৭২)

নন্বেষা দশা কতিপয়দিনভবা—তত্রাহ "মাধব তোঁহে যব" ইতি। "চিতপুতলীসম"-ইত্যত্র স্খলিতসাত্ত্বিকো[৬] জ্ঞেয়ঃ। দৈন্যাদয়োঽপি "ইত্যাদি"-পদ-গ্রহণাৎ সর্বগ্রন্থেষ্বপি প্রাচুর্যদর্শনাচ্চ। গীত-কর্তুরনুবাদকথনমেবৈতৎ ॥ ৪৭২ ॥

টীকা—

১। এই শ্লোকটি প্রকৃতপক্ষে "ভক্তির" দক্ষিণ বিভাগে চতুর্থ লহরীতে ব্যভিচারি-ভাবের প্রসঙ্গে উল্লিখিত শ্লোক। উপরে উদ্ধৃত দুইটি চরণের পরেও ইহার আর একটি পংক্তি আছে—

"বিলাপোত্তাপকৃশতাবাষ্পদৈন্যাদয়োঽপি চ।"

উজ্জ্বলে শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে পূর্বরাগের সঞ্চারি-ভাবের প্রকার-বিশেষ চিন্তার লক্ষণে আছে—

"অভীষ্টাবাপ্ত্যুপায়ানাং ধ্যানং চিন্তা প্রকীর্তিতা।

শয্যাবিলুণ্ঠিনিঃশ্বাসনির্লক্ষ্যপ্রেক্ষণাদয়ঃ।" ৩০ ॥

২। "হেতুবীর্যা বিপক্ষাদেবৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে।

ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোঽয়মীর্ষামানত্বমৃচ্ছতি॥"

উজ্জ্বল—১৫।৪৬।

৩। "জাগরণস্য গৌণত্বেন"—পাঠান্তর—ক-পুঁথি।

৪। "বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তা দৌর্গত্যং কালিমা কচিৎ।"

ভক্তি—২।৩।

৫। শীর্ণতা, বৈবর্ণ্য ইত্যাদি অনুভাবের অভাববশত।

৬। সাত্ত্বিক ভাব চতুর্বিধ—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত।

"ধূমায়িতাস্তে জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তসংজ্ঞিতাঃ।

বৃদ্ধিং যথোত্তরং যান্তঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুশ্চতুর্বিধাঃ।

সা ভূরিকালব্যাপিত্বং বহ্বঙ্গব্যাপিতাপি চ।

স্বরূপেণ তথোৎকর্ষ ইতি বৃদ্ধিস্ত্রিধা ভবেৎ॥"

—ভক্তি ২।৩।

জ্বলিত সাত্ত্বিকের লক্ষণ—

"তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্।

শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্তিতাঃ॥

ভক্তি—২।৩।

(৪৭৩)

ততো "যদবধি যদুপুর[১] তুহুঁ যাই ভোর"-ইত্যাদিনা জাগরদশাং নিরূপয়তি। তল্লক্ষণং যথা—"নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ[২]।" "যতনহি যদি তুঁহি বরহি সুতায়"-ইত্যনেন যত্নপূর্বকসখীকর্তৃকশয়নবিধাপনেন স্তম্ভোঽবগম্যতে। "জরি জরি জায়ত"-ইত্যাদিনা গদো ব্যক্তঃ। গীতকর্তুস্তদনুবাদকত্বেন নিরূপকত্বমিতি বোধ্যম্ ॥ ৪৭৩ ॥

(৪৭৪)

ততো "নন্দনন্দন"-ইত্যাদিনা জাগরমিলিতোদ্বেগদশাং কথয়তি। তল্লক্ষণং যথা—

"উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভ-চিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য-স্বেদাদয় উদীরিতাঃ[৩] ॥"

"নিঠুর নাগরজাতি"-ইত্যনেন কোপো ব্যঞ্জিতঃ। "নারী"-ইত্যাদিনা তামপ্যাক্ষিপতি। "না রহে"-ইত্যাদিনা চাপল্যনিঃশ্বাসৌ। "নয়ন"-ইত্যাদিনা অশ্রু নিদ্রাক্ষয়শ্চ। পুনঃ সান্ত্বনয়ং ব্যক্তি "নহ তো নিকরুণ"-ইত্যাদি। নিষ্করুণো মা ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৭৪ ॥

(৪৭৫)

ততো গমনোন্মুখমদৃষ্ট্বা "রীঝলি রাজনগর"-ইত্যাদিকমাহ। রাজনগরে মধুপুরেঽনুরক্তোঽভূরিতি ভাবঃ। "রসময় রাস"-ইত্যত্র বাসন্তরাসো মুখ্যত্বেন জ্ঞেয়ঃ সার্বকালিকো[৪] বা। "রবিজারোধে" যমুনারোধসি। "ঋতুপতি রাতি"-ইত্যাদিনা বসন্তস্যাপি গতপ্রায়ত্বং সূচিতম্। পুনঃ সান্ত্বনয়ং স্তৌতি। অধরামৃতেন হে রসনারোচন! নামগুণাদিনা হে শ্রবণ-বিলাস! তব রুচিরপাদপদ্ম এতৎ সর্বং কথিতম্ ॥ ৪৭৫ ॥

(৪৭৬)

ননু "দৈববশাৎ শীঘ্রং মম গমনং ন ভবতি। অতঃ কতি দিনানি মাং বিস্মারয়"ইতি চেৎ তত্রাহ "তাপনী"-ইত্যাদি। "তাপনী" যমুনা তস্যাস্তীরম্। প্রতিতীরস্থিত-তরুতলজাতান্ তরল-তরলতর-ছায়ান্ অর্থাজ্জাতপল্লবান্ তরুণান্ তমালান্ তর্কয়িত্বা ত্বয়ি "তরখিত" সতৃষ্ণা ভূত্বা তবৈব পন্থানং সা তরুণী মৃগয়তি—তব বর্ণসাম্যাদ্দূরহদ্দূরত্বতাপল্লবাভাবাৎ তরুতলজাতত্বাচ্চ। তব বৃক্ষতলস্থিতং[৫] সদৈবোদ্দীপয়তি[৬]। অতঃ কথং বিস্মরণং ভবেৎ। তথা হে ত্রিভুবনতিলক! তাং বিনা তুহিনকরশ্চন্দ্রস্তাং তাপয়তীত্যর্থঃ। কস্য তুল্যঃ। "তপন সম ভেল" সূর্যসমো ভূত্বেত্যর্থঃ। তল্পে শয্যায়ামপি তিলকালং ব্যাপ্য তস্যা দেহেন সহ দ্বন্দ্বেঽস্যান্তরায়ে সতি যা ত্রাসং প্রাপ্নোতি—তস্যাঃ[৭]—তবাগমনাবধি কতি দিনানি গতানি। অতো বিলম্বং ন সহতে। "তিমিতা" স্তব্ধা সতী পুনঃ "তিমিত দিঠি" নিমেষশূন্যচক্ষুষা রোদিতি। অত্রৈবোদ্বেগানুভাবাঃ স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যাস্তিতিশয়েন ব্যক্তানি। "তোড়ল

টীকা—

১। "মধুপুর" অর্থে।
২। উজ্জ্বল—১৫।১৭।
৩। উজ্জ্বল—১৫।১৫।

৪। নিত্যলীলার সম্ভোগশৃঙ্গারের অন্তর্গত "রাসলীলা"। "রাসবৃন্দাবনক্রীড়া"—উজ্জ্বল ১৫।১১৭।
৫। "স্থিত" এস্থলে "স্থিতি" অর্থে প্রযুক্ত—"নপুংসকে ভাবে ক্তঃ" পাণিনি ৩।৩।১১৪ সূত্রানুসারে।
৬। উদ্দীপয়ন্তি—বহু-র পাঠে লিপিপ্রমাদ।
৭। "কথং বিস্মরণং ভবেৎ"—এই অংশ উহ্য।

তাড়" বলভঙ্ক কেয়ূরম্[১]। "তড়ঙ্ক[২]তিআঙ্গল" কর্ণাভরণং ত্যক্তবতী। "তাড়িত তড়িতরুচি হার" তাড়িতস্তড়িদ্দীপ্তিহার ইত্যর্থঃ। অত্রোন্মাদদশা নাশঙ্কনীয়া— তদনুভাবাভাবাদ্বহুল্য[৩]াহাদিপদেষু" তদর্থানবগমাচ্চ॥ ৪৭৬॥

(৪৭৭)

যদ্বৈবং তর্হি যমুনাতীরাদ্ বৃন্দাবনমধ্যে কুঞ্জভবনে তামানীয় তচ্ছোভাদর্শনেন শাম্যতু। তত্রাহ "কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল"-ইত্যাদি। কুঞ্জর ইব ভীষণোঽভূদিত্যর্থঃ। এবং সর্বত্র বৈপরীত্যং ব্যক্তমস্তি। তথা ভীমকম্পেন মনঃকম্পো জ্ঞেয়ঃ। "শোকিল" শোককারকঃ। "বনদাব[৪]" বনাগ্নিঃ। "মন্দ" দুঃখদ ইত্যর্থঃ। "কন্দন" ক্রন্দনঃ ক্রন্দয়তীত্যর্থঃ। "মারত ধাব" ধাবিত্বা মারয়তীত্যর্থঃ। "বাধাময়ী" দুঃখময়ী। "বাঞ্জন" উদ্বেজকঃ। "শঙ্কিনী" শঙ্কাদায়িকা। "কুণ্ডলী" সর্পঃ। যাবকোইলক্তকঃ। পাবকো বহ্নিরূপঃ। "জাগর" হৃদি স্থাং জাগরয়তীত্যর্থঃ। "মদ করি মান" মদযুক্তকরিণং মন্যুতে। সাম্যং ভীষণত্বাংশে জ্ঞেয়ম্। "মনমথ" কন্দর্পঃ। মনো মথিতুং মনোরথমারুহ্য বিষমকুসুমশরান্ সন্ধত্তে। অতো ন জানেঽধুনা কিমবস্থা সাভূদিতি॥ ৪৭৭॥

(৪৭৮)

তদ্বিলম্বমবগম্য "দারু দারুণ"-ইত্যাদিনা "তানব"-দশামাহ। তল্লক্ষণং—"তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ[৫]।" হে দেবকীসুত! হে দেব! জিগীষারত! সা দীনাদপি দীনা দৃষ্টা। "দিবস দীপক ছাই"-ইত্যনেন দিবা-প্রদীপদৃষ্টান্তেন ক্ষীণত্বং তদঙ্গত্বেন ম্লানিরপি সূচিতা। "দারুদারুণ" কাষ্ঠাদপি কঠিনস্য দয়িতস্য তব দূষণেন দোষেণ পিষ্টহৃদয়া তথা দুঃসহেন দ্বিতীয়েন হরকোপানলদগ্ধ-দর্পকেণ দহনেন দহতি। "দনুজদারণ" হে দৈত্য-নাশক! ভবান্ দূরদেশে, তদ্দুঃখেন দুঃখিতা সা। উদ্‌গ্রাহপদে দয়িতশব্দস্য নিজপতেরপি শ্লেষেণ সূচনাৎ নার্থগতপৌনরুক্ত্যম্॥ ৪৭৮॥

(৪৭৯)

ততঃ পুনরন্যা কাপি চিন্তাদিদশাত্রয়মিলিত-তানবদশাং "মাধব অবলা পেখলুঁ মতিহীনা"-ইত্যাদিগীতদ্বয়েন কথয়তি। সারঙ্গশ্চাতকঃ[৬]। "নলিনী পরপালা[৭]" ইতিপদ্মোপরি ঘনীভূতনীহারো যথা। অন্তেন তু কৈশ্যমুক্তম্॥ ৪৭৯॥

(৪৮০)

তচ্চেষ্টাং "কুসুমিত কানন"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "দুবরী"-ইত্যনেন "ধরণী ধরিয়া"-ইত্যাদিনা (চ)[৮] দৌর্বল্যং সূচিতম্। "চৌদশী চান্দ সমান"-ইত্যত্র কৃষ্ণাচতুর্দশী বোধ্যা। তেন তানবং ব্যক্তম্॥৪৮০॥

টীকা—

১। কেয়ূর ও অঙ্গদ প্রগণ্ড-ভূষণ। কনুই ও বগলের মধ্যস্থ বাহুর অংশকে প্রগণ্ড বলে।

২। তাটঙ্ক, কর্ণিকা ও তালপত্র—কর্ণভূষণপর্যায়।

৩। প্রত্যুক্তিযুক্তপদে। 2. Rejoinder—Apte's.

৪। দব বা দাব শব্দের অর্থ বন ও বনাগ্নি দুইই—"দবদাবৌ বনারণ্যবহ্নী"—অমর—৩।২০৬—নানার্থবর্গ। বন ও অরণ্য পর্যায় শব্দ।

দব—"7. A wood, forest."—Apte's.

2. Wild-Fire.—Aptes.

৫। উজ্জ্বল—১৫।১৮।

৬। "চাতকে হরিণে পুংসি সারঙ্গঃ শবলে ত্রিষু"—অমর—৩।২৩—নানার্থবর্গ।

৭। প্রালেয় (সংস্কৃত)>পালা (হিন্দী)।
পরপ্রালেয়>পরপালা। এস্থলে 'পর' শব্দ আতিশয্য বুঝাইতেছে।
পরমালা—পাঠান্তর হয়।

৮। অন্বয়ানুরোধে দেওয়া হইল।

(৪৮১)

ততঃ "এতদিনে গগনে"-ইত্যাদিনা মলিনাঙ্গতা-দশামাবেদয়তি। হে মাধব! তোঁহে অবগাহি" ত্বাং বিলোড়য়িত্বা সর্বমেতৎ বৃন্দং যদেকজনস্য বিয়োগে বিরহদশায়াং সত্যাং বহূনাং সিদ্ধয়ঃ সাধিতাঃ। অতস্ত্বাং ত্যক্তবান্। সিদ্ধীর্দর্শয়তি "এতদিনে" ইত্যাদি। পূর্বত্তয়া মুখাদীনাং শোভাভিশ্চন্দ্রাদীনাং সম্পদো ন্যক্কৃতাঃ। তে লজ্জয়া তাস্তা অবস্থাঃ প্রাপ্তাঃ। অধুনা তু তদ্বিরহেণ হৃতশোভায়াং তস্যাং সত্যাং স্বসিদ্ধীঃ প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ। "তুয়া অনুরূপ" ইত্যাদি সোল্লুণ্ঠোক্তিঃ। অত্র সর্বত্র শোভাহ্রাস এবাবগম্যতে। ন স্তম্ভদশা॥ ৪৮১॥

(৪৮২)

ততোঽন্যা "হরি হরি কি কহব বিপতিবিশেষ"-ইত্যাদিনা সানুনয়ং তদ্দশাং স্পষ্টমাবেদয়তি। মৃগলোচনায়া যস্যা নবনবো রঙ্গস্তস্যাং সর্বাঙ্গাণি দারুণো বিধির্মলিনান্যকরোৎ। "তছু বন্দ" তৎতুল্যম্॥ ৪৮২॥

(৪৮৩)

ততঃ "শুন শুন সুন্দর শ্যাম"-ইত্যাদিনা প্রলাপদশাং[১] সূচয়তি। অত্র দর্শনাসম্ভবে হি যৎ তৎপ্রার্থনং—তদেবানর্থং বচঃ॥ ৪৮৩॥

(৪৮৪)

ততঃ "করতলে চান্দ বদন রহু থীর"-ইত্যাদিনা চিন্তাদিদশামিলিতব্যাধিদশাং কথয়তি। তল্লক্ষণং যথা রসামৃতসিন্ধৌ—

"দোষোদ্রেকবিয়োগাদ্যৈর্ব্যাধয়ো যে জ্বরাদয়ঃ।
অত্র স্তম্ভপ্রথাঙ্গশ্বাসোত্তাপক্লমাদয়ঃ[২]॥"

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।
অত্রশীতস্পৃহামোহনিঃশ্বাসপতনাদয়ঃ[৩]॥"

ইতি। "সপতি" অমুকদিবস আগমিষ্যতীতি যৎ প্রতিজ্ঞারূপসত্যম্। "মুরছি মহী লুঠই"-ইত্যত্র "মূর্ছা" ব্যাধিদশানুভাবরূপমোহো বোধ্যঃ। ন তু তদ্দশা, সর্বচরণে চেতনসূচনাৎ। অত্রাপি চ "লুঠই"-ইত্যনেন বলবচ্চেতনদর্শনাৎ। শীতস্পৃহা[৪] তু পূর্বরাগে স্যাদত্র তু তদ্বৈপরীত্যমেব। বক্ষ্যমানগীতস্য "ঘন ঘনসার চন্দন হিয় লাই"-ইত্যত্র দর্শনাৎ ক্বচিচ্চ স্যাদিতি গম্যতে। তত্রৈব "ঘন ঘন নিন্দই চন্দন ঘনসারে"-ইত্যনেনাস্পৃহাপি। এবং সর্বত্রৈব বোধ্যম্[৫]॥ ৪৮৪॥

(৪৮৫)

ননু মূর্ছাপন্না চেৎ তদধুনা গমনস্য বৈফল্যমিতি প্রত্যুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং সখ্যা "ঘন শ্যামর তনু তুহুঁ কিয়ে ভোরি"-ইত্যাদিকমাহ। ঘোরবিরহজ্বরাদেব মূর্ছিতা ন তু প্রাপ্তমোহদশেয়ম্[৬]। অতঃ শীঘ্রগমনমেবোচিতমিতি ভাবঃ। তদেব স্পষ্টয়তি "ঘন ঘন সুন্দরি তুয়া পথ যোই"-ইত্যাদি সর্বচরণেষু। "পথ যোই" পন্থানং পশ্যতি। "ঘামকিরণ[৭]" সূর্যঃ। "ঘুম বিহিন দিঠি ঝরত অপার" ইত্যেব পাঠঃ। তেন সদৈব নিদ্রারহিতচক্ষুষি সর্বদৈবাশ্রুপাতঃ। ন তু নিদ্রাভাবজনিততৎপতনম্॥ ৪৮৫॥

টীকা—

১। বিরহদশার ষষ্ঠদশা।

২। দুইটি পংক্তির মধ্যবর্তী পংক্তি—
"ইহ তৎপ্রভবো ভাবো ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে।"
ভক্তি—২।৪।৩৭।

৩। উজ্জ্বল—১৫।২২। ইহা কিন্তু পূর্বরাগের দশা প্রসঙ্গে উক্ত।

৪। শীতল বস্তুর প্রতি স্পৃহা।

৫। উহ্যম্—পাঠান্তর বহ।

৬। প্রাপ্তমোহদশায়াম্—পাঠান্তর—বহ।

৭। ঘর্ম অর্থাৎ উষ্ণ কিরণ যাহার—এই অর্থে সূর্য। নতুবা "ঘাম কিরণ"—'গ্রীষ্মকালীন রৌদ্র' ধরিতে হইবে।

(৪৮৬)

পুনঃ "চিত অতিচপল চরিত"-ইত্যাদিনা সৈবং তদ্দশাং কথয়ন্তী ত্বরয়তি। "চিন্তাচুম্বিত চম্পকগোরি"-ইত্যনেন পূর্বপূর্বদশা পরপরদশায়াং স্পষ্টা স্পষ্টরূপেণানুবর্তত এবেতি জ্ঞাপিতম্। "চুলকত" গণ্ডূষীকৃত ইত্যর্থঃ। এতেনাপি বিচিন্ততালক্ষণ-মোহানুভাবো গম্যতে। "চমকিত চিত"-ইতি-পাঠে তথৈবার্থঃ। "জ্বর"শব্দেন ব্যাধিঃ স্পষ্টীকৃতঃ। চামর-বস্ত্র-জনিতপবনং দাবাগ্নিমিব মনুতে। অথবা "চমরি" তদাখ্যভয়ঙ্করজন্তুমননে চমৎকৃতা মূর্ছাং প্রাপ্নোতি। ভীষণদর্শনাৎ মনসঃ কম্পাদুদ্বেগোঽপ্যনুবর্তত ইত্যেব গম্যতে। "চিহ্নইতে"-ইত্যাদিনা স্তম্ভবৈবর্ণ্যাদিকঞ্চ। হে "চতুর! চতুরভুজ!" চতুরেভ্যোঽপি চতুরেষু ভুজ! কুটিল! "√ভুজ্ কৌটিল্যে"-ইত্যস্মাদিগুপান্তত্বাদগু। তবাগমন-রসাশয়া চেতয়তি। অনুভাবরূপমোহং বারয়তি। অতঃ শীঘ্রং গচ্ছ। অন্যথা তদ্দশাং প্রাপ্স্যতীতি ধ্বনিতম্ ॥ ৪৮৬ ॥

(৪৮৭)

নখাদৌ "করতলে চান্দ"-ইত্যাদিকমারভ্য ক্রমব্যুৎক্রমাভ্যাং ব্যাধিশ্চিন্তা মূর্ছা পুনশ্চেতনং পুনশ্চিন্তোদ্বেগমূর্ছাদিকঞ্চ কথিতম্। প্রত্যুত মাঞ্চ ক্ষিপসি। অতো মিথ্যৈব মদ্বিরহজনিতব্যাধিঃ। কিংতু দৈহিকো ভবিষ্যতি। তচ্ছেষ্টান্তরং কুবিতি প্রত্যুত্তরং করিষ্যন্তং মন্যমানা "ছোড়ল সুখময় কুসুমশয়ান"-ইত্যাদিগীতত্রয়মাহ। "ছৈল কান্" হে ছলগ্রাহিন্ কৃষ্ণ! "তুহুঁ সহজহি ভোর" ত্বং স্বভাবতোঽত্রত্যানায়িকাসু মুগ্ধঃ। অতস্তথা তাং মা জানীহি। প্রত্যুত তৎপ্রকারং শৃণু। সা সুখময়-কুসুমশয্যাদিকং ত্যক্তবতী। তথা চন্দ্রকিরণস্পর্শে মূর্ছাং প্রাপ্নোতি। ঘৃষ্টচন্দনস্য তদ্দেহে সেকোঽগ্নি-বজ্জ্বলতি। দেহস্বভাবজনিতব্যাধৌ ত্বেতানি ন সম্ভবন্তি। অপিচ "কৃষ্ণবর্ণোঽয়ং মেঘঃ"-ইত্যাদি-চ্ছলেন যদি বিপক্ষজনস্তব নামোচ্চারণং করোতি তদা সজলনয়না সতী তন্মুখং নিরীক্ষতে। অতঃ কথং "ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল" ইত্যাদি। যথা স্তিমং সর্ষপপ্রমাণমপি স্বর্ণং বহ্নৌ জ্বলিতমপি স্বপরিচয়ং দদাতি তথা ধূমায়িতসাত্ত্বিকো[১]-ঽপি প্রতিপক্ষজনেষপি তৎপ্রেমা বোধয়তি। কিমুত সুদীপ্তসাত্ত্বিক[২]-মিলিতপ্রৌঢ়ব্যাধিদশেত্যর্থঃ। "ছাড়ল সলিল চলত জীউ আব" অধুনা মোহানুভাবেন পঞ্চভূতেষু সলিলং গতমিব লক্ষ্যতে। দশান্তরেণ স্থায়ি চেৎ তদা জীবনং চলিষ্যতি। "চলত" ইতি বর্তমানসামীপ্যং বোধয়তি। তদেব স্পষ্টয়তি। "ছীকনে" ইত্যাদি। "ছী"-করণং মায়াকারণম্। কেচিৎতু "হাঁছি" ইতি খ্যাতিং কথয়ন্তি। অতো ছদ্ম ন কথিতম্। পুনঃ সানুনয়ং[৩] "ছায়া একু" ইত্যাদি ॥ ৪৮৭ ॥

টীকা—

১। "অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ।
ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ॥"
ভক্তি—২।৩।

২। "একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব এব বা।
আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্তিতাঃ॥
উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥"
ভক্তি—২।৩।

৩। স্বানুনয়ং—পাঠান্তর বহ।

(৪৮৮)

"যোঙ্কত পন্থ"—ইত্যাদি তব পন্থানং নিরীক্ষতে। "ঝর" প্রবাহ। তথাচ "বারিপ্রবাহো নির্ঝরো ঝরঃ[১]" ইত্যমরঃ। "বৈছন ভীত পুতলী রহু থীর" অত্র ভিত্তিপুত্তলিকাশব্দেন স্থৈর্যলাভে যৎ পুনরত্র "স্থির"-শব্দপ্রয়োগস্তেন স্তম্ভস্বেদবৈবর্ণ্যাদেরুদ্দীপ্তত্বং সূচিতম্। তল্লক্ষণং যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষা সর্ব এব বা।

আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি শব্দিতাঃ[২] ॥"

"যাম যাম" প্রতিপ্রহরং যুগবন্মনুতে। অতএব পূর্বাবধি জাগরদশায়াং সত্যাং সুতরাং জাগ্রদবস্থা বৃত্তা। তত্রাপি ভ্রমময়ং ভণতি। "জীবইতে" যাবজ্জীবনং তাবত্তব নামৈব জপতি। "জপতি"-শব্দস্য সুস্পষ্টোচ্চারণরহিতাশ্রুতচরঃ কণ্ঠান্তর্গতত্বেন[৩]-স্বরভঙ্গো[৪] ধ্বনিতঃ। "যতনে সুতায়লি ইত্যাদিনা পূর্বোক্তঃ স্তম্ভঃ[৫] প্রলয়শ্চ[৬] পুষ্টীকৃতঃ। "জরি জরি"-ইত্যাদিনা প্রবলপ্রতাপঃ। "যাঁহা" ইত্যাদি। চন্দ্র-তুল্যশীতলস্য তব সূর্যবদ্ রীতিরিতি শ্লেষেণাস্মাকং দুর্দৈবমিত্যপ্যনয়ো ধ্বনিতঃ। অন্যার্থঃ স্পষ্টঃ। "যনি" যেন দুর্দৈবেন জগজ্জীবনমর্থাজ্জগতামানন্দদায়কোঽপি ত্বম্ "ইথে" অতিপ্রিয়জনে "ছন্দ" ছদ্ম কথয়সীত্যর্থঃ। কিং তু গোবিন্দদাসেন ময়া যস্তব বিরহব্যাধিরুক্তঃ স এব সত্যং ন তদ্ব্যাধিঃ ॥ ৪৮৮ ॥

(৪৮৯)

ততোঽন্যা কাচিদুন্মাদদশাং "মাধব, ও নব নাগরী বালা"-ইত্যাদিনা কথয়তি। তল্লক্ষণং যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

"উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।

অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।

প্রলাপধাবনাক্রোশবিপরীতক্রিয়াদয়ঃ[৭] ॥

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ চ—

"সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।

অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কথ্যতে ॥

অত্রেষ্টদ্বেষনিঃশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ[৮] ॥" ইতি।

অত্র "নিচল লোচন"-ইত্যাদিনা নিমেষবিরহঃ। "মুরলী" মুরলীধ্বনিঙ্গীতার্থঃ। অতএব "ঝামরু ঝামরু দেহা"-ইত্যনেনাত্মবাহ্যমালিন্যং লক্ষিতম্। তেন ন বিরুদ্ধম্। "ফুয়লি কবরী[৯]"-ইত্যাদিনা ব্যর্থচেষ্টিতম্। "রুখলী" সুগন্ধতৈলোদ্বর্তনরহিতা। "ভুখলী" তদর্থতৃষ্ণাযুক্তা। "দুখলী" দুঃখিতা। "আলি-আলিঙ্গন চাহে" ইত্যত্র বিপরীতক্রিয়া। আভোগে তু হৃদ্ভ্রমঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৮৯ ॥

(৪৯০)

ততোঽন্যা কাপি "নিজকরপল্লব"-ইত্যাদিনা তদ্দশাং কথয়তি। "মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি"

টীকা—

১। অমর—২।৫—বনৌষধিবর্গ।

২। ভক্তি—২।৩।৩৬।

৩। কণ্ঠাগতত্বেন—পাঠান্তর বহু।

৪। "বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্।
বৈস্বর্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদাদিকৃৎ ॥"
ভক্তি—২।৩।

৫। "স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ ॥"
ভক্তি—২।৩।

৬। "প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥"
ভক্তি—২।৩।

৭। ভক্তি—২।৪।৩১।

৮। উজ্জল—১৫।২৩। অতিপ্রান্তি—পাঠান্তর বহু।

৯। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত পুষ্পমালাদিভূষিত কেশবন্ধবিশেষকে কবরী বলে।

ইতি দর্পণে স্বমুখদর্শনমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণভাবনয়েতি বোধ্যম্। অন্যথা তদা তদ্দর্শনং ন সম্ভবতি। "দীঘনিশাস পবন দবদাব"[১] ইতি দীর্ঘনিঃশ্বাসরূপ-পবনেন দাবাগ্নিরপি বিদ্রাবিতঃ ॥ ৪৯০ ॥

(৪৯১)

পুনরন্যা কাচিৎ কিঞ্চিদন্তঃকুপিতা "ফাগুনে গণয়িতে"-ইত্যাদিনা তদ্দশাং ব্যক্তি। "ফুকরি রোই ধনি পরিহরি লাজ"-ইত্যত্রৈতাদৃশক্রন্দনমুন্মাদং বিনা ন সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। "কোরল" বভঞ্জ। "মরকত বলই" মরকতনির্মিতান্ বলয়াকারেণ "চূড়ি[২] ইতি খ্যাতান্। "ফারল" বিস্তৃতঃ। এতেন নিমেষ-শূন্যত্বং লক্ষ্যম্। "কুন্তল কবরী" ইত্যাদিচরণে ব্যর্থচেষ্টিতম্ ॥ ৪৯১ ॥

(৪৯২)

নমু শৈত্যসৌগন্ধ্যসেবয়োন্মাদং শময়েতি প্রত্যুক্তবন্তং মন্যমানা "বাসিত বিশদ"-"ইত্যাদি-কমাহ। হে "বলানুজ!" ইত্যনেনাভিজ্ঞত্বমুক্তম্। বিসং মৃণালম্। বল্লরী লতা। "বাউরী" ইত্য-নেনোন্মাদঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৯২ ॥

(৪৯৩)

ততোঽপি তস্যাঃ প্রৌঢ়তদ্দশাং কথয়তি। "ভ্রমই ভবন বন"-ইত্যাদিনা ভবনে বনে চ। তদেবোপপাদয়তি "ভাঙ্গল" ইত্যাদি। "ভুরি বিরহজ্বরে ভরি মুরছান" ইত্যত্র ব্যাধেস্তজ্জনিত-মূর্চ্ছায়াশ্চাস্যা অজস্রমুদ্‌গ্রাহাদাবেতদ্দশায়াঃ প্রাবল্য-দর্শনাৎ ॥ ৪৯৩ ॥

(৪৯৪)

ততস্তদ্দশায়াঃ প্রৌঢ়ত্বং সান্ত্বনয়ং বর্ণয়ন্তী "নীরস মনসিজ"-ইত্যাদিনা গমনং প্রার্থয়তে। অত্র মলিনাঙ্গতাদিকথনং যৎ তৎ তদ্দশানুগতমেবেতি বোধ্যম্। "মুখ গোই" স্বমুখং সংগোপ্য ॥ ৪৯৪ ॥

(৪৯৫)

ততো নিরুদ্যমং মত্বা "হিরণক হার"-ইত্যাদি-কমাহ। "হলধরসোদর" ইতি সম্বোধনং কোপেনা-বিদগ্ধতাসূচনার্থম্। "হসি হসি"-ইত্যাদিনোদ্বেগঃ[৩] স্পষ্টঃ ॥ ৪৯৫ ॥

(৪৯৬)

নমু যত্ত্বাময়দশ্যা কথিতা তদা সৌন্দর্যবুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যাদি সর্বং গতম্। ততোঽস্মদ্‌গমনং নিরর্থ-কমিতি মনসি কুর্বন্তং তং মন্যমানা কাচিৎ তন্মোহ-দশাং বর্ণয়ন্তী—তত্রাপি সৌন্দর্যাতিশয়ং "নয়নক লোর"-ইত্যাদিনা কথয়তি। তল্লক্ষণং যথা—

"মোহো হৃন্মূঢ়তা হর্ষাদ্বিশ্লেষাদ্ভয়তস্তথা।
প্রগাদাদেশ্চ তত্র স্যাদ্দেহস্য পতনং ভুবি[৪] ॥"

ইতি। অত্রাশ্রুপ্রাবল্যং যৎ তদলৌকিকবস্তুনঃ কিঞ্চিন্মাসম্ভবম্। এবমন্যত্রাপি মহাকবিপ্রয়োগেষু যতো দৃশ্যতে—চরণশোভাবর্ণনে স্থলপদ্মং কথয়িত্বা জলজশব্দোপাদানাদশ্রুধারায়া মৃণালত্বং চরণস্য জল-রুহত্বং দর্শিতম্। "প্রাতর ধূসর কাঁতি" ইতি "প্রাতঃ"[৫] পদং রাত্রিশেষচতুর্দণ্ডপরম্। "চতস্রো ঘটিকা

টীকা—

১। 'দব'—বন।

২। "চুড়ি"—পাঠান্তর—কণ্ঠুখি। চুড়ির বলয় ও মাঝামাঝি গহনা "চুড়"।

৩। "উন্মাদঃ" হওয়া উচিত। সম্ভবত মুদ্রাকর-প্রমাদ অন্যথা অর্থসঙ্গতি হয়না।

৪। আর একটি পংক্তি আছে—

"শূন্যেন্দ্রিয়ত্বং ভ্রমনং তথা নিশ্চেষ্টতাদয়ঃ॥"

ভক্তি—২।৪।

৫। "প্রতিপাদং"—বহ-র পাঠ অর্থহীন।

প্রাতররুণোদয় উচ্যতে"। তথা "ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ম্[১]"-ইত্যাদিস্মরণাৎ। অতএব সূর্যোদয়রাহিত্যেন শোভাবিশেষো লব্ধঃ। ধূসরত্বঞ্চ পূর্বাপেক্ষয়া। অত্র ধ্রুবমারভ্য চরণদ্বয়েন মোহঃ স্পষ্টঃ। "অলকাবলী" ইত্যাদি প্রেম্ণঃ স্বভাবাৎ চরমদশাদ্বয়স্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্যাতাম্[২] ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং সুষ্ঠু চেতনে সতি চিন্তাদীনামষ্টানাম্[৩] অপি ॥ ৪৯৬ ॥

(৪৯৭)

পুনরন্যা কাপি পূর্বোক্তং পুষ্টয়িতুং সৌন্দর্য-বর্ণনপূর্বকং তদ্দশামাবেদয়তি। "থির বিজুরি সম বালা"-ইত্যাদিনা। "থাপি ধরণী তুয়া রেহ" ইতি তব রেখামাত্রং কিঞ্চিচ্চিহ্নং ধরণ্যাং স্থাপয়িত্বা মোহারম্ভে সমুদয়াবয়বলিখনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। প্রত্যুত্তরমকুর্বন্তং দৃষ্ট্বা পুনঃ সাক্ষেপমাহ "থাবর সম" ইত্যাদি ॥ ৪৯৭ ॥

(৪৯৮)

পুনরন্যা কাপি পূর্ববক্ত্রীং ব্যঙ্গ্যেন মোহদশাং সূচয়ন্তীং দুঃখেন নিবেদনস্থগিতাং দৃষ্ট্বা সবৈক্লব্যং স্পষ্টরূপেণ "সখীগণ কন্দরে যোহি কলেবর"-ইত্যাদিনা তদ্দশামাহ ॥ ৪৯৮ ॥

(৪৯৯)

তত্রান্যা[৪] কাপি "শকতি হীন অতি"-ইত্যাদিনা প্রৌঢ়তদ্দশামাবেদয়ন্তী গমনং প্রার্থয়তে। "পদ্মিনী হিমকর ধাই" ইতি যথা পদ্মিনী চন্দ্রং ধাবতীত্যদ্ভুতোপময়া[৫] মোহদশায়ামপি সৌন্দর্যমস্তীতি সূচিতম্। "সারঙ্গনয়নী" মৃগনয়নী[৬]। "চাতকে হরিণে পুংসি সারঙ্গঃ" ইতি নানার্থাৎ[৭]। অত্র "করুণালয় তোহে নাহি"-ইত্যাদিনেষা। "একবেরি" [বৈরূপ্যম্ "এতদিন"-ইত্যাদিনা[৮]] প্রৌঢ়মোহ-দশা চ ব্যক্তা ॥ ৪৯৯ ॥

(৫০০)

ততঃ পুনরন্তর্বৈক্লব্যেন কাচিদ্ "অঙ্গে অনঙ্গজ্বর"-ইত্যাদিনা দশমদশাপ্রবেশং সূচয়তি। তল্লক্ষণং যথা—

"বিষাদব্যাধিসন্ত্রাসসংপ্রহারক্লমাদিভিঃ।
প্রাণত্যাগো মৃতিস্তস্যামব্যক্তাক্ষরভাষণম্।
বিবর্ণগাত্রতাশ্বাসমান্দ্যহিক্কাদয়ঃ ক্রিয়াঃ[৯] ॥"

টীকা—

১। "ত্রিযামা" ইত্যাদি—অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর দুই দণ্ড ও সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই দণ্ড—এই চতুর্দণ্ড বাদ দিয়া যে সময় রজনীতে অবশিষ্ট থাকে তাহাই "ত্রিযামা" যামিনী নামে কথিত হয়।

২। চরম দশাদ্বয় অর্থাৎ মোহ ও মৃত্যু। ইহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ সদ্ভাব ও অভাব।

৩। এস্থলে পারতন্ত্র্যোদ্ভব অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাসবিরহের অন্য দুইটি দশার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখন চিন্তাদি অষ্টদশার কথা বলা হইতেছে—

"পারতন্ত্র্যোদ্ভবো যস্তু প্রোক্তঃ সোঽবুদ্ধিপূর্বকঃ।
দিব্যাদিব্যাদিজনিতং পারতন্ত্র্যমনেকধা ॥
চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥"

উজ্জ্বল—১৪।৮৭-৮৮।

৪। তত্রাস্যা—পাঠান্তর-বহ।

৫। অদ্ভুতোপমা—পাঠান্তর-বহ।

৬। "ন ক্রোড়াদিবহ্বচঃ"—পাণিনি ৪।১।৫৬—সূত্রানুসারে 'মৃগনয়না' হওয়া উচিত ছিল।

৭। অমর—৩।২৩ নানার্থবর্গ।

৮। বন্ধনীর মধ্যগত অংশ মূল-পুঁথিতে নাই।

৯। ভক্তি—২।৪।

"কণ্ঠহি জীবন জারা" ইতি "জারা" ইতি জার[১] যস্যাঃ কণ্ঠগত-জীবনম্। "করতল বয়ন নয়ান বরু নীর[২]" ইত্যাত্র করতলগতবদনং বৈবশ্যেন, ন তু চিন্তয়া। অশ্রুশোভা সম্ভবস্তু পূর্ববদনুসন্ধেয়ঃ। এবং পরত্রাপি ॥ ৫০০ ॥

(৫০১)

নন্বু তদ্‌বার্তয়াতিদুঃখিতোঽহম্। কিং তু দৈববশাদেতৎ। অতঃ কঞ্চিৎকালসহিষ্ণুতাং সা ত্বৎসখী বিধত্তামিতি প্রত্যুক্তবন্তং মন্যমানা পূর্বোক্তম্ অনুবদন্তী "তুহুঁ রহ নিকরুণ"-ইত্যাদিনা ততোঽপ্যোৎকট্যং কথয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৫০১ ॥

(৫০২)

নন্বু কথং প্রৌঢ়বাদং[৩] করোষি। তত্র গত্বাত্যল্পকালং রসান্তরেণ তদ্দুঃখং বারয়েতি মত্বা তত্রাহ "তুয়া পথ যোই রোই"-ইত্যাদিকম্। "রিঝায়ব" অনুরক্তাং করিষ্যামি। "নিঝায়ব" নিবারয়িষ্যামি—যতশ্চন্দনাদিসেবয়া বৈপরীত্যং ভবতি ॥ ৫০২ ॥

(৫০৩)

নন্বু তৎকথং সমাগমনবার্তয়া তামাশ্বাসয়েতি মত্বা "নিশি দিশি"-ইত্যাদিকমাহ। হে মাধব! যদি ত্বং নিষ্করুণস্তদা[৪] বৃথাশ্বাসেন কিং প্রয়োজনম্। ব্রজবধূনাং জীবনমেব শলাম্। তদেব স্মৃষ্টরূপেণ স্পষ্টয়তি "জীবন-মরণ"-ইত্যাদিনা ॥ ৫০৩ ॥

(৫০৪)

নন্বু প্রত্যুত্তরমকুর্বন্তং মত্বা নিজসখীসাক্ষিপন্তী সকোপং "ধৈরজ না রহ"-ইত্যাদিনোন্মাদমারভ্য চরমদশামাবেদয়তি। উদ্‌গ্রাহাদিচরণদ্বয়ে ব্যর্থচেষ্টয়োন্মাদো ব্যক্তঃ। ধ্রুব[৫]-চরণে হে পর্বতধারিন্! ত্বং ধন্যোঽসি যদ্‌হৃদি নির্দয়ত্বরূপপর্বতমধারীতি ধ্বনিতম্। যতোঽধুনাপি সা জীবত্যতস্তাং ধিক্। ধিক্—তথাচ সচেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি—ধিগিমান্। "তুলসকলম্[৬]"-ইত্যাদিরীত্যানেন শেষচরণেন চ চরমদশা প্রতিপাদিতা ॥ ৫০৪ ॥

(৫০৫)

ততঃ কোপেন বাক্‌স্থগিতাং তাং মন্যমানান্যা কাপামঙ্গলমরণং প্রেম্ণা স্পষ্টং বক্তুমসমর্থা গূঢ়রূপেণ "কতয়ে বেরি বেরি"-ইত্যাদিনা তৎপ্রৌঢ়দশাং নিবেদয়তি। অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫০৫ ॥

(৫০৬)

পুনস্তামপি মৌনিনীং মত্বান্যা কাচিৎ "নদী বহে নয়নক[৭] নীরে"-ইত্যাদিনা স্পষ্টং প্রৌঢ়তাদশামাহ।

"চৌদশী চান্দসমান।
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ" ॥

"তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ"-ইত্যনেন কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশ্যাং যথা চন্দ্রোঽলক্ষ্যো ভবতি তদ্‌বদিত্যর্থকেন ত্বয়ি তত্র গতে সতি তস্যাঃ প্রাণঃ

টীকা—

১। বহতে নাই।

২। "নিঝর"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৩। প্রৌঢ়বাদ—"বারফট্টাই"।
"a bold or pompous assertion" "an arrogant or bold assertion, defient speech." Apte's.

৪। "নিষ্করুণোঽকৃতজ্ঞো"—পাঠান্তর বহু।

৫। "The introductory stanza of a song (repeated as a kind of chorus).

৬। "তুলসকলম্"—অর্থাৎ কলহকুৎ তুলনামূলক ধিক্কারবাদ।

৭। "নয়ানের"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

পরাবর্তিষ্যত[১] ইতি ধ্বনিতম্। অতএব চরমচরণে "কো ইহ লখই নিশানা" ইত্যুক্তম্। নৃপতিসিংহস্ত কবিঃ বিস্তাপতিঃ। যদ্বা স এব কবিঃ ॥ ৫০৬ ॥

(৫০৭)

ততঃ শ্রীরাধায়া দশমীদশাশ্রবণে নাতিব্যামুগ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি "মলিন চিকুর তনু চীরে"-ইত্যাদিনা চেতনং কথয়তি। "করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে" ইতি পূর্ববদ্ বৈবশ্যবশেন[২] ইতি ॥ ৫০৭ ॥

(৫০৮)

ততশ্চেতনশ্রবণেন কথঞ্চিৎ স্থিরঃ স্বদুঃখং কথয়ন্ "তিল এক নয়ন ওত জীউ না সহ"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্যক্তি ॥ ৫০৮ ॥

(৫০৯)

তচ্ছ্রুত্বা "গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ"-ইত্যাদিকং [শ্রীকৃষ্ণং[৩]] প্রতি কাচিদাহ। গমনাবধি তব কশ্চিদ্ বিশেষো ন ভূতো, বার্তাপি ন প্রেষিতা ইত্যর্থঃ। পাশ্চাত্যজনৈর্মূর্দ্ধণ্যষকারোচ্চারণাভেদেন পদাঙ্কচরণশেষবর্ণসাম্যং কৃতমিত্যত্র জ্ঞেয়ম্। "যতনে জীয়াওল"—"যতনম্" অত্র তন্নামাদিগ্রহণম্। ততশ্চেতনে সতি "কাঞ্চক নলিনী"-ইত্যাদিপ্রকারেণ ত্বদ্বার্তয়া চ সান্ত্বয়তি ॥ ৫০৯ ॥

(৫১০)

পুনরন্যা কাচিদাহ "কুঞ্জভবনে ধনি" ইত্যাদি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৫১০ ॥

(৫১১)

ততো দশমীদশানিবৃত্তাবৰ্দ্ধবাহ্যদশায়াং তস্যা উদ্ঘূর্ণোন্মাদং নিবেদয়তি "তুয়া নামে প্রাণ পাই"-ইত্যাদিনা। "দিব্যাঞ্জন" নেত্রসুশীতলকারণাঞ্জনরূপঃ ত্বং! তং দর্শয়েতি শেষঃ। অত্র মথুরাগমনস্ফূর্তিরেব হৃদ্ভ্রমঃ ॥ ৫১১ ॥

(৫১২)

ততো বাহ্যদশাচেষ্টিতং "যব রহু অচেতন"-ইত্যাদি-চতুর্ভির্গীতৈ[৪]-র্জ্ঞাপয়তি। অত্র প্রেমবৈবশ্যাদ্ যথা যথা জ্ঞানং তথা তথা কথনোপক্রমাৎ ব্যতিক্রমোদাহরণং স্থিতম্ ॥ ৫১২ ॥

(৫১৩)

"শতবর পুটপাক তাপক সার"-ইত্যাদিনা ব্যাধিদশাভূতায়াঃ শ্রীমত্যা উদিতমনুবদতি[৫]। "পুটপাক" —তপ্তলোহভাজনম্। "বিসূচী" বিসূচিকা। ইহ "আধি" এবৈবাস্মাকমতিশয়মনঃপীড়া ॥ ৫১৩ ॥

(৫১৪)

"রাইক উদবেগ শুন শুন কাণ"-ইত্যাদিনোদ্বেগদশাক্রান্তায়াঃ কথিতং কাচিদনুবদতি। "পারাবারে" ইতি পূর্বোত্তরকূলে[৬] ॥ ৫১৪ ॥

(৫১৫)

ততঃ "আর পুন শুনহ"-ইত্যাদিনা তস্য মহোদ্বেগং শ্রাবয়তি। "ইন্দীবরদাম" ইন্দীবরশ্রেণীতুল্যঃ। অতো হে প্রাণনাথ! শীঘ্রমাগচ্ছেত্যাভোগ উক্তম্ ॥ ৫১৫ ॥

টীকা—

১। "প্রাণাঃ পরাবর্তিষ্যন্তে—আকাঙ্ক্ষিত কারণ প্রাণশব্দ নিত্যবহুবচন।

২। বৈবশ্যেন—পাঠান্তর বহ।

৩। বন্ধনীর অংশ "আকাঙ্ক্ষা"-বশত দেওয়া হইল।

৪। ৫১২, ৫১৩, ৫১৪ ও ৫১৫ সংখ্যক পদ।

৫। √বদ+ক্ত=উদিত=উক্ত। "উদিতমনুবদতি" অর্থাৎ—যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছেন।

৬। "পারাবারে পরার্বাচী তীরে"—অমর—১।৮—বারিবর্গ।

"পরতীরাবরতীরয়োঃ"—ঐ টীকা।

(৫১৬)

পুনস্তদ্দশাং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ "যব তুহুঁ লায়ল"-ইত্যাদিকং কথয়তি। "লায়ল অবষ্ক্ষিয়তাম্। "বাঢ়ায়ল" ইতি পাঠঃ ক্বচিদ্‌দৃশ্যতে। "পরমুখে" ভবাদৃশব্যতিরিক্তমর্মানভিজ্ঞবহিরঙ্গজনদ্বারা বার্তা-প্রেরণং যথা কৃতং তৎ শৃণু "কি কহিতে" ইত্যাদি। অধুনা যূয়ং সুচতুরাঃ প্রাপ্তাঃ। "কাণ" কৃষ্ণোঽহং যুষ্মাকং চরণেষ্বেতন্নিবেদিতবানিত্যর্থঃ। দিবসদ্বয়া-নন্তরং যদ্‌গমিষ্যামি তত্রাহং গোবিন্দদাসঃ সাক্ষী ইত্যাভোগার্থঃ ॥ ৫১৬ ॥

(৫১৭)

ততঃ শ্রীমত্যা নিকটমাগত্য শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যামোহম্ আগমনবার্তাঞ্চ "রাধানাম আব শুনি-"ইত্যাদিনা নিবেদয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৫১৭ ॥

(৫১৮)

তৎপ্রতীতৌ কিঞ্চিৎকালবিলম্বাসহিষ্ণুতয়া পর-মোদ্বিগ্না "যো মুখ নিরীখণে"-ইত্যাদিগীতত্রয়েণ[১] দশমী[২]-দশামাকাঙ্ক্ষতে। "নিলজ প্রাণ"-ইত্যনেন নির্বেদঃ। "অব মঝু জীবন উপেখন হোয়"-ইত্যনেন মরণাকাঙ্ক্ষা ॥ ৫১৮ ॥

(৫১৯)

ততো দশমীদশা মমৈতৎপ্রকারেণ ভবিষ্যতি বিলাপপূর্বকং "নাহ দরশ সুখ"-ইত্যাদিনা কথয়তি। "নাহ" নায়কস্য দর্শনসুখং বিধাত্রা বাধিতম্। "মরুভূমি" জলশূন্যা। জলদ নেহারি চাতক মরি গেল"-ইতি-দৃষ্টান্তেনাগমনাপেক্ষাসহিষ্ণুতা ন স্বীকৃতেতি গম্যতে। "অব" অস্যাবধি চ "ন হি নিকসল" ন নির্গতঃ কঠিন এব মৎপ্রাণঃ। অস্যা-গমনাশয়ৈবাস্যাবধি ময়া দুষ্টপ্রাণো রক্ষিতঃ। অধুনা তং ত্যক্ষ্যামীত্যর্থঃ। তৎ ত্যাগপ্রকারমাহ "শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান" ইত্যাদি। তন্নামশ্রবণপূর্বক-প্রাণত্যাগে তৎপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫১৯ ॥

(৫২০)

ততো মরণপূর্বকং তৎপ্রাপ্তিবিস্তারাকাঙ্ক্ষা-প্রকারং "যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণ"-ইত্যাদিনা কথয়তি। হে সখি বিরহে মরণমেব নির্দ্বন্দ্বং নিবিরোধমিত্যর্থঃ। "যৈছনে" যেন মরণেন গোকুলচন্দ্রপ্রাপ্তির্ভবতি। "বিরহমরণনিরবন্ধ" ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে। তত্র নির্বন্ধঃ সঙ্কল্পঃ। যেন সঙ্কল্পেনেতি জ্ঞেয়ম্। "যাঁহা পহুঁ"-ইত্যাদি-চরণেষু স্বদেহগতপৃথিব্যপ্‌তেজো-বায়্বাকাশাবপি তৎসঙ্গতির্বাঞ্ছিতা। যথোক্তং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তৎতালবৃন্তেঽনিলঃ[৩]॥"

৫২০ ॥

(৫২১)

তচ্ছ্রুত্বা সখী "বিরহঅনলে"-ইত্যাদিনা যুক্ত্যা তন্নিবারয়তি। "দোসর কলমসবন্ধ" আদৌ জগতি কলঙ্কো দ্বিতীয়ঃ পাপবন্ধঃ ॥ ৫২১ ॥

টীকা—

১। ৫১৮, ৫১৯ ও ৫২০ সংখ্যক পদত্রয়।

২। দশম-দশা—পাঠান্তর-বহু।

৩। শ্লোকটি উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত। পদ্যাবলীতেও উদ্ধৃত এবং এস্থলে ইহা "বাঙ্গালিক"-রচিত বা "কস্যচিৎ" অর্থাৎ অজ্ঞাতনামাব্রচিত বলিয়া উল্লিখিত।

(৫২২)

পুনস্তাং প্রত্যুক্ত্যা বারয়ন্তী "শ্যামবন্ধুর কত আছে"-ইত্যাদিনা মরণমাকাঙ্ক্ষতি। অত্রাপি গীতশেষে শ্রীনরোত্তমদাসস্তত্র গত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য সত্যং জানাতু। যদি শ্যাম এব সুধা ন মিলতি তদা সর্বা বয়ং মরিষ্যাম ইত্যনেন তন্নিবারিতমিতি ভাবঃ ॥ ৫২২ ॥

(৫২৩)

ততোঽপি দুঃখমসহিষ্ণুতয়া "মরিব"-ইত্যাদিকং কথয়তি। তত্রাপি মরণে তৎপ্রাপ্তিরভিলষিতা। এতজ্জ্ঞানপূর্বকং প্রাপ্স্যামি ন বেতি বিচার্য পুনরাহ "হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল" ইত্যাদি। আভোগে তু শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তী-কর্তৃকেন[১] তব-প্রাণবল্লভং হরিমানয়িষ্যামীতি নিশ্চয়েন মূর্তির্ধারিতেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫২৩ ॥

(৫২৪)

ততোঽপি শীঘ্রগমনাপ্রতীতৌ "সজনি, কো কহ আয়ব মাধাই"-ইত্যাদিকং পুনরাহ। "অঙ্কুর তপন" ইত্যাদি। তপনঃ সূর্যঃ। এতেন বিলম্বেনাগমন-স্যাকিঞ্চিৎকরত্বং সূচিতম্। "এখন তখন করি দিবস গোঙায়লু"-ইত্যাদিনা কতিধা মিথ্যাশ্বাসেন মাং বারয়সীতি ধ্বনিতম্। তত্র স্বধিরূঢ়াখ্যভাবেন ক্ষণস্য কল্পতা[২]-মননাদেবেদমুক্তম্। ন তু বহুকালীন-বিরহেণেতি জ্ঞেয়ম্। তদসম্ভবাৎ এবং সর্ব-ত্রৈবোক্তম্। আভোগে তু পুনরতিনিশ্চয়াশ্বাসেন তন্নিবারিতমেবেতি ॥ ৫২৪ ॥

(৫২৫)

ততো জনত্রয়েণাশ্বাসিতা মরণমুক্তবতী "কত দিনে ঘুচব"-ইত্যাদিনা পুনর্বিলপতি ॥ ৫২৫ ॥

(৫২৬)

ততো বিলাপপূর্বকং "তোমা না দেখিয়া শ্যাম"-ইত্যাদিনা তৎসেবনমনোরথং করোতি। অত্র যুষ্মচ্ছব্দপ্রয়োগো বুদ্ধিপূর্বকদূরাহ্বানাদেব ন তু তৎস্ফূর্তেরিতি[৩]। "পিরিতি ফাঁদ"-ইত্যনেন প্রেম-রূপবাগুরয়া[৪] বদ্ধ ইবাস্তাতীতি ধ্বনিতম্ ॥ ৫২৬ ॥

(৫২৭)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণনিকটে সখ্যা গমনং দৃষ্ট্বা সখ্যা বা "বন্ধুরে কহিও"-ইত্যাদিকমাহ। "দাবে" বনাগ্নিনা ॥ ৫২৭ ॥

(৫২৮)

অথ "ঘুমে আলাপই"-ইত্যাদিনা পুন-র্দিব্যোন্মাদমাহ ॥ ৫২৮

(৫২৯)

"তরুণ অরুণ"-ইত্যাদিনা তথোদ্ঘূর্ণাং কথয়ন্তীং মূর্চ্ছামাহ। তল্লক্ষণং যথা—"স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানা-

---

টীকা—

১। অয়মাশ্বাসবোধে প্রদত্ত হইল।

২। ভাব হইতে মহাভাবে প্রেমের পরিণতি কেবল মাত্র ব্রজদেবীতে। মহাভাব দুই প্রকার—রূঢ় ও অধিরূঢ়। মহাভাবে সাত্ত্বিক উদ্দীপ্ত হইলে রূঢ় হয়—

"নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্বিলোড়নম্।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্তিশঙ্কয়া।
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদিসর্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ॥"

উজ্জ্বল—১৪।৮৩, ৮৪।

বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত রূঢ় মহাভাব অধিরূঢ় মহাভাব হয়।

৩। এস্থলে "তোমা" শব্দ দূরাহ্বানপ্রযুক্ত, কৃষ্ণাবির্ভাব-জনিত নহে।

৪। "বাগুরা মৃগবন্ধনী"—অমর—২।১০।২৬—শূদ্রবর্গ।

বৈবশ্যচেষ্টিতম্[১] ।" ইতি। "শয্যাং কুঞ্জগৃহে কচিদ্ বিতনুতে[২]"-ইত্যাদি-তদুদাহরণদৃষ্ট্যা [উদ্‌গণা[৩]] জ্ঞেয়েতি। অত্র প্রথমতঃ প্রাতঃসময়ে নীলাভাকাশেহরুণং দৃষ্ট্বান্তনায়িকাসিন্দূরযুক্তং ভবন্তং মত্বা খণ্ডিতা[৪]। "প্রাণসহচরী[৫]"-ইত্যাদিনা কলহান্তরিতা[৬]। "নয়ন মুদি কহে"-ইত্যাদিনোৎকণ্ঠিতা[৭] বিপ্রলব্ধা[৮] চ। "খঞ্জন ধ্বনি শুনি"-ইত্যাদিচরণে বাসসজ্জা[৯]। "নীল নিচোল"-ইত্যাদিনাভিসারিকা[১০]। "ঘুমল তোঁ সঞে" নিদ্রাযুক্তং ত্বাং মত্বেত্যর্থঃ। অত্র স্বাধীনভর্তৃকা[১১]। "কোকিল কলরব"-ইত্যাদিনা প্রোষিতভর্তৃকা[১২] ইত্যষ্টৌ ॥ ৫২৯ ॥

(৫৩০)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণমনুকূলং কর্তুং তদ্‌বৈবশ্যেন তদ্‌গমনসঙ্কেতং বুদ্ধা বা "তুয়া কোড়ে শশিমুখী"-ইত্যাদিনা প্রার্থয়তে। তথাহি—

"অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতে-
র্বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্‌গারিচিকুরাম্।
ত্বদুৎসঙ্গে নিদ্রাসুখমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনী[১৩]"
॥ ৫৩০ ॥

টীকা—

১। উজ্জ্বল—১৪।১৭।

২। "শয্যাং কুঞ্জগৃহে কচিদ্ বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা
নীলাভ্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী কচিৎ তর্জতি।
আঘূর্ণত্যভিসারসম্ভ্রমবতী ক্লান্তে কচিদ্দারুণে
রাধা তে বিরহোদ্‌ভ্রমপ্রমথিতা ধত্তে ন কাং বা দশাম্ ॥"
উজ্জ্বল—১৪।১৭ সংখ্যক সূত্রের উদাহরণ শ্লোক।

৩। অন্বয়ানুরোধে দেওয়া হইল।

৪। "উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।
এষা তু রোষনিঃশ্বাসতূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ ॥"
উজ্জ্বল—৫।৩৬।

৫। প্রাণসখী—যাহার স্নেহ রাধায় অধিক "প্রাণসখ্যশ্চ…সখীস্নেহাধিকা জ্ঞেয়া।"—উজ্জ্বল ৮।৫৭।

৬। "যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপসন্তাপগ্লানিনিঃশ্বসিতাদয়ঃ ॥"
উজ্জ্বল—৫।৩৮।

৭। "অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথু-হেতুতর্কণম্।
অরতিবাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ ॥"
উজ্জ্বল—৫।৩৩, ৩৪।

৮। "কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্বেদচিন্তাখেদাশ্রুমূর্ছানিঃশ্বসিতাদিভাক্ ॥"
উজ্জ্বল—৫।৩৭।

৯। "স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়াসঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষণম্।
সখীবিনোদবার্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ ॥"
উজ্জ্বল—৫।৩১,৩২।

১০। "যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নীতামসী-যানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥"
উজ্জ্বল—৫।২৯, ৩০।

১১। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়াকুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥"
উজ্জ্বল—৫।৪০।

১২। "দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।
প্রিয়সঙ্কীর্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যচিন্তাদয়ো মতাঃ ॥"
উজ্জ্বল—৫।৩৯।

১৩। ললিতমাধব—৬।৩২।

(৫৩১)

"রাইক দশা সখীর মুখে"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণস্য বচনেন পুনর্দূতী ব্রজাগমনং বর্ণয়তি ॥ ৫৩১ ॥

(৫৩২)

পুনঃ শ্রীমত্যা নিকটে "দূর কর বহু দিন দুখ"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণাগমনং জ্ঞাপয়তি। "চির উষিত কান" চিরপ্রবাসী কৃষ্ণঃ ॥ ৫৩২ ॥

(৫৩৩)

তত্রাপ্রতীতিং কুর্বতীং প্রতি "সুখ অবধারহ রাই"-ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণনিকটকথনপ্রকারং তদাগমনঞ্চ প্রমাণয়তি ॥ ৫৩৩॥

(৫৩৪)

অথ ভাবোল্লাস[১]-গাননির্বাহকং তদ্ভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রং "আজু শচীসুত"-ইত্যাদিনা স্মরতি। ভাবোল্লাসোঽয়ং ভাবসমৃদ্ধিমদরসস্যাঙ্গভূতত্বাৎ[২] তদ্রস এবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৩৪ ॥

(৫৩৫)

ততঃ সমৃদ্ধিমদ্রসা-[৩]ক্রান্তং পুনস্তং "আজু নবদ্বীপচান্দের"-ইত্যাদিনা স্মরতি ॥ ৫৩৫ ॥

(৫৩৬)

"উজর জলধর শ্যামর অঙ্গ[৪]"-ইত্যাদিনা গীতদ্বয়েন[৫] শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিতরূপং বর্ণয়তি ॥ ৫৩৬ ॥

(৫৩৭)

"জয় জয় সুন্দর শ্যাম"-ইত্যাদিনা হে জলধরাদ্ অপি রুচির! "মন্থর-মন্থর হাস" হে অতিমৃদু-হসনশীল! "গতি অতি বারণবার "হে গত্যাতি-মত্তহস্তিন্যক্কারক! "যোজনপ্রেমবিথার"-ইত্যাদিনা হে যোজিতপ্রেমবিস্তার! প্রত্যুত হে রাধারসিক! অতো হে বরাণাং শেখর! তথা শেখরজনানাং সর্বগোপীজনানাং মনোজ্ঞ! জয় জয়। অত্র শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধয়া সহ বিহারেণ স্বস্য পরমপ্রেম-রসিকত্বং প্রখ্যাপনেন সর্বোৎকর্ষমাবির্ভাবয়েত্যর্থঃ। "বন্ধুক" বান্ধুলীতি খ্যাতপুষ্পম্ ॥ ৫৩৭ ॥

(৫৩৮)

ততস্তন্নিকর্ষাগমনমজ্ঞায়[৬] পরমোল্লাসবৈবশ্যেন শ্রীমতী "যব হরি আওব"-ইত্যাদিকমাহ। "সহকারপল্লব চুচুক দেবি" অতিসৌরভাম্রপল্লবস্থারি কুচাগ্রং দদ্যেত্যর্থঃ। তথাচ "আম্রশ্চূতো রসা-

---

টীকা—

১। সম্ভোগ-শৃঙ্গারের গৌণপ্রকারভেদের বিশেষ স্বপ্নসম্ভোগকে ভাবোৎকণ্ঠাময় স্বপ্নসম্ভোগ বলে। ইহার লক্ষণ—

"বিশেষঃ খলু জাগর্যা নির্বিশেষো মহাদ্ভুতঃ।
ভাবোৎকণ্ঠাময়ো জ্ঞেয় চতুর্ধা পূর্ববন্মতঃ।"

উজ্জ্বল—১৫।১১০,১১১।

চতুর্ধা প্রকার—সংক্ষিপ্ত (পূর্বরাগ), সঙ্কীর্ণ (মান), সম্পন্ন (নিকট প্রবাস) ও সমৃদ্ধিমান্ (দূর প্রবাস)। দূর প্রবাসের পরেই ভাবোল্লাসের সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

২। ভাবোল্লাসজনিত সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ শৃঙ্গার।

৩। "দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে সঃ সমৃদ্ধিমান্।"

উজ্জ্বল—১৫।১০৭।

৪। "শ্যামর অঙ্গ"—ক-পুঁথিতে নাই।

৫। ৫৩৬ ও ৫৩৭ সংখ্যক পদদ্বয়।

৬। আজ্ঞায়—পাঠান্তর বহু—(এই পাঠের-অর্থ সঙ্গতি নাই)।

লোঽসৌ সহকারোঽতিসৌরভঃ" ইত্যমরঃ[১]। "চুচুকং তু কুচাগ্রং স্যাৎ[২]" ইতি চ। "ধূপ দীপ নৈবেদ্য"-ইত্যত্র ধূপঃ স্বাঙ্গসৌরভং, প্রদীপোঽত্র নিজাঙ্গকান্তিঃ। নৈবেদ্যং উপভোগাতিরেক" ইতি তু বৈবশ্যাপ্রোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথা পূর্বাপরবাক্যবিরোধঃ স্যাৎ। "ইহ রস ভাগে" ভাগোনায়ং রসো ভবতীতি। ॥ ৫৩৮ ॥

(৫৩৯)

ততঃ পূর্বোক্তৌ নিজসারল্যং বিমৃশ্য স্বাভাবিকমধ্যাগুণোদয়াদ্[৪] -অপি পরমবৈবশ্যেন "অঙ্গনে আওব যব রসিয়া"-ইত্যাদিনা কৌশলাগুভিলষতি। "কাঁচুরা" কঞ্চুলী ॥ ৫৩৯ ॥

(৫৪০)

ততঃ প্রেমচাপল্যাৎ পুনঃ "হামক মন্দির যব আওব কানু"[৫]-ইত্যাদিকা বক্তি ॥ ৫৪০ ॥

(৫৪১)

ততোঽত্যুৎকণ্ঠয়া "রে রে পরমপ্রেম পরাৎসজনি"-ইত্যাদিকমাহ। সকল ভুবন তেজি" সকলানি ভুবনানি ত্যক্ত্বা। "ভূষন সমুখ সাজব রে" ইতি ভূষণেন সহ সম্মুখী ভবামি। যদ্বা ত্বরয়া ভূষণান্যপি ত্যক্তেত্যর্থঃ। "লাজ নতি ভয়"-ইত্যাদি। সলজ্জো নম্রঃ সভয়শ্চ সন্ যদা নিকটমাগমিষ্যতি তদৈবং করিষ্যামি। "কামকৌশল কোপ-কাঞ্চর" ইতি কামসম্বন্ধি কৌশলং তৎসম্বন্ধী কোপোঽর্থাৎ কৈতববিশেষস্তৎসম্বন্ধি কার্যং সুরতম্[৬] কার্য ইত্যস্য ভাষা "কাঞ্চর" ইতি। "তবহুঁ" তদা রাজিষ্যতে। তানি বিবৃণোতি। তত্র "কবহু কোকিল"-ইত্যারভ্য "কণ্ঠে লাওব"-ইত্যন্তং কামকৌশলম্[৭]। "করজশাসন" নখাঘাতঃ। "কলা-আসন[৮]" বিলাসচাতুর্যম্। "কছু না গোয়ব রে" কিঞ্চিন্ন গোপনং করিষ্যামি। "কবহু" ইতি যত্র যত্রাস্তি তত্র কুত্রচিৎ কুত্রচিৎ[৯] কাল ইত্যর্থোঽবগন্তব্যঃ। "কবহু কিতব"-ইত্যারভ্য "মাজি কোই"-ইত্যন্তং কামকোপশ্চ বিবৃতঃ। কিং "কৈতব" কোপেন রসং স্থগিতং কৃত্বা "রুষব" রোষং করিষ্যামি। তদা "যতন" ইত্যাদি। "মাজি" মহার্ঘা দুর্লভেত্যর্থঃ। পুনঃ "সাজি হোয়ব রে"-ইত্যারভ্য "মুষব রে"-ইত্যন্তং কামকার্যমাকাঙ্ক্ষিতম্। "সাজি" "সস্তা" ইতি যস্য ভাষা সুলভেত্যর্থঃ। "অচিরে মুষব" তং মদনমন্মথ[৯]-হস্তিনং তদভি[১০]-খণ্ডয়ামি শীঘ্রং বশে নয়ামি। অঙ্কুশেন সামান্যহস্তিনমিবেত্যর্থঃ ॥ ৫৪১ ॥

টীকা

১। অমর—২।৩৩—বনৌষধিবর্গ।

২। অমর—২।৭৭—মনুষ্যবর্গ।

৩। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের লক্ষণ।

৪। "সর্ব এব বসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে। যদস্যাং বর্ততে ব্যক্তা মৌগ্ধ্যপ্রাগল্‌ভ্যয়োর্যুতিঃ।" উজ্জ্বল—৫।১৬।

৫। মূল পদের পাঠ—"কান"।

৬। "সুতরাং—বহন্ব এই পাঠ অর্থহীন।

৭। সম্ভোগকালে কণ্ঠস্বরের ভাবব্যঞ্জক আকৃতিসমূহ।

৮। কামশাস্ত্রোক্ত সম্ভোগকালীন বিবিধ দেহভঙ্গি।

৯। মূল-পুঁথিতে নাই।

৯। মদন ও মন্মথ উভয় শব্দই কন্দর্পপর্যায় হওয়াতে পুনরুক্তদোষপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। সুতরাং "√মদী হর্ষগ্লপনয়োঃ+ল্যুঃ" = মদন—এই অর্থ ধরিয়া "আনন্দদায়ক" অর্থ ধরিতে হইবে। অনুরূপভাবে "মৎ=চেতনা, মতো মথঃ" = মন্মথ ধরিয়া অর্থ হইবে চিত্তবিমথনকারী। এরূপ অর্থ ধরিলে এস্থলে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার হইবে।

১০। "তদভি"-অংশ মূল-পুঁথিতে নাই।

(৫৪২)

ততো দূরতঃ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীমতী নিরতিশয়-প্রেমামৃতসমুদ্রসংমগ্না সতী—

"সোই পরাণনাথ পাইনু ।

যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু" ॥

ইত্যাহ। ততোঽস্মদ্‌বক্তুমসমর্থা স্তব্ধাভূদিতি। অহোঽধিরূঢ়ভাবপরাকাষ্ঠা[১] ॥ ৫৪২ ॥

(৫৪৩)

ততো "মথুরা সঞে হরি"-ইত্যাদিনা তয়োর্মিলন-প্রকারং সুদীপ্ত-সাত্ত্বিকঞ্চ[২] দর্শয়তি। প্রথমতঃ পিতরাবনভিবাদ্য যং শ্রীরাধানিকটং গতস্তং তস্যাসমোর্দ্ধ তৎপ্রেমাধীনত্বং সূচিতম্। এবং "দ্রুম-পশু-পাখীকুল"-ইত্যাদিনা [শ্রীবৃন্দাবন-স্থানামেব তেষাং তস্মিন্ স্বাভাবিকপ্রেমা অপ্রাকৃত-ত্বঞ্চ][৩] ধ্বনিতম্। দাবো বনাগ্নিস্তেন দগ্ধানাং যথামৃতস্নানং জীবনশরীরসৌন্দর্যারোগ্যপ্রদং ভবতি তথাস্য মিলনং সর্বেষাম্। অত্র পুলকাদয়োঽষ্টৌ সুদীপ্তসাত্ত্বিকাঃ স্পষ্টাঃ। সচেতনপদোল্লেখান্নির্জন-পদোপাদানাচ্চ[৪] কেলিকরণেচ্ছা সখীনামন্যত্রগমনঞ্চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৪৩ ॥

(৫৪৪)

ততো নির্জনকুঞ্জগতয়োর্লীলাং তদ্‌গবাক্ষজালান্ত-র্গতিচক্ষুঃ সখ্যঃ "রাধামাধব"-ইত্যাদিগীতত্রয়েণ[৫] পরস্পরং বর্ণয়ন্তি। অত্র প্রথমতঃ "দুহুঁ ভেল অচেতন"-ইত্যনেন প্রলয়[৬] উক্তঃ। ততঃ "দরশনে পুলকিত দুহুঁ তনু কাঁপ। পুন পুন লোর" ইত্যুপক্রম্য। তেন পৌনঃপুন্যেন সাত্ত্বিকোদয়াৎ[৭] শান্তিশ্চ[৮] সূচিতা। "মনে অছু মানি" যেষাং যথেতার্থঃ ॥ ৫৪৪ ॥

টীকা—

১। "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥"

উজ্জ্বল—১৪।৮৬।

অর্থাৎ রূঢ় মহাভাবের অনুভাবগুলি যেস্থলে কোনো এক অভূতপূর্ব বিশিষ্টতা লাভ করে তখন ইহাকে অধিরূঢ় বলে। অধিরূঢ় মহাভাব দ্বিবিধ—মাদন ও মোদন। মাদন সর্বদাই মিলিতাবস্থায়—"যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ।" ভাবোল্লাস সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের অঙ্গ সুতরাং এস্থলে সম্ভবত মাদনের কথা স্মরণ করিয়াই "অধিরূঢ়ভাব-পরাকাষ্ঠা" বলা হইয়াছে। মাদন মহাভাবশ্রীরাধার।

২। একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব এব বা।
আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্তিতাঃ ॥
উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি।

ভক্তি—২।৩।

৩। এই বন্ধনীযুক্ত অংশস্থলে বহতে "শ্রীবৃন্দাবনং" আছে।

৪। এস্থলে "আওল নিরজন কুঞ্জে" অংশে নির্জনপদো-পাদান এবং "হোই সচেতন" অংশে "সচেতন"পদোল্লেখ তীব্র সম্ভোগেচ্ছাকে ব্যক্তিত করিয়াছে।

৫। ৫৪৪, ৫৪৫ ও ৫৪৬ সংখ্যক পদত্রয়।

৬। সাত্ত্বিকভাববিশেষ—

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টা জ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥"

ভক্তি—২।৩।

৭। "ভাবানাং কচিদুৎপত্তি-সন্ধি-শাবল্য-শান্তয়ঃ।
দশাশ্চতস্র এতাসামুৎপত্তিস্থিহ সম্ভবঃ ॥"

ভক্তি—২।৩।

৮। "অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে ॥"

(৫৪৫)

অত্র "অধরসুধারসে লুবধল মানস"-ইত্যাদিনা কাচিৎ সম্বন্ধিমৎসম্ভোগং বর্ণয়তি। "কৈছে করব পুন স্মরতিজলধি-অবগাহ" ইত্যন্তং প্রেমবৈবশ্য-বর্ণনম্। "রতং নিধুবনং স্মৃতম্[১]" ইতি স্মরণাৎ ॥ ৫৪৫ ॥

(৫৪৬)

'দিনকরকিরণরহিত"-ইত্যাদিনা পুনস্তমেবোপ-পাদয়তি। দিনকরঃ সূর্যঃ। চষকং পানপাত্রম্ ॥ ৫৪৬ ॥

(৫৪৭)

ততঃ "চিরদিন মিলন"-ইত্যাদিনা তদুপসংহার-পূর্বকনিজগৃহগমনং তদ্‌ভঙ্গাগানং রসোদ্‌গারঞ্চ বর্ণয়তি। "নিধুবনে" তদাখ্যস্থানবিশেষে ॥ ৫৪৭ ॥

(৫৪৮)

ততঃ "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ"-ইত্যাদি গীতচন্দ্রং সম্বন্ধিমদ্‌রসোদ্‌গাররূপমুদাহরতি। "ঐছন"-ইত্যন্ত পাশ্চাত্যভাবা "অবহন" ইতি ॥ ৫৪৮ ॥

(৫৪৯)

দর্শনানন্দমুক্তা "দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল"-ইত্যাদিনা তৎসম্ভোগরসমুদ্‌গিরতি। "রভস আলিঙ্গনে"-ইত্যাদিনা তৎ সূচিতম্ ॥ ৫৪৯ ॥

(৫৫০)

অস্যার্থঃ সুগমঃ।

(৫৫১)

ততঃ সর্বোৎকর্ষপ্রিয়য়া সহ সর্বাতিশয়রসমাস্বাদ্য তৎ সংগোপ্য চাতুর্যেণ ব্রজং গতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি "নন্দের নন্দন চতুর কান"-ইত্যাদিনা নিরূপয়তি। তত্র গীতশেষে শ্রীকৃষ্ণস্তু পুনঃসম্ভোগায় সঙ্কেত-স্থানাগমনং বর্ণিতমিতি ॥ ৫৫১ ॥

(৫৫২)

অথাভিসারাদিগাননির্বাহকং তদ্‌ভাবকৃতাবতারং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "কি বা কহু নবদ্বীপ চান্দ"-ইত্যাদি-গীতত্রয়েন[২] স্মরতি। "আনহ নীল নিচোল"-ইত্যাদিনাভিসারিকাভাবাক্রান্তঃ সূচিতঃ ॥ ৫৫২ ॥

(৫৫৩)

তত্র সম্ভোগগাননির্বাহকং তদ্‌ভাবাক্রান্তং শ্রীশচীসুতং "অপরূপ গৌরকিশোর"-ইত্যাদিনা পুনঃ স্মরতি। অস্যার্থস্তু রসিকৈরনুসন্ধেয়ঃ ॥ ৫৫৩ ।

(৫৫৪)

ততশ্চ প্রেমবৈচিত্ত্যরসগাননির্বাহকং "সজনি অদ্ভুত গৌরাঙ্গবিলাস"-ইত্যাদিনা তদ্‌রসাপন্নং শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রমনুভবতি। অস্যার্থোঽপি তথা ॥ ৫৫৪ ॥

(৫৫৫)

ততঃ "হের দেখ অপরূপ শয়নমন্দিরে"-ইত্যাদিনা তদ্‌রসকার্যভূতনিদ্রাসঞ্চারিভাবাক্রান্তং শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রং দর্শয়তি ॥ ৫৫৫ ॥

টীকা—

১। "ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্মো মৈথুনং নিধুবনং রতম্।" অমর—২।৮।৫৭।

২। ৫৫২, ৫৫৩ ও ৫৫৪ সংখ্যক পদ।

(৫৫৬)

ততো লিখিষ্যমাণরসোপযোগি শ্রীকৃষ্ণরূপং "কালিন্দী সলিল"-ইত্যাদিনা সূচয়তি। "করম্বিত" যুক্তঃ। কুট্মলঃ "কোঁড়া" ইতি যস্তাখ্যা। কৌশলস্ত কারণস্তাপি কারণরূপঃ। কটকো বলয়ঃ। "কুন্দন" কেয়ূরং স্বর্ণ-করভূষণং "তাড়" ইতি যস্তাখ্যা ॥ ৫৫৬ ॥

(৫৫৭)

ততঃ পরমানন্দবৈবশ্যাদ্ ভাবি বিলাসং প্রত্যক্ষম্ ইবানুভূয় "নিভৃতনিকুঞ্জ"-ইত্যাদিকমাহ। ময়া কীদৃশ্যা? নিশি নিভৃতং নির্জনং নিকুঞ্জগৃহং "নিভৃত-নিকুঞ্জ"-সংজ্ঞকং কুঞ্জগৃহং বা গতয়া। তং কীদৃশম্? রহসি কৌতুকায় নিলীয় স্বাঙ্গং সংগোপ্য তিষ্ঠন্তম্। ততঃ পরং কীদৃশ্যা? চকিতং যথা স্যাৎ তথা "স রসবর্দ্ধকো নিলীয় কান্তে," ইতি বিলোকিতাঃ সকলা দিশো যয়া। গমকত্বাৎ ক্রিয়াবিশেষণেন সমাসঃ[১]। কীদৃশঞ্চ? রতেরানন্দরূপভাববিশেষস্য যো রভসো বেগস্তদ্বশেন তদা যৎ তয়া হসন্তম্। "রভসো মুদিরে বেগে[২]" ইতি ধরণিঃ। "বশ আয়ত্ততায়াং স্যাৎ বশমিচ্ছাপ্রভুত্বয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ[৩]। "রসেন" ইতি পাঠে রতিরভসাত্থাৎপন্নো যো রসো মিথো লীলাবিলাসরূপস্তেন ॥ ক ॥

তদ্দিনপ্রদোষে পুনরত্যুৎকণ্ঠয়া শ্রীকৃষ্ণমেলনার্থং স্বসখীং প্রতি শ্রীমতী "নিভৃতনিকুঞ্জম্"-ইত্যাদিকমাহ। হে সখি! কেশিমথনং ময়া সহ রময়। তত্র কেশিমথনশব্দোপাদানাৎ মথুরাত আগমনানন্তরমিথমুক্তিরিতি পূর্বাচার্যৈরুক্তম্। যতঃ কেশি-মথনদিন এবাক্রূরাগমনাৎ ভাবিবিরহস্ফূর্ত্যা লীলান্তরাপ্রতীতিঃ। কীদৃশম্? উদারং বাঞ্ছিতপ্রদং দক্ষিণং বা। "উদারো দাতৃমহতোর্দক্ষিণেঽপ্যভিধেয়বৎ" ইতি বিশ্বঃ[৪]। সবিকারং মানসভাবেন সহিতম্। "বিকারো মানসো ভাবঃ" ইত্যমরঃ[৫]। শ্রীবালবোধিন্যামপি ময়ি মানসভাবেন সহিতমেবম্ অন্যোন্যানুরাগঃ কথিতঃ। অন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ। তথা চোক্তম্—

"অনুরাগোঽনুরাগিণ্যাং রসাবহ ইতি স্থিতিঃ।
অভাবে ত্বনুরাগস্য রসাভাসং জগুর্বুধাঃ[৬] ॥"

ইতি ব্যাখ্যাতম্। ময়া কীদৃশ্যা? মদনেন শ্রীকৃষ্ণেন কৃতো যো মনোরথ[৭]-স্তদ্যুক্তয়া ॥ ক্র ॥

তদ্দর্শনানন্তরং কীদৃশ্যা কীদৃশং বা! প্রথম-সমাগমে লজ্জিতয়া নিতাং নবনবায়মানত্বাৎ, তত্রাপি মথুরাত আগত্য রাত্রৌ প্রথমমিলনাচ্চ তথোক্তম্। পটুভিঃ সমর্থৈশ্চাটুশতৈঃ প্রিয়োক্তিশতৈরনুকূল-

---

টীকা—

১। "চকিতং"—ক্রিয়াবিশেষণ। চকিতং বিলোকয়তি সকলাঃ দিশঃ যা তয়া ইতি।

২। "রভসো বেগহর্ষয়োঃ" ইতি বিশ্ব। মনে হয় "বেগ" অপেক্ষা "হর্ষ"—অর্থটিই এস্থলে অধিকতর প্রযোজ্য।

৩। "বশঃ কান্তৌ"—অমর ৩।২।৮। "কান্তি"—অর্থ ধরিলে—"রতি-রভস-বশেন"—পদের অর্থ হইবে—"রতি"-জনিত হর্ষের দ্বারা যে সুন্দর—তাহাকে। 'বশ' শব্দের "কান্তি" অর্থটিই সুপ্রযুক্ত হইতে পারিত।

৪। মূল টীকায় "বিশ্ব" আছে। কিন্তু অমরকোষে তৃতীয় কাণ্ডে নানার্থবর্গে ১৯২ সংখ্যক শ্লোকে এই সূত্রটি "মেদিনী"-কোষের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৫। অমর কোষে আছে "পরিণামো বিকারো দ্বে সমে বিকৃতিবিক্রিয়ে"—৩।১৫ সংকীর্ণ বর্গ।

৬। প্রাচীন উক্তি।

৭। মন এব রথোঽত্র মনো রথ ইব বা।
'ইচ্ছাকাঙ্ক্ষাস্পৃহেহাতৃড্ বাঞ্ছা লিপ্সা মনোরথঃ।
কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ"—অমর ১।৭।২৭।

সংজ্ঞকং নায়কম্। "চাটু নারীপ্রিয়োক্তিঃ স্যাদ্" ইতি হারলতা[১]। ততো মুহুর্মধুরঞ্চ স্মিতযুক্তং ভাষিতং যস্যাস্তয়া শিথিলীকৃতং জঘনে দুকূলং যেন তম্ ॥ খ ॥

ততঃ কিসলয়শয়নে শ্রীকৃষ্ণেন নিবেশিতয়া চিরং মম বক্ষস্থেব শয়ানম্। ততস্তেন কৃতে পরিরম্ভণ-চুম্বনে যস্যাঃ। পরিরভ্য তদাবেশং পৌনঃপুন্যেন মামালিঙ্গ্য কৃতমধরপানং চুম্বনান্তর্গতপানবিশেষো যেন তৎ ॥ গ ॥

ততোঽলসেন ভাববিশেষেণ নিমীলিতে লোচনে যয়া তয়া পুলকাবলিভির্ললিতৌ কপোলৌ গণ্ডৌ যস্য তম্। ততঃ শ্রমজলং সকলকলেবরে যস্যাস্তয়া বরমদনহর্ষাদতিলোলং চঞ্চলং সুরতপ্রবৃত্তমিত্যর্থঃ ॥ ঘ ॥

কোকিলস্য কলরব ইব মধুরাস্ফুটধ্বনিরিব কূজিতং[২] "ন ন"-ইত্যাদিগদ্গদশব্দো যস্যাস্তয়া জিতো মনসিজতন্ত্রস্য কামশাস্ত্রস্য বিচারো যেন তম্। শাস্ত্রকারস্য বাৎস্যায়নস্য কন্দর্পস্য বোপমর্দ্দক[৩] ইতি ভাবঃ। তন্ত্রং প্রধানশাস্ত্রয়োরিতি বিশ্বঃ। ততঃ সুতরাং শ্লথানি কুসুমানি যেষু ত আকুলা বিকীর্ণাঃ কুন্তলাঃ[৪] কেশা যস্যাস্তয়া নখেন লিখিতোঽঙ্কিতো ঘনস্তনভারো যেন তম্ ॥ ঙ ॥

ততশ্চরণে রণিতৌ মণিনূপুরৌ যস্যাস্তাদৃশ্যা পরিপূরিতঃ সম্পূর্ণতাং প্রাপিতঃ সুরতস্য বিতানং বিস্তারো যেন তম্। প্রয়োজকণিজর্থেন বোধিতম্। শ্রীকৃষ্ণপ্রার্থনেন সুরতবিশেষঃ সূচিতঃ। ততো নিতরাং পূর্বং মুখরা পশ্চাৎ ত্রুটিতগুণা মেখলা যস্যাস্তয়া কচগ্রহণেন সহ বর্তমানং চুম্বনদানং যস্য তম্ ॥ চ ॥

ততো রতিসুখসময়ে যো রসস্তেনালসঃ ক্রিয়া-মান্দ্যং যস্যাস্তয়া—"অলসঃ পাদরোগে স্যাৎ ক্রিয়ামান্দ্যে দ্রুমান্তরে" ইতি বিশ্বঃ— ঈষন্মুকুলিতে নয়নসরোজে যস্য তম্। ততশ্চ নিঃসহোঽসহনম্ অবলম্ব্য তেন নিপতিতা তনুলতা যস্যাস্তয়া তম্। কীদৃশং মধুসূদনম্? মন্মুখপদ্মমধুপানাসক্তম্ অতএব পুনরুদিতমনোজ্ঞম্। উদিত উদ্ভূতো মনোজ্ঞঃ কন্দর্পো যস্য তাদৃশম্ ॥ ছ ॥

ইদমুৎকলিতগোপবধ্বাঃ শ্রীরাধায়াঃ কথিতং শ্রোতৃসুখং বিতনোতু। সলীলং সবিলাসম্। "লীলা কেলিবিলাসোঽথ" ইতি বিশ্বঃ[৫]। শ্রীজয়দেবেন ভণিতমনুকূলকথিতাতিশয়েন শ্রীকৃষ্ণস্য নিধুবনস্য সুরতস্য শীলং সন্নিধিধ্যানমেব যত্র তৎ। "রতং নিধুবনং স্মৃতম্" ইত্যমরঃ[৬]। ॥ ৫৫৭ ॥

টীকা—

১। দামোদর গুপ্তের "কুট্টনীমতম্"-এর নায়িকা-নামাঙ্কিত আখ্যানবিশেষের নাম "হারলতা"।

২। 'বিরুতানি চাষ্টৌ ॥২॥ হিংকার-স্তনিত-কূজিত-রুদিত-শূৎকৃত-দূৎকৃত-ফূৎকৃতানি ॥৬॥...পারাবত-পরভৃত-হারীত-শুক-মধুকর-দাত্যূহ-হংস-কারণ্ডব-লাবক-বিরুতানি শীৎকৃতভূয়িষ্ঠানি বিকল্পশঃ প্রযুঞ্জীত" ॥৮॥ বাৎস্যায়ন-কামসূত্র—সপ্তম অধ্যায়—সাংপ্রয়োগিকাধ্যায়।

৩। বাৎস্যায়নকৃত কামকলাকে যিনি জয় করিয়াছেন অথবা স্বয়ং মন্মথকে যিনি কামকলায় জয় করিয়াছেন।

৪। মূল-পুঁথিতে নাই।

৫। বিশ্বে সম্পূর্ণ শ্লোকটি—
"লীলা বিদুঃ কেলিবিলাসখেলা শৃঙ্গারভাবপ্রভবঃ ক্রিয়াসু"—
হেলা লীলেত্যমী ভাবাঃ ক্রিয়াঃ শৃঙ্গারভাবজাঃ—
ইত্যমরঃ—১।৩।৩২।
লীলা বিলাসক্রিয়য়োঃ—অমর—৩।৩।১৯৯।

৬। "ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্মো মৈথুনং নিধুবনং রতম্"। অমর—২।৬।৫৭।

(৫৫৮)

ততস্তদানীমেব কাচিৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষিতা সখী তত্রাগত্য তস্য সঙ্কেতগমনমত্যুৎকণ্ঠাদিকঞ্চ শ্রীমতীং প্রতি "কালিন্দীকাননকুঞ্জকুটীরহি"-ইত্যাদিনা নিবেদয়তি। কুসুমতলপ" পুষ্পেন শয্যাং পুনঃ পুনঃ সজ্জীকরোতি—ত্বয়া সহ বিহরিষ্যামীতি মনসি মত্বৈব। "কোরক" কলিকা। "কৌশল কাজক" কৌশলে কার্যম্। "কোমল" শ্রুতিসুখজনকম্। "গন্ধবাহঃ" বায়ুঃ। "কেকিতান" ময়ূরনৃত্যম্[১]। ইত্থমুদ্দীপনসামগ্রী[২] দর্শিতা ॥ ৫৫৮ ॥

(৫৫৯)

তস্য ত্বা পরমানন্দসমুদ্রসম্মগ্নায়াঃ শ্রীমত্যা বিভ্রমভাবেন[৩] গমনপ্রকারং মেলনঞ্চ "কানুক সংবাদ পাই বররঙ্গিণী"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "বিপরীত"-ইত্যনেন বিভ্রমো ব্যক্তঃ। "ভরাতি" ভ্রান্তিঃ ॥ ৫৫৯ ॥

(৫৬০)

পুনঃ কীদৃশম্? শ্রীরাধায়া বদনস্য বিলোকনেন বিকসিতানামদ্ভুতানাং বিবিধবিকারাণাং সাত্ত্বিকহর্ষাদ্যনুগতভাবানাং বিভঙ্গা ভঙ্গা ঊর্ময়ো যত্র শ্রীকৃষ্ণে রসাব্ধিরূপে তথা তম্। "ভঙ্গস্তরঙ্গ ঊর্মির্বা"[৪] ইত্যমরঃ। কমিব? বিধুমণ্ডলদর্শনেন তরলিতাস্তঙ্গাস্তরঙ্গা যত্র তাদৃশং জলনিধিমিব ॥ ক ॥

ততো "রাধাবদনবিলোকন"-ইত্যাদিনা উভয়োর্দর্শনানন্দকৌশলং দর্শয়তি। সা শ্রীরাধা হরিং দদর্শ দৃষ্টবতী। কীদৃশম্? একরসমেকো মুখ্যো রসঃ শৃঙ্গারো যস্য[৫]। একস্যাং শ্রীরাধায়াং রসো যস্যেতি বা[৬]। চিরং বাঞ্ছিতো বিলাসঃ কেলির্যেন তম্॥ চিরমিত্যনেন মথুরাগমনানন্তরমেতদ্ বোধিতম্। গুরুহর্ষস্য বশম্বদমায়ত্তং বদনং যস্যানঙ্গং বিকাশয়তি প্রকটয়তীতি তথা তম্[৭]। গ্র।

পুনঃ কীদৃশম্? উরসি বিদূরং পরিলম্ব্য হারং দধতং ধারয়ন্তম্। অমলতরাস্তারাঃ শুদ্ধমুক্তা যত্র তম্। "মুক্তা শুদ্ধৌ চ তারঃ স্যাৎ" ইত্যমরঃ[৮]। বিদূরমত্র বিন্যাসোপযুক্তস্থানম্। কমিব? স্ফুটতরেণ ফেণকদম্বকেন তৎসমূহেন করম্বিতং যুক্তং যমুনাজলপ্রবাহমিব ॥ খ ॥

টীকা—

১। "নৃত্য"—অর্থে "তান"শব্দের ব্যবহার কোনো অভিধানে পাই নাই।

২। "উদ্দীপনা বিভাবা হরেস্তদীয়প্রিয়াণাঞ্চ।
কথিতা গুণনামচরিতমণ্ডনসম্বন্ধিনস্তটস্থাশ্চ ॥"

উজ্জ্বল—১০।১।

গুণ—কৃতজ্ঞতাদি মানস, শ্রুতিসুখত্বাদি বাচিক এবং বয়োরূপলাবণ্যাদি কায়িক। নাম—কৃষ্ণাদি। চরিত—অনুভাবাদি অনুভাব ও চারুবিক্রীড়াদি লীলা। বাসভূষাদি মণ্ডন। বংশীরবাদি লগ্ন ও তদাশ্রিত-নির্মাল্যাদি সন্নিহিত সম্বন্ধী। সর্বশেষে চন্দ্রিকাদি তটস্থ ইত্যাদি।

৩। "বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্যয়ঃ ॥"

উজ্জ্বল—১১।২০।

অথবা

অধীনস্যাপি সেবায়াং কান্তস্যাভিনন্দনম্।
বিভ্রমো বামতোদ্রেকাৎ স্যাদিত্যাখ্যাতি কশ্চন ॥

উজ্জ্বল—১১।২১।

৪। অমর—১।০ বারিবর্গ।

৫। "শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ"—শৃঙ্গারপ্রকাশ।

৬। ইহার দ্বারা—শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলনায়কত্ব ব্যক্তিত হইল।

৭। এই অংশ ক-পুঁথিতে পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

৮। অমর—৩।৩।১৩৭।

শ্যামলং মঞ্জুলং কোমলঞ্চ কলেবরমণ্ডলং যস্য তথাধিগতং পরিহিতং পীতপট্টবস্ত্রং যেন তম্। কমিব? পীতপরাগাণাং হরিদ্রাভকুসুমরজসাং পটল-ভরেণ সমূহাতিশয়েন বলয়িতং বেষ্টিতং মূলং যস্য তাদৃশং নীলনলিনমিব। এতেনাদ্ভুতোপমা গম্যতে॥ গ॥

তরলদৃগঞ্চলস্য বলনেন মনোহরং বদনং যস্য, [তথা][১] জনিতঃ শ্রীরাধায়া রতিরাগো যেন স চাসৌ চেতি তম্। শরদি প্রস্ফুটপদ্মস্তোমস্য মধ্যে খেলিতমিতস্ততঃ স্বচাঞ্চল্যেন ভ্রমৎখঞ্জনযুগং যত্র তাদৃশং তড়াগমিব। তত্র তড়াগগতস্য জলস্য শ্যামতা লভ্যতে॥ ঘ॥

বদনকমলস্য পরিশীলনেনানুশীলনেন মিলিতা প্রাপ্তা স্বর্ণসদৃশয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ শোভা যস্মাদপূর্বং তৎপদ্মাকর্ষণেন স্বর্ণস্তত্রৈব মিলিতস্তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। স্মিতকান্তিরেব কুসুমম্। তেন সমাগুম্ফিতং যদধরপল্লবং তেন হৃতো বর্দ্ধিতস্তস্যা রতিলোভো যেন তম্॥ ঙ॥

শশিকিরণেন ছুরিতং ব্যাপ্তমুদরং যস্য তাদৃশ-জলধরাদপি সুন্দরাঃ কুসুমসহিতাঃ কেশা যস্য তাদৃশম্। তিমিরে শ্যামলাকাশ উদিতবিধুমণ্ডলাদপি নির্ম্মলশ্চন্দনতিলকস্য নিবেশো বিন্যাসো যত্র তম্। যথা তিমির উদিতবিধুমণ্ডলমিবেতি বাক্য অদ্ভুতো-পমেয়ম্॥ চ॥

বিপুলপুলকাতিশয়েন দন্তুরিতং কদম্বকুসুমা-কারাস্থিরতীকৃতম্। রতিকেলিকৌশলৈঃ সকম্পম্। এতদ্দ্বয়ং মানসসাত্ত্বিকস্যানুভাবরূপম্। মণিগণানাং কিরণসমূহৈঃ সমুজ্জ্বলানি ভূষণানি সাহজিকসুন্দরে শরীরে যস্য তথা তম্॥ ছ॥

ভোঃ সহৃদয়াঃ! শ্রীজয়দেবেন ভণিতো বিভাবো[২] ভাবানুভাবাদিস্তেন দ্বিগুণীকৃতো ভূষণভারো যস্য তাদৃশম্। সুকৃতমত্র প্রেমসাধনং তদ্বদ্ যস্য ফলস্য সাররূপং হরিং পূর্বোক্তপ্রকারেণ চিন্তয়ং স্বহৃদি বিনিধায় যূয়ং প্রণমত॥ জ॥ ৫৬০॥

(৫৬১)

অসমোর্দ্ধপ্রেমামৃতসমুদ্রসম্ময়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীমত্যাঃ নিরতিশয়রূপমাধুরীং[৩] "তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি॥ ৫৬১॥

(৫৬২)

পুনরুভয়োর্দর্শনজনিতং—সখীনামপি তয়োর্দর্শনেন চ—প্রেমোদ্রেকং "দুহুঁ মুখ হেরইতে"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। আভোগেন সর্বাসাং কেলিস্থানাদন্যত্র গমনঞ্চোক্তম্॥ ৫৬২॥

(৫৬৩)

ততো গবাক্ষজালান্তর্গতায়াঃ সখ্যাঃ "জল দেই জলদ"-ইত্যাদিনা সম্ভোগরসং নিরূপয়তি। অতিরসে অতিপরমাদ"-ইত্যনেন প্রেমবৈচিত্ত্যম্[৪] আশঙ্কতে॥ ৫৬৩॥

টীকা—

১। অধ্যাহারযোগে দেওয়া হইল।

২। বিভব—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৩। রূপ এবং মাধুরী—অথবা রূপের যে মাধুরী।

রূপ এবং মাধুর্য এই দুইটি কায়িক উদ্দীপন বিভাব। ইহাদের লক্ষণ যথাক্রমে—

"অথ রূপম্—

অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্ রূপমিতি কথ্যতে"।

উজ্জ্বল—১০।১৩।

"অথ মাধুর্যম্—

রূপং কিমপ্যনির্বাচ্যং তনোর্মাধুর্যমুচ্যতে"।

উজ্জ্বল—১০।১৭।

৪। "প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

উজ্জ্বল—১৫।৭৭।

(৫৬৪)

ততঃ "শ্যামর কোরে"-ইত্যাদিনা প্রেমবৈচিত্ত্যং বর্ণয়তি। তথাহি লক্ষণং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥
বিলাসমনুরাগস্য কুত্রচিৎ কমপি ব্রজন্।
পার্শ্বে সন্তং সদা প্রেষ্ঠং হারিতং কুরুতে স্ফুটম্[1]॥"

অত্র যচ্ছয়নং লিখিতং ন তন্নিদ্রয়া। কিন্তু মদনালস্যেনেতি স্পষ্টমস্তি। অন্যথা প্রেমবৈচিত্ত্যমনর্থকং স্যাৎ ॥ ৫৬৪ ॥

(৫৬৫)

পূর্বগীতাভোগে শ্রীমত্যাঃ প্রবোধো গূঢ়রূপেণ বর্ণিতঃ। "যব রাই বিছুরল নাগরসঙ্গ"-ইত্যাদিনা তু তৎ স্পষ্টরূপেণ বর্ণয়িত্বা পুনঃ সম্ভোগরসারম্ভং সূচয়ন্তি ॥ ৫৬৫ ।

(৫৬৬)

"চিরদিনে সো বিহি ভেল অনুকূল"-ইত্যাদিনা পুনঃ সম্ভোগরসং বর্ণয়ন্তি। অত্র "চিরদিনে"-শব্দেন মথুরাতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজগমনান্তরমেষা লীলা সূচিতা। "সো বিহি ভেল অনুকূল"-ইত্যনেন প্রেমবৈচিত্ত্য-বিপ্রলম্ভরসনিবৃত্তিরুল্লাসেন বাঞ্ছিতা ॥ ৫৬৬ ॥

(৫৬৭)

ততস্তৎকৌশলানন্তরং "নয়ন ঢুলাঢুলি"-ইত্যাদিনা নিরূপয়তি ॥ ৫৬৭ ॥

(৫৬৮)

"দরশনে নয়নে নয়নশর হানই"-ইত্যাদিনা তদেব নিরূপয়তি ॥ ৫৬৮ ॥

(৫৬৯)

ততঃ "অপরূপ নিধুবনে"-ইত্যাদিনা বৈরথ-যুদ্ধরূপেণ[2] পুনর্বর্ণয়তি। "নিধুবনে" তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধে বনে। নিধুবনং রতম্। অত্র লিখিতানি লিখিষ্যমাণানি চ সম্ভোগগীতানি যথাসম্ভবং গেয়ানি ॥ ৫৬৯ ॥

(৫৭০)

অস্যোচিতস্বাধীনভর্তৃকাং[3] "ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই"-ইত্যাদিনা সমুদাহরতি ॥ ৫৭০ ॥

(৫৭১)

তদুপযুক্তং রসালস্য "অলসে সুতল বর"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "লবতুল না রহ খেদ"-ইত্যনেন প্রবাসজন্যদুঃখসমূহো গত ইতি ধ্বনিতম্ ॥ ৫৭১ ॥

(৫৭২)

অথ নিত্যলীলোপযোগি[4]-শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রস্য জাগরণপ্রকারং "উঠ উঠ গোরাচাঁদ"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি ॥ ৫৬২ ॥

(৫৭৩)

তথা "রজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন" ইত্যাদি। "সহজই নিজভাবে"-ইত্যাদিনাশ্রয়জাতীয়ভাবাক্রান্তং সূচয়তি। দ্বিতীয়বিভাবঃ কোকিলাদিশব্দঃ—উদ্দীপন-বিভাব ইত্যর্থঃ। অন্যে ভাবাঃ স্পষ্টাঃ ॥ ৫৭৩ ॥

টীকা—

১। উজ্জ্বল—১৫।১৭, ১৮।

২। বাৎস্যায়ন কামসূত্র—সংপ্রয়োগাধিকরণ দ্রষ্টব্য।

৩। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়াকুসুমাবচয়াদিকৃৎ॥"
উজ্জ্বল—৫।৪০।

৪। "যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাধবঃ।
যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলা সহস্রশঃ॥"
উজ্জ্বল—১৪।১১৫।

(৫৭৪)

"জয় জয় নব নাগরবর[1] নিন্দি"-ইত্যাদিনা তৎকালীন-শ্রীকৃষ্ণরূপং স্মরতি। কোটিসংখ্যকমদনস্য কদনং কদর্থনকারকং বদনং যস্য হে তাদৃশ! অর্থাৎ তস্য ক্ষোভক! জয় জয় নিরতিশয়রূপমাধুরীভির্জগন্‌-মোহয়ন্‌ পরমোৎকর্ষাশ্রয়স্ত্বমিত্যর্থঃ। অত্র বীপ্সয়া ঝিহ্নম্‌। সর্বত্র "প্রত্যঙ্গসৌষ্ঠবেনোপমানগণস্য ন্যূনতা সূচিতা। "দুখতরাস" দুঃখস্য ত্রাসজনকম্‌। দুঃখং ত্রাবয়তীত্যর্থঃ "অলক" "অলকাশ্চূর্ণকুন্তলা" ইত্যমরঃ[2]। "অলক পাঁতি" ভ্রমরশ্রেণয়ঃ[3]। কপোলং গণ্ডম্‌। কম্বুঃ শঙ্খঃ। স কণ্ঠশোভাং বন্দতে[4]। ঘুসৃণং কুঙ্কুমম্‌। পীনং পুষ্টম্‌। বিশালং বিস্তৃতম্‌। "কুম্ভ-রম্ভা" ইত্যত্র ক্রমাম্বয়ো বোদ্ধব্যঃ। "তদাত উদিত" "তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদ্‌" ইত্যমরঃ[5] ॥ ৫৭৪ ॥

(৫৭৫)

রাত্র্যন্তে "ব্রজতরন্দেরিতবহুবিরবৈঃ[6]"-ইত্যাদি-পদ্যানুসারেণ নিত্যলীলাগত-:শবরাক্রাপযুক্তসম্ভোগ-রসানুগতপ্রবোধভাবং "বৃন্দা বচনহি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়ন্তি। "দধিলোল" বানরঃ ॥ ৫৭৫ ॥

(৫৭৬)

ততো নিদ্রাভঙ্গমদৃষ্ট্বা শুকশারিকে পুনস্তৌ প্রবোধয়ত ইতি "হিমকর মলিন[7] নলিনীগণ হাসত"-ইত্যাদিনা নাটয়তি। কুসুমশরস্য কন্দর্পস্য "তূণ" ইষুধিঃ শূন্যো ভূতঃ ॥ ৫৭৬ ॥

(৫৭৭)

পুনস্তৌ[8] প্রকারান্তরেণ শ্রীমতীং প্রতি "জাগহু রে বৃষভানুকুমারি"-ইত্যাদিকমাহতুঃ। "ভোরলি" সর্বং বিস্মৃতবতী। "সগণ রজনীকর" সতারকশ্চন্দ্রঃ। "অঙ্ক" ইতি "অঙ্কন" ভাষা[9]। অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্পর্শতি এব। তত্র দৃষ্টান্তমাহ "জনু নাগরী নীল পটাঞ্চলে" ইত্যাদি। অত্রাপাতাল্পস্য ভাষা "রঞ্চ"[10] ইতি ॥ ৫৭৭ ॥

(৫৭৮)

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি বিচক্ষণনাম্নঃ শুকস্যোক্তিং "খোঁজতি ফিরতি জননী যশোমতি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। নিদ্রাপ্রবোধহর্ষবিষাদা ব্যক্তাঃ ॥ ৫৭৮ ॥

(৫৭৯)

পুনস্তৎকালোচিতাং লীলাং "লহু লহু নাগরী"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। ব্যাজস্য ভাষা "বিয়াজ" ইতি যস্যাঃ। কপট ইতি। তনুবল্লরী দেহলতা। "পহু" প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ৫৭৯ ॥

টীকা—

১। 'বর'-শব্দ বহ বা মূল পুঁথিতে নাই।

২। অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাঃ—ন্ধে-কুটিলকেশানাম্‌।

অমর—২।৬।৯৬।

৩। "ভ্রমরকশ্রেণী" হওয়া উচিত। —"তে ললাটে ভ্রমরকাঃ" ইতি এবং ললাটগতকেশানাম্‌।

অমর—২।৬।৯৬।

"অথ ভ্রমরকো ভৃঙ্গে গৈরিকে চূর্ণকুন্তলে"—মেদিনী।

৪। "কম্বুগ্রীবা ত্রিরেখা"—অমর—২।৬।৮৮।

৫। অমর—২।৮।২৯।

৬।

৭। "মিলন"—বহ-র পাঠ মুদ্রাকরপ্রমাদজনিত।

৮। তেন—পাঠান্তর বহ।

৯। অঙ্কন > অক > আঁচ—তাহার। অল্প বোঝা বা অনুমান করাকে বাংলায় "আঁচ করা" বলে।

১০। "রঞ্চ" অল্পার্থে হিন্দী শব্দ, সংস্কৃত "স্তোক" হইতে উৎপন্ন।

(৫৮০)

ততো "ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর মধুকরী"-ইত্যাদিনা প্রবোধ[১]-ভাবং বর্ণয়তি। "নিচোলে[২]" আপাদমস্তকাবরকবস্ত্রবিশেষেণ। এতেন সর্বাঙ্গাবরণ-পূর্বকোত্থানং সূচিতম্ ॥ ৫৮০ ॥

(৫৮১)

"সহচরীগণ দেখি"-ইত্যাদিনোত্থাপনং তৎ-প্রেমাতিশয়ঞ্চ বর্ণয়তি। "পঁহু" শ্রীকৃষ্ণঃ। "লোর" ইত্যত্রানন্দাশ্রুজাতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৮১ ॥

(৫৮২)

"নিশি অবশেষে সকল সখীগণ"-ইত্যাদিনা প্রেমাতিশয়বর্ণনপূর্বকগৃহগমনপ্রকারং দর্শয়তি। কক্‌খটীনাম্নী বানরী।" জটিলাশবদ"— জটিলা আগতা ইতি উচ্চৈঃ শব্দমশ্রাবয়ৎ ॥ ৫৮২ ॥

(৫৮৩)

ততঃ পথি প্রেমকৌশলং "কতহু যতনে তুহু"-ইত্যাদিনা নিরূপয়তি॥ অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫৮৩ ॥

(৫৮৪)

ততঃ শ্রীরাধায়া নিজগৃহপ্রত্যাগমনমারভ্য গোষ্ঠলীলা-দর্শনার্থগমনপর্যন্তং সংক্ষেপেণ "নিজ নিজ মন্দির"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৫৮৪ ॥

(৫৮৫)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি সংক্ষেপতো গোষ্ঠপর্যন্তলীলাং "প্রাতর জাগি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "নীলিমধব" নীলবস্ত্রম্। তথাচ—"ধবঃ পত্যৌ বৃক্ষভেদে বস্ত্রেঽথ দন্তপঙ্ক্তিপোঃ" ইতি ক্ষীরস্বামী[৩]। "বলাম্বর" শ্রীবলরামবস্ত্রপরিধানম্ ॥ ৫৮৫ ॥

(৫৮৬)

অথ গোষ্ঠগাননির্বাহকং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং স্মরতি "লাখবাণ হেম"-ইত্যাদিনা। অখিলভুবনানাং মনোমোহনো যঃ কন্দর্পস্তস্যাপি মন্মথরাজঃ। মনো মথিত্বা রাজত ইত্যর্থঃ। অতএব নবকামঃ। "সঙ্গব সুখময় হেরি যেনে বোলত তোহর গোঠবিহারে" ইত্যাদি। প্রাতঃ ষষ্ঠদণ্ডানন্তরং ষষ্ঠদণ্ডপর্যন্তং সঙ্গব-কালঃ। "যাওত" যাতি। অত্র শ্রীকৃষ্ণ ইতি ভাব-বিবশতয়া বক্তুমসমর্থঃ। "সৌধ" অট্টালিকা[৪] ॥৫৮৬॥

(৫৮৭)

গোষ্ঠোচিতরূপং "শ্যামসুধাকর"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। সঙ্গিনীনাং মনসি "শোহন" শোভেব,[৫] ভঙ্গা গতিভঙ্গ্যা নটবর ইবেত্যর্থঃ। "কুসুমধনু" কন্দর্পঃ। "মঞ্জীর"[৬] নূপুরঃ। "গতি অতি মন্থর"-ইত্যনেন গোষ্ঠগমনং সূচিতম্। "মনমথমন্তর" মন্মথমন্ত্রঃ ॥ ৫৮৭ ॥

(৫৮৮)

গোষ্ঠগমনকালে শ্রীব্রজেশ্বরীস্নেহং "দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী নেহ"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "নেহ" স্নেহঃ ॥ ৫৮৮ ॥

টীকা—

১। ব্যভিচারিভাববিশেষ।

২। নিচোলঃ প্রচ্ছদপটঃ"—অমর—২।১১—মনুষ্যবর্গ।

৩। ধবঃ পুমান্ নরে ধূর্তে পত্যৌ বৃক্ষান্তরেঽপিচ—ইতি মেদিনী। ধবঃ প্রিয়ঃ পতিঃ ভর্তা—অমর ২।৬।৩৫।

৪। "সৌধ"শব্দের বাচ্যার্থ রাজভবন। লাক্ষণিক অর্থ অট্টালিকা—"সৌধোঽস্ত্রী রাজসদনম্"—অমর ২।২।৬।

অট্ট বা অট্টাল শব্দের অর্থ—An appartment on the roof, an upper story, a palace। আলি শব্দের অর্থ শ্রেণী, সমূহ। এই হিসাবে অট্টালিকা শব্দের অর্থ—"multistoried building."

৫। এস্থলে "শোভা"-শব্দ প্রচলিত অর্থে ধর্তব্য। বিশেষ অর্থে—"সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্" উজ্জ্বল—১১।৯।

৬। পাদভূষণ ত্রিবিধ—নূপুর, হংসক ও কিঙ্কিণী।

"পাদাঙ্গদং তুলাকোটির্মঞ্জীরো নূপুরোঽস্ত্রিয়াম্।
হংসকঃ পাদকটকঃ কিঙ্কিণী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা ॥"

অমর—২।১০৩—মনুষ্যবর্গ।

নূপুর=তোড়া, হংসক=পাড়ু, কিঙ্কিণী=ঘুঙুর। মতান্তরে শ্লোকোক্ত শব্দগুলি পর্যায়।

(৫৮৯)

ততঃ পথি গচ্ছতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শোভাং "আজু বিপিনে যাওত কান"-ইত্যাদিনা কথয়তি। "মূতি" মূর্তিধরঃ কন্দর্প ইব। পুনঃ কীদৃশী? ভঙ্গ্যা নটবর ইব শোভতে। "তরুণিনয়ননয়নফন্দ" তরুণীনাং গোষ্ঠগমনং পশ্যন্তীনাং ব্রজাঙ্গনানাং[১] প্রতিনয়নমৃগাণাং বাগুরা ইব। "খুরলি" অভ্যাসঃ[২]। তথা চ "অভ্যাসঃ খুরলির্যোগ্যা" ইতি। "তরুণতরণি" প্রথমোদয়াবস্থঃ সূর্যঃ। ৫৮৯॥

(৫৯০)

পুনর্বিশেষতো গো-গোপৈঃ সহ গমনং "গোঠ-বিজয়ীব্রজরাজকিশোর"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। সর্বাসাং ব্রজদেবীনাং দর্শনার্থং মন্থরগতিরিতি ভাবঃ॥ ৫৯০॥

(৫৯১)

ততো নগরাৎ যমুনাতীরপ্রাপ্তং শ্রীকৃষ্ণং তৈঃ সহ বিহারঞ্চ বর্ণয়তি—"গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন"-ইত্যাদিনা। (অস্যার্থঃ সুগমঃ[৩])॥ ৫৯১॥

(৫৯২)

"গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল"-ইত্যাদিনা গোচারণলীলাং দর্শয়তি। গোচরো দৃশ্যঃ। "গূঢ়" গোপালৈঃ বেষ্টিতঃ। "গোপী" গোপনারীগণানাং "গোপক" রক্ষকোঽর্থাৎ স্ববাহুবলৈস্তথা গোকুলগ্রামবিহারী নক্তন্তত্র। "গোরস[৪]-ধরভিত গোরোচন[৫]" ইতি দুগ্ধঘৃষ্টগোরোচনয়োজ্জ্বল্যং ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। গোচারণগতঃ সন্ কদাচিৎ কাননগতঃ কদাচিৎ গুহাগতো ভবতীত্যর্থঃ। "গো-গিরি" গোসম্বন্ধী-গিরিগোবর্দ্ধনস্তদ্ধারী। "গূঢ়গরবারিত" গূঢ়গর্বযুক্তম্। "গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ" ইতি তদাকর্ষণেনেতি বোধ্যম্। "গোরসগাহী" দুগ্ধগ্রাহী। "গবীশ্বর-নন্দন" নন্দনন্দনঃ॥ ৫৯২॥

(৫৯৩)

ততো গোষ্ঠবিহারং বর্ণয়িত্বা পূর্বং গোষ্ঠগমনকালে ব্রজজনপ্রেমাতিশয়বসরসঙ্গত্যা "কানু ক গোষ্ঠ"[৬]-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি॥ ৫৯৩॥

(৫৯৪)

ততঃ "যতনহি রাই"-ইত্যাদিনা শ্রীমতীসান্ত্বনাপ্রকারং বর্ণয়তি। "তিরোহিতে রহি" নির্জনে স্থানে। "রাইক বিরহ"-ইত্যাদিনা সখীনাং প্রেমভেদঞ্চ দর্শয়তি॥ ৫৯৪॥

(৫৯৫)

অথ রসোদ্গারগাননির্বাহকং শ্রীগৌরচন্দ্রং "আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গবিধু"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "নয়ন রাতা" জাগরণব্যভিচারভাবাদেব নয়নস্যোৎসদ্-রক্ততা॥ ৫৯৫॥

টীকা—

১। বহুতে নাই।

২। "Military exercise or practice (as of arms archery etc)."—Apte's.—লক্ষ্যার্থে "অভ্যাস" মাত্র।

৩। এই অংশ বহুতে নাই।

৪। গোরস=দুগ্ধ ও ঘোল। "দণ্ডাহতং কালশেয়ম্ অরিষ্টমপি গোরসঃ"—অমর—২।৯৩—বৈশ্যবর্গ।

৫। গো + √রুচ্ + অনট্ (গোরোচন) + আ = গোরচনা —"A bright yellow pigment prepared from the urine or bile of a cow or found in the head of a cow." Apte's.

৬। মূল পদে আছে "গোঠ"।

(৫৯৬)

তদ্রসবিষয়ালম্বনং শ্রীকৃষ্ণং "জয় জয় গোকুল-চন্দ্র"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "নখতর" নক্ষত্ররূপা [রাধা][১] শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দ্ররূপত্বেন বর্ণনাৎ ॥ ৫৯৬ ॥

(৫৯৭)

"কুটিল কটাখ"-ইত্যাদিনা হৃদয়রসোদ্ঘাটনার্থং পৃচ্ছতি। পূর্বং বস্ত্রব্যত্যয়ং স্মরন্তী হে পীতাম্বরি! ইত্যাহ। পক্ষে নারায়ণরূপাসি। "কুটিল কটাখ"-ইত্যত্র নিবিড়শরবর্ষেণ তরঙ্গদূরীকরণং পুরাণান্তর-লিখিত[২]-কল্পভেদকৃতেন সাম্যম্। তথা "নিজতনু"-ইত্যাদ্যপি পুরাণান্তরমতম্[৩]। "অন্তরমাহা" অন্তর-মধ্যে মন্থরোঽতিস্থিরো মন্দরৈরচাল্যো মদন এব কমঠঃ ॥ ৫৯৭ ॥

(৫৯৮)

ব্যঙ্গেন তদ্রসং জিজ্ঞাসিতবতীং প্রতি "দরশনে লোরে"-ইত্যাদিনা প্রত্যুত্তরং করোতি। তদ্-দর্শনস্পর্শনজনিতানন্দমোহাপন্না সতী কিঞ্চিন্নাজ্ঞাসিষমিত্যর্থঃ। "তবহু জগত ভরি" ইত্যাদি পুনঃ সখ্যুক্তিঃ। পুনরন্যা "এ কিয়ে সুদৃঢ়"-ইত্যাদিকমাহ। এতৎ কিং সত্যং, কিং রসোদ্গারাবহিত্থাজনিতমেতৎ ॥ ৫৯৮ ॥

(৫৯৯)

কেবলমধ্যাস্বভাববচনং দর্শয়িত্বা কিঞ্চিৎপ্রাগল্ভ্য-সম্বন্ধেন তদ্বচনং "বেণুক ফুক"-ইত্যাদিনা কথয়তি। "ছৈল সোনার" ইতি ছলযুক্তস্বর্ণকারঃ। অর্থাৎ স মম মনোরত্নং বলাৎকারেণ হৃত্বা স্বপ্রেমমণিনা সংযোজ্য হারং কৃত্বা মম কণ্ঠে পর্যধাপয়ৎ॥ স্বস্য বহুমূল্যমণিনা মাং বশে কৃতবানিতি ব্যতিরেকালঙ্কারেণ "ছৈল সোনার" ইত্যস্যোত্তমতা সূচিতা। কুলমেব কাষ্ঠং বদরীকাষ্ঠমিতি শ্লেষার্থঃ ॥ ৫৯৯ ॥

(৬০০)

ততোঽধিকপ্রাগল্ভ্যযোগাৎ তদ্বচনং "কি পুছসি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। অস্যার্থশ্চ বোধ্যঃ ॥ ৬০০ ॥

(৬০১)

"সজনি বড়ই বিদগধ কান"-ইত্যাদিনা তদ্-বিশেষং দর্শয়তি ॥ ৬০১ ॥

(৬০২)

ততঃ "চিরণি করে ধরি"-ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য ধীরললিতত্বং কথয়তি।

"বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।

নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ[৪] ॥"

ইতি তল্লক্ষণম্ ॥ ৬০২ ॥

(৬০৩)

"এমন পিয়ার" ইত্যাদি। এবম্ভূতস্য প্রেমমূর্তেঃ প্রিয়স্য কথাং কিং পৃচ্ছসি যস্য নিরুপমা প্রীতিঃ ॥ ৬০৩ ॥

(৬০৪)

"অবলা কি গুণ জানি ধরে"-ইত্যাদিনা নিজাজ্ঞতাং ব্যঞ্জয়ন্তী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাতিশয়ং কথয়তি ॥ ৬০৪ ॥

টীকা—

১। বন্ধনীচিহ্নিত অংশ অন্বয়ানুরোধে দেওয়া হইল।

২। রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক সমুদ্রশাসনের কাহিনী দ্রষ্টব্য—যুদ্ধ কাণ্ড—২০-২১ সর্গ।

৩। মহাভারতের আদি পর্বে আস্তীকপর্বাধ্যায়ে বর্ণিত সমুদ্রমন্থনের কাহিনী দ্রষ্টব্য।

৪। ভক্তি—২।১।১২৫।

(৬০৫)

তস্য সর্বোৎকর্ষগুণেন প্রেম্ণা চ স্বস্য তদ্বশ্যত্বং "বুকে বুকে মুখে চৌখে"-ইত্যাদিনা কথয়তি ॥ ৬০৫ ॥

(৬০৬)

ততোঽহং তদধীনেতি "হৃদয় মন্দিরে"-ইত্যাদিনা প্রতিপাদয়তি। "দ্বন্দ্ব" বিবাদঃ। কুলমেব "দাহুরী ভেকী। "পরিজন বাঁচিতে" পরিজনস্য বঞ্চনার্থং গৃহপতিরেব দিব্যস্য স্থানম্। এতদ্গীতঃ যদ্যপ্যনু-রাগস্থায়িভাবপ্রযুক্তং তথাপি তদ্রসোদ্গিরণাৎ রসোদ্গারান্তর্গতমেবেতি মহদ্ভিস্তথাস্বাদিতত্বাদিতি সুধীভির্জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬০৬ ॥

(৬০৭)

অথানুরাগস্থায়িভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রং দর্শয়তি ॥ ৬০৭ ॥

(৬০৮)

তদুপযুক্তং কৃষ্ণরূপং "বদনচাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "মেঘের উপরে" ইত্যাদি। অদ্ভুতোপমা ॥ ৬০৮ ॥

(৬০৯)

সম্ভোগানন্দমোহারতা রসোদ্গারং কর্তুমশক্তানু-রাগতঃ[১] "সুরতরুতল যব"-ইত্যাদিকং কথয়তি। হে সখি! রসোদ্গারং কর্তুং কিং কথয়সি প্রত্যুত মদ্দশাং শৃণু। ধনপতের্ধনভোগৈর্যথা পূরণং ন ভবতি, তথৈব শ্রীকৃষ্ণস্পর্শাদিনা মম। ননু কথমেতাবৎ সম্ভবতি কল্পতর্বাদের্যৎ স্বভাববৈপরীত্যাৎ তদ্ভিন্নফলস্বকর্মফলমেব। অতো মজ্জীবনমপি ব্যর্থং তৎসঙ্গাভাবাৎ কেবলং জন্মাবধি দুঃখমেব। সর্বজ্ঞ-পৌর্ণমাসীমুখাৎ শ্রুতং, শিবাদিপূজনমপি ময়া কৃতং তথাপি বিধিবশান্মনোরথস্য পূরণং ন বৃত্তম্। উৎকণ্ঠাপি মদ্বৈরিণী জাতেতি ভাবঃ ॥ ৬০৯ ॥

(৬১০)

পুনো দুঃখকারণান্তপি শৃণ্বিতি "অনুখন কোনে থাকি বসনে আপনা ঢাকি[২]"-ইত্যাদিনা প্রতি-পাদয়তি। অসূর্যম্পশ্যায়াস্তথা সহায়হীনায়া মম মনস্তদভিলাষি[৩] দুঃখয়তি কিমুত ননন্দা ॥ ৬১০ ॥

(৬১১)

অহো আশ্চর্যম্! অন্যদপি দুঃখং শৃণ্বিতি "শুনইতে অনুখণ"-ইত্যাদিকং কথয়তি। যস্য নবনবায়মানগুণশ্রবণেন শ্রীকৃষ্ণরূপং চাক্ষুসপ্রত্যক্ষমিব ভবতি—অতঃ শ্রবণমেব নয়নং বৃত্তম্। তদ্দর্শন-জনিতাশ্রুস্রেকত্বয়া তদ্রূপদর্শনাভাবাৎ তন্নিকটাগ-তোঽহমিতি সংস্কারাৎ নয়নং শ্রবণমিব ভবতি। "হা হরি হা হরি" ইতি খেদে। কেন বিধাত্রা শ্রীকৃষ্ণস্য মিলনসময়ে বিঘ্নান্যেতানি রচিতানি। তদ্বিষ্ঠতু। ততোঽপি দুঃখং শৃণ্বিত্যাহ "যা সঞে" ইত্যাদি। তৎকালেঽধুনাপি মৎ প্রাণো ন নির্যাতি তং ধিক্ ॥ ৬১১ ॥

(৬১২)

অতএব দর্শনাদর্শনে সদৈব তৎপ্রীতির্মাং দুঃখয়তীতি "শুন শুন সই"-ইত্যাদিনা প্রতিপাদয়তি ॥ ৬১২ ॥

(৬১৩)

"এই অনুরাগে সকল সিধি"-ইত্যনেন প্রেমোৎ-কর্ষগুণং সূচয়ন্তীং প্রতি "শুনিয়া দেখিলুঁ"-ইত্যাদিনা প্রীতের্দুঃখদত্বং প্রতিপাদয়তি। "মিরিতি" মৃত্যুঃ ॥ ৬১৩ ॥

টীকা—

১। এ স্থলে আক্ষেপানুরাগ।

২। "বসনে আপনা ঢাকি" অংশ মূল পুঁথিতে নাই।

৩। "তদভিলাষে"—পাঠান্তর বহ।

(৬১৪)

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতিমাক্ষিপ্য সখী পরস্পরং মন্ত্রয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৬১৪ ॥

(৬১৫)

ততো মধ্যায়াঃ কিঞ্চিৎপ্রাগল্‌ভ্যযুক্তায়া অনুরাগ-বিরতিং "সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ"-ইত্যাদিনা প্রকাশয়তি ॥ ৬১৫ ॥

(৬১৬)

ততঃ শিশুদশায়া উৎকর্ষং কথয়ন্তী নিজানুরাগজং দুঃখং ব্যঞ্জয়তি "ভালই সময়"-ইত্যাদিনা। ""দগদগি" দগ্ধা ॥ ৬১৬ ॥

(৬১৭)

"মনের মরম কথা শুন লো সজনি"-ইত্যাদিনা তদেবোপপাদয়তি ॥ ৬১৭ ॥

(৬১৮)

ততঃ স্বানিষ্টশঙ্কোদয়াৎ "না জানিয়া না শুনিয়া"-ইত্যাদিকমাহ ॥ ৬১৮ ॥

(৬১৯)

তদপেক্ষয়া ভক্ষণাদিকং সর্বং গতম্। পুনঃ স এব হৃদি শল্যরূপ ইতি "কি না হৈল সই মোরে"-ইত্যাদিনাহ ॥ ৬১৯ ॥

(৬২০)

ইত্থমিতি মহোৎকণ্ঠয়া তদানীং দর্শনমপ্রাপ্য "বড়ই বিষম কালার প্রেম[১]"-ইত্যাদিনা মরণম্ আকাঙ্‌ক্ষতি। "শলি" শল্যম্ ॥ ৬২০ ॥

॥ ৬২১ ॥

"মিলাব আনিয়া[২]"-ইত্যুক্তবতীং প্রতি সৌৎসুক্যং "নিজ মন্দিরে ধনি"-ইত্যাদিকমাহ। "সম্বাদহ আনি" সংবাদমানয়েত্যর্থঃ ॥ ৬২১ ॥

(৬২২)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণেন সহ কথোপকথনং পুনঃ শ্রীমত্যা নিকটে তৎসংবাদানয়নক "প্রিয় সহচরী"-ইত্যাদিনা প্রতিপাদয়তি ॥ ৬২২ ॥

(৬২৩)

অথ দিবাভিসারোচিতশ্রীগৌরচন্দ্রং "ভাবে ভরল হেমতনু"-ইত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ[৩] স্মরতি ॥ ৬২৩ ॥

(৬২৪)

তত্র "অপরূপ হেমমণি ভাস"-ইত্যাদিনা রূপং বর্ণয়তি। দ্বিজরাজশ্চন্দ্রঃ। কিন্তু হেমমণিবৎ-কান্তিং মন্ত্রাপূর্বোহয়ম্। অপূর্বত্বং ব্যনক্তি—"পুলকিত গিরি-চর" ইত্যাদি ॥ ৬২৪ ॥

(৬২৫)

"সহজই কাঞ্চন গোরা"-ইত্যাদিনা তৎতৎভাব-ভাবিতং তদানন্দেন নৃত্যন্তং তং স্মরতি। অস্যার্থো রসিকৈরনুভেয়ঃ ॥ ৬২৫ ॥

(৬২৬)

ততো "হেমসঙ্গে অতি গোরা"-ইত্যাদিনা সূর্য-পূজাব্যাজেনাভিসারিকাশ্রীরাধাভাবাক্রান্তং তং স্মরতি। স্বর্ণাদপ্যতিগৌরো[৪]-ঽয়ম্। "সুর" সূর্যম্ ॥ ৬২৬ ॥

(৬২৭)

নিত্যলীলায়া মধ্যাহ্নাভিসারভাবাক্রান্তং শ্রীগৌর-চন্দ্রং স্বস্থা লিখিষ্যমাণতদন্তর্গতবসন্তহিন্দোলাদি-লীলাগাননির্বাহকং তদ্‌ভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "নীলাচলে কনকাচল গোরা"-ইত্যাদিগীত-এয়েন[৫]। পুলকসমূহশোভিতাঙ্গঃ ॥ ৬২৭ ॥

টীকা—

১। "বাধা"—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।

২। "মিলাইব আনি"…পাঠান্তর মূল-পুঁথি।

৩। ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫ ও ৬২৬ সংখ্যক পদ।

৪। "গৌরোঽরুণে সিতে পীতে"—অমর—৩।১৮২—নানার্থবর্গ। এস্থলে পীতবর্ণের আভাস ব্যক্ত।

৫। ৬২৭ ৬২৮ ও ৬২৯ সংখ্যক পদত্রয়। ইহা বাসন্ত-লীলার রসপোষক মধ্যাহ্নাভিসারের পদ।

(৬২৮)

বিশেষয়তি "জয় জয়" ইত্যাদি। স্পষ্টম্ ॥ ৬২৮ ॥

(৬২৯)

"ঢল ঢল কাঞ্চন" ইত্যাদি। অস্য ভাবার্থো রসিকৈর্ধ্যেয়ঃ ॥ ৬২৯ ॥

(৬৩০)

ততঃ "জাম্বুনদ জিনি"-ইত্যাদিনা প্রেমবৈচিত্ত্য-রসাক্রান্তং স্মরতি। আভোগে তু তজ্জন্যবিরহা-পগমানন্দিনম্ ॥ ৬৩০ ॥

(৬৩১)

জলকেলিভাবাক্রান্তং শ্রীগৌরচন্দ্রং "সুরধুনী-তীরহি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। ভাবাবিষ্টত্বেনাত্মানং শ্রীরাধিকাং মত্বা শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য "অব জলকেলি"-ইত্যাদিকং বক্তীতি জ্ঞেয়ম্। "হোর" ইতি ভাষা-ব্যবহারেণ "ড-র"-য়োরৈক্যাৎ[1]—"হোড়" ইতি বস্ত্রাখ্যা "পণ"[2] ইতি যাবৎ। "অবগুণ্ঠ"[3] সর্বাঙ্গা-বরকং বস্ত্রং "ওড়নি" ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৩১ ॥

(৬৩২)

ততো বর্ণয়িষ্যমাণ-পাশকক্রীড়ানির্বাহকং শ্রীগৌর-চন্দ্রং "দেখ দেখ গৌরকিশোর-ইত্যাদিনা স্মরতি। প্রাকৃতো জগজ্জনঃ সুতরাং জানাতি স্বয়মীশ্বরোঽনন্যো ন সম্যক্ ॥ ৬৩২ ॥

(৬৩৩)
(৬৩৪)
(৬৩৫)

টীকা—

১। ড-লয়োরভেদঃ ইতিবৎ।

২। "হোড়"—শব্দ হিন্দী—বাজী বা পণ অর্থে।

৩। "সর্বাঙ্গাবরকবস্ত্র" অর্থাৎ নিচোল। "নিচোলঃ প্রচ্ছদপটঃ" অমর—২.৬.১২৬।

—"শ্রীপিধানপটস্য—"বুরখা"—ইতি খ্যাতস্য ইতি অন্যে।

(৬৩৬)

"সখীগণ সঙ্গে চললি বররঙ্গিণী"-ইত্যাদিনা। সূর্যপূজাচ্ছলেনাভিসারপূর্বকং শ্রীকুণ্ডতীরে মিলনং দর্শয়তি ॥ ৬৩৩ ॥

(৬৩৭)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণতদ্দর্শনজাতমহানন্দাৎ প্রাপ্তচমৎ-কারঃ প্রধানাশ্রয়ালম্বনরূপং স্বয়ং বর্ণয়তি—"কিয়ে কান্তিদৈবত"-ইত্যাদিনা। কান্তেরধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিং স্বয়মাগচ্ছতীতি সর্বত্র যোজ্যম্। সর্বগুণ এব কিমেতদ্গুণবতীরূপো জাতঃ। "আনন্দ-তরঙ্গিণী" আনন্দনদী কিমেতদ্রূপেণ পরিণতা, কিং বা সুধা সুরনদী। মম নেত্রচকোরস্য চন্দ্রোঽসৌ তথা, নাসাভৃঙ্গস্য পদ্মবৃন্দং, জিহ্বাকোকিলস্য আম্রসমূহঃ। শাখী বৃক্ষঃ। এতেন স্বস্য তস্যা এব নিরতিশয়রূপ-মাধুর্যাদিনাধীনত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৬৩৭ ॥

(৬৩৮)

তত উভয়োর্দর্শনানন্দজনিতসূদ্দীপ্তসাত্ত্বিকোদয়াৎ "দরশনে নয়নে"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ"-ইত্যনেন স্তম্ভ[4]-প্রলয়[5]-বৈবর্ণ্যানি[6] ॥ ৬৩৮ ॥

৪। "স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ ॥"
ভক্তি—২।৩।

৫। "প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥"
ভক্তি—২।৩।

৬। "বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।
ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তা শৌর্যং কালিমা ক্বচিৎ।
রোষে তু রক্তিমা ভীত্যাং কালিমা কাপি শুক্লিমা ॥
রক্তিমা লক্ষ্যতে ব্যক্তো হর্ষোদ্রেকেঽপি কুত্রচিৎ।"
ভক্তি—২।৩।

(৬৩৯)

"দুষ্কর অচেতন দেখি"-ইত্যাদিনা তদ্ভাব-শান্তি[১]-পূর্বক-শ্রীবৃন্দাদেব্যারাধনাং তদ্রসানুগত-সর্বজনানাং বসন্তলীলায়ৈ[২] বনপ্রবেশং বর্ণয়তি ॥ ৬৩৯ ॥

(৬৪০)

ততস্তৎসখা সুবলো নিরতিশয়মহোজ্জ্বলরূপং শ্রীকৃষ্ণম্ "অভিনব"-ইত্যাদিকমাহ। হে নন্দকুমার ত্বং "জয় জয়" নিজোৎকর্ষমাবিষ্কুরু। এতা রমণীঃ পরাজিতাঃ কুর্বিতি ভাবঃ। অত্র বীপ্সায়াং দ্বিত্বম্। অভিনবকুট্মলানাং বিকাশোন্মুখকোরকানাং গুচ্ছস্য সম্যগৌজ্জ্বল্যং যস্মাৎ হে তাদৃশ! কুঞ্চিতকুন্তলভারো যস্য তথাভূত[৩]। প্রণয়িজনৈরীরিতো নিক্ষিপ্তো বন্দনেন[৪] বসন্তখেলোচিতচূর্ণবিশেষেণ সহকৃতো মিলিতশ্চূর্ণিতো বরঃ শ্রেষ্ঠো ঘনসারঃ কর্পূরো যস্মিন্ তাদৃশ[৫]! [সৌরভেন সঙ্কটে ব্যাপ্তে বৃন্দাবনতটে বিহিতঃ কৃতো বসন্তবিহারো যেন][৬]। ধ্রু। অধর-বিরাজিতেন মন্দতরস্মিতেন "লোচিত" আনন্দিতো নিজপরিবারো যেন তাদৃশ! চটুলদৃগঞ্চলেন চঞ্চল-কটাক্ষেণ রচিতো রসোদ্রেকেণ রাধায়াং মদনস্য প্রেম্ণো বিকারো যেন। ভুবনবিমোহনং যৎ মঞ্জুলনর্তনং তস্য গত্যা ভঙ্গ্যা বল্গিতঃ সুশব্দায়মানো মণিহারো যস্য। হে নিজবল্লবজনসুহৃৎ! হে সনাতন! হে চিত্তে বিহরন্নবতরো[৭] লীলাবিশেষো যস্য তাদৃশ! পক্ষে সনাতনগোস্বামিনশ্চিত্তবিহরদবতারঃ ॥ ৬৪০ ॥

(৬৪১)

[ততঃ সাহজিকলজ্জাবতীং শ্রীকৃষ্ণঃ "ঋতু-রাজাপিত"-ইত্যাদিনোদ্দীপনসামগ্রীং প্রদর্শয়তি।[১]] হে রাধে! বৃন্দাবনস্য রঙ্গং ["লীলাবিশেষং"[২]] [ভজ অনুশীলয়[৩]]। [ঋতুরাজেনাপিতস্তোষতরঙ্গো যত্র তাদৃশম্। ধ্রু[৪]।] [তদেব স্পষ্টয়তি—মলয়ানিল

টীকা—

১। "অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ং শান্তিরুচ্যতে।" ভক্তি—২।৪।

২। নিত্যলীলার অন্তর্গত লীলাবিশেষ।

দ্রষ্টব্য—উজ্জ্বল—১৫।১১৭-১১৯।

৩। "অভিনবকুট্মলানাং গুচ্ছৈঃ সমুজ্জ্বলঃ কুঞ্চিত-কুন্তলভারো যস্য"—এরূপ অর্থও হইতে পারে অর্থাৎ নূতন কলিকাসমূহে যাঁহার কেশভার সম্যক রূপে উজ্জ্বল।

৪। "ঈরিত বন্দন"—√ঈর্—ধাতু ও বন্দন—শব্দ। √ঈর্ ধাতুর অর্থ "1. to throw, to cast"···· "4. to utter, to pronounce, proclaim, say, repeat" Apte's।—সুতরাং "ঈরিত" শব্দের অর্থ "নিক্ষিপ্ত" ও "উচ্চারিত"—দুইই হইতে পারে।

"বন্দন"-শব্দের অর্থ স্তুতি, অভিবাদন, প্রণাম ইত্যাদি এবং চূর্ণবিশেষ। রামচন্দ্রশর্মা-সম্পাদিত "প্রামাণিক হিন্দীকোষ"-এ আছে···"বন্দন—সিন্দুর। উদা. "বুকা, বন্দন অগর কুমকুমা ভরৈ গুলাল ঝোরী হয়।" ফার্সী "গুল্লালা" (লাল চূর্ণবিশেষ) শব্দ হইতে হিন্দীতে "গুলাল" শব্দ আসিয়াছে। বাংলায় ইহাকে আবীর বলে।" বন্দন" সম্ভবত এই আবীরের উপাদান বিশেষ।

৫। "প্রণয়িজনেরিত···ঘনসার"—এস্থলে "√ঈর্" ধাতুবলে দুইটি অর্থ হইবে—

(i) প্রণয়িজনকৃতস্তুতিসমন্বিত কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধ চূর্ণবিশেষ।

(ii) প্রণয়িজনপ্রেরিতবন্দনসহকৃত কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধ চূর্ণবিশেষ।

৬। এই অংশ মুদ্র পুঁথিতে নাই।

৭। অবতারঃ—পাঠান্তর বহ।

এব গুরুস্তস্মাৎ শিক্ষিতং লাস্যং[১] নৃত্যং ধ্রুবাদিতালানুগতং যয়া তাদৃশী লতাবলির্নটতি নাট্যং প্রকাশয়তি। বিকশিতপুষ্পেণোজ্জ্বলং হাস্যং যস্যাস্তাদৃশী। নাট্যসামগ্রীং দর্শয়তি।[১]] ইহ পিকততিঃ কোকিলসমূহঃ স্বকণ্ঠমৃদঙ্গং[২] বাদয়তি। তথা তরুকুলং পশ্যতি। কীদৃশম্? অঙ্কুরদঙ্গম্। অঙ্কুর ইবাচরদঙ্গং যস্য তৎ পুলকিতাঙ্গমিত্যর্থঃ। "অঙ্কুরাদ্" ইতি "অঙ্কুর"-শব্দাদায়লোপে "অৎ, গ, বর্জ্জং তন্নিমিত্তকার্যনিষেধাম্‌ ক্‌"। তত আত্মনেপদপ্রতিষেধাৎ শতৃ[৩]]।[৪] [ভৃঙ্গঘটা মম বংশীব গায়ত্যদ্ভুতশীলা আশ্চর্যস্বভাবা। এতেন স্বরগ্রামাদিনৈপুণ্যং লভ্যতে। সনাতনা নিত্যা লীলা যস্যাঃ। পক্ষে সনাতননাম্না সহ লীলা যস্যাঃ[৪]][৭] ॥ ৬৪১ ॥

(৬৪২)

তত উভয়োঃ প্রবর্তিত-লীলাং "বিহরতি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। ইহ বৃন্দাবনস্থ রোধসি তটে নিকটভূমৌ—সর্বত্রৈব স্তনতটাদিপ্রয়োগাৎ[৫]—মধুনোঽপি মধুর আহ্লাদকত্বাৎ সুখদে—যথা বসন্তসকাশাৎ মাধুর্যগুণযুক্তে—রাধিকয়া সহ রঙ্গী হরির্বিহরতি। হর্ষতরঙ্গোঽস্মিন্নস্তীতি সঃ। ধ্রু।

তয়োঃ খেলাং সুষ্ঠু বর্ণয়তি। যন্ত্রেরিতং মণিময়াদিস্বর্ণরচিতশিল্পবিশেষপ্রেরিতং কুঙ্কুমপঙ্কম্

টীকা—

১। "লাস্যং তৌর্যত্রিকে মতম্। নৃত্যে চ"—বিশ্ব।
"তৌর্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদ্যং নাট্যমিদং ত্রয়ম্।"
অমর—১।১০—নাট্যবর্গ।
"তাণ্ডবং নটনং নাট্যং লাস্যং নৃত্যং চ নর্তনে॥"
অমর—১।১০—নাট্যবর্গ।

২। মৃদঙ্গ⋯মুরজা শ্রীখোল। "মৃদঙ্গা মুরজাঃ"—ইতি যে মৃদঙ্গস্য—অমর—১।৭।৫।

৩। কর্তুঃ ক্যঙ্‌ সলোপশ্চ পাণিনি—৩।১।১১ সূত্রানুসারে নামধাতুতে আচরণ-অর্থে কর্তৃবাচক উপমানের উত্তর ক্যঙ্‌, ও ধাতুর আত্মনেপদ হয়। কিন্তু ঐ একই অর্থে "সর্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিপ্‌ বা বক্তব্যঃ" এই বার্তিক অনুসারে ক্যঙ্‌ নিষেধ। ফলে—"অঙ্কুর ইব আচরতি অঙ্কুরতি"। বর্তমানকালে ভ্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শতৃ হয়। সুতরাং "অঙ্কুরতি" এই নাম ধাতু ঘটিত ক্রিয়াপদ হইতে 'অঙ্কুরৎ' এই শত্রন্ত শব্দের প্রাপ্তি ঘটিল।

৪। তরুর ১৬৭৬ সংখ্যক পদের টীকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় রাধামোহনের টীকার যে পাঠ ধরিয়াছেন তাহা হইতে এই টীকার পাঠের কিছু পার্থক্য আছে। যথা—প্রথম পংক্তির "ততঃ সাহজিকে" ইত্যাদি হইতে "প্রদর্শয়তি" পর্যন্ত পাঠান্তর আছে—["ঋতুরাজার্পিত"—ইত্যাদি[১]]। [বিলাসং[২]]। [অঙ্গীকুরু অবলোকয় পশ্যেত্যর্থঃ[৩]]। [কীদৃশং বিলাসম্। ঋতুরাজেন বসন্তেন অর্পিতাঃ স্তোবতরঙ্গাঃ প্রমোদলহর্যো যস্মিন্ তথাভূতম্[৪]]। [তমেব বিলাসপ্রকারং দর্শয়তি মলয়ানিলেনেত্যাদিভিঃ। মলয়ানিলেন গুরুণাধ্যাপকেন শিক্ষিতলাস্যা উপদিষ্টনৃত্যকলা উজ্জ্বলহাস্যাশ্বেতপুষ্পচ্ছলেন হাস্যকারিণী লতাবলিঃ নটতি নৃত্যতি[৫]]। [ইহাত্র। কোকিলকুলং মৃদঙ্গং বাদয়তি কলনাদৈর্মৃদঙ্গধ্বনিমনুকরোতি—ইতি ভাবঃ। অঙ্কুরদঙ্গং অঙ্কুরচ্ছলেন রোমাঞ্চিতদেহং তরুকুলং পশ্যতি তদ্বর্তকাদিকমিতি শেষঃ][৬]। [অদ্ভুতলীলা বিচিত্রচরিত্রা ভৃঙ্গঘটা ভ্রমরপংক্তিঃ গায়তি গুঞ্জনশব্দৈঃ গীতং করোতি। কেব। মম বংশীব। কীদৃশী সা। সনাতনী চিরস্থায়িনী লীলা কেলির্যস্যাঃ। সনাতনেন পদকর্ত্রা বর্ণিতা[৭]]।"

৫। "তট"-শব্দ কেবল যে নদী প্রভৃতির সহিত অন্বিত তাহা নহে, নিকট স্থান অর্থেও প্রযোজ্য—ইহাই রাধামোহন বলিতে চাহেন। যেমন—"স্তনতট" শব্দ।

অঘবৈরিণি[1] শ্রীকৃষ্ণে রাধা বিকিরতি নিক্ষিপতি। [অয়মপি শ্রীকৃষ্ণোঽপি তাং দয়িতাং মৃগমদাদিযুক্ত-দ্রবসমূহৈরবিশঙ্কং যথা স্যাৎ তথা সিঞ্চতি। বসন্ত-খেলায়াং গুর্বাদিশঙ্কা নাস্ত্যতোঽবিশঙ্কমিত্যুক্তম্। নিত্যলীলায়াং তু গহনে তেষাং তৎকালীনপ্রবেশা-সম্ভবাদিত্যবধেয়ঃ[2]।] ততো যুবমিথুনমিদং মিথঃ পরস্পরং নবগরুলন্তরং পটবাসং[3] "ফাগু", ইতি খ্যাতং ক্ষিপতি। অতনোঃ কন্দর্পস্য বিলাসং কল্লরং ময়া জিতমিতি মুহুরভিজল্পতি চ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষপাতী শ্রীসুবলো—"বনমালী রাধাং জিতবান্ ইতি কৃত্বা বনকরতালীং রণয়তি। তথা শ্রীললিতা বদতি"—মমালী শ্রীরাধা সনাতনবল্লভং শ্রীকৃষ্ণমজয়দ্ ইতি পশ্যোত্তার্থঃ॥ ৬৪২॥

(৬৪৩)

ততঃ শ্রীরাধায়াঃ সখ্যাঃ[4] শ্রীকৃষ্ণস্য পরাজয়ং বাঞ্ছন্ত্যো মুরলীহরণাদিকং কৃতবত্য ইতি "ঋতুপতি বিহরতি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "মুদরী" মুদ্রা। "দরহি বর কেহো গায়ত হোরি" ইতি মুদ্রায়াশ্চেষ্টা বোধ্যা॥ ৬৪৩॥

(৬৪৪)

"নটবর ভঙ্গী"-ইত্যাদিনা ভাতি সহোপভো-গান্তিরেকং বর্ণয়তি॥ ৬৪৪॥

(৬৪৫)

"নবঘন কানন"-ইত্যাদিনা দোলোৎসবরস-কৌশলং বর্ণয়তি॥ ৬৪৫॥

(৬৪৬)

ততো বনভ্রমণপ্রকারং তথা প্রেমবৈচিত্ত্য-রসোত্থাপকবচনঞ্চ "ভ্রমই গহন বনে[5]"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "গহনবনে"[6] নিবিড়বনে। মধুসূদনো[7] ভ্রমরো গত ইত্যর্থকং তদ্বচনং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণগমন-ভ্রান্ত্যা প্রেমবৈচিত্ত্যরসো জাত ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ৬৪৬॥

(৬৪৭)

ততশ্চেতনপ্রকারং[8] সম্ভোগপ্রবৃত্তিঞ্চ "রাইক ঐছে দশা হেরি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি॥ ৬৪৭॥

টীকা—

১। পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর কংসের সেনাপতি। পূতনা ও বকাসুরের বধের পর অঘাসুর প্রতিহিংসাবশতঃ চারি যোজন দীর্ঘ অজগরের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণবধার্থ চেষ্টা করে ও মুখব্যাদানপূর্বক পথিমধ্যে পড়িয়া থাকে। পর্বতগুহাভ্রমে কৃষ্ণসখাগণ উহাতে প্রবেশ করিলে কৃষ্ণ অঘাসুরের দুরভিসন্ধি বুঝিয়া সর্বপশ্চাৎ নিজে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া অঘাসুরকে নিহত করেন।

নিত্যলীলা বাসন্তলীলায় "অঘবৈরী"-বিশেষণ দিবার তাৎপর্য এই যে এস্থলে মধুরের সহিত মধুরের যুদ্ধলীলার ব্যঞ্জনা। তাই স্বয়ম্বরীর বাঞ্ছিত করিবার জন্য কৃষ্ণকে "অঘবৈরী" বলা হইয়াছে। "অঘ"-শব্দের অর্থ "পাপ" ধরিলে "পাপহারী" অর্থও পাওয়া যাইবে।

২। এই পংক্তিগুলির উপযুক্ত চরণ বহ-সংস্করণের মূলপদে নাই।

৩। "পটবাস-" শব্দের অর্থ 'বুক্কা' বা অভ্রচূর্ণ। "Perfumed powder"—Apte's।

৪। শ্রীরাধাসখ্যঃ—পাঠান্তর বহ।

৫। মূল পুঁথিতে আছে—"ঘন বনে"।

৬। মূল পুঁথিতে আছে 'ঘন বনে"।

৭। মধু + √সূ + ভাবে ল্যুট্ = মধুসূদন অর্থাৎ মধু-প্রিয় ভ্রমর।

৮। "ততশ্চৈবংপ্রকারম্"—পাঠান্তর বহ।

(৬৪৮)

ততো মধুপানলীলাং[১] স্বস্বকুঞ্জে শয়নঞ্চ বর্ণয়তি "রতনমন্দিরে"-ইত্যাদিনা। অত্র "ঘুমে বৈঠি না পারি" ইতি বক্তব্যে "ঘুঘুমে ববঠি না পারি" ইতি কথনং মদস্খলনম্ ॥ ৬৪৮ ॥

(৬৪৯)

"মকরকুণ্ডল বলে নাচত"-ইত্যাদিনা সম্ভোগরসং বর্ণয়তি। মণিতং রতিকূজিতং তৈস্তৌর্যত্রিকং বাদ্যগীতনৃত্যম্। অস্যার্থো রসিকৈরনুসন্ধেয়ঃ ॥৬৪৯॥

(৬৫০)

কিঞ্চিৎ প্রাগল্ভ্যযোগং দর্শয়িত্বা মধ্যায়াঃ স্বভাবোচিতসম্ভোগং "অপরূব দিনহি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৬৫০ ॥

(৬৫১)

ততো জলবিহারং "রাধা সখি সঞে ও বর নাহ"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৬৫১ ॥

(৬৫২)

তত উভয়োর্জলযুদ্ধং দর্শয়তি "রাধা" ইত্যাদি। হে সখি! জলকেলিষু নিপুণা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেণ সহ নিজকুণ্ডে খেলতি পরস্পরং নানাভঙ্গ্যা জলমুৎক্ষিপতি। কীদৃশেন? কুচয়োঃ পটলুণ্ঠনেন কঞ্চুলিকাকর্ষণেন নিমিত্তঃ কলিঃ কলহো যেন। সা চ কীদৃশী? আয়ুধস্যাত্র জলরূপাস্ত্রস্য পদব্যাং পথি যোজিতং তন্নিবারকত্বেন নিরূপিতং নলিনং যয়া। দৃঢ়পরিরম্ভণচুম্বনয়োর্হঠোঽস্যাস্তীতি তথা তেন। অত্র নিমিত্তসপ্তমী[২]। শীতলজলসেককর্মণি দৃঢ়া। সুখাতিশয়েন শিথিলং সনাতনং নিত্যং মহস্তেজো যস্য তেন। "মহস্তূৎসবতেজসোঃ" ইত্যমরঃ[৩]। পক্ষে তন্নাম্না গোস্বামিনা সহেতি শ্লেষার্থঃ। দয়িতস্য পরাজয়চিহ্নেন সহাস্যা ॥ ৬৫২ ॥

(৬৫৩)

ততঃ কাচিৎ সখী শ্রীকৃষ্ণস্য পরাজয়ং সূচয়ন্তী শ্রীমতীং প্রতি পুনর্জলসেকার্থং "রাধে নিজকুণ্ড"-ইত্যাদিকমাহ। হে রাধে নিজকুণ্ডপয়সি রঙ্গং জলসেককৌশলং ভুজ্ঞীকুরু বর্দ্ধয়। পিঞ্ছমুকুটং শ্রীকৃষ্ণং সিঞ্চ। কীদৃশম্? অঙ্গীকৃতভঙ্গং স্বীকৃতপরাজয়ম্। ভঙ্গচিহ্নান্যাহ। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সূক্ষ্মকুসুমেন রচিতোন্নতচূড়াতিনীলনিবিড়কুন্তলমন্থলক্ষ্মীঃ কৃত্য ভীতিভির্গূঢ়া সংগুপ্তা লুকায়িতেত্যর্থঃ। তথা ধাতুভির্গৈরিকৈঃ রচিতা চিত্রবীথিশ্চিত্রপংক্তিরম্ভসি পরিলীনা নিমগ্না। ভীতিভিরিতি সর্বত্র যোজ্যম্। "বীথিঃ পংক্তৌ গৃহাঙ্গে চ রূপকান্তরবর্ত্মনোঃ" ইতি বিশ্বঃ[৪]। মালাপি ভুঙ্গবিহীনা[৫] সতী শিথিলরুচি-

টীকা—

১। মধুপানলীলা নিত্যলীলার অন্তর্গত। মধু মদ্যবিশেষ। সংক্ষেপে মদ্য ত্রিবিধ—গুড়জাত "গৌড়ী", ধান্যসমাদিজাত "পৈষ্টী" এবং মহুয়া বা দ্রাক্ষাজাত "মাধ্বী"। দ্রাক্ষাবিকারজ মদ্যের নাম "মধু", "আসব", ও "মাধবী" বা "মাধ্বিক"। মধুক-পুষ্পের বিকারজাত মদ্যকেও "মধু" বলে। ইক্ষুরসের বিকারজাত মদ্যের নাম "শীধু", "আসব" ও "মৈরেয়" "মৈরেয়মাসবঃ শীধুঃ"—অমর—২। —শূদ্রবর্গ। মাধবকৃত কোষানুসারে "শীধু"—পক্ক ইক্ষুরসজাত, "আসব"—অপক্ক-ইক্ষুরসজাত এবং মৈরেয় ধাতকী পুষ্প, গুড় ও ধান্যাদি হইতে জাত মদ্য—

"শীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্কৈরপক্কৈরাসবো ভবেৎ।
মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্পগুড়ধান্যাদিসংহিতম্ ॥"

কদম্বপুষ্পজাত মদ্যের নাম কাদম্বর বা কাদম্বরী।

২। পরিরম্ভণ ও চুম্বনের নিমিত্ত—এই অর্থে।

৩। অমর—৩।২৩১—নানার্থবর্গ।

৪। ইতি মেদিনী—অমরকোষে উদ্ধৃত।

৫। "ভুঙ্গহীনা"—মূলপদের পাঠ।

রজনি ম্লানবদনা জাতা। "ভৃঙ্গবিহীনা"-ইত্যনেন ভৃঙ্গানাং পলায়নং সূচিতম্। তেন সর্বসহায়ানাং পরাজয়ো বৃত্তঃ। যং শ্রীসনাতনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মণিবত্নং প্রেষ্ঠং[১] কৌস্তুভমংশুভিশ্চণ্ডং পশ্যসি তদপি তব গণ্ডং প্রতিবিম্বভাবকপটাৎ ভেজে ত্বাং শরণং গতমিতি পশ্য। "কপটোঽস্ত্রী ব্যাজদম্ভোপাধয়ঃ[২]" ইত্যমরঃ। পক্ষে শ্রীসনাতনগোস্বামিনো মণিঃ শিরোমণিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য রত্নম্ ॥ ৬৫৩ ॥

(৬৫৪)

"সজনী অপরূব যুগলকিশোর"-ইত্যাদিনা জলক্রীড়াসমাপ্তিপূর্বকভোজনাদিলীলাং বর্ণয়তি ॥ ৬৫৪ ॥

(৬৫৫)

তথা "রতন-মন্দিরে জাগি নাগর-নাগরি"-ইত্যাদিনোভয়োঃ প্রেমবৈবশ্যং বর্ণয়তি ॥ ৬৫৫ ॥

(৬৫৬)

ততঃ "মনোহর বেশ বনায়ল"-ইত্যাদিগীতদ্বয়েন[৩] অক্ষক্রীড়াকৌশলং নিরূপয়তি। "দেয়ব দংশন নীত" ইতি স্বেচ্ছয়া ন তু হঠেন। "বলে ছলে" ইতি "বামক দশ[৪]" ইতি শব্দচ্ছলাৎ। যথা—

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

"জিত্বা দ্যূতপণং দশত্যঘহরে গণ্ডং মুদা দক্ষিণং
সা বামক দশেতি তত্র রভসাদক্ষং ক্ষিপন্ত্যাভাষাৎ।
আজ্ঞা সুন্দরি তে যথেতি হরিণা বামে চ দষ্টে ততঃ সংরম্ভাদিব সা ভুজলতিকয়া কণ্ঠে ববন্ধ প্রিয়ম্[৫] ॥"

ইত্যত্রাস্য পাদত্রয়ার্থো দর্শিতঃ। "এত শুনি" ইত্যত্র "যাহক যো মন মান" ইতি শ্রীরাধিকোক্তৌ "জনি পুন পিছে কর আন"-ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণেণ সুরতম্ আকাঙ্ক্ষিতম্। ৬৫৬ ॥

(৬৫৭)

ততঃ শ্রীরাধামাধবয়োঃ পাশকখেলাজনিতপরমানন্দবৈবশ্যং জটিলাগমনবিজ্ঞাপনার্থং পথি নিয়োজিতশুকদ্বারা তদাগমনবার্তাশ্রবণঞ্চ[৬] "রাধা-মাধব পাশক খেলত"-ইত্যাদিনা নিরূপয়তি। দ্বিজবররাজমহাচতুরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সূর্যপূজোচিতপুরোহিতবিপ্রবেশং ধৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৫৭ ॥

(৬৫৮)

"কীর মুখহি শুনি"-ইত্যাদিনা সূর্যপূজাদিকৌশলং নিরূপয়তি। জরতী জটিলা। অত্র প্রথমতস্তদাগমনং ততঃ শ্রীকৃষ্ণং বিপ্রবেশং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিবুদ্ধ্যা প্রণামপূর্বকং পৌরোহিত্যে বরণম্। ততস্তয়া সহ ব্রাহ্মণরূপিণ উক্তিপ্রত্যুক্তী। ততঃ সূর্যপূজাকৌশলম্। ততঃ সর্বেষাং গৃহগমনমিতি গোবিন্দলীলামৃতানুসারেণ[৭] জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬৫৮ ॥

(৬৫৯)

"জটিলা আসিয়া এবে"-ইত্যাদিনা তদেবোপপাদয়তি। অস্যার্থঃ সুগমঃ ॥ ৬৫৯ ॥

টীকা—

১। "শ্রেষ্ঠং"—পাঠান্তর বহ।

২। অমর—১।৩০—নাট্যবর্গ।

৩। ৬৫৬ ও ৬৫৭ সংখ্যক পদদ্বয়।

৪। "বামগণ্ড দংশন কর"—শব্দশ্লেষবশত এই অর্থ ধরিয়া।

৫। উজ্জ্বল—১৫।২৪৬ সংখ্যক উদাহরণ শ্লোক।

৬। বার্তাং শ্রবণঞ্চ—পাঠান্তর বহ।

৭। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বর্ণনাত্মক লীলাগ্রন্থ গ্রন্থ।

(৬৬১)

অথোত্তরগোষ্ঠগাননির্বাহকঃ তদ্ভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রং "জয় শচীনন্দন"-ইত্যাদিনা স্মরতি ॥ ৬৬১ ॥

(৬৬২)

তথা "জয় শচীনন্দনপ্রেম"-ইত্যাদিনা তদুত্তর-লীলাগাননির্বাহকং তং পরামৃশতি ॥ ৬৬২ ॥

(৬৬৩)

তদুচিতশ্রীকৃষ্ণরূপং "তনু ঘন-অঞ্জন"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। 'ঘনগঞ্জন' মেঘনিন্দিতঃ[১]। "কঞ্জ" ইত্যাদি। ইন্দীবরনয়নীনাং[২] নয়নস্ত দিব্যাঞ্জন ইব ॥ ৬৬৩ ॥

(৬৬৪)

ততো গমনসৌষ্ঠবং "গোখুরধুলি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৬৬৪ ॥

(৬৬০)

ততঃ শ্রীমত্যা গৃহগমনপূর্বকশ্রীকৃষ্ণভোগ্য সামগ্রীকরণং তদ্গমনঞ্চ "সুরজ আরাধি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৬৬০ ॥

(৬৬৫)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রাসাদশিখরারূঢ়া ব্রজদেব্যঃ "তরুণীলোচন"-ইত্যাদিকং পরস্পরমূচুঃ। হে সুন্দরি বনমালী মিলতি স্বগৃহমাগচ্ছতীতি পশ্য। কীদৃশঃ? তরুণীলোচনানাং তাপখণ্ডকো যো হাস্য[৩]-সুধাঙ্কুর-স্তদ্ধারণশীলঃ। তথা মন্দতরমরুতা[৪] চলেন চঞ্চলেন পিঞ্ছেন কৃত উজ্জ্বলো মৌলির্যস্য সঃ। শোভনবিহরণশীলো মহাবিহারী বা। তথা দিবসে পরিণতিং শান্তিং প্রাপ্তে সতি নবনববিভ্রমো লীলা-বিশেষো ভাববিশেষো বা তদ্যুক্তঃ। ধেনুখুরোদ্ধূতেন রেণুনা পরিপ্লুতঃ। তথা ফুল্লসরোরুহদামা স চাসৌ স বেতি। তৎকালবিকাসিলসদিন্দীবরমণ্ডলমিব সুন্দরং ধাম স্বরূপং যস্য তাদৃশঃ। মধুরমুরলীশব্দেন কৃতা তাবকানাং ভবদীয়ানাং প্রীতির্যেন সঃ। অত্র ত্বয়ি দুগন্তুতরঙ্গী চার্বী সুন্দরী সনাতনী তনুর্যস্য। পক্ষে সনাতননামানং গোস্বামিনং তনোত্যর্থাৎ সানন্দম্ (করোতি)[৫]। কিংবা ধাতুনামনেকার্থতা কল্পনা। তথানুরঞ্জনকারিসুহৃদ্গণানাং সঙ্গী ॥ ৬৬৪ ॥

(৬৬৬)

"আগতি বেরি বরনাগর"-ইত্যাদিনা দর্শনানু-রাগকথনপূর্বকোপহারপ্রেরণকথনম্। "নিরুপম ধাতুহিঁ হেম" ধাতূনাং যথা স্বর্ণম্ ॥ ৬৬৬ ॥

(৬৬৭)

"সাঁঝক বেরি মিলন"-ইত্যাদিনা শ্রীমন্নন্দ-যশোদয়োঃ প্রেমাতিশয়ং বর্ণয়তি। লালনমতি-স্নেহপূর্বকচুম্বনাদি ॥ ৬৬৭ ॥

(৬৬৮)

"সহচরি তুরিতহিঁ আনি যোগায়ল"-ইত্যাদিনা শ্রীমত্যাঃ কেবলশ্রীকৃষ্ণাবশেষাশনাত্বং তদনুরাগঞ্চ কথয়তি ॥ ৬৬৮ ॥

টীকা—

১। "নিন্দিতমেঘঃ"—হওয়া উচিত ছিল।

২। "ইন্দীবরনয়নানাং" হওয়া উচিত ছিল—"ন ক্রোড়াদিবহ্বচঃ" পাণিনি ৪।১।৫৬ সূত্রানুসারে।

৩। হাস—পাঠান্তর-বহ।

৪। মন্দমরুতা—পাঠান্তর বহ।

৫। অন্বয়ানুরোধে দেওয়া হইল।

(৬৬৯)

অথ গূঢ়মধুরভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং মঙ্গলরূপং "সুরধুনী তীর"-ইত্যাদি-গীতদ্বয়েন[১] পরামৃশতি ॥ ৬৬৯ ॥

(৬৭০)

"দেখত বেকত গৌরচন্দ্র" ইত্যাদি। "নখত-বৃন্দ" নক্ষত্রসমূহঃ। "উদয় দিনহু রাতিয়া" ইত্যত্যাদ্ভুতম্ ॥ ৬৭০ ॥

(৬৭১)

অথাভিসারিকাভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রং "কাঁচা কাঞ্চন"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "অতি সুখবসন" অতিসূক্ষ্মবস্ত্রেণ। "অলখিতদ্বিজ-মুখহাস" অলক্ষিতা দ্বিজা দন্তা যত্র তাদৃশে মুখে হাস্যং যস্য। এতেন তদ্‌ভাবোচিতস্মিতমেব[২] ন তু হাস্যম্[৩]। অত্রাপি সামান্যকালোচিতশ্রীগৌরচন্দ্রগীতানি লিখিতানি সন্তি। অপেক্ষা চেৎ তান্যনুসন্ধেয়ানি ॥ ৬৭১ ॥

(৬৭২)

সম্ভোগরসভাবিতান্তঃকরণং শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রম্ "আনন্দ সার"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। "আনন্দসার শকতি" হ্লাদিনীশক্তিঃ। "সতচিদ্‌ঘন" সচ্চিদ্‌ঘনঃ। অন্যার্থো রসিকৈর্ভাবনীয়ো ন তু লেখ্যঃ ॥ ৬৭২ ॥

(৬৭৩)

ততো লিখিষ্যমাণ-স্বাধীনভর্তৃকাগাননির্বাহকং তদ্‌ভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দরং "দেখ সখি গৌর নওল কিশোর"-ইত্যাদিনা স্মরতি। "নওল কিশোর" নবকিশোরঃ ॥ ৬৭৩ ॥

(৬৭৪)

তদ্‌ভাবাক্রান্তত্বেন রূপোদ্রেকদর্শনাৎ "নিরুপম সুন্দর"-ইত্যাদিনা তদ্রূপং বর্ণয়তি। "করগবীজ" পক্বদাড়িম্ববীজম্। বিধুন্তুদো রাহুঃ। যদ্যপি প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধ্যাদয়ো দোষাঃ কবিতায়াং সন্তি তথাপি তচ্চরণগুণবর্ণনাৎ সর্বে নিরস্তা ইত্যর্থঃ॥৬৭৪॥

(৬৭৫)

"সুরপতি ধনু"-ইত্যাদিনা লিখিষ্যমাণলীলোচিত-বিষয়ালম্বনরূপং বর্ণয়তি। 'তরুণিসমাজ' ইতি সম্বোধনং পরমৌৎসুক্যেন সর্বাসাম্। হে যুবতী-সমূহ ॥ ৬৭৫ ॥

(৬৭৬)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণাভিসারপূর্বকং তৎপ্রেমোৎপ্রত্যাং "কাননে সবহু কুসুম পরকাশ"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৬৭৬ ॥

(৬৭৭)

"অভিসার লাগি বেশ বনাওত"-ইত্যাদিনা বেশকরণং দর্শয়তি। "চতুঃসম" চন্দনকুঙ্কুমকর্পূর-মৃগমদাঃ ॥ ৬৭৭ ॥

(৬৭৮)

ততঃ "সুন্দরি না করু পসাহন"-ইত্যাদিনা তৎসখী রূপোল্লাসকথনপূর্বকং শ্রীকৃষ্ণস্য তদধীনত্বং বর্ণয়তি। "পসাহন আন" অন্যপ্রসাধনবেশাদিকং মা কুরু। "ভাল" ললাটং স এব সুধাকরশ্চন্দ্রঃ ॥ ৬৭৮ ॥

টীকা—

১। ৬৬৯ ও ৬৭০ সংখ্যক গীতদ্বয়।

২। "স্মিতং স্বলক্ষ্যদশনং নেত্রগণ্ডবিকাশকৃৎ।" ভক্তি—৪।১।

৩। "তদেব দরসংলক্ষ্যদন্তাগ্রং হসিতং ভবেৎ।" ভক্তি—৪।১

(৬৭৯)

ততোঽভিসারোচিতবেশং ঘটয়িত্বা "নিরুপম কাঞ্চন"-ইত্যাদিনা তল্লাবণ্যাদিকং বর্ণয়তি। "সঙ্গিনী" ইতি সখ্যস্তদ্রূপবেশাঃ। "সাই" সহিতা। "সাঁথহি কাঞ্চন কমল উজোর" কমলাকৃতিঃ "শিব ফুল" ইতি খ্যাতিঃ ॥ ৬৭৯ ॥

(৬৮০)

ব্যঙ্গোনাভিসারং তদ্রূপঞ্চ "শরদসুধাকর"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "সকল অলংকৃতি"-ইত্যাদিনা গতির্লক্ষ্যা ॥ ৬৮০ ॥

(৬৮১)

"কঞ্জ চরণ"-ইত্যাদিনাসমোর্দ্ধরূপবর্ণনপূর্বকাভিসারং স্পষ্টয়তি। হে রাধে শ্যামবিনোদিনি! ত্বং যদভিসারায় সুবেশং কৃতবতী। কীদৃশী? "কুঞ্জরগমনদমনা" অর্থাদ্ গমনেন কুঞ্জরদমনী[১]। "কুঞ্জরদমনগমনা" ইতি বা পাঠং কল্পয়ন্তি। "সঙ্গহি", ইত্যত্র "অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম কোটি মদনমনোমোহিনি ছান্দে" ইতি পাঠঃ কচিত্তিষ্ঠতি। কঞ্জং পদ্মম্। "মঞ্জীর" নূপুরম্। মূর্তিমতী বা শৃঙ্গারস্যাধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবতাস্যা অপ্যধিদেবী ॥ ৬৮১ ॥

(৬৮২)

ততঃ পথি শ্রীমত্যাঃ রূপাদিকং বাগ্‌ভঙ্গ্যা বর্ণয়তি "এ ধনি"-ইত্যাদিনা। হে ধন্যে। বস্ত্রাঞ্চলেন মুখমাচ্ছাদয় যতঃ পদ্মচন্দ্রভ্রান্ত্যা লুব্ধা মধুপচকোরবিধুন্তুদা অন্যত্র গচ্ছন্তু। কিমিতি যদি কথয়সি ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রে কথং রাহোরাগমনশঙ্কা। তত্র শৃণ্বিত্যাহ। মধুরিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদয়ে "ঐছন" পূর্ণচন্দ্র ইব ভ্রমো জায়তে তত্র কিং মন্দবুদ্ধেঃ। ইতি শ্রুত্বা শ্রীমতী কটাক্ষং কৃতবতী তত্রাহ "ভাঁউ" ইত্যাদি। অতনুঃ রাহুর্বিষ্ণুচক্রচ্ছেদেন শিরোরূপস্য তদ্দেহাভাবাৎ[২]। পতগো ভৃঙ্গচকোরৌ ॥ ৬৮২ ॥

(৬৮৩)

পুনরন্যা কাপি বাগ্‌বিশেষেণ "ধনি ধনি কো বিহি"-ইত্যাদিনা তথৈবাহ। হে রাধে! যঃ স্ববৈদগ্ধ্যসিদ্ধ্যর্থং মদনসুধারসেন তব মুখমণ্ডলং নির্মিতবান্ সোঽনেকব্রহ্মাণ্ডগতবিধাতৄণাং মধ্যে কঃ। স চ ধন্যধন্যো ধন্যানাং মধ্যে ধন্যঃ। "ভালে আধ"-ইত্যাদিনাদ্ভুতোপমাং ঘটয়তি। শ্যামভ্রমরো যত্র শ্রীকৃষ্ণঃ। হার এব তরঙ্গিণী নদী। তৎতীরে চক্রবাগযুগলং বিযুক্তশোকং কদাচিদপি ন জানাতি। অধরারুণস্য সদৈবোদয়াৎ বিযুক্তের্হেতুর্নিশা ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮৩ ॥

(৬৮৪)

ততোঽভিসারপূর্বকমিলনং "সমবয়োবেশভূষণভূষিত তনু"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি ॥ ৬৮৪ ॥

(৬৮৫)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তন্নূপুরধ্বনিশ্রবণেন কুঞ্জাদ্বহিরাগতা মিলনপ্রকারং পুনঃ কুঞ্জমধ্যে প্রেমাতিশয়েন তৎসেবনঞ্চ "নূপুরকলরব"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "কর গহি" শ্রীমত্যা কর গ্রহণং কৃত্বা। "নীরঞ্জন" নির্মঞ্জনম্। "পুলকক দুখ" "ত্রুটি[৩]-যুগায়ত"-ইত্যাদিরীত্যা কিঞ্চিৎকালবিয়োগদুঃখম্ ॥ ৬৮৫ ॥

টীকা—

১। কুঞ্জরদমনা হওয়া উচিত ছিল।

২। দেবগণের অমৃতভোজনের সময় দেবতাবেশী দৈত্য রাহুকে চন্দ্র-সূর্য ধরাইয়া দিলে বিষ্ণু তাঁহার চক্র দ্বারা রাহুর মুণ্ডচ্ছেদ করেন। অতঃপর শির অংশ রাহু নামে ও দেহ অংশ কেতু নামে খ্যাত হয়।

৩। ত্রুটি অর্থাৎ "স্বল্পকাল"—"দ্বৈঽশ্লেষায়াং ত্রুটী স্যাৎ কালেঽল্পে সংশয়েঽপি সা"—অমর—৩।৩।৩৭।

রূঢ়-মহাভাবের লক্ষণ বিশেষ "কল্পক্ষণত্বং" ও "নিমেষাসহতা"—উজ্জ্বল—১৪।৮৩।

(৬৮৬)

ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমত্তমানন্দেন তদ্রূপাতিশয়ং "তুয়া মুখ"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "কবলই" অর্থান্ম্যকরোতি। "অমিয়াক পুর" অমৃতপ্রবাহঃ। "দ্বিজ" দন্ত। "কম্বু" শঙ্খঃ॥ ৬৮৬॥

(৬৮৭)

"একে নব কুঞ্জ"-ইত্যাদিনা ভ্রমরগীতিং[১] তয়োর্নাট্যাদিকং বর্ণয়তি॥ ৬৮৭॥

(৬৮৮)

ততস্তু[২] যুগলদর্শনসৌষ্ঠবং "দুহুঁ মুখ সুন্দর" ইত্যাদিনা বর্ণয়তি॥ ৬৮৮॥

(৬৮৯)

"সরস বসন্ত"-ইত্যাদিনা তয়োর্নিত্যবসন্তোচিত-লীলাকৌশলং বর্ণয়তি। অস্যার্থো রসিকৈর্ভাবনীয়ঃ॥ ৬৮৯॥

(৬৯০)

'গানৈর্নর্মপ্রহেলীলপনস্থনটনৈঃ[৩]' —ইত্যাদ্যর্থং সখানামন্তত্রগমনঞ্চ "রাই কানু মেলি"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি॥ ৬৯০॥

(৬৯১)

"আন ছলে গমন"-ইত্যাদিনা কেবলমধ্যোচিত-রসবিলাসং বর্ণয়তি। "নাগরি নয়ান কোন"-ইত্যাদিনা কেবলমধ্যাস্বভাবত্বং সূচিতম্॥ ৬৯১॥

(৬৯২)

"আধ নয়নে দুহুঁ"-ইত্যাদিনাসমোর্দ্ধরস-নিমগ্নয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমবৈবশ্যং বর্ণয়তি। "বিছুরল প্রেমসঙ্গতি" প্রেমসঙ্গতির্বিস্মৃতা স্পর্শ-জনিতপ্রলয়ভাবোদয়াৎ সংপ্রয়োগোঽপি বিস্মৃত ইত্যর্থঃ॥ ৬৯২॥

(৬৯৩)

পুনঃপুনঃ স্পর্শজনিতসাত্ত্বিকভাবোদয়ঃ পুনঃ পুনস্তচ্ছান্তিঃ পুনরুদয়শ্চ জাত ইতি "দুহুঁ রস-ভোর"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি। পঞ্চবাণোঽত্রাপ্রাকৃতঃ কন্দর্পঃ॥ ৬৯৩॥

(৬৯৪)

ততোঽপ্রাকৃতমদনশ্চৈতস্তং কারয়িত্বা স্বয়মপি তদ্রসসিন্ধৌ মগ্নোঽভূদিতি "পহিল সমাগম রাধা কাণ"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "পহিল সমাগম" সমাগমো মিলনম্। প্রথমস্তুস্কারস্তঃ॥ ৬৯৪॥

(৬৯৫)

ততো মধ্যায়াঃ সাহজিকসুরতমোহং বর্ণয়তি "সুখশয়ন"-ইত্যাদিনা।

"শ্রমজলনিবিড়াং নিমীলিতাক্ষীং
শ্লথচিকুরামনধীনবাক্তবল্লীম্।
মুদিতমনসামস্বতান্তভাবাং[৪]
রতিশয়নে নিশি রাধিকাং স্মরামি[৫]॥

ইতি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিধৃতমধ্যানায়িকোদাহরণ-পদ্যানুসারেণাস্যার্থো বোধ্যঃ॥ ৬৯৫॥

(৬৯৬)

"দেখ সখি যুগলকিশোর"-ইত্যাদিনা শ্রীমত্যা প্রাগ্‌লভ্যাগুণং বর্ণয়তি॥ ৬৯৬॥

(৬৯৭)

তৎসুরতস্য যুদ্ধরূপতাং বর্ণয়তি "রতিরণরঙ্গ"-ইত্যাদিনা। অস্যার্থস্তু সুধীগম্যঃ॥ ৬৯৭॥

টীকা—

১। গীতং—পাঠান্তর—মূল-পুঁথি।
২। ততস্তদ্—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।
৩। সংপ্রয়োগাত্মক নিত্যলীলার অঙ্গাদি।
৪। —"অস্তভাবাং"—পাঠান্তর মূল-পুঁথি।
৫। উজ্জ্বল—৫।৩১।

(৬৯৮)

ততঃ প্রতিযুদ্ধং বাণানামুল্লেখেন "সজনী হেরি হেরি"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। অস্যার্থোঽপি তথা ॥ ৬৯৮ ॥

(৬৯৯)

অথ মধ্যায়াঃ স্বাভাবিকলজ্জোদয়াৎ সঙ্কেতেনৈব বেশকরণে নিয়োজনং, তৎকরণারম্ভ উভয়োঃ প্রেমবৈবশ্যঞ্চ "রতিঅবসানে"-ইত্যাদিনা দর্শয়তি ॥ ৬৯৯ ॥

(৭০০)

কেবলমধ্যাগুণাশ্রিতায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বং[১] তথা দ্বয়োঃ প্রেমবৈবশ্যম্ "আনন্দনীর নয়নে"-ইত্যাদিনা পুনঃ পরিপাট্যা নিরূপয়তি ॥ ৭০০ ॥

(৭০১)

ততঃ "আনন্দনীর"-ইত্যাদিনা কাচিৎ তয়োঃ সেবনং প্রার্থয়তে ॥ ৭০১ ॥

(৭০২)

ততঃ শ্রীমতী স্ববেশরচনার্থং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি "আকুল কুটিল"-ইত্যাদিকমাহ। "কবরী" কেশভারঃ। "কিশলয়চমরী[২] অর্থাৎ কিশলয়গুচ্ছেন কর্ণৌ ভূষয়। "নখপদং" নখচিহ্নম্। "ছাপি" গোপয় ॥ ৭০২ ॥

(৭০৩)

পুনস্তৎবচনকৌশলং "যামিনী শেষে"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। স্পষ্টম্ ॥ ৭০৩ ॥

(৭০৪)

তৎপ্রত্যুত্তরং "এ ধনি এ ধনি"-ইত্যাদিনা কথয়তি। "চন্দ্রকপবন" ময়ূরচন্দ্রিকানির্মিত-ব্যজনজনিত-পবনেন ॥ ৭০৪ ॥

(৭০৫)

ততঃ সখীকর্তৃকসেবনং তয়োঃ শয়নঞ্চ "রতিরসশ্রমযুত"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি। "সাত" সুখং "শর্মসাতসুখানি চ" ইতি ত্রিকাণ্ডাৎ[৩]। "তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈঃ"-ইত্যাদিপদ্যস্যার্থো দর্শিতঃ ॥ ৭০৫ ॥

(৭০৬)

অথ রসালসভাবাক্রান্তং[৪] শ্রীগৌরচন্দ্রং স্মরতি "শেষ রজনী মাহা সুতল"-ইত্যাদিনা ॥ ৭০৬ ॥

(৭০৭)

ততো নিদ্রাভাবাক্রান্তয়োস্তয়োঃ রূপং বর্ণয়তি "সুরত সমাপি"-ইত্যাদিনা। "আপি" অর্পয়িত্বা। "বদনে" ইত্যাদি—শ্রীমত্যা বদনে শ্রীকৃষ্ণেণ স্বমুখমণ্ডলমর্পিতম্। তস্যা বদনমেব কমলং তস্য মুখমণ্ডলং চন্দ্র ইত্যদ্ভুতোপমা। তথা শ্রীকৃষ্ণমুখং ভ্রমরঃ শ্রীমত্যা বদনং চকোরঃ ॥ ৭০৭ ॥

(৭০৮)

অন্যা কাচিৎ দর্শনানন্দেন তদ্রূপং "রতিরণপণ্ডিত"-ইত্যাদিনা বর্ণয়তি ॥ ৭০৮ ॥

(৭০৯)

পুনরন্যা কাচিৎ তদালোকসুখেন প্রকারান্তরেণ "দেখ সখি গোরি"-ইত্যাদিনা তদ্রূপাতিশয়ং বর্ণয়তি। শ্রীকৃষ্ণস্যেন্দ্রনীলমণিত্বেন শ্রীমত্যাঃ

টীকা—

১। স্বাধীনভর্তৃকত্বং হওয়া উচিত—"ঋতলোপ্ত্য-বচনস্য"—এই বার্তিকসূত্র অনুসারে।

২। এস্থলে "চমরী"-শব্দের অর্থ মঞ্জরী। "চমরং চামরে স্ত্রী তু মঞ্জরীমৃগভেদয়োঃ"—মেদিনী।

৩। সম্পূর্ণ শ্লোকার্ধ—"স্যাদানন্দথুরানন্দশর্মসাতসুখানি চ—অমর—১।৪।২৫।

৪। সম্ভোগান্তর ভাবের দ্বারা আক্রান্ত।

কাঞ্চনত্বেন রূপকম্। কুবলয়ম্ ইন্দীবরম্[১]। "চম্পক" গন্ধফলীপুষ্পম্[২]। "বিকচ" স্ফুটম্ ॥ ৭০৯ ॥

(৭১০)

অথ নিত্যলীলায়াং শয়নলীলাং সমাপ্য সিদ্ধভক্ত[৩]-কৃত-শ্রীরাধাকৃষ্ণসেবাপ্রার্থনাং "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর"-ইত্যাদিগীতদ্বয়েন[৪] দর্শয়তি। তেনৈবাত্যন্তাযোগাস্থ স্বস্তাপি তাং বোধয়তি। "কেলিকদম্বের বনে" ক্রীড়াকদম্ববনে ॥ ৭১০ ॥

(৭১১)

বিশেষয়তি "হরি হরি"-ইত্যাদিনা। "সুবর্ণ-সম্পুট" স্বর্ণনির্মিত-তাম্বূলাধারঃ। যুগলমত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ ॥ ৭১১ ॥

(৭১২)

পরমাভিলাষেণ কিঞ্চিদ্বিশেষেণ পুর্বোক্তমনুবদতি "প্রাণ[৫]-হরি কবে মোর হইবে সুদিনে"-ইত্যাদিনা। ভৃঙ্গারোঽত্র জলাধারবিশেষঃ "ঝারী" ইতি খ্যাতঃ। "চিকুর" কেশঃ ॥ ৭১২ ॥

(৭১৩)

তদেব সর্বমভিলষিতং তৎকৃপাং বিনা ন সিধ্যেৎ। তৎকৃপৈব সর্বসম্পাদিকেত্যাশয়েনাহ "প্রাণনাথ কবে মোর হব কৃপাদিঠি" ইত্যাদি। "মরকতমণি হেমগোরি" ইতি দৃষ্টান্তম্। অতিদুর্লভবাসনায়াং স্বয়ং সংশয়ং করোতি "এমন হইবে দিন"-ইত্যাদিনা ॥ ৭১৩ ॥

(৭১৪)

স্বমুখেন প্রার্থনায়াং কৃতায়াং বহুজন্মস্বপি তৎ-সেবাপ্রাপ্তিসম্ভাবনা কদাচিদ্ বা ভবিষ্যতীত্যাশয়েন[৬] "প্রাণনাথ কবে মোর হইবে সুদিনে"-ইত্যাদিনা স্বাভীষ্টদৈবতং প্রার্থয়তে। "বীজন করব নানা ভাঁতি" ইতি ময়ূরবর্হা-তালবৃন্ত-চামরাদিভিঃ সংবীজয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৭১৪ ॥

টীকা—

১। 'কুবলয়' উৎপলসামান্যের পর্যায় শব্দ—
"স্যাদুৎপলং কুবলয়ম্"—অমর ১।১০।৩৭।

কিন্তু বিশেষ অর্থে ইন্দীবরের পর্যায় শব্দরূপে নাম-মালায় উল্লিখিত হইয়াছে—
"শ্যামং শিতিকণ্ঠনীলং কুবলয়ম্ ইন্দীবরঞ্চ নীলাব্জম্।"

২। "অথ চাম্পেয়শ্চম্পকো হেমপুষ্পকঃ।
এতস্য কলিকা গন্ধফলী স্যাৎ ॥"
অমর—২।৬৪—বনৌষধিবর্গ।

৩। এস্থলে সিদ্ধভক্ত বলিতে কৃপাসিদ্ধভক্তই সম্ভবত বুঝাইতেছে। সাধনসিদ্ধও হইতে পারে।

যাঁহার ভক্তি সাধনাপেক্ষ নহে তিনিই সিদ্ধভক্ত। কৃষ্ণভক্ত দুই প্রকার—সাধক ও সিদ্ধ—"তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥"—ভক্তি—২।১।১৪৪।

কৃষ্ণভাবে ভাবিতান্তঃকরণ ব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত। সিদ্ধভক্তের লক্ষণ—
"অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥
ভক্তি—২।১।১৪৮।

সিদ্ধভক্তও দ্বিবিধ—সংপ্রাপ্তসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। সংপ্রাপ্তসিদ্ধও দ্বিবিধ—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ—
"সাধনৈঃ কৃপয়া চাস্য দ্বিধা সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ ॥
ভক্তি—২।১।১৪৬।

মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ সাধনসিদ্ধ এবং যজ্ঞপত্নী ও শুকদেবাদি কৃপাসিদ্ধ।

নিত্যসিদ্ধভক্ত পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়সীগণ। যাদব ও গোপগণও নিত্যসিদ্ধ।
—"ভক্তাস্তু কীর্তিতাঃ শান্তাস্তথা দাসসুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥"
—ভক্তি—২।১।১৫৪।

৪। ৭১০ ও ৭১১ সংখ্যক পদদ্বয়।

৫। 'হরি'—পাঠান্তর বহু।

৬। "সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥"
—ভক্তি—১।১।২৩।

(৭১৫)

"হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী"-ইত্যাদি-গীতদ্বয়েন[1] সাধকাবস্থায়াং[2] [ভজনক্রিয়াং[3]] প্রার্থয়তে। তত্র শ্রীরাধামদনমোহনাদি-শ্রীবিগ্রহদর্শনাকাঙ্ক্ষয়া "নিরখিব নয়নে যুগলরূপরাশি" ইত্যুক্তম্। পরচরণেষু সর্বত্র সাধকদেহোচিত প্রার্থনা প্রতীতেঃ। অত্র যঃ স্বর্ণজলপাত্রাদিত্যাগ উক্তঃ স তু স্বস্ববিভাবানুরূপো[4] ভাবনীয়ঃ ॥ ৭১৫ ॥

(৭১৬)

"হরি হরি আর কি এমন দশা হব" ইত্যাদি। "হরি হরি" ইতি খেদে সম্বোধনং বা "হে হরে" ইতি। অন্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭১৬ ॥

(৭১৭)

ততঃ "কবে প্রভুর অনুগ্রহ হব[5]"-ইত্যাদিনা স্বমুখেন প্রার্থয়তে। তদনুগ্রহঃ কদা ভবিষ্যতীত্যনেন তাদৃশাপ্রাকৃতলোভে স্বযোগ্যতাভাবঃ সূচিতঃ। "মর্ম" মর্মতা। "কাকুতি" কাকুক্তিঃ ॥ ৭১৭ ॥

(৭১৮)

নন্বু বিষয়াসক্তানামেতাদৃশবাসনাসমূহঃ কুতঃ সিধ্যেদিত্যাশয়েনাহ। "হরি হরি আমার এমন কবে হবে"-ইত্যাদিনা বিরক্তিপ্রাধান্যেন ব্রজবাসমাকাঙ্ক্ষতি[6]। "দারা" স্ত্রী। "ভাগবত" শ্রীমদ্ভাগবতম্। "মাধুকরী" মধুকরতুল্যা বৃত্তিঃ ॥ ৭১৮ ॥

(৭১৯)

নন্বু বিষয়াতান্তবিদূষিতে মনসি তদপি কথং ভবিষ্যতীত্যাশয়েন "বদ বদ হরি ছন না করিহ"-ইত্যাদিনা জনান্ ব্যাজেন স্বমানসমপি শিক্ষয়তি। তন্নামসংকীর্তনেনৈব তৎসর্বং সিধ্যেদিতি ভাবঃ ॥ ৭১৯ ॥

(৭২০)

ততঃ স্পষ্টরূপেণ 'ভজ মন সতত ইহ নিরবন্ধ"-ইত্যাদিনা স্বমানসং বোধয়তি। হে মন! নির্দ্বন্দ্বোঽসংশয়ঃ সন্ সর্বদা ভজ। কং জনম্? তত্রাহ—"রাধাকৃষ্ণ" ইত্যাদি—শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ। নন্বু তদ্ভজনে কিং ভবিষ্যতীত্যত আহ তাবেব পরমসুখদায়কৌ। তৎ কুতঃ? যতো রসময়ৌ। তদেব কুতঃ? স্বতঃসিদ্ধপরমানন্দরূপৌ। নন্বু মমাধুনৈব কিং দুঃখম্? অত্রাহ "চঞ্চল" ইতি। বিষয়মেব বিষং সুখজনকামৃতবুদ্ধ্যা খাদসি। চঞ্চলমস্থিরম্। পক্ষে ভক্ষিতোদরস্থবিষস্যাশু সর্বাঙ্গব্যাপিত্বাৎ চাঞ্চল্যং যুক্তম্। অতএবাতিবিরুদ্ধকারিণং ন জানাসি। নন্বু ত্বমেব বিষত্বেন[7] কথয়সি ময়া তু তজ্জন্যগ্লান্যাদিকং ন প্রতীতম্। তত্রাহ পরকালে ঘোরমরণদুঃখং

টীকা—

১। ৭১৫ ও ৭১৬ সংখ্যক পদদ্বয়।

২। "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥"

ভক্তি—১।১।১৪৪।

৩। অর্থবোধের জন্যে দেওয়া হইল।

৪ —"বিভবানুরূপো" হওয়া উচিত।

৫। মূল-পুঁথিতে নাই।

৬। "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা ॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥
শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি চ।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥"

ভক্তি—১।২।১৫০-১৫২।

৭। বিষয়—পাঠান্তর বহু।

নরকপাতাদিকং জনয়িষ্যতি যতোঽধুনৈবাঙ্গীকরো-তীত্যনুমানং কুরু। অত্রাঙ্গমেব গ্লানিস্তত্তু বিষয়পক্ষে শ্রীভাগবতাদি-সেবনহেলনরূপং, বিষপক্ষে তু চক্ষু-স্তেজোরোধেন দর্শনাভাবঃ। অত্র তেন যথা মরণমনুমীয়তে তথৈতেন তৎ। অতো বিষত্বেন[১] বর্ণিতঃ। ননু মমৈব দুঃখং ভবিষ্যতি কিং তব? তত্রাহ "মোহে দুখভাগি" ইত্যাদি। তব দুঃখেনৈব মম দুঃখং নিশ্চিতং ভবিষ্যত্যেব যতস্ত্বং জন্মবন্ধুঃ। পরমার্থপক্ষে তব দোষেণাহমেব তদ্দুঃখভোক্তা। অতএব স্বদোষং জ্ঞাত্বা তচ্ছান্ত্যৈঽধুনাপি কলয়া কোটি-ধন্বন্তরিপ্রকাশকৌ তাবেব শরণং কুরু। ননু চিরকালভজনং বিনা কথমাশু ত্বরায়াং রক্ষিষ্যতঃ। "ও দুহুঁ করুণাসিন্ধু" ইতি। তয়োঃ শ্রীপাদপদ্ম-প্রেমামৃতং পীত্বা স্বদুঃখমূলং দূরীকুরু সিদ্ধদেহাবাপ্ত্যা। পক্ষেঽমৃতপানে কান্তিপুষ্ট্যা। যাঽজ্ঞানতা মরণস্য পূর্বাবস্থা চ ॥ ৭২০ ॥

(৭২১)

এবং চেৎ তর্হি ভো জীবনবন্ধো! তথা চেষ্টয়েতি মনোঽনুমত্যার্থয়িতুম্। শ্রীবিদ্যাপতিঠক্কুরেণ যৎ সেবাদশায়াং 'যতনে যতেক ধন"-ইত্যাদিগীতদ্বয়ং[২] লোকশিক্ষার্থমুক্তং তৎ স্বনিমিত্তমুদাহরতি। "পাপে বাটোরলু" পাপকর্মণা বহুপার্জিতম্। কদাচিন্নিবেদিতে সতি কার্যং বা সিধ্যতি দয়ালুত্বাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। কদাচিৎ সন্ধ্যাকালেঽন্নার্থী লজ্জাং ত্যক্ত্বান্নং যাচতে। অদানে লজ্জা। অতো দদাত্যেব তথেতি ভাবঃ। "আকক বেরি"-ইত্যনেনাবসন্নদশায়াং প্রার্থনেয়মব-গম্যতে ॥ ৭২১ ॥

(৭২২)

পুনরধুনৈবাত্মসমর্পণং করোমীত্যাশয়েনাহ "মাধব বহুত মিনতি করোঁ তোয়" ইত্যাদি। তুলসী-তিল-সাহিত্যদানেন পূর্ববৎ দেহাত্মবুদ্ধ্যা তত্র পাতয়ামীতি ভাবঃ। স্বপক্ষে তু এতদ্গীতানুশীলনেন তাদৃশো ভাবো মমাপি বা কদাচিদ্ভবতীতি বোধ্যম্। ননু মদ্ভজনং ন কৃতং কথমধুনা প্রার্থয়সে। তত্রাহ "কি এ মানুষ পশু" ইত্যাদি। স্বকর্মদোষেণ যাং যাং যোনিং ব্রজামি তত্র তত্র তব লীলায়াং মম রতিরস্ত্বিতি।

"নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ[৩] ॥"

ইতি রীত্যা জ্ঞেয়ম্। তেষু জন্মসু মতিভ্রংশ-শঙ্কয়া পুনর্বৈক্লব্যোনাহ। তব পাদপল্লবমেব নৌ মম তরণার্থং হৃদি প্রকাশ্যতাং ক্ষণমিতি ভাবঃ ॥৭২২॥

(৭২৩)

কলিযুগপাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভজনং বিনা তৎ[৪]কার্যং ন ভবতীত্যাশয়েনাহ "জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনাম সার" ইত্যাদি ॥ ৭২৩ ॥

(৭২৪)

তাদৃশপ্রেমদাতুর্ভজনং বিনা স্বনির্বেদং করোতি। অত্র[৫] মহাজনকৃতানি লোকশিক্ষার্থ গীতানি স্বনিমিত্তম্ উদাহৃতানীতি জ্ঞেয়ম্। শেষচরণস্য কদাচিৎ মরণকালে তৎস্মৃত্যা তৎপ্রাপ্তির্ভবতীত্যাকাঙ্ক্ষয়োক্তম্। "তাক্তা

টীকা—

১। বহু ও মূলপুঁথির পাঠ "বিষয়ত্বেন"। কিন্তু ইহাতে অর্থসঙ্গতি হয় না বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সম্ভবত ইহা লিপিকরপ্রমাদজ। শব্দটি "বিষত্বেন" হইবে।

২। ৭২১ ও ৭২২ সংখ্যক পদদ্বয়।

৩। ভাগবত—৬।১৭।২৮।

৪। 'ঋং'—পাঠান্তর বহু।

৫। 'তত্র'—পাঠান্তর বহু।

স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরেঃ[১]" ইত্যাদি"ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চন ব্রজেৎ" "ইত্যাদেশ্চ ॥ ৬২৪ ॥

(৭২৫)

মম তদ্ভজনাভাবেন তৎপ্রাপ্তির্দুর্লভা—প্রত্যুত কালভয়ম্। অতো নিজকরুণয়া মামুদ্ধরেত্যাশয়েনাহ ["গৌরাঙ্গ পাতকি উদ্ধার করুণায়" ইত্যাদি। অত্র গীতপ্রথমে[২]] "গৌরাঙ্গ" ইতি শব্দঃ কৈশ্চিন্ন পঠ্যতে কৈশ্চিত্তু পঠ্যতে। সম্বোধনাভাবে প্রত্যুত দোষো জায়তে। "গুরু" অত্র গৃহম্[৩]। "কে হেন" ত্বাং বিনা ক এতাদৃশঃ। অতো মদুদ্ধরণকরণমুচিতম্ ইতি ভাবঃ। শরীরে ইন্দ্রিয়াণি ষড়্‌বর্গাঃ স এব ॥ ৭২৫ ॥

(৭২৬)

পুনরত্যুৎকণ্ঠয়া "আরে মোর গৌরগোসাঞি"-ইত্যাদিকমাহ। অত্র "মোর"ইতি শব্দেন তাদৃশোৎকণ্ঠয়া গীতকর্তুরনন্যগতিকত্বং জাতরতিত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। ত্বাং বিনান্যো দীনে দয়ালুর্নাস্তীত্যনেন ত্বমেব পরমদয়ালুরতো ময়ি দয়াবশ্যং কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ। "এইত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে" ইত্যেব পাঠঃ। ব্রহ্মাণ্ডগতরেণুগণনয়াপি ন নিজপাপগণনেতি[৪] যদুক্তং তজ্জীবাভিপ্রায়েণ কোটিজন্মার্জ্জিতপাপবাহুল্যসূচনায় মাদৃশাং তু তৎ সত্যমেব ॥ ৭২৬ ॥

(৭২৭)

ততঃ স্বমুখেন তৎকৃপাং যাচতে "দয়া কর প্রভু মোরে নবদ্বীপচন্দ"-ইত্যাদিনা। পূর্ব্বোক্তগুণশ্রবণেনাযোগ্যোঽহমপি যাচইতি শেষস্থার্থঃ[৫] ॥৭২৭ ॥

(৭২৮)

ততঃ আত্মনোঽত্যযোগ্যতাং বিচার্য হেতুপন্যাসেন পুনস্তৎকরুণাং যাচতে "জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াসিন্ধু"-ইত্যাদিনা ॥ ৭২৮ ॥

(৭২৯)

অথ সংকীর্তনসমাপ্তাবস্মাৎ[৬]পূর্বশ্রুতকীর্তনানুসারেণ "শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ"-ইত্যাদিকমাহ ॥ ৭২৯ ॥

(৭৩০)

পরমদয়ালুং তৎপ্রেমৈকদাতারং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং স্বাভীষ্টং তদনুগতাংশ্চ "জয়[৭] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বাশ্রয়"-ইত্যাদিনা কাতরোক্ত্যা যাচতে ॥ ৭৩০ ॥

(৭৩১ + ৭৩২)

ততো

"গোরাগুণে আছিলা ভাল[১] ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দাদি দাস ॥" ইতি

টীকা—

১। "ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে—
ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্মতঃ ॥"
ভাগবত—১।৫।১৭।

২। বন্ধনীচিহ্নিত অংশ বহতে নাই।

৩। "গুরুং সদ্মাশ্রয়শ্লোকাঃ"
—অমর—৩।২৩৩—নানার্থবর্গ।

৪। "ব্রহ্মাণ্ডগতরেণুগণনমপি ভবিষ্যতি মম নাপি"—পাঠান্তর—মল পুঁথি।

৫। অস্থং—পাঠান্তর—বহ।

৬। মূল পদে আছে—"জয় জয়"।

৭। মূল-পুঁথিতে নাই।

চরণমেবাস্মাং পূর্বানুশীলিতকীর্তনানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। অত্রান্তচরণানাং বিহারাত্মকগানস্য নাতিসুখদত্বাৎ॥ ৭৩১+৭৩২[১]॥

(৭৩৩)

"রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসপ্রচারজ্ঞদয়"-ইত্যাদিনা শ্রীমদাচার্যপ্রভুং সবংশং স্বমুখেন প্রার্থয়তে॥ ৭৩৩॥

(৭৩৪)

ততো নিজাভীষ্টদেবং পরমকাতরোক্ত্যা প্রার্থয়তে "জয় শ্রীজগদানন্দ"-ইত্যাদি॥ ৭৩৪॥

(৭৩৫)

"প্রাণনাথ কৃপা করি শুন দুঃখ মোর"-ইত্যাদিনা স্বদোষং কথয়তি। গীতশেষব্যঙ্গ্যেন স্বোদ্ধরণায় যাচতে॥ ৭৩৫॥

(৭৩৬)

"তোমার করুণা বিনে"-ইত্যাদিনা ব্রূয়তি। নন্থ ভজনং বিনা কথমুদ্ধরামি? তত্রাহ "তোমার সম্বন্ধ মোতে" ইত্যাদি॥ ৭৩৬॥

(৭৩৭)

নন্থ ভজনপরিপাকং বিনা সম্বন্ধমাত্রেণ স্বামুদ্ধরামি? তত্রাহ "প্রাণনাথ মোরে" ইত্যাদি। জীবোদ্ধারঃ সাধনং বিনা কৃপয়াপি ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। অতো মদুদ্ধারে ত্বয়া কৃপৈব কর্তব্যত্বেন উচিতেত্যর্থঃ। নন্থ তব প্রার্থনারূপচেষ্টাদিনা মনোভিনিবেশেন সাধনশক্তির্দৃশ্যতে। তদা কথং কৃপাং প্রার্থয়সে। তত্রাহ "মধ্যে মধ্যে"-ইত্যাদিনা। মম চঞ্চলা বাসনা সাপি তদ্গুণাকর্ষণেন ন তু মৎকৃতিসাধ্যা। অতস্ত্বমেব করুণাসিন্ধুরিতি নির্ধারিতঃ। পূর্বে যথাসম্ভবমতাযোগ্যায় কৃপয়া স্বচরণাশ্রয়ো দত্তস্তথাধুনাপি তৎপ্রেমসেবাং দেহি। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদিপক্ষেঽপি গুরুরূপেণ তেষাং কৃপয়ৈব জ্ঞেয়া॥ ৭৩৭॥

(৭৩৮)

ততস্তৎসম্পাদিকাং শ্রীবৈষ্ণবকৃপাং "ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ"-ইত্যাদিনা প্রার্থয়তে॥ ৭৩৮॥

(৭৩৯)

স্বমুখেন তৎসর্বপ্রাপিকাং[২] শ্রীসর্ববৈষ্ণবকৃপাং

টীকা—

১। বহরের টীকার উপর সম্পাদকের টিপ্পনী আছে—"২৩ পদের (৭৩২ সংখ্যক) টীকা প্রাপ্ত হই নাই"।

৭৩২ সংখ্যক এই পদটির রাগ ও তাল ৭৩১ সংখ্যক পদের ন্যায়। ৭৩১ সংখ্যক পদে মাত্র দুইটি চরণ আছে—ভণিতা নাই। দুইটি পদের একই ছন্দ এবং একই ভাবের বন্দনাত্মক রচনারীতি। এই সকল কারণে মনে হয়—এই দুইটি পদ কি একই পদের দুইটি অংশ মাত্র? ৭৩২ সংখ্যক গীতটির ভণিতা রাধামোহন দাসের। রাধামোহন স্বকৃত টীকায় এই পদের অন্য কোনো পংক্তি উদ্ধৃত করেন নাই কারণ সেগুলি বিহারাত্মক। বিচার করিলে রাধামোহনের এই মত গ্রহণযোগ্য হয় না। এমনকি তরুতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিও "বিহারাত্মক" নহে বলিয়া উচিত পাঠ রূপে গ্রহণযোগ্য হয় কি?

তরুতে এই পদটি ২২৮১ সংখ্যক পদরূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেখানেও "গোরাগুণে আছিলা"-ইত্যাদি দুইটি পংক্তির ন্যায় অন্যান্য পংক্তিগুলির কোনোটিই "বিহারাত্মক" বলিয়া গণিত হইতে পারে না। তরুর ৩০৯১ সংখ্যক পদটি সমুদ্রের ৭৩২ সংখ্যক পদ। এক্ষেত্রে রাধামোহন ঠাকুরের এই উক্তি কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে—তাহা বিচার্য?

২। তৎসর্বপ্রাপিনাং—পাঠান্তর বহ।

যাচতে "সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে"-ইত্যাদিনা ॥ ৭৩৯ ॥

(৭৪০)

ততঃ শ্রীগুরুগোস্বামিশ্রীবৈষ্ণবগোস্বামিগানানন্তরং শ্রীসংকীর্তনসমাপ্তিঃ কর্তব্যেত্যভিপ্রায়েণ "শ্রীগুরু-বৈষ্ণব তোমার চরণ শরণ"-ইত্যাদিকমাহ। অত্র "তোমার" ইতি যদস্তি তদভেদেনেতি বোধ্যম্। বিষয়বিষস্য ভোগকালে [স্বাদুতাবিশেষাৎ পরকালে[১]] মহাপীড়াদায়কত্বাৎ বিষমত্বম্। সেবাদ্বারপূর্বকপ্রেমযাচ্ঞা স্পষ্টাস্তি ॥ ৭৪০ ॥

॥ ● ॥ ইতি শ্রীলশ্রীনিবাসাচার্যবৃদ্ধপ্রপৌত্র-শ্রীরাধামোহনঠক্কুর[২]-প্রণীতা শ্রীপদামৃতসমুদ্রস্য মহাভাবানুসারিণী টীকা সম্পূর্ণা ॥ ● ॥

টীকা—

১। বন্ধনীচিহ্নিত অংশ বহুতে নাই।

২। শ্রীনিবাস আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদানন্দ এবং জগদানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন। সুতরাং রাধামোহন শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

পরিশিষ্ট—(ক)

রাগ সূচী ও রাগ পরিচয়

(১) আসাবরী

৬৫৩, ৬৭৭। =২ ॥

(২) ভিরোথা কড়খা

৪৩২। =১ ॥

(৩) পাশ্চাত্ত্য ধানসী কড়খা

৪৯। =১ ॥

(৪) কর্ণাট

২৩৫, ৩৮১। =২ ॥

(৫) কল্যাণ

১১১, ১৬৭, ২৮৭। =৩ ॥

(৬) কাণর কল্যাণ

২৭১ =১ ॥

(৭) কচ্ছ

৭৪, ৩০২, ৫৭৯। =৩ ॥

(৮) কানর (কানড়)

২৩, ২৯, ১৩৩, ২৮৬, ৬৬৪। =৫ ॥

৯। কামোদ

৩৭, ৪৭, ৮২, ১০৭, ১৩৮, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৩, ১৬০, ১৬২, ১৬৮, ১৭০, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৮১, ২৩৩, ২৪৪, ২৫৪, ২৭৭, ২৮০, ২৮১, ২৮৮, ২৯১, ৩৬০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৪৩৯, ৪৫৬, ৫৫৬, ৫৭০, ৬৬০, ৬৬৮, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৯, ৬৯৮। =৩৮ ॥

১০। ভাটিয়ারী কামোদ

৬৫৮। =১ ॥

১১। কুহক

২০১। =১ ॥

১২। কেদার

৩, ১৯, ৪০, ১৫৫, ১৬১, ১৬৯, ১৭২, ১৮৫, ১৮৯, ২৩১, ২৫২, ২৬১, ২৬৮, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৫, ৪৪৭, ৫৫৪, ৫৬৮, ৬৯০, ৬৯২, ৬৯৪। =২৫ ॥

১৩। কৌড়ব

৩০৪। =১ ॥

১৪। খম্বাবতী

১৬, ১১২, ৪৮৯। =৩ ॥

১৫। গান্ধার

৩২, ৫১, ৯৮, ১০৮, ১০৯, ১৭৮, ১৮৩, ২০০, ২১৪, ২৩২, ২৬০, ২৬৬, ৩১৪, ৩৭৬, ৪০২, ৪২৫, ৪৩৯, ৪৫৬, ৪৬১, ৪৭৬, ৫০১, ৫০৩, ৫২০, ৫৩০, ৫৩৭, ৫৪৭, ৫৫৬, ৫৭০, ৫৯৩, ৬০০, ৬০১, ৬১৩, ৬২১, ৬২৩, ৬৬০, ৬৬৮, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৯, ৬৯৮, ৭১০। = ৪১ ॥

১৬। শ্রীগান্ধার

৩৫, ৬৯, ১০০, ২২১, ৩৭১, ৩৭৮, ৩৮৪, ৩৮৯, ৪০৩, ৪০৭, ৪০৯, ৪৩৩, ৪৫২, ৬১৪, ৭২৯। =১৫ ॥

১৭। গুর্জরী

৪৫, ৪৬, ১১৬ ১৭১, ১৮২, ১৯৯, ২৯২, ৩৯৩, ৪১১, ৪১২, ৪১৮, ৫৪৬, ৫৫৮, ৭০৪, ৭১৫। =১৫ ॥

১৮। ঐশাণ্য গুর্জরী

৭১৭, ৭৬৫। =২ ॥

১৯। মঙ্গল গুর্জরী

৪২০, ৭১১। =২॥

২০। শ্যাম গুর্জরী

৫৮। =১॥

২১। গান্ধার-মঙ্গল-গুর্জরী

১৬৪। =১॥

২২। গোণ্ডকিরী

১৭৩। =১॥

২৩। গৌরী

৭, ৩৬৫, ৩৬৭, ৬৬১, ৬৬৭। =৫॥

২৪। জয়জয়ন্তী

৭৯, ৯৬, ৩৭০। =৩॥

২৫। গৌড়িয়া জয়জয়ন্তী

৩২৬, ৪৩৮। =২॥

২৬। সুরট্ট মিশ্র জয়জয়ন্তী

৪৪৮। =১॥

২৭। তুড়ী

৫৮০, ৬২০, ৬৩৯, ৬৭০। =৪॥

২৮। তোড়ী

১৪, ১২৪, ১৩০, ১৮৭, ৩২২, ৩৮৫, ৩৯০, ৩৯১, ৪৮৫, ৪৯২, ৫৫২, ৫৯০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৯ ।=১৫॥

২৯। দাক্ষিণাত্য তোড়ী

৩৯৪। =১॥

৩০। সামন্তোড়ী

৩৬৬। =১॥

৩১। দীপক

৪৭৮। =১॥

৩২। দেশাগ

২৪৯, ২৯৬, ৩৭৫, ৪৯৬, ৬২৯। =৫॥

৩৩। ধানশ্রী

৬০৬। =১॥

৩৪। ধানসী

১৮, ২৭, ৩১, ৩৫, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৬০, ৬৫, ৮৭, ৯০, ৯২, ৯৪, ১০১, ১১০, ১১৩, ১২২, ১২৪, ১৪১, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৮, ১৫৯, ১৮৬, ১৮৮, ১৯০, ১৯১, ২১৯, ২২৫, ২২৯, ২৪১, ২৪৮, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৭, ২৭৬, ২৯০, ২৯৩, ৩১৮, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৮, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৭২, ৩৭৭, ৩৮৩, ৪০১, ৪০৬, ৪১৭, ৪১৯, ৪২২, ৪২৪, ৪২৭, ৪৩১, ৪৪০, ৪৪২, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৭১, ৪৮৩, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৭, ৫১০, ৫১৩, ৫১৮, ৫৩১, ৫৩৩, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৮, ৫৫৫, ৬১২, ৬১৮, ৬২৪, ৬৩০, ৬৩৮, ৬৪৭, ৬৫২, ৬৫৭, ৬৮৫, ৭১২, ৭১৩, ৭১৮, ৭১৯, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৬, ৭৩৭। =১০৪॥

৩৫। ঐশান্য ধানসী

৪০০, ৪২৮, ৫০৪, ৫১১, ৫২২, ৫২৫, ৭৩৯ ।=৭॥

৩৬। দাক্ষিণাত্য ধানসী

৫৬১। =১॥

৩৭। পাশ্চাত্য ধানসী

৫০৫। =১॥

৩৮। ভিরোখা ধানসী

৫২, ৫৩, ১০৫, ১০৬, ১২০, ২৩০, ২৩৬, ২৩৭, ৩১৩, ৩২৩, ৩৭৯, ৪০৫, ৪৩৫, ৪৪৬, ৪৭৯, ৪৯৮, ৫১৭, ৫১৯, ৫২৪, ৫৫০, ৬১০, ৭২২। =২২॥

৩৯। বালা ধানসী

১৫৬, ৫৬৬। =২॥

৪০। মল্লার মিশ্র ধানসী

৪৬৬। =১॥

৪১। শুদ্ধ ধানসী

৫২৬। =১॥

৪২। নট

১৭, ৯৯, ১১৫, ১১৬, ২৪৩, ২৬৯। =৬॥

৪৩। গৌরী নট

৬৬৬। =১॥

৪৪। পঞ্চম

৮, ৫৬, ৬৬, ৬৮, ৮৬, ১১৭, ৫০২, ৬৩৭।=৮॥

৪৫। পঠমঞ্জরী (পটমঞ্জরী)

৫০, ৬২, ৬৩, ২২৮, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯৭, ৩৯৯, ৫০৯, ৬৫৯, ৬৯৯, ৭১৬। =১২॥

৪৬। ত্রেশাম্ভ পঠমঞ্জরী

৪১০। =১॥

৪৭। বরাড়ী পঠমঞ্জরী

২২০। =১॥

৪৮। পাহিড়া (পাহাড়িয়া, পাহিড়িয়া)

৪৪৪, ৪৪৯। =২॥

৪৯। পুরাণ

৪৩৬। =১॥

৫০। পুরবী (পুর্বী)

১০৪, ১২৯, ৪৪১, ৬৮৮। =৪॥

৫১। দাক্ষিণাত্য পুরবী

৯৫। =১॥

৫২। বরাড়ী

১৪, ২৫, ২৬, ৪৩, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৬৪, ৭৮, ৯৩, ১০৩, ১২৭, ১৫৪, ১৯৮, ২১১, ২৪২, ২৫৯, ২৬৪, ৩০৯, ৩১৫, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৫৯, ৩৭৪, ৩৮৬, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪১৫, ৪৫৭, ৪৭৪, ৪৮৪, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫০০, ৫০৬, ৫২৭, ৫৩৫, ৫৬০, ৬০৭, ৬২২, ৬৩৩, ৬৪৯, ৬৫৪, ৬৫৬, ৬৭২, ৬৭৪, ৬৯১, ৭০৭, ৭২৮, ৭৩০, ৭৪০। =৫৪॥

৫৩। করুণ বরাড়ী

৭২১। =১॥

৫৪। সুংগী বরাড়ী

৭৪০। =১॥

৫৫। দেশ বরাড়ী

২২৬। =১॥

৫৬। পাহিড়া বরাড়ী

৩৩০। =১॥

৫৭। বসন্ত

৬২৭, ৬২৮, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪। =৭॥

৫৮। বাঙ্গাল

৯১। =১॥

৫৯। বালা

৮৮, ৮৯, ১৮৪। =৩॥

৬০। বিভাস

১২, ১৩, ৭৫, ১৪০, ১৯৬, ২০৩, ২০৯, ২৯৯, ৩০৫, ৫৭৫, ৫৮৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৬০৪, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭৩৪। =১৯॥

৬১। বিহগ (বেহাগ)

২৬৩, ২৭৫, ২৯৪, ৫৬৯। =৪॥

৬২। বিহগড়া (বিহঙ্গড়)

৬৭৩, ৬৮৬, ৬৯৫। =৩ ॥

৬৩। কেদার বিহগড়া

৭১। =১ ॥

৬৪। বেলাবরী (বেলাবরী, বেলাবলী)

২৪, ২৫০, ২৭০, ৪২১, ৫৫১, ৫৫৯। =৬ ॥

৬৫। কর্ণাট বেলাবলী

৪১। =১ ॥

৬৬। বেলোয়ার

১৩১, ১৬৬, ১৭৬, ২৫৫, ২৫৬, ২৭৮, ২৮২, ৩০১, ৪৫৮, ৫৫০, ৬৮১, ৬৮৭। =১২ ॥

৬৭। ভাটিয়ারী

৮৩, ৩১২, ৩১৭, ৩৩৯, ৪০৮, ৫৪৯, ৫৮৬, ৬০৮, ৬১৭, ৬১৯। =১০ ॥

৬৮। ঐশাখ ভাটিয়ারী

২৫৩। =১ ॥

৬৯। কেদার ভাটিয়ারী

২৮৪। =১ ॥

৭০। শ্রীভাটিয়ারী

৩১৯। =১ ॥

৭১। ভূপালী

৬৭, ৭০, ৭২, ১১৭, ১১৮, ১৪৯, ১৫১, ২৫১, ২৬৫, ২৯৫, ৩৪৫, ৫৬৫, ৫৬৭, ৬৯৩, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৮। =১৯ ॥

৭২। ভৈরব

৪, ১৯২, ২০৫। =৩ ॥

৭৩। ভৈরবী

৫, ২০৮, ২৪০, ৫৭৪। =৪ ॥

৭৪। ময়ূর (মায়ূর)

২১০, ২৮৩, ৩২৪, ৩৪১, ৩৯২, ৪৮৮, ৫৮৯, ৬৩১, ৬৭১, ৬৮৪। =১০ ॥

৭৫। মল্লার

৬, ৪৪, ৬১, ১৫৭, ১৬৫, ২৮৯, ২৯৭, ৩২৭, ৪৫৫, ৫০৭, ৫১৫, ৫৯২, ৬৪৬, ৬৬৫। =১৪ ॥

৭৬। মালব

২, ১৭৯, ৫৫৭। =৩ ॥

৭৭। দাক্ষিণাত্য মালব

৩৩১। =১ ॥

৭৮। মালসী (মালশ্রী, মালবশ্রী)

১১৪। =১ ॥

৭৯। রাজবিজয়

৫৪১। =১ ॥

৮০। রামকিরী (রামক্রী, রামকেলী)

১৯৫, ২৩৮, ৩০৭, ৩৫৭, ৫৭২, ৫৭৬, ৫৭৮, ৫৮১। =৮ ॥

৮১। ললিত (ললিতা)

৭৩, ১৯৪, ২০৭, ২৯৮, ৩০০, ৩৫২, ৫৭১, ৫৭৩, ৫৭৭, ৫৮১, ৫৮৩, ৭০০, ৭০১, ৭০৯। =১৪ ॥

৮২। শরশরা

৪৯০। =১ ॥

শ্যাম—কোনো পদ শীর্ষকে নাই, শুধু পদটীকায় উল্লিখিত।

৮৩। শ্রীরাগ

২১, ২৮, ৩০, ৪২, ৬১, ১০২, ১১৯, ১২১, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৬, ১৫০ ১৭৭, ১৯৩, ২১৮, ২৪৬, ২৪৭, ২৬১, ৩৫১, ৪২৬, ৪৩০, ৪৬০, ৪৬৭, ৪৭৫, ৪৮১, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫২১, ৫২৯, ৫৪৩, ৫৬৩, ৫৬৪,

৫৯৪, ৫৯৮, ৬৩২, ৬৩৬, ৬৫৫, ৬৭৫, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৯৪, ৬৯৬ ।

=৪২ ॥

৮৪। করুণশ্রো

৬৪৫, ৬৭৬ ।

=২ ॥

৮৫। তরুণশ্রী

৬৫১ ।

=১ ॥

৮৬। দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ

৯৭, ২৩৪, ৪১৪, ৪৭৭, ৫৩৪, ৬৬৩ ।

=৬ ॥

৮৭। বাঙ্গাল শ্রীরাগ

৬১৬ ।

=১ ॥

৮৮। সারঙ্গ (শারঙ্গ)

৩১০, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৬১, ৩৬৩, ৫৯১, ৬২৬, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৪৮, ৬৫০ ।

=১৫ ॥

৮৯। সিন্ধুড়া

১১, ২০, ৩৮, ৭৬, ৭৭, ৮০, ১৩৫, ১৩৬, ৩৩৫, ৩৪৮, ৪৬৯, ৬১১, ৬৩৫, ৬৮০ ।

=১৪ ॥

৯০। পুরাণ সিন্ধুড়া

৪৮০, ৪৯৪, ৬১৫ ।

=৩ ॥

৯১। প্রাচীন সিন্ধোড়া

৩০৮, ৩২০ ।

=২ ॥

৯২। বিভাষ সিন্ধুড়া

৫৮৫ ।

=১ ॥

৯৩। সুহই (সুহা)

২২, ৫৪, ৫৯, ৮৫, ১২৩, ১২৬, ১২৮, ১৩২, ১৬৩, ১৯৭, ২০২, ২০৪, ২০৬, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২২৩, ২৩৯, ২৪৫, ৩০৩, ৩০৬, ৩১১, ৩১৬, ৩২১, ৩২৫, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯৬, ৪০৪, ৪১৩, ৪১৬, ৪২৩, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৫০, ৪৬২, ৪৬৫, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৮২, ৫৮৬, ৫০৮, ৫১২, ৫১৪, ৫১৬, ৫২৩, ৫২৮, ৫৩২, ৫৩৬, ৫৪০, ৫৬২, ৫৮৭, ৫৯৭, ৫৯৯, ৬০২, ৬০৩, ৬০৫, ৬০৯, ৬১৫, ৬২৫, ৭০৬ ।

=৭৩ ॥

৯৪। তিরোথিয়া সুহই

২২৪ ।

=১ ॥

১। আসাবরী

অহোবল-বিরচিত সঙ্গীতপারিজাতে এবং লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে আসাবরীর উল্লেখ পাওয়া যায় গৌরী মেলে—(বর্তমান ভৈরব মেল)। আরোহে তখন ছিল গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত "গৌরীমেলসমুৎপন্না রোহণে মনি-বর্জিতা"। —এই হিসাবে বর্তমান যোগিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। বর্তমানে আসাবরী ভৈরবী ঠাটের রাগ। আরোহে গান্ধার ও নিষাদ অনুপস্থিত।

এখন আসাবরী দু'টি মেলেই আছে—আসাবরী ও জৌণপুরী মেল এবং ভৈরবী মেল।

অনুপসঙ্গীতরত্নাকরে ত্রিবিধ আসাবরীর উল্লেখ আছে—আসাবরী এবং যোগিয়া ও আসাবরী নায়কী। আসাবরী দ্বাধিক রাগের সংমিশ্রণজনিত একটি সঙ্কীর্ণ রাগ —"মল্লারী-সৈন্ধবী-তোড়ী-যোগাদ্ আসাবরী ভবেৎ।"—শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহ।

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—দ (কোমল ধ)।

সংবাদী জ্ঞ (কোমল গ)।

ঠাট—ভৈরবী।

সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর বা প্রাতঃকাল।

আরোহ—স ঋ ম প দ র্স।

অবরোহ—র্স ণ দ প ম প জ্ঞ ম ঋ স।

ভাতখণ্ডের মতে আসাবরীতে তীব্র ও কোমল দুই প্রকার ঋষভেরই ব্যবহার দেখা যায়—যেমন গোয়ালিয়র বা রামপুর ঘরানায়।

আসাবরীর প্রকৃতি গম্ভীর এবং রাগটি উত্তর রাগ, কারণ বাদী স্বর ধৈবত। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকেই রাগবিস্তারের আধিক্য। ন্যাস স্বর স ম প।

আসাবরীর ধ্যানমূর্তি

কলাঙ্কুর নিবন্ধে—

"শ্রীখণ্ডে শৈলশিখরে শিখিবর্হবাসা
মাতঙ্গমৌক্তিককৃতোত্তমহারযষ্টিঃ।
আকৃষ্য চন্দনতরোঃ শবরী ভুজঙ্গম্
আদরতী বলয়ম্ উজ্জ্বল-(নীল) কান্তি॥[১]

রাগরত্নাকরে উদ্ধৃত—ঘনশ্যাম দাস।

সঙ্গীত দর্পণে—

শ্রীখণ্ডশৈলশিখরে শিখিপিঞ্ছবস্ত্রা
মাতঙ্গমৌক্তিকমনোহরহারবল্লী।
আকৃষ্য চন্দনতরোরুরগং বহন্তী
আশাবরী বলয়ম্ উজ্জ্বলনীলকান্তি॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে—

জবাপ্রসূনদ্যুতিবিম্ববস্ত্রা
সুনীলপদ্মং করয়োর্দধানা।
ক্ষৌমাংশুকাচ্ছাদিতগাত্রযষ্টি-
র্মহাবিদগ্ধা কথিতাশাবরী॥
(পাঠান্তর—আশাবরী রঙ্গকলাবিদগ্ধা॥)[২]

২। কর্ণাট

কর্ণাট মেলের এই রাগ পূর্বে প্রচলিত থাকলেও এখন এই রাগ প্রায় অপ্রচলিত। রাগনির্ণয়ের মতে এই কর্ণাট মেলের অনুরূপ মেল এখন খাম্বাজ মেল। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে কর্ণাট মেলের নাম আছে। ভাবভট্ট তাঁর অনুপসঙ্গীতরত্নাকরে "কর্ণাট-ভেদাঃ" ব'লে যে সব রাগের উল্লেখ করেছেন সে সব কানড় বা কানাড়া বা কানর নামে এখন প্রচলিত। সম্ভবত কর্ণাট শব্দ থেকেই কানড় শব্দটি এসেছে। পূর্বে প্রচলিত কর্ণাটের গান্ধার ছিল তীব্র কিন্তু এখন

১। ছন্দানুরোধে দেওয়া গেল।

২। এই পাঠটি ছন্দোদোষযুক্ত।

কর্ণাটভেদ কানড়ের যে সব রাগ পাওয়া যায় সেগুলির গান্ধার কোমল। সমস্ত কানাড়া রাগের দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় সে দুটি হচ্ছে—আন্দোলিত গান্ধার ও "নিপ" সংযোগ।

কর্ণাট জাত কানড়া রাগগুলি এখন বিভিন্ন মেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেমন,—কাফী, আসাবরী বা জৌনপুরী। শুদ্ধ কর্ণাট এখন দরবারী কানাড়া। কর্ণাট রাগের বিবর্তনের ইতিহাস অতি জটিল ও বিচিত্র। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-চন্দ্রিকায় কর্ণাট সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাতে—

জাতি—ঔড়ব-যাড়ব।
বাদী—ম।
সংবাদী—স।
ঠাট—কাফী।
সময়—রাত্রি।
আরোহ—স গ র গ প ন র্স।
অবরোহ—র্স ন ধ ন প গ র গ প র স।

শুদ্ধ কর্ণাট বা দরবারী কানাড়ার বিবরণ ঐ গ্রন্থে আছে—

জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।
বাদী—র।
সংবাদী—প।
ঠাট—আশাবরী।
সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
আরোহ—স র জ্ঞ ম প দ ণ র্স।
অবরোহ—র্স দ ণ প ম প জ্ঞ ম র স।

কর্ণাট রাগের ধ্যানমূর্তি রাগরত্নাকরে আছে—

কৃপাণপাণির্গজদন্তখণ্ডম্
একং বহন্ দক্ষিণকর্ণপুরম্।
সংস্তূয়মানঃ সুরচারণৌঘৈঃ
কর্ণাটরাগঃ শিতিকণ্ঠনীলঃ॥

নারদসংহিতার ধ্যানমূর্তি—

কৃপাণপাণিস্তুরগাধিরূঢ়ো
ময়ূরকণ্ঠোপমকণ্ঠকান্তিঃ।
স্ফুরৎস্মিতোষ্ঠাধরকঃ প্রয়াতি
কর্ণাটরাগঃ হরিণান্ বিহন্তুম্॥

৩। কল্যাণ

সঙ্গীতপারিজাতের মতে শুদ্ধ কল্যাণ ইমন মেলের অন্তর্গত। গান্ধার ও নিষাদ তীব্র। আরোহে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত। গান্ধার গ্রহস্বর। বর্তমানে আরোহে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত হ'লেও অবরোহণে সম্পূর্ণ।

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
বাদী—গান্ধার।
সংবাদী—ধৈবত।
ঠাট—কল্যাণ।
সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।
আরোহ—স র গ প ধ র্স।
অবরোহ—র্স ন ধ প হ্ম গ র স।

শুদ্ধ কল্যাণের অন্য এক প্রকার ভেদে মধ্যম একেবারে বর্জিত এবং নিষাদও স্বল্প ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। তখন সাধারণ স্বরূপ অনেকটা ইমনভূপালীর সাদৃশ্য লাভ করে। মতান্তরে জাতি সম্পূর্ণ।

অতএব আরোহ—স র গ হ্ম প ধ ন র্স।
অবরোহ—র্স ন ধ প ম গ র স।

এই মতে আরোহে পঞ্চম স্বল্প ব্যবহৃত। আলাপের আরম্ভ নিষাদ থেকে। তানে ষড়্জ ও পঞ্চম দুর্বল।

ধ্যানমূর্তি—

১। কৃপাণপাণিস্তিলকং ললাটে
সুবর্ণবেশঃ সমরে প্রবিষ্টঃ।

প্রচণ্ডমূর্তিঃ কিল রক্তবর্ণঃ
কল্যাণরাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥

৪। কহু—

এই রাগ সম্বন্ধে রাধামোহন বলেছেন—"অস্ত কহু-রাগঃ 'কৌ' ইতি ভাষায়াম্"।
কহু রাগের ধ্যানমূর্তি রাধামোহন উদ্ধৃত করেছেন—

পীতং বসানা বসনং সুকেশী
বনে রুদন্তী পিকনাদদূনা।
বিলোকয়ন্তী ককুভোঽতিভীতা
মূর্তিঃ প্রদিষ্টা কহুরাগিণী সা॥

এই রাগ সম্বন্ধে পরিচিতিজ্ঞাপক কোনো তথ্যই সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট থেকে জানতে পারা যায়নি।

৫। কানর (কানড়া)

"কানড়া" বলতে যে সব রাগ বোঝায় সেগুলি সবই "কর্ণাটভেদাঃ" ব'লে পণ্ডিত ভাবভট্ট তাঁর অনুপসঙ্গীতরত্নাকরে উল্লেখ করেছেন। পূর্বে কর্ণাট রাগের এই প্রকারভেদগুলিতে তীব্র গান্ধার ব্যবহার হতো কিন্তু সম্ভবত মুসলমান আমলে তীব্র গান্ধারের পরিবর্তে কোমল গান্ধারের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিকে কানড়া নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্ণাটভেদ বলতে শুদ্ধ, বাগীশ্বরী, নায়কী, আড়ানা, সহানা, পূর্বা, মুদ্রিক, গারা, হুসেনী, কাফী, সোরটি, খম্বাবতী এবং গৌড়—এই তেরটি ভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে পূর্বা বা পুরিয়া কর্ণাট, সোরটি কর্ণাট, খম্বাবতী কর্ণাট এবং কর্ণাট গৌড় এখন অপ্রচলিত। এখন কাফী কর্ণাট—সুহা কানড়া নামে, সোরটি কর্ণাট—সুঘরাই কানড়া নামে, খম্বাবতী কর্ণাট—জয়জয়ন্তী কানড়া নামে, এবং কর্ণাট গৌড়—খম্বাচী কানড়া নামে চিহ্নিত। শুদ্ধ কর্ণাটও নেই—পরিবর্তে আছে দরবারী কানড়া। এই সব কানড়া রাগ এক মেলের অন্তর্ভুক্তও নয়। আবার স্বর-ব্যবহারেও পার্থক্য আছে। এদের সাদৃশ্য আছে আন্দোলিত গান্ধারে এবং "ম-প" সংযোগে। এখন বেশির ভাগ কানড়াই আছে কাফী মেলে কিংবা আসাবরী বা জৌনপুরী মেলে।

কানড়া রাগ যদি শুদ্ধ কর্ণাটের পরিবর্তিত রূপ হয় তাহলে এটিতে কর্ণাট রাগের তীব্র গান্ধারের পরিবর্তে কোমল গান্ধারের ব্যবহার হবে, এই মাত্র পার্থক্য। এক্ষেত্রে হবে—

জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব।
বাদী—প।
সংবাদী—র্স।
ঠাট—বিলাবল।
সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
আরোহ—স জ্ঞ র জ্ঞ প ন র্স।
অবরোহ—র্স ন ধ ন প জ্ঞ র জ্ঞ প র র্স।

কানড়া (কানর, কানড়) রাগের ধ্যানমূর্তি দিয়েছেন রাধামোহন—

মন্দারপুষ্পগ্রথিতবনমালাবিভূষিতঃ।
তপ্তচামীকরাভাসঃ কানরঃ পরিকীর্তিতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে আছে—

অশোকবৃক্ষস্য তলে নিষণ্ণা
বিয়োগিনী বাষ্পকণাঙ্কিতাক্ষী।
বিভূষিতাঙ্গী জটিলেব বালা
সা কানড়া হেমলতেব তন্বী॥

৬। কামোদ—

বর্তমানে এই রাগ কল্যাণ বা ইমন মেলের অন্তর্গত। কিন্তু পূর্বে কামোদ নামে একটি

স্বতন্ত্র মেল ছিল। এখন এই মেল অপ্রচলিত। বর্তমান তোড়ী মেলের তীব্র "ন"-এর স্থানে কোমল "ন" দিতে পারলে এই কামোদ মেলের তুল্য হবে। কামোদ মেলের এই বৈশিষ্ট্য পণ্ডিত ভাবভট্ট তার অনুপসঙ্গীতরত্নাকরে রাগমঞ্জরী থেকে তুলে দেখিয়েছেন। সম্ভবত এখনকার কামোদ—যাতে তীব্র ও কোমল দুই মধ্যমই ব্যবহৃত হয়, তাতে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার পরে এসেছে। অবশ্য তীব্র মধ্যম কেবল অবরোহে ব্যবহৃত হয়। অবরোহে কোমল নিষাদ বিবাদী স্বর রূপে গণ্য হয়। যাঁরা কামোদ রাগে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার করেন না, তাঁরা এই রাগকে বিলাওল ঠাটের অন্তর্গত করেন। সঙ্গীত-চন্দ্রিকায় এই রাগের পরিচয় আছে—

জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ।
বাদী—পঞ্চম।
সংবাদী—ঋষভ।
ঠাট—বিলাওল।
সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।
আরোহ—স র প ম প ধ র্স।
অবরোহ—র্স ন ধ প গ ম প গ ম র স।

যাঁরা দুই মধ্যম ব্যবহার করেন তাঁদের মতে (যেমন রাগ নির্ণয়ে)—

জাতি—ষাড়ব-ষাড়ব।
বাদী—র অথবা প।
সংবাদী—প অথবা র।
ঠাট—কল্যাণ।
সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।
আরোহ—স ম র প ক্ষ প ন ধ র্স।
অবরোহ—র্স ধ প গ ম প গ ম র স।

এই রাগের ধ্যানমূর্তি সঙ্গীতদর্পণে আছে—

পীতং বসানা বসনং সুকেশী
বনে রুদন্তী পিকনাদদুনা।
বিলোকয়ন্তী বিদিশোঽতিভীতা
কামোদিকা কান্তমনুস্মরন্তী॥

নারদসংহিতায় আছে—

ভর্তাসমং পাথসি হেমবর্ণা
পয়োবিহারেণ সরোরুহাণি।
বিচিন্বতী সৌরভমোদমানা
কামোদরাগিণ্যুদিতা বিদগ্ধৈঃ॥

রাগরত্নাকরে আছে—

অক্ষমালাং করে ধৃত্বা
রসালংস্তারবীত্তচম্।
জপন্ জহ্নুসুতাতীরে
কামোদঃ পরিকীর্তিতঃ॥

৭। কেদার—

লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে কেদার মেলের নাম পাওয়া যায়। পুণ্ডরীক বিট্ঠলের রাগমঞ্জরীতেও কেদার মেলের নাম পাওয়া যায়। এখন এই মেল বিলাওল মেল নামে চিহ্নিত। কেদার রাগে তীব্র মধ্যমের প্রাধান্য নেই ব'লে বিলাওল মেলে রাখা যায়। কিন্তু কল্যাণ মেলে দুই মধ্যমের অনেক রাগ আছে ব'লে কল্যাণ মেলকে দুই মধ্যম যুক্ত মেল ব'লে ধরতে হবে। সেই হিসেবে কেদার কল্যাণ মেলের অন্তর্গত। মধ্যম থেকে পঞ্চমে যাবার সময় গান্ধার স্পর্শ ক'রে যাওয়া হয় তাই এই গান্ধারকে গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন গান্ধার বলে।

এই রাগের বৈশিষ্ট্য উভয় মধ্যম অন্তসমস্ত স্বর শুদ্ধ। আরোহে গান্ধার দুর্বল এবং 'ঋষভ বর্জিত। বিবাদী স্বর কোমল নিষাদ। সংবাদী স্বর কড়ি মধ্যম (শুধু আরোহে)। অবরোহে কড়ি মধ্যম প-সংযুক্ত হ'য়ে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোমল গ ও ধ যুক্ত হ'য়ে বিবাদী স্বর রূপে ধৃত হয়।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় কেদার রাগের পরিচয় আছে—

জাতি—ঔড়ব সম্পূর্ণ (বক্রগতি)।

বাদী—মধ্যম।

সংবাদী—ষড়্জ।

ঠাট—কল্যাণ।

সময়—রাত্রির প্রথম প্রহর।

আরোহ—স ম গ প হ্ম ধ প র্স।

অবরোহ—র্স ন ধ প হ্ম প ধ প ম গ ম র স।

মতান্তরে আরোহ—

স ম ম প ধ প ন ধ র্স।

প্রকৃতি—শান্ত। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে আছে যে দেশপাল রাগই কেদার রাগ—"অয়মেব কেদার উচ্যতে। ইতি গীতপ্রকাশকারঃ।" —তৃতীয় প্রকরণ।

মহাভাবানুসারিণী টীকায় রাধামোহন-কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকে কেদার রাগের ধ্যানমূর্তি—

"প্রিয়াবিরহসন্তাপস্থঃখিতো ধূসরাকৃতিঃ।
কেদাররাগঃ শ্যামোহয়ং যুবা সর্বাঙ্গসুন্দরঃ" ॥

রাগচন্দ্রিকায় ধ্যানমূর্তি আছে—

চিরপ্রবাসী জলদাবলোকো
বিচিন্তয়ন্ নীলসরোরুহাক্ষীম্।
কামী যুবা গীতকলাভিলাষী
কেদারস্তরুণোঽরুনাভকান্তিঃ ॥

৮। খম্বাবতী—

১৬ সংখ্যক পদটীকায় রাধামোহন ঠাকুর এই রাগকে "পাহিড়া" রাগ ব'লে উল্লেখ করেছেন। —"খম্বাবতী 'পাহিড়া' যস্যাঃ খ্যাতিঃ"।

ভাভবট্ট-রচিত অনুপসঙ্গীতরত্নাকরে খম্বাবতীকে কর্ণাট ভেদের অন্তর্গত করা হয়েছে—

"…খম্বাবত্যাদিকস্ততঃ।
…কর্ণাটাস্তে চতুর্দশ ॥"

লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে কর্ণাট মেলের যে স্বরূপ স্বীকৃত হয়েছে তার সঙ্গে বর্তমানের খাম্বাজ মেলের সাদৃশ্য আছে। এখন খম্বাবতী খাম্বাজ মেলের অন্তর্ভুক্ত রাগ। অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে খম্বাবতী রাগের লক্ষণে আছে যে এতে পঞ্চম থাকবে না, ধৈবত হবে কোমল, গান্ধার-মূর্চ্ছনা থাকবে এবং অবরোহে ঋষভ ও নিষাদ বর্জিত হবে। —"খম্বাবতী পহীনা খ্যাতা কোমলীকৃতধৈবতা।
গান্ধারমূর্চ্ছনাযুক্তা রিণাত্যক্তাবরোহিকা ॥"

খাম্বাজ ও ঝিঁঝোটির রূপের প্রাবল্যবশত এখনকার খম্বাবতী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে আছে "খম্বাবতী গ-হীনা চ" অর্থাৎ গান্ধার বর্জিত।

সঙ্গীতপারিজাতে পাহাড়ী রাগের যে রূপ পাওয়া যায় তার ঋষভ ও ধৈবত কোমল। তার আরোহ ও অবরোহ দেওয়া গেল—

আরোহ—স ঋ ম প দ ন র্স।

অবরোহ—র্স ন দ প ম ঋ স।

রাগনির্ণয়ের মতে—

আরোহ—স র গ স র ম প ধ স।

অবরোহ—স ণ ধ প ধ ম গ ম স।

দেখা যাচ্ছে রাধামোহনের সময় খম্বাবতী বা পাহাড়ীর রূপ সঙ্গীতপারিজাতের লক্ষণ থেকে খানিকটা সরে এসেছে। গান্ধার বর্জিত খম্বাবতীই কি পাহাড়ী? কেন রাধামোহন খম্বাবতীকে পাহিড়া ব'লে উল্লেখ করলেন, তা জানবার কোনো উপায় এখন নেই।

এই রাগে এখন কীর্তনে দুই নিষাদ—কোমল ও তীব্র—ব্যবহৃত হয়। আরোহে নিষাদ এবং গান্ধার বর্জিত থাকে। এই রাগের বিবরণ—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ। (প্রাচীন মতে ষাড়ব-ষাড়ব।)

বাদী—ষড়্জ। (প্রাচীন মতে ধৈবত।)

সংবাদী—পঞ্চম।

সময়—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

আরোহ—স র ম প ণ ধ র্স।

অবরোহ—র্র র্স ণ ধ প ধ পগ মস।

এই রাগে মাড় ও সিন্ধুড়ার ছায়া আছে। সুরট এবং খাম্বাজের সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য আছে। আরোহে নিষাদ যুক্ত করে এই রাগ গাওয়া হয়। কখনো ধৈবতও বর্জিত হ'য়ে থাকে। যেমন—

ম প ন ন র্স র্স র্র র্গ র্প। খম্বাবতী মধুর রাগ—ধৈবত ও মধ্যমের সংগতি এর কারণ।

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে খম্বাবতী সম্বন্ধে লক্ষণ শ্লোকে আছে—

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা সান্দোলা মণিমণ্ডিতা।
খম্বাবতী গ-হীনা চ শৃঙ্গারে নিশি গীয়তে॥

অর্থাৎ খম্বাবতী রাগের বাদী বা অংশস্বর গ্রহস্বর ও ন্যাসস্বর ধৈবত। এতে গান্ধার বর্জিত এবং ম-ন-স্বরের আন্দোলন আছে।

খম্বাবতীর ধ্যানমূর্তি রাধামোহন রাগরত্নাকর থেকে দিয়েছেন—

বাসো বসানা শরদভ্রশুভ্রং
বিরিঞ্চিবেদীপরিকর্মদক্ষা।
মন্দারদাত্রী চতুরাননস্য
খম্বাবতী লব্ধসমৃদ্ধবেশা॥

সঙ্গীতদর্পণে খম্বাবতীর ধ্যানমূর্তি আছে—

"খম্বাবতী স্যাৎ সুখদা রসজ্ঞা
সৌন্দর্যলাবণ্যবিভূষিতাঙ্গী।
গানপ্রিয়া কোকিলনাদতুল্যা
প্রিয়ংবদা কৌশিকরাগিণীয়ম্॥

৯। গান্ধার—

গান্ধারী রাগকে যদি গান্ধার রাগ ব'লে ধরা যায় তবে রাগনির্ণয়ের মতে এটিকে জৌনপুরী থেকে এখন পৃথক রাগ ব'লে ধরা উচিত নয়।

সঙ্গীতচন্দ্রিকার এই রাগের বিবরণ নিচে দেওয়া গেল—

জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—দ (কোমল ধৈবত)

সংবাদী—জ্ঞ। (কোমল গান্ধার)

ঠাট—আসাবরী (শুদ্ধ ঋষভযুক্ত)।

সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ—স র ম প দ ণ র্স।

অবরোহ—র্স ণ দ প ম জ্ঞ র স।

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে গান্ধার রাগের বিবরণে আছে—"গান্ধারকো মধ্যমজশ্চ যাস্তঃ।
সপোজ্ঝিতশ্চ করুণে সদৈব"॥ অর্থাৎ গান্ধার রাগের বাদী ও ন্যাস স্বর মধ্যম এবং ষড়জ ও পঞ্চম বর্জিত হয়। গান্ধার, গান্ধারী, গান্ধারিকা বা গান্ধারিণীর ধ্যানমূর্তি যথাক্রমে—

১। জটাং দধানঃ কৃতভূরিবেশঃ
কাষায়বাসা তনুদেহযষ্টিঃ।
সযোগপট্টঃ কৃতনেত্রমুদ্রো
গান্ধাররাগঃ কথিতস্তপস্বী॥
—শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহ।

২। সন্ধ্যাকালে বেশ্মনি প্রাণবন্ধোঃ
স্কন্ধে বীণাং বাদয়ন্তী দধানা।
ধীরাধীরা ধাতুচিত্রাচিতাঙ্গী
শ্রীগান্ধারী গন্ধমাল্যানি ধত্তে॥
—ঐ

৩। সন্ধ্যা-সুকালে গৃহমধ্যদেশে
প্রবাদয়ন্তী পিনাকযন্ত্রম্।
ধরাধরধাতুবিচিত্রিতাঙ্গী
গান্ধারিকা গন্ধব্রজং বিধত্তে।

৪। সঙ্গীতনৃত্যানুরতা দিনান্তে
কান্তস্য কণ্ঠে প্রণিধায় পাণিম্।
বীণাং দধানাতিবিচিত্রিতাঙ্গী
গান্ধারিণী গন্ধবিনোদিনী চ ॥

১০। গুর্জরী—

গুর্জরী রাগ তোড়ী মেলের অন্তর্গত। ভাতখণ্ডের মতে গুর্জরী পঞ্চমবর্জিত রাগ। তবে কেউ কেউ পঞ্চম খুবই সামান্য স্পর্শ করে থাকেন। এক্ষেত্রে তোড়ীর সঙ্গে বিভেদ খুব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয় না তাই পঞ্চম বর্জন করেই গুর্জরী গাওয়া উচিত। পূর্বে কোনো এক সময় গুর্জরী রাগ ভৈরব ঠাটে ছিল। হৃদয়প্রকাশের গ্রন্থকার হৃদয়নারায়ণদেব গুর্জরীকে ভৈরবমেলের অন্তর্গত করেছেন—

"গৌরী ভৈরবরাগশ্চ বিভাসো রাগসত্তমঃ।
রামকিরী তথা জ্ঞেয়া গুর্জরী বহুলী ততঃ ॥"

ভৈরব মেলে ঋষভ ও ধৈবতের কোমল ব্যবহার লক্ষিত হয়। এখন গুর্জরী তোড়ী মেলের অন্তর্গত এবং ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবত কোমল। হৃদয়-পণ্ডিত গুর্জরীর যে লক্ষণ দিয়েছেন তা নিচে দেওয়া গেল—

গপো ধসো সধপগা
রিসাবিতি মতাঃ স্বরাঃ।
ঔড়বস্বরসংস্থানা
রাগিণী গুর্জরী তথা ॥

রাগরত্নাকরে গুর্জরীরাগকে ষাড়ব রাগ বলা হয়েছে। এই মতে গুর্জরী রাগের—

জাতি—ষাড়ব-ষাড়ব।
বাদী—ধৈবত।
সংবাদী—ঋষভ।
ঠাট—তোড়ী।
সময়—দিনের দ্বিতীয় প্রহর অর্থাৎ সকাল ন'টা থেকে এগারোটা।
আরোহ—ন ঋ জ্ঞ ক্ষ দ ন র্স।
অবরোহ—র্স ন দ ক্ষ জ্ঞ স জ্ঞ র স।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় এই রাগের বিবরণ আছে—

জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ।
বাদী—ধৈবত (কোমল)।
সংবাদী—গান্ধার (কোমল)।
ঠাট—ভৈরবী।
সময়—দ্বিতীয় প্রহর।
আরোহ- স জ্ঞ ম প দ ন স।
র্স ন দ প ম গ ঋ স।

নারদ সংহিতায় এই রাগের ধ্যানমূর্তি—

"কর্ণোৎপলসঙ্গিমধুব্রতানাং
সংশৃণ্বতী মঞ্জুলকূজিতানি।
কান্তান্তিকং গন্তুমনা প্রদোষে
সা গুর্জরী বেশকলাঙ্কিতাঙ্গী ॥

১১। গোণ্ডকিরী—

গোণ্ডকিরী ঔড়বরাগমধ্যে পঠিত—

"তে খ্যাতা ঔড়বা যে হি জায়ন্তে পঞ্চভিঃ স্বরৈঃ।
...গোণ্ডকিরীশ্চ ললিতাচ্ছায়াতোড়ী বেলাবলী।"

গোণ্ডকিরী রাগের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণরাজসঙ্গীতসংগ্রহে উদ্ধৃত হয়েছে—

'ষড়্জন্যাসগ্রহাংশৈষা গোণ্ডকিরী পরিক্তা।
রিধহীনা দিনান্তে চ গাতব্যাষ্টরসে বুধৈঃ ॥

জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব।
বাদী—ষড়জ।
সংবাদী—পঞ্চম অথবা মধ্যম।
ঠাট—বিলাওল (সম্ভাব্য)।
সময়—দিনান্ত।

আরোহ—স গ ম প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন প ম গ স।

গোণ্ডকিরীর ধ্যানমূর্তি রাগরত্নাকরে—

রতোৎসুকা কান্তপথপ্রতীক্ষমানা
আপাদয়ন্তী মুকুপুষ্পতল্পে।
ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিবার্তা
শ্যামাঙ্গিকা গোণ্ডকিরী প্রদিষ্টা॥

১২। গৌরী—

লোচনের রাগতরঙ্গিণী, অহোবলের সঙ্গীত-পারিজাত, ভাবভট্টের অনুপসঙ্গীতবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থে গৌরী রাগের কথা আছে। গৌরীরাগের ঐতিহাসিক প্রাধান্য আছে। গৌরী একটি স্বতন্ত্র মেল ছিল এবং রাগতরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থে তার যে লক্ষণ পাওয়া যায় তা বর্তমানের ভৈরব মেলের সঙ্গে মেলে। গৌরী রাগ এখন পূর্বী মেলের অন্তর্গত। অর্থাৎ পূর্বে ঋষভ ও ধৈবত ছিল কোমল এখনও তাই, শুধু মধ্যম তীব্র। পুণ্ডরীক বিট্ঠলের রাগমঞ্জরীতে "গৌরী" বা "গৌড়ী" মেল এখনকার ভৈরব মেলেরই অনুরূপ। এ বিষয়ে অহোবলের সঙ্গীত-পারিজাতের শ্লোকের অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—"রি-কোমল-ধ-কোমলা।

গতীব্রা সা নিতীব্রা চ গৌরী..."॥

এখন গৌরী রাগ ভৈরব ও পূর্বী দুই মেলেই গাইতে দেখা যায়। ভৈরব মেলের গৌরী রাগের বাদী স্বর ঋষভ। গ্রহস্বরও ঋষভ। আরোহে ঔড়ব কারণ ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত হয়—অবরোহে সম্পূর্ণ।

আরোহ—স ঋ ম প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন দ প ম গ ঋ স।

পূর্বী মেলের অন্য প্রকার গৌরীতে আরোহে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত হলেও অবরোহে সম্পূর্ণ রাগ নয়। কারণ অবরোহে গান্ধার থাকে না। অর্থাৎ ঔড়ব—ষাড়ব রাগ।

আরোহ—স ঋ ম প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন দ ন দ প ম প ঋ স।

ভৈরব মেলের পূর্বী রাগে ঋষভ বাদী এবং গ্রহস্বর। আরোহে ধৈবত-গান্ধার বর্জিত থাকায় ঔড়ব, অবরোহে সম্পূর্ণ। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে বিস্তার অধিক। তীব্র মধ্যমের কদাচিত প্রয়োগ এবং গেয় কাল সন্ধ্যা।

ভৈরব, মেলের পূর্বাঙ্গে কালংগড়া এবং উত্তরাঙ্গে শ্রীরাগের ছায়া আছে। পূর্বী রাগের গৌরীতেও শ্রীরাগের ছায়া।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় গৌরী রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—ষাড়ব সম্পূর্ণ।

বাদী—ঋ (কোমল ঋষভ)।

সংবাদী—প।

ঠাট—পূর্বী।

সময়—সন্ধ্যা।

আরোহ—স ঋ গ ম্ঞ প দ র্স।

অবরোহ—র্স ন দ প ম প গ ঋ স।

গৌরী রাগের ধ্যান মূর্তি রাধামোহন উদ্ধৃত করেছেন—

কান্তং মনোজ্ঞকুচযুগ্মনিপীড়িতাঙ্গং
কামং নিবেশ্য হরিচন্দনলিপ্তপীঠে।
কল্পদ্রুপুষ্পমধু-পায়স-পিষ্টকাদ্যৈঃ
সন্তোজয়ন্ত্যবিরতং মধুমাসি গৌরী॥

নারদসংহিতায় আছে—

প্রসাদমানা শিবভাবিনী সা
প্রগায়ন্তী কোকিলকাকলীভিঃ।

শ্যামা রসজ্ঞা কৃশদেহমধ্যা
গৌরী গভীরা বিধিনোপসৃষ্টা ॥

সঙ্গীতদর্পণে আছে—

নিবেশয়ন্তী শ্রবণেঽবতংসম্
আম্রাঙ্কুরং কোকিলনাদরম্যম্ ।
শ্যামা মধুস্যন্দিসুসূক্ষ্মনাদা
গৌরীয়মুক্তা কিল কোহলেন ॥

অন্যত্র ধ্যানমূর্তি—

সংগৃহ্য সংগৃহ্য গলে দধানা
প্রসূনমালা দয়িতেন বালা ।
গৌরী স্বকান্তাননচুম্বিতাস্যা
সা সুন্দরী মাধবিকা-নিকুঞ্জে ॥

গ্রন্থান্তরে—

পুষ্পোদ্যানে সার্ধমালীকলাপৈঃ
ক্রীড়ন্ত্যেব কোকিলকাকলীষু ।
রামা শ্যামা সদ্গুণানাঞ্চ সীমা
গৌরী গৌরী গৌরবালোকদিষ্টা ॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীত সংগ্রহে ধ্যানমূর্তি—

শুচিহরিচন্দনপঙ্কৈরতিসহিতং মন্মথং পুরঃ কৃত্বা ।
গৌরতনুর্বহুবিধিনা গৌরী পরিপূজয়ন্ত্যেষা ॥

১৩। জয়জয়ন্তী—

লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে এই রাগ কর্ণাটভেদের মধ্যে ধরা হয়েছে—সঙ্গীতপারিজাতে এই রাগের উল্লেখ নাই। জয়জয়ন্তী কর্ণাট মেলের (এখানকার খাম্বাজ মেলের) রাগ। তীব্র ও কোমল গান্ধার—দুইই এই রাগে ব্যবহৃত হয়। নিষাদও তীব্র ও কোমল দুইই ব্যবহৃত হয়। আরোহে তীব্র গান্ধার ও নিষাদ এবং অবরোহে কোমল গান্ধার ও নিষাদ ব্যবহৃত হয়। কোমল গান্ধার সর্বদা "র জ্ঞ র" এই ভাবে ব্যবহৃত হয়। এই রাগ পূর্বাঙ্গ প্রধান। প-র স্বর সঙ্গতি মাধুর্য বৃদ্ধি করে। অনেক সময় অবরোহেও তীব্র গান্ধার ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। সঙ্গীতচন্দ্রিকায় এই রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ (বক্রগতি)। (মতান্তরে সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।)

বাদী—ম। (মতান্তরে ঋষভ।)

সংবাদী—স। (মতান্তরে পঞ্চম।)

ঠাট—কাফী। (মতান্তরে খাম্বাজ।)

সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

প্রকৃতি—শান্ত।

আরোহ—স র ম গ র জ্ঞ র স র ম প র্স।

অবরোহ—র্স ণ ধ প ম গ র জ্ঞ র স।

রাগনির্ণয়ে আরোহ ও অবরোহ যথাক্রমে—

আরোহ—স ণ ধ প র গ ম গ র জ্ঞ র স।

অবরোহ—স র ম প ন র্স র্স ণ ধ প গ ম গ র জ্ঞ র স।

মতান্তরে আরোহ—স র র র জ্ঞ র স ণ ধ প র গ ম প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন ধ প ধ ম র জ্ঞ র স।

জয়জয়ন্তী রাগের ধ্যানমূর্তি—

পীনোন্নতা সুন্দরী সা মৃগাক্ষী
স্বর্ণপ্রভা কোকিলনাদতুল্যা।
বীণাবিনোদী স্বরপুষ্পগন্ধা
সা জয়জয়ন্তী সুরমেষোঽস্যা ভর্তা ॥

১৪। তোড়ী (তুড়ী)

লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে অথবা অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে কিংবা পুণ্ডরীক বিট্‌ঠলের রাগ-মঞ্জরীতে তোড়ী নামে যে ঠাটের পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্তমানে উত্তর ভারতের ভৈরবী ঠাট।

তবে তখন তোড়ী মেলে ত্রিশ্রুতির ঋষভ ব্যবহৃত হতো, যা এখনকার ভৈরবীর বা কাফীর ঋষভের মাঝামাঝি। দাক্ষিণাত্যে এখনও এই ত্রিশ্রুতির ঋষভের ব্যবহার আছে। দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের ভৈরবী মেলের নাম এখনও তোড়ী মেল।

পদামৃতসমুদ্রে "তুড়ী" নামে আর একটি রাগ পাওয়া যায়। এই "তুড়ী" লিপিকরপ্রমাদবশত লিখিত ব'লে ধরলে তোড়ীও হতে পারে। কিংবা যদি তোড়ী-ভেদ ব'লে ধরা হয়, তা'হলে দেশী তোড়ীও হতে পারে, "দেশী-তোড়ী দ্বিতীয়কা"—পণ্ডিত ভাবভট্টর অনুপসঙ্গীত অনুসারে। যদি "তুড়ী" শব্দটিকে অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়। তাহ'লেও তোড়ী বলেই ধ'রে নিতে হবে।

এখন তোড়ী মেল ভৈরবী মেল নামেই পরিচিত। তোড়ীর বিচিত্র রূপ ধরা পড়ছে জৌনপুরী, আশাবরী ও ভৈরবীতে থেকে। শুদ্ধ তোড়ী দাক্ষিণাত্যে "শুভপন্তু বরালি" নামে প্রসিদ্ধ ও বরাটী রাগের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে।

জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—দ।

সংবাদী—জ্ঞ।

ঠাট—তোড়ী।

সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ—স ঋ জ্ঞ হ্ম দ ন র্স।

অবরোহ—র্স ন দ প হ্ম জ্ঞ ঋ স।

মতান্তরে—

আরোহ—স ঋ জ্ঞ হ্ম দ প হ্ম দ ন র্স।

(বক্রগতি)

অবরোহ—র্স ন দ প হ্ম জ্ঞ ঋ জ্ঞ ঋ স।

(বক্রগতি)

এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। ন্যাস স্বর স জ্ঞ র্স।

তোড়ী রাগের ধ্যানমূর্তি রাগরত্নাকরে আছে—

উন্নিদ্রপঙ্কেরুহচারুনেত্রা
কুরঙ্গশাবং কলসস্বরেণ
সন্তাবয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠে
তোড়ীয়মিন্দীবরদামরম্যা।

সঙ্গীতদর্পণে আছে—

তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ
কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে
বীণাধরা রাজতে তোড়িকেয়ম্।

যদি তুড়ী রাগকে দেশীতোড়ী ব'লে ধরা হয়—

তাহলে এই রাগের বিবরণে—

জাতি- ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী- পঞ্চম।

সংবাদী- ঋষভ।

ঠাট—আসাবরী।

সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ—ণ স র ম প ণ র্স।

অবরোহ—র্স ণ দ প র ম প দ ম প র জ্ঞ র স র ণ ন।

রাগনির্ণয়ের মতে দেশীতোড়ী তীব্রতা ও কোমলতাপ্রযুক্ত—চার প্রকার।

তুড়ীর ধ্যানরূপ—

সুনৃত্যমানাতিসুশীলযুক্তা
মুক্তালতারঞ্জিতহারযষ্টিঃ।
চূতাঙ্কুরং পাণিযুগে বহন্তী
জবারুনাঙ্গী তুড়িকেরিতেয়ম্॥

১৫। দীপক—

দীপক পূর্বী মেলের রাগ। আরোহে এই রাগ ঋষভ বর্জিত এবং অবরোহে "নিষাদ" বর্জিত—

পূর্বীমেলসমুৎপন্নো দীপকো গুণিসম্মতঃ।
আরোহণে "রি-বর্জ্জং স্যাদবরোহে" নি-বর্জ্জিতম্॥ ৬৪॥

—শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীত

দীপক রাগ ষাড়ব, কারণ আরোহে এই রাগ ঋষভবর্জিত এবং অবরোহে নিষাদবর্জিত— "ষাড়বাস্তেঽভিধীয়ন্তে যে রাগাঃ ষট্‌স্বরোত্থিতাঃ।" এই রাগ গাওয়া হয় দিনের চতুর্থ যামে। এক যামে তিন ঘণ্টা সুতরাং দিনের চতুর্থ যাম বলতে বোঝায় সূর্যাস্তের শেষ তিন ঘণ্টা। এই রাগে ষড়জ স্বর বাদী এবং কারো কারো মতে পঞ্চম স্বর বাদী।

কেউ কেউ বা এই রাগকে সম্পূর্ণ রাগ ব'লে উল্লেখ করেছেন। কেউ বা এই রাগকে কল্যাণ মেলের অন্তর্গত ক'রে "নিষাদ"-বর্জ্জিত ষাড়ব রাগ ব'লে নির্দেশ করেছেন। কেউ বা দীপককে বিলাবল মেলের মধ্যে ধরেছেন এবং তীব্র ও কোমল নিষাদ—দুইই ব্যবহার করবার নির্দেশ দিয়েছেন। মালব বা মারবা ঠাটের অন্তর্গত রাগরূপে কারো কারো মতে এই রাগ আরোহে মধ্যম ও নিষাদ বর্জ্জিত। সঙ্গীতপারিজাতে অহোবল এই মতের সমর্থক। কারো কারো মতে এই রাগ অপ্রচলিত।

শ্রীমল্লক্ষ্যসঙ্গীতে এই রাগ সম্বন্ধে আছে—

"ষড্‌জস্বরো ভবেদ্ বাদী কৈশ্চিৎ পঞ্চম ঈরিতঃ।
গানং সুস্মিতং চাস্ত দিনে যামে তুরীয়কে॥
কৈশ্চিদ্ এবং তু সম্পূর্ণং নির্দিশন্তি বিচক্ষণাঃ।
অন্যে প্রাহু-"নি"হীনং তং কল্যাণাখ্যং সুমেলজম্।
বেলাবলীসুমেলোত্থো নিদ্বয়ং শ্রূয়তে কচিৎ।
লক্ষ্যমতমনুস্মৃত্য বুধঃ কুর্যাৎ স্বনির্ণয়ম্॥
আরোহে "মনি"-বর্জ্জ্যঃ স্যাদ্ দীপকো মালবোত্থিতঃ।
বিদুষাহোবলেনৈতদ্ আদিষ্টং পারিজাতকে॥
গান্ধারোদ্‌গ্রাহসংযুক্তঃ সন্ন্যাসাংশবিভূষিতঃ"॥

অনেকের মতে দীপক রাগ অধুনা অপ্রচলিত বা লুপ্ত। এ সম্বন্ধে লক্ষ্যসঙ্গীতে আছে—

লুপ্তোঽয়ং রাগ ইত্যেতদ্ যদুক্তং লক্ষ্যকেঽধুনা।
ন মে ভাতি বিধানং যৎ কেবলং যুক্তিসম্মতম্॥
প্রজ্বলনং দীপকানাং স্বয়ং দৃষ্ট্বা সুদুষ্করম্।
বিলোপনং সমাদিষ্টং কদাচিৎ স্যাদ্ বিচক্ষণৈঃ॥"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর সংগীতশাস্ত্রগ্রন্থের তৃতীয় ভাগে ১৯১ থেকে ২০২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীপক রাগের সঙ্গে অন্যান্য রাগের তুলনামূলক আলোচনা এবং নানা গ্রন্থ থেকে নানা মতের উল্লেখ করেছেন।

সঙ্গীত চন্দ্রিকায় এই রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব।
বাদী—মধ্যম।
সংবাদী—ষড়জ।
ঠাট—মারবা।
সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
আরোহ—স গ ম ধ ন র্স।
অবরোহ—র্স ন ধ ম গ ঋ স।

রাধামোহনের সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে এই রাগ গেয় ছিল তার প্রমাণ পদামৃতসমুদ্রে পদশীর্ষকে দীপকের উল্লেখ আছে।

সঙ্গীতদর্পণে এই রাগের ধ্যানমূর্তি—

বালারতার্থং প্রবিলীনদীপে
গৃহেঽন্ধকারে সুভগং প্রবিষ্টঃ।
তস্যাঃ শিরোভূষণরত্নদীপৈ
লজ্জাং দধৌ দীপক-রাগরাজঃ॥

১৬। দেশাগ

"দেশাগ"-শব্দটি যদি "দেশাখ্য" অথবা "দেশকার" থেকে এসে থাকে, তাহ'লে তার সম্বন্ধে

কিছু পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু "দেশাগ" ব'লে কোনো রাগের নাম পেলাম না।

যদি "দেশাগ" রাগ "দেশাখ্য" হয়, তাহ'লে তার ধ্যানমূর্তি হবে—

> বাহ্বাস্ফোটৈনাবিস্ফুতরোমহর্ষো
> যুদ্ধসন্নদ্ধবিশালবাহুঃ।
> প্রাংশুপ্রচণ্ডদ্যুতিহেমগৌরো
> দেশাখ্যরাগঃ স হি মল্লরাজঃ॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীত সংগ্রহ।

১৭। ধানশ্রী (ধনাশ্রী)

ধনাশ্রী রাগ স্বনামাঙ্কিত মেলেই ছিল। এখন পূর্বী মেলে। পুরিয়া-ধনাশ্রীর সঙ্গে এখন এ রাগের কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। তবে এই রাগে তখন মধ্যম তীব্র ছিল। এই পুরিয়া ধনাশ্রীই এককালে বাংলা দেশে ধানশ্রী নামে প্রচলিত ছিল। ধনাশ্রীর যে তিনটি প্রকার ভেদ পাওয়া যায় তার প্রথমটির জাতি সম্পূর্ণ। এইটিই শুদ্ধ মেল ছিল এবং এটি এখন কাফী মেলের ধনাশ্রী। এতে গান্ধার ও নিষাদকোমল, অন্য স্বর শুদ্ধ। দ্বিতীয় প্রকার ষাড়ব ধনাশ্রী। এতে ধৈবত বর্জিত। পূর্বী ঠাটে ধনাশ্রী রাগের—

আরোহ—ন ঋ গ ক্ষ প দ প ক্ষ দ ন র্স।
অবরোহ—ঋ ন দ প ক্ষ গ ক্ষ ঋ গ ঋ স।

এর বাদী পঞ্চম, সংবাদী ঋষভ। জাতি সম্পূর্ণ, সময় সন্ধ্যা। সঙ্গীতচন্দ্রিকায় এর বিবরণ আছে।—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
বাদী—পঞ্চম।
সংবাদী—ষড়জ।
ঠাট—পূর্বী।
সময়—অপরাহ্ণ।
আরোহ—স গ ক্ষ প ন র্স।
অবরোহ—র্স ন দ প ক্ষ গ ঋ স।

তবে যদি ধনাশ্রী "পুরিয়া ধানশ্রীর" তুল্য হয় তবে তার বিবরণ হবে—

জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।
বাদী—পঞ্চম।
সংবাদী—ষড়জ।
ঠাট—পূর্বী।
সময়—সন্ধ্যা।

আরোহ—স ঋ গ ক্ষ প দ ন র্স।
অবরোহ—র্স ন দ প ক্ষ গ ক্ষ ঋ গ ঋ স।

এখন কীর্তনে ভৈরবী ও ভীমপলশ্রী উভয় অঙ্গেই ধনাশ্রী রাগ পাওয়া যায়।

আরোহ-ভৈরবী অঙ্গে—দ ম প ণ দ প ম জ্ঞ দ র্স।
ভীমপলশ্রী অঙ্গে—জ্ঞ জ্ঞ প ণ ধ প জ্ঞ ম গ র স।
অবরোহ—ভৈরবী অঙ্গে—র্স ণ দ প ম প জ্ঞ ম জ্ঞ ঋ স।
ভীমপলশ্রী অঙ্গে—র্স ন ধ প ম প জ্ঞ ম জ্ঞ র স।

রাগরত্নাকরে এই রাগের ধ্যান মূর্তি—

> দূর্বাদলশ্যামতনুর্মনোজ্ঞা
> কান্তং লিখন্তী বিরহেণ দূনা।
> স্বিন্নে কপোলে দধতি দৃগম্বু-
> নিস্যন্দনির্ধৌতকুচা ধনাশ্রী॥

১৮। ধানসী (ধানাশিকা ধানেশ্রী)

ধানসী শব্দটি ধনাশ্রী শব্দ থেকে এসেছে। ধানাসিকা অথবা ধানেশ্রী থেকেও আসতে পারে। "ধন্নাসী"-রাগের অপভ্রংশও হ'তে পারে। লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণীতে ধনাশ্রী একটি ঠাট ছিল। বর্তমানে এই রাগ পূর্বী মেলের অন্তর্ভুক্ত এবং পুরিয়া-ধানেশ্রীর সঙ্গে পার্থক্য নেই বললেই চলে।

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাত এবং শ্রীনিবাসের রাগতত্ত্ববিবোধে ধনাশ্রীর তিনটি প্রকার ভেদের কথা

আছে। তখনকার শুদ্ধ ধনাশ্রী যা স্বনামাঙ্কিত ঠাটেই ছিল, তা এখন কাফী ঠাটে অন্তর্ভুক্ত। এটির জাতি সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় প্রকার ভেদ ষাড়ব জাতির ধনাশ্রীতে ধৈবত বর্জিত। তৃতীয় প্রকার ভেদ ঔড়ব জাতির ধনাশ্রীতে ঋষভ ও ধৈবত বর্জিত। এই ধনাশ্রী হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ধানী নামে পরিচিত। বর্তমানে ধনাশ্রী রাগ দুটি ঠাটে পাওয়া যায়—কাফী ও পূর্বী। কাফীতে গান্ধার ও নিষাদ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ. পূর্বী ঠাটে ঋষভ ও ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

পূর্বী ঠাটের পুরিয়া ধনাশ্রী এককালে বাংলাদেশে ধানশ্রী নামে প্রচলিত ছিল।

পদামৃতসমুদ্রের ৬০৬ সংখ্যক "হৃদয় মন্দিরে মোর কান্হু ঘুমাওল"—ইত্যাদি পদের রাগ হিসাবে পুরিয়ধানেশ্রীকেই কি ধরতে হবে? তাহলে

এর ঠাট হবে—

স ঋ গ ম প দ ন র্স।

এই রাগের ধ্যানমূর্তি রাধামোহন উদ্ধৃত করেছেন—

নীলাম্বুজচ্ছবিমনোহরদেহকান্তি-
র্বালা বিলোলনয়না বিপিনে রুদন্তী।
কান্তং বিলিখ্য ফলকে প্রবিলোকয়ন্তী
ধানাসিকা নিগদিতা কবিভূষণেন॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে—

দূর্বাদলশ্যামতনুর্মনোজ্ঞা
কান্তং লিখন্তী ফলকে বিদগ্ধা।
বালা গলল্লোচনবারিবিন্দু-
নিষ্যন্দধৌতস্তনহৃদ্ ধনাসী॥

অন্যত্র—

নীলোৎপলং কর্ণযুগে বহন্তী
শ্যামা সুকেশী চ সুমধ্যভাগা।
ঈষৎসুহাস্যাম্বুজরম্যবক্ত্রা
সা ধানসী পদ্মসুচারুনেত্রা।

১৯। নট—

নট একটি অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাগ। এটি বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। নট রাগকে নাট ব'লেও উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে। রাগনির্ণয় গ্রন্থে নট বা নাট রাগকে বিলাওল ঠাটের অন্তর্গত রূপে দেওয়া হয়েছে। সংগীতচন্দ্রিকায় কাফী ঠাটের অন্তর্গত করা হয়েছে। রাগ বিবরণে আছে—

জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব।
বাদী—পঞ্চম।
সংবাদী—ষড়জ।
ঠাট—কাফী।
সময়—অপরাহ্ণ। (মতান্তরে রাত্রি প্রথম প্রহর)।
আরোহ—স জ্ঞ ম প ণ র্স।
অবরোহ—র্স ণ প ম জ্ঞ স।

বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত ধরলে সব স্বরই শুদ্ধ ধরতে হবে।

এই রাগের বিবরণ—

জাতি—সম্পূর্ণ-ঔড়ব।
বাদী—মধ্যম।
সংবাদী—ষড়জ।
ঠাট—বিলাবল।
সময়—রাত্রি দ্বিপ্রহর।
আরোহ—স, র, গমপ, ধ, নপ, মর, র, স
অবরোহে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত হয়।

নটরাগের ধ্যানমূর্তি (রাধামোহন উদ্ধৃত)—

তুরঙ্গমস্কন্ধনিবদ্ধরাগঃ
স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ প্রতাপি-
র্নটোঽয়মুক্তঃ কিল কাশ্যপেন।

রাগরত্নাকর।

নটরাগ যদি নট্টরাগ হয়—তা'হলে তার ধ্যানমূর্তি শ্রীকৃষ্ণরসসংগীতসংগ্রহ অনুসারে—

আম্যৎসমুত্তুঙ্গতুরঙ্গরূঢ়ঃ
স্বর্ণদ্যুতিঃ শুদ্ধগতিঃ প্রবীরঃ।
বিপক্ষরক্তাক্তকৃপাণপাণিঃ
সংগ্রামচারী কিল নট্টরাগঃ॥

২০। পঞ্চম

পঞ্চম রাগ সম্বন্ধে ৮ সংখ্যক পদটীকায় রাধামোহন লিখছেন—"অস্ত পঞ্চম নামা রাগঃ। মঙ্গল ইতি নাম্না গৌড়ে বিখ্যাতঃ।"

এই একটি মাত্র পদ ছাড়া অন্য সব ক'টি পদে যথা ৫৬, ৬৬, ৬৮, ৮৬, ১৩৭, ৫০২ এবং ৬৩৭ সংখ্যক পদে তিনি "মঙ্গল" নামেই রাগকে উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পণ্ডিত শুভঙ্করের সঙ্গীত-দামোদরের ছয় ('এতে পুমাংসঃ ষড়্ রাগাঃ') রাগের নাম-গণনায় "পঞ্চম" নামে কোনো রাগের উল্লেখ নেই। নারদের পঞ্চমাসারসংহিতাতেও পঞ্চম রাগের নাম নেই। মম্মটাচার্যের সঙ্গীত-মালাতেও এ রাগের নাম ছয় রাগের মধ্যে নেই। দাক্ষিণাত্যের রাগবিবেক গ্রন্থে যে আটটি পুরুষ রাগের কথা বলা হয়েছে—"এতেঽষ্টরাগাঃ কথিতাঃ পুংরাগাঃ"—তাতেও পঞ্চম রাগের নাম নেই। সঙ্গীতপারিজাতে পঞ্চম রাগের উল্লেখ আছে। সঙ্গীতদর্পণে পঞ্চমরাগ ছয় রাগের অন্তর্গত।

সঙ্গীতপারিজাতে "পঞ্চম" একটি ঔড়ব রাগ। এতে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত হয়েছে—

পঞ্চমো রিপহীনঃ স্যাৎ
তীব্র গঃ সাদিমূর্ছনাঃ।
মধ্যমন্যাসসংযুক্তো
মধ্যমাংশেন সংযুত'ঃ॥

অর্থাৎ—পঞ্চমরাগে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত হয়। সুতরাং ঔড়ব রাগ। তীব্র-গান্ধার এই রাগ ষড়জ মূর্ছনাযুক্ত এবং ন্যাস ও বাদী স্বর মধ্যম।

রাগনির্ণয়ের মতে খাম্বাজ মেলের বর্তমান রাগেশ্রী রাগই এই পঞ্চম রাগ।

"পঞ্চম"-রাগ অন্য মতে (কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়) পঞ্চম-বর্জিত ও কোমল ঋষভ যুক্ত একটি ষাড়ব রাগ। মতান্তরে (ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী) পঞ্চমরাগ প-বর্জিত নয়, সুতরাং সম্পূর্ণ রাগ। তানসেনবংশীয় মহম্মদ আলির গানের স্বরলিপিতে আরোহে "স গম ধ র্স" এবং অবরোহে শুদ্ধ নিষাদ ও কোমল ঋষভ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে কোমল ঋষভের ব্যবহার ক্রমশঃ এসেছে।

সমস্ত তথ্যের সারমর্ম নিষ্কাশন ক'রে ভাতখণ্ডে পঞ্চম রাগ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে—

পঞ্চম রাগ দুই প্রকার—একটি প-বর্জিত এবং অন্যটি প-যুক্ত।

পঞ্চম রাগ-তাহলে দাঁড়াচ্ছে—সম্পূর্ণ যদি প-বর্জিত না হয়। পঞ্চম বর্জিত হ'লে ষাড়ব এবং ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত হলে ঔড়ব। কিন্তু ক্রমশ এই ঔড়ব রাগ খাম্বাজ, বিলাবল ও কল্যাণ-মেল পেরিয়ে মারবা মেলে কোমল ঋষভ যুক্ত হ'য়ে ষাড়বে এসে পড়েছে।

অর্থাৎ পারিজাতের কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই রাগের ক্রম-পরিবর্তিত বিশিষ্ট রূপ খাম্বাজ মেল থেকে মারবা মেলে এসে পৌঁছে গেছে।

বর্তমানে প্রাচীন পঞ্চম অপ্রচলিত রাগ এবং অপ্রচলিত হবার যথেষ্ট কারণও রাগনির্ণয়কার দেখিয়েছেন। মধ্যম ও কড়ি মধ্যমের ব্যবহার কোনো নিয়মে এই রাগ আবদ্ধ ছিল না সুতরাং হিন্দোল, পুরিয়া প্রভৃতি রাগের ছায়া এসে পড়তে বাধা।

পঞ্চম রাগের আরোহ অবরোহ অধিকাংশ গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গৌড়ে পঞ্চম রাগ যদি মঙ্গল নামে খ্যাত হ'য়ে থাকে তবে মঙ্গল রাগের যে বিবরণ সঙ্গীতচন্দ্রিকায় আছে তা দেওয়া যাক—যদিও ঠিক ক'রে বলা যাবে না যে এই বিবরণগত রাগরূপ আঠারো শতাব্দীর গৌড়ের মঙ্গলরাগ কি না।

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—ধৈবত।

সংবাদী—ঋষভ (কোমল)।

ঠাট—ভৈরব।

সময়—দিবা প্রথম প্রহর।

আরোহ—স ঋ ম প ধ র্স।

অবরোহ—র্স ন ধ প ম গ ঋ স।

(ঠাট কিন্তু মারবা মেলের মত, শুদ্ধমাত্র কোমল ঋষভযুক্ত। ভৈরব মেলে কোমল ধৈবতও থাকে।) পঞ্চম রাগের ধ্যানমূর্তি রাধামোহন উদ্ধৃত করেছেন—

বিলাসিনীচামরচালনেন
লঙ্কানিলোহললঙ্কৃতহেমপীঠঃ।
গন্ধর্বরাট্ কাঞ্চনকান্তিরাঢ্যঃ
শ্রীমানয়ং পঞ্চমরাগধেয়ঃ॥

অন্যত্র—

রক্তাম্বরো রক্তবিশালনেত্রঃ
শৃঙ্গারযুক্তস্তরুণো মনস্বী।
প্রভাতকালে বিজয়ী চ নিত্যং
সদাপ্রিয়ঃ কোকিলমঞ্জুভাষী॥

সঙ্গীতদর্পণে—

উন্মত্তকোকিলনিনাদযুক্তো
বীণাং দধানো সুরবেশধারী।
মদাঙ্গমূর্তিঃ সুরপুষ্পকর্ণঃ
সুবর্ণকান্তিঃ কিল শোভনাস্তঃ॥

রাগরত্নাকরে—

যুবাতসীসূনসমানকান্তিঃ
শ্রীখণ্ডপত্রার্দ্রসমস্তদেহঃ।
বীণাপ্রবীণোঽয়মপঞ্চমোঽয়ং
গীতেন মুগ্ধীকৃতদেবরাজঃ॥

২১। পটমঞ্জরী (পঠমঞ্জরী)

বিলাবল ঠাট ও কাফীঠাট—দুয়েতেই এই রাগ পাওয়া যায়।

বিলাবল ঠাটের পঠমঞ্জরীর বিবরণ রাগনির্ণয়ে আছে—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—গান্ধার। (গ্রহ ও গান্ধার।)

সংবাদী—ষড়জ।

সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ—স র গ ম প র্স।

অবরোহ—র্স ন প ধ প ম গ র স।

কাফী ঠাটে পটমঞ্জরীর—বাদী ষড়জ, সংবাদী পঞ্চম, গ্রহ ঋষভ। কিন্তু মতান্তরে মধ্যম বাদী। সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

আরোহ—প স র ম প ধ ম প র্স।

অবরোহ—র্স ণ প ধ প ম জ্ঞ র জ্ঞ ম জ্ঞ র স।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় বিবরণ আছে—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—পঞ্চম।

সংবাদী—ষড়জ।

ঠাট—কাফী।

সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

মতান্তরে—

আরোহ—স র ম প ণ র্স।

অবরোহ—র্স ণ ধ প ম জ্ঞ র স।

মতান্তরে দুই প্রকারের পটমঞ্জরীতেই জাতি সম্পূর্ণ। কাফী ঠাটের পটমঞ্জরীর গেয় কাল দিবা তৃতীয় প্রহর। বিলাবল ঠাটের পটমঞ্জরীর গেয় কাল—দিবা প্রথম প্রহর। কাফী ঠাটের পটমঞ্জরীর আরোহ এই মতে—

স র ম প ন র্স এবং অবরোহ র্স ন ধ প ম জ্ঞ র স। বিলাবল ঠাটের পটমঞ্জরীতে মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে গাওয়া হয় বেশী।

এর—আরোহ—স র স ন় ধ় ন় প় গ র গ ম প ম প ন স।

অবরোহ—র্স ন ধ ন প ম গ র স॥

এই রাগের ধ্যানমূর্তি—

বিয়োগিনী কান্তবিশীর্ণগাত্রা
স্রজং বহন্তী বপুষাতিমুগ্ধা।
আশ্বাস্যমানা প্রিয়য়া চ সখ্যা
সা ধূসরাঙ্গী পঠমঞ্জরীয়ম্॥

অন্যত্র—

সখীকলাপৈঃ পরিহাস্যমানা
বিয়োগিনী কান্তবিয়োগগাত্রা।
পীনস্তনী চৈব ধরাপ্রসুপ্তা
শ্যামা সুকেশী পঠমঞ্জরীয়ম্॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে ধ্যানমূর্তি উদ্ধৃত হয়েছে—

সখীকলাপৈঃ পরিহাসলীলয়া
কচিৎ স্বসখীভিঃ পরিপূরয়ন্তী।
পত্রং মসীং সংকলনং বহন্তী
মঞ্জুক্তিশীলা পঠমঞ্জরীয়ম্॥

২২। পাহিড়া—(পাহাড়িকা, পহাড়ী)

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে পহাড়ী রাগের উল্লেখ আছে। তাতে ঋষভ ও ধৈবত কোমল। ষাড়ব এর জাতি। গান্ধার বর্জিত হওয়ায় তার আরোহ ও অবরোহ যথাক্রমে—

স ঋ ম প দ ন র্স।

র্স ন দ প ম ঋ স।

এখন এই পহাড়ী রাগ বিলাবল মেলের রাগ অর্থাৎ সমস্ত স্বরই শুদ্ধ এবং জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। এই পহাড়ী রাগের দু'রকমআরোহ ও অবরোহ পাওয়া যায়। যেমন—

(১) স র ম প ধ ন প ধ র্স।
র্স ন ধ প ম প গ ম স র গ স।

(২) স গ ম প ধ ন প ধ র্স।
র্স ন ধ প ম ধ প গ ম গ র স।

প্রথমটিতে মাড় রাগের ও দ্বিতীয়টিতে ঝিঁঝোটি রাগের ছায়া পাওয়া যায়।

রাধামোহন ১৬ সংখ্যক পদটীকায় এই রাগ সম্বন্ধে বলেছেন—"ধন্বাবতী—পাহিড়া বম্ভাঃ খ্যাতিঃ।" কিন্তু ধন্বাবতী প্রকৃতপক্ষে কর্ণাটমেলের রাগ। অবশ্য কর্ণাট মেলের রাগ এখন নানা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় এই রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—ঔড়ব সম্পূর্ণ।
বাদী—মধ্যম।
সংবাদী—ষড়জ।
আরোহ—স র ম প ধ র্স।
অবরোহ—র্স ণ ধ প ম গ র গ স।
ঠাট—খম্বাজ।
সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

মতান্তরে—

জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব।
বাদী—ষড়জ।
সংবাদী—পঞ্চম।
সময়—রাত্রির যে কোনো প্রহর।
আরোহ—স র গ প ধ র্স।
অবরোহ—র্স ধ প গ প গ র স ধ।

বৈশিষ্ট্য—মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের বিস্তার আকর্ষণীয়। রাগটি পূর্বাঙ্গপ্রধান।

মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত এবং মন্দ্র ধৈবতের উপর ন্যাস এর বৈশিষ্ট্য।

এই রাগের ধ্যানমূর্তি—

ভর্তুর্দধানা চরণারবিন্দং
নিষেধয়ন্তী পরদেশযানম্।
প্রকামদাম্পত্যসুখেন মুগ্ধা
পাহিড়া সংকথিতা মুনীন্দ্রৈঃ॥

২৩। পুরবী (পূর্বী

সঙ্গীতপারিজাতের মতে পূর্বী বা পুরবী গৌরী-মেলের রাগ। সেই গৌরী মেল বর্তমানে ভৈরব মেল নামে খ্যাত। এখন পূর্বী একটি স্বতন্ত্র মেলের নাম এবং গৌরী রাগ তারই অন্তর্গত। পুরবীতে কোমল মধ্যমের ব্যবহার ছিল। এখন এই ঠাটে আছে কোমল ঋষভ ও ধৈবত এবং তীব্র মধ্যম। অবশ্য পুরবী বা পূর্বী রাগে কোমল মধ্যমের ব্যবহার হলেও পূর্বী ঠাটে কোমল মধ্যমের বিধান নেই। তবে পূর্বের প্রকৃতি ছাপ রেখে যায় ব'লে এখন পূর্বী বা পুরবী দুই প্রকারের। এক প্রকার তীব্র ধৈবত ও তীব্র মধ্যমের, অন্য প্রকার কোমল ধৈবত ও কোমল মধ্যমের। সঙ্গীতচন্দ্রিকায় এই রাগের যে বিবরণ আছে তাতে তীব্র ধৈবত ও তীব্র মধ্যমের ব্যবহার দেখা যায়। মতান্তরে পূর্বীতে যে ধৈবত লাগে তা কোমল ও তীব্র ধৈবতের মাঝামাঝি একটি শ্রুতিতে অবস্থিত। সুতরাং ভৈরব ও পূর্বীর ধৈবতে পার্থক্য এসে পড়ছেই।

বর্তমানে কোমল ধৈবতযুক্ত পুরবী অতি প্রচলিত রাগ—এই রাগ দুই মধ্যমযুক্ত, বাদী গান্ধার ও সংবাদী নিষাদ এবং সন্ধ্যায় গেয়। কোমল ও তীব্র দুই শ্রেণীর ধৈবতের ব্যবহারও দেখা যায়।

এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। রূপটি পূর্বাঙ্গপ্রধান।

পূর্বী বা পুরবী রাগের বিবরণ সঙ্গীতচন্দ্রিকায় আছে—

জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।
বাদী—গান্ধার।
সংবাদী—নিষাদ।
ঠাট—পুরবী।
সময়—সন্ধ্যা। মতান্তরে দিনের শেষ প্রহর।
আরোহ—ন ঋ গ ম প দ ন র্স।
অবরোহ—র্স ন দ প ক্ষ গ ম গ ঋ স।

পুরবীর ধ্যানমূর্তি—

নিদ্রালসা গাত্র-[শৈথিল্য-] যুক্তা
কান্তং স্মরন্তী বিরহপ্রপূর্ণা।

সৌন্দর্যলাবণ্যামলায়তাক্ষী
সা পুরবী [গেয়া] দিনে তুরীয়ে ॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে আছে—

রহঃ স্বকান্তপ্রিয়গানপত্রা-
বলিং বহন্তী কুচকুম্ভযুগ্মে।
দূর্বাদলশ্যামতনুঃ সকামা
প্রাণাধিকা সা পূরবী প্রদিষ্টা ॥

২৪। বরাড়ী—

সঙ্গীতপারিজাতে বরাটীর উল্লেখ আছে। বরাটী থেকেই "বরাড়ী" শব্দটি এসেছে। পারিজাতের শুদ্ধ বরাটী মেলের প্রচলন এখন নেই। পারিজাতে অহোবল কয়েক প্রকার বরাটীর উল্লেখ করেছেন এবং এই সমস্ত বরাটীর মুখ্য ঐক্য "মপধ" স্বর্ সমষ্টির উপর নির্ভরশীল।

বরাটী বা বরাড়ী পূর্বী মেলের রাগ কিন্তু বর্তমানে এটি মারবা ঠাটে। আরোহ ও অবরোহ অনির্দিষ্ট (রাগনির্ণয়ের মতে)।

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীত সংগ্রহে এই রাগের লক্ষণ আছে—

"প্রহরার্দ্ধতো গেয়া ভিন্নপঞ্চমসম্ভবা।
ষড়্জন্যাসগ্রহাংশৈষা বরাড়ী ভরতোদিতা॥

এই বরাড়ী ত্রিবিধ বিশুদ্ধ বরাড়ী, দ্রাবিড়ী বরাড়ী ও দেশী বরাড়ী (রত্নমালা)। সঙ্গীতকৌমুদী মতে এই রাগ ষাড়ব রাগ।

এই রাগের ধ্যানমূর্তি রাধামোহন সঙ্গীতদর্পণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

বিনোদয়ন্তী দয়িতং চ গৌরী
সকঙ্কণা চামরচালনেন।
কর্ণে দধানা স্মরপুষ্পগুচ্ছং
বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাড়ী ॥

নারদ সংহিতার ধ্যানমূর্তি—

কর্ণে দধানা স্মরপুষ্পযুগ্মং
স্ফুরত্তবক্ষোজমনোহরাঙ্গী।
স্মেরাননা চারুবিলোলনেত্রা
গৌরাঙ্গযষ্টিঃ কথিতা বরাড়ী ॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীত সংগ্রহে নারদসংহিতার আর একটি স্বতন্ত্র ধ্যান মূর্তিও কল্পিত হয়েছে—

বিচ্ছেদমনাশ্রুকুলা মদাক্ষী
সা নীলচীরা ধরণীং লুঠন্তী।
প্রিয়ানুরাগং সততং স্মরন্তী
কৃশাঙ্গযষ্টিঃ কথিতা বরাড়ী ॥

২৫। বসন্ত—

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে বসন্ত রাগের বিবরণে গান্ধার ও নিষাদ তীব্র ধরা হয়েছে। এর গ্রহস্বর ষড়্জ এবং বাদীস্বর মধ্যম। এতে এটি রাগনির্ণয়ের মতে বর্তমান বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত হ'তে পারত। সুতরাং বর্তমান বসন্ত রাগের সঙ্গে কোনো মিল নেই।

এখন বসন্ত রাগ যা প্রচলিত আছে তার একটি প্রকার পূর্বী মেলে কোমল-ধৈবতযুক্ত এবং অন্যটি মারবা মেলে তীব্র-ধৈবতযুক্ত। রাগনির্ণয় গ্রন্থে প্রচলিত ও অল্প-প্রচলিত পাঁচ রকম বসন্তের উল্লেখ আছে। যেমন—

১। পূর্বী মেলের সুপ্রচলিত—
স গ হ্ম দ র্স। (আরোহ)।
ঋ র্স ন দ প হ্ম গ হ্ম গ ॥ (অবরোহ)।

২। মারবা মেলে প্রচলিত—
স গ হ্ম ন ধ হ্ম ধ র্স। (আরোহ)।
ন হ্ম গ হ্ম গ ঋ স ॥ (অবরোহ)।

৩। তোড়ী মেলে—

স জ্ঞ হ্ম প দ ন দ হ্ম জ্ঞ হ্ম জ্ঞ ঋ স।

৪। এ ছাড়া আর এক প্রকারে আরোহে তীব্র ও অবরোহে কোমল এই দুই ধৈবতের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

স গ হ্ম ধ র্স / স ন দ প হ্ম গ হ্ম গ ঋ স॥

৫। অন্য এক প্রকারে দুই মধ্যমের ব্যবহার দেখা যায়—

আরোহে কোমল ও অবরোহে তীব্র—

স গ ম ন ধ ন। / হ্ম ধ হ্ম গ ঋ স॥

৬। মতান্তরে—দুই তীব্র মধ্যম—

আরোহ—স দ হ্ম ধ র্ঋ র্স।

অবরোহ—র্ঋ ন দ প হ্ম গ হ্ম গ ম দ ম গ ঋ স।

উত্তমাঙ্গপ্রধান রাগ। ন্যাস স্বর গান্ধার ও পঞ্চম। ঐ সঙ্গে তার ষড়জ। মধ্য ও তার সপ্তকে বিশেষ বিস্তার আকর্ষণীয়।

সঙ্গীত চন্দ্রিকায় বসন্ত রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব।

বাদী—মধ্যম।

সংবাদী—ষড়জ।

ঠাট—মারবা।

সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

আরোহ—স ম গ হ্ম ন ধ র্স।

অবরোহ—র্স ন ধ হ্ম গ ম গ ঋ স।

বসন্তরাগের ধ্যানমূর্তি আছে সঙ্গীতদর্পণে—

শিখণ্ডিবর্হচয়বদ্ধচূড়ঃ
পুষ্ণন্ পিকং চূতলতাঙ্কুরেণ।
ভ্রমন্ মুদা বা মনোজ্ঞমূর্তিঃ
মত্তো মতঙ্গঃ স বসন্তরাগঃ॥

নারদসংহিতায় আছে—

চূতাঙ্কুরেণৈব কৃতাবতংসো
বিঘূর্ণমানারুণনেত্রপদ্মঃ।
পীতাম্বরো কাঞ্চনচারুদেহো
বসন্তরাগো যুবাতিপ্রিয়শ্চ॥

২৬। বাঙ্গাল (বঙ্গাল)—

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে বঙ্গালী বা বঙ্গাল রাগের উল্লেখ আছে। তার আরোহ ও অবরোহ যথাক্রমে—

স জ্ঞ ম ধ ন র্স।

র্স ন প ম জ্ঞ স।

অর্থাৎ এই রাগ জাতিতে ঔড়ব-ঔড়ব।

রাগচন্দ্রিকা অনুসারে ভৈরব রাগ থেকে যদি নিষাদ বর্জিত হয় এবং গান্ধার বক্র হয় তাহ'লে তাকে বাঙ্গাল রাগ বলা হবে। এ বিষয়ে দোহা আছে—

—"যাহা ভৈরব মেলমে নিষাদ জব নাহী।
বক্র হোয় গান্ধার স্বর কহত বংগাল সহি"॥

বঙ্গাল ভৈরব নামে একটি রাগ পাওয়া যায় কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে বাংলা দেশে প্রচলিত ভৈরব বা বঙ্গাল নামে খ্যাত।

এই রাগ দিবা প্রথম প্রহরে পাওয়া হয়।

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে এই রাগের পরিচয় আছে—

"বঙ্গালঃ কৌশিকাজ্জাতঃ ষড়্‌জন্যাসগ্রহাংশকঃ।
সকম্প-মন্দ্র-গান্ধারো গেয়ঃ করুণহাস্যয়োঃ॥

রাগরত্নাকরে এই রাগের ধ্যানমূর্তি আছে—

মনোজ্ঞমৌঞ্জীগুণগুম্ফিতাঙ্গঃ
প্রজং দধানো ধরণীরুহস্থ।
চণ্ডঃ কুমারঃ কমনীয়মূর্তিঃ
বঙ্গালরাগঃ শুচিনামগানঃ॥

২৭। বিভাস—

সঙ্গীতপারিজাতে বিভাস রাগের নাম আছে। এর আরোহ-অবরোহ থেকে বোঝা যায় যে এই রাগ পূর্বী মেলের ঔড়ব-ষাড়ব রাগ। সঙ্গীতপারিজাত অনুসারে—

আরোহে—স ঋ গ প দ র্স।

অবরোহে—র্স ন দ প হ্ম গ ঋ স।

বাংলা দেশে প্রচলিত বিভাস রাগে মধ্যম বর্জিত। অতএব ষাড়ব রাগ মধ্যে গণিত। পশ্চিমাঞ্চলে বিভাস রাগের যে রূপ দেখা যায় তাতে কোমল ঋষভ অথবা ধৈবত থাকে। সঙ্গীতপারিজাতের মতের প্রভাবই এখানে বেশী। যেমন—

(১) স ঋ গ হ্ম প দ র্স। / র্স ন দ প হ্ম গ প গ ঋ স॥ অর্থাৎ পূর্বী মেলে ষাড়ব-সম্পূর্ণ রাগ।

(২) স ঋ গ প দ র্স। র্স দ প গ ঋ স॥

অর্থাৎ ভৈরব মেলের ঔড়ব-ঔড়ব রাগ। এটিকে পূর্বী মেলেও কেউ কেউ ধরতে পারেন। কারণ মধ্যম নেই।

এ সম্বন্ধে দোহা আছে—

ঠাট ভৈরব জাতি ঔড়ব ধ গ বাদী সংবাদী মানি।
রাগ বিভাস প্রাতঃ গেয় সব লোগ ইহ জানি॥

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় বিভাস রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব।
বাদী—ধৈবত।
সংবাদী—গান্ধার।
ঠাট—বিলাবল।
সময়—রাত্রি।
আরোহ স র গ প ধ র্স।
অবরোহ-র্স ন ধ প গ র স।
বিভাস:উত্তরাঙ্গ রাগ।

মতান্তরে ভৈরব ঠাট থেকে রাগটি উৎপন্ন। সুতরাং র ও ধ কোমল, অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত। জাতি ঔড়ব, বাদী—কোমল ধৈবত। সংবাদী গ—মতান্তরে কোমল ঋষভ।

আরোহ—স ঋ গ প দ র্স।

অবরোহ—র্স দ প গ প দ প গ ঋ স।

উত্তরাঙ্গ প্রধান এই রাগের প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর। রাধামোহন কর্তৃক উদ্ধৃত বিভাস রাগের ধ্যানমূর্তি—

স্বচ্ছন্দসন্ধানিতপুষ্পবাণঃ
প্রিয়াধরাস্বাদরসেন তুষ্টঃ।
পর্যঙ্কমধ্যাস্থ কৃতোপবেশো
বিভাসঃ স নিদ্রোত্থিতহেমগৌরঃ॥

মতান্তরে ধ্যানমূর্তি—

শুক্লাম্বরো গৌরবর্ণঃ সুকান্তি-
ধীরোল্লসৎকুন্তলঘৃষ্টগণ্ডঃ।
সূর্যোদয়ে কুক্কুটপক্ষিশব্দে
বিভাসরাগঃ স্মরচারুমূর্তিঃ॥

২৮ বিহাগ (বেহাগ)

বিহাগ সম্ভবত অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতের "বিহঙ্গড়ঃ"-রাগের অপভ্রংশ রূপ। বিহঙ্গড় বা বিহগড়া রাগ রাধামোহন বিহাগ রাগ থেকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতচন্দ্রিকাতেও বিহগ রাগ কল্যাণ ঠাটে এবং বিহঙ্গড় বা বিহগড়া খাম্বাজ ঠাটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাগনির্ণয় গ্রন্থে সম্ভবত এই কারণেই বলা হয়েছে বর্তমান বিহাগ ও বিহঙ্গড় রাগের মধ্যে কোনো মূল পার্থক্য ছিল কি না সে কথা জোর করে বলা যায় না। সঙ্গীতপারিজাতের "বিহঙ্গড়" রাগে গান্ধার ও নিষাদ তীব্র এবং আরোহে ঋষভ বর্জিত।

এখন বিহাগ বা বেহাগরাগ দুই প্রকারের দেখা যায়। একটিতে মধ্যম তীব্র, অন্যটিতে তীব্র মধ্যম বর্জিত। এর বিবরণ রাগনির্ণয়ে আছে—

জাতি—ঔড়ব সম্পূর্ণ।

বাদী—গান্ধার।

সংবাদী—নিষাদ।

ঠাট—বিলাবল।

সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

প্রকৃতি—গম্ভীর।

আরোহ—ন্ স গ ম প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন ধ প হ্ম গ ম গ র স।

প-যুক্ত কড়ি মধ্যম বিবাদী স্বর রূপে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য—রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি। সঙ্গীতচন্দ্রিকায় বিহাগ রাগের বর্ণনায় আছে—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—গান্ধার।

সংবাদী—নিষাদ।

ঠাট—কল্যাণ।

সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

আরোহ—স গ ম প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন ধ প হ্ম প গ ম গ র স।

২৯। বিহঙ্গড়া (বিহঙ্গড়)

এই রাগটি সম্বন্ধে বিহাগ রাগ আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়েছে। সঙ্গীতপারিজাতে এই রাগটির উল্লেখ আছে। বর্তমান বেহাগ রাগ থেকে তার পার্থক্য আছে। এই রাগের বিবরণ সঙ্গীতচন্দ্রিকায় আছে—

জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব। (বক্রগতি)।

বাদী-গান্ধার।

সংবাদী—নিষাদ।

ঠাট—খাম্বাজ।

সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

আরোহ—স গ ম প ন র্স।

অবরোহ- র্স প ধ ণ প গ প ম গ র্স।

মতান্তরে- র্স ন ধ প ণ ধ প হ্ম ম গ র স।

রাগনির্ণয়ের মতে বিহাগ রাগের সঙ্গে কোমল নিষাদ যোগ করলে এবং খাম্বাজ রাগের তান বর্জন করলে বিহগড়া রাগটি পাওয়া যায়। পটবিহাগে যেখানে কোমল নিষাদ বক্রভাবে প্রযুক্ত হয় বিহগড়াতে সেখানে কোমল নিষাদ সোজাসুজি ব্যবহৃত হয়। এ রাগে কদাচিৎ তীব্র মধ্যমও ব্যবহৃত হয়। রাগনির্ণয় গ্রন্থে এই রাগের সময় দেওয়া হয়েছে—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

এই রাগে দুই নিষাদ ও দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। বেহাগে দুই মধ্যমের ব্যবহারে এই রাগ পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন।

৩০। বেলাবরী, (বেলাবনী বেলাবলী। বেলাবরীতে "ল" স্থানে "ন" মুদ্রণ প্রমাদ বশত। বেলাবলী "র-লয়োরভেদঃ"-নীতি অনুসারে একই রাগ।)

সঙ্গীতপারিজাতে বেলাবলী রাগ শঙ্করাভরণ মেলের অন্তর্গত ছিল। এখন বেলাবলী (বিলাবল) একটি স্বতন্ত্র মেল। সঙ্গীতপারিজাতে বেলাবলীর সঙ্গে এখনকার বেলাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যেমন গান্ধার ও নিষাদ তীব্র, আরোহে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত, এবং কখনো কখনো গান্ধার থেকে আরোহের সূচনা থাকে। বেলাবলী মেলে সমস্ত স্বর শুদ্ধ।

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাত, শ্রীনিবাসের রাগতত্ত্ববিবোধ ইত্যাদি গ্রন্থে শুদ্ধ মেল বলতে কাফী মেল বোঝাত। এখন বিলাবল মেলকে শুদ্ধ

মেল ধরা হয়। কাফী মেলে এখন গান্ধার ও নিষাদ কোমল।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় বেলাবল বা বেলাবলী রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।

বাদী—ধৈবত।

সংবাদী—গান্ধার।

ঠাট—বেলাবল।

সময়—দিবা দ্বিপ্রহর।

প্রকৃতি—শান্ত ও গম্ভীর।

আরোহ—স র গ ম প ধ ন র্স।

অবরোহ—র্স ন ধ প ম গ র স।

রাগটি উত্তরাঙ্গপ্রধান। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে অধিক বিস্তার।

বেলাবলী রাগের ধ্যানমূর্তি রাধামোহন উদ্ধৃত করেছেন—

সঙ্কেতদীক্ষাং দয়িতায় দত্বা
বিতন্বতী যাংশুকমঙ্গযষ্টৌ।
স্বচ্ছং স্মরন্তী সুরমিষ্টদেবং
বেলাবলী নীলসরোজকান্তিঃ॥

রাগরত্নাকরের পাঠে—"যাংশুকং"-স্থলে "ভূষণম্", "স্বচ্ছং" স্থলে "মুহুঃ" এবং "সুর" স্থলে "স্মর" আছে। নারদসংহিতার পাঠ—

সংকেতোৎফুল্ল-লতানিকুঞ্জে
কৃতস্থিতিঃ কান্তসমাগমায়।
বেলাবলী চম্পকদারগৌরী
নানাবিচিত্রাভরণা নিরুক্তা॥

৩১। বেলোয়ার—

বেলোয়ার রাগের ধ্যানমূর্তি—

গৌরীপাদাম্ভোজমভ্যর্চয়ন্তী
গন্ধোদ্ধৃতাং গন্ধমালাং দধানা।
নানারত্নোপায়নৈর্ভক্তিভাবৈঃ
বেলোয়ারী কথ্যতে বালিকেয়ম্॥

মতান্তরে—

বেণীং বরাং কঞ্চুলিকাং বহন্তী
লাবণ্যস্নিগ্ধাধরগাত্রযষ্টিঃ।
বিনোদিনী রত্নকলাপহারী
সা বেলোয়ারী পরিতঃ প্রচারা।

(অন্য কিছু জানতে পারি নি।)

৩২। জাটিয়ারী—

পৌরাণিক প্রবচন যে, এই রাগ ভর্তৃহরির রচনা। এটি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাগনির্ণয়ের মতে এই রাগ থেকে যদি "পঞ্চম" বাদ দেওয়া যায় তবে পঞ্চম রাগের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রাচীন মতে এই রাগ সূর্যকান্ত মেলে।

রাগনির্ণয়ে আরোহ ও অবরোহ যথাক্রমে—

স ঋ গ ম ধ ন র্স।

র্স ন ধ প ম গ ঋ স।

সুতরাং—জাতি—ষড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—পঞ্চম (দোহা-মতে), মধ্যম (সঙ্গীতচন্দ্রিকা-মতে)

সংবাদী—ষড়জ,

ঠাট—মারবা (সঙ্গীতচন্দ্রিকা মতে)।

সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর (প্রথম প্রহর, সঙ্গীতচন্দ্রিকা)।

সঙ্গীতচন্দ্রিকার বিবরণে—

আরোহ—স ম প ধ প ম প গ ঋ ধ র্স।

অবরোহ- র্স ন ধ প ম প গ ঋ স।

মতান্তরে—এই রাগে দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। সময় রাত্রির অন্তিম প্রহর। গতি বক্র (আরোহে ও অবরোহে।) যথা—দোহায় আছে—

ঋ কোমল দো মধ্যম বাকি শুদ্ধ নিষদ অল্প হোই।
প সা বাদী সংবাদী রাগ ভাটিয়ার ক হোই॥

আরোহ—স ঋ স স ধ ধ প ম প গ ঋ ঋ র্স।

অবরোহ—ঋ ন ধ প প ম প গ প গ ঋ স।

৩৩। ভূপালী (ভূপালিকা)

পারিজাতে এই রাগের বিবরণে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত এবং ঋষভ ও ধৈবত কোমল। অন্য স্বর শুদ্ধ। সুতরাং এটি গৌরী মেলের অন্তর্গত ছিল। এখন ভূপালী অতি সুপরিচিত রাগ এবং জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। সন্ধ্যায় গাওয়া হয়। ভূপালী এখন কল্যাণ ঠাটের রাগ এবং ঋষভ ও ধৈবত শুদ্ধ। সঙ্গীতচন্দ্রিকায় এই রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব।

বাদী—গান্ধার।

সংবাদী—ধৈবত।

ঠাট—কল্যাণ।

সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

প্রকৃতি—শান্ত।

আরোহ—স র গ প ধ র্স।

অবরোহ—র্স ধ প গ র স।

ভূপালীর বেশির ভাগ বিস্তার মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে। রাগটি পূর্বাঙ্গবাদী।

ভূপালী রাগের ধ্যানমূর্তি—

গৌরত্যাতিঃ কুঙ্কমরক্তদেহা
ভুঙ্গস্তনী চন্দ্রমুখী মনোজ্ঞা।
ভর্তুঃ স্মরন্তী বিরহেণ দনা
ভূপালিকেয়ং রসশান্তিযুক্তা॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে ধ্যানমূর্তি—

স্বনায়কং পুষ্পলতাধিরূঢ়ং
হসন্মুখী তং সমুদীক্ষমানা।
প্রবাচমানা কুসুমানি শশ্বৎ
ভূপালিকা সা কথিতা সুধীভিঃ॥

৩৪। ভৈরব—

সঙ্গীতপারিজাতের ভৈরব রাগ ঔড়ব রাগ। কারণ এই রাগ ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত হতো। এই রাগের ধৈবত কোমল ছিল এবং গান্ধার ও নিষাদ ছিল তীব্র।

বর্তমান ভৈরব রাগ সম্পূর্ণ রাগ কারণ ঋষভ ও পঞ্চম এতে আছে এবং ঋষভ কোমল রূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই রাগের বিবরণ—

জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।

বাদী—ধৈবত (কোমল)।

সংবাদী—ঋষভ (কোমল) অথবা ষড়জ।

ঠাট—ভৈরব।

সময়—প্রাতঃকাল অর্থাৎ দিবা প্রথম প্রহর।

প্রকৃতি—গম্ভীর ও শান্ত।

এই রাগের বেশির ভাগ বিস্তার মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে। রাগটি উত্তরাঙ্গপ্রধান।

আরোহ—স ঋ গ ম প দ ন র্স।

অবরোহ—স ন দ প ম গ ঋ স।

রাধামোহন এই রাগের ধ্যানমূর্তি উদ্ধৃত করেছেন—

খট্বাঙ্গধারী ত্রিকপালমালা
বিভূষিতো ভূতিবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
দিগম্বরস্তাণ্ডবপণ্ডিতোঽয়ং
গৌরীপতির্ভৈরব নামধেয়ঃ॥

সঙ্গীতদর্পণের ধ্যানমূর্তি—

গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসঃ।
ভাস্বৎত্রিশূলকর এষ মুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে উদ্ধৃত হয়েছে ধ্যানমূর্তি—

স চন্দ্রহাসং ফলকং দধানো
নিবদ্ধবক্ষো দৃঢ়বদ্ধচূড়ঃ।
ত্রিনেত্রধারী বহুধাপদাতিঃ
প্রচণ্ডরূপঃ কিল ভৈরবোঽয়ম্ ॥

৩৫। ভৈরবী –

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে উল্লিখিত ভৈরবী রাগে ধৈবত কোমল ছিল। পুণ্ডরীক বিট্‌ঠলের রাগমালার মতে এই রাগ কাফী মেলে ছিল। লোচনের রাগতরঙ্গিণীর ভৈরবী বর্তমান কাফী মেল। কাফীমেলে গান্ধার ও নিষাদ কোমল—অন্য সব স্বর শুদ্ধ। সম্ভবত পারিজাতের সময় থেকে কোমল ধৈবত ব্যবহার হ'তে সুরু হয়। বর্তমান ভৈরবী রাগে সমস্ত সম্ভব স্বরই কোমল। এই রাগের বিবরণে এখন—

জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।
বাদী—মধ্যম। (মতান্তরে ধৈবত।)
সংবাদী—ষড়জ। (মতান্তরে গান্ধার।)
ঠাট—ভৈরবী।
সময়—প্রাতঃকাল অর্থাৎ দিবা প্রথম প্রহর।
প্রকৃতি—চঞ্চল।
আরোহ—স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ র্স।
অবরোহ—র্স ণ দ প ম জ্ঞ ঋ স।

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে ভৈরবী রাগকে ভৈরব রাগ বলা হয়েছে কারণ ভৈরব রাগের লক্ষণ নির্দেশ করে মন্তব্য করা হয়েছে—"ইয়মেব ভৈরবী।" সঙ্গীতদামোদরে ভৈরবী রাগকে কৌশিকী বলা হয়েছে। উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ—ধৈবত ধ'রে। মতান্তরে পূর্বাঙ্গ প্রধান—মধ্যম ধ'রে।

সঙ্গীতচিন্তামণি গ্রন্থ থেকে রাধামোহন এই রাগের ধ্যানমূর্তি উদ্ধৃত করেছেন—(রাগরত্নাকরেও এই শ্লোকটি আছে)—

সরোবরস্থে স্ফটিকস্থ মণ্ডপে
সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চয়ন্তী।
তালপ্রয়োগপ্রতিবদ্ধগীতি-
গৌরীতনুর্নারদভৈরবীয়ম্ ॥

সঙ্গীতদর্পণের ধ্যানমূর্তি—

স্ফটিকরচিতপীঠে রম্যকৈলাসশৃঙ্গে
বিকচকমলপত্রৈরর্চয়ন্তী মহেশম্।
করধৃতঘনবাদ্যা পীতবর্ণায়তাক্ষী
সুকবিভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরবস্ত্রী ॥

মতান্তরে —

সরোবরস্থা স্ফটিকস্থ মন্দিরে
সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চয়ন্তী।
তালপ্রয়োগপ্রতিবদ্ধগীতৈঃ
গৌরীতনুর্ভৈরবিকা সতীয়ম্ ॥

নারদসংহিতায় ধ্যানমূর্তি—

চন্দ্রপ্রভা চারুমৃগীসুনেত্রা
বিম্বাধরা নৃত্যকলাং বহন্তী।
পিকস্বরাতীব মনোহরন্তী
ভৈরবীয়ং তু শিবং দধাতু ॥

৩৬। ময়ূর (মায়ূর)

এই রাগের ধ্যানমূর্তি যে তিনটি শ্লোকে পাওয়া যায় তা কিছু পাঠের হেরফের করে একই শ্লোকের তিনটি পাঠান্তর বলে ধরা যায়—

মায়ূর-কেকাশ্রবণোল্লসন্তী
ময়ূরিকা নৃত্যততং কিরন্তী।
ময়ূরকান্তীব সিতিং দধানা
ময়ূরিকা সংকথিতা গুণজ্ঞৈঃ ॥

অথবা

মায়ূরকেকাশ্রবণোরসন্তী

ময়ূরিকাং বীক্ষ্য মুদং বহন্তী।

ময়ূরকর্ণাভরণং দধানা—

মায়ূরিকা সা কথিতা রসজ্ঞৈঃ॥

অথবা

ময়ূরকেকাশ্রবণানুরাগা

ময়ূরিকাং বীক্ষ্য মুদং বহন্তী।

ময়ূরবৃন্দৈঃ সহ নৃত্যমানা

মায়ূরিকেয়ং কথিতা গুণজ্ঞৈঃ॥

৩৭। মল্লার—

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে মল্লার রাগ সম্বন্ধে আছে—

গৌরীমেলসমুৎপন্নো মল্লারো নি-স্বরোজ্ঝিতঃ।

আরোহণে গ-হীনঃ (স্যাৎ) ষড়্জাদিস্বরসম্ভবঃ॥

গৌরী মেল বর্তমানে ভৈরব মেল। নিষাদ বর্জিত ছিল এবং আরোহে গান্ধার বর্জিত হতো।

মল্লারঃ সপহীনোঽয়ং

সম্প্রাতঃ পঞ্চমান্বয়ে।

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসঃ

পয়োদাগমনে বুধৈঃ॥

—অর্থাৎ ষড়্জ ও পঞ্চম বর্জিত এবং ধৈবত বাদী, গ্রহ ও ন্যাসস্বর।

মল্লারের নানা প্রকারভেদ আছে। তার মধ্যে অরুণ মল্লার প্রভৃতি প্রকারভেদ অপ্রচলিত।

এখন এই রাগের আরোহ—স র ম র ম প ধ র্স।

অবরোহ—র্স ধ প ম র ম র স।

সুতরাং এই রাগ ঔড়ব-ঔড়ব।

এই রাগে বাদী মধ্যম এবং সংবাদী ষড়্জ।

মধ্যরাত্রে গেয়—তবে বর্ষায় সর্ব সময়ে।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় এই রাগের বিবরণে—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ। (মতান্তরে ষাড়ব-সম্পূর্ণ।)

বাদী—মধ্যম। (মতান্তরে পঞ্চম।)

সংবাদী—ষড়্জ।

ঠাট—বিলাবল।

সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। (মতান্তরে বর্ষা ঋতুর সন্ধ্যা বা রাত্রি।)

আরোহ—স র ম প ধ র্স।

অবরোহ—র্স ন র্স ধ প ম গ ম র স।

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে রাগের বিবরণ শ্লোক—

ধাংশন্যাসো পঞ্চমজ্ঞো মল্লারঃ ম-ধ-বর্জিতঃ।

সদা বর্ষাসু টরসে গ-মন্দ্রস্তারঃসপ্তমঃ।

শ্লোকটীর পাঠ আরোহাদি-সম্পর্কে অত্যন্ত বিপরীতার্থক।

মতান্তরে—এই রাগে কোমল গান্ধার এবং দুই নিষাদ ব্যবহৃত হয়।

মতান্তরে আরোহ—স মর র প ন ধ র্স।

অবরোহ—র্স র্র ম প প ধ ম প।

প জ্ঞ ম পম ম র স।

এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর ও করুণ।

রাধামোহন মল্লার রাগের ধ্যানমূর্তি দিয়েছেন—

শঙ্খদ্যুতিঃ পলিতনিন্দিতশারদেন্দুঃ

কৌপীনমেকমরুণং রুচিরং বসানঃ।

শান্তঃ প্রসন্নবদনঃ সুবিহারচারী

মল্লার এষ কথিতঃ পৃথুলম্বকর্ণঃ॥

রাগরত্নাকরের ধ্যানমূর্তি—

বিস্পষ্টকৃষ্ণাজিনমধ্যবর্তী

কান্তপরিতঃ স্ববিরোহন্তিগৌরঃ।

কুর্বন্ কথাং তুম্বুরুনারদাভ্যাং

শ্রীমাধবাদিঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥

অন্যত্র—

বিহারশীলোঽতিসুকান্তদেহঃ
কান্তাপ্রিয়ো ধার্মিকঃ শীলযুক্তঃ।
কামাতুরঃ পিঙ্গলনেত্রযুক্তো
মল্লাররাগঃ প্রিয়কৃৎ সুবেশঃ॥

নারদসংহিতার ধ্যানমূর্তি—

বিহারশীলোঽতিনীলদেহো
গভীরবাক্যঃ বিপ্রয়কামিনীষু।
কামাতুরঃ পিঙ্গলনেত্রযুক্তো
মল্লাররাগোঽখিলমোহনশ্চ॥

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে উদ্ধৃত ধ্যানমূর্তি —

শম্বাবদাতং পলিতং দধানঃ
প্রলম্বকর্ণঃ কুমুদেন্দুবর্ণঃ।
কৌপীনবাসঃ শুচিহারধারী
মল্লাররাগঃ কথিতস্তপস্বী॥

৩৮। মালব—

পঞ্চমসারসংহিতায় ছ'টি প্রধান রাগের প্রথম রাগ মালব। এই রাগ শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীত সংগ্রহে "মল্লাব" নামে উল্লিখিত হয়েছে। মল্লাব (মালব) রাগের বিবরণ শ্লোকে আছে—

রি-প-হীনষ্টঙ্কবংশ্যো
গ-ভুরিঃ ম-ধ-কম্পিতঃ।
নি-ন্যাসাংশগ্রহঃ সায়ং
নিশি বা মালবঃ শুচঃ॥

অর্থাৎ এই রাগে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত এক নিষাদই বাদী গ্রহ ও ন্যাস স্বর।

মালব রাগের বিবরণ সঙ্গীতচন্দ্রিকায় আছে—(যদি মালব ও মালবী একই রাগ হয়)—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ (বক্রগতি)।
বাদী—ঋষভ (কোমল)।
সংবাদী পঞ্চম।
ঠাট—পূর্বী।
সময়—অপরাহ্ণ।

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে মালবী নামে কোনো রাগ নেই, আছে মালব রাগ। এই মালব ভৈরব মেলের রাগ। কিন্তু মালবী পূর্বী-মেলের রাগ।

"চত্বারিংশচ্ছতরাগনিরূপণম্"—নামক গ্রন্থে মালবরাগকে শ্রীরাগের পুত্র ব'লে ধরা হয়েছে এবং মালবী রাগিণী তার অন্যতমা স্ত্রী। অহোবল মালবীর নাম উল্লেখ না করায় এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিনি দু'টি রাগকে একই রাগ ব'লে মনে করতেন কি না!

সংগীতনারায়ণে মালব রাগকে 'ষাড়ব' রাগ বলা হয়েছে এবং সোমেশ্বরের মতে মালব একটি সম্পূর্ণ রাগ।

হরিনারায়ণের সঙ্গীতসার গ্রন্থে মালব রাগে তীব্র ধৈবতের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এটি সঙ্গীতপারিজাতের সমর্থক মত নয়।

মারবা রাগের সঙ্গে মালব রাগের একটি ভাবাতাত্ত্বিক ঐক্য আছে, এই রাগ মালবের বিবর্তন কি না বলা যায় না। মারবা এখন একটি স্বতন্ত্র ঠাট।

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে মালব-রাগের লক্ষণ আছে—

রিধৌ তু কোমলৌ যত্র গ-নী তীব্রৌ চ মালবে।
ষড়্জারোহনোদ্গ্রাহে স রিন্যাসাংশশোভিতে॥

অর্থাৎ মালব রাগে ঋষভ ও ধৈবত কোমল এবং ঋষভ বাদী ও ন্যাস স্বর।

রাধামোহন রাগরত্নাকর থেকে এই রাগের ধ্যানমূর্তি দিয়েছেন—

নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রপদ্মঃ
শুচদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ।
সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে
মালাধরো মালবরাগরাজঃ।

৩৯। **মালসী** (মালবশ্রী)

"মালসী" শব্দটি এসেছে সম্ভবত মালবশ্রী তথা মালশ্রী থেকে। এই রাগের লক্ষণশ্লোক শ্রীকৃষ্ণরস-সঙ্গীতসংগ্রহে উদ্ধৃত হয়েছে—

মালবশ্রীঃ শরদ্গেয়া জাতা মালবকৌশিকাৎ।
এষা ষড়্জগ্রহন্যাসা পার্বতীপ্রীতিকারিণী ॥

আর্যভীবর্জিতাঃ শুদ্ধজাতয়ঃ কৌশিকীজাতি-বাচ্যা। প্রমাণম্ উক্তং জাতিবিবেচনাবসরে।

অর্থাৎ মালবশ্রী রাগ শরৎকালে গেয়। মালব-কৌশিক থেকে এটি জাত হয়েছে। ষড়্‌জ-স্বরে এই রাগের গ্রহ এবং ন্যাস। এই রাগ পার্বতীর প্রীতিকর।

পুণ্ডরীক বিট্‌ঠলের রাগমঞ্জরীতে যা মালব-কৌশিক, অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে তাই শুদ্ধ মেল। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে এটি ভৈরবী মেল এবং বর্তমানে এটি কাফী ঠাট।

এই রাগের ধ্যানমূর্তি শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে উদ্ধৃত হয়েছে—

লীলারবিন্দস্য দলানি বালা
বিভাবয়ন্তী তনুহেমযষ্টিঃ।
মঞ্জুরয়ক্ষস্য তলে নিষণ্ণা
শোণা মুহুর্মালসিকা প্রদিষ্টা ॥

নারদসংহিতার ধ্যানমূর্তি—

করাবধৃতাম্বুজযুগ্মরম্যা
ইতস্ততশ্চারুবিলোকয়ন্তী ॥
কণ্ঠস্ফুরন্মৌক্তিকচারুহারা
সা মালবশ্রীঃ কথিতা বিচিত্রা ॥

এই রাগই মালসী—"মালবশ্রীরিয়মেব 'মালসা' ইত্যুচ্যতে"। —শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীত সংগ্রহ"—

৪০। **রাজবিজয়**—

রাজবিজয় রাগের বিবরণ সঙ্গীতচন্দ্রিকায় আছে—

জাতি—ষাড়ব সম্পূর্ণ।
বাদী—মধ্যম।
সংবাদী—ষড়্জ।
ঠাট—কাফী।
সময়—দিবা তৃতীয় প্রহর।
আরোহ—স জ্ঞ ম প ণ র্স।
অবরোহ র্স ণ ধ ম প ম জ্ঞ র স।

৪১। **রামকিরী** (রামক্রী রামকেলী)

রামকেলি একটি সংকীর্ণ রাগ ব'লে অভিহিত হয়েছে

—"গুর্জরী দেশিকাসঙ্গাৎ রামকেলিরজায়ত" ॥

অহোবলের সঙ্গীতপারিজাতে উল্লিখিত এই রাগে ঋষভ ও ধৈবত ছিল কোমল এবং গান্ধার ও নিষাদ তীব্র। শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে এই রাগের বিবরণ-শ্লোকে আছে—

প্রহরাদূর্দ্ধতো গেয়া
ষড়্জন্যাসগ্রহাংশকা।
ষড়্জর্ষভধনারম্ভা
তজ্জ্ঞৈস্তু রামকৃতির্মতা ॥

বর্তমান রামকিরী বা রামকেলী পারিজাতোক্ত লক্ষণযুক্ত নয়। এখন রামকেলী তিন প্রকার—একটি ভৈরব রাগের সমতুল্য সম্পূর্ণ রাগ এবং মধ্য ও তার সপ্তকেএর বিস্তার অধিক—যেখানে ভৈরব রাগের বিস্তার মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে অধিক।

দ্বিতীয় প্রকার রামকেলীতে দুই মধ্যমের ও দুই নিষাদের ব্যবহার। এর বাদী পঞ্চম বা ধৈবত এবং সম্বাদী ঋষভ।

তৃতীয় প্রকারে দুই গান্ধারের ব্যবহার হয়।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় রামকিরী রাগের বিবরণে আছে—

জাতি = ষাড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—মধ্যম (মতান্তরে কোমল ধৈবত অথবা পঞ্চম।)

সংবাদী—ষড়্জ। (মতান্তরে কোমল ঋষভ।)

ঠাট—ভৈরব।

সময়—দিবা প্রথম প্রহর।

এই রাগের বৈশিষ্ট্য—কোমল ঋষভ ও ধৈবত। এই রাগে দুই মধ্যম ও দুই নিষাদ ব্যবহৃত হয়। আরোহে ঋষভ বর্জিত। ন্যাস স্বর স ম ও প। রামকেলি রাগের বিস্তার মধ্য ও তার সপ্তকে।

আরোহ—স গ ম প দ ন র্স।

অবরোহ—র্স ন ন দ প ম প দ ণ দ প ম গ ঋ স॥

রামকিরীর ধ্যানমূর্তি—

হেমপ্রভা ভাস্বরভূষণা চ
নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী।
কান্তসমীপে কমনীয়কণ্ঠা
মানোন্নতা রামকিরী ভবেয়ম্॥

অন্যত্র—

স্বর্ণপ্রভা ভাস্বরভূষণাঢ্যা
নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী।
কান্তে পদোপান্তমধিশ্রিতেঽপি
মানোন্নতা রামকিরী ভবেয়ম্॥

মতান্তরে—

প্রতপ্তচামীকরচারুবস্ত্রা
কর্ণাবতংসং কমলং বহন্তী।
পুষ্পধনুঃ পুষ্পশরৈর্দধানা-
চন্দ্রাননা রামকিরী প্রদিষ্টা॥

অন্য মতে—

অধ্যাপয়ন্তী শুকসারসারীঃ
শ্রীরামরামেতি সুবেশলক্ষ্মীঃ।
বামস্তনার্ধস্খলিতাংশুকশ্রীঃ
শ্রীরামকেলী কথিতা কবীন্দ্রৈঃ॥

নারদসংহিতায়—

শ্রীরামরামেত্যনিশং জপন্তী
পূজারতা পুষ্পচয়ৈঃ সুবাসা।
সানন্দরূপা করুণার্দ্রদেহা
শ্রীরামকেলিঃ কথিতা বিদগ্ধৈঃ॥

৪২। ললিত (ললিতা)

সঙ্গীতপারিজাতোক্ত ললিত বা ললিতা রাগ গৌরী মেলের (বর্তমান ভৈরব মেল) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ললিত রাগে পঞ্চম বর্জিত ছিল। বর্তমানে ললিত রাগ পূর্বী মেলে এবং মারবা মেলে দু'ভাবে আছে। দু'টিতেই কোমল ও তীব্র মধ্যমের সন্নিকৃষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। ললিত রাগে ধৈবতের শ্রুতি কোমল ও তীব্র ধৈবতের মাঝামাঝি ধরা হয়। শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে ললিত রাগের বিবরণ শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে—

টক্কাখ্যসমুদ্ভূতা ললিতা ললিতস্বরা।
ষড়্জন্যাসগ্রহাংশা চ ষ-মন্দ্রা রি-প-বর্জিতা।
শৃঙ্গারবীরয়োর্গেয়া নিশান্তে চ দিনান্তিকে॥

অর্থাৎ এটি ঔড়ব রাগ কারণ ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত। এই রাগের বাদী, গ্রহ ও ন্যাস স্বর ষড়্জ।

এখন এই রাগের আরোহ—

ন় র গ ম ম গ ম ধ র্স।

অবরোহ—ঋ ন ধ ষ্ম ধ ম্ম ম গ ঋ র্স।

সঙ্গীতচন্দ্রিকার বিবরণে আছে—

জাতি—ষাড়ব-ষাড়ব।

বাদী—মধ্যম (শুদ্ধ)।

সংবাদী—ষড়্জ।

ঠাট—পূর্বী।

সময় - রাত্রি চতুর্থ প্রহর।

আরোহ—ন ঋ গ ম ক্ষ ম গ ক্ষ দ র্স।

অবরোহ—ঋ ন দ ক্ষ দ ক্ষ ম গ ঋ র্স।

রাগরত্নাকর থেকে রাধামোহন ললিতরাগের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—

প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমালাধারী
যুবাতিগৌরো লললোচনশ্রীঃ।
বিনিঃসরন্ বাসগৃহাৎ প্রভাতে
বিলাসবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ॥

৪৩। শ্যাম- (পদাবলীতে এই রাগের নাম নেই, আছে টীকায়।)

সঙ্গীতপারিজাতে শ্যাম রাগের উল্লেখ না থাকলেও সঙ্গীতপারিজাত রচনার পূর্বেও যে শ্যাম রাগ প্রচলিত ছিল—গোবিন্দ দাসের একটি পদেই তার প্রমাণ মিলবে। ষোড়শ শতাব্দীর গোবিন্দ দাসের "মুরলিমিলিত"—ইত্যাদি পদে "শ্যাম-নট সকরু"-অংশে শ্যাম রাগের উল্লেখ মিলবে। যদি "শ্যাম নট" ধরা হয় তবে বলা যেতে পারে যে ১৭ শতাব্দীর হৃদয়প্রকাশ গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে পরবর্তী কালের পণ্ডিত ভাবভট্ট বলেছেন "শ্যামনাটস্ত কেদারমেলে গেয়ো মনীষিভিঃ" এবং এই কেদার মেল এখন বিলাবল মেল নামে পরিচিত।

শ্যামরাগকে কল্যাণ বা ইমন ঠাটের রাগ ব'লেও ধরা হয়। এই রাগে ষড়জ বা ঋষভ বাদী এবং সংবাদী রূপে মধ্যম বা পঞ্চম ব্যবহৃত হয়।

এর আরোহ—ন্ র্স র ম র ম প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন ধ প হ্ম প গ ম র ন্ স।

এই রাগের জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ (বক্র গতি) এবং সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

পদামৃতসমুদ্রের ২৫৭ সংখ্যক পদটীকায় শ্যামরাগের ধ্যানমূর্তি রাধামোহন উদ্ধৃত করেছেন—

বাসুদেবং সমভ্যর্চ্য
প্রান্তে স্বরধুনীতটে।
শ্যামরাগঃ স্বরগ্রাম-
রাগরত্নসমুদ্ভবঃ॥

রাগকল্পদ্রুমের ধ্যানমূর্তি—

বীণানিনাদে প্রতিপন্নমূর্তিঃ
সৌন্দর্যলাবণ্যসুবর্ণকান্তিঃ।
শ্যামঘনমেঘদ্যুতিস্বরূপঃ
স শ্যামরাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥

৪৪। শ্রীরাগ—

শ্রীরাগ ছ'টি প্রধান রাগের অন্যতম রাগ। এখন শ্রীরাগের যে রূপ পাওয়া যায় প্রাচীন কালে শ্রীরাগের রূপ তার থেকে পৃথক ছিল। সঙ্গীতপারিজাতে শ্রীরাগের বিবরণ আছে—

রি-ত্রয়োপাতসংযুক্তঃ ষড়্জোদ্গ্রাহোঽথবা মতঃ।
শ্রীরাগস্তীব্রগান্ধার আরোহে ধ-গ-বর্জিতঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরাগে ঋষভ অথবা ষড়জ উদ্গ্রাহ স্বর। এতে আছে তীব্র গান্ধার এবং এতে আরোহে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত হ'য়ে থাকে। বর্তমান খাম্বাজ অথবা কাফীর পূর্ব মেলের কোনটিতে শ্রীরাগ নিশ্চিতভাবে ছিল তা বলা যায় না। এখন শ্রীরাগ পূর্বী মেলের অন্তর্ভুক্ত। রাগনির্ণয়ের মতে শ্রীরাগ ধনাশ্রীর অপভ্রংশ কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে, কারণ রাগতরঙ্গিণীর ধনাশ্রী মেল ও বর্তমান পূর্বীমেলে বিশেষ তফাৎ নেই।

এই রাগের আরোহ—স ঋ ম প ন র্স।

অবরোহ—স ন দ প ম গ ঋ স।

সঙ্গীত চন্দ্রিকায় এই রাগের বিবরণ আছে—

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—ঋষভ (কোমল)।

সংবাদী—পঞ্চম।

ঠাট—পূর্বী।

সময়—সন্ধ্যা।

আরোহ—স ঋ ঋ প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন দ প ঋ গ ঋ স।

মতান্তরে সময় দিনের অন্তিম প্রহর। আরোহ—

স ম ঋ ঋ প ন র্স।

র্স ন দ প ঋ গ ঋ ঋ স।

শ্রীরাগে ঋ এবং প-এর সঙ্গতি আর পুনরাবৃত্তি গান্ধারকে স্পর্শ-করে হ'য়ে থাকে।

রাধামোহন শ্রীরাগের ধ্যানমূর্তি দিয়েছেন—

চতুর্ভুজঃ শ্যামতনুস্ত্রিনেত্রঃ
পীতাম্বরোঽসৌ বনমালাযুক্তঃ।
বিক্রীড়তি স্বপ্রিয়য়ৈব সার্ধং
শ্রীরাগনামা ভগতীহ রাগঃ॥

অন্যত্র—

অষ্টাদশাব্দঃ স্মরচারুমূর্তি-
ধীরোল্লসৎপল্লবকর্ণপূরঃ।
ষড়জাদিসেব্যোঽরুণবস্ত্রধারী
শ্রীরাগরাজঃ ক্ষিতিপালমূর্তিঃ॥

রাগরত্নাকরে—

লীলাবিহারেণ বনান্তরেণ
চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসিবেশোঽসিতদিব্যমূর্তিঃ
শ্রীরাগ এষ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্॥

৪৫। সারঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে আছে যে সারঙ্গ একটি সঙ্কীর্ণ রাগ—"সারঙ্গঃ স্যাৎ তোড়ী-ধানাসিকাভ্যাম্"। শুদ্ধ সারঙ্গে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার সুপ্রকট। এই রাগে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত হয় সুতরাং এটি ঔড়ব জাতির রাগ। এতে কোমল ও তীব্র দুই প্রকার নিষাদই ব্যবহৃত হয়—অন্য সব স্বর শুদ্ধ। এতে বাদী ঋষভ এবং সংবাদী পঞ্চম। গেয় সময় দিনের দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহ—ণ্ স র ম প ন র্স।

অবরোহ—র্স ন প ম র স।

ঠাট—কাফী।

ধ্যান মূর্তি—

বীণাং দধানো দৃঢ়বদ্ধবেণী
সৌখ্যাসনো মঞ্জুলবৃক্ষমূলে।
জাম্বূনদাভশ্চ নিরম্রদেহা
সারঙ্গনট্টঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥

৪৬। সিন্ধুড়া (সৈন্ধবী)

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে সিন্ধুড়া রাগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"সৈন্ধবী সিন্ধুড়েতি প্রসিদ্ধা।" এই রাগের লক্ষণশ্লোকে বলা হয়েছে—

সৈন্ধবী পঞ্চমাজ্জাতা
গ্রহাংশন্যাসপঞ্চমা।
মধ্যাহ্নাদ্ ঊর্দ্ধতো গেয়া
শৃঙ্গারে করুণেঽপি চ॥

অর্থাৎ সিন্ধুড়া রাগের বাদী, গ্রহ ও ন্যাস স্বর পঞ্চম।

এর আরোহ—গ র ম প ধ র্স র্র।

অবরোহ—র্স ণ ধ প ম গ ঋ স।

সঙ্গীতচন্দ্রিকায় সিন্ধুড়া রাগের বিবরণে আছে—

জাতি—ঔড়ব সম্পূর্ণ।

বাদী—ঋষভ। (মতান্তরে ষড়জ।)

সংবাদী—পঞ্চম।

ঠাট—কাফী।

সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। (মতান্তরে সর্বকালীন।)

আরোহ—স র ম প ধ র্স।

অবরোহ—র্স ণ ধ প ম জ্ঞ র স॥

(মতান্তরে বক্রগতি—র্স ণ ধ প ম জ্ঞ র ম জ্ঞ র স।

এই রাগ পুণ্ডরীক বিরচিত রাগমঞ্জরীর মালবকৌশিক রাগ। লোচনের রাগতরঙ্গিণীর মতে ভৈরবী ঠাট।

রাগটি পূর্বাঙ্গপ্রধান। এই রাগে নিষাদের ব্যবহার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারণ আরোহে কেউ কেউ নিষাদ ব্যবহার করেন।

সিন্ধুড়া রাগের ধ্যানমূর্তি রাধামোহন উদ্ধৃতি করেছেন—

উৎফুল্লপঙ্কজগলন্মকরন্দপান-
মত্তালিঝঙ্কৃতিভরৈরপি দূয়মানা।
কান্তং পদান্তমিলিতং কটু ভাবয়ন্তী
মানোন্নতা বসতি সিন্ধুতটে সিন্ধুড়া॥

অন্যত্র—সমুদ্রনীলদ্যুতিরম্বুজাক্ষী
প্রবাদয়ন্তী সকলা-সযন্ত্রম্।
রত্নৈর্বিচিত্রাভরণা সুকেশী
সা সিন্ধুড়া কান্তসমীপসংস্থা॥

৪৭। সুহই (সুহাই)

রাগনির্ণয়ে আছে—দু প্রকার সুহার কথা। তাতে—একটি তীব্র ধৈবতযুক্ত, অপরটি ধৈবত বর্জিত।

এই রাগের আরোহী—ণ স ম র র স।

আবোহ—জ্ঞ ম প ম ণ প স॥

সুহা রাগ কাফী ঠাট থেকে উৎপন্ন। এতে গান্ধার ও নিষাদ কোমল। এই রাগে আরোহে ঋষভ এবং ধৈবত এবং অবরোহে ধৈবত বর্জিত হয়। রাগনির্ণয়ে রাগের বিবরণে পাই—

জাতি—ষাড়ব-ষাড়ব।

বাদী—মধ্যম।

সম্বাদী—ষড়জ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

ঠাঠ—কাফী।

আরোহ—ণ স জ্ঞ ঃ ম প প্ন ধ র্স।

অবরোহ—র্স প্ন প ম প ম প জ্ঞ ঃ ম র স।

মতান্তরে সুহা রাগ কানাড়া রাগের মত। প্রত্যেক আলাপ জ্ঞ ম র স দিয়ে সমাপ্ত করা হয়। এটি কানাড়া অঙ্গের আলাপ।

এই রাগের অবরোহে গান্ধার সর্বদাই বক্র ভাবে প্রযুক্ত হয়। সর্বদাই ণ-এর উপর পঞ্চম এবং জ্ঞ-এর উপর মধ্যম স্বরের ফল দিয়ে ধরতে হয়। এর ন্যাসস্বর ষড়জ, জ্ঞ ম ও প।

রাধামোহন এই রাগের ধ্যানমূর্তি উদ্ধৃত করেছেন—

"সিন্দূরবিন্দু মম ভালদেশে
পত্রাবলিঞ্চাপি কপোলভিত্তৌ।
অলক্তসিক্তং কুরু পাদমেকং
কান্তং বদন্তী সুহই প্রসিদ্ধা॥

পরিশিষ্ট—২

তালসূচী ও তাললিপি)

১। আদি

১৯ ।= ১

২। উৎসাহ

২৭, ৮২, ১০১, ১০২, ২০০, ৩৫০, ৩৬৬, ৫২৫, ৫২৯, ৫৮৮, ৭০৯ ।= ১১ ॥

৩। একতালি (একতালী)

৭, ১২, ২২, ২৫, ২৬, ২৮, ৩০, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৮৩, ১২৪, ১৯২, ১৯৯, ২০৬, ২০৯, ২২০, ২২৩, ২৫৩, ২৭০, ২৭৬, ২৮৯, ২৯০, ৩১১, ৩১৬, ৩৮১, ৩৯২, ৩৯৩, ৪১১, ৪১২, ৪১৮, ৪২০, ৪২৮, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৫২, ৪৫৮, ৪৮২, ৪৮৯, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫০৬, ৫১৪, ৫২০, ৫৫৮, ৫৪৬, ৫৫০, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৬৩, ৫৬৭, ৫৭১, ৫৯৮, ৬১০, ৬১৯, ৬৫১, ৬৫৪, ৬৫৯, ৬৭১, ৭০০, ৭০১, ৭০৭, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৮, ৭১৯, ৭২৮ ।= ৭০ ॥

৪। ক্ষুদ্রৈকতালী

২২৭, ২২৮ ।= ২ ॥

৫। ক্রৌঞ্চকতালী

৫৭৪ ।= ১ ॥

৬। লঘু-একতালী

২৭৪ ।= ১ ॥

৭। বরৈকতালী

২২ ।=(১) ॥

৮। বৃহদেকতালী

৪৩, ৪৮, ৫০, ১৩২, ২২৭, ২২৮, ২৭২, ২৭৩, ৩৩৬, ৩৩৭, ৪১০, ৪২৭, ৪৪৯, ৬০৮, ৬৪৫, ৬৭৭, ৬৮৭, ৬৯৪, ৬৯৯ ।=(১৯) ॥

৯। কন্দর্প

৬, ১৭, ২৪, ৫৮, ৯১, ১৩১, ১৫৯, ১৯৩, ১৯৭, ২০১, ২১২, ২১৩, ২১৮, ২২১, ২২৯, ২৩৩, ২৪২, ২৪৪, ২৭৭, ২৮০, ২৮২, ২৯২, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৬১, ৩৬২, ৩৭৯, ৪১৩, ৪২৬, ৪৪০, ৪৫৩, ৪৫৬, ৪৬১, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৭৫, ৪৮৩, ৫০৮, ৫২৮, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৬৬, ৬০০, ৬১২, ৬২০, ৬২৪, ৬৩০, ৬৩৪, ৭১২ ।= ৫০ ॥

১০। কুন্তল

৪১, ৫০২, ৫১০ ।= ৩ ॥

১১। কুমুদ

৪১ ।— ১ ॥

১২। খঞ্জন

৩২৫ ।= ১ ॥

১৩। গঞ্জন

৩১৮, ৩২১, ৩৪৮ ।= ৩ ॥

১৪। গান্ধর্ব

৫৪৭ । = ১ ॥

১৫। গমক

৬৫৫ । = ১ ॥

১৬। গার্গর

৬৫৮ । = ১ ॥

১৭। চঞ্চুপুট

১৩৭, ২৭৯, ৩১০, ৩১৯, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৭০, ৩৮০, ৩৮৮, ৪২১, ৪৪১, ৪৪৮, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৭০, ৪৭৯, ৫১৯, ৫৩১, ৫৩৯, ৫৫১, ৫৫৫, ৫৬১, ৫৬২, ৫৭৭, ৬৩১, ৬৪০, ৬৬৬, ৬৭৩, ৬৮৩, ৭২১, ৭৩৬ ।= ৩২ ॥

১৮। চন্দ্রশেখর

৩৫, ৭৪, ১৯৮, ২০৫, ৩৫৯, ৫০৯, ৫১৭, ৫২৪, ৫৩০, ৫৬৮, ৫৭৬, ৫৮৬, ৬০৩, ৬১৮, ৬৭৯।

=১৫॥

১৯। ছুটী

১২৯।=(১)॥

২০। জয়জয়ন্ত

৪৯৮।=(১)॥

২১। জয়ন্ত

৮০। =(১)॥

২২। জয়মঙ্গল

৫, ৭৯, ৫০৫।=(৩)

২৩। ডাঁসপাহাড়িয়া

১৮।=(১)॥

২৪। দশকোশী (দেশকোষী, দশকুশী)

৯, ১০, ১১, ১৫, ২১, ৩৪, ৪৭, ৫৬; ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৬৯; ৭৫, ৮৫, ৯৯, ১২১, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৫, ১৬২, ১৬৬, ১৮৯, ২১০, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩১, ২৩৬, ২৩৭, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৫, ২৬৮, ৩১২, ৩২৩, ৩৭৪, ৩৮৩, ৩৮৯, ৩৯৭, ৪০০, ৪০৪, ৪০৬, ৪০৭, ৪১৭, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪৭, ৪৬৯, ৫২১; ৫২২, ৫২৫, ৫৩৭, ৫৪৩, ৫৫৩, ৫৯৭, ৬১৫, ৬২৭, ৬৩৬, ৬৯৩, ৭৩১, ৭৩২, ৭৪০।=৬৭॥

২৫। দশমাঙ্কর

৬৬৮।=(১)॥

২৬। ধ্রুব

৩৮ ৬৭, ৭২, ৯০, ৯৪, ১১৩, ১২২, ১৫৪, ১৭৪, ২১১, ২৪৯, ২৭৫, ২৭৮, ২৮৬, ২৯৫, ২৯৯, ৩০১, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৭, ৪৬০, ৪৭৮, ৫৬৯, ৫৮১, ৬০১, ৬০৭, ৬৩৫, ৬৪৩, ৬৪৮, ৬৮২।

=(৩২)॥

২৭। নন্দন

৩৩, ৭৩, ৮১, ৯২, ১১৯, ১৪০, ১৫৩, ১৫৮, ১৬৪, ১৭২, ১৮৬, ১৯৫, ২০৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২২৫, ২৪১, ২৫২, ২৫৭, ২৫৮, ২৬১, ২৬৬, ২৮৮, ২৯৩, ৩০২, ৩০৬, ৩০৮, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৬৫, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৮৪, ৩৮৭, ৪০৩, ৪০৮, ৪১৪, ৪১৫, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪২ ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৫০, ৪৫৪, ৪৫৭, ৪৬২, ৪৭৩, ৪৮১, ৪৯২, ৫০১, ৫০৩, ৫১৩, ৫১৮, ৫৩৩, ৫৪৮, ৫৫৬, ৫৬৪, ৫৭০, ৫৭১, ৫৮৭, ৬০৫, ৬২৩, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৭৫, ৬৮০, ৬৮১, ৬৯৬, ৬৯৮, ৭০৩, ৭০৫, ৭১৬।

=৮০॥

২৮। নিঃসারক (নিস্বারক, নিস্যারক)

১৯৬, ৩২৬, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৫২, ৩৬৩, ৪৭২, ৪৮০, ৫৭২, ৫৮২, ৫৯২, ৬১৭, ৬৩৩, ৬৩৭, ৬৪৪, ৬৪৯, ৬৬০, ৬৬৭।=(১৮)॥

২৯। পট (০১/২)

৫১, ১২৫, ১৪৪, ২৩২, ২৭১, ৬২৬, ৬৭০, ৭১৭।=৮॥

৩০। পরমপ্রযত্তি

৬৬১।=(১)॥

৩১। প্রতিচঞ্চু

৫২৬।=(১)॥

৩২। প্রতিচঞ্চুপুট

৩১৩, ৩৯৬, ৫৪১, ৫৯৫, ৫৯৬, ৬৩৮, ৬৪১, ৭৩৩।=(৮)॥

৩৩। প্রতিদশাঙ্ক

৩৪১।=(১)॥

৩৪। প্রতিধ্রুব

২৯৬।=(১)॥

৩৫। প্রতিনিঃসারক

৩১৫।=(১)॥

৩৬। প্রতিমণ্ঠক

৪, ৩৭, ৭৮, ৮৭, ১৩৯, ২০৭, ২৩৫, ২৩৯, ৩০৯, ৩৫৩, ৩৭২, ৪৭৬, ৫৬৫, ৫৮০, ৫৯৯, ৬১১, ৬১৬, ৬২৮, ৬৭২, ৬৭৬, ৬৯১, ৬৯৫।=২২॥

৩৭। প্রতিরূপক

৫৭৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৯১, ৬৫৩, ৬৬৫।=(৬)

৩৮। বিজয়ানন্দ

২৩, ৩৪৫, ৩৬০, ৫০৪, ৫১১, ৫৯০, ৬২৯।
=(৭)॥

৩৯। মধুর

২০, ৩৬, ৫০০।=(৩)॥

৪০। মণ্ঠক

৩, ১৩, ১৪, ১৬, ৮৬, ১৩৪, ১৬১, ১৬৩, ১৬৮, ১৮০, ২০২, ২০৪, ২১৯, ২৩০, ২৩৪, ২৪৫, ২৫৯, ২৬৭, ২৮১, ২৮৭, ২৯১, ৩০০, ৩১০, ৩২২, ৩২৪, ৩৩২, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৮৫, ৩৯১, ৩৯৬, ৪০২, ৪০৫, ৪০৯, ৪২৫, ৪৫৯, ৪৬৩, ৪৬৫, ৫২৩, ৫৩২, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৭৯, ৫৮৯, ৫৯৪, ৬০২, ৬০৪, ৬০৯, ৬৫০, ৬৫২, ৬৮৯, ৬৯০, ৭০২, ৭০৪, ৭০৬, ৭১৩, ৭২২, ৭৩৫, ৭৩৯।=৬১॥

৪১। মহামণ্ঠক

৩৪০, ৩৬৭।=(২)॥

৪২। মিশ্রনন্দন

৪৩৭।=(১)॥

৪৩। যতি

৩১, ৩৯, ৪৪, ৫৭, ৭১, ৮৮, ৮৯, ১২৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৫০, ১৬৫, ১৭১, ১৭৯, ১৮২, ১৮৩, ১৯০, ১৯১, ১৯৪, ২০৮, ২৩৮, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৬০, ২৯৭, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩১৪, ৩১৫, ৪৬৬, ৪৭৪, ৪৯৫, ৬০৬, ৬১৩, ৬১৪, ৬২১, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৬৩, ৬৭৮, ৬৮৪, ৬৮৫।=(৪৫)॥

৪৪। রূপক

২, ১৬, ৫৮, ১৩০, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৬৪, ৬৭, ১৭০, ১৭৩, ১৭৭, ২৯৭, ৩১৭, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০, ৩৫৫, ৩৮৬, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০১, ৪২২, ৪২৪, ৪৩০, ৪৩৮, ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৫, ৫২৭, ৫৪৯, ৫৫২, ৫৬০, ৬৬২, ৬৬৪, ৬৬৯, ৭৩০।=(৪০)॥

৪৫। ললিত

২৯৮, ৫০৭, ৫৭৮, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭।
=(৭)॥

৪৬। শেখর

২৯, ৯৩, ১১৫, ১৬০, ৩৫৭, ৩৫৮, ৪৯০, ৪৯৯, ৬৮৮, ৭০৮, ৭১১।=(১১)॥

৪৭। সম

৩২, ৪০, ৪২, ৫৪, ৫৯, ৬১, ৬৪, ৭০, ৭৬, ৭৭, ৯৮, ১০৮, ১১৭, ১২৬, ১৪২, ১৪৯, ১৫৫, ১৬৪, ১৭৪, ১৮১, ১৮৫, ২০৯, ২৫১, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৯৪, ৩০৭, ৩২০, ৩২৭, ৩৫৬, ৪১৬, ৪১৮, ৪২৩, ৪৩২, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৪, ৫১২, ৫১৪, ৫১৬, ৫৩৫, ৫৪০, ৫৫৪, ৫৫৯, ৫৮৩, ৫৯৩, ৬২২, ৬৩২, ৬৩৯, ৬৪২, ৬৭৪, ৬৮৬, ৬৯২, ৬৯৭, ৭১০, ৭২৯।
=৬৬॥

৪৮। সম্পক

২৫০, ২৫৬। =(২)॥

৪৯। সাক্ষপট

৯৮। =(১)

৫০। স্ফুটাম্বরা

৫৭। =(১)॥

উপরোক্ত তালগুলি ছাড়াও ইচ্ছামত তালে গাইবার অনুমতি কতকগুলি পদে দেওয়া হয়েছে।

১। আদি

আদি তাল এক মাত্রার তাল অর্থাৎ লঘু। সঙ্গীতরত্নাকরের তালাধ্যায়ে ২৬১ শ্লোকাংশ—"লঘুঃ আদিতালঃ।" ভরতার্ণব গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে ৪৩৯ সংখ্যক শ্লোকে আছে—"আদিতালো লঘুঃ স্মৃতঃ।" গীতচন্দ্রোদয়ের হিসাবও তাই—"আদৌ লঘুরেকঃ।" অর্থাৎ গীতচন্দ্রোদয়ের মতে আদি তালে ১ লঘু মাত্রা—এখনকার হিসাবে ৪ মাত্রা।

প্রায় সব গ্রন্থেরই এই একই মত।

দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীতে এই তাল চার অঙ্গের কলা হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়।

আদি তাল দুই প্রকার—দেশাদি এবং মধ্যমাদি। দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীতগুরু ত্যাগরাজের অতি প্রিয় এই তাল এবং তাঁর অনেক গান এই তালে রচিত।

এই আদি তালকে অনেকে আড়তাল ব'লে মনে করেন। তাঁদের মতে এই তালের রূপ—

মাত্রাসংখ্যা ১০, ১টি আঘাত, ১টি জোড়া ও ২টি ফাঁক=১ কলা।

লয়—

১ | | ০ | | | | |
তেটে তাথি নিতা খেটা তা ঘুরঘুর তা

| ০ | |
তেই তিনি তিনি।

১ | | ০ | | | | |
তেটে তাথি নিতা খেটা ঝা গুরগুর ঝা

| ০ | |
তেই তিনি তিনি।

২। উৎসাহ

কেউ কেউ মনে করেন এই তালটি সম্ভবত "উৎসব" তালের নামান্তর। উৎসব তালে ১০ মাত্রা—SSSSS।

তৃতীয় মাত্রায় একটি ফাঁক।

কিন্তু নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়ে উৎসব তালের মাত্রা—"S´" = ৪ মাত্রা অর্থাৎ এখনকার হিসাবে—১৬ মাত্রা।

গীতচন্দ্রোদয়ে ১০১ তালের শেষ তাল উৎসাহ তাল। সঙ্গীতার্পণ অনুসারে—"উৎসাহে গুরু লৌ জ্ঞেয়ৌ"—অর্থাৎ "SII" = ৪ মাত্রা। এখনকার মতে ১৬ মাত্রা।

৩। একতালি (একতালী)

একতালি তালটি দ্রুত অঙ্গে গঠিত অর্থাৎ অর্ধ মাত্রা। প্রাচীন সমস্ত গ্রন্থেই এই মত স্থাপিত আছে। যেমন ভরতার্ণব এবং সঙ্গীতমকরন্দে (৭।৪৭৫ এবং ২।৫৬)—"একেনৈব দ্রুতেন স চেৎ একতালীতি সংজ্ঞকে।"

রত্নাকরেও আছে—(৫।২৯০)—"দ্রুতেন তু একতালিকা।"

সঙ্গীতচূড়ামণির মতেও—(২।১১৫)—

"একেনৈব দ্রুতেন স্যাৎ একতালীতি সংজ্ঞয়া।"

তালটি কীর্তনে ৭ মাত্রার একটি তাল।

বিভাগ—৪।৩।

একতালী তাল কীর্তনে ব্যবহৃত তিন প্রকারে হয়—

১। বৃহৎ একতালী।

২। মধ্যম একতালী।

৩। ছোট একতালী।

এখন পৃথক পৃথক ভাবে এদের রূপ দেখানো যাচ্ছে—

(ক) বৃহৎ একতালী—

১৪ মাত্রা, ২টি আঘাত, ২টি ফাঁক এবং ৪টি কাল=১ কলা। এই তালে লয়ের বাক্স ২ কলা-বিশিষ্ট এবং গতি বিলম্বিত।

বৃহৎ একতালীর লয়—

\+
১ . ০ . ২ .
|| || | | | || | |
ধা তা তা খে টা তা খুরখুর খুরখুর

০ .
| | |
তা খে টা

১ . ০ .
|| | | | | |
ধা খে টা ধা খে টা

২ . ০ .
|| | | | | |
ধা গুরগুর গুরগুর ক্তা খে না

(খ) **মধ্যম একতালীর লয়—**

\+
১ . ০ .
| | || | ||
ধে এন তা তা খি

২ . ০ .
|| | | | | |
তা ধে না দা ধে না

এই তালের রূপ—১৪ মাত্রা, ২টি আঘাত, ২টি ফাঁক এবং ৪টি কাল=১ কলা। এই তালের গান ও লয়ের বোল—দুইই সাধারণত প্রথম ও দ্বিতীয় তালের মধ্যবর্তী ফাঁক থেকে ধরা হয়। এই তাল ধ্রুপদাঙ্গের ধামার তালের অনুরূপ, কেবল বোলের বানী ও মাত্রাবিভাগ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র। কোনো কোনো দেশে এই তালকে "লোফা-একতালী" বলা হয়ে থাকে।

(গ) **ছোট একতালীর রূপ—**

৭ মাত্রা, ২টি আঘাত, ২টি ফাঁক এবং ৪টি কাল=১ কলা।

এই তাল অতি চঞ্চল লয়ের বাক্স। কিন্তু একটু বিলম্বিত গতিতে গান হ'লেই মধ্যম একতালীর বাক্সগুলি ব্যবহৃত হবে। এই তালের অধিকাংশ গানই প্রথম তালের পর ফাঁক থেকে ধরা হ'য়ে থাকে। তবে প্রথম তাল থেকেও কোনো কোনো গান ধরা হয়।

ছোট একতালীর লয়—

\+
১ . ০ .
| | ৬ |
ধা তা তা খি

২ . ০ .
| | ৬ |
তা ধাঃ গে তা

৪। **ক্ষুদ্রেকতালী**

একতালি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রচলন-ক্ষেত্রে দ্রুতগতির একতালিকেই সম্ভবত ক্ষুদ্রেকতালি বলা হয়—বাংলায় প্রচলিত শব্দ ছোট একতালি। অবশ্য প্রচলিত ছোট একতারির মাত্রা সব সময়েই যে ৭ মাত্রার হয়—তা নয়—কখনো ৬ মাত্রার, আবার কখনও বা ৮ মাত্রার হয়ে যায়। কীর্তনগানে তালটি অতি প্রচলিত।

কিন্তু মতান্তরে ৬ মাত্রা ধরলে লোফার সঙ্গে পার্থক্য থাকেনা।

আবার ৮ মাত্রার কাহারবা তালের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য গতির দিক দিয়ে।

৫। দ্রুতৈকতালী

এই তালটি ক্ষুদ্রৈকতালী অথবা লঘু একতালীর নামান্তর নয়।

গীতচন্দ্রোদয়ে আছে—

"দ্রুতেনৈকেনৈকতালী

কথিতা পূর্বসূরিভিঃ।"

অর্থাৎ—দ্রুতৈকতালী হচ্ছে ০ মাত্রা বা ½ মাত্রা —এখনকার হিসেবে ২ কাত্রার তাল।

৬। লঘু একতালী

একতালির অতি দ্রুত গতিকেই লঘু একতালি বলা হয়। এটি ছোট একতালির বা ক্ষুদ্র একতালির নামান্তর মাত্র। তবে মনে এ সংশয় জাগে যে রাধামোহন তিনটি বিভিন্ন বিশেষণ কেন দিয়েছেন লঘু, ক্ষুদ্র ও বিশেষণহীন একতালী!

৭। বরৈকতালী

এই তালটি বড় একতালি রূপেই ধর্তব্য— কারণ "বরা একতালী = বরৈকতালী"।

৮। বৃহদেকতালী

একতালী তালের বিলম্বিত রূপ—

১৪ মাত্রা, ২টী আঘাত, ২টী ফাঁক ও ৪টী কাল = ১ কলা।

এই তালের লয়ের বাম্ব ২ কলা বিশিষ্ট এবং গতি বিলম্বিত।

লয় :—

১।
\+
১ . ০ . ২ . ০ .
ঝা তা তা থে টা তা খুরখুর খুরখুর তা থে টা

১ . ০ . ২ . . ০ .
ঝা থে টা ঝা থে টা ঝা গুরগুর গুরগুর জা থে না

\+
১ . ০ . ২ . ০ .
২। ঝা তা থে টা — তা তা থে টা—

১ . ০ . ২ .
ঝা গুরগুর গুরগুর জা থে না ঝা গুরগুর গুরগুর

০ .
জা থে না ॥

৯। কন্দর্প

প্রাচীন গ্রন্থানুসারে তালটি ষন্মাত্রিক। ভরতার্ণব গ্রন্থের ৭।৪৪১ সংখ্যক শ্লোকে এই তালের লক্ষণ—

"দ্রুতদ্বন্দ্বং যকারশ্চ কন্দর্পে পরিকীর্তিতঃ"— অর্থাৎ OOISS = ৬ মাত্রা। আধুনিক হিসাবে ৬ × ৪ = ২৪ মাত্রা। গীতচন্দ্রোদয় অনুসারে—"কন্দর্পে দৌ লঘু গুরুঃ" অর্থাৎ OOIS = ৫ মাত্রা। আধুনিক হিসাবে ৫ × ৪ = ২০ মাত্রা।

ভরতার্ণব—দক্ষিণভারতীয় গ্রন্থ। সেই গ্রন্থানুসারে ৬ মাত্রার হিসাবে এই তাল গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলার বৈষ্ণব-গীতশাস্ত্রে এটি ৫ মাত্রার তাল। নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থই এখানে অধিক প্রামাণিক। এখনকার হিসাবে এই তালটি ৫ × ৪ = ২০ মাত্রার তাল। যদি ২০ মাত্রার তাল হয় তবে কি এটি মধ্যম আর তালের মতো। কীর্তনাঙ্গে এই তালটি মধ্যম দশকুশীর সদৃশ। কন্দর্প নামে এই প্রাচীন তালটি এখন একেবারে অপ্রচলিত। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে এমন অনেক তাল আছে যা খোলে বাজে না—যেমন এই কন্দর্প তাল।

১০। কুন্তল

এই তালটি সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ব'লে মৃদঙ্গাচার্য ভোলানাথ দত্ত তাঁর "সরল শ্রীশ্রীখোলবাদ্য শিক্ষা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীত দর্পণে তালটির লক্ষণ দেয়া হয়েছে—"কুন্তলে লো বিরামবান্"—অর্থাৎ সোয়া এক মাত্রা। এখানকার হিসেবে
১$\frac{১}{৪}$ × ৪ = ৫ মাত্রা।

১১। কুমুদ

সংগীতরত্নাকরের পঞ্চম অধ্যায়ে ২৯১ সংখ্যক শ্লোক অনুসারে তালটি দু'ভাবে প্রচলিত—ষন্মাত্রিক এবং পঞ্চমাত্রিক।

"কুমুদো স্যাল্লক্রতৌ লৌ গশ্চ" অর্থাৎ ।OO॥S অর্থাৎ ছয় মাত্রা।

"অন্তেবাং লশ্চতুর্ক্রতম্।
অন্তে গুরুশ্চ কুমুদঃ"॥
।OOOOS অর্থাৎ ৫ মাত্রা।
এখনকার হিসাবে ৫ × ৪ = ২০ মাত্রা।
তালটি বর্তমানে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত॥

১২। খঞ্জন

খঞ্জন তাল প্রাচীন মতে পঞ্চমাত্রিক তাল। সঙ্গীতচূড়ামণি-গ্রন্থের তালপ্রকরণে ১২৫ সংখ্যক শ্লোকে আছে—

"খঞ্জনে বিন্দুযুগলং ততঃ কার্যৌ লঘুঃ প্লুতঃ"। অর্থাৎ খঞ্জনের তাললিপি—OO।`S = ৫ মাত্রা।

১৩। গঞ্জন

গঞ্জন "বদসি অষ্ট তাল-এর" পঞ্চম তাল। তালটি শব্দকল্পদ্রুমে আছে, বাচস্পতি অভিধানেও আছে। তালটি ৮ মাত্রার—বিভাগ ২।২।২।২। তালের লক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতসংগ্রহে—

"একতালো ভবেচ্ছষ্টং ক্রমেণাপি চতুষ্টয়ম্।"
অর্থাৎ ১ × ৬ × ৪ = ২৪ মাত্রা।
শেষ শূন্যং গঞ্জনশ্চ সর্বতো মুনিভাবিতম্॥"

এখন এই তালে আছে ৩২ মাত্রা, ৪টি আঘাত এবং ১২টি কোষ = ১ কলা। এই তালে সব সময়ে ৪ মাত্রার হিসেব রেখে বাজাতে হয়। যদিও এর গতি বড় ডাঁশপাহাড়িয়ার মত, তবু কিছু পার্থক্য আছে। ডাঁশপাহাড়িয়ায় ২টি ক'রে তালের হিসেব রাখতে হয়। অন্য সব বিষয়ে অর্থাৎ লহর, হাত, ঘাত, মান ইত্যাদিতে ডাঁশপাহাড়িয়া তালেরই তুল্য। প্রকৃত পক্ষে গঞ্জন তালে ৪ লঘু মাত্রা অর্থাৎ ১৬ মাত্রা—৪।৪।৪।৪। ১২টি ফাঁক।

লয় (বর্তমানে)

১		০		০		০	
।	।	।	।	।	।	।	।
ধে	না	ক	ধে	না	ক	ধে	না

২	০	০		০	
॥	॥	।	।	।	।
ধা	ধা	তে	টে	তে	টে

৩	০		০	০	
॥	।	।	॥	।	।
তা	থে	না	তা	থে	না

৪	০	০		০		
॥	॥	।	।	।	।	
তা	খিঃ	খি	খি	গুরগুর	গুরগুর	= ৩২

১৪। গান্ধর্ব

সঙ্গীতদামোদরের তৃতীয় স্তবকে এই তালের লক্ষণ আছে—

"চত্বারো গুরবো বিন্দু চত্বারশ্চ প্লুতা অপি।
বিন্দবো দশ ষট্ লশ্চ তালে গন্ধর্বসংজ্ঞকে"॥

অর্থাৎ SSSSOO `S`S`S`S`SOOOOOOOOOO।।।।।। = ৩২ মাত্রা। বাংলায় আধুনিক হিসেবে ৩২ × ৪ = ১২৮ মাত্রা।

১৫। গমক

কোনো গ্রন্থে পাইনি।

১৬। গর্গদ
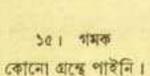
গর্গদ নামে কোনো তাল পাওয়া যায় না। পাওয়া না গেলেও "গারুগী" নামে যে তালটি পাওয়া যায় তারই নামান্তর ব'লে এই তালটিকে কেউ কেউ মনে করেন। "গারুগী" ৯ মাত্রার তাল। সংগীত-চূড়ামণিতে আছে—

"গারুগিঃ কথ্যতে প্রাজ্ঞৈ র্বিরামান্তশ্চতুর্দ্রুতৈম্।

অর্থাৎ—০০০০'=২১/২=৯ মাত্রা।

চার অক্ষরে লঘুমাত্রা প্রয়োগ করলে হয় ৯ মাত্রা।

ভরতার্ণব গ্রন্থেও আছে—

"গারুগিস্ত চতুর্দ্রুতং বিরামান্তং বুধৈরুক্তা।"

সঙ্গীতদর্পণেও আছে—"গারুগিস্ত চতুর্দ্রুতং বিরামান্তং বুধেঃ প্রোক্তা"।

তালটি অপ্রচলিত।

১৭। চঞ্চুপুট

কীর্তনাঙ্গের অতি সুপ্রচলিত তাল। ৮ মাত্রার বিভাগ—যথাক্রমে ২+১+১/২+১/২+২+১+১/২+১/২=৮ মাত্রা।

এই তালে ৮ মাত্রার হিসাবে যথাক্রমে ১ কলায় থাকে ৮ মাত্রা, ২টি আঘাত ও ২ ফাঁক। তালটি প্রাচীন তাল এবং এই তালের লক্ষণ সমস্ত গ্রন্থেই একই প্রকার। তালের গতি দ্রুত।

এই তালটি চঞ্চৎপুট তাল নয় কারণ সেখানে প্রাচীন গ্রন্থের লক্ষণ সূত্র দেওয়া আছে—

"তালে চঞ্চৎপুটে জ্ঞেয়ং গুরুদ্বন্দ্বং লঘুদ্বয়ম্"—

ssll=৬ মাত্রা।

লয়—

১৮। চন্দ্রশেখর
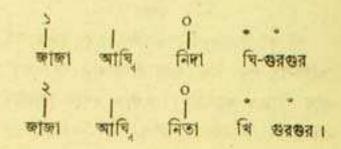
'চন্দ্রশেখর নামে তাল এখন অপ্রচলিত।

চন্দ্রশেখর "বদসি অষ্টতাল"এর চতুর্থ সংখ্যক তাল। তালটি ১১ মাত্রা, ২২ মাত্রা এবং ৪৪ মাত্রা হিসাবে প্রচলিত। ১১ মাত্রার বিভাগ—২।২।১।২।২।২। প্রাচীন লক্ষণ সূত্র দেওয়া গেল—

"চন্দ্রশ্চন্দ্রস্তথা যুগ্মং তথা চন্দ্রং তথা পরে।
একতালানি ভবন্ত্যেবং চন্দ্রশেখরভাষিতম্॥"

অর্থাৎ ৺ ৺ ॥ ৺ ॥×২=১/২+১/২+১+১
+১/২×২=৫১/২×২=১১।

ভোলানাথ দত্ত এই তালটিকে অপ্রচলিত তালের মধ্যে ধরেছেন। এই প্রাচীন তালটি—তাঁর মতে সম্ভবত শশিশেখর তালের সদৃশ। শশিশেখর তালই চন্দ্রশেখর কি না তা সংশয়মুক্ত নয়।

শশিশেখর তাল তিন প্রকারের—ছোট শশিশেখর মধ্যম শশিশেখর ও বড় শশিশেখর।

ছোট শশিশেখর তালকে ছোট চন্দ্রশেখর তালও বলা হ'য়ে থাকে। ছোট দশকুশীর তালের মত এর গতিও বিলম্বিত।

এই তালের এক কলায় থাকে—২২ মাত্রা, ৪টি আঘাত, ১টি জোড়া এবং ৫টি ফাঁক। বাদ্যের হিসাব যথা—

প্রথমে পর পর ২টি তাল, তারপর ১টি যুগ্ম তাল, তারপর আরও দু'টি তাল।

১ ০ ২ ০
ঝা খি নাক ধিনি ঝা খি নাক ধিনি

০
ঝা খুরখুর তা খি নাক খিনি

৩ ০ ৪ ০
তা খি নাক খিনি তা তা খিঃ গুরগুর।

মধ্যম শশিশেখর তালে ৪৪ মাত্রা, ৪টি আঘাত, ১টি জোড়া, ১টি ফাঁক ও ১৫টি কোষ = ১ কলা।

এই তালের লয়ের বাদ্য ১ কলা বিশিষ্ট এবং গতি মধ্যম দশকুশীর মতন। প্রথম তাল থেকেই এই তালের গান ও বাদ্য ধরা হ'য়ে থাকে। এর এক কলা বাদ্যের হিসেব ছোট শশিশেখরের মতন।

বড় শশিশেখর তালের—

মাত্রা ৮৮, ৪টি আঘাত, ১টি জোড়া, ১টি ফাঁক, ১৫টি কোষ এবং ২২টি কাল = ১ কলা।

এই তালের লয়ের বাদ্য মধ্যম শশিশেখরের মতন ১ কলা বিশিষ্ট এবং গতি বড় দশকুশীর মতন। এর প্রথম কলার হিসেবে আছে প্রথমেই পর পর ২টি তাল, তারপর একটি যুগ্ম তাল এবং তারপরে আরো দু'টি তাল।

১৯। ছুটী

ছুটা তাল নামেও এটি উল্লিখিত হয়।

ছুটী তাল—একটি প্রচলিত তাল। এর মাত্রা সংখ্যা ৭—(২।২।১।২ = ৭)। এই তালের কোনো প্রাচীন লক্ষণ-সূত্র নেই। বিভিন্ন অঞ্চলে এই তালের বিভিন্ন রূপও দেখা যায়।

সম্ভবতঃ এই তালটি প্রচলিত ঝাঁপি তালের ন্যায়।

ভোলানাথ দত্তের খোলবাদ্য শিক্ষার গ্রন্থে ছুটা তালের যে রূপ আছে তা দেওয়া গেল—এই ছুটা তাল কিন্তু প্রাচীন ছুটী তাল নয়। কারণ ছুটা তালের মাত্রা সংখ্যা ১৬।

রূপ—১৬ মাত্রা, ২ আঘাত, এবং ৬ কোষ = ১ কলা। এই তালের লয় ত্রিবিধ—অতিচঞ্চল, চঞ্চল ও বিলম্বিত।

লয়—

১। অতিচঞ্চল—

১ ০ ০ ০
তা খি উরর দি দা খে নে

২ ০ ০ ০
খি খি দা খি নি তা খে টা॥

২। চঞ্চল—

০ ০ ১ ০ ০
খিঃ গুরগুর খি খি জেই য়া আ জেই আ জেই

০ ২ ০
তেটে তেটে তা তেটে তা।

৩। বিলম্বিত—

০ ০ ১ ০ ০
খিখি গুরগুর খি খি জেই য়া ক খে — জেই

০ ২ ০
তেটে তেটে তা তেটে তা ॥

২০। জয় জয়ন্ত

এই তালের বিবরণ কোনো গ্রন্থে পাইনি।

২১। জয়ন্ত

বর্তমানে এই তালটির প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রাচীন সূত্রানুসারে এটি ৯ মাত্রার তাল। লক্ষণ সূত্র—

"জয়ন্তো জগণো লশ্চ বিন্দুযুগ্মং প্লুতস্ততঃ।"

অর্থাৎ ।S।। 00`S=৯ মাত্রা।

এই তালটী এখন অপ্রচলিত।

২২। জয়মঙ্গল

জয়মঙ্গল তাল ১৩ মাত্রার তাল, আবার ১৪ মাত্রাও ব্যবহৃত হয়। বিভাগ যথাক্রমে দেখানো যাচ্ছে—

(১) ২।২।২।১।১।২।১।১।১ = ১৩।

(২) ৪।৪।২।৪ = ১৪।

প্রাচীন সূত্রানুসারে তালটি ৮ মাত্রার। যথা ভরতার্ণব গ্রন্থে (২।৩৯) লক্ষণসূত্র আছে—

"সকারশ্চ সকারশ্চ জয়মঙ্গলসংজ্ঞকে।"

অর্থাৎ ।।S।।S=১+১+২+১+১+২=৮।

সঙ্গীতরত্নাকরে (৫।২৮০) লক্ষণসূত্র আছে—

"সস্ত দ্বিত্বং যঃ স তালো জয়মঙ্গলঃ।"

অর্থাৎ ।।S।।S=৮ মাত্রা।

এটাও বিশেষ প্রচলিত তাল নয়।

২৩। ডাঁস পাহাড়িয়া

ডাঁশপাহাড়িয়া কীর্তন গানের অতি প্রচলিত তাল। ছোট বা বড় হিসাবে এই তালের মাত্রা সংখ্যা ৮ বা ১৬। বিভাগ—৪।৪ অথবা ৪।৪।৪।৪। এই তাল সম্বন্ধে একটি প্রাচীন সূত্র পাওয়া যায়—

"গশ্চ তালাৎ পরং শূন্যং ডাঁশপাহিড়া…যুগ্মকম।"

অর্থাৎ ১+১+১+১=৪

অপর একটি সূত্র—

"একস্তালস্তথা শূন্যং ক্রমেণাপি ত্রিধা ভবেৎ।
শেষ এক-তালং শূন্যং ডাঁসপাহিড়া সংজ্ঞিতঃ॥"

দ্বিতীয় সূত্রটি অধুনা প্রচলিত তালটির সমর্থক।

ডাঁসপাহিড়া (ডাঁসপাহাড়িয়া) ছোট, মধ্যম ও বড় এই তিন প্রকারের হয়। তাছাড়া লোফা ডাঁসপাহিড়া ও আড়া ডাঁসপাহিড়া নামেও দু'টি তাল আছে।

রাধামোহন এস্থলে বিশেষণযুক্ত ডাঁসপাহাড়িয়া শব্দ ব্যবহার করেন নি। মনে হয়, তাঁর সময়ে তালটির এত শ্রেণীভেদ ছিল না।

(ক) ছোট ডাঁসপাহাড়িয়া তালের রূপ—

৮ মাত্রা, ২টি আঘাত ও ৬টি কোষ = ১ কলা। এ তালের গতি চঞ্চল। এর লয়—

১	০	০	০	২	০	০	০
।	।	।	।	।	।	।	।
খেনা	তাধে	নেদা	গেদা	ধিন্	তা	তেটে	তা॥

(খ) মধ্যম ডাঁসপাহাড়িয়া তালের রূপ—

১৬ মাত্রা, ২টি আঘাত ও ৬টি কোষ—১ কলা। গতি মধ্যম।

এই তালের লয়—

	১		০		০		০	
	।	।	।	।	।	।	।	।
১।	থেই	উরউর	তা	ধিন্	নাক	ধিন্	ধা	ধিন্
	২		০	০		০		
	।	।	॥	।	।	॥		
	ধি	ইন্	তা	তে	টে	তা॥		
	১		০		০		০	
	।	।	।	।	।	।	।	।
২।	থেই—	খিঃ	নাক	ধিন্	নাক	ধিন্	ধা	ধিন্
	২		০	০		০		
	।	।	॥	।	।	॥		
	ধি	ইন্	তা	তে	টে	তা॥		

(গ) বড় ডাঁস পাহাড়িয়া তালের রূপ—

১৬ মাত্রা, ২টি আঘাত ও ৬টি কোষ = ১ কলা।

বিলম্বিত এই লয়ের বাদ্য গুরু লঘু ভেদে ২ কলা বিশিষ্ট।

এই তালের লয়—

১ ০ ০ ০
১। ধে না তা ধে নে তা ধেই গুরগুর

২ ০ ০ ০
দা দা দা খি নি তা খে টা

১ ০ ০ ০
তা আ উরর তা তা খে টা

২ ০ ০ ০
তা খিঃ খি খি গুরগুর গুরগুর ॥

২৪। দশকোশী (দশকোষী, দশকোষা, দশকুশী)

কীর্তনের একটি অতি সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত তাল। এই তালটি যথাক্রমে ৭, ১৪ এবং ২৮—এই ত্রিবিধ মাত্রায় সমন্বিত হ'য়ে ছোট, মধ্যম ও বড় দশকোশী নামে প্রচলিত। এই তালের লক্ষণ প্রাচীন সূত্রে আছে—

"একতালম্ একশূন্যম্ ইত্যেবং চ ভবেৎ ক্রমাৎ।
বিরাম একতালশ্চ রাগভেদে দশকোষিকা॥

অর্থাৎ ১+১+½+১=৩½ আধুনিক হিসাবে ৩½×৪=১৩ মাত্রা।

এই লক্ষণটির সঙ্গে প্রচলিত রূপের সমর্থন পাওয়া যায় না। এখন এই তালের বিবরণ দেওয়া গেল।

ছোট দশকোশী রূপ—

১৪ (৭×২) মাত্রা, ২টি আঘাত, ১টি জোড়া ও ৩টি ফাঁক=১ কলা।

এই তালের গতি চঞ্চল এবং গুরুলঘু ভেদে লয়ের বাদ্য ২ কলাবিশিষ্ট। গান ও বাদ্য দুয়েতেই এই তালে জোড়া থেকে আরম্ভ হ'য়ে থাকে।

লয়—

১ ০ ২ ০
১। ঝা খি নাক খিখি ঝা খি নাক খিখি

০
ঝা গুরগুর ঝাখি নাড তেটে তেটে

১ ০ ২ ০
তা খি নাক খিনি তা খি নাক খিনি

০
তা খুরখুর তা ম্বা খিঃ গুরগুর।

এই তাললিপি বিলম্বিত লয়ের।

ছোট দশকুশীর চঞ্চল গতি

এবার এই চঞ্চল লয়ের তাললিপি দেওয়া যাচ্ছে—

১ ০ ২ ০
২। ঝা খি নাক খিনি ঝা খি নাক খিনি

০
ঝা গুরগুর ঝা তেই তেটে তেটে

১ ০ ২ ০
তা খি নাক খিনি তা খি নাক খিনি

০
তা খুরখুর তা ম্বা খিঃ গুরগুর॥

এই তালের লহর, হাত, ঘাত, তেহাই, নামমালা ও মূর্চ্ছনা (বিলম্বিত ও চঞ্চল) ভোলানাথ দত্তের সরল শ্রীশ্রীখোলবাদ্যশিক্ষা গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে।

মধ্যম দশকোশী তাল

রূপ

২৮ (১৪ × ২) মাত্রা, ২টি আঘাত, ১টি জোড়া, ১টি ফাঁক ও ৯টি কোষ = ১ কলা।

এই তালের লয়ের বাক্স লঘু গুরু ভেদে ২ কলা-বিশিষ্ট। বোল আরম্ভ হয় প্রথম তালের পর দ্বিতীয় কোষ থেকে। কেউ কেউ বা জোড়া তাল থেকেও গান ধ'রে থাকেন। এই তালের গতি বড় দশকোশী থেকে চঞ্চল ব'লে হস্তদ্বারা কোষ চালনার সময় বড় দশকোশীর মতো কাল দেখানো হয় না।

লয়

০ ০ ২ ০ ০ ০
| | | | ॥ | | | | | |
১। থে না থে না তা থে না থে না থে না

০
॥ | | |
তা খুরখুর খুরখুর তা

০ ০ ০ ১ ০
॥ | | | | ॥ | |
তা খি খি গুরগুর গুরগুর ধা তা খি

০ ০ ২ ০ ০ ০
| | | | ॥ | | | | | |
নি তা ধে না ধা তা খি নি তা ধে না

০ ০ ০
॥ | | | | | | |
ধা গুরগুর গুরগুর জা খি না ত থে

০ ১ ০
| | | ॥ | |
না থে না তা থে না॥

(এই বোলটি অতি প্রাচীন।)

০ ০ ২
২। | | | | | |
তে টে খে টা তা — উরউর

০ ০ ০
| | | | | |
তা খি তে টে খে টা

০ ০ ০ ০
॥ | | ॥ ॥ | | | |
তা খুরখুর খুরখুর তা তা খি খি গুরগুর গুরগুর

১ ০ ০ ০
| | | | | | | |
ধে না ক ধে না ক ধে না

২ ০ ০ ০
॥ | | | | | |
ধা ক ধে না ক ধে না

০ ০ ০
॥ | | | | | | | |
ধা গুরগুর গুরগুর জা খি না ত তে টে

০ ১ ০
| | | | | |
খে টা তা — উরউর তা খি ॥

মধ্যম দশকোশী তালের অনুরূপ তাল কাটা দশকোশী। এই তালের রূপও ২৮ (১৪ × ২) মাত্রা, ২টি আঘাত, ১টি জোড়া ও ৯টি কোষ = ১ কলা। মধ্যম দশকোশীর লহরের বাক্স এই তালে লয়ের বাক্স রূপে ধরা হয়েছে। এটি কোনো প্রাচীন তাল নয়, তবে মধ্যম দশকোশী থেকে কেটে বার করা হয়েছে ব'লে এই তালকে কাটা দশকোশী বলে। বর্তমানে এই তালটি অতি প্রচলিত তাল।

কাটা দশকোশীর লয়—

১ ০ ০ ০
| | | | | | | |
তা গুরখি না তেটে না তেটে না তেটে

২ ০ ০ ০
| | | | | | | |
তা গুরখি না তেটে তাক দাঙ্কেই ইদা ঙ্কেই

০
| | | | |
ধাঃ খিখিখিখি গুরগুরগুরগুর গুরগুরগুরগুর জা

খি না উ তেটে তা তেটে তা

অনুরূপ আর একটি তাল বিরাম দশকোশী। ছোট দশকোশীর মত এর মাত্রা ১৪, ২টি আঘাত, ১টি জোড়া কিন্তু ১টি ফাঁক ও ৯টি কোষ=১ কলা। এই তালটি ছোট দশকোশীর গানে মাঝে মাঝে বিলম্বিত লয়ে কাটান গানের সঙ্গে বেজে থাকে। কেউ কেউ এটিকে চঞ্চল গতির কাটা দশকোশী তালও বলেন।

বিরামদশকোশীর লয়—

তা গুরগুর খি নাখিখি নাখিখি নাখিখি

তা গুরগুর খি নাখিখি নাখিখি নাখিখি

ঝা গুরগুরগুরগুর ঝাখি না তেটে তেটে

কাকখি নাখিনা তাখিনা খিনাউ

তাকখি নাখিনা তাখিনা খিনাউ

তা খুরখুরখুরখুর তিৎ ত্বা খিঃ খিঃ

বড় দশকোশী

এই তালের রূপ—

৫৬ (২৮×২) মাত্রা, ২টি আঘাত, ১টি জোড়া, ১টি ফাঁক, ৯টি কোষ এবং ১৪টি কাল=১ কলা।

কীর্তন গানের এই তালটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাল। অনেকের মতে অতি বিলম্বিত লয়ের তাল ব'লে এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের যে কাজ অপেক্ষিত থাকে, তা গুরুমুখী সাধনার অপেক্ষা রাখে। এই তালের লয়ের বাদ্য লঘুগুরু ভেদে ২ কলাবিশিষ্ট। গীত সাধারণত আরম্ভ হয় দ্বিতীয় তাল থেকে।

লয়—

তা আ তি ইন্ তা তি

ইন্ তা খি খি তা খি

তাখি তাখি খিখিখিখি খিখিখিখি খুরখুরখুরখুর

খুরখুরখুরখুর খুরখুরখুরখুর খুরখুরখুরখুর তা

আ তি ইন্ তা তি ইন্ তা খি খি তা খি

ঝা খি তা ঝা খি ঝা খি তা

খি ঝা খি ঝা খি ঝা খি

ঝা খি তা ঝা খি ঝা খি তা

খি ঝা খি ঝা খি ঝা খি

ঝাখি	তাখি	খিখিখিখি	খিখিখিকি	গুরগুরগুরগুর

গুরগুরগুরগুর	গুরগুরগুরগুর	গুরগুরগুরগুর	ঝা

খি ঝা খি তি ইন তা তি

ইন তা খি খি তা খি

তা আ তি ইন তা তি ইন তা খিখি তা খি ॥

লয়ের পর লহর, হাত, পরণ, হাত, তেহাই হাত, তেহাই, হাত, ঘাত, ছক্কা, মূর্ছনা, মাতান ও মূর্ছনার জন্য ভোলানাথ দত্তের খোলবাদ্য শিক্ষার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২৫। দশমাক্ষর

বিশিষ্ট কোনো তাল নয়। সম্ভবত দশমাত্রার যে কোনো তালেই ব্যবহার হতো ব'লেই দশমাক্ষর নাম হয়েছে। প্রথমত আড়তাল অর্থাৎ ৪।২।৪ ছন্দেই ব্যবহার ছিল। তালটি অপ্রচলিত।

২৬। ধ্রুব

এই তালটি অপ্রচলিত। এটি ব্রহ্ম তালের সদৃশ।

যখন তালটি প্রচলিত ছিল তখন এই তালের মাত্রা সংখ্যার বৈচিত্র্য ছিল। যেমন—

(১) ১৪ মাত্রার বিভাগ—২।২।২।২।২।৪ = ১৪।

(২) ২১ মাত্রার বিভাগ—

১।৩।৩।১।৩।৩।১।৩।৩ = ২১।

(৩) ২৩ মাত্রার বিভাগ—

৪।৩।২।৪।৩।৪।৩ = ২৩।

(৪) ২৮ মাত্রার বিভাগ—(সর্বাধিক প্রচলিত ছিল) ৬।৩।১।৬।৩।৬।৩ = ২৮।

প্রাচীন সূত্রে যে ধ্রুবতালটি পাওয়া যায় সেটি নিম্নরূপ—

একতালং তথা শূন্যং
ক্রমেণাপি দ্বিধা ভবেৎ।
শেষৈকঞ্চ ত্রিতালশ্চ
ধ্রুবচরণভাবিতম্ ॥

অর্থাৎ—১১১ + ১১১ + ১১১১১ = ৭ × ২ (লঘুগুরু ভেদে) = ১৪ মাত্রা। সঙ্গীত দর্পণেও এই তালের লক্ষণ সূত্রে আছে—"যতিতালে ল-গৌ জ্ঞেয়ৌ লোকে ধ্রুবকসংজ্ঞঃ॥"

২৭। নন্দন তাল

(বর্তমানের ছুটুকী?)

নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়ে নন্দন তালের লক্ষণ আছে—"নন্দনে লৌ দ্রুতৌ প্লুতঃ"—অর্থাৎ এর মাত্রা সংখ্যা—॥00S' অর্থাৎ ১।১।½।½ + ৩ = ৬ মাত্রা। বাংলার আধুনিক হিসেবে ৪।৪।২।২।১২ = ২৪ মাত্রার তাল ব'লে এই তালকে চিহ্নিত করা হয়!

প্রাচীন নন্দন তালের লক্ষণ ভরতার্ণব গ্রন্থেও ৪৩৭ সংখ্যক শ্লোকে আছে—

"লৌ দ্রুতৌ চ প্লুতশ্চান্তে
তালে স্যান্নন্দনাভিদৌ॥

অর্থাৎ ॥00S' ১ + ১ + ½ + ½ + ৩ = ৬ মাত্রা।

এই তালের গতি চঞ্চল।

প্রাচীন নন্দন তাল ও (কোনো কোনো মতে) ললিত তালের আধুনিক নাম দোটুকী তাল। এই

তালের বিভাগ—৩।৪।৩।৪। প্রথম এবং চতুর্থ মাত্রা তালাঘাত। অষ্টম এবং একাদশ মাত্রায় ফাঁক।

(ক) ছোট দোঠুকীর রূপ—

৭ মাত্রা, ২টি আঘাত, ২টি ফাঁক ও ২টি কাল =১ কলা।

লয়—

১ . ২ . ০ . ০ .

১। হি ইগ্ দা ক্কেই না ক ধা দিন

১ . ২ . ০ . ০ .

দি ইক্ তা ক্কেই না ক তা তিন্॥

(এটির কলা সংখ্যা দুই।)

১ . ২ . ০ . ০ .

২। দি ইক্ দা ক্কেই দি ইক্ দা ক্কেই

১ . ২ . ০ ০ .

দি ইক্ দা ক্কেই আ — তা ক্কেই॥

১ . ২ . ০ ০ .

৩। দিধি — ধিন্ নাও তেটে — ধিন্ নাও॥

১ . ২ . ০ . ০ .

৪। ধাধি ইন্ দাধি নাও তিনা ও ধাধি ধি॥

(খ) মধ্যম দোঠুকীর রূপ—১৪ মাত্রা, ২টি আঘাত, ২টি ফাঁক ও ২টি কাল=১ কলা।

এই তালের লয়ের গতি মধ্যম এবং লঘুগুরু বাক্য মিশিয়ে ১ কলা বিশিষ্ট। এই তালটি ধ্রুপদাঙ্গের ধামার তালের সদৃশ।

লয়—

১ ২ . ০

১। ধি ইন্ ধি ইন্ তা তা

০ ০ .

খুরখুর খুরখুর তি ইন্ তা॥

১ ২ . ০

২। ধা দি দি দি তা তা

. ০ .

খুরখুর খুরখুর তি ইন্ তা॥

১ ২ . ০ . ০ .

৩। ধি ধি ধি ইন্ তা তে টে ধি ইন্ ধা॥

(গ) বড় দোঠুকীর রূপ—

১৪ মাত্রা, ২টি আঘাত, ২টি ফাঁক ও দুটি কাল =১ কলা। বোল ২ কলা বিশিষ্ট এবং গতি বিলম্বিত।

লয়—

১ ২ . ০

১। ধা দি দি দি ইন ধা ধা দি

০

দি দি ইন গুরগুর গুরগুর

১ ২ . ০ ০ .

ধা দি দি দি ইন তা তে টে তা তি ইন তা

১ ২ .

২। ধা দি — ধা দি তা —।

০ ০

তা খুরখুর খুরখুর তি ইন তা —॥

দোঠুকী তাল এখন ত্রিবিধ—ছোট, মধ্যম ও বড়।

২৮। নিঃসারক (নিস্তারক নিসারক)

বন্ধনীস্থিত নাম দু'টি লিপিপ্রমাদজনিত হ'তে পারে। নিঃসারক তালটি ভরতার্ণব, সঙ্গীতরত্নাকর,

সঙ্গীতমকরন্দ ইত্যাদি বেশির ভাগ প্রাচীন গ্রন্থের মতে প্রবন্ধসঙ্গীতে বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং এই তালের রূপও ছিল বিচিত্র—মনে করে নেওয়া যেতে পারে যে স্থানিক আবেষ্টনীই এর কারণ ছিল। একটি লঘুর সঙ্গে একটি বিরাম সংযুক্ত হ'য়ে তালটি উৎপন্ন হয়েছে—

"বিরামান্তো লঘুর্নিঃসারকো মতঃ।"

অর্থাৎ ।' =১২/৪ মাত্রা।

সঙ্গীত-রত্নাকরের মতের এই তাল আধুনিক হিসাবে ১২/৪ × ৪ = ৫ মাত্রা।

ভরতার্ণবের মতে

"লঘুদ্বন্দ্বং বিরামান্তং

তালে নিঃসারকাভিধে।"

অর্থাৎ ॥১ = ২১/৪ = আধুনিক মতে২১/৪ × ৪ = ৯ মাত্রা।

সঙ্গীতদামোদরের মতে।

দ্রুতদ্বন্দ্বং বিরামান্তং

তালে নিঃসারকে মতঃ।" অর্থাৎ 00।' = ২১/৪মাত্রা। আধুনিক হিসাবে ২১/৪ × ৪ = ৯ মাত্রা।

এই তালটি গীতচন্দ্রোদয়ে নিঃসারুক নামে উল্লিখিত হয়েছে। তাললিপি—"নিঃসারে লাদ্ বিরামি-লঃ—আধুনিক হিসাবে ১২/৪ × ৪ = ৫ মাত্রা।

২৯। পট (পঠ)

২ মাত্রার তাল—১টি আঘাত ও একটি ফাঁক। এই পট তাল যদি অধুনা প্রচলিত পোট তাল হয়, তাহলে এর দু'টি ভেদ পাওয়া যায়—ছোট ও বড় পোট তাল।

১। ছোট পোট তালের রূপ—৮ মাত্রা, ২টি আঘাত ও ২টি ফাঁক = ১ কলা। এই তালের লয়—

১		০		২		০	
।	।	।	।	।	।	।	।
আ	থে্না	তাথে	না	আ	থে্না	তাথে	না।

১		০		২		০	
।	।	।	।	।	।	।	।
দাদা	ঘেনা	দাদা	ঘেনা	দাদা	ঘেনা	দাঘে	নাও ॥

এই তালের লহর, হাত, মাতান, মান ইত্যাদি, ছোট ডাঁসপাহাড়িয়া এবং ধামালি তালের মতো।

২। বড় পোট তালের রূপ—

১৬ মাত্রা, ২টি আঘাত, ২টি ফাঁক ও ৪টি কাল = ১ কলা। এই তালের গতি বিলম্বিত।

লয়—

১	.		০	.	
॥	।	।	॥	।	।
তা	খি	গুরগুর	খি	খি	তা

২	.		০	.	
॥	।	।	॥	।	।
খি	খি	গুরগুর	তা	থে	টা ॥

এই তালের লহর, হাত, ঘাত, মান ইত্যাদি বড় ডাঁশপাহাড়িয়া, ধরা ইত্যাদি তালের মত।

৩০। পরম প্রবত্তি

সম্পূর্ণ অপরিচিত তাল।

৩১। প্রতিচঙ্কু

অপরিচিত তাল। সংশয় জাগে যে এই তালটি চঙ্কুপুট তালের বিপরীত গতির তাল কিনা এবং প্রতিচঙ্কুপুট তাল কিনা।

৩২। প্রতিচঙ্কুপুট

পূর্বে আলোচিত চঙ্কুপুট তালের কলা ভেঙে দ্বিকাল হ'লে বলা হয় প্রতিচঙ্কুপুট।

৩৩। প্রতিদশাঙ্ক

এই তালটি সম্পূর্ণ অপরিচিত।

৩৪। প্রতিধ্রুব

ধ্রুবতালের প্রকারবিশেষ। সাধারণত ১৪ মাত্রার ধ্রুব তালকে প্রতিধ্রুবতাল আখ্যা দেওয়া হয়। ধ্রুবতালের মাত্রা সংখ্যা সঙ্গীত দর্পণের প্রাচীন সূত্রে আছে—"গতিতালে লগৌ জ্ঞেয়ৌ তালে ধ্রুবকসংজ্ঞকে" অর্থাৎ ।S=১+২=৩ মাত্রা। আধুনিক হিসাবে ৩×৪=১২মাত্রা।

৩৫। প্রতিনিঃসারক

অপরিচিত তাল। এটি কি নিসারক তালের বিপরীত গতির তাল?

৩৬। প্রতি মণ্ঠক

এই তালটি প্রবন্ধে প্রযোজিত তাল। ভরতার্ণব গ্রন্থে ৪৮৩ সংখ্যক শ্লোকে আছে—

"প্রতিমণ্ঠে তু সগলৌ ভগণঃ পরিকীর্তিতঃ"॥ অর্থাৎ এই তালের মাত্রা-সংখ্যা—॥SS॥=১+১+২+২+১+১=৮ মাত্রা।

আধুনিক মতে ৮×৪=৩২ মাত্রার।

৩৭। প্রতিরূপক

রূপক তালের প্রচলিত রূপ ২।৪=৬ মাত্রার। প্রাচীন মতে গৌড় তাল বিশেষ রূপকের মাত্রা সংখ্যা ১½। এখনকার হিসাবে ১½×৪=৬ মাত্রা। রূপক তালটি বিপরীত ভাবে প্রয়োগ করলে অর্থাৎ ৪।২=৬ প্ররোগ করলে প্রতিরূপক হবে কি?

৩৮। বিজয়ানন্দ

তালটি ৮ মাত্রার।

ভরতার্ণবে—৭।৪৫৭ শ্লোকে আছে—

"ভবেয়ুর্বিজয়ানন্দো লঘ্বয়াদ্ গুরবত্রয়ঃ।" অর্থাৎ ॥SSS (১+১+২+২+২)=৮। আধুনিক হিসেবে—৮+৪=৩২ মাত্রা।

সঙ্গীতরত্নাকরে ৫।২৮১ সংখ্যক লক্ষণ সূত্রে তালটি এই হিসাবেই আছে—

"বিজয়ানন্দসংজ্ঞে তু লঘুদ্বয়ং গুরুত্রয়ম্।"

৩৯। মধুর

অপ্রচলিত তাল। কিছু জানা যায় না।

৪০। মণ্ঠক (মণ্ঠক)

এই তালের রূপ—

৪৮ মাত্রা, ৩টি আঘাত, ২ জোড়া, ২টি ফাঁক ও ১৫টি কোষ=১ কলা।

এই তালটি কাটা সোম ও মধ্যম আড় তালের মিশ্র রূপ। গতি মধ্যম দশকোশীর মতো।

লয়—

১		0		0		0	
ধে	না	ক	ধে	না	ক	ধে	না

২	0		0		0	
ধা	ক	ধে	না	ক	ধে	না

	0				0	
ধা	গুরগুর	গুরগুর	ধা	ঘি	না	গু

0		0		১	0		0		0	
তে	টৈ	তে	টে	তা	তা	ঘি	নে	তা	ধে	টা

	0			0	0		0	
তা	ঘুরঘুর	ঘুরঘুর	তা	তা	ঘি	ঘি	গুরগুর	গুরগুর

যদিও এই তালে হাত, ঘাত, মূর্ছনা ইত্যাদি মধ্যম দশকোশীর ছন্দের মত, তবু এই তাল বাজাবার সময় বৈশিষ্ট্য যাতে বজায় থাকে তদনুপাতে সতর্ক হ'য়ে বাজাতে হবে।

৪১। মহামণ্ঠক (মহামণ্টক)

মহামঠক তাল মঠক তালেরই অতি বিলম্বিত গতির তাল।

সরল শ্রীশ্রীখোলবাদ্যশিক্ষা গ্রন্থে আছে এর রূপের বিবরণ—৯৬ মাত্রা, ৩টি আঘাত, ২টি জোড়া, ২টি ফাঁক, ১৫টি কোষ এবং ২৪টি কাল। এই তাল সোমতাল ও বড় আড় তাল এই দু'য়ের মিশ্রিত রূপ। গতি বড় দশকোশীর মত অতি বিলম্বিত। এই তালে সোমের অংশের ১ম তালেই সোমের ঘর দেখানো হয়।

লয়—

১
ঝা খি তা ঝা খি ঝা খি তা খি
ঝা খি ঝা খি ঝা খি

২
ঝা খি তা ঝা খি ঝা খি তা খি
ঝা খি ঝা খি ঝা খি

ঝাখি তাখি খিখিখিকি খিকিখিকি গুরগুরগুরগুর

গুরগুরগুরগুর গুরগুরগুরগুর গুরগুরগুরগুর ঝা

খি ঝা খি তি ইন্ তা তি

ইন্ তা খি খি তা খি

১
তা আ তি ইন্ তা তি

ইন্ তা খি খি তা খি তাখি তাখি খিখিখিকি

খিখিখিখি খুরখুরখুরখুর খুরখুরখুরখুর খুরখুরখুরখুর

খুরখুরখুরখুর তা ॥

আ তি ইন্ তা তি ইন্ তা খি খি তা খি ॥

এই তালের হাত ঘাত মূর্চ্ছনা ইত্যাদি সমস্তই বড় দশকোশীর ছন্দানুযায়ী কিন্তু মহামঠকের তাল মাত্রার হিসেব রেখে বাজাতে হবে যাতে মহামঠকের বৈশিষ্ট্য নষ্ট না হয়।

৪২। মিশ্র নন্দন

কোনো গ্রন্থে পাইনি।

৪৩। যতি

এই তাল সম্বন্ধে প্রাচীন সূত্র—

"প্রথমং যুগলং তালং
এক একস্তথা পরে।
কলাভেদে গানভেদং
যতিশ্চ পরিকীর্তিতম্ ॥

অর্থাৎ-সোম তালের সদৃশ এই তাল এবং "বদসি অষ্ট তাল"-এর অন্তর্গত তৃতীয় তাল। এই তালের লয় বদসি অষ্ট তালের লয়ে যা দেওয়া আছে তা নিচে দেওয়া গেল—

তাক দেতা খেটা তাক্‌ দেতা খেটা দিধি ন্নাধি

উরউর উরউর নাও — — ॥

যতি সোম তালের রূপ—

৫৬ মাত্রা, ২টি আঘাত, ১টি জোড়া, ১টি ফাঁক, ৯টি কোষ এবং ১৪টি কাল = ১ কলা।

এই তালের তাল, মাত্রা, গতি সবই বড় দশকোশীর নতন এবং গানবাদ্য আরম্ভ হয় জোড়া তাল থেকে।

এই তালের লহর, হাত, ঘাত, মাতান, মান ত্যাদি বড় দশকোশীর বাদ্যের তুল্য।

৪৪। রূপক

এই তালটি "বদসি অষ্টতাল-এর" সপ্তম সংখ্যক তাল। বর্তমানে এই তালের বিভাগ ৬ মাত্রা—২।৪ = ৬।

প্রাচীন সূত্রানুসারে এই তালের বিভাগ ২।১।২।১। লক্ষণ সূত্র—

"যুগলং প্রথমং তালং
তৎপরমেকশূন্যকম্‌।
শেষে চ যুগলং তালং
রূপকং পরিকীর্তিতম্‌॥"

বর্তমানে রূপক তালের তিনটি ভেদ—ছোট রূপক, মধ্যম রূপক ও বড় রূপক।

১। ছোট রূপক তালের রূপ—

১২ (৬×২) মাত্রা, ২টি জোড়া ও ২টি ফাঁক= ১ কলা। এই তালের গতি অতি চঞ্চল। সঙ্গীতশাস্ত্রের এই তালটি ৬ মাত্রা ও ৭ মাত্রা—দুই প্রকারই দেখা যায়। তবে কীর্তনাঙ্গে তালটি ৬ মাত্রার ও বৈঠকী অঙ্গে ৭ মাত্রার দেখা যায়।

লয়—

ঝা গুরগুর ঝা তেই তিনি তিনি

তা গুরগুর তা তেই তিনি তিনি ॥

২। মধ্যম রূপক তালের রূপ—

২৪ মাত্রা, ২টি জোড়া, ২টি ফাঁক ও ৬ কোষ= ১ কলা, গতি মধ্যম।

লয়—

॥ তা খুরখুর খুরখুর ধে না ক ধে না ক ধে না

॥ ঝা গুরগুর গুরগুর জা থি না ও তে না তে না॥

৩। বড় রূপকের রূপ—

৪৮ মাত্রা, ২টি জোড়া, ২টি ফাঁক, ৬টি কোষ এবং ১২টি কাল = ১ কলা।

লঘু গুরু মিশিয়ে এর বাদ্য ১ কলা বিশিষ্ট এবং চলন বড় দশকোশীর মত।

লয়—

ঝাখি তাখি খিখি খিখি গুরগুরউরগুর গুরগুরগুরগুর

গুরগুরগুরগুর গুরগুরগুরগুর ঝা খি ঝা খি

তি ইন্ তা তি ইন্ তা খি খি তা খি

তাখি তাখি খিখি খিখি খুরখুরখুরখুর খুরখুরখুরখুর

খুরখুরখুরখুর খুরখুরখুরখুর তা খে টা ঝা খি ঝা খি

তা খি ঝা খি ঝা খি ঝা খি।

৪৫। ললিত

সঙ্গীতরত্নাকরে আছে—

"ললিতে দ্বৌ দ্রুতৌ লো সঃ" অর্থাৎ 0000।।S অর্থাৎ ৭ মাত্রা। ভোলানাথ দত্ত বলেন যে এই তাল ছোট ঠুংঠুকী তালের সদৃশ ৭ মাত্রার তাল।

৪৬। শেখর

ধ্রুপদাঙ্গে প্রচলিত এই তালটি ১৭ মাত্রার।

প্রাচীন শেখর তালের একাধিক বিভেদ পাওয়া যায়—যেমন লঘু শেখর, দ্রুত শেখর, প্রতাপশেখর, শশিশেখর ইত্যাদি।

৪৭। সম (সোম।)

তালটি অতি প্রচলিত। এই তালে ২৮ মাত্রা এবং এই মাত্রার বিভাগ ৮।৮।৪।৮।

তালটি "বদসি অষ্টতাল"-এর অষ্টম তাল। এই তালের লক্ষণ সূত্র—

"একতালং তথা শূন্যং
ক্রমেণ দ্বিবিধং ভবেৎ।
শেষে যুগল তালংশ্চ
সমতালং ভবেৎ পরম্॥"

সোমতালের (সমতালের) রূপ—৫৬ মাত্রা, ২টি আঘাত, ১টা জোড়া, ৩টি ফাঁক, ৯টা কোষ এবং ৪টি কাল=১ কলা। এই তালের তাল, মাত্রা, গতি, বাদ্য ইত্যাদি বড় দশকোশীর মতন। এই তালের গান ও বাদ্যের আরম্ভ প্রথম তাল থেকে। এই তালের লয়ের বাদ্য লঘুগুরু ভেদে ২ কলা-বিশিষ্ট কিন্তু অনেকে ১ কলাও ব্যবহার করে থাকেন।

"বদসি অষ্টতাল"-এর অষ্টমতালে এই সোমতালের রূপ ভোলানাথ দত্তের খোলবাদ্যশিক্ষার গ্রন্থে যে ভাবে আছে তা নিচে দেওয়া গেল।

লয়—

১ ঝা খি তা ঝা খি ঝা খি তা খি

ঝা গুরগুরগুরগুর ঝা খি ঝা খি

২ ঝা খি তা ঝা খি ঝা খি তা খি ঝা

গুরগুরগুরগুর ঝা খি ঝা খি

ঝাখি তাখি খিখিখিখি খিখিখিখি

```
o
।               ।
গুরগুরগুরগুর    গুরগুরগুরগুর

।                ।              ।
গুরগুরগুরগুর  গুরগুরগুরগুর ঋা  খি  ঋা  খি

o    .    o    .    o    .
।  ।  ॥  ।  ।  ॥  ।  ।  ।  ।
তি ইন্ তা তি ইন্ তা খি খি তা খি

১  .  o  .  o  .  o  .
॥ ॥ । । ॥ । । ॥ । । । ।
তা আ তি ইন্ তা তি ইন্ তা খি খি তা খি

২  .  o  .  o  .  o  .
॥ ॥ । । ॥ । । ॥ । । । ।
তা আ তি ইন্ তা তি ইন্ তা খি খি তা খি

          .                   o
।    ।    ।        ।          ।
তাখি তাখি খিখিখিখি খিখিখিখি খুরখুরখুরখুর

।            .              ॥
খুরখুরখুরখুর খুরখুরখুরখুর খুরখুরখুরখুর তা

. o  .
॥ । । ॥
আ তি ইন্ তা

o  .  o  .
। । ॥ । । । ।
তি ইন্ তা খি খি তা খি॥

১  .  o  .  o  .  o  .
॥ ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥
তা আ থে হে নি থে হে নি থে হে নি

২  .  o । .  o  .  o         .
॥ ॥ । । ॥ । । ॥ ।     ।      ।     ।
তা আ থে হে নি থে হে নি তাগুর গুরখি নাগ্ খিনি

      .                  o
।    ।    ।         ।          ।
ঋাখি তাখি খিখিখিখি খিখিখিখি গুরগুরগুরগুর

।              .              ।              ।  ।  ॥
গুর গুরগুরগুর গুরগুরগুরগুর গুরগুরগুরগুর ঋা খি তা

o    .  o    .  o    .
।  ।  ॥  ।  ।  ॥  ।  ।  ॥
থে হে নি থে হে নি থে হে নি॥
```

(হ-স্থানে বাঁয়ায় গুনযুক্ত 'খ' উচ্চারিত হবে।)

এই তালের লহর, হাত, ঘাত, মাতান, মান ইত্যাদি সমস্তই বড় দশকোশীর মতন।

সমতালের একাধিক প্রকার ভেদ আছে। যথা—কাটা সমতাল, যতি সমতাল, ঝুমুর সমতাল ও বড় সমতাল।

৪৮। সম্পক

অধুনা অপরিচিত প্রাচীন তাল।

৪৯। সাঙ্কপট

অধুনা অপরিচিত প্রাচীন তাল।

৫০। শঙ্কুটাধরা

এই তালের বিবরণ পাইনি। সম্ভবত বর্ত্তমানে এই তালটিই "ধরা" তাল। অবশ্য গৌড়তালের মধ্যে দ্রুত চতুর্দশ তালের অন্তর্গত সপ্তম তাল "ধরাধরা"-রও সংক্ষিপ্ত রূপ হ'তে পারে।

"দ্রুতং সদ্রুতং ক্রমতশ্চ তালং
শেষে ত্রিতালংচ ধরাধরাখ্যা॥"

পরিশিষ্ট—৩

(দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন দলীল।)

"একখানি প্রাচীন দলীল"

১। সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা

চতুর্থ সংখ্যা

সন—১৩০৬, পৃষ্ঠা ২৯৭—৩০১

নিম্নে একখানি দলীলের প্রতিলিপি প্রকাশ করা গেল। দলীলের তারিখ সন ১১২৫ সাল, ১৭ই ফাল্গুন। দলীলের মর্ম এইরূপ। জয়পুরের মহারাজ সেওয়াই জয়সিংহের সভায় কয়েকজন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতদের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচার হয়। স্বকীয়াভজন ও পরকীয়া-ভজন ইহার মধ্যে কোন্‌টা প্রশস্ত তাহাই বিচারের বিষয়। পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা স্বকীয়ার পক্ষপাতী ও বঙ্গদেশীয়েরা পরকীয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা পরাজয় স্বীকার করেন। পরে তাঁহাদের অনুরোধে মহারাজ জয়সিংহ তাঁহার সভাস্থ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা তাঁহার সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যগণকে আহ্বান করিয়া বিচারার্থ উপস্থিত হন। নবাব জাফর খাঁ (মুর্শিদ কুলি খাঁ) বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তা। তাঁহার অনুমতিক্রমে, সম্ভবতঃ তাঁহার নিয়োগক্রমে, এই বিচার হয়। এই বিচারে পরকীয়া মতাবলম্বী বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা জয়লাভ করেন। এই জয়লাভের পর যে সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত পশ্চিমে পরাজিত হইয়া স্বকীয়া মত অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালার পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবগণের পক্ষ পরিবার হইতে খারিজ হইয়া এই ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দলিলের সাক্ষীগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত কয়েকজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর নাম আছে। সম্ভবতঃ ইঁহারা নবাবের নিযুক্ত। দলীলে নবাবের ও নবাব কর্ম্মচারীদের মোহর স্বাক্ষর প্রভৃতি যথারীতি বর্ত্তমান। ডাহাপাড়া, মহিমাপুর প্রভৃতি স্থান মুর্শিদাবাদের সমীপবর্ত্তী; ইহাতে বোধ হয় মুর্শিদাবাদের নবাবদরবারেই বিচার হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালী পক্ষের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ইনি পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি সবডিভিশনের অন্তর্গত মালিহাটি গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। সেই গ্রামে তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

আমার বন্ধু টেঁয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল গুপ্তের নিকট প্রথমে এই দলীলের কথা শুনিতে পাই। মূল দলীলখানি রাধামোহন ঠাকুরের বংশধরগণের নিকট মালিহাটি গ্রামেই বর্ত্তমান ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেও ঐ দলীলখানি সেই স্থানে ছিল শুনিয়াছি; সম্প্রতি আমি ঠাকুর মহাশয়গণের বাটী অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হই নাই।

মালিহাটির নিকটবর্ত্তী টেঁয়া গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট মূল দলীলের প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রতিলিপি আনাইয়াছিলাম। সেই প্রতিলিপি মূল দলীল হইতেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল এইরূপ শুনিয়াছি। এস্থলে সেই প্রতিলিপিরই অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এই প্রতিলিপি বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ; সম্ভবতঃ লিপিকারেরই অজ্ঞতা হইতে এই বর্ণাশুদ্ধির উৎপত্তি। ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।

ঐ বিচার সভায় রাধামোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার শিষ্য টেঁয়া নিবাসী গোকুলানন্দ সেন ও কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই উভয় ব্যক্তি পদকল্পতরুর সঙ্কলনকর্ত্তা, ও ঐ গ্রন্থে তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস নামে পরিচিত করিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ যে দলীলে লিখিত বিচারের সময় রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় চল্লিশ উৎসর বয়ঃক্রম ছিল।

মূল দলীলখানি চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল, উহার যাথার্থ্যে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৺শ্রীশ্রীহরি শরণং

মহুর	সহি	মহুর
কাজাই	কাননগো	নবাব জাফর খাঁ
মহুর	মহুর	
ফৌজদারি	সাহিনা	
	নিগার	মহুর
নকল	বিমন্জীম	আবন্ধা
	আশ	নিগার

শ্রীরাসানন্দ দেবস্থ
সাঃ লতা ১

শ্রীরাঘবিন্দ দেবস্থ
সাঃ শ্রীপাট খড়দহ ১

শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্থ
সাঃ গয়নাপুর মালদহ ১

শ্রীআত্যারাম দেবস্থ
সাকীম সুপুর

শ্রীবববিকান্ত দেবস্থ
সাঃ বিরচন্দ্রপুর

শ্রীমদনমোহন দেবস্থ
সাঃ শুদপুর ১

শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্থ
সাঃ কানাইডাঙ্গা ১

শ্রীশ্রী ৺অদ্বৈত সন্তান
শ্রীগোপালগোবিন্দ দেবসর্ম্মণ
সাঃ শান্তিপুর ১

শ্রীকৃষ্ণকীস্কর দেবসর্মণঃ
সাঃ রায়না ১

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণ
সাঃ বাহাদুরপুর ১

৫ জিব গোস্বামী	৯ চৈতন্ত	৫ গোবিন্দ জিউ
		২ বৃন্দাবন
		৪ গোস্বামী

লিখিতং শ্রীরাধানন্দ দেবস্থ

"লিখিতং শ্রীরাসানন্দ দেবস্ত তথা শ্রীরাঘবিন্দ্র দেবস্ত তথা শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্ত তথা শ্রীআত্যারাম দেবস্ত শ্রীবরবিকান্ত দেবস্ত তথা শ্রীমদনমোহন দেবস্ত শ্রীকৃদয়ানন্দ দেবস্ত ও গয়রহ ইস্তফা পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চ আগে সন ১১২৫ সাল আমরা শ্রীশ্রী৺ গিয়া সওাই জয়শীংহ মহারাজা মহাসয় শ্রীশ্রী৺ তিন লক্ষ বত্তিষ হাজার ভাগবত্ত সাস্ত্র গ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহার ১ এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রী৺ জমুনায় সমাপর্ণ করিআছিলেন বাকী এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রীশ্রী৺পত্মাসনে গচগীরি গারা ছিল বাকী এক লক্ষ বত্তিষ হাজার গ্রন্থ শ্রী৺ গাদিতে আছিল তাহার গাদিয়ান একমৎ শ্রী৺ আছিলা তাহার পর মেলেচ্ছের কালে গাদী মেলেচ্ছের শ্রীমন্দীরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের ভয়ে শ্রীশ্রী৺ জয়নগরে গেলেন পত্মাসন খুদিয়া সেই এক লক্ষ গ্রন্থ আনীয়া শ্রীমহারাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনীয়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোস্বামী আনীয়া সেই সকল গ্রেন্থ বিচার করিয়া সকিয়া ধর্ম্ম প্রেধান করিয়াছিলা সকলে কহিলেন সকিয়া ধর্ম্ম স্থাহি শ্রীশ্রী৺ স্থানে সকীয়া ধর্ম্ম প্রেকাষ করিবেন এবং আমাদিগে কহিলেন তোমরাহ সকীয়া ধর্ম্ম জাজন করহ এবং নতুবা বিচার করহ তাহাতে দেব প্রণিত বিচারে সকীয়া স্থাহি করিলেন আমরা পরকিয়ামৎ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া সকীয়ায় দস্তখত করিয়াছিলাম পরে আমরা কহিলাম গৌর দেশে শ্রীশ্রী৺প্রভুর পাদাস্রীত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী৺ ভাগবত সাস্তি আছেন এবং সভাসত স্থান আছেন তাহারা মহাপাধ্যায় বিচার হইবেক গোড়ে পরকিয়া ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা সকীয়াধর্ম্ম লবে কেন এখানে যেমৎ সভাসদ হইল গৌর দেশে অনেক সভাসত আছে বিচার করিবেক অতএব এখানকার সভাসদ এক পণ্ডিত ও এক মনস্বোপদার জায় তবে বিচার করিয়া সকীয়াধর্ম্ম সঙ্গ স্থাপন করিয়া আইসে তাহাতে সর্ব্বসম্মনমৎ মতে শ্রীযুক্ত মহারাজা সভাসদ শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য জিহোঁ সকীয়া পরকীয়া বিভিন্না করিলেন তিহোঁ দিগবিজয় মহারাজার সভা হইতে তাঁহাকে আনীয়া এবং এক মনস্বোপদার সহিত প্রেয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম তারাও সকীয়াস্ত দস্তখত করিয়া দিলেন পরে গৌড় দেশে আসীয়া গোস্বামীগণ এবং মহান্তসন্তান মহান্ত সাখাগণ জে জে স্থানে আছেন সর্ব্বত্রে অনেক বিচার হইল সকলে বিচারে দিগবিজই স্থানে অজয়পত্র দিলেন পরে শ্রীপাট খণ্ডে আইলাম তাহাদের সহিত অনেক কথপকথন হইল তাহারা কহিলেন আমরা শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভুমতালম্বি তাহার মতাঅধিকারী শ্রীশ্রী৺ ছয় গোস্বামী তাহারা জে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেই মত আমরা জাজন করি সেই স্বব মতের সার গোস্বামীরা বেদ প্রিণিত এবং গুন প্রিণিত এবং রস প্রিণিত যে সকল ভাগবত সাস্ত্র করিয়াছেন তাহা বিতিরেক করিয়া আমরা সকীআয় কিমত দস্তখত করিব অতএব শ্রীযুত গোস্বামীর গাদির গ্রন্থসাস্তে অধিকারী শ্রীশ্রী৺ চিনিবাষ আচার্য্য ঠাকুর তাহার সন্তান সকল আছেন তাহাদের স্থানে আগে দস্তখত করাহ তবে আমরাহ দস্তখত করিয়া দিব এ কথায় আমরা শ্রীপাট জাজিগ্রাম যাইয়া দখল করিতে কহিলেন আমরা সকীআস্ত দস্তখত বিনা বিচারে পারিব না আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতালম্বি অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থাই হয়ে তাহাই লইবে এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিহোঁ কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেই মত সভাসদ হইল শ্রীপাট নবদ্বিপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য

ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার শোনার গ্রামের শ্রীশ্রীরামরাম বিদ্যাভূসন ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি ও শ্রীনয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য ও গয়রহ একত্র হইয়া শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুর শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য ঠাকুরের সন্তান তাহার সঙ্গে শ্রীযুত রাজা সওায়ের সভা পণ্ডীত অনেক সাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিচার করিলেন তাহাতে শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য প্রভুর সন্তান শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুরকে পরাভব করিতে পারিলেক না অতএব শ্রী দ্বিগ্‌বিজয় ভট্টাচার্য্য পরাভব হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া ঠাকুরের স্থানে শীষ্য হইয়া পরকীয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেক এবং দস্তখত পরকিয়ায় ধর্ম্মের পর করিয়া দেসকে গেলেন এখানে জে সকল সাস্ত্র গ্রন্থ লইয়া বিচার হইল সেই সাস্ত্র শ্রীদ্বীগবিজয় শ্রীযুত মহারাজার নিকট গেলেন পুন ২ সভা শ্রীযুত রাজার সভাসতে বিচার হইল বিচারে পরক্রিয়া ধর্ম্ম মোক্ষ হইল শ্রীমৎ আগম শ্রীমৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এবং শ্রীমৎ ব্রেসদেবের শ্রীমৎ ভাগবৎ এবং শ্রীমৎ হরিবংস আদি ভাগবৎ সাস্ত্র এবং শ্রী৺ গোস্বামীদিগের শ্রীমৎ ভক্তি সাস্ত্র এই সকল গ্রেন্থের মতে পরাভব হইয়া জয়নগরে গেলেন সেখানে পুন সভাসত হইয়া বিচার হইল শ্রীশ্রী৺ রাধাকুণ্ডে পরক্রিয়া ধর্ম্মের ঢাণ্ডা গারা হইয়া গেল এখানে পরকীয়া অধিকারী চারি অধিকারী শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সন্তান শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অতএব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের পরিবার ও আচার্য্য ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীমৎ নরত্তম ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীমৎ জীব-গোস্বামীর পরিবার এই চার শুবে বাঙ্গলায় আমরা পঞ্চ পরিবারের মধ্যে খারিজ হইলাম তোমরা আপন ২ পরিবারে বিলাতে দখল করিয়া পরম মুখে ভোগ করহ আমরা এই চারি পরিবারে পর দখল করিব না দখল করি শ্রীশ্রী৺ সরকারে দণ্ডী এবং গুণাগার হইব এতদর্থে বিচার পরাভব হইয়া ইস্তাফাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ১৭ ফাল্গুন।

ইসাদি

	শ্রীআসান খাঁ	শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ
শ্রীদক্ষনারায়ণ মজুমদার	মনসোপ ফোজদারি	সাঃ শ্রীপাট নবদ্বীপ	সোনার গ্রাম
সাকীন ডাহাপাড়া			
	শ্রীরামহরি মজুমদার	শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার	শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি
শ্রীকাজী ছররুদ্দী	মনস্বোপ অবস্কানিগর	সাঃ উৎকল কটক	সাং শ্রীকাশী
সাঃ মহিমাপুর	শ্রীশেখ হিন্দান	শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য	
	মনস্বোপ খউরী	সাঃ মঙ্গলা	

২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

অষ্টম ভাগ—

প্রথম সংখ্যা

সন—১৩০৮, পৃষ্ঠা ৮—১০।

"আর একখানি প্রাচীন দলীল"।

"১৩০৬ সালের চতুর্থ সংখ্যক পরিষদ-পত্রিকায় একখানি প্রাচীন দলীলের প্রতিলিপি প্রকাশ করা গিয়াছিল। নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানিও সেই একই ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। পত্র দুইখানির তারিখে কিছু তফাৎ আছে। সেখানার তারিখ ১১২৫ সাল ৫ই ফাল্গুন, এখানির তারিখ ১১৩৮ সাল বৈশাখ। স্বাক্ষরকারীর ও সাক্ষীর নামেও কতক কতক তফাৎ আছে। এই দ্বিতীয় পত্রখানি জেমো (কান্দি) বিশ্বাসপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে উহা অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হইল। ইহার স্বতন্ত্র টিপ্পনী অনাবশ্যক"। ইতি।

"শ্রীশ্রী হরি।

শ্রীশ্রী মদনগোপাল জীউ শ্রীশ্রী গোবিন্দ জীউ, শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু সধর্ম্মান্বিত শ্রীল শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বরাবরেষু।

শ্রী জগদানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রী মদনমোহন দেবশর্ম্মণ
শ্রী সাহেব পঞ্চানন্দ দেবশর্ম্মণ
প্রভু সন্তানবর্গেষু
শ্রী রাশানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রী ধরণীধর দেবশর্ম্মণ
শ্রী হৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রী বল্লবীকান্ত দেবশর্ম্মণ

লিখিতং শ্রী জগদানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং সুপুর তস্য পর শ্রী রাসানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং লোতা তস্য পর শ্রী মদনমোহন দেবশর্ম্মণ সাং সুদপুর তস্য পর শ্রী মুরলীধর দেবশর্ম্মণ সাং শ্রীপাট খড়দহ তস্য পর শ্রী বল্লবিকান্ত দেবশর্ম্মণ সাং বিরচন্দ্রপুর তস্য পর শ্রী সাহেব পঞ্চানন দেবশর্ম্মণ সাং গএশপুর তস্য পর শ্রী হৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং কানাইডাঙ্গা প্রভু সন্তবর্গেষু।

ইস্তফাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺ স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেয়াঞ্জ জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগবিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতসাহি মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আশীয়াছিলেন এবং আমারা সর্ব্বে থাকিয়া সধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগবিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবদ্বিপের সভাপণ্ডীত এবং কাশীর সভাপণ্ডীত এবং সোনার গ্রাম বিক্রমপুরের সভা-পণ্ডীত এবং উৎকলের সভাপণ্ডীত এবং ধর্ম্ম-অধীকারি ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব সোল আনা একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবত সাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টিকা ও তোসনী লইয়া শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মজকুরের সহিত এবং আমারা থাকিয়া ছয় মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভুত হইয়া স্বকিয় ধর্ম্ম স্বংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরকীয়া স্বংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। আমারাও দিলাম সে পত্র পুনরায় পাঠাইলাম শ্রীবৃন্দাবনে জয়নগরে তোমার সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন পরকীয় ধর্ম্ম সে দেবে ও সেখানে সভাপণ্ডীত লইয়া ও দেবালয় আদি একত্র হইয়া তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন অতএব গৌড়মণ্ডলে পরকীয় ধর্ম্ম স্বস্থাপন হইল পরকীয় ধর্ম্ম অধীকারি তোমাকে করিয়া পাঠাইলেন এবং শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন হইতে সিরোপা তোমাকে আইল আমারা পরাভূত হইয়া বাঙ্গাল উড়স্যা ও সোবে বেহার এই পঞ্চ পরিবারে বেদাও শ্রীমদজীব গোস্বামী ও শ্রীযুত নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীযুত ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুত আচার্য্য ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ গোস্বামী এই পঞ্চ পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তফা দিলাম পুনরায় কাল কাল ও বিলাত সম্বন্ধে অধীকার করি তবে শ্রীশ্রী৺তে বহির্ভূত এবং শ্রীশ্রী৺ সরকারে গুণাগার এতদর্থে তোমারদিগের পরিবারের উপর বেদাও ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ।

শ্রীকৃষ্ণদেব দেবশর্ম্মণ
সাং জয়নগর"

এই পত্রে শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য "অজয়পত্র মিদং আমীহ স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেওয়া জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মর পরওানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে স্বকীয় সংস্থাপন করিতে আশীয়াছিলাম এবং শ্রীযুত পাতসাহার হুকুম মত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়মণ্ডলে সর্ব্ব সুদ্ধা স্বকীয় সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আশীয়াছিলাম মালীহাটী মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্ম বিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺ গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং সিস্য হইলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ।

ইসাদী শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী মহান্ত সন্তান।

সন্তান

শ্রী কালাচান্দ দেবশর্ম্মণ
সাং শ্রীপাট শান্তিপুর

শ্রী কৃষ্ণকীশোর দেবশর্ম্মণ
সাং বাবলা

শ্রী কৃষ্ণরাম দেবশর্ম্মণ
সাং নবদ্বীপ

শ্রী সাহেব পঞ্চানন শর্ম্মণ
সাং বাহাদুরপুর

শ্রী নারায়ন দেবশর্ম্মণ
সাং নাসিগ্রাম

শ্রী ব্রহ্মানন্দ দেবশর্ম্মণ
সাং শোনারগ্রাম বিক্রমপুর

শ্রী ব্রজভূষন দুবে
সাং বিষ্ণুপুর রামডিহা

শ্রী রাধাবল্লভ দাস
সাং বিষ্ণুপুর

শ্রী বক্রেশ্বর দেবশর্ম্মণ
সাং বসতপুর

শ্রী আত্মারাম ঠাকুর
সাং কুলীনগ্রাম

শ্রী লালাজীউ দেবশর্ম্মণ
সাং মালিপাড়া
শ্রী দর্পনারায়ণ রায় কানুনগো
সাং কাশীমহাট পুখরিয়া
শ্রী সম্ভুনাথ মিত্র
সাং চুনাখালী
শ্রী দামোদর ঘোষ
সাং-কুরড় পাড়া
শ্রী সেখ কাজী সদরদ্দীন
সাং কুড়ারিয়া
শ্রী সৈএদ করমউল্লা
সাং চোঘরিয়া

শ্রী কাশীশ্বর দেবশর্ম্মণ
সাং বানারস
শ্রী নয়নানন্দ দেবশর্ম্মণ
সাং উৎকল জাজপুর
শ্রী শ্রীধর দেবশর্ম্মণ বিদ্যাবাগীষ
সাং দিনাজপুর
সহবাশী
শ্রী প্রাণনাথ রায়
ইতি
শ্রী কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণ
সাং জয়নগর

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নবাবী আমলের বাংলার ইতিহাস" পৃঃ ৬৩ পাদটীকায় আছে—

"দলিলের বিকৃত প্রতিলিপিতে কানুনগো দর্পনারায়ণ, কাজি সদরুদ্দীন, ওয়াকে নেগার প্রভৃতির নাম যথাযথ উল্লিখিত হয় নাই। সাক্ষরকারী গোস্বামীগণের মধ্যে বর্দ্ধমান কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সুদপুর, কানাইডাঙ্গা ও নৃতা প্রভৃতির গোস্বামী ভিন্ন শান্তিপুর খড়দহের গোস্বামীও আছেন। পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৮ সালে এই দলিলের যে দ্বিতীয় প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে সেখানি মূলের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় না।"

পরিশিষ্ট—৪

রাধামোহনের যে সব পদ পদামৃতসমুদ্রে নেই

কীর্ত্তনানন্দে—

কীর্তনানন্দ সংকলক ও সংকীর্তনামৃত সংকলক—দু'জনেই রাধামোহনের পরবর্তী পদসংগ্রহকারী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কীর্তনানন্দে যদি বা রাধামোহনের একটি পদ ধরা হয়েছে, সংকীর্তনামৃতে রাধামোহনের একটি পদও ধরা হয়নি।

এই সংকলন গ্রন্থে রাধামোহনের একটি মাত্র পদ ধরা হয়েছে। সেটি নিচে দেওয়া গেল। এটি পদকল্পতরুতেও নেই।

মঙ্গলরাগ। তাল দশকোশি।

পুরুব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়।
নিজ গণ লইয়া হরষিত হইয়া
নন্দমহোৎসব গায়॥
খোল করতাল বাজয়ে রসাল
কীর্তন জনম নিলা।
তার মাঝে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর
গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি গোরস হলদি
আঙ্গিনার মাঝে ঢালি।
তাহার উপরি কান্ধে ভার করি
নাচে গোরা মনমালি॥
করেতে লগুড় নিতাই সুন্দর
আনন্দ আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ রাম গৌরীদাস
নাচে তার পাছে পাছে॥
দেখিয়া যতেক নদীয়ার লোক
আনন্দ সাগরে ভাসে।
আজুক আনন্দ নাহিক অবধি
এ রাধামোহন দাসে॥

পদকল্পতরুতে—

(১)

শ্রীরাগ

অনুনয় করি হরি পাণি পসারই
রাইক চরণক আগে।
নিজ মুখে আপন[১] কহই দোষ বাত
মানই করম অভাগে॥
দেখ রাধামাধব-প্রীত।
দুহুঁ কর[২] নিজ নিজ গুণহিঁ বাঢ়ায়ত
দুহুঁ জন নিজ নিজ রীত॥ ধ্রু॥

পাঠান্তর—

১। আপনাক—ক, গ।
আপনাকে—খ, ঘ।
২। দুহুঁ কর—ক।

সুমুখি কহয়ে কাহে মোহে বিড়ম্বহ[1]
হাম তুয়া মুগধিনি নারী।
তুহুঁ সে রসিক-বর বিদগধ নাগর
নাগরি-জন-মনহারী॥
কহইতে এতহুঁ নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু কয়ল ধনি কোর।
ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন
আনন্দে পুন ভেল[2] ভোর॥
তরু—৪৪৯

(২)

ধানশী

অপযশ লাগিয়া তুহুঁ অতি চিন্তিত
চিন্তা অব নাহি করবি।
সো ঘর বাহির অব নাহি জোয়ত
ক্ষিতি তলে নিজ তনু ধরই॥
নয়নক লোর লেশ নাহি আওত
ধারা অব নাহি বহই।
বিরহক তাপ অবহু নাহি জানত
অনিমিখ লোচনে রহই॥
ললিতা বদনে বদনহি দেওত
শ্রুতি-মূলে তুয়া নাম কহই।
শ্বাসক লেশ কেশ পর গীরত
ইথে বুঝি জীবনক রহই॥
তুহুঁ অতি মন্দর চলবি দূরন্তর[1]
সো অতি দূবরি বালা।
রাধামোহন-বচন অব মানহ
মেটহ[2] বিরহক জ্বালা॥
তরু—১৮৭৪

(৩)

বিভাষ

আরে মোর গৌর কিশোর।
রজনী-বিলাস-রস-ভাবে বিভোর॥ ধ্রু[3]॥
কহইতে গদ গদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার।
প্রেমালসে[4] ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান।
কহইতে রসরস[5] বিরস বয়ান॥
চকিত-নয়নে পহুঁ[6] চৌদিকে নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে[7] না যায়।
এ রাধামোহন পহু গোরা-গুণ গায়[8]।
তরু—১০৭২।

পাঠান্তর—
১। বিড়ম্বসি—খ।
২। আনন্দেহ পুন—প-র-সা।

পাঠান্তর—
১। দুরান্তর—ক।
২। মেটব—ক, খ।
৩। প-র-সা ব্যতীত অন্য কোন পুঁথিতে "ধ্রু" নাই।
৪। রসলিসে—প-র-সা।
৫। কহই সরস রস—ক।
৬। প্রভু—ক, খ, ঘ, চ।
৭। বুঝন—প-র-সা।
৮। 'গোরা…গায়'-স্থলে চকিত হৃদয়—প-র-সা।

(৪)

গান্ধার

এতহু বিলাপ করল ললিতা সখি
উঠি চলল বর হংস।
কানুক পাশ চলল অনুমানিয়া
তবহি বহুত পরশংস॥
আওল পুন যাহাঁ কিশলয় শেজহি
শুতি আছয়ে ধনি রাই।
চৌদিগে সহচরি-গণ তহিঁ বেড়িয়া
রোয়ত আনন[১] চাই॥
হেরি ললিতা সবহু পরবোধই
কহতহি মৃদু মৃদু ভাষ।
এ দুখ কহিতে বর দূত পাঠায়লুঁ
মধুপুর কানুক পাশ॥
এত শুনি বিরহিণি চেতন পাওল
হোয়ল জিবনক[২] আশ।
এ সব প্রলাপ-বচন কিয়ে বোলব
দুখি[৩] রাধামোহন দাস॥

তরু—১৬৭৯

(৫)

কামোদ

গৌরি আরাধন ছল করি সুন্দরি
মীলনি[৪] নাগর সঙ্গে।
আগুসরি নাহ রাই-কর ধরি তহিঁ
আনল কৌতুক-রঙ্গে॥
কুণ্ডক তীরে কুঞ্জ অতি শীতল
বহতহি মলয়-সমীর।

পাঠান্তর—

১। আন না—প-র-সা।
২। জীবনক—ক।
৩। দুখী—ক।
৪। মিললি—চ।

কোকিল কুহরত কপোত ফুকারত
চৌদিগে শিখিকুল কীর[১]।
রাধা-মাধব কেলি-বিলাস!
দোহেঁ দোহাঁ[২] বদন নেহারি ঘন চুম্বয়ে
কতহুঁ হাস পরিহাস॥ ধ্রু॥
চন্দন কুসুম-হার[৩] সব সখিগণ
দেয়ত কানুক অঙ্গে।
ঐছন সময়ে কবহুঁ রাধামোহন
হেরব সহচরি সঙ্গে॥

তরু—৭৪৫

(৬)

কেদার

বিনোদিনি বিনোদ নাগর।
প্রেমে নাচে আনন্দে বিভোর॥
বাজত কত কত তান।
কত[৪]রস করতহি গান॥
গগনে মগন ভেল চন্দ।
ফিরয়ে দীপধর[৫] ছন্দ॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাস।
কহ রাধামোহন দাস॥ ১৫১৯।

পাঠান্তর—

১। ফির—ক, প-র-সা।
২। দুঁহে দুঁহা—ক।
দুহু দোহার—প-র-সা।
৩। কুসুমহার—ক।
৪। কত কত ক, খ, ঘ, চ পুঁথি।
৫। ধরি—প-র-সা।

(৭)

বিভাষ।

মধু-ঋতু রজনি[১] উজাগরি নাগরি
নাগর মিলনক আশে।
সো সব আনত আনমত হোয়ল
ভৈগেল তবহি নৈরাশে॥
অপরুপ প্রেমক রীত।
নিজ মন্দিরে ধনি গমন করল পুন
নাহ পন্থে উপনীত॥ ধ্রু॥
হেরল নাহ— বদন যব সুবদনি
নাগর সচকিত ভেল।
ধনি কহে শুন বর— নাগর শেখর
আজু রজনি কাঁহা গেল॥
সুন্দর সিন্দুর— বিন্দু ভাল পর
কিয়ে অপরুপ ভেল[২] শোভা।
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ অব হেরিয়ে
তছুপর মৃগমদ-আভা॥
উরে যাবক হেরি দুখিত হৃদয়ে মরি[৩]
কোন রমনি অছু কেল।
রাধামোহন দাস কিয়ে বোলব
পিরিতি দন্দ অব ভেল॥

তরু—৪০২।

(৮)

ধানশী।

সভে মিলি বৈঠল কালিন্দিতীর।
ঝর ঝর সবহুঁ নয়নে[৪] বহ নীর॥
কাহাঁ গেও নাহ[১] দুখ-সাগরে ডারি।
অবলা-মতি কৈছে তরইতে পারি[২]॥
বিরহ-বিয়াধি[৩]-বিরামক লাগি।
গাওত তছু গুণ যামিনি জাগি॥
বিষ-জল ব্যাল বিষ ভয়ে রাখি।
অব কাহে মারসি অকরুণ আঁখি॥
যবহুঁ চলসি[৪] বন গোধন সাথ।
নিমিখে মানিয়ে জনু যুগ-শত মাত॥
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত[৫] না করিয়া[৬] পাণ।
তে পদ[৭]-পঙ্কজ কোমল জানি।
স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি।
কৈছে কণ্টক-বনে করসি বিহার[৮]
সোঙরি সোঙরি জিউ ধরই না পার[৯]।
এত কহি রোয়ত গদ গদ ভাষ।
কহ রাধামোহন দাসক দাস॥

তরু—১২৬৩।

পাঠান্তর—

১। যামিনী—ক—গ।
২। ভেল অপরুপ—ক—গ, প-র-সা।
৩। হৃদয় মোরি—খ, ঘ, চ।
৪। নয়ন—ঘ।

পাঠান্তর—

১। নাথ—ক, খ, ঘ, চ।
২। পবিলে জিয়াই পালটি পুন মারি—ঘ।
৩। পয়োধি—খ, ঘ।
৪। চলল—প-র-সা।
৫। চরণামৃত—প-র-সা।
৬। করিয়ে—ক।
৭। তব—প-র-সা।
৮। বেহারি—ঘ।
৯। পারি—চ।

(৯)

বিভাষ।

সহজে গৌর প্রেমে গরগর
ফিরাএ[১] যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে সুন্দর জলদে
অরুণ-কিরণ দেখি।
উঠিল ভাবের তরঙ্গের[২] রস
সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া কেবা[৩] সাজাইয়া
কেন কৈল হেন রীতে॥
এ রাধামোহন কহে বৃষভানু-
সুতা-রসে পহুঁ[৪] ভোর
হেন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে
কিছু না হইল মোর॥

তরু—৪০১

পাঠান্তর—

১। ফিরাইয়া—খ, চ, প-র-সা।
২। তরঙ্গে—খ।
৩। কিবা—ক।
৪। ভেল—ক, চ।

(১০)

ধানশী।

হাসি হাসি সহচরি যবহুঁ জানাওল
ইহ তুয়া নিরহেতু মান।
তব ধনি লাজে অধিক মুখ অবনত
বুঝল রসিক বর-কান॥
সখিগণ-ইঙ্গিতে রসিক-মুকুটমণি
কোরে আগোরল রাই।
আনন্দে দুহুঁ জন পুন ভেল নিমগন
কৌতুক ওর না পাই॥
ইহ অদভুত দুহুঁ দন্দ।
ঐছন কথিহুঁ[১]না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
শুনইতে লাগয়ে ধন্দ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ পুন বাঢ়ল
দুহুঁ দুহুঁ[২] অধিক উল্লাস।
নিকটহি চামর[৩] করে করি[৪] হেরত
তহিঁ রাধামোহন দাস॥

তরু—৬০৭

পাঠান্তর—

১। কতিহুঁ—ক, গ, ঘ, প-র-সা।
২। দুহে দুহা—প-র-সা।
৩। সখিগণ—প-র-সা।
৪। ধরি—প-র-সা।

পরিশিষ্ট—৫

মুদ্রিত বহু-সংস্করণ বা অন্য কোনো পুঁথিতে এই ন'টি শ্লোক নেই, শুধু উপজীব্য মূল পুঁথিতে আছে।

"॥*॥ শ্রীরাধাদামোদরৌ জয়তিতরাম্ ॥*॥ শ্রী ॥*"

॥ "অথ শ্লোকাঃ ॥

রাধে কৃষ্ণময়ি সদৈব চরণে ভক্তিং পরাং দেহি মাং
শ্রীকুণ্ডে স্থরতিং ময়ি ব্রজবনে বাসং রুচিঃ কীর্তনে।
সেবাং পরাম্বতে ময়ি ত্বয়ি পরানন্দাপ্তিরিতো বরং
কাক্কা যাচ ইদঞ্চ দশনে ধৃত্বা তৃণং সর্বদা ॥১॥

২। শচীসুত জগদ্‌গুরো ত্বমপি দীনবন্ধুশ্চ
দদাপি পতিতাঃ সর্বে করুণয়া স্বভক্তিং পরাম্।
ন মৎসমঃ পাতকী কুমতিবতিকো দুশোঽপ্যবলো
বিচার্য তদীশ প্রভো বিতর শুদ্ধাং ভক্তিং ময়ি ॥২॥

৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাদয়ালঃ
খ্যাতোঽসি দীনকুলস্য হেতোশ্চ।
দেহিভ্যো দানায় মহাপ্রভো ত্বং
সর্বপ্রেমাঙ্কঃ সদয়াবলোকশ্চ ॥৩॥

৪। নত্বা যাচে বিদগ্ধং সকলগুণনিধিং শ্রীলচৈতন্যদেবং
শুদ্ধাং ভক্তিং ত্বদীয়াং পরিকর-সহিতং সাগ্রজং শ্রীলরূপম্।
শ্রীমদ্‌গোপালভট্টং সকলজনহিতং শ্রীলজীবঞ্চ নিত্যং
(চতুর্থ পংক্তি নেই।)

৫। গৌরভক্তগণান্ যাচে বরংশ্চ প্রেমবিগ্রহান্।
যুষ্মৎপাদাম্বুজে ভক্তিং ত্বদীয়ানাঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৫ ॥

৬। রাধাকৃষ্ণপ্রসাদময়নভয়নমনং লোকসংঘং দিদেশ
যো বৈ গৌড়ে তদীয়ং সততদয়াকারণং শুদ্ধভক্তিম্।

শ্রীলশ্রীনিবাসপ্রভুমত্তিসদয়ং দীনবন্ধুং কৃপালুং
নত্যা যাচে তমীশং সকলজনগুরুং তৎপাদাব্জেঽপি ভক্তিম্ ।।৬।।

৭। রাধায়াং পরমং ব্রজেশতনয়ে প্রেমদাতা জনেষু
তন্মাধুর্যপরামৃতেন সততং স্বতশ্চ স্বয়ং যো মহান্ ।
শ্রীগোবিন্দগতিশ্চ সততং গতিরভূদ্ যো রাধমানঞ্চ তম্
এতৎপাদাব্জে মধুব্রতং মনো ভূয়াদিতি প্রার্থয়ে । ।৭ ।।

৮। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ত্বাং বরং যাচে ইতি প্রভো ।
ত্বৎপাদাব্জে মনো হৃষ্টং লুব্ধং ভূয়াৎ মে সদা ।। ৮ ।।

৯। রাধামাধবসেবনোৎসুকজনস্তাল্লেন সিদ্ধিপ্রদানেন
নাতিবিভবস্ত মে চ বিষয়ে স্বাস্তস্থ যা দাঽধিকা ।
ভক্তিং প্রেমযুতাং তবৈব চরণে সর্বার্থবাঞ্ছাপ্রদাং
শ্রীরাধামোহনসংজ্ঞকোঽতিপতিতো যাচে দয়াং তে প্রভো ।। ৯ ।।

ইতি সমাপ্তশ্চায়ং পদামৃতসিন্ধুশ্চ ।।*।।
শ্রীশ্রীরাধাদামোদরৌ জয়তিতরাম্ ।।*।।"